

পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও

পর্যালোচনা

৪৭১.৪৪১২
৪৭৭



ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, এম.এ., পি.এইচ.ডি.

স্যার আনন্দোয় স্বর্ণপদক, সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক

এবং

ত্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার প্রাপ্ত ;

আনন্দোয় মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা, নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ,

পূর্ববঙ্গের কবিগান, পূর্ববঙ্গের কবিতা কবিসঙ্গীত প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



ইতিহাস জীবনিক জন্মচরিত্র
সংগ্রহ
সংস্কৃত



Price : Rs. 300/- only

BCV 3106

GS 2778

~~18120~~

PRINTED IN INDIA
PRINTED AND PUBLISHED BY PRADIP KUMAR GHOSH
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

SCUP - 2336B, 1997

ভূমিকা

আমার কথা

(১)

আমার ক্ষুদ্র জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরাধিক কালব্যাপী বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত কবিগান ও তার জবাবগুলির বৃহদংশ একত্রিত করে 'পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা' প্রকাশিত হল। কি এক অজ্ঞাত কারণে এই অবজ্ঞাত কবিকুলের প্রাচীন ভাব ও অমসৃণ ভাষাশ্রিত এবং উদ্দামসুরে পরিবেশিত গানের প্রতি আমার দুর্নিবার আকর্ষণ ঘটে। কৈশোরকালাবধি কবিগান শুনে শুনে অন্তরে গোঁথে রাখতাম, কখনো বা হস্তলিপির খাতায় সে সব লিপিবদ্ধ করে রেখে দিতাম। আর, মাঠেঘাটে 'তাইরে নাইরে বন্ধুরে' বলে বেমাণা সুরে টান দিতাম। একদা ছেলেমানুষসুলভ খেয়ালের বশে যার সূত্রপাত, কালক্রমে কবিগান সংগ্রহের নেশায় তার পরিণতি। পরিণত বয়সে যে আহা-নিদ্রা বিলাসব্যসন ত্যাগ করে কবিগানকে অবলুপ্তির হাত থেকে কাগজে-কলমে রক্ষা করার কাজে নিজেেকে নিয়োজিত রাখতে হবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। লক্ষলক্ষ লোকের আনন্দদায়ক ও মনোরঞ্জক ভালবাসার ধন পূর্ববঙ্গের কবিগান যখন আকস্মিক রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে শনৈঃশনৈঃ লয়প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন তাকে লোকলোচনের সামনে তুলে ধরার এক দুর্দমনীয় প্রেরণা অনুভব করতে থাকি।

আমারই মতো পূর্ববঙ্গ থেকে বাজ্রুত হয়ে আসা কবিয়ালদের (পূর্ববঙ্গে 'সরকার' নামে অভিহিত) সঙ্গে আমি গানের আসরে আসরে গিয়েছি। সরকারদের ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে তাঁদের মুখ থেকে, দলীয় দোহারদের খাতা এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে অজস্র গান ও জবাব সংগ্রহ করেছি (কবিয়াল নকুলেশ্বর প্রদত্ত প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)। কবিয়ালদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের গান ও জবাবের খাতাপত্র প্রকাশের আশায় আমার হাতে তুলে দেন (গ্রন্থশেষে স্বীকৃতি ও তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য)। গান সংগ্রহার্থে বেশ কয়েকবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও যাতায়াত করতে হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য ও উপাদানের ভিত্তিতে কবিয়ালদের গান এবং জীবনীভিত্তিক নিম্নোক্ত চারটি বৃহৎ গ্রন্থ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে :—

কবিয়াল : কবিগান

পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবিসঙ্গীত

নকুলেশ্বর গীতিমালা

পূর্ববঙ্গের কবিগান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

এসকল গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সুধীসমাজের অভিমত গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হয়েছে। অনিসন্ধিৎসু পাঠক এসকল গ্রন্থে পূর্ববঙ্গে কবিগানের প্রভাব ও প্রসার প্রতিপত্তি, গান রচনা পদ্ধতি, গাইবার ধারা, জবাবের রীতি, দুই বঙ্গের কবিগানের মিল-অমিল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাবেন।

কিন্তু ইতিপূর্বে যা প্রকাশিত হয়েছে, তা সংগৃহীত গান ও জবাবের খণ্ডাংশ মাত্র। এযাবত অপ্রকাশিত বৃহৎ সংগ্রহসম্ভারকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের কোনও ব্যবস্থাই করতে পারছিলাম না বলে মনে মনে বিশেষ উদ্বেগ ও অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। কারণ, বহু বৎসরের

অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শ্রম ও অর্থব্যয়ের ফসল গানের খাতা ও পাণ্ডুলিপিসমূহ পাছে কোনওভাবে হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় সে চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠি। এমনিতেই বাংলা ভাগ ও হিন্দুদের ব্যাপক বাস্তব্যাগের ফলে কত যে অমূল্য গান ও জবাব হারিয়ে গেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই ; তদুপরি আমার সংগ্রহে যা সঞ্চিত আছে, তা যদি কোনও দৈবদুর্বিপাকে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেসব পুনরুদ্ধারের কোন উপায়ই থাকবে না। তেমন অঘটন ঘটলে মৃত কবিদের আত্মার যেমন শান্তি হতো না, আমিও অন্তরাত্মার কাছে পরস্ব বিনষ্ট করার অপরাধে অভিযুক্ত হতাম।

(২)

একথা কারো অজানা নয় যে পল্লীসাহিত্য সংগ্রহ সঙ্কলন ও প্রকাশন এবং সাহিত্য-বাসরে তাদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠাদানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অসামান্য অদ্বিতীয়। একদা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন – বাণী এই বরপুত্র-ত্রয়ীর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচেষ্টায় বিপুল পল্লীসাহিত্য সংগৃহীত হয়েছে ; সেসব দেশেবিদেশে নন্দিতবন্দিত হয়েছে। আমি এই ঐতিহ্যসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নগণ্য সেবক। বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বেই আমার দুখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাকে সম্মানিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নান ঐতিহ্য অনুসরণ করেই আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগৃহীত কবিসঙ্গীতগুলিও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে আমি বর্তমান উপাচার্য মাননীয় অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ বসু মহাশয়ের সমীপে এক আবেদন পেশ করি। তিনি বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করে গ্রন্থমুদ্রণের নির্দেশ দেন। উপাচার্য মহোদয়ের এই সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তে বাংলার পল্লীসাহিত্যের বিশেষ এক ক্ষীয়মান শাখার উজ্জ্বল নিদর্শনগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হল ; তারা নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেল। আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ছাড়াও যে কোন সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমীর কাছেই উপাচার্য মহোদয় এই বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদার্থ হবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশনা সম্পর্কিত প্রারম্ভিক কাজকর্ম সম্পাদনে আমার প্রাক্তন সহকর্মী ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (ডি.পি.ও.), শ্রীপীযুষকান্তি শুহ, শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদা উদ্যমশীল প্রেস সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ যে আন্তরিকতা ও কর্মতৎপরতা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। এঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গতানুগতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরিপন্থী।

(৩)

গ্রন্থভূক্ত গানগুলি বিভাগপূর্ব পূর্ববঙ্গের আট নয়টি জেলার হিন্দুদের নিরুপস্থিত শান্তিময় সহজসরল গ্রাম্য জীবনধারার দ্যোতকও বটে। কিঞ্চিৎ অমচিন্তা ও অন্যচিন্তা বিরহিত না হলে কেউ বারো ঘণ্টা বৃন্দ হয়ে কবিগান শুনতে পারেনা। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট থেকে তৎকালীন হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ঘোর তমসাবৃত হয়ে পড়ে। কোনও সদবন্ধ সমাজজীবনে ভাঙন ধরলে সমাজের সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলির উপরই পড়ে প্রথম আঘাত। পূর্ববঙ্গে কবিগানের সমাজদার সমাজ ভেঙ্গে গেছে। দেশভাগ ও হিন্দুদের দেশত্যাগের অন্যতম বলি হল কবিগান। গানের বঙ্গের কবিগান লুপ্ত হয়েছে কালক্রোতে ; আর পদ্মা-মেঘনা পারের কবিগান অকালে অবলুপ্তির পথে গেছে কুৎসিত রাজনীতির কুটিলাবর্তে পড়ে। পূর্ববঙ্গের

উৎখাত হিন্দু সমাজের সঙ্গে এই বঙ্গে এসেও কবিয়ালাগণ পুনরায় যে আসন্ন জন্মবার চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রমাণ নিম্নোক্ত আবেদন পত্রখানা।

“পূর্ববঙ্গের কবিগান

বরিশালের স্বনাম প্রসিদ্ধ কবিয়াল শ্রীনকুলেশ্বর সরকার ও ফরিদপুরের উদীয়মান কবি
শ্রীনিশিকান্ত সরকার কর্তৃক পরিচালিত “কব্যাগীতি” —

— নিবেদন —

যে কবির কাল বিগ্নবে পতিত হইয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম আজ অবলুপ্তির পথে। এখন
উল্টারখ, সিনেমা অগতির যুগ। হিন্দুর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, শ্রুতি, স্মৃতি, রামায়ণ,
মহাভারত, গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি এখন বাজে কায়দার উপন্যাসের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

তাই সুপ্রসার হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করে আমাদের এই কবিগানের মাধ্যমে বিবিধ
ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা সমালোচনা ও তর্ক বিতর্কের দ্বারা মানুষের প্রাণে ধর্মভাব উদ্দীপিত
করাই আমাদের এই কবিগানের বৈশিষ্ট্য।

কোন এক বিশেষ শ্রেণীর লোক আছেন, যারা কবিগানের নাম শুনেই গুমানী-
লঙ্ঘনের তরঙ্গ গানের মত মনে করেন। তাদের কাছে আমাদের সনির্বুদ্ধ অনুরোধ এই যে
আমাদের ২।১ পালা কবিগান একটু ধৈর্য সহকারে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্বকর্ণে শ্রবণ
করিয়া আমাদের বিষয়বস্তুটা একটু ধীরে ধীরে চিন্তে বুঝিবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই
আপনাদের মনের সন্দেহ বিদূরিত হইবে। “আমকে” আর “আমড়া” বলিয়া ভুল করিতে হইবে
না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

নিবেদক—

২০নং ফকির চন্দ্রবর্তী রোড,
কলিকাতা-৬

শ্রীনকুলেশ্বর সরকার
ও শ্রীনিশিকান্ত সরকার”

কিন্তু কবিয়ালাগের এই যুক্তিপূর্ণ ও আন্তরিক আবেদনে সাড়া মেলেনি। না মেলাই
স্বাভাবিক। বিরুদ্ধ পরিবেশে কোনও উড়ে আসা বিনোদনের উপাদানের পক্ষে নতুন করে
জন্মদানে স্থান দখল করে নেওয়া দুঃসহ। একথা কবিগানের পক্ষে বিশেষভাবে খাটে। এখানে
গান রচনার পরিবেশ, পরিবেশনের পরিবেশ, রসগ্রহণের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি মিলিয়ে পূর্ববঙ্গীয়
ধারার কবিগান পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসার লাভের অনুকূল ছিল
না। যারা তারারাজের বন্দোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাস পড়েছেন, সিনেমায় নাটকে ‘কবি’
দেখেছেন, যাত্রায় ‘কবিয়াল এন্টুনি ফিরিসি’ প্রত্যক্ষ করেছেন, কিংবা শেখ ওমানি দেওয়ান ও
লঙ্ঘনের চন্দ্রবর্তীর কবির লড়াই অথবা পায়ে ঘুড়ুর বাঁধা কোমর দোলানো তর্জাগান শুনেছেন,
তাদের পক্ষে পূর্ববঙ্গের কবিগানের স্বরূপ উপলব্ধি করা ও রসগ্রহণ করা দুঃসাধ্যই বটে।

শতসহস্র আসরে গাওয়া এই গানগুলির গায়ে লেগে রয়েছে শ্যামল সরস পূর্ববঙ্গের
বিশুদ্ধ জল, পেলব মাটি, নির্মল আকাশ বাতাসের গন্ধ; আর শ্রেণীহীন অগণিত গায়ক গায়িকা
বাদকবাদিকা শ্রোতা ও উদ্যোক্তাদের উষ্ণ স্পর্শ। আজ তারা সবাই বিশ্বস্তিতে বিলীন। পূর্ব
পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশভূক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদের বিভিন্ন
ধরনের লোকাচার লোকসংস্কার লোকগীতির বিলোপ ঘটে গেছে। সেসব পুনরুদ্ধার

পুনরুজ্জীবনের ক্ষীণতম আশা ও সম্ভাবনা আর নেই। কবিগানও বিলোপের পথে। তার লিখিত নিদর্শনগুলির কিয়দংশ যে রক্ষা পেল — সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমীদের শোকের মাঝে তাই একমাত্র সাধুনা।

কোনও প্রিয় বস্তুকে চোখের সামনে ক্রমেক্রমে লয়প্রাপ্ত হতে দেখলে প্রাণে ব্যথা জাগা স্বাভাবিক। কবিগান সংগ্রহ করতে গিয়ে আমিও সেই ব্যথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। হারানো সূরের পরশে বারে বারে রোমাঙ্কিত হয়েছি। এসব গানের পটভূমি পূর্ববঙ্গের হারানো অতীতের সুখদুঃখময় স্মৃতি বারে বারে আমার হৃদয়ে আঘাত করেছে। সেই সমাজ, সেই পরিবেশ, সেই গানের আসর এবং মানুষজন মনের মাঝে উকিঝুঁকি মেরে আমাকে উদ্মনা করেছে। হাতে লেখা গানের খাতা ও কাগজপত্রসমূহ এতকাল আমি যত্নের ধনের মতো বুকে আঁকড়ে রেখেছিলাম। বাসাবদল স্থানান্তর গমন কোনও অবস্থাতেই তাদের কাছছাড়া করিনি। এগুলির মধ্যে আমি আমার কৈশোর যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার দিনগুলির ছোঁয়া পেতাম বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়েও। কোন্ গানটি কোন্ আসরে কোন্ 'সরকারের' বাড়িতে কোন সময়ে সংগ্রহ করেছিলাম, সে সব বাড়ির বা গানের দলের লোকজন, তাদের আদর আপ্যায়নের বহর আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। চোখ বুঁজলেই সেসব গানের আসর, গায়কের সংসার, 'সরকারের' বাসা বাড়ি আমার সামনে হাজির হয় যেন। আজ সে সবই স্মৃতিতে পর্যবসিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর গানের খাতাপত্র পাণ্ডুলিপির প্রয়োজন ফুরিয়েছে ঠিকই, তবু অতীতের স্মৃতিভারে প্রপীড়িত নিজেদের আমি ভারাক্রান্ত মনেই ভারমুক্ত মনে করছি এবং নাতিদূর অতীতে জনমনোরঞ্জননের অন্যতম উপাদান কবিগানগুলি যে অংশতঃ রক্ষা কর গেল, সেকথা স্মরণ করেই হৃব্বিষাদে আমার কথা শেষ করলাম।

দৌলতপুর

দঃ চব্বিশ পরগণা

পিন : ৭৪৩৩৫২

১লা কার্তিক, শ্রীশ্রীদুর্গাষষ্ঠী, ১৪০৩

শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ

গান সংগ্রহ সম্পর্কে —

EAST BENGAL BINAPANI KABI PARTY

PROP. : KABI NAKULESWAR SARKAR

P.O. & St. Chakdaha
Khoshbash Mahalla
Ajugubitala, Kabi Kutir
Dist. Nadia

BRANCH :
No. 2, Durgacharan Mitra Street
Calcutta-6

প্রায় ২৩ বৎসর পূর্বে শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ পর মারফৎ যোগাযোগ করে, একদিন সভাল কোলায় কলিকাতায় ফকির চক্রবর্তী লেনে আমার বাসায় এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উদ্দেশ্য পূর্ব বঙ্গের কবিগান ও কবিগান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমেই আমি কবিগান সম্বন্ধে দীনেশবাবুর আন্তরিক অনুরাগ ও গভীর

অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাই। তিনি আমাকে পূর্ব বঙ্গের কবিগান ও কবিয়াসদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন।

ইতিপূর্বেই পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবিয়াসগণ একে একে এ জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। দেশবিভাগ ও দেশভ্রাতাদের দরুণ তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এক দুর্লভ ব্যাপার। কবিগানের স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রতিনিধি রাজেন্দ্র সরকার তখনো জীবিত থাকলেও তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খুলনায় বসবাস করেন।

দীনেশবাবু আমার নিকট হইতে পরিচয় পত্র নিয়ে হরিচরণ সরকার, নারায়ণচন্দ্র সরকার, শ্রীনিধিকান্ত সরকার প্রভৃতি পূর্ব বঙ্গগত কবির সরকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি আমার গানের দলের সঙ্গেও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত গানের আসরে যেতে থাকেন। দীনেশবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের কিছুদিন পূর্বে দুর্ভাগ্যবশত আমার উদ্যম জীবনের রচিত গান ও জবাবের বিরাট দুইটি খাতা শিয়ালদহ স্টেশন হতে স্টেকেশ সহ চুরি যায়। সে সব গানের দরুণ বৃটীশ সরকার পাঁচ বৎসরের জন্য আমার কবিগানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া আমার কবিগান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বরচিত গান জবাব ছাড়াও তাতে নবীন-প্রাচীন বহু কবিয়াসের সঙ্গে গান জবাব ও টপ্পার কাটাকাটির অমূল্য নিদর্শন ছিল। দুঃখের বিষয় যে সেই খাতা দুইটা দীনেশবাবুর হাতে তুলে দিতে পারলেম না।

পরে স্থিতি থেকে যা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি, তা এই বিশাল রচনার ভগ্নাংশ মাত্র। যা হোক, প্রথম পরিচয়ের পর হতে, দীনেশবাবু প্রথমে ফকির চন্দ্রবর্তী সেনের বাসায় এবং পরে চাকদহে খোসবাস মহারাহিত আমার বাড়ীতে এসে দিনের পর দিন আমার কবিজীবনের বিচিত্র কাহিনী ও অভিজ্ঞতার কথা তার সম্পাদিত “কৃশানু” পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। পরে এই রচনাই “কবিয়াস-কবিগান” নামে দ্বিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে পূর্ব বঙ্গের কবিগান ও কবিয়াসদের সম্পর্কে একমুখাবিধীয়াং গ্রন্থরূপে সুদীপনমাঝে অকুণ্ঠ সাধুবাস অর্জন করেছে।

ইতিমধ্যে দীনেশবাবু তার সংগৃহীত বিপুল উপাদান ও তথ্য সম্ভারের ভিত্তিতে ‘পূর্ববঙ্গের কবিগান ও কবিয়াস’ নামে থিসিস বা গবেষণাপত্র রচনা করে পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেন এবং অবধারিত ভাবেই তার অনলস পরিশ্রম, অকৃত্রিম তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহনিষ্ঠা, তথ্যযেষণ ও বিশ্লেষণে সুনিপুন দক্ষতা ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীতে ভূষিত হন।

দেশবিভাগ পূর্ব বঙ্গের কবিগানের ক্ষুণ্ণ অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই গানকে কেবলমাত্র যে অপরিচিতির অন্ধকার গহ্বর থেকে উদ্ধার করেছেন তা নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে বঙ্গ সংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ পূর্ব বঙ্গের কবিগান সম্পর্কে অকটা ও প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপনা করে, তাকে বিশ্বস্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তজ্জন্য পূর্ব বঙ্গের জীবিত কি মৃত, অজ্ঞাত অবহেলিত অনাদৃত কবিকুল দীনেশবাবুকে কবিগান ও কবিয়াসদের নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম সুহৃদরূপে প্রাণতর্য আশীর্বাদ জানাবেন। ইতি ১৩৯০, ১৯শে চৈত্র।

শ্রীনকুলেশ্বর সরকার

খোসবাস মহাশয়

আজও বিতলা

কবিকুল

চাকদহ, নবীয়া

পর্যালোচনা : গানের কথা

(ক)

পূর্ববঙ্গীয় প্রথায় পরিবেশিত একপালা কবিগান অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারিত ছিল কমপক্ষে বারো ঘণ্টা। এই বারো ঘণ্টার পালা মুখ্যত দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত — (ক) লিখিত গান ও তাৎক্ষণিক জবাব এবং (খ) অলিখিত অর্থাৎ উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত গান ও তাৎক্ষণিক জবাব।

কবিরীতিগণ অবসর সময়ে বিভিন্ন বিষয় ও ভাবানুসারী যেসব গান রচনা করতেন এবং পুরুষ ও মহিলা দোহারদের কণ্ঠদানে আসরে আসরে যা পরিবেশিত হতো, তাই লিখিত কবিগান। এই লিখিত কবিগানই প্রথমধ্যে স্থান পেয়েছে এবং সেগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। লিখিত শ্রেণীর গানের মধ্যে পড়ে ডাক, মালসী, আগমনী ও বিজয়া, ভোর, গোষ্ঠ, কারুণ্য, সখী সংবাদ এবং 'কবি' পর্যায়ের গানগুলি। এদের মধ্যে একমাত্র সখী সংবাদ ও 'কবি' ছাড়া অন্যান্য গানের জবাব দেবার রীতি নেই। বাকী গানগুলি সময়োচিত এবং কালোচিত গান। শুধুমাত্র রসগ্রাহী শ্রোতাদের জ্ঞাতার্থে ভাবনার্থে এবং সমাজের হিতার্থে ও শ্রবণানন্দের জন্যই গাওয়া হতো। কবিগান সম্পর্কে যত আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থপ্রকাশনা সবই এই লিখিত কবিগান ও তার জবাব নিয়েই। এসব গানই কবিরীতির কবিত্বশক্তি, কল্পনাপ্রবণতা, ভাবগাম্ভীর্য, ভাষাজ্ঞান, সুরঝঙ্কারে অধিকার এবং রসানুভূতির পরিচায়ক। তবে গানের জবাব কিন্তু অলিখিত ও পূর্বপ্রস্তুতিহীন উপস্থিত রচনা ; যদিও গান সমাপ্ত হলে কবিরীত তাঁর সদ্য প্রদত্ত জবাব পরিশীলিত আকারে গানের খাতায় লিখে রাখেন — ভবিষ্যতে এই গানের জবাব হয়তো অন্য কোন কবিগানের আসরে দিতে হতে পারে এই সম্ভাবনায়। বর্তমান গ্রন্থে এই লিখিত কবিগান এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের প্রাপ্ত জবাবসমূহ সংকলিত হয়েছে। অলিখিত এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত বা তাৎক্ষণিক গান সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গে কবিগানের নবরূপকার ছিলেন ঢাকা জেলার নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য (জন্ম ১৭৮৩ শকাব্দ কার্তিক সংক্রান্তি : মৃত্যু ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ১৩ জ্যৈষ্ঠ)। কবিগানের সার্বিক সংস্কার সাধনে ও উন্নতিবিধানে তাঁর দান অসামান্য। হরিচরণ আচার্য রচিত কবিগানের আংশিক সংকলন গ্রন্থ 'কবির ঝঙ্কার'-এর (১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) ভূমিকা লেখক বীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় আচার্য কর্তার অবদানের কথা স্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে লিখেছেন :—

“কবিগানের গৌরবময় যুগের পর এক যের অকস্মিক যুগ আসিল। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর কটি পরিবর্তিত ও সংকুচিত হইতে লাগিল। বিলাতী ফেসনের ঘিয়েটার প্রভৃতি আসিয়া শিক্ষিত ও ভদ্রসংস্রদায়ের চিত্ত বিনোদনে ব্যাপৃত হইল। কবিগান তখন একমাত্র অশিক্ষিত সাধারণ সংস্রদায়ের আমোদ যোগাইতেই ব্যাপৃত রহিল ও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রীলতা দোষে এত জখম হইয়া পড়িল যে ভদ্র গ্রামে পর্যন্ত তাহা গাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ভদ্রলোকে তাহা শুনিতেই না।

এতবড় একটা অমূল্য সম্পদ বাঙালীর কবিগান এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল।

এই অবনতির যাপ হইতে কবিগানকে উন্নতির পর্যায়ের যাহারা উঠাইলেন, কবিত্বশালী শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য তাহাদের অগ্রণী।

তিনি এই গানকে আবিলতা মুক্ত করিয়া, নিজ প্রতিভার যাদুমন্ত্রে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া কালোপযোগী আভরণে ভূষিত করতঃ আসরে উপস্থিত করিলেন। ইহার নকরূপে লোক মুগ্ধ হইল। যাত্রা থিয়েটার অপেক্ষা কবিগান আর এখন হীন নহে।

তিনি স্বীয় প্রতিভার যাদুমন্ত্রে নবভাবে কবিগানকে মার্জিত ও সংস্কৃত করিয়া নব নব রাগরাগিণীর অপূর্ব সংযোগে সুসজ্জিত করিলেন। গান ছড়া প্রকৃতি সমস্তকেই তিনি অঙ্গীলতা ও আবিলতা মুক্ত করিলেন। কবিগান তাহার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য একজন রূপদক্ষ স্বভাব শিল্পী এবং আজন্ম সিদ্ধ গায়ক। তাঁহার পদলালিতা, বর্ণনার চাতুর্য, সহজ অনুকৃতি, মনোহর অলঙ্কারের সমাবেশ বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। ছড়াতে তাঁহার অপূর্ব স্বাক্ষরভূমি মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি ভক্ত ও প্রেমিক; বৈষ্ণব কবিবিগের ভাবময়্য আবেগ তাঁহার অন্যান্য ক্ষুদ্র গানে বিদ্যমান। তিনি একজন কবি। কবিওয়ার্ডার চেয়ে কনি হিসাবে তিনি অনেক বড়। . . . কি কবিগানে, কি ক্ষুদ্র বিবিধগানে, কি ছড়া কাটার সর্বত্রই তাঁহার মৌলিকত্ব বিদ্যমান। কি স্বদেশী কবিতায় কি স্বল্প কবিতায় তাঁহার সমান হাত। . . .

সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া তিনি গানের পশরা লইয়া বঙ্গের, বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দ জোগাইয়াছেন। তাঁহার রসের পশরা হইতেও কৌতুক বৌতুক দেশবাসী অপরিখ্যাত পরিমাণেই পাইয়াছে, সামাজিক ও দেশাত্ম-বোধক গান তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গদেশ কম পায় নাই। হাসির ও স্বল্প কবিতাও তাঁহার যথেষ্ট আছে।”

ওধু গান রচনা নয়, গান পরিবেশনেও যে হরিচরণ যুগান্তর আনয়ন করেছিলেন বিদগ্ধ শ্রোতার জবানীতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

“কবি হরিচরণ আদরমণি ও বালক মদন প্রকৃতিকে লইয়া তান-লায়-সুসঙ্গত সঙ্গীতের কবছা করিলেন। ঢোলের সেই বিকট ধ্বনির বদলে তাহা হইতে তবলের মধুর ধ্বনি বাহির হইল, — আদরমণি বা বালক মদনের পেছনে গোবিন্দের সুমধুর কণ্ঠ ও বেহালা যোগদান করিয়া তাহাকে মধুরতর করিয়া তুলিল, — আর দলে দলে শ্রোতৃবৃন্দ আসিয়া আসর ভরিয়া ওঠিতে লাগিলেন। . . . হরিচরণ কবিগানকে বিবিধ সুরে ও লয়ে সুমধুর করিয়া তুলিলেন। দুইজন করিয়া গান, একজন করিয়া গান ইত্যাদিতে ক্রতিসুখকর কবিগান দেশে প্রচুর সত্রম লাভ করিল। দেশে হরিচরণের জয়ধ্বনি উঠিল।” (“বঙ্গের কবির লড়াই” — ভূমিকা-পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য)

এ সম্পর্কে আরো একজন রসিক শ্রোতা-সমাজদারের উপলব্ধির কথাও উদ্ধৃতিযোগ্য—

“তিনি (হরিচরণ আচার্য) কতটি স্ট্রীলোক এবং বালকের সাহায্যে বেহালা হরিমোনিয়াম সহযোগে অপূর্ব সুরে লয়ে কবি গাইয়া থাকেন। ঢোল কঁাসির সঙ্গতও অপূর্ব। . . . গানের রচনায় তিনি অদ্বিতীয়; প্রতিপক্ষ দলে যেভাবেই চাপান গাছক না কেন, এক ঘণ্টা কি সেড় ঘণ্টার মধ্যে তিনি অতি সুনিপুণ শব্দকিছ্যাসে রসোজ্জলভাবে তাহার উত্তর করিয়া থাকেন। আমরা ভাবকভাবে একথা লেখিতেছি না; বস্তৃতই কবিগান একটা রসের বস্তু ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষগণ উহা স্বভাব সহিতই উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুপরিচালনার অভাবে এখন তার অস্তিত্বই বিলোপের মধ্যে। যদি কেহ কবিগানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে হরিচরণ দ্বারা বঙ্গের গান কোন সুযোগে ও নিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে বুদ্ধিতে

পারিবেশ, ছড়া-পাঁচালী নয়, কবির প্রাণ হইয়াছে, স্বর্গী-সংবাদ 'কবি' আর 'টমা'।" (মহেশচন্দ্র কবিভূষণ, পৌরহ, পৌষ ১৩৩৫)

বর্তমান সময়ে স্বর্গী-সংবাদ, 'কবি' আর 'টমা' এবং তাদের জীবন প্রচুর পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এতো গেল রসজ্ঞ শ্রোতা ও সমাজদারদের কথা। পূর্ববঙ্গের কবিগানের স্বর্ণযুগের শেষ প্রতিনিধি প্রয়াত কবিয়াস নকুলেশ্বর সরকার (কালকাটি, বরিশাল) কবিগানের সংস্কার সাধনে তাঁর গুরুত্ব অমূল্য অবদানের কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে গেয়েছেন —

পূর্ববঙ্গে কবির ক্ষেত্র	বাণীর যত বরপুত্র
কবিগানে দিবারাত্র	মজায় সবার মন।
তার ভিতরে সর্বপূজ্য	নরসিংদীর হরি আচার্য
অভিনব কবির রাজ্য	করেছেন পত্তন ॥
পূর্ববর্তী কবি যারা	আদিসের ভক্ত তারা,
শ-কার ব-কার বাবুছড়া	চায়না তাদের প্রাণ।
মায়ে ঝিয়ে পিতাপুত্রে	সকলে মিলে একত্রে
যেত না সে কবির ক্ষেত্রে	শুনতে কবির গান ॥
ছড়া ভিটায় বটের তলা	নয়তো কোন শাসনখোলা
বসাত এই কবির মেলা	ধনীরা সকল।
বিছনা দেয় না কবিরে	ধূলা কাদা মাটির পরে
বসে পড়তো পাখ্য গোড়ে	খেউড় কবির দল ॥
কবির যখন এই অবস্থা	করতে তাহর সুব্যবস্থা
নিলেন একটা সরল রাস্তা	আচার্য রতন।
ছিড়ে ফেলে খেউড়ের খাতা	ভারত পুরাণ চণ্ডী গীতা
গৌরকথা কৃষ্ণকথা	জুড়িলেন কীর্তন ॥
দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে	রসাল কণ্ঠে রসাল সুরে
রসাল কথা কীর্তন করে	মজান সবার মন।
মিষ্টি মধুর সন্ধান পেলে	মন যায় কি বাঘা তেঁতুলে
খেউড় কবি গেল ভুলে	যত শ্রোতাগণ ॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবো	দাঁড়িয়ে কবির সপক্ষে
আচার্যদেব শাসন বুকে	পারিজাত ফোটায়।
ঘৃণ্য কবি সম্মানে	স্থান পেল উচ্চ আসনে
মাটির কবি টেনে এনে	পাটিতে ওঠায় ॥

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পূর্ববঙ্গে কবিগানের পুনরুজ্জীবনে হরিচরণ আচার্যের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর গানে মুগ্ধ ময়মনসিংহ জেলাস্তরিত প্রসিদ্ধ মসুয়া গ্রামবাসী পণ্ডিতবর্গ তাঁকে 'কবিগণাকর' উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেন।

এই সম্মেলন প্রদে যেসব গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তন্মধ্যে একমাত্র হরিচরণ আচার্য রচিত গানগুলি ছাড়া অন্যান্য গান সুবিন্যস্তভাবে অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি। হরিচরণের কবি-জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর কিছু গান শিষ্য ও অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় 'কবির স্বভাব' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৩৩৬ সালে)। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে —

“তিনি (হরিচরণ) চিরকালই আধ্যাত্মোন্মত্ত। তিনি প্রয়োজন মত গান রচনা করিয়া গাহিয়া থাকেন; তাহার পর আর লিখিয়াও রাখেন না। এইরূপে তাঁহার গান নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকলের সংগ্রহ এক দুর্লভ ব্যাপার; তবু অনেক চেষ্টায় অনেকগুলি গান সংগ্রহ করিয়াছি। . . . এই দুই খণ্ডে যে সকল গান প্রকাশিত হইয়াছে ইহা ভিন্ন কবির বহু সুললিত গান রচনা করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অদ্যাপিও সে সকল গান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাই দেশবাসী সুধীমণ্ডলীর নিকট আমার ক্রীত প্রার্থনা, তাঁহারা দয়া করিয়া এই অমূল্য রত্নাবলী সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠাইলে তা পরবর্তী খণ্ডে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ প্রকাশ করিব।” (শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর মৌলিক – প্রকাশক)

কিন্তু প্রকাশকের সে আশা পূর্ণ হয় নি। একের পর এক দুর্ভাগ্যের অবিরাম প্রবাহে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সাংস্কৃতিক জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ‘কবির ঝঙ্কার’ এর মুদ্রণও নিঃশেষ হয়ে যায় বহুকাল আগে। আমি ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় বহু ছেজ্জাত করে কবিশ্রমিকদের নরসিংদীর আশ্রম থেকে কীটদষ্ট দুই খণ্ড ‘কবির ঝঙ্কার’ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম বলে আজ সেসব গান সম্বলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা গেল।

বলাই বাহুল্য, হরিচরণ কবিগানের সকল শাখার গান রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গানের ভাব এবং পরিবেশনের পারস্পর্য বজায় রেখে গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ করা হয়েছে। এবং যেহেতু হরিচরণ আধুনিক কবিগায়কদের সকলেরই গুরুস্থানীয়, তাই তাঁর গানগুলিকেই প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে।

(খ)

গান সম্পর্কে আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হবার আগে ডাকগান ছাড়া অন্যান্য গানের আঙ্গিক কলাকৌশল ও রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত প্রয়োজন। পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অর্থাৎ মালসী/ভবানী গানগুলি থেকেই গানের রচনাপদ্ধতি একটা নির্দিষ্ট ছক ধরে শুরু ও শেষ হয়েছে। কবিগানের চিরচরিত প্রধানুসারে ডাকগান ছাড়া অন্য যে কোন শ্রেণীর প্রত্যেকটি গান তেরো কি চৌদ্দটি ভবকে বিভক্ত। আবার প্রত্যেকটি ভবকের আলাদা আলাদা অভীধা রয়েছে। এই অভীধা নির্দিষ্ট ভবকটির সুর নির্দেশকও বটে। প্রত্যেক গানে তেরো/চৌদ্দটি ভবক থাকলেও, ছন্দ ও সুর অনুযায়ী তাদের মোটামুটি নিম্নোক্তরূপে সাজান যেতে পারে :—

চিতান + পরচিতান	...	একইরূপ ছন্দ ও সুর
পাড়ন + পরপাড়ন	...	" " "
তিনটি মুক্যার	...	" " "
তিনটি মিল ও মুখ	...	" " "
ডাইনা/প্যাঁচ	...	আলাদা ছন্দ ও সুর
খাদ/খোঁচ	...	" " "
অগুরা/ঝুমুর/চালক	...	" " "

তা হলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর এক একটি কবিগান মোটামুটি সাত রকম ছন্দে রচিত ও সাত রকম সুরে গাওয়া হয়।

কবিগায়কদের গানের খাতায় এসব গান লিখবার বেলায় এক অদ্ভুত পদ্ধতি অনুকরণ করা হয়ে থাকে — যার সঙ্গে গাইবার ধারার কোন মিল নেই। গান লিখবার ক্ষেত্রে এরকম কিছুত

ধারা অবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে যে, গানের খাতা হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে, অন্য দল যাতে গানের আদ্য মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ কোণায় শুরু আর কোণা শেষ তা বুঝতে না পারে, তাই তারা গানটিকে তিন অংশে বিভাজন করে উল্টেপাল্টে লিখে থাকেন। যেমন, গানের খাতার পাতার মাঝখান থেকে প্রথম চার স্তবক অর্থাৎ চিতান, পাড়ন, ১ম ফুকার ও ১ম মিল পর্যন্ত লিখে একেবারে পাতার শীর্ষে চলে যান। সেখান থেকে শুরু হয় পরবর্তী পাঁচ স্তবক অর্থাৎ মুখ, ডাইনা, খাদ, ২য় ফুকার ও ২য় মিল। দ্বিতীয় মিল শেষ হয় ঠিক পাতার মাঝখানে যেখানে গান লেখার সূচনা সেই চিতানের উপরে এসে। এবার তৃতীয় বা শেষাংশ — অর্থাৎ অন্তরা, পরচিতান, পরপাড়ন, ৩য় ফুকার ও ৩য় মিল বা শেষ মিল — এই চার স্তবক। অন্তরা লেখা শুরু হয় গানের প্রথমাংশের শেষ স্তবক অর্থাৎ ১ম মিল যেখানে শেষ হয়েছে তার ঠিক নিচু থেকে। একটু গাণিতিক সাহায্য নিয়ে একটি গানের লিখবার ও গাইবার ধারা নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায় —

গাইবার ধারা	লিখবার ধারা
১। চিতান	৫। মুখ
২। পাড়ন	৬। ডাইনা/প্যাচ
৩। ১ম ফুকার	৭। খাদ/খোঁচ
৪। ১ম মিল	৮। ২য় ফুকার
৫। মুখ	৯। ২য় মিল
৬। ডাইনা/প্যাচ	১। চিতান
৭। খাদ/খোঁচ	২। পাড়ন
৮। ২য় ফুকার	৩। ১ম ফুকার
৯। ২য় মিল	৪। ১ম মিল
১০। অন্তরা	১০। অন্তরা
১১। পরচিতান	১১। পরচিতান
১২। পাড়ন/পরপাড়ন	১২। পাড়ন/পরপাড়ন
১৩। ৩য় ফুকার	১৩। ৩য় ফুকার
১৪। ৩য় মিল	১৪। ৩য় মিল

যা হোক, এই জটিল মারপ্যাচ গোলকর্মাধায় না গিয়ে বর্তমান গ্রন্থে পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে গাইবার ধারা অনুযায়ীই গালওলি মুদ্রিত হল।

গানের সুর ও ছন্দ

কবিগানে কোন নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ রাগরাগিনী নেই; যা আছে তা মিশ্র রাগিনী। তাল প্রসঙ্গে বলা যায় একতাল, কাওয়ালী, তেওট, ঝাঁপ, কাশ্মীরি, কাহারবা, ঠুংরি প্রভৃতি তালই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত। স্বরগ্রামের সপ্তস্বরের মধ্যে মৃদু ও কোমল স্বরের চেয়ে তীব্র ও মধুর স্বরই কবিগানের প্রধান অবলম্বন। সে কারণে পঞ্চম ও সপ্তম স্বরেই বেশীরভাগ কবিগান রচিত। কোন কোন দক্ষ কবিয়াল অবশ্য ডাইনা ও অন্তরা স্তবক রচনায় এবং গাওনায় সুর ও ছন্দের যথেষ্ট মূল্যায়না দেখিয়ে থাকেন।

কবিগানে যেমন কোনও সুনির্দিষ্ট রাগরাগিনী নেই, ছন্দের বেলাতেও তেমনি কোনও বাঁধাধরা ছন্দে পুরো গানটি রচিত নয়। সাত প্রকার সুর অনুযায়ী রচিত তেরো বা চৌদ্দটি

স্তবকের এক একটি স্তবকে এক থেকে ছয় বা ততোধিক পংক্তি থাকে। তবে সাধারণতঃ পয়ার (লম্বু ও দীর্ঘ) এবং ত্রিপদী (হ্রস্ব ও দীর্ঘ) ছন্দের সংমিশ্রণেই অধিকাংশ স্তবক গঠিত।

একথা অবশ্য সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত যে আকারে, অবয়বে আঙ্গিকে, পংক্তি সংখ্যার বিচারে, সুর সংযোগ ও ছন্দ প্রয়োগে এবং সর্বোপরি পরিবেশনের সময়ের হিসাবে আর কোন বাংলা গানই একটি কবিগানের সমতুল্য নয়। একপালা কবিগানের সময়সীমা এবং এক একটা কবিগান পরিবেশনের সময়সীমার বিচারে এইগান একক ও অদ্বিতীয়।

সঙ্কলিত গানগুলি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বছরের পর বছর শত সহস্র আসরে শত শতবার গাওয়া হয়েছে। শুনে শুনে বংগান শ্রোতাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। যেহেতু এসব গানের কোন 'কপিরাইট' ছিল না — সুতরাং কোন কবির দল জ্ঞাতসারে অন্য কবিয়ালের রচিত গান গাওয়ালে দোষের কিছু ছিল না। যে কোন কবিয়ালের গানই গাউক না কেন, বিপক্ষ কবিয়ালকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার জবাব দিতে হতো। কবিয়ালদের তজ্জন্য সदा প্রস্তুত থাকতে হতো; পূর্ব প্রস্তুতির তেমন অবকাশ ছিল না।

(গ)

এবার বিভিন্ন শ্রেণীর গান সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা শুরু করা যাক।

ডাক

'ডাক' কবিগানের উদ্বোধন সঙ্গীত; আহ্বান বা প্রার্থনাগীতি। ডাক এবং তৎসহ মালসী গানেই কবিগানের মঙ্গলাচরণ তথা নান্দী। এ সকল গান ভক্তিরসাস্রিত ও আত্মতত্ত্বমূলক। কখনো কখনো জাতীয় ও সমাজ সমস্যামূলক বিষয় নিয়েও ডাকগান রচিত হয়। ডাক এবং মালসীর বাদ্য ও সুর শুনেই বিচক্ষণ শ্রোতার দল মাঝরাতে বা শেষরাতে শয্যা ছেড়ে গানের আসরে ছুটে যেতেন। শ্রোতাদের শয্যা থেকে ডেকে আনে কিংবা আরাধ্য দেবতাকে ডাকে বলেই 'ডাক' গান নামকরণ হয়েছে হয় তো। "ডাক মালসীর সুর ও বাদ্য শুনিয়াই আমাদের প্রাচীন কর্তারা ভোর-রাত্রিতে কবিগান শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন।" (পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ) দুর্গাপূজা কালীপূজা লক্ষ্মীপূজা এবং সরস্বতী পূজা উপলক্ষে উদ্দিষ্ট দেবদেবীকে আহ্বান বা বন্দনা করে ডাকগান রচিত হয় এবং গাওয়া হয়। হরিচরণ আচার্য মহাশয় গৌরলীলা অবলম্বন করে ডাকগান রচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তী অনেক সরকারও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ডাকগান রচনা করে গাইতেন।

ডাক গানগুলি মুখ্যত দুইভাগে বিভক্ত — প্রথমার্ধ প্রস্তাবনা, দ্বিতীয়ার্ধ অন্তরা নামে চিহ্নিত। ডাকগানের কোনও জবাব হয় না। প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় দলই একটি করে ডাক গান গেয়ে থাকে। এবং তৎসহ একটি করে মালসী বা ভাবানীবিষয় গান গেয়ে প্রথম আসর শেষ করে।

মালসী/ভাবানী

মালসী সঙ্গীতের রাগিনী বিশেষ; শ্যামাসঙ্গীত ভাবানুসারী সঙ্গীত বিশেষ। আকারে বৃহৎ এবং সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসারে রচিত গান। মালসী কথাটি সংস্কৃত মালশ্রী (মালবশ্রী—মালব রাগের পত্নী) রাগিনীর চলিত রূপ বলে কারো কারো ধারণা। বর্তমানে মালসী গান বলতে বোঝায় আরো থেকে চৌদ্দ স্তবক বিশিষ্ট কবিগানের অন্যতম অঙ্গ মালসী গানকে।

প্রাচীন কবিগানে “ভবানী বিষয়” শিরোনামে যে গান প্রচলিত ছিল, তার উপজীব্য ছিল মহামায়ার মহিমা বর্ণনা, ভবানীর কাছে ভক্তের আকৃতি ও আবেদন, মায়ের কাছে সন্তানের আবেদার অভিমান ও কোভ প্রকাশ — যা সাধারণত শ্যামাসঙ্গীত তথা রামপ্রসাদী সঙ্গীতের ধারা ও ধরণ।

কিন্তু কালক্রমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর্তি ও মোক্ষলাভের আকৃতির স্থানে এলো সমষ্টি-কেন্দ্রিক বিষয় ও সমস্যা। দেশ, জাতি ও সমাজ যে সকল নিত্য নূতন সমস্যায় পীড়িত হচ্ছে সে সব বিষয় অবলম্বন করে কবিরচনা গণ যে সব গান রচনা করতে থাকলেন, সেগুলিই “ভবানী বিষয়ক” গানের স্থান গ্রহণ করে ‘মালসী’ গান নামে প্রচলিত ও প্রচারিত হতে থাকে। যেমন, ভবানী বিষয়ক যুদ্ধের মালসী, ভবানী বিষয়ক দুর্ভিক্ষের মালসী ইত্যাদি। ভবানীকে উদ্দেশ্য করেই এসকল গান রচিত ও গীত হতো।

তারা, কালী, ভবানী, দশভূজা, মহামায়া প্রভৃতি দশমহাবিদ্যাকে সম্বোধন করে রচিত হলেও দেশ ও সমাজের জীবন্ত ও জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ মালসী গানের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হয়ে এই গানকে অনেকটা গণ-সঙ্গীতের রূপ তথা সমাজ দর্পণের মর্যাদা দান করেছে। ডাক গানের সাথে সাথেই একটি করে মালসী গান গাওয়া হয়। এই মালসী গানেরও কোন জবাব হয় না।

আগমনী ও বিজয়া

আগমনী ও বিজয়া গানে বাংসল্য রসের ছড়াছড়ি। বাঙালী হিন্দু সমাজে মেয়েদের জন্য বাপ-মায়ের যে আমরণ দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ জাতীয় গানে। বৎসরান্তে একবার মেয়েকে বর্ষাকালে নৌকাযোগে বাপের বাড়িতে “নাইওর” আনার এবং দিন কয়েক পর পতিগৃহে ফিরে যাবার যে রেওয়াজ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, তার ছায়াপাত দেখা যায় এই গানগুলিতে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কবিগানেই এ সকল গান গাওয়া হতো। এ সকল গানের জবাব দেবার রীতি নেই। তবে দুই দলই একটি করে গান গেয়ে থাকে।

ভোরগান

ভোরগান কবিগানের পালার মাঝে একটি স্বতন্ত্রশ্রেণী। ভোরবেলায় গীত হওয়ার জন্য রচিত বলেই এই শ্রেণীর গানগুলিকে ভোরগান বলে। নিশা অবসানে ভোর ; আলোর আর্বিভাবে অন্ধকারের প্রস্থান। ভোর আশা ও আলোর পূর্বাভাস সূচিত করে। কারও সুখের ভোর, কারও বা দুঃখের ভোর ; কারও সুপ্রভাত, কারও কুপ্রভাত। দুঃখের নিশির অবসানে সুখের দিনের আগমন প্রত্যাশা ; আবার সুখের নিশি পোহালে বিচ্ছেদ বেদনা ও হারানোর দুঃখ উথলিয়া ওঠে।

অতীতে ভোরগানের তেমন কোন ব্যাপক প্রচলন বা আলাদা চরিত্র ছিল না। রাধাকৃষ্ণ লীলাভিত্তিক অল্প সংখ্যক গানে ভোরগানের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতো। ঢাকা-নরসিংদীর কবিগণাকর হরিচরণ আচার্যই এই শ্রেণীর গানকে এক স্বতন্ত্র চরিত্র দান করেন। তিনি ভোরগানে যেমন রাধাকৃষ্ণ লীলার এবং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসার জীবনের চিত্র এঁকেছেন, তেমনই প্রকৃতির শোভা বর্ণনা এবং জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনাকে অবলম্বন করেও ভোরগান রচনা করেছেন।

ভোরগানেরও জবাব দেবার কোন রীতি নেই। শ্রবণানন্দের জন্যই এসকল গান রচিত ও গীত হয়।

“ভোর গান কবির রাগিণী মিশ্র, সুমিষ্ট। ভোরগানে শ্রোতৃমণ্ডলী প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। প্রভাত কর্ণা, রাধাশ্যামের ভোর, বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাস্বরের ভোর, স্বদেশী ভোর ইত্যাদি গীত হয়। শচীন্দ্রের ভোর গাইয়া আসরকে আসর কাঁদাইতে দেখিয়াছি।” (পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ — আনন্দবাজার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৪৬)

গোষ্ঠ গান

গোষ্ঠ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলা। গোষ্ঠগানে বাল্যসখা রাখালগণ সমেত শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রায় তোড়জোড়, সাজসজ্জা এবং চোখের আড়ালে গোপালের অমঙ্গল আশঙ্কায় মা যশোদার উদ্বেগ ও আকুলতা মুখ্য বিষয় হলেও, তদনুরূপ বাৎসল্য রসাস্রিত ঘটনাবলীভিত্তিক গানও গোষ্ঠগান বলে কবিসমাজে প্রচলিত ও পরিচিত। গোষ্ঠ দুই ভাগে বিভক্ত : পূর্ব গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ। গোষ্ঠ মুখ্যত প্রভাতকালের গান, কিন্তু দুই দলের গান যদি সাজের বেলা পর্যন্ত গড়ায়। তা হলে উত্তর গোষ্ঠ গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। গোষ্ঠগানের রচনা পদ্ধতি মালসী ও সখীসংবাদ গানের অনুরূপ। এই গানেরও জবাব দেবার কোন রীতি নেই। এগুলিও রসিক শ্রোতাদের শ্রবণানন্দের জন্য রচিত ও গীত হতো।

কারুণ্য ও বিলাপ সঙ্গীত

ভোরগান এবং গোষ্ঠগানের মতো কারুণ্য ও বিলাপ সঙ্গীতগুলিও কবিগানের পাল্লায় লিখিত অংশের অপরিহার্য অঙ্গ। সাধারণতঃ ভোরবেলা বা প্রভাতকালে যখন ভোর ও গোষ্ঠগান গাওয়ার রেওয়াজ, সেই সময়েই কারুণ্য ও বিলাপ শ্রেণীভুক্ত গান গাওয়ার রীতি। শ্রোতাদের শ্রবণমগ্নকে পরিতৃপ্ত করে নয়নাশ্রু বিগলিত করাতেই ছিল এ সকল গানের সার্থকতা। একজন প্রত্যক্ষ শ্রোতার সাক্ষ্য —

“এই শোক সঙ্গীত (নিমাই সম্মান) যেদিন উষাগমে প্রথম শুনিয়াছিলাম, সেদিন হাজার হাজার শ্রোতাকে হাপুস নয়নে কাঁদিতে দেখিয়াছি।” (পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ)

সখীসংবাদ

রাধা-কৃষ্ণ লীলাভিত্তিক সকল শ্রেণীর গান, যেমন — পূর্বরাগ, অনুরাগ, রাপোন্নাস, অভিসার, মান, কলহাস্তরণ, বংশীশিক্ষা, প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ, মাধুর, ভাবোন্নাস, মিলন, দূতী সংবাদ, সুবল সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ ইত্যাদি গানই এক কথায় ‘সখী সংবাদ’ বলে কবিসমাজে প্রচলিত। সখীসংবাদই কবিগানের প্রাণ। এই গানগুলি মুখ্যত প্রেমের গান — কবির কাব্যশক্তির নিদর্শন, কাব্যানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাধাকৃষ্ণের খোলস ছাড়ালে গানগুলি সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক চাওয়া পাওয়ার আর্তি, বিচ্ছেদ বেদনার আক্ষেপ, মিলন বিরহের হাসি অশ্রুতে নিষিক্ত নিটোল প্রেম-সঙ্গীত বিশেষ। সেকারণেই এ সকল গানের আবেদন জাতিধর্মের গভীর উর্ধ্ব — সর্বজনীন সর্বকালীন।

সখীসংবাদ শ্রেণীভুক্ত গানগুলি অর্থাৎ পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, অভিসার, মান, মাধুর, রথযাত্রা, বিরহ বিচ্ছেদ, বসন্ত, প্রভাসযাত্রা ইত্যাদি গান কবিগানের অবসরকালে ভেবেচিন্তে

রচিত হলেও, এসব গানের জবাব কিন্তু তাত্ক্ষণিক রচনা। এসব ক্ষেত্রে এক কবিয়াল আগে থেকে জানেন না, বিপক্ষ কবিয়াল কোন গান গাওয়াবেন। সুতরাং গানটি যখন গাওয়া শুরু হয়, তখন অদূরে বসে শুনে শুনেই উত্তরদাতা কবিয়ালকে মনে মনে জবাব তৈরী করে নিতে হয় এবং বিপক্ষ দলের গান গাওয়া শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বদলে আসরে এসে দোহারদের মারফৎ গানের জবাব গাওয়াতে হয়। পূর্ববঙ্গের কবিগানের এ এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। গানের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকা, বক্তা-শ্রোতা, সখা-সখীর অন্তরের ভাব প্রকাশ এবং গানের মাধ্যমেই তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন জবাব দান — তাও সুর তাল লয় সুসঙ্গতভাবে — আর কোনও শ্রেণীর গানে আছে বলে জানা নেই।

এই শ্রেণীর গানগুলি পূর্বরাগ থেকে শুরু করে প্রভাসযাত্রা পর্যন্ত ভাবের পারস্পর্য বজায় রেখে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে মুদ্রিত হয়েছে। যেসব গানের জবাব পাওয়া গেছে সেগুলি জবাব-দাতা কবিয়ালের নামসহ নির্দিষ্ট গানের পিঠোপিঠি ছাপা হয়েছে। এমন কিছু জবাবও প্রচুরমধ্যে সমিবিষ্ট হয়েছে যাদের মূল গানটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি; কিন্তু সুললিত ও অর্থবহ জবাব বলে সেসব জবাব বাদ দেওয়া সমীচীন মনে করিনি। বিদগ্ধ পাঠক জবাবের ভাষ্য থেকেই গানের মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

গানগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জোড়ায় জোড়ায় রচিত বলে প্রথম পক্ষ এক নম্বর বা সদর গানটি গাওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়াল তার জবাব গাওয়ান। সেই জবাবের সূত্র ধরে প্রথম পক্ষ দুই নম্বর বা দোসরা গানটি গাইলে, দ্বিতীয় পক্ষ আবার তার জবাব গাওয়ান। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষও এক নম্বর ও দুই নম্বর সখীসংবাদ গান গাওয়ান এবং প্রথম পক্ষের কবিয়াল পূর্বোন্নিখিত নিয়মানুসারে তার জবাব গাইয়ে সখীসংবাদ পর্বের সমাপ্তি ঘটান।

প্রসঙ্গত আলোচনায় এসে পড়ে এই অভিনব পন্থায় রচিত ও পরিবেশিত গান ও জবাবের সেই রসিক শ্রোতার দল — যারা ঘন্টার পর ঘন্টা ধৈর্যহারা না হয়ে এই গানের, বিশেষতঃ বাঁধা গান ও জবাবের রসাত্বাদন করত। এ সকল সাধারণ শ্রোতার সুস্থ রসবোধ সম্পর্কে কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার বলেছিলেন—

“গানের মাধ্যমে একজনের কাছে একজনের মনোভাব প্রকাশ এবং কিয়ৎকালের মধ্যে শ্রোতার পক্ষ অবলম্বন করে বিপক্ষ কবিয়াল কর্তৃক বক্তার বক্তব্যের ভাবরস বজায় রেখে, বিপরীতধর্মী জবাব দান—পূর্ব বঙ্গের কবিগানের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। যারা প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা তাঁরা গানগুলির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একাগ্র মনে শ্রবণ করে ভাষান্তরালে লুকাইত উত্তর দানযোগ্য ভাবগুলি স্মরণে রাখেন, এবং বিপক্ষ সরকারের কাছে ঐ জাতীয় পদগুলির সরস জবাব শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন। এমন অনেক শ্রোতা ছিলেন যারা গানের জবাবে এমন আনন্দভরা হয়ে থাকতেন যে, সরকার মহাশয়ের জবাবের ফুকারের ত্রিপদীটি বলবার সময় দুটি পদ বলতেই তাঁরা শেষ পদটি বলে নেচে উঠতেন। এ কি সামান্য অনুভূতি! কবির মনের ভাব গ্রহণ করে সে ভাবের অভিযুক্তি যাদের মুখে বক্তার বক্তব্য প্রকাশের পূর্বেই স্বত্ব হয়, তাঁদের শ্রোতা না বলে রসজ্ঞ কবি কললেও অতুষ্টি হয় না।

এই জাতীয় প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা পদ্মা-মেঘনার পূর্ব পাড়ে অর্থাৎ ঢাকা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চল ভিন্ন অন্যত্র মূলত ছিল। সে সব অঞ্চলে ছড়া-পাঁচালীর চেয়ে গান ও জবাবের প্রাধান্য ছিল বেশী। গানের এলাকা যত পশ্চিমে এগিয়েছে, ততই ছড়া-পাঁচালীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। গান এবং জবাব গৌণ হয়ে পড়েছে।”

বসন্ত

‘বসন্ত’ সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত বিরহাঙ্গক গান। বসন্তকালে গাওয়া হয় বলেই এ গানকে বসন্ত গান বলে। বিষয়বস্তু পুরোপুরি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক। বসন্ত রাগিণী কবিওয়ালারা শ্রীপঞ্চমী পূজার আগে গায় না। “বসন্ত” সকল দলে গাওয়াও হয় না। কারণ, এই গানে সুরারোপ অতি কঠিন বলে অনেক গায়ক এই গান ঠিক মতো আদায় করতে পারে না। বসন্ত গান কৃষ্ণলীলারই অন্তর্ভুক্ত বলে বিপক্ষ কবিয়ালকে গানের জবাব দিতে হয়। এ শ্রেণীর গানগুলিও দক্ষ কবিয়ালগণ জোড়ায় জোড়ায় রচনা করেন — অর্থাৎ প্রথম পক্ষ এক নং গানটি গাইলে প্রতিপক্ষ কবিয়াল তার জবাব গাওয়াবে। সে জবাবের সূত্র ধরে প্রথম পক্ষ দুই নং গান গাইলে, দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়ালকে পুনরায় তার জবাব গাওয়াতে হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষও একটি বা একজোড়া বসন্ত গান গায় এবং প্রথম পক্ষের কবিয়াল থেকে জবাব আদায় করে।

‘কবি’ বা লহর কবি

সখীসংবাদ পর্যায়ের গান ও জবাব শেষ হলে ‘কবি’ বা লহর কবি নামে এক ধরনের গান গাওয়ার প্রথা। কবি প্রথম দিকে হাস্যরসের আধার বলে গণ্য হলেও কালক্রমে আপাত তরলতা ও রঙরহস্যের মাঝে গুরুতর সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যাাদি নিয়েও ‘কবি’ রচিত হয়ে এ ধরনের গানকে লঘু হাস্যরসের প্রভাবমুক্ত করেছে। এগুলিও উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক গান — একক বা জোড়ায় জোড়ায় কবিদের অবসর সময়ের রচনা। অতি প্রাচীন পৌরাণিক কহিনী থেকে অতি আধুনিক বিষয়বস্তুও ‘কবি’র প্রসঙ্গ হতে পারে। উভয়পক্ষই একটি বা এক জোড়া ‘কবি’ গেয়ে থাকে এবং প্রতিপক্ষ কবিয়ালকে তার জবাব দিতে হয়। গানগুলি অবসর সময়ে রচিত হলেও বিপক্ষ কবিয়ালের জবাব কিন্তু উপস্থিত তথা তাৎক্ষণিক।

টপ্পা ও ছড়া পাঁচালী

‘কবি’ বা লহর কবি ও তার জবাব গওয়া পর্যন্ত এক পালা কবিগানের অন্তত অর্ধেক সময়, অর্থাৎ প্রায় ছ’ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। এরপর বাকী ছ’ ঘণ্টা ধরে চলে টপ্পা-পাঁচালী এবং যোটের পালা। গানের উদ্যোক্তা কিংবা আসরের শ্রোতাদের নির্দেশ মতো প্রথম দলের ‘সরকার’ কোন বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে এবং বিপক্ষ কবিয়ালকে বিপরীত ভূমিকায় রেখে সুরে ছন্দে টপ্পা (প্রশ্ন) করেন ; এবং সে সঙ্গে ধূয়া ও ছড়া-পাঁচালী সহযোগে টপ্পার বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। অনুরূপভাবে আরোপিত ভূমিকাধারী বিপক্ষ কবিয়ালও সুরে ছন্দে টপ্পার জবাব দেন এবং তৎসহ ধূয়া ও ছড়া-পাঁচালী মাধ্যমে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। একপালা কবিগানে দুই জন কবিয়ালের অন্ততপক্ষে চার বার টপ্পা ও ছড়া কাটাকাটি চলে। কবিগানে টপ্পা ও তার জবাবকে চাপান-উতোর বলা যায়। একে ‘বেড়’ দেওয়াও বলা হয়। কবিগানের এই অংশে কবিয়ালদের তাৎক্ষণিক রচনা শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, বাক্‌চাতুর্য ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় মেলে।

এখানে প্রদত্ত টপ্পা ও জবাবগুলির অধিকাংশ কবি নকুলেশ্বর সরকার ও কবি হরিচরণ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টপ্পা পাওয়া গেছে, কিন্তু বিপক্ষ কবিয়ালকৃত জবাব পাওয়া যায় নি ; আবার অনেক ক্ষেত্রে বিপক্ষ কবিয়ালকৃত টপ্পার জবাব এঁদের কাছে

পেয়েছি, কিন্তু টম্বাগুলি পাই নি। কোন কোন ক্ষেত্রে টম্বা-জবাব দুটোই পাওয়া গেছে। বলাবাহুল্য, এসব টম্বা-জবাবের সঙ্গে বহু নামী কবিয়াল জড়িত আছেন।

স্মরণ রাখা ভাল যে, টম্বা এবং টম্বার জবাব কিস্তি লিখে রাখা গেলেও ছড়া-পাঁচালী লিখে রাখা সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। তবে ছড়া-পাঁচালীর অচ্ছেদ্য অঙ্গ 'ধুয়া' কিস্তিপরিমানে লিখে রাখা শ্রোতার সাধ্যাধীন বটে।

ধুয়া

টম্বা (প্রশ্ন) করে বা টম্বার জবাব দিয়ে কবিয়ালগণ একখানা ধুয়া সেন (ডাক-ধুয়া), এবং আসর বন্দনা করে ত্রিপদী ছন্দে ছড়া-পাঁচালীতে বক্তব্য বলতে থাকেন। বক্তব্য বিষয়ের ভাবানুসারেই ধুয়া গাওয়া হয়। ছড়া-পাঁচালীতে বক্তব্য শেষ করে আর একখানা ধুয়া দিয়ে ঐ ধুয়ার সুরে সুর মিলিয়ে পদ যোজনা করে আপন বক্তব্য বিষয়কে শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াস পান। টম্বার বিষয়বস্তুর উপর সুরে ছন্দে বক্তব্য পরিবেশনে যে কবিয়াল তাঁর শ্রোতার মনে যত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, কবির লড়াইতে তাঁরই জয় বলে ধরা হয়।

রঙফুকর বা মালফুকর

ঠান্দে কলঙ্কের মতো কবিগানের বৃহৎ অঙ্গে ক্ষুদ্র কলঙ্ক-ভিলক ছিল রঙফুকর — যার নামেই প্রকাশ যে রঙ তামাসা করে একপদ ফুকর গাওয়া। বারো ঘণ্টার কবিগানে এর অন্য বরাদ্দ ছিল খুব বেশী হলে পাঁচ-দশ মিনিট। বিপক্ষ কবিয়াল বা তার দলের গায়কগায়িকাদের লক্ষ্য করে ঠাট্টা বিদ্রোপ পরিহাস, কিংবা গানের উদ্যোক্তাদের ক্রটি বিচ্যুতি অথবা আচার-আচরণ আদর আপ্যায়নের প্রতি কটাক্ষ করে রঙফুকর গাওয়া হতো। কালে কালে রঙফুকর কবিগান থেকে প্রায় উচ্ছেদ হয়ে যায়।

কবিগান সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠকালে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কবিগান মূলতঃ গান, পাঠযোগ্য কবিতা নয়। তবু ছন্দ ধরে স্বচ্ছন্দে পড়তে পারলে এগুলি শ্রুতিসুখকর কবিতাও বটে। কবিগানের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ রাখা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা, শ্রীচৈতন্যাবতার, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও দেবদেবীদের লীলাকাহিনী। সম্ভ্রমে সাহিত্য সৃষ্টি 'সরকার'দের উদ্দেশ্য নয়। আসরে এবং অবসরে গান রচনা ও গাওয়াই তাদের পেশা। সেই গান রচনাকালে বা গান গাওয়ার সময় গানের কোন অংশ যদি সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয়ে পড়ে, তা-ই উপরি পাওনা। আধুনিক সংজ্ঞায় অশিক্ষিত এসব কবিয়ালদের কারও কারও রচনায় স্থানবিশেষে ভাব ভাষা ও রসের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এদের রচনাশৈলী, বোল কাটাকাটি, উপস্থিত বুদ্ধি, অসাধারণ শ্রুতিশক্তি ও উপস্থিত রচনাপারিপাট্য অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। আর, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দাঙ্গাহামার মতো নিষ্করণ বিষয় নিয়ে যারা ছন্দাবধে গান রচনা করে, সেসব সুরে তালে আসরে আসরে গেয়ে বেড়ায়, তারা কি বাস্তব জীবনের নয়তা কঠোরতা সম্পর্কে নিস্পৃহ, না জীবন রসিক!

পরিশেষে গানের বই ছাপানোর বিড়ম্বনা সম্পর্কে গানের গুরু সুরের সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সন্মুখ মন্তব্য দিয়েই বক্তব্য শেষ করছিঃ—

“সুর থেকে বিচ্ছিন্ন গান আলোকহীন প্রবীণের মত -- আমার মতে প্রকাশযোগ্য নয় -
 শ্রাব্য পদার্থকে পাঠ্য বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হতে পারে না।” (ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে
 লিখিত পত্র -- ১৫ বৈশাখ, ১৩৩০)

কিন্তু সুরের গুরুর সদুপদেশ শিরোধার্য করেও সুরের সংস্পর্শহীন কবি-সঙ্গীত প্রকাশ
 করা ছাড়া তো গতান্তর দেখি না। সুর মাঠে মারা গেলেও সঙ্গীত যে রক্ষা পেল তাই আমাদের
 সাধনা।

উৎসর্গ

যাঁদের নিঃস্বার্থ প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ উৎসাহে একদা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবহেলিত অনাদৃত
পল্লীসাহিত্য সংগ্রহ সম্পাদনা ও প্রকাশনায় অগ্রণী
ভূমিকা গ্রহণ ক'রে বিশ্বের বিশ্বজনসভায় বাংলার
পল্লীসাহিত্যকে সম্মান ও গৌরবের আসনে অবিস্থিত
করেছিলেন, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের সৈসব
অকৃত্রিম দরদী ও সুহৃদ —

স্যার আনতোষ মুখোপাধ্যায়

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ও

চন্দ্রকুমার দে'র

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

—X—



কবিশঙ্কর হরিচরণ আচার্য — নরসিংদী, ঢাকা



নকুলেশ্বর সরকার — কালকান্দি, বরিশাল



কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার — জয়পুর, মণিপুর



কবিরসরাজ হরিদাস সরকার — দুর্গাপুর, ফরিদপুর



রাজেন্দ্রনাথ সরকার — চুনখোলা, খুলনা



নিশিকান্ত সরকার
 চৈরকনগর, ফরিদপুর



বিজয়কুমার সরকার
 ডুমুরী, যশোহর



হরিচরণ সরকার — হিজলতলা, বরিশাল



নারায়ণচন্দ্র বালা (মে সরকার)
গোহাঙ্গা, ফরিদপুর



তারিণীচরণ সরকার -- মাসাব, ঢাকা



বিশ্বনাথ আচার্য — বাঙ্গা, ময়মনসিংহ



শ্রীকাল্যেশ্বরী চক্রবর্তী — বাবুগুটি, ত্রিপুরা



শ্রীমনোজ কুমার চট্টাচার্য — ডাঙ্গা, ফরিদপুর



শ্রীঅম্প্যকর সর্কার — গাংছুবী, ঢাকা



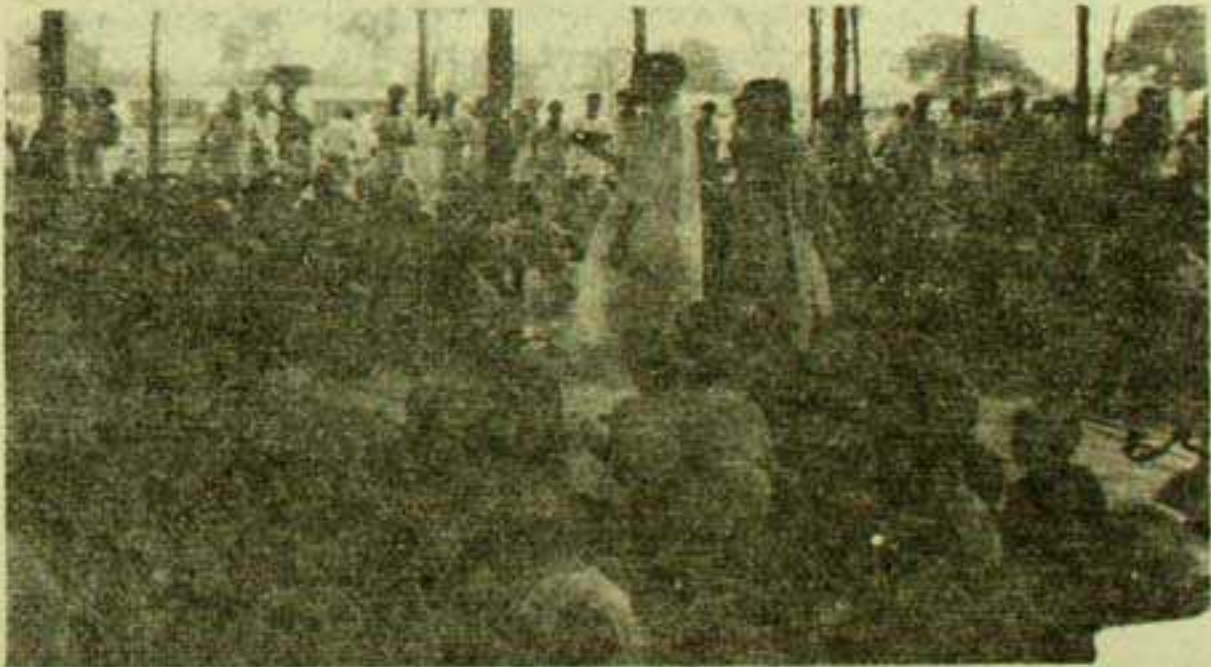
রাজা কালীনারায়ণ রায় — ভাওয়াল, ঢাকা
(পূর্ববঙ্গে কবিগানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক)



মহেশচন্দ্র সেন — কুতিয়া, ময়মনসিংহ
(পূর্ববঙ্গে কবিগানের আরেকজন পৃষ্ঠপোষক)



কবিগানের আসর — কবিদ্বয় নকুলেশ্বর টাঙ্গা-সাঁতালপুর জবাবে দিচ্ছেন



কবিগানের আসর — কবিদ্বয় নিশিকান্ত সরকার সখী-সংবাদ পাওয়াচ্ছেন

ମାହୁଲିନିବି ପ୍ରତିନିବି

১২৯৪ আলম তিখি পুঁথি ২৪৫০ জনি গান হাথার কুঁড়ি

મુખ

ભાગ્યવત્ પ્રભાવવાળી, જાણના વિષયમાં આભાસી, રૂપાભાસી ॥
નાથે સૂચિત્વ નાથાભાસી, જાણે છે આજે સ્વરૂપના ભાસી
જિજ્ઞાસુ, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
આભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
જાણી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
દાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -

આમ

ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -

ચિંતા

ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -

અંતર

ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -
ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી, ભાસી ભાસી -

માલગી
કવિ-શરણુ લિખે ગાનવ-ચિત્તિભાજ

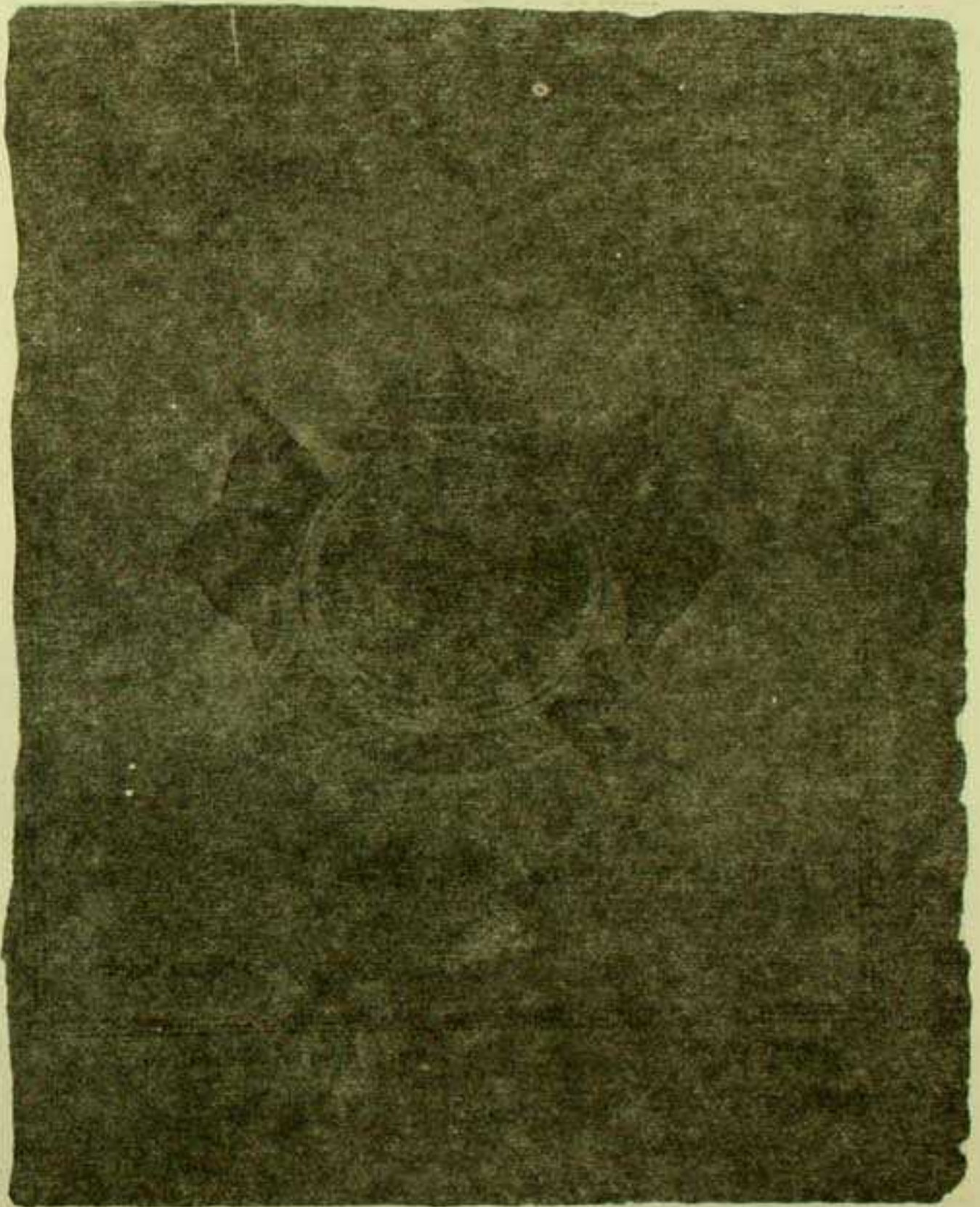
ଆମି ଶୁଣି ଅର୍ବିନ ଚାମାନନ୍ଦ ଓମି ୨୩ ନିଧାନ୍ତ ।
 ଘେନି ବିଷୟ ବିଷୟ ଆବିଷ୍ଟ; ନିଜେ ଶେଷେ ଆବିଷ୍ଟ;
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ଆବିଷ୍ଟେ ଶୁଣି, ମନେ ଆଧାର ଗୋନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ନିଜେ ଆବିଷ୍ଟ; ମୋହନି ୨୩ ନିଧାନ୍ତ ଆବିଷ୍ଟ
 ମୋହନ । ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ନିଜେ ଶେଷେ ଆବିଷ୍ଟ ॥

ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଆବିଷ୍ଟ; ମୋହନେ କରୁ ଅର୍ବିନ -
 ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଆବିଷ୍ଟ; ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 କାହାଣୀର ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥

x
 ଆମି କହୁ ନାମ ଚାମାନନ୍ଦ ଓମି ୨୩ ନିଧାନ୍ତ ।
 ଓମି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଆବିଷ୍ଟ; ନିଜେ ଶେଷେ ଆବିଷ୍ଟ;
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ଆବିଷ୍ଟେ ଶୁଣି, ମନେ ଆଧାର ଗୋନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ନିଜେ ଆବିଷ୍ଟ; ମୋହନି ୨୩ ନିଧାନ୍ତ ଆବିଷ୍ଟ
 ମୋହନ । ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ନିଜେ ଶେଷେ ଆବିଷ୍ଟ ॥
 ଆମି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଆବିଷ୍ଟ; ମୋହନେ କରୁ ଅର୍ବିନ -
 ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଆବିଷ୍ଟ; ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 କାହାଣୀର ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥

୨୩;
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥
 ଗୋନେ ଆର୍ତ୍ତ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ମୋହନେ ॥

କବିର ଅର୍ବିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ମୋହନେ ମୋହନେ



ক্রমিক নং 311

ত্রিবিধানী যাত্রা কর্তৃক ।
সন ১০.....সাল ।



Prop. Nukulwar Sa Sir
P. O. S. T. Chakrab.
Khoshbakh Mahala
Ajgubitala, Kabikutta
DL NADIA

একিধক্টে যাত্রার খরচ -
.....
.....
.....

ইউ বেঙ্গল

— বীণাপাণি কবি পাঠ —

সম্পাদিকা—শ্রীমকুলেশ্বর সন্ন্যাস
মিঠাপুকুর লেন, কবি কুটার, বর্ডমান ।
পরিচালিকা—শ্রীমতি হিন্দুনাথলা দেবী
১নং চন্দ্রহর লেন, পোঃ বিডন টাউ, কলিকাতা-৩ ।

যাত্রা—১ লিঃ
২
৩

মোঃ.....গান.....পোঃ..... জিলা.....

প্রতিশ্রুতি—শ্রীমকুলেশ্বর সন্ন্যাস ।

কত কবি গানের চুক্তিপত্রনিবন্ধ কার্যাকাগে আমা নিজ মোকামে
..... উপলক্ষে বর্ডমান সনের মাসের তারিখে
..... পালা কবিরাম করাইবার অত্র আপনাদের কবিরামের দল রাখনা
করলাম । আপনাদের পারিশ্রমিক চুক্তি মং টাকা
আনা দাবী করিয়া আমা পক্ষ হইতে শ্রী মহাপ্রভুর দ্বারকত
অগ্রিম রাখনা রাখ মং টাকা দিয়া অগ্রীকার করিতেছি যে
যদি দাবী তারিখে আপনাদের উপস্থিতি সবে গান না করাই তবে গানের নিমিষ্ট
সময়ান্তে আপনাদের চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা আইনতঃ দিব । আপনাদের বোয়াকী,
যাত্রাযাত্র ব্যয় ; আদরের চা, পান, বিড়ি সিগারেট দিরাখলাই আমা
..... আপনা মধ্যে রহিল । গানের
সময় রাজ দিবা টা হইতে রাজ দিবা টা পর্যন্ত
..... বিত্তীয় পালা রাজ দিবা টা হইতে রাজ দিবা
..... টা পর্যন্ত তৃতীয় পালা রাজ দিবা টা
হইতে রাজ দিবা টা পর্যন্ত । মোট পালায়
বক্টা গান করিব । এতদর্থে অত্র চুক্তি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি— সন ১০
সাল তাং

লেখক—

.....

কবিরামের চুক্তিপত্রনিবন্ধ নমুনা

এই পত্রিকাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

বিষয় সূচী

ভূমিকা	...	...	ক-ঙ
পর্যালোচনা	...	...	চ-ঘ
প্রথম অধ্যায়	...	ডাক	১-৫৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	...	মালিনী	৫৯-২৪০
তৃতীয় অধ্যায়	...	আগমনী ও বিজয়া	২৪১-২৪৮
চতুর্থ অধ্যায়	...	ভোরগান	২৪৯-২৭০
পঞ্চম অধ্যায়	...	গোষ্ঠ গান	২৭১-২৮৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	...	কারুণ্য ও বিলাপ সঙ্গীত	২৮৯-৩২৫
সপ্তম অধ্যায়	...	সখীসংবাদ - পূর্বরাগ	৩২৬-৩৭২
অষ্টম অধ্যায়	...	” - মিলন	৩৭৩-৪২৬
নবম অধ্যায়	...	” - অভিসার/মান	৪২৭-৫১৪
দশম অধ্যায়	...	” - মাধুর	৫১৫-৫৮১
একাদশ অধ্যায়	...	” - বসন্ত	৫৮২-৬২৬
দ্বাদশ অধ্যায়	...	” - বিরহ/বিচ্ছেদ/দশমদশা	৬২৭-৬৭৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়	...	” - প্রভাসযাত্রা/যজ্ঞ	৬৭৬-৬৯১
চতুর্দশ অধ্যায়	...	প্রাচীন কবিগান	৬৯২-৭৫৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	...	গৌরলীলা বিষয়ক কবিগান	৭৫৬-৭৮৩
ষোড়শ অধ্যায়	...	‘কবি’ বা লহর কবি	৭৮৪-৯০২
সপ্তদশ অধ্যায়	...	টমা	৯০৩-৯৪৩
সপ্তদশ অধ্যায় (ক)	...	টমা-খুয়া-ছড়া-পাঁচালী	৯৪৪-৯৫০
সপ্তদশ অধ্যায় (খ)	...	খুয়া	৯৫০-৯৫৪
অষ্টদশ অধ্যায়	...	রঙফুকর বা মালফুকর	৯৫৫-৯৬০
পরিশিষ্ট (ক)	...	পূর্ববঙ্গের কবিগানদের জেলাওয়ারী নামধাম	৯৬১-৯৬৫
পরিশিষ্ট (খ)	...	স্বীকৃতি : সংগ্রহসূত্র	৯৬৬-৯৬৯

প্রথম অধ্যায়

ডাক

[ডাক কবিগানের উচ্ছোধন সঙ্গীত, আহ্বান বা প্রার্থনাগীতি। ডাক এবং তৎসহ মালসী গানেই কবিগানের মঙ্গলাচরণ তথা নান্দী। এ সকল গান ভক্তিরসমিশ্রিত ও আত্মতত্ত্বমূলক। কখনো কখনো সমাজ সমস্যামূলক বিষয় নিয়েও ডাকগান রচিত হয়।]

ডাক

হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

(১)

পূজ দিবানিশি মনতুলসী ভক্তিচন্দনে শচীনন্দনে—

বাঁধ একতা বন্ধনে ভারত সন্তান সবে।

তাজ হিংসা নিন্দা বিষাদ, কি ব্রাহ্মণ কি নিষাদ —

মহাপ্রসাদ পাও মহোৎসবে।।

শিখ কলিযুগের যুগধর্ম, শুধু একতার কর্ম —

গাও হরিনাম তারকব্রহ্ম, মানব জন্ম সফল হবে।

সবে কাঁপায়ে মেদিনী, কর হরিক্ষনি

হরি রবে করী সব পালাবে।।

অন্তরা — ভোগবিলাসিতা আর অলসতা ত্যাজিয়া,

শিখহ ত্যাগের ধর্ম শ্রীগৌরাস ভজিয়া।

চল অহিংসা পরম ধর্ম বাক্য বুঝিয়া।।

দেখ গৌর সনে নিত্যানন্দ অগ্রেগণ পরমানন্দ,

নাহি বাছে ভালমন্দ সর্বজীবে দয়া।

কিবে ভোগবিলাস ত্যাগিনী, যৌবনে যোগিনী—

কুললক্ষ্মীগণ সেব দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।।

(২)

তাজ অন্য আকিঞ্চন, মজ রে মজ রে মন — ভজ নদীয়ারাজন,

গৌরাস সুন্দরের গৃহস্থ আশ্রমের লীলা।

বাঞ্চে খোল করতাল, সকাল বিকাল—

করে গোলোকের নাথ ভুলোকে খেলা।।

নাচে মুরারি মুকুন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র,

গদাধর শ্রীধর আর নিত্যানন্দ,

গোরাচাঁদ নিয়ে সব ভক্তবৃন্দ, বসাল চাঁদের মেলা।

ভজ অন্তঃপুরে বাস, প্রেমসুখের বিলাস,

সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া কাঞ্চনমালা।।

অন্তরা — অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়ঃ

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।
শিখ নবদ্বীপের মধুর ভঞ্জন প্রাণের পিপাসায় ॥
রাখ গুরুপদে নতশির, সাধন ভঞ্জন হবে স্থির,
শিশির বসন্তের কৃপায়।
তোরে নদীয়া নাগরীর সাজে সাজাবে শ্রীমায় ॥

(৩)

ঘোর কলিকাল পাপাচ্ছন্ন, গৌর ভিন্ন অন্য গতি নাইঃ
অন্য গতি নাই—অন্য গতি নাই—অন্য গতি নাই।
কলির বিষম ক্ষান্ত, করিতে অন্ত, অনন্তদেব সঙ্গে নিতাই ॥
ব্রহ্মা হয়ে এলেন ব্রহ্ম হরিদাস, হরিনাম মাহাত্ম্য করিলেন প্রকাশ,
কলিতে নারদ শ্রীবাস, এসে নবদ্বীপে নিলেন ঠাঁই।
কলির কলুষ হর, কৈলাসের হর, শান্তিপুরের বুড় গোসাঁই ॥
অন্তরা — সংকীর্ণ তরীতে, ভবসিদ্ধ তরিতে, ত্বরিতে কে কে যাবি আয়।
আমার শ্রীগৌরাস্বের ঘাটে, কড়ি লয় না মোটে, শুধু হরিনামটি চায় ॥
গোসাঁই ভগবানের তরী, শ্রীমা কাণ্ডারী, শিশির বসন্ত দাঁড় বায়।
জয় জয় রাধা নামে বাদাম তুলে, হরিচরণ যারে চলে, সুবাস্তাস তোর বয়ে যায় ॥

(৪)

গৌর রূপের স্বমকে, জগত চমকে দামিনী —
এমন পিরীতি রসের মূর্তিখানি, নদীয়ায় আনিল কে।
কিবে বঞ্জন গঞ্জন নয়নে অঞ্জন, ত্রিলোক রঞ্জন তিলকে ॥
ভোলে চরাচর চাঁচর চূলে, বনফুলের হার দোলিছে গলে,
অরুণ তরুণ নয়ন যুগলে, জলধারা গলে ঝলকে।
ঘন শিহরি শিহরি শ্রীহরি বলিতে শ্রীশরীর পুলকে ॥
অন্তরা — ভজ পুণ্যভূমি ধন্য রে নদীয়া।
গোরা সুরধুনী তীরে নাচে হরিশ্রবণ দিয়া।
দাদা বসন্তে কয় হরিচরণ, পাবি যদি ঐ চরণ,
প্রিয়াজীর যুগল চরণে শরণ লও গিয়া।
শুধু গৌর বক্ষ বিলাসিনী রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

(৫)

তুমি চিত্তচৌর গৌর বরণ, রৌরব গমন বারণং,—

কলির সর্ব গর্ব খর্বকারী, সর্ব কারণ কারণং।
তব তরুণ-অরুণ-কিরণ-চরণে, শরণে-মরণ-হরণং ॥
তুমি পতিতপাবন অতি পবিত্র, মদন সুদন কুঁদন গাত্র,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র, গলে যজ্ঞসূত্র ধারণং।
তব শশধরাধরে সদা সুধাধারে, মধুর হরে কৃষ্ণ নামোচ্চারণং ॥
অন্তরা — হং প্রণমামি চ শ্রীশচীনন্দনং।
সদা নর্তনং কীর্তনং হাস্য ক্রন্দনং ॥

অতি প্রিয় ললিতং, বিকুপপ্রিয়া ললিতং,
চরণে অর্পিত গঙ্গা তুলসী চন্দনং ।
মুঢ় হরিচরণের হর ভবঘোর বন্ধনং ॥

(৬)

গৌর প্রেম সাগরে ছুটল ভাবের লহরী, অষ্ট প্রহরই,—
উঠে শিহরি শিহরি শ্রীহরি শ্রীহরি বলিতে ।
করে রূপে দগদগ, রসে ডগমগ, জগদঘ হরে চলিতে ॥
মিলে মানুষে অমরে, অস্ত্র ছাড়া সমরে, এল পায়ণ পামরে দলিতে ।
দেখে ভুলোকের ক্ষুধা, গোলোকের সুখা, পুলকে বিতরে কলিতে ॥
অন্তরা — যারে ভাবিলে যায় ভবব্যাপি, যারে ভাবে ভববিধি,
ভাব সেই ভাবনিধি গৌর বিনোদিয়া ।
কিবে ভাবে রসে পরিপূর্ণ, পূর্ণতর অবতীর্ণ,
ধন্য ধন্য সুধন্য নদীয়া ॥
কিবে বাহিরে কীর্তনানন্দ, মন্ত হল ভক্তবৃন্দ,
লোভে মকরন্দ গন্ধ পাইয়া ।
সদা হরিচরণের আশা, বসন্তের ভরসা,
অন্তে পাব গৌরবিকুপপ্রিয়া ॥

(৭)

নাশিয়ে কলির কলুষ তামসী, গৌর পূর্ণ শশী উঠিল,—
দগধ জীবের মুগধ কারণ স্নিগ্ধ কিরণ ছুটিল ॥
সুখ সরোবরে হয়ে প্রমোদিনী, ভক্তি কুমুদিনী ফুটিল,—
ক্ষুধার্ত ভকত চকোর নিকর, সুধাকর সুখা লুটিল ॥
অন্তরা—চাঁদ গৌর বিনোদিয়া (চাঁদ) ।
করুণ চাহনি রৈলোকা মোহিনী,
এ চাঁদের রোহিণী রাণী বিকুপপ্রিয়া ।
স্বকর্ম বিপাকে বর্বর গড়িয়া, পর্বত গহুরে এনেছে ধরিয়া,
এ চাঁদের আলো হ'তে বহুদূরে সরিয়া, আঁধারে হরিচরণ রয়েছে পড়িয়া ॥

(৮)

গৌর ভজবি যদি নিরবধি থাকবি সুখে,—
মন তুই নদীয়ার চাঁদ গৌরানকে, কড়ু নদীয়ার বাহির করিস্ না ॥
যারা সাজায় দীনহীন, পরায় ডোর কৌপীন,
সে সব কঠিন লোকের কথা ধরিস না ॥
নবদ্বীপের লীলামুতে জীবন পায় মুতে; মন তুই তাই আশ্বাদিতে পারিস্ না ।
রাখ মণি পীঠাসনে বিকুপপ্রিয়া সনে, তাঁরে যুগল ভজন হ'তে ছাড়িস না ॥
অন্তরা—রামের বামে সীতা আছে শ্যামের বামে রাইঃ
গৌর কেন একা রবে যুগল দেখতে চাই ॥
যে জন বামে নিয়ে' রাসেশ্বরী রাসবিহারী, সে কি সম্যাসী গোপসাঁই ॥
ওদ্ধ রস আশ্বাদনে, শিশির বসন্তে জানে, শ্রীমায়ের কি সোহাগের নিমাই ।
আমরা অন্তে পাব কোনরাপে, নদীয়া নাগরীরূপে, নিত্য নবদ্বীপে ঠাই ॥

(৯)

এল মানুষ সাজে, মানুষ সমাজে, অপূর্ব মানুষ :

গৌর সোণার মানুষ মূনির মনচোরা।

কিবা পিরীতি রসের মুরতি খানি, ব্রজকিশোরীর ভাবে শরীর গড়া ॥

কিবা শারদ শশীতে বিদ্যুৎ মিশ্রিত, কাঁচা কাঞ্চন আভা সে রূপে আশ্রিত,

চন্দন চর্চিত, ভক্তের অর্চিত, দেখে মূর্ছিত হয় প্রেমিক যারা।

কিবা অরুণ নয়নে করুণ চাহনি, তাইতে তরুণ তরুণ বরুণ ধারা ॥

অন্তরা—আয় ভাই দেখতে যাই সোনার নদীয়ারে,

আয় ভাই দেখতে যাই সোনার নদীয়া।

তোর অণুটি মন হবে গুটি, শ্রীশচীর অন্তনে গিয়া ॥

জয় জয় যোগমায়া শ্রীমা পৌর্ণমাসী, জয় জয় সংকীর্তন জয় গঙ্গাতুলসী,

জয় নবদ্বীপবাসী জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

(১০)

গৌর শচীর দুলাল বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ নদীয়াবিনোদ এস হে,—

এসে উদয় হও আমার হৃদয়-নদীয়া নগরে ॥

ও সে দয়াল নিত্যানন্দ, শ্রীঅষ্টৈতচন্দ্র, আর ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে ॥

আমার ভক্তিরূপা শক্তি ভাগীরথী কূলে, প্রেমরূপ মধুর মৃদঙ্গেরি বোলে,

চিত্ত হয় হে নৃত্য কর হে, আমার নিরানন্দ যাউক দূরে।

আমি সচন্দন তুলসী চরণে দিঘে, বল্ব হরে গৌরাঙ্গ হরে হরে ॥

অন্তরা—অদোষ দরশী তুমি বিষ্ণুপ্রিয়াকান্ত,

কত দোষের দোষী আমি দোষের অন্ত নাই অন্ত ॥

সদা পাপের পীড়নে আমার দেহমন ক্লান্ত।

(আমার) সদা অসৎ সঙ্গদোষ, অসৎ প্রসঙ্গ দোষ, দেখ আমার দোষ কি পর্যন্ত।

গৌর তবু তোমায় পাব বলে বলেছেন বসন্ত ॥

(১১)

নমস্তে নিখিল নয়নানন্দ মন্দ কলি মদমর্দন,—

জয় গৌরাঙ্গসুন্দর, সর্বাসু সুন্দর, মিশ্র পুরন্দর নন্দন।

তব মহিমা বিস্তর, কলিতে বিস্তার, দুস্তরে নিস্তার কারণ ॥

নবযুগ ধর্ম প্রবর্তন, শুধু নর্তন কীর্তন,—

ভববাহিত ধনে, লাক্ষিত জানে, বঞ্চিত নহে কদাচন।

বসে হৃদি পদ্মাসনে, বিষ্ণুপ্রিয়া সনে, হরিচরণে দিবে কি চরণ ॥

অন্তরা—তুনি অদোষদরশী, তুমি পতিতপাবন।

আমার সম্মুখে বিকট দিন, নিকটে এল শমন ॥

যাদের চরণে সঁপেছিলু দেহ মনঃপ্রাণ,

কেহ আজ কেহ কাল সব হ'ল অর্ন্তধানঃ

যে দিন এই দেহ ছেড়ে বাহির হইবে প্রাণ,

শ্রীমা বসন্ত ভগবান, দিবে কি দরশন ॥

(১২)

কলির কলুষমর্দন, আনন্দ বর্জন, নর্তন কীর্তনকারী,—

এল সান্নোপাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

কিবা সুরধুনী তীরে, হরিধ্বনি করে, পুলকে বিহরে গোলোকবিহারী ॥
 কিবা অতুল নূপুর রাতুল পায়, হাসে কান্দে নাচে বাতুল প্রায়,
 হেম ধরাধর অধর ধরায়, অধরে মধুর মাদুরী ।
 কিবা তরুণ অরুণ কিরণ চরণ, হরিচরণ ঐ চরণ ভিহারী ॥
 অন্তরা—দেহি পদপদ্মব বিফুরপ্রিয়া বসন্ত, দুর্মল জনম বৃথা যায় ।
 (আমি) হ'য়ে কলি কলুষিত, হয়েছি দুষিত, ভূষিত যোষিৎ প্রেমাশায় ॥
 তুমি অদোষ দরশী, কৃপামৃত বরষি, নীরসে পরশ আছি ভরসায় ।
 আমার যা ছিল সঞ্চিত, নাহি আর কিঞ্চিৎ, বঞ্চিত হয়েছি বসন্তের পায় ॥

(১৩)

নমামি মা বাক্‌দায়িনী, নমি জ্ঞানদায়িনী ।
 বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী মাগো—তুমি বীণাপাণি ॥
 আছ গো মা কণ্ঠমূলে, জিভের বাক্য তব বলে,
 শুদ্ধ বৃক্ষ জ্ঞান-ফলে, পূর্ণ কর বরদায়িনী ।
 জ্ঞানী জনে ধ্যানে জ্ঞানে, সদা জপে নিশিদিনে,
 দয়াময়ী নিজ গুণে, চরণ দিবে শ্বেতবরনী ॥
 অন্তরা—শুধু বনকুল মা দিব না চরণে ।
 মনকুল দিব পায়, এই বাঙ্খা মনে ॥
 অশ্রুজলে ধুয়ে কেশে মুছাব চরণ,
 হৃদাসনে বসাইব মনেরই মতন ।
 জ্ঞান-চন্দন তুলসী দিব, দেহপ্রাণ আহুতি দিব,
 অন্তিমে মা তোরে পাব বলে হরিচরণে ॥

(১৪)

হরি হে, আমার গতি কি হবে—
 এই দেহ-গৃহে আর হলনা বসন্ত করা ।
 হইল বিষম বেগতিক, বাতিক আর পৈস্তিক,
 উই আর ইদুর কাটে ঘরের বেড়া ॥
 বুটির নাই কো গোড়, বাঙ্কের নাই যে জোরে,
 কার জোরে ঘর হবে খাড়া ।
 ঘরের ফুরাইল আয়ু, কফাশ্রিত বায়ু,
 মাঝে মাঝে ঘর দিতেছে নাড়া ॥

অন্তরা—হরি হে, যেদিন আমার এ ঘর ভাঙবে তুমানে,
 সেদিনের উপায় কি হবে ।
 সেদিনের দীনবন্ধু তুমি বিনে—
 আমার আর বন্ধু নাই এ ভবে ॥
 সাধের ঘর যাবে পড়ে, ঘূর্ণিপাক বায়ুর জোরে,
 আমাকে উড়ায়ে নিয়ে যাবে ।
 গোসাঁই ভগবান কয় ভয় করোনা—
 সেদিনে হরিচরণ আশ্রয় পাবে ॥

(১৫)

মা তুই কৈলাসবাসিনী, কলুষনাশিনী, বৈবল্যদায়িনী,—

মা তুই কালী কাত্যায়নী, — নিস্তারিণী নিস্তার দুস্তরে।

একি লীলা করলে তব বলগো মা তারা

খাঁড়া নিয়ে করে বাপের বুকে খাড়া,

মা তুই নেমে দাঁড়া, নইলে বাবা যাবে মারা,

— তোর বাপের কিরে ॥

বাবা গেলে মারা, তুইও মরবি তারা,

বিধবার আদর নাই সংসারে ॥

অন্তরা—মাগো তোর চাপানে মরল আজি, বাবা মহাকাল।

বাবা মরলে কাঁদবি শেষে বসে চিরকাল ॥

বাপের বাড়ি থাকবি পড়ি, হয়ে সংসারের জঞ্জাল ॥

মাগো ছেড়ে দিয়ে বিরূপাক্ষে,

চরণ দে মা আমার বক্ষে,

মোক্ষপদে যাই সকাল সকাল।

দ্বিজ হরিচরণ পেলে চরণ, কি করবে আর কাল ॥

(১৬) বিবাহ আইনের ডাক

বিবাহের আইন পাশ হইল শঙ্করী—

এখন মেয়ের চৌদ্দ বৎসর, ছেলের বিশ বৎসর পরে হবে পরিণয়।

যত শিক্ষিত লোক সর্ব, রাখতে পারে গর্ব, মাগো সর্বসাধারণের কি জানি কি হয় ॥

হিন্দুর বেদ পুরাণ, মুসলমানের কোরাণ, বেদ পুরাণ কোরাণ হয়ে গেছে পুরান,

মুনি ঋষি সবার গেল মাথা মুড়ান, কলির কাছে পরাজয়।

নূতন আইনের মতে দিয়ে, ছেলে মেয়ের বিয়ে, বুঝি বহু স্থানে হবে ভ্রশ হত্যার ভয় ॥

অন্তরা—অষ্ট বর্ষে গৌরী হয়, নবম বর্ষে রোহিণীঃ দশম বর্ষে কন্যা নাম শাস্ত্রে লেখে গুনি।

ইহার উর্ধ্বে হৈলে রজঃস্থলা, তদূর্ধ্বে রমণী ॥

পিতৃগৃহে যে অবলা, হয়ে পড়ে রজঃস্থলা, পিতৃমুখে পড়ে তাই জানি।

কিছু না বুঝে কি লেখে গেছে, গাঁজাপোর সব মুনি ॥

(১৭) জলপ্লাবনের ডাক

চাঁদ দিকে বিনাশের চিহ্ন, জীবের জন্য বিপদ রাশি রাশি।

এবার স্বর্গদ্বারে হরিদ্বারে, হায় হায় গঙ্গা হ'ল সর্বনাশী ॥

জলের কি ভয়ানক খেলা, ডুবিয়েছে পাবনা জেলা,

ক্রমেই প্রলয়ের লীলা, চলিতেছে দিবানিশি।

আবার প্রবল বেগে জল প্লাবনে, ডুবল ভাদ্রমাসে শিবের কান্দী ॥

অন্তরা—এবার জীবের দশা হ'ল কিবা শিবের কান্দীতে।

যত অন্ধ আতুর কান্দীবাসী, জলে যায় ভাসিতে ভাসিতে ॥

গঙ্গা আগে ছিল শিবের শিরে, বৃদ্ধকালে রেখে দূরে,

অমপূর্ণা সঙ্গে ক'রে, আছেন হরযিতে।

বুঝি, সেই রাগে এই গঙ্গা গেল, বিশেষ্বর অমপূর্ণা আসিতে ॥

(১৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডাক

হর-অঙ্গনা তোর রঙ্গে ভঙ্গে কাঁপে অঙ্গ, রণরঙ্গিনী মা—

রণরঙ্গ ভঙ্গ দে সকালে।

মা তোর রণচতুর্দিকে, গিয়ে ইউরোপে, কেন হেন প্রলয় করলি অকালে।।

ক্রেপেতে পড়েছি দেশে নাই কাপড়, কাপড়ের চিত্তায় সকলে কাঁপয়ঃ

কি জানি কি ঘটে আর কয়দিন পর, পর প্রত্যাশীদের কপালে।

জানি তুই লেংটা, তোর পতি লেংটা, তাই কি লেংটা রাখি সন্তান সকলে?

অন্তরা—গিয়েছে স্বর্ণমুদ্রা, রজত মুদ্রা, দেবাল ঘন্টা মুদ্রা, মুদ্রা শূন্য নোটে।

যারা মাছ পানের ব্যবসা করে, তারা ত পড়েছে সঙ্কটে।।

যারা মা গরীর লোক, ঘরে নাই বাস সিঁদুক, জল পড়ছে বিষম দুখ, কাগজ ভিজে উঠে।

মা তোর গণেশের ইদুরকে বলিস—যেন দেখে শুনে কাটে।।

(১৯) স্বদেশী জাগরণের ডাক

কর ভারত রক্ষে, করুণা কটাক্ষে, হের রক্ষাকালী জননী।

এমন সুজলা সুফলা, শীতলা শ্যামলা, রাজরানী হয়েছে দুঃখিনী।।

করে সে ভারতে বন্দরের আদর, বন্দরের ধুতি আর বন্দরের চাদর,

বন্দরের শাড়ী পরুক কুলনারী, হউক চরকা সূতার আমদানি।

মোরা যত প্রজাবন্দে, পড়ে পদারবিন্দে, করি 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি।।

অন্তরা—জয় রাজ রাজেশ্বরী জয়।

হারায়ে গৌরবে, ভারত রৌরবে, প্রাণে কত সবে, সন্তান সব ভিখারী জয়।।

মহাত্মা গান্ধী আর চিত্তরঞ্জন দাশ, মহম্মদ আলী আদি শত শত দেশের দাস,

মহাত্মাদিগের কারাগারে বাস, এসব অন্তঃকিনাশ, কর শুভঙ্করী জয়।

(২০) অসহযোগ আন্দোলনের ডাক

শক্তি দেমা, শিবশক্তি করে শক্তি সাধন, —

যেন শক্তিহীন ভারতে হয় মা, ননকোপারেশন।

এমন ভারত পুণ্যভূমি, মোদের জন্মভূমি, শুধু গোলামীতে করি জীবন যাপন।।

মাগো, খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে, পদে পদে দুঃখ পরের পদাঘাতে,

প্রতিদিন মাথে পরের পাদুকা করতেছি বহন।

মাগো মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, মোরা পরপ্রত্যাশী, যেন আশ করতে পারি বিদেশী বর্জনে।।

অন্তরা—ধরেছ বৈষ্ণবী নাম পুরাণে, তবে কি কারণে, হতেছে মদ্যমাংসে তোমার পূজা।

এসব রাজসিক তামসিক ভুলে, ভুলে দেও সবগুণের সত্যক্ষজা।।

মা তোর মাদক ম্রবোর খাদক যারা, তোরই তামস সাধক তারা,

নিত্যানন্দময়ী তারা, নিত্যতত্ত্ব বুঝা।

এখন মহাদেবের সোহাই দিয়ে, দেশের সব গাঁজাখোরে খায় মা গাঁজা।।

(২১) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ডাক

বড় ভয় করে অভয়া, দেশ কি আছে তোর মনে, —

কেন পোড়ালি সমানে, হিন্দু মুসলমানে, বিঘ্নের আগুন জ্বালিয়া।

হিন্দুর দেবদেবীর অর্চন, হরি সংকীর্তন, করতে নারি প্রাণ খুলিয়া।।

হিন্দু মুসলমানে একত্র মিলিতে, শ্রদ্ধানন্দ স্বামীর হত্যা হয় দিল্লীতে,
মুসলমান ভ্রাতা সেই বিচারেতে, ম'ল কাঁসি কাঠে কুলিয়া।
বহু মুসলমানের মরণ হল অকারণ, বরিশানের পোনাবলিয়া।।
অন্তরা-মা, ফুরাল ভরসা, গেল শান্তির আশা, দেশের দুর্দশা, তারা দেখ গো।
কবে আত্মা খোদা শিব হরি, কতেমা শঙ্করী, পথের ভিখারী দেখবে এক গো।।
জানি রামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য, মহম্মদ যিশুর মান্য, ভিন্ন নয় পাষণের রেখ গো।
যেদিন উখলিবে প্রলয়-সিন্ধু, সিদ্ধিতে মিশিবে বিন্দু, কোথায় হিন্দু কোথায় রবে সেখ গো।

(২২) ধর্ম সমন্বয়ের ডাক

অনন্ত মত অনন্ত পথ, একই ঈশ্বর অনন্ত জগৎজোড়া।

তারে শাক্তে কয় শঙ্করী, বৈষ্ণবে কয় হরি, -

মগে বলে ফরাতারা।।

বদর বলে মাঝিমাঝা, মুসলমান কয় খোদাতাঝা,

গড় বলে ফিরিদীরা।।

বলে গাণপত্যে গণেশ, সৌর বলে দিনেশ,-

মহেশ বলে শৈব যারা।।

অন্তরা-না বুঝে তত্ত্ব, না ভজে সত্য, ভারতে হল না একতা।

লেখে বেদ কি পুরাণে, কিতাবে কোরানে,-

হিন্দু মুসলমানের এক কথা।।

লেখে মুনি ঋষি পরমেশ্বর, মুসলমানের জুমা ঘর,

মন্দিরে হিন্দুর দেবতা।

তবে কেন করে কাটাকাটি, রক্তে ভাসাল মাটি,

পাবনা, ঢাকা, কলিকাতা।।

(২৩)

তারা মা গো আমার এই দেহ মা মান্দার বৃক্ষ, লক্ষ লক্ষ কণ্টকে ঘেরা।

মান্দার ফুল লাগে না দেবার্চনে, এই ফুলের গন্ধ মকরন্দ ছাড়া।।

কেউ করলে রক্ষনের কাণ্ড, রাঁধুণীর কণ্ড, -

ইক্ষন জ্বলে না, রক্ষন চলে না, কেবল ধূয়া উঠে ছুটে চক্ষের ধারা।

কেহ অন্য বৃক্ষের ফল খেতে চায় যদি, তাহিতে প্রতিবাদী হয় এ মান্দারের বেড়া।।

অন্তরা-যে জন এই মান্দারের নীচে আশ্রয় নিয়েছে, হয়েছে কণ্টকেতে ক্ষত গাত্র।

ও তার জন্ম বিফল, কর্ম বিফল, শেষের ফল দেশের উপহাসের পাত্র।।

জানি সুখ বসন্তের সুবাতাসে, অন্য বৃক্ষ পূর্ণ রসে,

মান্দারের কর্মদোষে খ'সে পড়ে পত্র।

ক'রে আমায় শ্লেশ, নির্বংশ কর, মান্দারের অ-কার-আদি গোষ্ঠীগোত্র।।

(২৪)

তারা মাগো এবার ভবের ব্যাপার সারা, -

আমি কুচিন্তায় কৃশ, কৃষকের বৃষ হয়েছি বুড়া।

আমি কি রাত্রি কি দিন, হলেম পরাধীন, হলেম চলৎ শক্তিহীন, জীয়াতে মরা।।

আরও কবির শিষ্য ছাত্র ছিল বাড়ি ভরা,

দিতেম খাওয়া পরা, শিখাইতেম ছড়া,ঃ

এখন করে তারা, স্বরাজ নিশান খাড়া,
মরার উপর ধরে খাড়া, বলে এই বুড়া সব নষ্টের গোড়া।
এখন কোন শিষ্য ছাড়ে, হেরি না পাপ নেড়ে, যেমন বহু পুত্রের পিতা আঁটকুড়া।
অন্তরা-থাক ও সব মায়ার লীলা, মায়ার খেলা, চড় চাপড় কানমলা,
খুব খেলেম বাজীকরের মাইয়া।
কিসে অমৃত ফল করব আসা, বাগানে বিষ বৃক্ষ রোপন করিয়া।।
এখন চলেছি মরণ পথে, তারণ-কারণ-শরণ-পথে,
পারি যেন বিদায় হতে, এই কয়টি নাম লইয়া-
গুরু ভগবান, শ্রীমা বসন্ত, শিশির, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।।

(২৫)

আমায় শেষ জীবনে ক্রেশ দিতেছ মহেশমহিষী, -
এবার মুক্ত কর মুক্তকেশী, বেলা বেশী নাই।
দেহের কি বিষম যাতনা, নহে কম যাতনা, মাগো যমযাতনা হতে কম ভুগি নাই।।
বেদিক হেরি সেদিক শূন্য, যখন হই মা ক্ষুধাজ্বর,
উড়ে যায় সমুদ্রের অন্ন, সুখের মুখে ছাই।
যত আশ্ব - সুখী স্বার্থের বন্ধু নিয়ে, কুসঙ্গে কুরঙ্গে ভ্রমিয়ে বেড়াই।।
অন্তরা - তোমার নাম-সুধা বিনে গো শঙ্করী এ সংসার সব কুটা।
যত সম্মান প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, কাকের মুখে লাগে মিঠা।।
আমার যখন ছিল শক্তি, কত মূর্ত ব্যক্তি দেখাইত কপট ভক্তির ঘটা।
এখন গেল শিষ্য ছাত্র, গেল ইষ্ট মিত্র, যেমন নদীতে চৈত্র মাসের ভাটা।।

(২৬) কবিদের বিচ্ছেদ ডাক

হরি হে তোমার কেমন লীলা, কবির খেলা করবে কি সাঙ্গ।
ছিল কবিতা বিখ্যাত, মাধব সীতানাথ, নিয়ে গুস্তাদি মহাল করেছ ভঙ্গ।।
চিত্তা, ভোলা, কানাই, বলাই, চন্ডী, গোপাল, রামকুমার নাই, জয়চন্দ্র নাই কবির তরঙ্গ।
হায় হায় ভৈরব মহিম নাই, আর গেল রাই, হ'ল রামকানাইর অবশ অর্ধ অঙ্গ।।
অন্তরা - এখন যে কয়জন, আছে কবির মহাজন, তাদেরও সময় নিকটে।

ছিলেন হরিশচন্দ্র চন্দ্রবর্তী, কবিতা যার অতুল কীর্তি,
এখন আর নাই সে স্মৃতি, নাও বাঁধা ঘাটে।

বল কি ফল ফলে সন্ধ্যাকালে, ঢোল দিলে আর ভাঙ্গা হাটে।।

(২৭) কবিগানের অবনতির ডাক

ওমা কালী গো! তোমার কেমন লীলা
কবির খেলা করবি কি অন্ত।

দেখি সরকারদিগের মাইনা, ত্রিশ টাকাও হয় না,
মেয়ের মাইনা হল ষাট পর্যন্ত।।

স্বর্ণমণি পরশমণি বিধুকামিনী আদরমণি-
তাদের গান শুনে লোকে কাঁদতো।

ছিল বারো তের বেতন, গাইত মনের মতন,
তাদের গানে প্রাণ ধরে টান তো।।

অন্তরা – এখন যাট টাকা সত্তর টাকা মেয়ের মাইনা দাবী, –
 কি দিয়ে মা কবি গাই মনে মনে ভাবি।
 আছে ত্রিশ টাকা ‘সরকারের’ দলে, যাট টাকার বৈফল্যী।।
 একটায় দেয় কপালে টিপ, আরেকটায় দেয় মাজায় চিপ,
 আর একটা মড়াপোড়া ছবি।
 দাদা বসন্ত কয় হরিয়ারে তুই, ছাড়িয়া দে রে কবি।।

(২৮)

আমার মন রে জয় জয় কালী বল, ভবের খেলা মিছে।
 ভবের খেলা ছেড়ে যাওয়ার তরে, মায় তোরে ডাকতেছে।।
 ভবে ভ্রমে ছিলেম যত, দেখে এলেম কত,
 মায়ের মত আর কে আছে।
 মুখে মা মা বলে, মায়ের ছেলে, চল রে মায়ের কাছে।।
 (ঝুমুর) – রইলি মায়ের ছেলে, মা’র মমতা ছেড়ে।
 ও তুই বেলা শেষে সন্ধ্যাবেলা, কোথায় যাবি তাই ভাবিরে।।
 সারাদিন খেলা খেলে, রইলি মা’র মায়া ভুলে,
 মায় তোরে ডাকছে বারে বারে।
 হরিচরণ বলে, লোকে বলে, ছেলেধরার ভয় আছে রে।।

মালশ্রী (মালসী) গান

জগজ্ঞান নারায়ণচৌধুরী (নোয়াখালী)

করলে কি মা ওগো শ্যামা মা, ভুলো’র উপর ডাকতি।

বারাহী নামেতে ভুলো, (ভুলুয়া)

মহিমা জাগ্রত ছিল,

সে ভুলো নিলাম হল মা, হলে বিশ্বাসঘাতী।।

ভুলো অধিপতি যারা,

করিলি কৌপীন সারা,

খানেকাড়া করলি ছাড়া, নিবালি জলন্ত বাতি।।

দাস জগজ্ঞান বলে,

এই ছিল মা মোর কপালে,

পাথারে পড়িয়া ডাকি, পাঁড়াতে মা নাহি ক্ষতি।।

(নোয়াখালী জেলার শিলপাড়া নিবাসী ভুলুয়ার প্রাচীন জমিদার জগজ্ঞান নারায়ণচৌধুরী উপরোক্ত গানটি রচনা করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট সূর্য্যভাসের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কারসাজিতে, ভুলুয়া ও সন্দীপের জমিদারী স্থানীয় প্রাচীন জমিদারবর্গের হস্তচ্যুত হয়ে বহিরাগত জমিদারদের করতলগত হলে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত গানটি রচিত হয়।)

ডাক বা মঙ্গলাচরণ
কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঢাকা)

(১)

মোড়া বা মহড়া - বাক্বাদিনী দীনতারিণী কাতরে কর করুণা।
আমি অতি অভাজন, জানি না সাধন ভজন,
আমার কণ্ঠে এসে, নিজ দাসের পুরাও মনের বাসনা।
মাগো পূজ্য চরণ, সদা এই মন, পুরাও মনের বাসনা।
বাক্বাদিনী দীনতারিণী কাতরে কর করুণা।।

(২)

মোড়া বা মহড়া - ভবনদীর তরঙ্গতে আতঙ্কে মরি।
আমি কোন গুণে পার হবো এবার,
হাল ছেড়েছে মন কাভারী।।
ছয়জনা কু-সঙ্গী জুটে, ভরা নাও নিল লুটে,
উপায় কি করি?
যদি নিজগুণে তরাও গুরু,
তবে পাড়ি দিতে পারি।
ভবনদীর তরঙ্গতে আতঙ্কে মরি।।

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত - বিক্রমপুরের কবিগান-দেশ এই আশ্বিন, ১৩৪৭ সাল)

ডাক - আগমনী

রামগতি শীল (ময়মনসিংহ)

এস এস প্রাণকুমারী, গৌরী তোরে করি গো কোলে।
তুই ত বড়ই কঠিন, এতগুলি দিন,
কেমন করে ছিলে তোর মায়ে রে ভূলে।।
গতকল্যা নিশি শেষে, দেখলাম তোরে স্বপ্নাবেশে,
কোলে নিলেম তুইলে।
অদ্য সপ্তমীতে পেলেম তোরে,
গত নিশির সেই স্বপ্নের ফলে।।
অন্তরা - তোর আশায় পথপানে আকুল প্রাণে,
আমি যে সদাই থাকি চেয়ে।
তুই যে পাষণ মেয়ে পাষণ হয়ে -
মায়ের কথা যাইস ভুলিয়ে।।
না হেরে তোর বদনশশী, কেন্দ্রে মরি দিবানিশি,
বৎসরেতে একবার আসি, তুই ত যাস চলিয়ে।
আমি অভাগিনী দীন দুঃখিনী, -
থাকি বুকে পাষণ দিয়ে।।

ডাক

রামনাথ ভূঁইয়ালী (রামু মালী - ময়মনসিংহ)

(১)

ভারতি! তুমি কৃপাবতী, দীনের প্রতি কর কৃপাদান।
তোমার কৃপা হলে, মুকে সুখে করে শ্রুতিগান।।
তুমি কৃপা কর যারে, তাঁর মত কে এ সংসারে,
করে যে কবিত্ব সুখ পান
তোমার কৃপা বিনে দিনে দিনে, শুকায় গেল প্রাণ।।
ঝুমুর – মা তোমার বীণার ধ্বনি, মধুর ধ্বনি—
সে ধ্বনি পশেছে যার কাণে।
তার প্রাণে যে কি আনন্দ, সে বিনে তা আর কে জানে।।
সাহিত্য সঙ্গীত সুখ, পান করে সে নিশিদিনে।
চায়না সে আর ভবের বিভব,
কেবল তোমার চরণ বিনে।।

ডাক

রামু সরকার

(২)

হরি বলে ডাক রে আমার মন, এলো নিকটে শমন,
তুমি কার আশাতে বসিয়ে রয়েছ।
তোমার গণার দিন যে, দিনে দিনে গত হলো,
তা কি টের পেয়েছ।।
যাবে যদি ভবপারে, বল কৃষ্ণ হরে হরে,
কেন ভ্রান্তে পড়ে ভুলিয়ে রয়েছ।
পড়ে ভাবের কান্দে রামু কান্দে,
ভক্তি ধনে মন বঞ্চিত হয়েছ।।
ঝুমুর – এ দেহ থাকতে চেতন, হরি বল মন,
জীবনের ভরসা আর কি।
যখন আসবে শমন, দিবে দরশন,
তখন ঘোর হবে দুই আঁখি।।
যার জন্য খাট বেগারি, তারা সব হবে পড়ি,
উড়ে পালাবে প্রাণ পাখি।
তোমার ভবের কামাই ভবে হবে, –
মন তোরে দিবেই বা কি, নিবেই বা কি?

ডাক

গোবিন্দঠাকুর (ময়মনসিংহ)

দুর্গা আমার দুঃখহরা ভবদারা, পরাংপরা মহেশমোহিনী।
তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্রী অগচ্ছননী।।
সুরাসুর গন্ধর্ব নরে, তোমার বন্দনা করে, দিবা যামিনী।
তুমি সারাংসারা, বহুতাপা শক্তি সনাতনী।।

অন্তরা— মা তোমার মায়া জ্বলে, কালে কালে জড়িয়ে হয়েছে আবদ্ধ।
 ছয় জনে ছয় দিকে টানে, কেহই ত না কথার বাধ্য ॥
 মরণ কথা হয় না স্মরণ, মা তোমার মায়ায় কারণ,
 মন-বারণ মানে না বারণ, হয়েছে আবাস্য।
 অধীন গোবিন্দ কয়, যাবার সময়, পাই যেন তোমার পাদপদ্ম ॥

ডাক

কিঙ্কর শীল (ময়মনসিংহ)

শঙ্করী! ও মা শুভঙ্করী! কি করি মা তরতে এবার।
 মাগো যে দেখি অকূল, পাইব যে কূল,
 এমন ভরসা নাই মনে আমার ॥
 দিলে তুমি চরণ-তরী, তবে যদি ভবে তরি,
 কৃপা করি কর মা নিস্তার।
 (আমার) আর কি আছে বল, পারের সম্বল,
 ভৈরবী কেবল ভরসা তোমার ॥
 অন্তরা— চরণ পাবার আশা আমার আছে কি?
 (বাবা) ভোলানাথকে চরণ দিলে, আমাকে মা দিয়ে ফাঁকি ॥
 (বাবা) ভাঙ খেয়ে বুক পেতে আছে, তুই থাকিস মা তারি কাছে,
 আমি মিছে মা বলে ডাকি।
 (দিলে) শঙ্করে শঙ্করী চরণ, কিঙ্করে দোষ করেছে কি?

ডাক

ঈশান নাথ (ময়মনসিংহ)

(১)

ভবতরঙ্গ তুফানে এবার পড়ে, দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি,—
 মা বিনে সন্তানের গতি কি-ই।
 দুর্গা নামে দুঃখ হরে, স্বহস্তে লেখেছে হরে,
 সেখলাম সকলি ফাঁকি।
 দ্বিজ ঈশান ভাগ্যে ওমা দুর্গে,
 আর আছে কি বাকী?
 অন্তরা— খেলা ফুরালো, ঘরে নিয়ে চল, বেলা নাই মা আসতেছে তুফান।
 ছেলের তরে প্রাণ কাঁদে না, হলি কি তুই এতই পাষণ?
 কতকাল হল তোর কোল ছাড়া, যায় না ত মা সইতে পারা,
 ছেলের গায়ের ধুলো ঝাড়া গো, তাও ত মায়ের কাম।
 এখন মাথার ঘাম মা পায়ে পড়ে, মেলে দে মেহের আঁচলখান ॥

(২)

এ ভবে জীবো আর কত সবে শিবে,
 এভাবে যাবে কি চিরকাল।
 কাল হল কাল বিচারপতি,

না করে বিচার কালাকাল ।।
কর্মদোষ হলেম দোষী, তাই ভাবি মা দিবানিশি,
কি পোড়া কপাল ।
দ্বিজ ঈশান বলে অন্তকালে, কোল দিওমা সকাল সকাল ।।

ডাক

লোচন কর্মকার (ময়মনসিংহ)

দুর্গা গো, তুমি দুঃখহরা, পরাংপরা পরম ঈশ্বরী ।
তোমার রাঙ্গাচরণ, পাবার লাগি, শ্মশানবাসী ত্রিপুরারি ।।
তুমি আদি তুমি অন্ত, কে জানে তোমার তদন্ত,
ব্রাহ্ম মনে সর্বদা ঘুরি ।
কেন্দ্রে লোচন বলে মরণকালে পাই যেন মা চরণতরী ।।
অন্তরা – মা, আমার ভাবনা কি গো ভব তরিতে,
বাজাব দুর্গানামের ডঙ্কা ।
তোমার নামের বলে বল করেছি—
শমনের আর নাই গো শঙ্কা ।।
তোমার নামের যে মহিমা, কে করবে তাহার সীমা,
নামটি তোমার নিরুপমা – ভবপারের তঙ্কা ।
(তোমার) নামের বলে অবহেলে, শ্রীরামে জিতেছে লঙ্কা ।।

ডাক

বলাই নাথ (ময়মনসিংহ)

করুণাময়ী মা, আজ জানা যাবে তোরা কেমন করুণা ।
দণ্ড হাতে শিয়রেতে, বসিয়াছে রবির নন্দন গো মা, রবির নন্দন;
আমি ভয় পেয়ে মা বলে ডাকি ঘন ঘন ।।
মাতা পিতা বর্তমানে, যদি সন্তানে, কষ্ট পায় গো—
সন্তানে কষ্ট পায়;
রাগে কি সন্তানে ত্যাগে গো, দয়াল বাপ মায় ।
আমি দীনহীন ক্ষীণ অতি, দুঃখ হর দুঃখহরা,—
গো দুঃখহরা ;
তোরে বেয়াঘাটে বসে ডাকে কানাই কপালপোড়া ।।

ডাক

রামকানাই সরকার (ময়মনসিংহ)

দিনে দিনে দিন গেল দয়াময়ী—
(আমি) দীনহীন অজ্ঞানে চরণ চাই ।
চরণ দেও যদি মা নিজগুণে,—
সাধনের জোর নাই ।।
মনে করি সাধব চরণ,
করি না সেই ভাবাচরণ,

কু-আচরণে দিন কাটাই।
রেখো অন্তকালে চরণতলে, বলে রামকানাই।।

ডাক

কানাই নাথ (ময়মনসিংহ)
ও ভোলা মন, আছ কি সুখে?
তোমার দিন গেল কাল সম্মুখে।
মন রে, ভবের মায়া দূরে রেখে, ভজ ব্রহ্মময়ীকে।।
মন রে, কি ধন লোভে এসেছ ভবে, কি ধন লয়ে যাবে,
যখন সরকারী তলব আসিবে, কি বলে দাঁড়াবে।
এ দেহ মাটির ভান্ড, ভেঙ্গে যাবে ঠুকে,
শমন দূতে হাসবে তখন, ধিক দিয়ে তোর মুখে।।
মন রে, বিষয় গোলে দিন কাটালে, খাট হৈল বেলা,
আর কি রে মন খুঁজলে পাবে, সে ধন সন্ধ্যাবেলা।
শেষে কানাই বলে, ও পাগল মন ঠেকলে মায়াপাশে,
তরবে যদি, ভবনদী দুর্গা বল মুখে।।

ডাক

লাল মামুদ (ময়মনসিংহ)
প্রভো বিশ্ব মূল্যধার।
অনন্ত নাম ধর তুমি, তোমার হয় অনন্ত আকার।
কখন সাকারেতে বিরাজ কর, কখন নিরাকার।।
কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী,
কেহ খোদা আল্লা বলি, তোমাকে ডাকে সারাৎসার।
নামের গুণে পারের দিনে সকলি হয় পার।।
অনন্ত নাম ধরে ধরে, ভক্তে বাঁধে ভক্তি ডোরে,
তোমারে টানে অনিবার।
তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার।।
হিন্দু কিংবা হৌক মুসলমান,
তোমার পক্ষে সবই সমান,
আপন সন্তান জাতির কি বিচার?
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, চন্ডাল কি চামার।।
জন্ম নিয়া মুসলমানে, বঞ্চিত হব শ্রীচরণে,
আমি মনে ভাবি না একবার।
(এবার) লাল মামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার।।

ডাক

বলাই নাথ (ময়মনসিংহ)
তোরে বারে বারে মা বলে, মা ডাকি কেন শুনছ না; —
বুঝি দীনের প্রতি দয়া হৈল না।

মাগো ভবঘোরে এনে মোরে, দিলে জঠর যন্ত্রণা ॥
 সূতে এত বিপরীত, করেও মায় কখন ধরে না,
 পুরাণে কয় শমনের ভয়, দুর্গা নামে থাকে না।
 আমি ভেবে দেবি সবই কঁকি,
 কর্মপাশ আর কাটা যায় না
 জ্ঞানলাম তব্ব, কপাল সত্য,
 কপাল বৈ আর কিছুই ত না।
 পাগল বলাই বলে, দুর্গা বলে—
 আর কেহ তোরে ডাকবে না ॥

ডাক

কালীচরণ দে (ময়মনসিংহ)

ওমা কালিকে, কালের ভয় পেয়ে মা—
 কালী বলে ডাকতেছি তোমায়।
 তুমি কালবারিণী বিপদহারিণী দীনতারিণী,
 তার গো আমায় ॥
 ওনেছি মা বললে কালী, দূরে যায় সব মনের কালি,
 তাইতে কালী ডাকি সর্বদায়।
 মাগো কালের মুখে পড়বে কালি—
 কালী যদি আমায় না রাখ রাঙা পায় ॥
 অন্তরা—কালের ভয় কি রাখি মা, কালবারিণী বদনে যদি বলি কালী।
 আমরা নেচে গেয়ে বলব কালী; আনন্দে বাজাইয়া করতালি ॥
 কাল কাটাইলাম 'কালী বলব' বলে, করে কেবল আজি কালি।
 কালী বলে নিদানকালে, যা কর মা রক্ষাকালী ॥

ডাক

হরকুমার শীল (ত্রিপুরা)

হরি মানুষ সাজে মানুষ সমাজে, বৃথা কাজে এসেছিলাম।
 কুসঙ্গ পরশে মজে রঙ্গ রসে, রঙ্গিনীর রসে মত্ত হলাম ॥
 দিল গুরু মহাজন অমূল্য রতন, অযতনে হারা হলাম।
 হয়ে সে ধনে বিপত্তি, খাটেনা আপত্তি, দেহ সম্পত্তি হতেছে নিলাম ॥
 অন্তরা—জয় জনার্দন, অসুর মর্দন, গিরি গোবর্ধন ধারণ।
 জয় পীতবসন, বিদ্যুৎ বিনাশন, মন্তকে দিও হরি চরণ ॥
 গোপেন্দ্র বালক, সুরেন্দ্র পালক, পুলকে ত্রিলোক তারণ।
 হরকুমার নাস্তিকে, এ অধম নাস্তিকে, মন্তকে দিও হরি চরণ ॥

ডাক

মনোহর সরকার (ফরিদপুর)

হরি বলে তরী খোল আমার মন-বেপারী—
 দেখ তরী চলে কি না চলে।

এই যে হরি নামের তরী, শ্রীগুরু কান্ডারী,
চলবে তরী হরি নামের বলে ॥

মাতুরজে পিতৃবীজে, গুরু দিলেন তরী সেজে,
বোকাই আছে তরীর মাঝে, পঞ্চদশ মালে।
এই গুরুদত্ত মাল, তাই রাধি সামাল,
ভুবাসনে যেন মাল ঘোলা জলে ॥

এই যে নৌকার দাঁড়ি মাঝি,
মাম্মা ছ'জন বড়ই পাঁজি,
আপনা হতে হবে রাজি, সাধু সঙ্গ হলে।
তাই তারক ভেবে কয়, ইহাই যদি হয়,
গুরুপদ ভাব হৃদকমলে ॥

অন্তরা – কলিতে অন্য গতি নাই, গতি নাই নাই নাই।
এলেন জীব তরাতে নদীয়াতে গৌর আর নিতাই ॥
হরি নাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ, প্রেমামৃত যজ্ঞের অর্ঘ্য,
ভক্তবর্গ পান করে সবাই।
দিয়ে নামযজ্ঞে প্রাণাহুতি, পারে চল যাই ॥
সত্যযুগে মানবের লীলা, বর্তমানে মানুষের খেলা,
কেউ পাগল, কেউ বৃক্ষতলায় ঠাই।
ভেবে মনোহর কয় স্বরূপেতে রূপদর্শন পাই ॥

ডাক

উমেশচন্দ্র শীল (বরিশাল)

ওহে গৌর সুন্দর নব নটবর হরি হে –
দীনবন্ধু দীনের কি হবে উপায়।

তুমি তারণকারণ বিপদবারণ, নিলেম চরণে স্মরণ রাখ হে আমায় ॥
সংসার মায়া গারদে, মায়াবেড়ী পদে বিপদে,
প্রভু ডাকিহে তোমায়।

তুমি অদোষদরশী হলেম শতদোষী,
কেটে গলার ফাঁসি রাখ রাখা পায় ॥

অন্তরা – ব্রজেন্দ্র বালক ত্রিলোক পালক গোলোকবিহারী হরি।
তুমি বিনে সন্তানে কে রাখিবে এ নিদানে,
চরণে সম্প্রণ তোমারি ॥

গুরু ভারতচন্দ্র কয়, ভজ ভজ গৌর পায়,
দয়াময় এলেন গৌরহরি।

গৌর পদে মজে থাক, গৌর গৌর বলে ডাক,
অন্তরকালে পাবি চরণ তরী ॥

ডাক

রাসবিহারী সরকার (ফরিদপুর)

আমায় রক্ষ রক্ষ দক্ষপুত্রী, অগচ্ছাত্রী জগৎতারা।
এবার অম্বকণ্ঠে পূত্রগণ তোর হল সারা ॥

আগে করে কোপদৃষ্টি, করলে অনাবৃষ্টি,
 শেষে বৃষ্টির জলে গেল শস্য মারা।
 ওমা তারা অম্মাভাবে উপবাসী, ছিন্নবাসে দিবানিশি,
 কেউ দিয়ে মা গলে কাঁসী, যেতেছে দ্বারা।
 কেন এত অত্যাচার, কর মা এবার -
 কর দেশের উপকার, ভবদারা পরাংপারা।।
 অন্তরা - পড়ে ঘোর বিপদে তব পদে লইনু শরণ।
 রেখ নিরাপদে তব পদে থাকে যেন মন।।
 কাশীতে মা কাশীশ্বরী, অম্মপূর্ণা মূর্তি ধরি,
 করেছিলে অম্ম বিতরণ।
 রাসবিহারীর অম্ম কণ্ঠ কর নিবারণ।।

ডাক

অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ (ত্রিপুরা)

শান্তি সুখ আশে ভবে এসে, মায়িক শ্রান্তি বশে,
 কাঁদতে কাঁদতে গত দিবানিশি।
 ও ভূলে তারণকারণ শ্রীহরিচরণ, মজে কামিনী কাঞ্চন প্রত্যাশী।।
 বিবেকহীন স্বভাব গতিকে ভুইলে সুমতি,
 কুমতিকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি।
 আমার দোষে পূর্ণ গাত্র, ভরসা একমাত্র, হরি তুমি অদোষদরশী।।
 অন্তরা - আমার নাই সাধন বল, রিপুবল প্রবল, বিফল জীবন।
 আমি ভূলে সদাচার, করি কদাচার, ভবে দুরাচার কে আছে এমন।।
 পঞ্চ মহাপাপের পাপী হই, অন্তরের অন্তরে রই,
 যোগ্য নই পরশে চরণ।
 এবার পতিত অর্জুনে, স্বগুণে স্থান দেও চরণে,
 তুমি হরি পতিতপাবন।।

ডাক

চন্দ্রকান্ত দাস (বরিশাল)

মা তুই কলুষনাশিনী, কৈলাসবাসিনী, সুহাসিনী ভবদারা।
 মুক্তমালাতে ভূমিনী, পাষণ্ড দলনী, উলসিনী অসিধরা।।
 যত দেবতা ভূষিতে, দৈত্য বিনাশিতে, পতির বন্ধে হলি খাড়া।
 বড় রিপু বড় দৈত্য, করতেছে দৌরাণ্ড্য, এ বিপত্তে রক্ষ গো তারা।।
 অন্তরা - এ দুর্দিনে আর, তুমি বিনে আমার, অনুপায়ের উপায় মা কে আছে।
 ভাই বন্ধু পরিবার, খাইবার পরিবার, ধরিবার কেহ নাই পাছে।।
 কুহকিনীর ফাঁকিতে, মা তোমাকে ডাকিতে, শিবিতে ভুল পড়িয়াছে।
 দেহ মন ক্রান্তে, তোর এই চন্দ্রকান্তে, কাঁদতে যাবে আর কার কাছে।।

ডাক

ভগবতী ভৌমিক (নোয়াখালি)

যদি শ্যামল ভারত, শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ মনোহর সাজিত।
তবে মধু নিনাদিয়া, রস বিনোদিয়া, নদীয়া নৃপূর বাজিত ॥
হত অরুণলাল চরণ তল, মাগি রক্তিন রেঙ্গুনে যাজিত।
আর বিহার বসন শয্যাতা স্মরি,
সুরধুনী সুরে বাজিত বাঁশরীঃ
পাঞ্জাব মাদ্রাজে বাহু প্রসারি—
বোধের শিরে সিঁদু মোহনচূড়া রাজিত।
হৃদয় নন্দন, দিল্লীতে বৃন্দাবন, ফুলমালায় চন্দন মাজিত ॥
অন্তরা—আর সাধক সাধিকা, সাজিত রাধিকা, আরাধনার প্রীতি রসে।
কিবে আনন্দিত পুলকে সাজিত নন্দ, সুফল যশোদা সঙ্গে ॥
হ'ত তরুণ তমালতলা, মিলন কদম্বদোলা, সখীরা নাচিত স্বতুরসে।
উন্নত দৈবকীর পাখাণ টলিত, নিরাশা কসে স্বশানে জ্বলিত,
দলিত কলির পাপ-ভুজসে।
আবার অঘাসুর যদি হ'ত অঘটিত, ভগবতী আছি বসে ॥

(২)

মা তোর দেশের ছেলে, শিক্ষা বিনে মূর্খ হয়ে যায়—
গুরু দেহঘরে কর হে ইস্কুল।
দেহের ছয় পদ্ব ছয় চেয়ার, নয় কোঠা নয় কন্ডয়ার,
পাতা পঞ্চাশ বর্ণের পঞ্চাশ বান টুল ॥
যোল জন নেয় ভক্তিদীক্ষা, উপাসনার বাল্য শিক্ষা,
প্রেমের ধারাপাত নামতা, যোগ অঙ্ক ব্যাখ্যা,
সাধন উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষার মূল।
পতিতপাবন কেন্দ্রে নিয়ে, ছাত্রবৃত্তি দিয়ে—
মুক্তির সার্টিফিকেট দিতে কইর না ভুল ॥
অন্তরা—তত্ত্ব পদার্থ বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বোধ অভিধান,
কালাকালী ঠিক রেখ ছাত্র।
বাবু দীনবন্ধুর বীজগণিত, যাদববাবুর এরিথমেটিক,
তাত্ত্বিক জ্যামিতির ক্ষেত্র ॥
ইতিহাস পঞ্চতন্ত্র, কুলধর্ম মূলসাহিত্য,
গুরুকরণ ব্যাকরণের সূত্র।
অধীন ভগবতীর গেল দিন, দেখা হবে কোন্ দিন,
গোলোকধামের সেই মানচিত্র ॥

ডাক

অম্বিকা পাটনী (ঢাকা)

(১)

মন তোর গুরুদত্ত নিত্যসেবার গৌরবিকুপ্রিয়া—
এমন হিয়ার ঠাকুর কায় হাতে দিয়া, রয়েছে বিদেশে।

মজে কামিনী কাঞ্চনে, কাচের আকিঞ্চনে—
 আর কতকাল রবি প্রবাসে ॥
 আর বিষ্ণুপ্রিয়ায় দাসী নিকুঞ্জ সেবিকা,
 গুরুদত্ত নাম পেয়ে কদলিকা,
 মায়ার পুতলিকা দেখে প্রহেলিকা, ততঃশ্রুতি হলি শেষে ॥
 রেখে গুরুবাক্যে শ্রুতি, স্মরে পূর্ব স্মৃতি,
 দেশের মানুষ চল দেশে ॥
 অন্তরা—মন তোর যা গেছে তা গেছে ভাই, যা আছে সামাল তাই,
 এখন ভজনানন্দে মজ ।
 মন তোর কুসঙ্গ ভঙ্গ দিয়া, শচী মায়ের অননে গিয়া,
 শ্রীগৌরঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া ভজ ॥
 গুরু হরি বলে কথা রাখ, গৌর ভক্ত সঙ্গে থাক,
 অঙ্গে মাখ ভক্ত পদরঙ্গ ।
 মন তোর এখনো সময় আছে, গিয়ে শ্রীমায়ের কাছে,
 নদীয়া নাগরীর সাজে সাজ ।

(২)

মন তোর দেহ-রেলগাড়ি, সাধন-লাইন ছাড়ি, পড়ি হয়েছে অচল ।
 উহার জ্ঞান-লোহাতে জং ধরেছে—
 তাইতে ভেঙ্গে গেছে ভক্তি-ইঞ্জিনের কল ॥
 ইঞ্জিনে আর জোর ধরে না, ধাক্কাইলে লড়ে না,
 ক্রমে কমে আগুন জল ।
 বুঝি দমের ঘরে বেদম পড়ে,
 গাড়ির ফুরায়ে গিয়েছে আয়ু-বায়ুর বল ॥
 অন্তরা—ধর ঘুরিতে গাড়িতে গুরু-ইঞ্জিনীয়ার ।
 উহার সকল কল অবিকল হবে, নূতন আবিষ্কার ॥
 গুরু হরি বলে কথা ধরবি,—
 দমে নামের-ষইসল্ ছাড়বি,—
 সাধু সঙ্গ করবি প্যাসেঞ্জার ।
 তবে এক দমে পাবি অম্বিকা, অম্বিকার বাজার ॥

(৩)

তুমি রক্তদশনা, মুক্তবসনা, ভক্তবাসনা পোষিনী ।
 তারা চণ্ডী চামুণ্ডা, ওমা উগ্রচণ্ডা, মুণ্ডমালা ভূষিনী ॥
 তুমি জ্ঞানদস্তা তত্ত্ববেত্তা, আত্মতোষ আত্মা তোষিনী ।
 ত্রিলোচনা তুমি ত্রিকালকর্ত্রী, ত্রিতাপহারিণী বিধাতাবিধাত্রী,
 তুমি শুভদাতৃ সাবিত্রী গায়ত্রী, পাশব প্রবৃত্তিনাশিনী ॥
 তব নামানুরক্ত পাপাসক্ত অসুর রক্ত শোষিনী ॥
 অন্তরা—এস গো মা হৃদয়-কাশীতে ।
 আমার অন্তরের তামসী নানি, জ্ঞানভক্তি বিকাশিতে ॥
 ত্রেতাতে ছিলে সীতে, তুমি হয়ে অসীতে —
 রাক্ষসকে বধেছিলে অসিতে ।

আমার যড় রিপু যড় অসুর —
হবে এবার নাশিতে ॥

(৪)

ওহে গৌরসুন্দর রসেরই সাগর, নদীয়া নাগর হরি হে দীনবন্ধু,—
দীনে দিন দিবে কবে।

আছি বিষম ভ্রান্তিতে বিষয় অশান্তিতে,
নৈদা শান্তিপূরে আমায় কবে নিবে ॥

অজ্ঞান মহা তামসী, তামসী-কিনাশি, গৌরশশী কবে,—
হৃদয়-আকাশে প্রকাশিবে।

আমার চকোর নয়নে, সে রূপামৃত পানে,
বল আনন্দ-বিমানে কবে উড়িবে ॥

অন্তরা— অয় শচীনন্দন, ত্রিজগৎ বন্দন, কলির কলুব শাসন।
আছারি গোলোক, আইল ভুলোক, ভবলোক তারণকারণ ॥
হরি ত্রিতাপ বারক, নরক হারক, হারক ভববন্ধন।
দাস অধিকা উক্তি, না চাহি মুক্তি, দেহি ভক্তিভূষণ ॥

(৫)

মন তোর ভব-বারি পাড়ি দিতে আর ভয় কি বল-
কলির জীবের জন্য চৈতন্যের ইস্তিমার এল।

এ দেখ হইসিল যত্নে বাঁধা মস্তে-
ভবের স্টেশন ঘাটে সিটি প'ল ॥

হুশিয়ারে হইসিল শুনে, সাধু প্যাসেঞ্জারের সনে,
এ দেখ যাচ্ছে ছুটে ছুটে,
কেহ টিকেট কেটে ফ্রেটে গিয়ে উত্তরিল ॥

অন্তরা— ভবের সাঙ্গ করে খেলা, শীঘ্র কর মেলা,—
বুঝি টিকেট কাটার বেলা ফুরায়ে গেল;
এবার পতিতে তরিতে এলো নামের ইস্তিমার।
ব্রহ্ম হরিদাস হয়েছেন টিকেট কালেক্টার ॥
শুভারসিয়ার হল নিত্যানন্দ, টিকেট চেকার অম্বৈতচন্দ্র,
শিবানন্দ স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার।

গুরু হরি বলে অধিকা তোর, ভাবনা কিরে আর ॥

(৬)

হরি মানুষ সাথে মানুষী সমাজে বৃথা কাজে এসেছিলাম।
কেবল কুসঙ্গ লালসে মজে রসরসে রসিনীর বশে বেইস হলাম ॥
দিল গুরু মহাজন অমূল্য রতন, অযতনে হারাইলাম।
হইল সেই পাণে বিপত্তি, ঘাটে না আগতি, দেহ সমাজী করতে
চায় নিলাম ॥ (খণ্ডিত)



ডাক

হরিচরণ সরকার (বরিশাল)

(১)

আমার হৃদয় সরসিজে, শান্তি মূরতি সেজে,
এসে নিজে কর মা বিহার।
চিন্তাতে দেহ কালি, কি দিয়ে পূজিব কালী, পুষ্পাঞ্জলি ভক্তি উপহার।।
তুনি মা তোর মহিমা যে, মহী মাঝে আসি যাই,
মহামায়ার আসক্তিতে শক্তি পূজার শক্তি নাইঃ
বিবাদী কাম জ্ঞেয়, মাৎস্য মোহ মদ, কর ষড় রিপুকে সংহার।।
অন্তরা—মা তোর কালীঘাটে কালীপূজা মদ্য মাংসে।
মা তোর কৃপাদানে, পবিত্র গঙ্গান্নানে, পাপীগণের পাতক ধ্বংসে।।
তুনি মেহাধারেতে সর্বানন্দ, পেয়ে তোমার পদারবিন্দ,
সববিদ্যা হল তার বংশে।
দিলে দক্ষিণে দক্ষিণেশ্বরী, দক্ষিণের ভয় বারণ করি,
ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসে।।
নিয়ে লোহার পাঁঠা বলিদান, কীর্তি রাখলে বলবান,
দূর করলে সব নাভিকের হিংসে।
হরিচরণের বাসনা, পুরাও গো শবাসনা,
ভক্তি নাই মোর কোন অংশে।।

(২)

ভবের ধরম করম চরম শিক্ষা না বুঝিয়ে জীব-
ভাবে আমি কর্মকর্তা, না জানিয়ে বার্তা, রৌরবে মজিতে হবে।
এই যে অসার সংসার, মায়ারই পসার,
কেউ কি বলতে পারে আশার সুসার হবে কবে।।
ধান না দিয়ে আগে সবাই দিত পাট,
পাটের বাজার এখন হইয়ে গিছে পাট,
কোট প্যাটলুন সার্ট, তেড়িকটার ঠাট, ধান চাউলে লাটে উঠাবে।
ছেড়ে ফলাকাঙক্ষা বুধা, বলে না এই কথা,—
মাত্র সর্বফলদাতা, হরি তুমি ভবে।।
অন্তরা—হল কি দুর্গতি কর্মের গতি, যায়না রাখা।
ছিলেম জননী জঠরে, কর্ম হল পরে, কর্মফল তার আগে লেখা।।
কইরে সর্বকর্ম নিরূপণ, করে দিল নিদর্শন,
হাতে পায়ে কপালের লেখা।
গুরু কৃষ্ণ কয় হরিচরণ, ভাব সদা শ্রীচরণ,
নিদানকালে তোরে দিব দেখা।।

(৩)

কুসঙ্গে কুরঙ্গে ম'জে দিন ত অন্ত তারিণী।
দেহি মে মা পদছায়া, স্বং হি শ্রিগুণধারিণী।।
কামরাজ্যে কামিনীর লোভে, মনে নাই মরিতে হবে,

তুমি বিনে শিবে, কে আছে ভবে, ত্রিতাপ সন্তাপহারিণী।

পূজব তোমায় শবাসনা, পূর্ণ করব স্ববাসনা,
ওগো বিবসনা, ঘুচাও কুবাসনা, নর নরকান্তকারিণী।।

অন্তরা—পঞ্চতত্ত্ব দেহমাঝে পঞ্চভূতের মেলা।

সংসার প্রপঞ্চময়, পঞ্চরসের খেলা।।

পঞ্চরত্ন মঞ্চোপরে করিয়ে স্থাপন,

পঞ্চ উপাচারে তোমায় করিব পূজন :

পঞ্চতপা আচরণে, পঞ্চ আচার সন্মিলনে,

ঘুচাও এ হরিচরণের পঞ্চপাপের জালা।।

(৪)

তারা বিনে তারানাম আর কার আছে মা তারা।

ভক্তিমূলে কিনতে পারে, চিন্তে পারে তারা।।

মুখেতে ডাকিব তারা, আঁখিতে দেখিব তারা,

অস্ত্রে জপি তারা, মস্ত্রে জপি তারা, সাধন মন্ত্র নাই সে তারা।

মম সম পাপী যারা, তোমারই ত পুত্র তারা,

দিয়ে জ্ঞান-তারা, কৃপা অস্ত্রে তারা, কামাদি অসুরে তাড়া।।

অন্তরা—ডাক শিখাও না, ডাক জানিনা, ডাকিব কেমনে।।

এক ডাকে ডাক কুরায়ে দে, আর যেন ডাকিনে।।

তারা নামে তারাকান্ত মৃত্যু হল জয়ী,

ব্রহ্মা পেল ব্রহ্মপদ, ওগো ব্রহ্মময়ী।

তারা চাবে তারা পানে, হবেনা সারা জীবনে,

যেন মরণে স্মরণে পায় হরিচরণে।।

(৫)

ভজ মন শবাসনা রে, ত্যজ স্ববাসনা রে,

কুরস ত্যজিয়ে অলস রসনা সুরসে রসনা রে।

পঞ্চত্বহারিণী কালনিবারিণী, ভাল কি বাস না রে।।

অবশ ইন্দ্রিয় সব হবে অপ্রিয়, জড়তা রসনা রে।

*দিন যায় রে যায়, এদিন থাকিতে, কুমতি নাশ না রে।।

অন্তরা—মন মনসিদ্ধ সাধিয়ে গুরু বীজ, এখন মজ তারাপদে।

তার কি চিন্তা মনে, সর্বদা সন্তানে, মা রাখেন পদে বিপদে।।

মনীষ্ম কলীষ্ম ইষ্ম চষ্ম যোগেষ্ম, যোগে সাধে।

বলে হরিচরণ, মায়ে রি চরণ, সাধ মন মনসাধে।।

(৬)

ওভে শুভঙ্করী মূর্তি ভয়ঙ্করী, সঙ্কট শঙ্করী হর মা।

রামাষ্টের রাম, বৈষ্ণবের শ্যাম, শাক্তের সিদ্ধিকাম হও শ্যামা।।

তুমি হও আদি তুমি অনাদ্যা, দশ অবতারে দশমহাবিদ্যা,

সেবাদিদেব শিব তাহ্মর আরাধ্যা, কে জানে তোর মহিমা।

যেন চৌরশিতে, হয়না আসিতে, স্বপ্নে সন্তানে দাও ক্ষমা।
 অন্তরা-সন্তানতোষিণী ভব ভয় নাশিনী ঈশানী পাষাণী হলে কি কারণ।
 আনন্দ নন্দনে রাখগো নন্দনে, ভকতি চন্দনে পূজির চরণ।।
 সরল সুমতি হরিল কুমতি, ঘুরিছে নিয়তি নিকটে মরণ।
 ভেবেছিলেম কোনদিন, হইবে শুভদিন,
 হরিচরণের দিন গেল অকারণ।।

(৭)

হরি হে আমার মনুষ্য জীবনের দেহ, কয়দিনে করেছ তৈয়ার।
 জলে আগুনে বাতাসে, মাটিতে আকাশে,—
 এ সব যোগ করতে কয় যুগের দরকার।।
 সাড়ে তিন হাত লোকে বলে, অন্ত পায় না জরিপ দিলে,
 ত্রিবেণীর ঘাট বাহ্যন্তর বৎসর পার হলে,
 পরে লক্ষ যোজন চৈতন্যের বাজার।
 সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র ব্যাপ্তি, কোটি সূর্যের দীপ্তি,
 চৌদ্দ ভুবন উর্দ্ধে গুরুসিদ্ধি সার।।

অন্তরা-ক্ষুদ্র চর্মচক্ষের ভাব বুঝিনা, ব্রহ্মাণ্ড যায় দেখা,—
 নীলোৎপল কৃষ্ণকালী, চক্ষের মণি আঁকা।।
 আছে শ্বেতবর্ণ চতুর্দিকে গোলোকধামের রেখা।।
 আর রামের ধনু বাঁকাজোড়া, কোঠায় গউর কৌপীন পরা,
 চোখের পাতায় কৃষ্ণকুড়া রাই-ময়ূরের পাখা।
 আছে হরিচরণ সেই গুরুর পদে দ্বিদল ঢাকা।।

(৮)

দুর্গে দুর্গাতিহরা, ঈশানী অসিধরা, তুমি মা কুলকুন্ডলিনী।
 নিমিত্তা মূল্যধারে, শিবসহ একাধারে, জাগ গো জাগ গো জননী।।
 বিদল উপরে, চল শির মধ্যে, পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,
 করে যটচক্রভেদ, ঘুচাও মনের খেদ, ধন্যা চৈতন্যাক্রপিনী।।
 অন্তরা-এ দেহ বিশ্বচক্রে, বিরাজ যটচক্রে, বহুরূপা তুমি শঙ্করী।
 বিনাশিয়ে প্রপঞ্চে, পঞ্চদেবেরই মঞ্চে, বঙ্ক ত্রিপুরাসুন্দরী।।
 আধার চক্র সাধিষ্ঠান, মণিপু্রে অধিষ্ঠান,
 হও মা নিজ রূপ ধরি।
 দীন হরিচরণে, ভবভয় হরণে, তরণে দিও চরণ-তরী।।

(৯)

কলির পাপের শাসন, সেখে ভীষণ, জীবের জন্য এবার করেছে,
 চৈতন্য নামের আইন জারি।
 নব নবদ্বীপ পরগণা, শান্তিপু্রে পানা,

খুললেন নদীয়ায় সদর কাছাৰী ॥
 আর মুরারি মুকুন্দ রামানন্দ রায়, ফেরারি ধরিতে নগরে বেড়ায়ঃ
 শ্রীবাস হরিদাস নিয়েছে চাপরাশ—
 কইরে আসামী তালাস, করে নেটিশ জারি।
 হলেন পণ্ডিত গদাধর, স্বয়ং কালেকটর,
 ময়াল নিত্যানন্দ হলেন ট্রেজারি (?) ॥
 অন্তরা—আর নদীয়া সাব-ডিভিশন, বিচারকর্তা ছয়জন,
 হাইকোর্টের কাছাৰী ব্রজ পুরী।
 সাব-ডেপুটি জজ ম্যাজিস্ট্রেট, স্বরূপ শ্রীধর দামোদর,
 অষ্টেতেরে দিলেন মুন্সেফগিরি ॥
 আর দেশ ছিল পাপের অধীন, কলির জীব সেবে মলিন,
 স্বরাজ ছত্র নিলেন গৌরহরি।
 বলে গুরু কুঞ্জ সনাতন, চিন্তা কি হরিচরণ,
 আমরা দুইজন, আছি সহায়কারী ॥

ডাক

রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা)

(১)

সাজ রে মন পাগল সাজে, ভজ ব্রজের রসরাজে,
 সাজে না তোর রাজ আভরণ।
 আগে জ্ঞান-গঙ্গাজল দিয়া, আশ্বাকে খোয়াইয়া,
 পরাও তারে ভকতি ভূষণ ॥
 বাঞ্ছা যদি রাজ্যপদে, কার্য কি আর বাহ্যপদে,
 যড় রিপু কর সিংহাসন।
 বসে তার উপরে সহস্রারে, হের নন্দরাজার নন্দন ॥
 কালবরণ কেবলসোনা, বর্ণে বর্ণে যার জোৎসনা,
 চিনলি না সে অমূল্যরতন।
 ও তুই চিনিবি না বলে, চিনাবার ছলে, কলিকালে গৌরবরণ ॥
 (চালক) — গলে পর তুলসীর মালা, অঙ্গে পর ছাই,—
 ঘরে বসে তীর্থ কর, অর্ঘ্য যখন নাই।
 ভজ হরে রাম শিব শ্যাম, গৌর নিতাই রাই ॥
 গয়া গঙ্গা গোদাবরী, প্রভাস পুন্ডর আদি-
 সেহ-রাজ্যে সর্বতীর্থের ঠাই।
 কেন আশ্ব-তীর্থের স্বার্থ ভুলে ব্যর্থ তীর্থে যাই ॥
 কাশীক্ষেত্র অশ্বভূমি, সেখানে রাজেন্দ্র তুমি,
 আর হর হরি দুর্গা মাই।
 ও সে দুর্গাপুরে আনন্দের বাজারে থাক ভাই ॥

(২)

এবার দিন থাকিতে মন চল যাই রাপের দেশে-
 আর কত কাল থাকবি অন্ধকারে।
 পেলি চন্দ্র অর্ক যোগে, পুষ্পবন্ত যোগে-
 এ যোগে সুযোগ ছাড়িস না রে ॥
 সদা শান্তি সমীরণ, করিবি সেবন, গিয়ে সেই শান্তিপূরে।
 গৌর নাম রূপ সুধার আধার, মধুর প্রেমাত্ম প্রেমময়ী রাখার,
 ভাগ্যক্রমে তার, পেলি একাধার, মজাইয়ে চিত্ত চকোরে।
 শেষে ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে, গাইবি গৌরাজ হরে ॥
 (চালক) — হেলায় হেলায় তোর বেলা ভুবে যাবে,-
 আধারে ভবের খেলা ফুরাবে।
 তোরে কাল সুতে কাল দুতে ঘুরাবে ॥
 এ চাঁদ ধরে যা সেই লোকে, স্ব লোকে সর্ব-আলোকে,
 স্থান পাবি অভয় পদপদ্মবে।
 তথা রাখা সনে দেখবি রাখাবল্লভে ॥

(৩)

(তাল-আড় খেমটা, রাগিনী-ঝিঝিট-কীর্তন)
 তারা নাম মহামন্ত্রে জিহবা যন্ত্রে সাদরে সাধরে মন।
 মন তোর হারমণিয়াম বেহালায়, তেতারায় সেতারায়, সে তারার নাম কর আরাধন।
 ও তুই মুখে করবি গান, হৃদে করবি ধ্যান, হরের হৃদিস্থিত মায়ের শ্রীচরণ ॥
 হৃদ্যারে বলিবি গৌরীশঙ্কর, সাধিবি রাগিনী গৌরীশঙ্কর, উদ্যমে মাধ্যমের মা শব্দ এবার,
 রুদ্র তালের সাপে কর সাধন।
 তোর প্রেমের গানের আকর্ষণে, দিবে স্বরূপে যুগল রূপ দরশন ॥
 (চালক) মনরে আর কত গাবি গান, ভবেরে তোর কবে হবে গান সমাধান।
 কবে অনাহত পশ্বে গুনবি শুদ্ধ তন্ত্রের তান ॥
 উদার মুদার তরা, তাতে গুনবি তারা তরা, উর্জে গিয়ে তারায় মিশাও তান।
 যদি গানের রসে, জ্ঞান মিশে পাইবি নির্বাণ।
 গুরু হরি বলে থাকলে ভক্তি, তুচ্ছ তাহার পঞ্চমুক্তি, পঞ্চ প্রেম সকলের প্রধান।
 তাই জ্ঞানতে হলে পড়গে খুলে ভক্তিতত্ত্বান ॥ (সন ১৩২৬)

(৪)

সাধন করে পাব তোরে আমার সে চেষ্টা নাই মনে,
 আমি ষাতিরজমা বসে আছি মা, তোর দয়াময়ী নাম শুনে।
 গুনি জগতের লোকে, দয়াময়ী কয় তোকে, তবে সত্যবাদী কেউ কি নাই ভুবনে ॥
 সাধন করে যদি আমি মুক্ত হই, তবে তোরে কেন বলব দয়াময়ী,
 আমি মা তোর তেমন কাঁচা ছেলে নই, না তরালে তারা ভাবিনে।
 আমার নরকে উৎপত্তি, নরকেই স্থিতি, এখন নরকফুন্ডের ভয় আর করিনে ॥
 চাইনে আমি তোর ইন্দ্র ব্রহ্ম, চাই মাত্র পবিত্র নেত্র আর চিত্ত,
 তোর সৃষ্টির বৈচিত্র্য আশ্বাদিব নিত্য, মনে নয়নে আর শ্রবণে।

আমায় দিয়ে বিমল ভক্তি, কেটে দে আসক্তি, আমি মুক্ত হয়ে আমি সর্বস্থানে ॥

(চালক) — বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর, আমিও পাশেও তও তর্কিক অসুর।

ও তুই কর দেখি অসুরনাশিনী অসুর দর্প চূর ॥

তোরে শুধু যদি পায় সাধকে, তবে আর তোরে সাথে কে, বুঝিলাম যে তুই শুধুই সাধুর।

তবে মিথ্যাবাদী হবে তবে বাবা শিবঠাকুর

আমার দেহ যত্নে হৃদি তত্নে, বাজা দেখি শক্তি মত্নে, তারা নামে তারাগ্রামের সুর।

আমার শ্রান্তি কেটে পাঠিয়ে দে নিত্য শান্তিপূর ॥ (১৩২৭ সাল)

(৫)

এস বালক সাজে, বালক মাঝে, গৌর গুণধাম,

আমার বালক সঙ্গতে, বালক সঙ্গীতে, গাও দেখি মধুর হরিনাম ॥

তোমার আগমনে স্থান পবিত্র হবে, এই ক্ষেত্র নদীয়াধাম ॥

কীর্তনে মাতাও আকাশ পাতাল, প্রেমসাগরে উঠুক তরঙ্গ উত্তাল,

ঢোল কঁাসী হবে খোল করতাল, তালে তালে বলুক হয়ে রাম।

আমি তোমার মুখে শুনবো সুখে, হরিনামামৃত সঙ্গীত তিনগ্রাম ॥

তোমার মুরারি মুকুন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র, গদাধর শ্রীধর আর নিত্যানন্দ,

এদের সঙ্গে মিশে হাস নাচ কান্দ, প্রেমানন্দ কর অবিরাম।

সে রূপ নাচিয়ে নাচিয়ে, যাচিয়ে যাচিয়ে, বল ভজ জীব জয় রাখাশ্যাম ॥

(চালক) — কল্যাণী কীর্তন, তাল-ঠুংরী

চিত্ত হর নৃত্য কর প্রেমেতে গলিয়ে।

দেও সে কিশোরীর প্রেম শচির দুলালীয়ে।

ও সে ঈশান বাঙ্কিত নাম নিশান তুলিয়ে ॥

আমার মনোহর মনোরঞ্জন, লোকনাথ বিজয় হরিচরণ

থাক এদের সঙ্গতে মিলিয়ে।

সদা জয় রাধে গোবিন্দ প্রীতে, হরিবল বলিয়ে ॥

আমার শিক্ষা দীক্ষা গুরু দু'জন, হরিবর আর হরিচরণ,

প্রেমাবেশে পড়িবে ঢলিয়ে।

দেখে নগরবাসী মাতে যেন সদানন্দ পেয়ে ॥ (সন ১৩২৮ সাল)

(৬)

রাগিনী-ঝিঝিট, আড়শেমটা।

গৌর-আনন্দ নগরের চঞ্চল চন্দ্র, চঞ্চলার অঞ্চলের খন,

মহাভাবের প্রেম তরঙ্গে, অন্তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে, এসে দিল দরশন।

নিজে পূর্ণ রসসিদ্ধ, দিয়ে বিন্দু বিন্দু ভক্তবৃন্দে কৈল ইন্দুভূষণ ॥

পরাম্পর এবার পরদুঃখে দুখী, ঘরে নৈলে তার অভাব ছিল কি,

একা একা হতে চায়না সুখী, সম্যাসীর বেশ তার নিদর্শন।

এবার প্রেম দিয়া জীব, প্রেমের অংশ নিবে, তাহাতে থাকে অনর্পিত ভক্তিরতন ॥

ঠেকে ষড়রিপুর ষড়যন্ত্র কান্দে, জীব পায়না সেই বৃন্দাবন চান্দে,

তাই জীবের জন্য ঘারে ঘারে কেন্দ্রে, মহামন্ত্র করে বিতরণ।
বলে জয় শচীসুত বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ, আমার রসনা করনা সেই রস আত্মদান ॥

(চালক-কাওয়ালী) — আজও সেই চিৎশক্তির খেলা বর্তমান,
নানা দেশে নানা বেশে ভাবের তুফান।

হরি অন্তরীক্ষে থেকে করে ভক্তে ভক্তি দান ॥
ত্রিশে শ্রীমা বসন্ত সাধু, ফরিদপুরের জগৎবন্ধু, সেই শক্তির অন্তর্গত প্রাণ।
এইরূপ কত শত ভক্তের মধ্যে খেলেন ভগবান।
আমার গুরু হরি বলে ভেবে, আর জীব কোথা যাবে,
জগৎপিতা তারিবে সন্তান
পাগল রাজেন্দ্র তুই করনা বসে গৌর গণ গান ॥ (সন ১৩২৯ সাল)

(৭)

(রাগিনী-লগনী, তাল-আড়ধেমটা)

বিভু তুমি সর্বাধার, সাকার নিরাকার, যীও আত্মা বুদ্ধ হরি,
অনন্ত ভাবেতে ভাবিতে ভাবিতে জগিয়া যেন মরি।
আমি ক্ষুদ্র সংস্কারে গড়ায়ে আমারে সেই অনুতাপ করি ॥
তুমি অনাদির আদি অনন্ত উপাধি, অনন্ত ব্যাধি অনন্ত ঔষধি,
অনন্ত নদী অনন্ত জলধি, তাতে অনন্ত লহরী।
আমার প্রাণটি লও মিলায়ে, অনন্ত নিলয়ে, যেন সর্বত্র নেত্র তোমারে হেরি ॥
তুমি শিবলিঙ্গ শালগ্রামেতে প্রসূর, অশ্বখ তুলসী বৃক্ষরূপ ধর,
কালী কৃষ্ণ রবি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, তুমি গজানন গৌরী।
তুমি সকল নামেতে সকল প্রেমেতে, শুধু বলব কেন গৌর হরি ॥
(চালক) — চিন্ময় মৃন্ময় তুমি হিরণ্ময়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার জয় জয় জয়।
তুমি অসীম সসীম এক অনন্ত সর্ব সমন্বয় ॥
তুমি দেশ কাল পাত্র ভেদে, কোরাণ বাইবেল বেদে, ধর্ম প্রচারিছ দয়াময়।
তুমি সকলের সকল, আবার কারও কিছু নয় ॥
তুমি জটিল কুটিল সরল, স্বর্ণ নরক সুখা গরল, এই যেন সদা মনে রয়।
তোমার ভাব নিয়া আমি যেন কাঁদি সব সময় ॥ (সন ১৩৩০)

(৮)

(ইমন কল্যাণী, তাল এক তাল)

আমার হৃদয় মন্দিরে, বাজারে মন্দিরে, কে গো তুমি গেলে,
যখন ভালবাস আবার এস, বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে।
এরূপ মাঝে মাঝে তড়িৎ সাজে, কি বুঝে বা এলে ॥
এত মনোহর যার ছবিখান, তার সাজে কি এত অভিমান,
হরায় এসে দাঁড়াও জুড়াইয়ে প্রাণ, সুমধুর খেলা খেলে।
আমার নয়নেরই জল, কুসুম সকল, তব পদে দিব ঢেলে ॥
ত্রিতাপে তপিত পানপয় দেহ, তার মাঝে তোমার শাস্তিময় গেহ,
তুমি ভিন্ন আর জানে না কেহ, সাধ্য কার দ্বার খোলে ঠেলে।

আমার রক্ত হৃদয় দ্বার, এস গুণাধার, শ্রীকর পরশে মেলে ॥

(চালক - ঠুংরি) - মাঝে মাঝে কত সাজে কত প্রেম দিয়ে,

চোখের উপরে তুমি থাক লুকায়ে।

ক্ষণেক ভাবের অভাবে রাখ মরমে মারিয়ে ॥

আমি যখন তোমায় ভুলি, তুমি দাও হে করতালি,

অন্তরের অন্তরে দাঁড়িয়ে।

আমার বন্ধ মন্দিরে দাও চন্দন ছড়িয়ে ॥

কও না কথা সেও না ধরা, বুকেছি এই তোমার ধরা,

তুমি আমায় যাবে না তুলিয়ে।

আমার যাক্ এদিন, নিও সেদিন স্বধামে তুলিয়ে ॥

(৯)

(রাগিনী - ঈমন কল্যাণী, তাল-আড় খেমটা)

কে তুমি কলেরা নামে, এসেছ এই ধরাধামে, আমি তোমার নামে করি হে প্রণাম।

তোমার সমাগমে গ্রামে গ্রামে গুনি, ফুলফুলি আর হরিনাম ॥

নাম প্রচারকের শত উপদেশে, যে কার্য সাধিতে না পারে এ দেশে,

দুদিনে তাই হল তোমার বাতাসে, ধন্য ধন্য তোমার এ ব্যারাম।

যে জন হরি কয় না ভুলে, সেও প্রেমে গলে, ভেসে নয়ন জলে, বলে হরে রাম ॥

তোমার প্রতিভা সতত বাড়ুক, কলুষিত চিত্তের কুবৃতি ছাড়ুক,

দায় ঠেকে সবার মনেতে পড়ুক, উপাস্য দেবতা রাখাশ্যাম।

হৌক কপট কামা যত, প্রেমে পরিণত, ভুলোকে হোক গোলোকধাম ॥

(চালক) কালীপূজা হরিনাম করিতে প্রচার, ভক্তি দিতে তোমার মত শক্তি আছে কার।

তুমি ধর্মিকের মিত্র, প্রিয় পুত্র কালিকার ॥

ভিক্ষুকেরে ভিক্ষা দিতে, শিক্ষা নাই যার এজগতে, সেও যোগায় কালীপূজার হার।

যত পথপ্রষ্টে পথে নিতে তব অধিকার ॥

তোমায় তাড়াহিতে দুষ্ট লোকে, কৃষ্ণ বলে মাথা ঝাঁকে, দাও তাকে প্রেম পুরস্কার।

তোমায় এই গুণে বন্দনা করে রাজেন্দ্র সরকার ॥ (সন ১৩৩৩ সাল)

(১০)

(কিঝিট খান্ধাজ, তাল-একতাল্য)

তোমার ভকতিবিহীনের শকতির পূজা গ্রহণ কর আপনি,

আমায় হৃদয়মন্ডপে, দশভুজারূপে, জেগে উঠ জননী।

আমায় কাম রূপ হরি, আরোহন করি, দাড়াও হে হরিবাহিনী ॥

ক্রোধরূপে দেহে মহিষাসুর খেলে, তার ভয়ে যত দেবতা পাতালে,

শ্রীপদপরশে তারে দেও দলে, মহিষাসুরমর্দিনী।

তুমি ধর বাম করে, অসুরের শিরে কুলকুন্ডলিনী কণী ॥

মাগো তব আগমনে এ দেহ মরতে, হেরিব সুন্দর সরস শরতে,

তোমাতে বরিতে বড় সরসিতে, হাসিবে সরোজিনী।

বলির যা কিছু অর্পিতে, মা দুর্গার প্রীতে, দিবে শ্রীহরি ক্ষণি ॥

(চালক — ভাল ঠুংরি) — তব প্রিয় আহারীয় নাহিক নৈবেদ্যঃ অশুদ্ধ কর শুদ্ধ দিয়ে কর-পদ্ম।

দেহের অবাধ্য বড় রিপু করে নিয়ে বাধ্য।

আর অধ্যয়নে দেবী সূক্ত, বিবেক আছে নিযুক্ত,

ভক্তিতে পড়িবে যথাসাধ্য।

আরো করিবেক সহস্রারে সোমধারা মদ্য।।

আর জ্ঞানামি যজ্ঞেতে তর্পণ, প্রাণাদি করিব অর্পণ,

করে দেহের নবদ্বার রুদ্ধ।

তোমার রাজ্যেশ্বরের এ বাসনা পূর্ণ কর সদ্য।। (আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল)

(১১)

(বিভাস, ভাল-কাশ্মিরী)

বিশ্বে তাহার গান, বিশ্বে তাহার গান।

এ গান শুনতে হলে হৃদয় খুলে, পেতে রাখ কান, মেতে যাবে প্রাণ।।

বহে সমীরণ করে তারই গুণ কীর্তনঃ ডাকে পাতায় পাতায় জগৎ পাতায়, মাতায় সবার প্রাণ।

এ যে নেচে নেচে উঠায় কেমন সঙ্গীতের তুফান, কুসুমের বাগান।।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাজে বহুবিধ মন্ত্র, এ যে উচ্চ রবে উচ্চারয়ে অব্যক্ত মন্ত্র,

তারে শত স্বতঃ প্রকাশ কত তন্ত্র, করিছে আহ্বান, এই সবই তাহার দান।।

(চালক) — চলিছে অষ্ট প্রহরই, অমিয় সঙ্গীত লহরী।

দেখরে নয়ন, শুনরে শ্রবণ, আর কেন মিছে গহরী।।

সাজিয়ে প্রকৃতি নানা আভরণে, সতত প্রণমে তাঁহার চরণে,

প্রেমে ডগমগ তাঁহারি স্মরণে, পুলকে উঠিছে শিহরি।।

কত ভাল কত রাগ কতই রাগিনী, উঠিছে ছুটিছে দিবস রজনী,

হৃদয়েরই মাঝে, মাঝে মাঝে শুনি, বাজায় বাঁশরী শ্রীহরি।।

(২২ শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৩৭ সাল)

(১২)

(স্কিপিট খান্দাজ, ভাল-আড়ধেমটা)

যেমনি কর্ম তেমনি ফল পেয়েছি ভারতবাসী।

আমি ভারতের দুর্দশা দেখে, কখন কঁাদি কখন হাসি।।

সুখে ভারত মাতার কোলে, ঘুমায়ে সকলে, হলেম সরলে গরলে পর প্রত্যাশী।।

করি বিশ্ববার উপরে অযথা নিগ্রহ, তার ফলে ফলে জগৎ হত্যা প্রত্যাহ,

পূজা করি জড় মাটির বিগ্রহ, নিরীহ পশু হত্যায় নিত্য বীরত্ব প্রকাশি।।

করে ভাইয়ের উপর হিংসা, নিয়েছি প্রশংসা, এখন দেখিব মীমাংসা যত মাংসাসী।।

মোদের মহাত্মা গান্ধী শুভ ফল বিধাতা, অধর্মিকের শত্রু ধর্মিকের ত্রাতা,

মহাত্মার মহাত্ম্যে পাব স্বাধীনতা, একতা বন্ধনে হলে আত্মগণে মিশামিশি।

তাইতে দেশের মঙ্গলে, কত গেল জেলে, আবার কত জনের গলে অকালে ফাঁসি।

(চালক — ঠুংরি) — অশুদ্ধ করম ফল কবে হবে শেষ, স্বাধীনতা পাবে এই পরাধীন দেশ।

যে দিন দূরে যাবে অস্পৃশ্যতা হিংসা নিন্দা ঘেষ।।

যারা স্বদেশপ্রেমিক স্বৈচ্ছাসেবক, পেয়েছে এই সত্যের আলোক,

ভোগ করে পাপী তাপীর ক্রেশ।

তাদের চরণে পরম পদ দিবে হৃদীকেশ ॥
আছে যত দিন এই কপটতা, অধর্ম স্বার্থপরতা, জাতাগণের যাতনা অশেষ।
এবার স্বরাজ লাভে কর সবে স্বভাবে প্রবেশ ॥ (সন ১৩৩৭ সাল)

(১৩)

(ঝিঝিট, আড় খেমটা)

তুই আমায় নে মা কোলে, তুই আমায় নে মা কোলে।
আমি যদিও যুবা হয়েছি, তবু মায়ের কাছে আছি কচি ছেলে ॥
সন্তানে সোহাগে দোলাও, কোমল হস্ত অঙ্গে বুলাও,
ত্রিতাপ ছালা মুছে ফেলাও, কর কমলের পরিমলে।

আমার মুখে চুমা দিলে উমা,
আমি বাৎসল্য সাগরে যাব মিলে ॥

বিনে তোর করুণা দৃষ্টি, হয় নাই এ সন্তানের সৃষ্টি,
মায়ের কোলে সুখা মিষ্টি, কেন বা পাকেনা মায়ের ছেলে।
আমায় যদি করিস জ্ঞান, অযোগ্য সন্তান,
তবে স্থান দিয়ে রাখ মা তোর চরণ তলে ॥

(চালক — ঠুংরি) — অন্ধকারে আমায় ধরে রাখিস বলে বাঁচি।

আলোকে পাব না তোরে, এমন কি করেছে ॥

তবে মাঝে মাঝে কেন কাজে, পাগল সাজে নাচি।

তারা তোর অনন্ত মূর্তি, অন্যরূপে নাই মা আর্তি,
কত কীর্তি কতবার দেখেছি।

আমি সেই রূপ চাই, যে রূপখানি হৃদয়ে ঐক্যেছি ॥

তুই পিশাচী ডাকিনী হয়ে, রাখলি আমায় কোলে নিয়ে,
মানব দেহ করিয়ে অন্তর্নিহিত ॥

এখন দেব দেহে, সে মা স্নেহে, নামামুত্তে রুচি ॥ (আশ্বিন, ১৩৩৯ সাল)

(১৪)

(রাগিণী-বিভাস, তাল-একতাল)

আমার মন তুমি মানুষ যখন, রক্ষা কর মানুষের গৌরব।
কর মানুষ ভজন মানুষ পূজন, দেখ মানুষ ভাবে ভাবে এ সব কেশব ॥

মানবাত্মার সত্তা না হইলে ভেদ,

মিছে পড়া তোমার কোরাণ বাইবেল বেদ,

নির্বোধি সেজে পাবে না নির্বেদ, জানে মিলে অকৈতব।

খাঁটি মানুষ মানস কুঞ্জ, প্রদীপ দীপপুঞ্জ,

অনন্ত সাগরের অনন্ত বৈভব ॥

সে অনন্ত সিংহুর বিন্দু ইন্দু রবি, গ্রহ তারা ধরা জীবরূপ ছবি,

মিলনানুভবে ভাবে ডোবে কবি, রসাত্মাদনে নীরব।

তোমায় করতে ভব পার, গুরু কর্ণধার, কর গুরু বাক্য সার, কৃষ্ণ আর বৈষ্ণব ॥

(চালক ঠুংরি) — নিকটে প্রকটভাবে থাকিতে ইচ্ছা, ভাবিওনা অবাঙমানসগোচর।

তারে অনন্ত ভেবে করোনা অন্তরের অন্তর ॥

তারে কল্পনায় রেখে দূরে, শান্ত মনে ঘুরে ঘুরে, পাবে না সে স্বপ্নের স্বপ্ন।

তুমি সহস্রধারে পাবে তারে, প্রণবাত্তর।

প্রভু রাইচান্দের উপদেশে, ভজ হরি মানুষ বেশে,

এই মানুষ তো গুরু হরিবর।

গুরু হরিচরণ থাকলে স্মরণ, ধরিলে অধর ॥ (ফাফুন, ১৩৪০ সাল)

(১৫)

তারা মাগো আমায় তুলে নাও তোমার প্রেমের বাজারে।

আমি যত নারী চক্ষে হেরি, যেন তার মধ্যে পাই তোমারে ॥

তুমি মহামায়া রূপ, তুমি সে কন্দর্প কূপ, সে কূপে ডুব দিয়ে এমন বিষয় লোলুপ।

একবার দেখাও তোমার প্রেমের স্বরূপ, যেন সেই রূপে মোর মন ফিরে ॥

তুমি আদ্যা প্রকৃতি, বিদ্যা অবিদ্যা প্রভৃতি, ডাকিনী যোগিনী আদি রমণী জাতি :

দিয়ে সবার প্রীতি আমার প্রতি, নিদ্রাম প্রেম দিয়ে দাও প্রাণ ভরে ॥

(চালক — ঠুংরি) — স্বর্গরাজ্যে শুদ্ধাসনে স্বর্ণ পদ্মোপরিঃ সহস্রারে তুমি মাতা রাজ্য রাজেশ্বরী।

তোমার তারণ কারণ যুগল চরণ, ভব পারের তরী ॥

আধার স্থাধিষ্ঠানে মন, করিছে পরিভ্রমণ, দুর্ভেদ্য পদ মণিপুরী।

সেখা মায়া-শক্তি রূপে শক্তি মদনমুগ্ধরী ॥

প্রেমামৃত বর্ষিয়া, জীবাত্মা আকর্ষিয়া, শঙ্কা দূর কর গো শঙ্করী।

আমি তোমার পাশে বসে জপি, শ্রীগুরু শ্রীহরি ॥ (ভাদ্র ১৩৪১ সাল)

(১৬)

(ঝিঝিট খান্সাজ, তাল-আড়ধেমটা)

রাই রসরাজের দেশে বাস কররে মন,

সে দেশ চন্দনের সুগন্ধাবৃত কুসুমিত বন।

তথা ভাবামশ্রিতা নারী, নদীয়া নাগরী,

সবার দু'নয়নে বারি এই নিদর্শন ॥

দেখবি তার প্রেমে ভরা অনন্ত আকাশ, বিন্দু আলো আর সুগন্ধি বাতাস,

সে বাতাসে যখন টানিবে নিঃশ্বাস, পাইবে নব জীবন।

হইয়ে পলকহারা প্রেমালোকে, দেখবে ভুলোকে, গোলোক বৃন্দাবন ॥

আর তথা যাবতীয় পদার্থে অমিয়, সেবনে বাঁচিবে মৃত পঞ্চেন্দ্রিয়,

জগতে হইবে সকলের প্রিয়, তাঁরই করুণার কারণ।

তথা ত্রিতাপ চিন্তার অন্ত হবে, শুনে ডাবার্নবে ডুবে সংকীর্ণন ॥

(চালক — ঠুংরি) — মন কেন ভ্রমণ করিছ বহু দূরঃ নিকটে প্রকটভাবে খেলিছে ঠাকুর।

দেখ একাধারে, চারিধারে ন'দে শান্তিপুর ॥

রাই রসরাজের সঙ্গীতে, রাধা প্রেম সঙ্গীতে, এদেশ করিল সুমধুর।

বলে রসরাজের ডঙ্কা স্বাঁজর গৌর গৌর ॥

এবার ধরার মতো ধর তাঁরে, জন্ম মৃত্যুর পরপারে,

শুন তাঁর সঙ্গীতের সুর।

ও তার নিরমল প্রেমে কর হৃদয় ভরপুর ॥ (২১ শে ভাদ্র, ১৩৪২ সাল)

(১৭)

(রাগিনী-বিভাস, তাল-কাশ্মিরী)

আমি অনন্ত আকাশের পাখিরে, আমি অনন্ত আকাশের পাখি।

কেন হেন ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ হয়ে থাকি।।

আমি যত কিছু চাই, চাওয়ার গত কালে পাই,
পেয়ে দেখি কিছুই পাই নাই, সকল পাওয়া বাকী :

এ কোন চতুরের চালাকী।

শেষ চাওয়া ক্রেশ যাওয়া দেশ, কেউ দিতে পার না কি।।

প'রে অবিদ্যা শৃঙ্খল, আমি ছুজি কন্দ ফল,

শিখানো বোল বল হরি বল, হরি বলে ডাকি।

যখন মেলি জ্ঞানের আঁধি, চেয়ে দেখি পাখি নইরে, আমি শুধু ফাঁকি।।

(চালক — তাল কাহরবা) — সুখ নাই শোনা কথা পড়িয়া পড়িয়া ;

স্বভাবের অভাবে আছি এ ভাবে পড়িয়া।

আমার এ হেন পিঞ্জরখানি কে দিল গড়িয়া।।

মাঝে মাঝে বসে শুনি, আমার মত কত প্রাণী,

করিছে মধুর ধ্বনি, আকাশ জুড়িয়া।

আমি ওভাবে ডাকিবো কবে, উড়িয়া উড়িয়া।।

আমি যার যে আমার, তার কাছে আবদার,

এইবার দাও আমার, বাঁধন ছিড়িয়া।

আমি অব্যয় অশ্বখ সুখে থাকিবো চড়িয়া।। (সন ১৩৪২ সাল)

(১৮)

(রাগিনী — ইমন কল্যাণী, তাল — কাশ্মিরী)

প্রভু এইতো তোমার হাসি গো, প্রভু এইতো তোমার হাসি।

তোমার হাসি না হলে কি এত ভালবাসি।।

বুজ্জে পাই না তোমার মুখ, কেবল দেখি হাসি টুক,

সাদা ধব ধব লাল টুক টুক, ফুলকুল বিলাসী।

তোমার হাসির ক্ষরণ, করে স্মরণ পরাণ উদাসী।।

যখন হাস মৃদু মৃদু, হাসির তলে পড়ে বিধু,

হৃদি পঙ্খের মধ্যে সুমধুর মধু, জমে রাশি রাশি।

তুমি হাসিয়ে কান্দাতে পার, তোমায় তালসি।।

(চালক — তাল-তেলেনা) — হাসিত বয়ানে, তৃষিত নয়নে, কি অমিয় দিলে ঢালিয়া।

আসিল কঁদন, খসিল বাঁধন, দংশিল ভীষণ কালিয়া।।

উদ্বোধক কুটুমিত অট্টহাসে, নীরস পরাণে ভালবাসা ভাসে,

সিত নিশীথ স্বতঃ হাসিত রাসে, কি আলোক দিলে ছালিয়া।

অকূলে লুকায়ে এই হাসিখানি, নীরস অর্ণবে রবে বিরহিনী,

স্মৃতি অভাগিনী বাজায়ে দাখিনী, গাইবে রাগিনী আলিয়া।। (সন ১৩৪৩ সাল)

(১৯)

(রাগিণী-ইমন কল্যানী, তাল-ঠুংরি)

আমায় কোন আলোকে কোন লোকে কেরো আনিলে ॥

হতো আশালতার সফলতা তোমায় জানিলে ॥

এ লোক এ ভুলোকে উপর, এ লোক সকল লোকের পর,
পাই না বুঝে, পাই না বুঝে, এ লোকে কার ঘর ।

এ লোকে কি সুন্দর সুন্দর, লহর অনিলে ।

এ লোক আলোকের আধার, এ লোক সুধার সুধার,

মনে বলে এ লোকে মোর ছিল অধিকার ।

আমার সম্পদ আমি পাইনে, তুমি সেধে না দিলে ॥

(চালক - তাল-ঠুংরি) — কোন পাশে বাজে কার বাঁশি, কোন পাশে বাজে কার বাঁশি,
কে আছগো এই দেশবাসী ॥

সুরযন্ত্রের তত্ত্ব কি হরিয়ে, রাখিয়াছ তোমার ওই বাঁশরীতে ভরিয়ে :

স্বরে শুধু সদা সুখা পড়ে ঝরিয়ে, স্মরিয়ে সুখসাগরে ভাসি ॥

এ দেশ হতে আর বিদেশে নিও না, বাসনা কামনার কোন ধন দিও না,

এ আলোকের হাসি সে বাঁশির বাজনা, ভালবাসি গো ভালবাসি ॥ (সন ১৩৪৬ সাল)

(২০)

(রাগিণী পঞ্চমী, তাল-কাহারবা)

ধন্য ধন্য ধন্য ধন্য লক্ষ্মীদেবী, যত কৃষিজীবী সবই তাহার প্রিয়পুত্র ।

মাতা নিজে থেকে তন্ময়, তনয়ের তরে জন্ময়,

ধরিয়ে ধরিত্রীর উর্বরা সূত্র ॥

যারা চাষ করে তারা হল চাষা, এই শব্দ যারা করিল দুর্ভাষা,

তারা আজ ধরিল চাষার ব্যবসা, পবিত্র করিল ধান্যক্ষেত্র ॥

যাদের অন্যের অঙ্গে ঘৃণা, তারা আজ কিনা,

খুঁজিতেছে অন্যের অমল্লত ॥

গীতায় বলে অম্লত ভবতি ভূতানি, ধান্য অম্লের দ্বারা মানুষ জন্মে জানি,

এই মহালক্ষ্মীর জন্ম দেন যিনি, তিনি সবার পূজ্যপাত্র ॥

যারা বাঁচায় ধানের বলে, তারা কেন তলে,

কেন অযোগ্যের গলে যজ্ঞসূত্র ॥

(চালক — তেলেনা) - ও বেদে বলে কলিকালে অম্লগত প্রাণ,

অম্লব্রহ্ম ধন্য লক্ষ্মী, যশঃ ধন মান ।

দেবি অম্ল নাহি এ ভারতে ভারতের সমান ॥

অম্ল নৃ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি, দিতেছে যে মহামতী,

জগতে সে অতি পুণ্যবান ।

অম্ল দানে ধন্য ধন্য বৃষ্টান হিন্দু মুসলমান ॥

অম্ল প্রসব করে বসুন্ধরা, এ ধন যাদের গোলাভরা

তারি খাঁটি মায়ের সন্তান।
পাগল রাজেন্দ্র চায় মায়ের কুপায়, তাদের পদে স্থান ॥

(২১)

(রাগিণী-মালসী, তাল-আড়া খেমটা)

মনোবিজ্ঞান নষ্ট হল, শুধু জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে।
ছিল যোগবলে যাত্রা, শেষ হল তার মাত্রা, যত গাড়ি স্টীমারের কার্যে ॥
আগে হঠযোগীরা ভ্রমণ করতো শূন্য মার্গে, সুমুগ্ধ অবস্থায় যেতো সন্ত স্বর্গে,
আজকাল এরোপ্লেনের সংসর্গে, লোকে ভ্রমে রাজ্যে রাজ্যে।
এখন সূক্ষ্ম হল জড়, ছোট হল বড়, এসব বোঝা যায় সব কার্যের ধার্যে ॥
আগে রাজ্য করতো প্রজার বিপদে উদ্ধার, এখন করে রাজা প্রজাকুল সংহার,
বাজারে বাজারে হাজারে হাজার, মরিছে স্বামী আর ভার্যে ॥
আগে রাজা ছিল আর্য, পালন করতো রাজ্য,
এখন সকল দখল কৈল নকল অনার্যে ॥

(চালক - তাল-তেওড়া)

এ ঘোর কলিকাল, বলিতাম এতকাল
তাই দেখি আজকাল হইল প্রত্যক্ষ।
রজোগুণ আদর্শ, করিয়ে ভারতবর্ষ, হরষে বিমর্ষ, পদেপদে দুঃখ ॥
বড় বড় মানুষের জড় ষড়যন্ত্র, বারবার আবিষ্কার নরহত্যার যন্ত্র,
বাপরে বাপ মহাপাপ কর্ম পরতন্ত্র, নর ধরিয়ে ধরণীর বিদীর্ণ বক্ষ ॥
যায় কলি আসে সত্য, এ যে তার সন্ধিহীন, ভুঞ্জিছে পুঞ্জ পুঞ্জ সবে স্বকর্মফল
শুধু যে হরিবল, বলিলে নাইরে ফল, মন করে নিরমল, সুশ্লেষ রাখ লক্ষ্য ॥
(৫ ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০)

(২২)

(রাগিণী-মালসী, তাল - মাষ্টার আড়া)

মা মাগো তোমায় ক্ষণেক ভালবাসি, আবার ফিরে আসি, আমাকে ভালবাসিতে।
আমায় ফিরাইয়া আনো প্রকৃতির টানে, তার গানে আর হাসিতে ॥
যদি বোল আনা ভালবাসা তোমার উপর পড়িত, আঁখির উপর থাকিত না কামনা জড়িত,
আমি ঘনপ্রেম ফেন ক্ষণপ্রভা তড়িত, মম দোষে না পারে প্রকাশিতে ॥
যাক এখন সে কাল কালের প্রলয় ঝড়ে, এ বিজুরি নারী যেন তব পদে পড়ে,
মেঘে দিও বেগে টান আমি আমায় ছেড়ে, মিশিতে চাই আত্ম-বোধ কাশীতে ॥

(চালক - তেলেনা)

প্রপঞ্চ অতীত সিত পিতঃ পঞ্চাননঃ সুখে থাকে বুকে রাখে তোমার চরণ।
আমি সতত করিতে চাই সেই স্বরূপ স্মরণ ॥
মুন্ডে কুল-কুন্ডলিনী, ফণী ধরে শূলপাণি, তার কেন অনিমেঘ লোচন।
দেখি রজতগিরি শ্যামাপদ সম্পদে পূরণ ॥
মম মন ত্রুণ খল, দস্ত ভরা হলাহল, বক্র গতি সর্পের মতন।
আমার মন-সর্পের নাশ দর্প, সাজাও দর্পণ ॥

(সন ১৩৫১ সাল)

(২৩)

(রাগিনী কল্যাণী, তাল - কাওয়ালি)

হে পরাগপ্রিয়, আমার ইন্দ্রিয় সুন্দর কর কর পরশে।

যেন তারা সব, করিয়ে উৎসব, তব প্রিয় অমিয় বরষে।।

আলোকে পলকহীন, চোখের চাহনি,

দরশনে করষণ করিবে নবনী, ধাইয়া জীবনী ছাইয়া অবনী,

নাহিয়া আসুক সুখ সরসে।।

রসময় উদ্ভাসিয়া তব বীজবর্ণ, ঝরুঝরু মোর পরিতৃপ্ত কর্ণ,

প্রেম সরোবরে সরোজিনী স্বর্ণ, সেবুক সে গন্ধ নাসারক্ত হরষে।।

(চালক - তাল - তেলেনা) — তোমার নিলয় হইতে বিলয়, মনে নাহি লয়, মোর এই নিবেদন।

তোমার সেবায়, বসিয়ে সেবায়, হেরিব করিব রস আশ্বাদন।।

অমল কমল জিনি কোমল যে হস্ত, তাহার পরশে হউক এ তপ প্রশস্ত,

একাদশেন্দ্রিয় মন অতি ব্যতিব্যস্ত, পরশিয়া হরষিয়া পূজিবারে শ্রীচরণ।।

পূজার বাসরে মোরে করিতে দেওহে প্রবেশ,

দেবদ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ সব পূজা করি শেষ,—

অবুঝার পূজার ফুল ধর ধর পরমেশ,

তব নামে ধরাধামে করি হরি সংকীর্তন।। (আষাঢ় - ১৩৫১ সাল)

(২৪)

(রাগিনী মালসী — তাল-আড় খেমটা)

পড়ে বেদ বেদান্ত অচিন্ত্য ধন চিনতে নারে,

মিছে শাস্ত্র পড়ে, রাস্তা ছেড়ে, মরেছি ঘুরে।

তুমি ধ্যানের অগোচর, মনের অগোচর, আছ স্বাবর জগমে চরাচরে।।

তোমায় যে যত না-পাই, সে তত লাফাই,

যে পেয়েছে কিছু, সে বলে পাই নাই,

কেউ বলে তুমি বলতে কিছু নাই, ব্যোম রূপে কেহ ধরে।

ভবে কেউ ভেবেছে সার, মানুষ অবতার,

তুমি বেশী কিছু নাই আর, তার উপরে।।

তোমায় পাওয়া লোক আমি পেলাম না বুজিয়া,

যদি কেহ থাকে তোমাকে বুজিয়া, সে আছে তার জ্ঞানের নয়ন বুজিয়া,

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থে ঘোরে।।

তোমায় যে পায় পাওয়ার মত, সে যায় যাওয়ার মত,

আর তো এ সংসার নরকে আসেনা ফিরে।।

(চালক - তাল — কাহারবা) — কারে বা বলিব ভাল, কারে বলি মন্দ,

তোমার সম্বন্ধে দেখি সবাই সমান অন্ধ।

তোমায় না পাওয়া মানুষ তো আমার হয় না অপছন্দ।।

তোমায় আর হবে না ডাকা মোটে,

তোমার চেয়ে টাকা নোটে, দিতে পারে কোটি গুণ আনন্দ।

সবার তোমা হতে, টাকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ॥
ভক্তে টাকা পেলে বলে জোরে, জয় রাখাগোবিন্দ ॥
তোমায় পেয়ে বা কে লাভবান, না পেয়ে কার কি লোকসান,
মিটে না এ আমার মনের স্বপ্ন ॥
তুমি অনন্ত কাল আমার মধ্যে সান্তরূপে বহ ॥ (৩১ শে আশ্বিন, ১৩৩৯)

(২৫)

(যিশুখৃষ্টের ডাক — রাগিনী-কামোদ কাশ্মিরী)
ওহে পরম পিতা! তুমি কি হে প্রীত, আমায় রেখে এত শিশু ছেলে।
করে জানে অন্ধ নয়ন বন্ধ, নিরানন্দে আমায় কেন রাখিলে ॥
আমি বড় হব কবে, মরি ভেবে ভেবে, কবে ক্ষুদ্রতা যাবে সমুদ্রে মিলে।
আমি ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি করতে না রি জয়, এতই দুর্বল আমার হৃদয়,
অন্ধ আছি তবু অন্ধকারে ভয়,
বিশ্বয়ের বিষয় এই লীলে ॥
আমার যাহাতে বিরক্তি, তাহাতে আসক্তি,
আমি পাইনে মুক্তি, তুমি শক্তি না দিলে ॥

(চালক - তেলেনা) — তোমার করুণার কথা বলিতে বলিতে,
দিন যেন যায় আমার হাসিতে হাসিতে।
আমায় ভাই ভগ্নী সবাকার সনে দাও মিশিতে ॥
অল্প তুমি দেও দিয়ে বল, দূরবল দিয়া বল,
পারি যেন তার দল, বাম পদে দলিতে।
যেন ক্রমে ক্রমে, তব নামপ্রেমে পারি গলিতে ॥ (২৭ শে আশ্বিন, ১৩৩৯)

(যিশুখৃষ্টের ডাক — রাগিনী - বিভাস, তাল-কাশ্মিরী)

নিখিল ঈশ্বর নিখিল ঈশ্বর,
ওগো তোমার স্বরূপ এ জগতে যা কিছু সুন্দর।
অমিয় রাশি, তুমি কুসুমের হাসি,
তুমি মোদের মধু মাসের পূর্ণিমার নিশি,
তুমি সলিলে বিলাসী শশী, লহরে ভাস্কর ॥
অন্ধরের উত্তম তুমি সাগর সঙ্গম,
তুমি মোদের যিশুখৃষ্ট, তুমি মরিয়ম,
ওগো তুমি ধরম, তুমি করম, আনন্দ সাগর ॥
(চালক - ঠুংরি) — দিতেছে বিশ্বভারতী, তোমার পূজার আরতি,
নাচক নাচিকার গায়ক গায়িকার, পবিত্র মধুর পিরীতি ॥
বিহগ বিহগীর বৈতালিকী ডাকে, মিলন মাধুরী দিতেছে তোমাকে,
ভুলোকে পুলাক, সকল আলোকে, পরার্থে সামর্থ্য রতি ॥
সুমধুর সঙ্গীত সুমধুর বাদ্য, তোমার পূজার ধূপ নৈবেদ্য,
প্রেমিকের প্রেম বিকশিত পদ্ম, তাতে তব অধিক প্রীতি ॥ (নৌঘ, ১৩৩৭ সাল)

(২৭)

যিশুখৃষ্টের ডাক

বল মিষ্ট খৃষ্টনাম, বল মিষ্ট খৃষ্টনাম।
নামের প্রভাবে পাবে প্রেমানন্দ ধাম ॥
এই সংসার অরণ্য এত হল বরণ্য, শুধু তাঁহারি জন্য,
বিরাজে বিশ্ব অরণ্য, তাঁহার গুণগ্রাম।
ও নাম বড় পবিত্র, নামে শিহরে গাত্র,
ঝরে অঝোরে নেত্র।
স্মর তাঁর বিমল চরিত্র, কর রে প্রণাম ॥

(চালক) — কেন এত আলোকিত দেশ।

এসব যার গুণে, তার ধ্যানে মন কর নিবেশ ॥
নিজের প্রাণ পরের জন্য, দিয়ে তুমি হওরে ধন্য,
ছাড়রে জঘন্য হিংসা ঘেঁষ।
এবার প্রাণপণে পালন কর, ঈশ্বরের আদেশ ॥
ছাড়িয়ে কুপরামর্শ, যিশুকে কর আদর্শ,
করুণা করিবে পরমেশ।

প্রভু যিশু তোমায় করবে স্বীকার, আপন পালের মেঘ ॥

(২৮)

(রাগিণী ইমনকল্যানী, তাল-কাঞ্চরী)

ওমা শ্যামা মম লহ হে প্রণাম, ত্বং সমৃদ্ধি সর্ব সিদ্ধি ধাম।
ধাক্ক ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চাহি সাফল্য বাৎসল্য আরাম ॥
যশ দেহি ত্রিশো জহি, জীবনে যেন না কহি, ত্রাহি গাহি হরে শিব রাম,
আমার দেহযন্ত্রে গুরুমন্ত্রে, তুমি প্রেমতন্ত্রে বাজাও অবিরাম ॥

(চালক - ঠুংরি) — সম্পদে বিপদে শ্রীপদে রাখ মতিঃ

মুম্বা মকারে সাকারে দেখাও আয়জ্যোতি।
নন্দর জড় ধড়ে বাড়ে যেন সাড়ে তিন রতি ॥
তুমি কায়ান্তে ছায়া রূপিনী, মায়াতে বিশ্বব্যাপিনী, স্বতঃ সতে অসতে বসতি।
তোমায় জঙ্গলে করব না আর মঙ্গল আরতি ॥
তুমি মাতৃ কর্তব্য তাজিয়া, অবিদ্যার ছবি সাজিয়া, কেন কর সন্তানের কতি।
দেখাও চিত্তগৃহে ত্রিহের প্রকাশ, নিত্য প্রেম মুরতি ॥ (২১ আশ্বিন, ১৩৬৭)

ডাক

নকুলেশ্বর সরকার (বরিশাল)

জীবনের শেষে, খেয়াঘাটে এসে, কাতরে তোমায়ে স্মরি-
এস হে দয়াল হরি।

নদীর তরঙ্গ, দেখে কাঁপে অঙ্গ, ভয়ে আতঙ্কে শিহরি ॥

বেপারের আশে এপারে আসিয়া,

মায়া-কুহকিনীর কুহকে পশিয়া,

লাভে মূলে আজি সকলি নাশিয়া-

পথে পথে কেঁদে মরি ॥

জীবন প্রভাতে যাহাদের সাথে, খেলেছিল কত খেলা,

খেলা করে সারা, আগে এসে তারা, ভাসায়ে দিয়েছে ভেলা ॥

সম্মুখে দূরন্ত অকুল পাথর, কিসে হব পার জানি না সাঁতার,

নিজ গুণে এসে ভব-কর্ণধার, দিও শ্রীচরণ তরী ॥

অন্তরা - শুনেছি সাধুর অধরে, সঙ্কটে যারা পড়ে,

নিজ গুণে তার তারে, ভব-কর্ণধার ॥

কাতরে মিনতি করি, এস হে শ্রীহরি,

দিয়ে শ্রীচরণ তরী, কর মোরে পার ॥

জীবনের সম্মল যাহা কিছু পেয়েছি,

সকল বিলায়ে দিয়ে সব-হারা হয়েছি :

ফেলে আসা পথ যত, খুঁজে মরি অবিরত,

কারো সাড়া মিলেনা ত, ডেকে বার বার ॥

লুপ্ত হয়েছে স্মৃতি, সুপ্ত হয়েছে মন,

শ্রবণ হয়েছে বন্ধ, অন্ধ হল দু'নয়ন :

নকুলের শেষ দিনে, দীনবন্ধু তুমি বিনে,

কে তরাবে এ নিদানে, কে আছে আমার ॥

(২)

আমার হৃদয় নদীয়ার মাঝে, এসো নদীয়াবিহারী ॥

নিয়ে তব অন্তরঙ্গ, সান্নিপাত সঙ্গ করি ॥

চিত্ত সুরধুনীর কূলে

নাচ একবার হেলে দু'লে,

মনানন্দে বাহু তুলে,

মুখে বল হরি হরি ॥

আসক্তি-কুসুম তুলে সাজিয়ে ডালা,

আপন হাতে প্রেম সুতে গাঁথিয়ে মালা :

জয়গুরু গৌরাঙ্গ বলে,

সে মালা পরায়ে গলে,

সাধু ভক্তের চরণ তলে,

ধূলায় যাব গড়াগড়ি ॥

অন্তরা - হায়গো, নাচ গোরা বিকুপ্রিয়া প্রাণ ॥

তুলে অতুল রাতুল পদে, মধুর নৃপূর তান ॥

মধুর মৃদঙ্গ বাজুক যিনা কেটে ষিক্ ষিক্,

ভক্তজনে কাছে ডাকো, অভক্তকে শতধিক :

প্রিয় ভক্তগন সনে,
নাচ হরি সংকীর্তনে,
নকুলের বাসনা মনে,
শুনি হরি গুণগান ॥

(৩)

ওহে গৌর হরি, নদীয়াবিহারী, এসো হে কীর্তন মাঝে ।
এ আসরে এসে, নব ভাবাবেশে, নাচ কীর্তনীয়া সাজে ॥
সাধু গুরু মুখে করেছি শ্রবণ,
যেথা হবে হরিনাম সংকীর্তন,
সেই বৃন্দাবনে মদনমোহন, তোমারই বাঁশরী বাজে ॥
নামগানে যার, বহে অর্ধশ্বাস, নয়ন বয়ান ভাসে,
তুমি চিরদিন, হয়ে পরাধীন, বদ্ধ থাক তারি পাশে ।
কৃপা করে তুমি শ্রীশচীনন্দন,
শিখাইয়ে দাও নাম সংকীর্তন,
নয়নে ছুটিবে প্রেম প্রস্রবণ, শমন পালাবে লাজে ॥
অন্তরা - নাম-নামীনে অভেদাঙ্গা বলে ভাগ্যবানঃ
নিত্য সত্য নাম তব্ব অমৃত সমান ।
এ নাম নিলে পরে, ভাব সাগরে, ছুটবে প্রেমের বান ॥
মত্ত হয়ে নাম গানে, হরি নামামৃত পানে,
উঠবে প্রাণে ভাবের তুফান ।
অধম নকুল বলে, হরি বলে যায় যেন এ প্রাণ ॥

(৪)

জীবের দেহ রেলের গাড়ি ।
দশ ইঞ্জিয় দশটি চাকা, মন বেটা করে ড্রাইভারী ॥
কামনা লোহার বয়লারে, ভোগের কয়লা দিয়ে ভরে,
কামাগুনে গরম করে নিত্য চিন্ত-বারি ।
আশার বাষ্প ওঠে, গাড়ী ছোট্টে, হংস হংস শব্দ করি ॥
ঈড়া পিস্তলা লাইনে, বিবেকের বাঁশী শুনে,
চলে ছয় ইস্টেশনে, জ্ঞানের হাইসল্ ছাড়ি,
তাতে ছয় বেটারে ভার দিয়েছে, এই গাড়ির লাইন ক্রিয়ারী ॥
অন্তরা - এ গাড়ি গড়েছে কোন ইঞ্জিনীয়ার ।
গাড়ির দমের কলে দম লাগালে চলে অনিবার ॥
মূল স্টেশন মূলধারে, সেখান হতে গাড়ি ছাড়ে,
ছয় স্টেশনের ওপারে ঢাকা সহস্রার ।
ভাবের টিকিট হাতে, পারে যেতে ভাবুক প্যাসেঞ্জার ॥
গাড়ি চলে বায়ুর বলে, আয়ু-বায়ু কমে গেলে,
দম দিলে সে দমের কলে, দম লবেনা আর ।
গুরু কৃষ্ণ বলে নকুলরে তোর গুরুমন্ত্র সার ॥

(৫)

নমামি মা কুন্ডলিনী, নমি মুক্তমালিকে।
নমামি যোগেশ্বর-জায়া, নগেশ্বরবালিকে ॥

চতুর্দশ মূলাধারে,

আছে গো মা, সর্পাকারে,

সাকারে না নিরাকারে তোরে,

পূজিব জগৎপালিকে ॥

যোগীগণে যোগাসনে,

পায়না তোরে ধ্যানে জানে,

ভকতি বিহীন জনে, রেখো—

চরণে গো মা কালীকে ॥

অন্তরা - পূজিবনা তোরে মা শুধু কনকূলে।

চরণে অঞ্জলি দেব মন-ফুল তুলে ॥

এ দেহ নৈবেদ্য করে পদে করব দান,

কাম ত্রৈলোক্য বড় রিপু দিব বলিদান ;

প্রেম ভক্তি বিশ্বদলে,

দিব মা তোর চরণ তলে,

প্রাণ দিব পায় পূর্ণাহুতি —

এ দীন নকূলে ॥

(৬)

এসো হৃদে এসো মা হররানী।

হর এ দুর্গতি হর, হর উর বিহারিনী ॥

গড়ায়ে বাসনার মূর্তি,

রস দিয়ে রসনার বৃষ্টি

ফুল দিয়ে আশা নিবৃষ্টি

সাজাব চরণ দুখানি ॥

কাম রিপুকে পণ্ড করে,

প্রেমের যুগকাঠে ভরে,

অনুরাগের ঝড়গ ধরে,

যজ্ঞার্থে বধিব প্রাণী।

সাজায়ে ভক্তি নৈবেদ্য,

বাজায়ে জ্ঞান-তাকের বাদ্য

যোল জনে হয়ে বাধ্য,

করবো তারা নামের ধনি ॥

অন্তরা - ভক্তি প্রিয় পঞ্চপ্রিয় পঞ্চবাতি ছেলে,

পঞ্চমূর্তি পঞ্চজন্যে পঞ্চমন্ত্র তুলে।

ফেন জাতি বিদ্যা মহত্বক এ পঞ্চ যাই তুলে ॥

পঞ্চ মন্ত্র প্রশবাসি, পঞ্চবিধ পূজার বিধি,

তাহ্নিকেরা পঞ্চতন্ত্রে বলে।
যেন নকুলের পঞ্চতন্ত্রে আয়া পঞ্চতন্ত্রে মিলে ॥

(৭)

কি দিয়ে পুজিব মা তোমার ও রান্না চরণ দু'খানি।
আমার সন্ততি কুসুম, আসক্তি কুম্ভকুম,
হারিয়ে ফেলেছি জননী ॥
সাজিয়ে ছিলেম মা বাসনার নৈবেদ্য,
কুচিন্তা-পিপাচী করেছে অশুদ্ধ,
শ্রীচরণে দিতে ভক্তি রক্তপদ্ম,
বাদ সাথে মায়া নাগিনী ॥
বিবেক বৈরাগ্য গঙ্গা বিশ্বদল,
দুর্ভাগ্য ডাকিনী হরেছে সকল,
এখন আছে শুধু নয়নেরই জল,
স্বপ্নে লহ গো ভবানী ॥

অন্তরা - কি দিয়ে পুজিব মা গো, কি আছে আমার।
আসন-নিয়ম যোগ প্রণায়াম,
হারিয়েছি শম দম ষোড়শ উপাচার ॥
প্রেম-গন্ধ ধূপ গেল পাপাণ্ডনে পুড়িয়া,
সুগন্ধ গেল তার কুবাতাসে উড়িয়া।
প্রবৃত্তি দিয়ে শ্রীমূর্তি গড়িয়া,
মোহমদে মত্ত হয়ে ভেঙ্গেছি আবার ॥
মায়া কুহকিনী সেজে কি খেলা খেলালে,
জপ তপ আরোপ সকলি ভুলালে।
এ দীন নকুলে অকুলে ভাসালে,
কূলে যেতে দে আমারে শিখায়ে সঁতার ॥

(৮)

(আশোয়ারী)

জাগো গো মা কুণ্ডলিনী, জগতপালিনী শিবে।
তুই জাগিলে ওমা শ্যামা, ত্রিভুবন জেগে উঠবে ॥
চতুর্দল মূল্যধারে, আছে গো মা সর্পাকারে,
কোন মন্ত্রে জাগালে তোরে,
বল তারা তোর ঘুম ভাবাবে ॥
কং হতে সং কং পর্যন্ত, তন্ত্রে পায়না তোর তদন্ত,
না পেয়ে তোর আদি অন্ত, উমাকান্ত চরণ সেবে ॥
কেউ বলে মা তুই লবীজে, সাড়া দিস্ মন-বীণায় বেজে,
কেউ বলে তুই ঘিদল মাঝে,
ফ্রীং বীজে রও ওঁ প্রশবে ॥
অচিন্ত্য রূপিনী শিবে, তোর তদন্ত পায়না জীব,

নকুল বলে অন্ত পাবে,
অহং যেদিন সোহং হবে ॥
অন্তরা—জাগো গো জাগো মা তারিণী।
ও তুই মোক্ষদাত্রী দক্ষসুতা, সর্ব দুঃখহারিণী ॥
ঐং স্বাহা ঐং সদা ঐং হি বসুট্কার সরাস্বিকা,
সুধাত্মম করে নিত্যে, তুই মা ত্রিধা মাত্রিকা,
তব মোহ মায়া 'জলে',
জীব জগৎ ভাসে অকূলে,
নকূলেতে নেমা কূলে
দিয়ে চরণ তরণী ॥

(৯)

রাধার অনর্পিত ধন, মধুর প্রেমরতন,
বিলাইতে নদীয়ায় গো।
নিতাই গিয়ে জীবের কাছে, বলে যেচে যেচে,
কে নিবিরে তোরা আয়গো ॥
ছোট্ট প্রেমের লহরী, মধুর মাধুরী,
নৈদে শান্তিপুরী ভেসে যায়গো ॥
(হলো) প্রেমে ডুবু ডুবু নদীয়া নগর,
শ্রীবাস অষ্টৈতাদি আরও গদাধর,
রসিক নিকর প্রেমিক মকর
প্রেম হিম্মোলে খেলায় গো।
দারুণ তাপ সম্ভাপিত, পার্ণীতাপী যত,
স্নানে জুড়ায় তাপিত কায়গো ॥
অন্তরা—মহা প্রেমের তরঙ্গে হল নদে বুর বুর ;
ডুবে ভাসে কাদে হাসে, প্রেমিক চতুর।
প্রেমে কেহ পেল কান্তি ভ্রান্তি হল দূর ॥
'গৌর' প্রেমে হলে মাতোয়ারা,
অধরচাঁদ পড়িবে ধরা,
পায়না যারা তার্কিক অসুর।
অধম নকুল বলে কবে যাব-
নৈদে শান্তিপূর ॥

(১০)

আমার জীবন প্রদীপ নিভু নিভু করে, আঁধার এসেছে ঘিরিয়া।
এ ঘোর আঁধারে, তোমারি দুয়ারে, কেমনে যাইব ফিরিয়া ॥
কোন পথে আমি এসেছি এ ভবে, কোন পথে আবার ফিরে যেতে হবে,
দিবা নিশি আমি মরি তাই ভেবে, কেবা নিবে হাতে ধরিয়া ॥
যা কিছু সম্বল ছিল মোর সনে,
সব লুটে নিল লম্পট ছয়জনে,

স্বার্থহারা হয়ে আত্মীয় স্বজনে,
সবে গেল দূরে সরিয়া ।।
যে খেলা খেলিয়া, তোমারে ডুলিয়া,
ডুবায়ছি আয়ুবেলা, ঃ
আমায় ফেলে পাছে, সাবী চলে গেছে,
দিয়ে গেছে অবহেলা ।
আপন বলিতে যার নাহি কেহ,
তুমি আছে তার আছে তব স্নেহ,
ত্রিতাপে তাপিত আমার এ দেহ,
লহ আপনার করিয়া ।।

অন্তরা - পতিতের বন্ধু তুমি দয়াল অবতার, ঃ
মো সম পতিত প্রভু নাহি পাবে আর ।
আমি ভকতিবিহীন মতি অতি দুরাচার ।।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ চলি, কালভুজঙ্গের সঙ্গে মিলি,
কোলাকুলি করি অনিবার ।
এখন বিকের জ্বালে মরি জ্বলে করি হাহাকার ।।
কবে সাধু সঙ্গে মিলে, লোটাব সেই ব্রজের ধুলে,
হরি বলে পড়বে নেত্রধার ।
প্রভু এ দীন নকূলে করো অকূলে নিস্তার ।।

(১১)

মুক্ত করো পদ-মন্দির দুয়ার —
আমি যে বিপন্ন অতিথি ।
ত্রিতাপ আতপে তাপিত এ তনু,
চলিতে নাহিকো শক্তি ।।
পথের পাথের কিছু নাহি সনে,
অনশনে তনু পোড়ে,
পিপাসা ক্ষুধায় সুপ্ত বসুধায়
কেহনা সুধায় মোরে ;
দিয়ে কৃপাগদাজল, কল্পবৃক্ষ ফল,
শীতল করছে শ্রীপতি ।।
শ্রান্তি অলসে কামনা বিলাসে,
অঙ্গ পড়েছে ঢলিয়া,
ভেসে ঘুমঘোর সুখস্বপ্ন মোর,
দাও জ্ঞানের অঁচি খুলিয়া ;
যেন পালাটিয়ে অঁচি, জনমন্তরে দেখি,
মোহনরূপের মুরতি ।।

অন্তরা — কোনপথে ঘরে ফিরি, পথ চিনিতে নারি,
এপথে হেরি মায়া-নাগিনী ।

আমারে করিতে সারা, অদূরে দিয়েছে সাড়া,
ভীষণা জরা মরা বাফিনী।।
আলেক্সার আলো দেখে পাছে পাছে ছুটে যাই,
সুপথ কুপথ মোর কিছুই তো জানা নাই :
মোহিনীমোহন সুরে ;
টেনে নেয় বহু দূরে,
শোনায়ে মহা মোহ-রাগিনী।।
কে জানি চিনালো পথ ভবে আসিবার বেলা,
যাব বলে বারবার হয়ে গেল বারবেলা, :
দীন নকুলে ডায়ে, যাত্রাভঙ্গ দোষে,
সম্মুখে বাসনা-যোগিনী।।

(১২)

নমো নরোত্তম, হে পুরুষোত্তম,
নমামি পরমহংস — তুমি পরমের অংশ।
জ্ঞানের আলোকে, নিতে নরলোকে,
এ ভুলোকে অবতংশ।। (তুমি পরমের)
শান্তির কুহকে জ্ঞানাক্ত জীব যত,
কুমতে কুপথে চলিছে সতত, :
বিলাইয়ে তুমি উপদেশামৃত,
বাঁচালে মৃতের বংশ।। (তুমি পরমের)
কখনো বা তুমি মন্দিরে পূজারী, কখনো মসজিদে থাকো,
কভু বলে কালী শ্যামা মুন্ডমালী, কভু আদ্রা বলে ডাকো, :
এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন চিত্রপট,
আদ্রা-হরি-তারা যিও খুঁট গড়, :
খুলে দিয়ে জীবের জ্ঞানের কপটি,
অজ্ঞান করেছ ধ্বংস।। (তুমি পরমের)
অন্তরা — ভিন্ন নয় সে আদ্রা হরি কুঁট খুঁট রাম ;
জল পানি আর অপ ওয়াটার ভিন্ন ভিন্ন নাম।
তুমি সাম্যবাদ শিখাবে বলে এলে ধরাধাম।।
'তুমি' সাজিয়ে বিষয়বিরাগী,
যৌবনে হয়েছ যোগী,
কামিনী কাঞ্চনে হয়ে বান।
অধম নকুল করে যুগ্ম করে, চরণে প্রণাম।।

(১৩)

বিপদবারিণী ভবভয়হারিণী, তারগো তারিণী, তার গো তারা।
ঈশানভোষিণী ঋশানবাসিনী, অসুরনাশিনী কলুষহরা।।
বাড়িছে বিষম বিষয়বাসনা, ঘুচাও সে বাসনা ওমা শবাসনা,
ধূর্ত প্রবন্ধকে ডুলায় আমাকে, কুচিন্তা কুহকে হয়েছি সারা।

দশন বিকট শমন নিকট, এ ঘোর সঙ্কট হরগো তারা ॥
 অন্তরা - দনুজদলিনী সম্পদশালিনী, জগৎপালিনী কালিকে ॥
 ত্বং হি চামুণ্ড, এ বিপদ ঋণ্ড, নমামি নৃমুণ্ডমালিকে ॥
 ইন্দ্রিয় দুর্বল আছে কি বল, পারের তরণী নামই কেবল,
 এ ঘোর দুস্তর, নকূলে নিস্তার, কর গিরিরাজবালিকে ॥

(১৪)

আর কতকাল খেলবি খেলা, বেলা যে ফুরায়ে এল ॥
 চেয়ে দেখ তোর আয়ু-রবি, ধীরে ধীরে অন্ত হল ॥
 যাদের সনে খেলা খেলে, দিন কাটালি অবহেলে,
 তারা তোরে একলা ফেলে, একে একে চলে গেল ॥
 এখনও তোর খেলার সাথী, যারা আছে এ জগতে,
 আজ না হয় কাইল সবার হবে, কালের কোলে আশ্রয় নিতে ॥
 এখনও ছেড়ে দে খেলা, দেখিস না যে ভাসা মেলা,
 ঘাটে বাস্কা পারের ভেলা, ঘরের ছেলে ঘরে চল ॥
 অন্তরা - দেখে শুনে শিখে নেবে ওরে ভোলা মন ॥
 কত আসে কত যায়, কেহ নাহি ফিরে চায়,
 পথিকে পথিকে হয় গতিকে মিলন ॥
 আজ আছে ধন জন ভার্যাপুত্র কলত্র,
 কাইল তব কিছু নাই মুদিলে দু'টি নেত্র ॥
 সব স্মৃতি রবে পড়ে, বাঁশের দোলাতে করে,
 শ্মশানেতে নিবে তোরে, যত প্রিয় বন্ধুগণ ॥
 এখনও সময় আছে ভালমন্দ বুঝিবার,
 এখনও সময় আছে শেষ সাথী খুঁজিবার ॥
 দীন নকূলে কয়, বন্ধু আর কেহ নয়,
 নিদানের বন্ধু হয়, হরি সংকীর্তন ॥

(১৫)

ঘুষের ডাক

কলির সঙ্খ্যা সমাগত, কুপগ্রহ যত,
 সমাগত কি কি রূপ ধরি ॥
 তারা কে কি অবতারে, ভারতে বিহরে,
 স্বরূপে সে রূপ বিচারি ॥
 কেহ সেজে এলেন হেথা, ঘুষের দেবতা-
 কেহ সাজে চোরা কারবারী ॥
 কেহ সেজে এলেন ডিষ্ট্রিক্ট কটোলার,
 জেলা সুদ্ধ লোক কট্টোলে তাহার,
 প্রকৃত দরিসের জোটে না আহর-
 ঘুষে দেন ছটাকে পসুরী ॥
 কারো পাঁচ ছটাকের বেলা,

কম পড়ে পাঁচ তোলা,
 চোখে দেখেনা খাটায় মশারি।।
 কেউ সাজে মহাজন বন্দরে সহরে,
 ছাই বালি খুদ কুঁড়া কিনে সস্তা দরে,
 আস্ত চাউলে ভেজাল দিয়ে বস্তা ভরে,
 গরীব মেরে হয় মাড়োয়ারী।।
 কেহ বোকা মানুষ পেয়ে,
 আইনের ধোঁকা দিয়ে,
 করে ঘুষ বেয়ে বেআইনে আইন চুরি।।
 অন্তরা - হল ঘোর কলিকাল পাপাচ্ছন্ন, পাপে ডুবল দেশঃ
 কেউ ডুবে ক্ষুদ্রতার মাঝে, সাজে ভদ্রবেশ।
 এখন ভদ্রতা সাধুতা করলো পকেটে প্রবেশ।।
 ট্রেনে বাসে স্তীমারে, পয়সা দিয়ে যারা চড়ে,
 তারা ভোগে দুর্গতি অশেষ।
 কিন্তু টিকিট ছাড়া ওঠে যারা, বাবু তারা বেশ।।
 কন্ট্রোল দরে মাল কিনিতে, বালু মিশে তার চিনিতে,
 লাইন দিতে বেলা অবশেষ।
 যারা ব্ল্যাকে কিনে, যায় আর আনে, জিনিষটাও ফ্রেস।।
 দরিরদের কন্ট্রোলের বেলা, ছেঁড়া টুটা পঁচা গলা,
 কথা বলা বেআইনি বিশেষ।
 কবি নকুল বলে ভদ্র হলে ঘুচবেনা এ ক্রেশ।।
 (১৬)

ডাক

(নকশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে)
 দেশের এ ঘোর বিপদে, রাখো মা শ্রীপদে,
 কাতরে মিনতি করি - এসো মা শুভঙ্করী।
 দৈত্য বিনাশিতে অসি নিয়ে হাতে, সেজেছিলে ভয়ঙ্করী।।
 জাল ভেজাল অসত্য উৎকোচ অনাচার—
 মহাপাপে হল বসুমতী ভারঃ
 তাহিতে হল বুঝি কঙ্কি অবতার,
 ধ্বংসের মুরতি ধরি।।
 ধ্বংসের নেশায় দেশ হল উন্মত্ত, ভালো মন্দ নাহি জ্ঞান,
 ধ্বংসের বেদীতে, হল বলি নিতে, অসংখ্য অমূল্য প্রাণ।
 রক্তে রান্না হল বাংলা মায়ের অঙ্ক,
 মানুষ দেখে লাগে মানুষের আতঙ্ক,
 এ হতে বাঙালী জাতির কলঙ্ক,
 কি আছে বলো শঙ্করী।

হিংস্র পত্নী যারা হিংসা করে তারা, উদরের ক্ষুধা মিটার,
 বায় না শুধু মারে, পত্নী বললে তারে, পত্নীও লজ্জা পায়।

ধ্বংস যবনিকার অন্তরালে যারা,
 সরিষাতে ভুত সেজে আছে তারা,
 তাদেরই কল্পিত, কুকল্পনার দ্বারা,
 ধ্বংস যজ্ঞের ছড়াছড়ি ॥

অন্তরা - অনাচারে অবিচারে পাপে ডুবল দেশ :
 রক্তগত হয়ে শনি ক'রেছে প্রবেশ।
 এখন ভাইয়ে মারে ভাইকে ছুরি, নাইকো দয়ার লেশ ॥
 পেয়ে ধ্বংসের অভিব্যক্তি, দেশের যত যুবশক্তি,
 সেজেছে আজ মহাকালের বেশ।
 করে রক্ত নিয়ে মাতামাতি, নিয়তির আদেশ ॥
 বোমা ছোরা পাইপ গানে, যে ধ্বংস ডাকিয়া আনে,
 দূর হবে না এ ভূতের আবেশ।
 কবি নকুল বলে, এমনি হলে বাংলা হবে শেষ ॥

ডাক

কুমুদরঞ্জন সরকার (ঢাকা)
 তুমি দুর্গাভিনাশিনী দুর্গে দুঃখহারিণী,
 কালী কালবারিণী নিস্তার দুস্তরে।
 তুমি হও মা আদ্যাশক্তি, দেহে নাই মোর ভক্তি,
 কিসে পাব মুক্তি, এ ঘোর সংসারে ॥
 বারে বারে ডাকি মা মা বলে, কুপুত্র বলে ভাসালি সলিলে,
 এবার দয়া প্রাণে মা, নে মা কোলে তুলে,
 কুমাতা কভু নাই সংসারে ॥
 যদি আমি মরে যাই, তাতে দুঃখ নাই,
 তারা মা বলে কেউ, ডাকবে না তোরে ॥
 অন্তরা - হুং হি তারিণী, ত্রিতাপহারিণী কলুষনাশিনী কালিকে।
 তুমি গিরীশানন্দিনী, সুরেশবন্দিনী, হরাসিনী গিরি বালিকে ॥
 আর অসুরনাশিনী, শ্মশানবাসিনী, নমামি নৃমুণ্ডমালিকে।
 কুমুদ পামরে, কবিত্ব সমরে, দিও তোমার ঐ শক্তিকে ॥

ডাক

নারায়ণচন্দ্র বালা (ফরিদপুর)
 আমায় আর কতদিন বন্ধ করে রাখবি সংসারে
 দে মা মুক্ত করে মুক্তিদায়িনী।
 আমায় এনে ভবের হাটে, করলি মায়ায় মুটে,
 মিছে খেটে মরি দিবা রজনী ॥

সঙ করি শঙ্করী দিলি এ সংসারে,
 নিত্য মন মন্ত মায়া-ঘুমঘোরে,
 (এবার) ভব বারিমির বিষম ঘোনায়ে পড়ে,
 ডাকি তোরে ভব-ভাবিনী।
 আমার কুপথে কুপক্ষ সকলি বিপক্ষ,
 রক্ষ বিরূপাক্ষ বক্ষবাসিনী।।

অন্তরা-আর কাল বলে গেল দিন, দিন দিন কত দিন, হল না সেদিন জীবনে।
 কবে কেটে মায়া ফাঁসী, ওমা মুক্তকেশী, স্থান দিবি শ্রীচরণে।।
 ভাই বন্ধুগণে যেদিন বিদায় দিবে, ধরিবে এসে কাল শমনে।
 সেদিন সাধন বিহীনে, দীন নারায়ণে, নিজগুণে রেখ চরণে।।

ডাক

দুর্গাচরণ সরকার (ত্রিপুরা)

ওহে নবীন কিশোর, শ্যাম নটবর, করুণা বিস্তার করিয়া।
 নিয়ে কিশোরীকে বামে, বস একাসনে, হৃদি-বৃন্দাবন জুড়িয়া।।
 তোমার ও পদপদ্মব, জগৎ দুর্লভ, নয়ন সফল করিব হেরিয়া।
 আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় পক্ষ নব ভাবে মজে, নিত্য নবরূপে হেরব চিত্ত মাঝে,
 মন-পৌণ্যমাসী নব নব সাজে, মাঝে মাঝে দিব গড়িয়া।।
 হেরে যুগল রূপের মাধুরী, দিবা বিভাবরী, রাখব নয়ন প্রহরী করিয়া।।
 অন্তরা-আমার মনমাঝে বিহার কর বনবিহারী।
 প্রেম যমুনার কূলে, বসে বংশীবটমূলে, বাজাও হে মোহনবাঁশরী।।
 কর চিত্ত নিত্য বৃন্দাবন, দ্বাদশ কোঠা দ্বাদশ বন,
 গোবর্ধন নয়ন কোটরী।
 ও দীন দুর্গাচরণ বলে, যেন প্রাণ অন্তকালে,
 ঐ রূপ দেখে যেন প্রাণে মরি।।

ডাক

শচীন্দ্রকুমার শীল (ত্রিপুরা)

গউর আমি ভক্তিহীন, তুমি ভক্তাধীন, কর মলিন জীব উদ্ধার।
 এসে শ্রীঅষ্টৈতচন্দ্র, দয়াল নিত্যানন্দ, নিয়ে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে তোমার।।
 বৈষ্ণবে না হল রতি, দুর্মতি মতি, গতি কি হবে আমার।
 যদি দুর্মতি নাশিবে, বলবে সর্বজীব, ভবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াল অবতার।।
 অন্তরা-এবার মুক্তিপথের যুক্তি তোমার ভক্তিসাধন।
 অসার মায়ায় সঙসারিতে, মজিয়ে সংসারিতে,
 হয় নাই গুরুতে আশ্রয় নিবেদন।।
 আমায় যম যাতনা না দিয়া, দেহ কর নদীয়া,
 কর এসে হরি সংকীর্তন।
 যেন গউর ভক্ত সঙ্গে, দেখি মনোরঙ্গে,
 ব্রজের দোল ঝুলন রাস যুগল মিলন।।

ডাক

তারিণীচরণ সরকার (ঢাকা)

(১)

মায়ার বন্ধন কেটে দে মা মহামায়া,
 ভজব মনানন্দে প্রেমানন্দে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।
 ভজব তিল তুলসীদলে, নদীয়া যুগলে, মাগো জাহ্নবীর কূলে গিয়া।।
 ঐহিক মায়ায় হয়ে মত্ত, ভুলেছি মা গৌরতত্ত্ব,
 নাম মাহাত্ম্য শুনতে চিত্ত নিত্য চায় বসিয়া।
 আমার দেহ ছেড়ে প্রাণ, করিলে প্রস্থান, যেন চলে যায় সে নদীয়া।।
 অন্তরা-আমার মায়ার বন্ধন ছেদন করে দে মা তারা।
 জানি সাধু ভক্ত জনে, তোর গুণে বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ পেল গোপিকারা।
 আমার নাই মা সাধন শক্তি, কিসে পাব মুক্তি,
 এই মুক্তি দে মা ভবদারা।
 গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া বলে, যেন অশ্রুজলে, ভাসে আমার নয়নতারা।।

(২)

গুরু তারণ কারণ হরিচরণ স্মরণে মরণ বারণম্।
 তোমার দুর্লভ ও পদপদ্মব দুখানি, সর্ব কারণ কারণম্।।
 প্রভু এ ভব দুস্তর পাইতে নিস্তার, মাত্র তব কৃপা হি কেবলম্।
 লহ লহ প্রভু এ জীবনের ভার, প্রাণের দেবতা তুমি সে আমার,
 তুমি বিনে আর কেহ নাই এবার, ওহে অধম তারণম্।
 কর শুভ দৃষ্টিপাত, ওহে সৃষ্টিনাথ, নইলে জীবন গেল অকারণম্।।
 অন্তরা-প্রভু কেউ নাই আমায় উদ্ধারিতে তুমি বিনে।
 ওহে পতিতপাবন অবতার, পতিতকে কর উদ্ধার,
 তোমার পতিতপাবন নামের গুণে।।
 বট তুমি হরি কৃপাসিদ্ধ, কৃপা কর একবিন্দু,
 দীনবন্ধু আমার এ দুর্দিনে।
 বলে জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, যেন যায় চলিয়া,
 আমার প্রাণপাশি অস্ত্রিমের দিনে।।

ডাক

বিজয়কৃষ্ণ সরকার (যশোহর)

চির সুন্দর এস বন্দন মন্দিরে প্রেমালোক জ্বালিয়া।
 মম প্রীতি ভকতি প্রেম অর্ঘ্য দিব পদে ঢালিয়া।।
 পুরুষ প্রকৃতি তুমি একেশ্বর, শাস্ত্রত অব্যয় তুমি অবিনশ্বর,
 তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তুমি কালী কালিয়া।
 অঙ্গেতে লেগেছে চলবার পথের ধূলি,
 জীবনের দিবসে ঘনাল গোধূলি,
 গোপন অন্তরের অন্তরায়গুলি, দেহ প্রভু খুলিয়া।।

অন্তরা - ওগো দেবতা ব্যাধাহরী, মোরে থাকিও না আর তুলিয়া।
 আশাবাণী কও, আপন হাতে দাও, দেউল দুয়ার খুলিয়া।।
 কাদিছে এ বিশ্ব তোমারি কারণ, তুমি বিনে অশ্রু কে করে বারণ,
 অরূপ অরূপ সম করুণ কিরণ, শ্রীকরে দাও বুলিয়া।।
 সন্ধ্যার আঁধার ঐ আসিল ঘিরে,
 পারের কাণ্ডারী তুমি অকূল নীরে,
 পাগল বিজয় কাদিছে দাঁড়ায়ে তীরে, তরীতে লও তুলিয়া।।

(২)

কি দিয়ে পূজিব দেবতা তোমারে, দেওয়ার নাই কিছু মোর।
 কর পূজার উপযুক্ত, সেবাতে নিযুক্ত, মুক্ত করি বাঁধন ডোর।।
 পূজার কুসুম করিনি আহরণ, কি দিয়ে পূজিব ও রাতুল চরণ,
 আছে এ দীন পূজারীর পূজার উপকরণ,
 ব্যাকুল আঁধার লোর।

নানা পথ ঘুরে দিবসের শেষে, ব্যাধার ডালি নিয়ে দাঁড়ায়েছি এসে,
 আছি দ্বারদেশে দেউলিয়া বেশে, খুলে দাও দেউল দোর।।
 অন্তরা - জুড়াব আজ আমার এ পোড়া হিয়া, প্রিয়তম তব নাম গাহিয়া।
 বহুদিন তোমারে হারা, ঘুরে ঘুরে হলেম সারা,
 এসেছি জীবনধারা বাহিয়া।।
 শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি, পদপ্রান্তে লহ টানি,
 আশার বাণী পরাণে কও আসিয়া।
 মঙ্গল অভয় দানে, শান্তি দাও অশান্ত প্রাণে,
 আছি তব মুখপানে চাহিয়া।
 বিজয় বলে চরিত্র মোর, অপবিত্র হল ঘোর,
 তবু আশায় রয়েছে বুক বাঁধিয়া।
 পুত চরিত্র হব, পুণ্য পবিত্র তব, করুণার করণায় আবগাহিয়া।।

ডাক

শ্রীঅনাদিগ্জান সরকার (খুলনা)

এস দীনবন্ধু হরি প্রেমের ভাগুরী, পারের কাণ্ডারী দয়াময়—
 আছি তোমার আশে বসে পারঘাটায়।
 ভঙ্গ হল মেলা, সঙ্গ হল খেলা, বেলা বুঝি ওই ডুবে যায়।।
 ওপারের পানে চাহি বারে বারে,
 সবি যেন ঢাকা গজীর আঁধারে,
 সকলি হারায়ে ভাসি আঁধি ধারে, আমি অতি দীন অসহায়।।
 মেলার জুয়াখেলায় সর্ব্ব্ব খোয়ায়ে অভিনয়ে হলাম রাজী,
 কত কি যে হলাম, সেনাপতি গোলাম, কণে কণে রাজা সাজি;
 যাদের নিয়ে ছিলাম হাসিয়া খেলিয়া,
 এখন চেয়ে দেখি দু আঁধি মেলিয়া,



18.12.0

না বলিয়া সবে গিয়েছে কেলিয়া, অভাগারে এই অবেলায় ॥

চালক — বসে আছি ভবপারে, যাব বলে তব পারে,
এ পার ওপার পারাবারের মত দেখতে পাই।
এপার দিতেছে বিদায়, ও পারেও যাওয়া ঘোর দায়,
তুমি যদি হও হে নিদয়, কার ছায়ায় দাঁড়াই ॥
একুল ভাঙ্গিয়া আমায় ঠেলে দিচ্ছে অকূলে,
ও কূলের বন্ধু তুমি লহ গো টেনে তুলে,
পদে তোমার দীন অনাদি, তুমি যে অনাদির আদি,
অন্তকালে হে দরদী পদে দিও ঠাঁই।

(২)

লহ গো প্রণাম, শ্যামা লহ গো প্রণাম।
মাগো যশো দেহি দ্বিষো জ্বহি গাহি তব নাম ॥
তুমি আদ্যা প্রকৃতি, তুমি শুদ্ধা আকৃতি,
মাগো তুমি তথ্য তুমি তত্ত্ব, তত্ত্বের বিকৃতি,
তুমি ভক্তকে দিয়ে স্বীকৃতি, হলে শ্যামা শ্যাম ॥
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয়, তুমি প্রলয়ের প্রলয়,
মাগো তুমি আদি তুমি অন্ত অনন্ত নিলয়,
যেন অস্ত্রিমে তব পদে হয় শান্তির বিশ্রাম ॥
চালক — কাতর কিঙ্করে শঙ্করী করুণা কর শুভঙ্করী।
বিপদ বারণ ভবভয় তারণ চরণ স্মরণ করি ॥
জগতজননী তুমি গো মা তারা,
আমি তো নহি মা এ জগত ছাড়া,
তবে কেন ভবকূপে ভবদারা, পড়িয়ে ত্রন্দন করি ॥
তুমি অষ্টশক্তি হে চণ্ড নায়িকে,
চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী চণ্ডিকে,
ভবানী কালিকে ভুবনপালিকে, অনাদি চাহে চরণ তরী ॥

(৩)

দিন গেল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, মুখে হরিবল হরিবল বল।
মনরে আসিয়া এইভাবে বিষয় বৈভবে, কুভাবনায় জীবন গেল ॥
বিষয় বিষ আর কাম-কামিনী-কাঞ্চন, পেতে কেন মন তোর এত আকিঞ্চন,
প্রেমধন বঞ্চিত হলি অকিঞ্চন, কপালে তোর কি এই ছিল ॥
ও তোর দারা সুত সুতা, দিয়ে মায়াসুতা
তোরে হাতে গলে বেঁধে নিল ॥
দিনেদিনে তোর ফুরায়ে এল দিন, তবু রইলি মন মোহেরে অধীন,
কালের প্রভাবে তনু হল ক্ষীণ, শিয়রে শমন এল।
মনরে ভেবে পরিণাম লয়ে হরিনাম সময় থাকতে তরী খোল ॥
চালক — গেল বেলা ধূলাবেলা সে রে ওমন ছাড়ি,
হরিবলে তরী খুলে সোজা ধর পাড়ি।

ও তোর জরাজীর্ণ হয়ে এল সাধের লাল বাচাড়াই ॥
 (করতে) ভবের হাটে বেচাকেনা, লাভ হল না হলি সেনা,
 সঙ্গে যে তোর নাই কড়া কড়ি।
 এখন বালি হাতে আঁধার রাতে মরবি যে হাই ছাড়ি ॥
 অনাদি কয় এ বিপদে, গুরুপদ ধর হৃদে,
 থাকবে তোর চরণেতে পড়ি।
 হইলে গুরুকৃপা পাবি রে তোর নিজের দেশ ঘর বাড়ি ॥

ডাক

শ্রীঅমূল্যরতন সরকার (ঢাকা)

(১)

আমায় শিখায়ে দাও তোমার পূজা ওগো দেবতা —
 মন্ত্র আমি জানি না হে তব্ব বারতা ॥
 পূজা জানি না তোমার, কিবা দিব উপাচার,
 কি নাই তোমার—দিবার মত কি আছে আমার,
 তুমি এ জগতের আধার হে বিশ্বপিতা ॥
 আমি পূজারী একজন, ইহা বলে জগজ্জন,
 আমি আছি আমায় তুমি আছ যতক্ষণ,
 তুমি করিলে পলায়ন কে বলবে কার কথা ॥
 কুমুর — বুঝি না একি তব্ব ছলনা, বুঝি না একি তব্ব ছলনা।
 যত করি আমি, সবই জান তুমি, ভুল হলে কেন ডেকে বল না ॥
 চলিতে বলিতে ঘুমে জাগরণে, তুমি চির দরদী আমারি কারণে,
 মাঝে মাঝে সাড়া দাও গোপনে গোপনে,
 আমি তোমায় ভুলি, তুমি ভুল না ॥
 তুমি মোর কাছে এলে, চেয়ে দেখি আমি নাই,
 একটু আড়ালে গেলে তোমাকে ভুলে যাই,
 অমূল্যে আর কাঁদাইও না ক্ষমা চাই—
 ধাঁধার দোলায় দিয়ে দোলনা ॥

(২)

আমার জীবনসম্বন্ধ কতদূরে কতকাল বাকী,
 ওগো হৃদিগোপনচারী বলতে পার কি?
 জঠর কঠোর নিবেশ, শুধু ভুঞ্জি কায়ক্রেপ,
 পথিক আমার পথে চলা হবে নাকি শেষ,
 এদেশ আমার নয় যে স্বদেশ, কত দিন থাকি ॥
 এলো কত যাত্রীগণ, করে অশান্ত ভ্রমণ,
 পরলোকের সজ্জিক্শে করে পলায়ন।
 সে লোকের আলোক চেয়ে কাঁদিছে আঁধি ॥
 কুমুর — এ লোকের হাসি ভালবাসিনা, এ লোকের হাসি ভালবাসিনা।

সে লোকের পূজারী, কর হানিবিহারী, এ লোকে যেন আর আসিনা ॥
 দুরুদুরু কাঁপে মোর বেদনায় ভরা বুক,
 ধিকি ধিকি মনে হয় সে লোকের হাসিটুক,
 পলকে হারায়ে সে লোকের হাসি মুখ, এ লোকের হাসি তাই হাসি না ॥
 ওগো হানিবিহারী কথা কও কথা কও, এল ঐ সন্ধ্যা অর্ঘ্যটি পদে লও,
 অমূল্য বলে তুমি যদি মোর সার্থী হও, প্রদোষ তিমিরে ভয় করি না ॥

(৩)

তুমি কে গো মোরে, ডাক বারে বারে, বেলা নাই বেলা নাই।
 দেখি হস্তপদে মোর লেগেছে আঁকশি বাঁধনে মুকতি চাই ॥
 কত নব ছন্দ মনের পিয়াসে, জীবনপ্রবাহ উঠে আর মিশে,
 আশার দোলনায় তাই ভেসে ভেসে, অদূরে নিয়েছি ঠাই ॥
 ছল ছল জল কলকল গীতি, জীবনবীণাতে বাজে নীতি নীতি,
 গাহিছে পূরুরী সাক্ষ্য আগমিতি, এস তব পাশে যাই ॥
 ঝুমুর—তুমি যদি মোর আপনজন, সখা হে পরাগপ্রিয়,
 সন্ধ্যা বায়ে ঝরিব যবে, আপন করে তুলে নিও ॥
 বিদায় দিবসে মোর চলিবার পথে,
 সার্থী হয়ে সখা মোর চলিও সাথে,
 বিজন অঙ্গন তলে কালো নিশীথে, ঝলকিয়ে আলোক দিও।
 ভরসায় নিরাশার উঠিল স্মৃতি,
 খেলিবার বেলা বুঝি হয়েছে ইতি,
 অমূল্য বলে সখা, এহি মিনতি, পথের দিশিটি দেখাইও ॥

(৪)

তোমার দিনের আলো নিভে এল-চলে যাও চলে যাও।
 তুমি ভেবেছ কি মনে যেতে আর হবেনা, সে ভাবনা দূরে দাও ॥
 সংসারে সঙ সেজে খেলিতেছ খেলা, এ সংসারে কারো নও।
 এ যে পাছশালা, এসেছ একেলা, যেতে হবে একেলা,
 মিছে কার পানে তাকাও ॥
 ও পাগল মন, তুমি ভুলেছ যাহারে, সে যে মুহূর্ত ভুলে নাই তোমারে,
 চির সত্য সে যে অনিত্য সংসারে, তারে ডেকে সাথে লও ॥
 ঝুমুর—যে স্রাস্ত পথিক অতি দূর পথ, আঁধারে চলিবে কেমনে,
 সন্ধ্যারে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তুমি, তাই বুঝি ভেবেছ মনে।
 জগৎ ভোলাতে করলে যত চালাকি,
 দিয়েছ যে শয়তান নিজেরে ফাঁকি,
 অন্ধে অন্ধে তার ছবি আঁকি-কে যেন রয়েছে গোপনে ॥
 বিচিত্র চিত্র চিত্র করে, যখন দাঁড়াবে তব সম্মুখে ধরে,
 অমূল্য বলে কি বলিবি তাঁরে, সে দিনের বিচার দিনে ॥

ডাক

রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী)

কবি বাণীর বরপুত্র, লক্ষ্মীর অপ্রিয়পাত্র, শেষের সম্বল ভিক্ষাপাত্র,
কি বিচিত্র বিধাতার বিধান।

বাণী তাদের পানে চায়না ফিরে —

যাদের ঘরে গোলাভরা ধান।।

কবি বোনে কল্পনার জাল, তাঁড়ার শূন্য ঘরে নাই চাল,
চাল জোটে তো জোটেনা ডাল, নুনে ভাতেই সমাধান।
কবি সুরের নেশায় ছমছড়া, প্রাণ বাঁচে কি অন্ন ছড়া,
মুখে ছোটায় কাব্যছড়া, লক্ষ্মীছড়া ভারতীর সন্তান।
পেট ভরে না বাক্য সুধায়, স্বজন মরে তৃষ্ণা ক্ষুধায়,
তারে শুধায় না কেউ এ বসুধায় — বাণীপূজার কি প্রতিদান।।
অন্তরা — মাগো তোমার শ্রীচরণে প্রণাম জানাই শতকোটি।
আমার হৃদি-সরোবরে থেকে মাগো সদায় ফুটি।।

ধাকনা মাগো যতই অভাব,

ধরি যেন অলির স্বভাব,

গুণ গুণ রবে কালোদানে যেন ফুলের মধু লুটি।
বুড়ো রমেশ বলে অন্তকালে, দিও মা চরণকমল দুটি।।

ডাক

(অজ্ঞাত কবিগণদের রচনা)

(১)

সস্ত্রপনাশিনী, শমনশাসিনী, ঈশানী ঈশানতোষিকে।
মুনীন্দ্র মোহিনী মৃগেন্দ্রবাহিনী, স্বর্ণে সুরেন্দ্রপালিকে।।
খল খল হাসি লোল রসনা, এলো মুক্তকেশী বিবসনা,
পাশপদলিনী ব্রহ্মাওপালিনী, মুণ্ডমালিনী কালিকে।।
অন্তরা — নমি মাতঙ্গিনী সমররঙ্গিনী, এসো মা সঙ্গীত সমরে।
সঙ্গীত রণে সশক্তিত মনে, সস্ত্রানে ডাকি মা তোমারে।।
রণ শরাসণ বাক্য শরাসন, সমর্পণ কর আমারে।
বাক্য প্রসরণে শরনিবরণে, যেন জিনি বিপক্ষে।।

(২)

মা তুমি শক্তিদায়িনী, তুমি শাস্ত্রে প্রচার।
এবার শক্তিহীন ভারতে কর শক্তি সঞ্চার।।
হয়ে পরাধীন ভারত আছে মৃতবৎ —
মাগো পাইনা কোন পথ, করতে প্রতিকার।
আমার দেহরাজ্য বেজায়, করতেছে রাজ্য,

মা গো কত সহ্য যায়, এত অত্যাচার ॥

অন্তরা—এবার ভারতরাজ্য উদ্ধার কইরে দে মা তারা।
আছে ঘোষণা জগতে, পেল তোর কৃপাতে, স্বর্গরাজ্য দেবতারা ॥
মোদের মহাত্মা গান্ধিজী, রাজ্য সরকারে করে আর্জি,
রাজি নাই স্বরাজ দিতে তারা।
তারা ছেলেপিলে জেলে ডরে, পুলিশের অত্যাচারে,
অশ্রুজলে ভাসে নয়নতারা ॥

(৩)

গউর রূপের মাধুরী, ভুলিতে না পারি, মনপ্রাণ হরে দরশে।
গোরার শ্রীঅঙ্গ ভঙ্গিতে, নয়নের ইঙ্গিতে, যেন কত সুখ বরষে ॥
কবে কেটে মায়া-পাশ, করবে নিজ দাস, দেহ ধন্য হবে পরশে।
হরে কৃষ্ণ বলে সর্বলোকে, শুনিতে মধুর গৌর-নিতাইর মুখে,
পরলোকের লোক এলো নরলোকে, বলে নর সে।
শিখায় শ্রীকৃষ্ণ ভজন, তাজিয়ে স্বজন, ভাসায় ভক্ত প্রিয়জনে সরসে ॥
অন্তরা—গোরা যার পানে চায় আড় নয়নে ভুলায় তারে।
দেখলে করুণ চাহনি, জানে কি মোহিনী, সে কি ঘরে রইতে পারে ॥
গউর সদা হরিগুণ গায়, পাষাণ গলিয়ে যায়, সুমধুর করুণ স্বরে।
শুনিয়া সে নামগান, কান্দে না এ পাপ প্রাণ,
আমার মন পাষাণ গলিল না রে ॥

(৪)

মাগো রাজরাজেশ্বরী, স্কোম স্কেমঙ্করী এই নিবেদন করি তারা।
ভীষণ দস্যু অত্যাচারে, গ্রামে কি বাজারে, পাপে কাঁপে বসুন্ধরা ॥
মাগো গরীব লোকের ঠেকা, খাটলে পায়না টাকা,
যায় না আর সংসারী করা।
ধাকলে সন্তানের মমতা, ঘুচাও দরিদ্রতা, দুঃখ হর দুঃখহরা ॥
অন্তরা—মা তোমার পুত্রগণে, হের কৃপানয়নে, অন্নবিনে বাঁচে না জীবন।
কৈরে কি পাপের কার্য, উচ্ছন্ন হল রাজ্য,
বানিজ্যে নাই অর্থ উপার্জন ॥
ধর্মকর্ম সকল গেল, ভজন পূজন তমাদি,
দু'বেলা অন্ন জোটে না, কি দিয়ে মা সেনা দি :
প্রজা জমিদার ধনী, স্বার্থের দায় অর্পহানি,
সুদ না পেয়ে কান্দে মহাজন ॥

(৫)

তারা দনুজনাশিনী ভানুজশাসিনী হরবিলাসিনী অশ্বিকে।
বিদায় দিয়ে নিরানন্দ, দে আমায় আনন্দ, সদানন্দময়ী কালিকে ॥
জগদম্বে জগদ্ধাত্রী, গতিদা গায়ত্রী, জানে গঙ্গাধর গায় গুণ পাঁচমুখে ॥

চাও মা কৃপানেত্রে কর্মসূত্রে তরি, চিদানন্দময়ী হৃদাকাশে হেরি,
ডাকি মা শঙ্করী বাজিয়ে বিজয় ভেরী, শিহরিবে শমন তাই দেখে।
দে মা অহৈতুকী ভক্তি, হয়ে অনাসক্তি নাচি তারা তারা বলে পুলকে।।
অন্তরা — আমি জগৎভরা দেখব তারা, তাই কি আমার ঘটবে।
যাবে মনের আঁধার টুটে, হৃদিপদ্ম ফুটে, কমলেকামিনী বসবে।।
করে করে দিয়ে তালি, আমি মুখে বলব জয় কালী,
আমার উদারা মুদারা পঞ্চম তারা নামে সুর বাজবে।।

ডাক

(৬)

বন্দে মাতারম্ বন্দে মাতরম্।
বল ভারত সন্তান হয়ে একতান,
তাজে মোহ ঘুম কেটে যাবে ভ্রম।।
জননীর জাতি জাগাও ইণ্ডিয়ান জাতি, গাওহে মহাশক্তি মহামন্ত্রে সুমঙ্গল গীতি।
স্নর-আর্য শৌর্য মহাশ্রুতি, ভীষ্মাদির সংঘম অদম্য উদ্যম।।
নরনারায়ণ স্মর গীতা রামায়ণ, কর মহাযোগী মহাত্ম্যগী দধিচী স্মরণ।
ভারত পুরাণ কথন কর স্মরণ, হয় নাকি সরম পোড়ে কি মরম।।
অন্তরা — কররে আত্ম বলিদান, ছাড়রে বৃথা অভিমান,
ভাসিয়ে অলস ত্যাগিয়ে বিলাস, হও কর্মবীর ধর্মপ্রাণ।।
ভুলে মান অভিমান ছেড়ে দলাদলি, কর সবে মাতৃসেবা হয়ে গলাগলি,
সভক্তি চন্দনে কুসুমাঞ্জলি, অশ্রুধারা সহ কর দান।
উদ্‌যাপিতে মহাব্রত লয়ে রিপুবর্গে,
মাতৃপদে দেহ বলি তীক্ষ্ণহার ঝড়গ,
দুরীভূত কর যত রিপুবর্গে, সুখস্বর্গে পাবি স্থান।।

(৭)

গিরিনন্দিনী, সুরেশবন্দিনী, মহিষমর্দিনী তারিণী মা।
বিধু বিমুগ্ধ ভব, অন্ত পায় না তব, অনন্তরূপিনী তুমি মা শ্যামা।।
কভু স্থলাকারে কভু সুশ্লীলরূপে, বিশ্বপ্রসাদিনী আছ বিশ্বব্যাপে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক এক লোমকূপে, কে জানে মা তব মহিমা।।
অন্তরা — অশিবনাশিনী, তারা তুমি মা শিবে।
আমি দীন অতি হীন, বন্ধ মীনের মত কত দিন, আর রব এ ভবে।
আমার চিন্তা স্বরে তনু জারা, অচিন্ত্যরূপিনী তারা, প্রতিকার কর তারা,
মাগো বারবার কতবার আশিব ভবে।।

(৮)

অং কালী কালবারিণী কলুষনাশিনী তারা।
দুর্গমে দুর্গতি হর, ওমা দুর্গে দুঃখহরা।।

হিমালয় নিবাসিনী, শুভ নিশুভ নাশিনী,
বিকট অট্টহাসিনী—শব শিব শবাক্রতা।
দশদিক দমিত করা, দিগ্ধসনা দিগম্বরী
বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধরা, বরাভয়দায়িনী হরা।।
অন্তরা—জাগো মাগো কুণ্ডলিনী খোল খোল দ্বার।
জীবের চরমে পরম গতি সেই সহস্রার।।
জীব থেকে চতুর্দলে, লংবীজে তোরে আগালে,
খুলে যায় গ্রহি সুধুম্মার।
তখন অবহেলে যাবে ত্রিবেণীর ওপার।।

(৯)

ত্বং কালী কালবারিণী কলুষ নাশিনী তারা।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনী দক্ষসূতা দুঃখহরা।।
চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী, চণ্ড-মুণ্ড দলনী,
ত্রৈলোক্যজনপালিনী, ত্বং হি চন্দ্রচূড় দারা।।
দিগম্বরী দিগ্ধসনা, বিরূপাক্ষ বক্ষাসনা,
নরমুণ্ড বিভূষণা, ঋপরী মা ঋড়গ ধরা।।
অন্তরা—ত্বং হি তারা ত্রিনয়না ত্রিগুণধারিণী।
ত্বং হি শিবসিমন্তিনী ত্রিতাপহারিণী।।
ত্বং দেবী গায়ত্রী গীতা, ত্বং হি মা সাবিত্রী সীতা,
ত্বং তারা ত্রিলোকতারিণী।
আমায় অন্তকালে নিও কোলে, কালনিবারিণী।।

(ভনিতাহীন উপরোক্ত নয়টি ডাকগান বরিশালের হরিচরণ সরকার এবং নকুলেশ্বর সরকারের
খাতা ও লেখা থেকে প্রাপ্ত। এগুলি কিছু তাঁদের নিজস্ব রচনা, কিছু বা তাঁদের সমসাময়িক অন্য
কোন প্রাচীন কবিগণদের রচনা হতে পারে)

দ্বিতীয় অধ্যায় মালসী

['মালসী' সঙ্গীতের রাগিণী বিশেষ, শ্যামাসঙ্গীত ভাবানুসারী সঙ্গীত বিশেষ। আকারে বৃহৎ এবং সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসারে রচিত এই গান। মালসী কথাটি সংস্কৃত মালতী (মালবতী—মালব রাগের পত্নী) রাগিণীর চলিত রূপ বলে কারো কারো ধারণা। বর্তমানে মালসী গান বলতে বোঝায় বার থেকে চৌদ্দ ভবক বিশিষ্ট কবিগানের অন্যতম অঙ্গ মালসী গানকে।

প্রাচীন কবিগানে “ভবানী বিষয়” শিরোনামে যে গান প্রচলিত ছিল, তার উপজীব্য ছিল মহামায়ার মহিমা বর্ণনা, ভবানীর কাছে ভক্তের আকুতি ও আবেদন, মায়ের কাছে সন্তানের আবদার অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ—যা সাধারণতঃ শ্যামাসঙ্গীত তথা রামপ্রসাদী সঙ্গীতের ধারা ও ধরন।

তারা, কালী, ভবানী, দশভূজা, মহামায়া প্রভৃতি দশমহাবিদ্যাকে সম্বোধন করে রচিত হলেও দেশ ও সমাজের জীবন্ত ও জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ মালসী গানের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হয়ে এই গানকে অনেকটা গণ-সঙ্গীতের রূপ তথা সমাজ দর্পণের মর্যাদা দান করেছে। ডাক গানের সাথে সাথেই একটি করে যে মালসী গান গাওয়া হয়, তাই এক কথায় ডাক-মালসী। বলা বাহুল্য, এই গানের কোন জবাব হয়না।]

মালসী
হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)
সদর মালসী মনঃশিক্ষা

- | | | |
|-------|---|--|
| চিহ্ন | - | মা তোর ব্রহ্মাণ্ডেতে ব্রহ্মময়ী জন্ম নিয়ে পেলেম কত ক্লেশ। |
| পাড়ন | - | আমি কি করিতে কি করলেম, বিপাকে পড়লেম, মাগো কতবার এলেম,
কতবার গেলেম, হ'ল না আসা যাওয়ার শেষ।। |
| ফুকার | - | করে যৌবনকালে অসৎসঙ্গ, মন ছিল মত্ত মাতঙ্গ,
সে রঙ্গ গিয়েছে, রঙ্গে ভঙ্গ দিয়েছেঃ
মাগো, এখন এক দিকে রোগ, একদিকে বৈদ্য, দিবা নিশি বিষম যুদ্ধ,
যমরাজার জয় ঢাকের বাদ্য, চতুর্দিকে বাজতেছে। |
| মিল | - | মাগো, ভবের খেলা ছয়াবাজী সবই মায়ার ফাঁকি,
আমি শূন্যময় সকলি দেবি, যেদিকে আঁখি ফিরাই।। |
| মুখ | - | সংসার বিদেশে এসে, আছি গো বিদেশীর বেশে,
এদেশে কেউ দেশের দেশী নাই।। |
| ডাইনা | - | কঠিন আইনের কঠিন শাসন, আমার শান্তি হল যাবজ্জীবন,
যাবজ্জীবন খালাস নাই শঙ্করী, : থেকে পঞ্চভূতের জেলখানাতে,
বোলজনের হেপাজতে, কামজারীতে দিনে রাতে, বেতের বাড়ি, : |

- তালাস কইরে সন্তান বলে খালাস দিয়ে নেও মা কোলে,
মুখে জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে, দেশের মানুষ দেশে যাই।
- বাদ - কি করিলে মুক্তি পাব যুক্তি কোথা পাই।।
- ফুকার - পড়ে পঞ্চভূতের বিষম ফাঁসে, দেশের জন্য আত্মা কান্দে,
ক্রেপেতে মরি, উপায় বল শঙ্করী :
মা-গো, হলেম অকর্মণ্য এ জগতে, সুখ লাগে না খেতে শুতে,
পাখি চায় পালায়ে যেতে, পিঞ্জরের আদর করি।।
- মিল - বড় ভয় লাগে ভবানী আমার এ উভয় শঙ্কটে,
দে মা ব্রহ্মময়ী কর্ম কেটে, এখন আমি ছুটে পালাই।।
- অস্ত্রা - হলেম মিছা মামলার অপরাধী, বহু দিনের কয়েদী,—
উচিত বিচার কর যদি, তবে পুরে মা মনের আশা।
এ নিদানে তুমি বিনে এ দীনের আর নাই ভরসা।।
মাগো, জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানদ্বারে, কন্মেন্দ্রিয় কর্ম করে,
তারা কি করে না করে, কর জিজ্ঞাসা।
কামাদি ছয় রিপূর বশে, মন ভ্রমিছে কুবাতাসে,
কেবল একটু আমি'র দোষে, আমার হল মা এ দুর্দশা।।
- পরচিতান - মা গো, এই যে করি আমি আমি, এই আমি তুমি না আমি।
- পাড়ন - দেহ ছেড়ে গেলে মা তুমি রব না আমি, মাগো, শুধু থাকলে
তুমি না থাকলে আমি, তোমাকে কে বলবে তুমি।।
- ফুকার - বড় ভীষণ খেলা খেলছ তুমি, ধোঁকায় পড়ে কঁাদছি আমি,
এ অবোধ বালকে, ভেবে দেখ গো কালিকে :
মা গো, পুতুল খেলার পুতুল আমি, বাজীকরের মেয়ে তুমি,
নাচাও তুমি নাচি আমি, ভালমন্দের ভাগী কে।।
- মিল - হরিচরণ বলে দ্বারায় করে ভেসে দে এই খেলা,
আমি দেশের দিকে করি মেলা, আর ত বেলা বেশী নাই।।

মনঃশিক্ষার মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - কত কশ্মে এই দুর্লভ জনম পেয়ে মানুষ হলি মন।
- পাড়ন - এসে দুষ্কৃতি দুর্গতি অতিশয়, তাতে হল না দুর্গানাম সাধন।।
- ফুকার - মন তোর যে আশায় এ ভবে আসা, আসার সুসার হল কি,
পথের সম্বল হল কি : চিরদিন পরাধীন বট, পরের জন্য সদায় খাট,
লাখি খাও আর মাথা কোট, যেমন ধান ভঁজনা টেকি।।
- মিল - মন তোর গলায় দিয়ে মায়াবড়ি বাঁধিয়ে সন্ধানে,
তোরে দশ জনে দশ দিকে টানে, প্রাণে মানে কিসে।
- ধূয়া - আমার মনরে ভাই, চল সকালে যাই দেশে।।
- ডাইনা - যৌবন কালে হয়ে মত্ত, কয়দিন খাটলি হ'য়ে ব্রহ্মদৈত্য,
পর এসে তোর হত রে আশ্রিত, :

- বলে কেউ বা কর্তা, কেউ বা রসরাজ,
রসের আসে রসে তোকে ডুবায়ে দিত :
এখন স্বার্থ নাই তোর হস্তে, ফল দেখে তার হস্তে হস্তে,
ভাইরে বুড়া বলদ কোন গৃহস্থে, কয় দিন ভালবাসে।
- খাদ - দুর্গা নামে হয় অরুচি অশুচি বাতাসে।।
- ফুকার - কয় দিন সাধু সঙ্গে প্রসঙ্গে, গেলি সাধু সমাজে, রসে রলিনা মজেঃ
চিন্দি না সেই চিন্ময়ীরে, চিনির বলদ চিনিস কিরে,
চিনির বোঝা বয়ে ফিরে, চিনির আশ্রয়ন কি বুঝে।।
- মিল - সদা পরের বোঝা বয়ে ফিরিস, কেউ নাই তোর আপন,
পরার্থীনতায় চিরদিন যাপন, আপন কর্মসোযে।।
- অন্তরা - এবার ভবের ব্যাপার সারা, তারা তারা বলে দেশে চল।
ও তোর মন রেখে তার অরুণ চরণে, নাম কর তার পথের সম্বল।।
পূর্ণ হবে অজপার জপ, বায়ু পিত্ত কফ হবে সমানে প্রবল।
কে নিবে তোরে তুলসীতলে, কে দিবে মুখে জাহ্নবীর জল।।
- পরচিতান - ও তুই কি করতে কি করলি রে মন, একটু করলি না বিচার।
- পাড়ন - ও তোর যেমনি কর্ম তেমনি পেলি ফল,
এখন বল দেখি দোষ দিবি আর কার।।
- ফুকার - মন, তোর গলাতে কলসী বেঁধে, কাঁপ দিলি সাগর দেখে, কিসে প্রাণ থাকে :
সুখের আশায় ভবে এলি, দুঃখের বোঝা বয়ে গেলি,
সোহাগ করে চুমা দিলি, দুষ্ট কালসাপিনীর মুখে।।

মনঃশিক্ষার মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - আরাধনের খন তারা ধনে, মন কেনে করলি না সাধন।
- পাড়ন - ভবে এসে, মিছে মায়ার বশে, হল বৃথা কাল যাপন।।
- ফুকার - আইলি ভবে একদিন যেতে হবে, সকল পরিহরি,
ও তোর আর বেশী নাই দেবীঃ
মন রে, কোথায় রবে সুখের সম্ভা, কোথায় রবে খাট পালঙ্কের শয্যা,
কোথায় রবে তোর সোহাগিনী ভার্যা, কোথায় রবে ঘর বাড়ী।।
- মিল - কিছু নয় রে আমার, মিছে কেন কর আমার আমার,
একদিন এই দোষেতে পুত্র তোমার, মুখে আশুন দিবে।
- খুয়া - মন তোমার কি বুজি হত, ছালিতে ঢালিয়ে ঘৃত,
ভুতের মত খাটছ কলির ভবে।।
- ভাইনা - না ভজ্ঞে শ্রীদুর্গা পদ, বিফলে যায় দিন,
ও তুই অনর্থ চিন্তাতে হলি, ঐহিকার্থ পরমার্থ হীনঃ
দুঃখের বোঝা মাথায় বৈছ, কখন কাদ কখন হাস,
যারে প্রাণ দিয়ে মন ভালবাস, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
- খাদ - অবিরত বহে ঘ্রোত, তৃণের মত ভাসছ ভবার্গবে।।

- ফুকার - দারা সুত ভবে দেখে যত, জ্বী করতেছে সেবা, ছেলে চাঁদ মুখে কয় বাবাঃ
মনরে, মন যোগাতে পারবি যত দিন, নানা লোভে সবে রবে তোর অধীন,
অচল হয়ে তুই পড়বিরে যেদিন, সেদিন কাঁদবি রাত্র দিবা ॥
- মিল - কেহ ধন পেলে মন ভালবাসে, কেউ রূপে কেউ গুণে,
ভবের ভালবাসা স্বার্থের সনে, স্বার্থ বিনে কে শুধাবে ॥
- অন্তরা - মন তোর কিসের পুর, কিসের নারী, কিসের বাড়ী ঘর।
যাদের আপন বলে রয়েছে ভুলে, নিদান কালে সব হবে পর ॥
মন তোর অসাধ্য ব্যাধি হয় রে যদি, পড়ে থাক যদি দুই এক বৎসর।
ও তোর এত সাধের পাত্র যারা, বলবে মরা সকালে মর ॥
- পরচিতান - ভেবে অনিত্য, না ভেবে সত্য তবু, জ্ঞানহারা হয়েছে।
- পাড়ন - সুখের দিন, ও তোর রবে কত দিন, নিকটে দুর্দিন, সে দিন ভুলে রয়েছে ॥
- ফুকার - ঘটে এ মেহের কি পরিণতি দেখলি রে নিকটে যে মেহ ছিল স্বর্ণখাটেঃ
মন রে, কারো মেহ পোড়ে অনলে, কারো মেহ খায় কাক শৃগালে,
কারো মেহ নদী সমুদ্রের জলে, ভেসে ফিরে ঘাটে ঘাটে ॥

মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে মা, মানব জনম পেয়েছি।
- পাড়ন - কর্মক্রমে জন্মভূমে, ভ্রমে গো মা, সুখ স্বাদে গরল খেয়েছি ॥
- ফুকার - রোগে শোকে পাপে তাপে পুড়ে হলেম ছাই, ভূতের বেগার খেটে যাইঃ
আমার অস্থি চর্ম সারা করে, সব লুটে নেয় পরে পরে,
শুধু ছলার মিছে গিরে, মাগো ভিতরে কিছু নাই ॥
- মিল - রিপূর বশে ধর্ম কর্ম সকল খেয়েছি, মা তোর দয়াময়ী নাম শুনেছি,
বসে আছি সে আশায় ॥
- ধূয়া - আমায় এই ক'রো দীন দয়াময়ী মা, যেদিন হবে এ ভবের বিদায়
- ডাইনা - যে দিন আমার সে দিন ঘটে, কেহ থাকে কি না থাকে সম্বন্ধে,
আত্মীয় স্বজন, : আমার আরাধ্য মূর্তি হয়ে, মা তুমি দিও দরশনঃ
দাঁড়াও এসে কৃষ্ণরূপে, এই চরণে নয়ন সঁপে, যেন হরেকৃষ্ণ নামটি জঁপে,
নামের সনে প্রাণ যায় ॥
- খাদ - ভজন পূজন সাধন বল নাই মা, ত্রাণের কি উপায় ॥
- ফুকার - কেউ করে যাগযজ্ঞ ব্রত, কেউ তীর্থে যায়, কেউ তোর নাম গুণাগুণ গায়ঃ
আমার মন নিত্যন্ত পাঁজি, কার লেগে করলেম কারসাজি,
অসৎসঙ্গে রঙ্গরাজী, সকল ভোজের বাজীর প্রায় ॥
- মিল - আমি পঞ্চপানী হলেম্ কি করিলেম ভবে, তোমায় দীনতরিনী বলে সবে,
দীনের কর সদুপায় ॥
- অন্তরা - যদি করতে চাই তোর চরণ পূজা মাগো বাদী হয় রিপুগণে।
আমি জবা বিশ্বদল, ভাগীরথীর জল, কি গুণে দিব তোর এই চরণে ॥
সপ্তমী অষ্টমী আদি, আছে তোমার পূজার বিধি, শুনেছি আগমে পুরাণে ॥

- আমার নাই মা সে সব বিধি, সঙ্কল্প জীবনাবধি,
তোমায় বিসর্জনের বিধি, আমার ঐ দশমী দিনে ॥
- পরচিতান - ভবে ইষ্টানিষ্ট সব ভুলেছি, মা নষ্ট ইহ পরকাল ॥
- পাড়ন - পরমতত্ত্ব সেই পরমার্থ ভুলে, মাগো মা, ভবে এসে খেয়েছি কপাল ॥
- ফুকর - তসরের কাঁট আপনা জালে, আপনি হয় অটিক, তেমনি এই ভবের ফটিকঃ
সংসার ফটিকেতে অটিক থেকে, দুর্গা নাম আসে না মুখে,
দক্ষিণের পথ খোলা রেখে, দিলেম সব পথে কষ্টক ॥

নৌকার মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - এসে কর্মক্রমে কর্মভূমে, কত জন্ম লই।
- পাড়ন - পেয়ে দুর্লভ জন্ম মানুষদেহ, মাগো মা, মানুষের কর্ম হল কৈ ॥
- ফুকর - আমি শিখলেম এক কবির ব্যবসা, বারমাস নৌকাতে বাসা,
গ্রীষ্ম বর্ষা সবই একভাবে, একরূপ আর কতকাল যাবেঃ
মাগো, মেঘনা পদ্মা খলেশ্বরী, কত নদী দিলেম পাড়ি,
ভব সমুদ্রের তুফান ভারী, এখন শেষ পাড়ির কি হবে ॥
- মিল - বেয়ে কবির তরী তরীর কথা পড়েছে মনে,
কিন্তু বঞ্চিত হলেম সঞ্চিত ধনে, পদ্ম ভূতের বেগার খেটে।
- ধূয়া - পার কর পার কর তারা, কেঁদে হলেম সারা,
সারা ভব-সমুদ্রের ঘাটে ॥
- ডাইনা - দেহতরী জীর্ণ-জড়া, তাইতে অসৎকর্মের বোঝাই ভরা,
দাঁড়ি মাঝি সবই আমার বোকা, :
যত গুণের পথ কুরায়ে গিয়েছে, খাড়ির মুখে ঠেকেছে নৌকাঃ
বসন্তকে বসাও হাইলে, তার কৃপা-বাতাসের বলে,
যেন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বলে, পার হয়ে যাই এসঙ্কটে।
- খাদ - মা বিনে সন্তানের দুঃখ, মা আমি জানাই কার নিকটে ॥
- ফুকর - নৌকার কাঠ ছিল সব বাহাদুরী, ঘুচল কাঠের বাহাদুরী,
অনাচারী লোনা জলে বেয়ে,
লোনায় কাঠ দিয়েছে বেয়েঃ
মাগো, বাইন্ ছুটে উঠেছে বারি, এ বারি কিসে নিবারি,
কেমন করে ধরব পাড়ি, এমন ভগ্নতরী নিয়ে ॥
- মিল - এখন পাড়ির কথা মনে পড়ে কাঁদি অবিশ্রাম,
আবার ভান্সা মাস্তুল ছিঁড়া বাদাম,
পালতুড়ার জোর নাইকো মোটে ॥
- অন্তরা - ভবসমুদ্রের তুফান ভারী, জীর্ণ-তরী আমার,
পাড়ির বড় ভয়গো মা।
একে বেলা অবসান, দক্ষিণা তুফান, প্রাণ কাঁপে অতিশয় গো মা ॥
যত মহাজনের তরী, গেয়ে নামের সারি, পাড়ি দিল সুসময় গো মা।
আমি বহুদিন প্রবাসে, কাঁদি হা হতাসে, দেশে যেতে মন লয় গো মা ॥

- পরচিত্তান - আমি সন্ধ্যাকালে নৌকা খুলে হয়েছি অবাক।
 পাড়ন - দারুণ চেউ দেখে মা করছে আঁধি, মাগো মা তাইতে দেখি,
 ত্রিবেণীর ত্রিবাঁক।।
 ফুকার - আমি বিদেশে বাণিজ্যে এসে, বিদেশে বিদেশীর বেশে,
 এত ক্রেশে আর কতদিন রব, দুঃখ কার কাছে জানাবঃ
 মাগো, দাঁড়ায়ে সমুদ্রের কূলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে,
 পার করে দাও মায়ের ছেলে, আমি মায়ের কোলে যাব।।

স্বার্থের মালসী হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান - বালা পোগণ যৌবনের শেষে, হল বার্কক্য সঞ্চার।
 পাড়ন - মাগো, এজীবনে দেখলেম যত, সবই কেবল স্বার্থের রত,
 পরমার্থ কৈ, স্বার্থময় সংসার।।
 ফুকার - মাগো, পিতার স্বার্থ পুত্রের প্রতি, ধনোপার্জন সুখ সম্পত্তি,
 ভাইয়ের স্বার্থ ভাইয়ে রোজগার করুক, নৈলে ভিন্ন হয়ে পড়ুকঃ
 গুরু স্বার্থ বার্ষিক আদায়, শিষ্যের স্বার্থ কম দিয়ে বিদায়,
 পুরোহিতের স্বার্থ বড় ধনী যজমান মরুক।।
 মিল - কেবল স্বার্থ স্বার্থ করতে করতে সংসার সাগরে,
 যত মীনরূপে মা মানুষ মরে, স্বার্থপরের স্বার্থের জালে।
 ধূয়া - স্বার্থপর সংসারে এসে, সবে মন্ত স্বার্থের বেশে,
 স্বার্থ বিনে আর ত নাই ভুতলে।
 ডাইনা - স্বার্থপর মা যে সব ধূর্ত, তারা উদ্ধার করতে নিজের স্বার্থ, আকাশের চাঁদ
 দেখায় মর্ত্য লোকে : আবার যার দ্বারা মা স্বার্থ করে, স্বার্থ বিনে দুদিন পরে,
 তারে মারতে গর্ত করে রাখেঃ এমন ভাগ্য কবে পাব, পরমার্থ তত্ত্ব নিব,
 আমি নিঃস্বার্থ প্রেমরাজ্যে যাব, তারা তারা তারা বলে।
 খাদ - যেদিকে চাই সেদিকে মা স্বার্থের খেলা খেলে।।
 ফুকার - মাগো, জামাইয়ের স্বার্থ স্বস্তরবাড়ি, পড়ার খরচ বাবুগিরি, নারীর স্বার্থ ধনী
 স্বামী পাব, আমি সুখ সম্মানে রবঃ
 কোন সতী অনুরাগে, মরতে চায়না পতির আগে,
 সতীর স্বার্থ হুদে জাগে, এই বুড়ায় ম'লে কি খাব।।
 মিল - আবার পুত্রহীন বিধবার স্বার্থ তনয়ার উপরে,
 লব অন্ন বস্ত্র আদায় করে, মনের মত জামাই পেলে।।
 অস্ত্রা - বিনে স্বার্থসাধন, কেহ মা কখন, কথা কয়না বদন তুলে।
 মাগো, স্বার্থ না থাকিলে, কুটুম্বেরি দলে, চিনে না কভু চিনা দিলে।।
 যৎ সামান্য স্বার্থের আশে, পরে এসে আপন বলে, কর্তা নমস্কার নমস্কার, —
 আমি আপনার পিসতুত ভাইয়ের সম্বন্ধীর ছেলে।।
 পরচিত্তান - স্বার্থময় সকলি দেখি যে দিকে নয়ন ফিরাই।

- পাড়ন - এই যে ভাই মরিলে ভয়ী কান্দে, সেও একটু স্বার্থের গন্ধে,
বাবার বাড়ির আর 'নাইয়ের' আশা নাই।
- ফুকার - পিতৃ-মাতৃস্নেহ স্বার্থের উপর, বোকা ছেলের পরণ কাপড়,
তেহার পূর্বে জুটে কি না জুটে, ও তাদের আদার কি আর খাটেঃ
উকিল মুলেফ ডিপুটি ছেলে, পূজার বন্ধে আসবে বলে,
সাতদিন আগে ধান দুর্বা তুলে,
কত নারিকেলের চিড়া জিরা কাটে।।
- মিল - হরিচরণ বলে স্বার্থ বিনে কারো মন কেউ পায়না,
মাগো নিশ্চল বৃক্ষে বানর যায়না, বলে গেছে ডাক গোয়ালে।।

বার্ধক্যের মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - মহামায়া এই মানবকায়া, এসব তোর মায়ারই কৌশল।
- পাড়ন - দেহে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, আহাৰ বিহার বিলাস ঘুম,
চলছে ধুমধুম, দমবাজি কেবল।।
- ফুকার - কত সঙ করালি শঙ্করী গো সংসারে অনিয়াঃ বাল পোগল আর কৈশোরাদি
যৌবন জরা দিয়াঃ মাগো, দেহের ইঞ্জিয়াদি যত ইতি, যার যার কর্মে দিল
ইতি, যো আদমী কিনেগা হাতি, আদমী ছুট গিয়া।।
- মিল - এখন এক বিষয়ে পাগল হলেম, দেখে ঠেকে শিখে,
বৃষ বৃদ্ধ হলে সেই বৃষকে, যতন করে কোন্ কৃষকে।
- ধূয়া - ধরলো বৃদ্ধকালে রোগে, পশুর ভাব অন্তরে জাগে,
শিশুর ভাবে সাজাইয়া দে আমাকে।।
- ডাইনা - অচল হল সচল তনু, অচল উঠতে বসতে কটি জানু, মাটিতে ভর করে চলে
কার্য, : রাজ্যায় হাঁটিতে লাঠিতে করে শরীরের সাহায্যঃ ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
শুকায় জিহ্বা, কণ্ঠে কাটাই রাত্রি দিবা, বলি মাগো মা বাবাগো বাবা, দুর্গানাম
আসে না মুখে।
- খাদ - কিবা ছিলেম কিবা হলেম, মরি গো সেই মুখে।।
- ফুকার - এখন শুভ বরণ কৈল ধারণ, দাড়ি গোঁফে চূলে, : গেল পান সুপারি মুড়কি
মুড়ি, দন্তের অন্তকালেঃ মাগো, এখন একলাফে আর যাইনা লঙ্কা, কাকালি
হয়েছে বঙ্কা, শমন রাজ্যায় বাজায় ডঙ্কা, এই বুড়াকে ধরবে বলে।।
- মিল - এখন নয়নে নাই দৃষ্টিশক্তি কি দিবা শব্দী,
চিনা মানুষ চিনতে নারি, চেয়ে থাকি মুখের দিকে।।
- অন্তরা - বুড়া ত হয়েছি সব সুখ গেছে সরিয়া।
এখন অন্ধকারে চলাফেরা লোকের হাতে ধরিয়া।।
শ্বাস ঘন ঘন, আর তব পদে নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ,
মাগো, তারা তারা বলে যেন, যেতে পারি মরিয়া।।
- পরচিতান - দুইটি অকার আদি গুণনিধি, বুড়াকে ঝোঁড়া করেছে।

- পাড়ন - বড় কষ্টে যায় মা রাত্রিদিন, পরের দশা পরাধীন,
মাগো, আগের দিন বাথে খেয়েছে।।
- ফুকার - এখন সোন দিয়ে পাকা চুল বাছি সঙ্কোচে সরমে,ঃ আনলেম পাকা চুলের
পাকা কলপ সবই মনজমেঃ মাগো, বৃথা তোর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, পাকা
দাড়ি পাকা চুলে, কি হবে আর কলপ দিলে, যখন তলপ দিল যমে।।

(৮)

টাকার মালসী
হরিচরণ আচার্য

- চিতান - জীবের কর্মফল ভোগবার তরে ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম বারে বার।
- পাড়ন - ভুলে ধরম করম পরম পদার্থ, মা কেবল অনর্থ অর্থ চিন্তা সার।।
- ফুকার - কিসের ধর্ম, কিসের কর্ম, টাকা হলো কলির ব্রহ্ম, বৃথা জন্ম, যার না আছে
টাকা, : ও তার বৃথা ভবে থাক, মাগো : লোহার সিন্দুক ঢেউ টিনের ঘর,
যার আছে সে গুণের সাগর, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাসাগর, হাতে টাকা না
থাকলে হয় বোকা।।
- মিল - দেখলেম গুরু মন্ত্র নিবার আগে গুরু বরণ কিনতে লাগে টাকা,
বার্ষিক দিতে হয় টাকা, তুলে টুন টুন শব্দ মধুমাখা, মানিনীর মান রয়না।
- ধূয়া - দুর্গে, দেখলেম ভেবে, টাকা অভাবে সং স্বভাবে, সতের পরিচয় হয়না।।
- ডাইনা - সংসারে যে হয় নিধনী, ও সে হক্ না গুণী, হক্ না জ্ঞানী, কেবা করে
আদর : ও তার ভাত হলে ব্যঞ্জন হয় না, ধুতি হলে হয় না চাদর :
ধনী বন্ধুর বাড়ী গেলে, চিনে না সে চিনা দিলে,
কিছু টাকা পয়সা চাবে বলে, ডাকলে কথা কয় না।
- খাদ - ধনহীনের মা অসার জীবন, ভার কেহ তার লয়না,
- ফুকার - টাকা থাকলে ঘোর জঘন্য, সেও হয় সমাজে মান্য, ধন্য ধন্য টাকার কি
মহিমা, : টাকায় খুন করে পায় ক্ষমা : মাগো, টাকা জীবের সাকার প্রভু,
টাকা হীনের মান নাই কভু, টাকাতে রামমাণিক বাবু, হাতে টাকা না থাকলে
কয় রামা।।
- মিল - অতি গণ্ড মূর্খ ভেড়াকান্ত, সে যদি হয় লক্ষীমন্ত, সভায় বসলে পরে-
সবে তার কথাতে হয় হয় করে, বিরুদ্ধে কেউ কয়না।।
- অন্তরা - অর্থহীনের স্বার্থ কি বেঁচে, কোন আত্মীয় স্বজন যায় না কাছে।।
হলে অর্থহীন, করতে হয় কণ, যমের মত কত মহাজন কঠিন,
দিন দিন ঠেকায় পেঁচে।
কারো চক্রবৃদ্ধির দায়, বাড়ী জমি যায়, আসলে ওসুল কি এ জন্মে আছে।।
- পরচিতান - টাকা পয়সাতে সবে বাধ্য, অসাধ্য সাধ্য হয় কত।
- পাড়ন - কত উৎকৃষ্ট লোক অর্থের অভাবে মা, নীচ নিকৃষ্টের হয় গো আশ্রিত।।
- ফুকার - ধনী লোকের নারী লোকে, খেয়ে পরে মনের সুখে, কর্তার ডাকে থাকে
অনুগতা, : তিনি সতী পতিব্রতাঃ মাগো, গরীবের স্ত্রীর নাই সে স্মৃতি, পতি

করে দাস্য বৃত্তি, আশুন চাইলে আশুন মূর্তি,
আবার কথায় কথায় খায় তার মাথা।।

- মিল - টাকায় পাকা করে কাঁচা লোকে, পরের ছেলে বাবা ডাকে,
না থাকে যার যোত্র, ও তার অতি কষ্টের কন্যা পুত্র, বাবা ব'লে কয়না।

জমিদারী মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - মা তোর কর্মক্ষেত্র কি বিচিত্র, আসামাত্র দিলি কর্মভার।
- পাড়ন - এসে কর্মক্ষেত্রে কাশীতে, পড়েছি চৌরশিতে,
ভবে আসিতে আশি লক্ষবার।
- ফুকার - শুনি তুই মা রাজরাজেশ্বরী, তোর রাজ্যে রায়তগিরি করিতে এবার, : হল
বাসনা আমার : মা, দিলি চৌহদ্দী জমি এক প্রস্থ, পরিমাণ সাড়ে তিন হস্ত,
জমি যত দীর্ঘ তত প্রস্থ, আমি তার ইজারাদার।।
- ধূয়া - যোল প্রজা খ নাবাড়ী, তাহারা বিষম অনাড়ী, হল জনে জনে।
- ডাইনা - নাই কবুলিয়ৎ পাট্টা লেখা, তাইতে আইনের ঘরে পলেম ঠেকা, বোকা
পেয়ে খোকা দিয়ে মোরে, : মাগো, প্রজায় করে খাজনা বন্ধ, কিস্তি খেলাপ
করে : করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি, লাগল বিষম আড়াআড়ি, মাগো প্রজায় করে
দশ আইন জারী, আমাকে না মনিব মানে।
- খাদ - জোন্টের মহল খাস দখলে আনি কি সন্ধান।।
- ফুকার - মাগো, কি দিয়ে তোর জমা দি, খাজনা করতে তমাদি প্রজায় দল জোড়ায়, :
এখন কেবা গোল মিটায় : মা তাতে বিপক্ষে নাই প্রজার অন্ত, ওলাওঠা ছর
বসন্ত, তারা এক এক বেটা মূর্তিমন্ত, কখন প্রাণান্ত ঘটায়।।
- মিল - একশ বিশ বৎসরের ম্যাদে নিয়েছিলেম পাট্টা, নাই কবুলিয়ৎ মালটন বাট্টা,
মন চিঠা পাই সনে সনে।।
- অন্তরা - অনাদায় প্রজামহলে খাজনা আদায় নাতি।
এখন কি দিয়ে বা রক্ষা করি, শঙ্করী তোর লাটের কিস্তি।।
কাম সমুদ্রে প্রবল স্রোতে, রাজ্য গেল অধঃপাতে,
হতেছে মা দিনে রোতে ভগ্ন শিকস্তি।
আমার তালুক হল বাজেয়াপ্ত বিহনে লপ্ত পয়স্তি।।
- পরচিতান - মা তোর খাসমহলের তহশীলদার, তালুক আমার তুলেছে লাটে।
- পাড়ন - ও সে দিয়ে উৎখাতের নজির, পাঠাল সমন নাজির,
আমায় লামায়ে দিতে ঘর কেটে।।
- ফুকার - আমার এই জমির আধাআধি, হয়েছে গর আবাদি, নদনদীভরা, : তবু জমা
দিই চরা : মা আমার যেটুকু জমি ছিল বাসে, ফসল হয়না চারি চাষে, জমির
অবিদ্যা অশ্রদ্ধা ঘাসে, হয়েছে অনুর্বরা।।

দেনার মাগসী
হরিচরণ আচার্য

- চিতান - লয়ে গুরুদত্ত সত্য বস্তু বাগিজে এলাম।
- পাড়ন - আমি হারা হয়ে মূলধনে, কূল নাই নিদানে, কি দুর্দিনে দেনায় পড়িলাম।।
- ফুকার - মাগো, কত জন্মের দেনা হয়ে, এ জন্মেতে করে বিয়ে, খতের খাতক হয়ে
রই, : দেনার মতো পাতক কই? মা গো, তবু সে মহাজন হয়না
সোজা, কার শাপে কার পাপের বোঝা,
মোড়শ উপচারে দিয়ে পূজা, দেনার বোঝা বই।।
- মিল - আছে মহাজন মোর শত শত আমি কত দেনা-
ওনি চতুর্দিকে দে না দে না, হাতে নাই মোর কানাকড়ি।
- মুখ - ঘরের দেনা পরের দেনা, খেটে মলেম দেড়াদুনা,
এই দেনা কি দিয়ে শোধ করি।
- ডাইনা - মাতৃদেনা পিতৃদেনা, এ জন্মেতে শোধ হলনা, মন ভালনা তোর হল না দয়া,
আমি গদাধরের পাদপদ্মেতে পিণ্ড দেই নাই গয়া, : ইহ পরকালের দেনা, এ
দেনা মা বিষম দেনা, আছি শমনরাজার খাজনার দেনা, শীঘ্র হবে দশ আইন
জারি।
- খাদ - দিবানিশি দেনার জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মরি।।
- ফুকার - হৌক না বিদ্যাবুদ্ধে বৃহস্পতি, থাক না প্রতুৎপন্নমতি, মহৎগুণে মহাশয়, :
দেনায় সব গুণ করে ক্ষয়? মাগো, কোন ধনী বন্ধুর কাছে গেলে, সমাদর
নাই তার কপালে, টাকা কর্ত্ত চাবে বলে, ভয়ে মুখ ফিরায়ে রয়।।
- মিল - দেনায় যে পড়েছে সেই বুঝেছে দেনার কত কষ্ট,
হয়ে অভাবেতে স্বভাব নষ্ট, লোকে বলে ভট্টাচারী।।
- অন্তরা - হয়ে দেনা অতিরিক্ত, মন বড় বিরক্ত, মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
দেনার কি বিষম যাতনা, নয়কো কম যাতনা,
যম যাতনা হতে অনেক বেশী।।
দেনার চিন্তা যার অন্তরে, নামের মালা থাকলে করে,
হরে পরস্যা হরে হরে, জপ করে দিবা নিশি।
দেনায় ঘোচে ইহকাল, ঘোচে পরকাল,
সকাল বিকাল হয় সে পরপ্রত্যাশী।।
- পরচিতান - দেনায় উচ্চলোকে তুচ্ছ করে, বিধাতা বিমুখ।
- পাড়ন - দেনায় থাকেনা মানুষের ওজন, সূজন হয় কুজন, তার ভোজন শয়ন
কিছুতেই নাই সুখ।।
- ফুকার - দেনায় সিংহ হয় শৃগালের মতো, সুহৃদবন্ধু আছে যত, তার কাছে কেউ
দাঁড়ায় না, : ঘৃণায় নামটি কেউ লয়না? দেনায় জন্ম দেখলে অনেক লোকে,
শ্যামবাবুকে শ্যামা ডাকে, প্রাণপ্রিয়সী হাস্যমুখে, দুটো মিষ্টি কথা কয়না।।
- মিল - হরিচরণ বলে দেনা হয়ে কিসের বিয়া শ্রাদ্ধ,
যদি লিখতে হয় ইয়াদিকীর্দ, গলে পড়ে ফাঁসির দড়ি।।

বিবাহের মালসী
হরিচরণ আচার্য

- চিতান - ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডেতে স্বকর্মেতে জন্ম বারেবার ॥
- পাড়ন - বাল্য পোগণ কৈশোরের শেষ, যৌবনে করলে প্রবেশ,
শুভ বিবাহের আছে ব্যবহার ।
- ফুকার - দেখলেম কারো বিয়ায় নাগরালী, কারো বিয়ায় তহবিল খালি, কেহ করে
বিয়ে,ঃ থাকে ঋণে বদ্ধ হয়ে :ঃ কারো বিয়ায় নরসমাজে, অনন্ত নরকে মজে,
হজুরেতে মজুর সাজে, নিজের গাঁইটের টাকা দিয়ে ॥
- মিল - কিন্তু আমার বিয়ার অধিবাস ত হয়ে গেছে সুখে,
আমায় সকালে দেউক বন্ধুলোকে, বিয়ের দ্বান করাইয়ে ।
- ধূয়া - আমার মন রে ভাই, আমি করব সাধের বিয়ে ॥
- ডাইনা - বিয়ের কন্যা মৃত্যুকন্যা, পাত্রী রূপ লাভণ্যে অতি ধন্যা, দৃষ্টিমাত্র প্রাণ
কাড়িয়ে লয় :ঃ আমার স্বপ্নরবাড়ী স্বপ্নানপুরী, বাবুগিরির আসতেছে সময়ঃ
লগ্নকর্তা পদ্মযোনি, পুরোহিত তার অগ্রদানী, দিবে তপ্তপিণ্ড ক্ষীরভোজনী,
হরিধ্বনি দিয়ে ।
- খাদ - বহুদিন এই বিয়ের আশায় আমি আছি চেয়ে ।
- ফুকার - আমার স্বজাতি বেহারা যত, গামছা প'রে সময় মত, নিবে কাঁধে তুলে :ঃ
চলন দিবে নদীর কূলেঃ ঢোল কঁাসী নাই এই উৎসবে, খোল করতাল বাদ্য
হবে, বিয়ের গীত সকলে গাবে, মুখে হরিবোল হরিবোল বলে ॥
- মিল - যত ভূতপিশাচ সব লাঠিয়াল হবে, লাঠি খেলায় সাজবে - যত প্রতিনিীরা
খেঁমটা নাচবে, সুখের মজলিস পেয়ে ॥
- অস্তরা - নূতন বস্ত্র পরে করব বিয়ার বাবুগিরি ।
পাশাখেলার জন্য দিবে অষ্ট কড়া কড়ি ॥
বিয়ের ঘট বসাতে হবে, মাটির কলসী সঙ্গে যাবে, -
মুখচন্দ্রিকায় উঠাবে, সবে মিলে ক'রে ধরাধরি ।
তখন বাজীর কিল্লায় আগুন দিবে, সবে ব'লে হরি হরি ॥
- পরচিতান - যেদিন বিয়ের সুযাত্রা করি, স্বপ্নরবাড়ী করিব গমন ।
- পাড়ন - এই বাড়ীতে যারা যারা বাড়ীঘর সব দিবে ঝাড়া, গোবরছড়া এই
মঙ্গলাচরণ ॥
- ফুকার - বিয়ের আয়োজন হবে যথেষ্ট, আশ্রকান্ট চন্দনকান্ট, তিল তুলসী হাতে, :ঃ
চলবে বরযাত্রী সব সাথে :ঃ কেউ ধরবে না আমার ক্রটি, কাঁচা বাঁশ আর
ছেঁড়া চাটি, ছেঁড়া বালিশ ছেঁড়া পাটি, যাবে বরশয্যার জন্যেতে ॥
- মিল - আমার বিয়ার পরে বাড়ীর খরচ মহেশে চালাবে,
শ্রীমা আদর করে কোলে নিবে, ধান্য দুর্বা দিয়ে ॥

সংসার নাটক মালসী
হরিচরণ আচার্য

- চিতান - দেখলেম এ সংসার নাট্যশালায়, নানারূপ নাটকের অভিনয় ।
- পাড়ন - প্রথম গর্তাঙ্ক, আর যত সব অঙ্ক মা, অঙ্কে অঙ্কে সব অসংখ্য ভাব উদয় ॥

- ফুকার** - প্রথম গর্ভাঙ্কের পর যে অঙ্ক, জয়ঢাক ঢোল কাঁসী শব্দ, কোন সিনে বাজে মনের মতন : কত কত হলুধনী, কত কত জয় ধনি, ধনীর আলায় হয় ঠিক যেন আনন্দ নিকেতন :
- কোন সিন্ যায় কত গৌরবে, কোন সিন্ যায় মহা রৌরবে,
অভিজ্ঞ বই জানেনা ভবে, কোন অভিনয়ের কখন হবে যবনিকা পতন ।।
- মিল** - দেখলেম কত সিনে কত জনের আত্মীয়গণ ছিল,
যখন সিন্ ফুরাইল, দূর হয়ে গেল, পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা ।
- মুখ** - সংসার নাটকের কি রস, মাগো বীররস করুণরস হাস্যরস রুদ্ররস,
একেক রসের বশ, একেক রসের একেক অভিনেতা ।।
- ডাইনা** - কেহ আসে রাজার সাজে, তখন তাহার পূজার ডঙ্কা বাজে, মনে বোঝে
আমি লঙ্কাপতি : তখন কেউ নমস্কার কেউ প্রণাম, কেহ জানায় জনাবে
সেলাম, তারই গোলাম তাঁবেদার হয় যত ইতি : ধরা কম্প যার শাসনে,
আবার দেখি আর এক সিনে, মাগো জলন্ত চিতার আগুনে, বাঁশের বাড়িতে
তার ভাঙ্গে মাথা ।
- খাদ** - তোমারই এই নাটকের দল তুমিই দলের নেতা ।।
- ফুকার** - কেহ বৃদ্ধি করতে নিজের তেজ, হাপ্পাস্ট পরে ঢেকে লেজ, কত বানর
সাজে নরাকৃতি : কেহ নব রসের সেজে রসিক, বঙ্কালের হয়ে মুখিক, পৃষ্ঠ
হতে ফেলে দিল গণপতি : কেউ নিজে সুবোধ বলিয়ে, মদ খেতেছে দুধ
ফেলিয়ে, প্রতিষ্ঠার হোমেতে আগুন জ্বালিয়ে, সর্বস্ব ঢালিয়ে দিতেছে
পূর্ণাহুতি ।।
- মিল** - দেখলেম কোন সিনে কারো কথা কেহ ত শোনেনা,
আবার কোন সিনে কেহ মানেনা, কোন মান্যমানের কথা ।।
- অস্ত্রা** - দেখলেম কুলীন সব ভদ্রলোকের, মেয়ের বিয়ের নাটকের, কতখানে
কতকিছু হতেছে। গরীব ভদ্রলোকের কত মেয়ে, বসনে কেরোসিন দিয়ে,
পুড়ে মরে বিয়ের সাধ মিটায়েছে ।। তবু কুপ্রথা থামেনা, জামাইবাবু দাম
কমেনা, সর্বদা অভিনয় হইতেছে। কত একছর লেকচার শুনিয়ে, লাউডার
একসেলেষ্ট কয়ে, ক্র্যাপ দিয়ে কবুতর উড়ায়েছে ।।
- পরচিতান** - দেখলেম কত সিন, নূতন প্রাচীন, একে সিনের একে অভিনয় ।
- পাড়ন** - শুধু পরিবর্তন নূতন নূতন দেখি মা, মাগো সকলের সমান রুচি নয় ।
- ফুকার** - দেখলেম এই নাটকের প্রাচীন সিন, সতী নারী কোন দিন, পতির চিতায়
পুড়ে মরে শান্তি পায় : তারপর হয় সতীদাহ, ধরে বেঞ্চে অহরহ, তাহা
উঠাইল রাজা রামমোহন রায় : নেতারা সব বিপক্ষ হয়ে, নিষেধ করে
বিধবার বিয়ে, আশি বৎসরের বুড়া কর্তা হয়ে, কালিকা পূজিয়ে বাগিকা
বিয়ে কর্তে যায় ।।
- মিল** - এখন নাটকের সব নূতন যাত্রা, নাই পুরাতন যাত্রা,
আর কি শুনব না পুরাতন যাত্রা, রামলীলা শ্যামলীলার কথা ।।

জলপ্রাবনের মালসী।

হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান - তোমার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি স্থিতি মা, কেন সৃষ্টির প্রতি কোপ।
- পাড়ন - তোমার জগদ্ধাত্রী নামের ফল কি মাগো, করলে এই কলিতে লোপ।।
- ফুকার - এবার ভীষণ দৃশ্য গ্রীষ্মকালে, সৃষ্টি গেল বৃষ্টির জলে,
 শ্রীহট্ট আসাম : তুমি জীবের প্রতি বাম :
 উত্তরে নাই শস্যের বংশ, তার পরে দক্ষিণে ধ্বংস,
 নোয়াখালির কিয়দংশ, শেষে নিলি চট্টগ্রাম।।
- মিল - আবার পশ্চিমবঙ্গে এ কি রঙ্গ রঙ্গরঙ্গিনী,
 লোকের ধনে প্রাণে স্থানের হানি, গুনি পত্রিকায়।
- ধূয়া - বণ্ড প্রলয় গো, মা ভীষণ কাণ্ড এ ধরায়।।
- ডাইনা - কোপ দৃষ্টিতে পাতলি বুঝি সৃষ্টি নাশের কাদ,
 লোকের বিপদ ঘটল, ভেসে ছুটলো দামোদরের বাঁধ :
 কি ভয়ানক জলপ্রবাহ, এমন আর দেখে নাই কেহ,
 কত শত শত মৃতদেহ, জলে ভেসে যায়।
- খাদ - শ্রাবণ মাসে প্রাবন এসে একি নিরুপায়।।
- ফুকার - যখন ঘর বাড়ি সব ডুবলো জলে, মানুষ উঠলো চালে চালে,
 হায় একি নিদান : কেহ বুকে নিল স্থানঃ সব ভেসে যায় শ্রোতের জলে,
 কেবা করে ধরে তোলে, পত্নী ধরে পতির গলে, জলে ডুবে হারায় প্রাণ।।
- মিল - কারো কারো স্ত্রীপুত্র সব, কোথায় গেল কেবা তালাসে,
 কারো নাই ঠিকানা নিরুদ্দেশে, ভেসে যায় কোথায়।।
- অন্তরা - বিপদের সংসাহায্য মহৎ কার্য্য, করছে স্বেচ্ছাসেবক দলে।
 করল পরোপকার পরম পুণ্য, ধন্য রে স্বুলের ছেলে।।
 কেহ শক্তি অনুসারে, প্রাণপণেতে চেষ্টা করে,
 যারে পারে তারে ধরে, নৌকাতে তোলে।
 কেহ পরের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়ে, ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যজেছে জলে।।
- পরচিত্তান - ব্যাপার ক্ষুদ্র নয় রুদ্ধজায়া গো, রুদ্ধ বিংশতির এই ফল।
- পাড়ন - হাওড়া বর্ধমানের দুঃখ ভয়ঙ্কর, উঠলো বুকের উপর জল।।
- ফুকার - যারা এই বন্যাতে বাঁচলো প্রাণে, তারা এখন ঘোর নিদানে,
 দাঁড়াবার স্থান নাই : কারো নাইক বন্ধু ডাইঃ
 শস্যক্ষেত্রের নাইক চিহ্ন, ঘর বাড়ী নাই অন্ন শূন্য,
 শয্যা নাই শয়নের জন্য, লোকের কর্দমেতে ঠাই।।
- মিল - কিছু রক্ষা আছে এই বিপদে পেয়ে ওসব বার্তা,
 যদি গভর্ণমেন্ট বড় কর্তা, দেশের দিকে চায়।।

মুর্তিফের মালসী

- চিত্তান - তারা। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আদি তোমার কটাক্ষে।
- পাড়ন - এই যে পূর্ববঙ্গের পূর্ব অংশ, মাগো মা ধ্বংস হল মুর্তিফে।।

- ফুকার - লাগল ইংরাজ আর জার্মানীর যুদ্ধ, সমুদ্রের পথ তাইতে রুদ্ধ,
বন্ধ হল ভারতের বাণিজ্যঃ ধনী মহাজন অধৈর্য্য, মা গো মা,
সে কাল যুদ্ধের প্রলয় বাতাস, সব দেশের লোক হল হতাশ,
পূর্ববঙ্গের যে সর্বনাশ, শুনে কার প্রাণে হয় সহ্য ॥
- মিল - ও সেই ময়মনসিংহের পূর্ব সীমা ঢাকার পূর্ব ভাগে,
মানুষ খেতেছে দুর্ভিক্ষ বাঘে, উপায় কিবা বল ॥
- ধূয়া - শ্রীহট্টের শ্রী নাই মা কালী, ত্রিপুরা আর নোয়াখালী, অধঃপাতে গেল ॥
- ডাইনা - অনেকের নাই অন্ন বস্ত্র, অনেক লোকের বুকে দুঃখের অস্ত্র,
করতে নারে পিতামাতার সেবা :
কারও ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় দম্ব, বাবাকে কয় খেতে দাও বাবা :
এই দুঃখ দূর করবে বলে, ফাঁস দিয়ে কেউ বুকে ঝুলে,
আবার কেউ পড়ে রেলগাড়ীর তলে, মানবলীলা সাস কৈল ।
- খাদ - অন্ন বিনে অন্নপূর্ণা দেশ গেল গেল ॥
- ফুকার - শুনলেম ব্রাহ্মণবাইড়া নবীনগর, কসবা হোমনা মুরাদনগর,
এসব ধানায় কষ্ট নানারূপে : দুষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রকোপেঃ
মাগো, এ দুর্ভিক্ষে দুঃখ হর, দেশের দশা চক্ষে হের,
রক্ষাকালী রক্ষা কর, তোমার অন্নপূর্ণা রূপে ॥
- মিল - মা তুই নানা দেশে নানা রূপা, বঙ্গদেশে কালী,
মা তুই মা হয়ে সব সন্তান বাইলি, এ দুঃখ অন্তরে র'ল ॥
- অন্তরা - অন্নপূর্ণা নামটি নিলে অন্ন মিলে, শিবের লেখা দেখা যায় গো মা ।
তুমি অন্নদারূপিনী হয়েছ কোপিনী, জীবের কি হবে উপায় গো মা ॥
এবার দূরন্ত দুর্ভিক্ষে দেখেছি স্বচক্ষে, দুঃখে বন্ধ ফেটে যায় গো মা ।
থেকে দুই তিন দিন উপবাস, ছেলের মুখের গ্রাস,
মায় কেড়ে নিয়ে যায় গো মা ॥
- পরচিতান - তুমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী করলে তৃণহীন ॥
- পাড়ন - লোকের অন্ন বিনে অন্নপূর্ণা মাগো মা, দিনে দিনে তনু ক্ষীণ ॥
- ফুকার - হল শস্যশূন্য বসুন্ধরা, সব জিনিসের মূল্য চড়া, ত্বরায় তারা তার এ সঙ্কটে :
তোমার কৃপায় কি না ঘটে, মাগো,
ভিক্ষা হল সবার শিক্ষা, ভিক্ষকের কি মিলে ভিক্ষা,
সর্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা, কৈল নয় টাকা মন পাটে ॥
- মিল - যা হউক অন্য লোকের অন্য উপায় কষ্টে সৃষ্টে চলে,
হরিচরণ বলে কবির দলে, ব্যবসার কি উপায় বল ॥

ভবানী বিখ্যাত দুর্ভিক্ষের মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - তারা, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী, আগম নিগম তত্ত্বে কয় ।
- পাড়ন - জীবের পক্ষে তুই বিপক্ষে, মরি দুঃখে গো মা - হল দুর্ভিক্ষে প্রলয় ॥
- ফুকার - এইবার বরিশাল ফরিদপুর ঢাকা, ময়মনসিং ত্রিপুরা,

- হল জীবের দুঃখ, ঘোর দুর্ভিক্ষ, সমস্ত দেশ জোড়া।
মাগো, নাই চাউল নাই টাকাকড়ি, বাজারে নাই মাছ তরকারী,
মুগ মটর আর বুট খেসারী, সমস্ত জিনিস চড়া।।
- মিল - শুনি অন্নপূর্ণা নামটি নিলে, জীব অন্ন পায়,-
কেন সে নাম নিয়ে এ অনুপায়, কষ্ট পাই কপালের ফলে।
- মুখ - অন্নপূর্ণা গো মা, কেন অন্নপূর্ণা নামের ফল মা, ফলে না কলিকালে।।
- ডাইনা - মা হয়ে বিমাতার মত দিবে কত দুঃখ,
সদা হা অন্ন হা অন্ন বলে, ক্ষুধার জ্বালায় কাদছে দেশের লোক।
অশেষ দুঃখ এ দুর্ভিক্ষে, ভিক্ষকের মিলে না ভিক্ষে,
হল সর্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা, রেশমের আতপ চাউলে।
- খাদ - আউশ ধান্যের আশা ছিল সেও নিল জলে।।
- ফুকার - এবার দেশে দিল দুঃখ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী,
কারো দিনেতে এক সন্ধ্যা ঘটে, কেহ উপবাসী।
কেহ ক্ষুধাতুর সন্তানের বদন, দেখে দুঃখে করে রোদন,
ভবের মায়া করে ছেদন, গলেতে দিয়েছে ফাঁসী।।
- মিল - কেহ দু দিন পরে অন্ন রেঁধে কার্ঘ্যে যায় বাহিরে,-
কেহ সেই অন্ন খায় চুরি করে, মারতে আসে ধরতে গেলে।।
- অন্তরা - মরি দুঃখে এ দুর্ভিক্ষে সব হল মাটি।
যার যা ছিল সকল গেল, কেহ বাচ্চা দিয়ে খেল, কলস ঘটিবাটি।।
কেহ কেহ হাটে হাটে, উদরের দায়ে চাউল লুটে, হয় ফাটাফাটি।
দীন দৈন্য ক্ষুধায় কিয়, কেহ একবেলা খায় অন্ন, এক বেলা রুটি।।
- পরচিতান - আবার জীবের কিবা অদৃষ্টের ফের, দুঃখের সের চারি পাঁচ আনা।
- পাড়ন - গাভীগণে তৃণ বিনে, দিনে দিনে গো মা - অতি হয়েছে ক্ষীণা।।
- ফুকার - কেহ যুদ্ধে মরে রোগে মরে, সংসারের এই প্রথা ;
মাগো অন্ন বিনে প্রাণে মরে কেমন দুঃখের কথা।
আছ অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরে, কাশীধরী কাশীপুরে,
সেই কাশীনাথ ভিক্ষা করে, (তবে) পুত্রের প্রতি কি মমতা।।
- মিল - হরিচরণ বলে কবির মলে লাভের আশা তফাৎ,
মাগো বিশ জনের দুই বেলা ভাত, কিসে যোগাই এই আকালে।।

যুদ্ধের মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - তারা, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী শিবের তল্লতে শুনি।
- পাড়ন - এবার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নাই তোমার, উঠলো ভারতে হাহাকার ধ্বনি।।
- ফুকার - হল ইউরোপে প্রলয় হিংস্র, চল্লিশ অক্ষৌহিণী সৈন্য,
যুদ্ধের জন্য জীবন দিতে বাধ্য : তাতে সমুদ্রের পথ রুদ্ধ।
তাইতে জার্মানী আর সার্বিয়ারে, অকালে সৃষ্টি সহোরে,
রাম-রাবণের যুদ্ধের পয়ে, হয় নাই এমন যুদ্ধ।।

- মিল - কোথায় রণের অনল হল প্রবল, নিদেশ ইউরোপে,
এবার ভারতবর্ষ ভয়ে কাঁপে, সেই রণ উপলক্ষে।
- মুখ - রণরঙ্গিনী জয় দে ইরোজ পক্ষে।।
- ডাইনা - আমরা সব ভারতের প্রজা সরল সোজা লোক,
তুনি দুর্বলস্যা বলং রাজা, চাণকের এই শ্লোক :
হউক যুদ্ধ সমুদ্রের পারে, শক্তি দিয়ে ইরোজেরে,
তুমি রক্ষাকালী মূর্তি ধরে, ভারত কর রক্ষে।
- বাদ - দেশ গেল দেশ গেল সবে বলতেছে একবাক্যে।
- ফুকার - তুনি জলযুদ্ধ হয় স্টীমারে, স্থলযুদ্ধ হয় সমুদ্রের পারে,
ব্যোমযানে রণ শূন্যেতে থেকে এমন রণ দেখছে কে।
হল নরশক্তি রণাসক্ত, রক্ষে ধরা অভিবিক্ত,
এবার ইচ্ছামত নরের রক্ত, বাউক ভূমণ্ডী কাকে।।
- মিল - আগে রামায়ণ মহাভারতে রণের কথা শুনি,-
এবার ব্যোমযানে ইরোজ জার্মানী, সেখান প্রত্যক্ষে।।
- অন্তরা - হল না ভাদ্র মাসে পাটের আদর, বিলাতে রপ্তানী বন্ধ।
এই যে পুণ্যা করে শূন্য করে, জমিদার বসেছে অদ্য।।
গেল এই মুসুমের আশা, ধনীর হাতে একটা পয়সা,
অদ্যাপি নাই বিফুর্ণমোহদ্য।
এবার হাটে ঘাটে শুনি পাট পাট পাট - আর শুনি কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ।।
- পরচিতান - সর্বমঙ্গলা এ কি অমঙ্গল, কিছু পারি না জানতে।
- পাড়ন - কেবল বিষাদ বুদ্ধি ঘুচল বুদ্ধিবল, এ কি ধুমকেতুর ফল
দুই বৎসর অস্তে।।
- ফুকার - র'ল পাট বন্ধ গৃহস্থের বাড়ি, নাই ধান চাউল টাকাকড়ি,
বাড়ি বাড়ি হাহাকার ধ্বনি খাদ্য কি দিয়ে মা কিনি।
অনধিকার চর্চায় থেকে, যুদ্ধের কথা সবার মুখে,
এবার ঘুমালে লোক স্বপ্ন দেখে, বিলাত আর জার্মানী।।

জয়দেবপুর (ভাওয়াল) কুমারের মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারতভূমে, কালক্রমে কত লীলা হয়।
- পাড়ন - মা তোর পূর্ববঙ্গে রঙ্গস্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল,
হল অপূর্ব লীলার অভিনয়।।
- ফুকার - তুনলেম অতিপ্রিয় পুত্র তোমার, জয়দেবপুরের মধ্যম কুমার, মরেছিল
দার্জিলিং পাহাড়ে : রাজার শবদেহটি সং লোকেরা এল সংকার করে।
মাগো, হায় হায় চাঁদের বাজার আধার হল, শ্রদ্ধা শান্তি হয়ে গেল,
মরা মানুষ ফিরে এল, আবার বার বৎসর পরে।।
- মিল - দেশে রাজা প্রজা জমিদার সব কি উৎসাহে ছুটল,
এবার ভাওয়ালের আকাশে উঠল, অমাবস্যায় পূর্ণ শশী।

- মুখ - আশ্চর্য সব লোকে, এসে উদয় হল নরলোকে, পরলোক নিবাসী ॥
- ডাইনা - শ্রীমন্তে মশান মাঝে, তুমি রক্ষা করতে ভক্তরাজে,
সেজেছিলে কমলে কামিনী :
এবার সে হইতে আশ্চর্য লীলা-করগো জননী।
পূর্ণপ্রসন্ন সনাতনী, জয়দেবপুর শূন্য রাজধানী,
মাগো, তুই হয়ে গণেশ জননী, কোলে নে নবীন সম্রাসী।
- খাদ - ভবের খেলা চক্ষে দেখুক, শিশুক ভারতবাসী ॥
- ফুকর - রাজার স্বার্থের বন্ধু যারা যারা, স্বার্থসাধন করতে তারা,
রাজকুমারকে বিধ খাইয়েছিল : হায় হায় স্বশানবন্ধু হয়ে
তারা শব স্বশানে নিল।
মাগো, বিষম শিলাবৃষ্টি ঝড় বাতাসে, শব ফেলে পালাল ভ্রাসে,
নাগা বাবা ধর্মদাসে, এসে পুনর্জীবন দিল ॥
- মিল - পুনঃ জীবন পেয়ে বনে গিয়ে হয়ে ঘোর বিরাগী-
হল সঙ্গুণে মহাত্যাগী, মহাযোগী মহাকবি ॥
- অন্তরা - অনেকের মন সেহের সন্দেহের কেন্দ্র।
অঙ্গের চিহ্ন দেখে অনেকে কয়-এই সম্রাসী সেই রমেশ্বর ॥
দেখতে ও চাঁদবদনখানি, সতী লক্ষ্মীর শিরোমণি,
এলনা সে রাজার রানী, রাজার শালা সত্যেশ্বর।
আবার বর্ধমানের রাজার মত - হয় না যেন জাল প্রতাপচন্দ্র ॥
- পরচিতান - অসার মায়ায় সংসার, মায়ায় সাগর, সার মাত্র মা তোমার চরণ।
- পাড়ন - যে জন সর্প সহ করে বাস, তার প্রাণের আর কি বিশ্বাস,
সাক্ষী রাজা রমেশ্বরনারায়ণ ॥
- ফুকর - একরূপ মায়ামোহে পেয়ে দাগা, কত রাজ্যের হতভাগা,
কত রাজ্য করে দিল মাটি : কত সোনার সংসার করলি স্বশান,
তুই পাষণের বেটি।
মাগো, আমরা হয়ে জীবন্ত, ছালিতে ঢেলেছি দূত,
অন্ধকারে অবিরত, ভূতের বেগার খাটি ॥
- ফুকর - গুনলেম মুন্সেফপুরের মুকুন্দ গুণ, দিন দুপুরে হয়েছে খুন,
পাপের আশুন ছললে কি আর নিভে :
আশুবাবুর বাতব্যাধি ধর্মে কত সবে।
মাগো, এখন সম্মিলনের মহাযজ্ঞে, দেখতে পাবে যোগ্যযোগ্যে,
শালার ভাগ্যে রানীর ভাগ্যে-জানি শেষকালে কি হবে ॥

জল গ্রাবন মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - তুমি অগভীরী অগভীর অগভীর জীব কর পালন।
- ফুকর - এবার পূর্ববঙ্গের পূর্ব অঙ্গে, মাগো মা হল বিষম জলগ্রাবন।
- পাড়ন - এবার গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎকালে অবিরত বৃষ্টি, গেল সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি :

- লোকের ধর্মের সঙ্গে নাই সংসর্গ, সুখ নাইক বিন্দু বিসর্গ,
উপদ্রবের উপসর্গ, বিষম কোপ গ্রহের সৃষ্টি ॥
- মিল - গত তিন বৎসর দুর্ভিক্ষের পরে, এক বৎসর হয় সন্তা,
সেও বজ্রভাবে দূরবস্থা, বড় দুঃখের কথা ।
- খুয়া - জগদম্বে গো মা, কেন জগজ্জন্যর এ যন্ত্রণা থাকতে জগন্মাতা ।
- ডাইনা - কত দেশ যায় ভূকম্পনে, মাগো কত দেশ যায় জলদ্রাবনে, তুই কেমনে
দেখিস্ অবিরত : যেমন মৎস্যের মায়ের পুত্র শোক নাই,
তুই কিগো সেই মত,
দুঃখ পেয়ে করে আঁধি, মা মা বলে কত ডাকি, মা তুই বহু পুত্রের মা বলে
কি, নাই পুত্রের মমতা ।
- খাদ - জীবগণের মা জীবন মরণ হ'ল সমান কথা ॥
- ফুকর - এবার ধান্য আদি শস্যের আশা, গিছে জলের তলে, মানুষ ঠেকেছে অঞ্জালেঃ
আর ত রক্ষা নাই মা রক্ষাকালী, কক্ষে নিব ভিক্ষার কুলি,
সুখের আশায় জলাঞ্জলি, পৈল এক বৎসরের জলে ॥
- মিল - মা তোর মা পাখাণী, বাবা পাখাণ, তুই পাখাণীর মেয়ে,
তুই কি সেই পাখাণীর স্বভাব পেয়ে, ভুলেছিস্ মমতা ॥
- অন্তরা - আবার কোন কীচকে কচুটির নাম রেখেছে আশ্রমী পানা ।
মাগো কেহ কয় কচুরী, কেহ কয় কচুটি, আসল নামটি কেউ জানেনা ।
মাগো, বিপদের হৃদ, নদী নালা বহু, অসাধ্য সাধনে নৌকা চলে না ।
আপদ জখিল কোন বংশে, কোন দেশের কোন অংশে, রক্তবীজের বংশ,
ধ্বংস হয় না ॥
- পরচিতান - সদা যোর অনিষ্ট, বিষম কষ্ট, আমাদের অদৃষ্টের এই ফল ।
- পাড়ন - ভবে বেচে থাকা বিষম ঠেকা, মাগো মা এখন মরণই মঙ্গল ॥
- ফুকর - আবার কলকাতায় এক জ্বর এসেছে, সমর জ্বর তার আখ্যা,
কারো ঔষধ নাই শিক্ষা :
তাইতে দিবারাত্রি অবিরত, মানুষ মরে শত শত,
ভারতরক্ষা অহিনের মত, জ্বরে ধরলে নাই রক্ষা ॥
- মিল - কেন দেশে দেশে এক সমানে, এত মানুষ মরে,
একটু দেখ দেখি মা তলব করে, চিত্রগুপ্তের খাতা ॥

সমাজচিত্রের মালিনী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - দেখি দেশের দশা দশভুজা, বিষম দশা, দশম দশার প্রায় ।
- পাড়ন - দেশে ছিল বা কি, হল বা কি, মাগো মা - কত কি সাফাতে দেখা যায় ॥
- ফুকর - দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ, হয়ে কন্যাদায়প্রস্তু, কন্যার চিত্তায় মস্তিষ্কের হয়ে
ছন্নতা : দাঁড়ায় কন্যারূপে মৃত্যুকন্যা, যমরূপেতে জামাতা : গরীব ভদ্র
কন্যার বিয়ের পাত্র, তালাস করলে বি, এ, পাত্র, হাতে উঠে ভিক্ষাপাত্র,
শিক্ষা এই ত নব্য সভ্যতা ॥

- মিল - তুমি ইচ্ছাময়ী বেদে তত্ত্ব কর, তোমার ইচ্ছায় সকলি হয়,
তবে কার ইচ্ছাতে এসব হল।
- মুখ - বিধি বিমুখ প্রসবিনী, অবিধির বিধিদায়িনী—
বিয়ের বিধি কি করলে তাই বল।।
- ডাইনা - সংসারে দুঃখে দুঃখিতা, গরীব পিতামাতার গ্নেহলতা, গ্নেহলতা ছিল :
আপন বসনে কেরোসিন ঢেলে, আগুন ছেলে দুঃখাগুন নিভাইল :
পেয়ে গ্নেহলতার বার্তা, পড়েছে মরণের পরতা,
যারা সমাজ সংস্কারের কর্তা, তারা কি আজ অন্ধ হল।
- খোঁচ/খাদ - সব বিপরীত সব বিপরীত, হিতাহিত জ্ঞান সবে হারাইল।।
- ফুকার - আবার কুলীনের কুসংস্কার, কুলের পদে নমস্কার, কুলীন বরের বয়স আশি
পঁচাশি : ঘটে বিয়ের পাড়ী, স্থলের ছাত্রী, পাঁচ সাত দশটি রূপসী : বৃদ্ধ
ভবপারের পায় তরলী, নিস্তারিণী সব তরলী, বিয়ে নয় সে বৈতরণী, দুদিন
পরে প্রাপ্ত হয় কাশী।।
- মিল - আছে সমাজে মান্য গণ্য লোকসকল,
সবে বিধি বাক্য ভেবে নকল, অবিধিকে দখল করল।।
- অন্তরা - ভারতের বালবিধবা নির্বাহবা, তাদের প্রতি কেবা করে লক্ষ্য।
যাদের বৃকের ছালা যায়না বলা, কে বুঝে অবলা দুর্বলার দুঃখ।।
পুরুষের নাই ব্রহ্মচর্য, স্ত্রীর উপর নিষ্ঠুরের কার্য,
বড় বড় ভট্টাচার্য্য, বিধবা বিবাহের বিপক্ষ।
আছে দত্তা কন্যা, পুনঃ দত্তা, মহাশয় পরাশর মুনির বাক্য।।
- পরচিহ্ন - করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহের মত প্রকাশ।
- পরপাড়ন - করি বেদ পুরাণরূপ সাগর মধুন, মা গো মা—
এই বিবাহের আইন করালেন পাস।।
- ফুকার - যদি পুরুষের হয় স্ত্রীবিয়োগ, করে এ ব্যবস্থা প্রয়োগ,
বিয়োগের পর পুনঃ পূরণ হয় : দিতে বিধবা বিবাহের বিধি
স্বয়ং বিধি পরাজয় : কেহ মন্মথ হয়ে প্রমত্তা,
একাগ্রে সব ভেবে মিথ্যা, করে না ঠেকে অগত্যা,
ক্রম হত্যা মহাপাপের ভয়।।

জাতীয় অধঃপতনের মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান - ব্রহ্মময়ী তোর ব্রহ্মাণ্ডেতে জন্ম নিয়েছি।
- পাড়ন - এই যে আমেরিকা ইউরোপ, কলকারখানা নানারূপ,
সেখো অপক্লপ অবাক হয়েছি।।
- ফুকার - এসে ইংরেজ রাজার রাজত্ব, বিজ্ঞানের আধিপত্য, ভারতবাসী তার তব কি
রাখি : তারা মা গো— সদায় রেলগাড়ী আর স্টীমারে,
বেড়াই বালুগিরি করে,
উড়ে জাহাজ শূন্যে উড়ে, সেই দিকে চেয়ে থাকি।।

- মিল - মোদের ঘরের জিনিস পরে নিয়ে ডঙ্কা মারে তারা-
হায় হায় সর্বত্র হারিয়ে মোরা, মরার মত বেঁচে আছি।
- মুখ - দীন দয়াময়ী মা, এখন দেশ নিয়ে বিদেশীর হাতে,-
দিনে দিনে পরাধীন হতেছি।।
- ডাইনা - দেখেছি রামায়ণ পড়ে, আগে মেঘনাদ থেকে মেঘের আড়ে,
রথে চড়ে রণ করিত কত : এখন সব কল্পনার অতীত :
কথা ঠাকুরমায়ের গল্পের মত :
সবই পশু নাই কাণ্ডজ্ঞান, মুখে বলি বিজ্ঞান বিজ্ঞান,
যত জড় বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, হারাইয়ে অজ্ঞান হয়েছি।
- খোচ খাদ - শিল্প কি বাণিজ্য কার্য সব ভুলে গিয়েছি।।
- ফুকার - মাগো, শ্রীহট্টের চম্পকনগর, জন্মিয়ে চাঁদ সদাগর,
সাগর পারে বৃদ্ধি করত ঐশ্বর্য : তারা মাগো-
সে ত চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়ে, বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়ে,
সে যে নিশেহাতে ডঙ্কা দিয়ে, লঙ্কায় করত বাণিজ্য।।
- মিল - এখন আহার নিম্না মৈথুন ভয়ে ভারত অগ্রগণ্য,-
মাগো, হয়ে নগণ্য জঘন্য, সকলি শূন্য দেখতেছি।।
- অস্ত্রা - আবার কি মেসমেরিজম মিডিয়াম করা, আমেরিকা হতে ভারতে এল।
এসব কশীকরণ, আত্মা আনয়ন, প্রাচীনকালে এই ভারতে ছিল।।
দেখেছি রামায়ণ পড়ে, সীতার তরে লঙ্কাপুরে,
দশরথ এসে মৃত্যুর পরে, সাক্ষী দিয়েছিল।
আবার গাঙ্কারীর সব মৃত পুত্র, একত্র এনে ব্যাসে দেখাইল।।
- পরচিতান - শুধু পরমুখাপেক্ষী হয়ে ভারত পরাধীন।
- পাড়ন - মোদের পূর্ব পুরুষের স্বাস্থ্যধন, হারিয়ে হলেম নির্ধন,
অনুতাপেতে সদায় তনুক্ষীণ।।
- ফুকার - আবার পাতাল গঙ্গার তুলছে জল, বসতেছে নলকূপের কল,
আমেরিকায় কৌশল আবিষ্কার করিল : তারা মা গো মা-
অর্জুন বাণে অঘটন ঘটায়, শরশয্যায় সাথ মিটায়,
এই গঙ্গার এই জল উঠায়, ভীষ্মকে পান করাইল।।
- মিল - দেশে রামায়ণ আর মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ,
এসব ভুরি ভুরি আছে প্রমাণ, অনুমানে সব জানতেছি।।

কচুরিপানার মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী, জগদ্ধাত্রী জগৎজননী।
- পাড়ন - করলে কি কি সৃষ্টি কি উদ্দেশ্যে, ইহা প্রকাশে আমরা কি জানি।
- ফুকার - মা তোর প্রথম সৃষ্টি জলের পানা, ছেড়ে দেশের সেনাপানা,
নিজে বুইয়ে নিজের যত ক্রটি : পানা একবারে ত্যাগ করে গেছে -

- পূর্ববঙ্গের মাটিঃ মা মাগো, এখন ঝাল খাড়ি পুকুরে গাঙ্গে,
অপূর্ব তেজ ধরে অঙ্গে, রঙ্গে এলো পূর্ববঙ্গে সর্বনাশা কচুটি।
- মিল - করলে পল্লীবাসীর নদীর জল মা কালের হাতে অর্পণ,
এখন কিসের স্বান আর কিসের তর্পণ, কিসের বা বিকলমোদ্য।
- শুয়া - দেশ গেল গেল কালী, নদী নালা খালি জুলি, সকলি পাপ কচুটিতে বদ্ধ।।
- ডাইনা - পূর্ববঙ্গে পানা ছিল, ও সে পানার বংশ ধ্বংস হল, বঙ্গবাসীর শাপেঃ
দারুণ কচুটিকে করতে সংহার, পারেনা শিব সংহার কর্তার বাপেঃ
কচুটি রূপ অবিনাশী, রক্তবীজ জন্মিল আসি, ধরে করে অসি মুক্তকেশী,
সংহার কর করে যুদ্ধ।
- খাদ - এই কচুটির পচা জলে সর্পি জন্মে সদা।।
- ফুকার - মাগো, কচুটির এই কুবাভাসে, কালাঙ্ঘর এসেছে দেশে, কালগ্রাসে পড়েছে
কত প্রাণীঃ উহার জার্মান রাজ্যে জন্ম বলে লোকের মুখে তুনি-মা মা গো।
ও সেই ইংরাজ কৌশলের প্যাচে, জার্মান যুদ্ধ জয় করেছে, সেই ইংরাজ
আজ হার মেনেছে, জলে দেখে জার্মানী।
- মিল - অনেক জলাশয়ে শয়ে শয়ে কচুটির আমদানি,
কোথায় ফুটেবে কুমুদিনী, কোথায় আর ফুটিবে পদ্ম।।
- অস্তুরা - এ বাংলার নদীনালা জংলা হইল-কচুটি আসিল কি দুরন্ত।
তাতে লম্বা লম্বা রক্তার মতো, কত জৌক থাকে কে করে অস্ত।।
দক্ষিণে সুন্দরবন হতে, প্রদক্ষিণ করে বাংলাতে,
কচুটি বন উত্তরেতে আসাম পর্যন্ত ও পাপের হাওয়াতে হয় ম্যালেরিয়া,
কত লোকের হয় জীবনান্ত।।
- পরচিতান - আবার বর্ষাকালে ফর্সা মাঠে, জলের চোটে উঠে কচুটি।
- পাড়ন - করে দস্যুর মত শস্যক্ষেত্র নাশ, দেশের সর্বনাশ, সার কাম্বাকাটি।।
- ফুকার - এখন নৌকার পথ হয়েছে রুদ্ধ, হাটবাজার বাণিজ্য বদ্ধ,
বাংলা শুদ্ধ করেছিল কি পাপঃকান্দে নাবিকেরা ঘরে ঘরে, অন্তরে অনুতাপঃ
মা মাগো, নৌকা উঠলে জার্মানীর উপরে, হার মানে গাঙ্গী বদরে,
নৌকার কথা থাকুক দূরে, স্টীমারে কয় বাপরে বাপ।

দেশের অবস্থার মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - তারা সত্য রেতা ঘাপর অস্ত্রে, দুরন্ত কলিকাল প্রবেশ।
- পাড়ন - কলির সঙ্ঘাতে নাই দুঃখের সীমা, মাগো কালক্রোতে ভেসে গেল দেশ।।
- ফুকার - যারা ছিল ঢেকী হল তুল, কাটতে কাটতে সব নিশ্চুল, আর্থ জাতির স্বকার্য
ভুল কলিকাল উপস্থিতঃ
ছেড়ে যোগ তপস্যা ব্রাহ্মচার্য, ব্রাহ্মণেরাই লাহিত।
উচ্চাসনে শূন্য বসে, ব্রাহ্মণের স্থান নিম্ন দেশে,
কলির দর্প দেশে দেশে, ভেকের ভয়ে সর্প সশঙ্কিত।।

- মিল - ছিল আর্ঘ্য ঋষি যোগ তাপস যারা, আর কি কর্মক্ষেত্রে জন্মে তারা,
করবে আর্ঘ্য ধর্ম স্থাপন ॥
- ধূয়া - কালীগো কি কাল মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণ বেশে ব্রাহ্মদৈত্য,
অনেক এসে করল জন্ম গ্রহণ ॥
- ডাইনা - কৈ গেল বেদ পুরাণ তত্ত্ব, এখন কৈ গেল গায়ত্রী মন্ত্র, গাঁই গোত্র নাই মনে :
গলার যজ্ঞসূত্র মলিন হইলে ধৌত করে পবিত্র সাবানে :
ব্রাহ্মণ শূদ্রে দেখা হইলে, দুর্শ্যাম ঘটে প্রণাম কৈলে,
করে গুড মর্নিং গুড মর্নিং বলে, করে করমর্দন ।
- খাদ - গুরুগৃহে বসত করা, শতকরা মিলেনা দুই একজন ॥
- ফুকার - যা হউক অন্য জাতির উন্নতি, পড়ে পুরাণ প্রভৃতি, পুরাণ স্মৃতি জাগলো
নূতন বাতাসে : কত বছরকালের মরুভূমি, নূতন বন্যায় যায় ভেসে:
কেহ ক্ষত্রচার বৈশ্যচার ধরে, নূতন মন্ত্র প্রস্তুত করে,
দেবস্য নমস্য পড়ে, আর ত দাসস্য নাই এই দেশে ॥
- মিল - অনেক অচৈতন্য হল চৈতন্য, এবার আন্ধি ধন্য গান্ধি ধন্য,
সুধন্য নন-কোপারেশন ॥
- অন্তরা - জলরূপে নারায়ণ এসে, এতদ্দেশে এতদিনে চল হয়ে গেল ।
আবার অহিংসা পরম ধর্ম, ব্রাহ্ম রূপে দেশে অন্ন এল ॥
নিবেদিত মহা প্রসাদে, কিবা ব্রাহ্মণে কি নিষাদে,
বেদের লেখা অবিষাদে, পাওয়ার অধিকার ছিল ।
এখন স্বৈচ্ছাচারে স্নেচ্ছাচারে, উচ্চবাক্য সকল তুচ্ছ হল ॥
- পরচিতান - কেন অধর্মের প্রলয় হল ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম ।
- পাড়ন - ছিল ধর্ম দৃষ্টে কর্ম করা, মাগো মা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মর্ম ॥
- ফুকার - গুনলেম পশ্চিমে এক স্বামীজি, অনেক রোজা নমাজি,
মুসলমানকে হিন্দুধর্মে করায় দীক্ষিত :
তারা স্বামীর সঙ্গে মনোরম চলে হিন্দু ধর্মোচিত :
তারা হিন্দুর দলে হয়ে ভর্তি, গীতা বেদ করে আবৃত্তি,
আলি মামুদ চক্রবর্তী হলেন, পৈতা দিয়ে পুরোহিত ॥
- মিল - হরিচরণ বলে ভারত উদ্ধার শীঘ্র দেখা যায়, হবে দুইদিন পরে দুর্গাপূজায়,
মুর্গীর আশ্রয় হবে ঘট স্থাপন ॥

কবিদের বিচ্ছেদের মালসী

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - বড় ভয় করে ভবানী আমার, দে'খে তোমার ভাবনের খেলা ।
- পাড়ন - কেন সৃষ্টি করে ভেসে দেও, করে আন করে নেও,
এ সব না বুঝে পাই মায়া'র জ্বালা ॥
- ফুকার - ছিলেন কবির দলে রবীন্দ্রনাথ, মহেশ্বরদীর হরিশ ভট্টাচার্য্য,
গেল মহিম ভৈরব রাই, চণ্ডি ঠাকুর কানাই, ঢাকায় ছিল কবিতা পূজা, :

- ময়মনসিংহের সিংহ রামু ছিল, আর রামকানাই মৈল,
নেত্রকোণার নেত্র গেল, ভক্তকবি বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ॥
- মিল - যাঁরা চলে গেল আর না হলো তাদের স্মৃতিপূরণ,
এ সব দেখে শুনে হরিচরণ কি আশাতে রই।
- ধূয়া - দিন তো ফুরাইল মা, তবু অনেক কর্ম্ম রলো জমা, কর্ম্ম ফুরাল কই ॥
- ডাইনা - ছায়াবাজি মায়ার খেলা, দেখতে দেখতে ডুবল বেলা, ঘুচলনা কুনিশা :
মাগো, কুপুত্র হয় শত শত, কুমাতা কেউ হয়না তো,
মনে আজ এই মাত্র ভরসা :
জীবনের অন্তিম কালে, তুমি আমায় নিও কোলে,
যেন গৌর বিফুরপ্রিয়া বলে, ভবের বিদায় হই।
- খাদ - তুমি বিনে মা দুঃখের কথা কার কাছে আর কই ॥
- ফুকার - কয়টি কবির দলের ছাত্র পেলেম, অকালে সব কালে কৈল গ্রাস :
গেল প্রহলাদ আর হারিকা, বলাই দাস অম্বিকা, আর গেল বৈষ্ণবচরণ দাসঃ
রৈলেম গুরু গেল ছাত্র, রৈলেম পিতা গেল পুত্র,
পথিকে পথিকে মাত্র, পথের পরিচয়, পথে পথে সব বিনাশ ॥
- মিল - এ সব কোথায় ছিল কেন এল কোথায় গেল পরে,
একটু বুঝিয়ে দে দয়া ক'রে, মর্ম্ম বুঝে লই ॥
- অন্তরা - ভবে আমি বা কার, কেবা আমার, কার জন্যে আর করি কান্নাকাটি।
যেমন আঁধার ঘরে সাপ, সকল ঘরে সাপ,
বাপরে বাপ, ভূতের বেগার খাটি ॥
যেদিন আমি যাব চলে, দেহ দিবে ছেলে, না হয় দিবে মাটি।
সেদিন কোথায় হবে লেপ তোমক বালিশ,
কোথায় হবে পালিশ শীতল পাটী ॥
- পারচিতান - হ'ল কবির দলের প্রবীর পতন, নূতন সরকার চন্দ্রকান্ত দাস।
- পাড়ন - ছিলেন কবিত্তে গুণ সিদ্ধ, পাইকপাড়ার জগবন্ধু,
তার অভাবে কবির সর্বনাশ।
- ফুকার - আবার তরুণ তরুণ যত সরকার, অরুণ বরণ সব কবির দলে, :
গত চৈত্রে আর বৈশাখে, তারা একে একে, ডেকে ডেকে সব গেল চলেঃ
দেবেন্দ্র আর মোহনবাঁশী, তারা হলো স্বর্গবাসী, অর্জুনের ভয় হলো বেশী,
স্বপ্নে আসি মৃত পিতায় নিল কোলে ॥
- মিল - যারা অল্প কালে কল্পতরু, সরকার হ'ল বড়, এসব রক্ষাকালী রক্ষা কর,
আমি এই ভিক্ষা মেগে লই ॥

স্বৈচ্ছাচারের কবি
হরিচরণ আচার্য্য

- চিতান - হায় গ্রহ বিগুণ বিধির বক্র, দূরন্ত কালের চক্রে, সর্বদা হয় পরিবর্তন।
- পাড়ন - আবার চক্রবৎ পরিবর্তনে, শাস্ত্রে শুনতে পাই,
যেদিক পানে চাই, সব দেখি নূতন ॥

- ফুকার ১। আর নব্য শিক্ষায় দূর করেছে অসভ্য প্রাচীন ব্যবহার, সবই নূতন উপহার,
সেলামাটার আয়ু আছে, মরার ন্যায় বেঁচে আছে,
কিন্তু শুড় মর্গিৎ খুব জোর করেছে, ঘুচিয়ে প্রণাম নমস্কার ॥
- ২। গেল প্রায় ব্রাহ্মণের যোগ তপস্যা, বিলাতি যোগের সমস্যায়,
কয়জন হবিষ্যাম খায় :
তোড়ি আর আলফেট তোলা, ঘুচল রুদ্রাক্ষের মালা,
এখন টিকিরে কয় আর্কফলা, সেও নাই ব্রাহ্মণের মাথায় ॥
- ৩। দেশের সহজিয়া বৈষ্ণব যারা, বিধবার ভেক দেওয়া কর্ম,
তাদের সিঁদ্রোদর ব্রহ্ম :
অশিক্ষিত সমাজ পাইয়া, তুলসীহীন ভোগ লাগাইয়া,
আবার পৈয়াজ গুটিকি মৎস খাইয়া, তারে কয় শ্রীরূপের ধর্ম ॥
- ৪। ছিল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেশের নেতা, কলিতে সব গেল ছুরবার,
তাতে প্রবল স্বেচ্ছাচার :
নেতারা কাঁথায় মুতে, সমাজ যায় অধঃপাতে,
যদি সরিষারে পেল ভুতে, কি দিয়ে ভুত ছাড়াবে আর ॥
- ৫। যত পূর্ব পুরুষের পূজা পার্বণ, বোঝার প্রায় হৈল সকলি,
নাই আর পূর্ব প্রণালীঃ কর্তারা সভ্য হইয়া, দেখেন না একটু চাইয়া,
প্রাচীন সি বেটারা নানাকার খাইয়া, দিতেছে পূজার অঞ্জলি ॥
- ৬। হয়ে দীক্ষিত বিলাতী মন্ত্রে, লুপ্তপ্রায় দেশের সদাচার, তাতে প্রবল স্বেচ্ছাচারঃ
এদেশের কর্ম ভোগে, ধরল বিদেশী রোগে,
কেবল লাগল না দেবদেবীর ভোগে, বিস্কুট আর লেমনেড ওয়াটার ॥
- ৭। আবার ষষ্ঠাচারী সিগারেটে, এ দেশটা করল অধিকার,
নাই আর দোষ গুণের বিচার :
সিগারেট দিয়ে ধোকা, দূর কৈল দেশের স্বভা, পালায় ভেল্ কি দেখে
তামাক টিক্কা, কুমারের কল্কি অবতার ॥
- ৮। দেশের ছেলেপেলে হল নষ্ট, দিন রাত্র সিগারেট টেনে,
মাথা গরম হয় ঘ্রাণে :
বাড়ীর লোক উপোস আছে, কাপড় ও নাইকো কোঁচে,
কেহ দুই পয়সার কলা বেচে, এক পয়সার সিগারেট কিনে ॥
- ৯। আবার অশিক্ষিত লোকেরা যখন শ্রীমুখ সিগারেট লাগায়,
মুখে মেচ বাতি ছালায় :
অনেকের কর্মভোগে, বাতাসের প্রবল বেগে,
কারো নাকের আগায় আগুন লাগে, কারো বা দাড়ি পোড়া যায় ॥
- ১০। আবার ফুটবল খেলায় হাত পা ভাসে, দাঁত ভাসে কেহ বা হয় খুন,
এদেশ খেলাতে নিপুণ :
কত ব্যায় খেলার শ্রাচ্ছে, কে যাবে তার বিরুদ্ধে,
এখন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, বিচার হোক বল খেলার দোষ গুণ ॥
- অন্তরা - এসেছে বল খেলা হতেছে দু'বেলা, খেলায় মত্ত, নাই লেখা পড়া ॥

এদেশে ঐ দেশে, খেলার নিমন্ত্রণ আসে,
হাজার মানুষ এক এক মাঠ জোড়া ॥
ছজুগে মাটির দেশ, কেবল শুনি বল বল,
এ দিকে ত লেখাপড়ায় দেশ হতেছে দুর্বল :
যারা বল কিন্তে পারেনা মোটে, পয়সা নাহিক জুটে,
লাথির চোটে ফাটে জাম্বুরা ॥

পূর্ববঙ্গের বন্যা

হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান - বাংলা তের শত ছয়ত্রিশ সনে, বর্ষাতে ভরসা নিশ্চল ।
পাড়ন - হায় হায় পূর্ববঙ্গের পূর্ব ভাগে বিধি অতি প্রতিকূল ॥
ফুকার ১। হায় হায়, আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে প্রবল বেগে হইল বৃষ্টি,
হায় কোন কোপগ্রহের দৃষ্টি,
দেশ হইল শেষ কপাল ক্রমে, রক্ষা নাই আর কোন ক্রমে,
হায় হায় শ্রীহট্ট আসামে, কাছাড় চট্টগ্রামে, বন্যার জলে ডুবল সৃষ্টি ॥
২। যখন পাহাড় হ'তে জল ছুটিল, দেশ হইল জলময়, গভীর শব্দী সময়,
বলতে জল-প্রাবনের কাণ্ড, বিধি বিমুখ মুক হয় তুণ্ড,
কত গো মহিষ মেঘাদি মানুষের প্রাণদণ্ড, মরি কি খণ্ড প্রলয় ॥
৩। ভাসল ঘর দরজা লক্ষ লক্ষ, লক্ষ্য নাই কি উপায়, যখন শব্দী পোহায় :
কোথায় দেশ গ্রাম কোথায় বসতি, লক্ষ লক্ষ লোকের শাস্তি,
কত বন্য ব্যাঘ্র হস্তী, কারো রক্ষা নাস্তি, বন্যার জলে ভেসে যায় ॥
৪। হায় হায় কেহ দেখে নাই কোন কালে, ভীষণ বন্যা হয়ে গেল,
দেশের সর্বনাশ ঘটিল,
কোথায় দেশ গ্রাম কোথায় বাটী, জল নিকশের রাস্তায় ক্রটি,
হায় কত না গ্রাম বাটী, বিশ পঁচিশ ফুট মাটি, গর্ভ ক'রে জল ছুটিল ॥
৫। কেহ ঘরের ভিতর বাঁধল মাচা, মাচা গেল জলের তল,
উঠল চালের উপর জল,
ঝাঁপ দিয়ে লোক পড়ে জলে, কেহ ধরল বৃক্ষের ডালে,
হায় হায় কেহ নয় কাহার এই নিদান কালে, হরি হরি হরি বল ॥
৬। যাদের নৌকা ছিল, নৌকা চড়ে পাহাড়ে নিয়েছে ঠাই,
হিংস্র জন্তুর অভাব নাই,
তার উপরে বৃষ্টি পড়ে, আর কি মানুষ বাঁচতে পারে,
হায় হায় হরি বিনে আর এ নিদানে প'ড়ে, কেবা দিবে কার দোহাই ॥
৭। শুনলেম এ নিদানে লক্ষে চড়ে, বিপন্নদের রাখে প্রাণ, ধন্য নিদানের বিধান :
এই প্রকার প্রতি ব্যক্তিতে, বাঁচায় দুই টাকা চুক্তিতে,
ধন্য বর্মা অয়েল কোম্পানী হইতে, লক্ষ টাকা কৈল দান ॥
৮। ধন্য ত্রিপুরেশ্বর হৈলেন অগ্রসর, বিশ সহস্র দান কার্যে,
বিপদ দেখে এ রাজ্যে : ধন্য হৃদয় দয়ামাখা,

- এ কার্যোতে গেল দেখা, শুনলেম আশি হাজার টাকা,
দান করেছেন এক, শস্যাদির দান সাহায্যে ॥
- ৮। আর আসাম গভর্ণমেন্টের অসীম করুণা,
এ নিদানে প্রকাশিল, শুনে হৃদয় দ্রবিল :
নামাশ্রয় করতে হেথা, আমার ত আর নাই ক্ষমতা,
শুনলেম যত ধনী দাতার ধন্য বদান্যতা, ধনের সার্থকতা কৈল ॥
- অন্তরা - শুনলেম আসাম শ্রীহট্ট কাছাড়, হায় হায় এমন বন্যা
এ দেশেতে কেউ দেখে নাই আর ।
জীব জন্তু সব দলে দলে, ডুবে ম'ল বন্যার জলে, যে বাঁচল তার কপালে
দুর্দশা অপার : দারুণ বিধি হ'লে প্রতিবাদী কে করে উদ্ধার ॥

সি. আর. দাসের কবি
হরিচরণ আচার্য

- চিতান - হায় হায় পরাধীন ভারতের প্রতি, পরমেশ্বর নিদয় অতি,
বহুদিন স্বাধীনতা হীন ।
- পাড়ন - দেশের ভীষণ কষ্ট দূরদৃষ্ট, হতাশন বক্ষে, কে করে রক্ষে, দুঃখে মুখ মলিন ॥
- ফুকার ১। আর একে একে রোগে শোকে, ভারতের প্রিয় পুত্রগণ, মহানিদ্রায় অচেতন :
দেশের কপালের তিলক, চলে গিয়েছে তিলক,
এখন কে হবে আর চালক পালক, মুখাঙ্কুরী আশু নাই যখন ॥
- ২। ছিল ভুলোকেতে ইন্দ্রতুলা, ভূপেন্দ্র দেশ হিতকারী, হরে নিল শ্রীহরি :
সব চলেছে আশু আশু, ঘোর আঁধার নাই সুধাংশু,
এমন সোনার রাজ্য করে পাংশু, গিয়েছে আশু চৌধুরী ॥
- ৩। আর মহাশ্রাজীর মহৎগুণে, যা কিছু আশা ছিল ভাই,
পড়ল সে আশাতে ছাই,
ভোগ বিলাস হয়ে শূন্য, কে সাজবে দীন দৈন্য,
হায় হায় কে কাদবে আর দেশের জন্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই ॥
- ৪। আর এই দেশের ভাগ্যাকাশে, একটি নক্ষত্র হয় প্রকাশ,
দেখে লোকের কি উল্লাস,
সকলে আশা করে, শুভদিন আসতে পারে,
ঢাকল কাল মেঘেতে জন্মের তরে, বাঙ্গলার নক্ষত্র সি.আর.দাস ॥
- ৩। আর সবে বলে ভূমণ্ডলে, শ্রেষ্ঠ লোক মহাত্মা গান্ধী, গুণের নাইক অবশি :
চিত্তরঞ্জন তার পরে, নানাগুণ একাধারে,
দেশে দেশের যত নারী নরে, দিল দেশবন্ধু উপাধি ॥
- ৬। চিত্তরঞ্জন প্রথম করে, হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী কাম, বেশী ছিলনা সুনাম,
বোমার মামলাতে শেষে, সুকীর্তি লোকে ঘোষে,
পেল বালাস অরবিন্দ ঘোষে, পড়িল সি.আর.দাসের নাম ॥
- ৭। মহামতির ক্ষতি হলে, কোন দিন ছিলনা আপশোস, এই তো আসলে মানুষ :
বার্ডলার মামলা এক পক্ষ, সাথে টাকা ত্রিশ লক্ষ,
মোটের করিল না তাতে লক্ষ্য, নিল না এই মহাপুরুষ ॥

- ৮। ছিল তিল চার লক্ষ টাকা দামের নিজ বাড়ী ছিল শহরে, কলিকাতার উপরেঃ
দেশের মঙ্গলের তরে, দান করে অকাতরে,
করবে শুশ্রূষা লেডি ডাক্তারে, দেশী মেয়েদের কাতরে ॥
- ৯। শ্রীমতি বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধু দাসের গৃহিনী, স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিনীঃ
পতি সর্বস্ব দানে, সতী উৎসাহ মনে,
থাকে দিবা রাত্র পতির সনে, এই তো ঠিক সহধর্মিণী ॥
- ১০। দেশের তরে বরণ করে, জেলখানা আপন ইচ্ছায়, তুচ্ছ স্বদেশী মামলায়ঃ
সকলে বলে শুনি, জেলে হয় স্বাস্থ্যহানি,
হ'ল দেশের রক্তগত শনি, অশনি পড়িল মাথায় ॥
- ১১। দার্জিলিংএর শৈলশৃঙ্গে, দেশবন্ধুর জীবন পরিহার, যখন আসল সমাচার,
দেশবন্ধু পরলোকে, হাহাকার নরলোকে,
তখন দিবাভাগে দিবালোকে, সবলোকে দেখে অন্ধকার ॥
- ১২। দার্জিলিং-এ শৈলশৃঙ্গে, দেশবন্ধুর জীবন পরিহার, তারিখ দোসরা আষাঢ়ঃ
স্বদেশের সেবায় ব্রতী, আশ্রয় হল সদগতি,
অতি সমাদরে সুরপতি, খুলেছে স্বর্গের সিংহদ্বার ॥
- ১৩। আনতে শবদেহটি কলিকাতা, সকলের ইচ্ছা বলবৎ,
পেয়ে লাট সাহেবের মতঃ
অসংখ্য মানুষ জুটল, শব নিয়ে গাড়ী ছুটল,
তখন কি পরিভ্রম হয় উঠল, ইহকাল পরকালের পথ ॥
- ১৪। শবদেহটি শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিল যখন, খাড়া লক্ষ লক্ষ জনঃ
চিনা লোকের সম্মুখে, পড়িলে মুখে মুখে,
কারো বাক্য আর সরে না মুখে, চিনা লোক অচিনা যেমন ॥
- ১৫। শবদেহটির সম্মানার্থে, মহাত্মা গান্ধীর আগমন, হয়ে বিবাদে মগনঃ
অন্তোষ্ঠি ক্রিয়া হলে, স্বদেশী সবে মিলে,
রেখে কৃতজ্ঞতা চক্ষের জলে, সকলে করেছে তর্পণ ॥
- ১৬। যা হউক চিররঞ্জনের উপরে, আমাদের চিরকাল দাবী, হয়ে স্বদেশের সেবীঃ
সপুত্র পরিবারে, এ দুঃখ রক্ষার তরে,
নিজের অশান্ত প্রাণ শান্ত করে, শান্তি পাউক বাসন্তী দেবী ॥
- ১৭। এখন চিত্তরঞ্জনের প্রীত্যর্থ, দেশের হিতার্থে দেশীগণ, নিয়ে মহাত্মার শরণঃ
যে কয়দিন দেহ ধরি, কেহ যেন ভুলতে নারি,
যেন পদে পদে করতে পারি, দেশবন্ধুর পদানুসরণ ॥
- ১৮। সি.আর. দাসের পাছে পাছে, সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর মরণ,
এ সব ক্ষতির নাই পূরণ,
শেষে কি মতি হল, বিপথে পদ বাড়াল,
কিন্তু প্রথমে সে করেছিল, এই দেশে দেশী আন্দোলন ॥
- ১৯। এখন সুরেন্দ্র আর চিত্তরঞ্জন, পেয়ে সে আনন্দের সমাজ,
করে স্বর্গোত্তে বিরাজ,
দেশের সংসর্গ রসে, কি লভ্য স্বর্গে বসে,
তারা জন্ম নিয়ে আবার এসে, মিলে মিশে করুক দেশের কাজ ॥

- ২০। আর জড় রাজ্যে জন্ম নিলে, মরতে হয় কথা নয় মিছে,
মরার তারতম্য আছে,
প্রবৃত্তির ঘোর সমরে, জয়ী হয়ে ক'জন মরে,
মোদের দেশবন্ধু এই দেশে মরে, সব দেশে অমর হয়েছে।।
- অন্তরা - পুষ্পরথ করে বহন, দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণ, দেশ ভাসিছে নয়নের জলে।
দশিচী মূনি যথা, দেশবন্ধু যাবে তথা, তার অন্যথা নাই কোন কালে।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, সাজে সব দেবগণ, করিছে কুসুম বৃষ্টি,
সবে আনন্দিত মনঃ
যত সব সুরবালা, গৌণে কুসুমের মালা, দিল চিত্তরঞ্জনের গলে।।

সাম্প্রদায়িক বিবাদের কবি

হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান - একে ভারত মাতার বৃদ্ধ দশা, নাই কোন সুখের আশা,
ভরসার মুখে প'ল ছাই।
- পাড়ন - বড় কুস্কণেতে জন্মেছিলেম, মায়ের কুসন্তান, হিন্দু মুসলমান,
বেইমান এই দুই ভাই।।
- ফুকার ১। একই মায়ের কোলে দু'ভাই থেকে, ভাইয়ে তো ভাইকে করি খুন,
এই কি বুদ্ধিমানের গুণ,
চীন জাপান, ফ্রান্স রুশ, কলঙ্ক দেশে দেশে,
ওধু দেশবন্ধুর অভাবে দেশে, জ্বলছে এই বিদ্বেষের আগুন।।
- ২। ছিলেন একুশ দিবস উপবাসী, মহাশয় একতার আশায়,
জ্বলে ক্ষুধা পিপাসায়,
দেশের নয় কপাল ভাল, শেষের ফল বিফল গেল,
এখন উপবাস উপহাস হ'ল, সন্ধ্যার একাদশীর প্রায়।।
- ৩। দেশের নেতাদিগের বৃথা চেষ্টা, শেষটাতে ওধু হাহাকার,
দেশটা হতেছে ছারবার,
যে দুঃখ এদেশেতে, প্রাণ কাঁপে প্রকাশিতে,
হিন্দু মুসলমানের মেঘ রাশিতে, হয়েছে পাপগ্রহ সঞ্চার।।
- ৪। করে কলিকাতায় কলি প্রবেশ, মসজিদ আর দেব দেবীর যায় মান,
কৃতির নাইকো পরিমাণ,
দুই দলে আড়াআড়ি, মুসলমান মাড়োয়ারী,
করে দু'ভাইয়েতে মারামারি, গিয়েছে বহু লোকের প্রাণ।।
- ৫। আর পাবনার কথায় ভাবনা লাগে, শুনিতে শিহরে শরীর,
হিন্দু মুসলমান অস্থির,
এই দু'ভাই দেশের বালাই, লজ্জাহীন হুঁ হুঁ বিলাই,
মোরা পরের ঠেলায় ঘরে পালাই, বাঙ্গালী ভাই কিলানের বীর।।
- ৬। কত সতীর গেল সতীর, বাড়ী ঘর হাট বাজার লুটপাট, হ'ল শস্য শূন্য মাঠঃ
অঘটন কত ঘটে, বলিতে বন্ধ ফাটে,

- শেষে ইংরেজের বন্দুকের চোটে, সম্প্রতি মিটেছে ঝঞ্ঝাট ॥
- ৭। মোরা ভারতমাতার দু'টি ছেলে, হিন্দু মুসলমান দুইজাত,
ধর্মের মত দুটি তফাত,
যার যে ধর্মানুসারে, যেতেছি কর্ম করে,
কেন দুই ভাইয়েতে অস্ত্র ধরে, করতেছি মা'র বৃকে আঘাত ॥
- ৮। যেমন একটি পাখীর দু'টি পাখা, এই দেশে হিন্দু মুসলমান,
পাখীর দুই পাখা সমান,
এক পাখা কাটলে তবে, পাখীর কি গৌরব রবে,
শেষে উড়তে গেলে পড়তে হবে, পাখাহীন পাখীর যাবে প্রাণ ॥
- ৯। থেকে এক ঘরেতে দুই ইন্দুর এই ঘরের চাল বেড়া কাটি,
ঘরের নাই রে খাম খুঁটি : দুরন্ত তুফান ঝড়ে, যদি যায় এ ঘর পড়ে,
তখন স্বভাব দোষে দুই ইন্দুরে, কুঁড়ব কি উঠানের মাটি ॥
- ১০। দেশে হিন্দু মুসলমানের লড়াই, কি বড়াই বাড়ায়ে অন্য,
পরের দাসঘতে বন্ধ :
হিন্দুরা যত পার, ভারত ইতিহাস পড়,
এখন মুসলমানে স্মরণ কর, সেরাজের পলাশীর যুদ্ধ ॥
- অন্তরা - দেশ হল অধোগামী, জননী জন্মভূমি, ঢাকার জন্মষ্টমী হল কাল।
অসংখ্য গুণা জুটে, যারে পায় তারে কাটে,
শহর লুটে, নাই সকাল বিকাল ॥
কই গেল নন কোপারেশন, এই কি ভীষণ অত্যাচার,
হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ, ভারত শুদ্ধ হাহাকার, —
শান্তি স্থাপনের জন্য, অসংখ্য গুরু সৈন্য, রেখেছে ইংরেজ মহীপাল ॥

বাজারে জিনিসের দুর্শ্বল্যের কবি
হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান - আমার চিন্তায় চিন্তায় তালু ছোলা, বুড়া মানুষ কবিয়ালা,
ভবিষ্যৎ চিন্তা পড়েছে।
- পাড়ন - আগে দেখ্লেম কি দিন, হ'ল কি দিন, কি যে হয় দিন দিন,
হায় হায় আগের দিন বাঘে খেয়েছে।
- ফুকার ১। আগে দু'টাকা কি আড়াই টাকা, চাউলের মশ থাকত বারমাস,
দেশে লক্ষ্মী করত বাস : পড়েছে দুঃখের রেখা, দেশের মুখ বিষাদ মাখা,
হায় হায় চাউলের মশ হয় নয় দশ টাকা, দেশে কি অলক্ষীর বাতাস
- ২। এখন বুটের ডাইলের দামের চোটে, সকলের বুদ্ধি হয় হত,
ভাতে ত্রিগুণ দর ঘৃত : মুগের নাই আগের সৌরভ, তবু সম্মানের কৌরব,
আবার শ্রীমতি খেসারীর গৌরব, ব্রজের সেই কিশোরীর মত ॥
- ৩। আবার বন্ধেতে মীন ভোজনং, দেশাচার আছে দৃষ্টান্তে, তাও পাওয়া দুরন্ত :
মীনও জগেনা জলে, জেলেরা পায় না জালে,
তবু তলে তলে অনেক চলে, মীন মেঘ কি বৃষ পর্যন্ত ॥

- ৪। আর শান্ত শৈশবের মাংস খাওয়া তদ্ব্যেতে ব্যবস্থা দেখি,
বলির খুব ঠেকাঠেকি : দাম চড়া কিনবে কেটা, কার এমন বুকের পাটা,
হায় হায় কালী দুর্গায় পায় না পাঁঠা, ভক্তে আর প্রসাদ পাবে কি ॥
- ৫। এখন দুধের মূল্য সাত আট গুণ, আঙণ লেগেছে সব জায়গায়,
গরীব লোকের কি উপায়,
দুঃখ কি বলব সভায়, আফিং কি গাঁজার প্রভায়, হায় হায়
অনেক ছেলের গরীব বাবায়, ছেলের দুখ চুরি করে খায় ॥
- ৬। আগে গাছতলাতে পেঁপে থাকত, পাউপা নাম কইত দেশের লোক,
দেখে পশ্চিমাদের রোখ,
সাহেবী মানতে মানতে, শীতল গুণ জানতে জানতে,
এখন হাট বাজারে পেঁপে কিনতে, ভয়েতে দাম গুনে কেঁপে উঠে বুক ॥
- ৭। যত দরকারী তরিতরকারী, সকলি হয়েছে নিপাত, কফি পটল থাক তফাত :
কাঁচাকলা কচু বেগুন, কুমড়া, ছিমরাতে আঙুন,
এখন মূল্য দেখে ত্রিগুণ চারগুণ, ভয় করে লাউয়ে দিতে হাত ॥
- ৮। আর শিবঠাকুরের শিঙ্গার মত, বিস্মা করত 'লরবরী', তার নাম হল ভারী,
দুর্মূল্য আলু পোস্তা, পাওয়ার আর নাই ব্যবস্থা,
কেবল পৌষ মাসের পর দুরবস্থা, সস্তা হয় মূল্য তরকারী ॥
- অন্তরা - তেলের সের একেক তক্ক, জিরা গোলমরিচ লক্ক,
কিনতে গেলে আশঙ্কায় মরি।
ভাড়ালী ধোড় মোচা, তাদের দর উঠা উঠা, বন্ধে খোঁচা যে দিকে ফিরি ॥
এ হেন দুর্দিনে খরচ কেউ পারেনা কমাইতে,
চার আনা পাঁচ আনা লাগে, 'ফইচুকা' বাবুর কামাইতে, -
কাষ্ঠ নাই পূর্ব বঙ্গে, ময়লা মেখে সর্ব অঙ্গে, পাক করছে কয়লা সুন্দরী ॥

ধর্ম, দেশ ও সামাজিক দুরবস্থা বর্ণনা

হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান - বলতে ভারতবর্ষের মর্মবাণী, ব্রহ্মার পুত্র ক্ষীরোদের কুলেতে উদয়।
- পাড়ন - তোমার আজ্ঞা পেয়ে ভারতবর্ষ করেছে ভ্রমণ, গুন নারায়ণ, বলি সমুদয় ॥
- ফুকার ১। তোমার প্রিয়ভূমি ভারতবর্ষ, বিমর্ষ মসীতে মাখা, নাই সে সৌভাগ্য রেখা,
ভূকম্প বিষম বেগে, জলপ্রাবন বড় দুর্বোলে,
আবার কলেরা বসন্ত ম্রোগে, চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা ॥
- ২। দেশে বড় বড় হাতিগুলি, মরতে যে নিশ্বাস ফেলতেছে,
তাইতে শুকন হইতেছে,
শুকরের নাকের খাসে, ইন্দুর হয় দেশে দেশে,
আবার ইন্দুরগুলির খাসে খাসে, অসংখ্য উলু জন্মেছে ॥
- ৩। ভারতবর্ষের যজ্ঞের অগ্নি একবারে হয়েছে নির্গুণ, নাই যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান,
সদাচার ক্ষমা ধৃতি, স্বধর্ম ঋতি স্মৃতি, কলির পাপাঘাতে পূর্ণাঘতি,
দিতেছে ভারতের সন্তান ॥

- ৪। ব্যাস বাণ্মিকী যাজ্ঞবল্ক্য, ষাট হাজার মুনি সব গত, দুঃখ বলব আর কত,
ভারতের কপাল কুণ্ঠি, বিধির বিপরীত সৃষ্টি,
এখন মুচিরা কয় মূনির গোষ্ঠী, কলিকাল কেমন উন্নত ॥
- ৫। দেখলেম কলি হয়ে মহাবলী, সকলি করতেছে দখল, শুধু অধর্ম প্রবল,
জীবোদ্ধার মহৎ কশ্মের, নদীয়ায় গৌর জন্মে,
এমন মহাপ্রভুর নির্মল ধর্ম, চুকেছে নেড়া নেড়ীর দল ॥
- ৬। আগে যজ্ঞ হত যজ্ঞ সূত্র, সে ভাগ্য নাই আর ইদানী, কলিরাজ্যের রাজধানী,
হজুগের সুযোগ অতি, নাই কোন পুণ্য স্মৃতি,
সন্ধ্যা সদাচার নাই সদোন্নতি, দেশভরা পৈতর আমদানি ॥
- মিল - ভক্তি আগ্রহে বিগ্রহ সেবা গেছে চলে, কেবল কলেরা বসন্ত এলে,
শীতলা আর রক্ষাকালী পূজা পায় ॥
- ধূয়া - ভারত পড়েছে অশ্রুপাতের শেষ সীমায়, অসীমা কলির মহিমায় ॥
- ডাইনা - পূর্বে পুণ্য-ভূমি এই ভারতে, কিনিত দশ মণ চাউল একটাকাতে,
এখনতো দশ টাকায় এক মণ : কবি হা অন্ন হা বস্ত্র বলে, দেশবিশেষ ভ্রমণ,
দেশ পড়েছে দুর্বোলে, বিলাসিতার দুর্ভোগে,
তবু জোট করে সব মেয়ে ছাগে, সোহাগে বাঘেরে ভোট দিতে চায় ॥
- খাদ - স্বেচ্ছাচার আর স্বেচ্ছাচার প্রচার দেখা যায় ॥
- ৭। হয়ে কামিনী কাঞ্চনের অধীন, দেবালয় হতেছে ছারখার,
তীর্থে প্রেতের অধিকার, : ভক্তি ত নাইই মোটে, যা আছে তাও ছুটে,
অনেক যাত্রীকের কপালে ঘটে, ভোট দিতে ভারী অত্যাচার ॥
- ৮। তারকেশ্বর মহাতীর্থে, মহাদেব করতেছেন বিরাজ, ধরে কৃপাময়ের সাজ,
সম্পদ পেয়ে যথেষ্ট, জুটায় অনেক দুষ্ট,
করে সতীদের সতীত্ব নষ্ট, পাপিষ্ট মহাজ্ঞের এই কাজ ॥
- ৯। দেখে দেবালয়ে পিশাচত্ব, মহায়া চিত্তরঞ্জন দাশ,
পেয়ে সৎ লোকের আশ্বাস, : কি কষ্টে অহরহ, করতেছেন সত্যগ্রহ,
এবার বাবার হলে অনুগ্রহ, হবে কোপগ্রহ নাশ ॥
- ১০। হায় হায় সত্যগ্রহের উপলক্ষে, সচ্চিদানন্দ স্বামীকে, কষ্ট দেয় দুষ্ট লোকে,
প্রভুর কি দয়া ধন্য, গিয়ে অর্চনার জন্য,
বাবার শ্রীঅঙ্গে প্রহারের চিহ্ন, দেখতে পায় অনেক যাত্রীকে ॥
- মিল - এমন দেশে দেশে অনেক আছে কলির চেলা, তার নাম রটায়ে সাধুর মেলা,
ভিতরে কুলবতীর কুল মজায় ॥
- অন্তরা - লক্ষীমায়ের আশীষ নিতে, আর কারো নাই সাথ,
দেখে আর বিষাদে বাঁচিনা ॥
বিবিয়ানার হাওয়া, যোগাড় নাই যোকার দেওয়া, বার দশরায়
কেউ করে ছোঁয় না ॥
নরের আহায ধান্য ছিল, গরুর আহায দুর্বান,
কৃষকের নাই ধান্যের মান্য, আট নয় টাকা চাউলের মণ, :
অলক্ষীর আশীষ কি না, ধান বিনে পাটের দানা, দুর্বাবিনে কচুটি পানা ॥

- পারচিতান - ছিল যুগে যুগে, বিপ্লবের মানা, ব্রাহ্মণত্ব হয়ে শূন্য, বিযহীন ভূজঙ্গের মত।
- পাড়ন - তারা যাগ যজ্ঞ হোম সজ্জা আহিক দিয়ে বিসর্জন,
অধর্ম অর্জন করে সতত।।
- ১১। আবার প্রলয়কাল নিকটে বইলে অনেক সন্দেহ, বৃষ্টি বিপদ সমুহ,
শান্তি সুখ নাই আর মোটে, দেশের কি দশা ঘটে,
দেখলেম এই পৃথিবীর সন্নিকটে, মঙ্গলটা অমঙ্গল গ্রহ।।
- ১২। আবার পূর্ববঙ্গের পূর্ব দিকে অপূর্ব লীলা জয়দেবপুর, কুমার সম্যাসী ঠাকুর,
মরণটা সত্য কিনা, মূল তত্ত্ব কেউ বলেনা,
কিন্তু পাঁচ বৎসরে ঠিক হলনা, রাজা কি ভণ্ড জুয়াচোর।।
- ১৩। দেশে ছেঁচরা চোরের দল গিয়েছে, হয়েছে তাদের উন্নতি,
এখন করে ডাকাতি,
নাই তাদের লোকাপেক্ষা, ধন প্রাণ হয় না রক্ষা,
এখন দেশের করতে শান্তি রক্ষা, পুলিশের অশান্তি অতি।।
- ১৪। হায় হায় অন্নবস্ত্রের ভীষণ কষ্ট, দেশবাসীর অদৃষ্টদোষে,
মানুষ বাঁচে আর কিসে,
দেশের দুর্দশা দেখে, বাক্য সারে না মুখে,
কেবল নরম দেশটা গরম রাখে, মাস তিনেক পাটের অফিসে।।
- ১৫। বাজে হারমোনিয়াম তবলা বাঁয়া, যখন হয় খরদের কাবু,
পাট হয় রাজ পাটের প্রভু,
দিনকয়েক টি টিং টিং, বেজাচার স্নেহের বোর্ডিং,
বসায় বেশ্যাবাড়ী মদের মিটিং, যত সব ফটু টিং বাবু।।
- ১৬। আরে হাটে ঘাটে, যখন পাটের দর বেশী, চলে মদ পাঁঠা বাঁসী,
অনেক অনেক লোক নুতন তেজে, বেড়ে যায় হাতে গজে,
তখন পেত্নীরাও যত্নে সাজে, মেনকা রজ্জা উকুশী।।
- ১৭। দেশে ধানের করে মানের হানি, পাট করে মনের আনন্দে,
অন্ধারে পথ দেখায় অন্ধে,
মাস তিন চার বাড়াবাড়ি, সাত আট মাস গড়গড়ি,
দিয়ে লক্ষ্মীর মাথায় পিছার বাড়ি, অলক্ষ্মীর পায় পড়ে কান্দে।।
- অস্ত্রা - দেশ গেছে কদাচারে বেজাচারে স্নেহাচারে, সদাচার ত গিয়েছে ঘুচে।
হোট্টেলে স্টীমারে, ভুতে রাঙ্গে প্রেতে বাড়ে নেক গোবরে খায় পিশাচে।।
জুতা পায় পায়খানায় যাওয়া, শিক্ষিত সাহেবী সাজ,
ঘটির মধ্যে মাটি মাখা, অশিক্ষিত অসভ্যের কাজ, :
ব্রাহ্মণ শুধ্রে দেখা হলে, দুর্গাম ঘটে প্রণাম করলে,
এখন শুভ মর্নিং শুভ মর্নিং বলতেছে।।

সামাজিক অবস্থা বর্ণনা

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - দেশের রাজনীতি আর সমাজনীতি, ধর্মনীতি কন্মনীতি,
বহুকাল হতে প্রচলিত।

- পাড়ুন - এখন দেশ কাল পাত্র অনুসারে বিধাতা বিমুখ,
তাইতে দেশের লোক, বিশেষ বিচলিত ॥
- ১। হলে দীক্ষিত বিলাতী মস্ত্রে, শিক্ষিত সমাজের সম্পদ, কিন্তু ভিতরে গলদ,
যার ছেলে বি, এ, এম, এ, তারে ভয় করে যমে,
গরীব ভদ্রলোকের কপাল ক্রমে, কন্যাদায় ঘোর মহা বিপদ ॥
- ২। করে স্নেহলতার দেহ দাহ, জরী হল বিবাহ সংগ্রাম,
তুনি অনেক মেয়ের নাম,
একপ হয় মাঝে মাঝে, কার দুঃখ কে বা বুঝে,
তবু শিক্ষিত কুলীন সমাজে, কমে নাই জামাইবাবুর দাম ॥
- ৩। আগে সতীদাহের প্রথা ছিল, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, বিশ্বাসের সর্বনাশ,
বাঁধিয়ে হাতে গলে, পোড়াত চিতায় তুলে,
রাজা রামমোহন রায় কৃপা বলে, উঠালেন আইন করায় পাশ ॥
- ৪। ভারতের বিশ্বাস উপর, চিরদিন ভীষণ অত্যাচার, আছে সমাজে প্রচার,
পুরুষে যা তা কবে, পুরুষাকারে সারে,
যদি বিলাই যায় বিশ্বাস ঘরে, বসে যায় হাইকোর্টের বিচার ॥
- ৫। আর ভারতবর্ষ পুণ্য রাজ্যে ছিল সব আর্য্য স্ত্রী পুরুষ,
ধাক্ত ধর্মেতে সন্তোষ, : যারা সমাজের পূজা, হারাল গুণ গাভীর্ষ্য,
এখন পুরুষের নাই ব্রহ্মচর্য্য, কেবল এক বিশ্বাস কি দোষ ॥
- ৬। গেল বেল পাতা আর তুলসী পাতা, চা পাতার আদর কি অদ্ভুত,
গলে নিয়ে যজ্ঞসূত,
খাদ্যাদি সব নিবেদন, বিলাতী মস্ত্রে শোখন,
এখন ব্রহ্মচর্যের পূর্ণ সাধন, পেঁয়াজ আর 'রাতা কুক কুরুত' ॥
- ৭। আর স্নেহচারে স্নেহচারে অনাচার হতেছে সাক্ষাৎ,
সদাচারের সব ব্যাঘাত,
আফিং মদ ক্রমে বৃদ্ধি, গাঁজার নাম হল সিদ্ধি,
এখন ব্রহ্মচর্যের কস্ম সিদ্ধি, বিশ্বাস অপগর্ভপাত ॥
- ৮। করে কয় বিশ্বাস হবিষ্যাম স্বর্গীয় পতি ভেবে মূল, কে আর কাটে মাথার চুল,
বিশ্বাস বিয়া হ'লে, কি লভ্য বাধা দিলে,
বল কি লাভ হবে সন্ধ্যাকালে, দিলে পর ভান্সা হাটে ঢোল ॥
- অস্তুরা - ঘর ভরা ছেলে মেয়ে, বয়সে বুড়া হ'য়ে, বুড়ী ম'লে ছালা ভয়ঙ্কর।
ঘরে যুবতী মেয়ে আছে, বিশ্বাস হয়ে, কে বা লয় সে অভাগীর খবর ॥
পাকা চুলে কাঁচা কলপ, আলগা দস্ত্রী মুখে,
ছেলে মেয়ে নাটী নাটীন সবই আছে সম্মুখে,-
তথ্যপি মনের সুখে, হলুদ মাখায়ে মুখে,
বুড়া কর্তা সাজে বিয়ায় বর ॥

বিশ্বাস বিবাহের কবি

হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান - খেয়ে জ্ঞান সাগরে হাবিভুবি, ভারতের নূতন ছবি,
বিশ্বাস বিয়ের কবি গাই ॥

- পাড়ন - হায় হায় ভারত শ্মশান মাঝে জ্বলছেরে এবার,
বাণ্য বিধবার বন্ধু কেহ নাই।।
- ফুকার - ১। মরি হায়রে হায়, পুত্রার্থে ত্রিন্মতে ভাৰ্য্যা, পিণ্ডার্থে পুত্রের প্রয়োজন,
তাইতে বিয়ের আয়োজন,
ঘর ভরা পুত্র নাতি, তবু বিহারে কেন বালিকার হয় বৃদ্ধ পতি,
সুবিচার কর পণ্ডিতগণ।।
- ২। ঐ - যদি কও নিয়তি কর্ম, তার একটা মর্ম জানাতে চাই,
একটু বল আমার ঠাই,
হিন্দুদের জীবন থাকতে, ব্রাহ্মার মান ধরে রাখতে,
বাল বিধবার বিবাহ লিখতে, ব্রাহ্মার কি দোয়াত কলম নাই।।
- ৩। মরি হায়রে হায়, অষ্ট প্রকার হয় বিবাহ,
মনুর সংহিতাতে দেখি, আছে বেশেখালেখি, : কও শুনি আসল কথা,
দেখা যায় যথা তথা, কেবল এক প্রকার বিবাহের প্রথা,
ইহার আর সাতটা হল কি ?
- ৪। ঐ - বিধবার বিবাহ হয় না, ভট্টাচার্য্যদের বিরূপে, স্বীকার নাই কোনরূপে,
পুরুষ প্রকৃতির প্রতি, দুই প্রকার রীতি নীতি,
কেবল ব্রাহ্মণদিগের অবনতি, ভারতে বিধবার শপে।।
- ৫। ঐ - যদি বিধবার বিবাহ হইত, দূর হইত দেশের মনস্তাপ,
ঘৃণিত বিধবার বিলাপ,
পাপে কি বাপকে ছাড়ে, দেখেছি বিচার করে,
যত ভট্টাচার্য্যের উপর পড়ে, বিধবার ঝগ হত্যার পাপ।।
- ৬। ঐ - সতীর পতি আগে মৈলে, পতির হয়
পতিলোকে ঠাই, সতীধর্ম রাখা চাই, :
যে সতী আগে মরে, পুত্রাদি থাকলে ঘরে,
তবু তিনটা চারটা বিয়া করে, পুরুষের কি ব্রাহ্মচর্য্য নাই।।
- ৭। ঐ - দেশ কাল পাত্র বিচার করে, কর্ত্তে হয় ব্যবস্থার নিয়ম,
যাতে সমাজ হয় উত্তম,
পুরুষের নাই ব্রাহ্মচর্য্য, কে করে ইহা গ্রাহ্য,
দেশের নেতা ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য, দুর্ব্বলা মেয়েলোকের যম।।
- ৮। ঐ - চন্দ্র বংশের বিচার করলে, সমাজ কি হবে প্রতিকূল,
মহাভারত গ্রন্থ মূল, সমাজে প্রতিপত্তি, ব্যাসের কি কম ব্যুৎপত্তি,
করে বিধবার গর্ভে উৎপত্তি, ভারতে কুরু পাণ্ডুল।।
- ৯। ঐ - যতি ধর্ম থাকলে সতী, প্রাচীন সমাজের হয় মঙ্গল,
তাদের কিবাহের কি ফল,
অপারগ হলে পরে, তারা যাক স্বামীর ঘরে,
কেন একাদশীর অগোচরে, পুকুরে ডুব দিয়ে খায় জল।।
- অন্তরা - বিধবার বিয়ে হৈতে মুনিদের মত আছে রে।
সমাজ দেশাচার দেশাচার করে, আছাড় পড়িতেছে রে।

বুঝে নেও সব শাস্ত্রবেত্তা, আর হবে না ভুলহত্যা,
দত্তা কন্যা পুনঃ দত্তা পরাশর বলছেরে ॥
পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ ধূয়া ধরেছে রে ॥

ভারতমাতার বর্তমান অবস্থা

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - বহু প্রাচীনা এই ভারতমাতা, পরাধীনা পরাপ্রিতা, পরাধীন ত্রিশকোটি সন্তান।
- পাড়ন - ছিল হিন্দুদিগের জীবনস্বরূপ বেদ ও পুরাণ,
মুসলমানের প্রাণ, কিতাব আর কোরাণ
- ফুকার ১। মরি হায়রে হায়, হিন্দু হতে মুসলমানের প্রাণের টান ধর্মের উপরে,
ভালই দেখি সংসারে; শরীরে স্বধর্মের সাজ, বাধা নাই রোজা নমাজ,
কিন্তু এত বড় হিন্দুসমাজ, সন্ধ্যা আহ্নিক কয়জনে করে ॥
- ২। ঐ — মুসলমান হলে শিক্ষিত, ছেড়ে দেয় নমাজ আর রোজা,
শিক্ষায় হিন্দু উচ্চ শিক্ষিত, হয় না মস্ত-দীক্ষিত,
ভাবে অসভ্যতা অবিরত, সন্ধ্যা আহ্নিক দেবদেবীর পূজা ॥
- ৩। ঐ — রোজা নামাজ দেবার্চনে, হিন্দু আর মুসলমানের রোখ,
এখন নাই আর ততটুকু,
ভারতের কপাল কোষ্ঠী, বিদেশী শিক্ষার দৃষ্টি,
এখন পৃথক একটা জাতি সৃষ্টি, হয়েছে দেশের বড় লোক ॥
- ৪। ঐ — মুসলমানের বড় লোকে, টাকাতে রোজা কিন্তেছে,
প্রাচীন কুপ্রথা গিছে, হিন্দু শিক্ষিত যারা, বেদবিধির শাসন ছাড়া,
দেখি বড়লোকের চাকরেরা, পূজার অঞ্জলি দিতেছে ॥
- ৫। ঐ — অনেক হিন্দু খানা খেয়ে, হ'তে চায় মুসলমানের চল,
হিন্দুর স্বধর্ম চঞ্চল : মুরগীর ডিম মুরগী মাংসে, প্রায় হল চল অবশ্য,
কিন্তু মুসলমান করে না স্পর্শ, কাকেরের স্পর্শ করা জল ॥
- ৬। ঐ — ঘরে বিরোধ ক'রে, পরিণাম ফল কি হবে ভাই,
যদি দেশের দিকে চাই, শোন না দেশে দেশে, ভারতের দুর্নাম ঘোষে,
এস দুই ভায়েতে মিলে মিশে, এই বৎসর স্বরাজ লওয়া চাই ॥
- ৭। ঐ — দুই ভায়েতে রাত্রি দিনে, সমানে হয় ঠোকাঠুকি,
কেবল জীবনটা বাকী, ভারতের কপাল পোড়া, ভাঙল পর্বতের চূড়া,
এই যে দুই ভাই হয়েছে বোঁড়া, পায়ের দিক চেয়ে দেখ কি ?
- ৮। ঐ — দুই বিড়ালের পিঠা বন্টন, হিংসা বানরের ইতিহাস,
প্রাচীন গল্পেতে প্রকাশ, : বানরে তুল ধরিল, সমান মাপ মাপতেছিল,
ছলে বানর বেটা লিঠা খেল, দুই বিড়াল রৈল উপবাস ॥
- ৯। ঐ — হিন্দু মুসলমানের জন্য, এক বস্তু হইল অবতার, সুস্বপ্ন করিলে বিচার,
এক পঞ্চভূতের দেহ, একছাড়া নয়রে কেহ,
একই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, একবস্তু সাকার নিরাকার ॥
- অন্তরা - যার যার স্বধর্ম রাখ দেখ পরকালরে ।

ধর্ম জীবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, অধর্ম জঞ্জাল রে।।
লক্ষ্য রাখ নিজের ইষ্ট, কেন হওরে লক্ষ্য-অষ্ট,
পূর্ব পুরুষের তুমি শ্রেষ্ঠ, তিলে ভাব তাল রে,।
যেমন শুধু ছালায় মিছে গিরা ভিতরে নাই মাল রে।।

সামাজিক কথা

হরিচরণ আচার্য

- চিতান - এখন ভারতের ভারী উন্নতি, জাগিয়াছে পূর্বস্মৃতি,
ব্রাহ্মণ আর সমাজপতি নাই।
- পাড়ন - আগে স্মৃতি দেশে পাঁতি দিত ব্রাহ্মণে, এখন ব্রাহ্মণের পাঁতির নাই বড়াই।।
- ফুকার ১। উন্নতি উন্নতি করে উন্মাদ হয়েছে দেশের লোক, এই কি উন্নতির আলোক,
এই যে হিন্দু সমাজে, রায় বর্মন শর্মা সাজে,
এত নূতন নূতন পৈতর তেজে, ভারত তো জাগলনা একটুক।।
- ২। এই যে স্বরাজ স্বরাজ সবে করি, স্বরাজে নারাজ কেহ নাই,
আমরা আর কি স্বরাজ পাই,
দরবারে না পেয়ে ঠাই, ঘরের বৌ ধরে ক্লাই,
যখন মেউ করিয়ে উঠে বিলাই, হিন্দুর সব গাধার ভিতর যাই।।
- ৩। আবার কেহ বলে সংস্কৃত মন্ত্র হয় শাস্ত্রেতে দেবি, একটা ভাষা বই আর কি,
দেবার্চন করতে বলিস, ব্রাহ্মণ তার কিসের সাগিশ,
এই যে উর্দু হিন্দি বাংলা ইংলিশ, দেবতারা বুঝে না নাকি?
- ৪। আবার ব্রাহ্মণ বলতে কয়জন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ কি লেখা থাকে গায়,
সে যোগ তপস্যা কোথায়,
ব্রাহ্মণ দেবি চক্ষেতে, শাস্ত্রের দৈ চিড়া খেতে,
তখন দুই চারি জন ব্রাহ্মণের সাথে, দেবের ভোগ অপদেবতায় খায়।
- ৫। দেশের বেদ পুরাণ ব্যাকরণ স্মৃতি, আয়ুর্বেদ জ্যোতিষ প্রভৃতি,
কৈল যে ব্রাহ্মণ জাতি, : সে মান্য গিছে দূরে, স্বেচ্ছাচার স্বেচ্ছাচারে,
হায় হায় সূর্য কান্দে অন্ধকারে, ঘোর কলির কেমন উন্নতি।।
- ৬। হায় হায় অতি মলিন কুলীন ব্রাহ্মণ, দিন দিন দীন দেবি প্রত্যহ, :
উঠল ফেরাপ প্রবাহ, : অবস্থায় ভেবে দেবি, জাতিটা লোপ হবে কি,
পূর্বের যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস বাস্মীকি, আবার কি জন্মবে কেহ।।
- ৭। আবার ময়মনসিংহের শীলশর্মারা, এখন আর বলেনা নাপিত,
ধরল যজ্ঞ উপবীত, : ঘোর বিপদ ক্ষৌরী হ'য়ে, পায়ের নখ কাটতে ক'য়ে,
তারা ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের পায়ে, হাত দিতে ভাবে অনুচিত।।
- ৮। আর সাহা কৈশ্য সাহ বৈশ্য, কৈশ্য হয় সুবর্ণ বণিক, আছে শাস্ত্রে প্রামাণিক,
অবশ্য দলিল বুলে, কয় জাতি বৈশ্য হলে,
তারা দিতে পারে পৈতা গলে, এ পৈতা শাস্ত্র মতে ঠিক।।
- ৯। আর রাধাসুতারণীর বাড়ীতে কর্ণের হয় বহুদিন স্থিতি, দাত্যকর্ণ যার খ্যাতি :
সুতপুত্র সৌতি ছিল, পুরাণে প্রমাণ রইল,
কেন যজ্ঞসূত্রে বঞ্চিত রইল, এদেশের সূত্রধর জাতি।।

- ১০। এখন নমঃশূদ্রে পৈতা নিল, নমঃ শব্দটার পেয়ে জোর,
তাদের কথা কি মধুর, ব্রাহ্মণ আর নমঃশূদ্র, ঠিক যেন শ্রাবণ ভাদ্র,
কেবা এই জাতিকে বলবে ক্ষুদ্র, বরিশাল খুলনা ফরিদপুর।।
- ১১। আর বিপ্র ক্ষত্রী বৈশ্যের পৈতা, রয়েছে শাক্তমতে সৈ, আমি নিজে মূর্খ হই :
দেশের উন্নতি ভাল, সব জাতি পৈতা নিল,
এই যে শূদ্র একটা জাতি ছিল, ভারতে সেই জাতিটা কই?
অন্তরা - হিন্দু মহাসভা এবার কলিকাতায় হয়েছে রে।
বাবু প্রমথনাথ তর্করত্ন, বীরাসন পেয়েছে রে।।
সে সভায় হৈল বক্তৃতা, সব হিন্দুতে নিলে পৈতা,
সব হিন্দুর হবে একতা, কাজ কি উচ্ছে নীচে রে।
এবার ঠেকেকে ব্রাহ্মণের পৈতা, অনেক পৈতার পেঁচে রে।।

ভবানী

তারকচন্দ্র কাড়ার (যশোহর)

- চিতান - ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মবিদ্যা মাগো আদ্যা সবাকার।
পাড়ন - তুমি সারাৎসারা কালীতারা, মহাবিদ্যা অনাদ্যা বিশ্বমূলাধার।।
ফুকার - মা তোর শ্রীচরণ ধন সাধনার ধন, শত্রুভাবে ধরে চরণ দিলে মহিষাসুরে :
সাধনার ধন ভক্তিতে পায়, আমার নাই মা কোন উপায়,
ভক্তও নই শত্রুও নই, চরণ পাই মা কেমন করে।।
- মিল - যেমন পিতৃ স্বপ্ন পায় সন্তানে, থাকতে পিতা বর্তমানে, না দিলে কি পায়,
পিতা মহাকাল ধন দেবার বেলায়, কাল হয়ে রয় এককালে।
- মূর্খ - দুর্গে জীবের সর্বস্বধন ঐ শ্রীচরণ, শিবের বক্ষে দিলে।।
- ডাইনা - আমি একা ঘরে বসত করি, চোরের সঙ্গে সদাই ফিরি,
রিপু ছয় চোর সাথে, এবার সিঁদকাঠি দিব মা,—ঐ ছয় চোরের হাতে।
সিঁদ করবো অষ্ট পাশ কেটে, শিবের হৃদ গারদে উঠে,
শিবের হৃদপদ্মের ধন নিব লুটে, জয় কালী জয় কালী বলে।
- খাদ - শিবের ঘরে করবো চুরি, মা যা থাকে কপালে।।
- ফুকার - মাগো, চোরে যদি তোরে ডাকে, চুরি করতে যেতে,
যাত্রা সিঁদ্ধি তোর নামেতে। কালী মন্ত্র জপে মুখে, এবার চণ্ডীপুরে ঢুকে,
মোহ করবো মহেশ্বরকে, মা তোর সম্মোহন মন্ত্রেতে।।
- মিল - ভোলা পারবে না আর নাড়তে গাত্র,
হাতে লয়ে বিশ্বপত্র মোহিত যোগে।
বলবো কার আজ্ঞে কালীমা'র আজ্ঞে - লাগ গিয়ে শিবের বক্ষস্থলে।।

ভবানী বিষয়

মধুর দে (খুলনা)

- চিতান - জন্মে লয়ে জন্মভূমি জননী অঠরে।
পাড়ন - পরের দায় মন হয়ে মত্ত, তত্ত্বজ্ঞান ভুলেছ একেবারে।।

- ফুকার - দারাপুত্র পরিজন, কেউ ত তোমার নয় আপন, তুমি যখন ভবযাত্রা করিবেঃ
ওরে মন, ফুরাবে সংসারের আশা, কার সাধে কার ভালবাসা,
উদাসী সম্যাসীর দশা, ও মন তখন তোমার ঘটিবে ॥
- মিল - প্রতিবাসী সবাই আসি মায়াকামা কেন্দ্রে,
বেঞ্জে হাতে গলে দিবে ফেলে, কেউ হবেনা তোমার বাধ্য ॥
- মুখ - অনিত্য সংসারে এসে, ওরে অবোধ মন,
মিছে মায়ায় বন্ধ হয়ে আছ আবদ্ধ ॥
- ডাইনা - ও মন, কার ভাবনা কর বসে- যেদিন শমন দূতে বাঁধবে এসে,
কেবা কোথায় রবে, সেদিন ভাইবন্ধু দারাসুত সকলি পর হবেঃ
তোমার সঙ্গের সঙ্গী কেউ হবেনা, ডাকিলে কেউ সঙ্গে যাবেনা,
কর জ্ঞান থাকিতে সাধনা, কেবল, শ্রীদুর্গার শ্রীচরণপদ্ম ॥
- খাদ - ভবপারের পসার কেবল আছে সেই সম্পদ ॥
- ফুকার - যত কিছু উপার্জন, পরের দায়ে বিতরণ, ভেবে দেখ মন,
মিছে কাজে ঘুরলেমঃ ওরে মন নিদানের দিন যেদিন হবে,
প্রাণপার্থী পলায়ে যাবে, দেহ পিঞ্জর পড়ে রবে, মন
তার জন্যে কি করলেম ॥
- মিল - ভবের ব্যাপার এবার করে মন যা হবার তাই হলো,
যাতে আসল বজায় থাকে এখন, তাই কইর মা, যথাসাধ্য ॥
- অন্তরা - একবার দুর্গা বলে ডাক। ও মন দিন ফুরাল চেয়ে দেখ ॥
মন এদিন কি চিরদিন রবে, আজ বাদে কাল যেতে হবে,
মনরে রবিসুতে লয়ে যাবে কি ভেবে নিশ্চিত থাক ॥
- পরচিতান - দশ ইন্দ্রিয় যার বলে এই দেহ ধারণ করা।
- পাড়ন - যখন মন করিবে গমন, সঙ্গের সঙ্গী কেউ হবেনা তারা ॥
- ফুকার - চক্ষু কর্ণ নাসিকা শুকিয়ে যাবে, তারা মা ককে এসে কঠরোধ করিবেঃ
ওরে মন, হস্তপদ সব অবশ হবে, মুখে বাক্য না সরিবে।
আপন পর সব জ্ঞানতে পাবে, যখন দেহ ত্যাজিবে ॥
- মিল - মিছে কাজে দিন গত মন হল ক্রমে ক্রমে,
তাইতে মধুব বলে হৃদিপদ্মে, ভাব কেবল ভবাসাধ্য ॥

মালসী

হারাইল বিশ্বাস (ময়মনসিংহ)

- চিতান - কর্মক্রমে এসে এই জন্মভূমেতে।
- পাড়ন - পেয়ে দারাপুত্র পরিবার, মনে করে অহঙ্কার,
তাদের কর্তা হয়ে ভুলে আছি মা-তব মায়াতে ॥
- লহর - জ্ঞানি সংসারের কর্তা হওয়া, স্বপ্নে যেমন রাজ্য পাওয়া,
মাগো মায়ানিদ্রা ভাঙলো না,-তারা মা মা,
মাগো, আমার পুত্র আমার দারা, তাই ভেবে প্রাণ হৈল সারা,
'তারা' বলে এক দিন তারা-ডাকতে পাল্লাম না ॥

- মিল - তারা, দিন কতক কাল সুখে ভুলে আছি নিশিদিন,
যখন আসবে শমন করবে দমন,—এ সুখের দিন কোথায় রবে?
- মুখ - তারা মাগো, আমায় বল শুনি মা,— সেদিন আমার কি সুখে যাবে?
- ধূয়া - সময় অন্ত হবে যখন, দারাপুত্র এসে তখন, করবে নিরীক্ষণ,—
বলবে, ছিলে কতটা চললে কোথা, রেখে যাও কি ধন?
করিয়ে ধনের উদ্দেশ, মায়াকান্না কাঁদিয়া শেষে,
আমায় সাঝায়ে সম্যাসীর বেশে, শ্মশানভূমে ফেলে দিবে।
- খাদ - ভোজের বাজী এ সংসার জানি গো শিবে।।
- লহর - জানি বন্ধুবর্গ আছে যারা, দিনে দিনে সবই তারা,
করবে তারা ধনের প্রার্থনা : তারা মা মাগো—
সবে বলবে সে সময়ে, দিবে কি ধন যাও হে দিয়ে,
আমি যাব কি ধন লয়ে, কেউ তাহা বলবে না।।

মালসী

হারহিল বিশ্বাস

- চিতান - তুমসি তুমসি তারা, শাস্ত্রে শুনতে পাই
- পাড়ন - তারা গো দয়াময়ী ব্রহ্মময়ী তোমা বই আর অন্য গতি নাই।।
- লহর - কালী কালী বলে কালী ভেবে অঙ্গ হইল কালি
তবু তো এলে না কালী হৃদয় পয়েতেঃ এমা শ্মশানকালী, ওগো পাষণকালী
বুঝি আমার কপালেতে কেবলি কালি,
কালী তোরে না বাইলে, যাবে কি কালি অন্তর হইতে?
- মিল - আমার পিতা যেমন পাগলা ভোলা—পাগলী মা তোর তেমনি খেলা,
আমিও পাগলা : এবার তিন পাগলে করে মেলা, ভবছালা সব ঘুচাব।
- মহড়া - দেখব কেমন পাষণের বেটি পাষণ হয়ে রও,
এবার পাষণ ঝাড়া মন্ত্রে তারা তোমারে গলাব।।
- ধূয়া - আরোহিয়া পুণ্যরথে, জ্ঞান-অশ্ব জুড়ে তাতে
দাঁড়াব মা ভক্তি রথে করেছি মনন :
এ মা শ্মশানকালী, ওমা পাষণকালী, করতে শমন দমন,
মা হৃদপদ্মে পাদপদ্ম ধরি, মনকে রক্তজবা করি,
মানস অঞ্জলি পুরি, পূজিব চরণ।।

লহর মালসী

লোচন কর্মকার (ময়মনসিংহ)

- চিতান - ভবানী তুং ভবরাণী, মহারাণী ভবে কর পার।
- পাড়ন - আমি আসিয়ে ভবের হাটে, পড়েছি ঘোর সঙ্কটে,
নাই পারের কড়ি — না জানি সাঁতার।।
- লহর - তুমি দয়াময়ী নামটি ধর, নিজগুণে দয়া কর,
আমি বড় পড়েছি বিপদে, মজে মিছা মায়ামদে,

- খেলতে খেলতে ডবের খেলা, সাজ হয়ে গেছে বেলা,
(এখন) তরি যদি সন্ধ্যাবেলা – তুমি স্থান দিলে শ্রীপদে ॥
- মিল – অপরাধ করেছি যত সংখ্যা নাই মা তার,
লয়ে পাপের বোঝা হইতে পার – পারের ঘাটে এসেছি।
- মহড়া – দুর্গা মাগো, তোমর চরণ-তরী পাব বলে, আশাতে রয়েছে ॥
- ধূয়া – ভবনদীর যে তরঙ্গ, তাই দেখে হল আতঙ্ক,
অঙ্গে নাই আর বল, মাগো – দুর্বলের বল আর কি আছে-নিদানের সম্বল,
বিনে তোমার চরণতরী, ভবনদী কিসে তরি,
(তোমার) নামের বলে দিব পাড়ি – এই ভরসা করেছে।
- খাদ – শত অপরাধে পদে, অপরাধী আছি ॥
- লহর – আমি জনমভরা তোমায় ভুলে, মজে মিছা মায়া ভুলে,
গোলেমাগে হারা হৈলেম সব, আর কি জানাব সে সবঃ
সকলি মা জান তুমি, তুমি আকাশ পাতাল ভূমি,
অজ্ঞান আমি কিবা জানি, তোমার বৈভব ॥
- মিল – কুকাঙ্গে কুসঙ্গে আমার দিন হয়েছে গত,
(বলে) জানাব আর দুঃখ কত, হতবুদ্ধি হয়েছে ॥ (খণ্ডিত)

লহর মালসী

কানাই নাথ (ময়মনসিংহ)

- চিতান – তুমি ত্রিগুণধারিণী তারা, বেদে গুণতে পাই।
- পাড়ন – তোমার নামের গুণ, তোমার চরণের যে গুণ,
মাগো, সে গুণের সংখ্যা কিছু নাই ॥
- লহর – তুমি আদ্যাশক্তি তারা, তোমায় ধরতে দেও না ধরা,
জীবকে সারা করলে মায়াজালে।
তোমার মায়াতে মা হয়ে মুগ্ধ, বিষয়-বিষে হইলেম দগ্ধ,
সার পদার্থ সকলি যাই ভুলে ॥
- মিল – পাপ পুণ্য মা তোমার কার্য, দোষের ভাগী আমি,—
ঠিক বাজিকরের মেয়ের মত, দেখাও ভোজের বাজি ভূমন্ডলে ॥
- ধূয়া – এ দেহে মা তুমি রাজা,—
দেহরাজ্যে তোমার প্রজা, ছয় জনা এখানে,
তারা প্রজা হয়ে, রাজার ফকুম আমলে না আনে।
ছয় জনা মা প্রতিবাদী, সূক্ষ্ম বিচার কর যদি,
হয়ে ছয় জনার নামে কৈরাদী, আমি ডিহ্রী পাব এক সওয়ালে ॥
- খাদ – সাধিকাদি ত্রিগুণ তারা, আপনি সৃজিলে।
- লহর – আমি তরব তমঃ গুণে—এবার সার ভেবেছি মনে মনে
সব গুণের গুণ কি আছে বল।
সাক্ষী আছে মৈনাসুরে, তমঃ গুণ সে প্রকাশ করে,
মা তোমার ঐ রাজা চরণ পেল ॥

- মিল - তমঃ গুণে সাধন সিদ্ধি, সত্য জানা গেল,
জানি তমঃ গুণে তরে গেল-কালকেতু ব্যাধের ছেলে ॥
- ঝুমুর - সদা তাই ভাবি মা বসে নিশিদিন।
কবে হবে আমার কিচারের দিন ॥
ব্রহ্মরন্ধ ফেটে যাবে, আমার সেদিন বা কিরূপে যাবে,
ভেবে হইল এই তনু ক্ষীণ ॥

ভবানী

অটল সরকার (ময়মনসিংহ)

- চিত্তান - ভব সংসার কারাগারে, বন্দী করে মা, লুকালে কোথায় ?
- পাড়ন - জীবনে নাই তোর কিঞ্চিৎ দৃষ্টি-তারি গো মা,
এতে কি সৃষ্টি রক্ষা পায় ?
- ফুকার - মা, তুই সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী, জগন্মাতৃ জগদ্ধাত্রী,
বিচার কর্ত্রী মুখ্য মুলাধার, আছে ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার, মা গো -
ভূমিকম্প উপলক্ষ্যে, মরেছে লোক লক্ষ লক্ষ,
এমনি হলে জীবের পক্ষে, রক্ষে পাওয়া ভার ॥
- মিল - সেই ভাবনা করে মরি দিবস শবরী,
অবিচারে দম্ভধারী, জীবনদম্ভ করে ফিরে।
- মুখ - তারি গো মা, ভবের ভাবাভাব দেখে আমার মন গিয়েছে ফিরে ॥
- ডাইনা - ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মাণ্ডে তোর এতই অত্যাচার,
হল পলকে সব লস্কভস্ক, তুম্ব তুইলে চাইলে না একবার।
যে দেখি তোর প্রলয় কাণ্ড, কত জীবের জীবনদম্ভ,
নরমুণ্ড বস্তু বস্তু, বুড়ীগঙ্গার তীরে নীরে।
- খাদ - কি সুখে ঘর করি ও শঙ্করী, আমি ভাবি তাই অন্তরে ॥
- ফুকার - মা, তুই ঢাকাবাসী পূর্বপুণ্যে, ঢাকা রক্ষা করবার জন্যে,
ঢাকেশ্বরী ঢাকাতে নিবাস, আছে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ, মাগো-
সে ঢাকার মা এতই শক্তি, রঙমহলের চিহ্ন নাক্তি,
জলে স্থলে কতই কিস্তি, কল্পে সর্বনাশ ॥
- অন্তরা - সুখের কাল গেছে দূরে।
কলিকাল বিষম কাল, এখন অকালে সকালে নিয়ে যাও মোরে ॥
কলির বিষম তাড়া, বলতে দেয় না তারি তারি -
তাই ভাবি অন্তরে, বলি গো মা তোরে,
এখন পটল তুলতে দে মা অটলে ॥

আমির মালসী

মহেশচন্দ্র কবিভূষণ (ময়মনসিংহ)

- চিত্তান - কর্মদোষে জন্ম নিলাম ভবেতে এসে।
- পাড়ন - মিছে মায়া মদে, ঘোর বিপদে ফেলালে শেষে,
মাগো আছি কেবল আমি'র উদ্দেশে ॥

- ফুকর - মাগো শিখেছি এক আমি'র বড়াই, সে আমি'র ত মূল্য কিছুই নাই, ওখুই
গোল করা : মাগো, আমি আসল আমি হলে, সে আমি কি ঘুচত ম'লে?
মিছে 'আমি' 'আমি' বলে, ভুলেতে গেছে পড়া।।
- মিল - আমার তব্ব একদিনও ত, করে দেখলাম না, -
আমায় কেবল আমি জেনে, করছি ভবে বেচাকেনা।
- মুখ - ভুল ভেঙ্গে দে ভবদারা, আমার একটা পাইয়া যাই সীমানা।।
- ডাইনা - জগিলাম যে আমি লয়ে, সে আমি গেল গত হয়ে, শেষকালে কি মা,
পাইয়াছে যৌবনের আমি বার্ষিকের সীমা।।
এই আমারও দিন দুই চারি, থাকব আমি অধিকারী,
আমি যখন যাবে ছাড়ি, সে আমি'র সঙ্গী দেখি না।
- খাদ - আমি গেলে আমি'র আর ত অর্থই থাকবে না।।
- ফুকর - যখন দেখবে লোকে আমি'র ভিতর, আমি একটা হয়ে অন্যতর,
আমি'র কেউ সে না, : তখন আমি'র দশা চিন্তা করি, বলবে সবে হরি হরি,
বল দেখি গো ও শঙ্করী, এই আমি, আমি কি না।।
- ঝুমুর - মিছে আমি আমি করা। একদিন আমি গেলেই, আমি মড়া।।
আমি যে এই আমি ছাড়া, যায় ত না মা বুঝতে পারা, আমি'র এমনি ধারা।
পড়লেই আমি'র কলে, আমি করে তোলে, মহেশ বলে আমি ঘুচাও স্বরা।।

ইংরেজী শিক্ষার মালসী

মধুরানাথ বালা (ফরিদপুর)

- চিতান - তুমি ত্রিতাপনাশিনী দুর্গে বেদে শুনতে পাই।
- পাড়ন - তোমার নাম নিলে হয় শমন জয়ী, সে নামের ফল ফলে কই,
তাইতে বলি ও ব্রহ্মময়ী, নামের গুণ তো নাই।।
- ফুকর - তুমি যমকে দিলে রাজত্ব-ভার, সে করে পাপপুণ্যের বিচার,
যে অত্যাচার করে রাজা কলি, দেখে তার দৌরাঙ্গ্য পাপে মন্ত হলাম সকলি।
মাগো, যাগ যজ্ঞ হোম দান কি ব্রত, এখন নাই আর পূর্বের মত,
ধর্ম কর্ম ছিল যত, তা ধন দিয়ে ভুলালি।।
- মিল - শিখায়ে ইংরেজী বিদ্যা দিয়েছ জীবেরে,-
ও সেই আকর্ষণী মন্ত্রের জোরে, সব তব্ব যেতে হয় ভুলে।
- মুখ - কালী তারা মহাবিদ্যা, শিখায়ে ইংরেজী বিদ্যা জগৎ মাতালে।।
- ডাইনা - ছিল স্বিডেনের লক্ষ্য তিলক করা, আর সন্ধ্যা করা,
চন্দী পড়া ছেড়ে দিছে তাই,
কেউ বা ভাগবত রেখে ইংরেজী শিখে-কারো মুখে রাম হরিনাম নাই।
বলে কলিতে ইংরাজ দেবতা, কিসের কৃষ্ণ কালীমাতা,
হরিকথা কৃষ্ণকথা, ছেড়ে সদায় ইংলিশ বলে।
- খাদ - এত সাধের ছিল বেদ পুরাণ, ও তা গেল রসাতলে।।
- ফুকর - মাগো, ইংলিশম্যান হয়েছে যারা, শিব দুর্গা মানে না তারা,
রাধাকৃষ্ণ নাম শুনতে পারে না,

কোন দেবদেবী দেখিলে পরে প্রশাম করে না।

তারা লয় না প্রসাদ আর হরির লুট, যদি পায় পাউরুটি বিস্কুট,

পেট ভরে খায় কয় ভেরী গুড়, বলে দেও বিলাতিখানা ॥

মিল - নট ফরগেট মি, ভেরী গুড়, গুড় বাই বলে কথায় কথায়,
বাবু গিন্নীর কাছে ডেকে বলে, তিন টাকার চাকরী পেলে ॥

অন্তরা - কি মোহিনী আছে মা তোর ইংরেজীতে।
জাতির ভয় করে না কেহ, বিলাত যায় ব্যারিটার হাতে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্র শূদ্র বৈদ্যে, শিবতেছে ইংরেজী বিদ্যে, ও মনের সুখেতে।
মাগো হিন্দু মুসলমান, করলি এক সমান - মান রল না কোন মতে ॥

দেনার ভবানী

রাসবিহারী সরকার (ফরিদপুর)

চিতান - রাখবি এ ভবে আর কত দীনতারিনী তারা।

পাড়ন - ও মায়া-নদীর ঘাটে তুফান উঠে, তারা গো মা -
আমার ডুবল সাধের ভারা।

ফুকর - আনলেম মহাজনের যোগ অনা, ব্যাপার করিব দুনা,
হলেম দেনা মহাজনের ঠাই,
করব কি ধন লয়ে বেচাকেনা, আমার হাতে কিছু নাই।
করে ক্যামিকেলের দোকানদারী, মালকুতিত হল চুরি,
আমার জমায় শূন্য খরচ ভারী, এবার নিকাশ দিবার সাধ্য নাই ॥

মিল - নিকাশের ঘর পূর্ণ কর ব্রাহ্মময়ী তারা -
যেন নিকাশে পড়ি না ধরা, আমায় রক্ষা কর পুত্র বলে।

মুখ - এই ছিল কি শ্যামা গো মা, এবার আমার কপালে ॥

ডাইনা - রেখে দশ মাস দশ দিন মা তোর পেটে -
পাঠিয়ে দিলি ভবের হাটে, দিয়ে মায়াডুরি,
মা তোর মায়াডুরির পাকে পড়ে, আমার আমার করি।
আমার সঙ্গের সঙ্গী যারা ছিল, পূর্ব সত্য না মানিল,
আমার সাধের ভরা ডুবিয়ে দিল, কাম-সাগরের অগাধ জলে।

বাদ - ত্রাণকর্ত্রী কর ত্রাণ আমায় কুসন্তান বলে ॥

ফুকর - আমায় মুক্ত কর মুক্তকেশী, করে লয়ে তীক্ষ্ণ অসি,
মায়াফাঁসী করে দাও ছেলন,
তোমার প্রেমদানে প্রেমদান্দে করি হরি সংকীর্তন।
আমি পুরাণে প্রমাণে ওনি, স্বং হি পতিত উদ্ধারিণী,
জ্ঞেণে চতুর্দলে কুন্ডলিনী, কর পাপ মেহে প্রেম বরিষণ ॥

মিল - দুস্তরে নিস্তার তারা ত্রিলোকতারিণী -
আমায় দিয়ে অভয় চরণ-তরণী, পার কর ভব-সিঁদু জলে ॥

অন্তরা - এবার আমার ভবের ব্যাপার সারা হল।
হাতে পুঁজি নাই আমার, হবে কি ব্যাপার,

- লাভে মূলে আমার সকল গেল ॥
 শুরু দত্ত ধন লয়ে এলেম, কর্মদোষে সব খোয়ালেম,
 এখন শুধু হাতে বসে রলেম – ভবপারে যেতে কিছু নাই সম্ভব ॥
- পরচিতান – আমার এ দেনা মা কত দিনে মিটাইয়া দিবে।
 পাড়ন – এনে ভবের হাটে, করলি মায়ার মুটে, –
 তারা গো আমায় আর কত ঘুরাবে ॥
- ফুকর – আমি মহাজনের চালান এনে, ব্যাপার করব আশা মনে,
 পরম ধনে দিলাম বিসর্জন,
 আমায় অবিশ্বাসী পাইকার বলে, জিনিস দেয় না মহাজন।
 এখন ক্ষান্ত করে দোকানদারী, যাত্রা করলেম দোকান ছাড়ি,
 আমায় কৃপা করে শুভঙ্করী, কর এ দেনা হতে মোচন ॥
- মিল – আমায় আর কত কষ্ট দিবি শুভঙ্করী –
 মাগো তাহিতে কাদে রাসবিহারী, পার কইরো মা পারির কালে ॥

ভবানী

রাসবিহারী সরকার

- চিতান – হুং হি প্রাণকত্রী জগদ্ধাত্রী মা গিরিবালিকে।
 পাড়ন – তুমি অভয়া মা অর্পণা, অম্বদা অম্বপূর্ণা,
 ও মা পাষণবন্যা, পাষণ তোর বৃকে
- ফুকর – ও পাষণীর মেয়ে চক্ষু খেয়ে চতুর্দলে ঘুমিয়ে রলে এ গো মা, মাগো তারা
 ঘুমিয়ে রলে : একবার জাগগো জগৎজননী, চিন্ময়ী চৈতন্যরূপিনী,
 জেগে মূলাধার দুঃখনাশিনী, কুলকুন্ডলিনী জননীগো চাও নয়ন মেলে ॥
- মিল – একবার চক্ষু খোল মোক্ষদাত্রী দুঃখনাশিনী,
 তুমি বিপদে বিপদনাশিনী, কর বিপদ শান্তি কৃপাদানে।
- মুখ – অমঙ্গল নাশিনী গো মা আমি অতি দীন,
 দিনতারিণী ত্রাণ কর নিদানে।
- ডাইনা – থেকে উর্ধ্বপদে হেঁটমুখে মা বলে মা ডাকি তোকে।
 তুই আমাকে এ ভবে আনলি : মা তোর মায়াডোরে বন্দী করে আমাকে
 রাখলি : আমি ভেবেছিলাম ভবে সকলি আমার, এখন দেখি ভবে কেহ নয়
 আমার, কেবল আমার আমার মনের বিকার,
 যাবে এ বিকার মা কতদিনে।
- খাদ – এত কষ্ট জননী গো আর সহ্য হয়না প্রাণে ॥
- ফুকর – আমায় জুড়ে দিয়ে ভবের গাছে মহাপ্যাচে
 ঘুরাও অনিবার, এগো মা মাগো তারা
 ঘুরাও অনিবার : একবার চক্ষের ঠুলি দেওমা
 খুলি, দেখি তোমায় নয়ন মেলি, ডাকি
 প্রেমানন্দে মা বোল বলি, কর কোলে মা কুপ্ত্রে একবার ॥
- মিল – আমার ঘুচাও দুঃখ মোক্ষদাত্রী দক্ষনন্দিনী,
 আমায় দিয়ে অভয় চরণতরণী, ত্রাণ কর মা নিজগুণে ॥

- অন্তরা - আমায় কুপুত্র বলে, দিয়াছ কি ফেলে, লবেনা কি কোলে জননী।
মাগো এই কি মায়ের রীতি, সন্তানের সম্পত্তি,
বাবার বুকে দিলি পা দুখানি।।
ডাকি সদায় মা বোল বলে, চতুর্দলে ঘুমিয়ে রলে,
চাবেনা কি নয়ন মেলে, কুলকুণ্ডলিনী।
আমি মায়ের কোলে থাকব, মা বোল বলে ডাকব,
দুর্গাপ্রীতে করব হরিধ্বনি।।
- পারচিতান - একবার জাগগো কুণ্ডলিনী মা চতুর্দলেতে।
- পাড়ন - ধন্য ধন্য কলির জীব ধন্য, হতমা একবার চৈতন্য,
আমি অচৈতন্য মায়াঘুমেতে।।
- ফুকার - একবার হও চেতন চেতনের ধন, আমাকেও কর সচেতন,
এগো মা মাগো তারা কর মা চেতন : হুং হি যোগীর যোগের
যোগারাম্য, তব গুণে যোগীর হয় যোগসিদ্ধ,
আমায় দান কর ঐ শ্রীপাদপদ্ম, হৃদপদ্মে মা করিব স্থাপন।।
- মিল - আর কত কাল এত কষ্ট দিবি শুভঙ্করী, মাগো তাইতে কামে রাসবিহারী,
পার কইর মা পাড়ির কালে।।

আশার মালসী

কুঞ্জবিহারী দত্ত (বরিশাল)

- চিতান - ভবে আসিতে আসিতে ওমা আসিতে, আশাতে ভুলে রয়েছি।
- পাড়ন - আমার যে আশাতে ভবে আসা, হলনা সুসার -
আশার দেশে আশার বশে, অসার আসার পসার খুলেছি।।
- ফুকার - যখন জননী জঠরে বাসা, কঠোরে তোর চরণ আশা হতো কতবার,
দেখে অসার অন্ধকার : আশাশ্রমে আসা মায়ে,
আশা সূত্রে বেঁধেছে আবাব। ভূলায়ে তোর চরণ আশা,
দিলে দুরন্ত কু-আশা, ঠিক যেন নিশির কুয়াসা,
দুই নয়নে মায়ার অন্ধকার।।
- মিল - আশা হি পরমং সুখ, মহত্তের বাক্য,-
তৈরাশ্য পরমং সুখ, সত্যত তাই শাস্ত্রে যোবে।
- মুখ - কুলকুণ্ডলিনী গো, আর কতকাল রাখবি আমায় বেঁধে আশা-পাশে।।
- ডাইনা - সিদ্ধির দেশে সিদ্ধি নাই মা, থাকলে অষ্ট পাশ,
ও সেই অষ্ট পাশে কষ্ট কিসে, আশার পাশকে যে করেছে নাশ।
যে করে তোর আশায় বাসা, তার থাকলে মা ভবের আশা,
পুনরায় হয় ভবে আসা, যেতে নারে সিদ্ধির দেশে।
- বাদ - উঠিতে বসিতে মা আসিতে, আছি মিছে আশাতে মিশে।।
- ফুকার - হলো আশা আমার গুরুমন্ত্র, আশা আমার বাদ্যযন্ত্র, আশা উপচার,
করতে নারি পরিহার : আশা আমার প্রাণের দোসর,
আশার সঙ্গে আহ্নার বিহার। আশা গীতা ভগবত পুঁথি,

আশা আমার মাথার ছাতি, আশা পরিধানের ধুতি,
আশা আমার গলার মোতিহার ॥ (খণ্ডিত)

সাময়িক প্রসঙ্গ মালসী
কালীকুমার দে (নোয়াখালী)

- চিতান - মাগো, সত্য ত্রেতা ছাপর শেষ, কলি প্রবেশ, গত কত দিন।
- পাড়ন - এখন কালের ফল ফলতেছে, পাপের আগুন জ্বলতেছে, -
ক্রমে হতেছে ভারতের শ্রীহীন ॥
- ফুকার - মাগো মহাত্মা গান্ধীর আদেশে, ভারতবাসী স্বরাজ আশে, দেশে দেশে
হরতাল করেছিল : করে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি মা, দেশ মাতায়ে ছিল।
মাগো, দেশের নেতৃবৃন্দ দলে দলে, কেহ ফাঁসে কেহ বা জেলে,
দেশের যত যুবক ছেলে, তারা রাজবন্দী হল ॥
- মিল - এখন নিত্য নূতন আইন প্রচলন, কে করে তার বারণ,
মাগো রাজার শাসন প্রজার শোষণ, আর কি দেশের মঙ্গল আছে।
- মুখ - বিদেশী নয় দোষী, মোদের দেশবাসী দেশবিদ্বেষী, সর্বনাশ করতেছে ॥
- ডাইনা - দেখে কংগ্রেসের উন্নতি, বিদেশীরা চতুর অতি কাউন্সিল স্থাপনে,
মাগো কাউন্সিলের বিচারপতি দেশী সভ্যগণে।
ঋণ সালিশী বোর্ডের বিচার, সুযোগ খাতকের আর প্রজার,
মাগো সুদ বিনে আসল টাকার, বিশ বৎসর কিস্তি দিতেছে।
- বাদ - মহাজন বিরুদ্ধে খাতক নালিশ দায়ের করতেছে ॥
- ফুকার - খাতক খত দিয়ে মা টাকা নিল, তিন বৎসর তার মুদ্রং ছিল, খতের টাকা
না দিলে আপোষে : তখন মহাজনে নালিশ করতো, সুদ আসলে কষে।
এখন উল্টে গেছে দেশের হাওয়া, মহাজনের নাই সে দাওয়া,
খাতক দিয়ে মোছে তাওয়া, ঘরে বসে বসে হাসে ॥
- অন্তরা - দেশে এল বিধবা বিবাহ।
করে অনেক লোকে সম্মতি দান, প্রতিবাদী কেহ কেহ ॥
এই বিবাহের সম্প্রদাতা, ভাবছে বসে কন্যার পিতা,
বিবাহিতা কন্যার বিবাহ।
আবার কোন গোত্র গোত্রান্তর হবে, পুরোহিতের এই সন্দেহ ॥
- পরচিতান - মাগো বিশ বৎসর আর বোল বৎসর, না হলে পর, হয় না বিয়ের কাল।
- পরপাড়ন - গেল হিন্দুধর্ম রসাতল, নাই আর কন্যা দানের ফল,
যত ভ্রমের দল আইন করল বহাল ॥
- ফুকার - মাগো হয়ে এই বিবাহের প্রথা, খেয়েছে সমাজের মাথা, যারা থাকে
শহরে বন্দরে - ও যার মেয়ে বিয়ে পাশ করেছে, দেখেছে আইন পড়ে।
এখন লাগে না বিবাহের ঘটক, লাগে না জ্যোতিষের যোটক,
মনে প্রাণে হলে আটক, তারা গোপনে কাজ সারে ॥
- মিল - আমি উচিত কথা বল্লম বলে কেউ যদি মা চটে,
পড়িলে বিষম সম্বটে, তুই ভিন্ন আর কে আছে ॥

সৃষ্টিরহস্যের মালসী

শরৎ বৈরাগী (বরিশাল)

- চিতান - মা তুই সৃষ্টি স্থিতি বিধায়িত্রী, চণ্ডীতে প্রমাণ।
 পাড়ণ - ও তুই জলচর আর স্থলচর, সৃষ্টি করলি বহুতর,
 তার ভিতর তোর মনুষ্য প্রধান ॥
- ফুকার - তনি আহার নিদ্রা মৈথুন কাজে, পশু আর মানুষের মাঝে,
 পার্থক্য তো বেশী নয়, তবে মানুষ কিসে শ্রেষ্ঠ হয়?
 বিবেক বুদ্ধি ধর্ম বলে, মানুষ শ্রেষ্ঠ এ ভূতলে,
 ধর্ম শূন্য মানুষ হলে, তারে পশু বলে সবে কয় ॥
- মিল - ধর্ম শূন্য হলে পরে পশু বলে তারে,
 তবে জেনে শুনে কোন্ বিচারে, মানুষ যায় অধর্মের পথে।
- মুখ - ইচ্ছাময়ী তুই মা তারা, মানুষ কি তোর ইচ্ছা ছাড়া, চলে এ জগতে ॥
- ডাইনা - কেউ চুরি ডাকাতি করে, বন্দী থাকে গারদ ঘরে,
 কেহ হারে বন্দী করে লয়।
 কেহ কারো কাঁধে চড়ে, কেউবা তারে কাঁধে করে,
 এ পার্থক্য কার ইচ্ছাতে হয় ॥
 কেহ গিয়ে স্বর্গে চড়ে, কেহ গিয়ে নরকে পড়ে,
 বিচারের ভার কার উপরে, ফলকাঠি তো তোরই হাতে ॥ (বশিত)

চিন্তার মালসী

উমেশ শীল (বরিশাল)

- চিতান - এবার ভবে এসে ভবানী গো, তোমায় ভাবি নাই একদিন।
 পাড়ন - পরম শান্তি ফেলে শ্রান্তিতে আছি - মাগো হয়েছি কুচিন্তার অধীন ॥
- ফুকার - মাগো, যখনে হলেম ভূমিষ্ঠ মিষ্টময় সকল,
 তখন মন ছিল সরল : সমান ভাবি সুখ আর গরল।
 সে ভাগ্য মা উঠাইলি, জ্ঞান বেটাকে পাঠাইলি,
 মিছে ভুলেতে ভুলালি, জ্ঞানে দিলি অজ্ঞানতার ফল ॥
- মিল - কুজ্ঞানে অজ্ঞান করে মা, জ্ঞান বেটা পামরে,
 মায়া-মদ খাওয়াইয়ে মোরে, ঢুকায়েছে চিন্তার বাড়ী।
- মুখ - দিন গেল কুচিন্তার আশে, তোমায় চিন্তি কিসে,
 বিয়ে করে চিন্তামণি নারী ॥
- ডাইনা - সাধন করতে শুরুমন্ত্র, বশ করিয়ে জিহ্বা যন্ত্র, করতে গেলে ধ্যান,
 অমনি কুমতি কুচিন্তায় এসে, নিমেষে মা করে দেয় অজ্ঞান।
 চক্ষে হেরি চিন্তার মূর্তি, চিন্তার কার্যে হয়ে ভর্তি,
 সার করেছি চিন্তাবৃষ্টি, করতেছি চিন্তার চাকুরী।
- খাদ - চিন্তা আমার পায় দিয়েছে চিন্তা-লোহার বেড়ী ॥
- ফুকার - একে অমচিন্তা মহাচিন্তা, করি হাহাকার, কখনো হই চিন্তায় জমিদার,
 আমার কর্মচারী চিন্তারাম সর্দার।

হাতে নাই মা চাউলের টাকা, চিত্রা দোতলাতে থাকা,
চিত্রায় চায় আড়ানী পাখা, চিত্রায় দৌড়াই হাওয়াই মোটরকার ॥ (খণ্ডিত)

চল-এর মালসী

উমেশ শীল

- চিত্তান - এবার বঙ্গদেশে কি রঙ্গ তুই করলি শঙ্করী।
পাড়ন - হলো মেঘনা-পদ্মায় জলোচ্ছ্বাস, সবাই করে হা হতাস,
কি সর্বনাশ প্রলয়ঙ্করী ॥
- ফুকর - দেখি মেঘনা পদ্মার সাথে সাথে, সমুদ্রও উঠলো মেতে,
এক লাগাড়ে দিন পাঁচ সাত, হলো জলের কি ভীষণ উৎপাত।
যত ঘর বাড়ী সব নদীর চরে, জলের স্রোতে ভেসে পড়ে
দৌলতখাঁ টাউনের উপরে - জল হয়েছে চৌদ্দ হাত ॥
- মিল - অমাবস্যার সঙ্গে যেমন ভরণী যোগ আসে,
তেমনি মেঘনা পদ্মার সঙ্গে মিশে, সমুদ্রেও জল ডেকেছে।
- মুখ - কি প্রচণ্ড ঢেউয়ের খেলা, এত বড় ধ্বংসলীলা,
কে কবে দেখেছে ॥
- ডাইনা - জলের স্রোতে ভেসে ভেসে, কত বাঘ মানুষ একত্রে এসে,
একই বুকে নিয়েছে আশ্রয়,
তাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি - কেবা করে ঝায়।
প্রলয়ঙ্কর বন্যার জলে, এই শিক্ষা পেলেম সকলে,
হিংসুকোও হিংসা ভোলে, আসন্ন কাল এলে কাছে।
- খাদ - চিল ভেসে যায় জলের স্রোতে, মাছ উঠেছে গাছে ॥
- ফুকর - গেল ক্ষেতখামার সব জলের তলে, তার উপরে আহাঙ্ক চলে,
জলে স্থলে একাকার এখন নদী ডাঙ্গা চেনা ভার।
প্রাণ বাঁচাতে কারো ছেলে, ধরে মরা মায়ের গলে,
প্রবল স্রোতের টানে ভেসে চলে,
পায় না কোন কূল কিনার ॥ (খণ্ডিত)

ভবানী

মনোহর সরকার (ফরিদপুর)

- চিত্তান - তারা, জন্ম নিয়ে ভূমন্ডলে, মা তোর কোলে পেলাম কত সুখ।
পাড়ন - কত সুমিষ্ট কল খেয়েছি, শান্তির কুটীর পেয়েছি,
মাগো তোর দয়ায় সুখে আছি, দেখিতেছি ভবে পুত্রকন্যার মুখ ॥
- ফুকর - মাগো বাণ্য আর যৌবনারঙ্গে ছিলাম মা তোর কোলে,
শেষে মহামায়ার কোলে দিয়ে, কোল ছাড়া করিলে,
আমার আর কি সেদিন আসবে ফিরে, বসব মা তোর কোলের পরে,
আধ আধ মধুর স্বরে, আর কি ডাকব মা বোল বলে ॥
- মিল - আমায় সুখে দুঃখে রেখে তারা দেখিস কৃপা নেহে,
এখন ফেলে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে, ভুলে গেলি পুত্র গ্নেহ।

- মুখ - এত ভালবাসিস তারা, তবে কেন সারাৎসারা,
জীর্ণ জরা করলি আমার সেহ।
- ডাইনা - আমার ভোলা পিতার মন ভুলায়ে, রাখলি ভাবরসে তার প্রাণ গলায়ে,
করলি আমায় সৃষ্টি, মা তোর বুকের দুধ পান করালি করে শুভদৃষ্টি।
যখনেতে প্রসবিলে, আকাশের চাঁদ হাতে পেলে,
এমন মমতা দূরে ফেলে, ছেলে দিলি জ্বিতাপ দাহ।
- বাদ - মা বিনে সন্তানের মায়া আর কি বোঝে কেহ।।
- ফুকার - আমায় যখন যে ভাবে রাখিস, তাতেই থাকি রাজি,
আমার আর কোন ধন নাই মা সম্বল, চরণ মাত্র পুঞ্জি।
তোমার মোহ মায়ায় পড়ে ধরা, বাহ্য চিন্তায় আত্মহারা,
এখন দেখি সবই তারা, এসব তোরই ভোজের বাজী।
- অন্তরা - পুত্রের প্রতি বাদানুবাদ, এই বিসম্বাদ, তারা তোর অন্তরে।
যদি এত ছিল মনে, প্রসবের দিনে, মারলি না কেন সূতিকাগারে।।
ভেক ভুজঙ্গের মাতা যেমন, প্রসবিয়া করে গ্রহণ,
সেই স্বভাব করেছিস ধারণ, এত দিন পরে।
ধাকতে মাতা বর্তমানে, পুত্র মরলে প্রাণে, - মা বলে কে ডাকবে তোরে।।
- পরচিতান - আমার সংসারের ভাব জানা আছে, কাছে কাছে থাকতে সতত।
- পাড়ন - এখন কি খেলা মা খেলেছিস, পূর্বের মায়া ভুলেছিস,
সেজেছিস মা বিমাতার মত।।
- ফুকার - ও তুই পাষাণীর কন্যা ঈশানী পাষাণীর জঠরে-
ও তোর পাষণ প্রাণে পুত্রের মায়া, বুঝবে কেমন করে।
করে পঞ্চভূতে ভূতের কান্ড, দক্ষযজ্ঞ লভভন্ড,
বাপকে দিলি ছাগের মুন্ড, তুই আর খাতির করবি করে।।

মূল্যবুদ্ধি ও অনটনের মালসী

অজ্ঞাত

- চিতান - অন্ন দে অন্ন দে করে, সবে ডাকে অন্নদা তোরে।
- পাড়ন - তুই বিনে অন্নদা মাতা, কে আছে আর অন্নদাতা,
অন্নদানে কৃপণতা কোন্ মাতা করে।।
- ফুকার - এবার দুর্ভিক্ষের কাল করাল গ্রাসে, দেশে দেশে উঠল হাহাকার
হল চাউলের মন সাড়ে তিন টাকা, কিনে খাওয়া ভার-হায় গো
এখন চৌদ্দ গণ্ডা পয়সা বিনা, 'রেলী' শ্রুতি যায়না কিনা,
সরষের তেলের সের চার আনা, কে দেখেছে এমন অনাচার।।
- মিল - আবার নারকেল তেলের দাম উঠেছে - ছা় আনার উপরে;
কারণ নারকেলের দামও বাড়ে, এক টাকায় আঠারো জোড়া।
- মুখ - দুধ আর পড়বে না পাতে, দাম বেড়েছে সাথে সাথে,
তিন আনাতে আড়াই সেরী খাড়া।।
- ডাইনা - ছিল এক আনায় ছয়টা মাচ বাতি, তাতে অন্ধিত নবাবের হাতি, -

রাতরাতি দাম বেড়ে গিয়েছে ;
এখন ছটার স্থলে কালে কালে, চারটা আনায় বেচে ;
চৌদ্দ পয়সা পেটী চিনি, সাধ্য কি যে চিনি কিনি,
আখের ওড়ের ছিনিমিনি, দশ আনাতে এক পসরা ॥ (খণ্ডিত)

তরীর মালসী
বৈষ্ণবচরণ দাস (ত্রিপুরা)

- চিতান - ভবতরীতে দেহ তরিতে মন হল চঞ্চল ।
পাড়ন - তোরে না দেখে মা শঙ্করী, তরিতে ধরলেম পাড়ি,
এখন তরীতে উঠে জল ॥
- ফুকান - আমার দেহতরীর বাইন খেয়েছে, ঝলকে ঝলকে উঠে জল,
দেখে হত বুদ্ধিবল : তাহে মদন মাঝি পাঞ্জি, কোন কথায় হয়না রাতি,
অকুল পারির মাঝামাঝি, হাইল ছেড়ে তরী করে তল ॥
- মিল - এ তরীতে তরিতে মা যায় না আশা করা,
চরণ-তরীতে তারা, তরিতে তরাও সন্তানে ।
- মুখ - মাতৃমায়া দেখে জ্ঞানুক অবশে গুনুক,
জগতের লোক দেখে লউক নয়নে ॥
- ডাইনা - মা বিনে সন্তানের দুঃখ, এ ভবে কে করে লক্ষ্য, দক্ষসূতা ওগো শিবানী ;
তুমি জগৎপ্রসূতা মাতা, বিধিবিরিঞ্চি প্রসবিনী ।
নিস্তারিণী জেনে তোরে, ডাকি মা দুষ্টরে পড়ে,
তুই বিনে আর কে নিস্তারে, এমন কে আছে ভুবনে ।
- খাদ - তরী নিয়ে তরিতে মা পড়েছি নিদানে ॥
- ফুকান - ছিল নামের বাদাম জ্ঞান মাস্তুলে, অনুরাগ রূপ পালগুয়ায় খাড়া,
জু'টে মাঝি কর্তারা : প্রতিকূল অতি তরঙ্গে, বেউরি ষাটিয়ে রঙ্গে,
কুসঙ্গ বাতাসে ভাসে, তরীর ওরাসহ মাস্তুলের গোড়া ॥
- অন্তরা - এ তরীতে তরিতে মা প্রাণে লাগে ভয় ।
দেখে বরষা গেল ভরসা, নদীর প্রবল তরঙ্গে কম্পিত হৃদয় ॥
পড়েছি বড় নিদানে, তরায়ে নেও নিজগুণে, আপন তনয় ।
অভয়ে এ ভয়ে তরাও বগুণে, সন্তানে হইও মা সদয় ॥
- পরচিতান - আমার নাই মা তরী, নাই কান্তারী পাড়ির ভয় বড় ।
- পরপাড়ন - আমি দিয়েছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
যা তোমার মনে লয় কর ॥
- ফুকান - মাগো ডুবিল ডুবিল তরী, মরি মরি অকুল পাথারে,
ডাকি কাতরে তোরে : নাম নিয়ে মরিলে প্রাণে, তারানাম সারা ভুবনে,
কলঙ্ক নিঃশঙ্ক মনে, করাবে জনে জনে ঘরে ঘরে ॥

ভবানী

চন্দ্রকান্ত দাস (বরিশাল)

- চিতান - ভবদারা ভব-ভয়হারা তারা গো মা, বড় বিপদ তোর ভবের খেলায়।
- পাড়ন - সঙ্কটে স্থান দিও শঙ্করী তব রাঙ্গা পায়, মাগো অনুপায়ের উপায়,
তোমারই ও পায়, যে পায় সে পায়, পায় তোমার কৃপায়।।
- ফুকার - মাগো তোমাকে যে করব ভক্তি, দেহেতে নাই এমন শক্তি,
নিঃশক্তি আমি, পতিত র'ল এ জমি।
দাঁড়ায়ে মা ভবের কূলে, ডাকব তোমায় মা মা বলে,
পুত্র বলে স্নেহ হলে, সেদিন পার করে দিও তুমি।।
- মিল - শিখায়েছ মা বোল বুলি, তাইতে ডাকি গো মা-
এটুকু তোমার মহিমা, তা না হলে আমার আর কি।
- মুখ - তুমি মা রাজরাজেশ্বরী, তোমার কাজ করি,
তুমি না করালে করি কি।।
- ডাইনা - চলতে শক্তি বলতে শক্তি, মা দর্শন শক্তি স্পর্শন শক্তি, জাগাও অনিবার,
আমার দেহে দেও নাই ভক্তির শক্তি,
বল শক্তি মা, সে দোষ কি আমার।
তুমি চালাও আমি চলি, তুমি বলাও আমি বলি,
মাগো তোমার খেলা আমি খেলি, পাপ - পুণ্যের আর ধার ধারি কি।
- বাদ - তোমার রাজ্যে তোমার কার্যো মা আমি সদা রত থাকি।।
- ফুকার - মাগো পাপ-পুণ্য আর ধর্মধর্ম, এ সংসারে যত কর্ম,
আমার হয় কিসে, তুমি আনলে এই দেশে।
আমি করতেছি তোমার কাম, তাতে হ'ল আমার বদনাম,
বরং আমি যে দেশে ছিলাম, আমায় নিয়ে চল সেই দেশে।।
- মিল - দেব দানব আর গন্ধর্ব নর, কিংবা বিষ্ঠার কুমি,
সবার মধ্যে আছ তুমি, তবে আর ভাল মন্দ কি।।
- অন্তরা - মাগো কর্মক্ষেত্রের কর্ম তোমার, আমিও ত তোমার কোলেরই ছেলে।
তোমার কর্তব্য কাজে ঘটায়ে ঋটি, পুত্র ব'লে কেন নেও নাগো কোলে।।
সামুদ্রের মা সচ্চরিত্র, অসামুদ্র অসৎ চরিত্র,
সকলি তোমার পুত্র, কারে দিতে পার কেলে।
আমি সামু থাকি আর অসামু থাকি, তবু ত ডাকি তোমায় মা মা বলে।।
- পরচিতান - ভাটা জোয়ার জোৎস্না আঁধার, দিন রাত্রি আর,
সৃষ্টিস্থিতি হয় তোমার ইচ্ছায়।
- পরপাড়ন - সংসারে তুমি সকল জায়গায় কর বিচরণ, মাগো তব শ্রীচরণ,
করতে দরশন, কি কারণ বঞ্চিত কর আমায়।।
- ফুকার - মাগো এ সংসারে স্বর্গ নরক, সকলি করেছে পরখ,
কিছু নাই বাকী, সদা তোর কাছে থাকি।

স্বর্গে কিংবা নরকে যাই, তাতে আমার আপত্তি নাই,
কিন্তু মাগো এই ভিক্ষা চাই, যেন সদায় তোমাকে দেখি ॥

পূজার মালসী

মধুসূদন সরকার (যশোহর)

- চিত্তান - স্বার্থময় এই সংসারে মা গো আশায় জগৎ বাঁধা।
পাড়ন - জীবকে সংসার মেয়াদে সুখ সম্পদে, মায়ার ফাঁদে লাগালে বাঁধা ॥
ফুকর - ভবে রাজার আশা রাজ্যশাসন, ধনী লোকের আশা বেশী ধনে,
দেখি আশা ত্রিভুবনে। যে জন ভবে অর্থশূন্য, তার থাকে না মান্যগণা,
কৈদে ফেরে অর্থের জন্য, দিবানিশি অতি দুঃখিত মনে ॥
মিল - সে যে অর্থলাভ বাণিজ্য আশে, স্রমে দেশবিদেশে,
এবার কি করে উন্নতি হবে, দিবানিশি তাহাই ভাবে।
অন্তরা - কি দিয়ে করিবে পূজা, দশভূজা গরীব হলে।
করতে দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা, সব দেখি মা টাকার বলে ॥
নাম ধর রাজরাজেশ্বরী, রাজার পূজা বাও শঙ্করী,
দেখি না নাম তোমার কাঙালেশ্বরী - কাঙাল কি তোর নয় গো ছেলে ॥
পরচিত্তান - সাধক তোমার করিবেন পূজা, মাগো সান্ত্বিক ব্রহ্মজ্ঞানে।
পাড়ন - করে রেচক পুরক কুস্তকাদি-মা ঘটচক্রে যতী আরাধনে ॥
ফুকর - পরে সপ্তমীতে সুব্রহ্মতে, যোগী ঋষি করে যোগসাধন হৃদিপদ্মে সিংহাসন।
উঠায়ে সে হৃদিবাটে, ভক্তিপুষ্প দেয় জ্ঞান-ঘটে,
মাতৃকান্যাস ধরবেন এঁটে, মা তোমাকে করিতে অর্চন ॥
মিল - অনুরাগের চন্ডী করিবে পঠন, হয়ে নিষ্ঠ মন,
মা তোর গরীব ছেলে মধুসূদন, কি দিয়ে তোমায় পূজিবে ॥

সাপিনীর মালসী

অম্বিকা পাটনী (ঢাকা)

- চিত্তান - তোরে ভজব বলে ভবানী গো, ভবে জন্ম লই।
পাড়ন - এসে সংসারে মা সঙ সাজি, করতেছি ভেঙ্কিবাঙ্গী,
আমার মন-পাজি হল না রাজী, ভজন হল কই ॥
ফুকর - আমি মাতৃগর্ভ কারাবাসে ছিলাম গো জননী,
তখন মা বিনে কি জানি। মা গো -
শেষে ডুল হল ভূমিষ্ঠ হয়ে, ধরণীর কোল মিষ্ট পেয়ে,
মহামায়ায় বিস্মরিয়ে, করি ওয়া না ওয়া না ধ্বনি ॥
মিল - বাল্য আর পোগণ্ড গত, যখন কৈশোরেতে সমাগত হয়েছি জননী,
তখন নারীরূপা ভুজঙ্গিনী, ভবিতে ডুলাল আঁধি।
মুখ - বিয়ানলে অঙ্গ ছলে, কামিনী সাপিনীর কোলে, আর কতকাল থাকি ॥
ডাইনা - না শিখে সাপ ধরা যন্ত্র, আমি বৃথা করে যড়যন্ত্র,
সোহাগ করে মাথায় বুলাই হাত,

- আগে জানি না যে এই সাপিনী, কটাক্ষেতে বক্ষে ফোটায় দাঁত।
বিষম ফণা বিভ্রম করে, সম্মুখেতে পেঁপম ধরে,
কটাক্ষে দংশিল মোরে, প্রাণের ভয়ে তোরে ডাকি।
- খাদ - বিষে অঙ্গ অবশ হল, প্রাণ যাওয়ার নাই বাকী।।
- ফুকার - যারা সাপের মস্ত বিষের ঝাড়া জানে গো জননী,
তাদের মূলের হয় না হানি। মা গো -
দেখলে ভুজঙ্গিনী ভয়ঙ্করা, আগে দিয়ে লয় ধূলা পড়া,
শেষে মাথার উপর দিয়ে পাড়া, তারা তুলে লয় মাথার মণি।।
- মিল - আমি নই তাদের মতো, এখন হলেম তোর শরণাগত,
শোন বেদেনীর মেয়ে- আমি বিশ্বেশ্বরের পুত্র হয়ে,
বিষের জ্বালায় মরব নাকি।।
- অন্তরা - ঝেড়ে দে গো মা আমার এই বিষের ঝাড়া।
আমার সর্ব অঙ্গ হিম হয়েছে, স্থির হয়েছে নয়নতারা।।
উর্ধ্বশ্বাসে শ্বাসে শ্বাসে, এখনো ডাকি আশ্বাসে,
আসতে হলে চলে আয় মা তারা।
নইলে তারা তারা তারা বলে, ভবের ব্যাপার হবে সারা।।
- পরচিতান - মা তুই অনন্তরূপিণী তারা, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী।
- পাড়ন - তুনি তন্ত্রসারে শিব বলে, এত দিন ছিলাম ভুলে,
আবার তুই নাকি মা চতুর্দলে, সপ্তরূপিণী।।
- ফুকার - যদি তুই সাপিনী এই সাপিনী মূলে না হোস্ তফাৎ,
করি চরণে প্রণিপাত। মাগো -
তবে আমি বরং কামের চোখে, না চিনে চেয়েছি তোকে,
ও তুই মা সন্তানের বুকে, করলি কোন পরাণে দস্তাঘাত।।

কামিনীর মালসী

অম্বিকা পাটনী

- চিতান - তোরে দেখব বলে দুঃখহরা তারা মা, যাত্রা করলেম কৈলাসে।
- পাড়ন - পথে পড়ে কুমতির ভুলে, এসেছি রাস্তা ভুলে,
কামরূপা কামিনীর দেশে।।
- ফুকার - আমার আশার সুসার হল কি, যাত্রাকালে ছিল কি,
যাত্রাভঙ্গ যোগ : তাইতে সুযোগে দুর্যোগ, মা -
দেখলেম দেশের যত প্রণালী, কাতরে মা তোরে বলি,
আছে এই দেশে কামিনী কালীনি, নিত্য হয় তার নিশাভোগ।।
- মিল - নিশাভোগ দেখিতে এলাম কুমতির মন্ত্রণায়, -
ছয় বেটা বোম্বটে আমায়, দিতে এল নরবলি।
- মুখ - ভবভয়হারিণী, কালী কালবারিণী, এখন কোথায় রলি।।
- ডাইনা - পুরোহিত তার হয়ে মদন, ক'রে কামতন্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ, করছে উৎসর্গ,
কামের কাঠগড়ায় তুলেছে আমায়, কালের হাতে বড়গ,

- জয় কালী কামিনী বলে, দাঁড়ায়েছে খড়গ তুলে,
ভয় পেয়ে ডাকি মা বলে, রক্ষা কর রক্ষাকালী।
- বাদ - মা বিনে সন্তানের দুঃখ মা, আমি কার কাছে কি বলি।।
- ফুকর - আমার মন্ত্র দিয়ে কুমতি, জন্মাল কি কু-মতি, কুপণে মজায়,
তাতে বিফলে দিন যায়, মা - ছিল রাশির কি কুপগ্রহ, গুরুগ্রহ নিগ্রহ,
বুঝি সেই পাপেতে এই পাপদেহ, লাগে রাক্ষসীর পূজায়।।
- মিল - নিশাভোগ দেখিতে এলাম কুমতির মন্ত্রনায়,
ছয় বেটা বোম্বটে আমার দিতে এল নরবলি।।
- অন্তরা - এই নিবেদন করি তোর চরণকমলে।
যায় না যেন এই পাপদেহ রাক্ষসীর করাল কবলে।।
দাঁড়াল কামিনী কালী, আকাশে পাতালে খিলি, আমার খাবে বলে।
মা তুই এ সময়ে কাছে এসে, পুত্র বলে নেওমা কোলে।।
- পরচিতান - মা তুই এখনো দাঁড়ায়ে র'লি, পুত্রবলি বলি হয় না তোর ক্রেশ।
- পাড়ন - ও তুই মা হয়ে মা ঈশানী, হয়ে র'লি পাষাণী,
তোর প্রাণে নাই কি দয়ার লেশ।।
- ফুকর - যদি আমাকে করতে রক্ষে, অসাধ্য হয় তোর পক্ষে,
তাতে দুঃখ নাই; কিন্তু এই এক ভিক্ষা চাই, মা -
দিতে নরবলি আমাকে, দাঁড়াইও সম্মুখে,
যেন কালবারিণী মূর্তি দেখে, কালরাক্ষসীর পেটে যাই।

বৈষম্যের মালসী

অগ্নিকা পাটনী

- চিতান - তুমি জগন্মাতৃ জগদ্ধাত্রী জগৎকত্রী পুরাণে প্রচার।
- পাড়ন - তারিণী, তুমি দুঃখহারিণী কালনিবারিণী -
জননী তোর একি অবিচার।।
- ফুকর - মা তুই কারো জন্য সুখা রেখে - কারো জন্য রাখলি হলাহল
কারো শুকনা বৃক্ষে ফল - মা মা গো, কারো শুকায় পূর্ণ কুন্তের জল।
কারো জন্য বালাখানা, কেহ পায়না ধূলায় বিছানা,
কারো জন্য মিছরির পানা, কারো ভাগ্যে জলন্ত অনল।।
- মিল - কারো ঘোষে কু-কলঙ্ক কারো গুণের কীর্তি -
কেহ করে বেশ্যাবৃত্তি, কেহ পায় সমাজের পূজা।
- মুখ - মা হয়ে মা কারো পক্ষে, তাকাস মা কৃপা কটাক্ষে,
কারো বক্ষে দুঃখ দাও দক্ষজা।।
- ডাইনা - কেহ থাকে স্বশানখোলা, কারো বাসা বৃক্ষতলা,
কারো বাড়ী চকমেলা দালান,
কেহ অনশনে প্রাণে মরে, কারো ঘরে গোলা ভরা খান।
কেহ করে জমিদারী, কেহ বা কড়ার ভিখারী,
কেহ দৌড়ায় জুড়ির গাড়ী, কেহ টানে পাখীর বোঝা।।

- বাদ - রঙ্গিনী তোর রঙ্গক্ষেত্রে রঙ্গ যায় না বুঝা ॥
- ফুকার - কেহ লেংটি এঁটে মজুর খাটে, কারো জোটে তসরের ধুতি,
কেহ পায় গজমোতি - হায় হায় গো, কারো ঘরে দিনে ডাকতি।
কেহ থাকে বন্দীঘরে, কেহ তারে বন্দী করে,
কেহ থাকে অন্ধকারে, কারো ঘরে বিদ্যুতের বাতি ॥
- অন্তরা - কে বুঝে মা তব মায়া, মহামায়া মহিতলে।
মা তুই কারো করে দিয়ে হীরা, কারো ভরা ডুবাও জলে ॥
কারো ক্ষেতে সোনা ফলে, কারো ধ্বংস হয় সমূলে,
কারো কেড়ে কোলের ছেলে, দেও কারো কোলে ॥
- পরচিতান - মা তুই মা হয়ে এই নিঠুরতা, কঠোরতা শিবেছিলি কই।
- পাড়ন - ঈশানী। তুই যে এত পাবানী, আগে না জানি,
তারিণী তোর চরণ শরণ লই ॥
- ফুকার - কারো রাবণ বংশ ধ্বংস করে, সেনার পুরী কর অন্ধকার,
মা তোর কীর্তি চমৎকার - মা মা গো, কারো ঘরে আনন্দের বাজার।
কারো গৃহ দাহ করি, কারোরে দাও পাকাবাড়ী,
কেহ করে চৌকিদারী, কেহ ডিস্ট্রিক জর্জ কমিশনার ॥

মায়ার মালসী

অম্বিকা পাটনী

- চিতান - মহামায়া তোমার মহামায়ায় ভুলেছি মহৎ পথ।
- পাড়ন - মায়ার প্রহেলিকার স্রাস্তির রাজ্যে, অশাস্তির কার্যে,
জীয়াতে হয়েছি মৃতবৎ ॥
- ফুকার - পূর্বে মাতৃগর্ভে হেঁট মুণ্ডে উর্ধ্বপদে ছিলেম, ভজব বলে ভবে এলেমঃ
ভূমিতে হয়ে ভূমিষ্ট, জননীর কোল পেয়ে মিষ্ট,
মহামায়াতে হইয়ে প্রবিষ্ট, সেসব পাসরিলেম ॥
- মিল - মায়ার রাজ্যে মায়ার খেলার আছে কি অবধি,
যুবা বৃদ্ধ শৈশবাদি, মায়াতে থাকে মোহিয়া।
- মুখ - অভয়দায়িনী কে আছে জননী, তুই বিনে অভয়া ॥
- ডাইনা - জনমমাত্র মা অসিতে, মায়াক্ষেত্রে মায়াসূতে হাতে গলে বান্ধা পড়েছি,
এসে বন্ধুহীন বিদেশে একা, শত্রু সখার সহায় নিয়েছিঃ
নিত্য নিরানন্দান্দোলন, বন্ধন জ্বালায় করি ত্রন্দন,
নন্দনের এই মায়ার বন্ধন, কেটে দে মা মহামায়া।
- বাদ - মা বিনে সন্তানের দুঃখ মা, কে নিবে বুঝিয়া ॥
- ফুকার - মহামায়া তোমার মায়ার রাজ্যে মায়ার কার্যে ভুলে,
বিসর্জন সুখ শাস্তি জলেঃ ভুলে মায়ার প্রলোভনে, গরল খেলেম
সরল মনে, আবার ফণিহার মণিহার জানে, যত্নে পরলেম গলে ॥
- মিল - মায়ার রাজ্যে মায়ার খেলার আছে কি অবধি,
যুবা বৃদ্ধ শৈশব আদি, মায়াতে থাকে মোহিয়া ॥

- অন্তরা - মায়ায় চিত্র কি বিচিত্র মায়ায় ক্ষেত্র করি দরশন।
একবার যে দেখেছে সে বুঝেছে, হইয়ে রয়েছে মা আমার মতন।।
মিছে মায়ায় আকিঞ্চনে, কামিনী কাকনে, বক্ষনা লাক্ষনা ভুগি অনুক্ষণ।
তুমি মায়া বিমোহিনী, মহেশ মোহিনী, সঙ্কটে শঙ্করী কর মা মোচন।।
- পরচিতান - মাগো মায়ায় বন্ধন এতই কঠিন, জানিনা এত।
- পাড়ন - দেখি শান্ত শৈব গাণপত্য, আদি যত জন, রয়েছে মায়াতে মোহিত।
- ফুকার - মাগো মায়াতে মোহিত হইয়ে, এলেম পরবাসে, এসে রৈলেম পর বাসে।
মায়াতে মনঃমোহিনী, বাঙ্কিল মনঃমোহিনী, মায়ায় বন্ধন কেটে দে জননী,
চলে যাই স্বদেশে।।

কলির মালসী

অম্বিকা পাটনী

- চিতান - তারা সত্য ত্রেতা দ্বাপর গিয়েছে, আগত হয়েছে কলি।
- পাড়ন - কলির আক্রমণে অধর্মের প্রভাব, মাগো মা স্বধর্ম স্বভাব গেল সকলি।।
- ফুকার - দেখি সভ্য লোকের নব্য ফ্যাসন, সহরে কন্দরে সর্বত্র,
কালের গতি অতি বিচিত্র : শত চাকর যার ছকুমে,
খেটে মন জোগায় সস্ত্রমে, সেও মত্ত হইয়ে বেশ্যার প্রেমে,
পায়খানার জল টানে দিনরাত্র।।
- মিল - দেখে কলির কুচরিত্র, দুঃখিত মা বড়,
রক্ষাকালী রক্ষা কর, সন্তানেরে রেহ বশে।
- মুখ - পতিতপাবনী ওমা, রক্ষা করগো মা, কলির কালগ্রাসে।
- ডাইনা - এল. এ. পাশ বি.এ. পাশ করে, সাময়িক ইংরেজী পড়ে,
হয়েছে ইংরেজের অফিসার : বলে মা মাসী পিসিরে লেডি,
বাবারে কয় মাই ডিম্বার : ইষ্টদেব বাড়ীতে এলে,
তুষ্টার্থে ওড় মণিঃ বলে, ইষ্টবাক্যে কষ্ট হলে রাসকেল বয় কয় রাগের বশে।
- বাদ - কলিতে অধর্ম প্রবল, স্বধর্ম বিনাশে।।
- ফুকার - যারে শতলোকে নতশিরে কর্তা বলে প্রণাম করে পায়,
সেও বেশ্যার প্রেমে ঠেকে সমস্যায়, : ছজুরে মজুরের মত,
করজোড়ে অবিরত, থেকে বেশ্যা গোখামিনীর অনুগত,
কত পায় ধরে, অপরাধ ক্ষমা চায়।।
- মিল - দেখে কলির কুচরিত্র দুঃখিত মা বড়, রক্ষাকালী রক্ষা কর,
সন্তানেরে রেহ বশে।।
- অন্তরা - কলিতে নারী পুরুষ উভয়ের দোষ, বলিতে প্রায় সমান ওজন।
ছেড়ে সিন্দুর দেওয়া হিন্দুর মাইয়া, কপালে টিপ করে ধারন।।

- ফুকার - যাদের মা বাপের অন্ন জোটেনা, পরিবারে পরিবার না পায়,
সেও বাবু সেজে কেশ্যাবাড়ী যায় : সর্বদা খায় গরমাগরম,
কথায় নরম কাজে গরম, সেও গায় মেখে সাবান পমেটম্
পকেটেও চেইন ঘড়ি খুলায়।

কলির মালসী

অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ (ত্রিপুরা)

- চিতান - মা তোর কলির খেলা, আজব লীলা বুঝতে সাধ্য কার।
পাড়ন - এখন আছে কলির কলি, হয় নাই বিকশিত,
দেখি বিপরীত কান্ড চমৎকার।।
- ফুকার - মাগো, কলি রাজ্যে রাজ্য পেল, গেল ধর্মের রাজত্ব, এখন সত্যের নাই স্বত্ব,
যারা সত্যবাদী জিতেদ্রিয় তাদের উপর ভীষণ দৌরাঘা।
বন্ধ হল ধর্মের গুদাম, পিতায় সাজে পুত্রের গোলাম,
কুলোকে পায় হাজার সেলাম, গরুড়ের মাথায় ভুজঙ্গের নৃত্য।।
- মিল - গাছের মাথায় মাছের বাসা, চিলের বাসা জলে,
গন্ধ পেয়ে পাকা বেলে, ঠোকরাইয়া খায় পাতিকাকে।
- মুখ - কলি গো তোর কলির কান্ড, বলতে অবাক তুম্ব,
ভেকের নৃত্য হাতির মস্তকে।।
- ডাইনা - এক, এ, পাশ বি, এ, পাশ করি, ছেলে দৌড়ায় জুড়ির গাড়ী,
দিন রাত্রি করে বাবুয়ানা,
কিন্তু মায়ের মার্গে কাপড় জোটে না, রীড়কে খাওয়ায় সাহেবী বানা।
বৌকে করে পাটেশ্বরী, চাকরানী খাটে মা বুড়ী,
দিনটি কাটায় রেস্তিবাড়ী, ব্রাভির বোতল হাতেই থাকে।
- খাদ - ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব হানি, বেদের বাণী চম্বালের মুখে।।
- ফুকার - কারো পরমিষ্ট বাড়ী এলে, মিষ্টি বাক্যে বলে ইষ্টের ঠাই,
বড় কষ্টে কাল কাটাই,
এবার যে কষ্টে রেখেছে প্রভু, কেমন করে বার্ষিক জোগাই।
শালা শালী এলে বাড়ী, ভোজনের আয়োজন ভারী,
জল খাওয়ায় খাত্তা কচুরী, ইষ্ট সেবায় দুধে মিষ্ট নাই।।
- অন্তরা - কলিতে পিতা পুত্র, মাষ্টার ছাত্র, মিছে মিছে নাই মা বর্গ।
ডাকলে সমাদরে মায়, চোখ পাকায় চায়, ভার্যার ডাকে পায় হাতে স্বর্গ।।
কেহ পিতার স্বন্ধে চড়ে, বৌকে রাখে শিরে, মায়ের ঘাড়ের ধরে বড়গ।
কারো বাবার নামে শিশু পায় না, শালার শ্রাঙ্গে করে বুঝেৎসর্গ।।
- পরচিতান - খেলে মহোৎসবের মহাপ্রসাদ, কুলীনের কুল নষ্ট পায়।
- পরপাড়ন - বাবুদের নাই আর আসল দিকে দৃষ্টি পাত, -
খেয়ে কেশ্যার ভাত, জাতের মান বাড়ায়।।
- ফুকার - আগে মান্যবরের মান্য দিতে নতশিরে করতেম নমস্কার,
এখন লোপ হয়েছে তার,

আমরা এ, বি, সি, ডি, রিডিং করে, ভুলেছি সব সাধুর ব্যবহার।
ভর্তি হয়ে হই স্কুলে, মাতৃভাষা গেলেম ভুলে,
মান্য ব্যক্তি কাছে এলে, হাত তুলে কই ওডমর্নিং মিস্টার ॥

মালসী

হরিচরণ সরকার (বরিশাল)

- চিত্তান - ভব তরিবার তরুণী, মা তারিণী তোমার ঐ চরণ।
- পাড়ন - আমার কাল আসিল কালান্তে, মন ভোলা মায়া প্রান্তে,
ঐ নাম দিনান্তে করিনা স্মরণ ॥
- ফুকার - তুমি ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী বাণী, ভবরানী বিপদবারিণী,
নরকান্তকারিণী, মাগো, বিরলান্ব বন্ধহিতা দম্বসূতা
দুঃখহারিণী : তুমি সাবিত্রী গায়ত্রী, জগৎমাতৃ জগদ্ধাত্রী,
শক্তিরূপা মুক্তিদাত্রী, ত্রিলোককত্রী, ত্রিগুণধারিণী ॥
- মিল - দিন গিয়েছে দীনতারিণী, দয়া কর দীনে, কেন দুঃখ দাও মা দিনে দিনে,
অধীন বলে কর ক্ষমা।
- মুখ - ভজব দুর্গা ভজব কালী, এমনি করে আজি কালি,
চিরকালই গত হইল শ্যামা ॥
- ভাইনা - হিংসারূপ উদরে কুমি, মায়াতে সংসারে শ্রমি, তব নামে ক্রমে অকচি :
আমার কালনিদ্রা নিশি দিন, মোহ তন্দ্রায় আঘুহীন,
ভক্তি নাই শক্তিহীন হয়েছি : বিষয়তৃষ্ণা অহরহ, চিন্তা জ্বরে অঙ্গ দাহ,
তুমি বিনে আর নাই কেহ, এই রোগের ঔষধ দিবে মা।
- খাদ - কু সন্তানে কুপাদানে ত্রাণ কর গো উমা ॥
- ফুকার - পেয়ে জঠরে কঠোর যাতনা, কতনা করেছি, শেষে ভবে এসেছি :
মা মা গো, কুমতিতে হয়ে মত্ত, পূর্বসত্য ভুলে গিয়েছি : তারা রূপ হেরিব
নেত্রে, পূজা করিব ত্রিপাশ্রে, জন্মমাত্র কর্মক্ষেত্রে, মায়া সূত্রে বাঁধা পড়েছি ॥
- মিল - পদে পদে ঐ শ্রীপদে দোষ করেছি বড়, যুক্তি দিয়ে মুক্তি কর,
ওগো হর মনোরমা ॥
- অন্তরা - ত্রিনয়নী ত্রিলোকতারা নিমন্তকীনিরাকারা, এলোকেশী অধরা,
নির্বিকারা সারাৎসারা।
অপরামী হয়ে থাকলেও ডাকলে যেন পাই মা সাড়া ॥
যখন কণ্ঠরোধ করিবে কফে, বন্ধস্থল ধরিবে চেপে,
অজপাতে যেন জপে, জয় তারা তারা।
ভাই বন্ধু সূত দারা, মানবে না কেউ কাঁদবে তারা, —
তখন শিয়রে দাঁড়াইও তারা, তারায় মিশবে নয়নতারা ॥
- পরচিত্তান - বড় অকূলে দাঁড়িয়ে আছি, আকুল দেখি হও মা অনুকূল।
- পাড়ন - আমি সুখে কিংবা দুঃখে রই, ধনী কি দরিদ্র হই,
তারা তারা কই, হয়না যেন ভুল ॥
- ফুকার - তুমি দশমহাবিদ্যারূপে, জীবের দেহে আছ তারিণী

কালী কাল নিবারিণী, মাগো, খিদলেতে প্রাণরূপী
সহস্রারে হও রাখারানী : চতুর্দলে সদাস্থিতা,
শঙ্কুসহ বিরাজিতা, অন্তকালে দিও মাতা, ভবসাগরে চরণতরণী ॥

সংসার গারদের মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - কত কর্মফলে মানুষকুলে জনম গ্রহণ ।
- পাড়ন - ভবে এসে, ভুলে রঙ্গরসে, মায়ায় বশে, হলনা শক্তি আরাধন ॥
- ফুকার - জনম মাঝে দেখি কর্মক্ষেত্রে, চতুর্দিকে মায়াজাল : ভুলে বিষয় মদে
পদে পদে, হয়ে রয়েছি মাতাল : ছিল এই বাসনা দশভূজা, পাদপদ্ম
করিব পূজা, মাথায় নিয়ে পরের বোঝা, আমি হারাইলেম পরকাল ॥
- মিল - পরকে আপন ভেবে এখন খাটি অবিরত, চোখবোঁধা বলদের মতো,
আর আমাকে ঘুরাইও না ।
- মুখ - দিন গেল দিন গেল দুর্গে, আর কি জানি আছে ভাগ্যে,
কি করি বল না ॥
- ডাইনা - জ্বালাতে ঘিরিলে দেহ, স্ত্রী পুত্রে করবেনা স্নেহ, অহরহ শরীর দুর্বল : ভাবে
অনিত্য সংসারের বাসা, ফুরাইবে বল ভরসা, কেউ দিবেনা পিপাসাতে জল
এদিন গেল মায়ায় ভুলে, নিদানের দিন নিকট এলে, পাপদেহ পঞ্চদ্বকালে,
নাম নিতে যেন ভুলোনা ।
- খাদ - হলনা হলনা ভবে তারা আরাধনা ॥
- ফুকার - অন্তকালে নিয়ে তুলসী তলে কর্ণে বলবে রাম রাম রাম, করবে আশীষ
বাক্যে সবে কান্নাকাটি অবিরাম, তখন উদারার স্বর উঠবে ক্ষেপে, কঠরোধ
করিবে কফে, মুদারায় মূল মন্ত্র জপে, যেন তারায় জপে তারা নাম ॥
- মিল - দেবে দ্বিজে ভবের মাঝে ভজলেমনা জীবনে, কালবারিণী নামের গুণে,
ঘোচে যেন যম যাতনা ॥
- অন্তরা - আর কতকাল রাখবি এই সংসার গারদে ।
কইতে নারি সইতে নারি কামজারি মা পদে পদে ॥
নাই ভক্তি নাই উপাসনা, নাম বলেনা পাপ রসনা,
ঠেকা আমি কত অপরাধে ।
এখন সব অপরাধ করে ক্ষমা, আমায় মা খালাস করে দে ॥
- পরচিতান - জানি শক্তিপদে থাকলে ভক্তি, মুক্তি ঘটে তার ।
- পাড়ন - দিলে শক্তি, হত সাধনশক্তি, অচল ভক্তি, নইলে মা কি শক্তি আমার ॥
- ফুকার - এই মিনতি ওমা হৈমবতী, করি অতি কাতরে,
আমার নাই সাধন বল, ভক্তির সঞ্চল, পাব তোমায় কি করে :
যখন এসে কাল ফিঙ্করে,
বাঁধতে চাবে করে করে, কালবারিণী মূর্তি ধরে,
তখন দাঁড়াইও শিয়রে ॥

দেহ - তরীর মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - তারা বিধি বিধু প্রসবিনী, হররানী গনেশ জননী।
- পাড়ন - তোমার ইচ্ছাময়ী নাম সবে কয়, ইচ্ছাতে সৃষ্টি প্রলয়,
হর কালের ভয়, কালনিবারিণী।।
- ফুকার - মাগো আমার দেহ-তরীতে, ভবসিন্দু তরিতে করেছি আশা,
তাতে ঘটল দুর্দশাঃ মা, করলেম জলডরাতে মালের ওদাম,
ছই ছায়ার নাই নৌকা উদাম, আমার ভাঙ্গা মাঙ্গল ছেঁড়া বাদাম,
তুমি মাত্র ভরসা।।
- মিল - যড় রিপু মাল্লা আমার হইছে মায়াব দাস, চতুর্দিকে ঘুরা বাতাস,
ছয় জনে ছয় দিকে টানে।
- মুখ - ভব সমুদ্রের তুফান ভারী, হাইল ছেড়ে পালায় কাণ্ডারী, পড়েছি নিদানে।।
- ডাইনা - সুপথ তাজে অনায়াসে, মাগো ভজনবাদী ছয়জন এসে,
রঙ্গরসে উল্টা টানে দাঁড় : তারা কারো কথা কেউ শোনেনা,
যেমন ইচ্ছা যার। দেহ তরীর মাঝি মনা, পাইল করে গাবকাণী সেনা,
তরীর বাহিন ছুটেছে জল মানেনা, পার হইয়ে যাব কেমনে।
- খাদ - বেলা গেল সন্ধ্যা হল দেখগো নয়নে।।
- ফুকার - তারা নাম নিয়ে ধরলেম পাড়ি, যদি মা ডুবে মরি, কলঙ্ক তোমার :
মনে এই ভেবেছি সার : মা মাগো, এ পার থাকতে মনে লয়না,
যম যাতনা প্রাণে সয়না, আমার আর যেন আসিতে হয়না,
চতুরাশি লক্ষ বার।।
- মিল - যদি মা তোর দয়াগুণে তরি এ বিপদে, স্থান দিওমা অভয় পদে,
এই বাসনা আমার মনে।।
- অন্তরা - আর কতকাল তরী নিয়ে ভাসব ঘাটে ঘাটে।
মা বইলে মা ডাকব কত, দয়া কি তোর হয়না মোটে।।
একে তরী জীর্ণ জরা, জাঙ্গী ছিঁড়া ভাঙ্গা গুরা,
পক্ষাঘ্না মাল বোকাই করা, কখন কি ঘটে।
আমার তরী সহ মাল, হয় যেন ভাল, রক্ষা কর এ সঙ্কটে।।
- পরচিতান - ডাকি মা বইলে মা দিসনে সাড়া, বুঝলেম তারা, সময়ের ফল মন্দ।
- পাড়ন - যারা মাল্লা ছাড়া হাইল ঘুরায়, পাছে ছিল আগে যার,
আমায় পাক ঘুরায় কর্মের নির্বন্ধ।।
- ফুকার - মাগো, এই জীর্ণ তরীর পাছায়, বস এসে হাইল মাচার,
ওগো বঙ্গাময়ী : আমার মনে বাজা ঐ :
মা, তোমায় ডাকতে পারলে অবিরত,
আশা যাওয়া ঘুচে যেত, আমি ডাক জানিনা মনের মত,
মিছে তোমায় সোধী কই।

জ্ঞানের মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিত্তান - আশী লক্ষ যোগি ভ্রমণ করে মা মানব জনম এবার।
- পাড়ন - এমন শুভ জনম কোন জন্মেতে, মাগো মা আর কি ভাগ্যতে,
হইবে আমার।।
- ফুকার - যখন জন্ম জননীর উদরে, মহাযোগ আরাধন করে, কত সুখী হই,
চরণ পূজব বলে কইঃ যে কালে ভূমিতে পড়ি শ্রী দুর্গানাম পরিহরি,
তুমি দিলে মায়াবেড়ী, মায়ায় ভুলে ভুলে রই।।
- মিল - জানি মাতৃবিস্তে পুত্রের দাবী, অন্যের নাই আপত্তি,
মাগো আমার প্রাণ্য যে সম্পত্তি, পার্বতীনাথ নিল লুটে।
- মুখ - সাধন সমরাসনে, আমরা বাপবেটা আজ করব যুদ্ধ, যা থাকে লজাটে।।
- ডাইনা - ইষ্ট মন্ত্র যন্ত্র করে, মাগো সমর করিতে সমরে, করিলেম সন্ধানঃ
তাতে জ্ঞান-ধনকে জুড়িয়ে দিলেম গুরুদত্ত বাণঃ দেহরথে সাধন রথী,
যে রথে মা মন সারথী, দেখব এবার পশুপতি, ভক্তিবান কোন বাণে কাটে।
- খাদ - হৃদমুদ করব যুদ্ধ মা, যার ভাগ্যে যা ঘটে।।
- ফুকার - রথে জ্ঞান ইন্দ্রিয় চাকার বলে, কালীনামের ধ্বজা তুলে, নিশান উড়াবঃ
গিয়ে যুদ্ধে দাঁড়াবঃ কৃপাময়ীর কৃপাদানে, সাধনের সমরাসনে,
হত করে পক্ষাননে, আমি মৃত্যুকে জয়ী হব।।
- মিল - তবে অনায়াসে ফিরব দেশে শমনের কি শঙ্কা,
এবার কালী নামে মেরে ডঙ্কা, চলে যাব নিছপটে।।
- অন্তরা - শমনের সম্মুখে এবার দাঁড়াও শুভধরী।
হয়ত মারব নয়ত মরব, তাতে কারে শঙ্কা করি।।
যখন জীবন যাবে চলে, চরণ দিয়ে বন্ধুহলে,
দেহ দিও সুপবিত্র করি।
তুমি শক্তি হয়ে, যুক্তি দিও, মুক্তি যেন হতে পারি।।
- পারচিত্তান - এই ভবার্ণবে তুমি বিনে মা, জীবের গতি কি আছে।
- পাড়ন - যদি ইষ্ট মন্ত্র করতে চাই রক্ষে, মাগো মা, তাতে বিপক্ষ ছয় জন হয় পাছে।।
- ফুকার - আমায় ছয় জনে ছয় দিকে টানে, পড়ে আমি মধ্যখানে, ভ্রমিয়ে বেড়াই,
দেহে জ্ঞানের অঙ্কুর নাইঃ অজ্ঞানে জ্ঞান দেও শঙ্করী,
কিঙ্করে করুণা করি, নিয়ে যুগল চরণ তরী, ভবের পাড়ি দিয়ে যাই।।

বিয়ার মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিত্তান - জানি জন্ম মৃত্যু বিয়া বিধির নির্বন্ধ দিয়ে।
- পাড়ন - বাল্যকাল বাল্যরসে গেল, যৌবনকাল এল, করতে হল সাধের বিয়ে।।
- ফুকার - আমি সর্ব্ব ধন দিয়ে যারে, বিয়ে করিলেম সমাদরে, কুহকে পড়ে,
সে শু ভুলায় আমারে, মন - রইলেম সেই বিয়াতে মত্ত হইয়ে,
পরমার্থ পাশরিয়ে, এবার শমন এল চিঠি নিয়ে, শেষের বিয়ার দিন করে।।

- মিল - সেই বিয়াতে হবে কত কোলাহলের মেলা, করে কত আমের চেলা,
বেশ করে বেশ সাজিয়ে দিবে।
- মুখ - বরযাত্রীকের সাথে, ওসে বিয়ে করতে, যাবিরে মন কবে।।
- ডাইনা - চড়তে হবে বাঁশের দোলায়, তোরে কাঁধে করে জাত বেহারায়ে,
শ্বশুরবাড়ী নিলে, রাখবে জামাই বলে আদর করে, কাঠের খাটে তুলেঃ
বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে, সারি সারি মশাল জ্বলে,
মুখে হরিবল হরিবল বলে, মুখচন্দ্রিমা করাবে।
- খাদ - দিন থাকিতে কর আয়োজন, মন তোর বিয়ে করতে হবে।।
- ফুকার - তোরে কন্যাদান করবে যখন, তিল তুলসী ঘৃত চন্দন,
আতপ চাউল কলা, বরণ বাক্য হয় বলা, মন-
করতে বরদক্ষিণা গোত্রান্তরী, লাগবে অষ্ট কড়া কড়ি,
তখন স্থাপন করে মাটির হাড়ি, দিবেরে অগ্রকুলা।।
- মিল - রঙতামাসা দেখবি কত বাজি আর বন্দুক,
বোমের আওয়াজ ঠাস ঠাস ঠাস, বাঁশের গিরায়ে সেরে দিবে।।
- অন্তরা - বরশয্যা দিবেরে তোর মাসেক পরে।
দিবে লেপ তোষক বালিশ বিছানা, শুবি কত সমাদরে।।
দানের বিয়ার এমনি রীতি, ব্যবহারি কত ইতি,
সামগ্রী দান করে জামাইয়েরে।
ও তুই মনের মতো যৌতুক পাবি, বিয়ে করলে বড় ঘরে।।
- পারচিতান - হলে বৎসরান্তর, হবে রে তোর, জামাই নিমন্ত্রণ।
- পাড়ন - মনের ভাব যত, পাবি তত গেলে সেখানে, -
বৃথা কেন ভাবছ আমার মন।।
- ফুকার - যদি সুহৃদ থাকে শ্বশুর বাড়ি, করবি কত বাবুগিরি,
মাসান্তর যাবি, কত পাবি আর খাবি, মন -
হবে যষ্ঠীপূজা জৈষ্ঠী মাসে, যাবি তোর শ্বশুরের দেশে,
ও তোর ভাগ্যে থাকলে পূজার শেষে, ধান্য আর দুর্বা পাবি।।

লক্ষ্মীবন্দনা মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - শুভ শারদ পূর্ণিমা নিশি, শারদীয়া মহোৎসব।
- পাড়ন - লক্ষ্মীভক্তে করে লক্ষ্মীপূজা, ধনরত্নে অভিলাষ।।
- ফুকার - কৃপা কর মা কমলা, অমলা বিমলা, কমলা কমলালয়া,
কমল কোমল জিনি কোমল কায়া শতদল কমলেশ্বিতা,
কমল করে কমল ধূতা, ইন্দ্রমুখী সিদ্ধসূতা, গোবিন্দপ্রিয়া।।
- মিল - মা তোর ভবে দেবে আগমন, সবে জুড়ায় তাপিত জীবন,
সুখের ভারত ডুবন, কৃপাদৃষ্টে এখন, দেব মা দেখ।
- মুখ - ওমা লক্ষ্মীগো শ্বশুরে সাপক্ষ হয়ে, ভক্ত গৃহে থেক।।
- ডাইনা - তুমি রাজার গৃহে রাজলক্ষ্মী, বণিক গৃহেতে বাণিজ্যলক্ষ্মী,

পাপীর গৃহেতে অলক্ষী, : সাধু ভক্তের গৃহে ভক্তিরূপা, মাগো
হরি ভক্তি প্রদায়িনী লক্ষ্মী : জয় লক্ষ্মী জয় বলে মুখে, ভক্ত
ডাকে মা তোমাকে, অচল হয়ে থেকে নিত্যানন্দ সুখে,
ধনধান্যে লোকে রেখ।

- বাদ - চৈড়ে এস মা, মা তোমার পেচক বাহক ॥
- ফুকর - মাগো, পূর্ণিমা নিশিতে, তোমাকে তুষিতে নিশি করে জাগরণ,
যে জন অভয় চরণ করে স্মরণ : তার প্রতি হও সুপ্রসন্ন,
ধন্য তোমার দয়া ধন্য, অগণ্য হয় ধনধান্য, দৈন্যতা বারণ ॥
- মিল - মাগো কি দরিদ্র কি ধনী, পূজে চরণ দুখানি, জাগিয়ে যামিনী,
হরগো জননী, হরগো দুখ।
- অন্তরা - হল আজ বড় আনন্দ, মনে কি আনন্দ, রাজাপ্রজার।
মাগো, এই আনন্দে নিরানন্দ, তোমার দৃষ্টি নাই অদৃষ্টে যার ॥
আশ্বিনের পূর্ণিমা, মরি কি উত্তমা, রমা তোমার তিথি পূজার :
ওগো মাগো লক্ষ্মী আশ্বিনের পূর্ণিমা। -
যেন নন্দন বনেতে, আনন্দ মনেতে, আনন্দে মিলেছে চাঁদের বাজার ॥
- পরচিতান - হয়ে তোমায় ঐক্য কত কষ্ট, স্বর্গপুরে ইচ্ছা পায়।
- পাড়ন - লোকের ডুলোকে হয় গোলোকের সুখ, মা তোমারি স্বকৃপায় ॥
- ফুকর - তুমি যারে প্রতিকূল, কিসের জাতিকূল, তাঁতিকূল বৈষ্ণব কূল নয়,
তুমি অকুলীনের কুলের আশ্রয় : তোমার সনে যার সম্পর্ক,
তার সঙ্গে নাই কোন তর্ক, তোমার কৃপায় মহামূর্খ মহামহিম হয় ॥

ভাওয়াল রাজকুমারের মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - মাগো মহামায়া একি মায়া, তোর মায়ায় মুগ্ধ ত্রিভুবন।
- পাড়ন - কারে কর মা ছত্রধারী, কারে কর ভিখারী, তুমি শঙ্করী, যা সাজাও যখন ॥
- ফুকর - ভাওয়াল রাজা রমেশনারায়ণ, দার্জিলিং-এ হল মরণ,
দিল জীবন ধর্মদাস সম্যাসী : রাজার সোনার সোনার,
কইরে ছত্রধার করলি বনবাসী : মাগো,
ছিল এতদিন সম্যাসীর বেশে, অষ্টবিন্দু বৎসর শেষে,
আবার ভাওয়ালের আকাশে, উদয় হল পূর্ণশশী ॥
- মিল - জানি সতী নারীর পতি বটে, উপাস্য দেবতা,
নইলে পাপপুণ্য কি মিথ্যা কথা, যেমনি কর্ম তেমনি হবে।
- মুখ - শিখে লও ভারতে, সবে নারীর হাতে ঔষধ খেতে, জেনে ওনে বাবে ॥
- ডাইনা - একপক্ষে অন্ধকার হলে, মাগো আরেকপক্ষে জোৎস্না মিলে,
কুতুহলে সেখ সে কৌতুক : কারও সুখের পরে দুঃখ দেওমা,
কারকে দাও দুঃখের পরে সুখ : যে দুঃখ মা ভারতবাসীর,
শেষ হবেনা দুঃখরাশির, সবে আদরের ধন প্রাণপ্রিয়সীর,
কাছে যেতে সাবধান হবে।

- বাদ - কামিনী কালভূজঙ্গিনী মংশিলে প্রাণ যাবে ।।
- ফুকার - মাগো, তিনগ্রহ একত্র যোগে, ষোল বৎসর গোলযোগে,
কষ্ট ভোগে মহারাজ রমেন্দ্র : ছিল এতদিন মা,
রাষ্ট্রপ্রভু জয়দেবপুরের চন্দ্র, মাগো -
শনি আশু ডাক্তার হয় কুমতি, রাষ্ট্র রানী বিভাবতী,
সর্বনাশের বৃহস্পতি, রাজার শালা সত্যেন্দ্র ।।
- মিল - এসব জেনেওনে ভারতবাসী থাকিবে স্বধর্মে,
মাগো শালায় কর্মে রানীর কর্মে, শেষকালে জানি কি হবে ।।
- অন্তরা - কে বলে ধর্ম নাই মা কলিকালে ।
লোকের যেমন কর্ম, তেমন ফল হয়, আগে না হয় পরে ফলে ।।
কি নিদারুণ বিষ খাওয়াইয়ে, রাজাকে স্বশানে পুইয়ে,
মনের সুখে ভাইকে নিয়ে, উঠেছিল রঙমহলে ।
আবার মৃতদেহে জীবন পেল রাজা, ধর্মদাসের ধর্ম বলে ।।
- পরচিতান - লোকের গুণকথা গুণ নীরিত, কার কতকাল থাকে গো শ্যামা ।
- পাড়ন - উঠলো দেশবিসেষে গভগোল, লোকমুখে আনন্দরোল,
জানি ধর্মের ঢোল আপনি বাজে মা ।।
- ফুকার - মাগো ভোগ করিতে রাজ্যখণ্ড, শালায় কাণ্ড কি প্রকাণ্ড,
এসব কাণ্ড ভণ্ডের কাণ্ড জানি,
রাজার জীবনবীমার টাকা পেয়ে, আমোদের আমদানি, মাগো -
যখন মোকদ্দমা রায় হইল, সেনায় ভারত জেগে উঠল,
তারের খবর ঘরে গেল, শুনে বিষ খেতে চায় রানী ।।
- ফুকার - বি. সি. চ্যাটার্জী ব্যারিস্টার যিনি, প্রমাণে দেখালেন তিনি,
কেন রায় পাবেনা সম্যাসী : ধন্য ডিস্ট্রিক্ট জজ পান্নালাল বসু,
রায় দিলেন প্রকাশি, মাগো - ঘুচল মিথ্যা প্রবন্ধনার দাবী,
উঠল সত্যধর্মের রবি, ধর্মের জয় অবশ্যজ্ঞাবী, এখন দেখুক ভারতবাসী ।।
- ফুকার - ঘরের রাজলক্ষী মা বড় রানী, হইয়ে ধর্ম দৈববাণী, বললেন তিনি
মধ্যমকুমার ঐ, ভগ্নী কৃপাকল্প ভরলতা দেবী জ্যোতির্ময়ী, মাগো -
আপন রাজা পেয়ে প্রজাবর্গ, স্বহস্তে পেয়েছে স্বর্গ,
ঐ চরণে দিতে অর্ঘ্য, আমার ভাগ্যে হল কই ।।

দেশাচার বিধেবী মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - সেখে দেশের দশা, বল ভরসা, মা ফুরায়ে যায় দিনে দিনে ।
- পাড়ন - অনেক মুসলমানের নাই নামাজ রোজা, মাগো মা -
সজ্জাপূজা ছেড়েছে ব্রাহ্মণে ।।
- ফুকার - মাগো, হিন্দুদের হিন্দুত্ব গেল, কর্মসোযে ধর্ম হল শেষ,
কলির কাণ্ড কুকাণ্ড বিশেষ : সত্য ধর্ম করে নষ্ট, ভাজ্য করে পরমিষ্ট,
কত ব্রাহ্মণে কয় যিতুখুঁট, কেউ মানে না গুরু উপদেশ ।।

- মিল - মুসলমানের বাইবেল কোরাণ, হিন্দুর বেদবেদান্ত,
যত সভ্যদের নব্য সিদ্ধান্ত, তারা পড়ে নভেল পুঁথি।
- মুখ - শব্দটে পড়ে শব্দরী, এই মিনতি করি, কি হইবে গতি।।
- ডাইনা - নূতন খেয়ে নূতন পরে, অজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান পড়ে,
দিনের দিনে ঘটল অনাচার : মাগো, শাস্ত্রের কথা হয় না বুধা,
কলির শেষে হবে একাচার :
বাপকে তাড়ান মাকে মারা, গুলির আড্ডায় হেডম্যান যারা,
কার্যে কমি বাক্যে সেরা, লম্বা কোচা তেড়া সিঁথি।
- খাদ - কেউ মানেনা পরম ব্রহ্মে, ধর্মেতে নাই মতি।।
- ফুকর - গেল নূতন শিক্ষায় ভিক্ষার পথে, বাঙালী কাঙালী হয়েছে,
আরো জানি ভাগ্যে কি আছে : বিদেশভাষী পণ্ডিত যারা,
তাদের মন্ত্র তন্ত্র ছাড়া, ক'রে কুলীন কন্যা স্বয়ম্বর, বিধবার বিবাহ দিতেছে।।
- মিল - বেদের সূত্রে পঞ্চগোত্রে হিন্দু বান্ধাবান্ধি, -
এখন উল্টা শাস্ত্র উল্টা সন্ধি, দেখে কান্দি দিবারাতি।।
- অন্তরা - নূতন খেলার দৃশ্য দেখে বিশ্ব কাঁপে।
বিস্ত্রিখেলায় শান্তি হয়না, মেরিজখেলায় তেরিজ চেপে।।
আগ্নিনায় সাজায় মহিলা, বাজায় হারমনি বেহালা,
রঙ্গের খেলা খেলছে চুপে চুপে।
বলে চাষার খেলা পাশায় গুটি, দম্মা খেলায় টেলিগ্রাফে।।
- পরচিতান - ইংলিশ আরবি পারসী নাগরী পড়িয়ে, এই দেশের সুশিক্ষা হল।
- পাড়ন - গুরু পুরোহিত কি পিতা আর মাতার, কেউ নেয় না আর, চরণের ধূল।।
- ফুকর - অনেক হিন্দুগণে মুরগীর আঙা, পাক করে লয় কারি কাটলেট দম,
নিরামিষ হয় পেটে বদহজম :
ব্রাহ্মণের নাস্তি ত্রিদণ্ডী, ছাড়িয়ে সংসারের গতি,
এখন লোপ করিয়ে বাবার পিণ্ডি, রেণুবাড়ি ব্রাতি খায় হরদম।।

ঝড়ের মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - মাগো ১৩৪৮ সালে, বরিশালে ঘটিল প্রলয়।।
- পাড়ন - বসল অস্ত্রাচলে দিবাকর, প্রবলবেগে ছুটল ঝড়,
লোকের বাড়িঘর হয়ে গিছে লয়।
- ফুকর - চুইকে বরিশাল শহরে আগে, সবল পবন প্রবল বেগে,
যায় কাউয়ার চরে, কিঞ্চিং বিজ্রাম ইন্ডুল ঘরে, মাগো -
তাল সুপারি নারিকেল বৃক্ষ, ভঙ্গ কইরে লক্ষ লক্ষ,
পেয়ে গ্রহসঙ্কার উপলক্ষ, পূর্ব মুখী যাত্রা করে।।
- ফুকর - মা বুখাইনগর ইচাওরা, হিজলতলা কানাইপুরা,
কাজলাকাটিতে, লোকের কষ্ট নানা মতে, মাগো -
চরামন্দি কাটাঙ্গিয়া দারিয়াল বাম্‌নি কাটিঙ্গিয়া,
লোকের ঘরদরজা ফেলল নিয়া, সকল সাতবাড়িয়া নদীতে।।

- মিল - বড় দুঃখ দিলি দুঃখহরা লক্ষ্য নাই সন্তানে -
যেন ঢাকার দশা ২৬ সনে, কোন পরানে দেখলি বৈসে ।।
- মুখ - স্থানে স্থানে তোর বিগ্রহ, বিগ্রহে নাই অনুগ্রহ,
ভেসেছে বাতাসে ।।
- ডাইনা - বরিশালের পূর্ব অংশে, এবার দুর্গাপূজা নরমাংসে, করবে কতজনে :
মা তোর পূজার মণ্ডপ ভেসে নিল, তুই ছিলি কোন খানে :
যারা দেশের গণ্যমাণ্য, তাদের নাই ধনধান্য,
কারোর দুবেলা মিলেনা অন্ন, মরতে হবে উপবাসে ।
- খাদ - পূর্বের কান্তি পূর্বের শান্তি আর হবেনা দেশে ।।
- ফুকার - মা, ভাংশালা আর কালীসূরী, ঘরদরজা বাগানবাড়ি, সকল গিয়েছে,
আর কি সুখের কপাল আছে,
মাগো ভোলাতে সমূলে ধ্বংস, নোয়াখালীর অর্ধঅংশ,
এবার বরিশালে কৈবর্তের বংশ, প্রায়ই নির্বংশ হয়েছে ।।
- ফুকার - ভোলায় জলপ্রাবনের হল গুরু, মহিষ মেড়া মানুষ গরু,
কতই না মরে, যারা বেঁচে আছে পরে, মা গো
বাইশ শত মণ চিড়া নিয়ে, ম্যাজিস্ট্রেট আর এস. ডি. ও. গিয়ে,
চিড়া তিন দিবস সকলকে দিয়ে, লোকের জীবন রক্ষা করে ।।
- ফুকার - হতো বাউফল কালাইয়া বন্দরে, বস্ত্রভরা সত্তা দরে,
ডাইল বেচাকিনা, ব্যাপার হতো দেড়াদুনা, মাগো -
ঝড়ের পরে ভোরের বেলা, মহাজনের চক্ষু ঘোলা,
যত মুগ মুগুরি চাউলের গোলা, ভেসে হল এক নমুনা ।।
- অস্তরা - আমরা সুখে বাস করতেছি এই ইংরাজের রাজ্যে ।
আছি শান্তিতে ডাই, খাই বা না খাই, ক্রটি নাই সুশাসনের কার্যে ।।
ভবিষ্যৎ পুরাণের বাণী, অম্মাভাবে মরবে প্রাণী,
কলির শেষ এই লিখেছে সব আর্যে ।
অনেক গরীব লোকের জীবন রক্ষা, হল সরকারী সাহায্যে ।।
- পরচিতান - মাগো চেতাবানীর কথা শুনি, হয় কি জানি, নির্দিষ্ট নাই তার ।
- পাড়ন - পাপীর সমূলে ধ্বংসের ভুল কি, অবতার হল কল্কি,
অধর্মের মূল কি বুঝিবে এবার ।।
- ফুকার - কত নৌকা ডুবে ম'ল জলে, কত পড়ে ঘরের তলে, জীবন গিয়েছে,
কত নষ্ট করে গাছে, মা গো -
প্রাণ বাঁচাবার আশা করে, কেহ মরে নদীর চরে,
চুকে শিবশূন্য মঠের ভিতরে, মরে পড়ে মঠের নিচে ।।
- ফুকার - ইত্বক উত্তরে লতা মূলদি, দক্ষিণে তিতৈল্যা নদী পেয়েছে ঝড়ে,
হিজলা উত্তর সাবাজপুরে, মাগো, -
পূর্বদিকে ঝড়ের মুড়া, দৌলত খাঁ আর কালুপুরা,
কত পঞ্চরত্ন মঠের চূড়া, ভেসে গুঁড়া গুঁড়া করে ।।
- ফুকার - ছিল স্রোত বাঁধা এক ভোলায় ঘাটে, পূর্বদিগের ঝড়ের চোটে,

শিকল যায় ছিড়ে, নদীর মধ্যখানে ঘোরে, মাগো –
পশ্চিমের বাতাস লাগিয়া, ইলিস্যা আর বগিদিয়া,
খুইল ভেলুমিয়ার চরে নিয়া, সাড়ে চার মাইল দূরে ॥

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - প্রাচীন সাধুর বাণী চেতাবাণী শুনি মা অবনীমণ্ডল।
- পাড়ন - বিশ্বের ধর্ম লোপ কর্মকৃষ্টি, তাহিতে এই দুঃখের সৃষ্টি,
সিদ্ধি যোগে হয় বৃষ্টিভদ্রার ফল ॥
- ফুকার - এলো দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দেশে, অন্ন ত মিলেনা দোবেলায়,
ঠেকে উদরের জ্বালায়, মা মা গো, কোলের ছেলে জঙ্গলে ফেলায়।
চাউল কিংবা মুগ মুত্তরী, পাঁচ টাকাত্তে এক পসুরি।
গরীবের নাই সারা সারি, ফুল মশারি ধনীর দোতলায় ॥
- মিল - মাগো তুই নাকি সর্বমঙ্গলা সাধুগণে বলে,
ধাকলে তোর সন্তানে অমঙ্গলে, সেই নামের কলঙ্ক ভবে।
- মুখ - দুর্গে দুঃখহারিণী, তোমায় সব বলে দীনতারিণী, আর কি সুদিন হবে ॥
- ডাইনা - দশ টাকা কাপড়ের জোড়া, লবণের দাম লবণ পোড়া,
তৈল হরিদ্রা এক সাধের সাথী, :
থাকি কেরোসিন বিনে অন্ধকারে, কমদামে মিলেনা মোমবাতি :
দৈনিক যার রোজগার আট আনা, খরচ লাগে দেড়া দুনা,
জাত দিলেও ভাত মিলেনা, এমন দুর্দিন ছিল কবে।
- খাদ - আগে ত পারি নাই জানতে মা, কাঁদতে জনম যাবে ॥
- ফুকার - গেল সাও বালি আটা চিনি পথ্যভাবে রুগীর অনিষ্ট,
বালক বালিকা নষ্ট, মা মাগো, দুখ দেখেনা মানুষ কি দুষ্ট :
আমদানি রপ্তানির তরে, সার্চ করতে যায় ধনীর ঘরে,
ঘুঘুর টাকায় পকেট ভরে, কেউ বুঝেনা গরীবের কষ্ট ॥
- মিল - কর দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন, শুনি যুগে যুগে,
এবার জীব ঠেকালি কর্মভোগে, কি দিয়ে তোর ভোগ লাগাবে ॥
- অন্তরা - আমরা কোথা যাব, এখন দাঁড়াব কার কাছে।
দুখির দুখ বুঝে এমন, ব্যথার ব্যথীত বল কেবা আছে ॥
পুত্রকন্যাসহ থাকি উপবাসী, এ যন্ত্রণা যেন যমের চৌরাশি,
ডেকেও শুধায় না ধনী প্রতিবাসী, হায় হায়, একবার
দেখে আসি মরে না বাঁচে।
কৃপণ ধনীর কাছে মৃত্যু সম্ভবটন, হলেও বলে আমার নিজের অনটন,
স্বার্থসাধন ছলে দৈবের ঘটন, বাড়ি কিনিতে টাকা যাচে ॥
- পরচিতান - আছে ধনীর টাকা চাষীর টাকা, দায় ঠেকা মধ্যম শ্রেণী লোক।
- পাড়ন - যারা রাজা কিংবা জমিদার, প্রজাকে কর ভিটি ছাড়,
ক'রে খাস খামার - চাষের আবশ্যক ॥

- ফুকর - কারো মহাজনের দেনার ডিক্রি, বিক্রি করে বাস্তবের চাল,
একে দুর্ভিক্ষ বিশাল, মা মা গো, চিন্তা যেন শিবের মহাকাল :
ক্ষুধায় অন্ন পায়নামুখে, পুত্র মরে মায়ের বুকে,
পিতায় বলে মনের দুখে, তিনজনের এক চিতায় আতন জ্বাল ॥
- ফুকর - যারা লম্বাচার্য লম্ব দেখে ভয় করে জ্যোতিষের ব্যাখ্যা,
এবার তাদেরও শিক্ষা, মা মা গো, দৈবজ্ঞের এই ভাগ্য পরীক্ষা :
গ্রহচার্য্য দেশেদেশে, গ্রহরিষ্টি দোষ বিনাশে,
তারাত ভোগে গ্রহদোষে, দক্ষিণা খাউক মিলে না ভিক্ষা ॥
- ফুকর - যারা মধ্যস্থ গৃহস্থ ব্যক্তি, সুস্থ স্বাস্থ্য চাকুরি সম্বল,
অতিলোভে রসাতল, মা মা গো, ঘুষি দিয়ে বেশী দেখায় বল, :
সংসার রক্ষাতে অশক্ত, পিতামাতায় করে ত্যক্ত,
দায় ঠেকে হয় প্রভুভক্ত, বের হয়েছে রক্তচোষার দল ।
- ফুকর - এখন কাগজ মিলে মাণিক মিলে, স্বর্ণ রৌপ্য আর কিসে লাগে,
এমন শুনি নাই আগে, মা মা গো, দস্তা সীসায় মিলায় এক যোগে,
প্রাচীন কালের তৈজসপত্র, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র পাত্র,
এখন সব কদলীপত্র, দেওয়া হবে দেবদেবীর ভোগে ॥
- ফুকর - ছিল স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র দানে, যাগযজ্ঞে পূজায় মহাফল,
গুরু পুরোহিত সম্বল, মা মা গো, যজ্ঞমানের সুখ আশীর্বাদের বল :
রজত কাঞ্চন মূল্য, দক্ষিণায় মন প্রফুল্ল,
কিছু নয় কাগজের তুল্য, দক্ষিণায় নাই তাম্র ধোয়া জল ॥
(২৭, ভাদ্র, ১৩৫০)

বিশ্ব যুদ্ধজনিত সঙ্কটের মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - হল সত্য ত্রেতা স্বাপর অন্ত, এলো ঘোর কলি দুরন্ত ।
- পাড়ন - ছিল সত্যকালে যজ্ঞ দান, ত্রেতা স্বাপর পূজা ধ্যান,
কলি বর্তমান পাপের চূড়ান্ত ॥
- ফুকর - রাবণ রামে যুদ্ধ লঙ্কাধামে, সশস্ত্রিত উভয়ের প্রাণ,
করে অগ্নিবাণে অগ্নিবৃষ্টি, বরুণবাণে হয় নির্বান,
এবার ইরোজ আর জাপানের যুদ্ধ, কম্পিত পৃথিবী শুদ্ধ,
বারণ করবার নাইকো সাধ্য, কামান বোমা মেশিনগান ॥
- মিল - সুখে ছিলাম ভারতবাসী ইরোজের শাসনে, -
বড় আশা ছিল মনে, এই সুখে জীবন যাবে ।
- মুখ - মাণিক্য থাকিতে করে, থাকতে হবে অন্ধকারে,
কে জেনেছে কবে ॥
- ডাইনা - জলপথে স্থলপথে যুদ্ধ, আমদানি রপ্তানি বন্ধ,
দেশে দেশে লাগল হা হতাশ,
যদি মাল আসতে চায় জলজাহাজে, সেখানে সমুদ্রের মাঝে,

- তাও করে আপানে কিনাশ,
সব জিনিসের মূল চড়া, আট টাকা কাপড়ের জোড়া,
জীবনে কি বাঁচবো মোরা, অনশনে মরতে হবে।
- খাদ - এ অশান্তি শান্তিময়ী কেন দিলি ভবে।।
- ফুকার - বলে বিজে, ছিল যাগযজ্ঞে, স্বর্গদানে মহাফল,
এখন সোনার কথাশোনামাত্র, দুঃখে ঝরে চক্ষের জল :
গেল স্বর্গমুদ্রা রজতমুদ্রা, তবু বলি মুদ্রা মুদ্রা,
এখন হল ঘণ্টামুদ্রা, মুদ্রাশূন্য নোটের চল।।
- অন্তরা - গরীব লোকের শনি হল সব ধনীর দলে।
মাল রেখেছে ওদাম ভরা, দাম চড়া লয় তলে তলে।।
ছাড়ে না লবনের গোলা, দৈনিক দেয় পৌনে এক তোলা,
কামা বই কি রামা করা চলে।
হল লক্ষ্মীবিলাস লক্ষ্মী ছাড়া, মান পেয়েছে কেরোসিন তৈলে।।
- পরচিতান - এখন ঠাকুরদাদার ঠাকুরঘরে রাতিতে জলেনা বাতি।
- পাড়ন - কেরোসিন সাতদিনে আড়াই ছটাক, ঘরে ঘরে তৈলের ঠেক,
করে আন্ধারে সন্ধ্যা আরতি।।
- ফুকার - দেশে দেশে, লাইসেন্স সব জিনিসে, যুদ্ধের ব্যাপার সুকঠিন,
তাতে সত্তাহ কি পক্ষান্তরে, তৈল পাওয়া যায় দুই এক টিন :
যদি নিষেধ করত মেস্বারেরা, গোষ্ঠি খুঁজে গিস্টি ধরা,
তাহলে কি হতেম মোরা, সারা জীবন পরাধীন।।
- মিল - এখন সাধ্য নাই আর লভ্য ষাওয়া, বাস্তব খুলে ট্যান্স দেওয়া,
ধনীর স্বার্থ অর্থ পাওয়া, মোদের স্বার্থ পরাধীন।।
(২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৯)

যুদ্ধকালীন অন্নটনের মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিতান - দেখ মা মুক্তকেশী বঙ্গবাসী করে হাহাকার।
- পাড়ন - ঘোর দুর্ভিক্ষ, দেখে জীবের দুঃখ ফাটে বক্ষ, -
দক্ষজা লক্ষ্য নাই তোমার।।
- ফুকার - পূর্ববঙ্গে তৈল লবণের সঙ্গে বাজারেতে লাগল আউল,
দেখে বাজার চড়া গরীব যারা, সংসার ছেড়ে সাজল বাউল :
যখন লবণের সের তের আনা, দিনান্তে মিলে না খানা,
কত খেলেম লস্করখানা, ঘাসের দানা বাজার চাউল।।
- মিল - গেল আটা ময়দা বালি চিনি কিছুই নাই সত্তা,
বঙ্গবাসীর যে অবস্থা, কার কাছে আর নাগিশ করি।
- মুখ - এ ঘোর নিদানে ভারত সন্তানে, রক্ষ গো শঙ্করী।।
- ডাইনা - সাধ্য নাই যে গরীব বাঁচে, মাগো কষ্টেলে সব জিনিস বেচে,
অতি সত্তা দরে : তাও বিলি করিবার পাস্ পেয়েছে প্রেসিডেন্ট মেস্বরে :

গরীবের পক্ষেতে নাস্তি, তিন মাসে পাই দুই এক কিস্তি,
কোন পাপেতে এত শাস্তি, ইচ্ছা হয় দেই গলায় দড়ি।

- খাদ - পূজায় পায়না চিনি সন্দেশ কৃষ্ণ কালী হরি।।
- ফুকার - ১। মাল আমদানি হয়না কানে শুনি, আসে আসে আশায় রই,
হায় হায় কইতে নারি সইতে নারি, কোন কথাতে দোষী হই,
যদি দরখাস্ত দেই এস.ডি.ও. কোর্টে, সেও বলে মাল পাইনে মোটে,
যারা বেচে ব্র্যাকমার্কেটে, এসব মালের অফিস কই।।
- ২। দেশে দেশে যত ঘুমনবীশে দুষ্টমতি খতিখোর,
তারা অর্থ পেয়ে তীর্থ করে, ধনীরা দেখায় স্বার্থের জোর, :
কারো মাল থাকিলে ওদাম ভরা, ঘুষ দিলে পড়েনা ধরা,
সৃষ্টিকর্তার লিপি করা, কয়জন সাধু কয়জন চোর।।
- ৩। জোলা জাতি তাদের ভীষণ ক্ষতি, সুতা বিনে কত ক্রেশ,
দেখি বাড়ি বাড়ি নরনারী, গায়েতে নাই বস্ত্রের বেশ, :
পরে ছেঁড়া তেনা প্রায় উলঙ্গ, ঢাকতে নারে সর্বঅঙ্গ,
আর কয়দিন পর পূর্ববঙ্গ, হবে লেংটা কুকীর দেশ।।
- ৪। অন্ন বিনে কখন মরি প্রাণে, বস্ত্র বিনে গেল জাইত,
কিনলে ত্রিশ টাকা কাপড়ের জোড়া, হাতে কড়া করে কাইত, :
যদি মাল কিনতে যাই ধনীর ঘরে, দিতে চায়না কস্ট্রোল দরে,
পাছ ওদামে সন্ধ্যার পরে, অফিস খোলা সারা রাইত।।
- ৫। রেশন কার্ডে কিছু কিছু জোটে, ফুড কমিটির বিদ্যমান,
তাদের মত অনৈক্য সব পার্থক্য, স্বার্থ সিক্তি মনের টান, :
যারে ইচ্ছাধীন গরীবের লিপি, ধনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি,
থাকলে কারো জাতিগোষ্ঠী, তাদের দেয় দুই একখান।।
- ৬। ঝালো মালো রসাতলে গেল, আর যত কৈবর্তদাস,
তারা সুতা পায়না ভাল বুনেনা, অন্ন চিন্তায় হাততাল, :
এখন জালের ব্যবসা গেল জলে, কি জানি কপালে ফলে,
শিক্ষা করে লউক সকলে, জালের বদলে হালের চাষ।।
- ৭। টাউন শহরে কাপড় কস্ট্রোল দরে, সবাই বলে কিনতে পাই,
তাও পারমিশন বিনে হবেনা, মেসরের দস্তখত চাই :
শেষে ফুড কমিটির হলে কৃপা, তারপর প্রেসিডেন্টের ছাপা,
হটিতে হটিতে দফা রফা, মজুর খাটার সময় নাই।।
- ৮। লাইসেন্স বিনে শুনি স্থানে স্থানে, সুতা কাপড় পাওয়া দায়,
তাও কারো কারো ভাগ্যে ঘটে, যদি পারমিশন দেখায়, :
ব্রিটিশ গর্ভনরের সুশাসনে, শান্তিরক্ষা ইলেকশনে,
কোন কোম্পানীর পারমিশনে, ব্র্যাকমার্কেটে জিনিস পায়।।
- ৯। ব্রাহ্মণ শূদ্র কত ভদ্রাভদ্র, বৃহৎ ক্ষুদ্র দেখতে পাই,
ভাবে কস্ট্রোলে কস্ট্রকের ছালা, প্রাণ বাঁচাই না মান বাঁচাই, :
দেখি যার পায় লোকে মাথা কোটে, অফিসারের ভেঙ্কির চোটে,
মর্মভেদী ঘর্ম ছোটে, ইচ্ছা হয় যে মইরে যাই।।

- ১০। স্থানে স্থানে প্রত্যেক ইউনিয়নে, স্বায়ত্তশাসনের ভার,
কারো বাড়ি বাড়ি ইন্কোয়ারি, তবে কেন চোরাবাজার,
দিয়ে তুচ্ছ লোককে উচ্চ আসন, গরীব লোকের কষ্ট ভীষণ,
যারা করবে চোরের শাসন, তারাই চোরের ধইলতদার।।
- ১১। দেশের দুঃখ কেবা করে লক্ষ্য, সকল মানুষ নয় সমান,
তাতে কেহ পণ্ডিত কেহ মুর্থ, কেউ অজ্ঞান কেহ জ্ঞানবান,
মোদের শাস্তিরক্ষা করবার তরে, বিশ্বাসের ভার দিলেম যারে,
সে যদি যায় চোরবাজারে, ব্যাস কাশীতে পাবে স্থান।।
- ১২। চিনির সিরী চিনির রসের বড়া, চিনির সব মণ্ডা মিঠাই,
গেল চিনি দূরে, ইক্ষুওড়ে পিঠা চা মিষ্টাম খাই :
ছিল ফুলচিনি আর পেটিচিনি, সাচিচিনি দেখলে চিনি,
এখন বলে চিনি চিনি, চিনির সনে চিনা নাই।।
- ১৩। চিনি ভিন্ন পিঠা মিষ্টাম, পাক করলে কি পাতে দই,
যারে সামান্যে করত অমান্য, সেও ধন্য জগৎজয়ী :
এখন বাড়িতে আসিলে গুরু, ইক্ষুওড় নারকেলের লাড়ু,
রোগের পথ্য ভোগের চরু, নিদান কালের বন্ধু ঐ।।
- ১৪। চিনির মিষ্ট ছিল সবশ্রেষ্ঠ, মজাইল মনপ্রাণ,
কোথায় চিনি সন্দেশ ফুলবাতাসা, খুঁজলেও পাইনা সন্ধান :
চিনির মিষ্ট কেমন চিনে বা কে, ইক্ষু ওড়ে মান্য রাখে,
এখনো বুঝে নাই লোকে, দেশী বস্তুর বেশী মান।।
- ১৫। ছেলে মেয়ে হাট বাজারে নিয়ে, বোকা বুঝান ঠেকা কাম,
করে জিলিপির রস ইক্ষু ওড়ে, তাও মিলেনা বেশী দাম :
পেলে রসগোল্লা মিঠাইর ঘরে, জিলিপির কি আদর করে,
কে খেত পাঁচ সিকা দরে, তিন পয়সার চীনা বাদাম।।
- ১৬। কন্ট্রোল দরে যারা দোকান করে, হাতে কড়া জেলের ডর,
আরো বিরুদ্ধ তায় ফুড কমিটি, প্রেসিডেন্ট আইনের মেম্বর :
তবু যে সব মাল গোপনে আনে, ভয়ে রাখেনা দোকানে,
চুপ কইরে কয় কানে কানে, আসেন যেন সন্ধ্যার পর।।

অন্তরা - গেল সব ধর্মনীতি, বিচিত্র কালের গতি, মতিগতি অতিশয় কঠিন।
করিতে সন্ধ্যারতি, ঠাকুর ঘরে নাইকো বাতি,
কন্ট্রোলে মিলেনা কেরোসিন, এ দুর্গতি ঘুচিবে কোনদিন।।
কন্ট্রোলে কষ্টক করেছে, ঘরে ঘরে রেশন কার্ড,
নাম ধরা সব লিপি করা, ব্যক্তিবিশেষ মালের বাট।
এখন শুনি দেশে দেশে, পাওয়া যায় খানাতালাশে,
কারো ঘরে দশ পনের টিন, কারো ঘরে দশ পনের টিন।।
গ্রামে গ্রামে চোরাবাজার, হাটবাজারে দোকান নাই,
কন্ট্রোলে কিনিতে বস্ত্র, ঘুম দিলে দুই একখানা পাই।
কি দিয়ে আর লজ্জা সারি, পাইনা ধুতি পাইনা শাড়ি,

পাওয়া যায়না বিশ্ববার মার্কিন, পাওয়া যায়না বৈরাগীর কৌপিন :
ডাক্তার পায়না কুইনাইন আর তারপিন ।।
(২০ আষাঢ় ১৩৫২ সাল)

স্বরাজের মালসী
হরিচরণ সরকার

- চিতান - শুন ভারতের দুঃখের কথা, ভারতমাতা ভারতেশ্বরী ।
পাড়ন - দেবি দিনে দিনে কর্মগুণে ধর্মের পরাজয়,
সর্বকার্যে অধর্মের জয়, এ বিপর্যয় কেন শঙ্করী ।।
ফুকার - আমরা পরের ধর্মে, পরের কর্মে সাধ করে মজুর সাজি,
কিন্তু স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ, তাতে কেউ হয়না রাজি । হায় হায় -
ধর্মস্থাপন কর্ম নিয়ে, বিবেকের বাঁধ এঁটে দিয়ে,
নাথুরামের গুলি খেয়ে, হায়রে ম'ল মহাত্মা গান্ধিজী ।।
মিল - মোদের স্বরাজ পাওয়া, স্বাধীন হওয়া বহু পুণ্যের ফলে,
দেবি যোগাযোগ সব তলে তলে, মিথ্যা প্রবঞ্চনার সাথে ।
মুখ - জাগ গো ভারতেশ্বরী, দিলি স্বার্থের মাথায় স্বরাজছত্র, পবিত্র ভারতে ।।
ডাইনা - সোনার ভারত সোনার বঙ্গ, এখন বঙ্গের করল অঙ্গভঙ্গ,
হিন্দু মুসলমানে, - তবু দলে দলে দলাদলি, কার কথা কে মানেঃ
যারা হল দেশের নেতা, তাদের মধ্যে নাই একতা,
ট্যান্ডধরা স্বাধীনতা, ফল পেলেম তার হাতে হাতে ।।
খাদ - কেহ মরে স্বার্থ নিয়ে কেহ মরে ভাতে ।।
ফুকার - মোদের স্বাধীন রাজ্যে স্বাধীন কার্যে, বুঝি না আইনের মর্জি,
হায় হায়, এমন বান্ধব আর কে আছে, জানাবে দুঃখের আর্জি ।
যত বান্ধহারার দুঃখ দেখে, মুখ্যকর্মে লক্ষ্য রেখে,
প্রাণ দিল কাশ্মীরে থেকে, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ।।
অন্তরা - হায়রে ভারতবাসী, ছাড়িয়ে ছেবাছেখী, মিশামিশি কর হে সবাই ।
হারায়ে জাতিগোত্র, হয়েছি পোষাপুত্র, মূল সূত্র স্বাধীন হওয়া চাই ।।
পৈত্রিক ধন হয়েছে নষ্ট, কাড়জঙ্গলে কষ্ট পাই ;
সাহায্য পেয়েছি মত্ত, খাবার বন্দোবস্ত নাই ।
দশ কাঠা পাঁচ কাঠা নিয়ে, ভাই বন্ধু ছেড়ে দিয়ে,
কিনা খুনে আন্দামানে যাই, তবু মোদের স্বাধীন হওয়া চাই ।।
পরচিতান - ধর্মে দীক্ষিত বিখ্যাত ভারতবর্ষ, বিশ্ব মাঝে ছিল দৃশ্য রূপ ।
পরপাড়ন - হয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব কারো মন্দ, কারো হয় ভাল,
বাস্তালী কাস্তালী হল, দুর্দশা ঘটিল নানারূপ ।
ফুকার - মাগো দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন এ ধরার ভার হরিতে,
হলে যুগে যুগে যুগাবতার, ধর্মস্থাপন করিতে ।
বুঝি দুষ্টকে দেবিয়ে বলী, নিমিত্তা রয়েছে কালী,
এবার বুঝি এসেছিলি, শুধু সাধু সংহারিতে ।।

পশ্চিমবঙ্গে জলপ্লাবনের মালসী

হরিচরণ সরকার

- চিত্তান - বাংলা তেরশ' তেযটি সনে, বৃষ্টির ধারা জলপ্লাবনে,
হিন্দুস্থানে ঘটিল দুর্যোগ।
- পাড়ন - জগৎ বিজ্ঞানে হয়ে অজ্ঞান, নশ্বর ভেবে ঈশ্বর জ্ঞান,
ভুলে আত্মজ্ঞান, ভুগি কর্মভোগ।।
- ফুকর - ছিল বাস্তবহারা যারা যারা, ঘাটে মাঠে থেকে তারা,
ঘর করা যেখানে যার, জলে সকল একাকার, : মাগো -
তাতে নষ্ট হল বৎ শস্য, নাই কারো পুঙ্খনির মৎস্য,
হালের বলদ গাভী বৎস, এবার ঘাস বিনে বাঁচানো ভার।।
- মিল - শ্রীকৃষ্ণপুর সান্যালের চর ডুবেছে ঘর বাড়ি,
রানীনগর খয়রামারি, কাঁঠালপুলি বলাগরে।
- মুখ - শান্তিপুর রামনগর চরা, মতিগঞ্জ শুষ্কিপাড়া,
মানুষ ছাড়া জলপ্লাবনের ডরে।।
- ডাইনা - বান ডাকা জল বন্যার ফলে, আছে বর্ধমানও জলের তলে,
মেদিনীপুর হুগলীর অর্ধাংশ, :
আরো বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদে, জলে ঠেকাল বিপদে,
নবদ্বীপে সমূলেতে ধ্বংস :
সমুদ্রগড় চাপাহাটি, পূর্বস্থলী শ্যামবাটি,
কারো নাই আর ভিটার মাটি, স্বরূপগঞ্জ মায়াপুরে।
- বাদ - শ্রীরামপুর মালকপাড়া, কার তালাস কে করে।।
- ফুকর - গুনলেম লালগোলাঘাট গোয়ালন্দ, এসব লাইনের গাড়ি বন্ধ,
সকল লোক রেলের রাস্তায়, তেমনি কালনা কাটোয়ায়, মাগো -
শেষে রবারের নৌকায় উঠায়ে, স্থান দিল তাঁরু খাটায়ে,
সরকারী চাল চিড়া দিয়ে, সবার রিলিফ ফাণ্ডে প্রাণ বাঁচায়।।
- অস্তুরা - হল নবদ্বীপের প্রদীপ শূন্য, শ্রীচৈতন্য কেন নিদ্রা হলে।
মাগো তুই ছিলি 'পোড়া মা তলা' তাও গিয়াছে জলের তলে।।
শ্রীচৈতন্য কৃপাসিদ্ধ, দীননাথ অনাথের বন্ধু,
তাই ভাবিয়ে অনেক হিন্দু, আশ্রয় নিল দলে দলে।
এবার প্রেমের বন্যায় না ভাসায়ে, ভাসায়েছে শুধু বন্যার জলে।।
নাই মহাপ্রসাদে রুচি, পেঁজরসুন আর আদার কুচি,
ভালমন্দ শুচি অশুচি, অনেক বৈষম্যসেবায় চলে।
এসব কপট বৈরাগীর বংশ, ধ্বংস হলনা সমূলে।।
- পরচিত্তান - একবার হয়ে এলেম বাস্তবহারা, আবার গেলেম জলে মারা,
এত লাড়ায় কিসে প্রাণ বাঁচে।
- পাড়ন - যাদের জলে ডুবল ঘরবাড়ি, তাদের নিয়ে গৌয়াড়ি,
রিলিফ সরকারী সাহায্যে চলতেছে।।

- ফুকার - ১। ছিল পাকিস্থান জলে পূর্ণ, ছয়মাস পর্যন্ত বিপন্ন,
অন্ন দায় বড় কঠিন, প্রজায় পায়না রাজার কণ : মাগো -
এখন পাকিস্থানের স্বাধীন রাজ্যে, মুখে মাত্র তর্জগর্জে,
জহরলালের দান সাহায্যে, তারা বেঁচে আছে এতদিন ।।
- ২। করে ভক্তিমান অনেক লোকে, পূজা করতে মা তোমাকে,
শ্রুতিতে মূর্তি গঠন, তাতে ঘটল অঘটন, : মাগো -
এবার জল উঠেছে ঘরের চালে, দুর্গামূর্তি জলের তলে,
চাউল কলা নাই তোর কপালে, এবার পূজার আগেই বিসর্জন ।।
- ৩। অনেক গোস্বামী বাজারে গেলে, মাছ কিনতে কয় বিড়াল পালে,
তাদের মধ্যেই গণ্ডগোল, শুধু মুখে হরি বোল, মাগো -
তারা নাম দিয়ে মাতাল বিশ্ব, দেশবিদেশে বহু শিষ্য,
নিজেরা খায় নিরামিষ্য, তাদের বিড়ালে খায় মাছের ঝোল ।।
- ৪। অনেক সাধু লোকের অত্যাচারে, পুণ্য করতে পাপে ধরে,
ব্যভিচারী চতুর্গণ, লাগল চোখে আগুন : মাগো -
মহাপ্রভুর ভেক কি চোরকে শোভে, সাথে কি নবদ্বীপ ডোবে,
ছাব্বিশ হাজার টাকার লোভে, করে সমাজবাড়ি মানুষ খুন ।।

মায়ার ভবানী

ভগবতী ভৌমিক (নোয়াখালী)

- চিতান - মহামায়া গো, তোর মায়ার খেলা মায়ার লীলা, বুঝতে সাধ্যকার ।
- পাড়ন - ও যে মহামায়ার ফাঁদে পড়ে মা, - মা তোরে ভুলেছি এবার ।।
- ফুকার - সংসারে কুমতি নারী, তার মন্ত্রণা বুঝতে নারি,
পাতল মায়ার ফাঁদ, কেমন কঠিন মায়ার বাঁধ, মা মা -
মায়া চিনা ঘোর সমস্যা, তাপসের ভাসে তপস্যা,
মায়ায় দেখায় অমাবস্যা, যেন পৌণ্যমাসীর চাঁদ ।।
- ছাড় - মাগো খাইতে ওইতে সদায় মায়ার খেলা খেলি,
দিয়ে যড়রিপু করতালি, সংসারে সঙ সাজাইল ।
- ধূয়া - জন্মজরা দুঃখহরা, তারা নামটি হয়ে হারা, বিফলে দিন গেল ।।
- ডাইনা - পুত্র কন্যা সাক্ষের নারী, তারা পায় দিয়েছে মায়ার বেড়ী,
ত্যাগ করি কি করে, মা, মাগো
হইয়ে মায়ারই দাস, করি নানা অভিলাষ, তোমার স্বরূপ গেল দূরে :
সে মায়ায় হয়ে মোহিত, কামিনী কাঞ্চনে রত,
কলুর চোখঢাকা বলদের মতো, আর কত ঘুরাবে বল ।

- খাদ - ছিলেম বা কি, হলেম বা কি, কর্মে এই কি ছিল ॥
- ফুকার - মা, নামের সুখা ভাজ্য করে, মোহমায়ার কাঁদে পড়ে,
খেয়েছি গরল, হারা হলেম বুদ্ধিবল, মা মা -
কাম রাক্ষসীর কামের ক্ষুধায়, কখন ডুবায় কখন ভাসায়,
কখন হাসায় কখন কাঁদায়, যেন উন্মত্ত পাগল ॥
- অন্তরা - ওগো কে বুকে মা মহামায়া, তব মায়া, এই মহিতলে ।
মায়ায় হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, শেষে ডুবায় রসাতলে ॥
দেখে মরুভূমে মরিচীকা, জল বলে হয় মনে মৌকা,
মায়ায় দেখায় জ্বলিপোকা, যেন বিদ্যুৎ জ্বলে ।
আমার কেটে ভবের মায়া, ওমা মহামায়া, -
সন্তান বলে মা, নে মা কোলে ॥
- পরচিতান - মাগো কর্মক্ষেত্রে জন্মমাত্রে, মায়াসূত্রে বন্দী হয়েছি ।
- পাড়ন - আমি কি করতে কি করিলেম, মা মাগো, আমি কি আর আমাতে আছি ॥
- ফুকার - মা, এই দেহ অস্তিমকালে, যখন এসে ধরবে কালে,
ওগো ব্রহ্মময়ী, তখন মায়া রবে কই, মা মা -
কাল কর্ম স্বভাবের ঝোঁকে, মত্ত রইলেম ঐহিক সুখে,
তোয় কালভৈরবী মূর্তি দেখে, যেন ভবের বিদায় হই ॥

কলির মাহাত্ম্য মালসী

ভগবতী ভৌমিক (নোয়াখালী)

- চিতান - ব্রহ্মময়ীর এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর শ্রেষ্ঠ, কলি এত নিকৃষ্ট কিসে ।
- পাড়ন - ও সেই চন্দ্র সূর্য দিবারাত্র নক্ষত্রমণ্ডল,
সেই গঙ্গার জল, সেই বৃক্ষের ফল, কলির পাপ কেন বলি হতাশে ।
- ফুকার - ধন্য বুদ্ধ রামকৃষ্ণ চৈতন্য, বিজয় বিবেকানন্দ বটে, -
এসব কলিতে সব ঘটে, মাগো -
শঙ্কর আচার্যের শিষ্য পদ্মপাদ, ভক্তিবলে জলের উপর হাঁটে ।
জয়সেব পদ্মাবতীর পুণ্য, প্রভু খায় যার পাতের অন্ন,
মেহর সর্বানন্দ ধন্য - জোড়া লাগায় পুণ্যর মাথা কেটে ॥
- মিল - মাগো, দ্বাপরে এক ছেলে কেটে, দাতা হল কর্ণ,
প্রভুর অন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন, আঠার ছেলে কাটে নালায় ।
- মুখ - কলির বিজ্ঞান বিদ্যুৎ বলে, আকাশেতে জাহাজ চলে,
বিদ্যুতায়ি পাখা করে গায় ॥

- ডাইনা - ত্রেতায় ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, মেঘের আড়ে একার সাথ্য,
এখন হাজার বোমযান আকাশে :
টেমস্ নদীর নিচে রেল চলতেছে, লঙ্কাবন্ধন বেশী আর কিসে :
ব্যাবিলনে শূন্যে উদ্যান রয়, আফ্রিকায় গাছে দুধ হয়,
মর্য্য মানুষে কথা কয়, স্পিরিট গুণে আমেরিকায়।
- খোঁচ - কিনা তারে জগদীশ বোস, ছয় দিনের পথ টেলিগ্রাম চালায়।।
- ফুকার - বয়স সাতাশ বৎসর হরিনাথ দে'র, ষোল ভাষায় এম, এ, অধিকার,
ব্যাস বাণ্মিকী দুর্ব্বাসার, মা মা গো -
গৌতম বৃহস্পতি ওজ্ঞচার্য্যের, সংস্কৃতের অধিক জ্ঞানা কার।
সন্দীপনাদির পাণ্ডিত্যে, তিন চার ইঞ্চুল স্বর্গে মর্ত্যে,
অন্য থাকুক এই ভারতে, টোল কলেজ স্কুল হাজার হাজার।।
- মিল - আগে কৃষ্ণের দেখা পেয়েও ছিল, শত্রুতা বিদ্বেষ,
কলিতে ভক্তি বিশ্বাস কেশ - সাক্ষী আছে ঘট পট পূজায়।।
- অন্তরা - মাগো, সত্যযুগের কীর্ত্তি মন্দির দেখেছি কত।
তার একটিও নয় চীনের প্রাচীর, আগ্রার তাজমহলের মত।।
সাইপ্রাস দ্বীপের পিতল মূর্ত্তি, পিরামিড মিশরের কীর্ত্তি,
খনার গণা মীরার সতীত্ব।
মদন গান বাদ্যের স্কুলের মাষ্টার, সাত বছর বয়স বিখ্যাত।।
- পরচিতান - মাগো কুরুক্ষেত্রে মহাসমর, সৈন্য চল্লিশ লক্ষের কম ছিল।
- পাড়ন - এবার ইংলন্ড রুশিয়া তুর্কী বেলজিয়াম জার্মান,
ইটালী আফ্রিকা জাপান, দুই কোটির উর্ধ্বে যুদ্ধে এল।।
- ফুকার - এখন বিজ্ঞানের জয় আর্শি যত্রে সূর্য্যদেবে খবর কয় সদাই,
মাইন যত্রে বরুণ গৌসাই, মাগো -
কামান বন্দুক বোমায় দিনদিন খেটে, অগ্নিদেবের কপালেতে ছুই।
শনি আর নারদ এক খাটে, পবনদেবের এরোপ্লেন পিঠে,
পৃথিবী কয় গেলেম চ'টে, বাবার বয়সে এমন যুদ্ধ দেখি নাই।।
- মিল - করে ভগবতী এই নিবেদন ভারতবাসী সবে -
এবার জয় হবে ইংবাজ সম্রাটের, ব্রিটিশের মান থাকুক বজায়।।
(উক্ত গানে কবি নকুলেশ্বর সরকারের আধুনিক ভাব সংযোজন)
- পরচিতান - এখন যন্ত্রযুগের মান বেড়েছে, যন্ত্রযুগ গেছে অধ্যাপাতে।
- পাড়ন - এখন অটোমেটিক কলের টেকি নিত্য ডানে ধান,
গিল্লীরা সব পেয়ে আসান, রেডিও'র গান শুনে কান পেতে।।

- ফুকার - আমরা বিজ্ঞান বলে আশিষ্যে সূর্য আদি গ্রহের খবর পাই,
মহিন যত্নে বরুণ গৌসাই, হায় হায় গো -
কামান বন্দুক বোমায় নিতে খেটে, ব্রহ্মাসেবের মুখে ছাই।
পবনদেব এরোপ্লেন বিঠে, জ্ঞানবিজ্ঞানের মজুর খাটে,
রাশিয়ার রকেটে উঠে, শিবশক্তি কয় চন্দ্রলোকে যাই।।
- ফুকার - এখন কলিযুগে যা হতেছে, ছিল না তা সত্য কি ত্রোতায়,
সে যুগ গিয়েছে কোথায়, হায় গো - সবাই চলে আধুনিক কেতায়।
কেউ পড়েনা চন্দী গীতা, নাই এখন সাবিত্রী সীতা,
উত্তম আর সুচিত্রার কথা, উল্টারথে উল্টাপথে ধায়।।
- মিল - আগে মান্য পেত তিলোত্তমা মেনকা উর্বশী,
এখন সুচিত্রার মান অনেক বেশী, কোটি প্রণাম এই কলির পায়।।

বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বর্ণনা ভবানী

ভগবতী ভৌমিক

- চিতান - সর্বমঙ্গলা, শ্যামাসঙ্গীতে অঙ্গে মিশাই বঙ্গদেশ।
- পাড়ন - আছে পঞ্চবিভাগ পঞ্চতত্ত্বের সাধন সুধীর,
উল্টা বিধির পয়োধরে জৌকের অধরে রুধির বিশেষ।
- ফুকার - মা তোর কুণ্ডলিনী কলিকাতা পিঙ্গলা গঙ্গার পাড়ে বাসা,
ভবানীপুরে নাই আসা,
মাগো, কুসঙ্গের সঙ্গেতে হেরি, চৌরঙ্গির আজব তামাসা।
যাই না মোটে ধর্মতলা, খেটে মরি কলুটোলা,
নিমতলায় কিনিছে দোলা, বৌবাজারে করেছি বাসা।।
- মুখ - মা তোর হাওড়া হুগলী বর্ধমান জিলা, কুয়শের যশোহর,
ফরিদপুর রোগ পালং দোসর, ভেদরগঞ্জ নড়িয়ার পাড়ি।
- মিল - চব্বিশ পরগণা সাধনে, লোভের বাঘ ঐ সুন্দরবনে,
পোড়াদহ ইন্টিশনে গাড়ি।।
- ডাইনা - গুরুখাম জিলা নদীয়া, শ্রীচৈতন্যে মন না দিয়া,
হিয়াতে নাই বিমুখপ্রিয়র ছবি :
আমি নিতাই বিনে নিতুই খুঁজি, কামতলার ঐ পাঁচসিকার বৈষ্ণবী :
যাই না নারায়ণগঞ্জের ঘাটে, মন চলে যায় রমনার মাঠে,
রূপের জিলা মায়ার খাটে, ঢাকা জীবনবাবুর বাড়ি।
- খান - ভাগ্যকুলের কাছে হেরি কীর্তিনাশার বাড়ি।।

- ফুকার - আমার পিতা বুড়া হয় বরিশাল, বুড়াকাল কাটল চন্দনে,
বিবাদ আলতা চন্দনে, মাগো - ঝালকাটির চোখ রাত্তানি,
বাটি কেবল দাসখত বন্ধনে।
রংপুরে রঙ্গিনীর হাসি, বাঁকুড়ায় বামিনী রাশি,
মাকে সাজায় বুড়ো দাসী, মালদহে মা যাকনা রন্ধনে।।
- অন্তরা - আমার ছিদলা উজলা আগরতলা সহসা স্বাধীন রাজধানী।
বীরবিক্রম মাগিকা পরম অমরপক্ষে দানী।।
পাবনায় পাবনা সাধন সন্ধির, খুলনায় খুলনা ভজন মন্দির,
আসামে আসামী বন্দীর - কোচবিহারে আহারে বেইমানী।
আমার ললাট হৃদয় চন্দননগর, এখনো মদের আমদানী।।
- পরচিতান - মা তোর কাম রাজসাহী মদ মাৎসর্য, জলপাইগুড়ি দাজিলিং।
- পাড়ন - মাগো মুক্তাগাছা সূর্যকান্ত মুক্তির মুক্তাবন,
লং বিনে মন সিংহ এখন, মই দিয়ে গেল মইমনসিং।।
- ফুকার - আমার ত্রিগুণে জিলা ত্রিপুরা, মেহারকালী রাজরাজেশ্বরী,
অভয় প্রাপ্তনে তরি, মাগো -
নাচি নে মা মহেশ প্রাপ্তন, খড়মপট্টির পিটি প্রসাদ করি।
চট্টগ্রাম চটকের থলি, আন্দরকিল্লা পাহাড়তলি,
চিন্তার বাড়বকুণ্ডে জ্বলি, চক্রশালায় শালার চক্রে ঘুরি।।
- মিল - বলে ভগবতী আমি আছি জিলা নোয়াখালী,
কাল মেঘনার তরঙ্গের তালি, কখন যাই মা জিলা ছাড়ি।।

বৈসাদৃশ্যের ভবানী

ভগবতী ভৌমিক

- চিতান - করলে অনন্ত ভাবের আবির্ভাব ভবানী।
- পাড়ন - মাগো, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নরক আকাশ আর পটাল,
ধর্মতীর্থ সাধু মাতাল, পাহাড় নদী দেবাদি প্রাণী।।
- ফুকার - মাগো, অঙ্গারে দিয়েছ হীরক, ঝিনুকে মুক্তা কর্ণমে কমল,
চন্দ্র কলঙ্কে দুর্বল, - মা মাগো
তুমি সাপের মাখে দিয়েছ মণি, মুখেতে দিয়েছ গরল :
ইক্ষুতে দিয়েছ মিষ্ট, তিত্তময় কুচিলা কাষ্ঠ,
পাহাড়ে জলের কষ্ট, আবার গাছের আগায় নারিকেলতে জল।।
- মিল - বৃহৎ বটগাছে গোটা দিলি আশ তোলা ওজন,
চিকন লতায় করলি সৃজন, লাউ কুমড়া আশ মণের আন্দাজ।

- মুখ - মনুষ্য পশুপক্ষী আর কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতায় -
দেখতে আছ করতেছে কি কাজ ॥
- ডাইনা - সার্কাসের বাঘ পায়ে লোটে, হাতিতে মানুষ লয় পিঠে,
আবার হরেকৃষ্ণ বলে অনেক পক্ষী ;
আমরা মানব হয়ে সিঁদ কাটিয়ে, ঘুম খেয়ে দিচ্ছি মিথ্যা সাক্ষী ;
ওটিপোকায় রেশম তৈয়ার, সতী ধর্ম কাকের আচার,
মানবেতে বেশ্যা অপার, দেখে লজ্জাবতী গাছের হয় লাজ ।
- অস্তুরা - মাগো, ফুল নাই যাহার পাতার বাহার, কাঁটা গাছে দিলি গোলাপ ফুল ।
কারো সিঁধি আলফেট কাটা, কারো বাবড়ি ছাঁটা,
কারো নেড়া মাথায় দেও নাই চুল ॥
কৃপণকে করলে জমিদার, পুঁটিমাছ কিনলে দেড় পয়সার,
অতিথি দেখলে খবরদার, তার বেশী হল মূল ॥
কারো রাজত্বপদ অতুল সম্পদ - রোগ দিয়েছ পিতৃশূল ॥
- পারচিতান - কারো স্বর্ণথালে জোঙ্গাও অন্ন, কেউ দুদিনের হয় অনাহার ।
- পাড়ন - বড়লাটের বেতন তিরিশ হাজার মেমের দর্প তার,
হাইল্যা চাষার জীর বড়াই, আপু খোরাক মাস তিন টাকা রোজগার ॥
- ফুকর - কারো ছন্নর খাটে রূপোর জাজিম, শীতল পাটি লেপ তোষক পাখ্যায়,
ঝিলমিল মশারী খাটায়, মা মাগো -
তবু চাকরকে কয় রামধন্যারে - পা টিপে সে আজ ঘুম যাওয়া দায় ।
জেলখানাতে কাঠের ওপর, ছালায় বিছান মশার কামড়,
জেল-দারোগায় মারে চাপড়, - তবু কয়েদী সুখে নিদ্রা যায় ॥
- মিল - দীন ভগবতী কয় আমার দিন ত দুঃখে গেল কেটে,
চরম পরম তত্ত্ব রলেম ভুলে, মলেম ভূতের বেগার খেটে ॥

ফ্যাসানের ভবানী

তারক ঠাকুর (নোয়াখালী)

- চিতান - বসে কি রস ঘটালি ওগা শুভঙ্করী, লীলার অন্ত কে জানে ।
- পাড়ন - আজকাল রূপার গয়না আদর পায় না নব্য সমাজে,
মা তোর কাঙাল ছেলে সারা হল, সভ্যতার শাসনে ॥
- ফুকর - দিনু গোখন বেচে মোহনমালা, তা না হলে মানীর মান কি থাকে,
গিন্নীর কাঁধের বসন উড়ে গেল, অলঙ্কারের ঝাঁকে, মা মাগো -
গণ্ডী সুদে কর্জ মূলে, অনন্ত দেয় ভার্যায় ভুলে,
সেখায় হাতের পর্দা তুলে, নইলে পোড়া লোকে কি দেখে ॥

- ছাড় - সাজলেম নতুন রীতি নতুন রূপী, সাজলেম বহুরূপী,
আমার বাস্তবতা যায় যদ্যপি, তবু চলব দেশের চালে।
- ধূয়া - অগতির কি হবে গতি হৈমবতী মা - স্থিতি গেল রসাতলে ॥
- ডাইনা - আবার দেশের দশা লক্ষ্য করে, অগ্নিহোত্রীর বাক্য ধরে,
পৈতা দিলেম গলে :
কায়স্থ হয়ে ক্ষত্রিয় হলেম, কুষ্ঠি গেলেম ভুলে :
জানিনা তার কালের তত্ত্ব, পাই কি না পাই বাবার বিত্ত,
গয়া পিণ্ডদানের আধিপত্য, বুঝি লুপ্ত হয় সমূলে ॥
- বাদ - সাজলেম কত সাজাব কত মা, এ ঘোর কলিকালে ॥
- ফুকার - আছি বিধাতার ভুল সংশোধনে, দাড়ি ছাঁচি ঝুলাই চামর ঝুলা,
করি পরিপাটি চুলের ঝুটি, কোচপান সাইজে তোলা মাগো
গোঁকজোড়া দুইদিকে কাটা, মাঝখানে সজারু কাঁটা,
মার্ক মারা বাপকা বেটা, সাজি ব্রহ্মদস্যুর চেলা ॥
- অন্তরা - আমার নাই আত্মশাসন, ধরি অকারণ, করি স্বায়ত্তশাসনের দাবী।
আমার বাস্তব নাই, ডেস্ক নাই, সিন্দুক আলমারি নাই,
নারীর অঞ্চলে এক গোছা চাবি ॥
আবার পায় দিয়ে বুট, ফুকিয়ে চুরট, মানসপটে আঁকি স্বর্গের ছবি ॥
হাতে ফিতা বাঁধা ঘড়ি, টো টো করে ফিরি,
সময়ের মূল্যটা কোন দিনে ভাবি ॥
- পরচিতান - গেল চোগা চাপকান লম্বা পিরাণ, অসত্যের পোষাক -
এই শিক্ষিতের যুগে।
- পাড়ন - যা হোক অদ্য উরু ঢাকা গেল, হাক প্যাণ্টের গ্রাসে,
এখন খাটো ছোটের স্মৃতি, কটির উর্ধ্ব ভাগে ॥
- ফুকার - দেখলেম কাছার কসম কতই ক্যাসন পাকমোড়াটা আগে গেছে দূরে,
শেবে ছিল পাছার অর্ধেক জোড়া, তাও দিয়েছি ছেড়ে, মাগো -
ধরেছি এক নুতন ধারা, মাঝখান আঁটা দুই খেঁট ছাড়া,
পকন দেবে দিলে নাড়া, যেমন জয়পতাকা উড়ে ॥
- মিল - আবার কখন কখন কাছা খুলে, হই যেমন ফরাজী,
আবার কয়দিন বাদে যাব বুঝি, হাজি কিংবা কাজীর মেলে ॥

**ভাওয়াল সম্মাসীর কবি
কাশীনাথ নট্ট (নোয়াখালী)**

- চিতান - ছিল পূর্ববঙ্গে ঢাকা জিলায়, প্রসিদ্ধ ভাওয়াল পরগণায়,
জয়দেবপুরে কাশীনারায়ণ রায়।
- পাড়ন - ছিল তস্য পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ,
যেমন দেবরাজ ছিল অমরায়।
- ফুকার - ১। দেবী রানীর গর্ভে তিনপুত্র জন্মিল ধরায়, বিবাহাদি হয়ে যায়,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ দুইজন, অকালে হল মরণ,
এখন আছে রমেন্দ্রনারায়ণ, এই বংশের জলপিণ্ডের আশায় ॥

- ২। নিয়ে সপরিবার মধ্যমকুমার যেই সময় দাজিলিং গেল,
সঙ্গে আশু ডাক্তার ছিল, তিনজনে যুক্তি করে, ঔষধ দেয় কুমারেণে, -
ঔষধ খাওয়ামাত্র প্রাণে মরে, চিকিৎসার ফল ত এই হল।।
- ৩। তখন কোনরূপে চুপে চুপে, শ্মশানে নিয়ে গেল শব, এসব জানেন
সেই কেশব, শব যখন দেয় শ্মশানে, মেঘ ধরে ঈশান কোনে,
হঠাৎ শিলাবৃষ্টি ঝড় তুফানে, পালাল শ্মশানবন্ধু সব।।
- ৪। ছিল নিকটে নাগা সম্যাসী, সে আসি করে অনুমান
আছে মৃতদেহে প্রাণ, সম্যাসীর কৃপাবলে, চায় তখন নয়ন মেলে,
কুমার সুস্থ হয়ে কথা বলে, কি লীলা করলে ভগবান।।
- ৫। কুমার হয়ে সুস্থ কয় সমস্ত, তোমার পায় দেহ বিকাব,
আমি সম্যাসী হব : ডাক্তারকে সঙ্গে রাখি, সত্যোত্তর করল বা কি,
এমন পাপের মূর্তি দেখতে না কি, পুনরায় সংসারে যাব।।
- ৬। পেয়ে সং উপদেশ সৎপ্রসঙ্গ, সংসঙ্গে দ্বাদশ বৎসর রয়,
একদিন নাগা বাবা কয় : এই আদেশ করলেম আমি,
হইওনা অধোগামী, একবার দেখে আস জন্মভূমি,
এই তোমার পরীক্ষার সময়।।
- ৭। করতে আদেশ পালন, কুমার তখন প্রথমে জয়দেবপুর উদয়,
তখন দেয় না পরিচয় : তারপর এসে ঢাকা, থাকতে পারল না ঢাকা,
হয়ে বন্ধুগণের সঙ্গে দেখা, পুনরায় মায়ায় বদ্ধ হয়।।
- ৮। গুনল সত্যোত্তর আর মধ্যমরানী জয়দেবপুর এসেছে কুমার,
গুনে করে না স্বীকার : কালের কি কুটিল গতি, স্বামী স্ত্রীতে অপ্রীতি,
এখন সতী চিনল না পতি, সতী ত অতি চমৎকার।।
- ৯। রাজা শত শত প্রমাণ এনে, এজলাসে করেছে দাখিল,
হয়না মনে মনে মিল : তারপর ভেবে নিরুপায়,
রাজা এক প্রমাণ দেখায়, রানীর বস্ত্র ঢাকা গুপ্ত জায়গায়,
উকতে আছে একটি তিল।।

মিল - এতদিন মেঘেতে সূর্য ঢাকা যে ছিল, হঠাৎ বাতাস এসে মেঘ উড়াল,
ভাওয়ালের সূর্য প্রকাশ হয়েছে।

মুখ - ভাওয়ালের এই ইতিহাস, ভারতবর্ষে করতে প্রকাশ, সুযোগ ঘটেছে।।

ডাইনা - আমরা পড়ে দেখলেম রায়ের নকলে, ভাওয়ালের রাজকুমারের অনুকূলে,
এই মামলার ডিগ্রী বরচ সহ :

রাজার বিরুদ্ধেতে ভবিষ্যতে চলবে না আর কেহ :

আশু ডাক্তার এই মামলায়, রক্তগত শনির প্রায়,

রাজার বৃহস্পতি ছিল সহায়, রানী ত রাজর ভোগে পড়েছে।।

১০। কুমার লোকলজ্জাতে পড়ল ঠেকা, নিষ্পত্তি হয়না আপোষে,

নাশি কন্নতে হয় শেষে, যেই কোর্টে মামলা ছিল,

কোর্ট পরিবর্তন হইল, পরে ন্যায় বিচার হয়ে গেল,

পাম্মালাল জজের এজলাসে।।

১১। এক দুষ্ট হয় রাজার শালা, এক দুষ্ট হয় ডাক্তার আত,
তারা নিতান্ত পণ্ড : দুষ্টকে করতে দমন, অন্তর্যামী নারায়ণ,
করল জজরূপেতে জন্মগ্রহণ, মহাশয় পামলাল বসু।।

অন্তরা - কোথায় গো মধ্যম রানী, সতীলক্ষ্মীর শিরোমণি,
মানিনী মান আর কত বাড়িও।
অষ্টবিংশ বৎসর অস্তে, নিজপ্রান্তে পেয়ে কান্তে,
মনপ্রান্তে কেন গো হারাও।।
অগ্নিকুণ্ডে পুরে শ্রীরাম সীতার করে পরীক্ষা,
তবু সতী প্রাণপতিকে করে না গো উপেক্ষা :
সাবিত্রী আর কলাবতী, তারা বাঁচায় মৃতপতি,
তুমি কি জীবিত মারতে চাও।।
পরের কথায় হাতে ধরে, দিতে চাও ঘরে অনল,
ক্ষুধায় মজে সুখ ত্যজে, খেতে চাও হলাহল :
না জানি তোমার কপালে, কি দশা ঘটে শেষকালে,
পদতলে পড়ে ক্ষমা চাও।।
বিচ্ছেদ বিজয় করে কুমার, ফিরে এল জয়দেবপুর,
বুঝতে পারবে বিচ্ছেদের পর, মিলনে সুখ কতদূর :
বেহুলার মূর্তি ধরে, সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে,
দক্ষিণের ধন দক্ষিণে বসাও।।

তুফানের ভবানী

কাশীনাথ নট্ট

চিত্তান - দুর্গে কিঞ্চিৎ বারিবর্ষ, চেয়ে দেখ ভারতবর্ষ,
বিমর্ষ মসীতে মাখা মুখ।
পাড়ন - বাংলা তেরশ' আটচল্লিশ সন কি ভীষণ কাণ্ড, অর্ধদণ্ড জীবন দণ্ড,
দুঃখের উপর ক্রমেই বাড়ি দুখ।।
ফুকার - মাগো, গুরু রাজা রবি মন্ত্রী, বৎসরের ফল এই বুঝা গেল,
বোধ হয় নিদারুণ বরুণের ভয়ে, অরুণসেব লুকাল :
লোকের থাকতে ধনা গোলাভরা, চাউল কিসে হয় রৌদ্র ছাড়া,
বড় বড় কৃষক যারা, রেঙ্গুনের চাউলে রক্ষা পেল।।
ফুকার - মাগো, যেমনি বৃষ্টি তেমনি তুফান, মাঠের পাট ধান সবই হল শূন্য,
পরে প্রতিম্ন দশ টাকা দরে, কিনতে হয় বীজধান্য, মা মা গো,
দিবারাত্রি খাটনি খেটে, পুনরায় বুনালা মাঠে,
তাও পড়ে বন্য়ার চোটে, মাঠে মোটে নাই আর ধানের চিহ্ন।।
ছাড় - রবিবার এগার জ্যৈষ্ঠ সূর্য অস্তের পরে,
মারুতি সারথী করে, বরুণ ঠাকুর যুদ্ধে এল।
ধূয়া - নোয়াখালীর কিয়দংশ, মহিজদি টাউন করে ধ্বংস,
চৌমুহনীর মস্তকের উপর হস্ত দিল।।

- ভাইনা - ছন টিনের ঘর পাটের ওদান, প্রথম চোটে করে উদাম
তারপরে পোষ্টাকিসে গেল ;
তনি পোষ্টাকিসের নিকশ লয়ে, চম্পেন কর্তা বিদায় হয়ে,
যাওয়ার সময় হাই স্কুলের পরিদর্শন হল ;
চম্পগঞ্জ লক্ষ্মীপুরা, দালালবাজার আর রাইপুরা,
ঘর নাই লোকের ভিটি ছাড়া, সমূলে উচ্ছন্ন হল ।
- খাদ - অনুমান এই বৃষ্টি তৃফান, সতের ঘন্টার উপরে ছিল ।।
- ফুকর - মাগো, আম জাম নারিকেল সুপারি, সারি সারি উৎপাটন হইল,
লোকের চলাফেরার দুরবস্থা, রাস্তায় জল উঠিল, মা মাগো -
আমি লোকমুখে শুনেছি খবর, ভোলা চরফেসন বুড়ির চর,
আট নয় হাত জল রাস্তার উপর, কত মানুষ গর জলে ভেসে গেল ।।
- ফুকর - মাগো, কেহ আশ্রয়লা করবার আশায়, বৃক্ষের ডালায় আরোহন করিল,
ছিড়ে মাজার তাগা হতভাগা, ডালায় হাত বাঁধিল, মা মা গো,
যখন ডাল ভেসে পড়ে বাতাসে, বাঁধ খুলতে পারে না শেষে,
শেষে ডালা শুধু ভেসে ভেসে, অবশেষে জলে ডুবে ম'ল ।।
- ছাড় - এসব দেখে শুনে ভাবলেম মনে যদি তখন মরতেম,
তবে কিছু অল্পে সারতেম, আরো দুর্ভোগ বাকী রইল ।।
- অন্তরা - আমি শুনি ভোলার অনেক লোকে, দুধের ছেলে নিয়ে বৃকে,
শিবদুর্গা বলে মুখে, ঘর থেকে বাহিরে এলে ।
হঠাৎ এ অবস্থায় ঘর পড়ে যায়, মারা যায় সে চালের তলে ।।
তারা মা মাগো - কেহ আশ্রয়লা মনে করে,
স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু ছেড়ে, উঠে সে চালের উপরে, চাল ভেসে চলে ।
যখন চাল ভেসে সমুদ্রে গেল, প্রবল বেগে ঢেউ ছুটিল,
ও তার আশ্রয়লা কিসে হইল, প্রাণ গেল সমুদ্রের জলে ।।
- পরচিতান - কত মহিষ গরু মরে মাঠে, বন্যার জলে ভেসে ছুটে,
ঘাটে ঘাটে প্রমাণ পাওয়া যায় ।
- পাড়ন - কত শত শত মৃতদেহ ভাসতেছে জলে, যারা থাকে নদীর কূলে,
দুর্গন্ধেতে থাকা হল দায় ।।
- ফুকর - কোন সতী ধরে পতির গলে, বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে গেল,
তাদের কর্মদোষে অবশেষে জলে ডুবে মইল, মা মাগো -
তারা নাই কোন নির্দিষ্ট জায়গায়, খোঁজখবর কেবা কার জোগায়,
কেহ রইল গাছের আগায়, কেহবা অতলে ডুবে রইল ।।

মনঃশিক্ষা মালসী

ভারিখীচরণ নট (নোয়াখালী)

- চিতান - কেন তারা ধন আরাধন করলিনে মন, শেষ দিনের উপায় হবে কি ।
- পাড়ন - এ ভবে এসে মায়ার প্রভাবে পশ্চাৎ না ভেবে, মন রে স্বধর্মের অভাবে,
মজে স্বভাবে, লোভে পড়ে মন তুই করলি বা কি ।।

- ফুকর - মন রে, হাসিতে খেলিতে যত - বাল্যকালে বালক সঙ্গ পেয়ে,
পেতে যৌবনে জীবনের শান্তি - করলি সাধের বিয়ে, মন মনরে -
পঞ্চাচারী দস্যু বট, স্বাধীনতায় হয়ে খাটো,
বিনা পয়সার কামলা খাট, আপন গাঁইটের টাকা দিয়ে ।।
- মিল - কত করে প্রাণপণ পরের চিন্তা তোষ,
কখন কঁাদ কখন হাস, কখন ভাস দুঃখার্ণবে ।
- মুখ - হাসলি কত খেললি কত, তবু মন হল না রত,
ভূতের মতো খাটলি এসে ভবে ।।
- ডাইনা - দিবানিশি রসরসে, করতে প্রেমালাপ প্রেমসীর সঙ্গে,
যতনের ধন দিতে না রে হিয়ায় :
মনরে, এ সুখে তোর কয়দিন যাবে, সে কিরে তোর সঙ্গে যাবে,
যেদিন হবে এ ভবের বিদায় :
মিছে কর কার ভরসা, দেখতে দেখতে হবে ফরসা,
মন তোর ভালবাসার যাওয়া আসা, সকল আশা টুটে যাবে ।
- খাদ - জ্ঞান্ডেও তুই ভাবলি না মন, একদিন যেতে হবে ।।
- ফুকর - মনরে, ছিলি বা কই, এলি বা কই, যাবি বা কই, দেখলি না বিচারি,
মন তোর রূপ যৌবন দেহের গৌরব, মাত্র দিন দুই চারি ।
মন মনরে - পুত্র কন্যা সপরিবার, একমাত্র খাইবার পরিবার,
ভব পারাবার তারিবার, মাত্র শ্রীহরি কাণ্ডারী ।।
- অন্তরা - মন রে - কুসঙ্গে কুরঙ্গে কুকর্মে কুকর্মচারী ।
কুঞ্জরগতিতে গতি, অতি কুটিল কুপথচারী ।।
মন রে - কু কথায় মত্ত রসনা, কু বিষয় চিন্তে বাসনা,
কু কর্মের এই উপাসনা কুলনাশা কুল ধার্মিক অত্যাচারী ।
করিস কুচিন্তায় নিশি জাগরণ - তারণ কারণ হরির চরণ ছাড়ি ।।
- পরচিতান -
- পাড়ন - ভূমিতে হলে ভূমিষ্ট যখন, চোখ মেলে তখন,
ওঁয়া না বলে কঁাদলি কতক্ষণ, সব বিস্মরণ, মন তোর কিছু মনে নাই ।।
- ফুকর - মন রে, জাগ্রত কি সুসুপ্তিতে, রীতি নীতি জিও আর মর,
ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে, এত বড়াই কর, মন মনরে -
দিন দিন খরচ বই আর নাইরে জমা, ভাঙতে আছিস খাতিরজমা,
ছাড়রে ভবের গরিমা, পাছে নিদান যোরতর ।।
(খণ্ডিত)

আকাঙ্ক্ষার মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা)

- চিতান - আমি ত্রিতাপেতে জ্বলে মরি তারা করি কি উপায় ।
- পাড়ন - আমার কোন বস্তুর নাই অভাব, তবু প্রাণের স্বভাব,
প্রাণে যত পায় আর তত চায় ।

- ফুকার - অমর নই নিশ্চয় মরিব, মরে বা কোন দেশে যাব, পাইনে সে তবু, বিষয়
বাসনায় উন্মত্ত : ধন উপার্জন ন্যায় অন্যায়, যাবার বেলায় যাব ধুয়ে,
তবু মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, করি অর্থ অর্থ অর্থ।।
- মিল - আমি মুখে বলি সত্য কথা প্রাণে মিথ্যা থাকে,
এসব নিজে বুঝে নিজে দেখে, হ'লো না পূর্ণ জ্ঞানোদয়।
- মুখ - যে ভাবে রেখেছি তারা, ভেবে ভেবে হলেম সারা,
শেষ দিনে মোর কি জানি কি হয়।।
- ডাইনা - জন্মিলে মরণ সত্য, আমি কত মৃত্যু দেখি নিত্য, তবু কই বা শিখি : ভবে
এ র চেয়ে আশ্চর্য্য বৃষ্টি জীবাত্মার আর কি? অন্ধের সম্বল তারা তুমি,
তোমাতে ত চাইনি আমি, মাগো আমার আশা জমা-জমি,
মিষ্ট ভোগ আর ইষ্টকালয়।।
- খাদ - ভ্রান্তি ঘুচাও শান্তিময়ী দিয়ে পদাশ্রয়।।
- ফুকার - চিনলেম না সেই চিন্ময় রত্ন, মাটির দেহের করতে যত্ন, কতই খাটি,
ক্রমে বাড়ে কুটি-নাটি : ভবের সাজ অনন্ত আকার, সবই দেখি মাটির
বিকার, মাটির খাটনি খেটে এবার, করলাম মা শেষকালে সব মাটি।।
- মিল - আমার পক্ষেগ্রিয় থাকতে প্রবল কিছুই বৃদ্ধি, এসব দেখে শুনে চোখে
কানে, সার বস্তু কই চিনে লয়।
- অন্তরা - কি মহিমা দিয়েছি জীব, ওগো হর-মনমোহিনী। এমন নিত্য সত্য চায়না
আত্মায়, মিথ্যাকারে সাজে ধনী মানী।। রূপের আলোকে লোকে, প্রবেশ
করে ঘোর নরকে, মায়ার কুহকে জানী আর অজানী। আমার প্রাণে এল না
সত্যের আলোক, অন্তে অনন্ত নরক তা জানি।।
- পরচিতান - আমি গুরু উপদেশ না শুনে গুরু কৃপাতে বঞ্চিত।
- পাড়ন - আমার ভাগ্য পূর্ণ থাকতে ধন, কুকর্মে করলেম বিতরণ,
এখন সে কারণ মরণ নিশ্চিত।।
- ফুকার - সবার কাছে শুনে দেখি, এ সংসারে কেউ নয় সুখী, সকলই রোগে : মিছে
ভোগের আশায় ভোগে : শারীরিক মানসিক ব্যাধি, এ ব্যাধির আর নাই
ঔষধি, আমায় দে মা ভাব-সমাধি, আমি বসে থাকি যোগে।।
- মিল - আমার বাহিরের জিনিসের পরে কেটে দে আকাঙ্ক্ষা, যেন তারা নামে মেরে
ডঙ্কা, শমন শংকা করি জয়।।
(সন ১৩২৭ সাল)

কামকামনার মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান - পড়ে ত্রিদোষ ক্ষেত্রে ঘোর বিকারে, মা তোমাতে ডাকি বারেবার।
- পাড়ন - আমার কাম ত্রৈলোক্য লোভ হয়ে বলবান, তাতে ঘটেছে অসংখ্য বিকার।।
- ফুকার - আগে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে, অসংসারের প্রসঙ্গে, প্রেমকে করলেম কামে
লয়, দেহ হল কামময় : হয়ে কামে অন্ধ ঘোর বিকারে, কখন কাদি বালিশ
ধরে, কামিনী কুসুম ব্যবহার করে, করলেম পূর্ণিমাতে চন্দ্র ক্ষয়।।

- মিল - হল রোগের বুদ্ধি জ্ঞান উৎপত্তি হল তার পরে, আমি বিবেক জ্ঞানকে নষ্ট করে, খুলেছি নরকের দ্বার।
- মুখ - সর্ব বিঘ্ন বিনাশিনী, বিঘ্নহরের ঘরানী, কর আমার রোগের প্রতিকার।।
- ডাইনা - জ্ঞোষে হারাই আশ্রয়শ্রুতি, পিতা মাতা গুরুজনের প্রতি করি কটু উক্তি, আমার কিসের সাধন কিসের ভজন কিসেরই বা ভক্তি, স্থির থাকেনা স্থির সংকল্প, লোকের কাছে বৃথা গল্প, গেল অল্পে অল্পে কোটি কল্প, হলনা মন পরিষ্কার।।
- খাদ - মা বিনে অকৃতি সন্তানে, আর কে করবে নিস্তার।
- ফুকর - আমি হয়ে লোভের পরবশ, পরকে ঠকাই চাই মা যশ, সঙ্গে সঙ্গে টাকা চাই, আমার মত বোকা নাই : মা গো, আছে লোভ তৃষ্ণা প্রবল সদা, সঙ্গে সঙ্গে কামের ক্ষুধা, এনে দে মা শান্তিসুখা, খেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই।।
- মিল - আমার সুপথ্য রোচে না মোটে কুপথ্যে রুচি, হল অসং সঙ্গে মন অওচি, লয় না সং বৈদ্যের বিচার।।
- অন্তরা - তুই থাকতে জগতের মা, ওমা শ্যামা, এত রোগে ভুগে মরি কি কারণে। ওনি সদ্য হয় জীব রোগ মুক্ত, বাবা বৈদ্যনাথের নামের শুণে।। দেখলেম কত চেষ্টা করে, ভোগ বাড়ি মা রোগ না সারে, উপায় নাই তোর পাদোদক বিনে। যদি চিত্তামণি সেবন করতেন, রোগ সারিত তাও পারিনে।।
- পরচিত্তান - আমি নিজের দোষে নিজে রোগী, তাইতে ভুগি দোষ দিব মা কার।
- পাড়ন - এখন দায় ঠেকে পায় পড়েছি তোমার, ও গো তারিণী কর গো নিস্তার।।
- ফুকর - আমার এই রোগ যদি বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধকালে বড় ভয়, প্রবল হবে দুরাশা, বল বগরল মাখা ভাষা : বন্ধু বান্ধবেরা রাগের ভরে, আমায় দিবে বিদায় করে, নরসেহ নরকের দ্বারে, আমার ঘটিবে দশম দশা।।
- মিল - অধম রাজেন্দ্র কয় হয়েছে ভয় শেষের দশা ভেবে, আমায় মুক্ত কর ও মা শিবে, যুক্ত করে নমস্কার।। (১৩২৮ সাল)

সংসার নাট্যশালার মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিত্তান - সংসার গিরিবালার নাট্যশালার দৃশ্য বিচিত্র।
- পাড়ন - অতি কোমল কঠিন চিন্ময়ের চিহ্ন চিত্তর আগোচর, দুঃখময় আর সুখময় চিত্র।।
- ফুকর - কেহ নরক কুণ্ডের মধ্যে বসে স্বর্গের সুখা সদা করে পান, প্রাণে মহা ভাবেব বান, মুখে শুধু নামামৃত গান : স্বর্গে কত ধনী মানী, ভোগ করেছে বিয়ের খনি, যারা আশ্র চিত্তায় তত্ত্বজ্ঞানী, তারা দেখে সকলি সমান।।
- মিল - এসব দেখে শুনে মনে বলে তুই-ইত সব করিস, ও তুই খেলার ছলে দেখাতেছিস, সংসার নাট্যের অভিনয়।
- মুখ - মা তোর সংসার রঙ্গক্ষেত্রে, আমি প্রতি অঙ্কে হেরি নেত্রে, সর্ব চিত্র দুঃখ সুখময়।।

- ডাইনা — একাধারে স্বর্গ নরক, নরের কল্পনাভীত বিশ্বয় কারক, জ্ঞানের অগোচর,
যত দৃষ্টলোকের কষ্টদায়ক শিষ্ট জ্ঞানের মন মুগ্ধকর : এসব যখন দেখি শুনি,
তখনে হই অভিমানী, আমি কখনে হই আত্মজ্ঞানী, কখন আমি কিছু নয়।
- বাদ — কখন শান্তি, কখন ভ্রান্তি, কখন করে ভয়।।
- ফুকার — মাগো, কাল ছিল যে পথের ফকির, তার মাথায় আজ দিলি রাজ্যভার, বড়
আশ্চর্য্য ব্যাপার : রাজার কক্ষে কোলাস ভিক্ষাধার, কাল ছিল যে ঘোর
পায়ণ, করে কাটছে কত নরের মুণ্ড, আজ যে তার কান্নায় কাঁদে ব্রহ্মাণ্ড,
এইকাণ্ড তোর সকল কাণ্ডের সার।।
- মিল — কত উগ্রচণ্ডা খাণ্ডা হাতে স্বামীর মুণ্ড কাটে, মা তুই কি লিখেছিস কার
লপাটে, কে করে তার কি নির্ণয়।।
- অন্তরা — একাসনে বসে, কেউ কাঁদে কেউ হাসে, স্বর্গ নরক দেখি এক জায়গায়।
এই বিশ্বচিত্র দেখে, কেহ হাসে সুখে, কেহ কেঁদে দুঃখে বুক ভাসায়।।
পাখীগণের গানে, সুখা ঢালে কানে, বিরহিনীর প্রাণে, লাগে বিষ প্রায়।
মদ গাঁজার গন্ধে, কেহ করে নিদ্রা, দুখ বেচে কেউ সেই মদ কিনে খায়।।
- পরচিতান — দেখি অতি সুখের আশা করলে গতি নরক কুণ্ডে।
- পাড়ন — যারা সুখ দুঃখের ধার ধারেনা কর্তব্য নিষ্ঠ, তারাই শ্রেষ্ঠ অসার ব্রহ্মাণ্ডে।।
- ফুকার — কেহ সুখার লোভে গরল সেবে শেষে ছলে অনন্ত ছালায়, আগে বুকে ওঠা
দায়, জীব ভ্রান্ত এই বিষম সমস্যায় : সাধুকে চোর মনে ভাবি, চোরকে ভাবি
প্রেমের ছবি, আমি নিজের দোষে নিজে ভুবি,
তোরে দুখি দোষ দিবার বেলায়।
- মিল — আমায় কত সাজে সাজালি মা বাল্যকাল অবধি, এখন পাগল সাজে
সাজাস যদি, তবে গাব মায়ের জয়।। (আষাঢ়, ১৩২৯ সাল)

মানব চরিত্রের মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বড় কৌশলে গড়েছিস তারা, ভবে মানব চরিত্র।
- পাড়ন — মানুষ কেউ দেবতা কেউ যক্ষ, কেউ গন্ধর্ব্ব কেউ রক্ষ,
বিশ্ব পটে কি আশ্চর্য্য চিত্র।
- ফুকার — কেহ আশ্ব সুখে সুখী, কেহ পর দুঃখে দুঃখী, কেহ ভুলোকে, খেলে জ্ঞানের
আলোকে : হায়রে, কাছে এলে কোন ব্যক্তি, অনিচ্ছায় জাগে বিরক্তি,
প্রাণে জাগে নিশ্চল ভক্তি, কত ভক্ত লোকের মুখ দেখে।।
- মিল — আছে সবার মধ্যে সত্য ধর্ম্ম অপ্রতিভ ভাবে, কবে সেই আলোকে বিশ্ব
ব্যাপিবে, সে দিনের আর কয় দিন বাকী।
- মুখ — তারা মা তুই দয়াকরে, বুঝায়ে দে সবাকারে, এক বিনে ভুবনে সবই ফাঁকি।।
- ডাইনা — এক ব্রহ্মের বিকারে সৃষ্ট অনন্ত বিশ্ব : এখন মূল ব্রহ্ম ভুলে সকলে ছিন্ন
করেছে বহু উপাস্য : যার ইষ্ট তার কাছে শ্রেষ্ঠ,
অন্যের উপাস্য নিকৃষ্ট, এ সব
ভেদ বুদ্ধিতে জগৎ নষ্ট, এ পাপিষ্ঠদের গতি কি।।

- খাদ — না তারিলে তারা তোরে এত কেন ডাকি ।।
- ফুকার — চোর কি সাধু যায় না চিনা,
চোরের নায় সাধুর নিশানা, নকলের উপর খাঁটি আসলের নম্বরঃ সাধুরা যায়
চোর ধরিতে, স্বার্থ পেলে চোরের হাতে, চোরের সাহায্য করিতে, কত
সাধুরা হয় অগ্রসর ।।
- মিল — হয়ে হরি ভক্ত কালী নিন্দা করে যত আছে, করে মতুয়ারা বৈষ্ণবের নিন্দে,
এই সব আবার সাধু নাকি ।।
- অন্তরা — কেহ জোর করে হয় ব্রহ্মজ্ঞানী, কলঙ্কের হার গলায় পরতে । খেয়ে সকল
জাতির অন্ন, ব্রহ্ম জ্ঞান শূন্য, বিষ খেয়ে পারে কি হজম করতে ।। সদজ্ঞানী
পণ্ডিতে, সমাজের গণ্ডিতে, বিবেকের আদেশ পারে না ধরতে ।
আমি এ দিকে ও দিকে, দুদিকে থেকে, মা পারব কি বিশ্ব প্রেমে মরতে ।।
- পরচিতান — এখন মিথ্যা সংস্কারে এ দেশের মানুষ হয়েছে দুর্বল ।
- পাড়ন — যদি খাটি সত্য বলতে হয়, সমাজে তার কত ভয়,
শেষে মিথ্যা কয় সত্য দিয়ে জল ।।
- ফুকার — শহর মোকাম হাট বাজারে, সাধু হাজারে হাজারে, করে বসতি, করে আয়ের
উন্নতিঃ হরে কৃষ্ণ হরি বলে, বুক ভাসায় নয়নের জলে, কায়দা পেলে
সুকৌশলে, করে চুরি ডাকাতি ।।
- মিল — করি মনানন্দে সাধু নিন্দে আমি ঘোর পাষাণ, আমার দিতে হয় মা দিও দণ্ড,
জীবকে দিও জ্ঞানের আঁধি ।। (সন ১৩৩৩ সাল)

সন্তানের অনুযোগ মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ও গো সিদ্ধেশ্বরী মহোদরী মা, তুমি আদ্যা প্রকৃতি ।
- পাড়ন — যত কীট পতঙ্গ শৈলার্ণব, তোমাতে নিধন উদ্ভব,
বিষ্ণু বিধি ভব মা তোর বিভূতি ।।
- ফুকার — যখন ছিলাম অজ্ঞান বালক, দেখেছি তোর রূপের ঝলক, প্রেমের আলোকে
তুনি বলে সব লোকে : মাগো অজ্ঞানে দেখেছি যত, সে দেখা নয় দেখার
মত, এখন দেখা দিয়ে মাতঃ, স্নিগ্ধ দুগ্ধ দে মা দক্ষ মুখে ।।
- মিল — আমি কোলে বসে কেঁদে হেসে, মা মা বলে ডাকি, আমার নীরস প্রাণকে
করে রাখি, বাৎসল্য প্রেম রসে মাখা ।।
- মুখ — তুই যে আমার মা, কেবল শুনে শুনে গেলেম শ্যামা,
পেলেম না তোর দেখা ।।
- ডাইনা — সর্বভূতে ভুবনব্যাপিনী, তুই যে আমার পদে কুণ্ডলিনী, আমার না হয়
দেখার শক্তি নাই : তোর যে দেখা দিতে শক্তি আছে, সেই টুক মাত্র চাইঃ
মাতৃ দোষে পিতৃ দোষে, মূর্খ পুত্র জন্মে এসে, ও তোর অকৃপাতে ভববাসে,
খোকা যে তোর থাকলো বোকা ।।
- খাদ — উচিত কি গো পিতা মাতার পুত্র এমনি রাখা ।।
- ফুকার — বাবা আমার ভূতের রাজা, আমি যে বই ভূতের বোকা, সদা সশঙ্কিত, তোর

- কি দেখা নয় উচিতঃ নিতোর দেশে প্রেম নগরে, তুই থাকিস মা শান্তির
ঘরে, অনিত্য অশান্তি পুরে, আমি ঘোর কলিতে কলুষিত।
- মিল — যেমন সম্রাটের দরিদ্র সন্তান তাই আমার বরাতে, এখন লজ্জা হয় পরিচয়
দিতে, উচিত নয় আর তোরে ডাকা।।
- অন্তরা — কোন মুখে পরিচয় দিব আমার মাতা মহাকালী। তুই খাস যাদের প্রণাম
পূজা, আমি খাই তাদের গালাগালি।। তুই তারা আছিস মুক্ত সর্বাসনা, আর
বিবসনা, আমি আছি পাশবিক লজ্জা ঘৃণা গেলনা।
আমার অঙ্গের সোনা অঙ্গের গহনা,
তোর অঙ্গের ভূষণ স্বাশানের ছালি।।
- পরচিতান — শুনি সাধকেরা পঞ্চ ম-কারে তারা, করে তোর সেবা।
- পাড়ন — আমি বাহ্য পূজক অসাধক, মদ মাংস খাদক, মা তোর প্রেম সাধক,
সদাশিব বাবা।।
- ফুকার — মা হতে সাধ যদি থাকে, তোর সাজে সাজা আমাকে, কেটে অষ্ট পাশ,
করি সিদ্ধির দেশে বাসঃ মা গো যেখানে সেখানে থেকে, প্রাণ খুলে মা বলে
ডেকে, অন্তরে বাহিরে দেখে, আমি সুখে করব উপবাস।।
- মিল — ভেবে রাজেন্দ্র কয় মনের বাজা পূর্ণ কর কালী, দিব ভক্তি বিশ্বদল অঞ্জলি,
নিরঞ্জে বসে একা।। (১৩৩৪ সাল)

বিশ্বরহস্যের মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ওগো বিশ্ব প্রসবিনী তারা বিশ্বেশ্বরের জায়া।
- পাড়ন — মা তোর বিশ্বের দৃশ্য কিমাম্ভর্য্য, মা গো, বিশ্বয় বিশ্ব রহস্য ভাবিয়া।।
- ফুকার — মা গো, কাল যেখানে স্বর্গ ছিল, আজ সেখানে নরকের আকার, দেখে শঙ্কা
না হয় কারঃ মা গো, কাল ছিল যে স্বর্গ ঘাটে, আজ দেখি সে স্বাশান ঘাটে,
কার ঘাটে কখন কি ঘটে, বুকে ওঠে ভবে এমন সাধ্য কার।।
- মিল — এ সব দেখে শুনে ভাবি মনে সাজিগে সম্যাসী, দেখে প্রকৃতির বিকৃত হাসি,
সে সব আশা হল নিষ্ফল।
- মুখ — মোহ নরকে, রাখবি আর কত কাল তুই আমাকে, বল মা তারা বল।।
- ডাইনা — সংসার স্বর্গ সংসার নরক সংসারই সুখ দুঃখঃ কেহ ভোগ করতেছে অতুল
সম্পদ, কেউ দেখতেছে পুত্র কন্যার মুখঃ কেউ রয়েছে রাজপাটে, কেহ
মজুর কেহ মুটে, কারুর পেটে ভাত জোটেনা খেটে, ভোগ করতেছে
স্বকর্ম ফল।।
- বাদ — বিচিত্র সংসারের গতি অতীব চঞ্চল।
- ফুকার — কেহ রত্নশয্যায় শয়ন করে মহারোগে মহা যন্ত্রণায়, সদা করতেছে হায়
হায়ঃ মা গো, কেউ রয়েছে বৃক্ষতলে, শীত গ্রীষ্ম আর বর্ষার জলে, তবু
শান্তি মন্দির করতলে, দুঃখের বাতাস লাগে না তার গায়।।
- মিল — স্বচ্ছল অবস্থাতে সুখ মিলেনা ব্যবস্থাতে আসে, মিছে ঘুরে মরি সুখের আশে,
দুঃখে দুঃখে হলেম দুর্বল।।

- অন্তরা — দোদর্শন নরকের কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র দেখি। পেয়ে সুন্দরী নারী মর্ত্য পুরী,
কে কবে হয়েছে সুখী।। কেহ কঁাদে পুত্র বলে, কেহ কাটে পেটের ছেলে,
বিশ্ব কত বিশ্বাস ঘাতকী।
কেহ কুপুত্রের পীড়নে পড়ে, কেঁদে কেঁদে করায় আঁধি।
- পরচিতান — আমি সুখের আশায় ভবে এলেম সুখ হল বা কই।
- পাড়ন — কেবল সুখের চিন্তা করতে গিয়ে মাগো, লাভের মধ্যে দুঃখের বোঝা বই।।
- ফুকার — কাকুর পক্ষ ভায়া থাকতে ঘরে, তবু বলে নুতন একটা চাই, এ সব পুরাণে
সুখ নাইঃ মাগো, ধন অভাবে কত ছেলে, মেয়ে পায়না যৌবনকালে, কত
সাধা লক্ষ্মী পদে ঠেলে, এল, এ, বি, এ এম, এ, পাশ জামাই।।
- মিল — অধম রাজেন্দ্র কয় কত সংশয়, এ সব উপসর্গে,
আমায় তুলে নে নিবৃত্তি মার্গে, শিরে দিয়ে চরণ কমল।। (১৩২৭ সাল)

সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমি আহোরাত্র ভাবি মা তোর সৃষ্টির বৈচিত্র্য
- পাড়ন — মাগো যেখানে যা না সাজে, তাই সাজালি কোন কাজে,
জগৎ মাঝে তোর কি কু-চরিত্র।।
- ফুকার — মা তুই কুপণেরে দিয়ে ধন, করলি ধনের মহাজন, তাতে মা তোর স্বার্থ কি,
এইরূপ কত শত দেখিঃ মা গো, যারা পরহিতে সদায় রত, তাদের নাই মা
শক্তি তত, দাতার যদি টাকা হত, ভবে সবাই হত সুখী।।
- মিল — ভবে কিছু নাই সর্বদা সুন্দর, দেখে শুনে জানি, হলে মহাজ্ঞানী মহাশক্তি এক
গুণ থাকে নিকৃষ্ট।
- মুখ — যা করিস তুই ভালই করিস, করার হাত তোর করতে পারিস,
তাই বলে কি সৃষ্টি করবি নষ্ট।।
- ডাইনা — মিথ্যা মোকদ্দমা করে, কেহ জয়ী হতেছে রাজ ছজুরে, টাকার জোরে মিথ্যা
সাক্ষীর বলেঃ দেখী সতীর চেয়ে সুখ সম্পত্তি বেশ্যাদের কপালেঃ দোদর্শন
পাশও ভণ্ড, সুখে ভুঞ্জে এ ব্রহ্মাণ্ড, যত সত্যগ্রহীর কারাদণ্ড,
মিথ্যাগ্রহী সন্তুষ্ট।।
- বাদ — মাকালেরে নাকাল করে আতায় দিলি মিষ্ট।।
- ফুকার — খেটে কত খাটনি দিন রাতে, ফসল হয়না জমিতে, বিনা যত্নে হয় উড়ি,
পড়ে চাষীর মাথায় বাড়ীঃ মা গো, আরও ঘাস : গুশ ত কতই আছে,
কাল স্বরূপ ফসলের কাছে, তার চেয়েও মান করেছে,
অজাত জার্মানী কচুরী।।
- মিল — যে জন প্রাণপণ চেষ্টায় খেটে মরে তার ঘরে নাই ভাত, কত লক্ষ্মীছাড়ার
লক্ষ্মী সাক্ষাৎ, প্রমাণ আছে যথেষ্ট।।
- অন্তরা — মা তোর সৃষ্টির অকৌশলে, ভূমণ্ডলে ফলে, আগাছায় বেশী ফল।
মাগো, ধান্য হয় দক্ষিণে, লক্ষ্মীর বাস সেখানে, এমন সোনার দেশে কেন
দিলি লোনা জল।। করলি পলাস আর মান্দার, দেখিতে সুন্দর, গন্ধ নাই,

নাই পরিমল। দিলি বানরের বুদ্ধি, অমানুষের বুদ্ধি,
অসুরের গায় দিলি বল।।

- পরচিত্তান — মাগো সুর দিলি পাতিশুগালে দিলি না তার তাল।
পাড়ন — যত তালিম লোকের রাস্তা সুর, এই হল সৃষ্টির কসুর, মা তোর সব কাজের
পাছে এক জঞ্জাল।।
ফুকার — কত ধনীর হয় মূৰ্খ সন্তান, গরীবের ছেলে বিদ্বান, এই আর একটি অলম,
দেখে উৎসাহ হয় ভাঙ্গা মাগো, যত ভাল বৌ পায় বোকা লোকে, জানী
লোকে প্রায়ই ঠেকে, দম্পতির দাম্পত্য সুখে, কেন ঘটায়ে দিস বিদ্ব।।
মিল — ভোলা বাবার সনে তোর যে অমিল দুই মতে দুই জনে, ও তোর ভবের
সৃষ্টি সেই ধরনে, হায়রে মোদের অদৃষ্ট।। (সন ১৩২৮ সাল)।

জাতিকুলের মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিত্তান — মাগো, চার যুগে হলনা মোদের সমাজ সংস্কার।
পাড়ন — আছে জাতি বিদ্যা মহত্ত্বক, হিংসা নিন্দা ঘেয়,
অশেষ দোষ এই ভারতে প্রচার।।
ফুকার — আমরা মিছে করি জাতির গৌরব বাঙালী সব বিচারবুদ্ধি হীন, তাইতে
কুলীন অকুলীন, অন্ধ হিন্দু কুপে বদ্ধ মীনঃ ধর্মশাস্ত্র পড়ে তনে,
যুক্তিহীন সব কথা মেনে, আমরা জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেক বিনে,
দিনে দিনে হতেছি মলিন।।
মিল — এখন মা বিনে আর কুসন্তানে কে দিবে সুশিক্ষে, তুমি সদয় হও সবার পক্ষে,
এই ভিক্ষা চাই পদপন্নবে।
মুখ — বিশ্ব প্রসবিনী তুমি, ডুবল নরক কুণ্ডে ভারত ভূমি, ত্রাণ কর মা শিবে।।
ডাইনা — জ্ঞান-রূপিনী অগন্ধারী পুত্রের কর হিত, তুমি সবার হৃদয়ে
জ্ঞানের মুকুল কর বিকশিতঃ জাগলে পূর্বাপূর্ব স্মৃতি, যখন দেখবে
ব্রহ্মজ্যোতি, তখন কিসের কুলমান কিসের জাতি,
সব জীব সব ভুলে যাবে।
বাদ — জাতীয়তা ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্রলোকে সেবে।।
ফুকার — যখন বাড়ী ছেড়ে গাড়ী চড়ে তখন পড়ে জাতির মুখে ছাই, দেখি স্টীমারেও
তাই, সবাই সাধু কারে কি বুঝাইঃ সত্য কথা বললে পরে,
অন্যের অঙ্গের জাতি মরে, যারা মিথ্যা কথা বলতে পারে,
তাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।।
মিল — আবার প্রবাসে নিয়ম নাস্তি অনেক লোকে বলে, একটু সংস্কৃতির যোগ
থাকিলে, বেদের বাক্য বলে সবে।।
অন্তরা — মোদের বিদ্যা বুদ্ধি থাক বা না থাক, বাবু হতে চাই।
মিছে মূর্খের মত ভর্ক করে, ভুলে করি কুলের লড়াই।
কেহ ছোট বলে পরে, মরি অহঙ্কারে, রাগের ভরে, লাঠি নিয়ে দাঁড়াই।
মোদের শ্রান্তি চুকল শান্তিপূরে, কি দিয়ে এই পেত্নী ছাড়াই।।

- পরচিতান — করলে সতী নারী সাধুসঙ্গ যারা মন্দ কর।
 পাড়ন — তারা কুলটা আর বদমায়েশের করে সাহায্য,
 সে সব কার্য, বেশী দোষের নয়।।
 ফুকার — কত মদের নেশায় বদের দশায় ব্রাহ্মণে খায় বেশ্যাদিগের ভাত,
 তাতে হয়না জাতি পাত, বেশ্যালয় কি ঠাকুর জগন্নাথ :
 নটীর হাঁকায় তামাক খেয়ে, কুলীন কোলায় বাড়ী গিয়ে,
 এসব ব্রাহ্মণকে না প্রণাম দিয়ে, নটীর পদে কোটি প্রণিপাত।।
 মিল — ভবে কার কতটুকু জাতি কুলমান সকলে তা জানে, তবু চোখ থাকতে জীব
 অন্ধ কেনে, রাজেন্দ্র তাই বসে ভাবে।। (২০ শে কার্তিক, ১৩২৮)

আত্মবলিদানের মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — গুরু হরিবর শ্রীহরিচরণ, চরণ স্মরণ তারণ কারণ,
 সভক্তিতে ধারণ কর হৃদে।
 পাড়ন — মন তোর এ ভবে কিসের অভাব, থাকলে পবিত্র স্বভাব, হবে সবই লাভ,
 রাইপদ প্রসাদে।।
 ফুকার — করে বিষয় চিন্তা কুসাসনা, সংকর্ম করা হ'লনা, অর্ধঅভাবে,
 তবে দিন কি বৃথা যাবেঃ অবোধ মনরে আমার কথা ধর,
 যা করতে হয় আজই কর, আজ বাদে কাল যদি মর, দশাননের দশা হবে।।
 মিল — তাইতে শুভকর্ম করতে তোমায় দিচ্ছি উপদেশ।
 হবে আত্মতত্ত্বে করে প্রবেশ, সংকার্য সাধন করা।
 মুখ — চিন্ময় রাজ্যে সেজে রাজা, মহাকালীর কর পূজা,
 বিবেক নামক পুরোহিতের দ্বারা।।
 ডাইনা — হৃদিমণ্ডপ পীঠস্থানে, মাকে প্রতিষ্ঠা কর যতনে, মূর্তি গড়ে চিত্ত-চিত্রকরের
 সাহায্যেঃ মায়ের পদতলে সদানন্দ, পেয়ে মায়ের প্রেম-সম্বন্ধ, ভাবে
 বিভোর ধূম্রি মাধুর্য্যে, পূজার যত উপকরণ, যোগাইবে শক্তি স্মরণ,
 কর কুশ আসনে উপবেশন, ভাবে হয়ে মাতোয়ারা।
 ঝাদ — থাক স্বতন্ত্র, পূজার মন্ত্র, জপ করিবে জিহবা যন্ত্র, তারা তারা তারা।।
 ফুকার — দিয়ে আবেগ মাখা শ্রদ্ধা চন্দন, জবা বিশ্ব অর্চন বন্দন,
 পূজ পাদপদ্ম, করে দেহ-মন শুদ্ধঃ
 দিবে দৈবী সম্পদ মোল কলা, সাজায়ে বাসনার থালা বৈরাগ্যের ভরিয়ে
 ডালা, দাও সে মধুর প্রেম নৈবেদ্য।।
 মিল — আছে আনন্দ কাননে তোমার শান্তিপুষ্পগুলি, সেসব তুলিয়ে দাও
 পুষ্পাঞ্জলি, সঙ্গে দিয়ে নয়নধারা।।
 অঞ্জরা — কালী পূজা কর শুদ্ধাচারে মদ্য মাংসে।
 দাও সে সহস্রারে সোমধারা বিন্দু বিন্দু অংশে অংশে।।
 ছেলে যজ্ঞ জ্ঞানের আগুন, অর্পণ কর সহস্রগুণ,
 যজ্ঞ ডুমুর পত্র দাও কংসে।

- ছয়টা রিপু বলী, দিলে বলি, হবেনা আর প্রাণী হিংসে ॥
 মায়ের সেবায় লাগলে রিপু, প্রাপ্ত হবে পুন বঁপু,
 গন্ধর্ব্ব কি দেবতার বংশে ।
 যাবে অসুর ক'টার পশুর জনম, চরম প্রাপ্তি পরমহংসে ॥
- পরচিতান — মন তোর যত আছে প্রতিবাসী, পূজায় পাবে তত্ত্বমসী,
 মস্তহয়ে নাদ বাদ্য আনন্দে ।
- পাড়ন — হবে এই পূজা সবার প্রিয়, বশ হবে দশ ইন্দ্রিয়, পাবে অমিয়,
 দীপ ধূপাদির গন্ধে ॥
- ফুকার — করে স্বার্থ আদি দক্ষিণান্ত, প্রণাম দিয়ে পূজা ক্ষান্ত, ফুল পাবি সত্য,
 ও ফুল শিব প্রদত্ত নিত্য পূজা পীঠস্থানে, করতে হবে এই বিধানে,
 প্রসাদ পেয়ে দিনে দিনে, ফল পাবি অমরত্ব ॥
- মিল — গুরু হরি বলে, ভক্তি বলে উঠলে প্রেম তরঙ্গ, হবে রাজেন্দ্র
 তোর পূজা সার, যখন হবি আপনহারা ॥ (২৪ শে আষাঢ় ১৩৩৭)

ধরিত্রীর দান মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — সবার পূজনীয়া পৃথিবী দেবী, ভবে সবই তোমার দান ।
- পাড়ন — মাগোবিধি বিষ্ণু আদি হর । মাগো, ভূচর খেচর চরাচর,
 উদ্ভিদ জঙ্গম স্থাবর, মা তোমার সন্তান ॥
- ফুকার — মোরা জন্ম নিয়ে তোমার গর্ভে, ভ্রমণ করি কত গর্বে,
 তোমার বুকের পর, আরও পুরিষ মুত্র পদাঘাত দিতেছি নিরন্তর, হায় হায়
 এত অত্যাচারে গো মা, কত দয়া কত ক্ষমা,
 স্মরণে তোমার মহিমা, সাধকে পায় অমৃত লহর ॥
- মিল — জানি ক্ষমাওণে কোনদিনে কেউ নাই তোমার মত,
 কেন ভূমিকম্পে এবার এত, অকালে সন্তান মারিলে ।
- মুখ — ধরণী জগত জননী, তুমি ক্ষমা ওণের বনি, সে ওণ কি হারালে কলিকালে ॥
- ডাইনা — ঘোর কলির ঘোর পাপের ভারে, তুমি রাগ করে সন্তানের পরে,
 এই কি করলে ভাল : তোমার স্তন স্বরূপ পর্বতের চাপে ,
 ছেলেমেয়ে ম'ল : দার্জিলিং দারভাঙ্গা পুনা, মজফফরপুর গয়া পাটনা,
 করে শিলের উপর ছেলে বাটনা, কোন ব্যাঙ্কনে সন্তান দিলে ।
- বাদ — ভয় করে মা আরও যেন কত কর লীলে ॥
- ফুকার — আগে দিয়ে পুষ্প ফলাদি জল, পালন করলে সন্তান সকল,
 তুমি হও পোষ্ঠা, তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু কালী কুমার সকলের শ্রষ্টা : দিয়ে কত
 ধনধান্য, এদেশ করলে ধন্য ধন্য, কোন পাপে মা কিসের জন্য, বঙ্গদেশে
 প্রসব করলে কোষ্ঠা ॥
- মিল — আবার সুজলা সুফলা হয়ে লও আমাদের ভক্তি, তুমি না ধরলে উর্বরা শক্তি,
 মরিব মোরা সকলে ॥
- অন্তরা — আমরা পিতা মাতার পূজা ছেড়ে মাটির পুতুল করি পূজা ।

- আবার মাটিতে পুজি না মাটি, পুজি চতুর্ভুজা দশভুজা ॥
 পুজা বরাতে বরাতে, তাইতে কি মোদের বরাতে ।
 মায়ে হাতে পোড়া আর ভাজা ।
 আবার মা হয়ে কি দেওয়া উচিত, যেমনি কর্মের তেমনি সাজা ॥
- পরচিতান — তোমার মাটির দেহ না ধরে কেহ, ভবে হয় নাই পরিচিত ।
 পাড়ন — তুমি পঞ্চভূতের আদি ভূত, শক্তি তোমার কি অদ্ভুত, তোমার গুণ বহুত,
 সবার করতে হিত ॥
- ফুকর — হলে তোমার বক্ষে পদস্থলন, পুনর্বীর সে অবলম্বন, তুমি সবাকার,
 মাগো তুমি ভিন্ন দাঁড়াতে যে স্থান দেখি না আর : নিজ কৃপাওনে হও মা
 হারা, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা, সবল হয়ে সন্তানেরা, মা তোমারে করিবে উদ্ধার ॥
- মিল — আগে ধরার ভার হরিতে হত বিমুগ্ধ অবতার, এবার সে কার্য করিতে
 উদ্ধার, কাদে তোমার কত ছেলে ॥ (ভান্ড ১৩৪১)

বিজ্ঞানে অনগ্রসরতার খেদ মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ভাবি কোন আদর্শে নববর্ষে, ভারতবর্ষে দিল নতুন চেউ ।
 পাড়ন — দেখি হজুগে এ যুগে জাগে সব অনভিজ্ঞ, দেশের ফিরাতে ভাগ,
 যোগ্য ত্রিকালজ্ঞ নাইরে কেউ ॥
- ফুকর — ভাবে অহংকারে মুসলীমলীগ, সব আসুক আমাদের দিক, দেশের একতায়,
 পাবে ভারতবাসী স্বাধীনতা
 আমাদের কথায়ঃ তেমনি কংগ্রেস আর ফেডারেশন, কমুনিষ্টদের মিষ্ট
 ভাষণ, সবার অকার্য্য অনার্য্য শাসন,
 তাইতে ভীষণ মারপিট চলছে কলকাতায় ॥
- মিল — শুনি সব দেশের লোক বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞানে উন্নত, কেবল ভারতবাসী
 অশিক্ষিত, ধনী স্বভাব গরীব মারা ।
- মুখ — নগন্য প্রায় ভারতবাসী, বন্যজন্তু কন্যারশি, কিসে পাবে রাশিয়ার ভাবধারা ॥
- ডাইনা — আছে যে যে দেশে বিজ্ঞবর্গ, তারা স্বদেশকে সাজাল স্বর্গ,
 ভারতবর্ষে কারও নাই সে লক্ষ্য : দেখি ইংলণ্ড ইটালী জার্মান, আমেরিকা
 ফ্রান্স সুইডেনের দান, তারা কর্মে প্রধান, তার প্রমাণ প্রত্যক্ষঃ
 আমরা নারী নিয়ে প্রেমামোদে, মজা মারি গাঁজা মদে, সাজলেম দাদাঠাকুর
 সাদাসিধে, কি হবে আমাদের দ্বারা ।
- খাদ — আমরা দৈত্যের মত, মিথ্যায় রত, সত্যের পথ হারা ।
- ফুকর — আগে জন্মিয়ে আমেরিকায়, বহু চেষ্টায় দু'জনায় করে প্রণয়ন : মিষ্টার মর্স
 করিল টেলিগ্রাম, বেল করে টেলিফোন ।
 জন্মায় রাইট ব্রাদার্স এরোগেন, ওয়াটারম্যান ফাউন্টেন পেন,
 টকি বায়স্কোপ আর গ্রামোফোন করেন, আমেরিকার সাহেব এডিসন ॥
- মিল — টাইপ রাইটার আবিষ্কারক সোলেজ জন্মে আমেরিকায়, ফটো ফিল্ম ইন্ট্রিয়ান
 আনে ধরায়, রিভলভার ক্রুড সাহেবের করা ॥

- অন্তরা — শুনি ইংলেণ্ডের বালক নিউটন, আবিষ্কারক মাধ্যাকর্ষণ।
এবার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিয়ার্ড করল টেলিভিশন।।
ওয়াট কৃত বাষ্পীয় যান, ১৮০ বৎসর নির্মাণ,
জেনার শিখায় টিকা দেওয়ান, বসন্ত করতে নিবারণ।
ভারতমাতার পুত্র, শিখেছে মাত্র, বউ শাসন আর ভাইকে মারণ।।
- পরচিতান — এত্নরে রঞ্জন রশ্মি রঞ্জন কৃত, মোটরগাড়ী ডেলমার্ট জার্মানীর।
- পাড়ন — করে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ মাকেণী বেতার, ইটালীদের আবিষ্কার,
এই অধিকার নাই ভারতবাসীর।।
- ফুকার — আগে ফ্রান্সের মধ্যে জন্ম ধরি, রেডিয়াম সে ম্যাডাম কুরী করে আবিষ্কার,
আবার ঐ দেশের ফারানফাইট করে পার্মেমিটার, জন্মায় থিমুনিয়া
সেলাইয়ের কল, ভারতে হয়না এ সকল,
একটা সুই গড়াতে নাই বুদ্ধিবল, স্বাধীনতায় কিসের অধিকার
- মিল — পেল নোবেল প্রাইজ সি. ভি. রমন আর রবীন্দ্রনাথ, তারা দেশের কিছু
রেখেছে জাত, আরতো সবাই ঘুমে মরা।। (আষাঢ় ১৯ শে, ১৩৫৩)

আত্মবিলাপ মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমি স্বর্গপুরে রাজেন্দ্র ছিলেম মাগো, হারালেম স্বদেশ।
- পাড়ন — নিল ইন্দ্র ইন্দ্রিয়গণ, অসুরের কি উৎপীড়ন, এখন পাতালে প্রবেশ।।
- ফুকার — মাগো কৌশিকী কালী অস্থিকে, শিবে সর্বার্থ সাধিকে, ভবানী বাণী,
সর্ব মঙ্গল বিধায়িনীঃ মা মাগো, করলেম তোমার পদে সব উৎসর্গ,
নাশ করে সব উপসর্গ, দেবগণকে দাও দেবের স্বর্গ, চতুর্ভুজ দায়িনী।।
- মিল — তোমার শক্তি বিনে শক্তিহীনে শক্তি নাহি পাবে, কবে ত্রিদিবেশ্বরী ত্রিদিবে,
সাজিবে শিব সীমন্তিনী।
- মুখ — ভজন পূজন জানিনা গো, অমরে তারিতে জাগো,
জগন্মাগো অসুর নাশিনী।।
- ডাইনা — আমার কাম ক্রোধ শুভ্র নিশুভ্র, সঙ্গে ধূম্রলোচন রূপে দম্ভ, লোভ
রক্তবীজ মোহ চণ্ডমুণ্ডঃ তাদের মদ মাৎস্য্য সহকারে, আমারে যে দখল
করে, পলে পলে ফলে আমার দণ্ডঃ এখন দশম দশার দশা বুঝে, ডাকিগো
মা দশভুজে, তুমি সমররঙ্গিনী সাজে, দাঁড়াও অসিপাশিনী।
- খাদ — অমরে অকূলে ফেলে, ভুলে রলে কুলকুলিনী।।
- ফুকার — দেখে ষড়রিপুর ষড়যন্ত্র, বুদ্ধি বিবেক মন্ত্রীতন্ত্র, হয়েছে দুর্বল,
যখন স্বর্গে নাই দখলঃ মা মাগো, আমার আত্মশক্তি সেনাপতি, দুর্দিনে তার
হীন জ্যোতি, দারুণ ক্রেশে শেষের গতি, তুমি জননী কেবল।।
- মিল — আমার ভাগ্যলক্ষ্মী দুরাশা সাগরে ডুবে গেছে, মাগো তুমি জাগলে
পিছে পিছে, জাগিবে নারায়ণী।।

(রাগিনী — সুরট মল্লার, তাল — আড়খেমটা)

- অন্তরা — মম স্বর্গে দেহি সর্বমঙ্গলে। আমি শরণ নিয়েছি তব চরণ তলে।।

আমার পুষ্পরাজ পারিজাতে, হেরিনু অসুরের হাতে,
পারিনা মা পূজায় দিতে নিজেই হাতে তুলে।
মম হাত রাজা উদ্ধার, হবে যবে পুনর্বীর, মা তোমার করুণার বলে।
দিব প্রেম পারিজাতের মালা মা তোমার গলে।।

- পরচিতান — হ'ল অমরায় আজ অমানিশা প্রায়, যখন চন্দ্র কেন্দ্রচ্যুত।
পাড়ন — হলে পরাজিত এই সব ধূর্ত, পেলে শুভ মুহূর্ত, নৃত্য করবে স্বর্গ দূত।।
ফুকার — মাগো, মঙ্গলচণ্ডী নিক্তারিণী, সর্বৈশ্বর্য বিস্তারিণী, স্বপ্নে তুষ্টা, যদি পাই
আমার দেশটা : মা মাগো, তোমার মূর্তি গড়ে স্মৃতি করে, পূজা দিব
প্রতিবারে, হবে এ রাজেন্দ্র পুরে, তোমার চিরতরে প্রতিষ্ঠা।।
মিল — পড়ে ঘোর বিপদে তব পদে শরণ নিয়ে বলি, তোমার নিতে হবে অসুর
বলি, অসুরেন্দ্র নাশিনী। (ভান্ডার, ১৩৪৫)

ব্রহ্মতত্ত্ব মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমি জন্ম নিয়ে এ বিশ্ব করিয়ে অধ্যয়ন।
পাড়ন — বুঝলেম সর্বশক্তি সম্পন্ন, দুজন নাই একজন ভিন্ন,
তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, ব্রহ্ম সনাতন।।
ফুকার — তোমার কৌশিকী চণ্ডীকে, ঠিক রেখে গণ্ডিকে, সতত পূজে তোমায়,
পূজা দেয় বলেই পূজা পায় : শ্রীশান কালী মাতা মনসা ভবানী,
কমলা শীতলা সুরধুনী বাণী, যীশু মহম্মদ আর কৃষ্ণ শূলপাণি,
গৌর-বিষ্ণু-প্রিয়া ঠাকুরাণী সবে নমিছে এই পায়।।
মিল — ভবে যত জনের যত পূজা করিছে ত্রৈলোক্যে, তুমি সকল পূজা পাওহে
সুখে, অলঙ্কারে আশীষ লহরী।
মুখ — গাহিছে বেতারে, বাঁধা আছি তোমার তারে তারে, যা করাও তাই করি।।
ডাইনা — তোমার ছোট তোমার বড়, আবার তোমার সূক্ষ্ম তোমার জড়, হাত নাই
তবু সবই তোমার হাতে। তুমি নিকট হতে নিকটে প্রকট
তফাৎ হতে অতীব তফাতে :
তোমার রৌদ্র তোমার বৃষ্টি, আমার মধ্যে তোমার দৃষ্টি,
আবার আমার দ্বারা তোমার সৃষ্টি, মিটিময় শ্রীহরি।
বাদ — তোমার পুরুষ ও প্রকৃতি ঈশ্বর ও ঈশ্বরী।।
ফুকার — পূজে মুসলমান সমাজে, রোজা আর নমাজে, বুটানগণের প্রার্থনা,
কোন পূজাই ব্যর্থনা, সত্যধর্মের মর্মে পূজা জপ উপাসনা :
পূজে বৈষ্ণবে আর হরি ভক্তগণে, হরে কৃষ্ণ রাম আর হরিসংকীর্ণনে,
তদুগত চিন্ত না হলে কোন দিনে, শুধু বাহ্য পূজা ধ্যানে প্রাণে,
কেহ তোমাতে পায়না।।
মিল — যারা পূজা পার্বন নমাজ তর্পণ এক দেখিতে পারে, তারা এ সংসারের
পরপারে, কত নরের পারের তরী।।
অন্তরা — বুঝে বা না বুঝে, সবে তোমায় পূজে, দেখিরাছি বুঝে নিজের প্রাণে।

- পশু পাখির গানে, সুমধুর তানে, প্রেমের তুফানে, অমিয় আনে ।।
 মায়া'র মহিতে, কায়ার সহিতে, হইল রহিতে, প্রাণের টানে ।
 খুঁজিয়ে বেড়াই, বুঝিয়ে না পাই, কোন পথে যাই, তোমার পানে ।।
- পরচিতান — যত ভাল মন্দ, সব সম্বন্ধ, তোমারি সাথে ।
- পাড়ন — যদি শুধু ধরি ত্যাগীর পথ, সে পথে নাই তোমার মত,
 তোমার সং তোমার অসং, যাওয়া আনাতে ।।
- ফুকার — আমরা বিশ্ববাসী ভাল, চাহি দিব্য আলো, ছালা সবার আধারে,
 কেহ নাহি থাকিব আধারে, ভুঞ্জিব এ বসুধায় সু-ধারেঃ
 ভবে সাজাও মহামানব মানবী, তবে পাবো মহাদেব মহাদেবী, তাহাদের
 সনে সবে তোমায় সেবি, সেবিয়াছে কবি নবীগণে যে যে প্রকারে ।।
- মিল — বুঝাও হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমানে সবে তোমার সেবক,
 ভবে রেখনা বিভিন্ন ভাবক, ধরায় সবে তোমার ধরি ।
 (৯ই ভাদ্র ১৩৬৮ সাল)

স্বরাজ ভাবনার মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — দশ মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি ভক্তি মুক্তি দাত্রী ।
- পাড়ন — বড় বিপদে শ্রীপদে তব লইনু শরণ, আমি ভজনবিহীন অতি অভাজন,
 অনন্ত পথের যাত্রী ।।
- ফুকার — আমার দেহরাজ্য ভারতভূমি হল পরাধীন, দুঃখে কাঁদব কতদিনঃ
 মাগো পুত্র কন্যার চক্ষের ধারা, ভারতমাতার বক্ষভরা,
 তবু রাজ্য স্বাধীন করা, তোমার নয় কি সমীচীন ।।
- মিল — তোমার পূজার ক্ষেত্র অপবিত্র, অন্যায় অত্যাচারে, তুমি আইন মত বিচার
 ক'রে, আমাদের দাও স্বাধীন সাজ ।।
- মুখ — মহারানী তুমি মেরী, চরণে মিনতি করি, কবে মোদের লাভ হবে স্বরাজ ।।
- ডাইনা — সঙ্কুতি ভাই ভগ্নী যত, তারা কারাগৃহে হয়ে ধৃত, মৃতবৎ রয়েছে,
 কড় দুই এক জনে পেলে মুক্তি, দেশ উদ্ধারের শক্তি কি আর আছে, :
 কু-বৃষ্টি মোর প্রতিদ্বন্দী, সতত দূরভিসন্ধি, তাইতে মহাত্মাও কারাবন্দী,
 কে করে স্বদেশের কাজ ।।
- খাদ — ভক্তি বৃত্ত চিত্তরঞ্জন মৃত্যু মুখে আজ ।।
- ফুকার — পূর্ণশক্তি দাও ভারতেশ্বরী করি নিবেদন, করতে ননকোপারেশন, :
 মা মাগো, দূর হলনা অস্পৃশ্যতা, ভাই ভাইতে নাই একতা,
 দু'চার জনের বৃথা বৃথা, যথা অরণ্যে রোদন ।।
- মিল — তোমার দয়া বলে আমি হব সত্যে অনুরাগী, যেন দেশে তোমার পূজায়
 লাগি, পরিয়ে অহিংসা তাজ ।।
- অন্তরা — বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্ । আমার জগদ্রম্মে জগদ্রম্মে, বিকলে যায় এমন
 দুর্ভাগ জনম ।। থাকলে পর পরাধীনতা, দুর্বলের আর শক্তি কোথা,
 সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, উন্নতির নিয়ম । আমার দেশের লোকের দোষে হল

নাশের উপক্রম ॥ এখন উপায় অন্তরং নাহি, আনন্দময়ী ত্রাহি ত্রাহি, রাজ্যং
দেহি, ধনং দেহিঃ জ্ঞানং দেহি, প্রেমং দেহি, তব কৃপাহি কেবলম্ ॥

- পরচিতান — আমার বুদ্ধি লজ্জা মতি ধুতি, মেধা আদি নারী যত কেহ ॥
- পাড়ন — তারা পুরুষাকার বিবেকাদি পুরুষের জন্যে, আছে অশিক্ষিতা অনেক কন্যে,
এদের মধ্যে নাই বিধবা বিবাহ ॥
- ফুকার — আমার দশেপ্রিয় স্বরাজ প্রিয়, যার যার স্বার্থের দায়, চায়না দেশের একতায়ঃ
মা মাগো, যেন এ অবস্থায় হয়না স্বরাজ, আমিত আগেই নারাজ, যুক্তসাজে
সাজুক সমাজ, আগেই মুক্ত অবস্থায় ॥
- মিল — কৃপা শক্তি দানে সন্তানগণে, কোন মাতা না সাজায়, ভেবে রাজেন্দ্র কয়
স্বার্থের পূজায়, কার কবে না করে লাজ ॥ (২২ আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল)

মাতৃস্নেহ-বৈষম্যের মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — মাগো আগের মত, আমার তত, ভক্তি বিশ্বাস নাই।
- পাড়ন — আমি দেখে শুনে এভাবে, চিনেছি তোর স্বভাবে,
এখন সে ভাবে কিছু বলতে চাই ॥
- ফুকার — দেখি জ্ঞানী ধনী মহাজন, জাঁক জমকে আয়োজন, করে তোর পূজার,
শেষে ধন ফুরালে ভেসে খাস্ তার আনন্দের বাজার, : মা মাগো,
পূজা দিয়ে কতলোকে, অন্তে পড়ে ঘোর নরকে, তবু যে মা বলে ডাকে,
আমি তারে করি কোটী নমস্কার ॥
- মিল — এসব দেশে শুনে আমার মনে হয়েছে সুশিক্ষা, আমি চাই না আর তোর
কৃপাভিক্ষা, বৃথা ফেলে বিশ্ব জবা ॥
- মুখ — পৃথিব না আর মাতৃজ্ঞানে, সার বুঝেছি এতদিনে, পারি যদি কর্মগুণে,
আমি হব তোর বাবা ॥
- ডাইনা — বিপদ দেখলে দূরে সরবি, সম্পদে করুণা করবি, এ স্বভাব তোর আছে,
আমি সেই রাগে তোর আগে যাব, আর পড়ব না পিছেঃ, স্বকর্ম ফল
বণ্ডাইতে, পারবি না তুই কোনমতে, যদি নিষ্ঠাম রাজ্যে পারি যেতে,
বাৎসল্যে তুই করিস সেবা ॥
- খাদ — মা তোর লীলার বলিহারী বাহবা বাহবা ॥
- ফুকার — যখন পাপে রত হয় রাবণ, না ফিরায়ে পুত্রের মন, বাপি নৈবেদ্যঃ শেষে
রামের পূজো খেয়ে করলি রাবণের শ্রাদ্ধ, : মা মাগো, ভান্সা মণ্ডপ যদি
দেখিস্, তা ছেড়ে দালানে ঢুকিস্, সন্তান খেয়ে সুখে থাকিস্,
তুই ত সৎমার চেয়ে অতি অশুদ্ধ ॥
- মিল — দিয়ে কলেরার দায় পূজা আদায় করিস্ গ্রামে গ্রামে, এসব বুঝলে লোকে
ক্রমে ক্রমে, এই পূজা আর করবে কেবা ॥
- অন্তরা — পারিস যদি সেজে আয় মা নুতন সাজে। আমি স্বার্শশূন্য মূর্তি পেলে গো,
স্থান দিব এই হৃদয় মাঝে ॥ ঘুষ দিয়ে সব চোরে তোরে, পরদ্রব্য হরণ করে,
সদ্য ফল পায় যে মূর্তি পূজে। যদি সেইরূপে তুই কাছে আসিস্ গো, স্থান

পাবিনে পদান্বুজে ।। চিহ্নিত প্রেমের সারাংশ, যে মূর্তি চায় পরমহংস,
জীবে যে রূপ পাবে না বুজে । এবার সেই স্বরূপে সেজে আয় মাগো, সঙ্গে
নিয়ে রসরাজে ।।

- পরচিতান — তোর যত প্রকার মূর্তি আছে সকলই আপন ।
পাড়ন — যদি না থাকিত সম্বন্ধ, বলতেম না ভালমন্দ,
কর না স্বরূপের স্বভাব সংশোধন ।।
ফুকার — যদি আমার কথায় করিস জ্রোথ, দূরে পালাস জন্মের শোধ, গর্ভে দিস না
স্থান, নৈলে অহোরাত্র পুত্রের করে, তোর এই অপমান : মাগো, যদি জোর
ক'রে অসুর সাজাবি, তুই তোরে খোলায় ভাজাবি, আমার কোপে মুক্তি
পাবি, যদি দিতে পারিস প্রেম নির্বাণ ।।
মিল — পাগল রাজেন্দ্র কর যা ইচ্ছে হয়, করতে পারিস তাই, ভবে মায়ের কাছে
ছেলের ভয় নাই, যদিও হয় জন্ম হাবা ।। আশ্বিন ১৩৩৯

দেশের কল্যাণ কামনা মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কিছু শক্তি দে মা শিব-শক্তি শক্তিহীন সন্তানে ।
পাড়ন — মাগো, পেলে তোর করুণার দান, আমি হয়ে বলবান,
করি উৎসর্গ প্রাণ, দেশের কল্যাণে ।।
ফুকার — মা তোর কন্যাপুত্র অপবিত্র, মায়া সূত্রে নরের পঞ্চাচার, নাই আর
ন্যায়ধর্মের বিচার, মুক্ত করে নরকের ত্রিদ্বার, : গরল ভেবে সরল বর্ষ,
সত্য ভাবে আত্মস্বার্থ, হাতে এনে স্বর্গমর্ত্য,
তাতে করতে চায় রাজত্ব বিস্তার ।।
মিল — দেখি জোর যাহার এই মুন্সুক তাহার, ভাবে না পরিণাম,
গেল জোর জুলুমে ভক্তি প্রণাম, প্রেমের প্রদীপ জ্বলে না আর ।
মুখ — সত্য ধর্ম ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, করে দেমা জগতে প্রচার ।।
ডাইনা — তুই যে তারা জগন্মাতা, হায় হায় প্রায় লোকেই ভাবে না তা, সংকীর্ণতার
চরমে পৌঁছিয়ে : আছে জাতির গণি কুলের বেড়া, মানের ঝোঁড়া
স্বার্থের পাড়া, তাড়াতাড়ি দে মা উঠাইয়ে, : কু সামাজিক ম্যাজিক খেলা,
দেখতে দেখতে ডুবল বেলা, করে আর কতকাল অবহেলা,
দেখব এমন অবিচার ।
বাদ — আমার হাতে আলো দেমা, সরাইয়ে দেই ধরার অন্ধকার ।।
ফুকার — মানুষ বর্তমানে স্বার্থে অন্ধ, ভূতের পূজায় রত সর্বজন, যীশু আদি নিদর্শন,
মহম্মদ চৈতন্য নিউটন : এ সবার জীবিতকালে, কত কষ্ট দিয়াছিলে,
এখন পূজা করে নয়নজলে, কাল গেলে বাটোমী সার যেমন ।।
মিল — যারা গাঙ্গীকে আজ দেশের শত্রু বলে, আবার একদিন তারা
নয়নজলে, পূজা করবে মহাশ্বর ।।
অন্তরা — মাগো স্বদেশ বিদেশ করে দে সমান ।। ভবে সবে চাই ওপারের বৈভব
সর্বশ্রেষ্ঠ জননীর দান ।। যে দেশে তুই থাকিস তারা, সে দেশ সুগন্ধি

আলোকে ভরা, অন্ধকারে কেন মোরা, রব তোর সন্তান। তুই তারা নাশিলে
অশিব, এদেশ বাসী কিসে গরীব, দিয়ে জ্ঞান প্রদীপ সাজায়ে ত্রিদিব,
ভুলোকে কর ফুলের বাগান।।

- পরচিতান — নরের বড়ফুলে শরজালে ঘেরা নর-পাখী।।
পাড়ন — এ জাল কেউ পারে না ছিড়িতে, সাধা নাই তাই উড়িতে,
এত সব পীড়িতের গতি না দেখি।।
ফুকার — হায় হায় ভাতৃ প্রেম কি মাতৃ ভক্তি, কোন ব্যক্তি করে নাই অভ্যাস,
হয়ে সংস্কারের দাস, সবে করে আত্মসুখ তালাসঃ, দুর্ভিক্ষের দিন অনাহারে,
ভাই কানিলে ভাইয়ের দ্বারে, তবু লাটের কিস্তির তহশিল করে,
ঘোর কলির কি ভীষণ ঝড় বাতাস।।
মিল — কেন তোর পূজা করে না সবে পর উপকারে, কেন আমরা রব অন্ধকারে,
মা থাকিতে আলোর আধার।। ভাস্কর ১৩৪১

পুতুল পূজার মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — মহামায়ার মহা মায়ার মোহে মোহিত মহি।
পাড়ন — দেখি অপত্য রেহ বিনে, মাকে গড়ায় সন্তানে,
পূজার নাম শুনে, সাজে সব দেহী।।
ফুকার — হায়রে, প্রাণের প্রেমে যার নাই নিষ্ঠা, ও মায়ের করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, জানে না
যে কোন জিনিসটা প্রাণ, তেমনি চক্ষুহীন সন্তানে করে মায়ের চক্ষুদান, :
যারা মাকে গড়ায় বারে বারে, মরা কই বাঁচতে পারে,
কল্পিত এই মায়ের দ্বারে, করে পশুপাখী প্রাণী বলিদান।।
মিল — বাহ্য এই পূজা অধর্মের অধম, মহাদেবের বাণী,
তবু তাই নিয়ে এই টানাটানি, আজও কেন করে সবে।।
মুখ — বলগো তারা জগন্মাতা, তোমার সূত, তোমার সূতা,
বাঁড়াপাতা ছাড়াবে আর কবে।।
ডাইনা — অনার্য সেবিত মার্গ, সেবে সুদীর্ঘকাল জ্ঞানীবর্গ, এতো শুধু মাংস খাওয়ার
লোভে, এ সব হিংসা পাপে অন্ধরূপে, নরের মুণ্ড নরককুণ্ডে ডোবে, :
তারা ঘোর নরকের অন্ধকারে, মন্ত আত্ম অহংকারে,
কেহ পেত্নী পূজে মনে করে, এই মা আমায় স্বর্গে নিবে।।
খাদ — গৌরবে এই ভারতবাসী ডুবলো রে রৌরবে।।
ফুকার — পূজার ফল চাহে সব দুর্বলদেহী, ও জ্ঞানং দেহি ধনং দেহি, যতই চায়
তত হয় গরীব, এমন হিংসাকর্মে কোন ধর্মে আর নাশিবে অশিব, :
করে শক্তিপূজা প্রতিবর্ষ, অতি দুর্বল ভারতবর্ষ,
এই পুতুল পূজার আদর্শ, কেনো স্রাস্তি বদ্ধ অন্ধ কলির জীব।।
মিল — শুনে কলেরার নাম মরণ ভয়ে কাঁপে যে সব প্রাণী,
করে এই পূজা সে সব অন্ন জ্ঞানী, অধম কলের গয়ে ডুবে।।

অন্তরা (তাল কাওয়ালী)

- অবুঝায় তামসিক পূজায় করে ভূতনাথের ভূত পেত্নী বাধ্য।
যদি নিত্যের পূজায় বিস্ত্র খোয়ায়, হয় না কেনে চিত্ত শুদ্ধ ॥
তাজা রক্ত কাঁচা পাঁঠা, দেবের মধ্যে যাবে কেঁটা,
আকাঁড়া চাল কচুর ডাঁটা, নবমী পূজার নৈবেদ্য,
কেন মিছামিছি নীচাশয়রা, মাকে দেয় পিশাচের খাদ্য ॥
- পর্যচিত্তান - গেল লাল কবি আর নবমীর খোড়, অশ্রাব্য সব গান।
পাড়ন - করত বাহ্যপূজা অনার্যো, তার আধিক্য এই রাজ্যে,
কবে এই কার্যের হবে সমাধান ॥
- ফুকর - দিয়ে বিসর্জন কল্পিত মাটি, ও দশমীতে কান্দাকাটি, করে যত অন্ধ
আর দুর্বল, তারা কান্দেও জানে না, পাবে কোন কাম্মার কোন ফলঃ
করে অসুরের ন্যায় পণ ছেদন, পাপ করে নাই মনে বেদন,
ভ্রূণ হত্যায় শিশু বিসর্জন, দিয়ে এক ফৌটা আসেনা চক্ষের জল ॥
- মিল - যারা দেশের দাস, এম. এ., বি. এ. পাশ, ন্যায়ধর্মে দীক্ষিত,
তারা সমাজে আজ অশিক্ষিত, এদেশ আর কবে জাগিবে ॥
(সন ১৩৪২ সাল)

পূজার মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিত্তান - দেবি বর্গে বর্গে স্বর্গে পর্গে মায়ের কত পূজা হয়।
পাড়ন - আমরা ফলকামী সব পূজারী, বুঝে পাই না কি করি,
হেরি অশুদ্ধ পূজা বিশ্বময় ॥
- ফুকর - শুনি রক্ত ধাতু ভবেৎ মাতা, শুক্ল ধাতু ভবেৎ পিতা, শূন্য ধাতু প্রাণ,
তবে কার কাছেই কোন ধাতু নিয়ে মাটির মা নির্মাণ।
মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন যিনি, মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি,
আগে তার পূজা না দিয়ে জানী, কেন মাটির পরে সটান টান ॥
- মিল - কেন চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী সাজাব ঘুমেয় ঘোরে,
এসব পূজা বুঝে করবো পরে, এই ভাবে আয় সবাই জাগি।
- মুখ - আমার ভগ্নী ভাই, তোরা আমার সাথে আয় না সবাই,
মায়ের পূজায় লাগি ॥
- ডাইনা - মা আমাদের জগৎ ভরে, আছে নারীরূপে ঘরে ঘরে,
কেউ বাজারে হারিয়ে স্বপথ,
করবো উদ্ধারিতে আবাহন, বাধ্য করে বাবাগণ,
এই মরমে করিনু শপথ।
বাজবে পূজায় ঋষিদের ঢাক, মায়ের চরণ প্রেমফুলে ঢাক,
পূজার মহামন্ত্র মা বলা ডাক, মাকে কেউ বলিস না মাগী।
- খাদ - ভয় নাই তোদের আমি হব, সকল দোষের ভাগী ॥
- ফুকর - যে মা অভাব শূন্য রাজ্যে থাকে, ষোড়শ উপচারে তাকে পূজে বিশ্বময়,
মাতা লউক বা না লউক বলি, বলি প্রসাদ সমুদয়।

- যে মা মলিন গায়ে বসন দীর্ঘ, অম্মাভাবে তনু শীর্ণ,
হায় হায় তার পূজা থাকতে অপূর্ণ, মা অপর্ণা কি পূজা লয়।।
- মিল - যদি ক্ষুধায় কাতর মুচি মেথর অতিথি যায় ফিরে,
তোদের সেই বাড়ি দেবে খায় কি রে, ভেবে দেখ ভাই পশুখাগী।।
- অন্তরা - পূজা করা সোজা নয় ভাই বড়ই শক্ত।
আগে দেবভূতা দেবং যজ্ঞে, তা না হলে কিসের ভক্ত।।
ব্যথা দিয়ে ভ্রাতার মনে, তার এক কড়া কেড়ে এনে,
পূজায় কিছু দিসনে কিনে, মাকে করতে বিরক্ত।।
কেহ নিজের রক্ত থাকতে যেন, মাকে দিস না পরের রক্ত।।
ভক্ত ভক্তা ভগ্নী ভ্রাতা, মন কর্মে রাখ পবিত্রতা,
দয়া ক্ষমা ন্যায়পরতা, নিয়ে আগে হোস যুক্ত।
দিলে পূজার মতো একটি পূজা, সেই দিন হবি সংসার মুক্ত।।
- পরচিতান - কেন পূজার মস্তপ ক্ষুদ্র করে, শুধু ভদ্রলোক বসাই।
- পরপাড়ন - হবে আমাদের এই পূজার ঘর, রসাল বিশাল চরাচর,
আলো দিবাকর নিশাকর দুই ভাই।।
- ফুকর - হবে এই পূজা মহানিশিতে, ঘোর তমো মোহ নাশিতে, পূজা হলে শেষ,
দেখব প্রেমালোকে আলোকিত, আমাদের এই দেশ।
হবে ব্রহ্ম সঙ্গীত এই পূজার গান, গাইবে রবি কবির প্রধান,
ও তাই শুনবে হিন্দু যবন খৃষ্টান, সবাই মস্তপে করে প্রবেশ।।
- মিল - হবে নজরুল ইসলাম আনুকূল্য প্রতিদ্বন্দী তার,
দীন রাজেন্দ্র কয় এই পূজার হার, সবার কাছে ভিক্ষা মাগি।।
(আশ্বিন, ১৩৩৯)

প্রকৃতি পূজার মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান - আমি ক্ষুদ্রাকারে মা তোমারে পূজা করে সেজেছি ক্ষুদ্র।
- পাড়ন - পেলেম এই পূজার ফল বৃষ্টিতে, ও তাই তোমায় চাই পূজিতে,
মাগো, সাজায়ে অসীম সমুদ্র।।
- ফুকর - মানস পূজা ভিন্ন অন্য মতে, এই পূজা পারে না হতে, ভক্তিহীনের
এই পূজায় আসক্তি, ওমা আদ্যাশক্তি, আদিতে দাও আমাকে এ শক্তি।
তোমায় সকল রূপে সকল কাজে, ও পূজিব অনন্ত সাজে,
দেখব অনন্ত বাঁধনের মাঝে, আমার অনন্তকাল মুক্তি।।
- মিল - আমার এ সঙ্কল্প নয়কো অল্প, হয় না যেন নষ্ট,
মাগো ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ, স্বকৃপায় সন্তুষ্টা হয়ে।
- মুখ - আমার পূজায় মাগো, আমার কল্পনাভীত হয়ে যা গো,
পঞ্চ আকাশ ছেয়ে।।
- ডাইনা - মস্তপ ঘর মোর আকাশখানি, তাতে প্রকৃতির বায়ুর ব্যজনী,
সূর্য প্রদীপ চাঁদ ধূপতির ধূপ,

- দেখব সূর্যালোকে তিনটি চোখে, মা তোমার এই বিশ্বব্যাপী রূপ।
আসন শিবরূপ লও হৃদিপদ্ম, ভক্তি অর্ঘ্য অক্ষুণ্ণ পাদ্য,
দৈব সম্পদ বিংশ পদ নৈবেদ্য – প্রসাদ করে দাও তুমি নিয়ে।
- খাদ – মনটা করুক ঘণ্টা বাদ্য, বীজাদি মিশায়ে ॥
- ফুকার – অসং চিত্তবৃত্তি পণ্ডগুলি, তোমার দ্বারে দিব বলি, তর্পণ করব
জ্ঞান-যজ্ঞ আগুনে মিলবে অনন্তাভিমুখে, সুখে সব তোমার চরণে।
আমার আশ্রয় রাজ্যের প্রতিবাসী, ও সপ্ত স্বর্গের দেবী আসি,
মাগো, দেখবে তোমার রূপরশি, সবে অনিমেষ নয়নে ॥
- মিল – তোমার কৃপা বিনে কোনদিনে কেউ তোমারে পায় না,
পূজা তুমি না করালে হয় না, করাও পূজা শক্তি দিয়ে ॥
- অন্তরা – অনন্তরূপিনী তারা মহৎ ব্রহ্ম প্রসবিনী।
বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা ব্রহ্মলোকে চ ব্রহ্মাণী।
নন্দরত্নের পরপারে, অনন্ত জীবনাগারে,
সর্বাকারে একাধারে, দেখা দাও বিশ্বরূপিনী ॥
- পরচিতান – শুনি দৃশ্যমান এই বিশ্ব হতে, মাগো, অতি ভীষ্ম তোমার ধ্যান।
- পরপাড়ন – ভেবে মুচ্ছিতা দারু আদি, নরকে নিরবধি,
আগের সেই পাপে, আমি এই অজ্ঞান ॥
- ফুকার – পূজার যাবতীয় শব্দবাদ্য, প্রাণী মুখে প্রণবাদ্য, যোগীর মুখে
সুবাদ্য বম্ বম্ : বাজবে অনাহতে সু সঙ্গীতে, উত্তমের উত্তম।
পূজার উৎসাহে উৎসাহী ধরা, ও হের হর মনোহরা,
মাত্র তুমি না জাগিলে তারা, হবে বাহ্য পূজা ধমাম্ব ॥
- মিল – তোমায় পূজার পর বিসর্জন দিব, প্রেম সাগরের জলে,
আমি জয় কালী জয় কালী বলে, সে জলে রব ডুবিয়ে ॥ (১৩৪২ সাল)

রানী বিভাবতীর (ভাওয়াল) মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান – ওগো মা, তুমি রাজরাজেশ্বরী, যত নারী সকলই তুমি।
- পাড়ন – তুমি ভিখারীর ভিখারিণী, রাজার ঘরে রাজরানী, এসব স্বরণে চরণে নমি ॥
- ফুকার – তুমি জয়দেবপুরের বিভাবতী, মাগো তোমার বিভব অতি, হয়ে সতী,
অসতী সাজিলা, তোমার কলঙ্ককালিমায় ও মা ঢাকা ঢাকার জিলা, :
গিয়ে জয়দেবপুরের ঘোর নরকে, ও কত শিখালে নরকে,
মেয়ে নিজের পতি রমেন্দ্রকে, অমরেন্দ্র সাজিয়ে ত্যজিলা ॥
- মিল – যেমন শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতার প্রকাশ কৈকেয়ীর কারণে, তেমনি রাজার
প্রকাশ তোমার গুণে, নৈলে তারে চিনিত কয়জন ॥
- মুখ – জয়দেবপুরের রানী, হলে ভুল বুঝে কুল-কলঙ্কিনী, এ জনমের মতন ॥
- ডাইনা – যেখন বামাসক্ত কামাসক্ত, তারে করলে ভক্ত অনাসক্ত,
ধন্য তোমার শক্তি, মাগো তোমার গুণে চিনিলেম
মোরা নাগাবাবা ধর্মদাস কি ব্যক্তি, : তুমি জান কি মা কার কোন পাপে,

কানতেছে এই অনুতাপে, যত প্রজার নারীর অভিশাপে,
বেঁচে থেকে তোমার মরণ।

- খাদ - পূর্ববঙ্গে তোমার আসে কি ভীষণ বিভূষণ।।
- ফুকার - মাগো বিজয়লক্ষ্মী জয়দেবপুরে, এই গাহিছে পঞ্চমসুরে, তুমি দিলে কালীর
কুলে কালি, তুমি রূপেতে মা দুর্গার মত, গুণে স্বশানকালী, :
রাখলে মদের নেশায় বদের ঝোঁকে, ও সত্য ছেড়ে সত্যোদ্ভবে,
তোমার এই নাটকে বুঝলো লোকে, শালা শব্দ কেন গালাগালি।।
- মিল - তুমি নিজের মা বুঝিতে নার এই লীলা কার লাগি,
তুমি লোকচক্ষু নিমিত্তের ভাগী, মূল শক্তি এর মূলের কারণ।।
- অন্তরা - সত্যযুগের প্রাদুর্ভাবে ভবে সত্যের হল জয়। তুমি অসত্য সেবিকা বলে,
দেশের মেয়েছেলে তোমর দলে কেউ নয়।।
ব্যয় করেছ যত অর্থ, সকলই গিয়াছে ব্যর্থ,
বাঙালীরা পেলে স্বার্থ, ভুলে গিয়ে পরমার্থ,
দেখলে কেমন মিথ্যা কথা কয়।
বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে ধর্মাবতার, বুঝ নাই মা আর্জির সময়।।
- পারচিতান - যেদিন জজের রায়, বের হইল ঢাকায়, দেশবাসী কি আনন্দে দোলে।
- পাড়ন - তোমার পঙ্কের সাক্ষী সমুদয়, দুঃখের কালে ভাগী নয়,
বলে রাজার জয়, মিশিল এই দলে।।
- ফুকার - তুমি পাপপক্ষে আজ একাকিনী, লোকে ডাকে ও ডাকিনী, ও মুখখানি
দেখাবে কেমনে, আর কি ক্ষমা চাইতে পারবে, ও মা কুমারের চরণে, :
তোমায় সব মুখের শেষ বিভাবতী, ও মতি রেখে পতির প্রতি,
এখন দিয়ে যাও মা প্রাণাহুতি, জ্বলে চিতা অনুতাপ আগুনে।।
- মিল - যদি দয়া করে মা তোমারে রাজা নিতেন বামে,
তিনি প্রাপ্ত হইতেন পরিণামে, দেবগুরু উপরে আসন।।

(সন ১৩৪৩ সাল।)

হিটলারের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান - আমরা দেখিতেছি ভূভার, হরিবার নব অবতার, হিটলার,
কলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।
- পাড়ন - ও তার লীলার হল কিয়দংশ, বহু নরনারী ধ্বংস,
ব্যাপার নৃশংস, হেরে কংস কম্প পৃথিবীর।।
- ফুকার - নাচে কৌশিকী রণরঙ্গিনী, সঙ্গে সহস্র সঙ্গিনী, তার ইচ্ছায় হিটলার,
সমর সাকারের আধার, হায়রে কি করবে সে একা একা,
তাই তাহার শাখা-প্রশাখা, এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা আমেরিকা,
অষ্টেলিয়া প্রভৃতি পঞ্চ মহাদেশে অধিকার।
- মিল - জানি অবতারের নব তারে ভবের সবার একগতি, দেখি নিতি নিতি,
ক্ষিতির ক্ষতি, পাপ ভিন্নতো পাইনে পুণ্য।।

- মুখ - বীরবৃন্দ নিরানন্দ ব্রুজ, অনিচ্ছায় ধ্যান করে যুদ্ধ যুদ্ধ,
প্রায় প্রবুদ্ধ স্বপ্নসংজ্ঞার জন্য ॥
- পাঁচ - যারা সংসাহসী বীর সংসারে, তারা যুদ্ধে মারে যুদ্ধে মরে, অনার্য বীর
কাপুরুষ প্রভৃতিঃ করতে পরস্ব অপহরণ, বীরের করে অশুকরণ, দিনে ও
রাতে করে চুরি আর ডাকাতিঃ ইহার সবার চেয়ে ধন্য ধন্য, বীরাসনা
মৃত্যুকন্যা, ধরায় ছুটাইল মরার বন্যা, বায়ু আয়ুর ঘরে দিয়ে শূন্য ॥
- বোঁচ - যদি এই লীলা দশ বৎসর চলে, তবে হবে ধরাতলে,
বহুহলে জনহীন অরণ্য ॥
- ফুকার - গেল জলযান স্থলযান কত, নভঃযান সহিতে হত, ধাতু পদার্থ,
প্রায়ই হয়েছে ব্যর্থঃ
হায়রে অকালে এই যুদ্ধের চোটে, দেশ ছেয়েছে নোটে নোটে,
স্বার্থের অর্থই মিলেনা মোটে, কেবা কিভাবে কবে পাবে পরমার্থ ॥
- মিল - ভাবি আগে আগে ত্যাগের মানুষ মরে নাকি, সেজে সত্যযুগের খোকাখুকি,
করবে নাকি ধরা ধন্য ॥
- অস্তুরা - (রাগিণী দেশ, তাল কাওয়ালী।)
হল হিটলার এবার স্বপ্নসলীলার মূল। ছিল খাদ্যের অভাব যুদ্ধ আর ব্যাধি,
বিশ্ববিনাশী ত্রিশূল, বিশ্ববিনাশী ত্রিশূল, বিশ্ববিনাশী ত্রিশূল ॥
জোর মত এই ঘোর সমরে, অনাহারে মানুষ মরে, রাজারাও বাজার মরে,
করে কত ভুল। (আহারে এ)
তাইতে পেয়ে দুঃখ, সংসার বৃক্ষ, অকালে ত্যাগ করে ফল ফুল ॥
- পরচিতান - আমরা জানতে পাই কলিকাতার বাজারে, মরে হাজারে হাজার,
কেবল খাবারের অভাবে।
- পাড়ন - কত শিশুসন্তান রাস্তায় রাস্তায়, মরা মায়ের বুকের দুধ খায়,
এই দুঃখে হায় হায়, বিশ্ব কান্দায় দয়া মায়ার প্রভাবে ॥
- ফুকার - হায়রে, কেহ বলে জলং দেহি, অন্নং দেহি, ত্রাহি ত্রাহি শ্রীমধুসূদন,
তবু মিলেনা ওদন, (হায়রে) এই লীলাতে যে অবতার,
কে জানে যে কি হবে তার, এ হস্তার প্রতি বিশ্ব নিয়ন্তার,
পাছে আসিতেছে কি অপূর্ব ভীষণ শাসন ॥
- ফুকার - এতো কামের নয়রে প্রেমের লীলে, ধরণীরে পোড়াইলে, সাড়ে পাঁচ বৎসরঃ
আরও কি হবেও পর পরঃ হায়রে, সংসারের সব আবর্জনা, কুড়ালে
বাড়ালে দুনা, আরও বর্তমানে পাই নমুনা, ভবিষ্যতের গতি অতি ভয়ঙ্কর ॥
- মিল - আমরা বঙ্গদেশে হেরি তাহার অঙ্গ সঞ্চালন, করতে
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পালন, ধীর হল বীর মধ্যে গণ্য।

(অগ্রহায়ণ ১৩৫০ সাল)

স্বদেশী ভাবনার মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান - ছিল এ বিশ্ব প্রকৃতির গতি অতি মধুময়।

পাড়ন - তার গায়ে হাত দিয়ে সব মানুষে, ভরিল নানা দেবে,
এখন প্রকৃতি ভাবছে বসে, এ বাতসে সে দিন কিসে হয়।

- ফুকার - ও সেই ঈশ্বর ইচ্ছা সঙ্গমে, প্রকৃতি ক্রমে প্রেমে, করিল প্রসব, মানব মানবী
যে সব, : হায় গো, এখন কেউ তারে ভাবে না মাতা, কে কার ভগ্নি
কে কার শ্রাতা, কলির ভূতের অদ্ভুত মাথা, তাইতে ধরা ভরা শব।।
- মিল - করতে অনন্ত জীবনে প্রবেশ, কার নাইরে চেঁচা,
করে শ্রেষ্ঠ লোকে নষ্ট দেশটা, নিষ্ঠা বিষয় - বিষ্ঠা লোভে।।
- মুখ - ওহে পরম পিতঃ, কবে বিশ্ব হবে পরিণত, দেবতার ত্রিদিবে।।
- প্যাচ - কংগ্রেস আর কমিউনিষ্ট পার্টি, আরও মুসলিম লীগ যে খাটাখাটি,
করিছে প্রাণপণে, : করে স্বাধীনতার অনুশীলন, আজও হয়না তিনের মিলন,
বিভু কেবল তোমার কৃপা বিনে, : যদি সব হইত আৰ্য সম্প্রদায়, দুঃখ দৈন্য
হইত বিদায়, তবে সুখীরা দুঃখীর ধন আদায়, কেউ করত না কোনভাবে।।
- খোঁচ - কেউ বুঝে না কেউ বুঝে না, কোন লোকসান কোন লাভে।।
- ফুকার - যে জন পরকে মেরে নিজে বাঁচে, এই মরণ তার পাছে আছে, করে না দর্শন,
সে তো পড়ে না দর্শন, : ভবে যে যা দিবে, সেই তাই পাবে, পেয়েও কেউ
নাই ভাবে, মহামোহের প্রাদুর্ভাবে, ভবে সবে অচেতন।।
- মিল - গেলে ফাঁকি দিয়া বাকী ফল তার ফলে পরকালে,
কালে ছাড়ে নারে নরপালে, কপালে সকল ফলাবে।।
- অন্তরা - (তাল - কাওয়ালী)
কু-শাসনে কি শোষণে, মানুষ মরে অনশনে, এ দুর্দিনে সবার মনে জাগিল
স্বরাজের চিন্তা। বক্তাভাবে সবাই ভাবে কেহ পরে ছেড়া কথা।।
কি কু - প্রথা জমিদারী, ততুলা চোরা কারবারী, মাত্র কিলিয়ার সব
মিলিটারীর বাঁচিবার পন্থা। মামলা খেয়ে আমলাতন্ত্র,
ঘুষ খাওয়ার কি ষড়যন্ত্র,
এই যে আইন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গভর্নমেন্ট তার অনুমত্ত।।
- পরচিতান - বিভু কি দেখিছ পাপপুণ্যের আড়ালে দাঁড়িয়ে।
- পাড়ন - তোমার সৃষ্ট শান্ত শিষ্ট দুষ্ট দল, কেউ পায় না প্রেম মিষ্ট ফল,
দাও এই বিশ্ব ভরে প্রেম পরিমল, অমল কমল হস্ত বাড়িয়ে।।
- ফুকার - যীশু মহম্মদ আর কৃষ্ণধন, তিনজনে হয়ে একজন করলে আগমন,
হইত ধরার ভার হরণ, : হায়গো, শুনি রাশিয়ার নব ভাবধারায়
সোভিয়েটে সবই তরায়, ভারতে তাই হবে না তরায়,
মরায় না পেলে জীবন।।
- মিল - চোরা কারবারীদের মাথার মণি ধনী মহাজন, দেখে আমলাতন্ত্রের মন্ত্র
সাধন, সত্যের আলো এলো নিভে।। (চৈত্র, ১৩৫২ সাল)

কর্মফলের (প্রাণীহত্যার) মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান - দেখি কর্মে পাপ আর কর্মে পুণ্য, কর্ম ধর্মের অগ্রগণ্য,
কর্ম ব্রহ্মের মান্য চার যুগে।
- পাড়ন - করে কর্ম বুকে ফল প্রসব, তা হতে উদ্ভব এসব,
ভব বাসব ওসব কর্ম ভোগে।।

- ফুকার - কর্ম ব্রহ্ম বৃক্ষ দুর্জয়, ফলে গরল অমিয়, দুই ডালে ফলে, যত ক্রীড়ার
পুত্তলে, স্বকর্মের ফল ভুতলে, : পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ,
সবে করে কর্মের সঙ্গ, দেখে ফলভোগের অঙ্গ প্রতঙ্গ,
কি বিমর্ষ দর্শকের দলে।।
- মিল - তারা বোঝে না হয়, কে কোন কাজে, কোন ফল করল সৃষ্টি,
ভাবি ভূত ছেড়ে বর্তমান দৃষ্টি, মিষ্টি পাবে কিসে।
- মুখ - ভক্ত যদি হয়, দেখে মহামায়ার মহাপ্রলয়, মহা ভাবে মনের হরিশে।।
- ডাইনা - আমি ত হলেম না ভক্ত, কেবল আশ্বসুখে অনুরক্ত, কাটাকাটির রক্ত দেখে
কাঁপি : দেখি আমার মত দুইশত কোটি, কোটি কল্পের পানী :
আছে কোণো তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডে, কর্মকাণ্ডে ধর্মভাণ্ডে,
বল করে যাবে খণ্ডে খণ্ডে, অখণ্ডেতে মিশে।।
- খাদ - সকল নরে, ছলে মরে, কেবল পরের বিয়ে।।
- ফুকার - তেরশত ছায়াম সালে, হাওড়া-হগলী বরিশালে, যে কাটাকাটি,
ফল দিল মাটির মাটি, বলিদানের ফল পেল বাঁটি, :
বিশী কাটায় যে জীমানে, মাটির জীব পাঠায় বিমানে,
তাদের কাটায় কাটায় ধূল পরিমাণে,
কালকর্তা দেখাল লাল মাটি।।
- মিল - যারা গরু হরিণ পাঠা মাড়া কেটে খেয়ে সুখী,
তাদের আরো কাটা আছে বাকী, বুঝলেম অমিবাশে।।
- অন্তরা - অত্যাংকট পাপ পুণ্যে ইহৈব ফলসম্বতে। তাইতে লেগে গেল কাটাকাটি
ভুতের ফলে ভুতে ভুতে।। হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানে,
পালায় হিন্দু-মুসলমানে, বড় বড় মানুষ টানে, স্বকর্ম সুতে।
কবে শেষ টানে দেশ টেনে নিবে, যমদূতে আর বিষ্ণুদূতে।।
- পরচিতান - তোমরা সবে কর পুণ্য কর্ম, হৃদয়ে ধর সত্য ধর্ম, সদায় কর পর উপকার।
- পাড়ন - যদি পরের উপকার করতে, জীবনে পার মরতে,
তবে পারবে ধরতে, ব্রহ্ম সারাৎসার।।
- ফুকার - সবে মানো ঈশ্বরের বাণী, ছাড় বলি কোর্বানী, নাশ কর না প্রাণ,
বরং জীবন কর দান, জীবন জর্দন জলে কর স্নান, :
তবে জীবনে করিবে প্রবেশ, পাবে মহাভাবের আবেশ,
তবে স্বর্গ হবে আমাদের দেশ, দেখুন্য হিন্দুস্থান পাকিস্থান।।
- মিল - হিন্দু রক্ষা করতে আলতা ব মিল্লার পানীর হাতে মরণ,
করল নরক হতে স্বর্গারোহণ পরমাশ্রায় মিশে।। (১১ই শ্রাবণ ১৩৫৭)

রাজার কাছে দাবীর মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান - হায় হায় রাজায় রাজায় গণগোল, লণ্ড ভণ্ড পণ্ড হল দেশ।
- পাড়ন - হলে ভারতবাসীর সাম্যভাব, সবার হইল কাম্যলাভ,
পবিত্র স্বভাব, নাশ করিত গ্রন্থ।।

- ফুকার - ভবে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তি, তার ফলে সকল ব্যক্তি, জগতে পায় নগদ ফল,
পোহায় অনুতাপ অনল, : হায়গো, রাজার নর বিনাশক নরক ভাইরে,
রাজার কোন স্বর্গ নাইরে, ভাবি কোনখানে আজ গেলে পাইরে,
নামে প্রেমে চক্ষের জল ॥
- মিল - আগে কাম্যবন প্রণম্য ছিল, আর নৈমিষ অরণ্য,
সে সব তীর্থ হল সাধকশূন্য, ফাঁক পেয়ে ঢুকেছে শয়তান ॥
- মুখ - রাজাগণ সেজে আদর্শ, গড়ুক সুখের স্বর্গ ভারতবর্ষ,
দিতে হর্ষ আদ্যাশক্তি শক্তি কর দান ॥
- প্যাচ - শুনি সাধাদ্ বাদশার স্বর্গ নির্মাণ, তাতে প্রবেশ করতে কবজ হয় জান,
দরজাতে আজরাইলের হাতেঃ এসব দেশে শুনে রাজাগণে,
স্বর্গ গড়ায় না এখানে, নরককুণ্ড দেখি জেলখানাতে :
যদি আমিত্বের অহংকার ছেড়ে, রাজাগণে স্বর্গগড়ে,
সে ঘর ভাঙ্গবে নাগো কালের ঝড়ে, হইবে চিরবিদ্যমান ॥
- খোঁচ - সে স্বর্গ উৎসর্গ হবে ভেবে ভগবান ॥
- ফুকার - হলে রাজায় রাজায় একতা, হবে ঢাকা কলকাতা, সপ্তস্বর্গের দুইকেন্দ্র,
বন্ধ হবে শনির রক্ত, : হায়গো, রাজায় প্রজাবৃন্দ ভালবাসুক, দারিদ্র্য মহাদোষ
নাওক, প্রজার ভোটে রাজা সেজে বসুক, ঠিক হউক স্বর্গের রাজেন্দ্র ॥
- মিল - নূতন স্বাধীন দেশে বহু ক্রেশে কান্দে ভারতবাসী,
হলে রাজায় রাজায় মিশামিশি, সব দুঃখের হইত অবসান ॥
- অন্তরা - এক একজন মানুষের প্রেমে এক এক তীর্থ হইল ধন্য। কেবল স্বাধীন দেশে
শয়তান এসে দেশ করেছে ছিন্ন ভিন্ন, পুণ্যের ঘরে দিল শূন্য ॥
গয়া কাশী শ্রীবৃন্দাবন, তীর্থ শিব আর কৃষ্ণের কারণ, নদীয়ার
প্রেমতীর্থক্ষেত্র গড়ল প্রভু শ্রীচৈতন্য।
রইল মক্কা শরিফ টেকা মারাও, শেষ নবী মহম্মদের জন্য ॥
- পরচিতান - এখন কে নাশিবে দেশের দুঃখ, দেশ মারে দুর্ভিক্ষ কুলিশে ॥
- পাড়ন - সরল গভর্ণমেন্টের অফিসার, করে কত অবিচার,
চুরি ব্যাভিচার করে পুলিশে ॥
- ফুকার - হিন্দুস্থান হতে পাকিস্থানে, গাঙ কেটে যদি আনে, রেলপথের একপাশ
দিয়ে, দুই ডমিনিয়ন এক হয়েঃ হায়গো, তবে চলতো বাণিজ্য ব্যবসা,
দূর হত দুঃখ দুর্দশা, প্রজায় পায়না রাজার ভালবাসা,
দুর্দিন স্বাধীন দিন পেয়ে ॥
- ফুকার - মোদের কলকাতা হইতে যদি, খুলনায় পাই গঙ্গানদী, রাজাদিগের সাহায্যে,
তবে সুখ হইত বাণিজ্যে, : হায়গো, ভগীরথ এনে মা গঙ্গার অংশ,
উদ্ধারে করল সগর বংশ, আজ কি ভারতের পাপ করতে ধ্বংস,
একজনও নাই দুই রাজ্যে ॥
- মিল - প্রজার কত ধন কনগায় রাখিল, আর বেনাপোলে, আজ সেই বলে গঙ্গায়
এলে, বঙ্গের হইত মঙ্গল বিধান ॥ (৯ই আশ্বিন, ১৩৫৭সাল)

বলিদান ও কোরবানির মালসী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান - বৃথা শক্তি পূজায় পণ্ড বলি, আমাদের দেশে।
- পাড়ন - যদি মহিষ বলি কালী খায়, গরু খায়না কোন কথায়, ভাব একথায়, একতায় বসে।।
- ফুকর - জানি নেপালে মহিষ খাদ্য, মহিষ বলি দিতে বাধ্য, মহিষমর্দিনীর পূজায়, তাতে প্রসাদ খাওয়া যায়ঃ বাংলায় খাওয়া রাখে না বজায়ঃ কন্নলে অশ্রদ্ধা মহাপ্রসাদে, পড়িবে মহাফ্যাসাদে, একশবার এই অপরাধে, তাহাদেরে পণ্ডযোনিতে জন্মায়।।
- ফুকর - যদি মুসলমান দিগের কাছে, হিন্দুরা গরু বেচে, কোরবানিতে করলে খুন, মহাপাপ হয় সেই দরুণ, স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা হয় তার দোষগুণঃ তাইতে হিন্দুগণকে ডেকে বলি, পূজায় দিতে গরু বলি, বেঁচে থাকুক মহিষগুলি, তাতে কাজে কর্মে পাইবে দ্বিগুণ।।
- মিল - কেন গরুবলি দিতে বলি পাকিস্তানে থেকে, তোমরা মুসলমানের খাওয়া দেখে, শিখিবে গো-মাংস খেতে।।
- মুখ - হিন্দুর গো - মেঘ যজ্ঞে, আগে গো-মাংস খাইত বিজ্ঞে, শাস্ত্রে পাই দেখিতে।।
- ডাইনা - দেশের হিন্দুরা মুসলমান হইল, তাদের মধ্যে বন্ধ হয়ে রইল, কাছিম আরও শূকরের সূক্ষ্মাংশঃ সেইসব হিন্দুর গুণে দিনের দিনে, বেড়ে গেল মুসলমানের বংশঃ এখন গরু খাও সব হিন্দুগণে, শূকর খাও সব মুসলমানে, এই খাদ্য সমস্যার সমাধানে, দুই ধর্ম এক পারে হতে।।
- খাদ - হিন্দু শেখ করতে এক, ডাকা হয় ঢাকাতে।।
- ফুকর - হিন্দুর ঘুষ খাওয়া গরু খাওয়া, এই বলে চাকরী লওয়া, ছিল বৃটিশ আমলে, বলতো মুসলমানের দলে, শূকর খাওয়া হবে ঘুষ খেলেঃ শেষে গোপনে ঘুষ প্রায়ই খাইত, গরু আর শূকর বাদ নাইতো, আমরা ভাইতো সবাই তাইতো, খাইতো খাব আদর্শের কথা বলে।।
- ফুকর - যদি হিন্দু গণিকার ঘরে, ইসলামাই প্রবেশ করে মুসলমানি যায় তখন, এসব কোরাণের বচন, ইসলামিয়া করে না পালন,ঃ শাস্ত্রে মহামাংস কয় রমনী, ধরে পুরুষের ধমনী, হিন্দুর সর্বাংশ অমনি, সুখে ঢুকে মুখ্য সূক্ষ্ম সে চিৎপাকন।।
- মিল - হিন্দু মুসলমানের ধর্মের স্থানে করে যে অপরাধ, যদি দেখে শুনে দেওয়া যায় বাদ, শূন্য থাকবে গণনাতে।।
- অন্তরা - (তালঃ কাম্বিরী)
ফুলার্ণব তন্ত্রখানি, শিবের বাণী, নাহি মানি, তন্ন এক বিন্দু। এ অচিন্ত্য চিন্তন, বৃন্তে গ্রন্থন, ধীরের মন্থন, ক্ষিরোদ সিদ্ধ।।
এসব যেই পারে সেই পারে, সেই সে পারে, শিরে ধরে পূর্ণ হিন্দু।
এভাবে না রাখিলে এই অবিধে, নাহি মিলে মুসলিম হিন্দু।।
- পরচিতান - জানি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি বেদে পুরাণে।

- পাড়ন — কেতাব কোরাণে আছে সংবাদ, কোল হু আন্নাহু আহাদ
মহা অপরাধ এ সব না মেনে ॥
- ফুকার — মাত্র আন্না আর শয়তানে দুই, কোন ভাগে তার করে পুই,
হলে সাধু মহাভাগ, সে দেখিতে পারে ভাগ : অবুঝায় দেয়
দাগের উপর দাগ : ও যার ভিতরে নাই মিথ্যা হিংসা, সেই পাবে সূক্ষ্ম
মীমাংসা, সবে তার করে প্রশংসা, ভবে তার উপর যার প্রেমের অনুরাগ ॥
- মিল — যে জন হিন্দু খ্রীষ্টান, আর মুসলমান, দেখে সমান সমান,
ভবে তার কাছে আসেনা শয়তান, মিশে থাকে খোদার সাথে ॥
(২৭শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ সাল)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মালসী

কালীচরণ দাস (যশোহর)

- চিতান — হল ইউরোপেতে মহাসমর খবরের কাগজেতে পাই।
- পাড়ন — মানীর মান রাখে ভগবান জানি চিরকাল, অধর্মের দুদিনের বড়াই ॥
- ফুকার — জার্মানী হইল মানী, আবিষ্কার করে নূতন কাল, করে অধর্মের কৌশল,
ধর্মের কল আপনি চলে, চালায় না কল কৌশলে,
অধর্মের কল জং ধরিলে, শেষকালে আপনি হয় বিকল ॥
- মিল — গুনলাম কলের মধ্যে কতই বিদ্যে যুদ্ধ চার বছর
শেষে রাজ্য ছেড়ে ভয়ে পড়ে, হল্যাণ্ডে পালাই আছেন কাইজার।
- মুখ — পরিষ্কার যাচ্ছে দেখা, উঠল জয়পতাকা ইংলণ্ডে এবার ॥
- ডাইনা — আমাদের সেই ভারতেশ্বর, যিনি সুরপুরে হল সুরেশ্বর,
ব্রজেশ্বর হয়েছিলেন ব্রজঃ যেমন ত্রেতাযুগে সীতাপতি,
নাশিতে দনুজঃ এবার ব্রতী হলেন মহাকাভে,
দৈত্যকুল জার্মানী করতে সংহার।
- খাদ — দেবাসুরে হল যুদ্ধ, যুদ্ধেতে জয় হল দেবতার ॥
- ফুকার — জার্মানীতে রীতিনীতি শুধু সব ঠগাঠগির দল, যত দস্যুগণ প্রবলঃ
ইংরাজ রাজ্যের ভিতরে, দস্যু নাই একবারে,
যারা ছাগে বাঘে একত্তরে, খাওয়াচ্ছে একঘাটেতে জল ॥
- ফুকার — ভারতেশ্বর সবার ঈশ্বর, পঞ্চম জর্জ আছেন বৈকুণ্ঠে,
বসে স্বর্ণময় ষাটেঃ সঙ্গে মা আছে মেরী, মা তোমায় প্রণাম করি,
যেন আবার আমরা দেখতে পারি, কলিকাতার সেই গড়ের মাঠে ॥
- ফুকার — ধন্য ধন্য পুণ্ড্রভূমি যশোর এই পুণ্য নিকেতন,
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সনে, মিলে অফিসারগণে,
দেখলাম হিংসা ঘেঁষ নাই কারো মনে, হইয়াছে সুখ সন্মিলন ॥
- মিল — হল যে দিনেতে যশোরেতে শান্তি নিকেতন,
এবার মনে রেখ কালীচরণ, শুক্রবার ২৯শে নভেম্বর ॥

রকেটের মালসী

কালিচরণ দাস

- চিতান - মাগো স্মৃতি স্রুতি বেদ পুরাণে, দর্পণে কেউ দেখতে চায় না মুখ।
- পাড়ন - এখন সবাই কয় সায়েন্সের যুগ, বুকুক বা কেউ না বুকুক,
পেয়ে নুতন হুজুগ, তাইতে বাড়ে সুখ ॥
- ফুকর - ছিল আদিম যুগে আর্য ঋষি, চিত্ত সংযমেতে বসি, প্রাণে বেঁধে
বিজ্ঞানের বাঁধন : থেকে উপবাসী দিবানিশি সেই তথ্যের সাধন।
মাগো, মসি দিয়ে লিখলেন তারা, আমাদের ধন আমরা হারা,
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানবিদ যারা, তারাই করেছে তারাই উদ্বোধন ॥
- মিল - এই সব দেখে শুনে ভাবি মনে কোন পথ লয়ে হাঁটি,
ইহার কোনটা নকল কোনটা বাঁটি, কার কাছে গিয়ে শুনিব।
- মুখ - বলে দে মা তারা, আমার চক্ষে বরে দুঃখের ধারা, কি দিয়ে মুছিব ॥
- ডাইনা - রামায়ণ মহাকাব্যে আছে শক্তিশেলঃ রাবণের মন্ত্রপুতঃ বাঁধা ছিল স্বেলঃ
রাম যখন ক্ষতি করে, আয়রে শেল মোর বক্ষোপরে,
শেল সেদিক না লক্ষ্য করে, বলে লক্ষ্মণের বক্ষে পড়িব।
- খাদ - ব্যথার ব্যথিত পাই না খুঁজে মা, ব্যথার কথা কব।
- ফুকর - জার্মানী হইল মানী, আর্যঋষির ধনে ধনী, করলেন তিনি এটমের প্রচার,
আবার তাদের দোষে গেল তাদের নিজ অধিকার।
আমেরিকান টাকার বলে, নিয়েছে তা সুকৌশলে,
জাপানে পরীক্ষা নিলে, করল লক্ষ লক্ষ জীব সংহার ॥
- মিল - এসব মারণাস্ত্র মরণ কারণ, বারণের নাই কেউ,
উঠল বিশ্ব ভরে প্রাণের ঢেউ, হবে তায় মহা বিপ্লব ॥
- অন্তরা - বিশ্বব্যাপে উঠল খেপে বিজ্ঞানের নব জাগরণ।
এখন কারো চাপে কেউ থাকবে না, খুলেছে অজ্ঞান আবরণ ॥
বিশ্বেষ্কারণ সব রেখে দূরে, যুদ্ধ চলছে ত্রৈলোক্যে কালচারে,
পশ্চিমজীর্ণ পাণ্ডিত্যের জোরে, হল নিরস্ত্রিকরণ।
আবার রাশিয়ায় দেখাল প্রমাণ করে, বিজ্ঞানের এক বশীকরণ ॥
- পরচিতান - আরো বাকী আছে বা কি, আরো বা কি দেখাবি আমায়।
- পাড়ন - ওনি উইদাউট পাশ পোর্টে, উইদাউট টিকেটে,
ধুব কিসে উঠে, ধুবলোকে যায়।
- ফুকর - বর্তমানে রাশিয়ানে, আর্য ঋষির মহাদানে, বিজ্ঞানে লভিল শীর্ষস্থান,
তারা বিজ্ঞানেতে শূন্য পথে চালায় অভিযান।
মাগো, রকেট পাঠায় চন্দ্রলোকে, বিশ্ব চমক সেই আলোকে,
বিশ্ববাসী শুদ্ধ মুখে, বুকে সবার প্যালপিটেশান ॥
- মিল - ভেবে কালী বলে ওমা কালী, আমার চিত্তমাথা কালি,
মা তোর কৃপাসিদ্ধুর বিন্দু দেশে মা, তাই দিয়ে বৌত করিব ॥

মহাশক্তিপূজার মালসী

নকুলেশ্বর সরকার (বরিশাল)

- চিত্তান - ভুলে আদ্যাশক্তির মহিমা যে, ভক্ত সেজে মহিমাঝে,
মোহে মজে কপট শাস্ত হই।
- পাড়ন - রেখে মস্তপে দশভূজা, করে ভক্তামি পূজা, পাপের বোঝা বৃদ্ধি করে লই।।
- ফুকার - আমরা মাটি দিয়ে 'মা'-টি গড়াই, মাটির ভূষণ অঙ্গে পরাই,
সিংহে চড়াই দশভূজা মাকে,
আরো সর্প ময়ুর বিড়াল ইদুর, গড়াই ঝাঁকে ঝাঁকে।
যত লক্ষ্মী বচী সরস্বতী, কার্তিক গনেশ বলদ হাতি,
যখন প্রভাত হয় এই পূজার রাত, তখন এই মা কোথায় থাকে।।
- মিল - দেখি পূজান্তে হয় অশ্রুতে লয় কুন্তকার দুহিতা -
ভোরে বরুণের আশ্রিতা, ছাগে ভঞ্জে কলেবর।
- মুখ - ভুলে যাও এ মাটির পূজা, খাঁটি প্রাণে ভক্ত সাজা,
যুক্তি তর্কের সিদ্ধান্ত সুন্দর।।
- ডাইনা - দশ দিক দমিত করা, ও সে দিকসনা দিগম্বর,
সেই প্রতীকে সাজাও দশভূজা,
তোমার দেহ করে কাশীক্ষেত্র, একে মহাশক্তির চিত্র,
আরোপে সেই রূপের কর পূজা।
মন-মণিকর্ণিকার ঘাটে, বসিয়ে বাসনার মঠে,
নিত্য ওজ্জ্বল হৃদিপীঠে, পূজা কর বিশ্বস্তর।
- খাদ - বৈরাগ্য হবে পুরোহিত, বিবেক তত্ত্বসর।।
- ফুকার - সাজাও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, ত্রিকালজ্ঞা ত্রিনয়না,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় স্বরূপিনী;
করতে দুষ্ট দমন, শিষ্টপালন দশাঙ্গধারিণী।
আগে সাত্ত্বিক বলের সিংহ গড়, আসুর বলের অসুর মার,
শেষে সত্ত্ব গুণে কীর্তন কর, মায়ে মর্ত্য-আগমনী।
- মিল - তোমার ললাট চিত্রে চিত্র কর ত্রিগুণে অঙ্কিত,
আদ্যাশক্তির গর্ভজাত, ব্রহ্মা বিষ্ণু হরি-হর।।
- অন্তরা - কীর্তি পরাক্রম কার্তিকেয় নাম, শাস্ত্রের সিদ্ধিকাম দেব গণপতি।
সম্পদ আর বিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, কেশবের অগ্নাখ্যা, লক্ষ্মী সরস্বতী।।
কাম কামনা পশু অতি বলবান, অনুরাগের খড়েগ কর বলিদান,
সৌভাগ্য-বৃষভে বাজায় বিষণ, আসিবেন জ্ঞান বেশে পশুপতি।।

- পরচিতান - দেবি বিশ্ব যার ইন্দ্রিতে নাচে, তারে গড়াও মাটির ছাঁচে,
মাটির কাছে কাম মোক্ষ চাও।
- পরপাড়ন - তোমরা মাটির মায়ের পূজনে পাঠা কিনে ওজনে,
প্রসাদ ভোজনে প্রচুর অংশ পাও।।
- ফুকার - ত্যজ্ঞে ব্রহ্ম স্বভাব ভাবোত্তম, বাহ্য পূজা ধমাদম,
মাটির কাছে নৈবেদ্যাদির বোকা ;
তোমরা নিজেরা দাও, নিজেরা খাও, পুতুলের মুখ বোজা।
বাঁটি মহামায়ার পূজা করতে, হবে না প্রতিমা গড়তে,
শুভ মহানিশায় মহাতত্ত্বে, কর মহাশক্তির পূজা।।
- মিল - অধম নকুল বলে দূরে ফেলে, মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি,
চিৎস্বরূপার চিন্ময় মূর্তি, চিত্তে চিত্ত নিরন্তর।।

আত্মবলিদান (পূজার) মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - আমি জন্ম নিয়ে মহীমাঝে, অনিত্য সংসারী সেজে,
বৃথা কাজে এ দিন হল গত।
- পাড়ন - তোরে ডাকিতে শবাসনা, মনে ছিল বাসনা,
অলস রসনা কুরসে জড়িত।।
- ফুকার - মা, বেদাগমে তত্ত্ব শুনি, তুই মা সৃষ্টি প্রসবিনী, অনন্ত রূপী,
না কি তুই মা সর্বব্যাপী, - ই - ই - ই,
রাজসিক তামসিক আদি, ত্যজ্ঞে এসব পূজার বিধি,
সাত্বিক প্রেমে আঁধি মুদি, যেন অজ্ঞপা নাম জপি।।
- মিল - হৃদ্যাসনে এস গো মা বাক্সেনী সাজিয়ে,
মনকে পুরোহিত সাজায়ে, করব পূজার কল্লারস্ত।
- মুখ - নব্রতা ভাব আশ্রশাখা, করপল্লব দিব ঢাকা, প্রেমবারিপুর দেহকুস্ত।।
- ডাইনা - সৌভাগ্য অমানিশিতে, আমি পূজিব তোরে অসিতে,
কিনাশিতে অজ্ঞান তামসী,
যেন ত্যজ্ঞ করে বাহ্য মন্ত্র, বাধ্য করে জিহবা-ফল্ল,
তারো মন্ত্র জপি সারা নিশি,
জ্বালায়ে বৈরাগ্য বাতি, যখন হবো যজ্ঞে ব্রতী,
অর্ঘ্য দিব পূর্ণাহুতি, অজ্ঞানতা হিংসা দস্ত।
- খাদ - কৃপাসিতে কিনাশিতে হবে আমার পাপ শুভ নিশ্চয়।।

- ফুকার - মা, কেহ বোড়শ উপচারে, পূজে তোরে বেদাচারে, করেছে বাধ্য,
আমি সে পূজায় অসাধ্য, অ - অ - অ -
ভক্তি দিয়ে যোল কলা, সাজায়ে আসক্তির থালা,
অনুরাগে ভরে ডালা, পদে দিব প্রেম নৈবেদ্য ॥
- মিল - ঐ
- অন্তরা - এ পূজার পঞ্চ ম-কার করব আমি এ পঞ্চ বিধানে ।
দিব মদ্য মাংস তথা মৎস্য, শুদ্ধ মুদ্রা আর মৈথুনে ॥
সহস্রারে মহাপদ্ম, সেই বাটিতে শুদ্ধ মদ্য,
ক্ষরণ হবে সুমুদ্রা সোপানে ।
আছে অচৈতন্য কুণ্ডলিনী, ও সেই সোমধারা পানে ॥
মাংস দিব বাক্যসিদ্ধ, মৎস্য দিব বায়ুরুদ্ধ,
মুদ্রা দিব শুদ্ধ প্রেম সাধনে ।
গুরুর জিহ্বা লিঙ্গ কর্ণ যোনি, দিব মৈথুন আশ্বাদনে ॥
- পরচিতান - দিয়ে আমার দুটি আঁখিপদ্ম, সাজায়ে তোর শ্রীপাদপদ্ম,
পূজা করব শুদ্ধ অনুরাগে ।
- পাড়ন - আমি ছেলে জ্ঞানের ধূপতি, করিব প্রেম আরতি,
চিন্ময়ী মুরতি, চিন্তা সহযোগে ।
- ফুকার - আমার কাম ক্রোধ পশু ছয়টা, দিলেম মা তোর পূজার পাঁঠা,
বলির বিধানে, যদি তুষ্ট না হও প্রাণে, এ-এ-এ -
করে ক'রে মুক্তি-বাঁড়া, মুক্তকেশী কাছে দাঁড়া,
শক্তিপূজা করি সারা, আমি আশ্ববলিদানে ॥

জয়দেবপুরের (ভাওয়াল) মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - তনি বিশ্ব-শিল্পী তুই মা তারা, এ বিশ্ব তোর হাতে গড়া,
যায় না করা রহস্যের সীমা ।
- পাড়ন - ও তুই হইয়ে সর্বমঙ্গলে, রাখিলে অমঙ্গলে, তোরে কে বলবে মঙ্গলময়ী মা ॥
- ফুকার - হ'ল জয়দেবপুরে প্রলয় কান্ড, ঘরে পুবে বিঘের ভান্ড,
মৈল রাজা রমেন্দ্রে, সবার বন্ধে দুঃখের কেন্দ্রে : মা গো,
এবার নবীন সম্যাসীর বেশে, মরা রাজা এলো দেশে,
ভাওয়ালের সৌভাগ্যাকাশে, আবার উদয় হল সেই চন্দ্র ॥
- মিল - করতে আসলকে নকুল সাব্যস্ত ব্যস্ত ছিল যারা, -

- এবার পরাস্ত হয়েছে তারা, ধর্মের ভরা কে ভুগাবে।
- মুখ - যাবত উদয় থাকবে রবি, ধর্মের জয় অবশ্যজাবী, অক্ষুন্নই হবে।।
- ডাইনা - সাবিত্রী আর মালাবতী, তারা বাঁচিয়েছেন নিজের পতি,
কলির সতীর রীতি উল্টাধারা, যথা ভাওয়ালের মধ্যমা রানী,
সেজে চামুন্ডা রূপিনী, আপন পতির শিরে ধরে বাঁড়া, :
দেখে শিখ বিশ্বাসী, প্রাণসময়ে প্রাণপ্রেয়সী, সে যদি হয় প্রাণ বিনাশী,
বিশ্বাসী কে আছে ভবে।
- খাদ - অতি সুন্দর ধর্মের গতি বলে কে খতাবে।
- ফুকার - রাজার শালার পক্ষ ছিল যারা, শালার দলে মিলে তারা,
দেখালো মিথ্যা আর্জি, দয়াল বিধাতার কি মর্জি, : হয় গো
এবার ব্যর্থ করে ধূর্ত চেঁটার, পুনরুদ্ধার করল দেশটার,
আইনজ বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার, ও সেই মিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জি।।
- মিল - জানি ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে জগতের এই রীতি,
বাঁটি সত্যের পথে থাকলে মতি, সত্যের বাতি কে নিবাবে।।
- অস্তারা - সংসারে নারী চক্র বিষম চক্র, বুঝতে নারেন চক্রধারী।
জীবের মাথায় ঘোরে, কালের চক্র, বক্র হলে ঘরের নারী।।
কুহকিনীর মায়ায় ভুলে, আছ কালসাপিনীর কোলে,
দংশিবে সে মর্মস্থলে, কালকূট উগারি।
ও যে বিষপানে রাজা রমেন্দ্র, দেখে এলেন যমের বাড়ী।।
- পরচিতান - ভবে অর্থে যে অনর্থ ঘটে, আর্ধ্যদের স্বীকার্য বটে,
ভবের হাটে সবই কলিকার।
- পাড়ন - ও সেই অর্থ পিশাচের খেলায়, জয়দেবপুর রাজার শালায়,
ভাংলো অবেলায়, আনন্দের বাজার।।
- ফুকার - মেরে বিষ প্রয়োগে ভগ্নীপতি, ভগ্নী নিয়ে রাতারাতি,
বসতে চাইলেন রাজপাটে, সুখের স্বপ্ন গেল ছুটে :
মাগো, রাজার শালা সত্য, ডাক্তার আও, রাজ্যে পালিত পত,
জজসাহেব পান্নালাল বসু, তাদের তেজ কমালো লেজ কেটে।।
- ফুকার - এবার শুভদিন দিয়েছে বিধি, ফিরে এলো হারানিধি,
বাজে আগমনীর সুর, দেশের বিবাদ হল দূর :
বসল মরা রাজা সিংহাসনে, লক্ষ প্রজার ঐকতানে,
বিজয়ী রাজার জয়গানে, হল মুখরিত জয়দেবপুর।।

ছুৎমার্গের মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - মা তোর সত্য ত্রেতা স্বাপরাস্তে, ঘোর কলির ঘোর কাল কৃতান্তে,
গ্রাসিল এই সোনার বঙ্গদেশ।
- পাড়ন - আমরা সমাজ শুণ্ডখলে অঁটা, জাতি কৌলীন্যের ঘটা,
হিন্দু ধর্মটা ছুৎমার্গ বিশেষ।।
- ফুকার - আমরা হীন দোষের হিন্দু ব'লে, বেদের বলে গৌরব ক'রে থাকি,
মোদের অন্ধ জ্ঞান আঁধি, মা মাগো -
আমরা বেদ দিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে, চোখ থাকিতে অন্ধের মত থাকি।
জানি না সে বেদের তত্ত্ব, জানি না হিন্দুর মাহাত্ম্য,
বাঁচায় ভরা প্রভুভক্ত, আমরা যেমন ব্যাধের তোতা পাখি।।
- মিল - আমরা মন্ত্রবিহীন তন্ত্রবিহীন বেদ অনধিকারী -
বর্ণবিপ্র গুজ্জারী, তাদের মুখে বেদ উচ্চারণ।
- মুখ - তন্ত্র মন্ত্র সামগানে, নিত্য বেদের অধ্যয়নে -
হিন্দুগণের বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ।।
- ডাইনা - বর্তমান কালের প্রতাপে, এখন ম্লেচ্ছও অজ্ঞপা জপে,
বেদোচ্চারণ ক্ষুদ্র শূদ্র মুখে,
যত হিন্দু জাতির জাতিয়তা, বামন জাতির সুতার পৈতা,
ন্যায়ের দণ্ডে ঠেকেছে বিপাকেঃ
চাতুর্বর্ণ ময়ংসূক্ত, বেদের ভাষা গীতায় রাষ্ট্র,
গুণকর্মে দেখাও উৎকৃষ্ট, কেবা বামন কেবা যবন।
- বাদ - ব্রহ্মতত্ত্ব না জানাতি, বামন জাতি কে করে বরণ।।
- ফুকার - আমরা বেদের দোহাই দিয়ে সবাই, অন্ধ হিন্দু দেখাই হিন্দুয়ানি,
আমরা বেদের কি জানি, মা মাগো -
আমরা চিনিনা চিনির আস্বাদন, চিনির বলদ চিনির বস্ত্রা টানিঃ
বেশ্যাপুত্র সেই বশিষ্ঠ, দেখালেন বেদের বৈশিষ্ট্য,
মৎস্যগন্ধার গর্ভসূক্ত, বেদের কর্তা হলেন সেই ব্যাসমুনি।।
- মিল - এখন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতত্ত্ব গেল - নব্য শিক্ষার ফলে,
ভাষা শূন্য মন্ত্র বলে, চলবে না যজ্ঞমানি যাজ্ঞন।।
- অন্তরা - অনার্য আজ আর্য হল, উঠল সাড়া রাজ্য জোড়া -
আর্য ধর্ম উঠল জেগে, উন্নত অনার্য যারা।
কেউ যদি ভাই ছোট থাক, কর্মোন্নতি ডুল নাকো,

কর্ম করে ধর্ম রাখ, ভুলে যাও ভাই জাতির ধারা -
জাতি হয় না কর্ম ছাড়া ॥

শূচিস্পর্শ বিষম বিষে, ঘিরেছে এই বঙ্গদেশে,
বিষের বিনাশ করবি কিসে, শিব মন্ত্র বিষের ঝাড়া -
ছুঁমার্গ পরিহার করা ॥

পরচিতান - আমরা এলেম যারা মানুষ সাজে, মিশব মানুষের সমাজে,
তার মাঝে কেম এত অনিয়ম।

পাড়ন - কন্য পুত্র সমাজ নয় মন্দ, তাদের নাই জাতির দ্বন্দ্ব,
মানুষ জানাঙ্ক পুত্রও অধম ॥

ফুকার - হিন্দুর জাতিবদ্ধ ঘরের চালে, ফুকার জলে জাত রয়েছে ভরা,
এই তো সমাজের ধারা, মা মাগো -
যত শূচিস্পর্শ নদীর জলে, দধির জলে যায়না জাতি মারাঃ
কুকুর বিড়াল কোলে তোলে, স্নান করতে হয় মানুষ ছুঁলে,
এ সমাজকে সমাজ বলে, নররূপী বড় পুত্র যারা ॥

ফুকার - হিন্দুর আর্য়গুরু ভট্টচার্যরা, আর্য় ধর্ম দিল রসাতলে,
তাসার সূতা দেয় গলে, মা মাগো -
তাদের পূজার ফুল চন্ডালে ছুঁলে, দোষ ঘোচে না গঙ্গাজলে ধুলেঃ
বিশ্বপত্র গাছে কাঁটা, চাকর বিনা তুলবে কেটা,
রামধনা সেই চন্ডাল বেটা, বেলপাতা আর পদ্ম তুলবার কালে ॥

অস্পৃশ্যতার মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

চিতান - মা তোর সত্য ব্রোতা ছাপর শেষে, ঘোর কলি করাল বেশে,
বঙ্গদেশে এসে ঢুকেছে।

পাড়ন - তাহিতে জাতিপ্রথা ছুঁমার্গ, ভীষণ এক উপসর্গ, হিন্দু বর্ণ বন্দী হয়েছে।

ফুকার - ওনি হিন্দুর বেদ পুরাণ অরিপে, ইসলামের কোরাণ শরিকে, বাইবেলের
মহামন্ত্রে, মানুষ গঠিত এক যন্ত্রেঃ
মাগো এখন বিভেদ রেখে জাতে জাতে, কেউ মিলে না কারো সাথে,
দেশ যেতেছে অধঃপাতে, শুধু হিন্দো আর পরতন্ত্রে ॥

মিল - ওনি আপদায়ে ন দোষায়, বেদ বিধির সিদ্ধান্ত,
আছে ব্যাস বশিষ্ঠ তার দৃষ্টান্ত, লিখে গেছেন নিজের হাতে।

মুখ - ভিন্ন অম্ব করে বলো, আদরের শাকাম ভালো, লেখা ভালবতে।

- ডাইনা - খেতে গেলে বামনবাড়ী, যেন বিড়ল কুকুর মনে করি,
ভাত বেড়ে দেয় আইটা কলার পাতেঃ যত মাছ মাংস আর পায়স পিঠা,
সবি দেয় একসাথে, : খেতে পারো আর না পারো, খাওয়ার পরে আইটা
পাড়া, এমন বাওন বাড়ীর খাওন ছাড়, জাত যাবেনা মুচীর ভাতে।
- খাদ - বিদুর ধন্য ক্ষুদের অন্ন দিয়ে প্রভুর পাতে।।
- ফুকার - ওনি বিয়ে দিয়ে জাম্বুবতী, জাম্বুবান সে ক্ষমজাতি,
শ্রী কৃষ্ণের হলেন ইষ্ট, সে তো জাতিতে নিকৃষ্ট, : হায় গো
যেদিন রাক্ষসে করে ছিলনা, হরিল রামের ললনা,
ক্ষত্রী রামের জাত গেলনা, খেয়ে ওহকের উচ্ছিষ্ট।।
- মিল - ছিল শবরী ধীবরের কন্যা তার অন্ন হয় শুচি,
ছিল চর্মকার রুহিদাস মুচী, প্রসাদ দিল ভোজানাপে।।
- অন্তরা - ওনি অগম্যধের দরজা খোলা, কুবরা জোয়ার পান্ডাভাতে।
দিল ঘুচাতে জাতির ক্ষুদ্রতা, পবিত্রতা জোয়ার হাতে।।
রাক্ষস কন্যা সেই সরমা, যবন কন্যা বাদি করমা,
মহাপ্রভুর কি মহিমা, খেলেন একপাতে।
তবু কেন বাছে ভালো মন্দ, অজ্ঞানাক্ষ হিন্দুজাতে।।
- পরচিতান - যারা ভদ্র নামে পরিচিত, তারাই অভদ্র তত, ক্ষুদ্র গেল ভদ্রের উপরে।
- পাড়ন - যদি ভদ্রতা শিখিতে চাও, ক্ষুদ্র জাতের বাড়ী যাও,
কেন ভদ্র হও জামাকাপড়ে।
- ফুকার - যদি অতিথি যায় ভদ্রের বাড়ী, ঘৃণা করে দেয়না পিঁড়ি,
না জানি কোন অজাতি কুজাতি, শেষে পিঁড়ির না যায় জাতি, :
হায় গো, যত ক্ষুদ্র লোকের মহান আত্মা, অতিথকে দেয় দেবের সন্ধ্যা,
স তস্পৈ দুহৃতং দত্বা, পুন্যমাদায় গচ্ছতি।।
- ফুকার - দেখি কু কশ্মের লীন কুলীন যারা, তারাই গৌড়া হিন্দুর গোড়া,
লেখাপড়া থাক বা না থাক তত, ছিল কুল নিয়ে উন্নত, : হায় গো,
এখন অকূলে সে কুল ভেঙ্গেছে, কুল বেচে খায় জেলের কাছে,
বিয়ের হাটে বিকাইতেছে, যত ঘোড়া গরুর মত।।
- মিল - কবি নকুল বলে জাতিপ্রথা বিচার বুদ্ধি ছাড়া -
সবে ভক্তি ভরে পূজা করো, নররূপী অগম্যখে।।

জাতি বৈষম্যের মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - এখন ভারতের এই সন্ধিক্ষণে, অজ্ঞানানন্দ হিন্দুর প্রাণে,
জেগেছে এক নব জাগরণ।
- পাড়ন - মিলে স্বধর্মী মানব সবে, অভিন্ন বন্ধুভাবে, করতে হবে সমাজ সংগঠন।।
- ফুকার - নিয়ে জাতিভেদ তচিস্পর্শ, হতেছে এই ভারতবর্ষ,
ধ্বংসের পথে অগ্রসর, তুলে কে আপন কে পর : 'হায় গো',
এখন জাতিবুদ্ধির ভেদ বিকারে, গোলক ঘাঁধায় হিন্দু পড়ে,
কাস্ট হিন্দু অত্যাচার করে, যত সিডিউলড কাস্ট হিন্দুর'পর।।
- মিল - আমরা আর্য্য ধর্ম্মের কার্য্য ত্যাগে, সেজে ধর্ম্মভীরু,
ভাবতেম ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণের গুরু, স্বধর্ম্মের পূজারী তারা।
- মুখ - এখন দেখি কালে কালে, ব্রাহ্মণের কুচক্র জালে, আমরা ধর্ম্মহারা।।
- ডাইনা - জানতে নারি বেদের তত্ত্ব, ওটা ব্রাহ্মণের একাধিপত্য,
শূদ্র মাত্রে বেদ অনধিকারীঃ আমরা কেউ পাব না বেদ দেখিতে,
ব্রাহ্মণের ভয় চোখ থাকিতে, অন্ধ হলেম হিন্দু নরনারী, :
সাম্যবাদ যে বেদের মাঝে, ব্রাহ্মণে তাই রাখলো ঠাঁজে,
বৈষম্য হিন্দু সমাজে, ব্রাহ্মণ এই অনিষ্টের গোড়া।
- খাদ - সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং অগং কেউ নয় ব্রহ্ম ছাড়া।
- ফুকার - মিছে জাতি বৈষম্যাতার ফলে, ডোম হাড়ি মুচী চন্ডালে
রেখেছে তফাৎ তফাৎ, দুঃখের নিশি হল প্রভাতঃ হায় গো -
যদি হিন্দু ধর্ম্ম চাও বাঁচাতে, ভেদ না রেখে জাতে জাতে,
হিন্দু মাত্রে সবার সাথে, মিলে এক পাতে সবে খাও ভাত।।
- মিল - আছ অনুন্নত হিন্দু যত থেক না বিমর্ষ, সবে ধর মহতের আদর্শ,
এক ছাঁচে হউক সমাজ গড়া।।
- অন্তরা - আছে ভিন্ন জাতি নানা, অন্ন খেতে মানা, পন্ডিতে মানেনা চন্ডীর আদর্শ।
যিনি বিশ্ব প্রসবিনী, মাতৃ স্বরাপিনী, পুত্র ছুইয়ে তিনি, হন কি বিমর্ষ।।
ব্রাহ্মণের কালী ব্রাহ্মণী, মুচীর কালী মুচীয়ানী,
এই নাকি বিশ্ব জননীর কৃপার উৎকর্ষ।
যত ডোম হাড়ি চন্ডালে, মায়ের কোলে গেলে,
মায়ের অঙ্গে নাকি লাগে ছুঁৎস্পর্শ।।
হিন্দু মাত্রে মায়ের পুত্র, সব জাতি হয়ে একত্র,
মা'র পদে দাও বিশ্বপত্র, মা হবেন হর্ষ।
এবার সার্ব্বজনীন ভাবে, মাকে পূজো সবে, চিরসুখে র'বে এ ভারতবর্ষ।।
- পরচিতান - যত ব্রাহ্মণে করে ব্যভিচার, সাজে বামন কাজে চামার,

সমাজের ভার, তাদের উপরে।

- পাড়ন - তারা বাটলারের চপ কাটলেট খায়, মুখ মুছে সমাজ যায়,
তাদের সূতায়, দেশের জাত মারে।।
- ফুকার - মোদের আর্য্য কুলাচার্য্য যারা, প্রকৃত অনার্য্য তারা,
ঠেকেরে ভেবে ঠাকুর, মোদের দুর্গতি এতদূরঃ, হায়গো -
তারা শ্রোত্রীয় নাপিতকে বলে, মুসলমান কামাও সকলে,
নমঃশূদ্দের গাল কামালে, নাকি অচল হয় নাপিতের ক্ষুর।।
- মিল - কবি নকুল বলে, কালে কালে এমন দিন আসিবে,
দেশের ক্ষুদ্ররাই ভদ্র হবে, উচ্চবর্ণের মাথায় চূড়া।।

জাতির মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - বিশ্ব প্রসবিনী জননী গো - বিশ্বময় তোমার সন্তান।
- পাড়ন - দেখি কর্মক্ষেত্রে জন্মমায়ে, মাগো মা, হিংসা নেয়ে হিন্দু মুসলমান।।
- ফুকার - যত আর্য্য ক্মি করলে ধার্য্য, কার্য্যভেদে জাতির আবিষ্কার,
নিজে নিজে পরিষ্কার, হায় মাগো, একে অন্যে করে তিরস্কারঃ
যুক্তি দিয়ে মনগড়া, নিজের মতলব সিদ্ধি করা,
হইল না হইল না তারা, অন্ধ হিন্দুর সমাজ সংস্কার।।
- ছড় - হিন্দুর জাতি মিথ্যা সমাজ মিথ্যা, হিংসাতে গঠিত,
যথায় আছে মা সত্য নিহিত, তথায় কবে নিবে শিবে।
- ধূয়া - মানব জীবনের সারমর্ম, অহিংসা পরমধর্ম কবে প্রকাশিবে।।
- ডাইনা - জাতি বিদ্যা মোহতৃষ্ণ হিংসা নিন্দার দেশ,
শাস্ত্র মর্মহীন ধর্মকার্য্যে, ম'জ্ঞে সব হিন্দু সমাজে,
পাপে পরিপূর্ণ করল দেশঃ
জাগায়ে দে পূর্ব স্মৃতি, মেকাংশে অগণস্থিতি,
যখন চক্ষে দেখবে ব্রহ্মজ্যোতি, জাতির গৌরব ছুটে যাবে।
- বাদ - জাতি কুল মান ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র লোকে সেবে।।
- ফুকার - মাগো সত্যধর্ম দিনশ্যতি, সম্প্রতি জাতির উপলক্ষে,
মিথ্যার বাস জাতির বক্ষে, হায় মা, অন্ধ হিন্দু দেখেনা চক্ষেঃ
কেহ কারও অন্ন খেলে, সমাজচ্যুত সত্য কইলে,
খেয়ে ভাত অস্বীকার করলে, মিথ্যার বলে হয় জাতি রক্ষে।।
- অন্তরা - মা, কায়োত বৈদ্য নমঃশূদ্দ বৃহৎ ক্ষুদ্র ভদ্রাভদ্র,
এক জায়গায় গো মা।
মা, বাড়ি ছেড়ে গাড়ি চড়ে, অথবা স্টীমারে,

কে পারে জাতি সুধায় গো মা।।

দেখি কারো ব্যবহারে, হাতের জল খায় না রে,

ইকার জলে জাতি যায় গো মা।।

পরচিতান - লাগল এক জাতির এক জাতির স্বপ্ন, তারা এই মিলায়ে সমাজ।

পাড়ন - নিজে কুলীন সেজে চাকরী ছাড়ে, মা গো মা -

বন্ধ করে নিজের ব্যবসায়ের কাজ।।

ফুকার - জাতি ধ্বংস হয় কি, থাকে কি মা, একে অন্যের অন্ন খায় যখন,
যেমন মানুষ রয় তেমন, হয় মাগো, হিংসার মূলে হয় নিন্দার ভাজনঃ
সাধু বৈষ্ণব সেবায় যত্র, জাতির বিচার নাই মা তত্র,
বেশ্যালয় জগন্নাথ ক্ষেত্র, ছত্রিশ জাতি একত্র ভোজন।।

ফুকার - গেয়ে সমাজনীতি মুকুন্দ দাস দেশবিদেশে করে কান্দাকাশি,
কয়বার জেলে হয় বন্দী, হয় মা, বাঙালী হয়ে বান্ধাবান্ধিঃ
ছেড়ে জাতির তর্জন গর্জন, জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেক অর্জন,
অস্পৃশ্যতা করতে বর্জন, ডেকে বলেন মহাত্মা গান্ধী।।

কপট বৈরাগীর মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

চিতান - ব্রহ্মময়ী, তোর এই ব্রহ্মাণ্ডের কান্ড দেখে, হয়েছি বিস্ময়।

পাড়ন - এখন সত্যবাদীর অপৌরুষ, মিথ্যাবাদীর সুপৌরুষ,
হল পাপের যশ, পুণ্যের পরাজয়।।

ফুকার - মাগো, কালস্য কুটিলা গতি, উচ্চলোকের অবনতি,
তুচ্ছ লোকের উচ্চ বৃকের পাটা, মানীর মানে নৈল ভাটা,ঃ
মাগো, এখন তুলসীপত্র ঘৃণার পাত্র, চা পত্র অতি পবিত্র,
বেশ্যাবাড়ী অমলেক, থাকতে শ্রীক্ষেত্রে যায় কেটা।।

মিল - এখন বিদ্যাবস্তুর বিদ্যার গৌরব, গেল ছারেখারে,
যারা সরস্বতীর ধার না ধারে, তারাও করে বাবুগিরি।।

মুখ - মুখের ছেলে তর্কালঙ্কার, কৃতর্ক অঙ্গের অলঙ্কার, এ সঙ কার শঙ্করী।।

ডাইনা - হিন্দুদের নাই হিন্দুধর্ম, এখন মিথ্যা বলা সাধুর কর্ম,
বৈষ্ণবধর্ম গেল অধঃপাতে,
তারা ডুমনী গায় আর ঠুমনী বাজায় ঢেমনী মজাইতে,ঃ
কপুনি পরা হল বন্ধ, লাভড়া শুভা নাপছন্দ,
একটু মাছ মাংসের না হলে গন্ধ, আনন্দ নাই আখড়া বাড়ী।

খাদ - মোহন্ত সাক্ষাৎ কৃতান্ত ধর্ম অন্তকারী।।

ফুকার - কত সুপবিত্র শ্রীজের পুত্র, নাই তিলক কুশপবিত্র,

- ওটি সূতার যজ্ঞসূত্র পরে, দিল তত্ত্ব মন্ত্র ছেড়ে : মাগো -
 ছিল সাম স্বক যজ্ঞ আর অপর, বেদ নিয়ে ব্রাহ্মণের গর্ব,
 সর্ব গর্ব করল খর্ব, ঐ সব অর্বাচীন বর্বরে ॥
- মিল - করল ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব নষ্ট, পুরোহিত দর্পণে,
 এখন - যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণে, যেতে হয়না বামন বাড়ী ॥
- অন্তরা - নিদ্ধামী বৈষ্ণবের ধর্ম নাই মা কলিকালে।
 এমন নিশ্চল ধর্ম দাগ লাগালো, কিশোরী ভজনের দলে ॥
 বৈষ্ণবের নাই কপূনি কাছ, সামনে দোলে লম্বা কৌচা,
 ভোগের নামে অন্ন বেচা, ব্যবসা চলে।
 কত আখড়া ভরা কঁকড়ার চাঁড়া, লাবড়া গেল রসাতলে ॥
- পরচিতান - মহামায়া তোর মহিমা যে, মহিমাঝে বুঝে কয়জনে।
- পাড়ন - কেহ রাখিতে সমাজ বজায়, কীর্তন গায় আর খোল বাজায়,
 কেহ তীর্থে যায়, স্বার্থ সাধনে ॥
- ফুকার - আগে স্পর্শ করলে মদের পাত্র, ব্রাহ্মণ হত অপবিত্র,
 লাগত তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা, এখন মদের মটকী তারা, :
 মাগো, হল মদ্য তাদের প্রিয় খাদ্য, ত্রিসঙ্খ্যা গায়ত্রী বন্ধ,
 ধ্যানধারণা পিতৃশ্রাদ্ধ, শুদ্ধ হয়না মদ্য ছাড়া ॥
- মিল - অধম নকুল বলে, কালে কালে কি দেখালি কালী,
 ও তোর সকল কাজে খামখেয়ালী, তাই দেখে মা দুঃখে মরি ॥

স্বার্থের মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - বড় কুদিনেতে যাত্রা করে, এ সংসারে এসে জন্ম লই।
- পাড়ন - এসে বিষয়রসে মজিলামা স্বার্থের গোলাম সাজিলাম,
 মা তোর তারা নাম, হারা হয়ে রই ॥
- ফুকার - হয়ে মোহমায়ায় অভিভূত, ভাই বন্ধু আর দারা সুত্র নিয়ে আছি ভবে,
 ভাবলেম কেহ নয় পর, সবাই আমার, দুঃখের দুঃখী হবে, :
 মা গো, ভাবলেম পুত্রপ্নেহে পিতায় বাঁধা, মাতায় কঁাদে স্নেহের কঁাদা,
 এখন দেখি গোলকবাঁধা, শুধু স্বার্থের বান্ধা সবে ॥
- মিল - কারো ভাই মরিলে ভাই-এ কঁাদে, তাতেও স্বার্থ আছে,
 যদি গুণের ভাই মোর থাকতো বেঁচে, বসে যেতাম বিনা কাজে।
- মুখ - কিসের দারা কিসের পুত্র, সবই দেখি স্বার্থের চিত্র,
 রঙ্গিনী তোর রঙ্গক্ষেত্র মাঝে ॥
- ডাইনা - আদ্য বন্ধু যে সমস্ত, তারা স্বার্থ নিয়ে সবাই ব্যস্ত,

- যদি কিছু ন্যাস্ত টাকা থাকে,
নেহাত অন্য পরে এসে তারে, কর্তা কর্তা ডাকে :
হলে পরে অর্থশূন্য, ভদ্রের ছেলেও হয় জঘন্য,
কত বুদ্ধিমন্ত অগ্রগণ্য, নগণ্য হয় লোক সমাজে ।
- খাদ - যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী, স্বার্থের মজুর সাজে ।।
- ফুকার - কোন শিষ্যের ঘরে গুরু এলে, বার্ষিক কিছু বেশী পেলে,
ভক্তি শক্তি চায় না, বলে আমার শিষ্যের মত শিষ্য বিধে কারো হয়না, :
মাগো, এই যে গুরুর চরণ পরমার্থ, অর্থ বিনে সব অনর্থ,
অর্থশূন্য অপদার্থ, ভক্তি থাকলেও মুক্তি পায়না ।।
- মিল - জানি অর্থে ভক্তি অর্থে মুক্তি, অর্থে মিলে স্বর্গ,
ভবে অর্থে মিলে চতুর্গ, সংসর্গ দোষ গুণ কে ধোঁজে ।।
- অন্তরা - স্বার্থময় ডুবনে, আত্মীয় স্বজনে, স্বার্থেরই বাঁধনে, বাঁধা সমুদয় ।
কিছু স্বার্থের আসে, অন্য পরে এসে, আত্ম বলে পাশে, হেসে কথা কয় ।।
অর্থ উপার্জনে উপযুক্ত ছেলে, রত্নজ্ঞানে মায় যত্নে করে কোলে ;
অর্থ উপার্জনে অশক্ত হইলে, পুত্র বলে তারে দেয়না পরিচয় ।
- পরচিতান - যত অর্থশূন্য বৈষ্ণবীরা, মরলে তারা টানে মেথরে ।
- পাড়ন - কিছু অর্থের গন্ধ পায় যদি, মোহন্তে করে বিধি,
করো সমাধি, আখড়ার ভিতরে ।।
- ফুকার - কারো জ্যেষ্ঠ ভাই-এর কুষ্ঠ হলে, রাগ করে কনিষ্ঠে বলে,
কত থাকব সয়ে : গেল সকল সম্পদ একি বিপদ মড়ার আপদ লয়ে, :
মাগো, আবার রাগ করে কয় ঘরের নারী, দিল না ঢাকইয়া শাড়ি,
কবে যাব বাপের বাড়ি, আমি কাঁচা রাঁড়ী হয়ে ।।

দেশ বিভাগের ভবানী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - কেন যোগনিদ্রাতে রইলি তারা, জগজ্জরা দুঃখহরা,
ভবদারা ভাগ্য জননী ।
- পাড়ন - হল সোনার ভারত খণ্ডিত, সুখের দিন হল গত,
ভুগি সতত দুঃখ আর মানি ।।
- ফুকার - মাগো! পাকিস্তান আর হিন্দুস্তানে, দেশ বিভক্ত হয় কৃষ্ণে,
ইংরাজ রাজার কুচক্রান্তের ফলে,
আরো ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের পর্বত প্রমাণ ভুলে : - মা মাগো
মোরা এই দেশের দুই শ্রেষ্ঠ জাতি, পরস্পরে নাই সম্প্রীতি,
দেশজোড়া হয় খুন ডাকাতি, পোড়ালি অশান্তি অনলে ।।

- মিল - মাগো! পাঞ্জাব বঙ্গবাসীর গুণে পেলেন স্বাধীনতা,
এখন কে বুঝে মা প্রাণের ব্যথা, তারাই বিপন্ন হল।
- মুখ - নাই আর মানবতা, এখন দেশ জুড়ে হয় দানবতা,
দেশের সুখ শান্তি নষ্ট হল।।
- ডাইনা - কত পতিহারী সতী, দেখি লাক্ষিতা সব মায়ের জাতি,
সিঁথির সিন্দুর অকালে মুছিল,
কত পুত্রহারী হয় জননী ভাই হারা ভাই হলঃ
নোয়াখালী আর বিহারে, অসংখ্য লোক প্রাণে মরে,
কত ধর্মস্থান বিনষ্ট করে, সেই দুঃখ কি আর বলব বল।
- বাদ - এই নিদানে রক্ষা কর মা, দেশ গেল দেশ গেল।।
- ফুকার - মাগো, নোয়াখালী আর বিহারে, অসংখ্য লোক প্রাণে মরে,
সাম্প্রদায়িক হান্সামার ফলে, কত লক্ষ লক্ষ নরনারী বিদেশে যায় চলেঃ
মা মাগো, সুখে যারা থাকত দোতলাতে, তাদের বাসা এখন গাছতলাতে,
দিবারাত্র খেতে শুইতে, ভাসে দুই নয়নের জলে।।
- অস্তরা - মোদের মিন্টার জিম্মার চেঁটার ফলে, পেলেম পাকিস্তান।
মোরা অনায়াসে লাভ করেছি খোদার শ্রেষ্ঠ দান।।
হায়গো, খাজা নাজিমুদ্দীন যিনি, পাক গভর্নর আছেন তিনি,
হেড মিনিস্টার হলেন জানি, লিয়াকৎ আলী খান।
আমরা পাকিস্তানের নাগরিক ভাই, সবাই এক সমান।।
হায়গো, ত্যাগ করিয়ে হিংসা নীতি, এক দেশেতে করব বসতি,
আমরা দুই প্রধান জাতি, হিন্দু মুসলমান।
তবে কেন ভাইয়ের প্রতি, নাই সে ভাইয়ের টন।।
হায়গো, পবিত্র এই পাকিস্তানে, হিন্দু আর মুসলমানে,
সুখ দুঃখ মান অপমানে, রব এক সমান।
সবে পাকিস্তানের গৌরব বাড়াত, উড়াও চাঁদ-তারার নিশান।।
- পরচিতান - কালী গো তোর কলির কাণ্ড, দেখে শুনে অবাক তুও
কর্মকাণ্ড ঘটালি এবার।
- পাড়ন - একে রাষ্ট্রবিপ্লব দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্প পলকে,
চৌদিকে উঠল হাহাকার।।
- ফুকার - মাগো, দ্রব্য নির্ধারিত মূলে, বিক্রয় করতে আদেশ দিলে,
মূল্যবাড়ে দ্বিগুণ চতুর্গুণে,
ইথে গরীবেরা হয় বিপন্ন শাসন শৈথিল্যের গুণেঃ মা মা গো,
ইসলাম রাষ্ট্র বলি মুখে, নেতারা রয় পরমসুখে,
দেশবাসীগণ মরি মুখে, দারুণ বিধাত বিত্তে।।

স্বপ্নভঙ্গের (বঙ্গভঙ্গের) মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান - নাকি স্বাধীন হল ভাঙ্গতবাসী সকলে বলে।
- পাড়ন - আমরা স্বাধীন হয়েছি নামে, অধীনতার চরমে,
ক্রমে ক্রমে পড়লেম সকলে।।
- ফুকার - আগে স্বাধীনতা লাভের তরে, বঙ্গবাসী অকাতরে,
তুচ্ছ করে নিজের প্রাণঃ করে আশ্রয় বলিদানঃ হয় গো
তারা কেউবা অনশনে মলো, কেউবা কারা বন্দী হল,
ফাঁসীকাঠে গেয়ে গেল, জীবনেরই জয় গান।।
- মিল - গেল অরবিন্দ দেশান্তরে, ক্ষুদিরামের ফাঁসি।।
যেন সেই স্মৃতি এই বঙ্গবাসী, কেউ কভু যেওনা ভুলে।
- মুখ - বাংলা মায়ের এ দুর্দিনে, এস হিন্দু মুসলমানে, সকলে যাই মিলে।।
- ডাইনা - “যখন” করবে বলে বঙ্গভঙ্গ, ব্রিটিশ তোলে কু প্রসঙ্গ -
বঙ্গবাসী তরুণ সঙ্গ, সাজাল বিদ্রোহী দলঃ
বিদ্রোহের ডরে খেতাব, দিয়ে গেল রণে ভঙ্গ,
ভঙ্গ আজ হল সে বঙ্গ-এই কি স্বাধীনতার ফল,ঃ
এই বাংলা ভাগ করল যারা, বাঙ্গালীদের শত্রু তারা,
বাঙ্গালী আজ সর্বহারা, হল অবাসালীর চালে।
- খাম - তবু আমরা মিছামিছি নাচি পরের তালে।।
- ফুকার - আমরা বাংলার মাটি বাংলার জলে, জন্ম নিলেম এই ভূতলে,
হিন্দু মুসলমান সকল, এখন আমরা বেদখল,ঃ
হায়গো, ও সেই স্বপ্নের আদি বর্ণ এসে, বাঙ্গালীর আদিতে বসে,
ঘাড় ভেঙ্গে খায় রক্ত চুষে, যত পরদেশী গুধিনীর দল।।
- অস্তরা - মোসের সোনার বাংলা জংলা হল, কোন বিধাতার কোন বিধানে।
তাইতে হিন্দু মুসলিম হয়েছি ভাগ, শয়তানের ডাক শুনে কানে।।
স্বাধীন হয়ে শান্তি কত, কাঙ্গালী বাঙ্গালী যত,
সোনার বাংলা পরিণত, হল শ্মশানে।
পাকিস্থানে নির্যাতীত, পূর্ববঙ্গের হিন্দু যত,
হিন্দুস্থানে সমাগত, ঠেকিয়ে বিষম নিদানে।।
স্বাধীনতার ফলে বুঝি, পূর্ববঙ্গের রিকিউজি,
হয়রায়ে সর্বস্ব পুজি, রয় অনশনে।
শরণার্থী করতে পোষণ, নাম করিয়ে পুনর্বাসন,
চিরতরে দেয় নির্বাসন, আসাম বিহার আন্দামানে।।

- পরচিতান - এমন সোনা ফলা বাংলাদেশে বাঙ্গালী আজ দীন।
 পাড়ন - মোদের অচ্ছেদ্য বঙ্গের অঙ্গ, হল আজ ছত্র ভঙ্গ,
 বাঙ্গালী আজ অস্তিত্ব বিহীন।।
 ফুকার - মোদের বাংলা দেশে সোনা ফলে, কথার কথা লোকে বলে,
 যার বিয়ে তার দেখতে নাই, ঘটলো মোদের ভাগ্যে তাই, :
 হায় গো, ও সেই অকারাদি বাংলায় এসে, বাংলার সুখ সমৃদ্ধি গ্রাসে,
 আমরা থেকে উপবাসে, তাদের ভরা পেটে হাত বুলাই।।

বিপ্লবের ডাক মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - গেল বঙ্গ ভঙ্গের প্রথম দৃশ্য, স্বার্থপরের যে উদ্দেশ্য,
 হয়েছে সে রহস্য প্রচার।
 পাড়ন - দেশের কাঙ্গালী বাঙালী যত জুটে এসো সব,
 বাঙালীর সেই লুপ্ত গৌরব, সুপ্ত সিংহ জাগাতে আবার।।
 ফুকার - প্রথম স্বরাজ্য নিতে নিশান হাতে, যে বাঙালী হয়ে অগ্রণী,
 তেজে কাঁপায় মেদিনী : হায় হায় গো, বলে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিঃ
 ধ্বংস করতে ব্রিটিশ শাসন, সত্যগ্রহ আর অনশন,
 চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সে বাঙালীর অমর কাহিনী।।
 মিল - এখন বাঙালীর সে শৌর্যবীর্য লুপ্ত হল কিসে,
 সবে ক্রুদ্ধ হয়ে রক্ত বেশে, নির্বাণ অগ্নি আবার জ্বাল।
 মুখ - বাস্তবহারা হলেন বলে, কাজ কি ভেসে নয়ন জলে,
 কর্মের বলে জ্বালাও ধর্মের আলো।।
 ডাইনা - বাস্তবহারা করল যারা, (তাদের) গদী বজায় রাখতে তারা,
 আসন্ন এই ইলেকশনের ভোটে,
 নূতন ভোটার তালিকা করিতে, উদ্বাস্তর নাম চায় না দিতে,
 আইন সচিবের পাকা বুদ্ধি বটেঃ
 কাজ কি ওসব ভিন্কা চেয়ে, দাঁড়াও ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে,
 বানরের মুখ ভেংচির চেয়ে, রাবণ মারে সেও ভাল।
 খাদ - ফাঁসীকাণ্ডে শ্রুদিগ্রাম সে আদর্শ দেখাল।।
 ফুকার - আছি বাস্তবহারা হিন্দু যারা হবে আবার বাস্তব গড়াতে,
 মোদের হবে দাঁড়াতে-হায় হায় গো- পথের কাঁটা হবে সরাতে।
 ফোদাল ধর কাট মাটি, জঙ্গল কেটে বাঁধ বাঁটা,
 সঙ্গে রেখ বাঁশের লাঠি, বনের ফেউ আর মহিষ তাড়াতে।।

- ফুকার - যত জমিদারের পতিত জমি, ছিল জঙ্গল আর অনাবাদী,
মোরা সেজে আবাদী—হায় হায় গো, জঙ্গল কেটে আশায় ঘর বাঁধি।
মোদের বুকের রক্তের দ্বারা, হয়েছে কলোনী গড়া,
তুলে দিতে আসবে যারা, তাদের দাও জ্যাস্ত সমাধি।।
- মিল - যত অতীতকালের পতিত জমি আবাদ করলেম যারা, -
ন্যায্য পারিশ্রমিক চাইতে তারা, জমিদারের কাছে চলো।।
- অন্তরা - এবার কঠিন হস্তে করতে হবে দুর্নীতি দমন।
যত মজুতদার আর চোরাকারবারী, দেশের কাল শমন।।
হায় গো, দেশে যত মজুতদারে, দেশের মাল সব মজুত ক'রে,
বেচতেছে তাই চোরা দরে, দরিদ্রের মরণ।
হায় গো, স্বাধীন দেশের অবিচারে, রুটি চাইলে লাঠি মারে,
দারিদ্র্য জানাব কারে, কে আছে এমন।
সবে ভিক্ষা ছেড়ে শিক্ষা কর সুভাষ আন্দোলন।।
- পরচিতান - যখন জওহর বসল স্বাধীন তক্তে, বাঙালীদের তপ্ত রক্তে,
সিঁক্ত হল কংগ্রেসী আসন।
- পাড়ন - হল যে বাঙালীর তপ্ত রক্তে অভিযুক্ত দেশ,
ও সেই বাঙালীর কাঙালীর বেশ, কোন পাপে এই অশেষ নির্যাতন।।
- ফুকার - শুনি বিষস্য বিষমৌষধি নেতাজী সেই সুভাষের শিক্ষা,
ছেড়ে করুণা ভিক্ষাঃ হায় হায় গো : অগ্নি মন্ত্রে সবে লও দীক্ষা।
হয়েছে ছিল যা হবার, পেয়েছি ছিল যা পাবার,
বাঙালীর সম্মুখে আবার, এলো ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা।।

সমাজ সাম্যবাদ মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - মোদের ভারত পুণ্য পীঠস্থানে, মিলে হিন্দু মুসলমানে,
রাষ্ট্র করো শ্রেষ্ঠ স্বর্গধাম।
- পাড়ন - জানি আদম জন্মায় আদমী সব, মনু জন্মালেন মানব,
একই বিভব, এক বস্তুর দুই নাম।।
- ফুকার - যদি আদম করেন আদমী পয়দা, মনুর সৃষ্টি মনুষ্য পুত্র,
মূল এক বুকের পত্র - হায় হায় গো - জল পানি এক, নাম বিভেদ মাত্র,
অভিন্ন নারী স্বরূপা, যেই হাওয়া সেই শতরূপা,
নামাজ রোজা ধ্যান অজপা, একই স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য।।
- মিল - একই উপাদানে যদি হিন্দু মোসলেম গড়ে,

তবে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা করে, কেউ করো না দেশের ক্ষতি।

- মুখ - সাম্প্রদায়িকতা ভুলে, সব জাতি একত্রে মিলে, করো দেশোন্নতি ॥
- ডাইনা - কামার কুমোর মালো ছুতার, যত হাড়ি ডোম ভুঁইমালী চামার,
ধোপা নাপিত যবন জোলা তাঁতি;
আমরা সবাই ভারতমাতার ছেলে, বর্ণ বৈষম্যতা ভুলে,
সবে মিলে গাও মিলনের গীতি,
কোন জাতি করলে ত্যজ্য, রাষ্ট্রের অভাব অনিবার্য,
রক্ষা করতে হলে রাজ্য, কার্যে লাগে ছত্রিশ জাতি।
- খাদ - বিশ্বপ্রেমে সবাই মজ, বোঁজ পরপ্রীতি ॥
- ফুকার - মোদের রাষ্ট্রধর্ম নিরপেক্ষ, সবার লক্ষ্য হবে এক সমান,
আমরা এক জাতি এক প্রাণ : হায় হায় গো,
হিন্দু মোসলেম বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টান।
বর্ণ-বিদ্বেষ দূরে ফেলে, ভাই-এ ধর ভাই-এর গলে,
জাতীয় পতাকা তলে, সবে মিলে করব আয়দান ॥
- মিল - হিংসা বিদ্বেষ না হলে শেষ, দেশ হয় না উন্নত,
আফ্রিকার জঙ্গলের মতো, কেউ হইওনা ভ্রাতৃঘাতী ॥
- অন্তরা - ভাইরে, কিসের হিন্দুস্থান, কিসের পাকিস্তান, মহাপ্রস্থানের আর বাধা নাই।
মোরা কেউ যাব শ্মশানে, কেউ বা গোরস্থানে,
শেষের দিনে একই স্থানে ঠাই ॥
আম্মা হরি নিয়ে মস্ত লাঠালাঠি, ভাই-এ হয়ে শত্রু ভাই-এর মাথা কাটি,
হিন্দুর দেহে যে সব জল বায়ু মাটি,
মুসলিমের আব আতস ঝগ আর বাই।
হিন্দুর বেদে বলে সোহহং ব্রহ্মবাদ, কোরাণ বলে কোল হু আম্মা হু আহাদ,
অজ্জ নিত্যব্রহ্ম আম্মা হু সামাদ, বেদ কোরাণে অভিন্ন দেখ ভাই ॥
- পরচিতান - যত হিন্দু মোসলম একা হলে, দেশের দুঃখ যাবে চলে,
সবে মিলে করো সেই চেষ্টা।
- পাড়ন - আমরা মিলে আর্যে অনার্যে, জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকার্যে,
করব রাজ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা ॥
- ফুকার - ছাড় ধর্ম নিয়ে দলাদলি, কোরাণে কয় আম্মা হয় আদিম,
বেদে ব্রহ্ম হয় অসীম - হায় হায় গো - পুরাণে সে জড় মাছ কাছিম।
বেদ পুরাণে নাইকো অমিল, যেই হরি সেই হোবহানা জিল,
আল হামদো লিগ্নাহে রাব্বিল, হিন্দুর রাম আর মুসলিমের রহিম ॥
- মিল - কবি নকুল বলে ভুলে গিয়ে জাতি বৈষম্যতা, -
জালাও মিলন মন্ত্রে ভারতমাতা, প্রভাত হবে দুঃখের রাত্রি ॥

কংগ্রেসের স্মৃতি নীতি মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - হল বাংলা দেশের দুরবস্থা, কে করবে তার সুব্যবস্থা,
পাণের রাস্তা প্রশস্ত অতি ।
- পাড়ন - এখন যেদিকে চাই সেদিকে দেখি, আসল নাই ভাই সবই মেকী,
কুমীর হল ঘরের ঢেঁকি, কি হবে গতি ।।
- ফুকার - যখন ইংরেজ গেল কংগ্রেস এলো, ভারত বসীর ছালা জুড়াতে,
দেশের অভাব পূরাতেঃ হায়গো, মহাঘোর মহত্ব বাড়াতেঃ
ব্রিটিশ যুগের ধরাপাতে, যা লেখা রয় ধরা মতে,
ইংরেজের সেই ঝাড়াপাতে, কংগ্রেস এলো কলম ঘুরাতে ।।
- ফুকার - আগে ধর্মঘট আর সত্যগ্রহ, অস্ত্র ছিল গান্ধি মহাশয়,
করতে এই দেশের উদ্ধারঃ হায়গো, যার প্রতাপে ব্রিটিশ মানে হার,ঃ
কংগ্রেসের এই রামরাজত্বে, ধর্মঘটী জন্ম করতে,
ভয় করে না গুলি মারতে, রামরাজত্বে রাবণের ঘংকার ।
- মিল - আগে ইংরেজরা যা করে নাই বিদ্রোহিতার ডরে,
এখন করতেছেন তাই অকাতরে, গৃহশত্রু চুকে ঘরে ।
- মুখ - ঘরসজ্জানী বিভীষণে, ঘরের খবর সবই জানে
দিন দিনে এ দেশ শোষণ করে ।।
- ডাইনা - আগের ট্যাক্স ব্যয়ের ট্যাক্স, যত হাঁস মুরগী ছাগলের ট্যাক্স,
নিত্য নুতন কত ট্যাক্স বাড়ে,
আবার দেখতে পাবেনঃ দুদিন পরে, বৌ নিয়ে ঘুমালে ঘরে,
ট্যাক্স হবে মিটার অনুসারে,ঃ
কে ঘুচাবে দেশের কপাল, মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষীগোপাল,
নিজেই এবার সামাল সামাল, কামরাজের কল্লনার ডরে ।।
- ফুকার - ওনি ওস্তা দমন আইন করেছে ওস্তাধরা যায়না কিছুতে,
আইনে পারেনা ছুঁতেঃ হায়গো, ওস্তাধরি আছে পিছুতে,ঃ
ওস্তা ধরার পাভা যারা, পার্বণী পায় মাসোহারা, ভূত ছাড়াতে সরষে পড়া,
সরষেকেই পেয়েছে ভূতে ।।
- ফুকার - আগে অপরাধী ধরতে হলে ওয়ারেন্টে নজীর দেখাতো,
এখন লাগেনা ততঃ কংগ্রেসী যুগ কত উন্নত,ঃ
নিরাপত্তা আইনের জোরে, পুলিশে রাজত্ব করে,
যারে ইচ্ছা তারে ধরে, গরু ভেড়া ছাগলের মত ।।
- অন্তরা - রমনীর গর্ভ আধার থাকবেনা আর, জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে ।

এই সব নিয়ন্ত্রণ আইন কোথায় ছিল, সগর আর গাফারীর কালে।।
কংগ্রেসীরা কি পাষন্ড, কেটে নারীর গর্ভভাণ্ড,
পুত্র কন্যার আসা পন্ড, করবে সমূলে।
না হয় খসায় পুরুষের অণু, মিশাবেন শিখভীর দলে।।
শতকরা আশি জন আছে, বাবা হওয়ার সাধ রয়েছে,
তাদের ঘরের গির্দীর কাছে, এই আইন চালালে।
তাদের বাপ ডাকার সাধ মিটাবে কি মন্ত্রীরা সকলে মিলে।।

- পরচিতান - নাকি অশ্ব নিয়ন্ত্রণ করিলে, দেশের অভাব যাবে চলে,
বিজ্ঞ দলে দিয়েছেন আশ্বাস।
- পাড়ন - যথায় মুখ্যমন্ত্রী লোকের কাছে, পায় হেঁটে ভোট ভিক্ষা যাচে,
সেই দেশের যে অভাব ঘোচে, কে করে বিশ্বাস।।
- ফুকার - দেখি ফুটপাথের দোকানী ধরা, এন্ফোর্সমেন্টের পুলিশের নিয়ম,
ওরা মরা মারার যম : হায়গো, স্থান বিশেষে ঘটে ব্যতিক্রম, :
নাখোদা মসজিদের পাশে, ফুটপাথে যে দোকান বসে,
কেউ না তাদের কাছে ঘেঁষে, শেষে যদি ভোটে পড়ে কম।।
- ফুকার - কেহ নাখোদা মসজিদে গিয়ে, সেজদা দিয়ে পড়ে খোদার পায়,
কতো মোনাজাত জানায়, :
হায়গো - ফিরে যদি গদী পাওয়া যায়, :
আম্মাহো বিস্মিতা বলে, মিশে গেলেন মোম্মার দলে,
যা হতেনা ভোটের বলে, কাছা খুলে তাও করেন আদায়।।
- মিল - কবি নকুল বলে কালে কালে আরও কত দেখি,
অন্ধ হোক মোর মন্দ আঁখি, এ দৃশ্য না চোখে পড়ে।।

বাংলার অপমৃত্যু (উদ্ধাস্ত পুনর্বাসন) মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - দেখি রিকিউজী পুনর্বাসন, কংগ্রেসের গুপ্ত প্রহসন,
এর ভিতরে কত ভীষণ, যড়যন্ত্র পাই।
- পাড়ন - তোমরা ভুলে যাও বাঙ্গালীর স্বভাব, বাংলাদেশে স্থানের অভাব,
এক বাক্যে দিয়েছেন জবাব, মন্ত্রীরা সবাই।।
- ফুকার - আমরা বাংলা দেশে জন্মিয়েছি, বাঙ্গালী সব বেঁচে আছি,
এই বাংলার মাটি জলো তাহিতে, লোক সমাজে পরিচিত বঙ্গভাগী বলেঃ
হায়গো, হয়ে বাংলা মায়ের অনুরক্ত, আমরা সব বাঙ্গালী ভক্ত,
চৌদ্ধ পুরুষের বুদ্ধের রক্ত, মোদের বাংলা মাটির ধূলে।

- ফুকার - যখন এই বাংলায় জন্ম জনিত, মোদের অঙ্গে প্রবাহিত,
বাংলার মাটি বাংলার জল, তখন সেই বাংলায় বাঙ্গালী কেন পাবেনা দখলঃ
হায়গো-যত অকার-আদির ধরে কেশে, পাঠাইয়ে দাও রুটির দেশে,
সাজায়ে দাও প্রাচীন বেশে, দিয়ে মূল সম্বল লোটা কদমল ॥
- মিল - মোদের বাংলাতে বাঙ্গালী জাতির স্থান হবেনা কেন,
কংগ্রেসীরা যদি জানানো, সে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।
- মুখ - বাঙ্গালী হও সদ্ব বন্ধ, এখন ন্যায়ের দণ্ডে করে যুদ্ধ, বাংলা দখল লবে ॥
- ডাইনা - বিধান কর্তা সোজাসুজি, বললেন বাংলার যত রিকিউজি,
মুখ চেয়ে আর থেক নাকো ভূমি :
তোমরা বাংলাদেশে আর পাবেনা, সূচ্যগ্রন্থ ভূমি :
উড়ি ঘাসে দেশ ঘিরেছে, বাংলাতে শিকড় গেড়েছে,
আগাছা ফেলে দাও বেছে, স্থানের অভাব ঘুচে যাবে।
- খাদ - ঘাগরা ওড়না দূর না হলে ধুতির মান কি রবে ॥
- ফুকার - মোদের বাংলা মাকে একা ফেলে, দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলে,
হবে মাতৃবধের পাপ,
তোমরা বাংলার বুকে থেকে দেখাও বাঙ্গালীর প্রতাপ :
হায়গো, তোমরা ব্রিটিশ সিংহের বেশর কাটো, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লোটো,
তেমনি আবার জেগে ওঠো, বাংলার জংলা কেটে করো সাফ ॥
- ফুকার - দেখে বাঙ্গালীর সংগঠন শক্তি, অবাস্তালী কয়েক ব্যক্তি,
যুক্তি করলেম অন্তরেঃ ওসব ইংরেজবেদা বাঙ্গাল জাতি পাঠাও দীপান্তরেঃ,
হায়গো, তাইতে কারোরে দেয় আন্দামানে, কারোরে দণ্ডকের বনে,
বাঙ্গালীরা এ জীবনে, যেন একা হতে না পারে ॥
- মিল - মোদের মুখ্যমন্ত্রী পক্ষাঘাতে অর্ধ অঙ্গ হয়ে,
কেন্দ্রের পানে আছেন চেয়ে, যো ছকুমের দাওয়াই খাবে ॥
- অন্তরা - আসামের বনের ভিতর, বেঁধেছে ঘর, যাযাবর বাঙ্গালী জাতি।
তার প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে, বাঘের ঘরে কাটায় রাত ॥
পাথর ভেঙ্গে লাসল চালায়, পাহাড় কেটে সোনা ফলায়,
বীশের খুঁটি খড়ের চালায়, বান্ধে বসতি।
তাদের দুঃখ দেখে, হাসি মুখে, কোল দিলেন পাষণ প্রকৃতি।
বাঙ্গালীর একতা দেখে, গান্ধী টুপির আড়ে থেকে,
কে জানি বলিলেন ডেকে, আসামের প্রতি।
তোমরা বাঙ্গাল বেদা মন্ত্র দিয়ে, লেলিয়ে দাও পাগলা হাতি ॥

- পরচিতান - যাদের চাল চলন সব মুসলমানী, চাচা ফুফা নানা নানী,
এই সকল ইসলামী বানী, মুখে অবিরাম।
- পাড়ন - তারা বাঙ্গালীর এই শ্রুতি চাদর, কোন জ্ঞানে করিবে আদর,
মোতির মালা পেলো বাদর, বোঝে কি তার দাম।।
- ফুকার - ওনি এবার গিয়ে করাচীতে, নুন-নেহেরু টাক দাড়িতে, যুক্তি করেছেন খাসাঃ
দিলেন বাংলার মাটি দোস্তের হস্তে গোস্তের ভালোবাসা :
হায় গো, বলেন নুনের গুণ তো রাখলেম এবে, বিহারেও কিছু পাবে,
বাংলাদেশের মাটি হবে, বুঝি হরির লুটের বাতাসা।।
- ফুকার - ও সেই নুন-নেহেরু চুক্তির জোরে, পাকিস্থান যে জুলুম করে,
মন্দ বলতে পারোনা ও সব বাংলা ধ্বংসের মহামন্ত্র কেন্দ্রীয় প্রেরণা, :
হায় গো, যদি দাড়ি-আলায় মারে ঘুঘি, চাঁদি ছোলা বড়ই খুসী,
চড় দিলে কয় প্রাণপ্রেরসী, আমায় অমন করে মেরোনা।।
- ফুকার - যেদিন লেডি নুনের চটি খোলে, নেহেরুজী ধরে তোলে,
রাস্তা করতে দোস্তকে, : তিনি স্বস্থানে যতনে পরায় সেই প্রিয় বস্তকে, :
হায়গো - রাজ্যের ন্যায়ের দস্ত যার শ্রীকরে, সে যদি ঐ চটি ধরে,
লেডি নুনের চটি পড়ে, যত ভারতবাসীর মস্তকে।
- মিল - কবি নকুল বলে, কেউ ভুলনা কপট বড়যন্ত্রে,
নেতাজীর সেই অগ্নিমন্ত্রে বাঙ্গালীর পরীক্ষা হবে।।

স্বাধীনতার স্বরূপ মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - আমরা দুইশত বৎসর অধীন ছিলাম, সাজিয়ে বিদেশরী গোলাম,
এখন নাকি স্বাধীন হলাম, গর্ব করে কই।
- পাড়ন - কিন্তু স্বাধীন হয়ে পাপের আওন, বেড়ে গেছে বাহাতুর গুণ,
ভুলের বশে খেয়েছি চুন, মনে করে দই।।
- ফুকার - আমরা স্বাধীন মন্ত্রে নিয়ে দীক্ষে, চৌর্য্য বৃষ্টি করি শিক্ষে,
কল্পবৃক্ষে বিষফল ফলতেছে, :
তাইতে চতুর্দিকে মহাপাপের দাবানল জ্বলতেছে, :
হায়গো দেশের যে কয়খানা উচ্চ আসন, তার ভিতরে গলদ ভীষণ,
চৌর্য্যবৃষ্টি বিলাস ব্যসন, পাপের কম্পিটিশান চলতেছে।।
- ফুকার - যারা দেশের নেতা মস্ত মস্ত, গদীর নেশায় সবাই ব্যস্ত,
উদয়াস্ত স্বার্থের হানাহানি, সাজেন কোন মন্ত্রী রাজাধিরাজ কোন মন্ত্রী রানী :
উদয়াস্ত স্বার্থের হানাহানি, সাজেন কোন মন্ত্রী রাজাধিরাজ কোন মন্ত্রী রানী :

হায়গো, আছে যে গদীর ভার যার উপরে, সেই কিছু পকেটে ভরে,
মুন্দং অস্ত্রে নিকাশ করে, পড়ে ত বিল টানাটানি।।

মিল - তারা কেউ কিনে মাছ ধরা জাহাজ, কেউ বা কিনে জরি,
কেউ কিনে বিলাসের তরী, বাবার ওদাম উদাম পেয়ে।

মুখ - অর্ধদন্ত কোটি কোটি, কে ধরিবে কাহার ক্রটি,
সবাই তারা এক তরণীর নেয়ে।

ডাইনা - মহাবন দণ্ডকারণ্যে, নাকি বাংলার রিকিউজির জন্যে,
খামা মশায় গড়েন ইন্দ্রপুরী
দেশের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরণ, এই পরিকল্পনার দরুণ,
পরাণ ভরে করুন এবার চুরি : যারা পরিদর্শনে যায়, পরিপূর্ণ দর্শনী পায়,
ভান্সা কাঁঠাল ভাগ করে খায়, রিকিউজীর মাথায় ধুইয়ে।

খাদ - কাঁঠালের আঠা লাগেনা নিলে তেল মাখায়ে।।

ফুকর - দেশের গান্ধীভক্ত বেশী যারা, পাশ করা ক্রিমিনাল তারা,
কংগ্রেসেরে সিঁদুকে ভরেছে ;
হয়ে কংগ্রেস তাদের খামাধরা, থাকে পাছে পাছে, :
হায় গো, তারা চাউল কিনিয়ে সস্তা দরে, মজুত করে গোলা ভরে,
কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, শেষে চোরা দরে বেচতেছে।।

ফুকর - মোদের সোনাফলা বঙ্গদেশে, বাঙ্গালী রয় উপবাসে,
দিনের শেষে জোটেনা একবেলা, :
মোদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে যারা ভরে গোলা : হায় হায় গো,
তারা কোটিপতি মাড়োয়ারী, কংগ্রেস তাদের আজ্ঞাকারী,
মজুতদার চোরা কারবারী, বুঝি ওদের হয় পিসার শালা।।

মিল - দেশের রক্ষক যদি ভক্ষক সাজে, রক্ষা করবে কেবা,
করে না বুঝিয়ে জহর সেবা, দেশ গিয়েছে বিবে ছেয়ে।।

অন্তরা - বুঝি বাঙ্গালীর স্থান হবেনা আর, বাংলার মাটিতে।
হবে বাংলাদেশটা পরিণত, হিন্দী ঘাঁটিতে।।
হায়গো, মিল ফ্যাকটরী কলকারখানা, অবাঙ্গালী চৌদ্দ আনা,
বাঙ্গালীর আসন মিলেনা, মজুর খাটিতে।
আমরা ছাত্রর খাটের স্বপ্ন মিটাই, ছেঁড়া পাটিতে।।
হায়গো, স্বাধীনতার এই প্রচেষ্টা, বাঙ্গালী বিপ্লবের অষ্টা,
হাসিমুখে হল শেষটা ফাঁসী আঁটিতে।
নইলে স্বাধীন কি আর হত দেশটা ছাত্তু রুটিতে।।

- পরচিতান - ওনি দুর্নীতি দমন বিভাগে, লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে,
কারে দমন করবে আগে, দুশ্চিন্তার বিষয়।
- পাড়ন - ওরা লেংড়া ধোংড়া ট্যাংরা ধরে, রাঘববোয়াল যদি পড়ে,
জাল ছাড়িয়ে পালায় ডরে, চাকরি যাবার ভয়।।
- ফুকার - ওনি শিবপুরের বোটানিকালে, এন্ফোর্সমেন্ট পুলিশের দলে,
আইনের জালে বাগানটা ঘিরেছেঃ
নাকি কয়েকজোড়া রাঘববোয়াল সেই জালে ধরেছেঃ,
হায়গো, দেবি রূপচাঁদের এমন মহিমা, দাড়ি কেটে করে কমা,
সহায় হয়ে রাসা মামা, সে কেস্ খামাচাপা দিয়েছে।।

কংগ্রেস নীতি মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - ভাইরে, স্বাধীন হয়ে ভারতবর্ষ, লেগেছে যোর ত্রাহস্পর্শ,
বিমর্ষ সব দেশের বাঙ্গালী।
- পাড়ন - যত বাংলা মায়ের বুকের সন্তান, কিবা হিন্দু কি মুসলমান,
সবার ভাগ্য একই সমান, সবাই কাঙালী।।
- ফুকার - যখন ব্রিটিশের অধীনে থাকি, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নদেবি,
দেশ কবে স্বাধীন হবেঃ মোদের সকল দুঃখ যাবেঃ হায়গো—
কিন্তু স্বাধীন হয়ে এখন দেবি, যা ভেবেছি সবই ফাঁকি,
কুমীর হল ঘরের ঢৌকি, এখন বংশসূদ্ধ খাবে।।
- ফুকার - রাজা অশোক ছিল স্বদেশ ভক্ত, দিয়ে নিজের বুকের রক্ত,
বাঁচাইত প্রজার প্রাণঃ স্বাধীন ভারতের কি বিধানঃ হায়গো—
তারা লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে, অশোকস্তম্ভের মার্কামারে,
চোরের নৌকা সাফাই করে, যেমন উড়ায়ে সাধুর নিশান।।
- মিল - যাদের মনে দুট অভিসন্ধি গান্ধী টুপি পরা, নিঃসন্দেহে করে তারা,
বিশ্বাসের ঘরে ডাকাতি।
- মুখ - রামধুন গায় আর বন্দর পরে, রামরাজত্বের ভঙ্গী করে,
ডঙ্কা মারে যেন লঙ্কাপতি।।
- ডাইনা - আর্ন্তজাতিক সেমিনারে, নাকি গান্ধীবাদ আদর্শ ক'রে,
কর্তারা সব সাজলেন কল্পতরুঃ
নাকি বিশ্বকে রক্ষা করিতে, গান্ধী প্রদর্শিত পথে,
চলতে বলেন কামরাজ আর নেহেরুঃ

গান্ধীবাদ যে বলে কারে, বুঝেছি তা হাড়ে হাড়ে,
কুটি চাইলে লাঠি মারে, ধনা রে অহিংস নীতি ॥

খাদ - নেহেরু রাজত্বে দেখি নিত্য নূতন রীতি ॥

ফুকর - শুনি কংগ্রেসী স্বাধীন ভারতে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে,
হবে নাকি আইন আরি, স্বাধীনতার বলিহারি, হায়গো -
এখন কে কয়টি সন্তান জন্মাবে, জহরলাল তার ক্ষম দিবে,
কংগ্রেসী রাজত্বে হবে, এবার খোদার উপর খোদকারি ॥

ফুকর - মোদের জহরলালজীর বৃদ্ধ পিতা, মতিলাল নেহেরুর কথা,
ভেবে আমি বাঁচিলেনঃ এই সব নিয়ন্ত্রণ আইন মেনেঃ হায়গো
যদি লাইসেন্সের ভয়ে হয়ে দুর্ধী, জন্মাতে হতেন বিমুখী,
আইনের কর্তা নেহেরু কি, তবে জন্ম নিতেন মেশিনে ॥

মিল - না হয় পুত্রাদি জন্মাইতে যারা ক্ষমতা সম্পন্ন,
এসব নিয়ন্ত্রণ আইন তাদের জন্য, আটকুঁড়ার কি হবে গতি ॥

অন্তরা - ছিল দুইশত বৎসরের উর্দ্ধে, ব্রিটিশের শাসন।
ভাইরে তার ভিতরে শোনে নাই কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণ ॥
হায়গো, বেশী সন্তান হলে পরে, ট্যাক্স হবে তার উপরে,
মোটো যে জন্মাতে নারে, নন্দিনী নন্দন।
তার বাপ ডাকার সাধ মিটাবে কি মন্ত্রীরা কয়জন ॥

পরচিতান - দেশে গো হত্যা নিবারণ কল্পে, কত মিটিং কত গল্পে,
শুনেছিলাম ন্যায়ের ভনিতা।

পাড়ন - এখন কে দিবে সে ন্যায়ের সাক্ষী, ভারত পরমুখাপেক্ষী,
কাঁধে চেপেছে অলঙ্কারী, কলির বনিতা ॥

ফুকর - হবে ভারতে গো হত্যা বন্ধ, অন্ধ হিন্দুর কি আনন্দ,
প্রবন্ধ করে শ্রবণঃ ভেসে গেল সুখের স্বপনঃ হায়গো
এখন গরু কিনতে কসাই সবে, গোবধ সার্টিফিকেট পাবে,
কোন গরুটা জবাই হবে, করবেন মন্ত্রীরা তাই নির্বাচন ॥

ফুকর - শুনি হত্যা কর্তা ধরতা যারা, হত্যাপাপের ভাগী তারা,
তত্ত্বের রীতি চিরকাল, দেশের পুড়ে গেছে কপালঃ হায়গো,
যদি প্রধান মন্ত্রীর বিধান বলে, ভারতে গো হত্যা চলে,
এক বাক্যে বলবে সকলে, হল গরু মারা জহরলাল ॥

মিল - হল শিশুমেধ নরমেধ যজ্ঞ স্বাধীন দেশের ভাগ্যে,
কবি নকুল বলে গোমেধ যজ্ঞে, সর্ব যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গতি ॥

দুনীতির মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - ছিল নিত্য সুজলা সুফলা, চিরদিন শস্যশ্যামলা
আমাদের এই সোনার বাংলাদেশ।
- পাড়ন - এখন লাভ করিয়ে স্বাধীনতা, দেশের শস্য গেল কোথা,
পাপের চিতায় পুড়ে কি তা, হলো ভস্মশেষ।।
- ফুকর - আমরা স্বাধীন হলাম এই ভারতে, কয়েক জনার পেট ভরাতে,
চৌদ্দ আনা মানুষ উপবাসী,ঃ
তারা অন্ন বস্ত্র চাইতে গেলে আইনে হবে দোষী : হায়গো,
বলবে ঝাওয়ার মিটার নীচে নামাও, দেশবাসী আজ খরচ কমাও,
স্বর্ণভেট টাকা জমাও, খেয়ে আটা বাজার ভূবি।।
- ফুকর - দেশে যতরকম কার্য আছে, সকল কাজের পাছে পাছে,
এক এক জনা মন্ত্রী থাকা চাই,
যেমন মোল্লার গাই কেতাবে আছে গোহালে না পাই : হায়গো
যেমন তত্ত্ব নাই তার শুধু তত্ত্বী, যত্ন নাই যার শুধু যত্নী,
বাদ্য নাই তার বাদ্য মন্ত্রী, কেবল সাজে আছে কাজে নাই।।
- মিল - মোদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে,
যে সব পুষ্টিকর খাদ্য দিতেছে, গোষ্ঠী যাবে যমের পুরে।
- মুখ - অনেক ফকির হলে পরে, দরগাবাড়ী নষ্ট করে,
তেমনি হল বিধানসভা ঘরে।।
- ডাইনা - কয়টা চাউল হয় কয়টা ধানে, এসব কৃষিতত্ত্ব যে না জানে,
কৃষিমন্ত্রী করে দিলেন তারে,ঃ
তিনি নিজের হাতে কাজ করেনা, ক্ষেত বামারের ধার ধারেনা,
ঘরে বসে লেভীর ফর্দ ধরে, :
তৈলমন্ত্রী আজ তেল হারাইয়া, তেল দিয়েও তেল না পাইয়া,
তেলমাথা বহুতা দিয়া, মোদের মাথা ঠান্ডা করে।
- খাদ - নিত্য নুতন আইন প্রণয়ন, যার মনে যা ধরে।।
- ফুকর - মোদের আইনমন্ত্রী আইনের বলে, নুতন আইনের বেড়াজালে,
তাল বেতালে মানুষ করে বন্ধ,ঃ
কেহ উচিত কথা বলতে গেলে, হবে আইন বিরুদ্ধ, : হায়গো
তারে দেশদ্রোহী শত্রু বলে, শিকারী কুকুরের বলে,
ধরে নিয়ে ভরে জেলে, করে গণতন্ত্রের শ্রাঙ্ক।।

- ফুকর - আবার মৎসমন্ত্রী মাছ না পাইয়া, টিকটিকি গিরগিটি খাইয়া,
মৎস্য খাওয়ার বিকল্প শিখাবেঃ
আবার খাদ্যমন্ত্রী চাউল না পেয়ে কাঁচকলা দেখাবেঃ
হায়গো, ওরা বিকল্প পথ ধরতে ধরতে, বিকল্প আইন গড়তে গড়তে,
খাপদাদার বিকল্প করতে, হয়তো শুরু করে দিবে।।
- মিল - যেমন নানা মুনীর নানা মতে ধর্মের ঘটে হানি,
তেমনি অসংখ্য মুনীর আমদানি, রাষ্ট্রেরই অনিষ্ট বাড়ি।।
- অন্তরা - আমরা কংগ্রেসের এই কন্ট্রোল নীতি দেখলেম অনেকবার।
তাতে রেশন একটা পেয়ণযন্ত্র, সরকারী রোলার।।
হায়গো, যে জিনিসে কন্ট্রোল করে, সে জিনিস যায় বাজার ছেড়ে,
অসাধু ব্যবসায়ী করে আটওণে বেপার।
আমরা অনশনে, অর্জুশনে, করি হাহাকার।।
হায়গো, লক্ষপতির যক্ষের গোলা, সম্মুখে কন্ট্রোলের তালা,
পেছন দিকে আছে খোলা গুপ্ত রজস্বার।
কত আত্ম আত্ম গোটাকত্ম, হয়ে যায় পাচার।।
- পরচিতান - তুনি অম্মাং ভবন্তি ভূতানি, অম্মগত জীবের প্রানী,
মূর্খ চাষী জ্ঞান বিজ্ঞানী, সবাই অম্মের দাস।
- পাড়ন - যারা সেই অম্ম যোগাতে নারে, গদী চায় কোন অধিকারে,
বিত্রোহের আগুনে পুড়ে, রাষ্ট্র হবে নাশ।।
- ফুকর - তুনি ভারতে যে শস্য হবে, সরকারী ওদামে যাবে,
বটন হবে ন্যায্য আইনের বলেঃ
কিন্তু ঘুষখোরী পুঙ্খরা যখন লাগবে তলে তলেঃ
হায়গো, যাবে টাকার জোরে অনায়াসে, মাল ওদামের তালা খসে,
গুপ্তপথে নিবে চুষে, যত রক্তচোষার দলে।।
- ফুকর - মন্ত্রী লাল বাহাদুর বিধান করে, সপ্তাহে প্রতি সোমবারে,
অনাহারে একবেলা থাকিলেঃ
দেশের খাদ্যের অভাব লাঘব হবে, আমার মত হলেঃ
হায়গো, তিনি এক বেলায় যা ফলার করে, লিষ্টি দেখলেম যুগান্তরে,
আমাদের গরীবের ঘরে, তাতে এক সপ্তাহ চলে।।
- ফুকর - যদি স্বর্গবিশে কাজ না করে, মিলিটারী চুকে ঘরে,
লুটে নেওয়ার অনুমতি হলঃ

আগে শুনেছি কবীর হাস্যামা, এবার দেখা গেল : হাস্যগো
আমরা অধীন থেকে যা করিলাম, স্বাধীন হয়ে সব হারিলাম,
এ স্বাধীনের পায়ে সেলাম, বরং গোলাম ছিলাম ভাল ।।

রেশন বরাদ্দ মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - দেখি স্বাধীন হয়ে ভারতবর্ষ, লেগেছে ঘোর ত্র্যহস্পর্শ,
বিমর্ষ সব দেশের জনগণ ।
- পাড়ন - এখন দেশজুড়ে উঠল হাহাকার, দিনান্তে জোটেনা আহা,
কে প্রতিকার করবে তাহার, অরণ্যে রোদন ।।
- ফুকার - পেল ফইচকারা সব মিনিস্টারী, দেশটা বাপের জমিদারী,
যা তা বলে লজ্জার মাথা খাইয়া :
যত নজ্জার লোকের সোচ্চার গলা গদীর দখল পাইয়া ।
তারা কেহ বলে কম করে খেতে, কেহ বলে গম বেশী খেতে,
আবার কেহ বলে দম দিয়ে যেতে, কেবল কাঁচকলা খাইয়া ।।
- মিল - কেহ বিধানসভায় স্যাম্পল দেখায় খেয়ে সহজ খাদ্য,
বলে আলুসেদ্ধ কলাসেদ্ধ, খেয়েও মানুষ বাঁচতে পারে ।
- ফুকার - একটা রেশনের ফ্যাসন করেছে, তাই খেয়ে কি মানুষ বাঁচে,
তিন চার দিনে রেশন যায় ফুরাইয়া :
শেষে ব্ল্যাকমার্কেটে কোথা পাবে, সেদিক থাকে চাইয়া : - হাস্যগো
যারা রেশনের বরাদ্দ করে, গিয়ে দেখুন তাদের ঘরে,
চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে, নিত্য পোলাও কোন্‌মা খাইয়া ।।
- অন্তরা - ওনি রিফিউজীর ভারে না কি এ দেশ হল ভার ।
কেহ খাল কেটে কুমীর আনিলে বংশ গিলে তার ।।
হাস্য গো - বাংলা ভাগের লিষ্টি করে, রিফিউজী সৃষ্টি করে,
তোমরাই ত তাদের করে, দিলে ভিক্ষাধার ।
এখন বাধ্য হয়ে খাদ্য জোগাও, নইলে ভাঙবে ঘাড় ।।

- হায়গো - না হয় তোমরা আইনের জোবে, পূর্ববঙ্গ আন কেড়ে,
রিফিউজী যাবে সরে, কেউ রবে না আর।
তোমরা তখ্তে যদি থাকতে চাও, জোগাও আহা।।
- পরচিতান - হল চাউলের কিলো তিন রূপাইয়া, দেশবাসী ব্যস্ত না হইয়া,
আলু কচু খেঁচু খাইয়া, ঘুচাও ক্ষুধার ক্রেশ।
- পাড়ন - যদি ফলমূল খেয়ে বাঁচতে পারে, বন্যপশুর ব্যবহারে,
খাজানা ট্যান্স দিব কারে, কনমানুষের দেশ।।
- ফুকর - শুনি পশুমন্ত্রীর পশু ব্রত, দুষ্কাজাত দ্রব্য খত, আইনের বলে বন্ধ করে দিবে,
তাতে লক্ষ লক্ষ মিষ্টিওলা বেকার হয়ে যাবে, হায়গো
তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার তরে, যে টাকার প্রয়োজন করে,
পুন্ডীর পুতের লুপ্তি খেড়ে, কি সে ক্ষতিপূরণ হবে।।
- ফুকর - না কি ছানার মিষ্টির পরিবর্তে, খাজাগজা জিলপি করতে
পশুমন্ত্রী অনুমতি করে,
কতু ছানার সঙ্গে চেনাশোনা ছিলনা তার ঘরে, হায়গো -
যারা বাতাসাকে মিঠাই বলে, পশুমন্ত্রী তাদের ছেলে,
খাজাগজার গন্ধ পেলে, তাদের জিত দিয়ে জল সরে।।
- ফুকর - দিয়ে জহরলালের চিতাভস্ম, দেশের যত খাদ্যাশস্য, উফঃ হয়ে
গিয়েছে পলাইয়া, হায়গো আমরা খোদ হইতে চাই
খোদের উপর খোদদারী চালাইয়া, হায়গো
এখন দেশবাসী হইওনা ক্ষুধ, জহরলালের শ্রাঙ্কের জন্য,
অমম্বাড়া হবিষ্য কর কচুপোড়া খাইয়া।।
- ফুকর - শুনি বড় লোকে অন্ন কম খাবে, বিকল্প ব্যবস্থা হবে,
এর চেয়ে আর গল্প বলে কাকে,
তারা কম খাবে না বেশী খাবে, সে হিসাব কে রাখে, হায়গো
তারা কে কেমন বিকল্প করে, হাতে নাতে ধরা পড়ে,
যদি প্রত্যেকের উদরে, একটি টিকিন মিটার থাকে।।
- ফুকর - নাকি বড় লোকে চাউল বাঁচাবে, গরীবে পেট ভরে খাবে,
মুখ্যমন্ত্রীর মোক্ষবাক্য নিয়া,
বুঝি গরীবে পেট ভরে খাবে, সংবাদপত্র ধুইয়া, হায়গো
তারা সপ্তাহে যা রেশন পাবে, চার দিনে ফুরিয়ে যাবে,
বাকী কয় দিন পেট ভরাবে, বুঝি হাওয়া গাদন দিয়া।।

কন্ট্রোল মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - পড়ে ঘোর কলিকালের কবলে, বাঙ্গালীর ভান্সা কপালে,
অম্পূর্ণা হলি বুঝি বাম।
- পাড়ন - দেশের অম্পূর্ণ সন্তানের উপর, অম্পূর্ণা হলি কাতর,
বৃথা কেন লব মা তোর, অম্পূর্ণা নাম।।
- ফুকার - মোদের যে বাংলা শস্যশ্যামলা, ছিল সুজলা সুফলা,
সেই বাংলায় আজ হল অনাসুন্নি, তাইতে দিনে দিনে
নষ্ট হল বাঙ্গালীদের কৃষ্টি : হায়গো, এখন অম্পূর্ণ নাই বাঙ্গালীর ঘরে,
স্ত্রী পুত্র না খেয়ে মরে, শস্য ভান্সারের উপরে, পড়লো কন্ট্রোল রাষ্ট্র দৃষ্টি।।
- মিল - যত বঙ্গবাসী মজুর চাষী থাকে উপবাসে,
কপট ভক্ত বেশে রক্ত চোখে, মজুরদার চোরা কারবারী।।
- মুখ - চেয়ে দেখ তুই জগন্মাতা, যারা অম্পূর্ণ জগন্মাতা, তারাই আজ ভিখারী।।
- ডাইনা - কন্ট্রোল সিস্টেম এলো দেশে, জন্মে যত শস্য চাষীর চাষে,
সন্তান কিনে বস্তা ভরে তারা, : শেষে আসল মালে ভেজাল ভরে,
দ্বিগুণ মূল্যে কন্ট্রোল করে, অনাহারে দরিদ্র যায় মারা, :
তার উপরে রেশন শপে, পরিপূর্ণ মহাপাপে,
উনিশ কাটা ওজন মাপে, পরের ধনে কি পোন্দারী।
- খাদ - দিনে দিনে দেশ হতেছে ভীষণ অনাচারী।।
- ফুকার - হল জন প্রতি সপ্তাহের খাদ্য, তিনপোয়া চাউলের বরাদ্দ,
বাধ্য হয়ে ক্রয়কে কিনে যারা, : তাদের পাছে পাছে
লেগে আছে ঘুষখোরী পুঙ্খরা, :
হায়গো, তারা সার্চ করে বৈরাগীর ঝুলি, কেড়ে নেয় চাউলের পুটুঙ্গী,
উচিত আগে মেরে গুলি, এইসব দেশের শত্রু মারা।।
- ফুকার - দেখি রেল স্টীমার ট্রামে বাসে, এক জাতি শিকারী আছে,
মিছে মিছে যাত্রীর ঘাড় চড়ে, : তারা মেয়ের কোঁচা, পুরুষের কাছ
সকলি সার্চ করে, : হায়গো, কারো কোষ বিবৃদ্ধি থাকলে পরে,
চলবেন একটু ঈসিয়ারে, চাউলের থলি মনে করে,
শেষে কি ধরতে কি ধরে।।
- মিল - দেশের অম্পূর্ণ শিক্ষা স্বাস্থ্য যারা দিতে নারে,
তারা গদী চায় কোন অধিকারে, এটা নয় তার মামার বাড়ি।।
- অন্তরা - দেখি তেজবান ন সোণায় - এই হয়েছে কালের গতি।

কিন্তু ক্ষীণেকস্যক্তি গৌরবম্ — অত্যাচার দুর্বলের প্রতি ॥
 ডালহৌসী বিডন স্কোয়ারে, পুলিশের চোখের উপরে,
 বুক ফুলিয়ে যারা করে, দিনে ডাকাতি।
 সেই সব প্রকৃত দুর্ভজনের সনে,
 সারজেণ্টের নির্ভজন পিরীতি ॥
 ফুটপাথের দোকানী যারা, পাঁচ আইনের আসামী তারা,
 চোরামাল যার ওদাম ভরা, তাদের উন্নতি।
 তারা ঘুঘুখোরীদের বড় সাথের, ভাই এর মামার ভয়ীপতি ॥

- পরচিতান — দেখি বর্তমানের নূতন শোষণ, হার মেনেছে ব্রিটিশ শাসন,
 দেশে ঢুকল ভীষণ অনাচার।
- পাড়ন — এখন রক্ষক পায় ভক্ষকের নীতি, অত্যাচার দুর্বলের প্রতি,
 এই পাপের ভার বসুমতী, সেইতে নারে আর ॥
- ফুকর — আগে ইংরাজেরা টেক্স ধরে, দেশের বাগ্ন খালি করে,
 সেই ভরে আজ স্বাধীন হলেম সবে,ঃ
 এখন মশার চেয়ে বেশী রক্ত দেশী জোঁকে খাবে,ঃ
 হায়গো - এখন হাল গরুরও টেক্স ধরে, দেখতে পাবেন দুদিন পরে,
 বৌ নিয়ে ঘুমালে ঘরে, বুঝি টেক্স দিতে হবে ॥
- মিল — অধম নকুল বলে দেখে শুনে শিক্ষা করা ভালো,
 সময় থাকতে সমঝে চলো, বেলা আছে দন্ড চারি।

ভেজালের মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — নিয়ো মহাশয় গান্ধীর আদর্শ, স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ
 পরামর্শ ছিল বহুকাল।
- পাড়ন — দেখি স্বাধীনতা লাভের পরে, মহাশয়ের মহত্ব ছেড়ে,
 ঢুকলো কংগ্রেসের ভিতরে, দূরন্ত ভেজাল ॥
- ফুকর — মোদের বর্তমান ভেজাল রাজত্বে - ভেজাল ছাড়া কোন কিছু নয়,
 শুনি সকল লোকে কয়, হায় গো, জহরলাল আর ভেজালের হোক জয়,ঃ
 চাউলে ভেজাল পাথরকুঁচি, আটার ভেজাল তৈতুল বিচি,
 যা খেতে যমের অরুচি, তাই খেতেছি কংগ্রেসের দরায় ॥
- মিল — এখন যেদিকে চাই সেদিকে দেখি ভেজালের দৌরাঘা,
 চিনতে নারি স্বয়ং নন্দ, কোনটা মিথ্যা কোনটা খাঁটি।

- মুখ — খুলতে ভেজালের মুখোসটা, সবাই যদি করতো চেষ্টা,
তবে কি আর দেশটা হত মাটি।।
- ডাইনা — মহাজনের মুখোস পরা, যত ছদ্মবেশী দেশপ্রেমীরা,
ছলে বলে স্বার্থ সিদ্ধি করে,
যখন যারে পাঠায় ভেজাল ধরতে, আত্মস্বার্থের ঘোর আবর্তে,
পাপের গর্তে তারাও ডুবে মরে,ঃ
সরষে গেল ভূত ছাড়াতে সরষেকেই ধরে ভূতে,
মনে কয় সরকারের হাতে, জাল ভেজালের চাবিকাঠি।।
- খাদ — শঠে শাঠ্যাং সমাচরেং কে ধরবে কার ক্রটি।।
- ফুকার — যত কেমিকেলের কেমিষ্টরা, করে তারা ঔষধের নকল,
এ সব মানুষ মারা কল,ঃ “হায়গো” নিত্য নূতন গবেষণার ফল,
কেমিষ্টের প্রচেষ্টার ফলে, সব ঔষধে ভেজাল চলে,
রেস্টুরেন্ট আর চায়ের স্টলে, ভেজাল চলে চামড়া সিদ্ধ জল।।
- ফুকার — দারুণ ভেজালের আবর্ত হতে, দেবদেবীত পেলনা রেহাই,
কত মূর্তি দেখতে পাই : হায় গো মৃৎ শিলা আর ধাতু কাষ্ঠ নাই,ঃ
আখ চিবানো ছোবড়া দ্বারা, দুর্গা মূর্তি করে খাড়া,
খিনুক শামুক কাকড়ার চারা,
ভেজাল দিয়ে ভেজাল মা গড়াই।।
- মিল — যত হাট বাজারের মেছুনীরা তারাও ভেজাল জানে,
আলতা মেখে মাছের কানে, পচা করে জ্যান্ত খাঁটি।
- অস্তুরা — দেখি চৌদিকে ভেজালে ভরা, ভেজাল ছাড়া নাই সংসারে।
এখন আসল নকল চিনতে নারি, এই ভেজালের জালে পড়ে।।
বিলাতি ভিবাতে ভরা, সেন্ট মাখানো ময়দার গুঁড়া,
নাম ধরিয়ে কিউটিকুরা চলে বাজারে।
আবার হেজলীনে, ভেজলীনে ভরা, নরম চামড়া শক্ত করে।
গন্ধ তেলের গন্ধে ভুলে, অন্ধ হয়ে নারীকূলে,
হোয়াইট অয়েল মেখে কালো চুলে, প্রসাধন করে।
শেষে অকালে বার্কক্য এসে, কাঁচা চুলে পাকন ধরে।।
- পরচিতান — মিশে সরষের তৈলে কুসুমবিচি,
টাটকা ভেজাল পিয়াজ কুচি, ক্রটিভেদে গুচি হয় সকল।
- পাড়ন — বেচে ত্রিশ টাকা আফিমের তোলা, তাতে ভেজাল খয়ের গোলা,
মদের পিপা হলে খোলা, ভেজাল মিশে জল।।

- ফুকার - যত শ্রী লক্ষ্মী, আর ভগবতী, বনস্পতি ঘৃত এসেশে,
বারো ভেজালের বেশে, হায় গো, ভারতবাসীর গৃহে প্রবেশে, :
ভেজাল ঘূতে ভাজা, লুচি, হিন্দু রাষ্ট্রে মুখে কচি,
পও চর্বি ঘোর অণুচি, শুচি হল লুচির পরশে ॥
- ফুকার - ওনি সরকারী পরীক্ষাগারে, সব জিনিসের পরীক্ষা চলে,
তারা সন্দ না দিলে, “হায় হায় গো” ভেজাল বলে বলে সকলে, :
যে তেল খেয়ে মানুষ মরে, স্বচ্ছন্দে চলে বাজারে,
যারা তার পরীক্ষা করে, তারাও কি ঐ ভেজালের দলে ॥
- মিল - কবি নকুল বলে এই ভেজালের মূলে আছে যারা,
প্রচুর অর্থ দিয়ে করল তারা, স্বার্থসিক্তির কায়েমী ঘাটি ॥

ভোটের মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - আবার ইলেকসন এসেছে কাছে, বাঙ্গালী কি ভুলে গেছে,
গত ভোটের যত নির্যাতন ।
- পাড়ন - দেখি জনগনের ভোটের চোটে, গর্তের ইন্দুর মাচায় উঠে,
নিজের ঘরের বাঁধন কাটে, শত্রু বিভীষণ ।
- ফুকার - আবার ভোট নিয়ে সকলে ব্যস্ত, বাঙ্গালী সন্ত্রস্ত অতিশয়,
বড়ো সমস্যার বিষয়, হায়গো, আসল নকল বোঝা সোজা নয়, :
যে যখন গদীতে বসে, ঘাড় ভেসে খায় রক্ত চুষে,
কুমীরে যার বংশ নাশে, টেকী দেখলে কুমীর মনে হয় ॥
- মিল - এখন কেমন করে চিনবে লোকে, কে ভালো কে মন্দ,
দেখি স্বার্থলোভে সবাই অন্ধ, কেউ তাকায় না দেশের প্রতি ।
- মুখ - অন্তরে বিষ মুখে মধু, লোকচারে বজ্রতায় শুধু, সাধু সাজেন অতি ॥
- ডাইনা - অর্থের প্রলোভন দেখায়, কেই ভোট কিনতেছেন টাকা দিয়ে,
নিজে গিয়ে করেন উমেদারী, : ভাবে এখন ধরে পায়ে হাতে,
পারি যদি মন্ত্রী হতে, কিনে নিতে পারব জমিদারী :
মস্ত হয়ে অর্থের ঘোরে, দশ বিশ টাকার লোভে পড়ে,
ভোট দিয়ে সেই স্বার্থপরে, কেউ করে না দেশের ক্ষতি ।
- বাদ - মিষ্টি কথায় কেউ মজে না, বোজ পরশ্রীতি ।
- ফুকার - কেহ লম্বীকর্ণের অগ্নিশর্মা চরম্বুদ্ধি সুদ করে আদায়,
এখন ইলেকসনের দায়, : হায় গো দেশদরদী নাম নিয়ে দাঁড়ায়, :

- কেউ চুরি ডাকাতি করে, জেল খেটে এসে বাহিরে,
রাজবন্দী নাম প্রচার করে, ইলেকসনে বর্ষরকে ঠকায় ॥
- মিল - আমরা রাজবন্দী আর বিপ্লববাদী নাম শুনেই হই খুশী,
ওসব মার্কামালে ভেজাল বেশী, এমনি দেশের অধোগতি ॥
- অন্তরা - যারা ভোট দিতে সেই কংগ্রেসেরে ভাবতেছ বেতাল ।
তারা হুজুগে ধরোনা কেহ মরা বুকের ডাল ॥
হায়গো, ভারতের এই স্বাধীন তরী, কর্মনদী দিতে পাড়ি,
এতো দিন ছিল কাভারী, পণ্ডিত জহরলাল ।
করো তার চেয়ে পাকা কাভারী, কাণ্ডারে বহাল ।
হায়গো, দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে, স্বাধীনতার ঘোর আবর্তে,
কারে দিবে বৈঠা ধরতে, আগে হও সামাল ।
যেন মাঝ দরিয়ায় নিয়ে তরী, না করেন বান্ চাল ॥
- পরচিতান - দেখি ট্রামে বাসে রাস্তাঘাটে, ভোটের ক্যানভাচারের চোটে,
পথিকের বিরক্তি ঘটে, পথে চলা ভার ।
- পাড়ন - দেখি অসংখ্য নমুনায় খেলা, ছাতি, লাঠি, দাঁড়িপাল্লা,
লাঙ্গল বলদ বাগ্গতালা, কতো নমুনায় ॥
- ফুকার - তোমরা ছাতি ধর মাথায় করো, থাকবেনা আর রোদ বৃষ্টির ছালা,
লাঠি নিদানের বেলা,ঃ “হায় গো” রেশন মাপতে লও দাঁড়ি পাল্লা,ঃ
বলদ জুড়ে লাঙ্গল ধরো, পণ্ডিত জমি আবাদ করো,
মজুতদারের গুদাম ভরো, খালি বাজে তোমরা দাও তালা ॥
- ফুকার - অধম নকুল বলে বঙ্গবাদী, ভোটের আগে সবে করে জোট,
লও তার সদৃশের রিপোর্ট,ঃ “হায়গো” স্বদেশ প্রেমের কি কি আছে নোট,
কমজব তার বংশের ভিতরে, দেশের জন্য প্রাণে মরে,
নিঃস্বার্থ প্রেম যার অন্তরে, সমাদরে তারে দিও ভোট ॥

লৌহ যবনিকার অন্তরালে (হজরতবাল প্রসঙ্গ) মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - হল পাকিস্থানে ফারসলীলা, আয়ুবশাহী রাষ্ট্রের খেলা,
দেখেওনে দিল্লীওয়াল, আছেন নীরবে ।
- পাড়ন - ও সেই ধ্বংসকে করিতে ব্যরণ, না হলে গণ আগরণ,
দিল্লী মরবারে অকারণ, কান্দলে কি হবে ॥
- ফুকার - যখন বঙ্গ বিভাগ হয়ে গেল, নেহেরুজী বলেছিল, পূর্ববঙ্গে হিন্দু আছে যত,

- তাদের বিপদে আপদে, রক্ষা, কংগ্রেসের এই ব্রত, "হায়গো"
এখন গদীতে ছোঁয়ায়ে পাছা, কে দেখে কার মরা বাঁচা,
চোখ বুজে নেহেরু চাচা, আছেন বকস্মাশিকের মত ।।
- ফুকর - যখন কাশ্মীরে পেলেম গুনিতে, হজরতবাল মসজিদ হতে,
হজরতের চুল গিয়েছে চুরি,ঃ
ও সেই চুল নিয়ে কাশ্মীরে লাগল ভীষণ ঘড়োঘড়ি,
"হায়গো" ও সেই চুলের আগুন ছিটকে পড়ে, খুলনা যশোর ফরিদপুরে,
ক্রমে সব পাকিস্থান জুড়ে, হলো হিন্দুর শ্মশানপুরী ।।
- মিল - ও তো চুল চুরি নয় চুলের ছুতায় হিন্দু মারে যারা
আগে তাদেরে চাই রক্ষা করা, নইলে পড়বে ভোটে খাত্ত ।
- মুখ - পাকিস্থানের জংগী মতে, কংগ্রেস নারে বাধা দিতে,
নেহরু যে লিয়াকতের দোস্ত ।।
- ডাইনা - গঠন করতে মোসলেম রাষ্ট্র, আছে পাকিস্থানের যে অতীষ্ট,
স্পষ্ট ভাষায় করেছে ঘোষণা,
যত পূর্ববঙ্গের হিন্দু বংশ, স্বমূলে না হলে ধ্বংস,
পূর্ণ হয়না তাদের সে বাসনা,ঃ
বঙ্গ বিভাগ করল যারা, ধ্বংস যজ্ঞের হোতা তারা,
পূর্ববঙ্গের হিন্দু মারা, কংগ্রেসেরই বন্দোবস্ত ।।
- খাদ - এক টেবিলে দুজন মিলে, খেলেন গাওয়া গোস্ত ।
- ফুকর - যখন পাঞ্জাব পড়ল পাকিস্থানে, পাঞ্জাবী সব হিন্দু এনে,
পাকিস্থানে লোক বিনিময় করে,ঃ দিল পাঞ্জাবীদের পুনর্বাসন
ভারতের ভিতরে "হায়গো" কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুর বেলা,
কংগ্রেসের এই অবহেলা,
সেখের সঙ্গে ছলাকলা, কেবল কাশ্মীর রক্ষার তরে ।।
- ফুকর - যখন পাঞ্জাব হতে দলে দলে, মুসলমান সব গেল চলে,
তার বদলে হিন্দু যারা আসে,ঃ
তারা মুসলমানের স্বত্ব পেয়ে কারেমী হয়ে বসে,
"হায়গো" যদি পশ্চিমবাংলায় তেমনি হতো, মুসলমান সব চলে যেত,
পূর্ব বাংলার বাস্তব্যত, হিন্দুর অভাব হতো কিসে ।।
- ফুকর - এবার পূর্ববঙ্গের প্রতিবাসে, কলিকাতায় দাঙ্গা বাধে,
হিন্দু একটু গরম হয়ে ওঠে,ঃ
অমনি তাড়াতাড়ি মিলিটারীর গোলাগুলি ছোটে,ঃ

“হায়গো” যখন অসামান্য পণ্ডর করে, অসংখ্য বাঙ্গালী মরে,
তাদের জীবন রক্ষার তরে, কয়টা কামান বন্দুক ফাটে ।।

ফুকর - শুনি পাঞ্জাবী সেই গুলজারীলাল, মোসলেম-তরীর ধরেছে হাল,
ভুলে গেছে নিজের বুকের ব্যথা,
যদি এখনও পাঞ্জাবে থেকে যেতেন শেষের গুঁতা, :
“হায়গো” যদি মা ভায়ীরে লেংটা করতো, সেখ তুরুকে ইজ্জত মারতো,
তাহলে কি বলতে পারতো, এমন শেষ দরদী কথা ।।

মিল - জানি পরের বেলা বড় কথা সবাই বলতে পারে,
যদি বোকা পড়ে নিজের ঘাড়ে, ভারটা বড় লাগে মস্ত ।।

অন্তরা - শুনি উচ্চপর্যায় মন্ত্রী বৈঠক বসলো কলকাতায় ।
হল বহরমস্তে লঘুজিন্মা অজা যুদ্ধের প্রায় ।।
“হায়গো”, ভেবেছিলাম হিন্দু যারা, এবার বুঝি সবে তারা,
মুক্ত হবে যবন কারা, মন্ত্রীদেব কৃপায় ।
কিন্তু অভাগা দরিদ্র দেখে সমুদ্র শুকায়ে ।।
“হায়গো” যখন দস্যু কবলিত, হিন্দু প্রায় এক কোটির মত,
কোটির মাঝে গুটি কত, মাইগ্রেসন বিলায় ।
যেমন সাম্রাজ্যের পিপাসাতে শিশির বিন্দু প্রায় ।।
“হায়গো”, মন্ত্রী মিশন টুরে এলো, সঙ সৈজে ঢঙ করে গেল,
পাকিস্থানে মড়া মরল, এরা শ্রদ্ধ খায় ।
হল লাভের মধ্যে গান্ধুরামের রাবড়ি দৈ ফুরায় ।।

পরচিতান - যখন ব্রিটিশ রাজার অত্যাচারে, অসংখ্য দেশভক্ত মরে,
কয়টা আছে তার ভিতরে, অবাস্তবালীর নাম ।

পাড়ন - বাংলার বিপ্লবীরা দেশের কারণ, তুচ্ছ করে জীবন মরণ,
হাসিমুখে ফাঁসি বরণ, করেন ক্ষুদ্রিরাম ।।

ফুকর - মোদের রাষ্ট্র যদি গণতন্ত্র, গণজাগরণের মন্ত্র,
জনগণ আজ শিক্ষা করে নিয়ে, :
করো ফাংসযজ্ঞের আর্জি দাখিল রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে :
“হায়গো” হয়তো পাকিস্থানকে চেপে ধরুক, ক্ষয়ক্ষতি সব পূরন করুক,
না হয় কংগ্রেস সরে পড়ুক, সখের গদী ছেড়ে দিয়ে ।।

মিল - কবি নকুল বলে দুঃখ দিয়ে ভুজঙ্গ পুথিলে ।
শেষে ছোঁবল খেয়ে বিষের ছালে, ছলতে হবে উদয়াস্ত ।।

অন্তর্ভুক্তি নির্বাচন

নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান - শুনি দীর্ঘ কয়েক মাসের পরে, বাংলার বিধান সভায়,
আবার হবে শুভ চন্দ্রোদয়।
- পাড়ন - কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখলে পরে, ঘরপোড়া গাই ডরে মরে,
তেমনি বাঙ্গালীর অন্তরে, বিবিধ সংশয়।।
- ফুকর - যখন গত ইলেকসনের কালে, যুক্ত ফ্রন্টে গদি পেলে,
সবাই বলে আনন্দিত চিতে, আমরা মরব না আর ভাতে :
“হায়গো” কিন্তু দেখলেম কয়েক মাসের পরে, যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরে,
রাষ্ট্র শাসন গিয়ে পড়ে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতির হাতে।।
- মিল - কিন্তু তাতেও ঘুচলনা দেশের দুঃখদরিদ্রতা,
“এখন” আবার কেবা হবে নেতা, এই চিন্তা সবার অন্তরে।
- মুখ - ইলেকসন এসেছে কাছে, জয়মালা কার ভাগ্যে আছে,
কে বলিতে পারে।।
- ডাইনা - কংগ্রেসে আর কমুনিটে, আবার লেগে যাবে ওষ্ঠেপৃষ্ঠে,
কে কত লোক দলে নিতে পারে, :
কেউ হুজুগে না হয়ে মন্ত, রক্ষা করতে দেশের স্বার্থ,
ভোট দিবেন সেই ব্যক্তি বিচার করে, :
ভোটের আগে যে যা বলে, ঠিক থাকেনা গদি পেলে,
অর্থে কিংবা স্বার্থ ভুলে, ভোট দিবেন না স্বার্থপরে।
- বাদ - মিষ্ট কথায় লোক ভুলায়ে গোষ্ঠী ভাতে মারে।।
- ফুকর - যখন হাতে পাবেন ভোটের লিপি, রাখতে হবে সজাগ দৃষ্টি,
পার্টি গোষ্ঠী দলাদলি ছেড়ে, : যাবেন ব্যালট বাক্সের ধারে, :
হায়গো, মোদের একটি ভোটের মূল্য কত, সবাই আছেন অবগত,
গত ইলেকসনের মত, যেন অপারে না পড়ে।।
- মিল - মোদের গণতন্ত্রের মহামন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা,
যেন ভুলে গিয়ে সে সব কথা, কেউ যাবেন না দলে ভিড়ে।।
- অন্তরা - নেতা নির্বাচনে ইলেকসনে দাঁড়াবেন যারা।
যেন গত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন না তারা।।
“হায়গো”, হয়ে খাঁটি দেশ দরদী, ইলেকসনে দাঁড়ায় যদি,
অটুট রবে তাহার গদি, দেশ-প্রীতি দ্বারা।।
যুক্তফ্রন্টের ভাগ্য মন্দ, গদির মোহে হয়ে অন্ধ,

- তারা চৌদ্দ মতে করে দ্বন্দ্ব, ডুবালেন সাধের ডরা।
তাইতে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে, আবার এই ভাঙ্গা গড়া।।
- পরচিতান - বাংলার নেতা নির্বাচনের তরে, ১৭ই নভেম্বরে,
সেনবর্মা তো তারিখ করে যান।
- পাড়ন - এখন সাজ সাজ রব উঠেছে, কত ক্যানভাচার জুটেছে,
মাছির মত পিছে পিছে, করতেছে ভ্যান ভ্যান।।
- ফুকর - সেই সব ভোটের ক্যানভাচারের চোটে, ট্রেনে বাসে রাস্তা ঘাটে,
ফেটে যাবে লোকের কানের তাল, চলবে উদ্যোগ পর্বের পালা :
“হায়গো” কিন্তু তোমামোদে প্রলোভনে, কেউ মিশবেন না কারো সনে,
খাঁটি যারে হবে মনে, দিবেন তার গলে জয়মালা।।
- মিল - কবি নকুল বলে আছাড় খেলে পিছল পথে গিয়ে,
শেষে চলতে হয় তার পা টিপিয়ে, আবার যেন না যাই পড়ে।।

পতিতা উদ্ধারের মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - তুনি কংগ্রেসী শাসনের কীর্তি, ঘুচাতে পতিতাবৃত্তি,
করেছেন এক আইন আবিষ্কার।
- পাড়ন - তারা তরাতে সব পতিতারে, পতিতপাবন অবতারে,
করতেছেন বেশ্যার উপরে, ভীষণ অত্যাচার।।
- ফুকর - কিন্তু পতিতা বলিতে গেলে, শুধু কি সব বেশ্যারে বুঝায়,
যদি চশমা খুলে চায়ঃ হায়গো, দেখতে পাবে পতিতা কোথায়, :
পার্ক লেকে আর হোটেল, নির্জন পল্লীর ঝোড়জংগলে,
বাবুদের সব রঙমহলে, অসংখ্য পতিতা দেখা যায়।।
- মিল - কেহ বিয়ের নামে শিউরে ওঠে, থাকতে চায় কুমারী,
কিছুদিন কলেজে পড়ি, যখনে পাস করে আই. এ.।
- মুখ - স্টুডেন্ট বন্ধু দেখলে পরে, চোখে চোখে টেলী করে,
হাত ইশারায় বলে ‘আইয়ে, আইয়ে’।।
- ডাইনা - এক স্কুলে যাওয়া আসা, করে এক বেঞ্চিতে উঠাবসা,
মেলামেশা চলে দিবারাত্রঃ শেষে যৌবনা কুমারী ছাত্রী,
নিজে সাজেন বিয়ের পার্বী, চিরকুমার ছাত্র সাজেন পার :
জাতি কুলের দফা সেরে, ভর্তি হয় মিলন বাসরে,
মাষ্টারের অজ্ঞাতসারে, গোপনে পাস করেন বিয়ে।

- খাদ - পরীক্ষার ফল বের করে, দেয় নার্সিং হোমে গিয়ে
- ফুকর - কেহ অনাথারে বিয়ে করে, অন্নবস্ত্রের শব্দটের ছালায়,
মুখে সাধুতা ফলায়ঃ হয়গো, গণিকার কাজ প্রাইভেটে চালায়ঃ
নার্স সেজে কেউ রোগীর সাপে, নার্সিং করে ঘাটে পথে,
পড়িলে পাবলিকের হাতে, কিল ঠুঁতা আর লাগি জুতা খায়।।
- মিল - এই সব ছদ্মবেশী পতিতার নেতাদের মা মাসী,
কেবল বেশ্যাগুলো সর্বনাশী, জন্ম করেন পাঁচ আইন দিয়ে।।
- অন্তরা - অস্পৃশ্য বেশ্যার বংশ, পাপের অংশ, স্পংশ করা চাই একান্ত।
কিন্তু বেশ্যার দেওয়া খাজনা টেন্ডে, বাস্তব হয়না জাতি অন্ত।।
কংগ্রেসের সাহায্যের তরে, মহাত্মাজী বেশ্যার ঘরে,
ঝুলি কাছে ভিক্ষা করে, ক'রে প্রাণান্ত।
যত গিন্নীরা দেয় কাচের চুড়ি, বেশ্যায় দেয় বালা অনন্ত।।
এই সব বেশ্যা মরা মাত্র, গভর্নমেন্ট হয় পোষ্যপুত্র,
দাঁড়ায় নিয়ে লিঙ্গিপত্র, যেমন কৃতান্ত।
নেয় সব পালা বাটি লোটাপাটি, মাসিকের ভান্সা পর্যন্ত।।
- পরচিতান - ওনি স্বর্গবেশ্যা ছিল যারা, স্বর্গপুরে থেকে তারা,
নাচে গানে সভা করত জরী।
- পাড়ন - ছিল দেবতার পরশের জন্য, স্বর্গবেশ্যার এত মান্য,
কলির পুরুষ দানব ভিন্ন, মানব আছে কৈ।।
- চিতান - ওনি বেশ্যার ঘরের মাটি দিয়ে, চন্ডী মূর্তীর প্রতিষ্ঠা করে,ঃ
এখন পাঁচ আইনের ডরেঃ হয়গো, বেশ্যা যদি পালায় দেশ ছেড়ে,ঃ
পূজার অঙ্গ থাকবে বাকী, চন্ডীপূজার উপায়টা কি,
মাটি আনতে যাবে নাকি, নেতাদের মাসীর দুয়ারে।।
- মিল - অধম নকুল বলে কালে কালে আরও কত হবে,
পতিতার সংখ্যা বাড়িবে, গর্ভপাতের হকুম পেয়ে।।

ভাষা আন্দোলন মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা, মুক্ত হল ভারতমাতা,
কথার কথা বলতেছে সবে।
- পাড়ন - কিন্তু অধীনতার বেড়াঝাল, থাকবে মোদের চিরকাল,
ভান্সা কপাল জোয়া লয় কবে।।

- ফুকার - মোদের ভারত যে স্বাধীন হয়েছে, ইং এর স্থলে কং বসেছে,
আর সকল আছে সমান,ঃ কেবল একটু ব্যবধান : “হায় গো”
ছিল ইংরেজের আইন সবার পরে, সমান ভাবে প্রয়োগ করে,
কংগ্রেসী আইন দুর্বল মারে, কিন্তু সবলের পায় সটান টান ।।
- ফুকার - হবে হিন্দুস্থানীর জয় জয়কার, তাই ভেবে কংগ্রেসী সরকার,
করেছেন এক মহাভুল,ঃ লাগল ভীষণ হলুদুল,ঃ “হায়গো”
তারা যুক্তি করল সর্বনাশা, হিন্দি হবে রাষ্ট্রভাষা,
অন্য জাতির বল ভরসা, এবার সমূলে হবে নির্মল ।
- মিল - এখন সবার পরে টেকা মারে হিন্দুস্থানী যারা,
এবার কার্যসিদ্ধি করবে তারা, গোলাগুলির ভয় দেখায়ে ।
- মুখ - ভারতবাসী সবে মিলে, হিন্দিকে দাও দূরে ঠেলে,
ওদের গালে চুনকালি মাখায়ে ।।
- ডাইনা - কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিশনে, নাকি দুচার জনে হিন্দি জানে,
অন্য সবাই বকলমের দলে,
যদি হিন্দি চাপে তাদের ঘাড়, দেখতে পাবেন দুদিন পরে,
তারা যাবেন খানসামার মহলে :
অহিন্দুরা গোম্ভায় যাবে, হিন্দুস্থানী মোম্ভা হবে,
পান্না দিয়ে গোম্ভা খাবে, আমরা দেখব চোখ পাকায়ে ।।
- খাদ - গণতন্ত্রের কি আদর্শ দাও একটু শিখায়ে ।।
- ফুকার - তুনি চৌদ্দটি ভাষার ভিতরে, হিন্দি হল নিম্নস্তরে,
যার ব্যাকরণ পাওয়া দায়,ঃ তারে তুলতে চায় মাচায় : “হায়গো”
হাতে কামান বন্দুক আছে বলে, অচল চালায় গায়ের বলে,
গাছে কাঁঠাল না পাকিলে, ওরা কিলাইয়ে পাকাতে চায় ।।
- ফুকার - যত জ্ঞান বিজ্ঞান ইংরেজি ভাষায়, উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়,
সবে করেন অধ্যয়ন, হিন্দি জানে বা কয়জান :
“হায়গো” ওটা এখনো রয় মায়ের পেটে, ফল দিয়ে গজায়ে ওঠে,
হনুমানের লাথির চোটে, যেমন মহির পো অহিরাবণ ।।
- ফুকার - তুনি হিন্দি ভাষার প্রতিবাসে, মাম্রাজে ঘোর দান্দা বাঁধে,
কত লোকে প্রাণ হারায়,ঃ তবু হিন্দি রাখতে চায়,ঃ “হায়গো”
যাদের সাজপোষাকে হালে চালে, সবটাতে ইংরেজি চলে,
সেই ইংরাজি বহুল হলে, ওদের বাবার তালুক লাটে যায় ।।

- মিল - মোদের প্রধান মন্ত্রী জালা বাহাদুর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নন্দ,
তারা হিন্দির প্রেমে হয়ে অন্ধ, কাকচোখে আছেন তাকায়ে ॥
- অন্তরা - ওরা হিন্দি করবে রাষ্ট্রভাষা আছেন সেই আশায়।
কেহ বললে বুলি, মারবে গুলি, এই বলে শাসায় ॥
“হায়গো” দুইশত বৎসরের উপরে, ইংরেজ রাজত্ব করে,
জ্ঞান, বিজ্ঞান, আইন, নিল গড়ে, ইংরেজী ভাষায়।
ওরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কোন গাঁজার নেশায় ॥
“হায়গো” পাশ্চাত্য শিক্ষিত যারা, ক্ষেতের মজুর হবেন তারা,
চলবেনা আর হিন্দি পড়া, বার্কব্য দশায়।
এখন মন্ত্রী হবে হিন্দুস্থানী হালচা চাষায় ॥
- পরচিতান - ওনি গভা দুই এক যন্তা জুটে, নিজেদের ভভামী ভোটে,
ফন্দি এঁটে হিন্দির মান বাড়ায়।
- পাড়ন - ও সব দুষ্ট দমনের তরে, চলবেনা শিষ্টাচারে,
কুকুর ফেরে মুণ্ডরের তাড়ায় ॥
- ফুকার - আমরা জ্ঞান বিজ্ঞান পাশ্চাত্য শিক্ষা, পরের কাছে করি ভিক্ষা,
ইংরেজি সবার গোড়ায়, : তারে কোন জ্ঞানে তাড়ায়, : “হায়গো”
ওদের হিন্দিভাষা এই ভারতে, এখনো মা'র জরায়ুতে ॥
ভূমিষ্ট হতে না হতে, মায়ে'র গর্ভে থেকে হাত বাড়ায় ॥
- মিল - কবি নকুল বলে গায়ের বলে শাসন করা যায়না,
যারা দেশবাসীর সমর্থন চায়না, গদি হতে দাও হাঁকায়ে ॥

আসামে বাঙ্গালী নির্যাতন মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - গত ১৯৪৭ খৃষ্ট, ইংরেজি ফিপ্টীম আগষ্ট,
বাঙ্গালী ভাষা অদৃষ্ট, করেছি বরণ।
- পাড়ন - ও সেই শুভদিনে সব বাঙ্গালী, একযোগে হলেন কাঙ্গালী,
স্বাধীনতা দিবস পালি, সেই স্মৃতির কারণ ॥
- ফুকার - যখন হিন্দুস্থান পাকিস্থান হল, অসংখ্য বাঙ্গালী মৈ'ল
যারা এলো হয়ে সর্বহারা, : কত বনজঙ্গলে তাঁবুর তলে,
এখনো রয় তারা, : হায়গো
শুধু নাম করিয়ে পুনর্বাসন, বাঙ্গালীয়ে দেয় নির্বাসন,
কংগ্রেসের পলিটীক্স শাসন, কেবল বাংলা ধ্বংস করা ॥

- ফুকার - এবার আসামে আর গৌহাটিতে, কংগ্রেসের গুপ্তঘাঁটিতে,
যড়যন্ত্র চাল বিধিমেতে,ঃ আবার ইলেক্সন এসেছে কাছে, কি আছে বরাতে,ঃ
হায়গো, ভাইতে বুদ্ধিটা করেছেন খাসা, ছুতা করে ভাষা ভাষা,
সঙ্কল্প বাঙ্গালী নাশা, মিথ্যা গুস্তার অজুহাতে ॥
- মিল - যত কংগ্রেসের চেলাচামুণ্ডা, আসল গুস্তা তারা,
যেমন শিখস্তীয়ে করে খাড়া, অর্জুন মারে ভীষ্ম বীরে ॥
- মুখ - থেকে গান্ধী টুপির আড়ে, চাঁদি ছোলা ফন্দি করে,
বাঙ্গালীয়ে ছন্নছাড়া করে ॥
- ডাইনা - গদীর মেয়াদ ফুরায়েছে, মাত্র অল্প কয়দিন বাকী আছে,
আসিতেছে ভাগ্যের জুয়াখেলা,
দেশের অবাস্তালী যারা যারা, রাস্তা মামার দলে তারা,
ভয় কেবল ঐ বাঙ্গালীদের বেলা,
আসামের বাঙ্গালীর বংশ, স্বমূলে হইবে ধ্বংস,
ভোটভুটির মোটা অংশ, কংগ্রেস পাবে নির্বিচারে ॥
- বাদ - গুস্তার নামে উধার পিণ্ড, চাপায় বুধার ঘাড়ে ॥
- ফুকার - পড়ে অসমিয়া গুস্তার করে, অমানুষিক অত্যাচারে,
বঙ্গনারীর অঙ্গ কলঙ্কিত,ঃ তখন তাই দেখে কংগ্রেসী আসন হল না শঙ্কিত,ঃ
যাতে সেই স্মৃতি অন্তরে জাগে, তার ব্যবস্থা করো আগে,
অবাস্তালীর রক্তরাগে, করো সেই দৃশ্য অঙ্কিত ॥
- ফুকার - দেশের ছিন্নমূল বাঙ্গালী যত, স্রোতে ভাসা ভূণের মত ,
অবিরত ভাসে দেশে দেশে,ঃ
মোদের বাংলাদেশটা রাখলো ঘিরে যত উড়ি ঘাসে,ঃ হায়গো
যদি শ্যামাপ্রসাদ থাকতো বেঁচে, সুভাষ বসু থাকতো কাছে,
অবাস্তালীর নামটা মুছে, যেত বাংলার ইতিহাসে ॥
- ফুকার - যদি আসামের ঘটনা ধরে, প্রকৃত তদন্ত করে, ধরা পড়ে
কংগ্রেসের ছলনা,ঃ রইলো তদন্ত রহস্যাবৃত প্রকাশ্য হলনা,ঃ
নইলে কেরালায় যে আইনের বলে, রাষ্ট্রপতির শাসন চলে,
কোন যুক্তিতে কার কৌশলে, সে আইন আসামে চলে না ॥
- মিল - মোদের অহরপুত্রী সভানেত্রী সুপাত্রী ইন্দিরা,
গিয়ে কেরালায় বাজায় মন্দিরা, আসামে কেন বে-সোম পড়ে ॥
- অন্তরা - জয় জয় মোদের অহরলালের জয় ॥
তিনি অভিনেতা সাজিয়া, আসর বুদ্ধিয়া, করেন কত অভিনয় ॥

সিকিম ভূটান চীন জাপানে, আসর মজায় নাচে গানে,
বহুদূরী বিদ্যার গুণে, করেন দিগ্বিজয়।
আবার কাল সেজে কেরালায়, কন্ননাচে নিরালায়,
নাম্বুদ্রিপাদ করেন ক্ষয়।।
হায়গো, সেজে পাকিস্থানের মিতা, নুনের সনে, কুটুস্থিতা,
লেডী নুনের চটিজুতা, সযতনে বয়।
তিনি নষ্ট করে সংবিধান, বেরুবাড়ী ক'রে দান,
পাকিস্থানের মন যোগায়।।

- পরচিতান - যখন মরণ মোদের অনিবার্য, বীরের মত কর কার্য,
স্মরণ করে যত আর্থ্য মনীষীদের নাম।
- পাড়ন - মোদের স্বর্গাদপি গরিয়সী, জন্মভূমির মান্য বেশী,
হাসিমুখে নিল কঁাসি, শিশু ক্ষুদিরাম।।
- ফুকর - বাংলার অভিসম্পাত ছিল বুঝি, খেতাব নিয়ে রিকিউজি,
বাস্তালী আজ বেড়ায় দেশান্তরে,ঃ
করে অবাস্তালী তাম্বব নৃত্য বাংলার বুকে চড়ে,ঃ হায়গো
হয়ে অগ্নিমন্ত্রে অভিযুক্ত, বাংলা মাকে করো মুক্ত,
ক্ষুদিরাম সুভাষের রক্ত, আছে বাস্তালীর শরীরে।।
- ফুকর - মোদের বাংলাদেশে বাংলা ছাড়া, অন্য ভাষা বলবে যারা,
বেছে বেছে তাদেরে খরিয়া,ঃ
ওদের ভাষার খোসা খসায়ো দাও কসাইখানায় নিয়াঃ
হায়গো, শেষে টিকি কাটো মাথা মুড়াও, উল্টা গাধার পিঠে চড়াও,
নিজের দেশে চালান করাও, কিছু ছাত্তু রুটি দিয়া।।
- মিল - কবি নকুল বলে বঙ্গবাসী এত ক্ষুদ্র কিসে,
একবার সেজে দাঁড়াও রুদ্রবেশে, জহরের ভয় যাবে দূরে।।

যুক্তফ্রন্টের পতন মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - ছিল অন্যান্য দেশের আদর্শ, আমাদের এই ভারতবর্ষ,
লাগল এখন ত্র্যাহস্পর্শ যোগ।
- পাড়ন - কেবল নকুল ভেজাল দুর্নীতিতে, দেশ যেতেছে অধঃপাতে,
শাসনদণ্ড যাদের হাতে, তাদেরও ঐ রোগ।।
- ফুকর - ছিল গান্ধীবাদের মূল মহত্ত্ব, গঠন করতে রামরাজত্ব,
মনে আশা করে,ঃ গেল আশা ছরে খারে,ঃ

- “হায়গো” যত কুমন্ত্রী মধুরার দোষে, রাম গিয়েছে বনবাসে,
দেশবাসী আজ মরে ত্রাসে, ছন্ন রাবণের ছংকারে ॥
- ফুকার - যখন ইংরেজ গেল এদেশ ছেড়ে, কংগ্রেস বসে গদীর পরে,
নিল শাসন ভার,ঃ মোদের আনন্দ অপার,ঃ “হায়গো”
ভাবলেম দুইশ’ বৎসর অধীন ছিলাম,
এবার মোরা স্বাধীন হলাম,
যোগ্যজনকে করে নিলাম, মোদের স্বাধীন তরীর কর্ণধার ॥
- মিল - তারা বিশ বছরে বৈঠা ধরে তরী নেয় বিপথে,
তাইতে কংগ্রেসেরে গদী দিতে, দেশবাসী আর হয় না রাজী।
- মুখ - যা আছে দেশের অদৃষ্টে, এবার না হয় কষ্টেসৃষ্টে,
কমুনিষ্টে করে দেখি মাঝি ॥
- ডাইনা - গত ইলেকসনের কালে, যত কমুনিষ্টে ডেকে বলে,
আমরা যদি পেতে পারি গদীঃ,
তোমরা তিন বেলা পেট ভরে খাবে, বেকারীরা চাকরী পাবে,
হয়ে যাবে দুর্নীতির সমাধি,ঃ
গদী পাওয়ার কয়দিন পরে, দুর্নীতির হার দ্বিগুণ বাড়ে,
মানুষ মরে অনাহারে, চার পাঁচ টাকা চাউলের কেজি ॥
- খাদ - হাইলে যখন বাগ মানেনা ডাকে বদরগাজী ॥
- ফুকার - ওনি তারকেশ্বরের মন্দিরে, হত্যা দিয়ে থাকলে পরে,
উৎকট ব্যাধি সারে, এবার যুক্ত ফ্রন্ট সরকারে,ঃ “হায়গো,”
গিয়ে ইন্দিরার মন্দিরের কাছে, হত্যা দিয়ে ভিক্ষা যাচে,
দেবীর প্রত্যাদেশ হয়েছে, যাতে দ্বিগুণ ব্যাধি বাড়ে ॥
- ফুকার - যারা গদী নেওয়ার কয়দিন পরে, নিজেদের দলের ভিতরে,
বাধলো নটখটি,ঃ তারা দেখায় পরের ক্রটি,ঃ হায়গো
আগে না ঘুচায়ে আত্মদম্ব, করতে চায় দুর্নীতি বন্ধ,
ডাইলের সঙ্গে নাই সম্বন্ধ, শুধু সত্তারের ফটফটি ॥
- ফুকার - লাগল চৌদিকে অরাজকতা, সবার মুখে একই কথা,
কেমন করে বাঁচি,ঃ আমরা কার শাসনে আছি,ঃ
“হায়গো” যত কংগ্রেসীরা ডাঙ্গায় বসে,
কান্ড দেখে মুচুকি হাসে,
সুযোগ পেলে ছুটে এসে, ধরবেন ডুবা নৌকার কাছি ॥
- মিল - আগে যুক্ত ফ্রন্টকে শক্তি দানের ভক্ত ছিল যারা,

- এখন বিরক্ত হয়েছে তারা, কয়দিন চলে ভেঙ্কীবাজি ॥
- অন্তরা — আমরা ভূতের দেশে বসত করে, কিসে প্রাণ বাঁচাই।
ওরা ঘাড় মটকাবে, রক্ত খাবে, মানবেনা দোহাই ॥
“হায়গো” কংগ্রেসী ভূত ছাড়তে ছাড়তে,
রোগের ভোগ সারতে না সারতে, চৌদ্দভূতের ঘোর আবর্ষে পড়েছি স্নাই।
করে ভূতে ভূতে কিল্যাকিলি, কোনদিকে পালাই ॥
“হায়গো” খাদ্য ভূত হয়েছেন যিনি, ফর্দদেখে বলেন তিনি,
চাউল, ময়দা, তেল, আটা চিনি, দেশে কিছু নাই ॥
কিন্তু তিন এর স্থলে, তের দিলে ঘরে বসে পাই ॥
“হায়গো” ভূতের দৃষ্টি যদি থামে, কষ্ট্রোলের ভূত যদি নামে,
দেখতে পাবেন শহর গ্রামে, খাদ্যের অভাব নাই
আসুন ভূতান্ত ছাড়াবার মন্ত্র, সকলে চালাই ॥
- পরচিতান — মোদের রাষ্ট্র যখন গণতন্ত্র, না হয়ে রাজনীতির যন্ত্র,
জাগরণের মহামন্ত্র করি উচ্চারণ।
- পাড়ন — মোদের পেট ভরেনা বস্তৃত্যে, দেশের দুঃখ ঘুচে যাতে,
শাসন দস্ত তাদের হাতে, করব সমর্পণ ॥
- ফুকর — দেশের অসাধু ব্যবসায়ী যারা, রেশনের ফেশনের দ্বারা, তাদের উদর ভরে,
তারা থাকে আশা করেঃ “হায়গো” লোকে সত্তাহে যা রেশন পাবে,
দুইদিনে ফুরাইয়ে যাবে, ব্যাকমার্কেটে কিনতে হবে,
মোদের গলাকাটা দরে ॥
- মিল — বিহারে টলমল করে যুক্তফ্রন্টের গদী
কবি নকুল বলে পারো যদি, এখনও হও কাজের কাজি ॥

নকশালী মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা, এসব শুধু গল্প কথা,
এখন দেবি আসলে তা, অধীনের একশেষ।
- পাড়ন — এখন ছল চাতুরী আত্মস্বার্থ, অসতের ভীষণ দৌরাঙ্গা,
চলতেছে ওস্তা রাজত্ব, পাণে ডুবল দেশ ॥
- ফুকর — যখন ইংরেজ গেল গদী ছেড়ে, কংগ্রেস ছিল শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান,
এখন নাই সে আগের মানঃ “হায়গো” কংগ্রেস ভেসে হয়েছে খান খানঃ
যুক্ত ফ্রন্ট গদী পেল, আত্মঘাত্রে ভেসে গেল,
কোথা হতে উদয় হল, নকশালপন্থী হয়ে বলবান ॥
- মিল — তারা লুটতরাজ আর রাহাজানি, করে পথে ঘাটে,

কথায় কথায় বোমা ফাটে, স্কুল কলেজ আর পুলিশভ্যানে।।

মুখ - যার যা ইচ্ছা সে তাই করে, আইন শৃঙ্খলা বলে কারে,
কিছু নাই আজ কংগ্রেসী শাসনে।।

ডাইনা - দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন, আগে এই ছিল আইনের প্রচলন,
শাসনদণ্ড ছিল পাকাপোক্ত, এখন কংগ্রেসী এই আইনের দ্বারা,
চুনাণুটির দফা সারা, রাখব বোয়াল ঘরা বড় শক্ত, :
আইনের মুখে দিয়ে কলা, তীর ধনুক আর টাঙ্গীয়ালা,
দিনে করে হত্যালীলা, শালবনী আর বর্জ্যমানে।

বাদ - দেশের মানুষ নিশেহারা, কে বাঁচাবে প্রাণে।।

ফুকার - যত দেশবরেণ্য নেতার ছবি, পুড়ে গেল বহি উৎসবে,
লাল নিশানের প্রভাবে, "হায়গো" ভবিষ্যতে আরও কি হবে
দেখতে পাবেন দুদিন পরে, চীন দরদী গুপ্ত চরে,
ত্রিবার্ণ পতাকা ছিড়ে, কামান বোমায় পলুতে পরাবে।।

মিল - খুঁটির জোরে মেড়া কৌদে, প্রবাদ বাক্য আছে,
যত ব্যাং ফড়িং এ ফাল ধরেছে, শক্ত খুঁটি রয় পেছনে।।

অন্তরা - দেবি মহাশ্বেদ এই রাম রাজত্ব, নূতন ইতিহাস।
যেন মনে হয় মথুর মুম্বুক আমরা করি বাস।।
"হায়গো" স্কুল কলেজের ছাত্র যারা, ছেড়ে গিয়ে লেখাপড়া,
নকশালপত্নী বলে তারা, নাম করেন প্রকাশ।
তাদের বন্ধন করা, আইনের দ্বারা, আজও হয় নাই পাশ।।
হায়গো, ব্রিটিশের রাজত্বকালে, বিদ্রোহী দমনের ছলে,
বোমার মামলায় দিয়েছিল, স্কুদিরামের ফাঁস।
এখন দিন দুপুরে বোমা মেরে, বেকসুর খালাস।।

পরচিতান - এখন গদীর নেশায় সবাই মাতা, কেউ ভাবেনা দেশের কথা,
পেয়েছি এই স্বাধীনতা, কোন ত্রাহপর্শে।

পাড়ন - আগে দূর না হলে স্বার্থের শান্তি, চরমপত্নী নরমপত্নী
কেউ দিতে পারবেনা শান্তি, এই ভারতবর্ষে।।

পাড়ন - গুনি বনের বানর সহায় করে, শ্রীরাম চন্দ্র করিয়ে কৌশল,
দিলেন লংকা রসাতল, "হায় হায় গো" ভারতে তার চলতেছে নকল :
জংলীসের চুকায় দলে, তীরধনুক আর টাঙ্গীর বলে,
ভারত দিবে রসাতলে, ছদ্মবেশী মাও সেতুং এর দল।।

ফুকার - আমরা না বুঝে ছজুগে মাতি দেশের ক্ষতি করতেছি সবাই,

কিন্তু ভেবে দেখি নাই “হায় হায় গো” শিব গড়িতে হনুমান গড়াই :
মত্ত হয়ে আয় স্বার্থে, ব্যাং যেতেছি সাপের গর্ভে,
পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে, নাক কাটিয়ে বোঁচা সাঝতে চাই।।

মিল - কবি নকুল বলে গায়ের বলে, কাজ হবেনা সিদ্ধ,
বন্ধ করো গৃহযুদ্ধ, খাল কেটে কুমীর না এনে।।

দুর্ভিক্ষের মালসী

দুর্গাচরণ সরকার (ত্রিপুরা)

চিত্তান - বলি কালী গো তোর কলির কাণ্ড, দেখে শুনে অবাক তুভ,
খন্ড প্রলয় ঘটালি এবার।

পাড়ন - ঘটল রাষ্ট্র বিপ্লব তুমুল সংগ্রাম, ভূমিকম্প ঝড়,
বিক্ষুব্ধ গ্রাম শহর বন্দর, চতুর্দিকে উঠল হাহাকার।।

ফুকার - চেতাবনীর লেখা সত্য মানি, দেখি শুনি হল বর্তমানঃ
হল চাউলের মণ পঞ্চাশ টাকা, ত্রিশ টাকা মণ বিকায় ধান।
বাংলা সন ১৩৫০ বর্ষে, বর্তমান যুদ্ধের সংঘর্ষে,
বাদ্য্যভাবে ভারতবর্ষে, বহু লোকের গেল প্রাণ।।

অন্তরা - এবার ভারতবাসীর দুঃখ হল মা, হরদারা।
মোদের অন্ন ভিন্ন তানু জীর্ণ, থাকতে ধান্য গোলা ভরা।।
মা মাগো - ঘরের ইঁদুর বেড়া কেটে, ধান চাউল নিল লুটে,
সদায় যারা মজুর বাটে, এক মুষ্টি ভাত খেতে পায় না তারা।
হল অম্মের অভাব, বস্ত্রের অভাব, বিশ টাকা কাপড়ের জোড়া।।

মিল - অম্মাভাবে কেহ করে শয়ন একাদশী,
কেহ মত্তে গলে দিয়ে ফাঁসী, কেহ করে ডাকাতি চুরি।।
এমন দুর্ভিক্ষ নাই আর রক্ষে, দেশ গেল দেশ গেল,
দুর্গাচরণ বলে মরণ ভাল, দুর্গার চরণ স্মরণ করি।। (বক্তিত)

আধুনিকতার সন্ধানী

চিত্তান - মাগো বিংশ শতাব্দীর প্রথমে, শিক্ষার গুণে ক্রমে ক্রমে,
ধর্ম ত চরমে উঠেছে।

পাড়ন - এখন ঘরে ঘরে শিক্ষিত, নব্য শিক্ষায় দীক্ষিত,
ও তার সাক্ষীত ট্রাম পার্কে বাসে।।

ফুকার - মাগো, নব্য শিক্ষার আলো পেয়ে, পাস করিয়ে আই. এ. বি. এ.

- বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হইতেছেঃ
তারা খাদ্যাখাদ্য মাংস মদ্য কিছুই না বাছেঃ
মা মাগো, তুলে জাতিয়তা মাতাপিতা, এ ত উচ্চশিক্ষার প্রথা,
হিন্দুধর্মের খেয়ে মাথা, লাল বিবি লয় পাছে।।
- ফুকর — মাগো, কুলমান করে উপেক্ষা, না করিয়ে আত্মরক্ষা, সুশিক্ষিতা
কুমারী সকলঃ তারা সাজসজ্জাতে রাখলেন পেতে মানুষ মারা কলঃ
মাগো, ওয়াইন গোলাপ ওয়াটারে, ব্র্যাকমার্কেটের রেডলেটারে,
সিনেমা আর থিয়েটারে, করল দেশটারে পাগল।।
- ছাড় — এখন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, তাদের পাছে পাছে, মাগো —
তারা ও এই পথ ধরেছে, হাতে ঘড়ি চশমা-লওয়া।
- মিল — এক কলেজে যাওয়া আসা, এক বেঞ্চিতে উঠাবসা,
ভালবাসার লাগল প্রেমের হাওয়া।।
- ডাইনা — বিয়ের আগে হয় মা বিয়া, তাইতে হয় মা বিষক্রিয়া, সদভাবের বীজ
হয়না গো বপনঃ পেতে কারো কারো হয় লাভ ম্যারেজ, কারো
প্রণয় গোপনঃ ওগু প্রেমের এই যে নিশা, সুধার সাথে জ্বর মিশা,
শেষে গাড় হলে ভালবাসা, কেওয়া গাছে ফলে মেওয়া।
- খাদ — পথে ঘাটে হাটে মাঠে ওগু প্রেমের চাওয়া।
- ফুকর — মাগো, হিন্দুস্থানের নতুন আইনে, লোকগণনায় বর্তমানে,
অত্যধিক হয় কুমারীদের প্রভাঃ পন্ডিত জহরলালজী
বসালেন এক জন্ম কন্ট্রোল সভাঃ মা মা মাগো—
হল একজন পুরুষ চারজন মাইয়া, একজন করবে কটি বিয়া,
কলির শেষে হবে গিয়া, বুঝি মাইয়ায় মাইয়ার বাবা।।
- ফুকর — মাগো, সূচিত্রা বিচিত্রার চিত্রে, ছাত্রছাত্রীর কোমল নেত্রে,
অনেক ক্ষেত্রে আজকের মন তুলেঃ তাদের নিশিতেও ঘুম
আসে না এই বই না দেখিলেঃ মা মাগো — যখন মুখের হাসি ফুটে উঠে,
কত লোকে মধু লোটে, অন্ধ লোকের আশা মিটে,
একটু স্বপ্নে দেখা দিলে।।
- ছাড় — গৌসাই দুর্গাচরণ কয় রাহিহরণ, তুই দেখবি শুনিবি কত,
এখন শিক্ষা কর অবিরত, আত্মরক্ষা ধর্মের দাওয়া।।
- অন্তরা — কলিতে পুরুষ মেয়ে, ওজন দিয়ে দেখেছি মা দোষ এক সমান।
গায়না জয়দেব-পদ্মার গীতি, ভালবাসে রূপবানের গান।।
শাখা পরা পরিহারি, কুলনারীর হাতে ঘড়ি, মরি নারীর কি নৃত্য ক্যান্ডান।

- নারী রামায় কথায় কামা করেন, চোখের জলে বন্ধ ভাসান ॥
 মুড়ি খেতে মচমচ করে, কাজ কি আছে টাইম লস্ করে,
 তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসান।
 যার এক চুমুকে ক্ষুধা হরে, চা পাতার জলে বেশ আসান ॥
- পরচিতান - মাগো কালের গতি কি বিচিত্র, নারী পুরুষের চরিত্র,
 যেমনি পাত্র পাত্রীও তেমন।
- পাড়ন - কত দেখলাম মা কালে কালে, যেহুকাই তেস্কা মিলে,
 এমন না হলে ঘটে কি এমন ॥
- ফুকার - নাই মা মাতৃভক্তি-পিতৃভক্তি, লোপ হল মা গুরুভক্তি, শিক্ষাগুরু
 প্রতি ঘরে ঘরে,ঃ এখন শিষ্যরা সব দস্যুর মতন শক্তি সাধন করেঃ
 মা মা গো - সাথে স্বকিয়া আর পরকিয়া, মূলধর্ম না পরখিয়া,
 ত্রিয়ার ফলে বিষত্রিয়া, শেষে চৌরাশিতে পড়ে ॥

বাংলাদেশ যুদ্ধের মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান - ছিল পাকিস্তানের প্রবল চেপ্টা, উপনিবেশ বাংলাদেশটা,
 কয়েম করবেন ইয়াহিয়া খান।
- পাড়ন - তারা দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে, বাংলাদেশটা শোষণ করে,
 এবার মুজিবরের করে, কাটা গেল কান ॥
- ফুকার - বাংলায় ইলেকসনের ঝুমুম দিয়া, ভেবেছিলেন ইয়াহিয়া,
 দেশবাসী মোর পক্ষে ভোটঃ ভরে উঠবে সোনার কোটঃ হায় গো -
 কিন্তু ভোট গণনায় দেখল যখন, ভেঙ্গেছে তার নেশার স্বপন,
 শতকরা নিরানব্বই জন, দিল মুজিবরের পক্ষে ভোট ॥
- মিল - হবে বাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইলেকসনের ফলে,
 থাকবে অবাঙ্গালী করতলে, এই কি কভু হতে পারে।
- মুখ - ক্ষিপ্ত হয়ে ইয়াহিয়া, ভূট্টো বোমাইর যুক্তি নিয়া,
 ঝুমুম দিয়া নির্বাচন বাতিল করে ॥
- ডাইনা - ইলেকসন বাতিল করিতে, হঠাৎ পঁচিশে মার্চ মধ্য রাতে,
 টিক্কা খানের হাতে ভার সঁপিলঃ
 তুমি পাঁচ ডিভিসন সৈন্য নিয়া, কামান বোমা বন্দুক দিয়া,
 বাঙ্গালী সব ধ্বংস করে ফেলঃ
 ধ্বংস যজ্ঞের মন্ত্র দিয়া, আঁধার রাতে ইয়াহিয়া,

- ভুট্টো বোনাই সঙ্গে নিয়া, ইসলামাবাদ পাড়ি ধরে।
- খাদ - কৌশল করে মুজিবরে নিয়ে গেল ধরে।।
- ফুকর - তখন টিঙ্কা খানের অত্যাচারে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে,
পোড়ে কত বাড়িঘর,ঃ শেষে কয়েক দিনের পর। হয় গো
বাংলার মুক্তি ফৌজের কান্ড দেইখ্যা, ভয় পেয়ে পালাল টিঙ্কা,
ডেকে কয় ঠেড়া মালিক্যা, এসে ডুবা নৌকার বৈঠা ধর।।
- মিল - ঠেড়া মালিকের সে মালিকানা ফুরায়ে এসেছে, -
যত আজরাইল ঘোরে পাছে পাছে, কখন জানি ঘাড়ে পড়ে।
- অন্তরা - রাখলো গারদ ঘরে মুজিবরে বিনা ঝুটিতে।
এমন দেশদরদী মিলে কি এক গুটি কোটিতে।।
হায়গো, বিনা দোষে মুজিবরে, ওরা যদি হত্যা করে,
বাংলাদেশটা উঠবে গড়ে, সৈন্য ঘাটিতে।
তেমন লক্ষ মুজিব জন্মেছে আজ বাংলার মাটিতে।।
হায় গো, চোর গুন্ডা ডাকাত যারা ছিল, রাজাকারে নাম লেখাল,
তাদের উপর হুকুম হল বাংলা লুটিতে।
তাদের চড়তে হবে স্বাধীন বাংলায় শুলের খুটিতে।।
- পরচিতান - শুনি হয়ে ভারতের বিরুদ্ধ, পাকিস্তান করবে যুদ্ধ,
যথাসাধ্য করে মরণ পণ।
- পাড়ন - দেশের জনমত বিম্রান্ত করতে, ব্যাঙ যেতে চায় সাপের গর্তে,
নিজের বাণে নিজে মরতে, করে আয়োজন।।
- ফুকর - যারা বাহ্যন্তর ঘন্টার ভিতরে, বাংলাদেশটা নিতে কেড়ে,
কত অভিযান চালায়,ঃ তাতে নয় মাস কেটে যায়ঃ হয় গো -
যাদের মুক্তিকৌজ আর গেরিলারা, মারের চোটে কবল সারা,
ভারতের বিরুদ্ধে তারা, ক্ষৌরী কামান ধরতে চায়।।
- ফুকর - যাদের বাংলার কিলে ভাঙল দাঁড়া, ভারতের বিরুদ্ধে তারা,
যুদ্ধ করার সাধ করে,ঃ লোকে বেহায়া কয় কারেঃ হয় গো -
যদি পাকিস্তান আজ ভাঙ্গা মাজায়, যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজায়,
উইপোকায় যে পাখা গজায়, কেবল পুড়ে মরবার তরে।।
- ফুকর - এই যে পাকিস্তানের অপকীর্তি, নবুই লক্ষ শরণার্থী,
এই ভারতের আশ্রিত,ঃ তাদের সুদিন সমাগতঃ হয় গো -
আবার স্বাধীন বাংলার স্বাধীন প্রাণে, চলে যাকেন স্বস্বমানে,
স্বাধীন বাংলার জয়গানে, হবে বিশ্ব মুখরিত।।

- মিল - কবি নবুল বলে কালে কালে দেখতে পাবেন সবে,
বাংলার এই পাকিস্তান ঢুকে যাবে, জিন্না সাহেবের কবরে ॥

অস্পৃশ্যতা বর্জনের মালসী

তারিখীচরণ সরকার (ঢাকা)

- চিতান - তারা সত্য রেতা ঘাপর গত, আগতপ্রায় ঘোর কলি।
- পাড়ন - কলির আক্রমণে সুখ শান্তি বর্জিত, দেখি বিপরীত কার্য সকলি ॥
- ফুকর - দেখি সভ্য লোকের নব্য ফ্যাসান, নাই আর এখন প্রণাম নমস্কার,
বলে গুডমর্নিং মিস্টার,ঃ মাগো, ইংলিশ বিদ্যার মরি কি বাহ্যরঃ
পড়ে কয়দিন এ.বি.সি.ডি., জননীকে বলে লেডী,
থ্যাক ইউ একসেলেস্ট রেডি, কেউ পিতাকে বলে মাই ডিয়ার ॥
- ছাড় - মাগো গোলামী শিখেছি মোরা, করে শিক্ষা শিক্ষা,
মাগো নিত্য ভিক্ষা তবু রক্ষা, এই ত হল শিক্ষার গুণে।
- ধুয়া - ইংলিশের গুণ বলব কত, ধরা দেখে সরার মতো, যত ইংলিশ ম্যানে ॥
- ডাইনা - লেকচার দিয়ে করে মিটিং, কয় সামর্থিঃ বেটার দ্যান নাথিং,
মিস্টার সমুদয়,ঃ আবার মিষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয়ে গুরুকেও বলে
রাসকেল বয়,ঃ ডেম গুয়ার নিগার বলি, ইংলিশ ভাষায়
দিচ্ছে গালি, আবার পিতাকে কয় মজুর কুলি দেশের সব শিক্ষিতগণে।
- খাদ - কলির বধুর চালচলন মা, ইংলন্ডের ফ্যাসানে ॥
- ফুকর - মাগো, রামার কথায় করে কামা কলির শিক্ষিতা বধুগণে,
তারা মন্ত রয় গানে,ঃ বধুর জন্য হারমনিয়াম কিনেঃ
বধু জল আনিতে গেলে, আলতা ধুয়ে যাবে জলে,
শাওড়ী বুড়ি বুড়াকালে, রামা করে বধুর স্নানের জল টানে ॥
- ছাড় - মাগো, খাদ্য খাওয়া যতইতি সকলি স্বৈচ্ছাচার,
দেখি কাটাছিড়ার নাই গো বিচার, যায় যদি মাংসের দোকানে ॥
- অন্তরা - উচ্চশিক্ষায় হলে ব্রতী যতইতি, হিন্দুগণের জাতি রয়না গো মা।
মাগো, হলে বিলাতফেরতা, দেশের বড় কর্তা, ভয়ে কেহ
কিছু কয় না গো মা ॥
ছত্রিশ জাত একত্রেতে, বসে একপাত্রেরেতে,
খেলেও পরে জাত যায়না গো মা ॥
মাগো, খেলে সোডার পানি, জাতি যায় দশ আনি,
তার বিচার কেউ করেনা গো মা।

- আবার রেস্টুরেন্ট কেবিনে, গেলে হিন্দুগণে,
বাকী ছয় আনিও বাকী রয়না গো মা।।
- পরচিতান - বুঝি এসব পাপে নষ্ট হল যত বর্ণাশ্রম ধর্ম।
- পাড়ন - কেবল জাতি নিয়ে জাতাজাতি, কেন দেখতে পাই,
মূলে ভুলে যাই, স্বজাতির ধর্ম।।
- ফুকার - মাগো অস্পৃশ্যতা করতে বর্জন কত বাবু হাবুডুবু খায়, কেহ ঠেকে
সমস্যায়,ঃ তলে তলে মাথাও মুড়ায় : বি. এ. এম. এ. পাশ করিতে,
এক জাহাজে বিলেত যেতে, খানা খায় খনসামার হাতে,
তখন হিন্দুর জাতি রয় কোথায়।।
- ফুকার - মাগো, নমঃ পাটনী মালীর ছেলে, শূদ্রের শীলে কত না কামায়,
তাতে শীলের জাতি যায় : মাগো কার্য দেখে মুখে হাসি পায়ঃ
নমঃ পাটনী মালীর ছেলে, জাত দিয়ে মুসলমান হলে,
চুল কাটে তার শূদ্রের শীলে, তখন শীলের জাতি রয় কোথায়।।
- ফুকার - মাগো, নীচলোকে উচ্চলোকের বাড়ীতে, যদি পিঁড়িতে বসে খায়,
কাঠের পিঁড়ির জাতি যায়,ঃ মাগো গঙ্গাজলে সেই পিঁড়ি ধোয়ায়ঃ
এই তো হিন্দুর তর্জন গর্জন, এই হিন্দুর ধর্ম উপার্জন,
এই হিন্দুর উন্নতি অর্জন, অস্পৃশ্যতা বর্জন হয় কোথায়।।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মালসী

তারিখীচরণ সরকার

- চিতান - তারা অগন্ধারী অগন্ধারী অগন্ধাত পুরাণে শুনি।
- পাড়ন - দেবি ভারতবর্ষে বর্তমান বর্ষে, কেন উঠল প্রলয়ের ঝনি।।
- ফুকার - মা, নাইনটিন্ ঘাটি নাইন ইয়ারে, নাৎসী নেতা হের হিটলারে,
করে যুদ্ধের প্রথা,ঃ হিটলার মহাযুদ্ধের নেতা : মা মা মা
হের হিটলার অসীম সাহসে, নয়টি দেশ নিল ছয় মাসে,
লোকে উপাধি দিল তার শেষে, হিটলার রণদেবতা।।
- মিল - প্রলয় কাল লভভল মহাযুদ্ধের ফলে -
কেউ দেখে নাই কোন কালে, অলৌকিক কাল দুনিয়ায়।
- মুখ - কোথায় গো তারিখী, এবার বল শুনি লোকের কি উপায়।।
- ডাইনা - ইংলন্ডবাসী নাগরিকগণ, প্রাণ রক্ষার দায় বিদেশ গমন, করে জাহাজেতেঃ
এমন কত জাহাজ মারা গেল, মাইন কিবা টর্পেডোর আঘাতেঃ
শিশু আর মহিলা ভরা, কত জাহাজ গেল মারা,

- অষ্টার সৃষ্টি নষ্ট করা, হের হিটলার জন্মেছে ধরায়।
- বাদ - না কি ভেল্‌কি দিয়ে কন্‌কী এল হিটলার রূপে ধরায়।
- ফুকার - মা, বর্তমানে বিজ্ঞান প্রধান, বিজ্ঞানই উন্নতির সোপান,
বলতেছে লোক সকল,ঃ কত বিজ্ঞানের কৌশল : মা মা মা -
পাশ্চাত্যদের বিজ্ঞানেতে, নূতন সৃষ্টি পৃথিবীতে,
তাতে মানুষ মারে শতে শতে, বিজ্ঞান হল মানুষ মারা কল।।
- অন্তরা - মাগো, বিজ্ঞানের বীজ কে দিল মানুষের হাতে।
ওনি ট্যাঙ্ক বন্দুক বোমা মেশিনগান, তৈয়ার হয় বৈজ্ঞানিক মতে।।
মা, সূর্যের জ্যোতি আয়না ধরে, দেশ পুড়ে দেয় ছরখার করে, -
মারণাস্ত্র বলে তারে, বর্তমান যুদ্ধেতে।
করতে ইংল্যান্ড নষ্ট বিমান যুদ্ধে, বোমা মারে শতে শতে।।
- পরচিতান - করে ধনে জনে অকালে ক্ষয়, এই যুদ্ধে জয় নেওয়া কি উচিত।
- পাড়ন - করতে বিশ্বশান্তি হিটলার না কি করল প্রতিজ্ঞে, -
লোকের ভাগ্যে ঘটল বিপরীত।।
- ফুকার - মা, বিশ্বশান্তি হবে কোথায়, কত লোক যুদ্ধে মারা যায়,
হিটলারের প্রভাবে,ঃ মূলে অশান্তি বাড়িবে : মা মা মা -
বিশ্বশান্তি সদর্পে কন, হিটলার তো আর ভগবান নন,
হের হিটলারের দশা যেমন, দশাননের দশা হবে।।
- ফুকার - মা, অতি সহজ মানুষ মারা, কঠিন ব্যাপার তৈয়ার করা,
বিনে অষ্টার কৃপা,ঃ তাই ভুলেছে হিটলার ক্লেপা : মা মা মা -
অষ্টার সৃষ্টি নষ্ট করতে, হের হিটলার জন্মেছে মর্ত্যে,
শেষে বন্দী হবে ফন্‌দীর গর্ভে, যেমন মহম্মদ হানিকা।।

বাংলাদেশ সংগ্রামের কবিগান

তারিখীচরণ সরকার

- চিতান - প্রভু লীলাময়ের লীলাক্ষেত্রে, কতলীলা হল নেয়ে, অপূর্ব লীলাবৈচিত্র্য।
- পাড়ন - গত ১৩৭৭ সালে এই সোনার বাংলা, হল কি লীলা ১১ই চৈত্র।।
- ফুকার - হয়ে অবনত প্রথমত গুরুদের প্রণাম করি আজ, সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বরাজ,ঃ
দেশবাসী হিন্দু যারা, নমস্কার নিবেন তারা, নিবেন সালাম আদাব
জীবনভরা, জয় বাংলার মুসলমান সমাজ।।
- ফুকার - মোদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর এক মুখে গুণ বলব কত,
তিনি হন গুণাভীত,ঃ সাধু লোক দেখলে চক্ষে, প্রাণপণে করেন রক্ষে,

আবার চোর ডাকাত বদমাইসের পক্ষে, ঠিক যেন যমরাজার মত ॥

- ফুকর — অশেষ গুণের আকর শেখ মুজিবর, মহান মহাশা গুণধাম,
আছে দেশবিদেশ সুনাম,ঃ রূপেতে রতিপতি, বিদ্যাতে বৃহস্পতি,
তিনি কুবের যেন ধনপতি, সাহসে তারকব্রজ রাম ॥
- ফুকর — বাংলার গুণীজ্ঞানী নয়নমণি সম্মানী সদগুণবিশিষ্ট, প্রমাণ পেয়ে যথেষ্ট,
বাস্তালী হয়ে একজোট, নৌকাতে দিয়েছি ভোট,
ভোটের গণনাতে হয়েছে মোট, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ॥
- ফুকর — তখন হিয়াখানে যায় মার্কিনে, বিপদে পাইতে মুক্তি,
করে গোপন এক চুক্তি,ঃ ফেল করে আইনের পাট্টা, তবু চায় করতে ঠাট্টা,
শেষে ইয়াহিয়া নিব্বন ভূট্টা, তিন চোড়ায় করে কুযুক্তি ॥
- ফুকর — তখন হিয়াখানে কয় নিকসনে আমার এই সুযুক্তিলহ, তুমি স্বদেশে যাহু,
সুযুক্তি দিলেম খাঁটি, কাজে কইর না ক্রটি, রাখতে বাংলায় পোড়ামাটি,
লোক যেন থাকে না কেহ ॥
- ফুকর — তখন নিকসন বলে কুতূহলে নিয় যাও বিমান আর কামান,
বন্দুক মর্টার মেশিনগান, নিকসন পুনঃপুনঃ, আমার এই কথা শুন,
তোমরা সেনার বাংলা করবে যেন, গোরস্থান অথবা শ্মশান ॥
- ফুকর — তখন হেসে হেসে দেশে এসে মুজিবকে করতে ছলনা, হল ঢাকায় রওনা,
শেখ সাহেব বটেন যিনি, অতিশয় সরল তিনি,
বেইমান ইয়াহিয়ার এই শয়তানি, শেখ সাহেব বুঝতে পারে না ॥
- ফুকর — করে চৌদ্দ দিন প্রহসন মিটিং অন্তরে শয়তানী কারবার,
দিল টিক্কাকে অর্ডার, ট্যাঙ্ক কামান বন্দুক চালাও, বাস্তালী শেষ করে দাও,
যদি সুন্দরী আর যুবতী পাও, করবে পাশবিক অত্যাচার ॥
- ফুকর — বলল ইয়াহিয়া টিক্কা মিঞা যা বললেম হয়না যেন ভুল,
বাংলায় লাগাও গন্ডগোল, বাস্তালীর প্রাণের মন্ত্র, মুজিবের গণতন্ত্র,
এ সব বাস্তালীদের ষড়যন্ত্র, সমূলে করে দেও নির্মূল ॥
- ফুকর — দিয়ে ২৫ শে মার্চ মধ্যরায়ে এই আদেশ ইয়াহিয়া খান, করে স্বস্থানে প্রস্থান,
শঙ্কাহীন কলেবরে, নিঃশঙ্কায় ডঙ্কা মেরে,
যেমন সোনার লঙ্কা দহ্ন করে, কিষ্কিন্দায় চললেন হনুমান ॥
- ফুকর — ওনি লাগে আগে মনের রাগে রাজধানী বিশ্ববিদ্যালয়, করে কত ছাত্র ক্ষয়ঃ
জগন্নাথ ইকবাল হলে, মারে কলেজের ছেলে,
মারে দুধের ছেলে মায়ের কোলে, দেখলে কি প্রাণে সহ্য হয় ॥
- ফুকর — রাত্রি খাওয়ার পরে যার যার ঘরে মানুষ হয় ঘুমে অচেতন,

- টিক্কা সুযোগ পায় তখন,ঃ মর্টার কামান বন্দুকে, গুলি দেয় লাখে লাখে,
মরে ঘুমের মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে, এই ঘুম আর ভাঙল না কখন ॥
- ফুকার — মারে ফিলোসোফার গোবিন্দ সেব, যোগেশ ঘোষ মালিক সাধনার,
কতো বুদ্ধিজীবী আর,ঃ এই বিশ্বে স্বনামধন্য, দানকার্বে অগ্রগণ্য,
মারে কলিকালের দাতাকর্ণ, দানবীর রণদা পোদ্দার ॥
- ফুকার — ছিল শিক্ষার পাত্রী কলেজ ছাত্রী রাজধানী রোকেয়া হলে,
পড়ে দস্যুর কবলে,ঃ পাঁচশত তেঘটি জন, দস্যুরা করে হরণ,
শেষে নষ্ট করে সতীত্ব ধন, হানাদার বেইমানের দলে ॥
- ফুকার — যত যুবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বামী বই অন্যো দেখার নয়,
তারে ওনাহ বলে কয়,ঃ যুবতী লেংটা করে, দুই কুচে দুইজনে ধরে,
ঘুরে রাস্তায় রাস্তায় আমোদ করে, তারা বা কেমন ইসলামী হয় ॥
- ফুকার — গেল টিক্কা মিঞা বিদায় নিয়া, না পেয়ে গাবুর মাইরের ভাও,
টিক্কা কথা শুনে যাও,ঃ রাজনীতির প্রীতিরসে, কুশলে যাও স্বদেশে,
আবার যেন ফিরে এসে, এই দেশে চৌকিদারী পাও ॥
- ফুকার — শেষে কোন মতে না পেয়ে যুইত, ইয়া খান হয় হতভম্ব,
তবু অন্তরে দম্ব,ঃ মনেতে হয়ে জ্বল, সাজিয়ে দাও যথাসাধ্য,
হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধ, করিল যুদ্ধ আরম্ভ ॥
- ফুকার — তখন যুদ্ধ করে যথাসাধ্য অন্তরে বিজয়ের আশা,
মুখে আত্মা ভরসা,ঃ পাপে কি বাপকে ছাড়ে, দেখেছি বিচার করে,
মাত্র এগার দিন যুদ্ধের পরে, একবারে হল কোনঠাসা ॥
- ফুকার — গেল কামান বিমান সব জলযান, একমাত্র বাকী রয় জীবন,
ভীত পাক সৈন্যগণ,ঃ দূর হল জয়ের মোহ, কেহ করে না স্নেহ,
শেষে ৯০ হাজার সৈন্য সহ, করেছে আত্মসমর্পণ ॥
- ফুকার — যদি ভারতের মিত্র বাহিনী আসিত সাতদিন পরেতে,
তবে সোনার বাংলাতে,ঃ পাঞ্জাবীর যমযাতনা, কিছুতেই কম হত না,
একটি বাঙালী পাওয়া যেতনা, ঔষধের অনুপান দিতে ॥
- ফুকার — শুনি ভারতরত্ন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা মহাশয়া মহান,
কত দয়ামাখা প্রাণ,ঃ ইন্দিরা মাতৃমূর্তি, ব্রহ্মাণ্ডে রয় সুকীৰ্তি,
শুনি এক কোটি লোক শরণার্থী, মায়ের মত কোলে দিল স্থান ॥
- ফুকার — দীর্ঘ নয় মাসের পর শেষ মুজিবর ঢাকাতে হল অধিষ্ঠান,
দেখতে আকুল লোকের প্রাণ,ঃ পঞ্চাশ লাখ মানুষ মিলে
হারাধন পেয়ে কোলে, করে অভিযুক্ত অশ্রু জলে,
করেছেন শ্রদ্ধাঞ্জলি দান ॥

অন্তরা — তুনি ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয়, এই কথা সব ধর্মে কয়,
এবারে পেলেম প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
তুধু অনাচারে অবিচারে, রণে হারে প্রাণে মরে,
তার সাক্ষী ইয়াহিয়া খান।।
মহাপাপে রাবণ রাজা দুর্যোধন হল সংহার,
ইয়াহিয়া টিক্কা ভূটার দশা হল সে প্রকার,ঃ
শত্রু গেল রসাতলে, আনন্দে বাঙালী মিলে,
গাও সবে জয় বাংলার গান।
শেখ মুজিবর বাংলার সুসন্তান, এবার ধর্মের জোরে পেল পরিত্রাণ।।

মিলন-গীতি মালসী

নারায়ণচন্দ্র বালা (ফরিদপুর)

চিতান — যত শাস্ত্র পড়ি তর্ক কবি, তবু যায় না মনের ভুল।
পাড়ন — এসব ভেদ বিচারে পথ ভুলে, পরমার্থ পদ ভুলে,
আছি অকূলে, পাইনে কোন কুল।।
ফুকর — তুনি এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি, ভেদজ্ঞানে অনন্ত শাস্তি, পুরাণ কি কোরাণ।
আবার মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, একই সুরে গান।
তবু কেহ বলে ইস্ট কৃষ্ট, কেউ বলে সার যীশু খৃষ্ট,
কিন্তু বিচারে নয় কেউ নিকৃষ্ট, এসব মূলে গেলে এক সমান।।
মিল — যত সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী তারাই মর্ম জানে,
এসব ভেদ বিচার আর অভিমানে, সব সমাজের অবনতি
মুখ — ছেড়ে বিভিন্নতা, আর কি ভাই ভাইয়ে হবে একতা, জাগবে সকল জাতি।।
ডাইনা — সকলই এক পিতার সন্তান, এই যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান,
এ জ্ঞান কবে হবে,ঃ ছেড়ে দলাদলি গলাগলি করব সমভাবে।
সব জাতি একত্রে মিলে, একই সুরে একই তালে,
কবে আত্মা হরি যিশু বলে, গাইব মধুর মিলন গীতি।
খাদ — ভেদ বিচারে হয় না কভু সামাজিক উন্নতি।
ফুকর — তুনি বাইবেল কিংবা কোরাণ বেদে, একই কথা ভাষা ভেদে,
করে লয় স্বীকার,ঃ তবে বেদ কোরাণ কি বাইবেল বড় কে করে বিচার।
এই যে উপাসনা পূজা নামাজ, রুচি ভেদে করে সমাজ,
যদি মূলের বেলায় একজন্যের কাজ, তবে কেন এত ভেদ বিচার।।
অন্তরা — সকলই এক পিতার পুত্র, শূন্য তন্ত্র ক্ষুদ্র মুচি মেথর।

বৃথা জাতীয়তা ভ্রান্ত প্রথা, পরমপিতা পরমেশ্বর ॥

সব জাতি এক জ্যোতির সৃষ্টি, সবার প্রতি সমান দৃষ্টি,

সুধারে করুণা বৃষ্টি, সকলের উপর।

এ সব অন্ধ জীবের কিসে পাবে, প্রেমময়ের প্রেমের আকর ॥

পরচিতান - আবার কেউ মরে সমাজের ডরে, কথা বলতে করে ডয়।

পরপাড়ন - যত অজ্ঞানী অন্ধ ভক্ত, সমাজের মেরুদণ্ড, যেন প্রকান্ত যত সমুদয় ॥

ফুকার - এসব নরাকারে পণ্ড যত, সমাজে দৌরাখ্য কত, করে নিশিদিন,ঃ

তবু বেদজ্ঞানে তার বাক্য মানে, যত অব্যচীন।

যেদিন জাগবে পূর্বস্মৃতি, উঠবে কুটে ব্রহ্মের জ্যোতি,

সেদিন দেখতে পাবে সকল জাতি, কে কুলীন কে অকুলীন ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মালসী

নারায়ণচন্দ্র বালা

চিতান - রণরঙ্গিনী। কি রণ-রঙ্গ দেখালি সংসারে।

পাড়ন - মাগো ১৯৩৯ এর পয়লা সেপ্টেম্বর,

লাগল কাল সমর, ইউরোপ জুড়ে ॥

ফুকার - দিলি হিটলারকে প্রেরণা আগে, পোল্যান্ডের সীমান্ত ভাগে,

ঘিরিলি জার্মানী দল,ঃ দেখে পোল্যান্ডকে দুর্বল, মাগো -

শেষে ইংরেজ আর ফরাসী মিলে, যোগ দিল পোল্যান্ডের দলে,

অন্তরীক্ষে জলে স্থলে, ছালালি সমরানল ॥

মিল - গেল সেই আগুনে কতজাতির স্বাধীনতা পুড়ে,

একা ইংলন্ড উন্নত শিরে, দাঁড়াল দুর্বলের পক্ষে।

মুখ - তুই মা সর্বশক্তি, দিয়ে ইংরেজেরে পূর্ণশক্তি, জগৎ কর মা রক্ষে ॥

ডাইনা - দিয়ে মানবতায় জলাঞ্জলি, যুদ্ধে জার্মানী জাপান ইটালী,

বুলগেরিয়া তুরস্ক রাশিয়া :ঃ

হল নরশক্তি রণাসক্ত, রক্তে ধরা অভিযুক্ত,

প্রকম্পিত ইউরোপ এশিয়া।

লুক্ক পররাজ্য গ্রাসে, উদ্যত সৃষ্টি বিনাশে

আমরা ভারতবাসী মরি গ্রাসে, বল দে মা দুর্বলের বক্ষে।

বাদ - শান্তিময়ী তোর চরণে করি শান্তি ভিক্ষে ॥

মিল - গেল সেই আগুনে কতজাতির স্বাধীনতা পুড়ে,

একা ইংলন্ড উন্নত শিরে, দাঁড়াল দুর্বলের পক্ষে।

- মুখ - তুই মা সর্বশক্তি, দিয়ে ইংরেজেরে পূর্ণশক্তি, জগৎ কর মা রক্ষে ।।
- ফুকার - আগে যুদ্ধ হতো বাণে বাণে, এখনে এরোপ্লেনে,
বিমানে কামানে রণ,ঃ এসব যুদ্ধ কি ভীষণ :
মাগো, হয়ে উন্নত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, নাই মানুষের ন্যায়নীতিজ্ঞান,
অত্যাচারীর বিজয় নিশান, দেখায় সভ্যদেশের নিদর্শন ।।
- অন্তরা - বিজ্ঞানে হয়ে উন্নত মানুষ যত ক্রমাগত স্বেচ্ছাচারী ।
যারা পশুর মতো শিশু মারে, তারাই নাকি সভ্য ভারী ।।
নাই সামরিক লক্ষ্যলক্ষ্য, অসামরিক লক্ষ্যলক্ষ,
ভোজনালয় ভজন কক্ষ, যেন আশ্রয়গিরি ।
করে অগ্নিবৃষ্টি নাশে সৃষ্টি, দৃষ্টি নাই মা পুরুষনারী ।।
টর্পেডো মাইন প্যারাসুটে, ট্যাঙ্ক ইউ-বোট ব্রোড-বাস্কেটে,
যততত্ত্ব বোমা ফাটে, পোড়ায় ঘর বাড়ি ।
এবার অনল অনিল সলিল বুঝি, হিটলারেরই আজ্ঞাকারী ।।
- পরচিতান - যেদিন ইটালী আবিসিনিয়ার নিল স্বাধীনতা ।
- পাড়ন - সেদিন বিষাক্ত গ্যাসে আচ্ছন্ন করল সমুদয়,
এতো যুদ্ধ নয়, বর্বরের প্রথা ।।
- ফুকার - করতে পররাজ্য পদানত, যত বুদ্ধি নিয়োজিত,
করিল বৈজ্ঞানিকগণ,ঃ নিত্য নূতন উদ্ভাবন,ঃ মাগো,
হল মারণাস্ত্রের ক্রমোন্নতি, বিলুপ্ত পুরাতন স্মৃতি,
দৃষ্টি নাই আর সৃষ্টির প্রতি, কেবল ধ্বংস যজ্ঞের আয়োজন ।।

যুদ্ধজনিত দুরবস্থা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম মালসী

নারায়ণচন্দ্র বালা

- চিতান - বড় দুর্বোপে দুর্বোপে পড়ে মা তোমারে ডাকি বারে বার ।।
- পাড়ন - দেশের চৌদিকে ঘোর বিশৃঙ্খলা, লেগে গিয়েছে,
মাগো, উঠেছে ভীষণ হাহাকার ।।
- ফুকার - মা তোর মুক্তিকামী পুত্র যত অবিচারে অবরুদ্ধ সব,ঃ
হল নিরুদ্ভিষ্ট সুভাষচন্দ্র ভারতের গৌরব ।
হয়ে স্বাধীনতা লাভের অরি, শাসকেরা স্বেচ্ছাচারী,
কি দিয়ে মা শুভঙ্করী, করি এ দুর্দিনে দুর্গোৎসব ।।
- মিল - মা তোর পূজার যত উপকরণ, সব গেল কষ্টোলে,
এখন তোর পূজা মা করতে গেলে, বিঘ্ন বিপদ কত শত ।

- মুখ - হর মুখে হরদারা, তুই থাকিতে সন্তানেরা,
আর কত কাল থাকবে পদানত ॥
- ডাইনা - পুরাণে প্রমাণে শুনি, হয়ে মহাশক্তি স্বরূপিনী, নির্বাতিত দেবতার উদ্ধারে,ঃ
দিতে স্বর্গরাজ্যে স্বাধীনতা হয়েছিলি আবির্ভূতা,
সেই সাজে আয় মোদের ঘরে ।
অধীনতা ব্যাধির বোঝা, দূর করে দে দশভূজা,
হবে ভারতবাসীর দুর্গাপূজা, শক্তি পেয়ে তাদের মত ।
- খাদ - জয়হিন্দ মন্ত্রে কর দেখি মা, সবারে জাগ্রত ॥
- ফুকার - একে অন্নকষ্ট বস্ত্র কষ্ট, ঘোর অভাবে ক্রিষ্ট বঙ্গদেশ,ঃ
তাতে লবণ কেরোসিন অভাবে, দুর্দশার একশেষ ॥
মাগো, মোদের বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ, আমদানি রপ্তানি বন্ধ,
যদিও শেষ হল যুদ্ধ, মোদের জীবন যুদ্ধের হয়নি শেষ ॥
- মিল - সাজিছ মাঝে মাঝে কত সাজে উলসিনী হয়ে,
এবার বস্ত্রাভাবে ছেলে মেয়ে, সব সাজালি নিজের মত ॥
- অন্তরা - ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী মুক্তি দে মা মুক্তকেশী ।
এবার ধোয়াব তোর রাতুল চরণ, দিয়ে শুধু অশ্রুশি ॥
কি প্রচণ্ড দন্ড নীতি, নীতি নীতি মোদের প্রতি,
দলিত পতিত জাতি, এই ভারতবাসী ।
কেন তুই থাকিতে জগন্মাতা, আমরা নয়নজলে ভাসি ॥
- পরচিতান - আমরা অযোগ্য রাজার আইনে, কতদিনে হব সুযোগ্য ।
- পাড়ন - মাগো, পশুর মত হয়ে আছি বহুদিন, তাহিতে পরাধীন ভারতের ভাগ্য ॥
- ফুকার - নিয়ে স্বাধীনতার যে সংকল্প, মা তোর প্রিয় পুত্র কয়েকজন,ঃ
করল নেতাজীর নেতৃত্বে প্রাচ্যে সৈন্য সংগঠন ।
মাগো - মহান নেতাজীর আদর্শ ধরে, যাই যাব মা কারাগারে,
স্বাধীনতা লাভের তরে, করতে পারি জীবনপণ ॥

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মালসী

নারায়ণচন্দ্র বালা

- চিতান - দেশের মুক্তির এই সন্ধিক্ষণে, হিন্দু আর মুসলমানে,
আত্মঘাতী ঘন্ব দেখতে পাই ।
- পাড়ন - এমন সুসময় অসহযোগ, দেশের পক্ষে কি দুর্যোগ,
বুঝি এই ব্যাধির ঔষধি আর নাই ॥

- ফুকার - গত সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে, রাজধানী কলিকাতার বক্ষে,
হয়েছে যে অভিনয়,ঃ রবে বাঙ্গালীদের এই কুকীর্তি, চিরকাল অক্ষয়।
মাগো, নরনারীর রক্তস্রোতে, ধ্বংস যজ্ঞ পথে পথে,
এদের সাথে তুলনাতে, পশু বুদ্ধি পশু নয়।।
- মিল - মারে নির্বিচারে যুবক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী শিশু,
এখন মানুষ হল হিংস্র পশু, আরো কি হয় কালে কালে।
- মুখ - রাজার রাজ্যে এই অত্যাচার, দেখে মনে করেছি সার,
শান্তি নাই আর, এই দেশের কপালে।।
- ডাইনা - যত মুসলীম লীগের উগ্র পাক্তা, জোটায়ে সব যন্তাওন্তা,
কলিকাতার বুকে দিল ছেড়ে,ঃ
লাগল ১৬ই আগষ্ট প্রথম দাঙ্গা, বিপ্রহরের পরে।
ছিলনা পুলিশ পাহারা, শান্তি রক্ষা করবে কারা,
হয়ে কত লোক সর্বস্বহারা, ভাসিতেছে নয়ন জলে।
- খোঁচ - ব্যারোজ সাহেব ছিলেন ঘুমে, দাঙ্গা হয় যে কালে।।
- ফুকার - আমরা হিন্দু মুসলীম এই দেশবাসী, বাস করি এক পাশাপাশি,
এক পুকুরে করি স্নান,ঃআবার ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ করি খাই,
একই জমির ধান।
যত যন্তাদিগের গুস্তা চেলায়, বাদশা হল লুটের মেলায়,
আমাদের হিসাবের বেলায়, গেল বিশ হাজার বাঙ্গালীর প্রাণ।।
- পরচিতান - আবার যে আগুন লেগেছে ঢাকা, সেই আগুনের ভীষণ শিখা,
লেগেছে ত্রিপুরা চট্টগ্রাম।
- পাড়ন - হল নোয়াখালী খালিপ্রায়, লাগল বিহার উড়িষ্যা,
লাগে লাগে প্রায়, শ্রীহট্ট আসাম।।
- ফুকার - আমরা সাম্রাজ্যবাদীর কৌশলে, পড়েছি শিকারীর জালে,
অন্ধ হিন্দু মুসলমান, এবার ঠিক যেন ভাই দেশের ঘাড়ে, চেপেছে শয়তান।
মাগো, হবে লাভবান বিদেশী ধুর্ভে, শেষ হবে দেশ মরতে মরতে,
স্বাধীন স্থানের পরিবর্তে, হবে শ্মশান স্থান আর কবর স্থান।।

দুঃখ দুর্দশার মালসী

অমদা সরকার (নোয়াখালী)

- চিতান - দেশের কি দুর্গতি হৈমবতী ঘটায়ে দিলি।
- ফুকার - ভেসে যোগেশ্বরীর যোগ, মহাপ্রলয় যোগ লাগল এসে শেষে,ঃ

বৃদ্ধ যুবা ছাওয়াল, সাধু ফকির আওয়াল,
ধনী মানী জ্ঞানী কাঙাল কি বাঙাল, ঠেকছে এই দেশে।
জীবের জীবনের প্রাধান্য, অম হল শূন্য,
চাষার ক্ষেতের ধান্য, ছিন্ন জলে ভাসে।।

- ফুকার - মাগো, আমিন এসে দেশে দেশে, পাটের জমি মাপ দিয়ে গেল,ঃ
জমি তিনভাগের এক ভাগের বেশী, চাষ করতে পারবে না,
করলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, আইনের মতে মত দিয়ে গেল।।
- ফুকার - মাগো, জৈষ্ঠ আষাঢ় আসলে পরে, নিরামিশ পাকের ঘরে,
পাটপাতার হতো আমদানি,ঃ যত বিধবা রমণী - মা গো।
দিয়ে নারকেল বাটা মরিচ পোড়া, পাতা ভাজা পাতার বড়া,
জলে ডুবে হল সারা - এবার পাটপাতার হল না শুকতানি।।
- অন্তরা - মা তোর আশ্রিত লোক নিরাশ্রিত - জীবনমৃত উপায় কি করি।
যেমন বৃক্ষ ভেঙ্গে লতার কণ্ট - মাটিতে যায় গড়াগড়ি।।
গরীব লোকের কি দুর্দশা, নাই ধান চাউল টাকা পয়সা,
বস্ত্রের চালের দাম চড়া ভারি।
দেখে অম্মের অভাব দুর্ভিক্ষের ভাব - নাইউর বন্ধ বাপের বাড়ি।।
- মিল - দীন অন্নদা কয় আমার দিন দুঃখে গেল কেটে,
চরম পরম তত্ত্ব রইলেন ভুলে - মলেম ভুতের বেগার খেটে।। (বক্তিত)

দুর্গাপূজার মালসী

নরহরি সরকার (নোয়াখালী)

- চিতান - দুর্গাপূজা করবো বলে বাঙ্কা মনে।
- পাড়ন - পূজার যা প্রয়োজন, কিছু আয়োজন, হল না এ দুর্দিনে।।
- ফুকার - গেল সপ্তমী অষ্টমী নবমী - বন্ধ হয়ে বিধম কবিতানে,ঃ
শক্তি পূজার নৈবেদ্য, হল কাক কুকুরের খাদ্য,
পূজা অশুদ্ধ মন্ত্রতন্ত্র বিনে।
দিয়ে ভক্তি বিশ্বদল, শুদ্ধ গঙ্গার জল,
শক্তি নাই দিতে শক্তির চরণে।।
- অন্তরা - আমার এই দেহ-দুর্গামন্ডপ দুর্গা যাবে ত্যজে।
নিদ্রা হয়ে মা পাড়ালেন - বিদায় হওয়ার সাজে।।
নবমীর অবসান, ঘাটে বাঁধা নৌকাখান, খনখটা গরজে।
সোনার প্রতিমা বিসর্জন হবে - অকূল সিদ্ধ মাঝে।।

- পরচিতান - মা থাকিতে প্রাণে মরে, মা তোমার সন্তান।
 পাড়ন - রক্ষা কর দয়াময়ী ত্রিজগতের প্রাণ।।
 ফুকার - মাগো তুমি বিনে এ সন্তানে কে করে কল্যাণ।
 অন্ন বস্ত্র নাই মা ঘরে, কি দিয়ে মা এ সংসারে,
 সংসারীগণ পাবে পরিত্রাণ।
 দিও নরহরির শেষের দিনে শ্রীচরণে স্থান।। (খন্ডিত)

রূপসী বাংলা মালসী
 বিজয়কৃষ্ণ সরকার (যশোহর)

- চিতান - তোমায় নমো নমো বঙ্গমাতা, স্নেহের আসন বুকে পাতা,
 পালিছ মা সাত কোটি সন্তান।
 পাড়ন - তোমার করুণা অসামান্য, মানুষ থাক দেবের মান্য,
 ধন ধান্য সবই তোমার দান।।
 ফুকার - কত ভাঙ্গা গড়া তোমার বুকে, ওঠা পড়ার আঘাত ঠুকে,
 জর্জরিত তব কলেবর, তবু অযাচিত স্নেহ প্রীতি সন্তানের উপর :
 মা মাগো কত লালস কোদাল জোরে চালাই, বন্ধ চিরে ফসল ফলাই,
 রাই শর্ষে মুগ মটর কলাই, তোমার দানে পূর্ণ করি ঘর।।
 মিল - থাকি ভ্রাতৃত্বাবে মাতৃবক্ষে হিন্দু মুসলমান,
 আমরা সকলে এক মায়ের সন্তান, গৌরবে সৌভাগ্য মানি।
 মুখ - পৃথিব নয়ননীরে, আমার এ মনমন্দিরে, মা তোমার ঐ স্নেহের মূর্তিখানি।।
 ডাইনা - তোমার অমল বিমল শোভা, বিশ্বে ধনী মানীর মনলোভা,
 তোমার সভায় সবাই চাহে মান : তোমার অনবদ্য সুখাদ্যাদি অকুরন্ত দান,
 আম কাঁঠাল সুপারী নারকেল, আতা নোনা বেদানা বেল,
 ফুল ফল ঢেলেছে অডেল, কে করে তাহার বাখানি।
 খাদ - ধনৈশ্বর্ষে নিঃস্ব নহ তুমি বিশ্বরাণী।।
 ফুকার - মোদের দীঘির জলে আছে মৎস্য, গাভীর কোলে নাচে বৎস,
 বৎসরে ফলে ধান, আর নোনা জলে সোনাফলে, বিধাতার বিধান,ঃ
 তাইতে লোকে কয় সোনার বাংলাদেশ, প্রকৃতির পূর্ণ পরিবেশ,
 রূপ বৈচিত্র্যের আর নাহি শেষ, চিত্ত মাঝে ভাসে চিত্রখান।
 মিল - কত কাঙ্গাল বেশে কত দেশে ঘুরলাম কত স্থানে,
 মাগো তোমার মত অমন টানে, কেউতো বুকে লয়না টানি।।
 অন্তরা - বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের এই বাংলাদেশই,ঃ
 জীবনানন্দের ছন্দে বন্দিছে বাংলা রূপসী।
 পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র ধলেশ্বরী নদী নদ,
 পশোর শিবসা মধুমতী এই বাংলাদেশের সম্পদঃ

- পড়ে যখন পলিমাটি, ক্ষেত খামার হয় পরিপাটি,
সোনার বাংলা সোনা বাঁটি, মহীমাঝে মহিয়সী ॥
দেশ ছাড়া বিদেশে পড়ে যখন হই বিদেশবাসী,
পোড়া বুকতো জুড়ায় না মা তাই আবার ফিরে আসি,
সারা দেশের সেরা তুমি, শরণ নিলাম চরণ চুমি,
জননী ও জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরিয়সী ॥
- পরচিতান - তোমার অপকল্প রূপ শয্য শ্যামলা, সুজলা সুফলা বাংলা,
সন্তানবৎসলা জননী ।
- পাড়ন - প্রথম নামিয়া ধরাবক্ষে, স্থান পেলাম তোমার বক্ষে,
করলে রক্ষে, দিবা রজনী ॥
- ফুকার - এই যে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস, আমার জন্মের পূর্ব আভাস,
এই মাটিতে এই দেহের নিশ্চারণ,
বাংলার অম জলে, ফুলে ফলে তৃপ্ত মন প্রাণ,ঃ মাগো ওমা—
তোমার ওই পদপ্রান্তে, প্রার্থনা জানাই একান্তে,
হয় যেন মোর জীবনান্তে, দেশের মাটি আমার শেষের স্থান ॥
- মিল - পাগল বিজয় বলে এই নিবেদন গ্রহণ করিস মাতা,
যেন তোর বুকে ঠেকায় মাথা, বলতে পারি বিদায় বাণী ॥

অমকন্ঠের মালসী

নিশিকান্ত সরকার (ফরিদপুর)

- চিতান - বড় দুর্দিনে পড়িয়ে মা দুর্গে, তোরে ডাকি বারে বার ।
- পাড়ন - দুটো অম্ব দিতে জননীর, দুঃখে করে চক্ষের নীর,
এই বুদ্ধি সেই ঘোর কলির, কলুব অন্ধকার ॥
- ফুকার - দেখি বেদ পুরাণ ইতিহাস পড়ে, ভারতবাসীর ঘরে ঘরে,
জন্মিত যে সব গম ধান,
বাঁচত বেয়ে পরে ছটি বৎসর, মায়ের এমনি দান ।
দেশের চালকগোষ্ঠী সাপ আর বেজী, যার যার পক্ষ রাখেন তেজী,
দুই তিন টাকা চাউলের কেজি, এখন কে কাহার বাঁচাবে প্রাণ ॥
- মিল - আমরা যুক্ত ফক্টের কণ্ঠে গুনলাম খাদ্যনীতির বাণী,
আছে বাংলাদেশে যত প্রাণী - না বেয়ে কেউ মরবে না আর ।
- মুখ - কি গুনলাম আর কিবা দেখি,
ধর্না দিয়ে অম্ব ফাঁকি, এই কি বিধাতার বিচার ॥
- ডাইনা - দেখি শিল্পজাত ম্রবোর মূল্য, স্বলে উঠল অগ্নিতুল্য,
যায় না তো আর স্পর্শ করা হাতেঃ
কেবল কৃষিজাত ম্রবোর মূল্য সবাই চায় কমাতে ।

- ধান চাউলের সরকারী দর, হাটে লয় না পাটের খবর,
বাড়ে ঠান্ডা ঘরে আলুর কদর, মুনাফা লোটে মজুতদার।
- খাদ - চেষ্টাচেষ্টা 'সরকারী' মা দেবে না খাবার।।
- ফুকর - যত স্বল্প মাইনার কর্মচারী, বিপদে পড়েছে ভারী,
বুঝতে নারী কি দিয়ে জীবন রাখি।
সবার এক সপ্তাহ খেতে হবে - দুই দিনের খোরাকী। মা মাগো -
খেয়ে সরকারী নির্দিষ্ট খাবার, সাধ্য নাই অফিস যাবার,
পথে ঘাটে অজ্ঞা পাবার, বুঝি বেশী দিন আর নেই বাকী।।
- মিল - মাগো, ন্যায্য মূল্যে খাবার দিতে সরকারের নাই শক্তি -
আনলে বাহির হতে কোন ব্যক্তি, পুলিশে করে অত্যাচার।।
- অন্তরা - মাগো, খাদ্য নিয়ে লুকোচুরি, কেন তুই দেখিস না চোখে।
মিলে চড়া দামে বস্তা বস্তা, ন্যায্য মূল্যে পায় না লোকে।।
শহর বন্দর গ্রাম নগরে, খাদ্য থাকতে গোলা ঘরে,
নরবলি এমন করে, যারা দেয় তোকে।
এই সব মহিষাসুর নিধন করতে - আবার আয় মা মর্ত্যলোকে।।
- পরচিতান - করিস যুগে যুগে যাওয়া আসা মা, করতে দুষ্টের নিধন।
- পাড়ন - দেশের খাদ্য লুকান কোথা, সরকার জানে না সে কথা,
এর চেয়ে আর অক্ষমতার কি আছে প্রমাণ।।
- ফুকর - এবার আয় মা মহিষমর্দিনী, চন্দ্রমুখ বিনাশিনী,
শূলপাণি দাঁড়াক এসে তোর পক্ষে,
যত দুষ্টমতি দুষ্কৃতির দল - পাবেনা আর রক্ষে। মা মাগো -
সমাজ বিরোধী শুভ নিশ্চয়, গড়তে চাহে জয়শ্রুত,
চূর্ণ করতে দুষ্টের দন্ত, মা তুই মরণাঘাত দে বক্ষে।।

মালসী

শ্রীঅমূল্যরতন সরকার (ঢাকা)

- চিতান - কেন কথা কইয়ে ওগো হরি আড়ালে লুকাও।
- পাড়ন - কিবা অজানা গীতিকাছন্দ মন্দপবনে, হৃদিনন্দনে গুঞ্জরিয়া যাও।।
- ফুকর - বাজে রিমিঝিমি সুর ছন্দ সমীরণ তরঙ্গে তালি, এক গোপন বাঁশি,
হরি হে, আমার রুদ্ধ হৃদয় মুক্ত করি, দাঁড়াও বহু অন্তরে আসি।
নীলদ ঘন বরণ, মন্থপ মদনমোহন,
প্রেমদায় মনোরঞ্জন, স্বলকি ও আলোক রাশি।।
- মিল - অন্তর অঙ্গন তলে, দরদীয়া মোর নাচ গো -
শ্যামল সুন্দর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা অঙ্গে।।
- মুখ - পড়ুক বরি বৃন্ত খুলি, ভক্তি কুসুমগুলি,
দুলি দুলি নৃত্য তরঙ্গে।।

- ডাইনা - অজানা অকূল ঘোতে, সুদূর দুর্গম পথে, ছুটেছে মোর জীবন তরণীঃ
দেখি নিভু নিভু হল ঐ যে, দিবসদীপ আলোকখানি।
রসময় তরঙ্গ নৃত্যে, তুলেছি বেডোলা চিত্তে,
স্নেহময় সরল বন্ধুত্বে, তুলে নাও তরঙ্গ ভেসে।
- বাদ - দিগন্তে অনন্ত প্রান্ত উঠিবে রেসে ॥
- ফুকার - আমায় ভালোবেসেছিলে কত, মনে নাই কি প্রথম দেখাতে,
ও সেই অঙ্ককার রাতে, হরি হে -
আমায় সাধী হয়ে এলে নিয়ে, অজানা এই বিজন পথে।
কুসঙ্গীদের সঙ্গে দিয়ে, আড়ালে দাঁড়ালে গিয়ে,
মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে, ব্যাকুল ব্যথা দিচ্ছ হিয়াতে ॥
- ঝুমুর - আমায় কি বাঁধনে বেঁধেছ হরি, জঞ্জাল জালে অড়িয়া।
আমার যত চাওয়া পাওয়া, সবই যাবে খোয়া,
দিলে তব ছোঁয়া কর তুড়িয়া ॥
শ্রীকর পরশ করি, খুলে দাও বাঁধন দড়ি,
অনন্ত আকাশে উড়ি, বেড়াই ঘুরিয়া।
কাঁদিছে অমূল্য, হরি তব তুল্য, কে আছে মোর দরদীয়া ॥
- পরচিতান - আমার জীবনবীণা তুমি বিনা কে বাজায় মধুর।
- পাড়ন - যত হাসা কাদা সুখে দুখে উঠে ঝঙ্কারি,
এ যে তোমারই - মনোনিভ সুর ॥
- ফুকার - তোমার সংসার নাট্যমঞ্চ মাঝে, নানা সাজে সাজালে মোরে,
কত ছলনার ফেরে, হরি হে -
তাই ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাদি, ক্ষণে থাকি বিস্ময়ে পড়ে।
বিষয় ভীষণ অঙ্গে, ডুবেছি বাসনাপঙ্গে,
যবনিকা পতনান্ধে, হস্ত ধরে তুলিও মোরে ॥

মালসী

শ্রীঅনামিহজান সরকার (খুলনা)

- চিতান - ওমা ভবানী এই ভবের ঘাটে, বসে ভাবি চিন্তাপটে,
জীবন ঠিক যেন রামায়ণ।
- পাড়ন - আমার দশেদ্রিয় দশগিরি, শক্তি-নিল হরি,
ভবসাগরের তীরে ঘুরি, আশ্বিনুতি হয়ে বিস্মরণ ॥
- ফুকার - মাগো, দুর্গতিনাশিনী দুর্গে, স্থান সেমা তোর চরণ দুর্গে ঘটনপট্যসীঃ
আমি সব হারিয়ে পথে পথে কাদি দিবানিশিঃ
মা মাগো, বিমাতা কুমাতা হয়ে
পিতার ধনে হস্ত দিয়ে, সর্বহার্য করে দিয়ে, সাজায় বনবাসী ॥

- মিল - এলেম বঞ্চিত হয়ে পিতৃধনে বিষয় পঞ্চবটী,
মাগো মায়ামৃগের পিছে ছুটি, দুর্ভাগ্যে হারালেম সীতে ॥
- মুখ - হর উরবিলাসিনী, উর অসুরনাশিনী, নৃমুন্ডমালিনী মা অসিতে ॥
- প্যাচ - আমার কাম কবন্ধ ক্রোধ ইন্দ্রজিত, হিতে ঘটাল বিপরীত, মায়া মারীচ
লোভ হল কালনেমী,ঃ দণ্ড কুস্তকর্ণ মল, তবু ভাবি আমি,ঃ আমার জ্ঞান
সুগ্রীব বিবেক জাম্বুবান, হয়ে আছে পণ্ডর সমান,
একা বিভীষণ হইয়ে ধীমান, কত আর পারে কুলাতে ॥
- খোঁচ - কবে সর্বজয়ী প্রেম হনুমান, মিলিবে মোর সাথে ॥
- ২য় ফুকার - মাগো, বৈরাগ্যধর্ম বিভীষণ, আঘাতে সেজে কি ভীষণ, যোগ দিল
মোর সাথে,ঃ তারে রাখস জ্ঞানে মনে প্রাণে পারিনা মিশাতে,ঃ মা মাগো
তবু মৈত্রতা করিয়ে স্থাপন, রাজ্য দিব করেছি পণ,
তার দেশ তারে করে অর্পণ, কবে চলব দেশের পথে ॥
- ২য় মিল - এমন সুমধুর শরৎকাল, কপালদোষে হয় অকাল,
মাগো মন্তকে ধরে মহাকাল, দাঁড়া অভাগার সাক্ষাতে ॥
- অন্তরা - অকাল সুকাল জ্ঞান নাহি মোর, আমি চাই তোর অভয় পদ।
তুনি দুর্গা নামে দুর্গতি নাশ, তবে কেন মোর এই বিপদ ॥
কালী নামে কালি শোধন, দুর্গা নামে অকাল বোধন,
অভিলাষ পুরোহিত এখন, পায়না পূজার সুসম্পদ।
নিয়ে তারানাম বিপদতারিণী, দান করবি পদ নাশি আপদ ॥
- শেষ চিতান - আমার অন্ধভক্তি নীলপদ্ম মা, হৃদমন্দিরে ছিল জমা,
ভালই করলি করিয়ে হরণ।
- শেষ পাড়ন - আমার জ্ঞান আঁধি বড় কোমল, তাই দিব করে কমল,
গ্রহণ কর অশ্রু পরিমল, পূজা আমি করি সমাপন ॥
- ৩য় ফুকার - দেখব জটাজুট মনোলোভা, অতসী পুষ্প বর্ণাভা,
রূপে ত্রিনয়নী,ঃ দশ প্রহরণ ধারিণী,ঃ মা মাগো,
পাব বনবাস হইতে মুক্তি, তোর পদে মা করে ভক্তি,
লভি পুনঃ আশ্রয়শক্তি, যাব স্বদেশে জননী ॥
- শেষ মিল - দীন অনাদি কয় করি না ভয় বিপদে আপদে, যেন তোর
ঐ চরণ ধরে হুনে, (চলি) দুঃখের বোঝা নিয়ে মাথে ॥

ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মালসী

জয়চন্দ্র মজুমদার (ত্রিপুরা)

বারশত ত্রিরাশি সনে, নিশাকর রাজশাসনে,
মন্ত্রী তার হয় বৃহস্পতি।

সুমন্ত্রীর মন্ত্রণাযোগে, কিজন্য শুভ যোগে,

হৈল সৈব দুর্বোগে, এ রাজ্যতে ডাকাতি ।।
 ছিল তুলারাশি রিক্তা তিথি, তাহে বজ্রযোগ,
 পবন জলধরের যোগ, জুটলো কৌতুকে ।
 নিশার আগে বায়ু উঠে, উনপঞ্চাশ বেগে ছুটে,
 যোল কার্তিক মঙ্গলবারে ঝড় হয়ে :
 হৈল সব নাজাখান্ডা দুরবস্থা বলতে বৃক কাটে ।
 কত ঘর পড়ে, কত বৃক্ষ উপাড়ে, পড়ে ঘরেরি চাপা :
 কেউ বলে মল্লম বাপা, কার্তিকের ঝড়ে ।
 মরল দক্ষিণ দেশে তিন লক্ষ লোক — লবণ-সিন্ধুর জল উঠে ।
 যত নছুর চাচী, পচার নানী,
 খেয়ে সব লোনা পানি, তোবা তোবা কয় ।
 দীন জয়চাঁদ বলে কালী বল, কাল এসেছ নিকটে ।।
 (খণ্ডিতাকারে এটি অন্যতম প্রাচীন মালসী গান)

(কয়েকটি ভাবানী/মালসী গানের রচয়িতা কবিত্যালের নাম নির্ধারণ করা যায়নি বলে সেগুলির রচয়িতা 'অজ্ঞাত' বলেই মুদ্রিত হল ।)

মালসী

অজ্ঞাত

- চিত্তান - কত কর্মফলে মানবকূলে জনম গ্রহণ ।
 পাড়ন - ভবে এসে, ভুলে মায়াব বশে, হলনা শক্তি আরাধন ।।
 ফুকার - জন্ম মাঝে দেখি কর্মক্ষেত্রে, চতুর্দিকে মায়াজাল,
 ভুলে বিষয়-মদে, পদে পদে হয়েছি মাতাল । - মাগো -
 ছিল এই বাসনা দশভূজা, পাদপদ্ম কবির পূজা,
 মাথায় নিয়ে পরের বোঝা, আমি হারাইলেম পরকাল ।।
 মিল - পরকে আপন ভেবে এখন খাটি অবিরত,
 চোখ বাঁধা বলদের মতো, আর আমার ঘুরাইওনা ।
 মুখ - দিন গেল দিন গেল দুর্গে, আরো কিবা আছে ভাগ্যে,
 কিছু নাইকো জানা ।।
 ডাইনা - জরাতে ঘিরিলে দেহ, স্ত্রী পুত্রে করবে না স্নেহ,
 দশ ইন্দ্রিয় হইবে দুর্বল ।
 ভাঙবে অনিত্য সংসারের আশা, ফুরাইবে বল ভরসা,
 কেউ দিবেনা পিপাসাতে জল ।।
 এদিন গেল মায়াব ভুলে, নিদানের দিন কাছে এলে,
 পাপদেহের পঞ্চাঙ্গকালে, নাম নিতে যেন ভুলি না ।। (খণ্ডিত)

ডুবানী বিষয়

অভ্যাত

- চিতান - তুমি বিশ্বপ্রসবিনী তারা বিশ্বেশ্বরের জায়া।
- পাড়ন - মা তোর বিশ্বের দৃশ্য কিম্বদন্ত্য, মাগো বিশ্বয় বিশ্বহস্য ভাবিয়া।।
- ফুকার - মাগো কাল যেখানে স্বর্গ ছিল, আজ তার দৃশ্য নরকের আকার,
দেখে শঙ্কা হয়না কার,ঃ
মাগো কাল ছিল যে স্বর্গবাটে, আজ দেখি সে স্বাশানঘাটে,
কার ঘটে কখন কি ঘটে, বুঝে উঠে এমন সাধ্য কার।।
- মিল - এসব দেশে শুনে ভাবি মনে সাজি গো মা সম্যাসী,
দেখে প্রকৃতির বিকৃত হাসি, সকল আশা হল বিফল।
- মুখ - মহানরকে, রাখবি আর কতকাল তুই আমাকে, বল মা তারা বল।।
- ডাইনা - সংসার স্বর্গ সংসার নরক সংসারে সুখদুখ,ঃ
কেহ অতুল সম্পদ ভোগ করতেছে, কেউ দেখতেছে পুত্রকন্যার মুখ,ঃ
কেউ রয়েছে রাজ্যপাটে, কেহ মজুর কেহ মুটে,
কারো পেটের ভাত জোটেনা মোটে, ভোগ করতেছে স্বকর্মের ফল।
- খান - বিচিত্র এ সংসারের গতি, অতীব চঞ্চল।।
- ফুকার - কেহ রত্নশয্যায় শয়ন করে, মহারোগের মহাযন্ত্রণায়,
সদায় কর্তেছে হয় হায়ঃ মাগো, কেউ রয়েছে বৃক্ষতলে,
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎকালে, কারো শান্তি-মন্দির করতলে,
দুঃখের বাতাস লাগেনা তার গায়।।
- অন্তরা - দুর্দন্ত নরকের কান্ড ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র দেখি।
পেয়ে সুন্দরী নারী স্বর্গপুরী, কে কবে হয়েছে সুখী।।
কেউ কান্দে পুত্র বলে, কেহ কাটে পেটের ছেলে,
বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকী।
কেহ কুপুত্রের পীড়নে পড়ে, কেঁদে কেঁদে খোয়ায় আঁধি।।
- পরচিতান - সুখের আশে ভবে এসে, সুখ হল বা কৈ।
- পাড়ন - আমি সুখের চিন্তা করতে করতে, মাগো লাভের মধ্যে দুঃখের বোঝা বই।।
- ফুকার - কারো পক্ষভার্য্য থাকলে ঘরে, তবু বলে নুতন একটি চাই,
ওসব পুরানে কাজ নাইঃ মাগো - কন্যাবে কত ছেলে,
মেয়ে পায়না যৌবনকালে, কেহ সাধা লক্ষ্মী পায় সে ঠেলে,
মা বাপ ফেলে থাকে ঘরজামাই।।

ডুবানী

অভ্যাত

- চিতান - মাগো জননী জঠরে থেকে দিলে উপাসনা
- পাড়ন - শ্রীচরণ করিব সাধন তারণ কারণ, সেদিন আর ভাগ্যেতে হলনা।।

- ফুকর - ভবে জন্মগ্রহণ করলেম যখন ভেবেছিলাম মনে, সুখী হইলাম এতদিনে, মা তোমারি মায়া রবে, পরকাল ভুলেছি ভবে, এখন তুনি যেতে হবে, শমন ভবনে ॥
- মিল - আসা যাওয়া সার হল মা এভব সংসারে, দিয়ে মায়া মা আমারে, আর কত ভুলাবি ভবে ।
- মুখ - তারা গো মা, কেমন দীনদয়াময়ী নামটি তোমার এবার জানা যাবে ॥
- চাইনা - বিষয়ের বাসনা ত্যাগি, পিতা হইলেন পরমযোগী, তাই ভাকি তোমারে, মহামায়াতে নিমগ্ন করিয়ে রেখেছ আমারে, এত যে মা দুঃখরাশি, তব চরণ অভিলাষী, মুক্ত কর মুক্তকেশী, আর যেন আসিনে ভবে ॥
- খাদ - নইলে কি হয় দীনের উপায়, এইভাবে দিন যাবে ॥
- ফুকর - আমি চাইনা স্বর্গ চতুর্ভুজ ফলে হইতে সুখী, ওগো শ্যামা সরোজমুখী, পঞ্চত হবে যখনে, বিদায় দিবে বহুজনে, হৃদিপদ্ম মাঝে যেন শ্রীপাদপদ্ম দেখি ॥
- মিল - আর কিছু ধন চাইনা তারা ওগো ব্রহ্মময়ী, তুমি সদয় হও ত্রিলোকত্রয়ী, দীনের ভাগ্য সুফল হবে ॥
- অন্তরা - চাইনা মা তোর কাশী।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে ঘূচাও ভব দুঃখরাশি ॥
জন্মিলে অকণ্য মরণ, পুনর্বীর হয় সেহমরণ, সংসার অভিলাষী।
আমার এই বাসনা ওগো শ্যামা, তোমার চরণ অভিলাষী ॥
- পরচিতান - মাগো দিনে দিনে তনুক্ষীণ হয়েছে ভবেতে ।
- পাড়ন - বিষয়ের বাসনা ত্যজে, ভবমাঝে আসন্নকাল হল ভাগ্যোতে ॥
- ফুকর - হল অন্তকার্য্য অগ্নিশয্যা হবে মা যে দিনে, আমার এই বাসনা মনে, চিতায় দিয়ে সপ্তকাষ্ঠ, বলবে মুখে হরেকৃষ্ট, সেই দিন হয়ে কৃপাদৃষ্ট, চেও আমার পানে ॥

গান্ধীর মালসী

অজ্ঞাত

- চিতান - গান্ধী মহাত্মার সব মহাবাক্যে, ছুটিছে ধরনীবাঞ্চে, লক্ষণ শিলাপ্রবাহ ।
- পাড়ন - এমন আকাশ পাতাল পরিবর্তন মুহূর্তে, আর কি এই মর্ত্যে, দেখেছে কেহ ॥
- ফুকর - ১। আগে বগী পলটন হাতে বুড়ীর আর ছিল চক্ষু কাটার ভয়,
বয়স কুড়ি পঁচিশের সময়, (হায়) দেখিলে লাল পাগড়ী,
পালাত বুড়াবুড়ি, আজকাল জেলে বেয়ে লাঠির বাড়ি, মেয়েরা কয়
মহাত্মা কি জয় ॥

- ২। লোকের স্বরাজ্যলাভের আশালতা দেখতেছি কি বলবতী,
হবে শীঘ্রই কলবতী, (হায়) এই দেশ উদ্ধারের কারণ
কেউ করে মরণ বরণ, করে মহাশ্মার পথ অনুসরণ,
সব বিয়য় অতি উন্নতি ॥
- ৩। ও যে মরে পেল অমরত্ব যার বিশ্বপ্রেমে ভরা বুক, ভাবি এই মরণ
সবাই মরুক, (হায়) যে জন এই দেশের তরে, নিঃস্বার্থ প্রেমে মরে,
উঠে জয়ধ্বনি জগৎভরে, মরি সে মরণে কি সুখ ॥
- ৪। মিলে মেয়েছেলে দলে দলে বলে আজ বন্দে মাতরম,
সঙ্গে মহাশ্মার জয় সর্বোত্তম (হায়) এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে,
কত বল জাগে অঙ্গে, এবার গুজরাট আসাম বঙ্গে বঙ্গে,
ভাঙ্গিবে অচৈতন্যের ঘুম ॥
- ৫। দেখি জাতি হিংসার অধিকাংশ ধ্বংস আজ মহাশ্মার কথায়,
কত সব জাতি একসাথে খায় (হায়) পেয়ে জ্ঞান আলোকের চিন্,
আগের ন্যায় নাই অর্বাচীন, হলো কালীপূজা সর্বজনীন,
গোপালগঞ্জ মহকুমায় ॥
- ৬। আর তৃণাদপি সুনীচেন জগতের নগদ দেখতে পাও,
যদি আবগারী দোকানে যাও, (হায়) দেশের দুর্দশা হেরে,
উদ্ধারের আশা করে, কত ব্রাহ্মণে জড়িয়ে ধরে,
মদখোর আর গাঁজাখোরের পাও ॥
- ৭। তবু নেশাখোরে রাগ করে কয় দেখ শালা পুলিশকে ডাকি,
করে কত না বকাবকি, (হায়) ফেরে মদগাঁজা খেয়ে,
রাজার জয় গেয়ে গেয়ে,
এরা জগা মাথা দু'ভায়ের চেয়ে, গুণে কি কম আছে নাকি ॥
- ৮। যেমন মার খেয়ে প্রেম বিলাইত প্রেমের অবতার দু'ভাই,
আজ সেই আদর্শের নিদর্শন পাই, (হায়) মহাশ্মার উপদেশে,
ত্যাগ করে হিংসা ঘৃণা, দেখি আমাদিগের বাংলাদেশে
অসংখ্য গৌরব নিতাই ॥
- ৯। যারা আপনি বলতে করত ঘৃণা, আজ তারা পায়ের ধূলা লয়,
এই তো দেশ উদ্ধারের সুসময়, (হায়) ঐসব যার প্রেমের বলে,
কে তারে মানুষ বলে, আমি প্রশ্নি তার চরণতলে,
মোহনদাস মহাশ্মা কি জয় ॥
- ১০। দেখি জমিদার আর আমলার মধ্যে বেতালে নাচতেছে বহুত,
তারা ক্রমে ক্রমে যমের দূত, (হায়) প্রকৃতি অতি ক্ষুদ্র,
মহিমায় মহারুদ্র,
যেমন নন্দীভূঙ্গী বীরভদ্র, অতন্ন গয়াধামের ভূত ॥

- ১১। কত কপালপোড়া গোঁড়া হিন্দু বোঝেনা গান্ধীর মহিমা,
সেই বৈরাগীদের উপমা, (হায়) জ্ঞানশূন্য ভক্তির জন্য, যে মানীর
বাড়ায় মান্য, তার যে উপরে বৈষ্ণবের চিহ্ন,
ভিতরে বেশ্যা মার্গীর মা।।
- ১২। যারা স্বদেশকর্মী আর্থধর্মী তাগেছে ভার্য্য ভগ্নী ভাই,
আরও ভোগবাসনার আশা নাই, (হায়) পরকে আজ আপন বলে,
প্রেমের দায় আছে জেলে, আমার মনে বলে এদের দলে,
শেষকালে মিশিবে সবাই

অন্তরা - অন্ধজীবে কি বুঝিবে গান্ধী মহাত্মার কি মহিমা।
অন্যদেশের স্বর্ণ গান্ধী অন্ধ ভারতের তামা।।
গাঁজাখোর মদখোর বদমায়েশ, তারা করে হিংসা বিদ্বেষ,
ধন্য মোদের জঘন্য দেশ, অন্যদেশের ছেলের মামা।
মোদের জন্য জেলে বন্দী, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী,
এস মোরা সবাই কাঁদি, স্মরিয়ে তার গুণ গরিমা।।

দুর্ভিক্ষের মালসী

অন্তরা

- চিতান - মা তোর রঙ্গময় বিক্ষণটিকে প্রতি অংকে দৃশ্য চমৎকার।
- পাড়ন - মাগো, বীর করুণ ভয় বীভৎস, এই নববিধ রহস্য,
দৃশ্য হয় অভিনয় বারবার।।
- ফুকার - মাগো, দেখে প্রাণ কাঁপে আতঙ্কে, এই নাটকের এই অঙ্কে,
যে রঙ্গে মা বঙ্গভূমি মাঝে,ঃ সাজলের প্রকৃতি বিকৃতি মূর্তি ভয়ঙ্করী সাজে,ঃ
মাগো একি বরুণের কোপক্রিষ্ট ধরা, চতুর্মেঘে বর্ষে ধরা,
ডুবল ক্ষেত্র শস্যে ভরা, সঙ্গে নদনদী গরজে।।
- মিল - যেন বিস্তারিয়ে করাল বদন, কাল এল গ্রাসিতে,
তাই মা গ্রাসিতের শব্দা নাশিতে, অসিতে তোর নিলাম স্মরণ।
- মুখ - শিবে শুভঙ্করী, মা তোর কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করি,
আমরা যত বঙ্গবাসীগণ।।
- ডাইনা - সুজলা শস্যশ্যামলা, মাগো লোকে বলে সোনার বাংলা,
কিবা শোভা ছিল ফলে ফুলে,ঃ
মাগো যদি বর্ষে ছিটেকোঁটা, পর্বতে হয় মীনের ঘট,
তাই ঘটিল বঙ্গবাসীর কপালে,ঃ ঢাকা ময়মনসিংহ রঙপুরে,
হাহাকার রব ঘরে ঘরে, মাগো রাজা প্রজা অনাহারে,
সমস্বরে করছে রোদন।।
- খাদ - অন্ন দে মা অন্ন দে মা, নইলে যায় জীবন।।

- ফুকার - মাগো মায়ের কোলে কাঁদে ছেলে, একমুঠা ভাত দে মা বলে,
মা কেঁদেছে চেয়ে প্রাণের বাছুর মুখ,ঃ মা তোর বঙ্গবাসী
কিসে দোষী তাই হলি বিমুখ,ঃ মাগো যেন একাধারে ভাসে ভুবন,
দৃশ্য হল এতই ভীষণ, দিগন্ত জলমি গর্জন, তাহে ভয়ে কাঁপে বুক ॥
- মিল - ভীষণ বন্যা এসে জলে ভেসে বাড়ীঘর সব গেল,
কত মানুষ গরু প্রাণে মল, যে বাঁচল তার সংশয় জীবন ॥
- অন্তরা - দুর্ভিক্ষে ভিক্ষা মেলা ভার হয়েছে।
গেল গৃহীর অন্ন ক্ষেত্রের ধান্য, বোকা বন্যার জলে সব ভাসিয়েছে ॥
ইনফুয়েঞ্জা ম্যালেরিয়া, উদরাময় ডায়রিয়া,
গোমড়ক সংহতি নিয়া, এসে দেখা দিয়েছে ॥
যায়না বৈদ্য ডাকা নাই টাকা, বোকা বাংলার সরষে পাট গিয়াছে ॥
প্রকৃতি হলে প্রতিকূল, উথলে সমুদ্র অকূল,
কুন্ডলিনী তুমি তার মূল, বেদাগমে বলেছে।
আমরা দুঃখার্ণবে মরি ডুবে, তুমি বিনে কেবা আছে ॥
- পরচিতান - মা তোমার ইচ্ছায়, বিশ্বে যা হয়, সব মঙ্গলময় বলে পুরাণে ॥
- পাড়ন - রাখ জীব সর্বমঙ্গল্যে ও মা শিবে, বুঝি এবার মলেম মা পরাণে ॥
- ফুকার - তাই মা শ্রীপদে করি দরখাস্ত, ভয় ভীত অতি ব্রহ্ম,
সুখশশী গিছে অন্তাচলে,ঃ মাগো মালগুজারী চৌকিদারী
তাতে আইন বলেঃ মাগো - থেকে অম্মাভাবে অনশনে,
আলিঙ্গন দুর্ভিক্ষের সনে,
অর্থাভাবে নির্জনে করি লজ্জা বারণ জলে ॥
- মিল - বঙ্গে দুর্গোৎসবের ঢাকের বাদ্য আর বুঝি বাজল না,
মাগো, আমোদ প্রমোদ গান বাজনা, গেল দুর্ভিক্ষের কারণ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

আগমনী ও বিজয়া

[আগমনী ও বিজয়া গানে বাংসলা বসের ছড়াছড়ি। বাঙালী হিন্দু সমাজে মেয়েদের জন্য বাপ-মায়ের যে আমরণ দুর্ভাবনা ও দৃষ্টিচ্যুত, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ জাতীয় গানে। বৎসরান্তে একবার মেয়েকে বর্ষাকালে নৌকাযোগে বাপের বাড়িতে “নাইওর” আনার এবং দিন কয়েক পর পতিগৃহে ফিরে যাবার যে রেওয়াজ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, তার ছায়াপাত দেখা যায় এ গানগুলিতে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কবিগানেই এ সকল গান গাওয়া হতো। এ সকল গানের জবাব দেবার রীতি নেই।]

আগমনী ষষ্ঠী

হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

- চিতান — হল বর্ষা গত, শরদাগত, শারদীয় মহোৎসব।
 পাড়ন — গিরি উমা আনতে যায় কৈলাসপুরে, রানী করে অধিবাস।।
 ফুকার — শুভ ষষ্ঠী কল্লারত, বারিপূর্ণ কুন্ত, আশ্রয়শাখায় সুশোভিত,
 করে সিদ্ধুরে চন্দনে চর্চিত : তুষ্ট করতে সে চন্ডিকা,
 করিতে হয় কুশন্ডিকা, বাঁধিল নব-পত্রিকা, কুল পুরোহিত।।
 মিল — হেথায় গিরি গিয়ে কৈলাসে, শূদ্রায় প্রিয় নম্র ভাষে,
 জামাই কীর্তিবাসে—ভব তব পাশে এই ভিক্ষা চাই।
 মুখ — জামাই হে, দয়া করে দেও আমাকে, উমাকে নিয়ে যাই।।
 ডাইনা — আমার বুকে দাবুণ পুত্রশোক, কেবল উমাচাঁদের দেখে চাঁদ মুখ,
 সে শোক নিবারিয়ে থাকি :
 প্রাণের উমার কথা মনে পড়ে, জামাই হে—আমার সদা করে দু’টি আঁখি।
 বড় আশা মনে করে, এসেছি এক বৎসর পরে,
 তিন দিনের নাইয়েরে নিব প্রাণ উমারে,—বেশী দিন রাখিতে মনে বাঙ্কা নাই।
 খাদ — বিনে উমাচাঁদ চাঁদ, আমি কিসে প্রাণ জুড়াই।।
 ফুকার — লোকের পুত্র হলে পরে, থাকে নিজ ঘরে, সবার আছে তাই জানা;
 কতু জন্মভূমি ত্যাগ করে না : কুক্ষণে জন্মে দুহিতা, সদা থাকে পরাশ্রিতা,
 পিতামাতার দুঃখের কথা, অন্য জানে না।।
 মিল — থাকলে স্বামীর ঘরে শত সুখ, তবু না দেখিলে দুহিতার মুখ,
 পিতামাতার মনে দুঃখের সীমা নাই।।
 অন্তরা — জামাই, তিন দিনের নাইয়েরের তরে উমাচাঁদকে নিয়ে যাব।
 আমার চাঁদ জিনি চাঁদ, অকলঙ্ক চাঁদ,—
 নিয়ে এই চাঁদের নিছুনি চাঁদকে দিব।।
 জয়া চাঁদ আর বিজয়া চাঁদ, উমাচাঁদের সঙ্গে পাব।
 (ওহে ওহে জামাই) নিয়ে কার্তিক গণেশ দুই সোনার চাঁদ,—
 চাঁদের বাজার আমি মিলাইব।।
 পরচিতান — গত নিশিতে মেনকা রানী উমাকে দেখে স্বপন।
 পাড়ন — উমা উমা বলে কাদতে কাদতে, ধরাতে হল পতন।।
 ফুকার — জগৎবাসী হিন্দু যত, সবে আনন্দিত, দেখবে বলে উমার মুখ;
 দেশে এসেছে সব প্রবাসী লোক : মা আসবে আসবে বলে, সবে নাচে কুতূহলে,

এ সময় উমা না দিলে, সবে পাবে দুখ।।

মহাসপ্তমী মালসী হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

- চিতান — শূভ সপ্তমীতে গিরিপুৰেতে, গিরিবালাৰ আগমন।
 পাড়ন — করল আনন্দময়ীৰ আগমনে, নিরানন্দ পলায়ন।।
 ফুকার — রানী ধান্যদুৰ্বা নিয়ে, মন্তপেতে গিয়ে, নিৰখিয়ে উমার মুখ;
 ভেসে নয়ন জলে কেঁদে বলে, অন্তরেতে সুখ :
 এত দিন মা কৈলাসপুৰে, ছিলি পাগল জামাইৰ ঘৰে,
 বহু দিনে পেয়ে তোৰে, জুড়াইলেন বুক।।
- মিল — আমার কার্তিক গণেশ দুটি ভাই; মাগো একটি মেয়ে বিধি,
 তোৰে দিত যদি, বিয়ে দিলে জানতি মায়েৰ বেদনা।
 মুখ — উমা গো, দুঃখিনী মা বলে কি তোৰ, মনেতে পড়ে না।
 ভাইনা — আমার একটি পুত্র মৈনাক ছিল, সে ত সমুদ্রেতে ডুবে ম'ল,
 কে আছে আর কাৰে ডাকি :
 কেবল তোৰ চাঁদবদন দেখব বলে, উমা গো, আমি বৰ্ষাবধি বসে থাকি।।
 কার্তিক গণেশ পেয়ে কোলে, থাকিস কি মা আমায় ভূলে,
 উপযুক্ত কালে ছেলে মেয়ে হলে, মা'র মমতা ভবে কেউ ভূলে না।
- বাদ — মায়েৰ মাথা খাইস খাইস, তুই আর কৈলাসে যাইস না।।
 ফুকার — নারদ কুমন্ত্রণা দিয়ে গিরিকে ভূলায়ে, এনেছিল পাগল বর;
 সে যে অতি বৃদ্ধ দিগম্বর : তৈল অভাবে জটা চূলে, কালভুজঙ্গ ধরে গলে,
 তুই করিস কপালের ফলে, ঐ পাগলের ঘর।।
- মিল — তাইতে একে আমার দূরদৃষ্টের ফল, হল গিরিৰাজ অচল;
 নাইক চলাচল, নাইয়র আনতে কাৰে পাঠাই বল না।।
- অন্তরা — হল আজ বড় আনন্দ, আমার নিরানন্দ গেল দূরে।
 হল আমার আনন্দে জগতের আনন্দ, জয়ধ্বনি শুনি জগৎ ভরে।।
 যত নগরবাসী ঘিরিল আসি, আনন্দেতে গিরিপুৰে।
 হল আনন্দ সবার, রাজা কি প্রজার—চাঁদের বাজার আমার মন্তপ ঘরে।।
- পরচিতান— সদা লোকের মুখে শুনি গো উমা, তোমার দুঃখের বিবরণ।
 পাড়ন — তোৰে একা রেখে সে কৈলাসবাসে, শ্মশানবাসী পঞ্চানন।।
 ফুকার — মা তুই মায়েৰ কথা রাখ, হিমালয়ে থাক, কাজ কি সে কৈলাসে গিয়ে,
 পাগল জামাইকে মা সঙ্গে নিয়ে :
 রাজ্য ধন সকলি তোমার, আর কে আছে গিরিৰাজার,
 মিলহিয়া চাঁদের বাজার, যাস নে ভাসিয়ে।।
- মিল — যত ধনরত্ন দেই মা তোৰ সঙ্গেতে মা গো—
 ওসব দিয়ে বুঝি পাগল বাবাজী, সিদ্ধি কিনে খায়, সঞ্চিত করে না।।

নবমী লোকনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ)

- চিতান — নবমী প্রভাতকালে, গৌরীকে নিবার ছলে, এইলেন পঞ্চানন।
 পাড়ন — করে শিঙ্গার ধ্বনি, বভম্ বভম্ বভম্ ধ্বনি,
 শুনি তাই গিরিরানী, জুড়িলেন ক্রন্দন।।
- সহর — (তখন) জয় দুৰ্গে শ্রীদুৰ্গে বলে, গিরিরানী কেঁদে বলে,
 কইগো উমাধন ? আমি দুঃখিনীর জীবনের ধন :

- আয় মা একবার করি কোলে, মায়ের কথা যাইস না ভুলে,
তোর দুঃখে মোর জীবন জ্বলে, জামাই পাগলা পঞ্চানন।।
- মিল — শিঙ্গা ধ্বনি শুনতে পাই, এসেছে পাগলা জামাই, তোমাকে নিতে,
আমি ঘরে রব হায় কি মতে, তুই গেলে প্রাণ রবে না।
- মহড়া — মাগো উমা এবার তোরে কৈলাসে যেতে দিব না।।।
- ধূয়া — কেমন করে যাবে উমা, আমি যে তোর দুখিনী মা, আমাকে ছেড়ে,—
আমি তোর দুঃখেতে পুড়ে মরব, কাদবি তুই পরে :
গর্ভে ধরে আমি তোরে পেলেম কত যত্না।
- খাদ — কিয়ের বেদন মায়ে বিনে অন্যে বুঝে না।।
- লহর — তুই গেলে মা জামাই বাড়ি, তোর বিচ্ছেদে মরব পুড়ি,
গিরিপুরী ঘিরবে আঁধারে;
দেখতে দেখতে গেল নবমী, উদয় হল কাল দশমী,
বিদায় দিয়ে তোরে আমি, ঘরে রই কেমন ক'রে।। (খন্ডিত)

বিজয়া রামগতি শীল (ময়মনসিংহ)

পায়ে ধরি রে নবমী তিথি, আর প্রভাত হইও না।
তুমি প্রভাত হলে নয়ন খুলে, নয়নতারা আর হেরব না।।
আঁধার ঘরের চাঁদের আলো, বড় স্নেহের ধন উমা,
হলে নয়নতারা উমা হারা, দেহেতে প্রাণ আর রবে না।।
দুদিনের জন্য পেয়েছি তারে, ভাল করে আজও হেরি না।
(মায়ের চাঁদমুখখানি ভাল করে—)

বল, না হতে বোধন, করি বিসর্জন—
কেমনে এমন সুবর্ণ প্রতিমা।।

আগমনী রামনাথ ভূঁইয়ালী (ময়মনসিংহ)

- গিরি আমার গৌরী এসে বসেছে—রূপে ভুবন আলো হয়েছে।
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী—দিন যামিনী সমান করেছে।।
উমা আমার নয়নতারা, লোকে বলে “তারা তারা”,
তারা কি তার কাছে?
জিনি কোটি শশী বদনশশী—কত শশী পদে পড়েছে।।
- অন্তরা — ভোলানাথ আসবে নিতে দশমীতে, এখনি ভাবতেছি তাই মনে।
(আমার) আঁধার ঘরের উজ্জল মণিক, ছেড়ে দিব কোন্ পরাগে।।
দুখপাসরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা রতন,—
কে তারে করিবে যতন, শিব থাকে শ্মশানে।
তার বাড়ির ভিতর ভূতের আড্ডা, ভূতে কি তার যত্ন জানে।।

বিজয়া অজ্ঞাত

- চিতান — অধীর প্রাণে, গিরির পানে, চেয়ে রানী কয়।
- পাড়ন — তুমি পাষণ হয়ে, আছ সয়ে, আমার ত না সয়,—
উমার অদর্শনে জ্বলে যায় হৃদয়।।
- ফুকার — বল বল গিরি কই সে গৌরী,
কই গেল কই গেল, মরি না পাই হেরিতে :
আমি হাতে পেয়ে উমাশশী, যেপেছিলাম এ তিন নিশি,

- কপালদোষে পড়লো খসি, না চাই জীবন ধরিতে।।
- মিল — আঁধার ভবন করে সে ধন, লুকাল কোথায়,
এই ছিল সে কোথা গেল, মরি মরি মনোব্যথায়।
- মুখ — যায় জ্বলে যায় আমার তনু, বল গিরি কি করি উপায়।।
- ডাইনা — না শুনে না দেখে নেয়ে, সঁপেছিলে যোগ্য পাত্রে, সোনার প্রতিমা,
জনে জনে কয়ে ফিরি, জামাইর মহিমা :
জন্মে যে দুখ পায় নাই গৌরী, সে দুখে দেয় গড়াগড়ি,
বল কিসে ধৈর্য ধরি, পেটে ধরেছিলাম উমায়।
- খাদ — এসেছিল কাল বিজয়া বধিতে আমায়।।
- ফুকর — আমি বুকে পেয়ে বুকের ধনে, আর দু'চার দিন রাখব মনে,
করিলাম চেষ্টা বিফল : না যাইতে নবমী নিশি,
নিতে এল উমাশশী, করে না বিলম্ব বেশী, এমনি সে বন্ধ পাগল।।
- ঝুমুর — কই গেল সে উমা—আমার স্নেহের ধন, অঞ্চলের সোনা।
নিবাসে মন্ডপের বাতি, কেমনে বন্ধিব রাতি গো—
উমা কি বুঝল না?
নাই কি সম্ভব, নিত্য দুর্গোৎসব, এ দুঃখ উদ্ভব তবে হৈত না।।

সংগ্রাহক : মহেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ (সৌরভ)

আগমনী (লহর মালসী)

বিজয়নারায়ণ আচার্য (ময়মনসিংহ)

- চিতান — পিতামাতার স্নেহের কথা, জগন্মাতা করিয়ে মনে।
- পাড়ন — লয়ে সঙ্গে লক্ষ্মী ভারতী, ঘড়ানন গজপতি,
করলেন শুভযাত্রা সপ্তমী দিনে।।
- লহর — এথা উমা আসার আশা পেয়ে, পথপানে ছিলেন চেয়ে,
ব্যাকুল হয়ে গিরিরাজ জায়া, হায়রে—মায়ের কত মায়া :
অদূরে উমাকে হেরি, বলে মেনকাসুন্দরী,
এই যে এলো আমায় মনে করি, প্রাণকুমারী বিজয়া।।
- মিল — আনন্দে অধীরা হয়ে গিরিরাজ জায়া,
অমনি দ্রুতগতি ধেয়ে যেয়ে, হিমালয়কে বলতেছে।
- মহড়া — গিরিরাজ হে, শীঘ্র দেখ এসে—এই যে আমার উমাধন এসেছে।।
- ডাইনা — বারটা মাস ছিলাম চেয়ে, দেখা হৈল মায়ে কিয়ে, এলো আমার উমা,
গিরি ত্রিজগতে কোথায় মিলে উমার উপমা :
কোলে বসে ডাকিবে মা, মা ডাকে কি মাধুরিমা,
আমার নিরুপমা উমা সমা, মেয়ে কে আর পেয়েছে।
- খাদ — উমা রাপে পুরী আমার আলো করেছে।।
- লহর — আমি কত জন্ম জন্মান্তরে, কত কঠোর সাধন করে, গর্ভে ধরেছিলাম উমাধনে,
আমার কতই না সুখ মনে : বৎসরে বৎসরে আসি, উদয় হয় মোর উমাশশী,
(আমি) আনন্দ সলিলে ভাসি, 'মা' ডাক শুনলে চাঁদবদনে।।
- মিল — কৈলাস হইতে আসতে পথে কষ্ট হৈল ভারি,—
তারে খেতে দেই গে তাড়াতাড়ি, বড়ই ক্ষুধা পেয়েছে।।
- অন্তরা — গিরি, আর আমি উমারে, দিব না হে ছেড়ে, যেতে কৈলাসপুরে, দু' চার মাস।
আমি রাখিয়া উমারে আপনার ঘরে, পুরাব মনের আশ।।

- কি নিশি দিনে, ঘুমে জাগরণে, সর্বদা করি হা হুতাশ।
যদি নিতে আসে শিবে, না দিলে কি নিবে, এবার ফিরে যাবে কৃতিবাস।।
- পরচিতান— উমার কথা বলতে গেলে, অশ্রুজলে ডরে দু'নয়ন।
পাড়ন — ভবে এমন মেয়ে আছে কার, বুপে গুণে চমৎকার,
আমার বহু ভাগ্যে মিলেছে এই ধন।।
- লহর — আমার উমাধনকে করলে কোলে, সর্বজ্ঞান হয় ধরাতলে, কর্মফলে ফলে এমন ফল;
উমা নিদানের সম্বল : চাইলে উমার বদন পানে, কার প্রাণে আর ধৈর্য মানো,
আপনে করে নয়নকোনে, ফোঁটা ফোঁটা স্নেহজল।।

বিজয়া হারাইল বিশ্বাস (ময়মনসিংহ)

- চিতান — সুখের নবমী গত, বিজয়ার প্রবেশ।
পাড়ন — নিয়ে গৌরী, সর্ব শূন্য করি, কৈলাসেতে চলিলেন মহেশ।।
লহর — তাই দেখে সব পুরবাসী, বলে নয়নজলে ভাসি, কই গো পাষণগৃহিণী :
কি সুখে রয়েছ বসে, উমা তোমার কৈলাসে,
যাবার কালে একবার এসে, হের ঈশানী।।
- মিল — যেমন বনদল্লী হরিণীর প্রায় গিরিরানী,
বলে, ও উমা খানিক দাঁড়া, করি কোলে।
- মহড়া — আমার প্রাণকুমারী, মম পুরী আঁধার করি, কেন মা যাইতেছ চলে।।
ডাইনা — আমি সংবৎসরে আহ্বাদ করে আনলাম তোরে,
মনের এই সাধ, প্রাণ জুড়াব বন্ধে ধরে,
হায় হায়, হায় হায় অকস্মাৎ, শিরে দিয়ে বজ্রাঘাত,
মা, কি আনন্দে নিরানন্দ করে গেলে।।
- খাদ — কাল কিছু খাইলে না মা, ঘুমে ছিলে।
লহর — আমার এই সাধ রৈল অন্তরে, ক্ষীর ননী রৈল পড়ে,
খেলে না মা তায়, কালনিদ্রায় : হায় হায় রে—
কার লাগি করিয়া যতন, করলেম তোরে প্রতিপালন,
কারে সঁপে দিলাম এখন, কে বা লয়ে যায়।।
- মিল — আমার মনোসাধ না মিটিল মায়ায় ভুলে,—
বলি ও উমা, আয় একবার আয় তোর মার কোলে।।

আগমনী অজ্ঞাত

- গিরিরাজ আর ত সহে না ব্যাজ, আসবে না কি আমার উমাধন।
তুনি লোকে বলে থাকে, মিথ্যা হয় না ভোরের স্বপন।।
ঐ আসে ঐ আসে করে, আশাতে প্রাণ আছি ধরে,
আসবে সে সম্বৎসরে গো, তিন দিনের কারণ।
আমার বন্ধের আগুন বন্ধে থাকে—হয় না চক্ষের জল নিবারণ।।
- ঝুমুর — আঁধার ঘর করে উজল, হে গিরিবর, ঐ বুদ্ধি উমাই আমার এল।
আমি তারে লইগে কোলে, তোরা একটু উলু দে লো।।
না জানি পথে পথে, কত রোদ লাগছে রথে,

উমা ননী হতে অতিশয় কোমল।

এই লাগিয়া উমার কারণ, আমার ভাবতে ভাবতে জীবন গেল।।

(সৌরভ)

আগমনী
অজ্ঞাত

এলে কি উমা চন্দ্রমুখী, আর তোমারে যাইতে দিব না।
ওমা কন্যাদানের ফল কি কেবল, নয়নজল আর কুড়াবনা।
জন্মে যে দুখ পায় নাই গৌরী, সে দুখে দেয় গড়াগড়ি,
মা হয়ে কি সহিতে পারি, লোকের গঞ্জনা।

সে ত পাষণ হয়ে সয়ে থাকে, আমার হৃদয় পাষণ ত না।।
ঝুমুর — সপ্তমী নয় অষ্টমী, নয় নবমী, উমা তুই সদাই থাক আমার ঘরে।
শিব সন্ন্যাসী শ্বশানবাসী, মাগো তোরে কি আর যত্ন করে।।
তোরে কি বলব শিবে, কত আর কষ্ট দিবে,
গেলেও ত সেই আসিবে, আর এক বছর পরে।
দেখে শূন্য মন্ডপ, হয় উপদ্রপ, মাগো সর্বদা মন লু লু করে।।
(সৌরভ)

আগমনী ডাক মালসী
বিজয়নারায়ণ আচার্য

মা শিব সীমন্তিনী শক্তি সনাতনী জননী—
দিতে ভক্তজনে মা চরণ দু'খানি, এসেছ ভক্তের বাড়ি।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, ঋদ্ধ গণপতি, পদে পশুর রাজা, অসুর অরি।।
সারাটি বৎসর গতে একবার, আশ্বিনে অধিকা আসিবে আবার,
বারংবার থাকি এই আশা মনে করি।

হৈল বাসনা পূরণ, এই নিবেদন, মরণকালে যেন চরণ হেরি।।
ঝুমুর — আহা মরি কিবা, অপরূপ শোভা, চতীমন্ডপ হইয়াছে আলো।
ভক্তের ভবনে দেবীর আগমনে, সঘনে দুন্দুভি বাজিল।।
আনন্দসাগরে আনন্দজোয়ারে, অতুল আনন্দ উথলিয়া উঠিল।
আনন্দময়ীর আগমন আনন্দে ভুবন ভরিল।।

দুর্গাপূজার আগমনী ষষ্ঠী
রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা)

চিতান — হল বর্ষা অন্ত নবঘন নভে মিশিল।
পাড়ন — বিমল আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে, নব রসে জগৎ ভাসিল।
ফুকার — কিবা শরৎ সুহাসিনী, মধুর ভাবিণী, মায়ে মঙ্গল গায়,
নব ভাবোৎসাহে জগৎ জাগায় :
কি দরিদ্র কি ধনী, সবার মুখে মঙ্গলধ্বনি,
মিষ্ট সমীরণে শিহরি ধরণী, বিমুক্ত নয়নে চায়।।
মিল — ভেবে শুভ ষষ্ঠীর আগমন, হল ভুলোকবাসী সবার পুলকিত মন;
মায়ে আগমন মনে জেনে।
মুখ — এসেছে এসেছে কি সুখের সময়, শরতে ভারত ভুবনে।।
ডাইনা — বাজে টং টং টিকারা, বাজে সেতারা দোতারা চৌতারা,
তারার আগমন আশে,
বিমল আকাশ মাঝে তারাগুলি, তারাও সকলে হাসে :
যে দিকেতে ফিরাই আঁখি, শান্তির প্রতিমূর্তি দেখি,
সাধু ডকতের মন থাকি থাকি, নাচিছে সদায় আনন্দ তুফানে।
খাদ — বিমোহিত মইী সদা প্রকৃতির গানে।।
ফুকার — দেখি দীঘি সরোবরে কিবা শোভা করে,

- নানা পুষ্প সুশোভিতঃ হল সৌরভে সর্বত্র পূর্ণিত :
আকাশখানি সুকৌশলে, প্রতিফলিত মাঠের জলে,
কুমুদিনীর নিচে অর্ধচন্দ্র দোলে, মিলনে কি বিপরীত ॥
- মিল — যেন আকাশ গিছে পাতালে, অস্থির সলিলে স্নান করে সকলে,
স্বর্গবাসী বুঝি মত্ত নর্তনে ॥
- অন্তরা — শূনি প্রহরে প্রহরে, তরুণ পরে, পারিগণে করে সুমধুর রব।
মিলি যত বিহঙ্গিনী, দিতেছে হলুধ্বনি, ঐ শুনি মায়ের অধিবাস উৎসব ॥
ছুটিছে তরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী বেগে, তর তর বেগে তটবাসী জাগে,
শরতের সমীরণ মাঝে মাঝে লেগে, বাঁকে বাঁকে তরঙ্গ ফাঁকে ফাঁকে নীরব ॥
- পরচিতান — মায়ের শ্রীপাদপদ্ম পাব বলে, হাসিতেছে কত ফুল ॥
- পাড়ন — হাসে সরোবরে সরোজিনী, বনে হাসে শেফালী বকুল ॥
- ফুকার — যত পতিপ্রাণা সতী, ভুলে পতির প্রীতি,
পিতার ঘরে আসিল : এসে ভাই ভগ্নীতে মিশিল :
সবে মিলি সোহাগ ভরে, নূতন কাপড় যত্নে পরে,
আজ বটপত্রের ন্যায় সুখের সাগরে, জগৎ যেন ভাসিল ॥
- মিল — এ সুখ বরণিতে না পারি, ওমা বিধেখরী গৌরী,
এ সুখের লহরী জাগায়ে দিতেছ সবার মনে ॥

দুর্গা সপ্তমী

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শুভ সপ্তমীতে, অবনীতে, রসে ভাসে সবার মন।
- পাড়ন — দু'টি পুত্র লয়ে পিত্রালয়ে, শৈলসূতা কৈল আগমন ॥
- ফুকার — শিবর শুভ আগমনে, সবার মনে, নব সুখের প্রসবণ,
সবার জুড়াইল নয়ন শ্রবণ : চারিদিকে বাদ্য ধ্বনি, কুলবালার হলুধ্বনি,
প্রতি ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেন শুনি, সুখ করে বরিষণ ॥
- মিল — শুনে জগন্মাতার আগমন, যত কুলকন্যাগণে, পুত্রকন্যা সনে,
আসিয়াছে মাকে দেখবে বলে।
- মুখ — মা আমার কি আনন্দসিদ্ধিমাঝে জগতকে ভাসালে ॥
- ডাইনা — মোদের জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, প্রেমের বাৎসল্য সূত্রে ভক্তপুত্রী, কন্যারূপে পূজা খায়,
এমন দয়ামাখা মূর্তিখানি কেবা দেখেছে কোথায় :
ধনী কি দরিদ্রের ঘরে, সবার পূজা গ্রহণ করে,
কেহ পূজিতেছে ঘোড়শ উপচারে, কেহ পূজিতেছে নয়নের জলে।
- খাদ — কার বা অশান্তি থাকে, মাকে দেখিলে ॥
- ফুকার — মায়ের বামে বাগ্‌বাদিনী, বিদ্যা প্রদায়িনী, লক্ষ্মী শোভে দক্ষিণে,
পালায় দারিদ্র্য যার আগমনে : জ্ঞানদাতা গণপতি, কমলার দক্ষিণে স্থিতি,
সরস্বতীর বামে কার্তিক মহারথী, কলাপী-আরোহণে ॥
- মিল — মায়ের অপরিসীম করুণা যেজন দুর্গা বলে ডাকে,
অন্তরীক্ষে থেকে রক্ষা করে তাকে, বিপদকালে ॥
- অন্তরা — জয় জগদ্ধাত্রী, হিমাত্রী পুত্রী, জগৎকর্ত্রী মায়ের জয়।
জয় শারদ সপ্তমী, জয় জয় ভারতভূমি, চারিদিকে হেরি আজ সুখময় ॥
ঘরে ঘরে করে দুর্গা নামকীর্তন, শান্তিদেবী করে ঘরে ঘরে নর্তন,
শরতে ভারতের রূপ পরিবর্তন, রূপের আধার ধরিয়ে হৃদয় ॥

- চিতান — সুখের ঢেউ জমিল, বৌ কমিল, ঘোমটা হল উন্মোচন।
 পাড়ন — নব বিশ্বের দৃশ্যে সবাই সুখী, দুঃখী কেবল দেব পঞ্চানন।।
 ফুকার — মা যে যশদে ধনদে, জ্ঞানদে মানদে, সর্বশক্তি মা'র কাছে,
 মায়ের শ্রীপদ চিন্তায় বিপদ ঘুচে :
 আশার চিন্তা সবই অসার, সর্বাবস্থায় দুর্গানাম সার,
 নিরীহ ভারতের বালক বালিকার, মা বিনে আর কে আছে।।
 মিল — অধম রাজেন্দ্রের এই প্রার্থনা, যেন সম্পদে বিপদে,
 ঐ নাম জপি হুদে, দুর্গা নামটি যেন যাই না ভুলে।।

সপ্তমী নারায়ণচন্দ্র বালা (ফরিদপুর)

- চিতান — ষষ্ঠী হয় সমাপ্ত, সপ্তমী আবির্ভূত, ব্রহ্মাণ্ডে মহা মহোৎসব।
 পাড়ন — ভক্তিতে দান্তিতে করে চন্ডী পাঠ, আরম্ভ হল দুর্গোৎসব।।
 ফুকার — বলে কই মা কই মা কই, উদয় ব্রহ্মময়ী, গিরীন্দ্র ভবনে,
 উমার মায় অমনি তাই শুনে :
 মেয়ে দেখতে ধৈয়ে এল, মায়ে ঝিয়ে দেখা হল,
 বলে মা তুই আছিস ত ভাল, মা ব'লে আছে কি মনে।।
 মিল — যদি কন্যা সুখে রয়, মায়ের মনে সুখোদয়,—
 বলব কি মা দুঃখের বিষয়, মনপোড়াতে মরি পুড়ে।
 মুখ — বল মা কি সুখে ঘর করিস, ভাঙড় ভিখারী জামাইর ঘরে।।
 ডাইনা — শুনতে পাই সব লোকের মুখে, শূন্য ঘরে তোকে রেখে,
 জামাই দিগন্তর : সিদ্ধি খেয়ে পড়ে থাকে কুচীনীনগর :
 সদাশিবের ঘরে সদা, অন্নশূন্য শূনি অন্নদা,
 ছেলেমেয়ের লাগলে ক্ষুধা, কেশুধায় মা ডেকে তোরে।
 খাদ — অমন কেবা আছে আমার, পাঠাব আর কারে।
 ফুকার — আমি অচলা রমণী, অচলা রূপিনী, চলিতে সাধ্য নাই;
 বল মা কিসে কৈলাসে যাই :
 কোলের ছেলে দিয়ে জলে, মনাগুনে মরি জ্বলে,
 পাষাণীর প্রাণ পাষণ বলে, বেঁচে রয়েছি গো তাই।।
 অন্তরা — আগে জানলে জামাই পাগলের সন্তান।
 তবে দিতাম কি আর কন্যাদান।।
 সর্বনেশে নারদ এসে, বলে কয়ে ভুলাল সে,
 বুড়ো রাজা হারিয়ে দিশে, আমার বিশেষ মেয়েপ্রাণ।।
 পরচিতান— জামাই মোর ত্রিপুরারি, ত্রিপুরের অধিকারী,
 ত্রিপুরের বাসনা পুরায়।
 পাড়ন — কোন দোষ নাই জামাইর আমার আশুতোষ,
 অসন্তোষ তোমায় আর আমায়।।
 ফুকার — একদিন বলেছিল গিরি, মা তুই কাশীন্দ্রী,
 জামাই তোর কাশীন্দ্র : প্রজা ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর :
 ছেলের নামটি সিদ্ধিদাতা, কল্যাণী কমলার মাতা,
 অন্নদা তুই অন্নদাতা, অন্নশূন্য কেন তোর।।

চতুর্থ অধ্যায় ভোরগান

[ভোর গান কবিগানের পালার মাঝে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। ভোর বেলায় গীত হওয়ার জন্য রচিত বলেই এই শ্রেণীর গানগুলিকে ভোর গান বলে। মালসী, সখী সংবাদ ইত্যাদি জাতীয় গানের রচনা পদ্ধতি অনুসারেই ভোর গান রচিত হয়। ভোর গানের জবাব দেওয়ার কোনও রীতি নেই। শুধুমাত্র রসজ্ঞ শ্রোতাদের শ্রবণানন্দের জন্যই এই গান গাওয়া হতো।]

ভোর—প্রকৃতি বর্ণন (ক) হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

- চিতান — জলে ফুটল সরোজিনী রজনী প্রভাত।
 পাড়ন — পশ্চিম অস্তাচলে, মসী মুখে শশী চলে, পূর্বাচলে উদয় দিননাথ।।
 ফুকার — ভক্তির ভূষা পরে উষা জগতকে জাগায়,
 ভক্তে মঙ্গল আরতি গায় : সাধু শিষ্ট সঁচৈতন্য, ইষ্টচিন্তায় সবে ধন্য,
 যত অলস পানী অকর্মণ্য, কুস্তকর্ণের মত নিদ্রা যায়।।
 মিল — যোগী ঋষি আর ব্রহ্মচারী সদাচারে, ব্রাহ্মমুহূর্তের সম্মান করে, করে নিদ্রা ভঙ্গ।
 ধূয়া — যত কুঞ্জে কুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে, গুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জরিছে ভঙ্গ।।
 ডাইনা — তীর্থবাসী সব পুণ্যবান, করিছে প্রাতঃস্নান, শাক্ত শৈব :
 ভক্তিতে কয় দুর্গা শিব শিব : দেবালয়ে রাশি রাশি,
 বাজিছে পিনাক বাঁশী, শঙ্খ ঘন্টা করতাল কাঁসী, সুমধুর মৃদঙ্গ।
 খাদ — অতি কষ্টেতে সতী ছাড়ে পতির সঙ্গ।।
 ফুকার — যত বিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ সাজায়ে তানপুর, সাথে ভৈরো ললিত ভোরের সুর :
 প্রত্যাষে উষার আলোকে, কৃষিকর্মে যায় কৃষকে,
 দেখে নিশান্ত লুকায়ে থাকে, যত পিশাচ পেঁচক লম্পট চোর।।
 মিল — কুসুমকাননে কুসুম ফুটল নানা জাতি : জাতি যুথী মধুমালতী সৈউতি লবঙ্গ।।
 অন্তরা — মধুর বৃন্দাবনে বনে বনে ডাকে হীরামন।
 ডাকে দধিকুল আদি পাখিগণ।।
 কেহ করে শ্রবণ মনন ব্রজের দ্বাদশ বন।
 ব্রজে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্ধন।।
 পরিচিতান — কর্মীসব কর্মলোভে করে গাগ্রোথান।
 পাড়ন — মৃগচর্ম পরে, যোগী বসে সহস্রারে, ভোরে করে পরমাখ্যার ধ্যান।।
 ফুকার — শুকশারী সারি সারি সুখে করে গান, শীতল সমীরণে জুড়ায় প্রাণ :
 মানিনী যত কামিনী, মানেতে কাটায় যামিনী,
 ভোরে ঘুমের চক্ষে বন্ধখানি, স্বামীর বক্ষে দিয়ে হারায় মান।।

ভোর—প্রকৃতি বর্ণন (খ) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বিভাবরী ভোর দিবা প্রকাশ পূর্বাকাশে অপূর্ব শোভা।
 পাড়ন — প্রভাকরে প্রভা করে, নিষ্কীৰ্ব সজীব করে, সুধাকরে হল নিশ্প্রভা।।
 ফুকার — গেল যামিনী, কুলকামিনী স্বামীসুখ হারায়, বাসী মুখে বাসী কণ্ঠে যায় :
 পরম ভক্ত শাক্ত শৈব, ভক্তিতে কয় দুর্গা শিব,
 ব'লে জয় রাধা—মাধব, ভক্ত বৈষ্ণবে প্রভাতী গায়।।
 মিল — কুসুমকাননে ফুটল কুসুম নানাজাতি,
 জাতি যুথী গন্ধরাজ সৈউতি, মল্লিকা মালতী।
 ধূয়া — জাগল কুঞ্জবাসী, দেবালয়ে রাশি রাশি, বাজল শঙ্খ আর ঘন্টা কাঁসী,

- সাজল ঘূতের বাতি ।।
- ডাইনা — ব'লে জাগ রাই-ত্রিভঙ্গ, কেহ গায় কুঞ্জভঙ্গ, বাজে করতাল মৃদঙ্গঃ
সুমধুর ভোরের সুরে, আরতি কীর্তন করে,
মনের আনন্দে সবে করে মঙ্গল আরতি ।
- খাদ — শিশু সকলে দিল আপন পাঠে মতি ।।
- ফুকার — যত পাখী সব সুখে করে রব, দিবার আলোকে, চলে কৃষিকর্মে কৃষকে :
ভ্রমর ভ্রমে মধু লোভে, সরোবরে পুঙ্কর শোভে,
ভাস্কর দেখে দুষ্কর ভেবে, পলায় তঙ্কর লম্পট পেচকে ।।
- মিল — নিশা চরে সব নিশাচরে ভোরে পলায়,
যেমন অসাধু দেখতে না পায় সাধুলোকের রীতি ।।
- অন্তরা — জাগ লোক সব, সুখ উষা সুসময় ।
এ সময় শুধু অলস পাপীলোকের ঘূমের সময় ।।
প্রভাতে দেবলোকে পিতৃলোকে, পৃথিবীতে আসে উষার আলোকে,
সাধু ভক্ত লোকে কয়ঃ
বাসী শয্যাপরে, যারে সূর্য্যদেবে হেরে, আয়ু বিদ্যা যশ ধর্ম কর্ম ক্ষয় ।।
- পরচিতান — ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যায় প্রাতঃস্নানে, হির মনে করে সুচিন্তা ।
- পাড়ন — যার যার প্রাণকান্ত দেশান্তর, অনিদ্রায় নিশান্তর,
বিষাদ অন্তর, বাসী শয্যায় কাদে কান্তা ।।
- ফুকার — ব্রহ্মা মুরারি, ত্রিপুরের অরি গ্রহ সমুদয়, তারা সু প্রভাত সুপ্রভাত কয়ঃ
ব্রাহ্মণে কয় ও শান্তি শান্তি, গৃহী কয় নল-দময়ন্তী,
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী, তারা মন্দোদরীর নামটি লয় ।।

ভোর—প্রকৃতি বর্ণন (গ) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — পূর্বদিকে অপূর্ব শোভা, বিভাবরী ভোর ।
- পাড়ন — উষা সুন্দরী বেশভূষা করে, ভালে পরে বালার্ক সিন্দূর ।।
- ফুকার — উঠিল ভাস্কর ফুটিল পুঙ্কর, তঙ্কর সব লুকায়, শশীরশ্মি মসীতে মিশায়ঃ
হায়! প্রভাতী সুর অতি মধু, কৃষ্ণনামের সনে সাধে সাধু,
বাসী ফুলের মত ফুলবধু, বাসী শয্যা ছেড়ে বাসী কাজে চলে যায় ।।
- মিল — নিদ্রাভঙ্গেতে রাধাশ্যাম, কুঞ্জে করে বিশ্রাম, অতি কুতূহলেঃ
তখন শুক শারী ডেকে বলে, সখীর প্রতি ।
- ধূয়া — সবে গাত্র তোল, জয় রাধে গোবিন্দ বল, উদয় হল দিনপতি ।।
- ডাইনা — বাজাও সুমধুর মৃদঙ্গ, ভেঁউর তুরঙ্গ, শঙ্খ ঘণ্টা মাদল,
মধুর ভোরের সুর ললিতরাগে, গাও মনের অনুরাগে, রাধাকৃষ্ণ মঙ্গলঃ
সাজাও পঞ্চাঙ্গ ধূপে, ঘূতের পঞ্চ প্রদীপে, মনের আনন্দে কর সবে মঙ্গল আরতি ।
- খাদ — কুঞ্জ ছেড়ে স্বস্থানে সবে কর গতি ।।
- ফুকার — নিশি অন্তর্ধান, ধ্যানী করে ধ্যান, সময় সুদূর্লভ : প্রাতঃস্নানে যায় সাধু বৈষ্ণবঃ
পিতৃলোক আর দেবতারা, হরি ভক্তি দিতে ভ্রমে তারা,
এমন সময় ঘুমায় যারা, পাপী অলস তারা, ধর্ম কর্ম হারায় সব ।।
- মিল — অরুণ কিরণে যার বদন শয্যায় করে দর্শন,
সে নিতান্ত অলস, আয়ু বিদ্যা যশ, ধর্ম কর্ম বিনশ্যতি ।।
- অন্তরা — হরি হরি বল সুখের নিশি হল ভোর ।

- কুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে, ওঞ্জে ওঞ্জে ওঞ্জে অমর প্রচুর।।
 গোবুলের যত কুলবতীগণে, কৃষ্ণগুণ গেয়ে যায় দধিমহুনে,
 দধিমহুনে শব্দ মিশে গানের সনে, ওন্ ওন্ স্বনে যেন বাজিছে তানপুর।।
- পরচিতান— বৃন্দাবনে বনে বনে ফুটিল কুসুম।
 পাড়ন — যত নিশাচরে নিশা চরে নিশাভোরে পড়ে দিল ঘুম।।
 ফুকার — নিশি পোহাল গোবিন্দ বল আনন্দের সময়, জাগল রসময়ী রসময়ঃ
 শুকতারা হাসিতেছে, মৃদু মৃদু স্বাদু বাতাস আসিতেছে,
 ঈশ্বর আর পরকাল আছে, নরলোকের কাছে, এ সব পরলোকের বার্তা কয়।।

রাধাশ্যামের মিলন ভোর **হরিচরণ আচার্য**

- চিতান — মনের আনন্দে বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে রাধাশ্যামের মিলন।
 পাড়ন — নিদ্রার অলসে আবেশে, সুমধুর প্রেমরসে, ভূজপাশে দু'জনার বন্ধন।।
 ফুকার — নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা যায়, ফুলের মনোহর শয্যায়,
 রতিপতি পতিত লচ্ছায় :
 নিশি সুপ্রভাতের সময় হেরি, তমাল ডালে সারি সারি,
 সুখে বসে শুক-শারী, জয় জয় রাধা-কৃষ্ণগুণ গায়।।
- মিল — তখন রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণ মনোরমে রাধা-ত্রিভঙ্গের নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন করিল।
 মুখ — গাত্র তোল ধনি, নেত্র মেল গুণমণি, গেল যামিনী, ঐ দিনমণি প্রকাশিল।।
 ডাইনা — শশী নিশির মন লুটিয়ে, প্রভাতে উঠিয়ে গেল, সময় বুঝে নিশি গেল :
 তারা সব মনের বেগে, যায় সংসার অনুরাগে,
 উষা সুন্দরী আপনি জেগে, জগৎ জাগাইল।
- খাদ — হল অসময় আর কি সুখের সময় রইল।।
 ফুকার — ফুটিল সরোবরে কমল ফুল, হয়ে সৌরভে আকুল,
 গৌরবেতে ভ্রমে অলিকুল :
 ঐ যে বনে বনে বহু বহু, কোকিল এসে মুহূর্মহু,
 কেহ করে কুহু কুহু, আবার কেহ করে সুখে কুল কুল কুল।।
- মিল — যারা দেশ ছেড়ে বিদেশে ব্যবসা করে—
 তারা প্রেমসীর করে ধরে, উষাযাত্রা করিল।।
- অন্তরা — পাতার অগ্রে নিশির শিশিরে, সূর্যের সমীরে,—
 যেন সোহাগ নাসিকায় মুক্তা লড়ে।
 কোন কোন পাতা হতে বাতাসে, শিশির পড়িয়ে ধরণী ভাসে,
 বিরহিনী যেন যামিনীর শেষে, পতি নাই দেশে, নয়নজল ঝরে।।
- পরচিতান— দেখ পূর্বাকাশ তবুণ অরুণ কিরণ আভায়, শোভে কি শোভায়।
 পাড়ন — ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধুগণে, ইষ্ট নাম স্মরণে, হির মনে প্রাতঃপ্রসাদে যায়।।
 ফুকার — নিশির শেষ শীতল বাতাস আসিল, সবার চিন্তা তোখিল :
 ঈশ্বর শীতের অংশ পশিল :
 যারা মান করিয়ে পতির দোষে, শূয়েছিল শয্যা পাশে,
 সে সময়ে তারা এসে, আপন পতির বুকে মিশিল।।
- মিল — মঙ্গল আরতি দিবার তরে, যোগী ঋষি দেবালয়েতে শব্দ ঘণ্টা বাজাইল।।

গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভোর **হরিচরণ আচার্য**

- চিতান — সুখ শব্দরী হল অস্ত, বিষ্ণুপ্রিয়াকান্ত নিদ্রায় অচেতন।
- পাড়ন — আমার বাসনা সতত, রসনা তৃষিত,
কিঞ্চিৎ নবদীপ লীলামৃত, করিতে আত্মদান।
- ফুকার — স্বর্ণপালঙ্কে বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে গৌরাদ, নিদ্রায় আবেশ অবশ অঙ্গ :
কুসুম চন্দন পুঞ্জে পুঞ্জে, সুখের বিলাস কুঞ্জে কুঞ্জে,
দেখে নিশি প্রভাত ওঞ্জে ওঞ্জে, গৌরগুণ জেনে ওঞ্জে ভুঙ্গ।।
- মিল — কুসুমশয্যাতে যুগল মুরতির শোভা দেখে,
কাঞ্চনমালা কয় অমিতাকে, গৌর বল বল।
- ধূয়া — নিশি প্রভাতকালে, তোরা দেখ্ সকলে,
গৌরকোলে আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার কিবা শোভা হল।।
- ডাইনা — রূপে গৌর তো গৌর মোদের গুণমণি, গৌর বক্ষেতে গৌর-বক্ষ বিলাসিনী,
এই গৌর রূপের ছটায়, গৌর ফুলশয্যায় লুটায়,
কাল ভুঙ্গ সব অঙ্গের ছটায়, গৌর হয়ে গেল।
- খাদ — রূপে মনোহর দেখে সবার মন হরিল।।
- ফুকার — যুগল মিলন সুখ, দেখে অসুখীর হয় সুখ লাভ, নাই আর বিলাসকাপ্তি ভাব অভাব :
অযোধ্যা কি ব্রজবাসে, বিপরীত রূপ স্ত্রী পুরুষে,
এবার একই রূপে একই রসে, আছে রসরাজ আর মহাভাব।।
- মিল — ঐ দেখ উভয়ের অঙ্গের আভা, অঙ্গে মিশি কিবা,
উভয়ের ভুজপাশে উভয় বন্ধ র'ল।।
- অন্তরা — হেম জিনি প্রেমকাপ্তি, শান্তি উদ্দীপিকারে।
গাও তো প্রভাতী গীতি ভাবুক ভাবিকারে।।
গৌর আমার কাঁচা কাঞ্চন স্থির বিজলী মাথারে,
কোলে বিষ্ণুপ্রিয়া সতী কাঞ্চন পাঞ্চালিকারে।।
- পরচিতান — কিবা সুপ্রভাত শুভযোগে, মিলন যোগে উদয় দিবাকর।
- পাড়ন — ভোরের সুরেতে ধরে টান, ভঞ্জে গায় গৌরগান,
গুনে জাহ্নবী ধরে উজান, উঠে প্রেমের লহর।।
- ফুকার — রতি অতনু উভয় তনুতে হয় অনুভব, দেখে নীরসের হয় রসোদ্ভব :
সুখে ভুঞ্জে নিদ্রাবেশে, নিভৃত নিকুঞ্জ বাসে,
গুধু নদীয়া মাধুরী রসে, ডুবলো নদীয়া নাগরী সব।।
- মিল — শিশির বসন্তের কৃপা ছিল অকৃপণ, মনের সোখে হরিচরণ,
এই যুগল সেবা রসে বঞ্চিত র'ল।।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভোর (নিমাই সম্যাস)

হরিচরণ আচার্য

- চিতান — সুখশয্যাতে ভায়া সঙ্গে, সুপালঙ্কে ছিলেন গৌরাদ।
- পাড়ন — হায় হায় না হতে নিশি ভোর, না হতে শশী ঘোর,
সোনার গৌর, করলেন ন'দে লীলা সাঙ্গ।।
- ফুকার — উঠিল ভান্ডর ফুটিল পুঙ্কর শব্দরী প্রভাত : হল এ প্রভাত কি কুপ্রভাত :
হায়, শূন্য শয্যা নিরখিয়ে, পালঙ্কেতে হস্ত দিয়ে,
কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ে, মন্দিরে নাই আমার প্রাণনাথ।।
- মিল — মনের দুঃখেতে বিষ্ণুপ্রিয়ার হিয়া জ্বলে,—
উষা সুন্দরীর প্রতি বলে, ভেসে চক্ষের নীরে।

- মুখ — উষা বল বল, তুমি কি দেখেছ বল,—
আমার প্রাণনাথ কোথায় গেল, এত নিশি ভোরে ॥
- ডাইনা — হলে অন্য দিন নিশি ভোর, সুমধুর ভোরের সুর আলাপনে,
প্রভু যেত প্রাতঃস্নানে : আজ কেন এমন দেখি, নাচিছে দক্ষিণ আঁখি,
আমার হৃদয় পিঞ্জরের পাখি, বুঝি গেছে উড়ে।
- খাদ — শিরে বজ্রাঘাত দুঃখের কথা বলব কারে ॥
- ফুকার — কত সোহাগে কি অনুরাগে গত নিশিতে, প্রভু এ দাসীর মন তুমিতে :
হায়, করে কত রসিকতা, খেয়ে এই অবলার মাথা,
দিয়ে গেল তৈল সলিতা, প্রদীপ নির্বাণ কালেতে ॥
- মিল — আমার বুকে শেল দিয়ে গেল প্রাণপতি,
ভাগ্যবতী লক্ষ্মী সতী, সর্পাঘাতে মরে ॥
- অন্তরা — আধার নবদ্বীপ প্রদীপ শূন্য হল হায়।
মরি হায় হায়, আমি বাতাহতা লতা, স্থান পাব কার পায় ॥
প্রতিদিন কোকিলে করে কুহু কুহু, আজ কেন প্রভাতে করে উহু উহু;
মুহূর্মুহু শূন্য যায়।
ও সেই শ্রমরের গুন গুন, কৃষ্ণ গুণাগুণ,
আগুন আগুন বলে, আগুন দিচ্ছে গায় ॥
- পরচিতান — আমি জ্বালিয়ে মোমের বাতি, ইতি উতি করলেম অন্বেষণ।
- পাড়ন — খুঁজে পেলেম না প্রাণনাথ, উঠিল দিননাথ,
বাজের অঘাত বাজে, আমার শিরে যেমন ॥
- ফুকার — কত জন্মেতে কত কর্মেতে করেছিলেম পাপ, দিল কোন সতী কি অভিশাপ :
হায়, এ নব যৌবনের কালে, পতি গেল সতী ফেলে,
পতিতপাবন পতি বলে, আমি গঙ্গাজলে দিব কাঁপ ॥

ভোর—শচীমাতার ক্রন্দন (ক) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কাটোয়া কাঞ্চননগরে, গঙ্গাতীরে, নিমাই লয় সম্যাস।
- পাড়ন — কান্দে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া, ফেটে যায় হিয়া,
সোনার নদীয়ায় আজ হল সর্বনাশ ॥
- ফুকার — শচী করে হাহাকার, কোথায় রে চাঁদ নদীয়ারচাঁদ, নিমাইচাঁদ আমার :
আর কিরে চাঁদ এ জীবনে, মা ডাকবিনে চাঁদবদনে,
চাঁদের বাজার এতদিনে, ও হল অন্ধকার ॥
- মিল — ছেড়ে জননী আর জন্মভূমি আর জাহ্নবী, কৈ গেলে তুই সাধু হবি,
মনে ভেবে দেখলি না তাই।
- ধূয়া — আয়রে নিমাই আয়রে কোলে, মা বলে ও তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥
- ডাইনা — বিশ্বরূপ সম্যাসে গেল তুই ও করলি তাই,
এ পোড়া বুক জুড়াইতে এ জগতে, মা ডাকিতে কে আছে নিমাই,
প্রাণে বধে মা অভাগী, পুত্র হয় যার সংসার ত্যাগী,
বিষ্ণুপ্রিয়া বধের ভাগী, তুই বিনে বাপ আর কেহ নাই ॥
- খাদ — সুহৃদ পাব কোথা গেলে, এ সময়ে বিষ দিলে বিষ খাই ॥
- ফুকার — নিমাই তোরে না দেখে, নিমাই নিমাই বলে কান্দে নদীয়ার লোকে :
নিরানন্দ বিধি বিগুণ, ভাসে গায় না গোবিন্দগুণ,

- মিল — বিনা কাঠে জ্বলছে আগুন, ও আমার এই বৃকে।।
ও তোর ক্ষুধার অন্ন পিপাসায় জল কৈ গেলে পাবি,
পরের মাকে মা ডাকিবি, আমি কি তোর মা বেঁচে নাই।।
- অন্তরা — দুঃখপাসরা নয়নতারা, তুই রে আমার হারানিধি।
কোলের মাণিক হরে নিল, দস্ত-অপহারী বিধি।
পুত্রশোক কি জানবি নিমাই, পুত্র যে তোর জন্মে নাই,
বজ্র দিয়ে বেঁধেছিস্ তাই, তোর কঠিন হৃদি।
যার অন্তরে পুত্রের ব্যথা, জীবন মরণ সমান কথা,
পাষণে ভাসিব মাথা, তুই হবিরে মাতৃবধী।।
- পরচিতান — কাল হয়ে ভারতী এসে, অতিথি বেশে, ঘটাল কি দায়।
- পাড়ন — আমার বক্ষস্থলে ছুরি দিয়ে সম্যাসী হয়ে, হায় হায় মা বধিয়ে, পুত্র নিয়ে যায়।।
- ফুকার — হায়, কি হল অকস্মাৎ, কেন হল কালরজনী হ'ল কুপ্রভাত :
এমন পুত্র গেলে ছেড়ে, মায়ের প্রাণে কেমন করে,
কেন দিলে মায়ের শিরে, ও হেন বজ্রাঘাত।।

ভোর—শচীমাতার ক্রন্দন (খ) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — সোনার নবদ্বীপ পরিহরি, গৌরহরি গেল সম্যাসে।
- পাড়ন — শচী হারায়ে পুত্রধন, শোকাকুল মন, কাঁদে হা হতাশে।।
- ফুকার — ওরে নিমাইচাঁদ আমার সোনারচাঁদ, চাঁদরে অকলঙ্ক চাঁদ আমার :
ভবে এমন চাঁদ আর আছে কার : হায়রে, চাঁদ গেলি তুই নদে ছেড়ে,
চাঁদের বাজার আমার আঁধার করে, মা বলতে এই দুঃখিনীরে,
এমন লক্ষ্য নাইরে আর।।
- মিল — আমি কেমনে ভুলে থাকি নিমাই তোরে,
ও তোর সকল গুণ মনে পড়ে, আমার থেকে থেকে।।
- ধূয়া — দুঃখিনীর ধন দুঃখপাসরা, নিমাই তুইরে আমার নয়নতারা,
তোরে হারাইয়ে ঘরে রব কার মুখ সেখে।।
- ডাইনা — কাঁদে অশ্রুত নিত্যানন্দ, গদাধর মুকুন্দ, বৈষ্ণব সবে,
নাই সে সঙ্কীর্ণ রে, সকল পরিবর্তন হল তোর অভাবে :
বধু মা বিষ্ণুপ্রিয়া, বুক ফাটে মুখ দেখিয়া,
কেন এই আগুন গেলি দিয়া, ও তোর মায়ের বৃকে।।
- বাদ — প্রাণে মানে নারে নিমাইরে, প্রাণ জুড়াই কার চাঁদমুখ সেখে।।
- ফুকার — ও তোর পুত্র কস্মে নাই, পুত্র জন্মে নাই, হায়রে পাষণে বেঁধেছিস্ বুক :
দিলি মায়ের প্রাণে এত দুখ : হায়রে, তোর যদি রে পুত্র হত,
পাষণ হয়ে তোরে ছেড়ে যেত, সে দিন জান্তি আমার মত,
পুত্রশোক কি নিমাই দারুণ শোক।।
- মিল — আমি ভুলেছি বিশ্বরূপকে তোরে পেয়ে, রব তোরে পাসরিয়ে,
আর করে নিয়ে বৃকে।।
- অন্তরা — যেমন রাম বিনে কৌশল্যার দশা, আমার দশা তাই।
জানি চৌদ্দ বৎসরের শেষে, রাম আসিল দেশে, বাছ্য তোর আসার ত আশা নাই।।
যখন রাম গেল বনে, সীতা ছিল সনে, রামায়ণে শুনতে পাই।
সরল ব্রাহ্মণের মেয়ে, বধু বিষ্ণুপ্রিয়ে, গেলি তারে সঁপে দিয়ে কার ঠাই।।

- পরচিতান— ন'দে এসে কেশব ভারতী কি ভারতী, তোরে শুনাইল।
 পাড়ন — ও তোর সে হতে সবার প্রতি, ফিরল মতি, ভাগ্যে এই কি ছিল।।
 ফুকার — পুত্র থাকে যার, অস্তকালে তার, হায়রে শতকণ্টের হয় বিরাম :
 পায় সে পরিণামে মোক্ষধাম : হায়রে, তোর জননীর অস্তকালে,
 কেবা নিবে সে জাহ্নবীর কূলে, কে সুধাবে কর্ণমূলে হরেকৃষ্ণ হরিনাম।।

ডোর—শচীমাতার ক্রন্দন (গ) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ক'রে নিমাইচাঁদ সন্ধ্যাস গ্রহণ, স্রাস্তিভাব উদ্দীপন, এ'ল শান্তিপুর।
 পাড়ন — ন'দেবাসী সব সংবাদ পেয়ে, বেগে চল্ল ধয়ে, দেখতে সোনার গৌর।।
 ফুকার — শচীমাতার মনে কত ভয়, যার পুত্র সন্ধ্যাসী হয়, লোকে কয়
 সন্ধ্যাস ধর্মের মহিমা : ক'রে পূর্বাশ্রম, অতিক্রম সব সম্বন্ধে দেয় ক্ষমা :
 হায় হায়, পেয়ে হরিনামের মধু, সন্ধ্যাস নিয়ে বাছা হলি সাধু,
 আর বুঝিরে সোনার যাদু, আমায় চাঁদমুখে ডাকবিনা মা।।
 মিল — দেখে শান্তিপুরে সন্ধ্যাসীর বেশে শচীর যাদুমলি,
 বলে মন্তকে হানি পাণি, ভাগ্যে এই কি ছিল।
 ধূয়া — ওরে নিমাইচাঁদ, এতদিনের চাঁদ, আমার নদীয়ার চাঁদের বাজার আঁধার হল।।
 ডাইনা — বিশ্বরূপ দিল যে আগুন, না নিভিতে সেই আগুন,
 পতি শোকের আগুনে জ্বলে পুড়ে রে হলেম ছাই : আগুনের অস্ত নাই :
 দেখি সবই আগুন তোর আগুন, হিয়ার আগুন বিষ্ণুপ্রিয়া'র আগুন,
 আমি দুঃখিনীর চিতার আগুন, কবে জ্বলবে বল।
 খাদ — আমার এত দুঃখ লেখা এই কপালে ছিল।
 ফুকার — তোরে কে দিল এই উপদেশ, মুড়াইয়া চাঁচর কেশ, কাসাল বেশ
 অঙ্গে পরলি ডোর কৌপীন : কাঁচা বয়সে বাছারে বজ্রহতে হলি তুই কঠিন :
 হায়, হায় মার মমতা মনে করে, ক্ষুধার বেলায় কাঁদবি ঘরে ঘরে,
 আমার মতন যতন ক'রে, কে বাওয়াবে প্রতিদিন।।
 মিল — সোনার প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া হ'ল নিরাশ্রিতা,
 বাছা এই দুঃখ শেলের মত আমার বুকে র'ল।।
 অন্তরা — আমার বড় দুঃখের ধন, পোড়া বন্ধের ধন যক্ষের ধন,
 বাছাধন রে কোলে আয়।
 একবার মা ব'লে ডাক জনমের মত, শুনি পূর্বের মত, কি না শুনা যায়।।
 বাৎসল্যের ধন ঘরে থাকে, মা বলে ডাকে, বাছা মায়ের প্রাণে আর কি চায়।
 তুই ত এ জন্মে আর দেখবিনা রে, যদি দুঃখিনী মা তোর মরে যায়।।
 পরচিতান— আমি কি দেখে ঘরে যাব, কিসে প্রাণ জুড়াব, আমায় বলরে নিমাই।
 পাড়ন — বাছা তুই বিনে এ সংসার, সকল হল অসার, আমার আর আশা নাই।।
 ফুকার — আর তো নবদ্বীপে যাবি না, মায়ের অন্ন খাবি না, রবি না রবি না পূর্বের মতন :
 পূর্বের যে স্বভাব সে স্বভাব সব, হবে পরিবর্তন : হায়রে,
 আর কি নিতাইচাঁদের সাথে, নাচবি নাচে ধরে হাতে হাতে,
 আর কি শ্রীবাস অঙ্গনেতে, নিত্য করবি নাচে হরি সংকীর্্তন।।
 মিল — আমি আর গিয়ে দেখব না রে সোনার ন'দেপুরী—
 এখন গঙ্গাতে ডুবে মরি, হরি হরি বল।।

মধু নাপিত সমিধানে শ্রীগৌরঙ্গের আকৃতি
হরিচরণ আচার্য

- চিতান — শ্রীনবদ্বীপ ক'রে শূন্য শ্রীচৈতন্য, সম্যাস মস্ত্রের জন্য উচাটন।
 পাড়ন — গিয়ে কাটোয়ায় গঙ্গারতীরে, বটবৃক্ষ মূলে, গুরুর চরণতলে, লইল স্মরণ।।
 ফুকার — গৌর ক্ষৌরকর্ম করতে সমাধান, নরসুন্দর মধুর বিদ্যমান :
 মধু কয় হে মধুসুদন, হায় ইকি নিদান :
 কেমন করে ধরে এ ক্ষুর, মুড়ার এ চাঁচর চিকুর,
 এই কর্ম হবে না ঠাকুর, এই দেহে থাকতে প্রাণ।।
 মিল — মধু নাপিতের ভাব দেখিয়ে তাপিত মনে, গৌর বৈদে কয়, সকলগে, এই বাসনা।।
 ধূয়া — ওরে মধু নাই রে, তুই বিনে আর বন্ধু নাই রে,
 আমি ব্রজে যাই রে, ঘরে আর যাব না।।
 ডাইনা — ব্রজের জন্যেতে দিবানিশি আমার প্রাণ কাঁদে,
 হল মন আমার সমুদ্রের প্রায়, আর কি রাখা যায়, তুচ্ছ বালির বাঁধে :
 মুড়ায়ে দেরে মাথা, ছাড়রে ভাই ছার মমতা,
 যেন আমার সম্যাসের কথা, মায়া শুনে না।।
 খাদ — অসার সংসারে আমার আর ত মন চলে না।।
 ফুকার — মধু যাব আমি মধুর বৃন্দাবন, কবে হেরব গিরি গোবর্দ্ধন,
 বৃন্দাবনে বনে বনে করব পর্যটন :
 পরের মাকে মা বলিব, ঘরে ঘরে মেগে খাব,
 বংশীবটের ছায়ায় বসে জুড়াব জীবন।।
 মিল — আমি জুড়াব ব্রজের ধূলায় তাপিত কায়, কৃষ্ণদাস বলে করবে দয়া, ব্রজাঙ্গনা।।
 অন্তরা — আমি কবে বৃন্দাবনে যাব, মাধুকুরী মেখে খাব, নিরখিব নিত্যলীলা স্থান।
 কবে শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে, দণ্ডে দণ্ডে করব স্নান।
 ব্রজের কালিন্দী যমুনার জল, পরশে শীতল হবে প্রাণ।
 কবে হরেকৃষ্ণ হরে বলে, বেড়াব দুবাড় তুলে,
 কবে নামের সনে বৃন্দাবনে জন্ম হবে সমাধান।।
 পরচিতান — মধু আমি অহরহ হলেম দাহ, তুই বিনে আর সুহৃদ কেহ নাই।
 পাড়ন — আমার মাথা মুগুন না করিলে নরাদম বলে, দয়া করবে না রে ভারতী গৌসাই।।
 ফুকার — আমার মাথার কেশে করেছে বন্ধন, কেশের বন্ধন কররে ছেদন,
 বন্ধন জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে, করিস্নে ক্রন্দন :
 এ আশীর্বাদ কর আমারে, যাত্রা করি ব্রজপুরে,
 আমায় যেন দয়া করে, সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন।।

স্বদেশী ভোর (ক)
হরিচরণ আচার্য

- চিতান — গেল ভারতের তামসী নিশি দুঃখের শেষ সীমায়।
 পাড়ন — ঘোর বিনাশি শশী, শশীমুখে মেখে মসী, নিশি অস্তে অস্তাচলে যায়।।
 ফুকার — উষা ভক্তি নবশক্তি ভারতে উদিল, অসার আমোদ কুমুদ মুদিল :
 ছুটল জ্ঞান-সরোজের কি সুগন্ধ, উঠল সূর্য সদানন্দ,
 যত ভারতের পাপ-পেচক মন্দ, অন্ধ হয়ে তারা লুকাল।।
 মিল — তোমরা জগ্গেছ স্বর্গতুল্য ভারতভূমে, কুস্তকর্ণের ন্যায় এত ঘুমে, বল কত রবে।
 মুখ — জাগ ভারতবাসী, স্মরণ কর আর্থ ঋষি, কার্যক্ষেত্রে চল সবে।।
 ডাইনা — ব্রাহ্মমূর্ত্তে ব্রাহ্মবর্ণ শিখ ধ্যানের নিয়ম,

- জপ অন্তরে মূল মন্ত্র—বন্দে মাতরম্ :
ফুল তুলে নানা জাতি, জ্বাল ধূপ ঘূতের বাতি,
ভারতমাতার মঙ্গল আরতি, কর ভক্তিভাবে।
- খাদ — যত কর্মী সব কর্ম কর, ধর্ম লোভে।।
- ফুকার — পড় ছাত্রগণ সূত্র ব্যাকরণ, পড় স্মৃতি বেদ, ছাড় অন্য বিদ্যা অসার ক্রন্দ :
ছাড় এন্টাপ এফ. এ. বি. এ. এম. এ. প্রণাম দাও গোলামীর নামে,
আছে গীতা ভাগবত ভারতভূমে, জ্যোতির্বেদের অঙ্গ আয়ুর্বেদ।।
- মিল — কেন স্বদেশের উচ্চ শিক্ষা তুচ্ছ কর, সংস্কৃত টোল অলঙ্কৃত কর অকৈতবে।।
- অন্তরা — জাগ পৃথিবীর যত বীর, স্থির কর নন-কোপারেশন।
প্রাতঃস্নান করে, দেশী বস্ত্র পরে, পবিত্র কর অন্তঃকরণ।।
ভোরে পড় নিতাই গৌরঙ্গচরিত : কেমন ত্যাগ স্বীকার করে করল দেশের হিত,
যৌবনে যোগিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি, স্মর সেসব কুললক্ষ্মীগণ।।
- পরচিতান— ছাড় অলসতা বিলাসিতা উঠ ভ্রাতৃগণ।
- পাড়ন — মাতৃস্নেহ পাবে, কর্ম কর ধর্ম ভেবে, আর কতকাল রবে অচেতন।।
- ফুকার — ছাড় হিংসা ঘৃণা, জাগাও নিজের দেশ, দেশের দেশীগণ :
হবে দুর্দিনের পরিবর্তন :
ছেড়ে প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা, সত্য ধর্মে রাখ নিষ্ঠা,
কিন্তু সকল ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যুগধর্ম নাম সংকীর্তন।।
- মিল — পাবে সদাশ্রম মহাত্মাদের সং সাহায্য,—
অসার ভোগ করে ত্যাজ্য, ত্যাগের রাজ্যে কার্যে চল সবে।।

স্বদেশী ভোর (খ) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কোন দরিদ্র পল্লীবাসী, দুঃখের নিশি দুঃখে কাটিছিল।
- পাড়ন — পরাধীনতা উদ্বোধন, সুখশান্তির বিয়োগে,
ভোরের আকাশ আজ বিবাদ-মেঘে, বেগে আচ্ছাদিল।।
- ফুকার — সমদুঃখীকে কহিছে দুঃখে ভারতবর্ষের ভারতী : দেখ কি প্রভাত হল রাতী :
ধান ধারণা গেছে সরে, ইষ্টনাম কার মুখে স্বরে,
কেউ গায় না প্রভাতী সুরে, প্রভাত কালের প্রভাতী।।
- মিল — হিন্দুর সব গেল স্বেচ্ছাচারে স্বেচ্ছাচারে,
এমন সুখের দেশ দুঃখের নীরে, এখন পড়ল ডুবে।
- মুখ — গেল সব ভরসা, সেনার ভারতবর্ষের দশা, একবার দেখ সবে।।
- ডাইনা — হল সেবাহীন দেবালয়, কেবা সে নামটি লয়, সবার মুদিত নয়ন;
কেহ করে না বিশ্বপত্র তুলসী পুষ্প চয়ন :
শুনলে পর কাঁসীর বাদ্য, জুম্মাঘর হয় অশুদ্ধ,
ক্রুদ্ধ মোমিন ভাই লাগায় যুদ্ধ, বাধা হয় না স্তবে।
- খোঁচ — ভারতের শূকতারা ডুবল দুঃখার্ণবে।।
- ফুকার — কর্মজালে ধর্ম ডুলে, কোন ফুলের নাই সৌরভ : নাই আর দেশী ভ্রমরে গৌরব;
নিত্য অঞ্জনে আবৃত, চিত্তরঞ্জন হল গত,
মামলাহীন উকিলের মত, নীরব স্বদেশ-বক্তা কোকিল সব।।
- মিল — নিশি প্রভাতের সুখ শান্তি সব গেছে চলে
ভ্রমর ভ্রমে না ফুলে ফুলে, ফুলের মধু লোভে।

- অন্তরা — নিশি ভোরে কেউ স্বরে না শ্রীশচীনন্দন।
দেশে কেউ করে না সংকীর্ণনে একতা বন্ধন।।
কেউ দেয় না গৌরঙ্গ পদে তুলসী চন্দন।
হায় হায় কেউ শূনে না বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ ক্রন্দন।।
- পরচিতান — সুখশয্যাতে সাজসজ্জাতে, কোন লজ্জাতে সুখে কাটায় লোক।
- পাড়ন — ভোরে নাই কারো গাত্রোতান, নাই কারো প্রাতঃস্নান পরমাত্মা ধ্যান,
নাইকো স্বরণ কারো সেই পুণ্যশ্রোক।।
- ফুকার — মেঘে আচ্ছন্ন কর্ম প্রচ্ছন্ন, দেশ উচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর : জলে ফুটল না ভক্তি পুঙ্করঃ
বিপদ-বৃষ্টি ঘন ঘন, সৃষ্টি নষ্ট করবে যেন,
মেঘ কেটে উঠে না কেন, গাঙ্গী মহাত্মাজী-দিবাকর।।

ভোর—রাধার খেদোক্তি **রামকুমার সরকার (ঢাকা)**

- চিতান — শ্যাম আশায় রাই শশধর, সাজায় বাসর নিকুঞ্জে গিয়ে।
- পাড়ন — নিশি অবসানে চেয়ে গগন পানে, বলে রাই সখীগণে,
অতি কাতর হৈয়ে।।
- ফুকার — আর ত নিশি নাই, নিশি নাই, চেয়ে দেখগো সই,
হৈল গগনের চাঁদ অস্ত ঐ : চেয়ে দেখগো সই :
সখী, মধুর লোভে হয়ে কাতর, গুন্ গুন্ স্বরে ডাকে শ্রমর,
চক্ষে দেখে সুখের রজনী ভোর, শুক শরী সুখে ডাকে ঐ।।
- ধূয়া — লম্পট শ্যামের আশা হলেম নৈরাশা,
যার আশাতে জাগলেম নিশি।
- ডাইনা — আমি কার আশায় এসে কুঞ্জে,
কল্পেম বাসর তুইলে কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে,
আমি যার জন্যে গাঁথলেম হার :
এ হার গলে দিব কার, মনে ভাবলাম গো সার :
বুঝি আজ হতে কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী।
- খাদ — গেল বিফলে যামিনী, জাগলেম ধনি, নিধুবনে আসি।।
- ফুকার — আমি অভাগী যার লাগি হলেম প্রেমাকুল,
ভঞ্জে বনাচারী হারাই কুল, হলেম প্রেমাকুল :
আমার সে সাথে বিষাদ ঘটিল, বিচ্ছেদ বিবে জীবন গেল,
(সইরে) এ দুঃখিনীর ভাগ্যে হলো, লম্পট শ্যামবন্ধু ডম্বুরের ফুল।।
- মিল — গেল বিফলে যামিনী, এলো না চিন্তামণি, ওগো প্রাণ সজনী;
হলো অগস্ত্য মূনির মত কালশশী।
- অন্তরা — প্রাণ সখি গো! কেন বা লম্পটের কথায় ভুইলে।
নিলেম কলঙ্কেরি বোঝা মাথায় ভুইলে।।
যার আশাতে কল্পেম শয্যা, শ্যাম এলা না পেলেম লজ্জা,
তারে পেলেম কই :
যেমন জল বিনে চাতকী, তাই হল সখী, এই ছিল আমার কপালে।।

শ্রীরাধার ভোর **অম্বিকা পাটনী (ঢাকা)**

- চিতান — প্যারী শ্যাম আসার আশা পেয়ে, জাগিয়ে শবরী।
- পাড়ন — নিশি প্রভাতকালে, ধরে সখীর গলে, বলে রাই রাজার কুমারী।।

- ফুকার — সখীরে, আমি কহিল নিশিতে শুনলাম বাঁশীর স্বর,
কুঞ্জে আসবেন কুঞ্জেশ্বর :
বাঁশীতে হয়ে উদাসী, নিশিতে নিকুঞ্জে আসি,
কুসুম তুলে রাশি রাশি, আসার আশে সাজালাম বাসর ॥
- মিল — আর কি প্রাণবদ্ধ আসার আশা আছে,—
ঐ শোন উষাচর গাছে গাছে, গাহিছে বিহঙ্গ।
- মুখ — নিশিগেল গেল, কুঞ্জে নাহি এল, বাঁকাত্রিভঙ্গ ॥
- ডাইনা — যুগল আঁখি কয় দেখি, শ্যামের রূপের শোভা,
যুগলহস্তে চায় করতে যুগলচরণ সেবা :
পান করতে অধর সুধা, অধরের ধরে ক্ষুধা,
আমার অঙ্গে চায় করতে সদা কৃষ্ণসঙ্গ।
- খাদ — বিনে সে সঙ্গ, অনঙ্গে মাতিল অঙ্গ ॥
- ফুকার — সখীরে, আমি কুলকলঙ্ক ঠেলিয়ে দুই পায়, মনে ভেবে সদুপায় :
তুচ্ছ করে লোকসজ্জা, করেছিলেম বাসর সজ্জা,
কিশোর বিনে আশার শয্যা, হল যেন শরশয্যার প্রায় ॥
- অন্তরা — সখী কই এলো, কই এলো কালা।
পোহাল নিশি, হায় হায়, বাসী হল দাসীর কুসুমের মালা ॥
আমার মতো সইরে ঐ কুমুদিনী, প্রাণকান্ত বিহনে বিরসে মুদিনী,
পূর্বাচলে উদয় দিনমণি, দেখে আমোদিনী সরোজবালা ॥
- পরচিতান — সখী, বিধি কি লিখেছিল এতে দুঃখের অঙ্ক।
- পাড়ন — মঞ্জে কালার প্রেমে, এই ব্রজধামে, ফল পেলেম কৃষ্ণকলঙ্ক ॥
- ফুকার — সখীরে, আমরা কৃষ্ণ সেবায় হয়ে অনুকূল, তুললেম নানা জাতি ফুল :
চন্দনে চর্চিত করি, রেখেছিলেম যত্ন করি,
বিহনে সে ফুলবিহারী, ফুল হল সই জীবন বধের মূল।

পদাবলী ভোর অধিকা পাটনী

- চিতান — হইল উদিত অরুণ বরণ তরুণ তপন, পূর্ব আকাশে।
- পাড়ন — বনে বনফুল ফুটিল, অলিকুল জুটিল, মধু লুটিল মনের হরিষে ॥
- ফুকার — যত পাখি সব, সুখে করে রব, পেচকের ব্যথা :
ওসে মুখ তুলে কয়না কথা: আ—আ, দিনমণি পূর্বাকাশে, অপূর্ব জ্যোতি প্রকাশে,
সরোজিনী সুখে হাসে, হল কুমুদিনী মুদিতা ॥
- মিল — আছে কৃষ্ণচন্দ্র তখনে চন্দ্রার ঘরে, রাখে না হেরে প্রাণকান্তেরে,
অমনি কেন্দে বলে।
- ফুকার — চেয়ে দেখ সজ্জনী, ভোর হল কই শুনমণি, যামিনী ত যাচ্ছে চলে ॥
- ডাইনা — বড় সাধ কইরে করেছিলাম বাসরসজ্জা, বন্ধু এল না সই তাতে পেলেম
লোকসজ্জা : সজ্জার ফুল শয্যায় রইল, লজ্জার মূল সজ্জায় হইল:
আশা দিয়ে এল না কালা, সইগো — আমি দান করিয়ে মনপ্রাণ,
কত যে হলেম অপমান; সহেনা ২ এত জ্বালা—জ্বালা সহেনা ২
—বন্ধু বিচ্ছেদের জ্বালা, সহেনা ২—শাওড়ী ননদীর জ্বালা,
সহেনা ২ : ত্যাজব শ্যামবিচ্ছেদে পোড়া দেহ শ্যামকুণ্ডল জলে।
- খাদ — আমার আশার গাছে, নিরাশার ফল কেন ফলে ॥

- ফুকার — শ্যাম আসার আশে নিকুঞ্জে বসে এত বিড়ম্বন, কুঞ্জে এলো না
মদনমোহন : অনু—আশার নিশা যাচ্ছে চ'লে, আর কি আশা
করা চলে, এখন নিরাশা সাগরের জলে, কইরব আশার নিশা বিসর্জন ॥
- মিল — আছে তখনে কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রার ঘরে, রাধে না হেরে প্রাণকান্তেরে,
অমনি কেন্দ্রে বলে ॥
- অন্তরা — পোহাইল রজনী বল সজনী, কি করি উপায় ।
আমার পোড়া দেহ জুড়াব কোথায় ॥ আয়—২—
কইরেছিলেম বাসর সজ্জা, শ্যাম আসার আশায় ।
শ্যাম বিনে সেই শয্যা হল শরশয্যার প্রায় ॥
- পরচিতান— চাতকিনীর ন্যায় পাতকিনী, অনাথিনী—ই— হইয়াছি এখন ।
- পাড়ন — চাতক থাকে মেঘের আশে, যদি অন্য দেশে সে মেঘ বরিষে,
কিসে রয় জীবন ॥
- ফুকার — প্রেম আর করব না, ফাঁদে পড়ব না, রব না ঘরে :
আমার এ বাসনা অন্তরে : এ-এ-বিহনে পীতবাসে, কাজ কি আমার গৃহবাসে,
সই গো পোড়া পিরীত নাই যে দেশে, যাব সেই দেশে এই দেশ ছেড়ে ॥

শ্রীরাধার ভোর হরিচরণ সরকার (বরিশাল)

- চিতান — নিভা নিকুঞ্জে কুঞ্জেধরী, সুখ শবরীতে ।
- পাড়ন — প্রেমের পিপাসাতে, শ্যাম আসার আশাতে,
ফুলশয্যা করলেন কুঞ্জেতে ॥
- ফুকার — সেইউতি যুধি গোলাপ মালতী বনফুলের অভাব নাই,
ফুলের সৌরভে মনের গৌরবে, ভ্রমে অলিগণ সবাই : হয়—
চন্দনে চর্চিত করে, কৃষ্ণচন্দ্র সেবার তরে,
চন্দন মেখে চন্দ্রাধরে, অমনি বসলেন চন্দ্রমুখী রাই ॥
- মিল — প্যারী শবরী দেখে অন্ত নিরানন্দে,
বলে ললিতায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ ।
- মুখ — নিশি পোহাল ঐ, কুঞ্জে এল না সই, আজ হল মোর আশা ভঙ্গ ।
- ডাইনা — কৃষ্ণ সেবার ফুল হল বাসী সুপ্রভাতে,
এ ফুল করে দিব, যাব আমি যমুনাতে :
যমুনার কূলে গিয়ে, যুগল আঁখি মুদিয়ে,
কৃষ্ণরূপ হৃদে করে ধ্যান—সই গো কৃষ্ণরূপ....
আমি বাসী ফুল করে নিয়ে, কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে দিয়ে, ত্যজিব এ পাপ পরাণ,
আমি ত্যজিব ত্যজিব, আমার কানু উপেক্ষিত তনু—
আমার এ জীবনে ফল কি বল,
জীবন বিসর্জন দিয়ে করব প্রেমের ব্রত সাঙ্গ ।
- খান — সখী অনঙ্গ দহে অঙ্গ বিনে শ্যাম ত্রিভঙ্গ ॥
- ফুকার — মনেরই সাথে কুসুম শ্যামপদে, দিতে ছিল বাসনা,
নিশি সুপ্রভাত উদয় দিননাথ, প্রাণের বন্ধু এল না : হয়—
পেলেম না মনোরঞ্জে, দিলেম না ফুল শ্রীচরণে,
মনের আশা রইল মনে, আমার কৃষ্ণসেবা হল না ॥
- অন্তরা — কোথা রইল সে পরাণ সখা ।

প্রাণসখী গো, আছে হৃদয়ে তাহার ঐ ছবিটি আঁকা।
শিশির ভারেতে শাণী নতশির, মুকুল প্রস্ফুটিত হল অতসীর,
বন্ধুর বিরহে শিহরে শরীর, তারে জীবন থাকিতে আনিয়ে দেখা।।

- পরচিতান— ছিলেম যে আশায় পাতকিনী চাতকিনীর মতো।
পাড়ন — দুরাশা ফুরায় না, জ্বালা ত জুড়ায় না, প্রাণ হল কষ্টাগত।।
ফুকার — বিনে সে বাঁকায় করি সেবা কায়, কিসে পোড়াপ্রাণ জুড়ায় :
ঘরে ননদী, প্রেমের বিবাদী, আমি স্থান পাব কার পায়। হায়—
করেছিলেম আশা ব্রত, শ্যাম বিনে সব হল হত,
ফুলের গন্ধ শুলের মতো, সখী বিধে আমার নাসিকায়।।

গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভোর রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা)

- চিতান — কুসুম শয্যাতে নিদ্রাবেশে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ে।
পাড়ন — নিশি প্রভাতকালে, পাখি ডাকে গাছের ডালে,
জাগিল বিষ্ণুপ্রিয়ে, সে ধ্বনি শুনিয়ে।।
ফুকার — অমনি নাথের সঙ্গ ভঙ্গ জেনে চঞ্চলে অচল,—
করে আঁখি দুটি ছল ছলঃ হায়—
বসে কুসুমশয্যা পরে, চন্দ্রবদন নেহার করে,
যুগলচরণ বক্ষে ধরে, করে করুণ নয়নজল।।
মিল — তখন এই দৃশ্য কাঞ্চনমালা নিরখিয়ে, প্রেমে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠেঃ স্বরে।
মুখ — তোরা দেখসে আয়, গৌর পায় কি শোভা পায়, প্রিয়ার হিয়ার পরে।।
ডাইনা — যেন সুন্দর সব কুসুমের সুবমা হেরি,
বড় ভালবেসে পদে স্থান দিয়েছে হরি :
সৌন্দর্যহীন ফুলে থেকে মাধুর্য সব মনোদুখে,
বুঝি স্থান নিল প্রিয়ার বৃকে, ও পদ পাবার তরে।
খান — দেখিলে রূপের আভা, প্রভা লুকায় প্রভাকরে।।
ফুকার — দেবীর যেমনি বক্ষ, শ্রীগৌরাস্বরের তেমনি পদকমল,
ওধু পরিপূর্ণ পরিমল : হায়—
যেন প্রেম সরোসির রসে, অমল কমল বিমল হাসে,
নয়ন-ভ্রমর বসলে এসে, সে ঐ রসে মিশে হয় অচল।।
মিল — আমরা শুনেছি কুঞ্জকানন মিলনমাধুরী,—
বুঝি সেই কিশোরা কিশোরী, এল ন'দেপুরে।।
অন্তরা — গোবরার নথরে প্রতিফলিত বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ সুধাকর।
ঐ দেখ চাঁদের মাঝে চাঁদ বিরাজে, চাঁদ জিনিয়ে কর।।
চাঁদ ভেঙ্গে বিধি গড়িয়া দর্পণ, প্রভুর পাদপদ্মে করিছে অর্পণ,
তাহাতে নয়ন সলিলে তর্পণ, প্রিয়া করে কি সুন্দর।।
পরচিতান— ধনির অন্তরে বাহিরে বিহরে ও রূপরাসি।
পাড়ন — ধনির নয়নমণি, তার মধ্যে ওই গৌরমণি, মণিময় হয়ে— আহরে কি গৌরশশী।।
ফুকার — ও রূপ রসসিদ্ধ মাঝে যে জন ডুবায়ছে প্রাণ,
ক'রে দিবানিশি রূপের ধ্যান : হায়—
দূর হতে রূপ যায় না দেখা, মহাজ্যোতি অসে মাখা,
জ্যোতির আড়ে স্বরূপ ঢাকা, তাইতে দূর হতে হয় জ্যোতি জ্ঞান।।

মিল — অধম রাজেন্দ্রের এই প্রার্থনা হরি গুরুর পদে,
যেন গৌর রূপ ভাগে হুদে, জন্ম জন্মান্তরে ॥ (১৩২৫সাল)

রাধা-কৃষ্ণের মিলন ভোর রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — কুঞ্জে মিলন সুখে হাস্যমুখে আছে শ্রীরাধাশ্যাম ।
পাড়ন — সখী মুঞ্জরীগণ চৌদিকে, যুগল ছবির আলোকে, পুলকে গায় রাধা কৃষ্ণনাম ॥
ফুকার — বসে কুসুম শয্যায় মিশায় প্যারী রাধার বৃকে বৃক,
বাড়ে রসলাপে অতুল সুখ : হায় হায়
হাসিতে খসিছে শশী, চাঁদে চাঁদে মিশামিশি,
পূর্বাকাশে সূর্য আসি, অমনি শশীর করল মসিসুখ ॥

মিল — মিলন সুখ ভঙ্গ জেনে রাধে কয় না কথা-
তখন রাই কে বুঝায় ললিতা, অতি কাতর ভাষে ।

মুখ — অবোধিনী রাধে, বন্ধুকে বিদায় দে, প্রত্যাষে চল গৃহবাসে ॥

ভাইনা — আমরা গোকুলের কুলবালা সবে পরাধীনা,
মিশি নিশিতে বন্ধুর সাথে বনে, কেউ জানে না :
বিলম্বে গেলে সবে, ওপ্তপ্রেম ব্যক্ত হবে,
শেষে বন্ধুকে মন্দ কবে, সবে মোদের দোষে ।

খাদ — অধোবদনে কেন প্যারী রইলি বসে ॥

ফুকার — একবার হেসে হেসে কথা বল রাই প্রাণবন্ধুর সনে,
তুই কি ভালবাসা জানিস নে : হায়—
দেখে রাই তোর মলিন বদন, বন্ধুর মনে কত বেদন,
শ্যাম আমাদের সাধনার ধন, ওকে কাদিয়ে আর কাদাস নে ॥

মিল — যত কুলজা ভূলে যা এখন মিলনের সুখ—
আবার মিলনের সময় আসুক, মিশিস কুঞ্জে এসে ॥

অন্তরা — অবোধিনী রাই, হেন ভাব তোর কেন দেখতে পাই।
ওগো কেন গো তোর সজল নেত্র, শশী মুখে হাসি নাই ॥
শ্যাম বন্ধু তোর কে না জানে, নিত্য মিলন প্রাণে প্রাণে,
অবোধিনী তবে কেনে, সুখের মুখে মাখলি ছাই ॥
গত নিশি কত সুখে, ছিলি প্যারী বন্ধুর বৃকে,
সেই সুখের ঢেউ মনে রেখে, চল গো মোরা ঘরে যাই ॥

পরচিতান — দেখে নিশি অন্ত নিশাকান্ত কান্তার প্রেম ভোলে ।

পাড়ন — ঐ যে অন্তাচলে চলে যায়, কুমুদীরে বলে যায়, আসিব সই নিশি আসিলে ॥

ফুকার — নাথের বিদায়কালে কুমুদিনী হেসে কথা কয়,
এই তো মধুর ভাবের পরিচয় : হায়—
বন্ধুর দুঃখ হবে বলে, চক্ষের জল নাই দুঃখের কালে,
এমনি কঠিন না হইলে, আর কি মিলনভঙ্গ প্রাণে সয় ॥

মিল — অধম রাজেন্দ্র গোপীবৃন্দের পদারবিন্দ চাহে,—
যেন তোমাদের এই বিরহে, আমি যাইগো মিশে ॥ (১৩২৬ সাল)

শ্রীরাধার ভোর রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — রত্ন পালঙ্কে, নিদ্রার অঙ্কে, কুঞ্জে রাধা-মাধব ।
পাড়ন — দেখে নিশি প্রায় অবসান, নলিনীর ফুলপ্রাণ,

- শুকশারী গায় ভোরের গান, ললিত ভৈরব।
 ফুকার — ও রাধা কৃষ্ণের নিভ্রা ভঙ্গ উষার পরশে, জেগে প্রেমামৃত বরষেঃ
 দুয়ে দুইয়ের পানে চেয়ে, চক্ষের ধারা পড়ে বন্ধ বেয়ে,
 হৃদয়ের ধন বিদায় দিয়ে, হায়রে যেতে হয় গৃহবাসে।।
 মিল — অনেক কষ্টেতে ধৈর্য ধরে কৃষ্ণভানুসুতা, বলে দুঃখিনীর মনের কথা, শুন প্রশবলভ।
 ফুকার — নিশি প্রভাতকালে, আমি তোমায় ফেলে, কেমন করে ঘরে যাব।।
 ডাইনা — আমার কিসের ভয় কিসের লজ্জা, কিসের জাতিকুলমান : প্রেমের বিরোধীগণের
 কেন এত সম্মান : গোকুলের গোপবৃন্দে, শত মুখে আমায় নিন্দে,
 নিয়ে তোমাকে প্রেমানন্দে, আমি কাল কাটাব।
 খাদ — এত রূপসুধা আমি কোথায় পাব।।
 ফুকার — গৃহকর্ণে মর্মে মর্মে কত জ্বালা সেই : কিছু মনে লয়না তোমা বইঃ
 হয়ে পরাধীনা নারী, দুঃখের কালে একটু কাঁদিতে নারি,
 নিবারিয়া নয়নবারি, তোমার প্রেমানলে আমি দগ্ধ হই।।
 মিল — আমার দুঃখের দিন অন্ত হয়না প্রভু কোটি কল্পে,
 সুখের দিন গেল অল্পে, একি অসম্ভব।।
 অন্তরা — পিরীতি রতন, করিব যতন, কুলমান ভেসে যাক।
 আমরা সব গোয়ালিনী, কৃষ্ণ কলঙ্কিনী, সতী নারীগণে গ্যাক।।
 চাইনা ক পুণ্য চাইনা ক পাপ, চাই মাত্র প্রেমের আলাপ ও প্রলাপ,
 অকূল প্রেম অর্ণবে দিয়ে কাঁপ, আকূল প্রাণ ডুবে থাক।।
 পরচিতান — হল সুপ্রভাত কুপ্রভাত আমার কপাল দোষে।
 পাড়ন — দেখে উষার ছবিখানি পতি-প্রণয়িনী, যত স্বাধীনা কুলকামিনী, কত রসে ভাসে।।
 ফুকার — ভোরের বেলায় চোরের মত যাই গো পালায়ে : বুকে দুঃখের আগুন জ্বালায়েঃ
 কুঞ্জে আসি নিশিযোগে, ঘরে ফিরে যাই প্রভাতের আগে,
 শুভযোগে দিবাভাগে, একদিন দেখলাম না আশা মিটায়।।
 মিল — কর্মক্ষেত্রে মধুর প্রেমে সুখ পায়না এ প্রাণ, সুখ-সাগরে দুঃখের তুফান, কিসে প্রশান্তিব।।

ভোর—প্রকৃতির যুগলমূর্তি বন্দনা

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আনন্দময়ী আনন্দময় আনন্দে বিভোর।
 পাড়ন — সঙ্গিনীগণ সঙ্গে, যুগলমিলন প্রেমপ্রসঙ্গে, তরঙ্গে তরঙ্গে নিশি ভোর।।
 ফুকার — হায়রে, সুখের নিশি অন্তর্হিত হল ত্বরিত, শোভে সুপ্রভাত মৃদুস্মিতঃ
 পিরীতি রসের মুরতি, মিলনে ছুটিছে জ্যোতি,
 ভয় পেয়ে লুকাল রাতি, এসে উষা রূপ রসে বঞ্চিত।।
 মিল — নীলমণির কোলে দোলে হেম পাঞ্চালিকা,
 দেখে সেই রূপ ইন্দুলেখা, ডেকে কয় সবার প্রতি।
 মুখ — দেখলো বিশ্বের ভক্ত তোরা, পাগল করা যুগল মুরতি।।
 ডাইনা — ওরূপ সুধামাখা মধুমাখা, প্রেমমাখা রসমাখা, মনমোহনের করে
 মোহনবাঁশীরে : এই বাঁশীর গানে পাগল কৈল যত ব্রজবাসীরাঃ
 সাধে কি আমরা এইরূপ ভালবাসিরা : এইরূপ দেখবে বলে, নিশি
 যবনিকা তুলে, দিনমণি আলো জ্বলে, প্রেমচক্ষে চায় প্রকৃতি।
 খাদ — রূপ দেখিলে কুমতির হয় সুমতি গতি।।
 ফুকার — পড়ে শিশির যত প্রকৃতির এই মনয়নের জল, তাতে আঁখি হল নিরমল :

- শ্যাম অঙ্গেতে নীলমণির আভা, রাই অঙ্গেতে ঋণপ্রভা প্রভা,
দুই জ্যোতির মিলনে কিবা, দেখে ভবে কেবা না হবে পাগল ॥
- মিল — ললিত অঙ্গের খুলি পদ্ম গাছগুলি, রাই শ্যামকে দেয় পুষ্পাঞ্জলি,
স্রমর গায় মঙ্গলগীতি ।
- অন্তরা — শুধু কি ফুল সমীরে উড়ায় লো ।
ফুলের গতি বায়ুর গতি, যুগল মূর্তির পায় লো ।
দূর হতে রূপ দরশনে, সমীরণ ভাবিছে মনে, কি নিয়া প্রণাম করিতে যাইরে;
আসিতে আসিতে পথে, ফুল পেয়ে আনন্দেতে, উড়ায় উড়ায় আনে তাইরে;
(ফুল যে নাচেরে—বায়ুর সাহায্য পেয়ে—ফুল পদ পাবে বলে—)
রাশি রাশি ফুল আসিছে পবন হিল্লোলে, পড়িছে যুগলের যুগলচরণ যুগলে,
কত ফুল অধোমুখে পথে কাদিতেছে—আসিতে পাবে না বলে যুগল রূপের কাছে,
(তাদের কপালে নাই—অপরাধী বলে বুদ্ধি—হায়রে দয়া না করিল বলে—
শ্রীহরি হরি বলে) কত ফুল ভাবে হ্রদে, আগে যাব কোন পদে, শ্রেষ্ঠকৃষ্টি কিবা
রাখে বুঝে ওঠা ভার : অজ্ঞানী ফুল যারা, দ্রুত চরণে পড়িছে না করে বিচার,
(অজ্ঞানী ভাল রে—বিচারের ধার ধারে না রে—আগে আগে পেল তারা)
হায় হায় মালতীর মালে, যুগল গলে মরি কি শোভা পায় রে—মালা কেন বা
দোলে, চরণ যুগলে লুটিয়া পড়িতে চায় গো (মালা তাইতে দোলে, যুগল পদে যাব
বলে—মালা যে দোলেরে) হুলপদ্ম আর রাধাপদ্ম শ্রীপাদপদ্মে যায় লো ॥
- পরচিতান— দিবা কিবা রাত্রি এবে বুদ্ধিতে নারি ।
- পাড়ন — এই দুই ছবির জন্য, এত ধন্য বৃন্দারণ্য, আমরা ধন্য ব্রজনাগরী ॥
- ফুকার — আজ যে মধুর হতে মধুর অতি, অলির ললিত গীতি
রূপে সবাচার মন পুলকিত : দেখে জ্যোতির্ময় এই যুগল ছবি,
বিদ্যুৎ খদ্যোৎ তারা রবি, কিরণ পরশে পৃথিবী, ফুলের মত হল বিকশিত ॥
- মিল — দীনহীন রাজেন্দ্র বলে সবার নিকটে, হ্রদে যেন জেগে ওঠে
এ যুগল রূপের জ্যোতি ॥

স্বদেশী জাগরণের ভোর

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — উঠিছে জ্ঞান-প্রভাকর আবার ভারতে ।
- পাড়ন — হেরিয়া প্রভাতী ভাতি, ফুটিছে ফুল নানা জাতি,
দলে দলে চলে অলিতে, গুন্ গুন্ গীতে পরিমল নিতে ॥
- ফুকার — ব্রাহ্ম মুহূর্তে ব্রহ্মোপাসনায়, প্রেম প্রীত সঙ্গীত যোগী ঋষি গায় :
সর্বাত্রে জাগিল যারা, নামগানে তারা ছেড়েছে নয়নের ধারা,
পড়েছে তার পায়, বিধে যারে চায় তাহারি পূজায় ॥
- মিল — বহিতেছে কহিতেছে ত্রিধ্ব সমীরণ—
স্মরণ করে তারণকারণ, ঠিক রেখ ধরম করম ।
- মুখ — জাগরে ভাই ভগ্নীবন্দ, কর এই রবে সব প্রেমানন্দ, বন্দে মাতরম্ ॥
- ডাইনা — জাগল কত দেশ, দেখ তাদের বেশ,
হতে স্নাত পূত অতিদ্রুত কর স্বকার্যে প্রবেশ :
তোমাদিগের অশেষ ক্রেশ, তবু ভাসিল না ঘুম ।
- বাদ — ঘুমের ঘরে হবে না ইন্দ্রিয় সংযম ॥
- ফুকার — কর দৃঢ় পণ ছাড়রে স্বপন, মদ্রোহয়ং বা সাধোহয়ং বা অথবা পতন :

- সুপ্রভাত হেরিয়া রাত্রি, ছুটিয়াছে কত যাত্রী, মম মাতৃ সুখদাত্রী ধরিদ্রীর
এখন কতজন চাহে সিংহাসন।
- মিল — পাখিগণ ডাকিতেছে তোমাদের দুঃখে, হরিহর স্বর মুখে, পরিহর পশুশ্রম।।
- অন্তরা — নিশির শেষে পূর্বাকাশে ঐ যে আসে দিবাকর।
জাগো প্রিয় ভারতীয় সহোদরা সহোদর।।
ভাসিবে স্বপনের প্রীতি, জাগিবে অতীতের স্মৃতি,
লাগিবে প্রভাতী গীতি চিত্তরঞ্জন মৃত্যুহর।
আসিবে না দিনমণি, হাসিবে না সরোজিনী,
সবে দিয়ে হরিধ্বনি, পূজিবে পরমেশ্বর।।
- পারচিতান— অশ্বর সম্বর অঙ্গের বঙ্গের ভগ্নী ভাই।
- পাড়ন — বসিয়া জননীর কোলে, ভাই ভগ্নী মিলে সকলে, একই সুরে একই তালে,
বিভূষণ গাই : সবারে জাগাই, আর তো ঘুমের সময় নাই।।
- ফুকার — করিব এই কাজ ধরিব স্বরাজ, এই অধিকার দিবেন মোদের পিতা মহারাজ :
যা পেয়েছে জাতাগণে, পাইবে তা জনে জনে, সমদর্শী পিতার মনে,
আদরের সব সাজ, করুক না সমাজ, পূজা কি নমাজ।।
- মিল — তোমাদিগের সকল অভাব যাবে স্বভাবে, রাজেন্দ্র কয় স্বরাজ লাভে,
আগে লাগে শমদম।। (১৩৩২ সাল)

মনশিক্ষার ভোর

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কত দিবা যায় নিশি আসে, নিশির শেষে আবার আসে ভোর।
- পাড়ন — আমার মন তুমি কি রসে, রয়েছে নীরসে,
কোন দিবসে ভাসিবে এই কাম ঘুম মোর।।
- ফুকার — ও জপ ইষ্টনাম, কৃষ্ণ ঋষ্ট নাম, মোহমুদ বুদ্ধ : হবে যে নামে চিত্তশুদ্ধ,
পড় গীতা পড় চণ্ডী, পড় গীতা বাইবেল ছাড় গণ্ডী,
পর যজ্ঞসূত্র মালাদণ্ডী, দেখবে পরম প্রকাশ তদুর্ধ্ব।।
- মিল — অহং মমেতি ধর্ম জাতির বুদ্ধির কুসংস্কার, কব সন্ধান সূক্ষ্মসংস্কার, এমন শুভক্ষণে।
- মুখ — ভোরে সুখের সময়, মিলায়ে নাও তুমি তোমায়, প্রশান্ত প্রকৃতির সনে।।
- ডাইনা — দেখ প্রভাতের ধীর সমীরে কি শীতলতা, এই প্রকার দ্বিধা মধুর কর মুখের কথা :
তোলা ফুল সদ্যবহার, পেয়ে ভাই ভগ্নী তোমার,
গাঁথুক পরমপ্রীতি উপহার, দিতে প্রিয়জনে।
- খাদ — নাম প্রেমের বিহার কর এ সত্য স্মরণে।।
- ফুকার — ও ওই যে পাখি গায় অজানা ভাষায়, বিভূ গুণগান : দিয়ে প্রাণারাম
রাগিণীর তান : মনপাখি তোমার পিঞ্জরে, সকল পাখির সকল সুরে,
মিলে এ ব্রাহ্ম মুহূর্তে তোরে, করুক প্রাণকাণ্ডেরে প্রেম আহ্বান।।
- খাদ — তোমার নির্নিমেষ ছড় সূক্ষ্ম দিব্য আখির দৃষ্টি,
করুক বসুধায় সুধাবৃষ্টি, নিজীব জীবের প্রাণে।।
- অন্তরা — তুমি যে কি তা কি ভুলে গিয়েছ।
এ বিশ্ব প্রকৃতির তুমি অন্তরে বাহিরে আছ।।
তুমি সপ্ত স্বর্গ তুমি সপ্ত পাতাল, মরার মতো ঘুমে রয়েছে বহুকাল,
জেগে দেখ তুমি কত রসাল বিশাল, প্রেমালোক অমৃত পরশে বাঁচ।।
- পরচিতান— তোমার জ্ঞান-সূর্যের আলোরশি, ভালে আসি পড়ুক এ ধরায়।

- পাড়ন — ছেয়েছিল স্বপ্নের অন্ধর, স্নিগ্ধ নিশাকর কর,
যথা তরুর থাকুক পশ্চিম আকাশের গায়।।
- ফুকার — ও মুগ্ধা রমণীর যথা নয়নের নীর বিরহব্যথায়, তেমনি শিশির
জল পাতায় পাতায় : এই তো তোমার বিশাল নেত্র, সকল জল
করে একত্র, মন চিত্ত রেখে পবিত্র, দাও সে গুরু মাতাপিতার পায়।।
- মিল — আগে এ সান্ত্ব প্রশান্ত হও সে অনন্ত লোভে,
সগুণ নির্গুণ প্রাপ্ত হবে, এই তো ভোরের গানে।। (১৩৩৯ সাল)

শ্রীগৌরান্দের ভোর রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ভোরে উঠে করপুটে গৌরান্দ যায়, করতে গঙ্গা স্নান।
- পাড়ন — নাই আর বাহ্য চিন্তা অন্তরে, স্মরে প্রাণকান্তেরে, মুখে হরেকৃষ্ণ গুণগান।।
- ফুকার — হায় রে, সুপ্রভাত হইল নিশি, প্রাতঃস্নানে যোগী ঋষি,
আকুল প্রাণে ছুটিছে, কেমন ভক্তির তুফান ছুটিছে :
হায়, গৌর দাঁড়াইয়ে গঙ্গাতীরে, নয়নকমল ভাসে নীরে,
সুপ্রভাতের ধীর সমীরে, হরি শিহরিয়া উঠিছে।।
- মিল — স্নানের পূর্ব পাঠ্যমন্ত্র করিয়ে স্মরণ,
সকাতরে শচীনন্দন বলে গঙ্গামায়ের ঠাই।
- মুখ — বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গে, অঙ্গ দিয়ে তোমার অঙ্গে, যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রেমভক্তি পাই।।
- ডাইনা — তুমি মা ত্রিলোকপূজ্যা বিষ্ণুপদের জল, ত্রিতাপে তাপিত অঙ্গ কর মা শীতল :
প্রেমপ্রাপ্তি যার নাম স্মরণে, তোমার জন্ম তার চরণে,
বালক আমি তাই অজ্ঞানে, তোমার অঙ্গে পাও লাগাই।
- খাদ — সর্বাপরাধ কর ক্ষমা, ওমা তোমার চরণে জানাই।।
- ফুকার — তোমার চরণে এই নিবেদন, পাই যেন সেই পরমধন,
যার বিরহে নিরন্তর, আমার চক্ষে নীর দুঃখী অন্তর,
মা, এ যে পূর্বাকাশে সূর্য এসে, ললিত বিভাসে হাসে,
এ প্রকার এই হৃদাকাশে, হাসুক প্রেম দিয়ে শ্যাম-দিবাকর।।
- মিল — ভাগিরথী গঙ্গা আছে এই দেহে—
তোমার অযাচিত স্নেহে, প্রাণ ধারণ করে সবাই।।
- অন্তরা — মরি কি সুন্দর সাজে সেজেছ মা তরঙ্গিনী।
তুমি যাও ধরণীর বক্ষে, তোমার বক্ষে যায় তরঙ্গী।।
তোমার স্নেহের আকর্ষণে, ফুল তুলসী চন্দন সনে,
দুই কূলে প্রাতঃস্নানে, কত বা পুরুষ রমণী।
হেরে তোমার পবিত্র জল, মধু পেল নেত্রকমল,
চারিদিকে শূনি কেবল, ছলুধ্বনি হরিধ্বনি।।
- পরচিতান — তোমার যত কন্যাপুত্র, মলমূত্র ফেলে তোমার গায়।
- পাড়ন — তবু হাসি মুখে সবাক, সোহাগে সোলাও বৃকে, এই না হলে মা হওয়া কি যায়।।
- ফুকার — বলে ও গঙ্গা স্বস্তি স্বস্তি, তোমায় দিলাম আমার অস্থি,
গ্রহণ কর জননী : আমি স্তবস্তুতি না জানি : মা—
তুমি পাতালপুরে ভোগবতী, মর্ত্যে গঙ্গা ভাগিরথী,
গঙ্গৈব পরমাগতি, তুমি স্বর্গেতে মন্দাকিনী।।
- মিল — মা তোমার কোল হইতে চাইনা কূলে উঠিতে

মায়ের নামে প্রীতে নামে বলে, ভেসে যাই।। (১৩৪১ সাল)

উষার ভোর নকুলেশ্বর সরকার (বরিশাল)

- চিতান — হল নিশির শেষ শূভ্র আকাশ, উষার বিকাশ, মনে অনুমানি।
 পাড়ন — অমনি শ্যাম বিয়োগ বিরহ শোক, জাগে রাধার প্রাণে,—
 ধরে উষার চরণে, বলে রাধারানী।।
- ফুকার — ধরেছ উষা নবীন ভূষা, দিবাকর অভিসারে,
 ধরে দু'টি হাত কোটি প্রণিপাত করে বলি তোমারে : হায়—
 প্রাণবধুকে বুকে ধরি, আছি সারা বিভাবরী,
 ও তুই প্রভাত হলে শবরী, আমায় শ্রীহরি যাবে ছেড়ে।।
- মিল — নারীর মনের ভাব প্রাণের ব্যথা, নারী বুঝতে পারে,—
 সদয় হয়ে আজ যাও গো ফিরে, ওগো উষাবতী।
- মুখ — সমদুঃখী বলে, মিশে যাও রজনীর কোলে, রাখো দাসীর এই মিনতি।।
 ডাইনা — গত বহুদিন পরে, বধুয়া এসেছে ঘরে,
 বুকে ধরে রাখিয়েছি তায় গো—
 প্রভাতে উষার আলোকে, হাসিবে দেশের লোকে,
 সেই মুখে প্রভু যদি যায় গো—
 কেমনে রাখিব (বিরহ দাহনে দেহ—বধু হারা হয়ে দেহ)
 আদেশ দাও নিশাকরে, মিশে যাক নিশার ঘোরে,
 বারণ করে দাও উষাচরে, আর না গায় প্রভাতী।
- খাদ — বিচ্ছেদের কি জ্বালা তুমিও তো জান সতী।।
 ফুকার — ঘরে ননদী শ্যাম-প্রেমের বাদী, নিশিদিন আমায় শাসায়,
 তবু গোপনে নির্জনে বসে, আমি কাঁদি তার আশায় : হায়—
 আজ পেয়ে শূভ রজনী, বকে এলো গুণমণি,
 ওগো হাসিস না তুই উষারানী, আমার বধু যদি লজ্জা পায়।।
- মিল — নারীর মনের ভাব প্রাণের কথা নারী বুঝতে পারে,
 সদয় হয়ে আজ যাও গো ফিরে, ওগো উষাবতী।।
- অন্তরা — উষা গো জানো না কি সতীর পতিপ্রেম সোহাগ।
 প্রেমের মিলনে মধুর অতি, বিচ্ছেদে হয় অনুরাগ।।
 ভুজঙ্গে দংশিলে পরে, ওঝায় বিষ নামাতে পারে,
 বিচ্ছেদ বিধে যারে জারে, হাড়ে হাড়ে লাগে দাগ।
 কান্ত যখন ফেলে যাবে, আমার প্রাণ তো চলে যাবে,
 উষা তোমার নিতে হবে, নারী বধের পাপের ভাগ।।
- পরচিতান— — তোর সুষুপ্তির কোলে, আপন ভূলে, আছেন বিশ্ববাসী।
 পাড়ন — যেন জেগে রয় শুধু আমার এ তৃষিত আঁখি,
 অনিমেষ নেত্রে দেখি, বধুর মধুর হাসি।।
- ফুকার — উষার ইসারায়, যদি নিশা যায়, উদয় হয় সে দীননাথ,
 লোকলজ্জা ভয়ে তাজিয়ে আমায়, যদি যায় সে প্রাণনাথ : হায়—
 আশাভঙ্গ মহাপাপে, বদ্ধবিচ্ছেদ অনুতাপে,
 পতিহারা সতীর অভিশাপে, সুবনিশি হবে না প্রভাত।।

বাসর শয্যার ভোর

নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান — প্যারী শ্যাম আসার আশা পেয়ে জেগে বিভাবরী।
 পাড়ন — নিশি অবসানে, পড়ে ধরাসনে, ললিতার সন্নিধানে বলে রাজকুমারী।।
 ফুকার — সখীরে, ঐ দেখ নিশাকাণ্ড অস্ত্রহল ঐ, আমার প্রাণকাণ্ড কৈ :
 বাসনা ছিল একান্ত, আসবে আমার নীলকাণ্ড,
 কোন ধনী মোর নীলকাণ্ড, প্রাণত আমার শাস্ত হয়না সই।।
 মিল — সখী চেয়ে দেখ অস্ত্রাচলে চলে নিশাপতি,
 ঐ শোন উষাচর ভোর আরতি, করে ভোরের সুরে।
 মুখ — ওগো প্রাণ সখী, কিসে জীবন রাখি, কাণ্ড বিনে প্রাণ ত পোড়ে।।
 ডাইনা — ঐ দেখ দিবাকর করে, আলো করে পূর্ব আকাশ,
 মসী গর্ভ খর্ব কি অপূর্ব জ্যোতির বিকাশ : পেয়ে কুসুমের সঙ্গ,
 ভ্রমরে করে রঙ্গ, আমার হৃদপদ্মের কালোভঙ্গ, কোথায় গেল উড়ে।
 খাদ — সখী, শ্যাম বুঝি আসবে না আর কুঞ্জে ফিরে।।
 ফুকার — সখীরে! আমার কুল লজ্জা অভিমান যে সব, আমি ত্যাজিয়ে সে সব :
 যার জন্যে এলেম কাননে, বিহনে সে বাঁকাননে,
 কি সুখে রইবা কাননে, দেখা এনে আমার প্রাণকেশব।।
 মিল — সখী চেয়ে দেখ অস্ত্রাচলে চলে নিশাপতি,
 ঐ শোন উষাচর ভোর আরতি, করে ভোরের সুরে।।
 অন্তরা — সখী বিফলে রজনী গেল, কোথা রইল আমার প্রাণনাথ।
 ফুটলো কলি, জুটলো অলি, উঠলো দীননাথ।।
 কুসুম চন্দনে করিয়ে সুসজ্জা, যার জন্যে সখী করিলেম সুশয্যা,
 ভেসে প্রেম পার্থী, শ্যাম কৈল কুচর্যা লজ্জায় বজ্রাঘাত।।
 পরচিত্তান — আমার নাম হল শ্যামকলঙ্কী সখী বৃন্দাবনে।
 পাড়ন — হাসাইলেম গোকুল, অকূলে ভাসালেম গো কুল,
 গেল সই একুল সেকুল, গোকুলচন্দ্র বিনে।।
 ফুকার — সখীরে! শ্যামের বাঁশীতে নিশিতে কাননে, ভালোবাসিতে এনে :
 কোথা রইলো শ্যামহ্রিভঙ্গ, ক'রে দাসীর আশাভঙ্গ,
 ভঙ্গ হল সুখ সঙ্গ, দহে অঙ্গ অনঙ্গ বাণে।।

পদাবলী ভোর

নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান — শ্যামের সঙ্গ-সুখ আশায়, প্যারী সঙ্গিনীগন সঙ্গে।
 পাড়ন — নিবুঞ্জে অঙ্গসর, নিশিতে ভূষিতে কিশোর, সাজাল ফুলের বাসর, অতিমনোরমে।।
 ফুকার — সহসা উষাদেবীর নিশা অস্ত্রে আগমন, আশা হলনা পূরণ,
 চন্দ্রার কুঞ্জে কালশশী, সুখে ভুঞ্জে সারা নিশি,
 কেঁদে কাটায় রাহিরূপসী, বাসী করে কুসুম চন্দন।।
 মিল — সারা নিশির মুখ রাহিরূপসী নিয়ে বুকে, প্রিয় সঙ্গিনীর প্রতি ভেকে,
 কেঁদে কয় তখনে।
 মুখ — সজনী, রজনী ভোর হইল কই গুণমণি,
 হলেম বঞ্চিতা রাই দুখিনী, বন্ধুর সম্মেলনে।।
 ডাইনা — পরের প্রেমেতে ম'জে আপন করেছি পর : পরের তরে সই- ঐ—
 তবু প্রাণ কাঁদে নিরন্তর : গমনে উপবেশনে, শয়নে স্বপনে,

- যা বিনে ভাবিনে কখন সেই গো : আমার পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণে,
সদা ঐ রূপ ধ্যানে, সেবিনে সেবিনে স্বজন, সেবিনে সেবিনে,
আত্মীয় স্বজন বন্ধু, সেবিনে সে বিনে : বাসী হয়ে গেল গো,
দাসীর এই কুসুম চন্দন ভাসায়ে দেওগো, দাসীর যমুনার জলে কুসুম;
এ প্রাণ রেখে আর কি প্রয়োজন প্রাণের বন্ধু বিনে ॥
- খাদ — কি ভাবলেম সেই কি হল আজ কপালওশে ॥
- ফুকর — সখিগো, বন্ধু দাসীর প্রতি হবে সানুকুল, ভেবে তুলেছিলাম ফুল :
কোন প্রেমিকা প্রেমের পক্ষে, ফুল দিল শ্যাম কমলাক্ষে,
বাসী ফুল হেরিয়ে চক্ষে, বক্ষে বিধে যেন দুঃখের শূল ॥
- মিল — যখন প্রেমশয্যায় বাসী হইল ফুলের সজ্জা,
দাসী কি দোষে শ্যামের তাজ্যা, বিষম কষ্ট প্রাণে ॥
- অস্তুরা — প্রাণে যারে চায় সজনী, সে আমায় চায়না ফিরে, হায় কি জ্বালা।
না বুঝে ড'জ্ঞে কাল, দুঃখে সেই যে গেল কাল,
কাল ভেবে শরীর হল কালা ॥
মল্লিকা মালতি, জাতি যুধি সৌভিতি, নানা ফুলে গাঁথে মালা।
মালা পরাব কার গলে, সাধ করে হাতে তুলে, মাথে নিয়েছি
শ্যাম কলঙ্কের ডালা ॥
- পরচিতান — আগে কে জানে বন্ধুর মনে, সখী এত ছিল।
- পাড়ন — সতীর কুল পতির কুল, উভয় কুল হল প্রতিকুল,
বাজিল কলঙ্কের ঢোল, জাতি কুল মান গেল ॥
- ফুকর — সখিগো সখি, পেলেম না শ্যাম জীবনের জীবন, দিয়ে যৌবন জীবন :
প্রেমশূন্য নিরাশ জীবনে, বেঁচে ফলকি এ জীবনে,
নিয়ে শ্যামকুণ্ড জীবনে, আমায় সবে দেগো দেগো বিসর্জন ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার ভোর নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্ত সঙ্গে, কীর্তনাদে, ছিলেন সোনার গউর।
- পাড়ন — বিনে গোরা বিনোদিয়া, কাদিয়া কাদিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া করলেন রজনী ভোর ॥
- ফুকর — মনের দুঃখেতে করুণ বাকোতে বলে সঙ্গিনীর সাফাৎ : ওগো সজনী গেল
রজনী উদয় হল দিননাথ : হায়, কুসুম চন্দন পুঞ্জে পুঞ্জে, বাসী হল
নিশি ভুঞ্জে, আশা দিয়ে দাসীর কুঞ্জে, হায় হায় এলোনা সে প্রাণনাথ ॥
- মিল — মনের দুঃখেতে সুখের নিশি হল গত, দাসীর কি দোষে প্রাণনাথ, এত নিদ্রয় হল।
- মুখ — ওগো কাঞ্চনমালা, আমার সুগন্ধি ফুলের মালা, ডালায় রেখ ॥
- ডাইনা — করে আশাতে বাসর সজ্জা সুসজ্জিত : ছিলেম জাগৃতা তৃষিতা
চাতকীর মত : কার কুঞ্জে করে বাসা, মিটাল প্রেম পিপাসা,
নাথ এ দাসীর ভালবাসা, বুঝি ভুলে গেল ॥
- খাদ — বুঝি অবিধি দারুণ বিধি বাদ সাধিল ॥
- ফুকর — প্রেমানুরাগে রজনী জেগে বদ্বভের আসার আশায় :
রাখলেম মনোহর সুগন্ধি আতর, সজ্জিত কুসুম শয্যায় : হায়
যে দুখে সেই নিশি অস্ত, দেখেছে সব নিশিকান্ত, আমার দুখ দেখে একান্ত,
ঐ দেখ মসী মুখে অস্ত যায় ॥
- মিল — মনের দুঃখেতে সুখের নিশি হল গত, দাসীর কি দোষে প্রাণনাথ এত নিদ্রয় হল ॥

- অন্তরা — কোথায় গেলে পাব প্রাণ-জীবন গৌরহরি, বলে দে ওগো সহচরী।
আসবে বলে বলেছিল, কার বাসরে ভুলে রল,
অবলার বুকে দিয়ে ছুরি।।
- পরচিতান— সখী অবলার প্রাণ হরি, গৌরহরি কোথায় লুকাল।
- পাড়ন — নিদয় হল প্রাণবদ্ধ, দিতে কৃপাবিন্দু, প্রেমসিদ্ধি বুঝি শুকাল।।
- ফুকার — প্রাণপিয়ারা, রসরাজ গোরা, কারপ্রেমে হয়ে বিভার :
বদ্ধ এলোনা দুঃখ গেলনা, কোথায় রল চিত্তচোরঃ হয়—
রূপের তরে করে আঁখি, প্রেমে বাঁধা প্রাণপাখী,
প্রতি অঙ্গের জন্যে সখি, প্রতি অঙ্গ কাদে মোর।।

ভোর নারায়ণচন্দ্র বালা (ফরিদপুর)

- চিতান — রাধে শ্যামের সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে কুসুম শয্যায় বক্সিলেন রাত।
- পাড়ন — রাধার সঙ্গিনীগণ, চক্ষে হেরে ভোরের লক্ষ্মণ,
করতে লাগল ভোরের আরতি।।
- ফুকার — কাননে পাখী সব, করছে কলরব, ফুটল ফুল মালতী সব :
কুসুমেতে ছুটিল সৌরভ : রাখাল গোপাল চলছে মাঠে, শিশু মন দেয় নিজ পাঠে,
শয্যা ত্যজে রাধে উঠে, রাধে শ্যামবঁধুয়ার যাত্রায় কর উৎসব।।
- মিল — এইতো এলো ব্রাহ্মমুহূর্ত, রাই শ্যামের তুলিতে গাত্র, ডেকে বলে নব নাগরী।
- মুখ — নিশি পোহাল ভানু উদয় হল, গা তোল গা তোল কিশোরী।।
- ডাইনা — জাগলো যত গোকুলবাসী, জাগিয়ে দে কালশশী, আর তো নিশি নাই :
কেন এত বেলা ঘুম ভাঙ্গেনা তোর কমলিনী রাই : জেগে রাধে চল সকালে,
বাসী ফুল ভাসাইগে জলে, জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা জলে, চল রাই কক্ষে তুলে গাগরি।।
- খাদ — ত্বরায় করে চলগো প্যারী আনিতে বারি।।
- ফুকার — রাধেগো, কালার জ্বালায় কালা কলেবর, মোদের কানতেছে অন্তর,
তোর জন্যে রাই ভাবি নিরন্তর : কালকুটিলে তোর ননদী, কৃষ্ণ প্রেমের
প্রতিবাদী, কুঞ্জে এসে দেখে যদি, রাধে ডেকে বলবে আয়ানকে খবর।।
- মিল — গৃহ কর্মের সময় হয়েছে, আর কি ঘূমের সময় আছে,
রাধে ভোর হয়েছে শবরী।।
- অন্তরা — রাধে গো, গা তোল কথা বল, রাধে গা তোল রাধে গা তোল। আলোক পেয়ে
লোক সকল পুলক হল।। শীতল বাতাস বহে জুড়ায় শরীর, পাতায় পাতায় পড়ে
নিশির শিশির, কাক ডাকিল কাক ডাকিল : কেন এত বেলা কুঞ্জে চিকনকাল।।
- পরচিতান — ঐ শোন হাঙ্গারবে ডাকিতেছে কানুর ধেনুর পাল।
- পাড়ন — ধড়া চূড়া বেঞ্চে গোষ্ঠে যাবে প্রাণগোবিন্দে, বৃন্দাবনের শ্রীনন্দের দুলাল।।
- ফুকার — রাধেগো, গোপাল বলে ডাকছে গো পাল সব, আর ডাকছে রাখাল সব,
গোষ্ঠে যাবে লয়ে প্রাণ কেশবঃ এখন রাই করিসনে দেবী, ঐ শোন বাজে নন্দের
ভেরী, কি সুখে লো রাইকিশোরী, র'লি নিম্নাবেশে লয়ে প্রাণমাধব।।

পঞ্চম অধ্যায়

গোষ্ঠগান

[ভোরগানের মতো গোষ্ঠগানও কবিগানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গোষ্ঠ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলা। গোষ্ঠগানে বাল্য সখা রাখালগণ সমেত শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রায় তোড়জোড়, সাজসজ্জা এবং চোখের আড়ালে গোপালের অমঙ্গল আশঙ্কায় মা যশোদার উদ্বেগ ও আকুলতা মুখ্য বিষয় হলেও, তদনুরূপ বাৎসল্য রসাস্রিত ঘটনাবলীভিত্তিক গানও গোষ্ঠ গান বলে কবিসমাজে প্রচলিত ও পরিচিত। গোষ্ঠ প্রভাতকালের গান। রচনাপদ্ধতি মালসী, স্বরীসংবাদজাতীয় গানের অনুসারী। এই গানেরও জবাব দেওয়ার তেমন রীতি নেই। এগুলিও রসিক শ্রোতাদের শ্রবণানন্দের জন্য রচিত ও গীত হয়।]

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ সজ্জা

হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

- চিতান — নিশি প্রভাতকালে, ব্রজের সব রাখালে নন্দালয়ে যায়।
- পাড়ন — তখন নিয়ে নন্দরানী, কোলে রতনমণি, অঞ্চলে মুছাইয়া চাঁদবদনখানি,
যতনে গোপালকে সাজায় ॥
- ফুকার — শোভে শিরে চূড়া করে বেণু কর্ণেতে কুন্ডল,
কিবে অলকা তিলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল :
নাচে চতুর্দিকে সব রাখালে, কানহি বলহি মধ্যস্থলে,
নৃত্য করে হেলে দুলে, যেমন শ্বেতকমল আর নীলকমল ॥
- মিল — দেখে নন্দালয়ে এ উৎসব, শচীকে কয় বাসব,—
শচী দেখে ঐ নন্দের বৈভব, হল কি ভাবেতে।
- মুখ — ধন্য ব্রজের সম্পদ, তুচ্ছ আমার এই ইন্দ্রদ্র পদ, এই নন্দের সাক্ষাতে ॥
- ডাইনা — দেখে গোলোকের ব্রহ্ম গোপাল, এ গোকুলে,—
করে গোপনে গোপের ঘরে মধুর বাল্যলীলে।
ধন্য সব গোপের রমণী, রমণীর শিরোমণি,
নন্দরানী দেয় ক্ষীরননী, কৃষ্ণের চাঁদমুখেতে।
- খাদ — এ নন্দের কি মহাভাগ্য, দেখে ব্রিজগতে ॥
- ফুকার — হল ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য কিবে পুণ্যবল,—
ধন্য শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম শ্রীমধুমঙ্গল :
রাখাল কথা বলে হা রে রে, সখ্যভাবে খেলা করে,
কাঁধে করে কাঁধে চড়ে, তারে খেতে দেয় উচ্ছিষ্ট ফল ॥
- মিল — যারে ব্রহ্মা মহেশ্বর পেল না ধ্যান করে,—
সে ত আনন্দে নৃত্য করে, নন্দের আসিনাতে ॥
- অন্তরা — ধন্য নন্দ উপানন্দ কি আনন্দ নন্দালয়।
ধন্য ধবলী কবলী, সেউলী শ্যামলী, কালী কমলী ধেনুচয় ॥
ব্রহ্মা যারে ব্রহ্ম ভাবে, ভক্তবৎসল ভক্তিভাবে,
রস পেয়ে বাৎসল্যভাবে, নন্দের বাধা মাথায় লয় ॥
- পরচিতান — ধন্য সব গোপকুল, ধন্য ধন্য গোকুল, ধন্য নন্দগ্রাম।
- পাড়ন — ধন্য ধন্য কালিন্দী তট, অহিংসা অকপট, ধন্য যাবট,
ধন্য বংশীবট, যমুনার নিকট মধুরধাম ॥

ফুকার — ধন্য তপনতনয়ার তীরে গিরি গোবর্ধন,
ধন্য তাল তমাল শাল রসাল বকুল, মধু নিধুবন :
কৃষ্ণ কটিতে কইরে কাছনী, করেতে ধইরে পাচনী,
যশোদার নীলকান্তমণি, করে বনে বনে গোচারণ ॥

কালীদহের গোষ্ঠ হরিচরণ আচার্য

চিতান — একদিন বিষজল পান করে সব রাখাল ম'ল।
পাড়ন — কৃষ্ণ সমতনে বাঁচায় রাখালগণে, সর্প দমনে কালীদহে ডুবিল ॥
ফুকার — কৃষ্ণ ডুবল সে কালিয়াহুদে, অদর্শনে মনের খেদে, কান্দিতেছে বলাই,
ওগের ভাই কানাই রেঃ হায় ২ রে, তুই ত সব রাখালের সখা,
ভাই ফেলে ভাই কোথায় গেলি একা, কানাই একবার এসে দেরে দেখা,
ও চাঁদমুখ দেখে তোর, প্রাণ জুড়াই ॥

মিল — কানাই ডাঙল রে গোষ্ঠখেলা ব্রজপুরে—
আমরা আজ হতে রাখালরাজা করে সাজাইব।
ধূয়া — ও ভাই কানাইয়া রে, ভাইরে তুই বিনে কি নিয়ে ঘরে যাব ॥
ভাইনা — তোরে হারাবে বৎসহারা গাভীর মত,
ও তোর মায় আছে রে চেয়ে রে তোর আসাপথ :
তোরে ভাই হারা হ'য়ে, আমরা সব ঘরে গিয়ে,
এখন কার গোপাল কোলে দিয়ে, মায়ের প্রাণ জুড়াব।

খাদ — ফণেক দাঁড়া ভাই, আমরা যে তোর সঙ্গী হব ॥
ফুকার — কানাই তাজে মাতা তাজে পিতা, বিনাদোষে তাজে বন্ধুভ্রাতা,
কই গেলি এবার : দয়া নাই তোমার রেঃ, হায় রে—
সব রাখাল তোর শোকে মরি, গাভীগণে খায় না তৃণ বারি,
কানাই তুই বিনে এই নন্দের পুরী, হল এত দিনে অন্ধকার ॥

মিল — কানাই তুই বিনে রাখালগণের দুঃখ অপার,
ভাই রে তোর মত এমন ভাই আর, মোরা কোথায় পাব ॥

অন্তরা — একবার আয় রে কানাই, মায়ের কোলে যাই।
মায়ের তুই বিনে ভাই আর কেহ নাই ॥
শ্রীপুত্র সব ম'রে গেলে, প্রাণ থাকলে আবার মিলে,
কানাই, প্রাণের দোসর ভাই মরিলে, আর কি কারো মিলেবে ভাই ॥

পরচিতান — রাখাল তুই মোদের রাখালগণের অমূল্য ধন।
পাড়ন — বাজাইয়ে বেণু সাজাইয়ে বৎস ধেনু, কানু আর কি করবি না গোচারণ ॥
ফুকার — কানাই, বুকে দিয়ে ভাইয়ের ব্যথা, ভাই ফেলে ভাই আগে গেলি কোথা,
হইয়ে অদর্শনঃ কি করি এখন : হায় রে,—
কেমন পাষণ বেড়ে বুকে, বলব গিয়ে দুঃখিনী মাকে,
মাগো, জন্মের মত কানাইয়াকে, দিয়ে এলেম বিসর্জন ॥

বাৎসল্য (যশোদার ক্রন্দন) হরিচরণ আচার্য

চিতান — গোবুল অন্ধকার করে গোপাল গেল মধুপুরে।
পাড়ন — রানী যশোদার যত দুখ, বলিতে সহস্র মুখ, কে বর্ণিতে পারে ॥
ফুকার — রানী, ব্রজের বালক যারে দেখে, বদন পানে চেয়ে থাকে, দুঃখে ফাটে বুকঃ
বিনে প্রাণগোপালের সে চাঁদ মুখ :

- হায়রে, মথুরার পথ দৃষ্টি করে, গোপাল বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
একবার এসে দেখে যারে, ও তোর মা দুঃখিনীর কত দুখ ॥
- মিল — বাছা আর আমি সইতে নারি পুত্র-শোকের ব্যথা,
থেকে থেকে তোর গুণের কথা, আমার পড়ে মনে ।
- ধূয়া — সোনার যাদুমণি, যতনের ধন রতনমণি, নীলমণি তুই কোথায় রৈলে অদর্শনে ।
- ডাইনা — গোপাল তুই আমার দুঃখপাসরা, দুটি নয়নতারা,
তোরে হারাইয়ে হয়েছি রে জীবন্তে মরা :
আর কি ধন তোরে পাব, কোলের ধন কোলে নিব,
ক্ষীর সর ছানা মাখন দিব, ও তোর চাঁদবদনে ।
- খাদ — দুঃখ করে কব, আমি কোথা যাব, ও তোর অন্বেষণে ॥
- ফুকার — গোষ্ঠে যাবার কালে আসবার কালে, কি উৎসবে সব রাখালে, এসে মমালয়,
বলত জয় জয় রাখালরাজার জয় :
হায়রে, রাখালরাজ তুই গেলি ছেড়ে, কোন রাখাল এসে আর আমারে,
মা বলিয়ে ডাকে নারে, হ'ল এক ভিন্ন সব শূন্যময় ॥
- মিল — একবার দেখে যা মায়ের দশা এজনমের মত,
জ্বলে পুড়ে আর মরব কত, পুত্র শোকাগুনে ॥
- অন্তরা — আমার গোবুলপুরী অঙ্ককার ২, চাঁদরে তোর মনে কি এই ছিল ।
হায় হায়, সাধুর বেশে অফুর এসে, আমার কোলের মাণিক চুরি করে নিল ॥
আমার এমন পোড়া কপাল, হাতে ধরে প্রাণের গোপাল, বিসর্জন দেওয়া হল ।
লাগল দেবকিনীর দৈবী কপাল, সে যে পরের গোপাল পেয়ে, ছেলের মা হল ॥
- পরচিতান — আমার মা শব্দ মধুমাখা যাদু কে শুনাবে ।
যেমন শিকলি কাটা পাখী, স্বভাব তোর সব দেখি, বলে আর কি হবে ॥
- ফুকার — বাছা, এঘর হতে ওঘর যেতে, অঞ্চল ধ'রে সাথে সাথে, চঞ্চল চাঁদ আমার :
ডাক্তি দণ্ডে মা মা শতবার : হায়রে, কাল বলে মথুরা গেলি,
কেমন করে এমন পাষণ হলি, মা বলে কার কোলে র'লি,
ও তুই কার সোনারচাঁদ হলি কার ॥

বাৎসল্য (যশোদার স্বপ্নদর্শন) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — গেল নন্দালয়, ক'রে প্রলয়, কৃষ্ণ গুণালয় মধুর মণ্ডলে ।
- পাড়ন — শোকের অকূলে গোবুলবাসী, ভাসে দিবানিশি, কঁাদে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ॥
- ফুকার — একদিন বিবাহে যশোদারানী, স্বপ্নে দেখে রতনমণি, ক্ষুধাতে কাতর,
বলে করে ধ'রে মায়ের কর : এলেম অনেক দিনের পর :
পরের ঘরে ছিলেম দুখে, মা ডেকেছি মাগো পরের মাকে,
ক্ষুধার সময় মা আমাকে, খেতে দেয় নাই ক্ষীর সর ॥
- মিল — চেয়ে স্বপ্নেতে ক্ষীর সর, নুকাল ক্ষীর সর, অতি চঞ্চল মতি,
নন্দরানী কয় নন্দের প্রতি, ভাগ্যে এই কি ছিল ।
- ধূয়া — পেয়ে রতন হলেম হারা, হায় হায় আমার মাখনচোরা, স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল ॥
- ডাইনা — পেয়ে প্রবাসে অশেষ দুখ, শুকায়ে গিছে মুখ, সদা করে রোদন,
পরের মায় কি জানে পরের ছেলের বেদন :
চাঁদমুখে মা বলিয়ে, ক্ষীর সর মাখন চেয়ে,
পুত্রশোকের শেল বুকে দিয়ে, গোপাল কৈ নুকাল ।

- খাদ — নন্দ মহারাজ হে, হায় কি করি বল ।।
- ফুকার — আমার কোলের মাণিক ছেড়ে গেছে, লীলার চিহ্ন বাছার সব রয়েছে,
দুঃখের নিশানাঃ মনে কতই করি ভাবনা :
গুণের কথা বাছার ফুরায় না : আছে নবলক্ষ ধেনু,
শিরের চূড়া আছে করের বেনু, বিনে মাখন চোরা কানু,
আমার পোড়া তনু জুড়ায় না ।।
- মিল — আর কি আসবে চাঁদ গোকুলে, বসবে মায়ের কোলে,
ক্ষীর সর খেতে চাবে, আমার এমন দিন কবে হবে, ত্বরায় বল বল ।।
- অন্তরা — ক'রে শিবের সাধন, গৌরী আরাধন, বাছাধন তোরে কোলে পেয়েছিলাম ।
আমি কোন প্রাণেতে অক্লুর রথে, তারে মা হয়ে সাজায়ে বিদায় দিলাম ।।
আর স্বপ্নে দেখা দিল, মা বলে ডাকিল,
চাঁদমুখেতে চাঁদ ছানা মাখন চেল, কালঘুমে ঘুমায়ে ছিলেম ।
আমি স্বপ্নে পেয়ে প্রাণের গোপাল জেগে হারাইলেম ।।
- পরচিতান — আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, শূন্যময় দেখি, গোপাল বিহনে ।
- পাড়ন — আর কি কোলের ধন কোলে নিব, মাখন ছানা দিব, প্রাণগোপালের চাঁদবদনে ।
- ফুকার — আমি কস্মপোড়া অভাগিনী, ব্রজে থাকতে আমার রতনমণি,
করতেম্ না আদর, বাছা চুরি করে খেত সর :
মার্ত্তেম ধর্ত্তেম আমি বাঁধতেম তার কর :
এখন সর আর দিব কারে, সর খাবে যে সে তো নাই আর ঘরে,
সরের কথা মনে পড়ে, যেমন লঙ্কেশ্বরের মৃত্যুশর ।।

নন্দরাজার আক্ষেপ হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কংস নিসূদন, কংস নিধন, কৈল অবহেলে ।
- পাড়ন — নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, বলেরে কৃষ্ণধন, চলরে যাই গোকুলে ।।
- ফুকার — নন্দের করে দিয়ে চূড়া বাঁশী, নিঠুর বাক্যে কালশশী দাঁড়ায়ে নন্দের সদন,
বলে কা কস্য পরিবেদনঃ হায়রে,
ব্রজধাম এসেছি তাজে, আর যাবনা আমি ব্রজমাঝে,
তুমি এখন যাও হে ব্রজে, সঙ্গে নিয়ে ব্রজবাসিগণ ।।
- মিল — শুনে একথা নন্দরাজ, মস্তকে পড়ল বাজ, হয়ে ছন্নমতি,
সকাতরে গোপালের প্রতি, কেঁদে কেঁদে বলে ।
- ধূয়া — জীবনধনরে গোপাল, হায় আমার কি পোড়া কপাল,
ছিলেম ভূপাল, আজ কাসাল হলেম কপাল ফলে ।
- ডাইনা — ও তুই বিনে তোর জননী, হয়ে দীন দুঃখিনী, ও তোর আশাপথ :
চেয়ে আছেরে বৎসহারা গাভীর মতঃ
কি নিয়ে দেশে যাব, কি দেখে প্রাণ জুড়াব,
আমি কার গোপাল নিয়ে দিব, সে দুঃখিনীর কোলে ।।
- খাদ — ও তোর মত এমন কারো নাইরে নিঠুর ছেলে ।।
- ফুকার — আমার চাঁদের বাজার আঁধার করে, চাঁদ রইলি তুই দেশান্তরে,
বুকে দুঃখের ছতাশন : আরতো যাবো না শূন্য ভবন :
হায়রে, তুই ছাড়া যমুনার কূলে, চাঁদমুখ দেখে গোপাল গোপাল বলে,
কাঁপ দিয়ে যমুনার জলে, করব এ পাপ দেহ বিসর্জন ।।

- মিল — আমার তুই বিনে বাছাধন জুড়াইতে এ জীবন, দেশে আর কে আছে,
বন্ধ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, পুত্রশোকের শেলে।।
- অন্তরা — আমার সৈঁচা ধন, তুইরে বাছাধন, বহু আরাধনের ধন।
দারুণ বিধি নিরদয়, আমায় অসদয়, কৈল বালকহৃদয় বস্ত্রেতে সৃজন।।
আর কি হবে না রাখালের খেলা, দুবেলা চাঁদের মেলা,
বসাবিনা যাবিনা আর গোষ্ঠেঃ আমি আসিলে বাথান হতে,
পায়ের বাধা নিয়ে মাথে, নেচে নেচে যাবিনা নিকটেঃ এখন জনমের তরে,
গোকুলের চাঁদ তোরে, অকুল সাগরে দিলাম বিসর্জন।।
- পরচিতান — অজ্ঞান ভাবিয়ে কি ব্রহ্মজ্ঞানে, আমায় শিক্ষা দিলি।
- পাড়ন — তোরে লোকে কয় নন্দলাল, তুই যে আমার গোপাল, ইহা কিসে ভুলি।।
- ফুকার — না হয় পুত্রশোকে প্রাণে মরি, ব্রহ্মজ্ঞানের কি ধার ধারি,
আত্মীয়া গোপজাতিঃ মোরা অতি সরল সুমতিঃ হায়রে,
পুত্রশোকের আগুন জ্বলে, বিনা কাণ্ডে আমার বন্ধ স্থলে,
তাইতে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা ব'লে, দিলি ঘৃণের আচ্ছতি।।
- মিল — ননীচোরের দোষ প্রভৃতি দেখলে যশোমতী, আর বাঁধাবনা তোকে,
আমি দিব না তোর মন্তকে, পায়ের বাধা তুলে।।

নন্দরানীর স্বপ্নবিলাস হরিচরণ আচার্য

- চিতান — স্বপ্ন যোগেতে নন্দরানী, রতনমণি দেখে, আর নিদ্রা নাই।
- পাড়ন — ও সেই স্বপ্নের স্বপ্নে, নেত্র নীর নিরানন্দে, কেন্দ্রে কয় রাজা নন্দের ঠাই।।
- ফুকার — নন্দ মহারাজ, স্বপ্নে দেখলেম আজ, গোপাল যেন গোষ্ঠে যায়,
বলে রাখালের সাজ দে আমায়ঃ হায় গো—
কেন্দ্রে কয় করে আখুটি, পরায়ে দে আমায় বড় ধটি,
যেন কটীতটের ধটি, আমার মাটিতে লোটায়ে যায়।।
- মিল — আমায় স্বপ্নেতে যাদুধন, মা বলে সম্বোধন করে কৈ লুকাল,
স্বপ্নে পোড়া বুক জুড়াইল, জেগে মলেম জ্বলে।।
- ধূয়া — আমার কপাল মন্দ, না হেরে নন্দানন্দ, নিরানন্দ নীর বহে দুখিনীর নয়ন যুগলে।।
- ডাইনা — এই না গোপালের সেই ধড়া, এই না শিরের চূড়া, এই না করের বেণুঃ
এই না ঘারেতে পড়ে আছে নব লক্ষ ধেনুঃ
আর কি সেই দুঃখপাসরা, পরবেরে এই ধড়া চূড়া,
আর কি মা বলে মাখনচোরা, বস্বে আমার কোলে।।
- খাদ — আর কি চাঁদের মেলা বস্বে সকালে বিকালে।।
- ফুকার — আমার পাপ কপাল, হারাইলেম গোপাল, কেন্দ্রে কেন্দ্রে তনু ক্ষীণ,
হায় হায় সেই একদিন আর এই এক দিনঃ
হায়রে, মধুপুরে রতনমণি, রাজা হইল লোকের মুখে শুনি,
রাজার মা হয় কাঙ্গালিনী, এমন শুনি নাই আর কোন দিন।।
- মিল — নাই আর রাখালের হৈ হৈ রব, শবাকার আছে সব, প্রাণের কেশব বিনে,
এখন ঋপ দিয়ে মরব প্রাণে, জ্বলন্ত অনলে।।
- অন্তরা — হায় হায় সাগর সৈঁচা ধন, আমার বাছাধন, বন্ধের ধন, যক্ষের ধন,
আমায় নিধন করে কে হরিল।
কেরে পালটিতে আঁখি, আমায় দিয়ে ঝাঁকি, আমার মা বলা পাখীটি ধরে নিল।।

- কান্দিতে কান্দিতে নয়ন গেছে, গোপাল গোপাল বলে,
আর যে গোপাল পাব কোলে, আছে কি কপালে :
আহা, মা ফেলে মাগের ছেলে আছে পরের কোলে, পর কি বুঝে কুশলাকুশল।।
যাদু যখন হয় ক্ষুধাচ্ছন্ন, কেবা দেয় ক্ষুধায় অন্ন, কেবা দেয় তৃষ্ণাকালে জল :
এখন ইচ্ছা হয় চিত্তে বিষ খেয়ে মরিতে, আমার এ জীবন হইতে মরণই ভাল।।
- পরচিতান— আমার চঞ্চল চাঁদ অঞ্চল ধইরে, খাবার তরে, যেইত এঘর ওঘর।
পাড়ন — আমি বলতেম সর রে সর, সর হইল মৃত্যুশর, কে আর খাবে কার সর।।
ফুকার — আমার কোলের মাণিক কোলে নাই, আগের স্বভাব ভুলে নাই,
অনুমানে বুঝি তাই : নইলে স্বপ্নে কেন দেখতে পাই : হায়রে,
এ বুকে দুঃখ সবে কত, পাষণ হল ফেটে যেত,
বৎসহারা গাভীর মত, সদাই মধুরার পথপানে চাই।।

গোষ্ঠ রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঢাকা)

প্রাণের ভাই কানাই, গোচারণের সময় তো নাই,
চল চল গৃহে যাই, নিশি হয়েছে।
বনে নানা ভয়, ভাবিয়ে তাই কত যে ভয়,
আমার মনে হয়; কি জানি কি ঘটে পাছে সময় ভাল নয়;
নিদারুণ কংসের চরে, সদা বৃন্দাবনে ফিরে,
কখন কি সর্বনাশ করে, তাই ভেবে প্রাণ কাঁদিয়ে।
তুই বিনে আর ব্রজবাসীর কি ধন আছে।
তোরে না হেরে মা যশোদায়, বৎসহারা গাভীর প্রায়,
পথপানে চেয়ে আছে ভাই, ভাই কানাই!
ভাই রে তুই বিনে মার কেহ নাই।
নয়নের পলকে ভাই রে, মা যশোদা হারায় তোরে,
এখন বুঝি তোরে বিনে প্রাণে বেঁচে নাই।
যত আমার মনেতে লয়, বলিতে বিদরে হৃদয়,
ওরে ভাই কানাই! নিশ্চয় তুই বিনে নন্দালয়ে বিষম বিপদ ঘটেছে।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঢাকা)

গোলকবিহারী গোলক ছাড়ি করতে লীলে;
রাক্ষস নাশিতে এসে অযোধ্যাতে কৌশল্যাজঠরে।
বহুদিন পরে পুত্রের বিধুবদন হেরে দশরথ রাজা,
অতি আনন্দিত মনে সদাই করে মঙ্গল আচরণ।
যষ্ঠদিনে যষ্ঠীপূজা পুতে দিলেন জয়ধ্বজা,
যষ্ঠ মাসে করলেন রাজা অন্নারত্নের আয়োজন।।
পুরবাসী দিবানিশি আনন্দে ভাসে।

(ঘোষা)

যেয়ে প্রতিবাসীর বাসে বলে রাজমহিবীর দাসী
কেন বিলম্ব দেখতে রামের অন্নারত্ন চল নগরবাসী।।
গিলা মেথি হরিদ্রাদি, স্নানের দ্রব্য যথাবিধি জলে মাখিয়ে,
তোলা জলে সবে মিলে স্নান করাও যেয়ে;
নয়ন জুড়াব হেরিয়ে সুধামাখা বদন-শশী;

কেন বিলম্ব দেখতে রামের অন্নাবস্ত, চল নগরবাসী।
চল সকলে রাজমহলে যতেক রূপসী।
রাখবেন রাজরাণী পুত্রের নাম রাম রঘুমণি,
করিয়ে শ্রবণ জুড়াইল কান, নামে করে সুধা বরিয়ণ।
দিব শুভদিনে অন্ন, তোরা করবি এই আশীর্বাদ,
যেন রামের সকল বিপদ দূর করে, বিপদভঞ্জন।
মোদের পথ পানে চেয়ে, বসে আছে রাজ-মহিষী,
কেন বিলম্ব দেখতে রামের অন্নাবস্ত চল নগরবাসী।।

(ঝুমুইর)

অতি যতন ক'রে শ্রীরামের সাজাইগে সকলে।
চল সবে ত্বরা করে শুভদিন তো যায় গো চলে, চল সকলে।
অতি যতন ক'রে শ্রীরামেরে সাজাইগে সকলে।
সুবর্ণবলয় করে, বাজু দিলে বাহু পরে—কি শোভা করে।
কি বাহার হবে গজমতি হার গলে দিলে গো!
অতি যতন করে, শ্রীরামেরে সাজাইগে সকলে।।

শ্রীকৃষ্ণলীলা (ননীচুরি) কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গোপের ঘরে শ্যাম ননী খেল মনের সুখে।
যত গোপীচয়, ধেয়ে যায় নন্দালয়, ক্রোধে কয় রাণীর সম্মুখে।।
দেখ এসে নন্দরাণী, তোর নীলমণি ক্ষীরননী খেল সমুদয়।
এত আত্মদ ভাল নয়, পরের প্রাণে বল কতই শয়?
সাবধানে রেখ ছেলে, আবার ননী খেতে গেলে,
মানব না রাজপুত্র বলে, তোমাকে বলিলাম নিশ্চয়।।
ক্রোধে রাণী কৃষ্ণের করে করিলেন বন্ধন।
নিদারুণ বন্ধনের জ্বালায় কেঁদে বলে কেলোসোনা,
যশোদে গো মা!

সহে না প্রাণে সহে না বন্ধন যন্ত্রণা, তোর কি দয়া নাই মা?
আর আমাকে বাঁধিস নে মা কই শপথ করি।
মা তোর চরণে ধরি, আর নবনী করিব না চুরি,
ননী খেয়ে হলেম দোষী, আমা হ'তে ননী বেশী,
বেচে আভরণ মোহনবাঁশী, দিব সব ননীর কড়ি।।
মা হ'য়ে বিমাতার মত দেখি আচরণ,
ছেড়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন, আর তোকে মা বলিব না।
যশোদে গো মা, সহে না প্রাণে সহে না বন্ধন যন্ত্রণা।।
প্রতিবেশীর ননীর তরে, উদ্বলবে বাঁধিলি মোরে
ভাবিলি না মনে।

যদি আমার জীবন যায় গো এখন দারুণ বন্ধনে,
ধূলায় লুটে, মাথা কুটে কেঁদে আমায় পাবি না,
যশোদে গো মা!

দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোদে জানিলেম আচরণে।
কে কোথায় এমন বন্ধন করে আপন সন্তানে।

সন্তানের মুখ দেখলে পরে আর কি তখন সইতে পারে?
ব্যথা পায় প্রাণে।

আমাকে পরের নদীর তরে বাঁধিলি কোন্ প্রাণে (গো)
দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোদে জানিলেম আচরণে।।
পুত্রের প্রতি তোর নাই মমতা নন্দরাণী,
মা বলিয়ে ছেলে কাঁদিলে, মায়ের কোলে নিয়ে,
খেতে দেয় ক্ষীর নবনী।

কত বিনয় ক'রে কাতরে তোর চরণ ধ'রে করিলাম ক্রন্দন।
ছেড়ে দে করের বন্ধন, শুনলি না মা তুই বা কেমন?
মুনিগণের মুখে শুনি 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'
সে বাক্য হয়ে জননী কি জন্য করিলি লঙ্ঘন?
মা হ'য়ে পুত্র ব'লে নাই গো তোর ব্যথা।
বুঝলি না মা তুই সে মমতা, আর তোকে মা বলিব না।
(যশোদে গো মা) আর তোকে মা বলিব না।

যজ্ঞদ্বারে নন্দ-যশোদার কাতরোক্তি কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ করে, মাধুর নারদ সে ব্রজপুরে
দিলেন নিমন্ত্রণ।

ও যজ্ঞের পত্র পেয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে
উপনীত যজ্ঞের ধারে যত গোপ গোপিগণ।
তখন শ্রীনন্দ আর যশোদাকে, দ্বারিগণ সব দ্বারে দেখে
ক্রোধাধ্বিত হল; করতে বেত্রাঘাত দ্বারী দাঁড়াইল।
ও নন্দ কাঁদে বসে বসে, পুত্রনিধি দেখবার আশে,
শেষ দশায় বিদেশে এসে, দ্বারীর হাতে বুঝি প্রাণ হারাই।
তখন শ্রীনন্দেন ঘরণী যশোমতি রাণী, ধরে দ্বারীর কর,
কেঁদে বলে বিনয় বাক্যে (মরি) মনের খেদে।।

(ঘোষা) দ্বারী দ্বার ছেড়ে দে দ্বারে রেখ না আমারে।

কৃষ্ণ শোকের শেল বিঁধেছে রে বক্ষে;
আমি হর পূজিয়ে পুত্র পেলাম,
আদর করে নাম রাখিলাম কানাই আর বলাই।
তারা দুটি ভাই রূপের তুল্য নাই।

যজ্ঞে আসতে কমল-আঁখি, কাল ব'লে দিয়েছে ফাঁকি;
সে কালের আর কদিন বাকী? আমি মৃত্যুসময় দেখে যাই।।

(ঝুমইর) দ্বার ছাড় বাছা দ্বারীরে, আমি একবার তারে দেখে যাই।

পুত্রশোকানল হয়েছে প্রবল
আমি অনেক দিন হয় তারে দেখি নাই।

ছিল ভাগ্যেতে এসে যজ্ঞেতে দ্বারীর হাতে বুঝি প্রাণ হারাই।।
পুত্রশোকানল যেন তুহানল অতি দুঃখে কাল কাটাই।
দ্বার ছাড় দ্বারীরে আমি একবার তারে দেখে যাই।।

গোষ্ঠ অম্বিকা সরকার (ফরিদপুর)

চিত্তান — গোকুল পরিহারি, নন্দের দুলাল হরি, যাবেন মথুরাতে।

- পাড়ন — পিতামাতার কাছে বিদায় হয়ে শ্যাম দয়াময়, শেষে যায় রাধার কুঞ্জেতে ॥
- ফুকার — কৃষ্ণ ধরে রাধার কোমল করে, কেঁদে বলে ধীরে ধীরে, যাব কংসের যজ্ঞেতে,
খুড়া অজুর আমায় এসেছে নিতেঃ হায় হায় রে—
আছে শ্রীদামের শাপ গোলোকধামে, থাকতে নারি আমি কোনক্রমে,
মজে আমার কৃষ্ণপ্রেমে, প্রিয়ে সুখ হল না তোমার ভাগ্যেতে ॥
- মিল — লীলা সঙ্গ হল, মধুর প্রেম ভাঙ্গিল,—
বদন তোল রাই,—কথা বল মধুর স্বরে।
- মুখ — প্রিয়ে বিদায় দেও, বিদায় হতে এসেছি সেই মধুপুরে ॥
- ডাইনা — তুমি শোন গো শ্রীরাধিকা, এই হল জন্মের দেখা, ফিরে হয় কি না হয়,
আমার শ্রীকৃষ্ণ নাম লিখে গেলাম, তোমার ঐ রাজ্য পায়ঃ
রৈয়াছি খতের দেনা, এ জন্মে তা শোধ হল না,
তুমি তাই বলে পায় ঠেল না, এ দাসেরে।
- খাদ — তোমার খতের দেনা শোধ করব রাই জন্ম পুরে ॥
- ফুকার — তোমার খতের দেনা শোধ করিতে, যাব আমি নদীয়াতে,
হব গৌর অবতারঃ তখন তুমি আমার কইরো উপকারঃ
আমার দাদা বলাই নিতাই হবে, তুমি মধুর প্রেম বিলাবে,
হরিনাম প্রেমের প্রভাবে, যেন কলির জীব সব হয় উদ্ধার ॥
- মিল — হব দন্ডধারী, গৌর মূর্তি ধরি, হব ভিখারী, ভিক্ষা করব ঘরে ঘরে ॥
- অন্তরা — এই ভিক্ষা চাই, প্রেমময়ী রাই, মুক্তি যেন পাই, প্রেমদেনা হতে।
আমি চাঁচর কেশ মুড়াব, বেহাল বেশ ধরিব,
সদা কাঙালের মতো কাঁদব, পথে পথে ॥
রা রা শব্দ কেবল বলব রসনায়, ধা বলতে পারব না পড়িব ধূলায়,
আমায় দয়া করে তুমি সে সময়, দিও পদাশ্রয় নিও কোলেতে ॥
বাঁশী ত্যজে করে নিব করঙ্গ, মেতে করব প্রেমতরঙ্গ,
থাকি যেন সদা সাধু সঙ্গেতে ॥
- পরচিতান — তুমি দীক্ষাগুরু, তুমি শিক্ষাগুরু, তুমি প্রেম মহাজন।
- পাড়ন — আমার প্রতি রাই অনিবার, যে দয়া হয় তোমার,
ভুলতে আর পারব না কখন ॥
- ফুকার — প্রিয়ে আমি যাব মথুরাতে, আমার মাকে মা বলিতে
ব্রজেতে আর লক্ষ্য নাইঃ আগে তোমার কাছে বলে রাখি রাইঃ
আমার মা যখনে গোপাল বলে, কাঁদবে ননী করে তুলে,
তখন আমার মায়ের কোলে, তুমি মা বোল বলে গিয়ে বইস রাই ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ সজ্জা **হরিচরণ সরকার (বরিশাল)**

- চিতান — শুক্ল অষ্টমীতে প্রথম ফাগুনেতে, কৃষ্ণের গোসোহন।
- পাড়ন — সেদিন নিশির শেষ প্রভাতকালে গোপাল বলে,
আজ কইরব গোষ্ঠেতে গমন ॥
- ফুকার — শুনে নন্দরানী এ বাণী, বলেরে নীলমণি, অঞ্চলের ধন,
ওরে প্রাণ গোপাল নন্দলাল, তোর কি সাজে গোচারণঃ
অমনি গোপাল বলে মা যশোদে, কাড়রে তোর ধরি পদে,
ধেনু বৎস সাজায়ে সে, ডেকে সে সব রাখালগণ ॥

- মিল — ডেকে এনে সব রাখালগণে রানী স্বসাক্ষাতে,
কৃষ্ণে সঁপিয়ে বলহীর হাতে কান্দিতে লাগিল।
- মুখ — গোপাল যাবে গোষ্ঠে, কি জানি আছে অদৃষ্টে, হায়রে একি দায় ঘটিল।।
- ডাইনা — অমনি ত্রিভঙ্গের অঙ্গে পরায় পীতধড়াঃ স্মরণ কইরে দেবতা যত,
করিয়ে মস্তপুত, বাঞ্ছে মাথায় চূড়া : দক্ষিণ করে পাচনী,
বাম করে ক্ষীর নবনী, গজমোতি নীলকান্তমণি, নীলমণিকে দিল।
- খাদ — নন্দের আঙ্গিনাতে কালো রূপে করে আলো।।
- ফুকার — দিল নয়নে কজ্জল রেখা, চূড়াতে ময়ূর পাখা, কপালে তিলক,
দেখে কৃষ্ণরূপ অপরূপ, নাচিছে ব্রজবালক :
সাজায় বাৎসাল্য প্রেমের সোহাগে, কিবা শোভা হল অঙ্গরাগে,
যেন নব কালো মেঘে, দামিনী দিচ্ছে ঝলক।।
- মিল — দিল কর্ণেতে কর্ণকুণ্ডল মুক্তার দানা,
কালোসোনার সঙ্গেতে সোনা যেন মিশে গেল।।
- অন্তরা — আজি মরি কি আনন্দ নন্দ আঙ্গিনায়।
দিল মরি কি সুন্দর মুনিমনোহর, সোনারনূপুর রাস্তা পায়।।
দিল কটিতে কিঙ্কিনী, বাজে কিনি কিনি, মধুর ধ্বনি শুনা যায়।
সাজে গোষ্ঠসাজে কানু, করে দিল বেণু, ধেনু চরাইতে যায়।।
হইয়ে বাৎসল্য ভাবেতে, বন্ধ গোকুলেতে, মায়ের পায়ের ধূলা দিল মাথায়।।
- পরচিতান — অমনি রাখাল সবে, চলে হৈ হৈ রবে, সাজায় গোধন।
- পাড়ন — চলে রাম-কানাই গোচারণে শুভক্ষণে বন্দিয়ে যত গুরুজন।।
- ফুকার — রানী কেন্দে বলে বলরাম, তোর করে সঁইপে দিলাম, যতনে রাখিস,
বনে বনচর ভয়ঙ্কর, সঙ্গেতে সদায় থাকিসঃ বাপরে, হেঁটে যেতে পথশ্রমে,
দুধের গোপাল যদি কোনক্রমে, ডানুতাপে তনু ঘামে, ধড়র অঞ্চলে মুছায়ে দিস।।

নন্দরানীর স্বপ্ন গোষ্ঠ হরিচরণ সরকার

- চিতান — দেখে স্বপনে গোপালেরে নন্দরানী।
- পাড়ন — অমনি জেগে নিশি ভোরে, ধরে নন্দের করে, বলে কাতর বাণী।।
- ফুকার — আমার প্রাণগোপাল এসেছিল, মা বোল বলে ডাকিল,
কাছে বসিল, ক্ষীর সর চাইল : হায় হায় হায়—
যার দুঃখেতে চক্ষে ধারা, ধরতে গেলে না দেয় ধরা,
অমনি দেখতে দেখতে মাখনচোরা, আমার কোথায় লুকাল।।
- মিল — আমার কোন পাপে এত কষ্ট প্রাণকান্ত,
শ্রান্ত প্রাণ ত মানে না শান্ত, প্রাণের গোপাল বিনে।
- মুখ — বল হে নন্দ মহারাজ, সেই রাখালরাজ, আসবে কি আর বৃন্দাবনে।
- ডাইনা — আমার যে হাতে ছেড়ে গেছে বংশীধারী : হায় হায় বৃন্দাবন শান্তির ধাম,
বিনে সে কৃষ্ণ রাম, সকল শূন্য হেরিঃ বিনে মোর কেলেসোনা,
কে থাকে মাখন ছানা, দারুণ পুত্রশোকের যাতনা, আর ত সয় না প্রাণে।
- খাদ — আর কি গো প্রাণ পাবো, প্রাণ জুড়াব কত দিনে।।
- ফুকার — আমার বিনে ব্রজে রাম কানাই, বন্ধ জুড়াই লক্ষ্য নাই, বাঁচি কেমনে :
সহে না প্রাণে : হায় হায় হায়—কান্না করি অহরহ, মা বলে শুধায় না কেহ,
হায় হায় মা বিনে আর পুত্রস্নেহ, ভবে অন্যে কি জানে।।

- মিল — যখন গোপালে মনে পড়ে জ্বলে মর্ম,
আমার কিসের বা গৃহকর্ম, ধারা বয় নয়নে ॥
- অন্তরা — আর কি হবে সে আনন্দ শ্রীনন্দ ভবন।
হায়, শ্রীদাম সুদাম সুবল বসুদাম, সবার নিরানন্দ মন ॥
আর কি বেণুর নিনাদে, মনের আত্মদে খেনু করে বিচরণ।
আমার বিনে প্রাণগোপাল, নিয়ে সব গো পাল, কে করিবে গোচারণ।
আর ত তাঁথে তাঁথে রবে, রাখালবন্দ সবে, করে না নর্তন কীর্তন ॥
- পরচিতান — আমি পেয়ে ধন হারাইলেম কর্মদোষে।
- পাড়ন — আমার মিছার এ ছার জীবন, বিনে সে জীবনধন, জীবন বাঁচে কিসে ॥
- ফুকার — যখন চহিত গোপাল সে মা সর, বলতেম বাছা সর সর সর,
নাই রে সর : বন্ধে দুঃখের শরঃ হায় হায় হায়—
এক কড়ার নবনীত তরে, বেঁধেছিলেম বাছার করে করে,
আমার সে সব কথা মনে পড়ে, হায় হায় যেন মৃত্যুর শর ॥

কৃষ্ণের গোষ্ঠখেলা (যশোদার উদ্বেগ)

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — গোপাল বলে সব রাখালে নিশি ভোরে করে গাছত্রাখান।
- পাড়ন — শীঘ্র সেবা করে বাল্যভোগ, করবে বলে শুভযোগ, নন্দালায়ে আনন্দে আওয়ান ॥
- ফুকার — সবার করেছে পাচনী নড়ী, খুলে বৃষ গাভীর দড়ি,
ত্বরিতে গো-পাল তাড়ায়, গো-পাল গোপাল না দেখে দাঁড়ায়ঃ
যশোমতী ব্যস্ত হয়ে, ধড়া চূড়া মোহনবাঁশী দিয়ে,
মোহনসাজে সাজাইয়ে, গোলোকনাথেরে গোষ্ঠে পাঠায় ॥
- মিল — যাত্রাকালে বাজিল গোপালের মোহনবাঁশরী,
শুনে যশোদার চক্ষে বারি, বলে সকাতরে।
- মুখ — বলাই বলি রে শোন, নিয়ে গোপাল আদরের ধন, যাস্নে গহনে বনান্তরে ॥
- ডাইনা — আমার একমাত্র গোপাল, তাতে আরো দুধের ছেলে,
ক্ষীর সর নবনী মুখে দিবি, বাছার ক্ষুধা হলে,
আর যেন গোপাল মোটে উচ্চবৃক্ষে না উঠে,
যেতে দিস্না যমুনার তটে, আমার মাথার কিরে।
- খাদ — তোরা কেউ বুঝিসনে, মায়ে প্রাণ যে কেমন করে ॥
- ফুকার — আমি গোপালে দিয়ে বনে, শূন্য গৃহে ক্ষুধ মনে,
ভাবি যে কি কত ছাই, পাগলিনীর মত পথে চাইঃ
গোপাল হলে চক্ষের অন্তর, দণ্ডে জ্ঞান হয় যেন যুগযুগান্তর,
কত মায়ায় মায়ের অন্তর, বিধি গড়েছিল ভাবি তাই ॥
- মিল — আমার গোপাল করিলে বনে মোহনবাঁশী ধনি,—
আমি তাই যেন কানে শুনি, একা থেকে ঘরে ॥
- অন্তরা — তোরা বনফুলের মালা গাঁথে দিস গোপালের গলে।
ওকে খেলায়ে ভুলায়ে রাখিস, যায় না যেন জলে ॥
বনে স্থলপদ্ম আর রাধাপদ্ম ফুটেছে কত স্থলে।
ওকে তুলে তুলে দিস সকলে, যখনে যা বলে ॥
গোপাল ফুল যে বড় ভালবাসে, ফুল দিলে তুলে।
উহার অদম্য উৎসাহ বাড়ে, কদম্ব হেরিলে ॥

- পরচিতান— গোপালেরে সঙ্গে করে, বনান্তরে যাসনে বহু দূর।
 পাড়ন — যদি হাঁটিতে পথে কান্দে, রাখিস্কে কাঙ্কে কাঙ্কে,
 পায় যেন ফুটে না কুশাকুর।।
 ফুকার — যদি গোপালেরে করি বারণ, কেন রে করবি গোচারণ,
 মুখ খালি মলিন দেখি, আমার সাধ্য কি ঘরে রাখিঃ
 ভুলে তোদের সখ্য রসে, গোষ্ঠের খেলা বড় ভালবাসে,
 তাইতে পাঠাই বনবাসে, নইলে ঘরে আমার অভাব কি।।
 মিল — তানুর তাপেতে তাপিত হলে বাছার কোমল গাত্র,—
 ধরিস শিরেতে পত্রের ছত্র, অতি সমাদরে।। (১৩৪১সাল)

রাখাল গোষ্ঠ

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — মধুর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা মধুর বৃন্দাবনে।
 পাড়ন — ধেনু বৎস সঙ্গে, সব রাখালে মনোরঙ্গে, যায় চম্পকের বনে।।
 ফুকার — তখন চম্পকের ফুল দৃষ্টিমাত্র, গোকুলশশীর আকুল চিত্ত,
 হল অকস্মাৎ : কোমল চক্ষেতে হয় অশ্রুপাতঃ হয় রে—
 ঢলে প'ল ধরাতলে, সে ভাব দেখে দুঃখে সব রাখালে,
 প্রাণের গোপাল গোপাল বলে, শিরে করে করাঘাত।।
 মিল — মনের দুঃখেতে কাছে গিয়ে কৃষ্ণের করে ধরে, বলে কতরে হলধরে ভেসে চক্ষের জলে।
 মুখ — কানাই আয়রে কোলে, চাঁদবদনে দাদা বলে, নিয়ে যাই গোকুলে।।
 ভাইনা — যেন জিনি নীলোৎপল, শ্রীমুখমন্ডল মলিন হয়ে গেছে :
 তোমা বিহনে এ জীবনে, বল ফল কি আছে :
 ভাই ফেলে ভাই মরিলে, আমরা সব রাখাল মিলে,
 গিয়ে ঝাঁপ দিব যমুনা জলে, গোপাল গোপাল বলে।
 খাদ — আগে কে জানে ভাই এই ছিল কপালে।।
 ফুকার — কানাই, তোরে ফেলে গোষ্ঠে গেলে, উজ্জিষ্ট ফল মিষ্ট পেলে,
 আমরা করে খাওয়াব : এমন সখ্য প্রেম কোথায় পাব : হয় রে—
 বসায় কদম্বতলে, বনফুলের মালা দিয়ে গলে,
 ফুলের ছত্র শিরে তুলে, রাখালরাজা করে সাজাব।।
 মিল — কানাই তোর মরণ শুনে কানে, তোর সে পিতামাতা,—
 দারুণ পাষণে ভাঙবে মাথা, শোকানলে জ্বলে।।
 অন্তরা — একবার ওঠ রে ভাই বনমালীয়ে, একবার ওঠ রে ভাই বনমালী।
 সেজে আয়রে গোষ্ঠের ভাবে, নাচি আগের ভাবে,
 কি ভেবে এভাবে নীরবেতে রইলি।।
 হারা হয়ে তোরে ওরে প্রাণ কেশবে, ভাই শোকের অসহ্য যাতনা কে সবেঃ
 রাখালবৃন্দ সবে, কেহ নাই উৎসবে, হের নিরুৎসবে, রয়েছে সকলি।।
 ধবলী কবলী শেওলী শ্যামলী, হান্না রবে কাঁদে সুরভী সকলিঃ
 হয়ে শোকাকুলি, আকুলি ব্যাকুলি—
 (সবে ঢলে পড়েছে) কানাই তোর বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গের বিষে)
 ওঠো ওঠো ওরে কানু, মেল দু'নয়ন রে,—
 কি দুখে আঁখির জলে ডাসিছে বয়ান রে,
 (দেখা যায় কিরে ভাই) ও তোর কোমল অঙ্গ মূলিমাখা)

আগে যদি জানতেম কানু যাবি রে ছাড়িয়া,—

হৃদয়-পিঞ্জরে তোরে রাখিতেম ভরিয়া,

(বুঝি সাঙ্গ হল) মধুর ব্রজলীলা সাঙ্গ হল, তুই বিনে ভাই শ্যাম ত্রিভঙ্গ)

আজি কি কুক্ষণে, এসে গোচারণে, কাচের আকিঞ্চনে, কাঞ্চন দিলেম ডালি।।

পরচিতান— আমরা ভাই বিনে ভাইয়ের দুঃখ, আর কারে জানাব।

পাড়ন — তোরে হারা হয়ে, কোন পরাণে কি ধন নিয়ে, ফিরে ঘরে যাব।।

ফুকার — মোদের এত সাধের বৃন্দারণ্য, তুই বিনে হল অরণ্য,
বিপন্ন রাখাল সবাই : এখন কারে নিয়ে ঘরে যাইঃ হয় রে—
যখন বলবে নন্দরানী, কোথায় আমার প্রাণের রতনমণি,
কোন প্রাণে বলব জননী, তোমার প্রাণের গোপাল বেঁচে নাই।।

নন্দরানীর বিলাপ

নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — গোকুল অঙ্ককার করে গোপাল গেল মধুপুরে।

পাড়ন — রানী যশোদার যত দুখ, বিনে সহস্রমুখ, কে বর্ণিতে পারে।।

ফুকার — রানী ব্রজের বালক যারে দেখে, বদন পানে চেয়ে থাকে,
দুঃখে ফাটে বুক : বিনে প্রাণগোপালের সে চাঁদমুখ :
হায় রে, মধুরার পথ দৃষ্টি করে, গোপাল বলে কঁাদে উঠেঃ স্বরে,
একবার এসে দেখে যারে, ও তোর মা দুখিনীর কত দুখ।।

মিল — বাছা আর আমি সইতে নারি পুত্র শোকের ব্যথা,
থেকে থেকে তোর গুণের কথা, আমার পড়ে মনে।

মুখ — সোনার যাদুমণি, যতনের ধন রতনমণি,
নীলমনি তুই কোথায় রইলি অদর্শনে।।

ডাইনা — গোপাল তুই আমার দুখপাসরা, দুটি নয়নতারা,
তোরে হারায়ে হয়ে আছিঃ জীয়াস্তে মরা :
আর কি ধন তোরে পাব, কোলের ধন কোলে নিব,
ক্ষীর সর মাখন দিব, তোর এই চাঁদবদনে।

খাদ — দুঃখ কারে কব, আমি কোথায় যাব, ও তোর অশেষণে।।

ফুকার — গোষ্ঠে যাবার কালে আসবার কালে, কি উৎসবে সব রাখালে,
এসে মমালয় : বলতো জয় জয় রাখালরাজার জয় :
হায়রে, রাখালরাজা তুই গেলি ছেড়ে, কোন রাখাল এসে আর আমারে,
মা বলিয়ে ডাকে নারে, হল এক বিনে সব শূন্যময়।।

মিল — একবার দেখে যা মায়ের দশা এজনমের মত,
জুলে পুড়ে আর মরব কত, পুত্র শোকাগুনে।।

অস্তুরা — গোকুল অঙ্ককার করিয়ে এবার, প্রাণের গোপাল আমার, কোথায় বা লুকালো।
কুর হয়ে অকুর এসেছিল, আমার প্রাণগোপালে চুরি করে নিল।।
সন্ন্যাসীর বেশে এসে মম কাছে, ধনুর্ঘজে নিতে রাম-কক্ষে যাচে,
কে জানে তার মনে কপটতা আছে, মিছে বলে আমার বুকে ছুরি দিল।।
অকুরের কুরতা এতো পারি নাই বুঝিতে,
আমি জানলে কি আর দিতেম যেতে, (পারি নাই বুঝিতে)
যখন অকুরে রখে, গেলি মধুরাতে, আমি সাজাইলেম নিজের হাতে,
(ধড়া চূড়া দিয়ে) অকুরের কুরতা এতো পারি নাই বুঝিতে :

আজ যাবে কাইল আসবে বলে গিয়েছে বলিয়ে,
কতকাল হয়েছে গত, পথপানে চেয়ে (ফিরে এলি নারে) (আর তো ফিরে)
ও তুই মা বলে আর ডাকলি নারে (আরতো)
পেয়ে পরের ছেলে, ছেলের মা সাজিলে, দেবকিনীর বুঝি দৈবী কপাল ছিল।।

- পরচিতান— আমায় মা শব্দ মধুমাখা যাদু কে শুনাবে।
পাড়ন — যেমন শিকলকাটা পাখী, তোর দশাও তাই দেখি, বলে আর কি হবে।।
ফুকার — আমি এঘর হতে ওঘর যেতে, অঞ্চল ধরে সাথে সাথে,
চঞ্চল চাঁদ আমার : ডাকতি দণ্ডে মা মা শতবারঃ হয় রে—
কাইল বলে মধুরায় গেলি, কেমন করে এমন পাষণ হলি
মা বলে কার কোলে রইলি, ও তুই কার সোনার চাঁদ হলি কার।।

স্বপ্ন গোষ্ঠ (নন্দরাজার আর্তি) নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — কৃষ্ণ নন্দের আলয়, করে অঙ্ককারময়, আছে মধুপুরে।
পাড়ন — দিবানিশি নিরানন্দে, ব্রজবাসী কান্দে, বিনে কালাচান্দে
কপালে করাঘাত কইরে।।
ফুকার — পুত্র শোকাতুরা যশোমতী সদা কেন্দ্রে কাল কাটায়,
একদিন নিম্নাদেবীর দয়া পেয়ে শুইয়ে নিম্না যায়ঃ
অমনি স্বপ্নদেবী দয়া ক'রে, স্বপ্নে দেখায় গোপালে,রে,
অঞ্চল ধরে কাতর করে, যেন ননী মাখন খেতে চায়।।
মিল — রানী জাগিয়ে স্বপ্নতত্ত্ব কয় নন্দকে, নন্দ কেন্দ্রে কয় মনের দুখে,
প্রাণ ত গেল গেল।
মুখ — শোন শোন রানী, আমার রতনমণি, তোমায় বেশী বাসে ভাল।।
ডাইনা — নইলে তোমায় কেন দেখা দিল প্রাণ গোপালেঃ
ও তার দেখা পাওয়া ছিল না আমার কপালেঃ গোপাল ছিল যখনে,
পাঠাইতেম গোচারণে, বুঝি সেই দুঃখ ভেবে মনে, আমায় নিদয় হল।
খান — গোপাল দেখা দিয়ে বল গো বল, কোন পথে গেল।।
ফুকার — আমার প্রাণগোপাল যে পথে গেল, আমি সেই পথে যাব,
কিছু ননী মাখন দেওগো আমায়, আমার সঙ্গেতে নিবঃ
আমার হারাধনকে পেলে পরে, ননী দিব ও তার চন্দ্রাধরে,
না পেলে প্রাণগোপালে,রে, বিষজলে প্রাণ বিসর্জিব।।
অন্তরা — আমার বন্ধের নিধি নিয়েছে বিধি, দুঃখে দুঃখে জনম গেল।
দারুণ পুত্রশোকানল হইয়াছে প্রবল যাবার সময় হইল।।
শিকলী কাটা পাখির প্রায়, গিয়েছে মধুরায়, প্রাণের গোপাল পাষণ হইল।
একবার দিয়ে ধড়াচুড়া, আমার মাখনচোরা, আমায় বিদায় দিয়েছিল।।
আবার যেতে হইল, আমার প্রাণগোপালের উদ্দেশ্যেতে, আবার যেতে হইল।
তুমি যাবে যদি আমার সঙ্গে চল, আবার—, আমার
শুভযাত্রার কালে, দুটি বাব ভুলে, হরে কৃষ্ণ হরিবল।।
পরচিতান— পুত্রশোকানলে জুইলে প্রাণ চইলে যায়, সেই দশরথ রাজার।
পাড়ন — কত দুঃখ এই কপালে, তেমনি শোকানলে সদা জুইলে,
পোড়া প্রাণ গেল না আমার।।
ফুকার — আমার পোড়া কপাল, প্রাণের গোপাল আর ত ফিরে এল না,

হায় হায়, আমার প্রতি বিধি বাদী, আর ত সুদিন হল নাঃ
আমার প্রাণের প্রাণগোপাল বিয়োগে, এত দুখে আমার বক্ষে জাগে,
প্রাণের গোপাল যাওয়ার আগে, আমার এপ্রাণ কেন গেল না।।

নিমাই সম্যাস (শচীমা'র জন্মন)

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — সোনার নবদ্বীপ পরিহরি গউর হরি।
- পাড়ন — করতে জীবের উদ্ধার, বাসনা ক'রে সারোদ্ধার, হব আমি দীনভিখারী।।
- ফুকার — অমনি শচী মায়ের অঞ্চলের ধন, বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়ার রতন,
সে গউর শশী : হয়ে সংসার বিদ্যেয়ী :
হায়, তাজে নারী বিষ্ণুপ্রিয়া, মায়ের বুকে ছুরি দিয়া,
কাটোয়া নগরে গিয়া, নিমাই হলেন সম্যাসী।।
- মিল — তখন লোকমুখে শুনে নিমাইর সে সম্যাসের কথা,
অমনি কেঁসে কয় শচী মাতা, ভেসে চক্ষের জলে।
- মুখ — দুখিনীর ধন দুখপাসরা, নিমাই তুই আমার নয়নতারা,
একবার আয়রে কোলে।
- ডাইনা — ক'রে নদীয়া অন্ধকার, নদীয়ার চাঁদ আমার, কোথায় ছেড়ে গেলি :
তোর মা দুখিনীরে দুঃখিনীরে ভাসাইলি:
মা বলে কে ডাকিবে, এ আগুন কে নিভাবে,
এখন কীভাবে কে নাচিবে, হরি হরি বলে।
- খাদ — নৈদেবাসী সবে, ভাসে শোকাকূলে।।
- ফুকার — নিমাই তুই বিনে নদীয়ার লোকে, দিবানিশি মনের দুখে,
করতেছে রোদনঃ একবার দেরে দরশনঃ
হায়, তুই বিনে বাপ আর আমাকে, মা বলতে কেউ নাই ত্রিলোকে,
কেন ছেলে দিলি মায়ের বুকে, পুত্র শোকের হতাশন।।
- মিল — নিমাই তুই বিনে ত্রিভুবনে আমার আর কে আছে,
আমি কেমনে থাকব বেঁচে, তোরে হারা হলে।।
- অন্তরা — মা মা বলে আয়রে কোলে অঞ্চলের নিধি।
তোরে বক্ষে নিয়ে জুড়াই হৃদি।। (অঞ্চলের নিধি)
জননী আর জন্মভূমি, কি দোবে তাজিলি,
কি অভাবে বলরে নিমাই সম্যাসী সাজিলি, (তোরে কে সাজাল)
এমন দীনহীন কাঙ্গালের বেশে (তোরে কে সাজাল)
এমন অন্ধকালে নিমাই তোরে কে দিল সম্যাসের বিধি।।
বিশ্বরূপ সম্যাসে গেল তাজিয়ে আমাকে—
সে জ্বালা জুড়ায়ে ছিলেম তোরা চাঁদবদন দেখে,
(আমার আর কেহ নাই) মা ডাকিতে এজগতে আমার—
বখিয়া নদীয়াবাসী যুবকযুবতী, কোন পরাণে করলি
নিমাই দিবসে ডাকাতি (হায় হায় আঁধার হল)
আমার চাঁদের বাজার আঁধার হল, (নদীয়ার চাঁদ বিনে)
বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্রবধু রৈল একাকিনী, বারি বিনে জীবনে কি
বাঁচে চাতকিনী, (রবে না রবে না) পতিবিনে যুবতীর প্রাণ—
কি ফল বিফল আমার এছার জীবনে, জীবন তাজিব গিয়ে

জাহ্নবী জীবনে (আমি জুড়াইব) তাপিত হিয়ে জুড়াইব)
জীবনে জীবন দিয়ে, তাপিত হিয়ে জুড়াইব।
আমি পাষাণে ভাসিব মাথা, তুই হবিরে মাতৃবধী।।

- পরচিতান— নিমাই তুই বিনে চাঁদের বাজার অঁধার হল।
পাড়ন — ও কার কঠিন হিয়ে, নিমাই তোরে যুক্তি দিয়ে, ফরের বাহির করে নিল।
ফুকার — আমি কত জন্মের কৰ্ম ফলে, নিমাই তোরে পেয়ে কোলে
জীবন জুড়ালাম : এখন তুই হলিরে বাম :
হায়—তোর জননীর অন্তকালে, কে নিবে জাহ্নবীর কুলে,
কে শুনাবে কৰ্ণমূলে, মধুর তারকব্রহ্ম নাম।।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ (যশোদার আর্তি)

অজ্ঞাত

- চিতান — গোষ্ঠের সজ্জা করে যত রাখালগণ।
পাড়ন — করে হারে রে রে, গিয়ে নন্দের দ্বারে,
বলাই বলে ভাই আয়রে নীলরতন।।
ফুকার — শুনে যশোদে কয় দিবনা, আমার গোপাল গোষ্ঠে যাবেনা,
বলাই তুমি ডেকনা : বাপরে, বনে কত ডয় আছেরে, দুরন্ত কংসেরি চরে,
কখন গোপাল নিবে ধরে, আমার ধৈর্য্য ওরে মানেনা।।
মিল — শুনে বলাই বলে, মা কি জ্ঞাত হলে ২, গোপালের বিপদ নাই এই ত্রিভুবনে।
মুখ — ওমা যশোদে গো, ত্বরায় সাজিয়ে দে, গোষ্ঠেতে যাই রাখালগণে।।
ডাইনা — মা তোর গোপালের নাই বিপদ, তৃণাবর্ত করেছে বধ,
এই লীলাচ্ছলে: তোমায় ডাকে মা বোল বলে :
মা তুই ব্রহ্মাণ্ড দেখেছিস্ যার চাঁদবদনে।।
খাদ — কে করবে বিপদ উদ্ধার মা তোর গোপাল বিনে।।
ফুকার — যত ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তারা ধ্যান করে ঐ শ্রীচরণ,
জানি আমরা রাখালগণ : একদিন ইন্দ্র এলো শত্রু হয়ে,
দমন করলে ভাই কালিয়ে, বাম করেছে ধল্যে গিয়ে,
সেই যে অচল গিরিগোবর্ধন।।
মিল — মা তোর নীলমণি, মণির শিরোমণি, মুনি ব্রহ্মাদেব সাধন করে যে চরণে।।
অন্তরা — ত্বরায় সাজিয়ে দে মা নন্দরানী গোপাল লয়ে গোষ্ঠে যাই।
কক্ষে করে নিয়ে যাব, রাখালরাজা সাজাইব, খেণু চরাব:
করতে বিপদভঞ্জন মধুসূদন, এমন আর কেহ নাই।।
পরচিতান— মা তোর গোপাল যে দেবের ধ্যায় হয়েছে।
পাড়ন — ওমা যশোদে, তোমায় বলব কিগো, তোর ছেলের আরেক মা আছে।।
ফুকার — একটি দশভূজা রাজকন্যে, তিনি এসে সিংহবাহনে,
গোপালের অম্বেষণে : তারে গোপাল ডাকে মা বোল বলে,
ত্রিনয়নী নিয়ে কোলে, দশহস্তে লবনী তুলে, দেয় তোর গোপালের চাঁদবদনে।।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ (রাখালদের আকুলি)

অজ্ঞাত

- চিতান — গিয়ে নন্দালয় প্রভাতকালে সব রাখালগণ।
পাড়ন — ডাকে শ্রীদাম সুদাম, মধুমঙ্গল দাম বসুদাম, ডাকে বলরাম, আয়রে নীলরতন।
ফুকার — বইসে আঙ্গিনায় শুনিয়ে রাখালের বাণী, চঞ্চলচিত্তে নন্দরাণী বহিঁদ্বারে যায়:

- বলে শ্রীদামরে বাপরে, এই ভিক্ষা আজ সে আমায় :
 স্বপ্ন দেখলেম নিশিকালে, রেখে যা মোর প্রাণগোপালে,
 গোপাল নিয়ে সব গোপালে, তোরা গোষ্ঠ কইরে ঘরে আয় ।।
- মিল — শ্রীদাম বলে মা যশোদে, গোপালকে বিদায় দে,
 প'লে বিপদে সম্পদ মোদের প্রাণের কানাই।
- মুখ — ওমা ব্রজেশ্বরী, বিনে বংশীধারী, আমরা কেমনে শুধুপ্রাণে, কাননে যাই ।।
- ডাইনা — মাগো সকালে সাজাইয়ে দেও কালশশীঃ দেও মা পীত ধড়া,
 দেও গো চূড়া মোহনবীণীঃ ধড়ার অঞ্চলে ননী, বেঙ্গে দেগো জননী,
 কাননে ভোজন করিবে, মাগো কাননে ভোজন করিবেঃ
 মাগো চরাইয়ে ধেনুর পাল, আসিবে তোর প্রাণগোপাল,
 কুস্বপন সুস্বপন হইবেঃ রবে না, রবে নাঃ মা তোমার আশীর্বাদে
 বিপদ আর রবে না : না হেরে বিদরে প্রাণ, ও রাখালের প্রাণের প্রাণঃ
 না হেরে—করিস কানাইকে সামান্য জ্ঞান, মা তোর চৈতন্য নাই।
- খাদ — ঐ মা শিঙ্গারের উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে বলাই ।।
- ফুকার — ও মা যশোদে, ইন্দ্র কইরে কোপদৃষ্টি, সপ্তদিবস শিলাবৃষ্টি,
 বজ্র বরিষণঃ মনে নাই কি মা সেদিন বিপদ হল কি ভীষণঃ
 কানাইয়ের মুরলীর স্বরে, যমুনার জল উজান ধরে,
 ইন্দ্র গর্ব খর্ব করে, কানাই করে ধরে গিরি গোবর্ধন ।।
- মিল — বধে স্তনপানে পুতনা, কংসচর কত না, মাগো তার কি ঘটে যাতনা,
 কোন আপদ বালাই ।।
- অন্তরা — মাগো কোন বিপদ নাই গো তোমার কানাইয়ার।
 দেখলি বাল্যলীলার কালে, মাটি খাওয়ার ছলে, ওমা বদনে ব্রহ্মাণ্ড যার ।।
 একটি দশভূজা মেয়ে, কাননেতে যেয়ে, গোপাল কে নিয়ে তোমারঃ
 দিল দশহস্তে নবনী, খেয়ে নীলমণি, মা ডাকিছে বারংবার।
 আবার পঞ্চটি বদন, বিপ্র একজন, করে তোর গোপালকে নমস্কার ।।
- পরচিতান — হয় না উপমা, বলব কি মা, গোপালের গুণ।
- পাড়ন — কানাইর লক্ষণ ভাল, দাবানল ভক্ষণ করিল, আর ভাসিল জমাল অর্জুন ।।
- ফুকার — মা তোর কানাইকে নয়নে নয়নে রাখি, ঘামলে বদন ঝরে আঁখি,
 বনে করি বাস : কানাইর গুণে মা মোদের বনে যেন স্বর্গবাস :
 কুশাঙ্গুর ফুটিলে পদে, যত্নে পদলয়ে হুদে,
 সব রাখালে নিরাপদে, করি দত্ত দিয়ে ও তার কণ্টকনাশ ।।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বলাইর ব্রহ্মদন অজ্ঞাত

- চিতান — চলে কৃষ্ণধন নিয়ে গোধন গোচারণে।
- পাড়ন — নিয়ে সব রাখাল সঙ্গেতে, ত্রিভঙ্গ রঙ্গেতে, উদয় ভাণ্ডির বনে ।।
- ফুকার — ডাকে হাঙ্গারবে গাভীসব, বলাই করে শিঙ্গার রব, আনন্দে মগনঃ
 সুখে করে গোচারণঃ হয় ২—চেয়ে ভানুসুতার পানে, ভানুসুতা প'ল মনে,
 রাখালগণের অদর্শনে, বনে লুকায় কৃষ্ণধন ।।
- মিল — কৃষ্ণ না দেখে শোকাঙ্ঘন সব রাখালে,
 কান্দে ভাই কানাই কানাই ব'লে, বলাই উচ্চৈঃস্বরে।
- মুখ — কোথা গেলি ভাই গোপাল, কান্দে যত গোপাল, চেয়ে দেখ ঐ ধরায় পড়ে।

- ডাইনা — তোরে হারায়ে শবের প্রায় হয়েছি সবেঃ খায় না মেনুগণ তৃণ জল,
হয়েছে হীনবল, কানাই তোর অভাবে : জীবনে ত্যজব জীবন,
তুই ত রাখালের জীবন, হারা হইয়ে জীবনের জীবন, জীবন বাঁচে কিরে।
- খাদ — প্রাণে মানে না রে, দেখা দে ভাই দ্বরা কইরে।।
- ফুকার — যখন বলবে মাতা যশোদে, গোপাল আমার কোলে দে,
দেখি চন্দ্রমুখঃ মনে এই ত বড় দুখঃ হয় হয়—আর কি কানাই তোরে পাব,
কারে নিয়ে ঘরে যাব, কি ধন দিয়ে জুড়াইব, ভাইরে মায়ের পোড়া বুক।।
- মিল — যদি গোষ কিছু কইরে থাকি গোচারণে, তবে এসে ভাই বিদ্যামানে,
বুঝে শান্তি দে রে।।
- অন্তরা — গোপাল ফাঁকি দিয়ে যাবি, এহ ছিল তোর মনে।
তোরে হারাইব ভাই, জানতেম যদি কানাই, আসতেম কি রে গোচারণে।।
আর কি চরণে নৃপূর, বাজিবে মধুর, গুনিব শ্রবণ ভরি।
আর কে বলবে রে হৈ হে, তাঁথে তাঁথে, সখার গলেতে ধরি।।
ভাই রে আঁধার হল, নন্দের পুরী—মরবে তোর শোকে মা ব্রজেশ্বরী,—
চরণে নৃপূর—আমরা এনে বনফল, ভাইরে নীলকমল,
এখন সত্য করে বল, আর দিব কার বদনে।।
- পরচিতান— কানাই তোর শোকে মনের দুখে মরি জ্ব'লে।
- পাড়ন — করতে পরীক্ষা সবার মন, বুঝি ভাই নীলরতন, র'লি অন্তরালে।।
- ফুকার — বনে দুরন্ত যে কংসচর, এই বড় অন্তরে ডর, সদা সর্বক্ষণ :
তোরে করল কি ভক্ষণ : হয় ২—
বলতি না হয় দাদা বলাই, এসো দু'জন বনে খেলাই,
তোর মত ভাই আর কোথা পাই যেন রামের ভাই লক্ষ্মণ।।

ষষ্ঠ অধ্যায় কারুণ্য ও বিলাপ সঙ্গীত

[ভোর ও গোষ্ঠগানের মতো কারুণ্য ও বিলাপ জাতীয় গানগুলিও কবিগানের পালার আর এক অপরিহার্য অঙ্গ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গোষ্ঠ গান গাওয়ার সময়োপযোগী করা হয়েছে। মোটামুটি সেই সময়েই গাওয়ার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত বিভিন্ন করুণ রসায়ক ঘটনা ও কাহিনী অবলম্বনে এবং চিরাচরিত পদ্ধতিতে রচিত কারুণ্য ও বিলাপভিত্তিক অন্তত একটি গান কবিগানের পালায় গাওয়ার রীতি ছিল। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এ সকল গানেরও জবাব দেওয়ার কোন রীতি ছিল না।]

রাম বনবাস (দশরথের রোদন)

হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

- চিতান — পিতৃসত্যের দায় রাম বনবাস, কি হা হতাশ, হলরে অযোধ্যা ভবন।
- পাড়ন — পড়ে কদলী বৃক্ষবৎ, ধরাতে দশরথ,
বলে রাখ রাখ রাখ রথ, সুমন্ত্র শুন আমার বচন।
- ফুকার — শুনরে সারথী, দুঃখের ভারতী, হায় কি সর্বনাশ :
কাল না করলেম রামের অধিবাস; হায়রে, চাঁদের বাজার আঁধার করে,
হায় হায় জটা বাকল অঙ্গে পরে, সীতা লক্ষ্মণ সঙ্গে করে,
আমার রাম চলেছে বনবাস।।
- মিল — আমার ছিলরে সূর্যকুল, জগতের পূজ্য কুল, গেল শৌর্য বীর্য:
হায় হায়, আজ বৃদ্ধি সুখ-সূর্য হ'ল অন্তগত।
- ধূয়া — ক্ষণেক দাঁড়া, হলেম রে জীবন্তে মরা, যাস্নে তোরা এত দ্রুত।।
- ডাইনা — আমার একে ত বৃদ্ধকাল, তার মধ্যে হল কাল, কৈকেয়ী কালনাগিনী :
হায় হায় কুঞ্জির কুবাকোতে, দংশিল বন্ধেতে, প্রাণ যাবে এখনি :
কোন বিধি এই বিমুখ, কি সুখে ঘটল দুখ,
আমার রাম লক্ষ্মণ সীতার চাঁদমুখ, দেখি জন্মের মত।
- খাদ — হায় হায় কি আনন্দে নিরানন্দ হইল এত।।
- ফুকার — রাজ্যের যত লোক, পেয়ে দুঃখ সব উন্মত্তের প্রায়,
আমার বাছাদের পশ্চাতে ধায়; হায়রে, রাম কাঁদিছে উচ্চৈঃস্বরে,
লক্ষ্মণ কাঁদে রামকে ধরে, আমার দুঃখ চক্ষে হেরে,
আমার লক্ষ্মী সীতা মোহ যায়।।
- মিল — বাছা চৌদ্দ বৎসর পরে, বনবাস শেষ করে, আসবে অযোধ্যাতে,
দেখা হবে না আমার সাথে, এ কথা নিশ্চিত।।
- অন্তরা — গেল মণি মুকুট রাজবেশ ভূষণ, সিংহাসন, কোন বিধির লিখন,
সাজল রাম লক্ষ্মণ জটাধারী।
হবে রাম সোহাগিনী অযোধ্যা-ত্যাগিনী, সাজল যৌবনে যোগিনী, জনককুমারী।
তিন জনেতে যাত্রা নিবেধ জ্যোতিষে লিখা যায় :
সঙ্গে দিয়ে আমার জীবন চারিজন দেরে বিদায় :
আর কি প্রাণ রাখা যায়, আমার প্রাণের ধন সব কাননে যায়:
আমার এ দেহপিঞ্জর হতে, রাম লক্ষ্মণ জানকীর সাথে,
প্রাণপাখি উড়ে যেতে চায় (হায়রে) প্রাণপাখি উড়ে যেতে চায়।
আমায় এই আশীর্বাদ কর, আমি ম'লে পর,

যেন রামধনের চাঁদবদন নয়নে হেরি।।

পরচিতান— হায় হায় হ'ল আজ কি কুপ্রভাত, কি বজ্রাঘাত প'ল আমার শিরে।

পাড়ন — শুধু চৌদিকে হাহাকার, অসময় কেবা কার,
হায় হায় প্রাণ রাখি আর, বল দেখি কার চাঁদমুখ হেরে।।

ফুকার — রমণীর বশে এই দেশে কি দুঃখের অঙ্ক, আমার বনে যায় রামশশাঙ্কঃ
হায়রে, সুযশ নাই আর কোন অংশে, এমন কুকার্যোতে দেশে কে প্রশংসে,
অকলঙ্ক সূর্যবিংশে, র'ল আমা হতে কলঙ্ক।।

শক্তিশেল (রামের বিলাপ) হরিচরণ আচার্য

চিতান — যখন ইন্দ্রজিত মৈল প্রাণে, লক্ষ্মণ বাণে নিকুন্তিলা যজ্ঞে।

পাড়ন — বুকে পুত্রশোক নিঃশঙ্কায়, লঙ্কেশ্বর যুদ্ধে যায়,
হায় হায় কার জানি কি আছে ভাগ্যে।।

ফুকার — লক্ষ্মণের রণে শক্তিশেল হানে, ফ্রোমেতে রাবণ উন্মাদঃ
শক্তিশেল ভাবে আজ কি প্রমাদঃ হায়রে,
প্রণমে রাম পদতলে, লক্ষ্মণের বাণ ভেবে যুদ্ধস্থলে,
কার্যসিদ্ধি হোক বলে, তখন রাম করেছে আশীর্বাদ।।

মিল — তখন শেল বলে রঘুবর, দিলে আজ একি বর, আমি রাবণ প্রেরিত,
ওনে রাম বলে কি বিপরীত, ভাগ্যে ছিল এত।

ধূয়া — আরে ও শক্তিশেল, বুকে রইল কি দুঃখের শেল,
আমি কি ভাবলেন, কি হইল আগে জানি না ত।।

ভাইনা — একে রাজ্য নাশ বনবাস, তার উপরে সর্বনাশ, দেশে মৈল পিতাঃ
বনবাসেতে দুষ্ট রাক্ষস হরে আনুল সীতাঃ
করিস্নে বাক্য রক্ষে, পড়িস্নে ভাইয়ের বক্ষে,
লক্ষ্মণ ভাইয়ের প্রাণ দেরে ভিক্ষে, এ জনমের মত।

খাদ — হায় হায় এ বিপদে বিদেশে হই কার আশ্রিত।।

ফুকার — কি নিয়ে থাকি কিসে প্রাণ রাখি, বিদেশে সমুদ্রের পার,
গেলে প্রাণের দোসর ভাই আমারঃ

হায়রে, দুঃখ আর গেল না, দুষ্ট রাবণ আর ত বধ হল না,
দুঃখিনীর কপাল ভাল না, আর ত হইল না সীতা উদ্ধার।।

মিল — যবে ভাই শোকে এ জীবন, সীতা নিবে রাবণ, যাবে বানর জাতি,
বিভীষণের নাই অব্যাহতি, দশানন জীবিত।।

অন্তরা — বিনে প্রাণের ভাই, আর লক্ষ্য নাই, কোথা যাই,
শক্তিশেল রে আমি সব দেখি অন্ধকার। হায় হায় ভ্রাতৃশোকের দায়,
আমি হব বিদায়, হায় হায় কে দিবে অযোধ্যায় এই সমাচার।।
পরোপকার পরম ধর্ম জান নাকি তুমি, লক্ষ্মণেরে রক্ষা কর,
ভিক্ষা মাগি আমিঃ শরীরের ছায়ার মত, যে ভাই ছিল অবিরত,
হত বিধি করিল ছলনাঃ (জীবের) ক্রী পুত্র মরে গেলে,
প্রাণ থাকিলে আবার মিলে, ভাই মরিলে আর ত ভাই মিলে নাঃ
আমি মরব ভাইয়ের শোকে বিদেশে বিপাকে,
শোনরে দাদা বলে কোলে কে বসবে আর।।

পরচিতান— এলেম দুটি ভাই বনবাসে, রৈল দেশে ভরত শত্রুঘ্ন ভাই।

- পাড়ন — নিয়ে পিতার মরণের কথা, এল সে দুই ভ্রাতা,
দেখে পেলেম ব্যথা, জটা বাকল চাঁদমুখে ছাই।।
- ফুকার — বাদী বিধাতা তাইতে বিমাতা রাজা হতে দিলে না, মনের আশা পূর্ণ হল না :
হায়রে রামধন বলে উঠেঃস্বরে, মা ভাসিছে আমার চক্ষের নীরে,
আমার মা সেই দুঃখিনীরে, (আমি) মা বলে আর ডাকলেম না।।

রামের নিধন (সীতার বিলাপ) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — তপোবনে লবকুশের রণে, ধরাসনে রঘুপতি পতন হল।
- পাড়ন — শুনে সে ভারতী, কেন্দ্রে সীতা সতী, ধরায় পড়ে মুচ্ছা গেল।।
- ফুকার — সতী পতিশোকের শাসনে, মাথা কোটে পাষাণে, বক্ষে করাঘাত :
অমনি কেঁদে কয় লবের সাক্ষাৎ হায়রে, শোনরে লবা তোরে বলি,
শিও হয়ে হলি এত বলী, কেমন করে বধে এলি, দুঃখিনীর প্রাণ রঘুনাথ।।
- মিল — কড়ু শুনি নাই পিতৃনিধন পুত্রের হাতে,
হায় হায় আজ হতে ধরণীতে তাও হইল।
- মুখ — ভাসাইয়ে আঁখি নীরে, প্রভু দুঃখিনীরে, জন্মের তরে ছেড়ে গেল।
- ভাইনা — প্রভু যদিও করেছিলেন নিবাসিতা, তবু এই আশা ছিল মনে,
কোনদিন শ্রীচরণে হব নিদোষিতাঃ প্রাণ দিয়ে ভালবেসে,
কালরূপী পুত্র পুষে, হায় হায় সেই কালে পতি দংশে, ভাগ্যে এই কি ছিল।
- বাদ — বজ্র দিয়ে বিধি তোদের হৃদি গড়েছিল।।
- ফুকার — হায় হায় কত কষ্টে রঘুবর, বধিয়ে সে লঙ্কেশ্বর, হয়ে কৃপাবান :
করে এ দাসীরে পরিজ্ঞাণঃ হায়রে, তোরা কি সে রাক্ষস ছিলি,
শত্রুতা শোধ দিয়ে গেলি, নইলে কেন বিনাশিলি, পুত্র হয়ে পিতার প্রাণ।।
- অন্তরা — হায়রে এই ছিল কি আমার কপালে।
তোরা কি বাদ সাধিলি, প্রভুকে বধিলি, পুত্র শত্রু হলি, এ কপালের ফলে।।
ভালবেসে বুঝি কালভুজঙ্গেরি ছানা, বুকে রেখে পুষ্টি দিয়ে মাখন ছানা,
আরাধনের ধন করবি যে নিধন, তা ত জানিনেঃ
তোরা পুত্র হবি পিতৃঘাতী তা ত জানিনে।।
আমার আপনা কপাল খেতে, আপনারি হাতে বিষবৃক্ষ রূপেছিলেম।
আমি আগে তাই জানিলে আপনি হাতে তুলে
বিসর্জন করিতেম সাগর সলিলে।।
- পরচিতান — প্রভুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে, কেমন করে দোহে আছে পাষাণ পরাণ।
- পাড়ন — লবা তোরে বলি, এখন দাঁড়িয়ে রলি, নিদানের এক কররে বিধান।।
- ফুকার — তোরা যে বাণে করে আঘাত, বধিলি সে রঘুনাথ, অযোধ্যার শশী :
এখন সেই বাণে আমায় নাশিঃ হায়রে,
শবদেহ তোরা দু'জনে, রেখে আমরে আমার প্রভুর স্থানে,
সতীর মরণ পতির সনে, এবার দেখুক রে জগৎবাসী।।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন বিলাপ (ক) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — সুখের রামলীলা ভঙ্গ করতে, অযোধ্যাতে কালপুরুষ আগমন।
- পাড়ন — শ্রীরাম দায় ঠেকে সত্যের তরে, করলেন লক্ষ্মণ বর্জন।।
- ফুকার — লক্ষ্মণ রামের পায়, প্রণাম করে যায়, হায় রে—করে সপ্ত প্রদক্ষিণ :
বলে আমি অতি দীনহীন : হায়রে, বামে নিয়ে জানকী,

- জানকীনাথ একবার দাঁড়াও দেখি,
জন্মের দেখা চক্ষে দেখি, আজ আমার সেই শেষের দিন।।
- মিল — শ্রীরাম লক্ষ্মণের ভাব দেখে কত ব্যাকুল মনে,
লক্ষ্মণ তুই বিনে এত দিনে, হলেম প্রাণে হত।
- মুখ — লক্ষ্মণ তোরে হয়ে হারা, প্রাণে যায় না ধৈর্য ধরা,
হলেম জীবন্তে মরা, দুঃখ বলত কত।।
- ডাইনা — ও তুই আমার প্রাণের দোসর, ছিলিরে নিবস্তর, কাছে কাছে,
লক্ষ্মণ তুই গেলে রে আমার যেতে হবে, ও তোর পাছে পাছে।
আয় তোরে ধরি বুকে, দাদা বল ও চাঁদমুখে,
একবার রাম-লক্ষ্মণ দেখুক লোকে, এ জনমের মত।
- খাদ — আমার যত দুঃখেরে, ফাটে বুক হলেম জীবন্ত।।
- ফুকার — ও তোর মত ভাই, আমি কোথা পাই, ভাইরে যখন গেলেম বনবাস :
ছিল তোর গুণে বন স্বর্গবাস : ভাইরে, ছায়ার মত সঙ্গে থাকে,
এমন ভাই আর নাই ত্রিলোকে, স্নর জন্য ভাই বর ভাই থাকে, চৈন্দ বৎসর উপবাস।।
- মিল — ভাইরে সংসারে যার অন্তরে ভাইয়ের ব্যথা,
জীবন মরণ তার সমান কথা, এই কথা সর্বসম্মত।।
- অন্তরা — আমার জন্মাবধি দুঃখের কপাল, সুখ আর হইল না।
সোনার অযোধ্যার আশ্রয় হল ছায়ার, ভাইরে চাঁদের বাজার আর রইল না।।
তিলেক দাঁড়াও ভাই, তাপিত প্রাণ জুড়াই, যাই যাই আর বইলো না।
লোকের ক্রীপুর মরিলে, প্রাণ থাকিলে মিলে, প্রাণের ভাই মইল আর মিলে না।।
- পরচিতান — সীতা গিয়েছে পাতালপুরে, আমায় ছেড়ে করে এই সর্বনাশ।
- পাড়ন — এখন তুই গেলি উপেক্ষিয়ে, কার মুখ চেয়ে, করব এ গৃহবাস।।
- ফুকার — হয়ে জ্যোষ্ঠ ভাই এত কষ্ট পাই, ভাইরে বুক রইল ভাইয়ের শোক :
আমি দুঃখের উপর পেলেম দুখ : ভাইরে যদি তোর কনিষ্ঠ হতেম,
তোরে রেখে আমি মরে যেতেম, তবে তোরে দেখহিতেম, দাদা হওয়া কত সুখ।।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন বিলাপ (খ) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ভাগ্নাতে রামলীলা ব্রহ্মার আজ্ঞায়, কালপুরুষের গমন।
- পাড়ন — শ্রীরাম ঠেকে সেই সত্যের দায়, দুঃখে বুক ফেটে যায়, করবে লক্ষ্মণ বর্জ্জন।।
- ফুকার — লক্ষ্মণ সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে, দাঁড়ায়ে সরযুর তীরে, করজোড়ে রামকে কয় :
দয়া কর দাদা দয়াময় : হায়রে, জন্মাবধি ছায়ার মত,
আমি ছিলেম তোমার অনুগত, এখন চলেছি জন্মের মত,
বুঝলেম জন্ম নিলে মরতে হয়।।
- মিল — গিয়েছে মা সীতে পাতালে, সরযুর এই জলে, আমি মরব ডুবে,
চরণ সেবা আর কে করিবে ভেবে দুঃখ ভারি।
- ধূয়া — ও রাম দীনবন্ধু, পার হতে এই ভবসিদ্ধি,
নিজ গুণে আজ দাও হে দীনে চরণতরী।।
- ডাইনা — অভয় চরণের নফর হই, জানিনে দাদা বৈ, ডুবনে অরন্টে,
আমায় সত্যের দায় করলে বর্জ্জন জীব শিক্ষার জন্যে,
বিদায় হই করে প্রণাম, দেখ দাসের পরিণাম,
তারকরক্ষা নামে রামনাম নিয়ে যেন মরতে পারি।

- খাদ — পড়েছি অকূলে কূলাও অকূলের কাণ্ডারী।।
- ফুকার — দারুণ ভাইয়ের ব্যথা নিয়ে বুকে, আর কেন না মনে দুখে, হাস্য মুখে কথা কও :
আমার বিদায় কালে সদয় রও : হায় রে! জন্মের মত চন্দ্ৰেম আমি,
হই না যেন আমি বিপথগামী, আমার অন্তকালে অর্থগামী অন্তরেতে উদয় হও।।
- মিল — পেলে রামলীলায় বড় দুখ, দুখ বিনে সুখের মুখ, দেখলে না হে কখন,
যা হউক ত্যাগস্বীকার ধর্মস্থাপন, গুণের বলিহারি।।
- অন্তরা — ভবে জন্ম নিলে মরণ, কে করে বারণ, মরণের চিন্তা কি?
যেন জীবনান্ত কালে, সরযুর জলে, হৃদয় কমলে তোমার মূর্তি দেখি।।
তব নামব্রহ্ম চিন্তামণি, চিন্তার সার শিরোমণি, চিন্তে মূনি সুর নরগণে:
যে জন চিন্তে ও চরণ, দূশ্চিন্তা বারণ, কা চিন্তা মরণে রণে।
বলে হরে রাম হরে, তব রূপ হরে, দেহ পিঞ্জর ছেড়ে, যেন উড়ে যায় প্রাণপাখী।।
- পরচিতান — দিয়ে সতিল তুলসী, দেহ সঁপিলাম শ্রীপদে।
- পাড়ন — দেখ দেখ রাম গুণধাম, দাসে হইও না বাম, শমন বিপদে।।
- ফুকার — আমার এই নিবেদন মরণ কালে, শরণ নিলাম চরণতলে, জানিনে ঐ চরণ বৈ,
হয় হয় ছিলাম কৈ আর যাব কৈ হয় রে মর্ম কথা শুন শুন, জল হইলো ভবে পুন্ পুন্,
জন্মে জন্মে যেন তোমার ছায়ার মত সঙ্গে রই।।

অভিমন্যুর খেদোক্তি হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ধর্মের আদেশে ব্যাহযুদ্ধে অভিমন্যু গেল।
- পাড়ন — ঘিরে চৌদিকে সপ্তরথী, না হেরে অব্যাহতি,
ভয়ে কাতর অতি, জীবন যাওয়ার সময় হল।।
- ফুকার — শিশু প্রাণপণেতে করে যুদ্ধ, অমনি ব্যাহচক্রে হয়ে বদ্ধ, ভয়ে আতঙ্ক :
সাক্ষাৎ দেখে মরণের অঙ্ক : হায়রে—ফেলে ব্যাহচক্রের মাঝে,
দাঁড়ায় সপ্তরথী এক শিশুর বিরুদ্ধে, আজ র'ল রে ভারতযুদ্ধে,
আর্য বীরকূলেতে কলঙ্ক।।
- মিল — বীরের দুর্ভাগ্য অনিবার্য মরণ সাক্ষাৎ হেরে,
ধনুবাণ ছেড়ে উচ্চৈঃস্বরে অভিমন্যু বলে।
- ধূয়া — হায় হায় কুরুক্ষেত্রে, এসে অদ্য যুদ্ধক্ষেত্রে,
কালি পড়ল রে এ পবিত্র ক্ষত্রকূলে।।
- ডাইনা — কোথায় জ্যেষ্ঠ-তাত যুধিষ্ঠির বৃকোদর মহাবীর, খুদ্রতাত দুইজন,
এমন অসময় কোথায় রইলে পিতা নরনারায়ণ:
দুঃসময় পড়ে একা, পেলেম না কারও দেখা,
দেখা দাও মাতুল পাণ্ডবসখা, জীবন যাওয়ার কালে।
- খাদ — ভারত পুণ্যভূমি, হবে আজ হতে নিরয়গামী, আমি ম'লে।।
- ফুকার — আমার কোথায় মাতা কোথায় পিতা, র'ল কোথায় বন্ধু কোথায় ভ্রাতা,
খেলার সাথীগণ : খেললে কি খেলা আজ জনার্নন : হায়রে—মনে আশা ছিল বত
অল্পকালে সব হল হত, কিদায় হলোম জন্মের মত, আমি সবলের আসরের ধন।।
- মিল — ব্যাহ প্রবেশের সন্ধান জানি তাতে নাই অপেক্ষা,
বাহির হবার পথ নাহি হে শিক্ষা, আমার ভাগ্যফলে।
- অন্তরা — আমার এ জীবনের লীলাখেলা সকল ফুরাল।
দারুণ বিধি প্রতিকূল, আশা তরীর মূল, অজুয়ে শুকায়ে গেল।।

- যা হোক, জন্মিলে মরণ কে করে বারণ, যা হবার তা তো হল।
আমার জীবন যাওয়ার কালে, শত্রুমিত্র দলে দলে, হরি হরি হরি বল।।
- পরচিতান— আমার অন্তরে অনন্ত দুখ, নাই কেউ অন্তরঙ্গ।
- পাড়ন — ষোল বৎসর বয়স্কমে, হল আমার ভাগ্যক্রমে,
আশার উদ্যমে, জীবনলীলা হল সাঙ্গ।।
- ফুকার — যখন শেষ দেখা উত্তরার সনে, তখন বসে আমার একাসনে,
আমায় বলেছে : কেন দক্ষিণ আঁখি নাচিছে হায়রে
মলিন দেখলেম মুখ ইন্দু, চক্ষে বহে দুঃখের বারিবিन्दু,
কপালে সিদ্ধুরের বিন্দু, হায় হায় মলিন হয়ে গিয়েছে।।
- মিল — আমার সম্মুখে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ হরি,
আমার এ জীবন পরিহরি হরি বলে।।

রোহিতাম্ব (শৈব্যার রোদন) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ধর্ম পরীক্ষায় হরিশচন্দ্র হরিচক্রে সাধিলেন অসাধ্য।
- পাড়ন — লোকের দুঃখের পর ঘটে সুখ, সুখের পর দুঃখ, সব সময়ের বাধ্য।।
- ফুকার — রাজা হরিশচন্দ্র ঋণের দায়, রাজ্য ছেড়ে কাশী যায়, হায়রে হায়,
ভার্য্যা পুত্র বিকাইল : হয়ে নিরুদ্দেশ ডোমের বেশ, শ্মশান ঘাটে রহিল :
হায় হায় পুত্র মরে সর্পঘাতে, সেই শ্মশানের ভীষণ পথে,
মরাপুত্র পোড়াইতে শৈব্য রাণী তখন আসিল।।
- মিল — রাজা ডোমবেশে রাণীর গায়, শ্মশানের কড়ির দায় করে প্রহার,
করে হাহাকার রাণী বলে, আমি কোথায় যাব।
- ধূয়া — ডোম আমারে মারিস্না রে, দয়া নাই তোর অন্তরে, দুঃখ করে কব।।
- ডাইনা — আমায় করেছেন দীন দুঃখিনী স্ত্রীহরি :
পুত্র মরেছে সর্পঘাতে, শব দেহ পোড়াইতে, নাইরে কড়ি।
পোড়াব না চিতায় তুলে, সোনার চাঁদকে নিয়ে কোলে,
আমি ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গার জলে, বাছার সঙ্গে যাব।।
- খাদ — এত দুঃখের আগুন কিসে নিবাইব।।
- ফুকার — ছিলাম কোশল রাজ্যে রাজরাণী, বিধি করল কান্দালিনী,
কোন পাপে কষ্ট পাই : এমন কে আছে কার কাছে গিয়ে তাপিতপ্রাণ জুড়াই :
হায় হায়, পুত্র হারা অভাগীরে, প্রহার করিস তুই কেমন করে,
পুত্রের বেদন জানিস না রে, তোর বুকি রে পুত্র নাই।।
- মিল — আমি কি ছিলাম, কি হলেম, রাজ্য ধন হারালেম, পতিপুত্র গেল :
এখন কার আশা করে বল, প্রাণে বেঁচে রব।।
- খুলতা — ডোমরে! এত কি ছিল আমার কপালের লিখন।
ও তুই কোন প্রাণেতে করিস এত কঠিন আচরণ।।
ছিলােন পূর্বে জন্মে নাগিনী, না জানি খেয়েছি কার পুত্র ধন।
এবার কি সেই অভাগিনী হয়ে এল ভুজঙ্গিনী,
হায় হায় গেল রোহি আমার জীবনের জীবন।।
- পরচিতান— হায় হায় পুত্রশোক, কি দারুণ শোক, ফেটে যায় বুক।
- পাড়ন — আমি কি করি কোথা যাই, কার কাছে শান্তি পাই, প্রাণে মানে না রে এই শোক।
- ফুকার — আমি পায় ধরে ডোম তোমার ঠাই, চিতার ভস্ম ভিক্ষা চাই,

- পুত্র নাই কার জন্যে রাখব জীবনঃ তুমি কর আজ বন্ধুর কাজ,
অস্তিমের এই নিবেদনঃ হয় হয়, রেহিতাপকে বঞ্চে করি,
এই শ্মশানে আমি শয়ন করি, তুমি বলে হরি হরি, জ্বলে দিও হত্যাশন ॥
- মিল — আমি কি ছিলেন কি হলেম, রাজ্য ধন হারালেম,
পতিপুত্র গেল, এখন কার আশা করে বল, প্রাণে বেঁচে রব ॥

প্রহ্লাদ চরিত (অগ্নিকুণ্ড দর্শনে আর্তি) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — প্রহ্লাদ হরিনাম নিয়ে তুণ্ডে, পিতৃদণ্ডে দণ্ডিত হয় অতিশয়।
পাড়ন — তবু ভাজে না হরিনাম, সে জন্য পিতা বাম, নামের পরিণাম, অতি সুখাময়।
ফুকার — প্রহ্লাদের প্রতি অতি অপ্রীতি হিরণ্যকশিপু মন, বধে পিতা হয়ে পুত্র ধনঃ
হায়রে, শুদ্ধ কাণ্ঠে ঢেঁলে ঘৃত, তখন অগ্নি জ্বালে প্রলয় অগ্নির মত,
রাজার আদেশ জন্মের মত, দিতে প্রহ্লাদে বিসর্জন ॥
- মিল — অগ্নির চৌদিকে দৈত্যগণে ফ্রোণে মত্ত অতি,
প্রহ্লাদ কেঁদে কয় হরির প্রতি, কোথায় অবিনাশী ॥
- ধূয়া — দীনবন্ধু হরি, এ দীনেরে পরিহরি, কোথায় রল স্নেহরাশি ॥
- ডাইনা — আমার ভাগ্যে দুঃখ নিতান্ত, পিতা তো কৃতান্ত, জীবনান্ত কারণ,
অগ্নিকুণ্ডে জীবনদণ্ডে কে আর করবে বারণ :
চাও প্রভো নয়নকোণে, তোমারই নিজগুণে,
হরিনামের গুণ এই আওনে, দেখুক জগতবাসী ॥
- খাদ — আমি অশেষ দোষী, তুমি অদোষদরশী।
ফুকার — জ্বলছে কি ভীষণ দেখে হত্যাশন, বুকেতে দুঃখের অঙ্ক, হল ভয়েতে প্রাণ আতঙ্ক :
হায়রে, মুখে বলি হরি হরি, যদি পিতৃদণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে মরি,
আমা হতে র'ল হরি, তোমার হরি নামের কলঙ্ক ॥
- মিল — তোমার নাম শুনে তারণকারণ, পদে নিলেম শরণ,
এখন অসময়ে অভয় চরণ, একবার দেখাও আসি ॥
- অন্তরা — নিলেম মরণ-বিপদে, শরণ শ্রীপদে, রে'খ পদে বিপদহারী।
যখন জ্বলন্ত অনলে, সেহ যাবে জ্বলে, ঢেলে দিও কৃপাবারি ॥
মরতে হ'ল অগ্নিকুণ্ডে অতি অল্পকালে;
যেমন এলেম তেমন গেলেম এই ছিল কপালে:
আমায় এনেছে কেড়ে দিতে অনলেতে, মায়ের কোল হতে।
গেলেম সে মা দুঃখিনীরে, ফেলে দুঃখ নীরে, তুমি দিও পদতরী ॥
- পরচিতান — তোমার বিদ্বেষী পিতৃকোপে, কোন রূপে, ত্রাণ আর নাই হে আমার।
পাড়ন — পিতা অসুর প্রভাবেতে, পারে নাই ভাবিতে, শত্রু ভাবেতে কর হে উদ্ধার।
ফুকার — একবার বিদ্যাগে নিধনের জন্যে, পিতা আমায় করে দান;
সে বার তোমার কৃপায় পেলেম ত্রাণঃ হায়রে, ফেলে হস্তীর পদতলে,
আবার পাষণ বেঁধে দিয়ে আমার গলে, ডুবাইল সমুদ্রের জলে,
তুমি কোলে তুলে আমার রাখলে প্রাণ ॥

প্রহ্লাদ চরিত (অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — করে হিরণ্যকশিপু রাজ, অশ্রম কাজ, শিশু পুত্র নিধন।
পাড়ন — প্রহ্লাদ হরিনাম নিয়ে তুণ্ডে, পিতৃদণ্ডে হয় হয়, হতেছে অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন।
ফুকার — প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে সাক্ষাৎ হেরে, আসন্নকাল মনে ক'রে, বলে আমি কোথা যাই;

- এখন কার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাই; হায় পিতা হয়ে বধে প্রাণে,
এ দুখ কি আমার প্রাণে মানে, দীনবন্ধু হরি বিনে, প্রাণদানের আমার বন্ধু নাই।
- মিল — অমনি দশ নিক শূন্যায় দৃষ্টি করে, অমনি কাতরে করজোড়ে, প্রহুদ কৈসে বলে।
দুয়া — দয়াল হরিহে! আমার কেউ নাই ভবে, তোমার নামে কলঙ্ক রবে, আমি ম'লে।।
- ডাইনা — হায় হায় পিতা করতেন্তে আমার জীবনান্ত : আর ত জননীর নাই উপায়,
সঁপে যাই তোমার পায়, মাকে কইর শাস্ত : অনলে দিলে হরি,
সব আশা পরিহরি, বলতে পারি যেন হরি হরি, আমার অন্তকালে।
- খাদ — হে পতিতের সখা, অভয় চরণ কি পাব দেখা অনলে।।
ফুকার — যখন অয়িকুণ্ডে দিবে ফেলে, তখন আমায় সন্তান বলে, স্থান দিও ঐ রাঙ্গা পায়,
আমি শ্রীচক্ৰ ধরব মাথায়; হায় পরশে চক্ৰ দুখনি, শীতল করব আমার অগ্নিত প্রাণী,
আমি করব হরিক্ষনি, পিতা যেন কর্ণে শুনতে পায়।।
- মিল — হরিনামের গুণ দেখুক হবে জগৎ ভরে, হরি দয়াময় দয়া করে, আমার নেও হে কোলে।।
অন্তরা — আমার আর কেহ নাই দীনবন্ধু এ ভবে তোমা বিহনে।
করে পিতা হয়ে জীবনান্ত জ্বলন্ত আগুনে।।
হরি নামে বিপদ হরে শুনেছি শ্রবণে :
হরি সে নাম নিয়ে পদে পদে, আমার বিপদ কি কারণে।।
- পরচিতান — মখে হরিনাম সার করেছি, মন সঁপেছি তোমার ঐ চরণে।
পাড়ন — আমার পূর্ণ হয় না অতীষ্ট, দুরদৃষ্ট আর ত সহ্যে না দারুণ কষ্ট জীবনে।।
ফুকার — একবার মন্ত হস্তীর পদতলে, পিতা আমায় দিলে ফেলে;
আবার করায় বিখ পান; হরি সব সঙ্কটে রাখলে প্রাণ :
হায়, পাষণ বেঁধে আমার গলে, ফেলে দিলে আমায় অগাধ জলে,
সব সঙ্কটে উদ্ধারিলে, এ অনলে কর পরিত্রাণ।।

রাম বনবাস (কৌশল্যার রোদন)

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঢাকা)

- (মোড়া) ত্যাজিয়ে রাজ-আভরণ রাজবসন, বাকল পরি কটিদেশে।
রাম লক্ষ্মণ সীতে, রাজার আজ্ঞাতে, গেলেন অযোধ্যা হইতে বনবাসে।।
রাণী পুত্রশোকাতুরা, মণিহারী ফলাধরা ভূজদিগীর প্রায়।
(মরি হায় হায়) ধরায় পড়ি মুচ্ছা যায়।
ফলে উঠে ফলে পড়ে কৈসে বলে উঠে-ধরে।
একবার এসে দেখা দেবে তোর অভাগিনী মায়।।
শুনি জননী রোদন ধ্বনি, এলেন ভরত স্নেহের খনি,
কৌশল্যা রাণী ব'লে তখনি,
(বাছা ভরত রে) আমার কোলে আয় দুখের কথা কই তোর কাছে।
- (খোষা) আমার শ্রীরাম পূর্ণশশী, উদয় হইল আসি অযোধ্যায়,
বিরাজিত সর্বদায়, দুখ অন্ধকার বিনাশি,
কৈকেয়ী রাঘব প্রায় সে চাঁদ আমার গ্রাস করেছে।
(বাছা ভরত রে) আমার কোলে আয় দুখের কথা কই তোর কাছে।।
ভরত তোর জননী চণ্ডালিনী, পালিনী পতিঘাতিনী করলে এই কাজ
আমার মাথায় বাজ হেনেছে।।
ভরতেরে কেড়ে নিল রাজবেশ,
গাছের বাকল পরাইয়ে শিরে জটা বেঁধে দিয়ে

- সন্ন্যাসী বেশে সাজাইয়ে রামকে দিল বনবাসে।
এমন সাপিনী পাখাপবুকী বজ্রমুখী,
কোন্ প্রাণে রামকে আমার বনে পাঠায়াছে?
বাছা ভরতেরে দুঃখের কথা কই তোর কাছে।
- (তুমিইর) জীবন জ্বলে দারুণ শোকানলে কি নিয়ে শীতল হই?
রাম গিয়াছে বনবাসে পতি গেছে স্বর্ণবাসে; (অমি) রব কি আশে?
একবার আঘরে তোরে কোলে নিয়ে জন্মের মত শীতল হই।
- (পরচিতান) কারে রামদাস বলে ভাই সকলে ডাকিবিরে অযোধ্যা ভুবনে।
এ মুখিনীয়ে ফেলে দুঃখ নীরে,
রাম আমার চলে গেছে জন্মের তরে।
বাছার চাঁদবদন আর দেখব না রে
মা কথা আর শুনব না রে অযোধ্যা ভুবনে।
(ভরত রে) শুনেছি জন্মের মতন।
একবার আমায় নিয়ে যারে রামলঙ্কায় যথায় বিহারে
নয়নভরে বদন হেরে জুড়াইরে তাপিত জীবন।।
এমন পাপিনী বজ্রমুখী কোন্ প্রাণে রামকে বনে পাঠায়াছে।
ভরত রে আমার কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে।।

মায়া সীতা বধে রামের ক্রন্দন কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

- (মোড়া) কাটিল ইন্দ্রজিতে মায়াসীতে।
তাই সেখে বানরকুল, হয়ে অতি শোকাকুল,
কেম্পে জানায় রামের সাক্ষাতে।। (মরি হয় গো হয়)
সীতাহত্যার কথা শুনি, শোকেতে রামরঘুমণি, পড়িল ধরায়,
নয়ন জ্বলে বক্ষা ভেসে, যার, পড়িল ধরায়।
কেম্পে বলে কৈগো সীতে, এনে গহন কাননেতে
লঙ্কাতে রাক্ষসের হাতে, বিসর্জন দিলাম তোমায়।।
শুনি বিভীষণ শ্রীরামের কাতর বচন, বিনয় ব্যক্তিতে তখন, কম বিভীষণ।।
ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে, বিপদভঞ্জন মহাসুন্দর।।
যার নামে দূর হয় জীবের ভব-চিন্তে,
সেই তুমি করছ আজ সীতার চিন্তে?
যে সীতার পাদপদ্ম, ব্রহ্মাদি দেবারাধ্য,
সে সীতা রাক্ষস বধ্য, হয় কি কখন?
ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে, বিপদভঞ্জন মহাসুন্দর।।
(মরি হয় গো) অয়লেক্ষী, মা জানকী, রাম তুমি তাই না জান কি?
ইন্দ্রজিতের সাধ্য থাকি, করিতে তার নিধন।
এনে ইন্দ্রজিতে, কাটিল মায়াসীতে,
সে অন্য কেন মিতে কর রোমন?
ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে, বিপদভঞ্জন মহাসুন্দর।।
কেন মিতে ভাব বসি, রাম তোমার প্রেয়সী,
বোঁচে আছে অশোক বনে। পুরুষ তথা যেতে নারে,
রক্ষা করে জানকীরে, যত রাক্ষসী।।

সরমা রূপসী, থাকি দিবানিশি, সেবে তার শ্রীচরণে ॥
কেন মিতে ভাব বসি?

লক্ষ্মণের শক্তিশেল (রামের বিলাপ)

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(মোড়া)

তাজিয়ে শরাসন ও ভাই লক্ষ্মণ কেন ধরাতে শয়ন?
দেখ হে মেলিয়া নয়ন! আর যুদ্ধের কার্য নাই,
চল রে তোরে নিয়ে গৃহে যাই।
যেয়ে জুড়াই সুমিত্রা মায়ের জীবন।
বল দেখি ভাই কেমনে তখন বলব মরেছে তোমার লক্ষ্মণ,
চাঁদ বদনে মা বোল ব'লে আয় রে বাছা ধন।
এ কি ছিল আমার ভাগ্যেতে, রাবণে হরিল সীতে,
তোরে হারা হলেম যুদ্ধেতে, দেহেতে কেন রহিল জীবন?
ভাই-হারা প্রাণ রাখিয়ে কি প্রয়োজন?
অনুগামী ছিলি অনুদিন, আজ বুঝি পেয়েছ সুদিন?
একদিনে কি শুধিলি সব রিণ (ঋণ)
(ও ভাই) দয়াহীন হয়ে তাজিলি জীবন?
ভাই তাই ছায়ার মতন অবিরত ভ্রমিতি বনে,
কখন রামদাদা বিনে মনোভ্রমে কোন ক্রমে অগ্রে চলিস নে।
বল দেখি তবে কি কারণে অগ্রগামী হইলি মরণে
মনোভ্রমে কোনক্রমে অগ্রে চলিস নে ॥
ভাই বিনে এ ছার জীবন, আছে কিসের কারণ?
চল জীবনে দিয়ে শীতল হই ॥

সীতার বনবাস

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নিরুপায় নিঃসহায় অবলায় ফেলে দেবর কোথায় যাও?
ও দাঁড়াও হে বারেক দাঁড়াও, দাঁড়াও দাঁড়াও লক্ষ্মণ ধানুকি,
ও কাননের ভাব না জানা কি? আমি সে শ্রীরামের জানকী!
ও কার কাছে রেখে যাও, তাই বলে যাও ॥
ও নাই কি দয়ামায়া? ভ্রাতৃজায়া কর পরিহার?
ও এই কি সেখি ব্যবহার? বিধি কি গড়েছে হিয়া পাষাণে তোমার?
মুনি পত্নী করব দরশন, এই ছিল মনের আকিঞ্চন,
ভাল আজ দেখাইল তপোবন,
(হায়) জনমের মত বনে ফেলে যাও ॥
হইলেম বনবাসী, ভাবি বসি কি হবে উপায়?
আমার প্রাণ কে বাঁচায়?
বনচর চরে বনে প্রাণে কে বাঁচায়?
বল দেবর প্রভুর অভিপ্রায়,
বল কিসে দোষী দাসী ও রাঙ্গাপায়?
বিধি কি গড়েছে হিয়া পাষাণে তোমার?
কেন রহিলে অধোবদনে?
(ও দেবর হে) ভেবনা মনে যাব না আর তোমার সনে।
ও শ্রীরামের দোহাই, একবার ফিরে চাও,

ও যদি যাও হে দেবর আমার মাথা খাও,
বিধি কি গড়েছে হিয়া পাষাণে তোমার?

মহিরাবণের ছলনা (বিভীষণের খেদোক্তি) **কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**

বিভীষণরূপে এল মহিরাবণ।

মায়ায় মোহিত করে যত ভল্লুক বানরে; হরি নিল শ্রীরামলক্ষ্মণ।।

(মরি হায় গো হায়) না হেরিয়ে রামলক্ষ্মণে,

ডেকে বলে বিভীষণে পবন-কুমার।

এ কি রাম ভক্তের ব্যবহার? ওরে দুষ্ট দুরাচার;

শত্রু থেকে মিত্রভাবে, বিনাশিলে রাম রাখবে,

এখনি তোর জীবন যাবে; রক্ষা করে সাধ্য কার?

তখন বিভীষণ শুনি হনুমানের কটুবচন,

রামের উদ্দেশে তখন কয় বিভীষণ।

এ বিপদ সময় দাসে হয়ে নিদয়, রাম দয়াময় কোথায় র'লে?

দেখ হে বিনা অপরাধে, হনুমান প্রাণে বধে,

মধুসূদন এ বিপদে, স্থান দাও রাজাপদে বিপদভঞ্জন।।

তুমি হও দুর্বলের বল, নাই আমার অন্য সম্বল;

দেখা দেও হে নীলকমল বিপদকালে।।

ধরি শ্রীপদে এ বিপদ সময়, দাসে হ'য়ে নিদয় রাম দয়াময় কোথায় র'লে।।

(মরি হায় গো হায়) থাকতেম যদি শত্রুভাবে? মনে প্রাণে কেন তবে,

ভাবি আনিবার, কবে হবে রাবণ সংহার? জানকী উদ্ধার?

তবে কেন ব'লে সূত্র, বিনাশিলেম নিজ পুত্র?

বধিলেম ইন্দ্রজিতে যেয়ে গুপ্ত যজ্ঞাগার?

তোমায় হরিল মহিরাবণ মায়াবশে, সে দোষে প্রাণে বিনাশে পবনকুমার।

এ বিপদ সময় দাসে হ'য়ে নিদয় রাম দয়াময় কোথায় র'লে?

(ঝুমইর) আমি জানি না শ্রীচরণ বিনে।

সে চরণ সেবি তবে পদে বিপদ কেনে?

যে চরণ পরশ পেয়ে পাষাণ গেল মানব হ'য়ে ব্যক্ত ভুবনে।

সে চরণ সেবি বসে ভাবি অকূলে কূল পাইব কেনে? জানি না শ্রীচরণ বিনে।।

মৃত্যুমুখে অভিমন্যুর আকুতি **কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**

(মোড়া) চক্রব্যূহে অভিমন্যু অর্জুন-তনয়।

পড়ে বিপাকে, জীবন-অন্ত সময় দেখে, কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে ডেকে কয়।।

কোথায় পাণ্ডব-সখা, একবার আমায় দেও হে দেখা, দেবকি-নন্দন,

দেব-আরাধ্য চরণ জন্মের মত করি দরশন।

সন্তরখী দারুণ শরে, বিনাশে অন্যান্য সমরে,

এ বিপদে রক্ষা করে দাসেরে, কে আছে এমন?

তুমি বিনে ত্রিভুবনে, পাণ্ডবের পক্ষে,

কে আছে আর উপলক্ষে, রক্ষা করে বিপদকালে।

(ঘোষা) গলগল-কৃতবাসে, এ প্রার্থনা তব দাসে, ভক্তের ভগবান,

বড় বিপদে পড়ে ডাকি কর পরিত্রাণ,

নতুবা আজ বিনাশে প্রাণ, ঐক্য হয়ে শত্রুদলে।
গোলকবিহারী, দেখা দেও হে, কৃপা করি নিদানকালে।।
বিপদভঞ্জন মধুসূদন পুরাণে বলে।

পাণ্ডব পুত্রগণে জড়ুগৃহেতে দাহনে
কৃপা বারি বরিষণে করলে বিপদে মোচন।।
মৎস্য দেশে লক্ষ্য ভেদি, লক্ষ্য রাজা হলো বাদী,
তব গুণে গুণনিধি জয়ী হইল সে মহারণ।
তেমনি সদয় হও দয়াময়, মরণের ভয় হোক জয়,
দিও না ফেলে অধীনে শমন-জালে।

(ঝুমইর) গোলকবিহারী দেখা দাও হে কৃপা করি নিদান কালে।
রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান, সেজন্য ভাবি নে।
ও নামে কলঙ্ক হবে তাই ভাবি হে মনে মনে।
রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান সেজন্য ভাবি নে।।
বলবে সব ভূমণ্ডলে, অভিমন্যু অর্জুন ছেলে, কৃষ্ণের ভাগিনে;
সমরে সপ্তরথী নাশে তারে সহায় বিহীনে।
রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান সেজন্য ভাবি নে।।

(পরচিতান) ও হে পদ্মুতে লঙ্কে গিরি তব কৃপায়।
বান্ধিকীর বাক্য, দ্রোতাঘুণে করে সখ্য শুধক চণ্ডালে, চরণ পায়।
ইন্দ্রের কোপদৃষ্টিতে বিনাশ হতে ঝড়বৃষ্টিতে ব্রজবাসিগণ।
তুমি করিলে রক্ষণ করে ধরি গিরি-গোবর্ধন।
শুনেছি হে মার গোচরে, ক্রপদসূতা দ্রৌপদীরে,
বসনরূপে কৃপা করে করলে লজ্জা নিবারণ।
গোলকবিহারী দেখা দাও হে কৃপা করে নিদানকালে।।

নিমাই সম্যাস (শচী দেবীর রোদন) কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(মোড়া) ত্যজি গৃহবাস, নিমাই সম্যাস করিতে গ্রহণ
ভারতীর সনে মিলিতে বাসনা মনে কাটোয়া করিলেন গমন।
শুনে শচীরানী, পুত্রধনের জন্য কান্সালিনী হ'য়ে নদীয়ায়,
যেন পাগলিনীর প্রায় কেঁদে কেঁদে রাজপথে বেড়ায়।
বক্ষঃ ভাসে চক্ষের জলে, কেঁদে বলে উচ্চরোলে
নিমাই আমার কোথায় র'লে? একবার দেখা দে আমায়।
হাসে জ্বলে পুত্রশোকে দারুণ হতাশন।

(ঘোষা) ধীরে ধীরে রানী তখন বলে নগরবাসীর কাছে,
বল নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্‌পথে গেছে?
নিমাই আমার পূর্ণশশী দুঃখ অন্ধকার বিনাশি হইল উদয়।
বাক্য-সুধা বর্ষি জুড়াইত তালিত হৃদয়।
ভারতী কান্সরাহ এসে সে চাঁদ আমার গ্রাস করেছে।
বল নগরবাসী অভাগিনীর নিমাই শশী কোন্‌ পথে গেছে?
নিমাই বিনে ত্রিভুবনে আমার আর কে আছে?
যে দুঃখ অন্তরে আগুে বাধিত অন্তরে জানাব কারে?
জানবে কি জনাত্মরে? বলতে দুঃখ হৃদয় বিনরে।

পুত্রশোকের কেমন বেদন, যার হয়েছে সে জানে কেমন?
দিবানিশি জ্বলে জীবন না হেরে বাপ নিমাইরে।
নিমাই বিনে শূন্য ঘরে রব কেমনে?
জীবন ত্যজিব জীবনে, এ ছার জীবনে কাজ কি আছে?
বল নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্ পথে গেছে?

তরণী বধ (বিভীষণের বিলাপ) অধিকা পাটনী (ঢাকা)

- চিতান — রণে শ্রীরামের শরাসনে, ধরাসনে তরণী হইল পতন।
পাড়ন — কাটা মুণ্ডেতে অবিরাম, জপিয়ে জয় রাম রাম,
আম্বারাম নিত্যধামে করে গমন।।
ফুকার — তখন কাটামুণ্ড করে ক'রে, মুহূর্মুহ উদ্বহরে, কাঁদে বিভীষণ,
পুত্রশোকের শাসন কি ভীষণ : হয় রে, বক্ষে ধরে ধরনীকে, বৈদে বলে তরুনীকে,
কোন্ পরাগে হানুলি বুকে, দারুণ পুত্রশোকের শরাসন।।
মিল — কোথায় শুনেছিস পুত্র মরে পিতার আগে—
আমার সেই দুঃখ প্রাণে জাগে,—নাইরে বিরাম।
মুখ — রামপদ করে তরণী, গেলি রে জীবনতরণী, ত্যজ্য করে ধরনীধাম।।
ডাইনা — আমায় বলরে কে তুই বিনে, চন্দ্রবদনে ডাকবে পিতা,
তোর মতো ধন পাব কোথা: তুই বিনে অন্তকালে, কে নিবে অন্তর্জলে,
বলরে কে দিবে কর্ণমূলে, তারকরূপ রামনাম।
বাদ — বুঝি জন্মের তরে, জীবন তরণীরে, তোরে হারালাম।।
অন্তরা — আমি কিস্কণে আজ রামের সনে, রণে এসেছিলাম।
বুঝি এ জীবনের তরে, জীবন তরণীরে, হাতে ধরে বিসর্জিলাম।।
আমি কি বাদ সাধিলাম, পরিচয় না দিলাম, শুধাইলেন যখন রাম।
আমায় বলেছিল মিত্র, আজি কার এ পুত্র করিতে এলো সংগ্রাম।।
আমার আপনা কপাল আপনি খেলাম, কি বাদ সাধিলাম।
আগে না জানিয়ে হয়, অগ্নি শিখায়, পতঙ্গেরই প্রায়, স্ব-ইচ্ছায় কাঁপ দিলাম।।
পরচিতান— সোনারচাঁদ তোরে বিদায় দিয়ে, কি ধন নিয়ে কি সুখে রব ভবনে।
পাড়ন — কেন মোর প্রতি ভগবান, হল না কৃপাবান, গেল না পোড়া প্রাণ, পুত্রের সনে।।
ফুকার — যখন রামের বাণে কাটে মাথা, আমি হয়ে যুক্তিদাতা, করলেম যুক্তি দান—
কথো বৈষ্ণববাণে ভগবান : হয় রে পিতা হয়ে পুত্র মারতে, রমকে বললেম অস্ত্র ধরতে,
আমার মতো স্বর্গে মর্ত্যে, কে আছে এমন পাষণ।।

কৈকেয়ীর প্রতিকৌশল্যার অনুযোগ-১নং অধিকা পাটনী

- চিতান — মধুর রামলীলা রস, সরস হতে সরস, সুরসে ভাসে রসিকগণ।
পাড়ন — ব্রহ্মার বাক্যেতে যত্ন করে রত্নাকরে, স্বকরে লিখলেন রামায়ণ।।
ফুকার — সামের অযোধ্যাধাম রাজ্য হবেন শ্রীরাম শশী,
এই কি বিধির বিধি, বাদী তায় কৈকেয়ী রূপসী : না বসে সিংহাসনে,
স্বতন্ত্র বেশভূষণে, সীতা লক্ষ্মণকে নিয়ে সনে, হলেন বনবাসী।।
মিল — রামের বনবাস কি সর্বনাশ করে শ্রবণ,
রাজ্য দশরথ ত্যজে জীবন, হয় রাম লক্ষ্মণ বলে।।
মুখ — বলে কৌশল্য কৈকেয়ীর প্রতি, কেন সতী অকালে কাল ঘটালে।।

- ডাইনা — তোরে চিরদিন সবে বলতো পতিব্রতা,
সদা থাকতি কাছে হয়ে পতির অনুগতাঃ কেন কুকর্মে হলি ব্রতী,
মতিগতি কি ভীষণঃ পতিকে বধিয়ে সতী পুত্রে দিবি সিংহাসনঃ
প্রাণে নাই দয়ার রেখা, সরল নয় গরল মাখা,
সিঁথির সিন্দুর সাবিত্রী শাঁখা, নাই আর এ কপালে।
- খাদ — ম'ল সতীর পতি এ অখ্যাতি কয় সকলে।।
- ফুকার — কত দীনদৈন্য পায়না অন্ন দিনে দিনে,
সতী জীবন জুড়ায় তবু সে পতির মিলনেঃ পতিত পতি পূজা,
পতি নয় সতীর তাজা, পতি বই রাজ্য ঐশ্বর্য্য, বেশী হয় কি গুণে।।
- মিল — পতিঘাতীর গতি নাই ভবে বলে সবে,
এমনি চিরকাল জ্বলতে হবে, পতি শোকানলে।।
- অন্তরা — সতী কত জন্মের সাধনে পেলি গো ধনী পেলি সূর্য্যকূল মণি।
নইলে হ'তি কি রাজরাণী, অযোধ্যা রমণী গো।। 'পেলি গো'
ভালবেসে তোরই বাসে গো, ও থাকত দিবস রজনী।
কেন অকালে কাল ঘটাইলি, হয়ে কাল ফণী গো (পেলি গো)।।
ও ধনি গো, ও তোর কুঁজী দাসী কুজগ্রহ, তাই বুঝি এই কুপগ্রহ,
তুই ছিলি তার রক্তগত শনি।
নইলে হানবি কেন সবার বক্ষে, দুঃখের অশনি গো (পেলি গো)
- পরচিতান — তুই যে এত কঠিন, ভাবি নাই কোন দিন, দিন পেয়ে দেখালি তার ফল।
- পাড়ন — কান্তের প্রাণান্ত, ছেড়ে গেছে জন্মের মত, তবু ত তোর চক্ষে নাই জল।।
- ফুকার — জানি সতীগণে পতির সনে করে রমণঃ বলতি যখন যেমন,
মন দিয়ে তার জোগাতি মনঃ অষ্টমী একাদশী, অমা আর পৌর্ণ্যমাসী,
তোর দোষে সর্বনাশী, পতির অকাল মরণ।।

কৈকেয়ীর প্রতিকৌশল্যার অনুযোগ-২ নং অম্বিকা পাটনীর

- চিতান — বল্যে বিধির বিধান, পাপী কি পুণ্যবান, জন্মিলে মরিবে নিশ্চয়।
- পাড়ন — জানি কপালের লেখা সব শুভাশুভ, কর্ম্মতে ধর্ম্মের পরিচয়।।
- ফুকার — মোদের কপাল মন্দ, শাপ দিয়েছে অন্ধ ঋষিঃ মরবে পুত্রশোকে
তাই হল রাম বনবাসীঃ ফলেছে মুনির বাক্য,
নাই তাতে প্রাণে দুঃখ, তুই কেন উপলক্ষ হলি সর্বনাশী।।
- মিল — শ্রীরাম বনেতে যাবে বলে চাইলি এ বর,
প্রাণে বেঁচে থাকতে নরবর, দিলি কালের হাতে।।
- মুখ — ভেসে গিয়েছে সুখের কপাল, দেখগো দেখি, পারবি কি জোড়া লাগাতে।
- ডাইনা — আমি কেমনে প্রাণ বাঁচাব বলগো ধনি,
ও তুই করলি আমায় পুত্রহারা কান্দালিনীঃ দেশেতে মরিল পতি,
পুত্র যায় বনবাসে, কায়্যা শূন্য ছায়ার প্রায় প্রাণ বাঁচে কি বাসেঃ
কি ভালবাসে তোরে ও মাতৃজ্ঞানে, পূজিত ফুলচন্দনে,
তোর কি দয়া হল না প্রাণে, রামকে বনে দিতে।
- খাদ — বিমাতার মমতা দেখে লও তা এ জগতে।।
- ফুকার — যখন করে প্রণাম, বিদায় চায় রাম হইল না দুঃখঃ দারুণ পাথালে কি বেঁকেছিলি
তোর পাষণ্ড বুকঃ ভরত পেলো রাজত্ব, রাম করতো তার দাসত্ব,

- আমি তবু ত দেখতেম নিত্য, শ্রীরামের চক্ৰমুখ॥
- মিল — থাকত দেশেতে করত না হয় রাজকার্য,
রাম কি তোর পুত্রের রাজঐশ্বর্য জোর করিয়ে নিত।
- অন্তরা — অ তোর সুখ্যাতি হয়েছে বেশ, হারালি প্রাণেশ, মছরার মন্ত্রণা শুনে।
এখন নাই প্রাণনাথ, দুইবেলা ভাত খাবি আর কেমনে গো, হারালি—
কান্ত বিনে কিবা শাস্তিগো ও নিরামিষ ভোজনে॥
যখন গেল তারা, তারাহারা ধারা বয় নয়নে গো—(হারালি)
ও ধনিগো, করবি তো অস্ত্যস্তিহ্রিয়া, সরগুর কুলেতে গিয়া,
রবে কি প্রাণ প্রাণকান্ত বিনে।
জীবন গেলে তোরা দিসগো পোড়া, আমায় সেই চিতার আওনে গো॥
- পরচিতান— পুত্রে রাজ্যে দিবি, সদা সুখে র'বি, বাজ্জা হবি রাজমাতা।
- পাড়ন — দেখবি পুত্র মুখ, চাই না রাজ্য সুখ, পতি মরুক দাম্পত্য সুখ পাবি কোথা॥
- ফুকার — সীতা লঙ্কণ সনে গেল বনে, শ্রীরাম আমারঃ ও তাই করে শ্রবণ,
অকাল মরণ হল রাজারঃ অযোধ্যায় হেন প্রলয়, ভারত সে মাতুল আলয়,
শুনে দেশে এলে মনে লয়, তুই পাবি পুরস্কার॥

সীতা বিরহে রামের শোকোচ্ছ্বাস রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা)

- চিতান — সীতা হারায়ে সীতাপতি দিবারাতি সহে অসহ্য ক্রেশ।
- পাড়ন — করে সুগ্রীবের মন্ত্রণায়, বানরকটক সহায়, মরি হায়রে হায়,
সুখময়ের দুঃখের নাই কো শেষ॥
- ফুকার — দয়াল রাম বর্ষাগমে হয়ে নিরুপায়, বানরকটক সব দিয়ে বিদায় :
ঋষ্যমুখ পর্বতে বসে, কান্দে সীতার শোকোচ্ছ্বাসে,
হতাশ প্রাণে ঝড় বাতাসে, প্রাণে দাবানল জ্বালায়॥
- মিল — প্রিয়ার শোকেতে নিরন্তর দহিছে রামের অন্তর,
অমনি কেন্দ্রে কয় শ্রীরামসুন্দর, এই সুন্দরকাণ্ডে।
- মুখ — বল ভাইরে লঙ্কণ আছে কি জানকীর জীবন, রাবণ পাষাণের দণ্ডে॥
- ভাইনা — দুষ্টের পাপ বাক্যে যখন হয়েছে সে অসম্মত, ও তার কোমল গায়ে
বেত্রাঘাত করেছে যত, : একে শোকে অনাহার, তার উপর দারুণ প্রহার,
পোড়া প্রাণটি কি আছে তাহার, এমন নরককুণ্ডে।
- খাদ — আমার মতো দুঃখী নাই কেউ এ ব্রহ্মাণ্ডে॥
- ফুকার — লঙ্কণরে, এই বর্ষাকাল অগ্নিময় দেখি, জ্বালায় বৃষ্টিতে বসে থাকি :
পুরুষের মন কঠিন এত, যে অগ্নিতে দহীভূত,
এই অগ্নি পোড়ায় জীবিত, আর কি আছে জানকী॥
- মিস — ওই শোন অশনি নির্ঘোষে এসে কাঁপে মেদিনী,
কেন পড়েনা ঐ অশনি, এই পাষাণের মুণ্ডে॥
- অন্তরা — রূপে জনকনন্দিনী, কনক নিন্দনী বিনে অঙ্ককার ভুবন।
যে রাবণের রথে, গেছে শূন্যপথে, তার আশাতে আমার আকাশে নয়ন॥
হৃদয়ে রাখিত নিশীথ শয়নে, জাগিয়া রাখিত নয়নে নয়নে,
সে নয়ন ভ্রমর কুসুম কাননে, ভ্রমে কার নাই ভ্রমণ।
এখন একপ না দেখি, যাতনায় জানকী, মুদিল কি আঁখি জনমের মতন॥
- পরচিতান— মোহের আবেশে মেঘের মত, অবিরত ঝরে নয়নজল।

- পাড়ন — না গেলে শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস, দিক হবে সুপ্রকাশ,
আমার হৃদয় আকাশ, ফিরে ফিরে হবে নির্মল।।
- ফুকার — লক্ষ্মণ রে, স্ত্রীহীন স্ত্রীহীন পুরুষ যে আছে, ও সে কি সুখে কেন বাঁচে, :
আবার তারে পাবার কারণ, আশায় করি জীবনধারণ,
যখন ওনবো সীতার মরণ, এ প্রাণ যাবে তার পাছে।।
- মিল — বনে এসেছি পিতৃসত্য করতে পালন,
কেন শোকের জ্বলিত জ্বলন, বাড়ে দণ্ডে দণ্ডে।। (১৩৪০ সাল)

মৃত্যুবাণ দর্শনে রাবণের অনুতাপ

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — হায় হায় সপ্তদিন রাম-রাবণে, যুদ্ধ লঙ্কাভবনে, চলিল একাদিক্রমে।
- পাড়ন — যখন রাবণের মৃত্যুবাণ, জুড়িল ভগবান, দেখে রাবণের প্রাণ মরজগতে ভ্রমে।।
- ফুকার — রাজার শেষের দিনে ক্রেশের দৃশ্য যুগপৎ উদাস্য নৈরাশ্য,
দুঃখ শোক তাপ মৃত্যু ভয় : অতি নিকটে বিকট ভাবে এসে প্রকট হয় :
এরূপ মহাকালের করালগ্রাসে, স্বকর্মে সবাই পড়িবে শেষে,
যাতে মুক্ত হতে পারলো না সে, ও সে প্রভুর ভক্ত দুভাই জয় বিজয়।।
- মিল — গতকালের এক স্মৃতি বিপদে হৃদয়ে উদয়,—
রাবণ রামকে কয়, কাতর নয়নে চাহি।
- মুখ — ও রাম কমল অঁখি, একি একি ও কি দেখি, রামরাঘব ত্রাহি ত্রাহি।।
- ডাইনা — কি ভীষণ বিভীষিকা, নরকাগ্নির শত শিখা, কোথা যাই আমি নিরাশ্রিত,
আমার পূজ্যধন ধূজটি আজ কুণ্ডলটিকাবৃত :
সে তো কাল হয়ে সব গ্রাস করিল, আমার পুত্র পৌত্র যত ছিল :
পুত্রশোকের অগ্নিপিত্ত, দহিল রে হৃদিপিত্ত, লঙ্কাকাণ্ডে সবই হল শেষ :
আত্মকৃত মহাপাপে, পড়েছি এই অনুতাপে, ঘোর নরকে করেছি প্রবেশ :
হরি হরি তরীতে, হবে আজ পার করিতে, বিপদসাগর তরিতে, কেবলং তব কৃপাহি।
- খাদ — নিদানে কৃপানিদ্ধু বিনে বন্ধু নাহি।
- ফুকার — আমি অহঙ্কারে মেরে ডঙ্কা, স্বর্গ হতে স্বর্ণলঙ্কা গড়েছিলাম অত্যাঙ্কল,
সে সব স্মরণে মরণে আসে চক্ষে জল : এরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় সংসার গড়ে,
যেতে হবে এখন সকল ছেড়ে, এমন সোনার পুরী রইল পড়ে,
কেবল সঙ্গে যাবে আমার কর্মফল।।
- মিল — লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা আমার বক্ষে রইল —
এ যে কার ইচ্ছায় কি ঘটিল, দুঃখ করে কহি।।
- অন্তরা — ও রাম করুনার সাগর।
তুমি শমন শঙ্কাহারী, মুকুন্দমুরারি বিপদবারি পরাণের ঈশ্বর।।
আমি পড়ে মায়ায় হাতে, ঘোর নরকের পথে, এতদূর হয়েছি অগ্রসর :
আমায় ফিরাইয়া নিতে দেবতার হিতে, তুমি ধরিয়াছ ধনুঃশর।
আমি যখন তোমার শরে, যাবো লোকান্তরে, তাজিয়া পাপ কলেবর।
আমার হৃদি পীঠাসনে, মা জানকীর সনে, তুমি দাঁড়ইও রাম রঘুবর।।
- পরচিতান — ইন্দ্র চন্দ্র আর শনি অরুণ, কুবের যম বায়ু বরুণ, সবে মোর ছিল আজ্ঞাধীন।
- পাড়ন — কেবা কালচক্র ঘুরাল, সকলি কুরাল,
যারা মিত্র ছিল শত্রু হল পেয়ে দুর্দিন।।
- ফুকার — আমি করিয়ে ইন্দ্রিয় সেবা, মহাপাপ না করলেম কিবা, ভুলিয়ে পরতত্ত্ব :

করতে চাই না আর অসত্যের এই দাসত্ব :
দশম দশায় পড়ে দশগিরি, দশদিকে রাম আমি তোমায় হেরি,
ব্রহ্মবাণ মরমে মারি, আমায় করে নাও নিত্য ভৃত্য ॥

মিল — ধনুর্বাণ ফেলে ধরাতলে তোমায় করি প্রণাম ; —
যাত্রাকালে তারকব্রহ্ম নাম অবিরত গাহি ॥ (১৩৫০ সাল)

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে যশোমতীর ক্রন্দন রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্য দিনে অন্ধকার।
পাড়ন — ব্রজবাসী যারা, শোকে দুঃখে আত্মহারা, নিশিদিন করে হাহাকার।
ফুকার — যশোমতী কেন্দ্রে ঘোরে পথে পথে, পাগলিনীর মত কি বলতেছে কি বলিতে :
যখনি দেখে যারে, শতবার সুধায় তারে,
তোমরা কি গোপালেরে কেউ দেখেছ যেতে ॥

মিল — রাণীর ক্রন্দনে নন্দ গিয়ে দেয় সান্ত্বনা,—
সে মানায় মন মানে না, রাণী কেন্দ্রে বলে ॥

মুখ — বল মহারাজ, ভবে বেঁচে কি কাজ, তাই হবে কি এই কপালে ॥

ডাইনা — ব্রজের কথা কি বাছার আমার মনে আছে,
এত দিন তো সে আমারে ভুলে গেছে,
নিশিদিন কেন্দ্রে মরি, আর দুঃখ সহিতে নারি,
চল যমুনায় ভুবে মরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।

বাদ — দুঃখিনীর পোড়া মনে এখন কত বলে ॥

ফুকার — ও যার গুণমুগ্ধ পশুপাখি তরুলতা, আমি সেই কৃষ্ণের মা, আমার কত ব্যথা :
সর্বত্র দেখলাম খুঁজে, জুড়াতে স্থান নাই এ ব্রজে,
নিশিদিন হৃদয় মাঝে, জলে শোকের চিতা ॥

মিল — আছি কি সুখে ব্রজবাসে আমি শূন্য গৃহে,
অহরহ এই দেহ দহে, বাছার শোকানলে ॥

অন্তরা — কহ রাজা আর কি পাব গোপালে।
সে কি পূর্বের মতো মা মা বলে, আসবে আমার কোলে ॥
আশালতা প্রতি পলে হতেছে প্রবল, আশা বৃক্ষে ফলিবে কি বিষময় ফল,
(না কি বিষময় ফল ধরিবে / ও সেই বিষে এ দেহ জারিবে / ও তাই
যদি হয় বল দেখি / আমি তবে কেন বেঁচে থাকি / আমার
প্রাণ গোপালে না পাই যদি)
কভু পিঞ্জরের পোয়া পাখি, আসে কি উড়ে গেলে ॥

পরিচিতান — আমি শুনেছি আমার গোপাল হয়েছে যুবরাজ।

পাড়ন — সে যে দুধের ছেলে, সকাল বিকাল রাখতাম কোলে,
তার কি সাজে রাজার সাজ ॥

ফুকার — গোপাল রাজা হয়ে না জানি আছে কি সুখে,
তারে ক্ষুধার বেলায় ক্ষীর ননী কে দেয় মুখে :
নিশিতে নিদ্রা ভুলে, কে তারে করে কোলে,
কান্দিয়া মা মা বলে, গোপাল করে ডাকে ॥

মিল — বৃকের আগুন যে শত সহস্রগুণ প্রবল হলো —
এ প্রাণ কেন বা যায় না বল, কোন শাপের ফলে ॥

হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণনিন্দায় প্রহাদের খেদোক্তি

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে 'ক' অক্ষর দৃষ্টি করে, প্রহাদের ঝরে নয়নজল।
- পাড়ন — ও তার পিতার কুমন্ত্রণায়, পড়ে ঘোর যন্ত্রণায়,
প্রহাদ তবু গায়, হরে কৃষ্ণ হরি বল।।
- ফুকার — কৃষ্ণনামের শুণে গরল হল অমৃত সমান : ওই নাম জপে তুণে পেইল
অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ, : হিরণ্যকশিপু হেরে, দুঃখে কৃষ্ণ নিন্দা করে,
প্রহাদ অমনি শ্রবণ করে, শিশুর কঁদে কঁদে ওঠে প্রাণ।।
- মিল — পুত্র নাশিতে দৈত্য করে তীক্ষ্ণ অসি করে, অমনি জনকের চরণ ধরে,
প্রহাদ বলে কেন্দে।
- মুখ — পিতা ধরি পদে, বধ এ প্রহাদে, করোনা আর কৃষ্ণ নিন্দে।।
- ভাইনা — তুমি যখনে অগ্নিকুণ্ডে আমায় দিয়েছিলে, আমায় রাখিতে ত্রিলোকপালক
এসে কৈল কোলে : যে ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডময়, তার দয়ার এই পরিচয়,
ও তার করুণায় দুঃখের সময় আছি প্রেমানন্দে।
- খাদ — দেহ প্রাণ সঁপে দিয়েছি সেই পদারবিন্দে।।
- ফুকার — আমি শত দণ্ড সইতে পারি অমানবদনে, তবু প্রভুর নিন্দে আমার সহেনা প্রাণে :
আমার কেন যেন জাগে চিন্তে, সে বিনে সকলি মিথ্যে,
প্রাণ কান্দে যার নাম মাহাশ্যো, তার মাহাশ্য ভবে কে জানে।।
- মিল — কৃষ্ণ নাম বলতে বাম হয়েছ পিতঃ আমার প্রতি,
কৃষ্ণে নিষ্ঠা এই শিশুমতি, কিসে রাখি বেদে।।
- অন্তরা — কেমনে ভুলিব পিতঃ কৃষ্ণনাম।
ও যার নাম স্মরণে প্রেমের উদয়, নয়ন ঝরে অবিরাম।।
বধ পিতঃ বধ মোরে, বলি আমি উচ্চৈঃস্বরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম।
ও নাম বলতে বলতে যদি মরি, প্রাপ্ত হব গোলোকধাম।।
যার জন্য বধ আমারে, মরে যেন পাই তাহারে, তাহলে পুরিবে মনস্কাম।
আমি দেহ ছেড়ে দেখি যেন, যুগলকিশোর রাখাশ্যাম।।
- পরচিতান — বিষয় মদে হয়ে উন্মত্ত, ভুলেছ পরম তত্ত্ব, অনিত্য সত্য ভেবেছ।
- পাড়ন — গেল হইকাল পরকাল, ভাঙল মুখের কপাল,
মায়া মহীপাল হয়ে ভবে কয়দিন আছ।।
- ফুকার — পিতঃ এদিন তোমার কদিন রবে ভবে দেখ তাই,
একদিন ভবের খেলা ছাড়িবে সবাই :
যেদিন মহানিদ্রায় শব হবে সব, কোথায় রবে সেদিন অতুল বৈভব,
কোথায় রবে বন্ধুবান্ধব, দীনবন্ধু বিনে সেদিন বন্ধু নাই।।
- মিল — আমার শেষ দিনে সবে বল একবার হরি হরি,—
হরিনাম শুনে যদি মরি পাব হরিচান্দে।। (১৩২৮ সাল)

হিরণ্যকশিপু অনুতাপ

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — জাগদ্বন্ধুর রিপু হিরণ্যকশিপু দৈত্যকুলেতে দোদাঁড়।
- পাড়ন — ভক্ত পুত্র পেয়ে কোলে, কত কষ্ট দিলে ব্রহ্মশাপের ফলে,
ভক্তরাজ আজ ঘোর পাষণ্ড।।
- ফুকার — ভক্তের মান রাখিতে ভক্তবৎসল স্তম্ভে কৈল বাস : পরে নরহরিরূপে পরকাশ :

- যুদ্ধে দৈত্যকে পরাস্ত করে, উরুপরে তারে চেপে ধরে,
কমলহস্তে বন্ধচিরে, হায় হায় সম্মুখে তার আজ তাজে শেষ নিঃশ্বাস ॥
- মিল — মৃত্যুবলে তার জাগরিত হল পূর্বকৃতি, কেন্দ্রে কয় দৈত্যপতি, ছেড়ে নয়নের জল।
- মুখ — প্রহ্লাদ আয়রে কোলে, আমার নিদানকালে, বিধান কর অস্ত্রিমের সম্বল ॥
- ডাইনা — আমি কৈকুটে ছিলাম হরির দ্বারের দ্বারী, ব্রহ্মশাপেতে দৈত্যসেহ ধারণ করিঃ
আমায় তারিতে হরি, সেজেছে নরহরি, এখন পাপসেহ পরিহরি হরি হরি বল।
- খাদ — পাপের তনুতে জ্বলছে অনুতাপের অনল ॥
- ফুকার — জানি ভক্তের মুখে ভোজন করে আপনি ভগবান, আমি জগদীশকে বিষ
করেছি দান : কতপ্রহার করে তোর শরীরে, কত মেরেছিরে শ্রীহরিরে,
এই অনুতাপ-অনল ঘিরে, পুড়ে ছাই হল রে আমার পাষণ প্রাণ ॥
- মিল — কর্মফলেতে কোলে পেয়ে এমন পুত্ররতন,
তোরে একদিন করলেম না যতন, হয়ে ফ্রোখে পাগল ॥
- অন্তরা — আমার অন্তকালে কর্ণমূলে বলরে হরি হরি।
আমি হরি বলে হরির কোলে, হরিনামের সঙ্গে মরি ॥
আমায় ঘিরে ঘুরে ঘুরে, সুমধুর স্বরে বলরে উচ্চৈঃস্বরে—
হরে কৃষ্ণ হরে হরে, পান করি সে মাধুরী।
আমি নামের বসে ভেসে ভেসে, আজ দেশে যাত্রা করি ॥
- পরচিতান — আমি রক্তের জোরে, হরিভক্তের পরে, করেছি কত অত্যাচার।
- পাড়ন — ও তুই ক্ষমা না করিলে, পাপ নিয়ে মরিলে,
আমার কোনকালে এ পাপের আর নাইরে উদ্ধার ॥
- ফুকার — আমি অন্ধকারে বন্দী ছিলাম অসার আমোদে, আনন্দে,
এখন সেই পাপে এই প্রাণ বড় কাঁদে :
ছিল যে কৃষ্ণনাম আমার কণ্ঠের মালা, সেইনাম বলতে তোরে দিলাম জ্বালা,
বিদায় হয়ে যাবার বেলা, আশা পূর্ণ করে ঐ নাম কর্ণে দে ॥
- মিল — অচল রতি হয় যেন হরিনামে,
পরিণামে আমি পাই যেন নিত্যধামে, হরির চরণযুগল ॥ (১৩২৯ সাল)

বস্ত্রহরণ (দ্রৌপদীর বিলাপ)

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — পাশাতে সর্বত্র হারে ধর্ম নরবর।
- পাড়ন — তখন দুষ্টগণে কষ্ট দিতে ধর্মের মনে, পাপের পথে হল অগ্রসর ॥
- ফুকার — করে দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ, করে দুঃশাসন দুঃশাসন ভীষণ অত্যাচার :
ভয়ে করে সতী হাহাকার : কুরুসভায় ধরে এনে, দুর্বলা অবলার বসন টানে,
চেয়ে পঞ্চ পতির পানে, সতীর দু'নয়নে শতধার ॥
- মিল — আর ত এ সময় কেহ নাই যে এসে রক্ষা করে,
সতী দু'বাধ উচ্চ করে উচ্চৈঃস্বরে বলে।
- মুখ — দীনবন্ধু হরি, আর ত সইতে নারি, বিপদকালে কোথায় রলে ॥
- ডাইনা — বেঁধে ধর্মসূতে ধর্ম সূতে, রেখেছ হে বড় যাতনাতে,
চৌদিকেতে হাসে কৌরব, পাণ্ডবের মহা বৌরব, :
আজ সেই ন্যায় ধর্মের সৌরভ গৌরব, বুঝি গেল জলে।
- খাদ — দয়াময় নাম কি যাবে দুষ্টের কূট কৌশলে ॥
- ফুকার — থাকতে পঞ্চ স্বামী বর্তমান, কুরুসভায় অপমান সইতে নারি আর,

- দারুন বিধির কি অবিচার : পরের দুঃখ দেখলে চক্ষে, প্রাণ দিয়ে যে করে
রক্ষে, কেউ নাই সে ধর্মের পক্ষে, বুঝলাম দুঃখের সময় কেবা কার।।
- মিল — ওই যে বৃকোদর বসে আছে বৃদ্ধ বৃকের মতো,
মরমের দুঃখ কত, উঠছে জ্বলে জ্বলে।
- অন্তরা — এখনও যে প্রাণ দেহে রয়েছে, আর কত আছে বাকী।
আমি স্বামীগণ সম্মুখে, বস্ত্র নাই মস্তকে, হস্ত দিয়ে কখন বক্ষ ঢাকি।
এই অভাগিনীর দুঃখ দেখে, শিষ্টগণে কষ্টে কাঁদে অধোমুখে,
এই যে কলঙ্ককালিমা অঙ্গে মেখে, কোন মুখে আমি বেঁচে থাকি।।
- পর চিতান— পড়েছি এই ঘোর নরকে রক্ষক কেহ নাই।
- পাড়ন — ভীষণ বিভীষিকা, নরকাগ্নির শত শিখা, হৃদিপিণ্ড পুড়ে হল ছাই।।
- ফুকার — তুমি নরকাস্তকারী শ্যাম, তোমার নরকবারক হরিনাম, নয়ন মুদে লই :
আর ত উপায় নাই তোমা বই : হরি তোমার কৃপা হলে,
ত্রিলোক তরে অবহেলে, এদাসীবে উপস্থিলে, তোমার দয়াময় নাম থাকে বই ।।
- মিল — ধর্ম রাখিতে এত কষ্ট জীবের ঘটিলে পর,—
বল কয়জন সেই ধর্মের আদর, করবে ভূমণ্ডলে।। (১৩৩১ সাল)

অভিমন্যুর মৃত্যুতে উত্তরার বিলাপ রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — এমন ধন্য বীর অভিমন্যু অন্যায় যুদ্ধে মরে।
- পাড়ন — অমনি এই সংবাদ বজ্রের মত, পুরে পশিল দ্রুত,
ধর্মের পক্ষে যত, কোঁদে উঠল ঘরে ঘরে।
- ফুকার — শুনে পতির মৃত্যু উত্তরা, দু'নয়নে শত ধারা, ধারায় গড়াগড়ি যায় : যেন প্রাণ
গেলে তার প্রাণ জুড়ায় : হায় গো, কৈ গেল সে সুখ পালঙ্ক, এ জীবনে হল
সুখ ভঙ্গ, সোনার খাটের সোনার অঙ্গ, আজ যে ঢলে পল মুক্তিকায়।।
- মিল — দেবীর ব্রহ্মদেবে নন্দের নন্দন দাড়াইল সম্মুখে, অমনি কৃষ্ণরূপ চক্ষু দেখে, কাঁদে লক্ষণগে।
- মুখ — ভাগ্যে এই কি ছিল, সাধের হাট মোর ভেঙ্গে গেল, দয়াময় শ্যাম বর্তমানে।
- ডাইনা — সপ্ত রথীতে ঘিরে যখন মাঝে প্রাণকণ্ঠে, না জানি প্রাণ ভাজেছে কত কান্ধে কান্ধে
তাহার বলতে কেউ ছিলনা, কাহারো দেখা পেলনা, রইল শেল সম এ যাতনা,
অভাগিনীর প্রাণে।।
- খাদ — কত দুঃখ উঠে অভাগিনীর মনে।।
- ফুকার — পেয়ে গত নিশি কত সুখ, নাথের বৃকে দিয়ে বৃক, ঘুমিয়ে দেখলেম কুস্বপন :
আবার নিশি ভোরে বিস্মরণ : যখন বিদায় নিতে এল নাথ, প্রাণ কোঁদে কয়
অবিরত, এই দেখা তোর জন্মের মত, তবু বিদায় দিলাম আমার হৃদয়ধন।।
- মিল — ক্রমে কত কল কত আশা ছিল কত বিশ্বাস, হল বিশ্বাসে এই সর্বনাশ, আমার এত দিনে।
- অন্তরা — এমন ঘোর নরকে কি সুখে প্রাণ দেহে আছিস বল।
চেয়ে দেখ ধর্মরাজের কর্ম বৃক্ষে ফলেছে বিঘের ফল।।
ও তুই ছিলি যার সোহাগে, সে গিয়েছে আগে, বৃকে দিয়ে দুঃখানল।
এখন কৃষ্ণের সম্মুখে, কৃষ্ণ বলে মুখে, নাথের পিছে পিছে চল।।
- পরচিতান— হায় হায় মরণ নাই আমার, অপার দুঃখ আছে কপালে।
- পাড়ন — যদি না হইতাম গর্ভবতী, আজ হইতাম আশ্রয়ধাতী,
দিতাম প্রাণাধতি, চিতাকুণ্ডের দীপ্তানলে।।
- ফুকার — হায় ২ কপালে দুঃখ খণ্ডাতে, কেহ নাই ব্রহ্মাণ্ডেতে, কান্ধেতে হবে চিরদিন, রইল

মরমে এই দুঃখের চিন্ : হায়রে, সপ্তরথী একজুরে, অন্যায় যুদ্ধে প্রাণকান্তে
মারে, ধর্ম দেখল কেমন করে, হায় ধর্ম কিরে এত শক্তিহীন।।

মিল — ধর্মের পিতা শ্যাম বর্তমানে হল ধর্মের হানি,
দেখব এই দুঃখের ছবিখানি, বাঁচি যতদিনে।। (১৩২৮ সাল)

ভক্তের আকৃতি (ধ্রুবের শ্রীহরি দর্শন) রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — সরল বিশ্বাসে শিশুকালে, সুনীতি মায়ের কোলে, ধ্রুব যায় হরিসাধনে।
- পাড়ন — নিয়ে ভক্তির আশ্রয়, একাকী নিরাশ্রয়, কঠোর তপস্যায়,
বাধ্য কৈল অসাধ্য সাধনের ধনে।।
- ফুকার — একে সরল বিশ্বাস নির্মল ভক্তির আকর্ষণ, তাতে পীতবসন দিল দরশনঃ
দেখে বনমালা দোলে গলে, রাধানামের চূড়া বামে হেলে,
কালোমানিক পেয়ে কোলে, নবরসে দ্রব ধ্রুব শিশুর মন।।
- মিল — শিশুর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলে, উৎকণ্ঠে বালক বলে সে বৈকুণ্ঠনাথে।
- মুখ — ওহে দয়াল হরি, তুমি দয়া করি, চল এই বালকের সাথে।।
- ডাইনা — আমার মা আমায় পাঠায়েছে তোমার সাধনাতে, বহু কষ্টে চেয়ে আছে মাতা,
আমার আসা পথে, : তুমি না গেলে পরে, একা যাবনা ঘরে,
আমার বাসনা জননীরে এরূপ দেখাইতে।
- খাদ — শক্তি নাই ভক্তি ডোরে তোমায় বেঁধে নিতে।।
- ফুকার — তোমার রূপের আভায় প্রতিপলে দ্বিগুণ বাড়ে সুখ,
অসার আশালতার হল শতমুখ :
তোমায় নিয়ে নগরে নগরে, দোখাইব জীবের ঘরে ঘরে ;
এই অপরূপ দেখলে পরে, জীব মুক্ত হবে সংসার নরক দুখ।।
- মিল — তোমার এই রূপ যে না দেখিছে, তার তো জনম মিছে,—
সে তো আঁধারে কান্দিতোছে মায়ায় যাতনাতে।।
- অন্তরা — শ্যাম পীতাম্বর এই বর দাও এই বালকে।
যেন ভুলোকবাসী হাসে তোমার কৃপাশীল আলোকে।।
তোমার করুণার্ণবে, ডুবাও সকল মানবে,—
যেন কর্ম ভক্তি প্রেমে তোমাকে সেবে।
যেন আকুল প্রাণে কান্দে সবে, তোমার প্রেমের ঝলকে।।
আমার অন্য আশা নাই, তোমার চরণে জানাই,—
যেন জগৎভরে তোমার গুণগান শুনিতে পাই।
শেষে সবে মিলে হরি বলে, যাব মোরা গোলোকে।।
- পরচিতান— যদি ইঁটিতে পাও হে কষ্ট, ওঠ হে জগন্দিষ্ট, বালকের স্বপ্নের পরে।
- পাড়ন — তব শ্রীপদযুগলে, ধরে বক্ষস্থলে,
আমি হরিষে হরি বলে, যাত্রা করি অতি ধীরে ধীরে।।
- ফুকার — আগে আমার সঙ্গে চল তুমি, কৃষ্ণ গুণধাম : দেখে পূর্ণ হবে আমার
মায়ের মনস্কাম, : শেষে হৃদে রেখে মাতৃস্নেহে, তুমি আমি মিলে দৌড়ে,
শেষে যাব তোমার গৃহে, দেখব কেমন তোমার নিত্য শান্তিধাম।।
- মিল — তোমার নিত্য গোলোক বৈকুণ্ঠ চাইনা একা একা,
আগে সব্বারে দাও হে দেখা, তুমি স্বরূপেতে।। (১৩৩৩ সাল)

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগে অর্জুনের বিলাপ রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কালের করাল করে, জরা ব্যাধের শরে, হায় হায় কৃষ্ণ ম'ল।
- পাড়ন — শুনে এই সংবাদ অর্জুন বীর, হয়ে ঘরের বাহির,—
মণিহারা ফণীর মত সে দ্বারকায় প'ল।
- ফুকার — বীরের কঠিন হৃদয় ভেদিল, কি ভীষণ শোক শেলবাট, দুঃখে আপনি ভাসে
আপনা ললাট : হায় হায় জন্মের শেষ এই দেখাদেখি, করে কত ডাকাডাকি,
বেচাকেনা থাকতে বাকী, ঘোর অন্ধকার ও তার ভবের হাট।।
- মিল — অতি কাতরে কোলে নিয়ে কৃষ্ণ মৃতদেহ,
বীরের হতেছে অন্তর্দাহ, কেঁদে কেঁদে বলে।
- মুখ — ও ভাই বনমালী, একাকী তুই কোথা গেলি, ভাসাইয়া অকুল সলিলে।।
- প্যাচ — ও ভাই তুই ছিলি সব অন্তরঙ্গের দেহরথের রথী,
দয়া করে হলে আমার কাঠরথের সারথি :
অচল করে সবাকারে, তুই র'লি ভাই শবাকারে,
প্রভা নাই আজ প্রভাকরে, দিবসে হয়েছে রাত্তি :
অন্ধকার এ রৌরবে, কে রবে কার গৌরবে,
মোদের তোর সাথে যেতে হবে, ও তুই না ফিরিলে।
- খাদ — তোর মত ভাই ত্রিভুবনে আর কি মিলে।।
- ফুকার — ও তোর শোক সমুদ্রের রুদ্ধ আগুন, ভীষণ তার প্রতাপ : আমার সেই তাপে আজ
মিলেছে ত্রিতাপ : হায়, যে অঙ্গ সাজাতেম ফুলে, তাই আজ দিতে হবে চিতায় তুলে,
এই হাতে তোর আগুন জ্বলে, আমি সেই আগুন দিব ঝাঁপ।।
- মিল — ও ভাই ফিরে আয়, নিয়ে যারে সঙ্গে করে,—
কেন না বলে গেলি মোরে, এ তোর কেমন লীলে।।
- অন্তরা — ফিরে আয় রে গোকুলবিহারী।
তুই যে অকুল কাণ্ডারী, তুই যে অকুল কাণ্ডারী।।
কালীদহের বিষজলে, মরে বাঁচলি শিশুকালে,
কর দেখি সে মধুর লীলে, জনম সফল করি।
(কৃষ্ণ রে) নইলে তুই বিহনে মরবে প্রাণে, যত পুরুষ নারী,
(ও তোর যত পুরুষ নারী)।।
যদি হয়ে থাকে লীলা সঙ্গ, বারেক ফিরে আয় ত্রিভঙ্গ,
অনুগত অন্তরঙ্গ, নে রে সঙ্গে করি (কৃষ্ণ রে)।
শেষে তোরে নিয়ে, ব্রজে গিয়ে, এক সাথে সব মরি,
(আমরা এক সাথে সব মরি)।।
- পরচিতান— ও তোর যদু বংশ, আগে করলি ক্ষৎস, এই কি করবি বলে।
- পাড়ন — কুলের অবলা নারীগণ, নিলি না কি কারণ,
এ তাপ রৌদ্রকিরণ, পেয়ে ছিন্ন কমলদলে।।
- ফুকার — ও তুই মরিলে বাঁচাতে পারিস, যদি করিস মন : ভাইরে তোর সাজে কি
এই সাজে মরণ : হায়, দাঁড়াইয়ে অন্তরীক্ষে, অন্তরঙ্গের দুঃখ দেখ রে চক্ষে,
কি শেল দিয়ে সবার বক্ষে, করলি মানবলীলা সংবরণ।।
- মিল — ও তোর অভাবে ঘোর অন্ধকার, দেখি যুগাবসান,—
করবো সকলে মহাপ্রস্থান, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।। (১৩৩৯ সাল)

বিশ্বমঙ্গলের অনুতাপ

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — চিত্তার ভৰ্ৎসনে অন্ধ হয়ে বৃন্দাবনে উপনীত সে বিশ্বমঙ্গল।
- পাউন — খুঁজে না পেয়ে তাঁহারে, বসে অনাহারে, অবিরত ধারে করে দু'নয়নের জল।।
- ফুকার — ভক্তের কান্না দেখে ভক্তবৎসল, নিয়ে ছদ্মবেশে খাদ্য সকল,
গভীর রাত্রে কৃষ্ণ আসিল : ভক্তের দুঃখরাশি নাশিল : হায়রে —
মিষ্ট বাক্যে কৃষ্ণগঞ্জে, অন্ধ বিশ্বমঙ্গল চিনল শ্রীগোবিন্দে,
হস্ত দিয়া হস্ত বান্ধে, কৃষ্ণ ছাড়াইয়ে দূরে দাঁড়াল।।
- মিল — অধরচাঁদ ধরে হারা হয়ে মন যে পাগল পাগল,—
অমনি ছেড়ে দুই নয়নের জল, ঠাকুর কেন্দ্রে বলে।
- মুখ — কৃষ্ণ গুণনিধি, দয়া করে এলে যদি, আবার কেন লুকালে।।
- ডাইনা — আমায় কেন দিলে মন কিগো, আমায় কেন দিলে মন কি। আগে তুমি
ডেকেছ না, আমি তোমায় ডাকি : না হয় কেশ্যাসক্ত অভক্ত আমি যোর পাতকী :
হরি তুমি যারে স্পর্শ করো, তার দেহে পাপ থাকতে পারে না কি :
ছেড়ে দাও যুগল আঁখি, প্রাণ ভরে ওই রূপ দেখি।
হরি বলে আজ মরে থাকি, তোমার চরণ তলে।
- খাদ — আমার পাপে তাপে এত কাল গিয়াছে চলে।।
- ফুকার — আমার গায় লেগেছে ব্রজের ধূলি, কত বৃক্ষের সঙ্গে কোলাকুলি,
করেছি পথ না দেখে, দেহ ক্ষত হল কন্টকে : হায়রে —
ভক্তিপথের পঞ্চকঁটা, আমার সর্ব অঙ্গে প্রভু ছিল আঁটা,
বন্ধ হয়ে ব্রজের কঁটা, সে সব খুলে দিল আমাকে।
- মিল — অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতাম তোমার অদর্শনে,
আমার প্রাণ থাকতে আসবে কেনে, দয়াময় না হলে।।
- অন্তরা — আমার লোভে ক্ষোভে বুক ফেটে যায়, নয়কযুগল অন্ধ।
আঁখি খুলতে নারি ডুলতে নারি, কমল অঙ্গের গন্ধ।।
ওগো বড় পেয়ে মিঠে, নাহি মিটে মন নয়নের স্বন্দ।
রবে আর কতকাল নিদ্রা হয়ে, হৃদয়ের বন্ধো।।
বড় বাঙ্খা মনে, হেরব দু'নয়নে, আশাপূর্ণ হবে কতক্ষণে, হেরব ওরূপ দু'নয়নে,
আমি তাই এসেছি বৃন্দাবনে। হেরব ওরূপ দু'নয়নে। মধুর কদম্ব কোরক কান্তি,
হেরিয়া লভিব শান্তি, আমার দূরে যাবে মায়া ক্রান্তি, (হেরিয়া লভিব শান্তি)
(এস এস হে) : প্রভু ওখানে দাঁড়িয়ে কেনে, তুমি মরমের বেদনা জান, এসো
এসো হে। আগে আমি ছিলাম পতিত, সেকাল হয়েছে অতীত, তোমার পরশে
তোমার দাস (হরিহে) হৃদয় মন্দিরে রেখে, ভজিব মজিব সুখে, পূর্ণ কর এই
অভিলাষ, হরি হে পূর্ণ কর এই অভিলাষ। ওগো কেন রসময় হেন অসময়
আর কর চতুরালি, আমার এই নিবেদন যায় হে জীবন, দাও হে চরণধূলি।
(চিত্তামণি) অনাথের নাথ চিত্তামণি, এই অন্ধ বিশ্বের নয়নমণি। অনাথের
নাথ চিত্তামণি। অশুচি নয়নদুটি সূঁচিতে বিদ্ধিয়া, কাতর তোমার তরে কান্দিয়া
কান্দিয়া (আর কান্দাইওনা) কান্দিতে পারি না হরি, আর কান্দাইওনা (ঝুমুর)
কাছে দাঁড়াও এসে, আমায় প্রেমনয়ন দান কর করপরশে : তুমি রসিকনাগর,
কৃষ্ণ দয়ার সাগর, দয়া করহে, সন্তানের সন্তাপ হরহে, রাহিকে রাখিয়া বামে,
দাঁড়াও হে বাঁকা ঠামে, আমি ডুবে যাই কৃষ্ণপ্রেম মধুর রসে, কাছে দাঁড়াও

- এসে, তোমার তৃষ্ণাতুরের প্রাণ ভরে দাও কৃষ্ণ প্রেমানন্দ।।
- পর চিতান— আমি বহুদূর ঘুরে ঘুরে তোমার তরে, বড়ই হয়েছি ক্লান্ত।
- পাড়ন — আমার মরণে দিয়ে বাধা, নাশিতে ভবক্ষুধা, নিয়ে প্রেমসুখ এসেছ রাখাকান্ত।।
- ফুকার — তুমি দুর্বলের বল, দুর্বলেরে কেন ধাক্কা দাও উপেক্ষা করে : আমায় ভেবেউষ্মন্ত,
এই কি দয়ালের বিশেষত্ব : হায়রে, যদি নিদ্রা হয়ে হৃদয় হতে, পার ছাড়ইয়া
দূরে দাঁড়ইতে লক্ষ মুখে ত্রৈলোক্যেতে, তোমার প্রশংসিবে বীরত্ব।।
- মিল — চিন্তামণি আর চিন্তা নাই হে, তোমায় পাই বা না পাই,
যেন ব্রজের রঞ্জে মিশে যাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।। (১৩৩৮ সাল)

শচীমায়ের অঙ্গে যশোদার ভাবাবেশ

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ব্রজলীলা পরিহরি হল হরি গৌর অবতার।
- পাড়ন — আছে নদেবাসী, প্রেমানন্দে দিবানিশি, অনেকের হয় ব্রজভাব বিকার।।
- ফুকার — একদিন খেলতেছে নিমাই, ধরতে গিয়ে শচীমায়ের হল কি বালিহি :
কচি নিমাই কাঁচা স্বর্ণ, তারে দেখে কৃষ্ণ বর্ণ,
শচীর নয়ন জলে পূর্ণ, আশ্ব স্মৃতি নাই।।
- মিল — শচীমায়ের অঙ্গে হল, যশোদার আবেশ,
ব্রজভাবে হয়ে নিবেশ, প্রলাপী এই বলতেছে।
- মুখ — অনেক দিনের পরে গোপাল, মা বলে কি মনে পড়েছে।।
- ভাইনা — কাল বলে তুই ফাঁকি দিয়ে গেলি মথুরায়,
সেদিন হতে ধরায় পড়ে, শোকাগুনে পুড়ে পুড়ে, জীর্ণ শীর্ণ গায়,
শিকলিকাটা নিঠুর পাখি, আয় তোর চাঁদমুখ দেখি,
অমন করে লুকায়ে কি, মাকে কান্দাতে আছে।
- খাদ — কেবল তোরে দেখবার আশায়, এ দুর্দশায় আছি বেঁচে।।
- ফুকার — গোপাল এই যে বৃন্দাবন, তোরে হারা হয়ে সবে আছে অচেতন :
সবাকার প্রাণ কেড়ে নিয়ে, পোড়ালি তুই আগুন দিয়ে,
তোর কিরে পাষণের হিয়ে, ও প্রাণ জুড়ানো ধন।।
- মিল — কত লতা বৃক্ষের পাতা ঝরছে কতবার,
সবাকার শবাকার আকার, তুই বিনে এই হয়েছে।।
- অন্তরা — মাখনচোরা দেরে ধরা, আয়রে তোরে বুকে ধরি।
নাইরে সে বল, নাইরে সেদিন, তাইতে তোরে ধরতে নারি।।
কত আগুন আমার বুকে, সাধ্য কি যে বলব মুখে,
কোলে বসে যা রে দেখে, যে দুঃখেতে জ্বলে মরি।
অনেক পোড়া পুড়েছি রে, আর পুড়িতে পারি না রে,
আয়রে তোরে বুকে ধরে, ভবের খেলা সাস করি।।
- পরচিতান— এতকাল বাপ তোর জন্যেতে, পথে পথে ও কেন্দেছি কত।
- পাড়ন — ছিল ঘোলের সমান কোমল দেহ কোমল পরাণ,
কিসে হলি পাষণের মত।।
- ফুকার — তুই তো বড় নিদারুণ, দূরে থেকে মাকে বুকি করতে এলি খুন :
হরাপুত্র হেরে চক্ষে, মা যদি না পায়রে কক্ষে,
জ্বলে উঠে তাহার বক্ষে, ও লক্ষ গুণ আগুন।।

মিল — বহুদিনের পরে তোরে দরশন, জুড়াইব পোড়া জীবন,
কোলে আয় নেচে নেচে ॥ (১৩২৯ সাল, ১২ শ্রাবণ)

শ্রীগৌরঙ্গের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্তনে স্বয়ং শ্রীগৌরঙ্গ।
- পাড়ন — হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, জপে নামব্রহ্ম, উঠিল মধুর প্রেমতরঙ্গ ॥
- ফুকার — যত বালক বৃদ্ধ, বনিতে হরিনামের ধ্বনিতে, মস্ত হল কীর্তনে,
সবাই শায়িত ধরাসনে : প্রেমানন্দে হয়ে আকুল, সঙ্গছাড়া হল অঙ্গের দুকুল,
কারও গেল একুল ওকুল, মধুর হরিনামের রব শুনে ॥
- মিল — মহাশক্তিধর মহাপ্রভু মহাভাবাবেশে, অমনি দাঁড়িয়ে সবার পাশে,
মধুর ভাষে সুধায়।
- মুখ — ধন্য নাম সংকীর্তন, গোলোক শ্রীবৃন্দাবন, এ ভিন্ন আর অন্য কোথায় ॥
- ডাইনা — মধুর মদঙ্গ বাজে কত রঙ্গে ত্রিভঙ্গ সঙ্গীতে মিলিয়ে :
ডকতনিকর করে বাজে করতাল, হরে রাম হরে রাম বলিয়ে :
পাখাণ প্রকৃতির পুরুষ প্রকৃতি, যার নামে পড়েছে চলিয়ে (ওই যে সে
আসিয়াছে চলিয়ে) প্রেমচক্ষে দেখরে চেয়ে ওই যে সে দাঁড়াইয়ে,
রাধার শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ দিয়ে মোহনবাঁশী বাজায়।
- বাদ — কান পেতে শোন কি মধুর ধ্বনি শোনা যায় ॥
- ফুকার — ওই যে বন্যপাখি শারিণ্ডক, হরিনামে পেয়ে সুখ, নাচিছে পাখা তুলে :
করে হরিশ্রবণি কোকিলে : পঞ্চভূত যাহার বিভূতি, উঠিছে তার প্রেমের
জ্যোতি, আপনি বিশ্বপ্রকৃতি সতী, নাচিছে তালে তালে ॥
- মিল — কাকের কঠোর রব এত মিঠে লাগে যাহার প্রেমে —
সবে ডুবে থাক তাহার নামে, সুসময় বয়ে যায় ॥
- অন্তরা — রাধাকৃষ্ণ গুণগানে এসেছিরে বৃন্দাবনে।
কামক্রোধ লোভ মোহ আদি ব্যাধি নাই আর করে মনে ॥
অহিংসক এই ক্ষেত্র, সমভাবে শত্রুমিত্র, পবিত্র চিন্ত অত্র হেরি নেত্রকোনে।
ঐ দেখ প্রভু ভূত্য করে নিত্য, প্রেমে মস্ত একাসনে ॥
গোলোকবিহারী হরি, গোলোক না পরিহরি, প্রকট এই মর্ত্যপুরী
হরিসংকীর্তনে। এল ভুলোকেতে গোলোকের আলো, প্রভুর আগমনে ॥
হরি বল, কৃষ্ণ বল প্রভুর আগমনে (হরি বল ডাইরে (নামামৃত বাইরে (প্রেমে
ভেসে যাইরে (গোলোকের প্রেম পাইরে) জয় রাধে গোবিন্দ প্রীতে হরি বল
ডাইরে। এহেন সুখের নাম ত্যজিব না জীবনে ॥
- পরচিতান — এখন কি দিয়ে পূজা করি হরির শ্রীপাদপদ্ম।
- পাড়ন — ওই যে এসেছে কাঙ্গালের ধন এসেছে তোদের দ্বারে,
ভক্তিতে পূজা কর তারে, যথাসাধ্য ॥
- ফুকার — হরিনাম রূপে বিবিধ ফুল, গোলাপ গন্ধরাজ বকুল, কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া :
দিয়ে ভক্তিসূতায় গাঁথিয়া : তোমরা সেজে ব্রজবালা, বন্দ বন্দ নন্দলালা,
ভক্তের প্রেমপ্রীতির মালা, কালা পরবে গলা পাতিয়া ॥
- মিল — রাধাগোবিন্দ প্রীতে সব কর হরিশ্রবণি,—
কুলবালায় দাও ফুলধ্বনি, চিত্তামণির পূজায় ॥ (১৩৩০ সাল)

ভক্তের আকৃতি (গৌরপ্রেম প্রচার)
রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — নবদ্বীপে মানুষ রূপে গৌর অবতার।
- পাড়ন — কলির কলুবহত্তা, তাজে বিষ্ণুপ্রিয়া কান্তা, অঘোরপদ্মা ছেঁড়া কস্থা সার।।
- ফুকার — হায়রে, মহাভাবে মহাপ্রভু, আহোরাত্র ডুবুডুবু, কভু উন্মত্ত পাগল,
জীবের দুখে ঝরে চক্ষের জল : পাপী তাপী করে কোলে,
যারে দেখে তারে বলে, বাহুতুলে হৃদয়ে খুলে, তোরা হরে কৃষ্ণ হরি বল।।
- মিল — জীবের দুখে দুঃখী বাসুদেব দত্ত, গৌরপ্রমে ভাবোন্মত্ত, কেন্দ্রে কয় জগন্মাকো।
- মুখ — প্রেমময় গৌরঙ্গ ভজ, নামে মজ কুসঙ্গ তাজে।।
- ডাইনা — ভজ রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ, ভজ গৌর গৌরভক্তবৃন্দ, দূরে যাবে নিরানন্দ :
পাবিরে সে প্রেমানন্দ : প্রেমময়ের নিত্য প্রীতি, অখণ্ড জীবনের সাধী,
মজায়ে দাও চিত্তবৃত্তি শ্রীহরি পদাম্বুজে।
- খাদ — চিনলি নারে তোদের দ্বারে, কান্দাল সাজে করে বিরাজে।।
- ফুকার — উহার কোন ধনের নহিরে অভাব, তোদের অভাব দেখে এভাব,
তোরা যে অতি মলিন : কান্দে তোদের কান্নায় নিশিদিন :
ও চান্দ তোদের জন্য কান্দলো যত, তোরা কবে কান্দবি তত,
কতদিনে হবি মুক্ত ভকত, মহাপ্রভুর কান্নার ঋণ।।
- মিল — ও যে সাকার রূপে সাকার নিরাকার, নিরাকারে প্রেমের বিকার,
সম্পদ ও পদপঙ্কজে।।
- অন্তরা — উঠুক এই জগৎভরে ঘরে ঘরে কান্নার ধ্বনি হরি ধ্বনি।
শুনব সকাল বিকাল, খোল করতাল, কুলবালার ছলুধ্বনি।।
এসেছে গৌর-নিতাই, এমন তো দয়াল আর নাই,
দীনহীন কান্দালকে করেছে ধনী।
এবার যেচে যেচে প্রেম দিতেছে গৌর-নিতাই প্রেমের খনি।।
হায়রে, ভবনদী পার হইতে এবার মাঝি গৌর নিতাই দাঁড়ী :
মুখে হরি হরি বল, দু'নয়নের জল, এইমাত্র পারের কড়ি। (দিতে পারি)
(ভবনদী) (আমার গৌর মাঝি নিতাই দাঁড়ী) (এবার লাগবে না রে পয়সা
কড়ি) (কেবল বল হরি বল, পাড়ের কড়ি ভবনদী দিতে পাড়ি) ডেকে দেখরে
একবার, করে কিনা পার গৌর-নিতাই দয়াল হরি (হায় কে যাবি) (ভবপারে)
(আমার নিতাই চাঁদের প্রেমতরীতে) (এসনা কেন হে) এবার কলিযুগের
মহাসুযোগ) (আমার গৌর-নিতাই দুই ভাই ডাকে) (বড় আনন্দ হবে গো)
(নিরানন্দ দূরে যাবে) (গৌর প্রেমময়ের দয়া হবে) (হরি বল হরি বল) (গৌর
নিতাই প্রেমানন্দে) (কুহুর) এবার সবে মিলে বাহুতুল নাম নিয়ে দাও প্রেমের ধ্বনি।।
- পরচিতান — ঘোর কলি ঘোর আঁধার নিশি হল সুপ্রভাত।
- পাড়ন — দেখ আঁধি মেলে নদীয়ার উদয়াচলে, সোনার বরণ গৌর দীননাথ।।
- ফুকার — হায় রে অপ্রকটে গৌর আমার, নামরূপেতে করে বিহার, নাম কর সার সকলে,
হরে জপ হৃদকমলে : ও নাম সুধা নয় ক্ষুধা করে ক্ষয়,
বারি নয় নাশে তাপত্রয়, বিদূষ নয় অতি জ্যোতির্ময়,
ভক্তের হৃদয় আকাশে খেলে।।
- মিল — অধম রাজেন্দ্র কয় ভক্তবৃন্দের ঠাই, যেন আমার দেহ লুটাই ভক্ত পদরজে।

তরণীর বিলাপ **নকুলেশ্বর সরকার (বরিশাল)**

- চিতান — রামের শঙ্কাতে লঙ্কাপতি ভেবে চিত্তে ।
- পাড়ন — বলে বাপ তরণী, তুই আমার বংশের তরণী,
যুদ্ধে যাও যাদুমণি রক্ষকুল রক্ষিতে ॥
- ফুকার — তখন রামপদ ভেবে তরণী, যুদ্ধে চলে বীর তরণী,
পূর্ণ করতে মনোসাধ : জাগে অন্তরে আশ্বপ্ৰসাদঃ হায়রে—
কৈদে বলে সরমারে, বিদায় কর মা আমারে,
চলেছি রামের সমরে, করো মোরে আশীর্বাদ ॥
- মিল — তোমার আশীর্বাদ লয়ে শিরে, গিয়ে বনস্থলে,
যেন শ্রীরামের চরণতলে শরণ নিতে পারি ।
- মুখ — শ্রীরাম কৃপাসিদ্ধ, পাই যদি তার কৃপাবিন্দু,
আমি পার হব অবহেলে ভবসিদ্ধ বারি ॥
- ডাইনা — ইন্দ্র চন্দ্র আর মরুতাদি করে যার সাধনা,
হেন অসাধ্য সাধনে পাব অসাধনে, করোনা গো মানা :
রাম বাণে মুণ্ড কেটে, রাম পদে পড়বে লুটে,
দেখব প্রত্যক্ষ চিত্তপটে শ্রীরাম ধনুকধারী ॥
- খাদ — আমার মন ছুটেছে আর তো ঘরে রইতে নারি ॥
- ফুকার — মাগো, মুক্তি প্রার্থী ভক্তগণে, মুক্তি পায় যার নামসাধনে,
মুক্তি দিতে রাক্ষসে : বুঝি শত্রুরূপে এলো সে : হায়রে—
করে তার বিরুদ্ধাচরণ, এই যুদ্ধে হয় যদি আমার মরণ,
অস্তে কালকৃতান্ত বারণ, হবে যুগল চরণ পরশে ॥
- মিল — তোমার আশীর্বাদ লয়ে শিরে গিয়ে রণস্থলে,
যেন শ্রীরামের চরণতলে, শরণ নিতে পারি ॥
- অন্তকরা — ধরি তব পায় করো মা বিদায়, সাজায়ে দে আমায় বিদায় আভরণে ।
যুদ্ধক্ষেত্রে যাব, বাসনা মিটাব, নয়নে হেরিব নীরদবরণে ॥
গত জন্মে আমার কত পুণ্য ছিল, তাহিতে রক্ষকুলে আমার জন্ম হল,
রাম কৃপানিধি বিধি মিলাইল, ভয় কি বলো, আমার মরণ বরণে ॥
যদি মরি সেও ভালো মরনে না ডরি,
আমি পাবো রামের চরণতরী, মরণে না ডরি,
যদি রাম শরে, মুণ্ড কেটে পড়ে, বলব উচ্চৈঃস্বরে, হরি হরি আমার মরণ কালে :
(যদি মরি সেও ভালো মরণে না ডরি)
“ও” বন্ধুহীন প্রবাসে এসে, প্রবাসে প্রবাসীর বেশে,
এদেশে আর কতো কাল রহিব। ও রাম পদসম্পদ বিনে —
বন্ধু নাই আর এ নিদানে, মরণে চরম গতি পাবো,
(আমায় সাজায়ে দেগো) যাত্রাকালে পুত্র বলে সাজায়ে)
মস্তকেতে দে মা শ্রীচরণধূলি, অঙ্গে লিখে দে মা রাম নামাবলী ।
এজীবন অস্তে রাম বনমালী, রাখে যেন আমায় অভয় চরণে ॥
- পরচিতান — মাগো বারংবার এ সংসারে যাওয়া আসা যত ।
- পাড়ন — মিছে আশার বাসা, মিছে ভবের বাসা, ঘুচাব যাওয়া আসা,
এবার জন্মের মত ॥

ফুকার — জানি সন্তানের মঙ্গল তরে, জননী কামনা করে, স্নেহময়ী
মা যে জন : মা তুই হয়ে স্নেহপরায়ণ : হায়রে —
এই আশীর্বাদ কর আমারে, মরি যেন রাম সমরে,
মৃত্যুকালে মোর শিয়রে, যেন দাঁড়ায় লক্ষ্মীনারায়ণ।।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল (রামের রোদন)

নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — লক্ষ্মণের রনে, ধরাসনে, মেঘনাদ হইল পতন।
পাড়ন — বারিধারা চক্ষে, ক্রোধে যায় যুদ্ধের সম্মুখে,
সে লক্ষ্মণের বক্ষে, শক্তিশেল হানে দশানন।।

ফুকার — লক্ষ্মণ মুচ্ছাগত পলকে, কল কল শব্দে ঝলকে, মুখ দিয়ে ছোট্টে রক্ত :
শক্তিশেলের আঘাত কি শক্ত, : হায় রে, কান্দে শ্রীরাম বিলাপ কইরে,
করাঘাত হানিয়ে শিরে, কান্দে লক্ষ্মণের চৌদিকে ঘিরে,
যত বানর সৈন্য রামভক্ত।।

মিল — তখন দুঃসহ ভ্রাতৃশোকে কখন ধরায় পড়ে,
অমনি শবদেহ বুকে ধরে, বলে রাম রাখব।

মুখ — লক্ষ্মণ তোরে হইয়ে হারা হলেম রে জীয়ন্তে মরা, এ দুখে আর করে কব।।

ভাইনা — পিতৃসত্যের দায় বনবাস, এসে এই সর্বনাশ, দেশে মইল পিতা :
লক্ষ্মণ তোর মরণ শক্তিশেলে, লঙ্কায় রইল সীতা : এহেন দুঃখের কালে
তুই গেলি আমায় ফেলে, আমি ঝাঁপ দিব সাগরজলে, ভাই তোর সঙ্গে যাব।

খাদ — মর্ম বুঝে কর্ম করে এমন ভাই কই পাব।।

ফুকার — আর কে ক্ষুধায় দিবে বনফল, তৃষ্ণার কালে শীতল জল, কর্ম ফল বিধি বিমুখ :
দিলি দুঃখের উপর এত দুখ : ভাইরে, দাদা বইলে হেসে হেসে, আমায় কে
ভাসাবে সুধারসে, আর কে অনুগত হয়ে পাশে, দিবে বনবাসে স্বর্গসুখ।।

মিল — আর কে পীড়িতে শুশ্রূষাতে হবে সদা রত,
আমার সব আশা হল হত, কিসে বেঁচে রব।।

অন্তরা — লক্ষ্মণ, তুইরে আমার প্রাণের দোসর প্রিয়তম ভ্রাতা।
ও তোর দেখে মলিন মুখ, দুঃখে ফাটে বুক, কি কব আর যাব কোথা।।
উঠরে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ, আর কত ঘুমাও : কাতরে আজ ডাকি তোরে,
দুই অঁখি মেলে চাও : জুড়াই তাপিত হৃদয়, — একবার গাত্র তোল, নেত্র
মেল, জুড়াই — ও ফেলে শর ধনু, কেন ধূলাতে ধূসর তনু, ফেলে শর ধনু
— এভাবে শত্রুসমরে, কার জন্যে কে প্রাণে মরে — এমন ভাই কার, কে
কোথায় আর, বল ভাইরে —, ভাইরে আমার সনে বনে এলি, সীতার তরে
প্রাণ হারালি, আশা ভরসা সকলি ফুরাল, ভাইরে। প্রাণ ত আর রাখব না
ভাই, ওরে প্রাণের দোসর ভাই বিনে, প্রাণ ত আর — আমি মরিব মরিব,
নিশ্চয়ই মরিব, নিদান কালের এই বিধান : ভাইরে আমি মইরে দিবরে তোর
মরণের প্রতিদান। কোথায় গেলি রে ভাই, ও তোর প্রাণের দোসর ভাই ফেলে,
কোথায় — তিনটি মাতা চারটি ভ্রাতা জন্ম ভাগে ভাগে : অত দুঃখের কপাল
যার, ভাই মরে যায় আগে। কোথায় গেলিরে ভাই, ও তোর প্রাণের দোসর
ভাই ফেলে, কোথায় —।
মরবে তোর শোকে, মোর শোকে,
দেখবে সকল লোকে, জনকসুতা কনকলতা।।

- পরচিতান— আগে কি ভাবলেম, কি হল হয় এ কপালের ফলে।
 পাড়ন — তোরে দিয়ে বিদায় যাই যদি সে আবোধ্যায়,
 কিসে বুঝাব হয়, ভরত শত্রুঘ্ন সকলে।।
 ফুকার — যখন বাৎসল্যে সুমিত্রা মায়, কুশল সুধাবে আমায়,
 লক্ষণ কোথা বল বাপ : দিয়ে মায়ের মনে মনস্তাপ :
 ভাইরে বললে তোর মরণের কথা, তখন পাষাণে কুটেবে মাথা,
 প্রাণে মরবে রে সুমিত্রা মাতা, আমায় দিয়ে মাতৃহত্যার পাপ।।

রাবণের মৃত্যুকালীন অনুতাপ নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — গেল রামচন্দ্র রাবণের ঠাই, ও তার মরণকালে।
 পাড়ন — অমনি ভক্তিভরে, হয় বিনয় কইরে, রাখ করজোড়ে, কতরঙ্গের রামকে বলে।।
 ফুকার — দারুণ মৃত্যুবাণের আঘাতে পড়েছি আজ ধরাতে, ধরিতে ধরাতে কেউ
 নাই হে আর : ওহে ওহে দয়াল রাম, পরিণাম এই কি হে ছিল আমার :
 হয় হয়, মনে আশা ছিল যত, অসময়ে সকল হল হত,
 বিদায় হলেম জন্মের মত, আমি পরম শত্রু দেবতার।।
 মিল — বুঝি ঘুচাইতে চাকুরীর বন্ধন, স্বর্ণের সব দেবতার, —
 নররূপে নারায়ণ তোমার, আসা তুমিওলে।
 মুখ — ওহে দয়াল রাম, পরিণামে কি এই ছিল আমার কপালে।।
 ডাইনা — আমার রইল রাজসিংহাসন, রইল ভাই বিভীষণ, রইল পাটেশ্বরী :
 আর রইল এত সাধের লঙ্কাপুরী : পইড়েছি মৃত্যুশয্যা, কাজ নাই
 ভাই বন্ধু ভার্যায়, যেন প্রাণবায়ু বের হয়ে যায় : জয় রাম রাম বলে।
 খাদ — দয়া করহে রাম আমায় অধম বলে।।
 ফুকার — জানি সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয়, তোমার ইচ্ছায় সকল হয়, দয়াময় বলে
 তোমায় সব লোকে : ওহে রাম গোসাঁই চিনি নাই আমার কর্মগতিকে :
 হয় হয়, জানকীকে কইরে হরণ, সবংশেতে আমার হল মরণ,
 এখন কর বাঙ্খা পূরণ, দিয়ে রাতুল চরণ আমার মস্তকে।।
 মিল — আমি হরগৌরীর প্রিয়পুত্র ছিলাম ধরামাঝে, —
 এখন তারাও সময় বুঝে, আমায় গিছে ফেলে।।
 অন্তরা — অকূল পাথার কিসে হব পার, দেও হে শ্রীরাম তোমার চরণতরী।
 অসার সংসারে আসা বারে বারে, না চিনে তোমারে সমরে মরি।।
 জনম লভিলে নিশ্চয়ই মরণ, তব কৃপায় করে কেহ কেহ বারণ,
 আমি নয় হে তোমার সে কৃপার ভাজন, এতদিন অকারণ এ জীবন ধরি।
 অজ্ঞান অধম অতি অভাজন, না করিয়ে তোমার শ্রীচরণ ভজন,
 বৃথা যায় জীবন : ভজনবিহীনে, তোমার করুণা বিনে, বল হে কি গুণে,
 স্থান পায় ঐ পায় : তোমায় ব্রহ্মা পায় না ব্রহ্মাজ্ঞানে, যোগী
 পায় না যোগসাধনে, কৃপা করে নিজগুণে, স্থান দেও হে আমায় :
 আমি ঘোর পাতকী, হরিলেম তোমার জানকী, আমি ঘোর পাতকী :
 পাতকী উদ্ধার করিতে তোমারই অবতার :
 সেই পাতকী জেনে আমায় অকূলে কর পার : আমায় পার করহে, —
 যেন তোমার নামে গিয়ে নিত্যধামে, চিত্ত সঁপে নিত্য তোমার সেবা করি।।
 পরচিতান— লঙ্কার দ্বারে উগ্রচণ্ডা, দ্বারপ্রহরী ছিল।

- পাড়ন — নিতে সীতার খবর যেদিন এলো বানর,
আরো আসিবে নর, তাই শুনিye পালাইল।।
- ফুকার — আমার পুত্র পৌত্র সব গেল, আমারও যেতে হল, যা ছিল কপালে,
ফলিল তাই : যত করলেম পাপ, কর মাফ, চরণে এই ভিক্ষা চাই :
যেন না পড়ি সে যমের হাতে, ফিরে আর না আসি এ ধরাতে,
এমন পাষণ্ডকে উদ্ধারিতে, ও রাম তুমি ভিন্ন অন্য বন্ধু নাই।।

সীতার পাতাল প্রবেশ (লব কুশের রোদন)

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — ও চায় পরীক্ষায়, আপন ভাৰ্য্যায়, সপ্ত সন্ধ বিধির নির্বন্ধ কে করে খণ্ডন।
- পাড়ন — পতির বাক্যের দায় মনোদুঃখে ধরাবন্ধে জনম দুঃখিনী সীতা,
অমনি করলেন গমন।।
- ফুকার — সীতা প্রবেশিল পাতালপুরে, ধরপীর ঐ কোমল ক্রোড়ে,
হায় কি হল অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত : হায়, কীদেন প্রভু রঘুনন্দন,
কখন মুচ্ছা কখন চেতন, কীদেন প্রভুর সহোদরগণ, শিরে করেন করাঘাত।।
- মিল — তখন হাহাকার হলুধূল শুন চতুর্দিকে, কীদে কুশিলব মাতৃ শোকে,
বলে কোথায় যাব।।
- মুখ — মাগো কি করিলে, কেন ছেড়ে গেলে, তোর বিহনে হায় কেমন করে প্রাণ বাঁচাব।
- ডাইনা — মাগো, জানিনে তোমা বই, কি সুখে রই অযোগ্যভুবনে :
দারুণ শোকে দহিছে জীবন, মা বিহনে সন্তানের রোদন,
অন্য কেবা জানে : চতুর্দিকে হেরি শূন্য, তুই ভিন্ন সকল শূন্য,
স্বুধার কালে কে দিবে অন্ন, কার মুখপানে চাব।।
- খাদ — মা তোর অদর্শনে, আর সহেনা প্রাণে কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াব।।
- ফুকার — মাগো, আমরা স্নেহের দুটি নন্দন, ধূল্য পড়ে করি ক্রন্দন,
বুক ভাসে নয়নজলে : একবার আদর করে নে কোলে : হায়,
তিলেকমাত্র না দেখিলে, অন্ধকারময় হেরি ভুমণ্ডলে, কেমনে অকূলে ফেলে,
গেলি প্রাণের পুত্র যুগলে।।
- অন্তরা — কেনরে দারুণ বিধি অকূলে ভাসালি। মোদের মা বোলা বোল
ফুরাইলি।। নিদাঘে তাপিত দেহ তোষে স্রোতধিনী, স্নেহের করুণা
ধারায় তোষণে জননী। আর কে তুঘিবে হায় ২, ওরে মা বিনে সন্তানের পরাণ—
কি হইল মোদের শৈশব জীবনে, ওগো মাতৃহারা অনাথ বুকি হলেম এতদিনে।
জীবন বাঁচে কিসে, ওরে মা বিনে সন্তানের জীবন, আর বাঁচে কিসে।
ওরে ছি ছি বিধি একি বিধ বজ্রসম কঠিন হৃদি, শিশুসনে হলি
প্রতিবাদী, হায়রে শিশুসনেঃ ওরে আমরা মায়ের অবোধ সন্তান,
মা বিনে বাঁচেনা পরাণ, হরে নিলি, মোদের প্রাণে বধি, হায়রে,
হইরে— মনের বাসনা মিটালি বিধি, হইরে — ভালে এই কি ছিল,
মাকে হরে নিলি প্রাণে বধি, ভালে— আমরা হলেম নিরুপায়, ধরি
তব পায়, হায় ২ বিধি কি করিলি, দারুণ শোকের শেল পরাণে
হানিলি, বুক ভেঙ্গে গেল, দারুণ মাতৃশোক শেলাঘাতে বুক ভেঙ্গে
গেল— দারুণ শোকের শেল বুক হানিলি।।
- পরিচিতান— পূর্বজন্মের স্বকর্ম ফলে, শিশুকালে, হইল মোদের মাতৃ বিয়োগ।
- পাড়ন — সাহিলাম মাতৃহীন পুত্র সবে, সুর ভবে সুখের অভাবে, বরং হচ্ছে চির দুখ ভোগ।।

ফুকার — মাগো, ভবের বন্ধন ছেদন করি, পুত্রমায়া পরিহরি, মাতৃ অঙ্কে
নিলি স্থান : করে সর্ব দুঃখের অবসান : হয়,
আমরা তোমার অবোধ ছেলে, তোর শোকেতে মরি জ্বলে,
পাবানীর ন্যায় গেলি ফেলে, ও কার কোলে গিয়ে জুড়াই প্রাণ ॥

দাতা কর্ণ (বৃষকেতু আর্তি) নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — একদিন ছল করে কর্ণের বাসে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে, এসে শ্যাম নীলপদ্ম ।
পাড়ন — খেতে চায় বৃষকেতুকে, অপূর্ব যৌতুকে,
মনের কৌতুকে দাতা কর্ণ হলেন বাধ্য ॥

ফুকার — হায় হায়, ধন্য ধন্য দাতা কর্ণ, স্বীয় ধর্ম রক্ষার জন্য, দানকর্মে ব্রতী হল:
কি পাষণ বৃকে, কৌতুকে পুত্রকে, দান করাল : হায় গো —
দানপ্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে, দ্বী-পুরুষে যুক্তি করে,
পুত্র বৃষকেতুর শিরে করাত ধরে, দু'জন দাঁড়াল ॥

মিল — দেখে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষরূপ মুক্তির সেতু—
অমনি ডেকে কয় বৃষকেতু, আমার ভাগ্য ভাল ।

মুখ — দেখ সঙ্গীগণে, আজ আমার এই শেষের দিনে,
বুঝি জীবনের লীলাখেলা সাজ হল ॥

ডাইনা — বুঝি ছল করে কংসারি, ঘুচাতে সংসারী, করে কূপে :
অদ্য দান নিতে এলেন ব্রাহ্মণ রূপে, : এমন দিন কবে হবে,
ব্রাহ্মণে মাংস খাবে, আমার চৌদিকে ঘিরে সবে, হরি হরি বল ।

কাদ — বুঝি নন্দের নন্দন মায়ার বন্ধন কেটে দিল ॥

ফুকার — আমার ভবের খেলা সাজ হল, আয়ু সূর্য অস্ত গেল, গগনে আর বেলা নাই:
সবার চরণে মরণে অস্তিমে এই ভিক্ষা চাই :
হায়গো, আজ আমার এই শেষের দিনে, হরে কৃষ্ণ নাম শুনাও শ্রবণে,
তারকব্রহ্ম নামের সনে, আমি ভবের বিদায় হয়ে যাই ॥

মিল — যদি নাম নিয়ে মরতে পারি, হরি নামের সনে,—
ফলবে অস্তিমে নামের গুণে, চতুর্ভুজের ফল ॥

অন্তরা — এ ভব সংসার সকলি অসার, কেবা ভবে পর, কেবা কার আপন ।
আছে কি হবে কি, যাবে কি রবে কি, সবই দেখবি ফাঁকি, ভাসিলে স্বপন ॥
জন্মিলে মরণ অবশ্য সম্ভবে, নিয়তির লিপি বল কে খণ্ডাবে,
পঞ্চভূতে একদিন পঞ্চ মিশে যাবে, বৃথা ভবে তবে কেন কাল যাপন ॥
ঈশান বিরিকি বাহ্নিত যে পদ, সে সম্পদে ঘুচাব বিপদ, সেবি শ্রীপদ—
মম মাংসে করতে পারণ, যাওয়া আসা করতে বারণ,
কৃপা করে ভবতারণ এসেছেন এবার ।
সংসার বিষফল, ঘুচেছে কর্মফল, জনম সফল হয়েছে আমার ॥
(তোমরা ভাই করিও—বন্ধুদলে সবে মিলে)
করাতে কাটিবে মাথা, না সরিবে বুলি, অঙ্গে মেখে দিও আমার কৃষ্ণ নামাবলি ।
(বুঝি ভেসে গেল) আমার অসার আশার বাসা—
(আমার আর হবে না ভবে আসা)
যেন বিষয় তাজে, মিশি ব্রজরজে, কৃষ্ণ পদাধুজে মজে আমার মন ॥

পরচিতান— ভবে লীলাময়ের লীলার বাজার, কত হাজার হাজার,

মায়া'র দোকান বসে।

- চিতান — কেহ লাভ করে দুনা ছয়, কারো হয় মূলে ক্ষয়,—
কেহ পড়ে রয়, স্বীয় কর্মদোষে।।
- ফুকার — আমি জড় জগৎ পরিহরি, নিত্যধামে যাত্রা করি, পূর্ণ করি মনস্কামঃ
কর্মদোষেতে আসিতে হয় না, যেন আর এই ধরাধাম : হায় গো—
যেন ভক্তি পেয়ে অহৈতুকী, কৃষ্ণপদে আমি মজে থাকি,
নয়ন মুদে যেন দেখি, ও সেই যুগল কিশোর রাধেশ্যাম।।

হরিশচন্দ্র ডোম (শৈব্যার ক্রন্দন)

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — কোশল রাজ্যেতে ঐশ্বর্যেতে, দানকার্যেতে হরিশচন্দ্র ব্রতী হল।
- পাড়ন — ছেড়ে সুখের রাজ্য, সুখের সংসার কইরে ত্যাজ্য, গুরুকে সর্বস্ব দিল।।
- ফুকার — দানের দক্ষিণা দিবে সোনা, মনে ছিল বাসনা, ভেবে নিরুপায় :
অমনি রাজ্য ছেড়ে কাশী যায় : হায় হায় রে, সাত কোটি সোনার তরে,
ভাষ্য পুত্র বিক্রয় কইরে, অমনি গিয়া ডোমের ঘরে, ডোমের বেশে বকল কটয়।।
- মিল — মরল রুহিদাস কি সর্বনাশ সর্পাঘাতে,
রাণী শবদেহ পোড়াইতে নিল স্বশানঘাটে।।
- মুখ — ডোমের বেশে নরপতি, বলে রাণীর প্রতি, কড়ি দেও আমার নিকটে।।
- ডাইনা — রানী কেন্দে কয় দীনদুঃখিনী করলেন হরি : পুত্র মরেছে সর্পাঘাতে,
শবদেহ পোড়াইতে, হাতে নইরে কড়ি : সোনার চাঁদ নিয়ে কোলে,
ঐপ দিব গঙ্গাজলে, প্রাণ আর জ্বলবেনা শোকানলে, যদি মরণ ঘটে।
- খাদ — আগে কেবা জানে, কখন কি হয় কার ললাটে।।
- ফুকার — ছিলেম রাজরানী কোশলে, রাজ ঐশ্বর্যে কুশলে, সুখে কাল কাটাই :
না জানি কোন পাপে এই কষ্ট পাই : হায় হায়রে, পুত্রহারা দুঃখিনীরে,
প্রহার করিস ও তুই কি প্রকারে, পুত্রের বেদন জানিস নাহি, তোর কুন্ডলে পুত্র নাই।।
- মিল — রাজার শ্রীচরণ, জন্মের মতন দেখলেম না রে,
এখন সেই কথা মনে করে, দুঃখে বক্ষ ফাটে।।
- অন্তরা — ডোম রে এই ছিল কি কপালের লিখন।
বুঝি পাষণ দিয়ে বিধি, গড়েছে তোর হৃদি, নইলে কোন প্রাণেতে
করিস কঠিন আচরণ।। — এই ছিল কি — পূর্ব জন্মে বুঝি
ছিলেম রে নাগিনী, খেয়ে এলেম কার কোলের যাদুমণি,
আবার বুঝি সেই হয়ে ভুজঙ্গিনী, এসে দংশিল আমার
জীবনের ধন রুহিদাসে, — এসে দংশিল — হায়, পূর্ববাদ
সাধিতে, শত্রুতা শোধিতে, কাল ভুজঙ্গিনী সাজিল।
আমি পতিকে হারালেম, পুত্র বিদায় দিলেম,—
এখন কি ফল, বিফল এ জীবন ধারণ।।
- পরচিতান — আমার কেহ নাই ত্রিভুবনে, এ নিদানে, বিনে কৃষ্ণ চিন্তামণি।
- পাড়ন — হইয়ে রাজার ভাষ্য, বকিত স্বামীর সেবারকার্যে, কে আছে এমন পাষণী।।
- ফুকার — আমি পায় ধরি ডোম তোমার ঠাই, চিতার কাষ্ঠ ভিক্ষা চাই,
রাখব না জীবনঃ আমার অস্তিমের এই নিবেদন : হায় হায়রে —
রুহিদাসকে বক্ষে ধরি, এক চিতাতে দুইজন শয়ন করি,
মুখে বলে হরি হরি, জেলে দিও দারুণ হত্যাশন।।

মহাত্মার মহাপ্রাণ **নকুলেশ্বর সরকার**

- চিত্তান — গত ১৯৪৮ অব্দে, মহাপ্রলয় মহাশব্দে, মহামানব মহাত্মার বিদায়।
- পাড়ন — ও সেই ৩০ শে জানুয়ারীতে দিল্লী শহরে, সোনার ভারত আঁধার করে,
ভারতের চাঁদ অস্ত্রাচলে যায়।।
- ফুকার — যখন বিড়লা ভবন হইতে, প্রার্থনা সভাতে যেতে,
মহাত্মা হন অগ্রসরঃ অতি নিত্য শুদ্ধ কলেবরঃ হায়রে,
অমনি নাথুরাম বিনায়ক ধূর্তে, গুলী করে তারে সেই মুহূর্তে,
শ্রীকৃষ্ণকে ধ্বংস করতে, যেমন জারা মারে চোরা শর।।
- মিল — তখন জোর করে ধরে গিয়ে নাথুরামের করে,
বলে দেশভক্ত সকাতে, মনাওনে জুলি।
- মুখ — নাথু বল আমারে, হায় হায় কেমন করে ও তুই কোন প্রাণে মহাত্মারে,
অদ্য করলি গুলী।।
- ডাইনা — যত হিন্দু আর মুসলমান, বৌদ্ধ শিখ জৈন খৃষ্টান, কঁাদে যাহার লাগিঃ
ভবে কে আছে মহামানব এমন মহাত্যাগীঃ
ভারতের ভাগ্যাকাশে, পূর্ণ চাঁদ নিত্য হাসে,
ও তুই কোন প্রাণে রাহুর বেশে, এসে গ্রাস করিলি।
- বাদ — ও তুই না জানি ভারতবাসীর কত শত্রু ছিলি।।
- ফুকার — ও সেই মহামানব মহান আত্মা, মহাপ্রাণ গাঙ্কি মহাত্মা,
নিজে সেজে দীনহীনঃ মোদের ভারতকে করলেন স্বাধীনঃ
হায়রেও, যার অহিংসা মূলমন্ত্রের দ্বারা, বৃটিশ হল ভারত ছাড়া,
কি দিয়ে শোধ করব মোরা, এমন ত্যাগ দেবতার দেব ঋণ।।
- অন্তরা — ভারত ঈশ্বর, গাঙ্কি নরবর, কোন পরাণে করো তাহারে সংহার।
কলি অঁচৈতন্য, করতে সঁচৈতন্য, যেন শ্রীচৈতন্য, দয়াল অবতার।।
অহিংসাত্রত যার সাধনের ধর্ম, পরোহিত যাহার জীবনের কর্ম,
না বুঝিয়ে তাহার বিশ্বপ্রেমের মর্ম, করলি কি কুকর্ম, ওরে দুরাচার।।
(পরের তরে প্রাণ ঢেলে দেয়, কে আছে দরদী)
ওয়ার পর দুঃখে কঁাদে হৃদি (কে আছে দরদী)
বিহার নোয়ায়ালী, যখন নরবলি, তখন কে বলেছে কঁাদি কঁাদিঃ
(আমি অপরাধী বলে) পরের তরে প্রাণ ঢেলে দেয় কে আছে দরদীঃ
ও ছিল যাহার মহাবাক্য, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য,
ভেদ পার্থক্য কিছু না রাখিব। ও হিন্দু মুসলমান সকলে,
ভাই - এ ধরো ভাই-এর গলে, নিয়ে কোলে এজীবন জুড়াব।।
(হলো না হলো না) ও সেই বৈষম্যতার সাম্য মিলন)
এখন কে কঁাদবে আর পরের তরে, (কাঙ্গাল বেশে ঘরে ঘরে)
এমন ভারত বন্ধুকে, বধিলি বন্ধুকে, নরক সিদ্ধকে কে করবে রে নিস্তার।।
- পরচিত্তান — যেদিন যিহুদার কুচক্র পড়ে, যীশুখৃষ্ট ক্রুশে মরে, পেয়েছিলেন অশেষ যন্ত্রণা।
- পাড়ন — এমন নিঃস্বার্থ মহত্বপূর্ণ ত্যাগের আদর্শে, বধিলি কার পরামর্শে,
কে তোরে দিল এ মন্ত্রণা।।
- ফুকার — ওনি নিতাই খেয়ে মাধার কাঁধা, ডেকে বলে ওরে মাধা,
আয়রে আমার বুকে আয়ঃ তেমনি মহামানব মহাত্মায়ঃ হায়রে—

খেয়ে রিভলবারের গুলী, বিদীর্ণ হয় পাকস্থলী, যুগল হস্ত উর্ধ্বে তুলি,
তোর এই মহাপাপের ক্ষমা চায়।।

- ফুকার — যে জন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, সকলেতে ভালোবাসে,
বাছে না উত্তমাদম : সে যে নরের মাঝে নরোত্তম :
হায়রে, দিয়ে জলাঞ্জলি আত্মার্থে, প্রাণ বিলায়ে দেয় পরার্থে,
ও সেই মহাত্মার আত্মার প্রীত্যর্থ, সবে বলো বন্দে মাতরম্।।
- মিল — অধম নকুল কয় কেউ ভুলোনা ও সেই স্মৃতির দৃশ্য,
ও সেই মহাত্মার চিতার ভঙ্গ, কর তীর্থের ধূলি।।

প্রভাস যজ্ঞের পত্র (ব্রজবাসীর শোক) অজ্ঞাত

- চিতান — নারদ প্রভাসের পত্র নিয়ে প্রভাতকালে।
পাড়ন — অমনি দেখে ব্রজে আসি, ভাসে ব্রজবাসী, কৃষ্ণ শোকাকুলে।।
- যজ্ঞের — ব্রজে পণ্ড পাখীসব, সবই যেন হল শব, শুকের নাই সে গান :
কোকিলের নাই তান : হায়, ও, কুসুম নাই মধুপূর্ণ, ভ্রমর যায়না মধুর জন্য,
কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্য, যেন অরণ্য সমান।।
- মিল — নারদ প্রত্যক্ষে নিরক্ষিয়ে ব্রজের দুঃখ, কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে স্তুতিবাক্য আরম্ভিল।
মুখ — বিপদবারণ নীরদবরণ, কৃষ্ণ তারণ কারণ, তোমার মনে এই কি ছিল।।
- ডাইনা — আমায় কেন বা পাঠাইলে এ গোকুলে : আমি করে দেই নিমন্ত্রণ,
ব্রজের সব অচেতন, পতন ধরাতলে : তুমি বিনে গোবিন্দ, সানন্দ উপানন্দ,
মাতা যশোদা পিতা নন্দ, কেন্দে অন্ধ হল।
- খাদ — বিনে গোকুলশশী তামসী গোকুল প্রাসিল।।
- ফুকার — ব্রজে শিখি আদি শারী শুক, সবার পক্ষে আগের সুখ, হয়েছে দুর্লভ :
বৃক্ষের নাই পল্লব : হায় ২ বিনে ব্রজে কৃষ্ণপক্ষ,
ব্রজবাসীর কৃষ্ণপক্ষ, দেখা দিয়ে রক্ষ রক্ষ, ওহে ত্রৈলোক্যবল্লভ।।
- মিল — তোমার দয়ার্দ্র নামটি ছিল ধরাধামে, বৃদ্ধি আজ হতে নির্মল নামে কালি প'ল।।
- অন্তরা — আর কি কালিন্দী যমুনার বারি উজান ধায়।
আর কি দলে দলে, তালে তালে তালে, রাখালে রাখালী গায়।।
আর কি মলয় সমীরণ, বহে অনুক্ষণ, আগের মত লাগে গায়।
কেউকি তোমার মত করে মোহনবানী স্বরে, ব্রজগোপীর মন ভুলায়।।
আর কি বংশীবটের মূলে, শীতল হতে গেলে, ওসে শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়ায়।।
- পরচিতান — নিলে শ্রীধামের সব শ্রী হরি হে শ্রীমাধব।
- পাড়ন — নাই সে ভ্রমরের গুন গুন, করে আগুন আগুন, বিনে গোপীবল্লভ।।
- ফুকার — তোমার প্রাণাধিকা ছিল রাই, এখন আর সে বেঁচে নাই, ওহে শ্যামরায় :
এস হে স্বরায় : হায় ২ —
দেখ তোমার প্রেমাস্রিতা, শুধালে আর কয়না কথা,
কনকলতা বাতাহতা, যেন দলিতা ধরায়।।

নিমাই সম্যাস হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কাঞ্চননগরে সম্যাস নিল নিমাইশশী।
- পাড়ন — গুরুর আদেশ পেয়ে, পরের মাকে মা বলিয়ে,
কাঁদে দাঁড়াইয়ে নবীন সম্যাসী।।

- ফুকার — ধরে দণ্ড কমণ্ডলু করে, অরুণ বসন অঙ্গে পরে,
কক্ষে ভিক্ষাধার, স্রমে প্রতিদ্বারঃ হয় হায়রে—
শ্রীঅঙ্গেতে ঘর্ম বিন্দু, চক্ষের জলে ভাসে মুখইন্দু,
হলেম দীনহীন বেশ দীনবন্ধু, করতে কলির মলিন জীব উদ্ধার।।
- ছাড় — কাদে শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখ অপার,
এমন ত্যাগ স্বীকার, এজন্মে আর কে দেখেছে বল।
- ধূয়া — নৈদাবাসীরে, আজ হতে সোনার নবদ্বীপ আধার হল।।
- ডাইনা — রইল গৃহেতে বৃদ্ধ মাতা শচীরানী, হল অনাথিনী রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি,
তাজে সব বেশ বিন্যাস, কার জন্য এ সর্বনাশ,
তোমরা দেখে এই নিমাই সন্ন্যাস, হরি হরি বল।
- খাদ — নিমাইর মুখ দেখে বুক ফেটে যায়, হায় কি করি বল।।
- ফুকার — নিমাই শচীমায়ের বাৎসল্যের ধন, বিষ্ণুপ্রিয়ার হিয়ার রতন,
যে চরণযুগল ভকতের সম্বল, হায়রে—
সে বস্তু আজ জীবের জন্য, ঘরে ঘরে ফিরে ক্ষুধাচ্ছন্ন,
এখন কে দিবে ক্ষুধায় অন্ন, কে দিবে পিপাসার জল।।
- অন্তরা — নিমাই শচী মায়ের গতি কি হবে।
মাকে মা বলে আর কে ডাকিবে।।
ভক্তের বক্ষে ছুরি দিয়ে, নিমাই যায় সন্ন্যাসী হয়ে,
শুনলে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ে, গঙ্গায় গিয়ে প্রাণ ত্যজিবে।।
- পরচিতান — হায় হায় ফুরাল নবদ্বীপের যে আনন্দ।
- পাড়ন — হরি সংকীর্তনে, কে নাচিবে ভক্তসনে,
বুঝি এতদিনে ঘুচে গেল সব সম্বন্ধ।।
- ফুকার — ও যার কটিতে কিঙ্করী বাজে, তারে কি কৌপীনে সাজে,
দেখে দুঃখ পায়, ভেবে নিরুপায়ঃ হায় হায়রে—
এ দুরন্ত শীতের কালে, ভূমিশয্যা নিমাইর বৃক্ষতলে,
ও তার দুঃখের কথা মনে হলে, দুঃখে বক্ষ ফেটে।।

বিষ্ণুপ্রিয়ার আক্ষেপ অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ (ত্রিপুরা)

- চিতান — করে নদীয়ায় প্রেম তরঙ্গ, সন্ন্যাস নিয়ে ভঙ্গ, গৌর বিনোদিয়া।
- পাড়ন — করে বিলাসের অভিপ্রায়, শয়ন মন্দিরে যায়,
গৌর নিজে সাজে ফুল সাজে, সাজে বিষ্ণুপ্রিয়া।।
- ফুকার — শেষে প্রিয়াজীর সাজ গৌরাসে, খেলতেছে মনোরসে,
আধারে লুকোলুকিঃ চিহ্ন এই সকল রাখিঃ হায় হায়রে—
কালনিদ্রা আকর্ষিয়া, গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষে দিয়া,
চললেন কাটোয়া নৈদা ছাড়িয়া, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণপাখি।।
- ছাড় — তখন ঘুম ভেঙ্গে শূন্যশয্যা নিরখিয়া,
তখন উৎকণ্ঠায় বিষ্ণুপ্রিয়া, লোটায় ধরণী।
- ধূয়া — হায় হায় অকস্মাৎ, করলে কি প্রাণনাথ,
পেতে প্রেমের হাট, ভাসলে গুণমণি।।
- ডাইনা — হরিনাম কীর্তন প্রসঙ্গে, নরোত্তম ভক্তের সঙ্গে,
ধাকতেম নিশিদিনেঃ

- যেতে সে পথে বাধা দিতেম না আমি কোনদিনে;
ফেলিয়ে এ দাসীরে, বজ্রাঘাত হান শিরে,
বল কি দোষে অভাগীরে, করলে অনাখিনী।
- খাদ — তোমার বিহনে দিবসে হেরি রজনী।।
- ফুকার — হায় হায়, সন্তোষে সঙ্করণ বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
মিলাইল প্রাণপতিঃ ছিল কত ভাগ্যের সুকৃতিঃ হায় হায়রে—
তুমি তরু আমি লতা, নাথ আমায় ফেলে তুমি গেলে কোথা,
হলেম নিরাশ্রিতা বাতাহতা, বল পতিতার কি হবে গতি।।
- অস্তুরা — আসিয়ে সাক্ষাৎ, দেখ হে প্রাণনাথ, ফেলিয়ে গিয়েছ দাসীকে যে দুখে।
দেখলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, হবে অনুমান, যেন শ্রিয়মান আছি যে সুখে।।
শচীন্মায় ডাকে কোথায় রে নিমাইঃ ধ্বনি প্রতিধ্বনি করে আই আই আই,
মার দিকে চাই, মায় বলে নাই নাই, সঘনে করাঘাত হানে মায়ের বুকে।।
কার মনোবাক্যে যেজন স্মরণ নয়, এমন করে তারে বধিতে কি হয়,
ধর্মের কথা নয়ঃ নাথ তোমারি চরণে, আমারি পরাণে বাঁধিয়ে প্রেমের ডুরিঃ
ছিলেম কালঘুমে ঘুমাইয়ে, সুযোগের চিহ্ন পেয়ে,
দিয়ে গেলে দাসীর বুকে যে দুঃখের ছুরিঃ
ছিন্ন প্রণয় বন্ধন, এখন সার হল দুঃখের ক্রন্দনঃ
বরষার ছত্র তুমি, গ্রীষ্মের তৃষ্ণাজল : বসন্তের মলয় অনিল শিশিরের অনলঃ
জীবন জ্বলে গেল তোমার বিয়োগে। ভ্রান্ত কৃতান্ত কি ভুলে—
আগে যদি জানতেম প্রভু যাবে হে ছাড়িয়াঃ পরাণে পরাণ দিয়া
রাখিতেম বাঁধিয়াঃ এমন কোমল পায় কেমনে হাঁটিবেঃ
ক্ষুধায় অন্ন পিপাসার জল কেবা তোমায় দিবেঃ তোমার এমন
বান্ধব কেবা হবে, ক্ষুধায় অন্নজল দিবে।
আর ত সহেনা ক্রেশ, দেখা দাও হে প্রাণেশ,
করি লীলা শেষ, তোমারি সন্মুখে।।

কংস কারাগারে কৃষ্ণ-দৈবকী সংলাপ—১নং

অজ্ঞাত

- চিতান — কংসারি কংস ধ্বংস করে মধুপুরে।
- পাড়ন — দুটি ভাই, অমনি কানাই বলাই, যাত্রা কল্লেন কারাগারে।।
- লহর — দেখে কৃষ্ণের বদন দৈবকী, বলে তুই রে আমার সাধনের ধন কৃষ্ণ কি,
গর্ভেমাত্র ধরেছিলাম, জন্মমাত্র তোরে বিদায় দিলাম,
হারা ধন কি আবার পাইলাম, চাঁদমুখে মা বল দেখি।।
- ছাড় — গোপাল তুই আমার দুঃখ পাসরা, নয়নতারা,
এতদিন কোথায় ছিলে আমায় ভুলে।
- ধূয়া — ওরে প্রাণ কৃষ্ণ রে, একবার আমার কোলে আয় রে,
বুকের পাবাণ দে রে ফেলে।।
- ডাইনা — তোরে যে হতে রেখেছি রে নন্দালয়ে,
সেই হতে রয়েছিরে আমি পথ চেয়ে,
দুরন্ত কংসের চরে, সর্বদা প্রহার করে, দুঃখ বলব কারে,
চন্দ্রবদনে দুঃখিনীয়ে একবার ডাক মা বলে।
- খাদ — পুত্রশোক শোকানলে জীবন যায় রে জ্বলে।।
- লহর — শুনি কৃষ্ণ নামে কষ্ট নাই,
তোরে গর্ভে ধরে আমার কষ্টের সীমা নাই

- যার নামে যায় জীবের কষ্ট, তার মায়ের কি এতই কষ্ট,
আমার মত দূরদূষ্ট, ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ নাই।।
- ঝুমুর — একবার আয়রে কৃষ্ণ কোলে আয়।
ওরে জীবন ধন, দুখে যায় জীবন,
রেখেছি রে তোরা আশায়।।
অন্ধের নয়ন দরিসের ধন, তুই রে আমার তরুণপ্রায়।
ঠেকে পরের মায়াতে, ঐ ব্রজেতে এ কষ্টেতে রেখেছ আমার।।
- পরচিতান — শুনেছি তোরা নামেতে বন্ধন ভয় থাকে না।
- পাড়ন — কৃষ্ণরে তোরে গর্ভে ধরে, আমার কষ্ট আর ঘুচল না।।
- লহর — আমার জন্ম গেল দুখেতে, দারুণ পাষণ চাপা রয়েছে রে বক্ষেতে,
যোগ্য পুত্র রয় যদি মা'র, এ কষ্ট কি ঘটে রে তার,
সুখের বাধা করি না আর, প্রাণ ত্যজব তোরা সাঝাতে।।
- মিল — শুনি তোরা নামে ভববন্ধন ভয় থাকে না,
চরণে পাষণ মানব করেছিলে।। (সংগ্রহ—মহেশচন্দ্র কবিভূষণ)

কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ-দেবকী সংলাপ—২নং অঙ্গাত

- চিতান — কংসের কারাগার হেরে কৃষ্ণের হৃদয় গলে।
- পাড়ন — বলে মা, দিয়ে স্নেহের চুমা, কোলে নে তোরা আপন ছেলে।।
- লহর — জানি যে কষ্টে যেপেছ দিন, দুষ্ট কংস দৈত্য কত যে হৃদয়হীন।
দিয়ে নিগড় চরণ করে, পাষণ চেপে বন্ধ পরে,
রক্ষী শত অনুচরে, রেখেছে দুখের অধীন।।
- ছাড় — ওমা আজ হতে কুদিন তোমার ঘুচে গেল,
তোমার কষ্টের ধন, সে কৃষ্ণধন কাছে এল।
- ধূমা — ও গো দুখিনী মা শুনখুলে মোর মুখে দে মা,
তৃষ্ণাতে বুক ফেটে গেল।।
- ডাইনা — ওমা ক্ষুধাতে যশোদার সেই ক্ষীর নবনী,
তোরা অভাবে রাখছে জীবন এতদিনই,
লুকায়ে মায়ের বুক, যে সুখা খেতেম সুখে,
সদা হাস্যমুখে,—
ওমা ভাবলে তা আজো চোখে আসে জল।।
- খাদ — মা থাকতে মাতৃহীন মোর সাজতে হল।
- লহর — তবু বিধি ছিল অনুকূল, তাই পেয়েছিলাম যশোদার সেই মিষ্ট কোল,
ডাকতো সদা “যাদু বাছা”, মায়ের মতই দেখতেন সাচা,
খেতে দিতো বাছা বাছা, একটি দিন করতো না ডুল।।
- মিল — কত মেরেছে ধরেছে দূরন্ত বলে,
নরীর হাত বুলায়েছে বক্ষস্থল।।
- ঝুমুর — ওমা, মা'র মায়া'র নাই অবধি।
আমি জেনেছি, আমি শিখেছি,
থেকে মা হারা নিরবধি।।
পুতনার হ'ত না মরণ, থেকে মা হারা নিরবধি,
ওমা সেই হলাহলে, আজো প্রাণ জ্বলে,
দুখ খেলে সে জ্বালা যায় যদি।। (সংগ্রহ—মহেশচন্দ্র কবিভূষণ)

সপ্তম অধ্যায়

সখী সংবাদ

[রাধা-কৃষ্ণ লীলাভিত্তিক সকল শ্রেণীর গান, যেমন—পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ, মিলন, রাপোল্লাস, বংশীশিক্ষা, অভিসার, মান, কলহাস্তরণ, মাধুর, ভাবোল্লাস, দূতী সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, প্রভাসযজ্ঞ ইত্যাদি গানগুলি এক কথায় 'সখীসংবাদ' বলে কবিসমাজে প্রচলিত। সখীসংবাদই কবিগানের প্রাণ। এই গানগুলি মুখ্যত প্রেমের গান; রচয়িতা কবিরায়ের কাব্যশক্তির নিদর্শন, কাব্যানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাধাকৃষ্ণের খোলস ছাড়ালে গানগুলি সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক চাওয়া পাওয়ার আর্তি, বিচ্ছেদ বেদনার আক্ষেপ, মিলন বিরহের হাসি অশ্রুতে নিষিক্ত নিটোল প্রেম-সঙ্গীত বিশেষ। জোড়ায় জোড়ায় বা এককভাবে রচিত এ সকল গানের তাৎক্ষণিক জবাব গানের মাধ্যমেই বিপক্ষ কবিরায়কে রচনা করে গাওয়াতে হয়। একই গানের ভিন্ন ভিন্ন কবিরায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জবাব করে থাকেন।]

সখীসংবাদ—পূর্বরাগ/অনুরাগ

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (ক) ১নং হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

- চিতান — বড় রসের পক্ষ, পূর্বরাগের অপূর্ব রস।
- পাড়ন — বালা পোগণ অতিক্রম, পূর্বভাব ব্যতিক্রম, যৌবনের উপক্রম, বড়ই উত্তম প্রথম বয়স।।
- ফুকার — কক্ষে কুস্ত রাই, তপনতনয়ার তীরে যায়ঃ চরণ উপরে নূপুরে পঞ্চম গায়ঃ রাখাল চরায় বনে ধেনু, কি আনন্দে নন্দের কানু, কেলিকদম্বে হেলায়ে তনু, রাই বলে বেণু বাজায়।।
- মিল — প্রথম দর্শনে দেহের সনে নাই আর মনের গতি, তখন শ্রীমতী সখীর প্রতি, প্রীতি বাক্যে বলে।।
- ধূয়া — জানলে বলগো সখি, উহার ধাম কোথায়, নাম ধরে কি, করে কি গোকুলে।।
- ডাইনা — রাপে মন করে মুগ্ধ, প্রাণ করে ম্লিষ্ট, বিদম্ব নাগররায়ঃ দেখলে তেরছ চাহনি, ত্রৈলোক্যমোহিনী, মোহিনীর মন মোহ যায়ঃ দাঙ্কির মন দমিছে, পীতাম্বর চমকিছে, যেন চপলা চমকিছে, নবীন মেঘের বেলে।
- খাদ — অচিন রাজ্যোতে চিত্ত আমার গেছে চলে।।
- ফুকার — আমার দেহ মন গৃহ কর্ষে হৈল উদাসীনঃ ইহ পরকাল পরের জন্য পরাধীনঃ প্রাণ কাঁদে তাঁর ফাঁদে পড়ে, চঞ্চল চরণ চলতে নারে, সখি চূপ করে ঐ রূপসাগরে, ডুবল আমার আঁখি-মীন।।
- মিল — উহার রূপ দেখে সচল দেহ অচল হৈল, কক্ষের জলাধার খসে পৈল, তোরা ধর সকলে।।
- অন্তরা — সখি, কদম্বমূলে ঐ কে গো।
যে রূপ চিত্রপটে একে, দেখালি আমাকে, একি সখি আমার সে গো।।
ত্রিভঙ্গ মুরতি মধুর আকৃতি, শিরে দেখি শিখি চন্দ্রিমালঙ্কৃতি,
কোন সতীর এই গোকুলে বসতি, যুবতী সমাজে সে গো।
আমি রাখিব ঐ রূপ হৃদয়ে ভরিয়ে, যতনে ধরিয়ে দেগো।।
- পরচিতান — এ যমুনার কূলে এ কুল ও কুল দুকুল খেলেম।
- পাড়ন — আমার দু'নয়নের বারি, কি দিয়ে নিবারি,
আর যাবনা বাড়ী, কেন বারি নিতে এলেম।।

- ফুকার — সখি, গোকুলে কুলে রবে কেমন কুলজায়,
যমুনার কূলে বৃদ্ধি আমার কুল যায় :
নব নীল শশধরে, ধর ধর আমায় নিল ধরে,
কেন অধরে মুরলী ধরে, রাই বলে বাঁশী বাজায় ॥
- মিল — শ্রীঅঙ্গে চন্দন চূয়া, দাঁড়িয়া ঐ কার বঁধুয়া, গলে বৈজয়ন্তীর মালা,
যেমনি গলা তেমনি মালা দোলে ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার (বরিশাল)

- চিত্তান — শুনে কিশোরীর সে রসের কথা বলে সঙ্গিনী সকল।
- পাড়ন — দেখে জলের ঘাটে শ্রীহরি, উঠলি কেন শিহরি,
চল কিশোরী বারি নিয়ে চল ॥
- ফুকার — আমরা সব সঙ্গিনী তোরই সঙ্গে, জল ভরিতে মনোরঙ্গে,
নিত্য আসি শ্রীমতীঃ হঠাৎ হল আজ তোর কি মতিঃ
জলের ঘাটে রূপ দরশন, তাইতে উন্মাদিনীর লক্ষণ,
রাধে, সাক্ষাৎ যদি হতো মিলন, জল নিতি না প্রাণ দিতি ॥
- মিল — রূপ দেখিয়া অন্ধকূপে দিস না'ক ঝাঁপ,
শেষে পাবি মনস্তাপ, তাইতে বারণ করিলাম।
- মুখ — পরপুরুষে মন সঁপিলে, এ গোকুলে রটিবে দুর্নাম ॥
- ডাইনা — চিন্ময় রসে নাই আকিঞ্চন জানালি আমায়,
পরপুরুষের রূপের পানে, সতী কি তাকায়ঃ
আজ তোরে ভুলাবে বলে, কালিন্দী যমুনার কূলে,
দাঁড়াল কদম্বমূলে, নন্দনন্দন বাঁকশ্যাম।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে ব্যথিত হলাম ॥
- ফুকার — বললি, ঐ কালরূপ চক্ষে হেরে, চূপ করে ঐ রূপ সাগরে,
আঁখি-মীন ডুবিল তোরঃ আছে মীন হলে ধীবরের ডরঃ
মতি রেখে পতির ধ্যানে, থেকে পতির রূপ সাধনে,
রাধে, পতি রূপামৃত পানে, আঁখি-চকোর অমর কর ॥
- ফুকার — বললি, অধরে মুরলী ধরি, রাই বলে বাজায় বাঁশরী,
তাই শুনে হলি ব্যাকুলঃ কেন হাসালি কুলনাকুলঃ
হারা হয়ে ধবলী গাই, বাঁশীতে কয় হারাই হারাই,
রাধে তুই অনিস যে বলে রাই রাই, এ সকল তোর শ্রুতির ডুল ॥
- ফুকার — বললি, অধরে মুরলী ধরে, হাসিতে উদাসী করে,
দেখে উহার মৃদুহাসঃ কেন হল রাই তোর বৃদ্ধি হাসঃ
কাজ কি উহার মৃদু হাসে, যা শুনে কুলজা হাসে,
সদা শুনবি বসে পতির পাশে, সতীধর্মের ইতিহাস ॥
- ফুকার — বললি, নবনীল শশধরে, ধর ধর আমায় নিল ধরে,
শুনে দুঃখ ধরে না : সতী এ সঙ্কল্প করে না :
ধরে নিতে সাধবী সতী, শশধরের কি শক্তি,
শুনি সতীর অঙ্গ মৃত্যুপতি, স্পর্শ করতে পারে না ॥
- শ্রীরাধার পূর্বরাগ (ক) ২নং হরিচরণ আচার্য
- চিত্তান — বঙ্গ শ্যামসুন্দর নাম, কি সুন্দর নাম, ধাম গোকুলে।

- পাড়ন — ঐ রূপ লেগেছে ঈক্ষণে, দেখিস না লক্ষণে, বড় শুভক্ষণে,
এলেম আজ যমুনার কূলে।।
- ফুকার — প্রাণসখি গো, আজ আমার কি ছিল সুপ্রভাতঃ বড় অপরূপ সৌভাগ্যে
দেখলেম সাক্ষাৎঃ দেখ দেখি এই কেমন মানুষ, আর দেখি নাই এমন মানুষ,
আমার মন পেয়েছে মনের মানুষ, প্রাণ পেয়েছে প্রাণনাথ।।
- মিল — তোরা আশীর্বাদ করে সখী সবে যাগো ঘরে,
যেন মিশে যায় শ্যামসাগরে রাধা সুরধুনী।
- ধূয়া — আমার আর কেহ যাই, এখন আমি যার তার হয়ে নাই, তোরা দেখ সজনী।।
- ডাইনা — দেগো তিল তুলসীদল, দেগো গঙ্গাজল, পূজি মন্মথমোহনঃ
আমি সর্বেশ্বরীয় সহ, ত্যজে মায়া মোহ, দেহ করি সমর্পণঃ
স্থান নিয়ে পদতলে, কিনা হই বিনা মূলে,
আমার চৌদিকে কব সকলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি।।
- খাদ — মনের সাধ পূরাবে কি আমার কাত্যায়নী।।
- ফুকার — প্রাণসখি গো, বিধি যদি হয় গো অনুকূল, হ'ক সে প্রতিকূলঃ
পতির কুল আর সতীর কুল : মনে বলে এইত সূজন, নিঃসর্জনেতে রব দুজন,
এখন কূলে থেকে কূলের কুজন, করুক গিয়ে কুজনে কুলকুল।।
- মিল — সখি, আজ হ'তে কুলজাকুল পুনঃ পুনঃ,
আমায় সকলে বলে যেন কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী।।
- অন্তরা — আর কি কূলে রাবে কুলবধু।
করে মোহনবাঁশীটি, মোহন হাসিটি হাসিতেছে মৃদু মৃদু।।
ঐ দেখ ধীর সমীরে যমুনার তীরে, রাখালিয়া সাজে কেমন বিহরে,
ভালে গগুণধরে নখরনিকরে, সার্ব্ব চতুর্বিংশ বিধু।
নিবে কুলবতীর কুল ধরিয়া ধরিয়া, বাঁশীতে ভরিয়া মধু।।
- পরচিতান — কূলের কুচরিত্র অপবিত্র ঘুচায়েছি।
- পাড়ন — আমি তারুণ্য কারুণ্য, অমৃত লাবণ্য, প্রাণের তৃপ্তির জন্য,
ত্রিধারাতে স্নান করেছি।।
- ফুকার — বিদায় দে সবে, তোদের কাছে বিদায় হ'য়ে যাইঃ কথা বলিতে চলিতে
আর শক্তি নাই : সখী, সবে যাগো ঘরে, বল গিয়া নগরে নগরে,
ব্রজে কৃষ্ণ কলঙ্কসাগরে, জন্মের মত ডুবল রাই।।
- মিল — ফুলের কুণ্ডল শ্রুতিমূলে, না দোলাতে আপনি দোলে,
চরণে চরণ ধুয়ে, সলিল ত্রিভঙ্গ হয়ে, দাঁড়াল গুণমণি।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- ফুকার — বললে, চেয়ে দেখ সেই কেমন মানুষ, আর দেখি নাই এমন মানুষ,
গড়েছে কোন জগদীশঃ শুধু রূপ দেখেই ভুলেছিস?
আগে দেখ না করে পরখ, আয়ান আর এই খেনুচারক,
দুয়ের কোনটা স্বর্ণ কোনটা নরক, কোনটা সুখ কোনটা বিষ।।
- ফুকার — বললে, মন পেয়েছে রসিক সূজন, নিরঞ্জে থাকবি দুজন,
সতীর পতি শশাঙ্কঃ কেন মাখবি তায় মুগাঙ্ক?
পতি মজলে অসতর্কে, উপপতি প্রেম সম্পর্কে,
দেখে হাসে শশী হাসে অর্কে, ঐয়েলোক্যে হয় কলঙ্ক।।

- ফুকার — বললে, মিলেছে সুজনে সুজন, কুলে থেকে কুলের কুজন,
কুল কুল করুক সকলি: এই কি সতীর রীতি দেখালি?
কুলবতী থেকে কুলে, প্রীতি শ্রদ্ধা পুষ্প তুলে,
স্বীয় প্রাণপতির শ্রীপদমূলে, ভক্তিতে দেয় অঞ্জলি।।
- অন্তরা — বললে, বাঁশীতে হাসিতে মধু, ভোলে কুলবালা।
রাখে, মধু নয় ত বিষের ভাণ্ড, হাসি নয় ত ফাঁসীর খেলা।।
পূর্বরাগের পূর্বভাগে, দুষ্টের প্রেমও মিষ্টি লাগে, ভাবে বিহুলা।
শেষে কালা হবে কালভুজঙ্গ, অঙ্গে উঠবে বিষের জ্বালা।।
- ফুকার — অদ্য কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে, রাধা যদি ডুবে মরে, কলঙ্ক ব্রজবধূর:
হবে অপবিত্র ব্রজপুর: আমরা তাই অগন্ত্য হব, কলঙ্ক সাগর শোষিব,
তোরে নিষ্কলঙ্ক করে লব, বধিয়ে কলঙ্কাসুর।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (খ) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — হল রঙ্গময়ীর শ্রীঅঙ্গেতে যৌবনের অঙ্কুর।
- পাড়ন — ভানসুতার কূলে, কেলিকদম্বের তলে, দাঁড়াইলেন গোপীর মনোচোর।।
- ফুকার — প্যারি স্বর্ণকুণ্ডে অশ্রু আনিতে, কদম্বতলার ঘাটে যায়,
নব রঙ্গেতে রঙ্গিনী সঙ্গেতে সঙ্গিনী, মত্ত মাতঙ্গিনী প্রায়।
কি জানি হৃদয়ে জাগে, তনু যায় কি অনুরাগে,
মন যেন পবনের বেগে, মনের মতো মনের মানুষ চায়।।
- মিল — হঠাৎ কদমতলে হেরে কালাচাঁদ, প্রাণে লাগল পিরীতির বাঁধ,
সঙ্গিনীর প্রতি বলে।
- মুখ — ইন্দিবর নিন্দিরূপ, কেগো সখী কালিন্দীর কূলে।।
- ডাইনা — বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরা কর্ণেতে কুণ্ডল, অলকা তিলকাবৃত শ্রীমুখ মণ্ডল:
কামকান্তি জিনি কান্তি, গলে দোলে বৈজয়ন্তী,
বাঁশী সাধে জয়জয়ন্তী, জয় রাধা রাধা বলে।
- খাদ — তরুণ অরুণ কিরণ চরণতলে।।
- ফুকার — ঐ দেখ গুচ্ছ শিখিপুচ্ছ সেই লো, শিরে উচ্চ চূড়া মনোহর:
মধুর মুখেতে হাসিটি, করেতে বাঁশীটি, কটিতটে পীতাম্বর।
তারুণ্য কারুণ্যামৃত, মরি কি লাবণ্যামৃত,
পান করে ঐ রূপামৃত, মৃত আঁখি হলো গো অমর।।
- মিল — আমি সাধন করে মীন হয়ে সখী, ইচ্ছা হয় ডুবে থাকি,
সে রূপজলধির জলে।।
- অন্তরা — সখী, মরি কি সুন্দর, নব নটবর, তপনতনয়ার ঘাটে।
খেলে সজল সজীব কোলেতে চপলা, পীত ধটি কটিতটে।।
চন্দনেতে অর্ধ ইন্দু, উর্ধ্বে মৃগমদ বিন্দু,
ঠিক যেন সেই পূর্ণ ইন্দু, শোভা করে ঐ ললাটে।
উহার কর পদ নখে, গণ্ডস্থলে মুখে, কত চন্দ্র এল জুটে।।
- পরচিতান — কি যে ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গমোহন।
- পাড়ন — ঐ দেখ কি রঙ্গেতে, ত্রিভঙ্গের বাঁকা ভঙ্গীতে,
নয়নের ইস্রিতে ভুলায় মন।।
- ফুকার — যেন মদন করিয়ে শোধন, বিধি বদন গড়িয়াছে:

কত সুধাকর সুধা ছানিয়া, অনিয়া সর্বদা মিশায়েছে।
একবার মাত্র দরশনে, পশিয়ে রূপ হৃদাসনে,
যেন আমার মনের সনে, মনে মনে কথা বলতেছে।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (খ) ২ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বললে, বিহরে কালিন্দীর কূলে নন্দনন্দন শ্যাম।
পাড়ন — ধন্য ধন্য নন্দনন্দন নয়নানন্দ, ধন্য ধন্য নন্দগ্রাম।।
ফুকার — ও কি নন্দকুল পূর্ণচন্দ্র গো, কি যে মধুর মুরতিখানঃ
আহা শ্যাম শ্যাম শ্যাম, কি মধুর নাম, মাতাইল মনপ্রাণ।
নামে মধু রূপে মধু, হাসিতে ঝরিছে, মধু,
বাঁশীতে ভরিয়ে মধু, কুলবধুর ছাড়ায় কুলমান।।
মিল — আবার কূলের ভয় কি দেখাস গো সখী,
আমি হব কুলকলঙ্কী, আর বলিস নে কূলের নাম।
মুখ — দুকূলে কেউ নাই গোকূলে, তাই ত কূলে দিয়েছি প্রণাম।।
ডাইনা — তোরা সব সখীকূলে করিস নে কুল কুলঃ
অকূলে পড়লে কি সখী কূলে দিবে কুলঃ
যাউক পতির কুল যাউক সতীর কুল,
দেহতরীর হউক অনুকুল, অকূলের কাণ্ডারী শ্যাম।
বাদ — কবে আমার পূর্ণ হবে মনের মনস্কাম।।
ফুকার — কবে ভজিব মজিব প্রেমেতে ত্যজিব এ সমুদয়ঃ
আমার ধরম করম যশ অপযশ, কুলশীল লাজ ভয়।
কবে আমি ব্রজধামে, বসব কালাচাঁদের বামে,
কৃষ্ণ কলঙ্কিনী নামে, কবে আমার হবে পরিচয়।।
মিল — আহা কি সৌন্দর্য কি মাদুর্যময়, এ সংসর্গ যার ভাগ্যে হয়,
চতুর্বর্গে তার কি কাম।।
অন্তরা — কি যে অপরাপ রূপ, রসের স্বরূপ, হেরিলেম দুটি চক্ষে।
আমায় ধর ধর ধর, হেরে জলধর, জলাধার রহিল কক্ষে।।
পাই যদি অমূল্যরতন, যতন করিব মনের মতন,
ঠিক যেমন সেই যক্ষের ধন, করিব রক্ষে।।
কোটি শশী যে শীতল, তা হতে সুশীতল, পদতল রাখিব বক্ষে।।
পরচিতান — সদা রঙ্গে রব এ মানুষের সঙ্গ যদি পাই।
পাড়ন — মিছে করে কুল কুল, এ কুল সে কুল যাবে দু'কুল,
আর হবে না কোন কূলে ঠাই।।
ফুকার — ঘরে খাণ্ডী কূলের নাগিনী, কূলে ননদী বাধিনীর প্রায়ঃ
আবার বোলতা ভীমরুল, পতি পিতার কুল, সর্বদা দংশিছে তায়।
কূলের কুকুর শত শত, ঘুরে বেড়ায় অবিরত,
কেওয়াফুলের কঁটার মত, কুলীনের কুবাক্য বাজে গায়।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (গ) ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — সখী সঙ্গে মনোরসে রঙ্গময়ী অধু আনতে যায়
পাড়ন — কালিন্দীর তটে, কন্দলতার ঘাটে, হাঁটিতে ভট্টীর বাটে, ঠেকল প্রেমের দায়।।
ফুকার — কদম্বে হেলায়ে অঙ্গ, দাঁড়হিল ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর, অঙ্গভঙ্গী মনোহর :

- ত্রিলোকে তুলনাহীন, মঙ্গলধের মনোমোহন,
আকাশ ছেড়ে বিকাশ যেন, ধরাতেলে নবজলধর ॥
- মিল — তখন অপরূপ নয়নে হেরে, রাই ধরে ললিতার করে, সুললিত বাক্যে বলে।
ধূয়া — দেখগো তোরা দেখগো সখী, মূর্তিমন্ত হয়ে নাকি, মেঘ দাঁড়াইল কদম্বমূলে ॥
ডাইনা — কেসেখেছে এমন ছাঁদে, মেঘের মাথায় চূড়া বাক্যে, মেঘের কিণো আছে কলেবর,
কি ত্রিকঙ্ক পীতবড়া, মেঘের গলায় শুভ্রছড়া, মেঘের পরা হেন পীতাম্বরঃ
মেঘ দেখে হয় মন উদাসী, মেঘের মুখে মধুর হাসি,
মেঘে কিণো বাজায় বাঁশী, জয় রাধা রাধা বলে।
- খাদ — ধরগো সখী মলেম মলেক পৈলেম ঢলে ॥
- ফুকার — নবধন ত্রিধরূপে মন মুগ্ধ হল দরশেঃ ভাবাবেশে প্রবাসেঃ
মন চায়না অন্য প্রসঙ্গ, বেগে চায় এই মেঘের সঙ্গ,
শীতল হৈল তাপিত অঙ্গ, কালমেঘের শীতল বাতাসে ॥
- অন্তরা — কাল মেঘ সাজিল প্রাণ সজনীঃ মদন শোধন বদনখানি ॥
মেঘের শোভা দেখ নয়নে, কদম্বের ফুল দুটি কানে,
বিদ্বিল কটাক্ষবাণে, ব্রজের যত তরুণী হরিনী ॥
সুকোমল কত সুশ্রী শ্রীপদ শ্রীকর, নখরনিকরে সাজে পূর্ণ সুধাকর,
পড়িলে এই মেঘের ভূলে, কোন কুলজা যাবে কুলে,
কিনা হতেম বিনা মূলে, মেঘের কোলে দেখলে নৌদামিনী ॥
- পরচিতান — মেঘ দেখেছি শত শত, এই মেঘে ত, ভুলাইল হৃদয়।
পাড়ন — এই মেঘ কি সুচারু, বাঁকা আঁখি জোড়া ফুর,
রামরত্না জিনি উরু গুরু অতিশয় ॥
- ফুকার — এই কাল মেঘ ভালবেসে, ভুলে গেল আমার আঁখিঝর্য্য প্রাণে কত কথা কয়ঃ
কপালে অলকা ঘেরা, আলোকিত বসুন্ধরা,
মেঘ ফুটে উঠিল তারা, দেখ গো তোরা শোভা অতিশয় ॥

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (গ) ২ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কাল মেঘ নয় মেঘের বরণ, নন্দনন্দন দিলে পরিচয়।
পাড়ন — বলি অকপটে, যে রূপ দেখলেম চিত্রপটে,
সেই রূপ এই কালিন্দীর তটে, হয়েছে উদয় ॥
- ফুকার — সাথে কি মেঘ বলি সখি, প্রাণে মরি বারি পিপাশায়ঃ আমার যদি প্রাণ যায়ঃ
বহু জন্মের পাতকিনী, মৈরে হব চাতকিনী,
দিন রজনী একাকিনী, থাকি যেন এই মেঘের আশায় ॥
- মিল — যারে বংশীধ্বনি বলিস সজনী, আমি কই সারসের ধ্বনি,
সুখে করে মেঘ দেখে।
- ধূয়া — সাথে কি মেঘ তারে বলি, মেঘের লক্ষণ দেখ সকলি,
প্রাণসখি প্রাণালী কই তোকে ॥
- ডাইনা — মেঘেতে রামধনু উঠে, অমনি উহার চূড়া বটে, বকপংতি মুকুতার মালাঃ
দামিনী দমকে যেন, পীতাম্বর সেধি হেন, মেঘে আছে নিরাশা শীলাঃ
দেখ মেঘের কি বরণ স্বচ্ছ, এ কল্পনা ভাবলে তুচ্ছ,
কেন করে উচ্চ পুচ্ছ, মধুর নাচে চৌদিকে।
- খাদ — কাল মেঘ সেজেছে ভাল, সবার সম্মুখে ॥

- ফুকার — মেঘের কিন্তু স্বভাব বটে, মেঘে ছোট্ট বেগে ঝঞ্জাবাতঃ কত দেখেছি সাক্ষাৎঃ
যদি দুইদৈব পবনে, মেঘ নিয়ে যায় অন্য স্থানে,
অভাগিনী মরবে প্রাণে, শিরে পড়ে দারুণ বজ্রাঘাত।।
- মিল — যখন চিত্রপটে ঐ মেঘ দেখেছি, জীবন যৌবন সব সঁপছি, জীবন মরণ আলোকে।।
- অন্তরা — কাল মেঘ সাজিল কদমতলেঃ তনু মন প্রাণ গেছে ডুলে।।
ত্রিভঙ্গ মধুর আকৃতি, শিখী চন্দ্রিমাকৃতি,
কোথা ছিল মেঘের স্থিতি, এথা এল কার তপস্যা ফলে।
কুলের বৌ সব যাগো কুলে, যা গোকুলে সইঃ
মেঘ দেখে কালিন্দীর কুলে আমি আমার নইঃ
একুল সেকুল গেল দুকুল, প্রাণ আমার হয়েছে ব্যাকুল,
কুলে থেকে করিস কুল কুল, অকুলে কুল দিবে কি এই কুলে।।
- পরচিতান — আমি জন্মাবধি নিরবধি, কাল বড় ভালবাসি সই।
- পাড়ন — কাল তমালবনে, নয়ন সফল দরশনে,
মেঘ সাজিল মেঘের পানে, আমি চেয়ে রই।।
- ফুকার — মেঘের বরণ ভালবাসি, চক্ষে দেখে এই কালচ্ছটাঃ আমার কালরূপ মিঠাঃ
পৈরে থাকি সই কাল শাড়ী, করে দেই নীলমণি চুড়ী,
সিন্দূর চন্দন পরিহরি, যত্নে পরি সেই কালির ফোঁটা।।
- মিল — বহু কাল ভালবাসি গো চক্ষে, কাল মেঘ ধরিব বক্ষে, যা বলুক এই ত্রিলোকে।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (ঘ) ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — পূর্বরাগের পূর্বে নব যৌবন গর্বে, রহি আছে নবানুরাগে।
- পাড়ন — অতি নিকটে ললিতা চিত্রা চম্পকলতা,
সবে প্রফুল্লিতা, নবভাব অন্তরে জাগে।।
- ফুকার — হায়রে, সবার মনে খোঁজে মনের মানুষ, নব যৌবনের সঞ্চারঃ
এসে বিশাখা ভুলাইতে বিশ্ব সংসারঃ
চিত্রপটে চিত্র করে, রাহিকে দেখায় চিত্র হেরে,
রাধার চিত্ত উঠে নৃত্য করে, নেত্রে ছুটে অশ্রুধার।।
- মিল — দেখে মনোহর মুরতি, হয়ে ব্যাকুল অতি, শ্রীমতি চঞ্চল মতি বলে বিশাখাকে।
- ধূয়া — বিশাখে বল গো বল, উপায় কি করি বল, আমার প্রাণ বিহল,
চিত্রপটে চিত্রমূর্তি দেখে।
- ডাইনা — রাপে মূরছে অনঙ্গ, মরি কি শ্রীঅঙ্গ, ত্রিভঙ্গ মধুরাকৃতিঃ
আহা কি সুন্দর নাসা, কুলজার কুলনাশা, নাসায় দোলে গজমোতিঃ
কিবে খঞ্জন গঞ্জন নয়নে, অঞ্জন মনোরঞ্জে,
কোন জনের রূপকুঞ্জে আনলি একে।
- খাদ — তিলকে ত্রিলোক আলো, মরি কি ঝলকে।।
- ফুকার — হায়গো সখি, যেজন যার রূপ চিত্র করে, চিত্তে চিত্তা করে লয়ঃ
এ রূপ চিত্তিলে সচল সেহ অচল হয়,ঃ হায়
এমন মূর্তি চিত্তা করে, কোন পাখাণী চিত্র করে,
তখন হলনা কি তার শরীরে, অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয়,।।
- মিল — ঐ রূপ পশিল কোনে আমার জন্মসনে, কথা বলতেন মনে মনে, কত হাসিমুখ।।
- অন্তরা — চিত্রপটে কি অপরূপ দেখি। রূপ সাগরে ডুবল দুটি আঁখি।।

রূপটি উহার চিকনকাল, রূপে করে ডুবন আলো,
কাল রূপ যে এত ভাল, আগেতো জানি না প্রাণসখী।
অলকা তিলকাবৃত্ত শ্রীমুখ মণ্ডল, শোভিছে শ্রুতিযুগলে মকরকুণ্ডল,
সৌন্দর্য্য মার্ধ্য্য হেরে, অধৈর্য্য হলেম অন্তরে,
ভেঙ্গে এই হৃদিপিঞ্জরে, উড়ে যেতে চায় গো প্রাণপাখী।।

পরচিতান— বলগো অকপটে, কার রূপ চিত্রপটে, কোন চিত্রকারিণীর চিত্র।
পাড়ন — মদন ছানিয়ে বদনগান, কোন বিধির নিরমাণ, কুলজার কুলমান,
ভুলে যায় রূপ দৃষ্টি মাত্র।।

ফুকার — সেই গো, ঐ দেখ শিরে চূড়া, করে বাঁশী, পদে পদ রেখেছে:
এমন অপরূপ রূপ কোন রূপসী দেখেছে :
(হায়) কোন রসিকা প্রেমবাতুলী, সুধাকারের সুধা তুলি,
ও সেই করে তুলে রসের তুলি, রসিকের রূপ একেছে।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী)

চিতান — তখন রাই রঙ্গিনীর বাণী শুনি, অমনি বিশাখীকে কয়।

পাড়ন — করে চিত্রপটে অঙ্কিত, হয়ে নিঃশঙ্কিত,
দেখালেম ত শ্রীনন্দের তনয়।।

ফুকার — বললে, বল বল বিশাখীকে, চিত্রপটে চিত্র একে,
কার রূপ দেখালি আমায়: ভোলে দেহ মন সেই মহিমায় :
শুনে যাহার বংশীধ্বনি, উন্মাদিনী বিনোদিনী,
এঁকে সেই কৃষ্ণের মুরতিখানি, দেখাতে আনলেম তোমায়।।

মিল — ভানুদয়ে কানু করে গোকুলে বিহার,
চিত্রপটে চিত্র উহার, নিজের ইচ্ছায় একেছি।

মুখ — দেখাতে তার চিত্রপটে, তোর নিকটে আমি এসেছি।।

ডাইনা — মনোরঞ্জন কোন্‌জনের রূপ কুণ্ডলে এনে:
পাত্রযোগ্য পাত্রী বিনে পাত্র কি চিনে :
নূতন একটা সন্ধি করে, নবদ্বারের কপাট মেরে,
চূপে রূপ দেখাইতে তোরে, তোর নিকটে এনেছি।

খাদ — যেমন পাত্রী তেমন পাত্র সাক্ষাৎ পেয়েছি।।

ফুকার — বললে, এমন মূর্তি চিন্তা করে, কোন পাখাণী চিত্র করে,
অষ্ট সাত্তিক ভাব তার গায়: জন্মে হাসে কাদে নাচে গায় :
রসের মর্ম পায় রসিকে, অরসিকে বিরস থাকে,
করে মধু সঞ্চয় মধুপোকে, খাদকে সে মধু খায়।।

ফুকার — বললে, কোন্‌ রসিকা প্রেমবাতুলী, করে তুলে রসের তুলি,
এঁকেছে এই চিত্রপট: তোরে খুলে বলি অকপট :
ঠিক না হলে পাত্রীপাত্র, প্রেমের অঙ্কুর হয় না মাত্র,
রাই তুই যেমন পাত্রী তেমনি পাত্র, পট অনলেম তাই তোর নিকট।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (ঘ) ২নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — বল্পে বিশাখীকে, ও যার মুরতি একে, আমাকে করালে দরশন।

পাড়ন — আহা, শ্যামসুন্দর উহার নাম, বসতি ব্রজধাম, কিবে সুন্দর সূঠাম,
রূপসাগরে ডুবল নয়ন।।

- ফুকার — সেই গো, আমি মায়ের মুখে শুন্লেম মর্ম, জন্ম আমার যে সময়,
বিধির নির্বন্ধ অন্ধ ছিল নয়নদ্বয়ঃ নন্দনন্দন বড়াইর সনে, যেদিন যাই ভানুর ভবনে,
সেদিন এই মানুষের পরশ শুণে, অন্ধলোচন আমার মোচন হয়।।
- মিল — পূর্বের সম্বন্ধ কি ছিল, আমার মনে প'ল,
চিত্ত বিস্ত সব হরে নিল, উহার রূপ লাভন্যে।।
- ধূয়া — চিত্রপট দেখে সেই, আমি তো আমার নই,
মনের মানুষ বই, মনের কথা কি আর বুঝে অন্যে।।
- ডাইনা — এই যে মনের মতন, পুরুষ রতন, দেখালি যতন করেঃ
দেখে মকরকেতন হল সচেতন, নির্যাতন করলে মোরেঃ
নয়নযুগল ঈষৎ বাঁকা, চুড়ায় ময়ূরপাখা,
তাইতে রাখা নাম লিখা, দেখি সখি কিসের জন্যে।
- খাদ — অপূর্ব এই অপরূপ দেখ্লেম পূর্ব পুণ্যে।।
- ফুকার — সেই গো, আমার সঙ্গে নব নব চিহ্ন, নব যৌবনের অঙ্কুরঃ
নব কন্দর্প করল সব দর্প চুরঃ কপট ছেড়ে বলগো সত্য,
পট দেখালি কি নিমিত্ত, আমি অবলা সরলার চিত্ত, চুরি করল চিত্তচোর।।
- মিল — নাই আর স্ববশে মন দেহ ইন্দ্রিয় সমূহ,
আমার মনে কয় ছেড়ে গৃহ, চলে যাই অরণ্যে।।
- অন্তরা — পরাণ সঁপিণু ঐ চরণে। নিজ্জনে দুজনে রব বনে।।
শিরে চুড়া করে বাঁশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি,
অন্তরে লাগায়ে ফাঁসী, যেন আমার প্রাণ সহিতে টানে।
কিবে নিরমল কান্তি শান্তিময় উহার, গ্রীবাদেশে কিবা শোভা বৈজয়ন্তী হারঃ
ভূরা দুটি দেখি যেন, কামের ধনুক হেন,
মন-মৃগীরে ঘন ঘন, দুনয়নের কটাক্ষবাণ হানে।।
- পরচিতান — আহা মরি মরি, কি রূপের মাধুরী, এমন রূপ হেরি নাই কখন।
- পাড়ন — কত সুরসিক সে জানি, এনে দে সজনি,
কি দিবা রজনী, সেবা করব যুগল চরণ।।
- ফুকার — সেই গো, যদি হয় গো সে মানুষের সনে, মনে মনে মন মিলনঃ
কবে হবে সেই হেন সুখ সম্মিলনঃ
কাজ নাই গো মোর কুলে থেকে, যাক্ কুল যাক্, এ কুল রেখে,
আরতো শুন্বনা গোকুলে থেকে, কুলোকে কু আন্দোলন।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

- চিতান — হায় হায় আবার বললে শ্রীরাধিকে, রূপে তোকে করে আকর্ষণ।
- পাড়ন — হেরি চিত্রপটে মুরতি, চিত্তে করে স্মৃতি,
কি রীতি পিরীতি আকিঞ্চন।।
- ফুকার — বললে, নন্দের নন্দন বড়াইর সনে, যেদিন যাই ভানুর ভবনে,
সেদিন দেখলি মুরতিঃ প্রাণে তাইতে খোঁজে পিরীতিঃ
চিত্রপটে চিত্র হেরে, চিত্ত এত নৃত্য করে,
ঐরূপ সাক্ষাতে দেখিলে পরে, জল নিতি না প্রাণ দিতে।।
- মিল — নাম জানা নাই গ্রাম জানা নাই, রূপে মন হরে,
পরের আশা পরে করে, শুনে লজ্জায় মরে যাই।

- মুখ — নারী ধরা ফাঁদ পেতেছে, নন্দের নন্দন ত্রিভঙ্গ কানাই।।
 ডাইনা — নয়ন যুগল ঈষৎ বাঁকা দেখিস কি জনোঃ
 তবু ভুলিস শ্রীরাধিকা বাঁকা লাখনোঃ
 পতির চরণ কর সম্বল, নইলে সবই হবে বিফল,
 রাখালের রূপ মাকালের ফল, দেখতে ভাল ভাঙলে ছাই।
 খাদ — তমাল তরুর সম্মুখে চিত্রপট দেখাই।।
 ফুকার — বললে, কপট ছেড়ে বল গো সত্য, পট দেখালি কি নিমিত্ত,
 চিত্তের নৃত্য দেখে তায়, পূর্বের সম্বন্ধ বই কেবা পায় :
 গোলোকে যে ছিল চিনা, সে চিনায় দুঃখ ঘোচে না,
 দিতে পরকিয়া ব্রজের চিনা, রূপ দেখালেম পুনরায়।।
 ফুকার — আবার, যাক কুল যাক একুল রেখে, শুনবে না গোকুলে থেকে,
 কুলোকে কু তিরস্কারঃ করলি তিরস্কার কি পুরস্কার :
 চিত্র দেখে তুই সে চিনলি, উভয় মনে সমান জানলি,
 তোর কিনা বস্তু তুই সে কিনলি, আমরা করি নমস্কার।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (ঙ) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — রাধার নব যৌবনাকুরে, প্রেমানুরে চিত্ত সচঞ্চল।
 পাড়ন — গৃহ কর্ষেতে, মন মজেনা কোনমতে,
 কেবল জলে যেতে, নানা মতে পাতে ছল।।
 ফুকার — স্বর্ণময়ী রাধে স্বর্ণ কুন্ত নিয়ে কক্ষেঃ
 সব সঙ্গিনী সনে, গঞ্জি গজেন্দ্র গমনে, চলে জলের উপলক্ষেঃ
 মিশায়ে সুধারাশি, রসরাজ বাজায় বাঁশী,
 সেরূপ আজ লাগল আসি, রসবতীর চক্ষে।।
 মিল — বলে সঙ্গিনীর গলে ধরে, রাধা রাজকুমারী,
 আমায় ধর গো ধর সহচরী, আমি পলেম ঢলে।
 ধূয়া — তোরা দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি অপরূপ রূপমাধুরী, কি হেরি কদম্বতলে।।
 ডাইনা — সখি, সবে কয় রূপ রূপ রূপ, এইরূপের অনুরূপ, নাই আর এ সংসারেঃ
 তারা ধন্য, এ রূপের ভজন, সখী যারা করে,
 অতুলা রূপ নিরখি, ফিরাইতে নারি আঁখি,
 ঐ রূপ ধরে দে রাখি সখী, আমার হৃদ কমলে।
 খাদ — এইরূপে নয়ন দিয়ে আমি গেলেম ভূলে।।
 ফুকার — নীলকান্তমণি কোন বিধি ছানিয়ে করেঃ নবনী সংযোগে, অনুরাগের অঙ্গরাগে,
 মুগমদ একত্র করেঃ রসেতে টলমল করে, রূপ গড়েছিল,
 কোন কারিকরে, বিদ্যুৎ মাখিয়ে দিল উহার পীতাম্বরে।।
 মিল — পদে অযত্নে রত্ন নূপুর, দিল কেমন নিঠুর,
 পদে পরাতেম ফুলের নূপুর—এরূপ আমি পেলে।।
 অন্তরা — হেসে হেসে আমার পানে আড় নয়নে চায় গো।
 খঞ্জন গঞ্জন আঁখি ইঙ্গিতে নাচায় গো।।
 নখশ্রেণী নিরখিলে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্ম ভোলে,
 কর পদাঙ্গুলে, রঞ্জিত হিঙ্গুলে, মুকুতা বসান তায় গো।
 পরচিতান — খগপতির ঐ গর্জনশা, সর্জনশা নাসা দেখা যায়।

- পাড়ন — চিকন তিলক মরি মরি মরি কি ঝলকে,
অলকার আলোকে, নক্ষত্রালোকে লজ্জা পায়।।
- ফুকার — বিনা সূতের মালা কিবা শোভে বিনোদগলেঃ
মোহনবাঁশী নিয়ে, ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে, দাঁড়াইয়ে কদম্বতলে, :
ময়ূরের পুচ্ছ ধরা, মালতীর মালে ঘেরা, মস্তকে মোহনচূড়, আছে বামে ছেলে।।
- শ্রীরাধার পূর্বরাগ (ঙ) ২নং হরিচরণ আচার্য**
- চিতান — বসে শ্রীনন্দের নন্দন কানু, বাজায় বেণু কদম্বমূলে।
- পাড়ন — দেখতে কাল বরণ, তোরা আমায় করিস বারণ,
চিন্ত মন্ত বারণ, বারণ হয়না বারণ দিলে।।
- ফুকার — তোরা যাগো সখি আমি আর যাবনা ঘরেঃ
এ নব নাগরে প্রাণ সঁপেছি জন্মের তরে, বলগে ব্রজের ঘরে ঘরে, :
এ অকূলে দিয়ে পারি, কূলে কি যেতে পারি,
ডুবেছে দেহ-তরী কৃষ্ণরূপ সাগরে।।
- মিল — আমরা কুল কুল কুল করে, ব্যাকুল আছি অবিরত,
আমার কূলেতে শত শত, আছে প্রাণের বৈরী।
- ধূয়া — আমার যাক্ যাক্ যাক্, জাতি কুল মান সকলি যাক্,
থাক কূলের কাণ্ডারী হরি।।
- ডাইনা — শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে, ভজিব গোবিন্দে, মজিব প্রেম সুখেঃ
আমার নয়ন মন জীবন যৌবন সঁপেছি উহাকেঃ
বেদ বিধি ত্যাজ্য করে, মাধুর্যের রাজ্যে পড়ে,
চৌদ্দ ডুবনে তিন অক্ষরে, যেন প্রাণে মরি।
- খাদ — কুল কুল করে, কুল ত্যজে এ অকূলে পড়ি।
- ফুকার — তোরা যা গো কূলে গোকুলের কুলকামিনীঃ যদি কুল ত্যজি,
ঐ চরণেতে আশ্রিতা হই, এ জীবন সাফল্য মানিঃ এমন দিন কবে হবে,
গোকুলের সতী সবে, সর্বদা আমায় কবে, কৃষ্ণ কলঙ্কিনী।।
- মিল — চক্ষে দেখব রূপ, কর্ণে শুনব মধুর কৃষ্ণকথা,
যেন থেকে ঐ পদাশ্রিতা, জীবন সফল করি।।
- অন্তরা — প্রাণ দিয়ে ঐ প্রাণের মাধব, যদি আমি পাই গো।
প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে রসে ভেসে ভেসে যাই গো।।
বিধির বন্ধন কূলের বেড়া, তাই আবার ত্রিতাপের পোড়া,
হায় হায় এমন কূলে যারা, থাকবি কুলজারা, জ্বলে পুড়ে হবি ছাই গো।।
- পরচিতান — সখি এমন রূপ নিরখিয়ে, কূলে শীলে আর কি থাকে ভয়।
- পাড়ন — হেরিয়ে নয়নে, মন গিয়ে তার মনের সনে, যেমন মনে মনে মনের কথা কয়।।
- ফুকার — মনে কয়গো সখী, ঐ রূপ দেখি, আঁখি ভরেঃ বিধি নিদয় এত,
আঁখি নয় মনের মত, পলে পলে পলক পড়েঃ পক্ষহীন লক্ষ আঁখি,
দিলে ঐরূপ নিরখি, বিধাতার দোষ দিব কি, সব কপালে করে।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (চ) — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ধরে নরতনু, করে রাধা কানু, গোকুল যাবটে অবস্থান।
- পাড়ন — অতি উৎসাহিত, প্রিয় সখিদের সহিত, করে তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান।।
- ফুকার — পূর্ব রাগের ভাব, কি অপূর্ব রূপে সুমধুরঃ দেহ ছেড়ে মন ভ্রমণ

- করে কহ দূর : মন মাতঙ্গ মেতে উঠল, আরোহী অনঙ্গ জুটল,
তখন শ্রীমতির শ্রীঅঙ্গে ফুটল, নব যৌবনের অঙ্কুর ॥
- মিল — তখন জয় রাধে জয় রাধে বলে, বাজলো শ্যামের বাঁশী,
সবীগণকে কয় রাইরূপসী, হয়ে চমকিত ।
- ধূয়া — কর্ণ পেতে শুন, ওকি শব্দ পুনঃ পুনঃ, কর্ণে পশিল এসে যেন, কত কি অমৃত ॥
- ডাইনা — কে জানি আরাধে, জয় রাধে শ্রীরাধে: কি যন্ত্রেতে সাধে সইগো,
নামে কিবা প্রয়োজন, সুজন কুজন কিসে কই গো: কি পাশে কে বাঙ্কিল,
প্রাণ ধরে কে টান দিল, আমায় ধর ধর ধর, নিল নিল নিল, জন্মের মত ।
- খাদ — অবোধ প্রাণ কেমন করে কিছু বুঝি না তো ॥
- ফুকর — সখী, শুন গো শুন এমন ধ্বনি, কভু শুনি নাই:
বুঝলেম গোকুলে কোন কূলে নাই গো ঠাই :
যতন করে দেখলেম আমি, আমাতে আর নাই গো আমি;
এখন ছেড়ে দিয়ে আমার আমি, যার আমি তার কাছে যাই ॥
- মিল — আমার কেউ কি নাই ত্রিভুবনে, ত্রি ভুবনে কি বনে;
খুঁজে দেখব সেই বনে বনে, একবার মনের মত ॥
- অন্তরা — শুন সজনী মধুর ধ্বনি, বেলা অবসান কালে গো ।
ওকি কদম্বকাননে, নাকি কোনও স্থানে, কালিন্দী যমুনার কূলে গো ॥
সপ্তস্বর আর তিন গ্রাম সাধা, কিসে রাধা নাম বলে গো ।
যেন সুধাকর সুধা ছানিয়া আনিয়া, মধু দিয়া কানে ঢালে গো ॥
- পরচিতান — তোরা বল গো ধনি, শুনি ওকি ধ্বনি, হলো কি প্রাণে উদ্দীপন ।
- পাড়ন — আজ কি অনুরাগে, মন চলে পবনের বেগে, মেঘ আশায় চাতকী যেমন ॥
- ফুকর — প্রাণসবি গো, জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়গণ হল সব অচল, সচঞ্চল আজ আমার মন:
সংসারে পারি না রৈতে, বঞ্চিত গৃহে কার্য্য হইতে,
কেমন অচিনা রাজ্যে উড়ে যেতে, প্রাণপাখীর প্রাণ উচাটন ॥
- মিল — ধনি! শুনি আজ প্রাণের ভিতর কত জ্বালা,
এমন অবলা কুলবালা হব কার আশ্রিতা ॥

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (চ) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে গোকুলবাসী, বাজায় মোহনবাঁশী, শ্যাম নামে সে শ্রীনন্দের নন্দন ।
- পাড়ন — দেখলে রাখাল সাজে, কুলবতীর দুকুল মজে, যে ভজে সে করে ব্রন্দন ॥
- ফুকর — সখি, বলি কি শ্যাম বুঝি নাম, ধাম বুঝি ব্রজে, ধীর সমীরে বিহরে পদব্রজে :
বাঁশীতে রস নামেতে রস, ভাগ্য থাকলে পেয়ে দরশ,
উহার পরশ জানি কত সরস, রসিকা বৈ কে বুঝে ॥
- মিল — উহার বাঁশীর স্বর, শরের মত বাজলো হৃদ-কমলে,
এতো বাঁশী নয় লাগল গলে, দারুণ প্রেমের ফাঁসী ।
- ধূয়া — এক পর্ব বাঁশে, এতই কি সে গর্ব বাসে,
রইতে দিলনা পূর্ববাসে, সর্বনাশা বাঁশী ॥
- ডাইনা — সখি, চিত্রপটে যার রূপ চিত্র করে, বিশাখা দেখাইল আনি গো :
রূপে যিনি রতিপতি, ত্রিভঙ্গ আকৃতি, মধুর মুরতিখানি গো :
এমন দিন বিধি দিলে, যদি সেই নিধি মিলে,
বিনা মূলে তার চরণতলে, হব কিনা দাসী ।

- খাদ — সেবাসুখ সাগরেতে ভাসব দিবা নিশি।।
- ফুকার — সদা সর্বক্ষণ সঙ্গে রাখব অন্তরঙ্গ লোকঃ কভু দেখবনা বহিরঙ্গ লোকের মুখ :
দিবা নিশি অবিরত, চরণ সেবায় রব রাত,
পাব স্ববান্ধবে অবিরতঃ সে বান্ধবের সেবাসুখ।।
- মিল — অতি গোপনে কৃপণের ন্যায় তাঁরে রাখতে হবে,
দেখতে সাধ করলে দেখতে পাবে, যারা দেশের দেশী।।
- অন্তরা — মনের মতন মানুষ রতন পাই যদি প্রাণসখি গো।
যেন সমস্ত হৃদয় সিদ্ধকে করিয়া, বন্ধুকে ভরিয়া রাখি গো।।
কষ্ট পরিহারি অষ্ট প্রহরী, প্রহরী রাখিব আঁখি গো।
হবে প্রীতি অর্জনেতে, অতি নির্জনেতে, দুজনাতে দেখা দেখি গো।।
- পরচিতান — সে দিন দিলে বিধি, স্বাশুড়ী ননদী, নাই কোন প্রতিবাদীর ভয়।
- পাড়ন — কথা আছে ব্যাপ্ত, অনুতাপে অনুতপ্ত, গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত যদি হয়।।
- ফুকার — হৃদি সিদ্ধকে বন্ধুকে রাখিলে নির্জনেঃ ভয় কি নিন্দুকে প্রেমসিদ্ধকে ভজনেঃ
আমার বুকে দিয়ে দুঃখের ছুরি, কেউ কর্তে পারবেনা চুরি,
ইহ পরকালে ছাড়া-ছাড়ি, হবে না আর দুজনে।।
- মিল — রাখব মনের ধন মনের মত মনে মনে,
যেন প্রাণের ধন প্রাণে প্রাণে, সদায় ভালবাসি।।

শ্রীরাধার পিরীতি পূর্বরাগ (ছ) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — পূর্বরাগে অপূর্ব ভাব বৃন্দাবনেতে।
- পাড়ন — চলে রসিনী সঙ্গিনী সঙ্গে, স্বর্ণ কুণ্ডে অশ্ব আনিত।
- ফুকার — রসরাজ কৃষ্ণ রসের মুরতি, হেরে রাই রসবতী :
মোতির মালা গলে দোলে, পীত ধটী কটীমূলে,
নব জলধরের কোলে, যেমন খেলে বিদ্যুতের জ্যোতি।।
- মিল — তখন একবার ধরে সখীর গলে ঢলে পড়েছে,
চেতন হয়ে সখীর কাছে, বলতেছে বিধুমুখী।
- ধূয়া — কদম্বমূলে, কালিন্দী যমুনার কূলে, পুরুষরতন কেগো দেখ দেখি।।
- ডাইনা — খগপতির গর্ভ খর্ষ নাসিকার কাছে, তাতে চিকন তিলক ঝলক দিতেছেঃ
শিরে চূড়া করে বাঁশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি,
নারী ধরা প্রেমের ফাঁসি, ঈষৎ বাঁকা দুই আঁখি।
- খাদ — এমন রূপ আর দেখি নাই সখী।
- ফুকার — সখি গো, ঐ দেখ শিরে শোভে টাচর চিকুর, পদে রতন নূপুর :
আমার পাশে চেয়ে চেয়ে, নয়নে নয়ন মিশায়ে,
হৃদয় মাঝে প্রবেশিয়ে, মন চুরি করেছে মনচোর।।
- মিল — আমি কি ক্ষণে জল ভরতে এলেম যমুনার তীরে,—
দেহপিঞ্জর ছিন্ন করে, উড়ে যায় গো প্রাণপাখী।
- অন্তরা — কি যে শ্রীমুখ উজ্জ্বল, নয়নে কজ্জল ঝলমল তনুখানি।
যেমনি মনোমোহন গলা, তেমনি মোহনমালা, গাঁথে দিল কোন মোহিনী।।
এমন মোহন ছাঁদে, কে দিয়েছে চূড়া বেঁধে, কোটি চাঁদ ঐ রাপের নিছনি।
উহার নয়নের ভঙ্গিতে, হেরিয়ে ইঙ্গিতে, দূরে পলায় কুরঙ্গিনী।।
- পরচিতান — ত্রিভঙ্গ শ্রীঅঙ্গ হেরে অনঙ্গ অজ্ঞান।

- পাড়ন — কিবে রামরস্তু জিনি উরু, ভুরু কন্দর্প কামান ॥
 ফুকার — সখি গো, আমার কেন চিত্ত হলো উচটনঃ জানি প্রাণ করে কেমন :
 কক্ষের কুস্ত্র খসে পড়ে, ধর গো আমায় ত্বরা করে,
 যেতে ইচ্ছা হয় না ঘরে, পরের তরে কেন পোড়ে মন ॥

শ্রীরাধার পিরীতি পূর্বরাগ (ছ) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বস্মে, এ কদম্ব তলে শ্রীনন্দের কানাই।
 পাড়ন — বস্মে কুল যাবে কলঙ্ক হবে, কুল কলঙ্কের ভয় ত আমার নাই।
 ফুকার — সখি গো সখি, আমায় যদি সে ভালবাসে, তবে কাজ কি গৃহ বাসে :
 দুজনে পিরীতি করে, যাব পিরীতি নগরে,
 বাস করব পিরীতির ঘরে, ডুবে রব পিরীতি রসে ॥
 মিল — সখি, পিরীতি তরুতে পিরীতি ধ্বজা, করিতে পিরীতি পূজা,
 তুলিব পিরীতি ফুল।
 ধূয়া — পিরীতি নিধি, বক্ষে রাখব নিরবধি, কৃষ্ণ যদি থাকে অনুকূল ॥
 ডাইনা — পিরীতি পরশমণি পরশে যার গায়ঃ কত লোহার দেহ সোনা হইয়ে যায়ঃ
 তাজুক পতি হাসুক সতী, জেনে সে পিরীতির রীতি;
 যে করে সেই সেই পিরীতি, তার কিসের আর জাতি কুল।
 খাদ — পিরীতি পরম রসের ফুল।
 ফুকার — সখি গো, সদায় ভ্রমণ করব পিরীতির জন্য, করে পিরীতির মান্যঃ
 পিরীতি বৃক্ষেতে কেবল, নিত্য ফলবে পিরীতির ফল,
 তৃষ্ণায় খাব পিরীতির জল, ক্ষুধায় খাব পিরীতির অন্ন ॥
 মিল — আমি মনে প্রাণে সার করেছি পিরীতি,
 যাক সে জাতি, থাক পিরীতি, হোকনা পতি প্রতিকূল ॥
 অন্তরা — সখি, পিরীতি রতন করিব যতন, নিত্য নূতন যে পিরীতির সুখ।
 এমন পিরীতি জানেনা, অপ্রেমিক যে জনা, প্রাণ থাকিতে তার হেরব না মুখ ॥
 রব পিরীতি প্রসঙ্গে, শোব পিরীতি পালঙ্কে, সঙ্গে নিয়ে সেই পিরীতির লোক।
 থাকব পিরীতি আলাপে, পিরীতি প্রলাপে, দূর হইবে ত্রিতাপের দুখ ॥
 পরিত্তান — অঙ্গে পরব রঙ্গে সখি, পিরীতির বসন।
 পাড়ন — আমি পিরীতি আসন উপরে, জন্মের তরে, করব একাসন ॥
 ফুকার — সখি গো, আমি পিরীতি নদীতে করব স্নান, করব সেই পিরীতির ধ্যান :
 পিরীতি জাহ্নবী কূলে, পিরীতি তুলসীতলে;
 পিরীতি পিরীতি বলে, পিরীতির যোগেতে তাজব প্রাণ ॥
 মিল — ভবে পিরীতি ধর্ম পিরীতি কর্ম, না জেনে পিরীতির মর্ম,
 হরিচরণ স্থলে ভুল।

সুবল (শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কিবে অপূর্ব ভাব, পূর্বরাগের স্বভাব, ভাবুক হলে মিলে।
 পাড়ন — নব অনুরাগে তনুতে অতনু জাগে, রাই-কানু ভানুজার কূলে ॥
 ফুকার — কেলিকদম্ব তরুর মূলেতে একদিন, দাঁড়াল নন্দের নন্দনঃ
 বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু, মরি কি সুচারু, অঙ্গে অঙ্কুর চন্দনঃ
 শুভ চিহ্ন বহু বহু, অঙ্গে দেখি মুহূর্মুহ,
 দক্ষিণ ভুরু দক্ষিণ বাহু, হতেছে স্পন্দন ॥

- মিল — তখন জল আনতে রাই কিশোরী যায় যমুনার কূলে,
তখন ধরে সুবলের গলে, বলে চিকনকাল।
- মুখ — সুবল, রমণীর শিরোমণি, সার রমণী কার রমণী, কে রে বল।।
- ডাইনা — কিবে গজেন্দ্র গমন গঞ্জি রঞ্জিনী রঞ্জিয়ে যায়ঃ
অতুল রাতুল পায়, নুপুর পঞ্চম গায়ঃ নিতম্ব দোলাইয়ে, কদম্বতলা দিয়ে,
অশ্ব আনিতে কুন্ত নিয়ে, যমুনাতে গেল।
- খাদ — দেখে মন চঞ্চল, আঁখি হল ছল ছল ছল।।
- ফুকার — ধনির প্রতি অঙ্গ অতি মনোহর, যেন ঝরে পড়ে পরিমলঃ
নীল শাড়িতে জড়িত, যেমন তড়িত, করিতেছে ঝলমলঃ
রঙা কিংবা তিলোত্তমা, না তা হতে উত্তমা,
রমা হতে মনোরমা, এ রামাকে চিনিস্ কি সুবল।।
- মিল — আমার প্রাণ ধরে টানতেছে ঐ রূপ দরশনে,
কোন জন্মে কি ধনির সনে আমার চিনা ছিল।।
- অন্তরা — আমার নয়নযুগল ভুলিল সুবল, রে—আয় না যমুনার কূলে যাই।
ধনি এই পথে গেল হেঁটে, কদম্বতলার ঘাটে, আয় ঘাটের মাটিতে লুটাই।।
ভাইরে, শুধু কুন্তের ভরে মাজা হেলিয়ে পড়ে, দেখে আমার প্রাণ পোড়ে ভাই।
কেমন কঠিন পুরুষ জানি, জল আনতে পাঠাল ধনি, তার কি শরীরে দয়া নাই।।
- পরচিতান — দেখলেম যে সৌন্দর্য, রূপের যে মাধুর্য, ধৈর্য রই কেমনে।
- পাড়ন — বলতেছি প্রকৃত, এ প্রকৃতি অপ্রকৃত, বিক্রান্ত হলেম চরণে।।
- ফুকার — কি মোহিনী জানে মোহিনী, কিবে তেরছ চাহনি চায়ঃ
কিবে অপরূপ রূপ রসের স্বরূপ, কিরূপে ভুলিব হায়ঃ
সরে না বাক্য অধরে, সুবল আমায় রাখ রে ধরে,
দৌহকে চুষকে ধরে, কোথায় জানি টেনে নিয়ে যায়।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — মধুর পূর্বরাগের পূর্বভাগে, জাগে নবপ্রেম হৃদয়।
- পাড়ন — হয়ে চোখে চোখে সন্মিলন, মনের সনে মন মিলন,
প্রেমিকের মন, প্রেমরসে তন্ময়।।
- ফুকার — রাধে কক্ষে নিয়ে স্বর্ণ কুন্ত, দোলায়ে সুভার নিতম্ব,
যমুনায় যায় আনতে জলঃ করে রূপের আলো ঝলমলঃ
দেখে রাধার রূপের জ্যোতি, কৃষ্ণ হয়ে ছয়মতি,
অমনি বলে সুবলসখার প্রতি, কার রমণী বল সুবল।।
- মিল — তাই শুনিয়া সুবল বলে, শোন বলি কানাই,
চিনা মানুষ চিনলি না ভাই, এত ভ্রান্তি ভাল নয়।
- মুখ — তাকাস নে ঐ রূপের পানে, মানে মানে চল রে রসময়।।
- ডাইনা — কার রমণী যমুনায় যায়, শুনতে চাইলি শ্যাম,
আয়নের গৃহিনী ধনি, রাধা উহার নামঃ
বৃষভানু রাজার কন্যে, গোকূলে গোপকূলের মান্যে,
অপরূপে জলের জন্যে, এসেছে এই যমুনায়।
- খাদ — আর এক কথা শুনে কানাই, বাঁচি না লজ্জায়।
- ফুকার — বললি, কেমন কঠিন পুরুষ জানি, জল আনতে পাঠাল ধনি,

- দয়াশূন্য তাহার প্রাণ, কথা বললি কি রে কালাচাঁন।
ভাৰ্য্য রেখে গৃহবাসে, জল তুলে দিলে পুরুষে,
ভাই রে দেশবিদেশে লোকে হাসে, থাকে কি পুরুষের মান।।
- ফুকার — বললি, রজ্জা কিংবা তিলোত্তমা, তা হলে অতি উত্তমা,
রূপে ভূলাল আমায়ঃ ছিঃ ছিঃ বলিস কি তুই শ্যামরায়ঃ
দেখে তোর ঐ রূপরাশি, ভোলে কত যোগী ঋষি,
ওসব উক্ৰশী রূপসী আসি, দাসী হয়ে থাকবে পায়।।
- ফুকার — বললি, সব রমণীর শিরোমণি, জলের ছলে কার রমণী,
এলো যমুনার ঘাটেঃ
পরনারীর রূপের পানে, তাকাস কেন আড় নয়নে,
ভাইরে পরের সোনা দিলে কানে, সে সোনায যে কান কাটে।।
- ফুকার — বললি, যে পথে রাই গেল হেঁটে, পথের ধুলোয় পড়বি লুটে,
বললি কি রে পীতবাসঃ শুনলে লোকে করবে উপহাসঃ
তুই যে মোদের কালশশী, পদ নখে কোটি শশী,
পেতে তোর চরণের ধুলারাশি, যোগী ঋষির অভিলাষ।।
- ফুকার — বললি, সুবল আমায় রাখ রে ধরে, লৌহকে চুষকে ধরে,
টেনে নিতে চায় নাকিঃ ছিঃ ছিঃ বললি কি কমলাষিঃ
চুষকের গুণ আছে জানা, স্বভাব তাহার লোহা টানা,
তুই যে মোদের কেলোসোনা, চুষকে তোর টানবে কি।।

সুবল (শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ও কি শুনালি ভাই, ভানুনন্দিনী রাই, যমুনাতে গেল।
পাড়ন — আয়ানের গৃহিণী, রূপেতে ভুবনমোহিনী, আমার মন মোহ করিল।।
- ফুকার — সুবল, রাধা নামে কত সুধারে, যেন সুধারে বহে সুধাঃ (আহা)
নবীন কিশোরীর, দেখ কি শরীর, হেমকান্তি প্রেমদাঃ
সামঞ্জসা সাধারণী, তা'হতে অসাধারণী,
সামর্থ্য এই রাধারানী, নাম নিলে ঘুচে যাবে ক্ষুধা।।
- মিল — যখন বাড়ীতে যাবে ধনি বারি নিয়ে,
নয়ন ভরে ঐ রূপ দেখিয়ে, নয়ন জুড়াইব।
- ধূয়া — আমার মনে কয়, হয়ে রাধার পদাশ্রিত, অনুগত হয়ে রব।।
- ভাইনা — অপ্রাকৃত কামের এই অপ্রাকৃত কামিনীঃ খেলিবে কি মেঘের কোলে
এ স্থির সৌদামিনীঃ চাতকের বারিবিন্দু, চকোরের পূর্ণ ইন্দু,
চিন্ত-মকরের সুখ-সিদ্ধ আমি কবে পাব।
- খাদ — রাধা আমার হবে, আমি রাধার হবে।।
- ফুকার — ধনি ফুলের ভরে পড়ে হেলিয়ে, বলরে জল আনিবে কেমনেঃ
ব্রজের কঠিন মাটিতে, হাঁটিতে না জানি কত কষ্ট হয় চরণেঃ
কোথা হতে হ'য়ে পতন, আয়ান গৃহে এমন রতন,
কতু কি জহরের যতন, জানেরে ভাই জহরী বিনে।।
- মিল — আয়ান কি সাধনা করে এ ধন পেল ঘরে,
সুবল আমি যে সাধন করে, এ ধন প্রাপ্ত হবে।।
- অন্তরা — আমার হৃদয় পিঞ্জর ছাড়িয়ে সুবলরে, উড়ে গিয়েছে রাধাপাখী।।

সুবল যতন করিয়া, এনে দে ধরিয়া, হৃদয়ে ভরিয়া রাখি।।
ভাইরে, বারেক নয়নকোণে, নিরখি আমার পানে, জল আনিতে গেল চাঁদমুখী।
ধনি আর ফিরে এল না ত, ধ্যান-ধরা যোগীর মত, আর কতক্ষণ বসে থাকি।।

- পরচিতান— বিনে কিশোরীরে, কার্য কি শরীরে, শরীর ত্যাজ্য ভাল।
পাড়ন — কঠোর তপের ফলে, শ্রীরাধা নাম জপের ফলে, রাধাকে পাব কি বল।।
ফুকার — আমি কামনা সাগরে মরিব ভাইরে, কামনা করে সহজঃ
আমার সর্বার্থসাধিকা, কোটি প্রাণাধিকা, রাধিকা পদপঙ্কজঃ
গুণ্মলতা হয়ে ব্রজে, জন্ম নিব পথমাঝে,
হটে যেতে পদব্রজে, মাথায় পড়বে রাধা পদরজঃ।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — আমি বারে বারে শ্যাম তোমারে এত করি অনুনয়।
পাড়ন — আমরা ধেনু নিয়ে ঘরে চল, পরনারী ভরে জল,
তাই দেখে বল, কেবা পাগল হয়।।
ফুকার — বললি, রাধা নামে কত সুধা, নাম নিলে যায় ভবের ক্ষুধা,
একথা বললি বিফলঃ কানাই আগে থাকতে সামলে চলঃ
রমণীর রূপ এ বসুধায়, সুধাজ্ঞানে কেবা সুধায়,
কেবল কামুকে খায় কামের ক্ষুধায়, সুধাজ্ঞানে হলাহল।।
মিল — নারী রূপের অঙ্ক কূপে ডুবিলে পরে,
কলঙ্ক হয় ঘরে পরে, থাকে না কুলীনের জাত।
মুখ — ভাল মন্দ বিচার করা, আমাদের নাই হাত।।
ফুকার — বললে, ব্রজের কঠিন মাটিতে, কত কষ্ট হয় হাঁটিতে,
কিসে করলি অনুমানঃ যদি এতই তোর কঁদে প্রাণঃ
জল নিয়ে যমুনার ঘাটে, সখী সঙ্গে চলল হেঁটে,
যদি তাই দেখে তোর বন্ধ ফাটে, তুই গিয়ে তার কলসী টান।।
ফুকার — বললি, কড়ু কি জহরী বিনে, জহরের আর যতন জানে,
বললি কিরে পীতবাসঃ ও তুই দেখ গিয়ে করে তালাসঃ
আমন গৃহে জহর থাকে, রক্তজ্ঞানে যত্নে রাখে,
কেন পরের পাতে দুধভাত দেখে, নিজের গালে চাপড় খাস।।
ফুকার — বললি, মরে গুণ্মলতা হরি, রাই পদরজ মাথায় ল'বি,
এত কেন হোস্ আকুলঃ ভাই তোর কামনা হয়েছে ডুলঃ
মরে না হয় কলসী হবি, মেয়েলোকের কোলে র'বি,
না হয় ফুলবাগানে জন্মলবি, হবি খোপার চাঁপা ফুল।।
ডাইনা — মেঘের কোলে সৌদামিনী মিশিবে কবে,
এ মিলনে বৃন্দাবনে হাসিবে সবেঃ
সৌদামিনী মেঘের আড়ে, বলাই দাদা দেখলে পরে,
বিনা মেঘে হবে শিরে, লজ্জারূপী বজ্রাঘাত।।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ফুটল রঙ্গময়ীর শ্রীঅঙ্গেতে যৌবনের অঙ্কুর।
পাড়ন — ভানুসুতার ফুলে, কেলিকদম্বমূলে, দাঁড়াইলেন গোপীর মনচোর।।
ফুকার — স্বর্ণময়ী রাধে স্বর্ণকুণ্ডে অশ্রু আনতে যায়ঃ পদ উপরে নুপুর পঞ্চম গায়ঃ

- নব সঙ্গ সন্মিলনে, নব রঙ্গে মন মিলনে,
নব নাগর কালার পানে, আড় নয়নে ফিরে ফিরে চায়।।
- মিল — রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখে ত্রিভঙ্গ, সুবলকে কয় বল প্রসঙ্গ, কুলাঙ্গনা কে রে বল।
ধূয়া — কোন বিনোদের বিনোদিনী, সুবিনোদ সাজে জল নিয়ে গেল।।
ডাইনা — বিনোদ অঙ্গে বিনোদ ছটা, বিনোদ কটি বিনোদ আঁটা, বিনোদ নীল শাড়ীঃ
যেন বিনোদ মেঘে ঢাকা, বিনোদ বিজুলীঃ
বিনোদ কুন্তে বারি নিয়ে, বিনোদ কটি দোলাইয়ে,
বিনোদ চাহনি চেয়ে, আমার মন ভুলাইয়ে নিল।।
- খাদ — এতদিন এই বিনোদিনী কোন দেশে ছিল।।
ফুকার — ধনির বিনোদ পদে বিনোদ নুপুর বিনোদ ধ্বনি তারঃ
বিনোদ অঙ্গে সব বিনোদ, বিনোদ অলঙ্কার :
বিনোদিনীর বিনোদ চূলে, বিনোদ বেনী পুটে দোলে,
হায় মরি কি বিনোদ গলে, বিনোদ শোভা বিনোদ মোতিহার।।
- মিল — কত বিনোদ হাসি বিনোদ অধরে, যেন বিনোদ শশধরে, সু অধরে মিশে রল।।
অন্তরা — কি যে বিনোদ কপালে বিনোদ চন্দন, বিনোদ সিন্দুরের ফোঁটা।
কিবে বিনোদ কিশোরীর, বিনোদ কি শরীর, বিনোদ শরীরে বিনোদ ছটা।।
বিনোদ বিধাতা দিয়েছে গড়িয়া, বিনোদ লাবণ্য পড়িছে ঝরিয়াঃ
বিনোদ রসে মিশাইয়া, দিল সর্ব্বাঙ্গে বিনোদ ছটা।।
- পরচিতান — বিনোদ নিতম্বেতে কিবা শোভে বিনোদ চন্দ্রহার।
পাড়ন — মরি কি সুচারু, বিনোদ রামরস্বাতকর উরু, কিবা বিনোদ ভুরু তার।।
ফুকার — ধনির বিনোদ নাসায় বিনোদ তিলক, বিনোদ বেসর তায়ঃ
বিনোদ কর্ণফুল বিনোদ কর্ণে শোভা পায় :
বিনোদ চুড়ি বিনোদ করে, বিনোদ বিনোদ শোভা করে,
কত বিনোদ প্রভাকরে, প্রভা করে বিনোদিনীর পায়।।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ — ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ভাই রে, বসে ধনি বিনোদিনী ধরে রাধা নাম।
পাড়ন — আয়ান গোপের নারী, বৃষভানু রাজকুমারী, এ ব্রজসুন্দরী ব্রজধাম।।
ফুকার — নব রঙ্গিনী রাইঃ জল নিয়ে ভাই গেল কি রঙ্গেঃ কত নিদয়া সঙ্গিনী
সকল সঙ্গে : ননীর পুতুল ফুলের ভরে, চলে যেতে চলে পড়ে,
তারে দিল জলের তরে, দয়া নাই কি আয়ানের অঙ্গে।।
- মিল — ও সেই রূপেশ্বরী প্যারী দর্শনে, আমি ত ভাই সেই চরণে,
বিকাইলাম এই জন্মের মত।।
- ধূয়া — কি অপরূপ শ্রীরাধারূপ, হলেম রে ভাই, সে রূপের আশ্রিত।।
ডাইনা — শ্রীরাধারূপ, দর্শন মাত্র, পুলকে পূর্ণিত গাত্র, চিত্ত মত্ত করীর প্রায়ঃ
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় চায়ঃ
রাধা নামে সুধা ঝরে, বলতে বলতে ক্ষুধা বাড়ে,
করে দেরে তুই আমারে, রাধারাবীর অনুগত।
- খাদ — অকিঞ্চিৎ ধনে যেন হই না বঞ্চিত।।
ফুকার — প্রাণে কর্তেছে এ প্রেমময়ীর প্রেমের অভিলাষ : ধরে প্রেমাধার হব
রাধার প্রেমের দাসঃ প্রেমিকাদের প্রেম সাহায্যে, সদা রব প্রেমের কার্যে,

- প্রেমময়ীর প্রেমের রাজ্যে, প্রেম মাধুর্য্যে সদায় করব বাস ॥
- মিল — রাধার সেই মধুর প্রেম রাখব সম্পদে, সম্পদে কিম্বা বিপদে সদা রব পদানত ॥
- অন্তরা — কিবে পিরীতি রসের মুরতি, আমার রসময়ী রাধা নাম।
আমি করে ধরে বাঁশীযন্ত্র, রাধা মূলমন্ত্র গাব অবিরাম ॥
কবে বসাইব প্রেমের সোহাগে, রাধা নাম আমার নামের অগ্রভাগে,
ব্রজের লোক সব অনুরাগে, বল্বে আগে রাধা পাছে শ্যাম ॥
- পরচিতান— ধনির ওপদপঙ্কজ রজঃ, সহজে কে পায়।
- পাড়ন — যমুনাতে এল, জল নিয়ে যে পথে গেল, সে ধূলি মেখে দে আমার গায় ॥
- ফুকার — আমার নাই অন্য বল, এই অনন্য বল, শ্রীরাধা কেবলঃ বিনে রাধাবল,
অঙ্গে নাই মোর আধা বলঃ সব গেল মোর অসাধনে, দিন গেল ডাই অকারণে,
অসাধ্য সাধনের ধনে, কি সাধনে পাবরে সুবল ॥

জলছায়া (পূর্বরাগ) চণ্ডী ঠাকুর (ঢাকা)

- চিতান — হেরে অপূর্ব ভাব, পূর্বরাগের স্বভাব, মধুর পূর্বরাগে।
- পাড়ন — যৌবন নদীতে উঠিল প্রেমের তরঙ্গ, অঙ্গেতে অনঙ্গ জাগে ॥
- ফুকার — একদিন বেলা অবসানকালে, কেলিকদম্ব ডালে, রসিক শেখরঃ
মুরলীধরে মুরলী ধরে করে মধুস্বরঃ হায় গো—
রাই রঙ্গিনী রঙ্গ ভরে, সঙ্গিনীগণ সঙ্গে করে,
গিয়ে দাঁড়াল যমুনার তীরে, হেরে জলের ছায়ায় জলধর ॥
- মিল — রাধার জলাধার খসে পড়ল, সজল কক্ষে,
প্রিয় সঙ্গিনীর প্রতি মধুর বাক্যে, বলে ওগো বৃন্দে সখী।
- মুখ — কালিন্দীর কাল জলে, জলদবরণ কে দাঁড়াল, তোরা দেখ গো সখী ॥
- ডাইনা — হেরে রূপের লহরী, প্রাণ উঠল শিহরি, হরিকটি জিনিঃ
পীত ধটীতে শোভা করে ক্ষীণ কটিখানিঃ
নির্মল সরোবরে, পরিমল শোভা করে,
একবার পাইলে তারে, দিতেম হৃদে রাখি।
- খাদ — এমন রূপ কাল জলে তোরা দেখেছিস্ কি ॥
- ফুকার — উহার তনু কিবা মনোহর, শশধর জিনি অধর,
সুধা বরষেঃ এমন পিরীতি মাকা রসেঃ
অতল বিতল সুতল নিতল, রসের মানুষ এই রসাতল,
হল যমুনার জল এত শীতল, শীতল চরণ পরশে ॥
- অন্তরা — জলে ঢেউ দিস্ না লো, দিস্ না লো সই, দেখে লই ঐ রূপখানি।
সখী এই যমুনা নদী, তাহে শ্যাম গুণনিধি, কোন্ বিধি মিলাল আনি ॥
কাল জলের ভিতর নব জলধর, আমি হলেম চাতকিনী।
যদি জলের হিম্মোলে, রূপ মিশে যায় জলে, তোরা হবি পাতকিনী ॥
- পরচিতান— নিত্য স্বর্ণঘটে কালিন্দীর ঘাটে, যেতেম জলের জন্যে।
- পাড়ন — একি অপরূপ এক রূপের মানুষ, আমি দেখি আর কি দেখে না অন্যে ॥
- ফুকার — উহার মাখে শোভে চাঁচর চুল, মস্তকেতে চাঁপা ফুল, চুড়ায় সুশোভনঃ
বলি কি তুচ্ছ ময়ূরের পুচ্ছ, এত উচ্চতরে আরোহণঃ
অলকা তিলকা বিন্দু, কপালে সিন্দূরের বিন্দু,
শোভা করে বিন্দু বিন্দু, হৃদ আকাশের তারাগণ ॥

পূর্বরাগ (বংশীধ্বনি)

লাল মামুদ (ময়মনসিংহ)

- চিতান — সখি সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই।
 পাড়ন — এমন কালে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, বংশীধ্বনি করিলেন কানাই।।
 লহর — শুনে সেই বাঁশরী, ধৈর্যহারা রাই কিশোরী,
 পড়িলেন ঢলে, অগ্নি ধোয়ে সখি সকলে;
 কোলে তুলে রাই রতনে, জিজ্ঞাসে মধুর বচনে,
 এমন হ'লে কি কারণে, বল গো মন খুলে।।
 মিল — ললিতার করে ধরি কমলিনী কয়,—
 নারীর প্রাণে কত সয়, নিদারুণ বাঁশীর আকর্ষণ।
 মহড়া — আর যেন বাজায় না বাঁশী, শ্যামকে ঘেয়ে কর গো বারণ।।
 ধূয়া — শুনলে শ্যামের মোহনবাঁশী, আমি যে কি সুখে ভাসি,
 তোরা জানিস নে: দারুণ শ্যামের বাঁশী পশিয়া প্রাণে,—
 কুলমান কলঙ্কের ভয়, লজ্জা ধৈর্য আর যত হয়,
 সকলি মোর কাড়িয়া লয়, আমি হই পাগলিনীর মতন।
 খাদ — পরাধিনী নারী আমি, ঘরে গুরুজন।।
 লহর — যদি ননদিনী কৃষ্ণ প্রেমের বিবাদিনী, শুনে এ সকল,
 তবে হবে বড় অমঙ্গল: আমায় দেখলে ধৈর্যহারা, অগ্নি হাতে লবে খাঁড়া,
 দায় হইবে রক্ষা করা, জীবন কেবল।।
 মিল — দারুণ প্রেমের ফাঁসী, বাঁশী নিদারুণ,
 কুলনারী করিতে খুন, কোন বিধি করিল গঠন।
 ঝুমুর — সখি আর সহিতে নারি। শ্যামের বাঁশী হৈল প্রাণের বৈরী।।
 পরাণ ধরিয়া টানে, নিষেধ বাধা নাই মানে, বল না কি করি?
 শুনিলে সে ধ্বনি, শুন গো সজনি, বুঝি না বাঁচি কি মরি।।
 পরচিতান — সুখা বিধে আছে মিশে, বাঁশরী রবে।
 পাড়ন — আমার যে যন্ত্রণা প্রাণ জানে, আর কেউ জানে না, বল সখি কি উপায় হবে?
 লহর — বাঁশীর মিঠাতে প্রাণ আকুল করে, থাকে না জ্ঞান,
 বিধে পুড়ে যায়: এখন বল কি হবে উপায়:
 মনে কয় যে দিবানিশি, শুনি শ্যামের মধুর বাঁশী,
 মধুর সঙ্গে বিধে আসি, পরাণ পোড়ায়।।

পূর্বরাগ (চক্রবাহন) ১নং

অম্বিকা পাটনী (ঢাকা)

- চিতান — ভানুসুতার কূলে, কানু দাঁড়াইলে, কেলিকদম্ব মূলেতে।
 পাড়ন — হেলায়ে নিতম্ব, কক্ষে নিয়ে স্বর্ণকুন্ত, চন্দ্রেন রাই অশ্বু আনিতে।।
 ফুকার — তখন তরুণী তনয়া রাই, তপনতনয়ায় যায়: তপ্ত কাঞ্চনকায়: হয়—
 নীলাশ্বরী কটিদেশে, জ্ঞান হয় যেন রাহ এসে,
 পূর্ণ শশী অর্ধ গ্রাসে, যেন ভাবাকাশের গায়।।
 মিল — তখন অপরাপ রূপের ছবি হেরে চক্ষে,
 বাঁকাসখা কয় বিনয় বাক্যে, সুবলসখার কাছে।
 মুখ — চেয়ে দেখরে সুবল, কবে দেখেছিস বল, দিবাভাগে চাঁদ উঠেছে।।
 ডাইনা — যেন জিনিয়ে গগনচাঁদ, উদয় অপূর্ব চাঁদ, পেয়ে পৌর্ণমাসী:
 কত কোটি চাঁদ ঐ চাঁদে রয়েছে মিশি:

- এমন চাঁদ রাহু এসে, রেখেছে অর্ধগ্রাসে,
দেখ রে দিবসে চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে।
- খাদ — দিবায় চন্দ্রগ্রহণ, কোন দেশে কখন দেখেছে।।
- ফুকর — ভাইরে যদিও সে অর্ধচাঁদ রাহুতে করেছে গ্রাসঃ নাই তার জ্যোতির হাসঃ
হায়, নয়নপথে আলোকরাশি, হৃদয়ে পশিল আসি,
অস্তরের জ্ঞান-তামসী, ভাইরে করেছে বিনাশ।।
- মিল — থেকে অস্তরে বিনাশে অস্তরের অমা,
বল রে কোন বিধি এ চন্দ্রমা গড়িয়েছে।।
- অন্তরা — বল রে চাঁদ কোন দেশে ছিল।
কোন দেশের চাঁদ কি উদ্দেশে, দিবসে এই দেশে এলো।।
হেরে তারে মন-চকোরের ধরেছে ক্ষুধা,
কতদিনে পাব চাঁদের সম্মিলন সুধা।
আর কবে দেখেছিস রে চান, চাঁদ নয় নয়ন-ধরা ফান,
রাহুর প্রাণ কি এতই পাষণ, এমন চাঁদকে গ্রাস করিল।।
- পরচিতান — ঐ চাঁদের আলোকে ঝলকে ঝলকে, পলকে পলকে পরাণ।
- পাউন — চাঁদের অনু রেণু, তা হতে পরমাণু, তার তুল্য নয় রে গগনচাঁদ।।
- ফুকর — ভাই রে এমন চাঁদ রাহুঃ গ্রাসে পাষণপ্রাণে মানে কিঃ রাহুর সাধ্য কিঃ
হায়—ইচ্ছা হয় ভাই ঐ চাঁদে, রাহু হতে এনে ধরে,
বন্ধ চিরে হৃদমাঝারে, আমি ভরিয়ে রাখি।।

পূর্বরাগ (চন্দ্রগ্রহণ) ২নং অধিকা পাটনী (ঢাকা)

- চিতান — বল্যে চন্দ্রাননী, ভাইরে চাঁদ নয় ধনি, আয়ানের আদরিনী রাই।
- পাউন — নব নীলাশ্বরে, হেমঙ্গ অর্ধ সম্বরে, রাহুজ্ঞান ভ্রম হয়েছে তাই।।
- ফুকর — চন্দ্র নয় চন্দ্রাননী আয়ানের গৃহিনী রাই, কি শুনালি ভাইঃ হায়—
ঐ নাম পশি শ্রুতিমূলে, যেন কত সুধা ঢালে,
কত জন্মার্জিত পুণ্যফলে, আমি ঐরূপ দেখতে পাই।।
- মিল — শুধু নামে নয় রূপেও যে সুধা আছে,
ফুল আঁধি কয় নেচে নেচে, মোদের ভাগ্য ভাল।।
- মুখ — সুবল সত্যবাদী, এ কোন রসিক বিধি রূপের নিধি গড়েছিল।
- ডাইনা — নিয়ে অসংখ্য অতনু, গড়িয়ে ও তনু, পুরে নাই আকিঞ্চন,
বিধি তাহাতে মিশিয়েছে তপ্ত কাঞ্চনঃ
অসংখ্য শরদশশী, বিদ্যুৎ মিশ্রণে পিষি,
আবার সুধিয়ে সুধারাশি, ঢেলে দিল।
- খাদ — সুবল সাধে কিরে রূপ দেখে প্রাণ পাগল হইল।।
- ফুকর — যদি জল নিতে ভানুজায় যায়, পাতল কেনে রূপের ফাঁন,
কেড়ে নিল প্রাণঃ হায়—হেমকান্তি কলেবরে, অশ্বরে কি তাই সম্বরে,
আড়ে থেকে ঝলক মারে, যেন লক্ষ লক্ষ চাঁদ।।
- অন্তরা — আজ কি রে হেরলেম নয়নে।
অপরূপের মনমোহিনী, জানি কি মোহিনী জানে।।
কোন বিধি গড়েছে ঐরূপ, এতই শোভাকর,
হেরে লাজে পদাধুজে, লোটার প্রভাকরঃ সর্ ২

নদীর পুতুল ফুলের ভরে, চলে যেতে চলে পড়ে,
তারে দিল জলের তরে, দয়া নাই আয়ানের প্রাণে।।

- পরচিতান— যদি রূপের নিধি, মিলাইল বিধি, মিলনে বঞ্চিত কি কারণ।
পাড়ন — আমার মনে বলে, অপরূপ সিদ্ধ সলিলে, ডুবে রই মকরের মতন।।
ফুকার — ধনির দরশে বরষে সুখ, পরশে জানি কতঃ
ভাবি নিয়তঃ হয়—রাঙানাম যুগল অক্ষরে, যেন কত সুধা ক্ষরে,
কইরে দে রে তুই আমারে, উহার প্রেমের আশ্রিত।।

ঐ—জবাব মনোহর সরকার (ফরিদপুর)

- চিতান — বাঁকা সখার বাক্য শুনে সুবল সখা কয়।
পাড়ন — তোরে বলব কি রে প্রাণ কানাই, কি দেখে কি ভাবলি ভাই,
দিবসে কি চাঁদের উদয় হয়।।
ফুকার — ভাইরে, শুধালি তুই আমার কাছে, দিবসে কি চাঁদ উঠেছে,
বললি কি বাঁকা সখাঃ নারীর রূপে তোর লাগল ধোঁকাঃ
সঙ্গেতে নিয়ে সঙ্গিনী, জলের ঘাটে যায় রঙ্গিনী,
ও তো চাঁদ নয় রে ভাই চাঁদবদনী, বিনোদিনী রাখিকা।।
ফুকার — বললি, চেয়ে দেখ ঐ ভাবাকাশে, অর্ধচন্দ্র রাহুগ্রাসে,
কানাই আমার কথা শোনঃ ও তুই যে রূপ করলি দরশনঃ
অবগুণ্ঠনেতে ঢাকা, চাঁদবদনী শ্রীরাধিকা,
আধ বদন যায় রে দেখা, রাহু নয় ও নীলবসন।।
ফুকার — বললি, ঐ চাঁদে জ্যোতি বিকাশে, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশে,
ও চাঁদ বড় মন্দ করঃ ভাই তোর চোখ দুটোরে বন্ধ করঃ
কলসী ভরা হয়ে গেলে, জল নিয়ে চাঁদ যাবে চলে,
তখন দেখতে পাবি নয়ন মেলে, ভিতর বাহির অন্ধকার।।
ফুকার — বললি, ইচ্ছা হয় যে ঐ চাঁদে, বক্ষ চিরে রাখি ভরে,
সে কি রে ভাই পীতবাস, গুনলে লোকে করবে উপহাসঃ
ঐ চাঁদে ডালবেসে, বুকে নিবি কোন্ সাহসে,
শেষে কলঙ্ক রাহুতে এসে, তোরে শুদ্ধ করবে গ্রাস।।
ভাইনা — ঐ চাঁদ ছিল কোন আকাশে গুনবি রসময়ঃ
আয়ান ঘোবের ভাগ্যাকাশে এ চাঁদের উদয়ঃ
ঐ চাঁদের সুধার লালসে, যে চকোর রয় আশার আশে,
কাল-কুটীলা মেঘে এসে, শিরে করবে বজ্রাঘাত।
খাদ — সুধার আশা মিটেবে না রে, জ্বলে পুড়ে হবি ভস্মসাৎ।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ — ১নং অজ্ঞাত

- চিতান — নিয়ে সব সঙ্গিনী, চলে রাইরঙ্গিনী, তরঙ্গিনীর তীরে।
পাড়ন — স্বর্ণময়ী রাইর ক্ষীণ কক্ষে স্বর্ণকুণ্ড, নিতম্ব হেলিয়ে পড়ে।।
ফুকার — নব অনুরাগে প্রাণে জাগে পিরীতির টানঃ চলে জলের ঘাটে
গতি মাতঙ্গিনীর সমান : সে সময় কদমতলা, রসিক রসময় কালা,
মজাইতে কুলবালা, হানে কটাক্ষ বাণ।।
মিল — হল অকস্মাৎ দৃষ্টিপাত নয়নে নয়নে,
বলে সঙ্গিনীর বিদ্যমানে, রাধে রাজবালা।

- মুখ — ক্রিবে অপরূপ রূপের কিরণ, নবীন মেঘের বরণ কে গো ঐ কদম্বতলা।।
- ডাইনা — সখী, মরি কি বাঁকা ত্রিভঙ্গ, চন্দনে চর্চিত অনঙ্গ, মুর্ছিত অঙ্গঃ
গুঞ্জাহার গলে দোলে, পীতাম্বর কটিমূলে,
যেন নবনীরদের কোলে, খেলে বিদ্যুৎমালা।
- খাদ — চেয়ে রূপের পানে, কেন আমার মন উথলা।।
- ফুকার — শিরে উচ্চ চূড়া শিখিপুচ্ছ তার উপরেঃ সুধাংশু যেন কত সুধা ঝরেঃ
করেতে মোহনবাঁশী, মুখে মুচকি হাসি,
হাসিতে সুধারাসি, খসে খসে পড়ে।।
- মিল — তারে হেরিয়ে আর নয়ন ফিরাতে নারি,
আমায় বলগো প্রাণ সহচরী, হল একি জ্বালা।।
- অন্তরা — ক্রিবে রামরজ্ঞা তরু, গুরু জিনি উরু, ভুরু কামের কামান গো।
ক্রিবে খঞ্জন গঞ্জন অঞ্জনে, রঞ্জন নয়ন মন্মথবাণ গো।।
ক্রিবে কোকনদ দল, জিনি করতল, কর্ণেতে কুণ্ডল, লোল গণ্ডস্থল।।
শ্রীমুখমণ্ডল, করে বলমল, মুরতি পিরীতি মাখান গো।।
- পরচিতান — গজগুণ্ড জিনি, বাহর বলনি, গলে গজমোতি।
- পাড়ন — ক্রিবে সু অধর নিন্দিত সুপক বিশ্ব, দাড়িস্ব দশনজ্যোতি।।
- ফুকার — খগচক্ষু জিনি নাসাতে কুলনাশা তিলকঃ চপলা নিন্দিত কপালে
অলকার ঝলকঃ প্রাণে কয় নিরবধি, হেরি ঐ রূপের নিধি,
তাতে সই প্রতিবাদী, হল আঁখির পলক।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ — ২নং অঙ্কাত

- চিতান — বললে শ্যামসুন্দর নাম, উহার গোকুলে ধাম, নন্দরাজার নন্দন।
- পাড়ন — উহার নাম শুনে আপনা হতে খসিল আজ, লোকলাজ সমাজের বন্ধন।।
- ফুকার — ও কি ওনালি ডাই নাম শুনে ঐ হই উদাসীঃ যেন মস্তকের মত
শ্রবণে পশিল আসিঃ জাতি কুল গেলেম ভুলে, শ্যামচাঁদের চরণতলে,
আমার মনে কয় বিনামূলে, হব কিনা দাসী।
- মিল — আর আমি যাব না কুলে, তোরা যা সকলে, গোকুলে কুলকামিনী।।
- ডাইনা — আমার কিসের মান কিসের জাতি, কিসের বৈভব কিসের ধরম,
করম শরম ভরম কুলের গৌরবঃ অকুলে কুল ভাসাব, কুলোকে
কুল হাসাব, কালার কুলেতে কুল মিশাব, হব কলঙ্কিনী।
- খাদ — আমার অকুলের কুলে গোকুলে শ্যাম চিত্তামণি।।
- ফুকার — ও কোন রসিক বিধি রূপের নিধি নিরমিলঃ যেন চূষক ভেসে শ্রীঅঙ্গে
মাখিয়ে দিলঃ নইলে কেন রূপে সখি, অকর্ষণ করে আঁখি,
একবার ঐ রূপ নিরখি, হয় কি দায় ঘটিল।।
- মিল — রঙ্গে অঙ্গেতে পরব সখি, কৃষ্ণ কলঙ্কের হার,
করবো ত্রিভঙ্গের সঙ্গে বিহার, দিবসরজনী।।
- অন্তরা — আমি যোগিনী সাজিব, শ্যাম প্রেমে মজিব, ভজিব শ্যাম পদদ্বয়গো।
আমি যাবনা গোকুলে, রবনা গো কুলে, যে কুলে কলঙ্কের ভয়গো।
আমার হয় হবে কুলের খোঁটা, যে কুলের মূলে খুঁটা,
পাড়ার লোক না হয় বলবে কুলটাঃ—
কুলে গেলে বিচ্ছে, হাঙ্গে কুলের কাঁটা, কুলোকে বাক্য অতিশয়গো।।

- পরচিতান— বললি সেধে সেধে, দিসনা ওগো রাখে, পরকে জীবন যৌবন।
 পাড়ন — উহার নাম শুনে মৃত অঁখি আপনি নাচে, তার কাছে কে আছে আপন।।
 ফুকার — তোরা বললি সখি কাজ কি কালার পানে চেয়ে: আমার চঞ্চল
 অঁখি কেমনে রাখি বুঝায়ে: রূপ যেন কি সন্ধানে, পশিয়ে মর্মস্থানে,
 পরাণ ধরিয়ে টানে, বঁড়শি বিদিয়ে।।

পূর্বরাগ (বৃক্ষ বিলাস) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা)

- চিতান — বেলা দিপ্রহরে, প্রশান্ত প্রান্তরে, নটবর বিটপীতলায়।
 পাড়ন — ভানু তাপেতে খেনু সব, তুনিয়া বেণুরব, কানুর সম্মুখে শীতল ছায়ায় যায়।।
 ফুকার — যত পাখী রত ধর্ম মর্মভেদী গানে, নাচে ঘুরে ঘুরে মধুর ময়ূরীগণে :
 মধ্যে শ্যাম কমলাঁখি, তুহিত পশু পাখী, নয়নে দেখাদেখি মাখামাখি প্রাণে।।
 মিল — প্রাণে ত্রিভঙ্গের তরঙ্গ খেলে, রাখালের প্রতি ডেকে বলে, জুড়ি কর দুটি।
 মুখ — তোরা সব রাখালে, ক্ষণেক থাক এই বৃক্ষতলে, আমি একটু গাছে উঠি।।
 ডাইনা — এই যে মলয়ার শীতল বায়ু বহে মৃদু, আমার নাসারক্তে এনে দিবে ফুলগন্ধ মধু:
 বৃক্ষ সব দূরে থেকে, চক্ষে দেখবে আমাকে, পবন হিম্মোলে বংশীর ডাকে,
 করবে ছুটোছুটি।
 মুখ — দূরে হেরিব মরীচিকার মিটিমিটি।।
 ফুকার — আমার মনে বলে এই বনের যত বিহঙ্গ: মাতঙ্গ কুরঙ্গ সবাই আমার অন্তরঙ্গ:
 কঙ্কল এদের সনে, পরিচয় প্রাণে মনে, জন্মেছে কৃদাবনে, করতে আমার সঙ্গ।।
 মিল — এদের সঙ্গে যে কত প্রেম পাই আমি মধ্যে মধ্যে,
 আমি ইহাদের হৃদিপদ্মে কত মধু লুটি।।
 অন্তরা — এমন প্রাণ মাতান দৃশ্য কি আর বিশ্ব মাঝে আছে।
 এমন সুধারস প্রেম দিতে পারে বা, কোন দেশের কোন গাছে।।
 ঐ দেখ পুলকে ডাকিয়া, পালক ঝাকিয়া শত পাখী কত নাচে।
 এমন দেশে যে না আসে, এ সংসার বাসে, জনম তাহার মিছে।।
 পরচিতান— আমার মা আমারে, যতন করে, বলেছে উঠিসনা গাছে।
 পাড়ন — পেয়ে বৃক্ষের ভালবাসা, দেখি পাখীর বাসা,
 এমনি ভালবাসা ভালবাসায় জন্মিয়াছে।।
 ফুকার — তরু ঘন ঘন যেন ঘন ঘটাবৃত, যেন মহোৎসবে মহৎ সবে ভাবান্তিত:
 ঐ দেখ বৃক্ষপল্লবে, আমার পদ পল্লবে,
 প্রণমে প্রেমের ভাবে, তাহিতে মাথা নত।।
 মিল — এদের প্রেমে যে আমার চিত্ত হরে নিল, ব্রজের সৌন্দর্য্যে আকর্ষিল,
 আমার কুটিল দিঠি।।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ (বৃক্ষবিলাস) ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — যদি গাছে চড়ি, পাছে নিচেয় পড়ি, ভাই তোদের তাহিতে এত ভয়।
 পাড়ন — মিছে করিলে কুতর্ক, আমি বেশ সতর্ক,
 আমার সবিশেষ জানিস পরিচয়।।
 ফুকার — আমি এটুক উচ্চ তুচ্ছ হতে তুচ্ছ ভাবি,
 তোরা ভয় করিসনে যদি আমার সঙ্গে যাবি:
 এক বৃক্ষের কাণ্ড বেয়ে, আর বৃক্ষে চড়বি গিয়ে,

- পাকা ফল শাখায় পেয়ে, আমার মুখে দিবি।।
- মিল — ধেনু বৎস সব উচ্চ পুচ্ছে রবে উর্ধ্বমুখে,
আমি চেয়ে উহাদের দিকে, বাজাব বাঁশরী।
- মুখ — আয় ভাই সবে মিলে, ঘুরে ঘুরে বৃক্ষ ডালে, এদের ঋণ পরিশোধ করি।।
- ডাইনা — ভাইরে প্রত্যক্ষে ভালবাসে, এই যে বৃক্ষশ্রেণী,
নিত্য ফল দিয়ে করেছে রে চিরঞ্চনী :
মনোহর বৃক্ষপত্র, আমাদের মাথার ছত্র,
মানুষ হতে বৃক্ষ পবিত্র, পর উপকারী।
- খাদ — ভুলতে নারি আহা সে রূপের মাধুরী।।
- ফুকার — দেখব যমুনার কূল, আকুলা সব কুলনারী,
চলবে গাঘরিতে বারি নিয়া সারি সারি :
আমার এই বংশীর ডাকে, তাকাবে উর্ধ্ব দিকে,
অদূরে আমায় দেখে, ফেলবে চোখের বারি।।
- মিল — বহিরঙ্গে সবরঙ্গে দিবে করতালি,
আমরা হাসিব সবে মিলি, আর দিব টিটকারি।।
- অন্তরা — যাব তরুর মাথায় সরু লতায়, নিয়ে চল সাথে।
আমার ব্যাকুল গলায় বকুল ফুলের মালা দিবি গাঁথে।।
মালায় ফুলের সৌরভে, মন ডুবে রবে, তরু আর তোদের এই প্রীতে।
আমি যেচে বলি নিজে, ভুলিব না ব্রজে, যদি হয় জনম নিতে।।
- পরচিতান — তোরা গাছে উঠে, দেখিস নাই কি মোটে, কি সাজে সাজে চারিদিক।
- পাড়ন — আনন্দ বর্ধন গোবর্ধন, তার গায়ে সূর্যের কিরণ,
হরে মূনির মন, করে রে ঝিকমিক।।
- ফুকার — যমুনাতে কালজলে নাচে বিচিমালা,
তাতে প্রতিফলিত ভানুরূপে সোনার থালাঃ
সারিতে নারী দলে, নাচে উরজ জলে,
বিচির হার বায়ু ঠেলে, ধরতে তাদের গলা।।
- মিল — তোরা একদিন ভাই দেখিস যদি নদীর এই সুদৃশ্য,
হবে সবাকার মন আকৃষ্য, বিশ্ব পরিহার।।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ— ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কৃষ্ণ তৃষ্ণনলে জ্বলে জ্বলে, গোষ্ঠ ফেলে যমুনায় গেল।
- পাড়ন — প্যারী এ সময়ে, সঙ্গিনীগণ সঙ্গে লয়ে, অন্য ঘাটে জল আনতে গেলো।।
- ফুকার — প্যারী কালরূপে দিয়ে আঁখি, মনে বলে চেয়ে থাকি,
চাইতে নারে কুলমানের ভয়, ভয়ে বারী নিয়ে বাড়ী যায় :
চলছে রাই ধীরে ধীরে, কতবার চায় ফিরে ফিরে,
ডুব দিয়ে সেই ভাবসাগরে, কৃষ্ণ কাষ্ঠ পুত্তলিকার প্রায়।
- মিল — অমনি পলকে সে গেল লুকাইয়ে, ব্যস্ত হয়ে ধেয়ে গিয়ে সুবলেতে বলতেছে।
- মুখ — বলরে সুবল বল আমারে, ঐ ঘাটে আজ দেখলেম কারে,
চিনিস্ যদি বল আমার কাছে।।
- ডাইনা — সে ধনির শিরে বিরাজে ত্রিধ্ব দিনকর, করজিনি সরোজিনী মরি কি সুন্দরঃ
শিরে হেরে বন্ধুর আস্যঃ করকমল করে হাস্য,

- প্রেমিকার গায়ে প্রেমের দৃশ্য, আমাকে দেখায়েছে।।
- খাদ — বল দেখি সে রূপের ছবি কে গড়ায়েছে।।
- ফুকার — দেখলেম সে রমণীর ওষ্ঠাধরে, অসংখ্য শশাঙ্ক ধরে, হাসতে ঝরে পড়ে হাতে পায় :
আবার পলকে লুকায়ে যায়: মেঘাচ্ছন্ন হলে পরে, বিজলী খেলে অন্ধরে,
তেমনি খেলে সুধাকরে, ওসে ধনির নীলাশ্বরীর গায়।।
- মিল — দেখলে বিদ্যুৎ ঝলক শরীর শিহরে, এ ঝলকে পাগল করে,
আমায় পাগল করেছে।।
- অন্তরা — কিবা বিনোদ বেশে, দাড়াইয়া সে, চেয়েছিল আমার পানে।
তারে দেখি নাই কভু, নাম শুনি নাই কভু, তবু যেন তারে প্রাণে চিনে।।
যখনে সেই রূপের ছবি নয়নে পড়িল,
আমার চিত্ত চিত্রকরে সেই রূপ তুলিতে গড়িল।
আরতো ভুলতো নারি, আমার হৃদপট হতে (সে রূপ ভুলতে নারি)।
আমি জল পিপাসায় জলের আশায়, কেনবা গেলাম জলে: আমার সে তৃষ্ণা
ছাড়িল, কি তৃষ্ণা বাড়িল, হৃদয় গেল জ্বলে:
আরতো কইতে নারি, সইতে নারি আমার মন মানে না সে রূপ বিনে।
- পরচিতান — ধনি সঙ্গিনীগণ সঙ্গে নিয়ে, রঙ্গে ভঙ্গে নিয়ে গেল জল।
- পাড়ন — কি যে শুভক্ষণে, পড়লো সে রূপ নয়নকোণে, সেই হতে হয়েছি পাগল।।
- ফুকার — ধনির রূপ লাভণ্য দেখলেম যত, বর্ণিতে হয় বর্ণাহত, বর্ণেশ্বরী যদি সাজে
শেষ: তবু রূপ বর্ণনা হয় না শেষ: সেই রূপেতে দিয়ে আঁখি, জগত যেন
আঁধার দেখি, মনে বলে ধ্যানে রাখি, সদা বিনোদিনীর বিনোদ বেশ।।
- মিল — সে যে অপরূপ রূপ বন্দনার বাহির, পদনত শশী মিহির, রূপাধার পায়ের কাছে।।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ — ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বলি সে ধনি রাই বিনোদিনী, বৃষভানু রাজার নন্দিনী।
- পাড়ন — ওরে সুবল সখা, তরা আমায় এনে দেখা, সুধামাখা রাধা রূপখানি।।
- ফুকার — ছিল চিত্তচঞ্চল, শরীর দুর্বল, আশ্বাসে ভাই পেয়েছি বল,
প্রবল আশা তরুণর: শুনে সুহাসিনীর সুখবর: হয়, আশাবৃক্ষ কবে ফলবে,
কবে সে ফল আমার ভাগ্যে মিলবে, কবে ভবে লোকে বলবে,
আমার নামটি রাধা নামের পর।।
- মিল — কবে পরশিব রাই কোমল অঙ্গ, চিত্ত হয়ে নিভা ভূঙ্গ, কবে খাবে পরিমল।
- মুখ — আমার মনে যে বাসনা, পুরিবে কি এ বাসনা, বিফল জনম হবে কি সফল।।
- ডাইনা — বলবে সবে উচ্চ রবে জয় রাধে রাধে: সুধা মাখা এ রাধা নাম চুড়ায়
লিখে দে: রূপ লেগেছে দু'নয়নে, না দেখিলে মরি প্রাণে, রাই পাব ঐ
নামের ওণে, ঐ নাম করে দে সম্বল।
- খাদ — আজ হতে বাঁশীতে ঐ নাম গাব অবিরল।।
- ফুকার — দিয়ে সপ্ত ছিন্দ্রে সপ্তাঙ্গুলি, শিখাইব রাধা বুলি, ছয় ক্ষতুতে বড় রাগ
তিন গ্রাম: আমি বাজাইব অবিরাম: অবভে রা করে আধা, গাঙ্গার করব
ধৈবতের ধা, সপ্তসুরে সাধব সদা, এমন সুধামাখা রাধানাম।।
- মিল — এ যে অসহন বিরহ দহনে, রাধা নামের সুধাপানে,
তাপিত প্রাণ করি শীতল।।
- অন্তরা — কবে প্রেমসাগরে ডেউ খেলিবে দেহ তরী সাজাইয়ে। কবে ভাবের

আবেশে, অনুরাগ বাতাসে, রাধা নামে যাব বাদাম দিয়ে।। রাধা নামের সাধা বাঁশী, অধরে ধরিবঃ মুরলীর মধুর তানে কিশোরী স্মরিবঃ (তরী দুলবে তালে, দেহ-তরী দুলবে.....) উত্তাল তরঙ্গে তরী দুলবে তালে। আমি কান্দিব হাসিব, অকূলে ভাসিব, আর আসিব না কূলেঃ যে জন কুল ছাড়িবে, অকূলে পড়িবে, তাহারে লইবো তুলেঃ

শেষে রাধা নামের আধা বোলে, আমি শান্তিপূরে যাব বেয়ে।।

- পরচিতান— নব দরশনে, রাধার সনে, হ'ল অঙ্গ আবেশে অবশ।
 পাড়ন — আবার নাম শ্রবণে, কত ভাব উদয় মনে, না জানি পরশে কত রস।।
 ফুকার — ভাইরে, স্মরণে রূপমাধুরী মরমে কিশোরী স্মরিঃ প্রাণে মরি প্রেমের পিপাসায়ঃ সদা আঁখিতে দেখিতে চায়ঃ ধ্যানযোগে রূপ দেখলেম বসে, হৃদিপদ্মে ঐ রূপ মৃদু হাসে, পঞ্চাবস্থায় পঞ্চবেশে, আমি কবে পাব রাধিকায়।।
 মিল — ও রূপ না পাই যদি মরিব প্রাণে, ও রূপ মিলিবে যেখানে, সেখানে রব কেবল।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (রূপোল্লাস) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কৃষ্ণ দর্শন করবার তরে, সঙ্গিনীগণ সঙ্গে করে,
 যমুনায় রাহি জল আনিতে যায়।
 পাড়ন — দেখে কদমতলায় মদনমোহন, চোখে চোখে হ'ল মিলন,
 সখীর প্রতি শ্রীমতী শুধায়।।
 ফুকার — সখী, দেখলো আমার বন্ধুর রূপ, নাইলো এ রূপের স্বরূপ, কমল নয়ন চাঁদ বদনঃ করে সুধামধু বরষণঃ আমার মন-চকোর আর নয়ন ভ্রমর, রসে ডুবল পেয়ে রসিক নাগর, উথলিল রসের সাগর,
 আমার অচল হ'ল সখী দেহমন।।
 মিল — তখন বাড়াইতে কৃষ্ণপ্রেমের সুখ, ইন্দুলেখা করে কৌতুক,
 রাহিকে দিয়ে লাঞ্ছনা।।
 মুখ — সুধাকর আর পদ্মের সনে, বলগো, রাখে দিলি কেনে, হেন কৃষ্ণ রূপের তুলনা।।
 ডাইনা — ও যে শুধু প্রেম মুরতি, বংশী মুখে প্রেম আরতি, প্রেম নয়নে বহে প্রেম ধারঃ ওরা কি আর ধারে লো তোর চাঁদ কমলের ধারঃ বন্ধুর রূপে প্রেমরস যত, ওই ইন্দু যদি বিন্দু পেত সেতো রসের সিদ্ধ হ'ত, পূর্ণ হ'ত আর যেতনা।।
 খাদ — ও রূপের তুলনা, কার সঙ্গে চলেনা।।
 ফুকার — রাখে, কোটি চন্দ্র আকাশে, যদি জ্যোতি বিকাশে, চিরদিন পূর্ণ থাকেঃ সে চাঁদ নিশি জেগে কে দেখেঃ আমরা ঐ রূপ দেখে গোপীকূলে, নিদ্রা ক্ষুধা কুলমান গেলেম তুলে, স্বরূপে ঐ রূপ দেখিলে, বলগো ঘরে থাকতে পারে কে।।
 মিল — রাখে সূর্য্যোদয়ে শশী হয় মসী, ও রূপের রূপ দিবানিশি,
 বাড়ে বই আর কমনা।।
 অন্তরা — কমল নয়ন নয়লো কমলিনী। অতুলনীয় রূপখানি।। নয়ন যদি কমল হ'ত, কমলে কি জল জমিত, প্রেমবারি পরিপূরিত, প্রেম নয়নে প্রেম চাহনী।। যার পানে চায় আড় নয়নে, প্রেমের দাগ তার লাগে প্রাণে, ছই দিলে সে কুল মানে, কুলজা হয় কলঙ্কিনী।।
 পরচিতান— রূপক করলে রূপ সম্বন্ধে, বর্ণনে হয় রূপের নিন্দে,
 অন্তর্দ্ব এই রূপ বর্ণনা তুল।
 পাড়ন — ও যার দ্বিতীয় নাই ভুবন মাঝে, তার কি উপমা সাজে, তুল বুঝে সে অলিকুল আকুল।

ফুকার — রাধে, কমল হলে বিকশিত, অলি হয়ে পুলকিত,
নিঠুর ভাবে মধু খায় : আজ যে ভ্রমর ঠেকল মমতায়ঃ
বন্ধুর মন-মোহন রূপ দরশনে, দয়া হ'ল অলির কঠিন প্রাণে,
জানিস মধু খায়না কেনে, ভাবে কোমলাঙ্গে যদি ব্যথা পায়।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — তখন ইন্দুলেখার নিন্দা শুনে, রাধে স্বর্ণলতা কয়।
পাড়ন — ও তুই জানিস ইন্দুলতিকে, কুজন সাধীর গতিকে, সুপথিকে পথভ্রষ্ট হয়।।
ফুকার — সখী, তোর চেয়ে মোর জ্ঞান অজ্ঞনা; করি শ্যাম রূপের কল্পনা
জল্পনা ভাবিয়ে রোষ : করে তুই হয়েছিস অসন্তোষ : পদ্ম জিনি বদনখানি,
ঈদ জিনি শ্যাম রূপনিছনি, ও তুই নিজে হয়ে অজ্ঞানী, বজ্রনয় দেখালি দোষ।।
মিল — কোন পদ্ম শ্যাম মুখপদ্ম সে কোন চন্দ্রমা,
বুঝে শ্যাম প্রেমের মহিমা, সে উপমা তালাশ কর।
মুখ — কল্পনার সিদ্ধান্ত করতে, আগে চিন্তে প্রেমের স্বভাব ধর।।
ডাইনা — পঙ্কবারি বিশুদ্ধ হয় পদ্মের পরশেঃ কৃষ্ণ মুখপদ্ম আমার মানস সরসেঃ
চাঁদে ক্ষুদ্র তমঃ নাশে, শ্যামচাঁদে ভ্রম বিনাশে,
চিদ্ স্বরূপ হৃদাকাশে, হাসে শ্যাম শশধর।
খাদ — হয়ে উচ্চ গুণগ্রাহী তুচ্ছ পরিহর।।
ফুকার — বললে, স্বরূপে শ্যাম রূপ দেখিলে, ভুলে যাই সব গোপীকুলে,
নিম্না ক্ষুধা কুল আর ঘরঃ আগে ভুল ছেড়ে ঘর মূলের ঘরঃ
টিনের ঘরে ছনের ঘরে, বন্ধ হয় না শ্যামনাগরে,
রেখে ভাবের ঘোরে প্রেম নগরে, শ্যাম স্বরূপের পূজা কর।।
ফুকার — বললে, যার পানে চায় আড়নয়নে, ছাই পড়ে তার কুলে মানে,
কলঙ্ক হয় কুলজার : প্রেমে যে ভোলে তার কুল কি ছারঃ
প্রাণে থাকলে কুলের বন্ধন, আসে না শ্যামপ্রেমের ব্রন্দন,
ভবে কলঙ্ক যার পুষ্প চন্দন, নন্দনন্দন বাধ্য তার।।
ফুকার — বললে, শ্যামকমলের মধুপানে, দয়া হল অলির প্রাণে,
বন্ধু যদি ব্যথা পায়ঃ অলি ভোলে নাই সে মমতায়ঃ
অলি ভাবে মনে মনে, শ্যামকমলের মধুপানে,
একবার মত্ত হলে মধুর ধ্যানে, ফিরে আসা হবে দায়।।
অস্তুরা — বললে ইন্দু কভু হয় না তুল্য সিদ্ধুর তুলনাতে।
লাগে সার্ক চতুর্বিংশ ইন্দু, শ্যামবন্ধুর কামগায়ত্রীতে।।
বিশে নখে বিশে ইন্দু, ললাটে অষ্টমী ইন্দু; বিন্দু তার সাথে।
শ্যামের বক্ষেগণ্ডে চারি ইন্দু, সিদ্ধুর জন্ম ইন্দু হ'তে।।
পরচিতান — সখী ভাবুকের অন্তরে জাগে, শ্যামের ভাবের মুরতি।
পাড়ন — জানি যাদুশী মনের ভাব, তাদুশী তার সিদ্ধিলাভ,
ভাবের স্বভাব কি সূক্ষ্মগতি।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (রূপোন্নাস) ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — বলি ঈদ কি কমল দরশনে, বন্ধুর রূপ পড়ে মনে, তাইতে দিলি রূপের তুলনা।।
পাড়ন — শুধু রূপ দেখে রূপ মনে প'লে, তাইতে কি তুলনা চলে,
আবার তোরে করিগো মানা।।

- ফুকার — রাখে ঐরূপ জাগে যার নেত্রে, অহোরাত্র সর্বত্র, রূপের জ্যোতি দেখতে পায়ঃ
সে ত রসময় রূপের কুপায়ঃ হয় জগতে রূপ যত প্রকার, ঐরূপ সেই সমস্ত
রূপের আধার, রূপ সাগরের নিম্নে একধার, রাখে সুধাধার সুধা বিলায় ॥
- মিল — যদি ঐরূপ দেখে চাঁদের পানে চাই, দরশনে যে সুধা পাই, অন্য সময় তত নয় ॥
- মুখ — ঐ রূপের তুলনা দিতে, নাই কিছু এই পৃথিবীতে, আছে কেবল রসরাজের জয় ॥
- ডাইনা — দেখলো রাখে শ্রীবৃন্দাবন, কি শোভা করেছে ধারণ, তরুলতা পুষ্পে সুশোভিতঃ
উহার রূপের আভায় হ'ল ব্রজ আলোকিতঃ ও যদি না থাকে ব্রজে, ব্রজ
কি এই সাজে সাজে, রসরাজের রসে মজে, নীরস হ'ল রসময় ॥
- খাদ — রূপানুরূপ নামটি উহার জপিলে প্রেম হয় ॥
- ফুকার — রাখে আমার মনে এই বলে, ব্রহ্মাণ্ড তুলে তুলে দিলে, ঐ নামের সনেঃ তবু
সমান হয় না ওজনেঃ মোদের ঐ নামেতে চিত্ত গলা, গলায় পরলেম কৃষ্ণ
নামের মালা, দূর করেছি সকল জ্বালা, কৃষ্ণনাম সুধা আশ্বাদনে ॥
- মিল — কিছু তোর সঙ্গে তুলনা হয় উহার, সেই জনো
তোর মত রাধার, পাক মন এই কাঁচা হয় ॥
- অন্তরা — প্রেমময় শ্যাম পূর্ণ রসসিদ্ধ ॥ সে হয় রসিক যে পায় একবিন্দু ॥
ও যে শুধু প্রেমের মাতাল, রূপ রসাল ওর নামটি রসাল,
ধন্য রাই তোর ধন্য কপাল, নন্দের গোপাল, তোরই বন্ধু ॥
- পরচিতান — কি জানি কি রূপের রসে, ভাবতে গেলে কান্না আসে,
চিত্তা করে চিনতে সাধ্য কার ॥
- পাড়ন — বড় ভাগ্যবতী আমরা যত, হয়েছি তার প্রেমাস্রিত, ভাবসাগরে দিয়েছি সঁতার ॥
- ফুকার — যখন ঐ রূপের তুলনা নাই, আছিস কেবল তুইলো রাই, চলগো ও'র কাছে
যাব : তোরে শ্যামের বামে বসাবঃ আমরা করব যুগল, হেরব যুগলঃ হাসবো
নাচবো কন্দবো হবো পাগল, পদে দিয়ে নয়নের জল, প্রাণের প্রবল আসা মিটিবো ॥
- মিল — তোরা সব সঙ্গিনী জয়ধ্বনি দে, বলে জয় জয় রাখে রাখে, কৃষ্ণ বল এসময় ॥

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (চিত্রপট) ১নং

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — নারীর বাল্য আর পোগণ্ডের শেষে, কৈশোরে কিশোরী বেশে,
জীবনে যৌবনে আসে, ও প্রেমরসের জোয়ার ॥
- পাড়ন — তখন ধূলাখেলা চায়না প্রাণে, মন ভ্রমে আশার বিমানে,
অজানা কোন দেশের পানে, ও লক্ষ্য যেন তার ॥
- ফুকার — একদিন যমুনার তটে, বসে বংশীবটে, রাস রসময় কালাঃ
মধুর মুরলী বাজায়ে, গোকুল মজায়ে, খেলিছে রসের খেলা ॥
বাঁশী বরে যেন অমৃত মিশ্রিত, শুনে ধ্বনি বাঁশীমুখ বিনিসৃত,
কুল লজ্জা ধৈর্য হয়ে বিস্মৃত, জলে চলে কুলবালা ॥
- মিল — জলের ঘাটে বংশী বটে হেরে শ্রীহরি, বিশাখা সেই চিত্র করি,
ও দেখাইল রাইকে এনে ॥
- মুখ — চিত্রপটে চিত্র দেখি, রাই বলে বিশাখা সখী, এ কি দেখি জেগে স্বপনে ॥
- ডাইনা — চিত্রপটে চিত্র হেরি, মস্ত হল চিত্ত করী, বল দেখি গো চিত্রকরী,
এ বিচিত্র চিত্র কারঃ রূপ দেখে গিয়েছি ভুলে, এ রূপ তুলিতে তুলে,
আমায় কিনে নিলি বিনামূলে, দিয়ে হেন উপহারঃ
ত্রিভঙ্গ অঙ্গ সুচারু, বাঁকা আঁখি জোড়া ভূরা,

- কল্পনাভীত কল্পতরু, ছিল কার হৃদি-নন্দনে।
- খাদ — কে পূজিত এ মুরতি প্রীতি চন্দনে।।
- ফুকার — সখী চিত্রপটে একে, দেখালি আমাকে, কাহার রূপ মাধুরীঃ
নাকি মনের মানসে, গড়ে এ মানুষে, করিলি হেন চাতুরী।
অধরের হাসি অমিয় ক্ষরিত, প্রতি অঙ্গে যেন অনঙ্গ জড়িত,
নয়নে পূরিত বিদ্যুৎ তড়িত, পরাণ করিল চুরি।।
- মিল — যে চোখে দেখিয়ে তাহার একেছিস চিত্র,
পবিত্র হয়েছে নেত্র, অপরাপের দরশনে।।
- অস্তুরা — ও তুই সখী সাথে, জল ভরিতে, কোন ঘাটেতে গিয়েছিলি।
পথে পেয়ে রত্ন করে যত্ন, আমাকে আনিয়ে দিলি।।
ও সখী গো, দেখে যাহার প্রতিকৃতি, হল মোর চিত্র বিকৃতি,
দেখে তার স্বরূপাকৃতি, কেমনে রলি।
সখী আমি হলে, যেতেম গলে, পাষণ বলে ফিরে এলি।।
- পরচিতান — সখী, এতরূপ মানুষের থাকে, কে দেখেছে এই ত্রিলোকে,
কর্মগুণে চর্মচোখে, পেলি দরশন।
- পাড়ন — তোরা আমায় নিয়ে চল সে ঘাটে, দেখে আসি বংশীবটে,
সে রূপ যদি ভাগো ঘটে, জুড়াব নয়ন।।
- ফুকার — কত সুন্দর করিয়া, উহারে গড়িয়া, বিধাতা দিয়েছে সখীঃ
আমার কুল লজ্জা ভয়, গেল সমুদয়, সে রূপ মাধুরী দেখি।
কত শত চিত্র দেখি চিত্রপটে, তা হতে এ চিত্র বিচিত্রই বটে,
একে দেগো সখী মম চিত্রপটে, গোপনে লুকায়ে রাখি।।

ঐ—জবাব নারায়ণচন্দ্র বালা (ফরিদপুর)

- চিতান — দেখে রঙ্গময়ীর বিচিত্র ভাব দুঃখে বিশাখা বলে।
- পাড়ন — দেখে চিত্রপটে এ চিত্র, কেন শিহরে গাত্র, পদ্ম-নেত্র পূর্ণিত জলে।।
- ফুকার — আমি নিরঞ্জে আনমনে, আঁকিয়াছি হেন ধনে,
ভাবলেম আমি আঁকার পরঃ এতো রহি বরবর্ণনীর বরঃ
ও সুন্দর আর তুই সুন্দরী, মিলবে যেন হরগৌরী,
ওকে হৃদিপীঠে স্থাপন করি, নয়নজলে পূজা কর।।
- মিল — বহারঙ্গে লঘুক্রিয়া বলে সকলে, গুপ্ত প্রণয় ব্যক্ত হলে,
প্রেমের মান রয় না কখন।
- মুখ — মধুর প্রেমে কত ব্যথা, কত বাধা কত না বন্ধন।।
- ডাইনা — তোর হৃদিকাননে ছিল, কল্প-বৃক্ষ শ্যামঃ
ডালে মূলে উপড়িয়া ফেলিল শ্রীদামঃ
শ্রীদামের শাপ-ঋণ্যবাত, উড়ে এসে গোলোক হতে,
তোর তরে এই গোকুলেতে, হয়েছে নন্দ-নন্দন।
- খাদ — আর এক কথা শুনে আমার মন করে কেমন।।
- ফুকার — বললে, নাকি তোর মনের মানসে, গড়িলি হেন মানুষে,
তুচ্ছ মনের কল্পনায়ঃ সখী এ মূর্তি কি আঁকা যায়ঃ
দেখলে রূপের অভিব্যক্তি, মন ভুলে যায় মনন শক্তি,
রেখে কৃষ্ণ পদে নিষ্ঠা ভক্তি, একে দেখালেম তোমায়।।

- ফুকার — বললে, অঙ্গে অনঙ্গ জড়িত, নয়নে যেন তড়িত,
বিদ্যুতেরে তড়িৎ কয়: উহার ঝলক দেখলে করে ভয়:
বিদ্যুৎ বিকাশ হলে পরে, সঙ্গে সঙ্গে বজ্র পড়ে,
পড়লে বিরহ-অশনি শিরে, প্রাণ হারাবি সুনিশ্চয়।।
- ফুকার — বললে, আমি হলে যেতেম গলে, ফিরে এলি পাষণ বলে,
তুইতো প্রেম-তরঙ্গিনী: না হয় আমি হলেম পাষণী:
এই পাষণের বক্ষ চিরে, নদনদী বয় এ সংসারে,
যদি পর্বতে না বরফ পড়ে, জন্মে না শ্রোতস্থিনী।।
- ফুকার — বললে, চিত্রপটে দেলো আঁকি, হৃদয়ে লুকায়ে রাখি,
ঘুচায়ে মনের কপট: রাই তোর মনের মানুষ সন্নিহিত:
কাজ কি তোর বাহিরের চিত্র, মুদে দেখ না কমলনেত্র,
রাই তোর চিত্রপটে আছে চিত্র, চিত্র-চোরের চিত্রপট।।

এ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — তখন শ্রীমতীর স্মৃতি দেখে ডেকে বিশাখা বলে।
- পাড়ন — পেলেম মথিয়া প্রেম সিদ্ধুরে, সুখার আধার ইন্দুরে, এই বন্ধুরে পায় না সকলে।।
- ফুকার — আমি নিরঞ্জে আনমনে, আঁকিয়াছি হেন ধনে,
ভেবে দেখি আঁকার পর: যেন রাই বরবর্ণিনীর বর:
এ সুন্দর আর তুই সুন্দরী, একরকমে রূপমাধুরী,
ওরে দিতে তোর প্রেমের লহরী, হৃদিপীঠে স্থাপন কর।।
- মিল — সিনারিতে দেখালি লো তুই চিরচিনারে,
বাজাইয়ে মনবীণারে সুর মিলা বাঁশীর সুরে।
- মুখ — পেয়ে তোর আপনের আপন, জেগে স্বপন দেখিস ঘুম ঘোরে।।
- ডাইনা — আবাব বললি এ ছিল কার হৃদিনন্দনে,
এ ছবির পরিচয় হবে অভিনন্দনে:
যার সাথে প্রেম থাকে যাহার, যুগে যুগে তার অবতার,
রাধারমণ রাধার আধার, ক্ষণেক ছিল আধারে।
- খাদ — যে পূজিত সে পূজিত সে পাবে ফিরে।।
- ফুকার — বললি, এই যে বিচিত্র চিত্রিত, একি তোর মনকল্পিত,
জড় মনের কল্পনায়: আর কি কল্পনাতে বস্তু পায়:
যারে দেখে চিত্রপটে, চিত্তে প্রেমের তৃফান উঠে,
দেখলে প্রত্যক্ষে সেই জলের খাটে, লোটিহিয়ে পড়বি পায়।।
- ফুকার — বললি, চিত্রপটে সে গো একে, লুকাইয়ে রাখি একে,
সে আঁকা তোর নিজের হাত: আর ত করতে পারবিনা তফাৎ:
একবার মাত্র পেয়ে দেখা, দেখ কি জ্বালা ভূলে থাকা,
রবে চিরতরে প্রাণে আঁকা, যদি হয় তোর প্রাণনাথ।।
- মিল — যদিও এসেছি দু'জন অচিনা দেশে,
পূর্ব চিনার স্মৃতি এসে, জাগল সে তার অন্তরে।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (চিত্রপট) ২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — বললি, একে শ্রীনন্দনন্দনে, আজ আমার হৃদিনন্দনে,
আনন্দ মুরতি এনে, করলি পীঠস্থান।

- পাড়ন — ও যার এত প্রীতি দরশনে, কি জানি হয় পরশনে,
বিরহ প্রেম শরাসনে, দহিছে পরাণ।।
- ফুকার — সখী নামটি উহার কৃষ্ণ, নাম শুনে সত্যক, হয়েছে পরাণ-পাখী:
তোরা নিয়ে চল আমারে, গিয়ে উড়ে উড়ে, বন্ধুরে নয়নে দেখি।
প্রেম রাখিব পাখার পঙ্করে পঙ্করে, নাম লিখিব দেহের পাঙ্করে পাঙ্করে,
কোটি জন্ম যেন শ্রীপদ পিঙ্করে, বন্দি নী হইয়ে থাকি।।
- মিল — যা পড়াবে তাই পড়িব, ধরব কৃষ্ণ বুলি,
নৃত্য করব পাখা তুলি, বলে কৃষ্ণ হরে হরে।
- মুখ — প্রেমশিকলে পড়ব অঁটি, শ্যামকলস কুলের বৌটি, লাগুক মিঠা স্রুতিবিবরে।।
- ডাইনা — ব্রজবাসীর কি সৌভাগ্য কৃষ্ণ কৃপা পাবার যোগ্য,
অহোভাগ্য মহোভাগ্য, ব্রজকৌ নন্দক শ্যাম:
বাৎসল্য প্রেম বিলাহিতে, নন্দকে ডাকিলেন পিতে,
নন্দরানী মায়ের হাতে, উজ্জিস্ট খান বাঁকাশ্যাম:
সখ্য দিয়ে সখার শিরে, শিক্ষা দেন ব্রজবাসীরে,
দাস্যপ্রেমে এ দাসীরে, রাখুক সেবাদাসী করে।
- খাদ — প্রেমনগরে শ্যামনাগরে রাখব আদরে।।
- ফুকার — ও তুই ধন্য বিশাখীকে, ধন্য তোর আঁখিকে, ও রূপ ধরিয়েছিল:
দিয়ে গোবিন্দসুন্দরে, অঙ্কের মন্দিরে, আঁধারে জ্বালালি আলো।
বাসনা মিটে না পটে দিয়ে আঁখি, আঁখির বাসনা হতে কোটি আঁখি,
কত পুণ্যে যেন, তোর ও দুটি আঁখি, দেখে তিরপিত হল।।
- মিল — যে আঁখিতে দেখে এলি অপরূপের রূপ,
আমরা আঁখি হলে সেরূপ, ডুব দিতেম শ্যাম রূপসাগরে।।
- অন্তরা — ও তুই কৃতসিদ্ধা চিত্রবিদ্যা শিখেছিস কোন সাধনে।
ঐ রূপ চক্ষে দেখে, মনে একে, চিত্রে লিখে দিলি এনে।।
সখীগো, মন পেলে মননাসক্তি, প্রাণে পায় প্রণয়ন শক্তি,
শ্যামস্বরূপের অভিব্যক্তি, জাগায় পরাণে।।
আমার দিঠিশূন্য দুটি নেত্র, ব্যর্থ হল শ্যাম দরশনে।।
- পরচিতান— সখী, মানুষ দেখে মানুষ ভোলে, এমন মানুষ কয়জন মিলে,
এ সৃজনের ভজন ফেলে, কেমন করে রই।
- পাড়ন — সখী এ সংসারে মানুষ যত, সবই কি মানুষের মত,
মানুষ মিলে শত শত, মনের মানুষ কই।।
- ফুকার — কিবে জিনিয়ে কঙ্কল, বরণ উজ্জল, তোরা যদি বলিস কালো:
তবু শ্বেত রক্ত পীত, অন্য বর্ণ যত, তা হতে এ কত ভালো।
কালো মেঘের কোলে খেলে সৌদামিনী, অমানিশার কোলে পূর্ণিমা যামিনী,
এ কালোর কোলে হলে গৌরাঙ্গিনী, ডুবন করিতো আলো।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — তোরা যে মূর্তি দেখে আর্তি বাড়ে, প্রাণে প্রবল প্রেমক্ষুধা।
- পাড়ন — তোরে দিতে হবে প্রেম শিল্পে, দাঁড়াইয়ে বিপক্ষে,
করবি রক্ষে আত্মমর্যাদা।
- ফুকার — রাখে তুই হবি তার সহযাত্রী, সামর্থ্য প্রেমের পাত্রী,

- করতে হবে প্রেমসাধনঃ করবি অধিকার সমান আসনঃ
রূপেওণে ক্যান ডরাবি, প্রেম-পাণি ক্যান শিকল পরাবি,
তারে মাঝে মাঝে পায় ধরাবি, তুই ধরবি ক্যান তার চরণ॥
- মিল — জপমালা তোর শ্রীকৃষ্ণ নাম, তার মালা রাধা—
যুগল নামের প্রেমসূধা, আমাদের প্রেম ক্ষুধায় দিস্।
- মুখ — তোষিবি সরল ব্যবহারে, আমরা তোরে করিলো আশিস্॥
- ডাইনা — দাস্যপ্রেমে শ্যামের বামে র'বি কি কারণঃ
দাসীরা কি করতে পারে মধুর প্রেম সাধনঃ
আগে করে দেখাদেখি, প্রাণে করে মাখামাখি,
প্রেম নামে ওই শ্যাম শুকপাখী, হৃদয় পিঞ্জরে পুষিস্।
- খাদ — যোল আনা ধরা উচিত আমার পরামিশ্॥
- ফুকার — বললি, দেখে রূপের দীপ্ত আলো, কত পুণ্যে তৃপ্ত হল,
বিশাখা লো তোর নয়নঃ আমার তৃপ্তি ত হয় নাই মন মতনঃ
চিনি না তোর পাপ কি পুণ্য, সে ঘরে দিয়াছি শূন্য,
হব হরিপ্রেমে পরিপূর্ণ, পাই যদি যুগল চরণ॥
- ফুকার — আবার বলে গেলি রাই রঙ্গিনী, কালার কোলে গৌরঙ্গিনী,
হলেই শোভে ভালঃ কিন্তু সে ভাল বেশী নাহোঃ
দুই বর্ণ থাকলে দুই পাশে, মিলন-মাধুরী বর্ণি আসে,
যদি লাল কালোতে যায় লো মিশে, সেই কি ভালর ভাল॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার (স্বকৃত)

- ফুকার — বললি নামটি উহার হল কৃষ্ণ, নাম শুনে প্রাণ হয় স্বতৃষ্ণ,
নূতন আভা শুনলি নাকিঃ একটু পূর্বের কথা ভাব দেখিঃ
গোলোকে বিরজার ঘরে, যেদিন কৃষ্ণ ধরা পড়ে,
সেদিন দায় ঠেকে তোর চরণ ধরে, কৃষ্ণ নাম দিল লিখি॥
- ফুকার — বললি চিত্রপটে দিয়ে আঁখি, আঁখি চায় হোক কোটি আঁখি,
এ বড় বিষম সঙ্কটঃ রাই তুই ঘুচায়ে মনের কপটঃ
কাজ কি রাই তোর কোটি নেত্র, মুদে দেখ তোর দুটি নেত্র,
রাই তোর চিত্রপটে আছে চিত্র, চিত্রচোরের চিত্রপট॥
- ফুকার — বললি, অন্য যত বর্ণের আলো, তা হতে এই কালো ভালো,
তোর মনের এই ধারণাঃ সবাই কালোর যতন করেনাঃ
অন্ধকার হলে ধরিত্রী, আলো খোঁজে পথযাত্রী,
কিন্তু পেঁচকে চায় আঁধার রাত্রি, আলো সহিতে পারে না॥
- ফুকার — বললি মেঘের কোলে সৌদামিনী, কালোর কোলে গৌরঙ্গিনী,
হলে ভালো শোভা পায়ঃ রাধে আমারও সেই অভিপ্রায়ঃ
শ্যাম যেমন বিদঘুটে কালো, তুইও তেমনি চাঁদের আলো,
এখন আলোয় কালোয় মিলবে ভালো, তুই বসিলে শ্যামের বায়॥
- ডাইনা — দাস্য প্রেমে দাসী হয়ে থাকবি নাকি পায়ঃ
সেবা হয়ে সেবকের সাধ তোর কি শোভা পায়ঃ
সেবকে চায় দাস্য বিদ্যা, তুই শ্যামের চির আরাধ্যা,
গোলোকের সেই নিত্যসিদ্ধা, দাসী হবি কোন মুখে॥

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (মেঘের গান) ১নং

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — কবে অপূর্ব ভাব, পূর্বরাগের পূর্বাভিনয়।
- পাড়ন — নায়ক সম্মিলনে, নায়িকা রয় মন মিলনে, দুই মনে অভিন্ন তন্ময়।।
- ফুকার — একদিন দিবা অপরাহ্ন কালে, মৃদু মন্দ আস্তে চলে,
অস্তাচলে ডানু যায়ঃ তখন গোষ্ঠ ছেড়ে কানু যায়।
পূর্ণ কুন্তের অশ্রু ফেলে, শূন্য কুন্ত কক্ষে তুলে,
যৌবন মদে হেলে দুলে, অমনি ডানুজা যায় ডানুজায়।।
- মিল — তখন অদূরে দেখে কৃষ্ণ রূপের জ্যোতি,
হইয়ে অধৈর্য্য রই শ্রীমতি, কয় ললিতার কাছে।
- মুখ — চেয়ে দেখ প্রাণ সই, কেমনে ধৈর্য্য রই,
ঈশান কোণে ঐ ভীষণ কালো বরণ মেঘ সেজেছে।।
- ডাইনা — কবে কালো মেঘের আড়ে, বিদ্যুৎ ঝলক মারে, চেয়ে দেখগো সখী;
ঐ দেখ তার উপরে ঈষৎ উচ্চ, বামে বাঁকা পুচ্ছ ওচ্ছ,
উচ্চ পুচ্ছ নাচে বুঝি শিখিঃ
(আর ফিরাইতে নারি গো) যুগল আঁখি আমার—
দরশনে টেনে নিতে চায় গো - হল যুগল আঁখি তারা হারা,
বহে সদা প্রেমধারা, আত্মহারা করেছে আমার গো—
(ধৈর্য্য ধরেনা) জলধর বিনে ধৈর্য্য ধরে না।
আমার মনে হয় এই ভাবনা প্রলয় ঘটে পাছে।
- খাদ — এসে জলাশয় জলের আশায়, কিবা দায় ঘটেছে।।
- ফুকার — সখী, কালো মেঘের কটিদেশে, পীতবর্ণ মেঘে এসে,
সাজায়েছে কি প্রকারঃ যেন পীতধটী পরা তারঃ
হায়, কৃষ্ণ বর্ণ মেঘের কোলে, শুভ্র বকপংতি খেলে,
মনে বলে মেঘের গলে, যেন দোলে গজমোতি হার।।
- মিল — সখী চিরদিন জানি মেঘের গতি চঞ্চল,
কেন সচল মেঘ হয়ে অচল, দাঁড়ায়ে রয়েছে।।
- অন্তরা — আমার অধৈর্য্য হয়েছে জীবন, হেরিয়ে জলদজীবন।
আমার মনে বলে মেঘের কোলে, গো সখী—
আমি লুকায়ে থাকি আজীবন।।
ও সখীগো, ছিন্ন মেঘেরি ফাঁকে, ক্ষণেক বিজুরী ঝলকে,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে, কি ভীষণ গর্জন।
যদি মেঘ বরিষে অন্য দেশে গো সখী, কিসে বাঁচবে চাতকিনীর জীবন।।
- পরচিতান— বলগো সহচরী, কেমনে ধরি জলধর।
- পাড়ন — মেঘের কি মাধুর্য্য, দেখে মন হ'ল অধৈর্য্য, সৌন্দর্য্য অতি মনোহর।।
- ফুকার — কবে মেঘ সেজেছে গগনপটে, দিবা কর বসেছে পাটে,
রক্তবর্ণ অস্তাচলঃ দেখে শাখায় লুকায় পাখীর দল।
হায়, নিত্য মেঘের সজ্জা দেখি, প্রাণ অধৈর্য্য হয়না সখী,
আজ কেন মোর যুগল আঁখি, মেঘ দেখে হল অচল।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — দেখে গগনেতে কালকান্তি, হয়েছে তোর কৃষ্ণভ্রান্তি,

- হেন মোদের সনে লয়ঃ ভাবে আত্মা হয়েছে তন্ময়ঃ
কৃষ্ণরূপ যার লাগে চক্ষে, অনলে অনিলে বৃক্ষে,
ওগো জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, সবই দেখে কৃষ্ণময়।।
- ফুকার — বললে, দেখা দিয়ে এ দাসীরে, ছল করে শ্যাম জলধরে,
দূরে থেকে কান্দায় প্রাণঃ রাই তুই না কান্দলে কান্দাবে ক্যান্ঃ
করতে চাস ক্যান্ মেঘের সঙ্গ, সে নয় গো তোর অন্তরঙ্গ,
রাখে জানাছুশে মন মাতঙ্গ, ফিরায়ে তুই ঘরে আন।।
- ফুকার — বললে, নয়নজলে পাও ধোয়ায়ে, কেশে চরণ মুছাইয়ে,
পূর্ণ করব অভিলাষঃ রাখে যদি বা হয় পীতবাসঃ
মানের দিনে যে বিপদ, ঘুচাল শ্যাম সে বিপদ,
এখন সেই সেবকের সেবি পদ, আত্মগৌরব করবি নাশঃ
- ডাইনা — উচ্চপুচ্ছ কইরে শিখী তমালে নাচেঃ
তুই ভেবেছিস বন্ধুর মাথায় চূড়া দিয়েছে।
বকপংক্তি যায় গো চইলে, ভাবলি মুক্তার মালা গলে,
মেঘেতে বিজুরি খেলে, তুই ভেবেছিস পীতাম্বর।
- খাদ — ধৈর্য ধরগো বিনোদিনী, ঐ নয় গো তোর বাঁকা জলধর।।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ (মেঘের গান) ২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — সই তোর মধুর বাক্যে, ছুটলো বক্ষে, পিরীতির বাণ।
- পাড়ন — কৃষ্ণ নামাভাসে, কুল মান সব গেল ভেসে, আবশে অবশ হলপ্রাণ।।
- ফুকার — বললি মেঘ নয় লো সই মেঘের বরণ, বিপদ বারণ তারণ কারণ,
নন্দ নন্দন শ্রীহরিঃ শুনে অঙ্গ উঠলো শিহরিঃ
হায়, কৃষ্ণ রূপ তুলিতে তুলে, রেখে হৃদকদম্বমূলে,
পূজব চরণ প্রেমফুলে, দুটি নয়ন রেখে প্রহরী।।
- মিল — ফিরে যাব না প্রেমশূন্য আয়ানের বাসে,
আমি রসময়ের আশার আশে, হব বনবাসী।
- মুখ — সতীত্ব গৌরবে, পতিত রৌরবে, সখী কৈ রবে,
গৌরবিনী সবার গৌরবরাশি।।
- ডাইনা — সখী শ্যামসুন্দর গোপরূপ, মরি কি অপরূপ রূপের ছবি;
কিবে ত্রিভঙ্গ শ্রীঅঙ্গ হেলে, দাড়ালো কদম্বতলে,
চরণতলে খেলিছে জাহ্নবীঃ আর তুলনা নাইরে—
অতুলনা রূপের আর তুলনা নাইরে—
কিবে আজানুলব্ধিত ডুজপাশেঃ (সইগো)
যত কুলনারীর কুল গর্ব, সমূলে করিল খর্ব,
কি অপূর্ব এক পর্ব বাশেঃ
আমার মরে যাওয়া হল দায়, ঠেকেছি তার প্রেম দায়,
(মরে যাওয়া) বলগো কি উপায়, হবো ওপায় নিত্যসেবার দাসী।
- খাদ — সখী দুকুল ভাসাব জলে, পেলে গোকুলশশী।।
- ফুকার — যারে যোগীগণ জপে আরোপে, সে এসেছেন গোপরূপে,
অজ্ঞেয় ভাবের বন্ধনঃ হলেন শ্রীনন্দের বাৎসল্যের ধনঃ
হায়—বন্দিয়ো যার পদারবুন্দ, সদানন্দের সদানন্দ,

- চিনলোনা ভাবান্ধ নন্দ, ওসেই নয়নানন্দ নন্দন।।
- অন্তরা — আমার শতধিক লাগে গো কুলে, কাজ নাই আমার এ গোকুলে।
আমি ভাবিয়ে কুল হলেম আকুল গো সখী—
আমি ভুল করেছি স্থলে মূলে।।
ও সখীগো, প্রেমরতন কোটরা করি, নব অনুরাগে ভরি,
ভাসাইব তনু-তরী কুল প্রতিকূলে।
তাতে শ্রীহরি হয়ে কাণ্ডারী গো সখী—
আমায় পার করে দিবেন অকূলে।।
- পরচিতান— করব শরীর পতন, না হয় করব মস্তকের সাধন।
- পাড়ন — তোরা সব কুলজা, সকালে ফিরে কূলে যা, ভূলে যা এ দাসীর বেদন।।
- ফুকার — কেহ কোটি জন্ম সেবা করে, খুঁজে পায় না সে বাঁকারে
ভ্রমিয়ে অতল বিতলঃ এই সেই রসের মানুষ রসাতলঃ
হায়—তুমিই বলে সে পিয়া, দিয়েছি দেহ সঁপিয়া,
সে পিয়ার পদ সেবিয়া, তাপিত হিয়া করব সুশীতল।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — বললে, ভাবসাগরে প্রেমের তুফান, মানে কি দিলে বালির বাঁধ,
ধৈর্যময়ী ধৈর্য ধরঃ তাতে বাণ দেওয়া বড় দুষ্করঃ
সে টানে আবেগের টানে, টান ফিরা বিবেকের টানে,
দেখবি ভাবসাগরের মধ্যখানে, পড়বে ধৈর্য বালির চর।।
- ফুকার — বললে, আমার চিন্ত-মস্ত করী, উঠল সখী নৃত্য করি,
যায় না আর ধৈর্য ধরাঃ রাখে আমার এই মাথার কিরাঃ
তোরা তো মনের মানুষ নয় সে, তবে কেন্ আনিস মানসে,
তোরে নষ্ট করে মনের দোষে, জ্ঞান দিয়ে তোরা মন ফিরা।।
- ফুকার — বললে, দেখা দিল প্রাণসখা, বক্ষে রেখে পদরেখা,
ঘুচাইতেম এ সঙ্কটঃ রাখে ছেড়ে দে মনের কপটঃ
মধুর প্রেমের ভাব বিচিত্র, মুদে দেখ তোরা দুটি নেত্র,
রাই তোরা চিন্তপটে আছে চিত্র, চিন্ত চোরের চিত্রপট।।
- ডাইনা — নূতন দেশে নূতন রসে রয়োছে মজেঃ
নিত্য নূতন রস আশ্বাদন করিত ব্রজে।
ব্রজ বধুর মধুর কথা, মধুর প্রেমের মধুরতা,
এ জনমে ভুলবে না তা, প্রাণে বেঁচে থাকিলে।।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ (ফুল সুবল) ১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — একদিন ধেনুসঙ্গে মনোরঙ্গে, কানু করে গোচারণ।
- পাড়ন — গোষ্ঠ অবসানে, সুবল সনে, করে বন বিচরণ।।
- ফুকার — তখন কতদূরে যেয়ে, পথ পানে চেয়ে, চমকি দাঁড়াল হরিঃ
দেখে তটিনীর তট আলো করি : হায় ২/৩ —
নব যৌবনা লাবণ্যা, রূপে শুনে মহীধন্যা,
জল নিয়ে যায় ভানুকন্যা, কক্ষে স্বর্ণ গাগরী।।
- মিল — দেখে সঙ্গিনী বেষ্টিতা রাই, বলে অধৈর্য্য কানাই,

- দেখরে সুবল ভাইঃ অদূরে মধুর কুসুম উদ্যান।
- মুখ — সুবল রে, চম্পক কানন বলে, মনে যেন হয় অনুমান।।
- ডাইনা — মৃদু মন্দ হিন্দোলনে আন্দোলিত করে ফুল,
মকরন্দ গন্ধে দোলে ভ্রমে অন্ধ অলিকুলঃ
রক্তিম ভাস্কর আভা পড়েছে ফুলের উপর,
হের যেন প্রতিবিশ্ব, পঙ্ক বিশ্ব ওষ্ঠাধরঃ
ফুলের রূপ অযাচিত, কাঞ্চণখচিত,
কোন বিধির রচিত এ ফুলের বাগান।
- বাদ — কতো মধুর ধরে মধুর, সুখে করে মধুরস গান।।
- ফুকার — সুবল, সখা সঙ্গে মিশি, গোচারণে আসি, দিবানিশি ভ্রমি বনে,
কভু এমন দেখি নাই জীবনেঃ হায় ২/৩—
ভানু চলে অস্তাচলে, ব্রত মনে ব্যস্ত চলে,
এসেছি কি রাস্তা ভুলে, ইন্দ্রের নন্দনকাননে।।
- মিল — ভ্রমের মিলন সঙ্গে টঙ্কারে, কিঙ্কিনি ঝঙ্কারে,
কঙ্কন ঝঙ্কারে, কুলজার করে ধরিছে সুতান।।
- অন্তরা — আমার আঁখি যুগল হয়েছে পাগল, ফুলের বরণ হেরিয়া।
আমার মন প্রাণ গিয়েছে ভুলে, ফুলে নিয়েছে পরাণ হরিয়া।।
সুবল আমি মালী হবো, ঐ ফুলের বাগানে রবো,
ঝারা ফুল কুড়ায়ে লবো, যতনে ডালা ভরিয়া।
শেষে মালা গেঁথে প্রেমসূতে, জ্বালা জুড়াবো মালা পরিয়া।।
- পরচিতান — ভাইরে কত জন্মের কর্মফলে, গোকুলে জন্ম আমার।
- পাড়ন — নইলে হেম সম প্রেমবনে, ভ্রমে এমন ভাগ্য কার।।
- ফুকার — ফুলে ছত্র ধরে ফণী, যেন কৃষ্ণ বেণী, নারী পৃষ্ঠে আভরণ,
ফুলের বর্ণ স্বর্ণকুণ্ড যেমনঃ হায় ২/৩ —
গুহ্র বর্ণ কুচি কুচি, ফুল পরমাণু বুঝি,
সজ্জিত সুদস্ত রুচি, যেন রমণীর বদন।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শুনে বাঁকাসখার বোকা কথা, তখন সুবলসখা কয়।
- পাড়ন — আমরা তোরে নিয়ে ভাই কানাই, নিত্য গোষ্ঠে আসি যাই,
আর দেখি নাই এভাবে উদয়।।
- ফুকার — আমরা দ্বাদশ রাখাল তুহার সনে, ভ্রমন করি বনে বনে,
কত জাতি দেখি ফুলঃ কভু তোরে দেখি নাই এমন ভুলঃ
কোন দেশের কোন ফুলবাগানে, চলে যায় সঙ্গিনী সনে,
ও তুই দেখেছিস্ কি এ জীবনে, ফুলবাগানের মাথায় চুল।।
- মিল — সত্য সত্য এ রমণী সুন্দরী বটে, —
তোর প্রাণে ভাই লাগল মিটে, দেখে তেরছা চাহনি।
- মুখ — ফুল নয়রে ভাই ফুলকুমারী, রাইকিশোরী আয়ান গৃহিনী।।
- ডাইনা — বললি কোন বিধির নির্মিত এ পূলের বাগানঃ
ফুলবাগান নয়, ঐ বাগানের পঙ্কফুলের বাণঃ
আম্র মুকুল অশোক বকুল, মল্লিকা আর মালতী ফুল,

- মদন তোর জন্মাল এ ফুল, পঞ্চফুলের বাণ হানে।
 খাদ — ফুলবাগানে জন্মেছে রাই চম্পক বরণে।।
 ফুকার — বললে সুবল আমায় দেরে বলে, এসেছি কি রাত্তা ভুলে,
 ইন্দ্রের নন্দনকাননেঃ ভাইরে কি শুনি তোর আননে, :
 বলে থাকে জানীবাগে, ইন্দ্রের নন্দনকানন স্বর্গে,
 কিন্তু তুই পড়েছিস উপসর্গে, পরস্তু দরশনে।।
 ফুকার — বললে নয় গাছে এক ফুলের বাগান, আটদিকে আট গাছ বর্তমান,
 মধ্যে রাধাপদ্মের গাছঃ ও তোর মনভ্রমর তার লাগল পাছঃ
 ফুল ভেবে দুই চর্মে ওটি, তুই ভাবিস যে মধু লুটি,
 তোরে দিয়েছে কোটি শ্রুটি, নয়ান দুটি পুটি মাছ।।
 মিল — তুই ভাবিস ঐ ফুলের মালা দোলাবি গলে, —
 তোর গলে ঐ মালা গেলে তুই হবি কালা কলঙ্কিনী।।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ (ফুল সুবল) ২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — বললি, চম্পকের ফুল নয়রে সুবল, চম্পকবরণী যায়।
 পাড়ন — ও সেই আয়ান ঘোষের মন মোহিনী বিনোদিনী রাধিকায়।।
 ফুকার — সুবল, গোপিনী রূপিনী, রস স্বরূপিনী রসের আকাশে তুলে,
 আবার ডুবায় রূপের রসাতলেঃ হায় ২/৩
 আয়ান গৃহে এ রূপসী, তিলোত্তমা না উক্শী,
 নাকি গগনচন্দ্র বসি, পড়ল ভূতলে।।
 মিল — আর আমি ভাই যাব না ঘরে, এই রূপসীর রূপসাগরে,
 ডুবে থাকতে মনে লয়।
 মুখ — সুবল রে। এ রতন কি সাজে কভু, প্রেমশূন্য আয়ানের আলায়।।
 ডাইনা — রসনাহীন অরসিকে, পায় কি রসের আশ্বাদনঃ
 সাজে কি ভিক্ষকের কক্ষে, যক্ষের রক্ষিত ধনঃ
 কঠিন মাটির পথে, হাঁটিতে সে ব্যথা পায়ঃ
 কুশাঙ্কুশ কোটি কোটি ফুটিছে তার দুটি পায়ঃ
 আয়ান মরুভূমি সম, নিষ্ঠুর নিশ্চয়, বুঝবে কি উত্তম দাম্পত্য প্রণয়।
 খাদ — আয়ান অরসিক, প্রেমে শত দিক, তাকে রসিক বলে কেবা কয়।।
 ফুকার — সুবল, কোটি জন্ম বসি, দিবা কিবা নিশি, নিৰ্জনে সাধনা করি,
 আয়ান হল এ ধনাধিকারীঃ হায় ২/৩
 উর্ধ্ব পদে বাতাহারে, বাধ্য করিব তাহারে,
 সাজায়ে সে তুই আমারে, উহার প্রেমভিখারী।।
 অন্তরা — কিবে জিনিয়ে সুবর্ণ, ধনীর সু বর্ণ যেন সুবর্ণপুতলী।
 জিনি শরদিমু মুখ ইন্দু, দেখে প্রেমসিদ্ধ উঠে উখলি।।
 পূর্ণ কুন্ডের অধু ভারে, ক্ষীণ মাজা হেলে পড়ে,
 জল নিয়ে যায় ধীরে ধীরে, যেন সে ইন্দ্রের মাতলি।
 গেল দুলিতে দুলিতে, ব্রজের ধুলিতে,
 অঙ্গে মেখে সে গোধুলিতে ও ধূলি।।
 পরচিতান — সুবল, মরে যদি পরজন্মে, নরকুলে জন্ম লই।
 পাড়ন — যেন অপ্রাকৃত রাই প্রকৃতির শ্রীপদে বিক্রীত হই।।

ফুকার — সুবল, যেন রাধামস্ত্রে, সাধা হৃদয়স্ত্রে, রাধা নামসুধা আলাপি,
যেন নাম হয় শ্যাম নাম আদ্যাক্ষপীঃ হয় ২/৩
মরে পুনঃ জন্ম ধরে, ডুবে রাই রূপের আকরে,
রাধা নাম দুটি আখরে, যেন অজপা জপি।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — আমি আবার দেখি কমলীখি, তোর কেমন কেমন মন।

পাড়ন — খেলে কামিনী ফুলের মধু, সে কতু হয় না সাধু,
সেধে শুধু বিধুর হয় পতন।।

ফুকার — বললে, তিলোত্তমা না উর্বশী, না কি গগন হতে খসি,
পড়িয়াছে ভূতলেঃ এখন কাঁদবি না কি চাঁদ বলেঃ
এই যে উহার প্রেমের আশায়, পড়েছিঁস্ সাড়ে নয় দশায়,
ও তো চন্দ্র নয় ভাই চন্দ্র খসায়, ঈশছাড়া পুরুষ হলে।।

মিল — কোটি কোটি প্রণাম করত আয়ান ঘোষের পায়,
ঐ রতন কি সহজে পায়, সাধন না থাকলে পরে।

মুখ — আয়ান ত নয় প্রেমশূন্য, অসামান্য আমার বিচারে।।

ডাইনা — হাঁটিতে মাটিতে ক্যান ব্যথা পাবে পায়ঃ
কঠিনের পর কোমল চলে আত্ম প্রতিভায়ঃ
কঠিন স্থানে তটিনীর জল, তরল সরল ধবল সবল,
মধু দেয় যে কোমল কমল, কঠিন ভ্রমর বঁধুরে।

খাদ — কঠিন কুচগিরি উহার বৃকের উপরে।।

ফুকার — বললি, লাভ করিতে শ্রীরাধারে, সাজায়ে দে তুই আমারে,
রাধা প্রেমের ভিখারীঃ গেলি আত্ম গৌরব পাসরিঃ
প্রেমের সাগর তুই রে কানাই, তোর রূপের যে তুলনা নাই,
ও তোর দাসীর যোগ্য হয় নাই রে ভাই, ব্রজের যত নাগরী।।

ফুকার — ও তুই কি কথা বললি রে খ্যাপা, রাধা নাম করবি অজপা,
হংস মস্তকের নাই কি দামঃ যদি সাধিবি মুদারা গ্রামঃ
কষভের রা করে আধা, গান্ধার করিস ধৈবতের ধা,
হবে দুই সুরেতে রাধা রাধা, তাতে তুই পাবি আরাম।।

মিল — অকলঙ্ক চাঁদের উপর কামানুরাগে,
কলঙ্কের দাগ যদি লাগে, ধুইলেও যাবে না রে।।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ শ্রীনারায়ণ সরকার (খুলনা)

চিতান — কত আনন্দময় জীবনে যৌবনের বিলাস।

পাড়ন — বাল্য পোগণের শেষ প্রান্তে, প্রবেশে বসন্তে,
মনে চাহে জানতে, প্রাণকান্তের প্রণয় সম্ভাব।

ফুকার — সঙ্গে সঙ্গিনী বিনোদিনী যমুনার তীরেঃ হয়ে বিভোলা করে খেলা
মলয় সমীরেঃ হয়, যেন পূর্ণ ষোলকলা, ঘোড়শী রাই রাজবালা,
ও তাই চকিতে হেরিয়ে কালা, বলে শ্রীদামে ধীরে ধীরে।।

মিল — ও রূপ দর্শনে আকুল প্রাণে বলে চিকনকালা,
উজ্জ্বলা ওই কাহার বালা, সুরধনী তীরে।

মুখ — আমার বল প্রকাশি, ধরায় নামল আজ পূর্ণশশী, অখর ছেড়ে কি'রে।।

- ডাইনা — ও কি'বা ইন্দু নিভাননা, ব্রজ বরাদনা, ও কোন অঙ্গনা, এল ঘাটে।
ও রূপ হেরিয়ে অতনু, ছেড়ে ফুলধনু, পদরেণু, আশে লোটে।।
ঈশ কটি কুশোদরা, পীনেদ্রত পরোদরা, পদভরে কাঁপে ধরা, সুখীর গম্বিনীরে।।
- খাদ — ধনির রূপসাগরে হারালাম মোর মন মীনটারে।।
- ফুকার — ধনীর চরণে সুধনে বনে নুপুর নিকণঃ রামরত্না উরু যুগ্ম ভুরা,
কোটি সুচিকণঃ হায়, রূপে ধরা নিঃস্পন্দিতা, কোকিল কণ্ঠ বিনিন্দিতা,
নর অমর কিম্বর বন্দিতা, রূপ ত্রিদিবের আকিঞ্চন।।
- মিল — যেন ভুরুঙ্গের ঘুম ভ্রম্যনো কৌঁ রবি অসি, দেখায় ফকির মনি হসি, নহন উজলিবে।।
- অন্তরা — ও যার রমণী সেই ত জানি, বিশ্বমাঝে অতি ধন্য।
ও তার জনম সফল, করম সফল গো, সখা শুধু ওই জলনার জন্য।।
হায় হায়, হাসিতে ওর মুক্তা ঝরে, প্রাণ কান্দে ওর কথার স্বরে,
জীবন্তে সে আছে মরে, যে জন ওর সঙ্গ শূন্য।
ওকে আমি পেলে দিতে পারি গো, আমার এই জীবনের সকল পুণ্য।।
- পরচিতান — কেন অবেলায় সে অমন ভাবে ঘাটে এল।
- পাড়ন — ও রূপ হেরিয়ে আর, আমি নহি আমার,
যাহা ছিল এবার, চটুল চোখে নিয়ে গেল।।

সুবল (শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ) ১ নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — নিত্য ব্রজেতে মাধুর্য্যভাব লীলা মধুর।
- পাড়ন — করতে রসের উদয়, রাধা-কৃষ্ণ উভয় হৃদয়,
উঠায় যোগমায়া নবপ্রেমাদুর।।
- ফুকার — একবার বলরাম রাখে ধেনু, আনন্দে নন্দের কানু, বেণুটি বাজায়ঃ
সঙ্গে শ্রীদাম দাম সুবল বসুদাম, দাঁড়ায় কদম্বতলায়ঃ
তখন সঙ্গে নিয়ে সব সঙ্গিনী, রসেতে রাই হেমঙ্গিনী,
যথায় কালিন্দী ভানুনন্দিনী, তথায় রঙ্গিনী জল আনতে যায়।।
- মিল — তখন ত্রিভঙ্গ রসময়ীকে দৃষ্টি কইরে,
অমনি সুবলের গলে ধইরে, বলিতে লাগিল।
- মুখ — সাধের যমুনাতে ঐ দেখ জল ভরিতে, কেবা এল।।
- ডাইনা — কবে নীল শাড়ী পরা, সর্ব অঙ্গ ঘেরা, যেন নব কাদম্বিনী,
অঙ্গ সুনির্মল, করে ঝলমল, দেখায় যেন সৌদামিনীঃ
মাত্র রূপ দর্শন করি, উন্মত্ত চিত্তকরী,
বাঁজা হৃদয়ের মধ্যে ধরি, রাখি রূপের আলো।
- খাদ — কত রূপ দেখেছি, ঐ রূপে কেন মন তুলিল।।
- ফুকার — ঐ দেখ কক্ষে নিয়ে গাগরি, চৌদিকে সব নাগরী, দাঁড়িয়ে আছেঃ
দেখে প্রাণাকুল, যমুনার দুকূল, রূপে আলো কইরেছেঃ
ভাইরে, কোটিকাঞ্চল জিনি তনু, যেন প্রভাতকালের ভানু,
ধনির ভুরা জিনি কামের ধনু, তারে কোন বিধি গড়িয়েছে।।
- মিল — কবে নাসিকায় তিলকপরা, দিচ্ছে ঝলক,
হইয়ে নিঃস্পন্দ আঁখির পলক, আঁখি চেয়ে রইল।।
- অন্তরা — ওরে ভাই সবুল, আবার ফিরে বল, কে এসেছে বল যমুনা পুলিনে।
রূপেতে যেমন, নিল প্রাণমন, আমি ফিরাইয়ে নয়ন, আনিব কেমনে।।

দেখ না চেয়ে ভাই রূপের আলোকে, কেবা স্থির থাকিবে সুর নরলোকে,
তাইতে আমার মন, মনের পুলকে, মিশিয়ে রয়েছে গিয়ে রূপের সনে।।
কিবে কাম রতিরূপ ছানিয়া আনিয়া গড়েছে নির্জনে বসি,
শ্রীমুখ চন্দ্রিমা, কি দিব উপমা, যেন শারদ পূর্ণিমা শশীঃ
কিবে কাম রতিরূপ, আবার ভাবি কিরূপ ধরে সুধাকরেঃ
কত সুধাকর নখরনিকরেঃ সুধাকর কর, সুশীতল কর,
তা হতে শীতল, ঐ রূপের কিরণে।।

- পরচিতান— আমার মন টানে প্রাণ সহিতে রূপের টানে।
পাড়ন — কেমনে ধৈর্য রই, মনে আমার বাসনা ঐ,
বুঝি সরস হই, পরশের গুণে।।
ফুকার — কিবে মরালিনী জিনি গতি, কি মতি চঞ্চল মতি, চেয়ে রইয়েছেঃ
কঠিন মাটিতে পথে হাঁটিতে কত শ্রম হইয়েছেঃ
ধনির তরুণ বয়স অরুণ জিনি, ত্রিভুবনের মনমোহিনী,
ঐ দেখ ডানুতাপে তনুখানি, ঐ দেখ ঈষৎ ঈষৎ ঘেমেছে।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বাঁকা সখার বাক্য শুনে দুঃখে সুবল সখা কয়।
পাড়ন — তোরে বলবো কিরে প্রাণ কানাই, গোচারণে আসি যাই,
জানা নাই ভাই রূপের পরিচয়।।
ফুকার — বললে, কোটি কাঙ্ক্ষণ জিনি তনু, যেন প্রভাত কালের ডানু,
গড়েছে কোন বিধাতাঃ বিধির সৃষ্টি মাত্র ক্ষমতাঃ
যত কিছু বিধির সৃষ্টি, চোখের দোষে ভিন্ন দৃষ্টি,
ও রূপ তোর কাছে ভাই সুধার মিষ্টি, আমার কাছে নিমতিতা।।
ফুকার — বললে, তরুণ অরুণ জিনি, ত্রিভুবনের মনমোহিনী,
মনমোহন করল নাকিঃ ছিঃ ছিঃ মনমোহন তুই বললি কিঃ
তুই মোদের বিদগ্ধ সোনা, রূপে মুগ্ধ ব্রজাঙ্গনা,
ওসব রমণীর রূপের জ্যোৎস্না, চাঁদের কাছে জোনাকী।।
ডাইনা — জল নিয়ে যায় কার রূপসী, বললি কালাচাঁনঃ
ডানুর ঘরে করলি যারে, অন্ধ-চক্ষু দান।
সঙ্গেতে নিয়ে সঙ্গিনী, জল নিয়ে যায় রাই রঙ্গিনী,
আয়ান ঘোষের মন মোহিনী, বিনোদিনী রাধিকায়।।
বৌচ — তাকাসনে ওই রূপের পানে, নয়নবাণে জীবন রাখা দায়।।

সুবল (শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ) ২ নং

হরিচরণ সরকার

- চিতান — বল্যে এসেছে ডানুসূতা যমুনাতে।
পাড়ন — চাঁদের পরমাণু, সে ধরিয়ে নরতনু, আছে অনুরূপ ডানুর ঘরেতে।
ফুকার — আমি কি ক্ষণে রূপ দেখিলাম, ভাইরে শুনালি কি মধুর নাম,
প্রেমে পূর্ণ কায়ঃ ঐ নাম শ্রবণে মাধুর্যের সনে, এ প্রাণ টেনে নিয়ে যায়ঃ
ভাইরে সঙ্গ আশা পিপাসানল, স্পর্শ বিনে হয় না শীতল,
একবার মিলন কইরে দেরে সুবল, ধনির চরণধূলি মাখি গায়।।
মিল — আমার দেহ বিক্রান্ত হল ঐ চরণে,
ধরা দিবে কি নিজগুণে, রাখে বিনোদিনী।

- মুখ — সুবল বল দেখি ভাই, আবার আসবে কি রাই, ভানুজায় ভানুনন্দিনী।।
- ডাইনা — ভাইরে, নাম শুনালি রাধা, ঘুচিল কামস্কুধা, যেন কত সুধামাধাঃ
আমার বিনে রাধা বল, নাইরে আধা বল, এনে দেরে প্রাণসখাঃ
রমণীর শিরোমণি, ধ্যান করে সুরমণি,
প্রেমের দাস বইলে স্থান দিবে নি, পদে রাধারাগী।
- খাদ — আমার চিন্তার যে ধন, এতদিনে তার নাম শুনি।।
- ফুকার — আমি দীক্ষিত হই রাধা মন্ত্রে, রাধা নাম নিয়ে বাঁশী যন্ত্রে, সাধনা করিঃ
রাধানাম লেখা ময়ূরের পাখা, মস্তকে ধরি।
ভাইরে, যে পথে রাই এল হেঁটে, সেই ধূল্যায় যে আমার দেহ লোটে,
নিত্য রাই বলে যমুনার ঘাটে, আমি দেই যেন গড়াগড়ি।।
- মিল — ভাইরে যতন না করলে কোথায় রতন মিলে,
রাধার নাম নিয়ে বাছ তুলে, দিব প্রেমধ্বনি।।
- অন্তরা — রাধা নামেতে নামেতে, শ্রমিতে শ্রমিতে, মুরলীতে গাব রাধানামের গান।
না জানি কি গুণে, কি জানি সন্ধানে, পশিল পরাণে পিরীতির বাল।।
রমণীর রূপেতে এত আকর্ষণ, শুনি নাই শ্রবণে করি নাই দর্শন,
মনে হয় এ রাধা আরাধনের ধন, কি সাধনে তারে পেয়েছে আয়ান।
রূপটি শ্রীরাধার, সুধারই আধার, দরশে বরষে এতঃ
ভাইরে কতদিনে, রাধার সন্মিলনে, আমি পান করব অধরমৃত।
রূপটি শ্রীরাধার.....
তুচ্ছ স্বর্গবাস তুচ্ছ গঙ্গাজল, তুচ্ছ করি মানি চতুর্বর্গ ফল,
শ্রীরাধিকা আমার অস্তিমের সম্বল, আমি মাত্র দেহ রাধিকা পরাণ।।
- পরচিতান— আমার সাথে কি হল সুবল এই বাসনা।
- পাড়ন — ভেবেছি অন্তরে, রাধা নাম যার হৃদয় মাঝারে,
রয়না অন্তরে কামের কামনা।
- ফুকার — আমি কি সাধন করিয়ে বল, প্রাণের রাধাকে পাব সুবল, কি করি উপায়ঃ
অসাধ্য সাধন, না করলে সাধন, ভাইরে এখন কিসে পায়ঃ
কবে বাস করব তার প্রেমের ঘরে, প্রাণ জুড়াব প্রেমবিহারে,
কবে ডুব দিয়ে ঐ রূপসাগরে, আমি লুকাব এই কাল কায়।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- ফুকার — বললে, সঙ্গ-আশা পিপাসানল, স্পর্শ বিনে হয়না শীতল,
তোর পক্ষে তা শোভবেনাঃ সে ত তোর ভাবনা ভাববেনাঃ
সঙ্গ-আশা কর বৃথা, পরনারী পরাশ্রিতা,
উহার মিলনে তো দুঃখের চিতা, জ্বলবে ছাড়া নিভবে না।।
- ফুকার — বললি, নামলেখা ময়ূরের পাখা, মস্তকেতে রাখবি সখা,
কি বললি কমলীষি? ও তোর পুরুষত্ব আছে কি :
প্রেম সমাজে রীতি আছে, নারী রয় পুরুষের নিচে,
যদি রমণীর নাম মাথায় নাচে, সে পুরুষের পৌরুষ কি?
- ফুকার — বললে, যে পথে রাই গেল হেঁটে, পথের ধূল্যায় পড়বি লুটে,
তুনে বাড়ে অনুতাপঃ ভাইরে, জানিস্ না তুই নিজের মাপঃ
তোর পদরঙ্গ দেবারাধা, স্পর্শনে হয় চিত্তশুদ্ধ,

- মেখে রাই পদরজ দিবি অদ্য, শশাঙ্কে কলঙ্কের ছাপ?
 ডাইনা — দাস বলে পায় রাখবে নাকি, সে রাই রূপসীঃ
 নায়িকা রয় নায়কের পায়, চিরদিন দাসীঃ
 রমণীর দাসত্ব করা, পায়ের নূপুর গলায় পরা,
 পৌরুষ ছাড়া পুরুষ যারা, তারা সাজে নারীর দাস।
 খোঁচ—পড়িস না কো নারীর ঝোঁকে, শুনলে লোকে করবে উপহাস।।

জবাব

নকুলেশ্বর সরকার

নায়িকার পূর্বরাগ

গান — অমূল্যরতন সরকার

- চিতান — রাখে পরের রূপ দেখিলে চক্ষে, সতী নারীর পক্ষে পাপ।
 পাড়ন — ও তুই কুলবধু কুলজা, মানে মানে কুলে যা, ভুল বুঝে অবুলে দিস না ঝাঁপ।।
 ফুকার — এলি সঙ্গিনীগণ নিয়ে সঙ্গে, রঙ্গিনী তুই মনোরঙ্গে,
 যমুনাতে নিতে জলঃ বৃথা কাল বিলম্বে ফল কি বলঃ
 পর পুরুষের রূপ নেহাবি, অধৈর্য্য না হয়ে প্যারী,
 এখন শীঘ্র মনের বেগ নিবারি, বারি নিয়ে বাড়ী চল।।
 মিল — বারে বারে বলি তোরে, ওগো কিশোরী,
 চঞ্চলতা পরিহরি, কার্য্য বুঝে ধৈর্য্য মান।
 মুখ — ঘরের বধু চল গো ঘরে, পরের তরে দিস্না কুলমান।।
 ডাইনা — বাঁশীর স্বরে প্রাণ নিঃসরে, বললি কি লো রাইঃ
 তোর মত আর কজজন ভোলে, আর কি মানুষ নাইঃ
 শঠের গুরু নন্দের কালা, দাঁড়ায়েছে কদমতলা,
 ভুলাইতে কুলবালা, পেতেছে এক প্রেমের ফাঁন।
 খাদ — অকারণে ভাসিস নে রাই কুলের ধৈর্য্য বান।
 ফুকার — বললে মদন ছানিয়া বিধি, গড়েছে ঐ রূপের নিধি,
 এমন রূপ আর ঘাটে নাঃ রাখে একথা তোর খাটে নাঃ
 নারীর মন চায় জাতকুল মজায়, মনের কথায় কি আসে যায়,
 নারী মনের কথা মনে মজায়, বুক ফাটে মুখ ফোটে না।
 ফুকার — বললি, দেখে উহার রূপের জ্যোতি, কেন হল হেন মতি,
 ভেসে গেল ধৈর্য্যের বানঃ রাখে মান গো আমার কথা মানঃ
 করতে পর পুরুষের সঙ্গে, উথলিল প্রেম তরঙ্গ,
 এখন জ্ঞানাক্ষুশে মন-মাতঙ্গ, ফিরায়ে তুই ঘরে আন।।
 ফুকার — আছে কত রূপ এই ডুমগুলে, থাকুক নারী পুরুষ ভুলে,
 এসব কেবল মনের ভ্রমঃ আগে কর না চরিত্র সংযমঃ
 পরের রূপ দেখিলে চক্ষে, কুলটা ভোলে কটাক্ষে,
 কিন্তু সাধবী সতী নারীর পক্ষে, পতি সেবা সর্ব্বোত্তম।।

(মূল গানটি পাওয়া যায়নি)

পূর্বরাগ

অজ্ঞাত

- চিতান — বেলা অপরাহ্নে বৃষভানুর কন্যে জীবনের জন্যে উচাটন।
 পাড়ন — পূর্বের ভাব হয়ে মনে, মনে মনে সৃষ্টি করিলেন তখন।।
 ফুকার — লয়ে কক্ষে কুণ্ড ইন্দুমুখী অশ্রু আনতে যায়,

- গিয়ে তপনতনয়ার তীরে হইলেন উদয়ঃ
কৃষ্ণ রাইর আগমন জানাতে পেরে, গিয়ে সেই যমুনার তীরে,
গোলোকের ভাব মনে করে, অমনি রাই বলে বাঁশী বাজায়।।
- মিল — প্যারী ত্রিভঙ্গের শ্যাম রূপ দেখে কদমতলে,
সখীরে ডেকে বলে, মৈলাম মৈলাম।
- মুখ — অপরাহ্নে আমি জল ফেলে, জলের জন্যে কেন এলাম।।
- ডাইনা — গিয়ে দেখিলাম এক অপরূপ, এ ব্রহ্মাণ্ডে নাই আর তেমন রূপ,
কোটি কন্দর্পের দর্পচূর্ণ দেখলে সে রূপঃ চরণে চরণ ধুয়ে,
রয়েছে ত্রিভঙ্গ হয়ে, রূপে মন দিয়ে জীবন নিয়ে ফিরে এলাম।।
- খাদ — কিবা অপরূপ যমুনায় গিয়ে হেরিলেম।।
- ফুকার — রূপে ভুবনের মন হরণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
রূপের তুল্য রূপ আর এ জগতে এমন কি আছেঃ
সে রূপ যে দেখেছে নয়নকোণে, ভুলতে নারে এ জীবনে,
মন সঁপে রূপের চরণে, সে যে ত্রিতাপে ত্রাণ পেয়েছে।।
- মিল — আমি জ্ঞান করি বেদ বিধির অগোচর পদ,
যমুনায় গিয়ে সে পদ নিরখিলাম।।
- অস্তুরা — আমি কেন বা যমুনায় গেলাম জল আনিবার কারণে।
দেখলেম জলদবরণ রূপের কিরণ, বিদ্রোহ আছে নয়নকোণে।।
বিধুমুখে মধুর হাসি কটাক্ষ বাণ নয়নে,
সে বাণ হৃদে পশে মৈলাম বিধে, ধৈর্য্য রইতে পারিনে।।
- পরচিতান — সে রূপ দেখলেম যখন, জীবন যৌবন ও তখনি হরণ করিলে।
- পাড়ন — দেখেছি সেই জলদবরণ জলে, যেমন মেঘেতে বিজুলী খেলে।।
- ফুকার — রূপের মস্ত কৈতে মোহনচূড়া অধরে হাসি,
গলে বনমালা বিরাজিত করেছে বাঁশীঃ
ওরে কটিতে কিঙ্কিনী সাজে, রত্ন নুপুর পদাধুজে,
পূর্ণশশী গগন তাজে, রূপের নখরে উদয় আসি।।
- মিল — সে রূপ ফিরে কি চর্মচর্কে দেখিব সখি,
ইচ্ছা হয় হৃদে রাখি, নবঘনশ্যাম।।

পূর্বরাগ (বংশী ধ্বনি) ১ নং অঙ্কাত

- চিতান — লয়ে সব রাখালগণ কৃষ্ণ মদনমোহন বাঁশরী বাজায় বিপিনে।
- পাড়ন — শুনে বংশীধ্বনি শ্রীরাধার যত সঙ্গিনী, তখন যায় রাই সন্নিধানে।
- ফুকার — সঙ্গীগণ ডেকে বলে ওগো রাই, মোদের জীবনের আশা নাইঃ
তুই হলি রাই উন্মাদিনী, আমরা করি কান্নার ধ্বনি,
কেলে বনে করে বংশীধ্বনি সুবলের ঠাকুর কানাই।।
- মিল — শুনে বাঁশরীর গান আমরা হারাই কেন জ্ঞান,
তাইতে রাই সুধাই এখন তোমার স্থানে।
- মুখ — রাখে রাজনন্দিনী, শুনে শ্যামের বংশীধ্বনি, উন্মাদিনী হলি কেনে।।
- ডাইনা — আমরা তোর সনে শ্যাম ত্রিভঙ্গের শুনে বাঁশী,
ও রাই কমলিনী আমরা হই উদাসীঃ
ব্রজের সব ব্রজনারী, শুনে শ্যামের বাঁশরী,

- ধৈরজ ধরিতে নারি, শ্যামের বাঁশীর টানে।
- খাদ — কেনে বাঁশীর গানে মনপ্রাণ সহিতে টানে।।
- ফুকার — রাধে গো কি গুণ জানে বাঁশীতে, আমরা নারি কিছু বুঝিতেঃ
বাঁশী বাজিলে বিপিনে, আমরা যত গোপীগণে,
কেনে ঐ বাঁশীর গান কর্ণে শুনে, পারি না ঘরে রইতে।।
- মিল — এই কি বাঁশীর গুণ, নাকি শ্যামেরি গুণ,
জ্বলছে বক্ষেতে দ্বি-গুণ আগুন, এমন হইলাম কেনে।।
- অন্তরা — কেনে বাঁশীর তালে যমুনার জল উজান ধায়।
যত গোপনারী কিছু বুঝতে না পারি, রাহি সুধাই তোমায়।।
শুনে শ্যামের মোহনবেণু, বনে নাকি ফিরে ধেনু,
তাই রাখালগণে কয়।
ঐ বাঁশীর স্বরে, মুনিরা ধ্যান ছাড়ি, পাষণ গলে যায়।।
- পরচিতান — আমরা কোনমতে, বাঁশীর ডাব বুঝিতে, পান্নাম না থেকে বৃন্দাবন।
- পাড়ন — রাধা রাধা বলে, বাজে বাঁশী যাবার কালে, তাই শুনে মন হয় উচটন।।
- ফুকার — রাধে, বন্ধু যখন গৃহে যায়, বাঁশী বাজে না কেন সে সময়ঃ
তহিতে সন্দ মোদের মনে, নিশিতে বাজে না কেনে,
কেবল তোর নাম বাজায় বাঁশীর গানে, বাজে কেনে বাঁশী অসময়।।

পূর্বরাগ (বাঁশী ধ্বনি) ২ নং অঙ্কাত

- চিতান — বললে, পূর্বরাগে নব অনুরাগে বাঁশীর সৃজন গোলোকভুবন।।
- পাড়ন — ও সে গোলোক তাজে এসে ব্রজমাঝে, রসরাজ কেন রয় নন্দের ভুবন।।
- ফুকার — রাধে গো, দুইধামে কেন রইস্ দুইজন, আমরা বুঝতে নারি তার গুণনঃ
অখণ্ড গোলোকধামে, সদা থাকতি শ্যামের বামে,
সময় সময় কেন থাকিস আয়ানের বামে, একা থাকে কেন নীলরতন।।
- মিল — আয়ান ক্রোধ করে চলে মারতে তোরে,
তোদের যুগল পদ চিন্তা করে, দেব মৃত্যুঞ্জয়।
- মুখ — রাধে ব্রজস্বরী আমরা সকল ব্রজনরী, ভুলতে নারি কেন কালকায়।।
- ভাইনা — আমরা তোর সাথে হইলাম দোষী বৃন্দাবনে,
যখন বাজায় বাঁশী, চলে আসি রাহি তোর স্থানেঃ
শ্রবণ মন বাঁশী টানে, রূপেতে নয়ন টানে,
আর ভুলতে পারি না কেনে, আমরা সব গোপিকায়।
- খাদ — কি মোহিনী জানে বৃন্দাবনের নন্দের তনয়।।
- ফুকার — রাধে গো তোর নাম বাজায় বাঁশীতে, আমরা থাকি যখন তোর সাথেঃ
তবে কেন বাঁশীর পানে, মনপ্রাণ সহিতে টানে,
নাকি আর কোন মন্ত্র জানে, বাজায় না কেন বাঁশীতে।।
- মিল — আছে আর কি কৌশল, একবার বল রাধে বল,
রাহি তুই করিসনা ছল, আমরা ধরি তোর পায়।
- অন্তরা — প্যারী বুঝতে নারি তোর চাতুরী গোপীকায়।
বাঁকা শ্যামরায়, সদা রাধা রাধা বলে বাঁশরী বাজায়।।
তোর নামে তার বাঁশী সাধা, তুই রাধে তার অঙ্গের আধা,
সদা থাকতি শ্যামের বাঁয়।

- এই ব্রজপুরী বাঁকা বংশীধারী, রাধে কেন বংশরী বাজায়।।
- পরচিতান— থেকে গোলোকপুরে, রত্নবেদীর পরে, যুগল রূপ দেখতাম গোপিকায়।।
- পাড়ন — করে যুগল ভঙ্গ, ব্রজের শ্যামভিঙ্গ, কি রঙ্গে এ রঙ্গ দেখায়।।
- ফুকার — রাধে গো, এমন চোর দেখি নাই আর, চোরের ভঙ্গি অতি চমৎকারঃ
বংশী দিয়া লয় সিঁদকাঠি, মরমের চাবিকাঠি,
মোদের সব লয়েছে লুটিপাটি, গৃহে থাকা হল ভার।।
- মিল — ও কুলনাশা বংশী বাজায় কালশশী,
চল রাই বংশীটা লয়ে আসি, দেখি কি বাজায়।।

পূর্বরাগ — জবাব গান—নকুলেশ্বর সরকার

জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — দেখে অতি প্রীতি রাধার প্রতি তখন বৃন্দাদূতী কয়।
- পাড়ন — দেখে কাল রূপের ভাতি লো, মন-মাতঙ্গ মাতিল,
এত ভাল কিন্তু ভাল নয়।।
- ফুকার — ঐ যে বসিয়ে কদম্ব মূলে, ভূলাতে কুলজা কুলে,
হাসিছে মৃদু মৃদু, ভাল আলোময় কাল বিধুঃ
ও যে ব্রজের নব নাগর, তোর মন চায় ওর প্রেমের সাগর,
রাই তোর মনচকোর আর নয়ন ভ্রমর, পেয়েছে সুধা মধুর।।
- মিল — উহার নয়নে তোর নয়ন দিস না মিলহিয়ে,
বিনা মূল্যে বিলাহিয়ে, দিস না অমূল্য সাগর।
- মুখ — কুল ত্যাজিস না সুরূপ দেখে, কুলে থেকে নিষ্কাম ভজন কর।।
- ডাইনা — বিদগ্ধ নব তাক্ষ্য ধীর ললিত নায়ক,
নিরন্তর অন্তরে জাগে কুসুম সায়কঃ
তাই চেয়ে কুলজা পানে, ফুলবাণ মরমে হানে,
রস পেয়ে থাক দরশনে, পরশ কিন্তু ভয়ঙ্কর।
- খাদ — নিরমল কুল ভুল নাহে রাই, ফুল হতে সুন্দর।।
- ফুকার — বললে, বসে আছে বংশী করে, হাসিতে উদাসী করে,
হাসি অমিয় মাখা, রাই তোর দায় হল কুলে থাকাঃ
হেরিলে রমণীর হাসি, পুরুষ হয় বেশী উদাসী,
ও তুই হাসিতে না হয়ে উদাসী, তোর হাসি ওরে দেখা।।
- ফুকার — ওযে মেঘের মতো ঘন কালো, কটিতে পীতাম্বর ভালো,
খেলে ভাল দামিনী, দেখে ভুলে কুলকামিনীঃ
আমি কেমন দেখি ওরে, উপমায় তাই বুঝাই তোরে,
যেন ইন্দ্রধনুর সঙ্গে পড়ে, অমাবস্যার যামিনী
- মিল — উহার রূপ সাগরে যদি ডুবে থাকে কুল,
তুই ধীরে রাখ তোর কুলের মূল, টান দিয়া তোর কুলের পর।
- ফুকার — বললে ও রূপ দেখে মনে বলে, শ্রীপাদ পাদপমূলে,
ওর দাসী হয়ে থাকি, যেন নিত্য নতুন ভাব দেখিঃ
এর চেয়ে কেউ যদি শেষে, রসের মানুষ মিলে দেশে,
ও তোর মন না থাকলে আপন বশে, তার ভজনের করবি কি।
- ফুকার — উহার রূপ দেখে তোর মনে বলে, এমন রূপ আর নাই ছুতলে,

- ও রাপের নাই তুলনা, ও তোর রাপের চেয়ে ভাল নাঃ
আমাদের রাই-রাপের সঙ্গে, তুলনা নাই অঙ্গে বঙ্গে,
দিলে কালো হস্ত সোনার অঙ্গে, রঙে রঙে মিলে না।।
- মিল — সেধে সেধে ওগো রাখে দিস্ না কুলমান,
না বুঝে করলে আশ্বাদান, কাঁদতে হবে নিরন্তর।।
- অন্তরা — ও যে ব্রজের নন্দনন্দন, অঙ্গে চূয়াচন্দন রাশি।
না চিনে স্বদেশের মানুষ, বেইসে বললি বিদেশী।।
ধন্য বললে যমুনারে, ধন্য বললি কদম্বেরে,
আমরা ধন্য বলি তোরে, তার চেয়ে বেশী।
যখন উহার পিতা নন্দ, ওর সঙ্গে তোর বেশ সম্বন্ধ,
ভাবলে পর তোর কপাল মন্দ, তোর ননদী উহার মাসী।।
- পরচিতান— ও যার রাপে আশ্বাস্বৃতি নাশে, তার প্রেম কি সে নির্মল।
- পাড়ন — ও যার প্রেমে চাকের জল পড়ে, চিত্ত যায় তন্তের গোড়ে,
যত লাড়ে তত বাড়ে জল।।

(নকুলেশ্বর সরকার রচিত 'পূর্বরাগ' গানটি পাওয়া যায়নি)

অষ্টম অধ্যায় সখীসংবাদ—মিলন

মিলন (পাঠশালা) ১নং হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

- চিত্তান — নব ভাবে সভ্য সবে, তোষিতে মনে বাসনা।
 পাড়ন — রাধা-কৃষ্ণলীলা, নব অনুরাগের খেলা, পাঠশালার গান হ'ল রচনা।।
 ফুকার — প্রেমের পাঠশালা কদম্বতলে, সরকারী সাহায্য মিলে,
 শিক্ষক হ'য়েছে 'বড়াই': এমন শিক্ষক নাই, হায়রে বৃদ্ধা বিদ্যাতে বড়াই :
 ছাত্র গোকুলের কুলরমণী, তাদের অন্যান্য শ্রেণী,
 সকল হ'তে সুসম্মানী, প্রথম শ্রেণীর ছাত্র রাই।।
- মিল — ভাবে অভাব অন্য স্বভাব, রাধিকার হেরে,
 ব্যঙ্গ ছলে আয়ানেরে কুটীলা বুঝায়।
- ধূয়া — ওগো আয়ান দাদা, তোমার বউ শ্রীমতী রাধা, ভক্তি হ'ল প্রেমের পাঠশালায়।।
 ডাইনা — শিক্ষক হ'ল বড়াই বুড়ী, সে দিয়েছে হাতে খড়ি, করে সযতন :
 'ক' দেখে প্রহ্লাদের মত, বউ করে রোদন :
 প্রিয় পাঠে সুখ পাঠে, সুখ পেয়ে বউ সময় কাটে,
 কাল অক্ষর গেল পেটে, ঘরে রাখা হল দায়।
- রাদ — পাড়ার বউ সব রাইকে নিয়ে পাঠশালাতে যায়।।
 ফুকার — বধু অঙ্ক শিখল যোগ আর বিয়োগ, কালকে যোগ তোকে বিয়োগ,
 ঘরের হরণ পর পূরণ: শিখেছে পূরণ, হায়রে, এই কুলের লঘুকরণ :
 কেবল ভাগ অঙ্ক রাই শিখে নাই, ক্ষেত্রতন্তুর মুখে ছাই,
 ভূগোল পড়ে চিনেছে রাই, চৌরশি ক্রোশ বৃন্দাবন।।
- মিল — এত বিদ্যা শিখে প্যারীর গৌরব নাই তাতে, ঘরে বসে খাঁজাপাতে,
 নিত্য হাত ঘুরায়।।
- অন্তরা — শুভঙ্করী আর্য্যা, শিখেছে তোর ভাৰ্য্যা, কার্য সাধে ঠারে ঠারে।
 প্রেমের বিদ্যাতে উন্নতি, সংসারে নাই মতি, আদিরসের পুঁথি পড়ে।।
 কথায় কথায় বউ তোরে দেয় ফাঁক, তাই দেখে ডাই হইলাম অবাক,
 মণকে আড়াই সের, আড়াই সেরকে ছটাক, তোরে ঠাট পটক বুঝাতে পারে।।
- পরচিত্তান — বিশাখায় কি শেখায় তারে পট ধরে, তারে বলে ম্যাপ।
 পাড়ন — ও সেই ম্যাপের অঙ্ক, দেখলেম যেমন তিনটি বঙ্ক,
 তাদের অঙ্ক সকলই সংক্ষেপ।।
- ফুকার — রাধার জ্ঞান হয়েছে ব্যাকরণে, সন্ধি সূত্র ভাল জানে,
 ঘরের কোণে যখন রয়: তখন সমুদয়, হায়রে, পুরাণ পড়া দেখে লয় :
 আবার বৃন্দা করে সর্কক্ষণ, পাঠশালা পরিদর্শন,
 পুষ্পযাত্রা দোল রাস খুলন, চারি দিনে পরীক্ষা হয়।।

মিলন (পাঠশালা) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান — পাঠশালাতে পড়ে রাধা, তুই দাদা করলিনা বিশ্বাস।
 পাড়ন — তোর মুখ পেয়ে সে, কলঙ্ক রটাবে শেষে, অবিশ্বাসে ঘটবে সর্কনাশ।।
 ফুকার — দাদা, সোণাবউ পাঠশালায় পড়ে, বিশ্বাস হয় না তোর অন্তরে,
 ঘরে ঘরে তাই উল্লেখ: নিদর্শন রয়েছে অনেক, হায়রে, যেমন পাখাগোতে রেখ:

- রাধার প্রথম পরীক্ষার কালে, পাশ হল নদীর কূলে,
সান্টিফিকেট পায়ের তলে, চোক থাকিলে চেয়ে দেখে ॥
- মিল — তোর যদি ভাই বিশ্বাস না হয় আমার এই কথা,
শেষে পাবি মর্মে ব্যথা, কথা নয় সহজ ॥
- ধূয়া — তোর ত কপাল গেল, আমার কথা বৃথা হইল, তুই গিয়ে ল' রাধার পদরজ ॥
- ডাইনা — পত্রে পত্রে লেখালেখি, পাত্রী পায়ে দেখাদেখি, পাঠশালার সময়ঃ
কত রসে ক্রাশে ক্রাশে রসের পড়া হয়ঃ
পাঠশালায় পেয়েছে মধু, তোরে কি করেছে যাদু,
ঘরে থাকলে পড়ে বধু, খবরের কাগজ ॥
- খাদ — পাশ করিলে ছাত্রবৃত্তি, রবে কীর্তিধ্বজ ॥
- ফুকর — বধু 'ক'য়েতে 'ক'ফলা দিয়ে, মূর্খণ্য'ব'য় 'ণ' মিশাইয়ে, ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে রয়ঃ
লেখায় দেখা হয়, হায়রেঃ শুন তোর ভাগিনেয়ের পরিচয়ঃ
ফালায় করে ক'রে ধারাপাত, চক্ষে করে ধারাপাত,
ধারা ধারা বলে হঠাৎ, ধূলায় পড়ে মূর্ছা হয় ॥
- মিল — তের সনে পণ্ডিত বধুর হবেনা মিলন, বধুর কাছে রবি যেমন, বাঘের কাছে অজ ॥
- অন্তরা — জানি না দাদা, সোণাবউ রাধা, না জানি কি পড়া পড়ে ॥
তারা ছাত্রোতে ছাত্রোতে, থাকলে একত্রোতে, হাতে হাতে কথা সারে ॥
আমি ভয়ি তুই আমার ভাই, গোকুলে আর কারে ডরাই,
বলি পাঠশালায় তুই যাস্নে রাই, অমনি বড়াই এসে চক্ষে ঠারে ॥
- পরচিতান — তুই প্রেমের পাঠশালাতে, বউ নিয়ে প্রেমের পড়া শিখ ॥
- পাড়ন — আমার কথা রাখবি, দুইজন একত্র থাকবি, সোণাবধুর হ'বি প্রাণাধিক ॥
- পুকর — দাদা গিয়ে প্রেমের পাঠশালাতে, একদিনও তুই বধুর সাথে,
খাঁজপাতে লিখলি নাঃ কিছুই দেখলি না, হায়রে! অ তুই, কিছুই শিখলি নাঃ
রেখে পণ্ডিতা বউ সংসারে, বাথানে থাকিস্ পড়ে,
কালি কলম একসাথ করে, এই জন্মে তুই দেখলি না ॥

মিলন (পাশাখেলা) ১নং হরিচরণ আচার্য

- পাড়ন — একদিন শ্যামের সনে পাশা খেলে রাইকিশোরী ॥
- পাড়ন — খেলায় পণ ধরা অঙ্গিকার, পাঞ্জা ছকা দৌহার,
রাধার গরাল হার, শ্যামের বাঁশরী ॥
- ফুকর — প্রথম দান ছকা ছকা বলে ফেলে রসময়ঃ তাহিতে সময় দোষে হল পাঁচ চার নয়ঃ
হায় হায়রে, পাঞ্জা পেল রাখে রাজপুতলি, খেলায় হারল বনমালী,
সখিগণ দেয় করতালি, বলে জয় জয় রাধারাণীর জয় ॥
- মিল — খেলায় হেরে দুঃখে, নাগর আধোমুখে, মুখে নাই কথা,
তখন শ্যামকে কয় কুন্দলতা, অতি বিক্রপ ভাষা ॥
- ধূয়া — নিলাজ সেবর হে, খেলা না জেনে খেললে কেন, কি দুরাশা ॥
- ডাইনা — খেলা করে কানু, হেরে গেলে বেণু, বেণু বিহনে আর কি দিয়ে চরাবে খেনুঃ
রমণীর শিরোমণি, জয়ী হল রাই রমণী,
তোমার রক্তগত ছিল শনি, নাকি রাঘব দশা ॥
- খাদ — খেলোয়াড় বিনে কেউ পায়না খেলার দিশা ॥
- ফুকর — সেবর হে! দেখে বিধুমুখীর জয় হয়ে কি সুখ,

- শশীমুখের হাসি রাসা লাল টুকটুক :
- হায় হায়রে, তুমি পাশা খেলায় হারলে বাঁশী, আমরা সেখে লজ্জা বাসি,
বাঁশীর সনে হল বাসী, তোমার বাঁশী মুখের হাসিটুক ॥
- মিল — বাঁশীর আসা মিছে, ভেবে ফল কি আছে,
তুমি জান না কি পাপের গাছে, থাকে সাপের বাসা ॥
- অন্তরা — কি বলিবে লোকে, বাজিকা বালকে, খেলাটুকু শিখেছিলে না।
মন্দ ছিল রাশি, দুঃখ রাশি রাশি, আর বুঝি বাঁশী মিলে না ॥
বাঁশী গেছে হাসি গেছে, মসী হল শশী মুখ,
কাদিতে কাদিতে চক্ষু গেল, সার হল ইশারাটুক ॥
আর আছে কৌশল কি, বাঁশী বই আর র'ল কি,
অধর্মের ফল কি ফলে না ॥
- পরচিতান — নারীর সঙ্গে খেলায় হেরে গেলে কালশশী।
- পাড়ন — মিছে কর কি ভাবনা, সেদিন আর হবে না,
কাদলে আর পাবে না বাঁশী ॥
- ফুকার — শ্যাম তোমার একটি পর্ব বাঁশের সঙ্গে গর্ব নাশ,
গর্বনাশের সঙ্গে সর্বনাশ :
হায় হায়রে, গর্ব করলে খর্ব হয়ে থাকে, তাই বাঁশী আজ এই বিপাকে,
পরের বধু বনে ডেকে, আর তো হবে না দোল খুলন রাস ॥

মিলন (পাশাখেলা) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বললে রাঙ শনি তোমার প্রতি নয় হে বক্র।
- পাড়ন — দেবর, এ তোমার মূর্খতা, নাই হে সতর্কতা, দেখি বক্রতা, সব গ্রহচক্র ॥
- ফুকার — দেবর হে, শনি রাঙ চক্র ভেবনা মিছে, আর সপ্ত গ্রহ শুণ্ড রয়েছে :
হায় হায়রে! তোমার অষ্টসখী অষ্ট গ্রহ, শ্রীরাধিকা শুকুগ্রহ,
বক্র হয়ে নবগ্রহ, তোমার কোপগ্রহ লেগেছে ॥
- মিল — নইলে খেলে পাশা, তোমার এ দুর্দশা,
পাশায় ভাঙ্গল সব আশার বাসা, হাসালে সব শুদ্ধ।
- ধূয়া — নিলাজ দেবর হে, কেন না জেনে পাশাখেলায় হলে বাধ্য ॥
- ডাইনা — বাঁশী তোমার যাবে, আর কার বা কি যাবে,
সকালে বিকালে আর রাধা বলে কি বাজাবে:
বাঁশীর তো আর আশা নাই, নিদানের বিধান জানাই,
বাঁশী অভাবে শিখ কানাই, এখন সানাই বাদ্য।
- খাদ — অপমান অপরিমাণ খেলায় পেলে অন্য ॥
- ফুকার — দেবর হে! খেলা না জেনে আর খেলতে এস না,
খেলা জানা যত, গিয়াছে জানা : হায় হায়রে,
বাঁশী কুলজার কুল নিত্য মজায়, শাপ দিয়েছে সব কুলজায়,
বাঁশী গেছে পাপের পূজায়, শেষে চূড়া যাবে দক্ষিণা ॥
- মিল — ধর্মের সবে কত, কর্ম অসঙ্গত : বাঁশী গিয়াছে জন্মের মত, পাবার নাইহে সাধ্য ॥
- অন্তরা — গেল বাজি গেল, এক বাজি গেল, আর এক বাজি খেল রসময়।
লোক হাসির বাজি, গেছে বাঁশীর বাজি, বাঁশীতো আর গজ-বাজী নয় ॥
দেখ্য পাশায় কেবা ফাঁসায়, আমি করি আশা দান,—

হা চন্দ্রা হা চন্দ্রা বলে, আশায় ধর পাশার দান।

এ খেলাতে অবলা, হবে না প্রবলা, আমরা বলব কালাচাঁদের জয়।।

পর চিতান— এত দিনতো বাঁশী বাজত, সদা রাধা বলে।

পাড়ন — এখন পড়েছে রাই করে, কপালে যা করে, দেখি রাধায় কি কৃষ্ণ নাম বলে।।

ফুকার — সেবর হে! বাঁশী হারায়ে কি কষ্ট পেয়েছ বাঁশীর চিন্তায় চিন্তায় কাষ্ট হয়েছে, :
হায় হায়রে! তোমার ভালবাসার বাঁশীর কষ্ট, আমরা প্রতিবাসীর কষ্ট,
হারায়ে এক বাঁশীকাষ্ট, যেমন ফাঁসীর কাঠে কুলতেছ।।

মিলন (ব্রহ্মদৈত্য) ১নং **হরিচরণ আচার্য**

চিতান — নূতন ভাব্যভাবে, শুনুন সবে, কুটিলার কাব্যরসের গান।

পাড়ন — রাধাকৃষ্ণ লীলা, নব রাগের নব খেলা, কুটিলার কূট অনুসন্ধান।।

ফুকার — যাবট আয়ান ঘোষের ঘরের পাছে, অতি উচ্চ তেঁতুল গাছে,
শাখায় বসে বাঁকা শ্যামঃ ঘরে কিশোরী, শ্বশুড়ী ননদী বাম :
সন্ধ্যাকালে পেয়ে তবু, কাল কুটিলার কুটিল চিত্ত,
বলে তেঁতুলগাছে ব্রহ্মদৈত্য, দুর্গা দুর্গা রাম রাম।।

মিল — কর্তে যাওয়া আসা, কখন কি হয় দশা,
ভাগবো এই ব্রহ্মদৈত্যের বাসা, আজ নিশা প্রভাতে।

ধূয়া — সোণা বৌলো বৌ, তুই আর যাস্নে বৌ, গাছের তলে পাছের পথে।।

ডাইনা — চন্দ্রচক্রেতে বৃক্ষে দেখ্লেম ব্রহ্মদৈত্যঃ
ধর্মের দোহাই, রাই লো তোর কাছে তাই বলি সত্যঃ
মানেনা ধর্মের অংশ, সকলি করে ধ্বংস,
বুঝি নিকর্ষণের নাই লো বংশ, গয়ার পিণ্ড দিতে।

খাদ — তুই আর পড়িসনে রাই ব্রহ্মদৈত্যের হাতে।।

ফুকার — ও সেই ব্রহ্মদৈত্য ধর্মনাশা, কখন কখন সাজে স্বক্কনাশা,
সর্বনাশার কি নিকর্ষণঃ তুচ্ছ মানব, সব দানব চেয়ে বলবান :
নেহাৎ কাল তিনটা বাঁকা, বহৎ চক্ষু দুইটা কানে ঠেকা,
হঠাৎ পথে ঘাটে পেলে দেখা, যে দেখে সে হয় অজ্ঞান।।

মিল — কাল রংটা বাঁকা, তাতে গজর্জন মাথা,
দেখ্লে চক্ষুস্থির যায় না রাখা, উহার চক্ৰমকিতে।।

অন্তরা — কোন চিন্তা নাইলো রাধা, অকাল ব্রহ্মদৈত্য ছাড়া।
মাঝ ঘরেতে দে মার্জারের বিষ্ঠা, আর শৈলমাছ পোড়া।।
থাকে বাধানেতে সদা, সাদাসিধা দাদা, সতীর পতি গিরির চূড়া।
যদি একলা ঘরে তোরে, ব্রহ্মদৈত্য ধরে, কে দিবে তৈল মরিচ সর্ষা পড়া।।

পরচিতান— দেখ্লে অপবিত্র, দৈত্য যায়না মাত্র, গাত্র তোর অপবিত্র রাখ।

পাড়ন — অগুর চন্দন চূরা, হয় না যে আর অঙ্গে দেওয়া, মাছের তৈল বৃক্ষে পৃষ্ঠে মাখ।।

ফুকার — ও তার হাতের পায়ের তলা রাসা, কার আঘাতে জানি মাঝ ভাসা,
ঠোট দুইটি রাসা মাটি : দেখ্লে অনেকে কান্দিয়া ভিজায় মাটি :
উদাসী সন্ন্যাসী নাগা, সবই হতে পারে হতভাগা,
থাকে দুই হাতে এক বাঁশের আগা, মরাপোড়ার এক গজকাঠি।।

মিলন (ব্রহ্মদৈত্য) ২নং **হরিচরণ আচার্য**

চিতান — বসে, ব্রহ্মদৈত্যের ভয় নাই সতীর চিন্তে, সতীত্বের কাছে কিসের ভয়।

- পাড়ন — তুই যে অতি সতী, গোকুলে করিস্ বসতি, সব সতী জানে পরিচয়।।
- ফুকার — এল ব্রহ্মদৈত্য গোয়ালপাড়া, অন্ধ কোঠায় জন্মে যে মথুরা,
আসতে তার পিতার সঙ্গে রাত্রি দুপুরে পড়ে যমুনা গাঙ্গে :
মরণ নাই তার পোড়ামুখী, সেবের ভোগে পড়ে আগে আঁখি,
এটা ব্রহ্মদৈত্য নইলে কি, যমলাঞ্ছন গাছ ভাসে।।
- মিল — গোপের পাড়ার কাছে বলতে অবাক তুও,
দধি ক্ষীর ছানা ঘূতের ডাণ্ড, ভাসে দিবানিশি।।
- ধূয়া — শনি মঙ্গলবারে, বউলো যাইস্নে তুই জঙ্গলার ধারে, রাইরূপসী।।
- ডাইনা — ব্রহ্মদৈত্যের এক আজব কাণ্ড, দেখলেম চেয়ে প্রলয় ঝড়ের দিনলোঃ
পর্বত ধরে সরবৎ খেয়ে, সাপ ধরে মাথায় চড়ে,
বাপরে বাপ মরি ডরে, ব্রহ্মদৈত্য ছাড়া কেবা মারে, পুতনা রাক্ষসী।
- বাদ — গর্ক করিস্নে রাই তুই অবলা সর্বনাশী।।
- ফুকার — মারে এক অঘাসুর, এক বকাসুর, এসব কৰ্ম কি মনুষ্য শিশুর,
কসুর নাই কোন কাণ্ডঃ করে বৃষটা তালতলায় খণ্ড খণ্ড :
আগুন খেয়ে করে জীর্ণ, এসব কৰ্ম কি মনুষ্যের চিহ্ন,
সে কি ব্রহ্মদৈত্যের কৰ্ম ভিয়, নাকে মুখে দেখায় ব্রহ্মাণ্ড।।
- মিল — সে যে মায়া করে, নানা মূর্তি ধরে,
ক্লীব স্ত্রী পুরুষ সাজতে পারে, যখন যা তার খুসী।।
- অন্তরা — পড়ে ব্রহ্মদৈত্যের ভূলে।
লাগলে জল আনিবার ধুম, করে ধুমাধুম, কদমতলা হাস্নে উদাম চূলে।।
ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গী সব, ভূত পিশাচ দানব, রঙ্গে চলে দলে দলে।
চলে আকাশে পাতালে, আতালে পাতালেঃ ক্ষীর ছানা বায় আর পাতালে ফুলে।
- পরচিতান — পাড়ার বধু যত, আছে শত শত, সতত জল আনিতে যায়।
- পাড়ন — বেড়ায় পথে পথে, সে দাঁড়ায় তেপথা পথে, দিন রেতে ব্রহ্মদৈত্যে পায়।।
- ফুকার — করে গোপের পাড়ায় ব্রহ্মদৈত্য, ঘাটে মাঠে বাটে যে দৌরাঙ্গ্য,
নিরাপত্তা দেখি নাইঃ নিত্য তোর তত্ত্ব করে না আর দাদাভাই :
ব্রহ্মদৈত্যের প্রেমে মইজে, কাতার বেঙ্গে বেড়াইস্ ভাতার তাজে,
তোর এই ব্রহ্মদৈত্য ছাড়াবে যে, এমন ওজা ব্রজে জন্মে নাই।।

মিলন (লালবাঘিনী) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — নিত্য ব্রজধামে রাধাশ্যামের নিত্যলীলা চলে।
- পাড়ন — কৃষ্ণ সঙ্কেত করনে যায় কুলজার কুল মজায়, মোহনবীণী বাজায়, জয় জয় রাধা বলে।
- ফুকার — শুনে বাঁশরী কিশোরী প্রাণকিশোরের আশায়, দিনে গহন বনে যায় :
লোক লজ্জা ভয় ঠেলিয়ে দু'পায়, :
কৃষ্ণসঙ্গ আশা মনে মনে, সব সঙ্গিনী নিয়ে সনে,
ভ্রমণ করে বনে বনে, যেমন ক্ষুধিতা বাঘিনী প্রায়।।
- মিল — এসব স্বচক্ষে দেখে, থেকে কিঞ্চিৎ দূরে,
মধুমঙ্গল কয় ব্যঙ্গ করে, কৃষ্ণের সঙ্গিধানে।
- ধূয়া — গোচারণের কাছে, রাধাবাঘিনীর ভয় হয়েছে, সুখের বৃন্দাবনে।।
- ডাইনা — আমি দেখে ডাই পেলেম ভয়, সে ভয় ত সহজ নয়, কানাই তোরে বলিঃ
চক্ষু দেখিলে লাগবেরে তোর বাঘা ঘলীঃ

- কখন যে বনে লুকায়, কখন সব শরীর দেখায়,
কখন ঘাড় পাকায় আড়চক্ষে চায়, কানাই তোমার পানে।
- খাদ — একাকী যাইস্নেরে ভাই কানাই কোন স্থানে।।
- ফুকার — ও ভাই কানাইরে, লাল বাঘিনী পাল বেঙ্গে বেড়ায়, সদা বনে বনে যায়,
নাগেশ্বরী আগে ধায়ঃ
দেখলেম ফুলেশ্বরীর পৃষ্ঠে ডোরা, খাপ পেতে রয় লোহাগাড়া,
শিকার আনে টীকাপোড়া, আগে মেচী কেউন্দায় গন্ধ পায়।।
- মিল — চান্দা বাঘিনীর আর এক দল ভাই আছে জানা,
সেও করতেছে আনা জানা, দেখে অনেক জনে।।
- অন্তরা — দুরন্ত বাঘিনী কাল মানুষ পেলে ছাড়ে না।
চুপে চুপে বনে বেড়ায়, কোন পাতালতা নড়ে না।।
লাল বাঘিনীর দল এসেছে, আট বাঘিনী বেড়ায় পাছে,
কত পশু পড়ে কাছে, ভাই রে এসব কিছুই ধরে না।।
- পরচিতান — এমন বাঘিনীর দল কেউ দেখে নাই কোন কালে।
- পাড়ন — কাল পুরুষের শোণিত পান, করতে তার ব্যাকুল প্রাণ,
কিসে বাচাবি প্রাণ, থেকে এ গোকুলে।।
- ফুকার — ও ভাই কানাই রে, লাল বাঘিনীর একি অভিপ্রায়,
স্বভাব বুঝা নাহি যায়ঃ কাল বড় ভালবাস্তে চায়ঃ
কাল তমাল তরু দেখলে পাশে, বাঘিনী তার তলে বসে,
কাল মেঘ দেখলে আকাশে অসনি লাফ দিয়ে সে ধরতে চায়।।
- মিল — যাকে কাল এক বাঘিনী ভাই তার নিকটে,
বারে বারে তার শরীর চাটে, গলা ধরে টানে।।

মিলন (লালবাঘিনী) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বয়ে বাঘিনী নয়, এ বটে আয়ান গৃহিনী।
- পাড়ন — সঙ্গে ললিতা বিশাখা, চম্পক লতিক, অবোধ বলে সখা, দিলে প্রবোধ বলী।।
- ফুকার — ও ভাই কানাইরে, নারীর তুল্য বাঘিনী কোথায়,
সাধু শাস্ত্রে লিখা যায়ঃ প্রণাম করি এই বাঘিনীর পায়ঃ
লোকের ঘরে ঘরে প্রবেশিয়ে, পশুর মত পুরুষ পেয়ে,
রক্ত খেয়ে মাংস খেয়ে, শেষে হাড় খেয়ে ভাই ছেড়ে যায়।।
- মিল — লোকের ভয়ঙ্কর বাঘিনী নয় ঘরের নারী, আমি দুঃস্থ দিতে পারি, লাখে লাখে।
- ধূয়া — ও ভাই কানাইরে! বনের বাঘিনী নয়, ও সব বনে থাকে।।
- ডাইনা — লোকের ঘরের যে বাঘিনী, ভয়ঙ্কর রাগিনী, সে বাঘিনীর জন্যঃ
কত লোকের হয় যথা গৃহ তথারণ্যঃ
বাঘিনীর নাই অসাধ্য, সকলের সনে যুদ্ধ,
স্বামী অজ্ঞের প্রায় থাকে বাধ্য, দুটি চক্ষের পাকে।
- খাদ — মনোমত রক্ত চোখে, পরম ভক্ত দেখে।।
- ফুকার — ও ভাই কানাইরে! ঘরে ঘরে বাঘিনীর থানা, আছে সকলের জানা,
মস্তকে লেজ দেখলে যায় চিনাঃ
ভাইরে, হিংসা কোন্দল গৌরব ঠাটে, চার চরণে সদা হাঁটে,
সংসার লুটে দিলে মোটে, দারুণ বাঘিনীর পেট উঠে না।।

- মিল — যে জন বাঘিনীর হাতে পড়ে জন্মের মত,
সুখের দিন ত তার হয়রে গত, নিত্য দুখে দুখে ॥
- অন্তরা — সাবধানেতে থেক, বড় বাঘিনীর ভয় হল ভাই।
রাখাল সনে গোচারণে, ভাইরে এই বনে কার্য্য নাই ॥
তুই পড়লে বাঘিনীর ভুলে, আমরা কান্দব এ গোকুলে,
আর ত মাতা পিতা নফর বলে, তোর ত স্বরণ হবে না কানাই ॥
- পরিচিতি— ভবে সাধু যারা, তাদের নাই এই বাঘিনীর ভয়।
- পাড়ন — সাক্ষী নারদ শুক সনাতন, এসব পুরুষজন, পূর্ব মহাজনগণ, জগত করেছে জয় ॥
- ফুকার — ও ভাই কানাই রে, ঘর-বাঘিনীর কি দুরন্ত রাগ, লোকে বাড়ালে সোহাগ,
এক ঘরের লোক হয়ে যায় তিন ভাগ :
করে গভীর গর্জন ঘরে থাকি, ভুকুটি দেয় ঘুরায় আঁখি,
কত পুরুষের অঙ্গে দেখি, দারুণ বাঘিনীর কামড়ের দাগ ॥

মিলন (ডাকিনী) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিহ্ন — একটি নব্যভাবে, শুনে সভ্য সবে, রাঙ্গা ডাকিনীর গান।
- পাড়ন — দিতে শ্যামকে সুখ, করে কৌতুক মধুমঙ্গল, ব্রজের এক দ্বিজের সুসন্তান।
- ফুকার — নিয়ে সঙ্গিনীগণ, রঙ্গিনী যায় অভিসারে : বাঁকা সখার সঙ্গে
সখা সবে রঙ্গে ফিরে : ডেকে কয় মঙ্গল, আজ দেখি কি অমঙ্গল,
আসতে নাই এ ঝোড় জঙ্গল, শনি মঙ্গলবারে ॥
- মিল — অমনি শ্রীদুর্গা শিব শিব রাম বলে মুখে, ব্যঙ্গবাক্যে ত্রিভঙ্গকে, অঙ্গবঙ্গী করে।
- ধূয়া — আয়রে আয় ভাই কানাই, সকালে ঘরে যাই,
রাঙ্গা ডাকিনীর দল এল ভাই, গহন বনান্তরে ॥
- ডাইনা — যে সব ডাকিনী দেখতে পাই, মানে না ডাক দোহাই, নাইক প্রতিকার;
আমি গায়ত্রী জপ করেছি অষ্টোত্তর শতবার;
পেয়ে ডাকিনীর গন্ধ, গায়ত্রী হল অন্ধ,
হবে রাখালের কপাল মন্দ, যদি তোরে ধরে।
- বাদ — সঙ্গে নাই বলহিদাদা এখন ডাকি করে ॥
- ফুকার — এল ডাকিনীর দল করে করে কুসুমের হার,
কুসুমের মুসুমে ডাকিনীদের বড়ই বাহার :
জড়িয়ে পর্কিত পাহাড়, গলেতে অপূর্ব হার,
রাত্রি দিন করে বিহার, নাইক নিদ্রা আহার ॥
- মিল — এসব ডাকিনী বনে বনে ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে,
এদের ডাকা সব কোথায় থাকে, ডেকে নেয় না ঘরে ॥
- অন্তরা — ফিরে জাঁকজমকে ঠাস্ঠমকে, ঝমকে ঝমকে ডাকিনীর দল।
তারা গাছ চালানের মত জানে, ও সেই মস্তুর শুণে, করে অচলকে সচল ॥
জানে ধূলাপড়া, জানে ফুলপড়া, সারকে করে সারা, রাখে রে বাকল।
দণ্ডী ব্রহ্মচারী করে ভণ্ডাচারী, দণ্ডচারি মধ্যে করে রে পাগল ॥
- পরিচিতি— অনেক ওকা বৈদ্যে, জানে মধ্যে মধ্যে, এ ডাকিনীর সাধন।
- পাড়ন — তারা ডাক দিয়ে ডাকিনীর দল আনতে পারে, স্বশরীর করিয়ে সাধন ॥
- ফুকার — কামাখ্যার পাহাড়ে থাকে ডাকিনীর সমষ্টি,
বিনে বিষ বাধা নাশিবে বিধাতার সৃষ্টি :

সাধ করে পুনঃ পুনঃ, সম্মুখে দাড়াইস্ কেন,
ভুলক্রমে হয় না যেন, মূল ডাকিনীর দৃষ্টি।।

মিলন (ডাকিনী) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে ডাকিনী নয়, রাপে ভুবন বিজয়, বৃষভানু কন্যে।
পাড়ন — নামটি রাধিকা গুণাধিকা, অতি সুরসিকা, রসিক বৈ চিনে না অন্যে।।
ফুকার — কানাই বলি বা কি, ওরা নাকি ডাকিনী নয়,
বৃথা ডেকে ডেকে ডাকিনীকে দিস্ না প্রশ্নয় :
ডাকিনী বশের তরে, শ্মশানে ঈশান ফিরে,
দেবদানব মানব করে, এসব ডাকিনীর ভয়।।
মিল — কত বলবান প্রবল পুরুষে বলে করে বলদ,
দেখে কুলের মূলেতে গলদ, করে গলদঘর্ম।
ধূয়া — ডাকিনী ডাকিনী কি বিষম ডাকিনী,
মোরা ডাকিনী ডাকিনীকে, জেনে ডাকের মর্ম।।
ডাইনা — সন্তী সাবিত্রী সীতা বৈ, ডাকিনী ছাড়া কৈ, এই ডাকিনীর গুণঃ
কেমন কৌশলে জোঁকের মুখে মেখে দিয়েছে চুনঃ
আয়ান ঘোষ কালীসিদ্ধা, বশ করে সর্ববিদ্যা,
বিনে ডাকিনী বশের বিদ্যা, বৃথা পুরুষ জন্ম।
খাদ — ডাকিনীর ভয় ঘুচাইতে হল সাধুর কর্ম।।
ফুকার — কত ডাকিনীর গুণ বাজতেছে ভাই ঢাকে ঢোলে,
এদের চক্কের নিশায় কত মানুষ পড়ে ঢলে :
ডাকিনী সুখের তরে, নখরে ক্ষত করে,
কামড়াইয়ে চামড়া ছিঁড়ে, কুমড়াপুরুষ পেলে।।
মিল — এসব ডাকিনী ফাঁকে ফাঁকে এসে লোকের কাছে,
কত সাধুদের গ্রাস করেছে, সাধন ভঞ্জন ধর্ম।।
অন্তরা — ডাকের কথা মিছে, কড়ু কি হয়েছে, ডাকিনীরা আছে নানা জাতি।
ও সেই ডাকিনীগণের আকর্ষণে, কতজনার হয় দিনে ডাকাতি।।
ওদের নিশায় পড়লে পর, আপন ভাবে পর, দিন দুপুরে খায় পরের লাখি।
করে রাজা ঘোড়া, পাত্র মেড়া, কোটালের মাথায় জ্বালায় রে বাতি।।
পরিচিতান — করতে পুরুষ বন্দী, কত অধিসন্ধি বন্দী ডাকিনীরা জানে।
পাড়ন — আগে সংসর্গে স্বর্গে তুলে নিয়ে, শেষে নর কে নরকে টানে।।
ফুকার — আগের ডাকিনীরা বুকে যেত, শুনি কালীর সঙ্গে,
শোণিত শোণিত পণ্ডর ন্যায় পুরুষের সঙ্গে :
সম্মুখে সাজে সভ্যা, যেমন হরিশের শৈব্যা,
আড়ালে বাড়ায় জিহ্বা, উৎকল রাখে বঙ্গে।।
মিল — হরিচরণ কর হরিকৃপার, আছি বুকে বুকে,
ক'রে নমস্কার পদাঙ্গুলে, পেলে পুনর্জন্ম।।

মিলন (কাল বাঘ লাল বাঘিনী) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — রাধা-কৃষ্ণ লীলা, মধুর রসের খেলা, জানে সব ব্রজবাসিগণ।
পাড়ন — একদিন সন্ধ্যার ঘোরে, আয়ান বাসে বাঁশের ঝোড়ে,
রাই-শ্যামের গোপনে মিলন।।

- ফুকার — সেখে কুটিলায়, লক্ষে স্বক্ষে কাঁপায় মেদিনী,
বলে দাদাভাই রাধা বউ তোর কৈ জানি :
দেখ গিয়ে বাসঘরের পাছে, বাঁশঝোড়ে বাসা করেছে,
একটা কাল রঙ্গের বাঘ এসেছে, সঙ্গে রাঙ্গা রঙ্গের বাঘিনী।।
- মিল — বাঘের কদম্বতলায় থানা, আনা যানা সদা,
তুই বিশ্বাস কি করবি দাদা, এ কুটিলার বাক্যে।
- ধূয়া — আমি দুর্ভাগিনী, সুখ দুঃখ ভয় ত্যাগিনী,
প'ল কাল বাঘ লাল বাঘিনী, আমারই সমক্ষে।।
- ডাইনা — বাঘিনী দেখিছে বাঘের মুখখানি, বাঘ সেখে বাঘিনীর সব শরীরঃ
দেখে বাঘ বাঘিনীর খেলা, আজি সন্ধ্যাবেলা, আঁধারে শিহরে সব শরীরঃ
কাল বাঘ লোহাগাড়া, বাঘিনী টিকাপোড়া,
দাদা মেঘ রাশির পুরুষ যারা, তাদের নহি আর রক্ষে।
- খাদ — সে বাঘ বাঘিনীর অনেক খেলা, নূতন নূতন শিকে।।
- ফুকার — আয়ান দাদা ভাই, একাকিনী থাকলে বাঘিনী,
তখন শুনা যায় ক্রন্দনের রাগ রাগিনী :
লাল বাঘিনী হাটলে বাটে, আট বাঘিনী সঙ্গে হাঁটে,
তাদের জিহ্বা দিয়া শরীর চাটে, দুখে সুখের ভাগিনী।।
- মিল — সারা দিন রাত্রি বাঘে ডাকে, করে হাহাকার ধ্বনি,
কতু মিলন হয় নয় বাঘিনীর, বাঘের এক কটাক্ষে।।
- অন্তরা — দেশে বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে, সবে বলে দাদা ভাইরে!
গোয়ালপাড়ায় বাঘের পাড়া, ঘাটে বাটে দেখতে পাইরে।।
শিকারী বাঘের যোগাইতে শিকার, বাঘিনীর অস্বীকার নাইরে।
যত তরুণী তরুণী হরিণীগুলি, ধরে দেয় বাঘের ঠাইরে।।
- পরচিতান — বাঘ বাঘিনীর মুখ, রঞ্জে রাঙ্গা টুক টুক, রোখ কেবল তোর বাড়ীর দিকে।
- পাড়ন — হইস্নে বুদ্ধি হারা, পাড়ায় পাড়ায় দিয়ে সাড়া,
পাড়ার লোক সবই আন ডেকে।।
- ফুকার — থাকিস বাথানে, ঠেকিসনা আর ভ্রমে প্রমাদে,
রাজার সাহায্য নেওয়া উচিত বিপদে :
বাঘে করবে জীবন ধ্বংস, খাবে রুধির খাবে মাংস,
সকালে ধ্বংস করতে বাঘের বংশ, কসে রাজকে সংবাদ দে।।
- মিল — দাদা, ডাকা বাঘ দেখা কুস্তীর, মারতে সহজসাধ্য,
বীরের মত তুই কর না যুদ্ধ, সাহস বেঁধে বক্ষে।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা)

- চিতান — একটু কবিত্তে কুটিলা ভয়ী প্রাণে অগ্নি ঢেলেছিস্।
- পাড়ন — তুই লো ভয়ী আমি ভাই, সূক্ষ্ম প্রেমামৃত নাই,
তোর কাছে পাই কথায় কথায় বিষ।।
- ফুকার — আমার আদরের ভাগিনেয়, তোর কাছে বাঘ হতে হয়,
কবিত্ত বেশ জোড়ালিঃ কেবল দাদার মুখখান পোড়ালি :
রাগ হল তোর বেশী বেশী, বাঘ হল ভাই কালশশী,
তবে তুই কুটিলে বাঘের মাসী, হেঁচা খাওয়া বিভালী।।

- মিল — এই ব্যাপারে কতবার তুই পেলি লাঞ্ছনা,—
তবু তোর লজ্জা হল না, চিনি তোরে চিরকাল।
- মুখ — বাঘ নয় লো সে নন্দসুত, বাঘের মতো বিক্রমে বিশাল।।
- ডাইনা — মাতুলানী লালবাঘিনী ডাগিনেয় বাঘ,
এমন রূপক শুনলে পরে, কার না লো হয় রাগঃ
বাঘের মামা আয়ান ঘোষে, মেঘ রাশি তুই বলিস কিসে,
তুই কুটিলে রাহুর দোষে, ভায়ে কালাচাঁদের কাল।
- খাদ — সবাকার আনন্দ বর্ধক শ্রীনন্দ দুলাল।।
- ফুকর — বললি বাঘবাঘিনী ঘাটে বাটে, জিহ্বা দিয়ে শরীর চাটে,
দোষ ধরা তোর খাটে না : তারা চাটে বই তো কাটে না :
রসনাতে রস না পেল, কেউ কাটে না কোনকালে,
কিন্তু তুই গেলে বাঘিনীর দলে (কালা) বাঘে তোরে চাটে না।।
- মিল — নয় বাঘিনী বলেছিস তুই, নয় বাঘিনীগণ,
রঙ্গিনীদের অঙ্গের বসন, দেখে ভাবিস বাঘের ছাল।।
- অন্তরা — তুই ছাড়া আর গোয়ালপাড়া কে বলে যে বাঘ এসেছে।
কোন বনে কোন বাঘের পাড়ায় উনবিংশ চিহ্ন আছে।।
তরুণী হরিনীগুলি, বাঘ নিয়ে কি করে কেলি,
যত কথা বলে গেলি সকলি মিছে।
বাঘ হলে কি ভালবেসে, খেনু বৎস কাছে আসে,
বাঘে কি আর নব রসে, বাঁশী বাজায় কদমগাছে।।
- পরচিতান — আমার বাড়ির দিকে বাঘের লক্ষ্য তাতে দুঃখ নাই আমার।
- পাড়ন — যে জন আঙ্গুল দিয়ে বাঘ দেখায়, বাঘে তারে আগে খায়,
আমার কথায় তোর সারা তুই সার।।
- ফুকর — বললি, বাঘে খাবে রক্ত মাংস, বাঘের বংশ করতে ধ্বংস,
কংস রাজকে দে খবরঃ বাঘে করেনা তোর কংসের ডরঃ
পুতনা বকাসুর বুয়ে, শিশুকালে আগে নাশে,
ওসে কংস এসে কোন সাহসে, হিংসা করবে বাঘের পর।।
- মিল — ডাকা বাঘ আর দেখা কুমীর মারা তো সহজ,
আমার যে নাই মারার গরজ, বাঘে রাখে গরুর পাল।।

মিলন (কাল বাঘ লাল বাঘিনী) ২নং **হরিচরণ আচার্য**

- চিতান — বাঘ বাঘিনীর কথা, তোরে বলছি বৃথা, ক্ষমতা জানি তোর সত্য।
- পাড়ন — কথা কে না ঘোষে, লোকে দেখবে দেশে দেশে,
মেঘের কি শেষের দৌরাণ্য।।
- ফুকর — বিশ্বাস না হউক নাই, নিঃশ্বাস ফেলে আমায় রাগাস্নেঃ
সোনা বউ এর ঠাই, শুনা কথা লাগাস্নে, :
জিহ্বাহীন তোর বুদ্ধি কাঁচা, ঠিক না করে পাছার কাছা,
দিয়ে বাঘের গায়ে খাণ্ডের খোঁচা, ঘুমের বাঘ আর জাগাস্নে।।
- মিল — মিথ্যা কথা নয় সবই সত্য, যদি তবু ধরি,
তারে বাঘ বলে বলতে পারি, স্বভাব অনুসারে।।
- ধূয়া — বাঘের ভয় যা বটে, বলেছি ঠিক তা বটে,

- কদমতলায় আর বংশীবটে, এ বাঘ সদা ফিরে।।
- ডাইনা — বাঘের বাচ্চা বিনে, গোকুল বৃন্দাবনে, নির্ভয়েতে কে বনে বেড়ায়ঃ
কেবল বাচ্চা কালে বাঘে, দুধ খাবার সোহাগে,
পুতনার বুক চিরে রক্ত খায়ঃ
কাল বাঘ নাই তার বাধা, তোর বিশ্বাস হয় না দাদা,
দেখতো বাঘিনী বিনে, গাভীবৎস গাধা, কি সে মারে।
- খাদ — কেমন বাঘিনী বধু নিয়ে দাদু, আছিস ঘরে।
- ফুকর — ও তুই বলবান হির ধীর গম্ভীর বীর পুরুষ,
গোপের পত্নীতে চলিতে কেবল তোর পৌরুষঃ
কে না ঘোষে তোর মহিমা, সিদ্ধি অনিমা লঘিমা,
রাস্তা বাঘিনী যার ঘরের রামা, বাঘের মামা আয়ান ঘোষ।।
- মিল — যেদিন বাচ্চা বাঘ কোলে নিয়ে, গেলে করতে বিয়ে,
সেদিন হয়েছে বাঘের বিয়ে, মালা বদল করে।।
- অন্তরা — বাঘ বাঘিনী খেলে প্রতিদিন, বুদ্ধিহীন তুমি দাদা গো।
ব্রজের কাল বাঘ সেই নন্দের কালা, লাল বাঘিনী ঘরে রাখা গো।।
দক্ষিণ-পাড়ার বউ চন্দ্রা বাঘিনী, বাঘের অনুরাগের ক্ষুধা গো।
বাঘে চন্দ্রা বাঘিনীর কাছে গেলে, রাখা বাঘিনী দেয় বাধা গো।।
- পর চিতান — বাঘিনীর চরিত্র, রাগে ঘুরায় নেত্র, সর্বত্র নির্ভয়ে বেড়ায়।
- পাড়ন — বাঘিনী না হলে, পাটি বালিশ কাঁথা ফেলে, জঙ্গলে কে কবে ঘুমায়।।
- ফুকর — বুড়া বাঘিনী বড়ই বুড়ী ঘরে আসে যায়ঃ শিকার করা বাপ শিখায়ঃ
বয়সের কে করবে অন্ত, আশী কি নব্বই পর্যন্ত,
কিন্তু মুখে নাই তার একটি দন্ত, তবু মানুষ খেতে চায়।।
- মিল — হরিচরণ কয় চূপ করে থাক, কিছু কস্নে পারে,
নইলে তোরে কি জটিলারে, কবে বাঘে ধরে।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমি আবার দেখি পোড়ারমুখী তারে বর্তাতে চাস বাঘ।
- পাড়ন — তোরে বলব কিরে কুটিলে, সরলে আর কুটিলে,
কথায় বলে কেবল বলে রাগ।।
- ফুকর — বললি, ঠিক না রেবে পাছার কাছা, বাঘের গায়ে খাগের বোঁচা,
লাগাস না রে দাদা ডাইঃ তারে আমি কি বাঘ বলতে চাইঃ
তুই দেখিস বাঘ বাঁশের ঝোড়ে, আর দেখিস বাগের মোড়ে,
যেদিন তুই পড়বি ওই বাঘের ফ্রোড়ে, থান্নড়ে তোর রক্ষা নাই।।
- মিল — শোনা কথা সোনা বৌ ঐ বাঘ নিয়ে খেলে,
কাল বাঘ তার কোলে দোলে, তুই কেন করিস চিৎকার।
- মুখ — বাঘ বলে তুই দিতেছিস শোর, গেল না তোর মনের অন্ধকার।।
- ডাইনা — আবার বলি ঠিক করে তুই দেখ দেখি দাদাঃ
বাঘ না হলে মারবে কেন গরু আর গাধাঃ
বৃষাসুর আর গর্দভাসুর, প্রাণ নিতে আসিল শিশুর,
ভয়শূন্য করল ব্রজপুত্র, সব অসুর করে সংহার।
- খাদ — কে আছে সংসারে শিশু এমন প্রশংসার।।

- ফুকার — বললি, কে না ঘোষে তোর মহিমা, লাল বাঘিনী ঘরের রামা,
বাঘের মামা আয়ান ঘোষে তাতে আমার হল কিসের দোষঃ
তুই আমাকে দিবি বুদ্ধি, রাবিতে সর্ব সমৃদ্ধি,
আমার সিদ্ধির কাছে পায় না সিদ্ধি, সিদ্ধিস্বর সেই আশুতোষ ॥
- মিল — মালা বদল করে কি আর বাঘের বিয়া হয়,
পিতৃদত্তা কন্যা তাই কয়, সেই দানে মোর অধিকার ॥
- অন্তরা — শুধু নয় বাঘ এই মহাভাগ, সকল সাজ সাজিতে পারে।
কখন সেজে সিংহ শিশু, হিংসুক পশু ধ্বংস করে ॥
আমার রামা লাল বাঘিনী, বাঘের বাৎসল্যের ভাগিনী,
চন্দ্রা তার প্রিয় ভগিনী সেও প্রেম করে।
মামা মাসী খুড়ী পিসি, তারে ভালবাসে বেশী,
তুই ভাবিস যে দোষে দোষী, তাই কি হয় শিশুর শরীরে ॥
- পরচিতান — গিয়ে বনজঙ্গলে সুমঙ্গলে তারা তোর ভয়ে ঘুমায়।
- পাড়ন — ও সে যদিও বাঘের ছানা, ফুল দিয়ে তার বিছানা,
মাখন ছানা বনে বসে খায় ॥
- ফুকার — হল লালবাঘিনী আমার রামা, আমি হলেম বাঘের মামা,
আমার কিসে দুর্দশাঃ কেন বলিস আজ এই দুর্ভাষা,
বাঘ বাঘিনী হলেম তোর ঠাই, তা বলে তো রাগ করি নাই
তবে বিনোদীর ননদা জামাই, ঐ হিসাবে বাঘরাশা ॥

মিলন (কুস্তীর) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — রাই শ্যামের নিত্য লীলা নিত্য ব্রজে।
- পাড়ন — নব অনুরাগে, সর্বদা হৃদয়ে জাগে, মধুর প্রেম সোহাগে,
কেহ কাকে নাহি ত্যজে ॥
- ফুকার — আর সখা সকল গোষ্ঠেতে, কদমতলার ঘাটেতে, হাঁটিতে হাঁটিতে কৃষ্ণ যায়ঃ
প্রেম জ্বালায়, মরি হায় হায় হায় হায়, পড়ে যমুনায়ঃ
কালিন্দীর কাল তরঙ্গ, ঐ তরঙ্গে মিশায়ে অঙ্গ,
ভেসে বেড়ায় শ্যাম ত্রিভঙ্গ, রসিনীর আশায় ॥
- মিল — তখন থেকে নদীর কূলে, তাই দেখে কুটিলে,
যেয়ে আয়ানের প্রতি বলে, অতি কথার চোটে।
- ধূয়া — আয়ান দাদাগো, হায়, সোনা বৌকে আর দিস্ না যেতে, জলের ঘাটে ॥
- ডাইনা — দাদা যমুনার নূতন জল, জোয়ারে সপ্রবল নদী অতি গম্ভীরঃ
আমি দাঁড়িয়ে কূলে, দেখলেম সে জলে, এসেছে এক নূতন কুস্তীরঃ
যা দেখলেম অনুভবে, এ কথা সত্য হবে,
দাদা সাধের বৌ রাখা যাবে, কাল কুস্তীরের পেটে।
- খাদ — সর্বনাশ মনে ত্রাস বলতে বন্ধ ফাটে ॥
- ফুকার — আর এমন কুস্তীর দেখি নাই, দেখব থাকুক শুনি নাই,
আমি ত ভাই দেখলেম স্বচক্ষে গতিকে তুই তাকে আয় দেখে ঐ নদীর বঁকেঃ
কখন ডুবে কখন ভাসে, ঐ বৌ দেখলে তার কাছে আসে,
অন্য লোককে দেখলে শেষে, ডুব দিয়ে থাকে ॥
- মিল — ঘাটে এসেছে যে কুস্তীর, শুন দাদা আয়ান বীর,

আমি ভয় পেয়ে হলেম অস্থির, কখন কিবা ঘটে।।
 অন্তরা — বৌ ধরা এক কুস্তীর এল যমুনায়।
 পাড়ার বৌ নিল বৌ নিল বলে, সাড়া পৈল গোয়ালপাড়ায় পাড়ায়।।
 আর পাড়ার বৌ ঝিয়ারী, নিয়ে বড়াই বুড়ী, সারি সারি জলে যায়।
 দাদা শাসন করে রাখ বধূরে, কবে জানি কুস্তীরে খায়।।

পর চিতান— যে কুস্তীর দেখলেম দাদা যমুনাত্তে।
 পাড়ন — যখন বেড়ায় জলে, তিন বাঁকা হয় সীতার দিলে,
 ও তার চোখ দেখিলে কুলবধূর চিত্ত ভুলে।।
 ফুকার — আর বৌ ধরা সে কাল কুস্তীর, কাল বরণ সব শরীর,
 বৌ দেখিলে আড় চক্ষেতে চায়ঃ
 বিষম দায়, মরি হায় হায়, ভাবি তায় কবে কারে খায়, :
 ভর দিয়ে সোণার কলসে, ঐ সোণা বৌ তোর হেসে হেসে,
 কুস্তীরের গা ঘেঁষে ঘেঁষে, ভেসে ভেসে যায়।।

মিলন (কুস্তীর) ২নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — বলি তুই এসব কথা বিশ্বাস হয় না।
 পাড়ন — বলি মিথ্যা কথা, খাব দুটি চক্ষের মাথা, ও তোর রঙ্গের কথা,
 আরত আমার অঙ্গে সয় না।।
 ফুকার — আর বৌ ধরা কুস্তীরের ভয়, তোর হল না তায় প্রভায়, যা কয় তাই করিস্
 ব্রহ্মজ্ঞানঃ ও তুই অজ্ঞান নাই তোর জ্ঞান, কিসের মান কিসের অপমানঃ
 বধূর ভয়ে হলি কাতর, তুই না হয় তার সাহায্য কর,
 নদীর কুস্তীর খাল কেটে তোর, ঘরের ভিতর আন।।
 সে ত ঘোল বেচা গোপের ঝি, সাহসের কার্য কি,
 মরি ছি ছি ছি, আর বলব কি, আমি মরি লাজে।।
 ধূয়া — ওকি সর্বনাশরে, কাল কুস্তীরের কথা কেনা জানে ব্রজে।।
 ডাইনা — কুস্তীর কখন জলে থাকে, কখন বা কাকে দেখে উঠে কমদতলেঃ
 যত কুলনারী, নিয়ে ঘাগরী শাড়ী, সারি সারি দাঁড়ায় কূলে :
 কাল কুস্তীরের ডরে, অন্য বৌ যায় রে সরে,
 কুস্তীর সোনা বৌ রাধিকারে, সদা বেড়ায় বুঁজে।
 খাদ — দাদাভাই বুদ্ধি নাই, একবার দেখ না বুঝে।।
 ফুকার — আজ জানবি সে কুস্তীরের বল, ধরবে বৌকে করবে তল,
 জোয়ারের জল প্রবল অতিশয়ঃ লাগে ভয় দেখতে সমুদয়, গতিক ভাল নয় :
 দিনে যায় বৌ জলের ঘাটে, এর প্রাণের আশা নাইকো মোটে,
 ঘুম থেকে বৌ চমকে উঠে কুস্তীরের নাম কয়।।
 মিল — দাদা, বৌ হল অবাস্য, তুই হলি তার বাধ্য,
 ও তোর রোগের উচিত বৈদ্য, নাই এ ভব মাঝে।
 অন্তরা — দাদাভাই, তোর ভাস্কর্য সাধের গৃহবাস।
 দাদা কাল কুস্তীরে বৌকে ধরে, কোনদিন জানি করে তোর সর্বনাশ।।
 আমরা জানি সকলে, দশমী গেলে কুস্তীরের ভয় হয় হুস।
 দাদা এ কুস্তীরে, তাঁটায় জোয়ারে, বৌ তালাস ক'রে ফিরে বার মাস।।
 পরচিতান— শাসন-হরিদ্রা মেখে দে তুই সোনা বৌকে।

- পাড়ন — রেখে ডাব স্বতন্ত্র, শিখে নে কুস্তীরের মন্ত্র, কৈরে যড়যন্ত্র বিনাশ কর কুস্তীরকে।।
 ফুকার — আর ঘরের কথা পরের ঠাই, বলতে নারি দাদাভাই,
 সীতারে রাই কতনা রসে তরসে তরসেঃ দেখে তাই মরি আতঙ্কে :
 ঐ পাড়াব বৌ চন্দ্রাবলী, ঐ গোপের বেটি রসের কলি,
 সেও করতে চায় রসকেলি, কুস্তীরের সঙ্গে।।

মিলন (শ্রীকৃষ্ণের বংশীহরণ) রামনাথ ভূঁইয়ালী (ময়মনসিংহ)

- চিতান — শ্রীকৃষ্ণের বংশী হরণ করলেন প্যারী।
 পারন — কুঞ্জ-ভ্রমের সময়, কৃষ্ণ শ্যাম রসময়, খুঁজলেন বাঁশরী।।
 লহর — বাঁকা ত্রিভঙ্গ সশংকিত হইয়ে অতি, সন্দেহ করিলেন রাধার প্রতি,
 অগ্নি সকাতরে, ধরে রাধার যুগল করে,
 কেঁদে বস্মেন ধীরে ধীরে, (আমার) বাঁশী দাও রাই-শ্রীমতি।
 মিল — রাইগো, বাঁশী মোর সর্বস্ব ধন, তুমি জান,
 এ দাস এ ধনে বঞ্চিত হলে কি উপায় বল।
 মহড়া — মোহন বাঁশী দাও রাই, এখন বিদায় চাই, সুখের নিশি প্রভাত হোল।
 ধূয়া — প্যারী, জাগল সব নগরবাসী কোকিল ডাকে,
 করে গুন গুন গুন ভ্রমর ঝাঁকে ঝাঁকে।
 মনের সুখে হাসে, হেরে প্রাণেশে,
 তাই দেখে কুমুদিনী লজ্জায় মুদিত হোল।
 খাদ — লক্ষ্য সাধনের মুখ্য যন্ত্র বাঁশী ছিল।।
 লহর — ওগো রাধে গো, বাঁশী বিনে ভাসি অকূলেঃ বেঁচে কাজ কি আমার গোকুলে :
 গোষ্ঠে গেলে গহন বনে, কোকিল পঞ্চমতানে, ডাকি তোমায়,
 বাঁশীর গানে আমি ভাসি সুখ সলিলে।।
 অন্তরা — সাধনের ধন বংশী রতন, অযতনে গেল।
 নিয়ে এই মুরলী ঠাকুরালী, গোকুলে মোর ছিল।।
 কত না সাধন করে, পেয়েছিলাম বাঁশরীরে, হয় মরি কি হোল।।
 লহর — ওগো রাধে গো, বাঁশীর প্রতি কেন তোমার মন?
 কুলবধুর কিবা প্রয়োজন?
 একে তুমি পরাধিনী, ঘরে আছে ননদিনী,
 বাঁশী দেখলে রায়-বাঘিনী, করবে কত জ্বালাতন।।

মিলন (পাশাখেলা) ১নং অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ (ত্রিপুরা)

- চিতান — পাশাখেলায় কালশশী হারলেন বাঁশী, সময়ের ফলে।
 পাড়ন — চক্ষে দুঃখের বারি, বংশী লোভে বংশীধারী, উচ্চৈঃস্বরে হা 'চন্দ্রা' বলে।।
 ফুকার — চন্দ্রার নাম শুনে বাঁশী দূরে ফেলে বিষাদে, সঙ্গিনীর প্রতি বলে
 রঙ্গিনী রাধে : আমার নিকট থেকে শঠে, চন্দ্রা বলে চমকে ওঠে,
 দ্বারায় বের করে কপট লম্পটে, কুঞ্জের কপটি এঁটে দে।।
 মিল — দেখে সহসা শ্রীমতীর এমতি মতি,
 তখন শ্রীকৃষ্ণ সখীর প্রতি সকাতরে বলে।
 মুখ — ললিতা বিশাখা চিত্রে, বিচিত্র মান চিত্রে, সবে নাচে আলাগা তালে।
 ডাইনা — জানি আকাশে ফাঁদ পেতে, পার চাঁদ ধরিতে, কেড়ে নিতে পার আবার :
 কথা দুটো বলে কয়ে, দিবে মান ভাসিয়ে, অসাধ্য কর্ম কি আর :

- অঘটন ঘটাইয়ে, রঙ্গ চাও প্রেম ছুটাইয়ে, হাতে হাতে স্বর্ণে উঠাইয়ে ফেল রসাতলে।
- খাদ — জানিনা এত ছিল আমার এ কপালে।
- ফুকার — সাথি সকলে আমার হয়ে সাধিলে একবারঃ সে বিদুমুখী সাধ্য
কি মান রাখে আর : এ খেদ রহিল ভারী, কাছে থাকতে ধ্বস্তরী,
সখী দস্তশূলে যদি মরি, কে করবে তার প্রতিকার।।
- মিল — আমি ভাসালেম প্রেমদীপ্তে মিলন তরী,
হায় ২ থাকতে তরীর কাণ্ডারী, তরী ডুবল অকূলে।
- অন্তরা — ওগো সহচরী বল কি আচরি কি মরি, কিশোরী আমায় পাশরিল।
রাইরূপ দরশে পরশে, ভাসিলেম প্রেমরসে, সহসা সে রসে বিরস
ঘটিল।। প্রেম সুধাদানে আমার প্রেমপ্রিয়সী, নিজ গুণে বনে দেখা
দিল আসি, করে পাশাখেলার ছলে বিনা সোবে সোবী,
দিয়ে গরলরাশি কি সুখ নাশিল। আমার রাধিকা ধরম, রাধিকা করম,
রাধিকা গুণের ব্রহ্ম। ব্রজে রাধা বিনে, এতিন ডুবনে বল কে জানে
পিরীতের মর্ম।। মম সুহৃদ সহায় যদি কেহ থাক,
না হয় যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখ, আর মিলাইয়ে রাইকে
আমার প্রাণ রাখ, রাই উপেক্ষিত প্রাণ আর রেখে ফল কি বল।।
- পরচিতান — না বুঝে মোর প্রাণেশ্বরী, কথায় কথায় করে থাকে মান।
- পাড়ন — যাতনা কত সই, প্রাণ ত শাস্ত মানেনা সই,
সতত রই যেন প্রিয়মান।।
- ফুকার — মুগ্ধ রাই গুণে রূপে শিখ, মম দু নয়ন : চন্দ্রাননে রাই বলতে মনের
আকিঞ্চন : মাত্র অর্দ্ধ চন্দ্রা বলি, রাই ভাবল সেই চন্দ্রাবলী,
বুঝি সোহাগ সূচক চন্দ্রা বলি, করতে হল চন্দ্রায়ন।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার (বরিশাল)

- ফুকার — তুমি পাশা খেলায় কালশশী, হারলে চূড়া হারলে বাঁশী,
কর নাইকো ভাল কামঃ আমরা স্বচক্ষে যা দেখিলাম, :
চূড়া বাঁশী হারলে পণে, সাথে কি রাই মানে মানে,
তুমি থেকে রাধার বিদ্যামানে, কেন করলে চন্দ্রার নাম।।
- মিল — যেমনি কর্ম তেমনি শাস্তি ভোগ কর কানাই,
মুখে বল হা রাই হা রাই, অন্তরেতে সব ফাঁকি।
- মুখ — ঘুচল সকল চতুরতা, খাটবে না আজ ওসব চালাকি।।
- ডাইনা — ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পারি সত্য সে প্রমাণ,
চাঁদ হয়ে করেছে কেন চাঁদের অপমানঃ
রাধার দানে হয় আঠার, তোমার পড়ে কজ্জয় বার,
দানের দোষে খেলায় হার, আমরা তাহার কইরব কি?
- খাদ — ভাব দেখি আমরা সবাই অন্তরে দুখী।।
- ফুকার — বলো, কাছে থাকতে ধ্বস্তরী, দস্তশূলে কেন মরি,
এসব তোমার বুঝবার ভুলঃ বন্ধ তুমি সর্ব ঔষাধির মূল :
আমরা জানি কৃষ্ণরাধা, বৈদ্যনাথ আরাধ্য সদা,
তুমি ধ্বস্তরীর ঠাকুরদাদা, তোমার কিসে দস্তশূল।।
- ফুকার — বলো, কাছে থাকতে ধ্বস্তরী, দস্তশূলে কেন মরি,

এসব তোমার বুঝবার ভুলঃ বন্ধু তুমি সর্ব ঔষধির মূল :
এই প্রতিজ্ঞা কর হরি, আর যাবেনা চন্দ্রার বাড়ী,
দিয়ে মিলন কর্পূর সাদার ওড়ি, ঘুচাইব দস্তশূল ॥

ফুকার — বলো মাত্র অর্ধ চন্দ্রা বলি, রাই ভাবলে সে চন্দ্রাবলী,
চন্দ্রায়ণ কইরব না কিঃ কথা বললে কি কমলীষি :
কাজ কি সে চন্দ্রায়ন দিয়ে, মানস গঙ্গার কূলে গিয়ে,
রাধার শ্রীচরণ তুলসী ছুইয়ে, কিরা কাটলেই মন্দ কি ॥

মিলন (পাশাখেলা) ২নং অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ

চিতান — মিষ্ট বাক্য তুষ্ট করতে যথেষ্ট করেছে আয়োজন ।
পাড়ন — প্রবোধ দিলে বটে, যার নামে যার কাটা কোটে,
তার নামে কি আছে প্রয়োজন ॥

ফুকার — কার নাম নিলে নামী বৃদ্ধি করে অধিকারঃ এ মোহ তন্দ্রা চন্দ্রা নামে
রাধিকারঃ হায়, অমাবস্যার আঁধার নিশি, কেউ যদি কয় পৌর্ণ্যমাসী,
তবে দেখতে পায় কি পৌর্ণ্যমাসী, দূরে যায় কি অন্ধকার ॥

মিল — সবে দেখালে মনরাখা সূজনতা, ব্যথার উপর দিলে ব্যথা, করে বৃথা দেখী ॥
মুখ — সকল হয় সময় বশে, না বুঝে বিরসে, মান করেছে প্রাণপ্রায়সী ॥
ডাইনা — সখী বুঝেছি এ কাজে, সুসময় মিত্র যে, দুঃসময়ে সেও শত্রু হয়ঃ
ইহার আদর্শ চন্দ্র জ্যোতি, রিঙ্ক মধুর অতি, প্রীতিতে দেখে সুসময়ঃ
অসময় কেউ সুধায়না, জ্যোতির হ্রাস প্রীতি পায়না,
হায় হায় চোখ তুলে ফিরে চায় না, রাহুগ্রস্ত শশী ॥

বাদ — হায় ২, রাই হতে চন্দ্রাবলী হল কিসে বেশী ॥

ফুকার — রাই অনুরাগের চিহ্ন আমার প্রত্যক্ষ প্রমাণঃ বাঁশরী যন্ত্রে করি
রাধার গুণগানঃ যুক্তিতে উক্তি নয় তুচ্ছ, রাই যে আমার
উচ্চের উচ্চ, শিরে রাধানামের শিখিপুচ্ছ, চূড়ার উপর দিলেম স্থান ॥

মিল — চন্দ্রার ওপর টান ভাবিলে কেবল প্রমাণ ছাড়া,
মাত্র স্বভাব স্বগড়া করা, হয়ে প্রেমবিষেয়ী ॥

অন্তরা — কি ভাবলেম কি হল, সাধ না মিটিল, বিচ্ছেদ ঘটিল, না হতে মিলন ।
ভাসা কপাল যার, একে ঘটে আর, সে দশা আমার করি দরশন ॥
তুষিত চাতকের মিটাতে আবেগ, সহসা আকাশে সুসজ্জিত মেঘ,
আর দেখতে দেখতে কোথা, উড়ে গেল মেঘ,
বাড়িল উদ্বেগ বিনে বারি বরষণ ॥
কিশোরী বাম হল বলে বাঁশরীও নীরবঃ সহচরী যত, চতুরতায় রত,
যেন একমস্ত্রেতে দীক্ষিত সব । (কিশরী বাম হল বলে)
আর না পাই যদি সেই ব্রজ কিশোরীরেঃ প্রেম বহির্মুখ হয়ে কাজ
কি এ শরীরেঃ আমি ত্যজিব শরীর রাধা কুণ্ডলীরে,
অস্ত্রিমে পাই যেন রাধিকারমণ ॥

পরিচিতান — দুঃসহ রাধা বিরহ, কারো স্নেহ পেলেম নাকো আর ।
পাড়ন — প্রাণে বলে তবে, রাইকে যে মিলায়ে দিবে, বিনামূলে কিনা হব তার ॥
ফুকার — শয়নে স্বপনে ভাবি ধ্যানে রাধা মুরতি, রাই পদ নখে হারে চন্দ্রিমাজ্যোতিঃ
হায়, আয়ান বাসে থাকত যখন, হলদে পাখী দেখতেম তখন,

আমার কটিতটে পীতবসন, রাধিকা রূপের স্মৃতি ॥

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — বললে অমাবস্যার আঁধার নিশি, কেউ যদি কয় পৌর্ণমাসী,
কথা কি বিশ্বাস হয়ঃ বন্ধু সময়ওণে করতে হয় :
রাই করেছে কুতপন্যা, প্রেম করিয়ে ঘোর সমস্যা,
যেদিন রাধার কুঞ্জে অমাবস্যা, চন্দ্রার কুঞ্জে চন্দ্রোদয় ॥
- মিল — মর্ম বুঝে কর্ম করে হয় যদি সুজন, ওজন ছাড়া করলে ভোজন
ফল ফলে তার বিধময় ।
- মুখ — আবার বন্ধু ফিরে এসো, কোন সময় হলে সুসময় ॥
- ডাইনা — সুসময়ে মিত্র যোজন, শত্রু দুঃসময়,
কালের এ বিপরীত গতি অবশ্যই হয় :
তোমার দেখে দুঃ মতি, আমরা হলাম রাধার সাধী,
চন্দ্রা নূতন রসবতী, সেইখানে যাও রসময় ।
- ফুকার — বললে, রাই যে আমার উচ্চের উচ্চ, রাধা নামের শিখিপুচ্ছ,
মস্তকে করি ধারণঃ ওসব বাহিরের উপকরণ :
লম্পট যারা এ সংসারে, ফাঁক পেলেই চম্পট মারে,
একটু আদর পেলে কদর বাড়ে, দায় ঠেকিলে পায় ধরণ ॥
- ফুকার — বললে, আয়ান বাসে থাকতে যখন, হলদা পানী দেখতেম তখন,
সে ভাব থাকিত যদিঃ তবে লাগত কি সাধা সাধি :
মিলন কইরে দিতে পারি, কিরা কেটে বল হরি,
তুমি আর যদি যাও চন্দ্রার বাড়ী, চন্দ্রা তোমার বোনদিদি ॥

মিলন (চোখ ধরা) ১নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — রাধাকুণ্ডের তীরে, গিয়ে ধীরে ধীরে, শ্রীহরি কাদিয়ে বিহুল ।
- পাড়ন — কাঁপে ধর ধর, ভাবে অঙ্গ জরজর, অঝোরে করে নয়নজল ॥
- ফুকার — জানি কি স্মরি কিশোরী বিনে, বেজে উঠল হৃদয়বীণে,
চিন্তাতে হয়ে মগন, সঙ্গে নাই কো সখা সঙ্গীগণ :
এমন সময় হরিপ্রিয়ে, চুপি চুপি পাও ফেলিয়ে,
আস্তে ব্যস্তে হস্ত দিয়ে, চেপে ধরলে শ্যামের মুনয়ন ॥
- মিল — স্বকরে ধরিতে ও করে, করের কঙ্কন পৈল করে, বলে শ্যাম অনুমানি ।
- মুখ — সরল প্রাণে দিতে দাগা, কেগো তুমি এলে রমণী ॥
- ডাইনা — ময়ন মুদিয়ে কান্দিয়ে কান্দিয়ে, পরাণ ব্যক্তিযে থাকিঃ
ধ্যানের মুরতি প্রাণের আরতি, তুমি গো যুবতি সে কিঃ
নয়ন মুদিয়ে অধর ধরা, একি ধারা, নয়ন ছাড় বয়ন সেবিঃ
ওগো নয়ন — নইলে দাদা বলরামকে ডাকিঃ পরশে পশে অনঙ্গ,
আবেশে অবশ অঙ্গ, নির্জনে পুরুষের সঙ্গ, কে করে একাকিনী ।
- খাদ — কি মানসে পরপুরুষে ধরেছ ধনি ॥
- ফুকার — যেদিন নিভৃত নিকুঞ্জবনে, প্রাণের আধা রাধার সনে,
উভয়ের প্রথম মিলন : সেদিন শান্তি হল অতুলন :
সেদিন গেল রঙ্গরসে, যায় দিন কি আর ফিরে আসে,
আজ কেন তোমার পরশে, মন হয়েছে আমার সেই মতন ॥

- মিল — ধরলে কি হয় ধরা না দিলে, পাছে কেহ দেখতে পেলে, হবে গো কলঙ্কিনী।।
 অন্তরা — যদি তোমাকে দেখিবে, তবে মান করিবে রাইরূপসী।
 বুকিতে পারি না আমি, কেন তারে ভালবাসি।।
 একদিন চন্দ্রার অপবাদে, দুর্জয় মান করিল রাধে,
 সেই দিন হতে পদে পদে হয়েছি দোষী।।
- পরচিতান — করে চোখ ধরা ভান, কেড়ে নিতে চাও প্রাণ, মানবি কি মায়াবিনী।
 পাড়ন — তুমি কে গো বামা, রত্না কিম্বা তিলোত্তমা, কিবে সে ইন্দ্রের ইন্দ্রানী।।
 ফুকার — জানি জগতের রমণীগণে, চেয়ে নয়নে নয়নে, হানিয়ে কটাক্ষ বাণ :
 হরণ করে লয় পুরুষের প্রাণ : স্বীয় ভাব গোপনে রেখে,
 হস্ত দিয়ে চক্ষু ঢেকে, চোরের মত পাছে থেকে, কেন করিলে সন্ধান।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন গোবিন্দের প্রবন্ধ শুনে, বলে ইন্দুমুখী রাই।
 পাড়ন — থাকলে মনমিলনে মনের টান, তার জন্য তার কাঁদে প্রাণ,
 প্রাণের টানে এলেম তোমার ঠাই।।
- ফুকার — আমি শ্বাশুড়ী আর ননদীরে, এসেছি বঞ্চনা করে, জাল আনিবার
 করে ছলঃ তোমায় দেখব বলে নীলকমলঃ তুমি রাধাকুণ্ডের তীরে,
 ভাসিছ নয়ননীবে, তাহিতে আমি এলেম ধীরেধীরে, মোছাতে নয়নের জলে।।
- মিল — অলঙ্ক্য থাকিয়ে তোমার চক্ষে দিলেম হাত, চিনতে পারো নাই প্রাণনাথ,
 একি ভাবের প্রাদুর্ভাব।
- মুখ — মন দেহে সন্দেহ প্রচুর, হবে না দূর, সাধনার অভাব।।
 ডাইনা — আঁখি মুদে আছ বসে বললে কালাচানঃ রাধা চন্দ্রা দুইয়ের
 মধ্যে করে করো ধ্যানঃ যার ধ্যানে হয়েছ ব্রতী, আমি সেই
 ধ্যানের মুরতি, যাদুশী যার মনের গতি, তাদুশী তার সিদ্ধিলাভ।
- খাদ — মন শুণে ধন মিলিয়েছে, গিয়েছে অভাব।।
 ফুকার — বললে, মিলন হলে রাধার সনে, যে আনন্দ হত প্রাণে,
 আজ তেমন অঙ্গ অবশঃ পুরুষ চিরদিনই নারীর বশঃ
 গায় লাগিলে নারীর হস্ত, পুরুষের প্রাণ করে বাস্তব,
 যেদিন চন্দ্রার ঘরে চন্দ্র অন্ত, সেদিন ছিল কার পরশ?
- ফুকার — বললে চোরের মত পিছে থেকে, হস্ত দিয়ে চক্ষু ঢেকে,
 হানিলে কটাক্ষশর : নাকি তুমি হও রাধার নাগরঃ
 যার সঙ্গে যার চির চিনা, প্রাণান্তে হয় না অচিনা,
 দেখি চক্ষু চেপে চিন কি না, কেবা আপন কেবা পর।।

মিলন (চোখধরা) ২নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — বল্যে ভানুসূতা, করে চতুরতা, কৌশলে বুঝলে আমার মন।
 পাড়ন — এলে একাকিনী, সঙ্গে তোমার নাই রঙ্গিনী, সঙ্গিনী সহচরীগণ।।
 ফুকার — প্রিয়ে মনের গতি বহুদূরে, পলকে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে, পরের তরে প্রাণ হারাই :
 আগে জানলে কি প্রেম করতেম রাই : যখন তোমায় মনে ওঠে,
 কদমতলে বংশীবটে, কালিন্দী যমুনার ঘাটে, নিত্য যেন তোমার দেখা পাই।।
- মিল — ঘরে ফিরে বিনোদিনী, জানিবে কাল ননদিনী, আর দুর্জন শাশুড়ী।।
 মুখ — আশুন দিয়ে সুখের ঘরে, পাছে বা করে দেশান্তরী।।

- ডাইনা — শুনিগো শ্রবণে, আয়ান ভবনে, তোমার দুঃখেরি কথাঃ
নাইকো দরদী, ফেটে যায় হৃদি, কে বুঝে মরম ব্যথা :
শুনিগো আমার কারণ, জীবনে মরণ, সোনার বরণ— ২ হয়েছে কালি,
শাওড়ী ননদীর জ্বালায় সোনার বরণ হয়েছে কালি,
মনের ভাব রাখিয়ে মনে, সাধ্য সাধন সঙ্গোপনে,
শেষে যেন এক মরনে দুইজনে মরতে পারি।
- খাদ — বেশী কিছু যায়না বলা অবলা নারী।।
- ফুকার — আমরা এক প্রেমে দুইজনে সুখী, সেবার দাসী অষ্ট সখী, করিয়ে বস্তু নির্ণয়ঃ
তাজল জাতি কুল মান লজ্জা হয় : যে প্রেম ছিল সে গোলোকে,
প্রাপ্ত হয়ে নরলোকে, ইহলোকে পরলোকে জন্মমৃত্যু যেন বারণ হয়।।
- অন্তরা — প্রিয়ে যে প্রেমে আমায় ভুলালে, কোথায় পেলে এ প্রেমরতন।
যে বস্তু আমায় দিয়েছ, আমি কি তার জানি যতন।।
প্রথম দেখেছিলেম যে রূপ, ত্রিলোকে নাই রূপের স্বরূপ,
সেই রূপে আজ ধরলে যে রূপ, এই ধরা জনমের মতন।।
- পরচিতান — কেবল ভাঙ্গন গড়ন, প্রেমের এই কি ধরণ, অনুক্ষণ মনেতে ভাবি।
- পাড়ন — যখন জন্ম ধরি, কেউ যদি কার আগে মরি, কে দিবে এই প্রেমের দাবী।।
- ফুকার — আগে জানতেন না প্রেম বলে কবে, কি স্বার্থে পিরীতি করে, প্রেমের গুরু তুমি রাই :
আমি তোমার কাছে শিক্ষা পাই : শিব হয়েছে জীবের গুরু,
আমি কৃষ্ণ শিবের গুরু, তুমি রাখে আমার গুরু, তোমার কিগো গুরু নাই।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — আবার বন্ধুর বাক্য করে লক্ষ্য, রাখার নয়নে ধারা।
- পাড়ন — আমি পরাশ্রিতা জানো তাই, সুযোগ পেলে আসি যাই,
চলার যো নাই, তাদের মত ছাড়া।।
- ফুকার — বললে, যখন তোমায় মনে ওঠে, কালিন্দী যমুনার ঘাটে,
তখন যেন দেখা হয়ঃ বন্ধু ধরে বলি দুটি পায়ঃ শাওড়ী ননদী বৈরী,
সময়মত আসতে নারি, তুমি তাই বলে উপেক্ষা করি, যেও নাকো চন্দ্রালয়।
- মিল — রূপে ভুলে জাতিকুলে দিয়েছি কালি, এখন যদি বনমালী, চরণে ঠেল আমায়।
- মুখ — মনের আগুন জ্বলবে ত্রিগুণ, জীবন রাখা আমার হবে দায়।।
- ডাইনা — শাওড়ী ননদী আমায় জ্বালায় দিনরাত্রঃ জ্বালা নয় সে গলার মালা
চিন্তা নাই মাত্রঃ প্রাণের জ্বালা রেখে প্রাণে, প্রেম করিব সঙ্গোপনে,
বন পুড়িলে দাবাওনে, চন্দনে গন্ধ বিলায়।
- ফুকার — বললে, সাধ্য সাধন সঙ্গোপনে, শেষে যেন এক মরনে
দুজনে মরি সুখেঃ তুমি ভালোবাস চন্দ্রাকেঃ চন্দ্রার সঙ্গে পিরীত করো,
দুই পিরীতে সদাই ঘোর, যদি আমার সঙ্গে তুমি মরো, চন্দ্রার সঙ্গে মরবে কে?
- ফুকার — বললে, আমি হলেম শিবের গুরু, তুমি রাখে আমার গুরু,
তোমার কি গুরুর অভাবঃ তুমি স্বরূপ আমি মহাভাবঃ
ও-কারে গোবিন্দ কৃপা, রু-কারেতে রাইস্বরূপা,
শিষ্যে যুগলে জপে অজপা, গুরুকৃপা করে লাভ।।

মিলন (পাশাখেলা) ১নং

উমেশ শীল (বরিশাল)

- চিতান — বসে শ্যামের সনে একাসনে, মনমিলনে সন্মিলনে,
আনন্দিত হয়ে মনে, পাশা খেলে রহি।
- পাড়ন — বন্ধু! তোমার ছক্কা আমার পাঞ্জা, দানে পাওয়া যাবে পাঞ্জা,
সাক্ষী থাকিবে কুলজা, দেখিবে সবাই।।
- ফুকার — তখন সখীগণ মধ্যস্থ রেখে কৃষ্ণ গুণাধার;
খেলে উভয় মিলে পাশাখেলা আনন্দ অপার। হয় —
রাই বলে, হে প্রাণমাধব, হারিলে গলার হার দিব,
জিনিলে মুরলী নিব, প্রতিজ্ঞা আমার।।
- মিল — পাশাখেলায় হারল হরি, মরি কি আজওবি,
ব্যঙ্গ করে রঙ্গদেবী, শ্যামের প্রতি ডেকে কয়।
- মুখ — বল বল বংশীবদন, কেন তোমার বিরস বদন,
কি দুঃখে আজ কর রোদন, বাঁকা রসময়।।
- ডাইনা — খেলিতে এসেছ পাশা, দান পড়ে না ভগ্নদশা,
গেল তোমার সকল আশা, হলে বন্ধু অপমান।
ছিঃ ছিঃ নাগর একি করলে, নারীর সনে খেলায় হারলে,
কোন লাজে আজ এ গোকুলে, মুখ দেখাবে কালাচাঁন।।
গেল তোমার জাঁকদারী সব, রাই নিল মুরলী,
দিয়ে সখীগণে করতালি, বলে রাধারানীর জয়।
- খাদ — ভাবিলে কি হবে বন্ধু, বিপদ মন্দ নয়।।
- ফুকার — তোমার বাঁশীর সনে হাসি গেল লজ্জাতে মরি,
যেমন চোরের বুদ্ধি সিঁধকাঠিতে, ভেবেছ হরি। হয়—
বল বল কমলাঁখি, কেন ছল ছল আঁখি,
নুনের জাহাজ ডুবল নাকি, বুদ্ধিতে নারি।।
- অন্তরা — আর বাঁশরী পাবে না কানাই।
এখন বাঁশরী বিহনে, শিক্ষা করে যতনে,
বনে গিয়ে বাজাও সানাই।।
ব্রজের যত ব্রজনারী, শোনে কুলনাশা বাঁশের বাঁশরী,
কুলবধুর গিয়াছে বালাই।
তুমি যারে ভালবাসিতে, বাঁশীতে নাম সাধিতে,
বামেতে আর বসবে না রাই।।
- পরচিতান— বন্ধু, নারীর সনে খেলায় হেরে, দাগ লেগেছে হাড়ে হাড়ে,
এখন আর দোষ দিবে কারে, পাপের প্রতিফল।
- পাড়ন — তুমি জান না কি পাপের গাছে, সাপেতে বাসা করেছে,
তাইতে এ বাঁশী গিয়াছে, বাঁকা নীলকমল।।
- ফুকার — তুমি কাদলে আর বাঁশী পাবে না, ওহে কালাচাঁন;
আছে তোমার ঐ বাঁশের নমুনা, করি অনুমান। হয়—
রামাধরে গিয়ে দেখি, যদি না পোড়ায় থাকি,
পেলে সে বাঁশ কমলাঁখি, তোমায় করব দান।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী)

- চিতান — শুনে রঙ্গদেবীর বাসবাবী কৃষ্ণ গুণমণি কয়।
 পাড়ন — বসলে পাশাখেলা খেলিতে, হেলিতে আর দুলিতে,
 ললিতাদি সখী সমুদয়।।
- ফুকার — বড় আশা করে খেলে পাশা, পাশায় ভাঙল আশার বাসা,
 ভালবাসার বাঁশী যায়: তাতে ভালবাসা কিসে যায়।
 উভয় পক্ষে পাশাপাশি, পাশাখেলায় যখন বসি,
 দেখি তোমরা করে হাসাহাসি, একে পড় অন্যের গায়।।
- মিল — পাঞ্জা ছকা প্রতিজ্ঞাতে পাশা খেলেছি,
 নিজ ইচ্ছায় পাশা ঢেলেছি, বিধুমুখীর মুখ দেখি।
- মুখ — শ্রীরাদিকার হাসির কাছে, বাঁশী আমার বেশী হল কি।।
- ডাইনা — পাঞ্জা পেল রাজপুতলী বলিস রাধার জয়:
 তোদের সঙ্গে আমিও বলি, নুতন অভিনয়।
 ছকা ফেলতে নাহি পারলেম, নিজের ইচ্ছায় বাঁশী ছাড়লেম,
 যার কাছে সর্বস্ব হারলেম, বাঁশী এত বেশী কি।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে হয়েছি দুখী।।
- ফুকার — বললে, কেন ছলছল আঁখি, নুনের জাহাজ ডুবল নাকি,
 নাকি ও কি হয়েছে: কেউ কি কোন মন্দ করেছে।
 ভেবে প্রেমসাগরের বারি, আশা করে যাত্রা করি,
 আমার নুনের জাহাজ রাহিকিশোরী, মান-সাগরে ডুবেছে।।
- ফুকার — বললে, বাঁশ পেয়েছে রান্নার কালে, আগুন দিয়ে না পোড়ালে,
 সে বাঁশ তোমায় দিব শ্যাম: তোদের খারাপ হবে পরিণাম।
 খেলায় হলেন বাঁশী হারা, তাতে কি গো হাসি ছাড়া,
 না হয় অন্য হতে বাঁশী ছাড়া, ইসারায় সারাব কাম।।
- ফুকার — বললে, বাঁশ পেয়েছ রান্নাকালে, আগুন দিয়ে না পোড়ালে,
 তোমায় দিব রসময়: তাতে তোদেরই হয় বিধময়।
 খেলা গিয়েছে এক বাজি, তাতে নাইকো ধাম্মাবাজি,
 আমি বাঁশী দিলেন হয়ে রাজী, বাঁশী ত গজ-বাজী নয়।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন রঙ্গদেবীর বাস শুনে, বলে ত্রিভঙ্গ কানাই।
- পাড়ন — তোরা বাধাইয়ে নটখটি, পাকালি কাঁচা গুটি,
 খেলার কুটি আমার কিছু নাই।।
- ফুকার — খেলতে রাধার সঙ্গে পাশাখেলা, তোরা যত ব্রজবালা,
 আমার পক্ষে নাইকো কেউ: সাজলি লাল বাঘিনীর পালের কেউ:
 আমি খেলাই সোজাসুজি, কপটতা তোদের পুজি,
 আমার মনে বলে তোরা বুঝি, কাল শকুনীর শালা বৌ।।
- ফুকার — বললে, বল বল কমলাখি, নুনের জাহাজ ডুবলো নাকি,
 কি দুখে আঁখি ঝরে: জাহাজ ডোবে নাই ধোঁকায় পড়ে,
 অষ্ট সখী আট খালাসী, সারেং হয়ে রাই রূপসী,
 জাহাজ পথ ভুলে বিপথে আসি, ঠেকালো ঠেকের চরে।।

- মিল — 'প' বারো সতের তের পড়িলে ছকে, তোরা রাধার পক্ষে থেকে,
আমাকে ঠকাতে চাও,
- মুখ — আমাকে মেলে ফাঁকতালে, তালে তালে করতাল বাজাও ॥
- ডাইনা — নারীর সনে পাশাখেলায় হলেম অপমানঃ
জানো নাকি এ সংসারে প্রকৃতি প্রধানঃ শুণ বিচারে শ্রেষ্ঠা নারি, জগৎ হয়ে আমি হারি,
সাধ করে কি ত্রিপুরারি বন্ধে রাখেন নারীর পাও ।
- খাদ — ভাব না বুঝে মিছে মিছে আমায় মন্দ কও ।
- ফুকার — বললে বাঁশীহারা হয়ে কানাই, এখন কি বাজাবে সানাই,
রাই করেছে বাঁশী জয় : সখী জয় না রাধার পারাজয়ঃ
আসিলে গভীরা নিশি, আপনি বেজে উঠবে বাঁশী,
বাঁশী ফেলে দিবে রাইরূপসী, কালকুটিলা মাসীর ভয় ॥
- ফুকার — বললে চোরের বুদ্ধি সিঁধকাঠিতে, পারবেনা আর সিঁধকাঠিতে,
সিঁধকাঠি হারায়েছেঃ আমার বুদ্ধির গোড়া ঠিক আছেঃ
তোরা যত গোপনারী, চোরের বৌ বাটপারের হাড়ি,
আবার চুরি বিদ্যার কারিকুরি শিখিব তোদের কাছে ॥
- ফুকার — বললে, রামাঘরে গিয়ে দেখি, যদি না পোড়ায় থাকি,
সে বাঁশীর দেব এনেঃ নিলি রামাঘরে কোন জানেঃ
যে বাঁশীর স্বর ভালোবাসি, হর ব্রহ্মা হয় উদাসী,
এমন রাধানামে সাধা বাঁশী, ছোঁবে কি তা আওনে ॥

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — তখন রঙ্গদেবীর বাক্য শুনে বলে শ্যামরায় ।
- পাড়ন — তুমি শুনগো রঙ্গদেবী, কথা বললে আজগুবি,
মনে ভাবি এ কি নিরুপায় ॥
- ফুকার — খেললেম রাধার সনে আশার পাশা, দান পড়ে না ভগ্নাদশ,
তবু রাধে হয় বিমুখ : আমি তাতেও ভাবিনে দুখ :
রাখিতে পিরীতি রতি, খেলা খেলি নিতি নিতি,
এই যে একবার হারি একবার জিতি, পিরীতির মজা ঐটুক ॥
- মিল — তোরা আমায় লজ্জা দিবি, বুঝলেম প্রত্যক্ষে,
সবাই গেলি রাধার পক্ষে, তাইতে দুঃখ পেয়েছি ।
- মুখে — শুন ওগো রঙ্গদেবী, ব্যঙ্গ বাক্য বইল না ছি ছি ॥
- ডাইনা — আবার বললে কেন আমার বিরস বদন,
দেখে তোদের চতুরতা অন্তরে বেদন :
আমার যদি হয় আঠার, তোরা বলিস কচ্ছয় বার,
আয়ু থাকতে প্রাণে মার, খেলায় হেরে কান্দতেছি ।
- খাদ — আর একটি কথা শুনে অবাক হইয়েছি ।
- ফুকার — বললে, বল বল কমলাখি, নুনের জাহাজ ডুবল না কি,
জাহাজ ডুবে নাই কখনঃ তোরা এই জাহাজের কথা শোন :
ডুবলে মধুর প্রেমসাগরে, নুন বিকাত চিনির দরে,
জাহাজ ঠেকেছে কুযুক্তির চরে, কান্না করি সেই কারণ ॥
- ফুকার — বললে, আর বাঁশী পাবে না কানাই, বনে গিয়ে বাজাও সানাই,

সানাইর মধ্যে সা-সুর নাই: আমি কেমনে মনকে মানাই :
বাঁশী বলে রাধা বুলি, সে বুলি কেমনে ভুলি,
নইলে যদি চন্দ্রাবলী বলি, তবেই বাঁশী দিবে রাই।।

ফুকার — বললে রামাঘরে গিয়ে দেখি, যদি না পোড়ায়ে থাকি,
বাঁশীর বাঁশ করিব দান আমায় না দিলেও নাই লোকসান :
মধুর প্রেমে আমি পোড়া, রাধা নামে বাঁশী পোড়া,
এখন পোড়া বস্তু দিলে পোড়া, পুড়বে তোদের মনপ্রাণ।।

ফুকার — বললে, রামাঘরে গিয়ে দেখি, যদি না পোড়ায়ে থাকি।
বাঁশীর বাঁশ কইরব অর্পণ: যেন অন্ধকে দেখাইস দর্পণ:
বাঁশীর ওণে ব্রজবাসে, ব্রজবাসী ভালবাসে,
ওসে বাঁশী বিনে শুধু বাঁশে, ভুলবে কি গোপীকার মন।।

মিলন (পাশাখেলা) ২নং উমেশ শীল

চিতান — বললে তোমার বাঁশী তুমি পাবে, কুলবধু ভুলাইবে,
রাই বলে বাঁশী বাজাবে, বাঁমে বসবে রাই।

পাড়ন — তুমি কইর না আর বাঁশীর আশা, পূর্ণ হবে না আশা,
পাবে না রাইর ভালবাসা, আশার মুখে ছাই।।

ফুকার — তোমায় পাপগ্রহে ধরেছে হরি বিপদবারণ,
তুমি কার সঙ্গে কি করলে কোথায় পড়ে কি স্বরণ : হায় হায়
যদি শ্যাম মুরলী ধর, শুন হে মুরলীধর,
নিজ দাসীর কথা ধর, কর চন্দ্রায়ন।।

মিল — গর্ব করলে খর্ব হবে স্বতঃসিদ্ধ কথা,
কইর না বাঁশীর মমতা, সত্য বলি পীতবাস।

মুখ — বাঁশী বাজত এতদিনে, সে আশা নাই ভাবি মনে,
আর হবে না বৃন্দাবনে, সোল স্থলন আর রাস।।

ডাইনা — অষ্ট সখীর অষ্ট গ্রহ, শ্রীরাধিকা গুরুগ্রহ,
বক্রগ্রহ নবগ্রহ, কুপগ্রহ লেগেছে:
পাপগ্রহ খণ্ডিবে তোমার, গ্রহপূজার কর সঞ্চার,
বাঁশী পাবে শ্যাম গুণাধার, সুমঙ্গল হবে পাছে:
নবগ্রহের পূজা কর দাসীর কথা নিয়ে,
গেলে গ্রহ বক্র হয়ে, সমূলে হবে বিনাশ।

খাদ — মনে কইর না বন্ধু, করি উপহাস।।

ফুকার — তোমার বাঁশীর প্রতি শাপ দিয়েছে যত কুলজায়,
ছিঃ ছিঃ কুলনাশা বাঁশের বাঁশরী, কুলজা মজায় : হায় হায়
আমরা তো শ্যাম মরি লজ্জায়, পড়েছ হে ধরাশয়্যায়,
বাঁশী গেল পাপের পূজায়, চূড়া যাবে দক্ষিনায়।।

অস্তরা — নাগর হে, আর কয় বাজি খেল কালাঠান।
ত্রেমার গেল গেল এ বাজি, দাসীর কথায় হও রাজি, ভেবনা হে অপমান।।
দেখব বন্ধু এ বাজিতে, হায় হায় কেবা হারে কেবা জিতে গো শ্যাম,
আমরা বলব রাধারানীর জয়গান।
এখন হ্য চন্দ্রা হ্য চন্দ্রা বলে, পাশা খেল কুতূহলে, আশায় ধর পাশার দান।।

পরচিতান— বন্ধু ধর্মে আর সহিবে কত, কর্ম করলে অসঙ্গত,
বাঁশী গেল জন্মের মত, উপায় কি হবে।

পাড়ন — যেমন নলের দশা তোমার দশা, পাশায় ভাঙল আশার বাসা,
এসব তোমার গ্রহদশা, দেখেছি ভেবে।।

ফুকার — বন্ধু, বাঁশী হারা হয়ে বড় লজ্জায় পড়েছ,
বাঁশীর চিত্তায় চিতার কাঠ মূর্তি ধইরেছ : হায় হায়
তোমার যেমন বাঁশীর কণ্ঠ, মোদের ব্রজবাসীর কণ্ঠ,
হারায়ে এক বাঁশীর কাঠ, কত কণ্ঠ বুঝতেছ।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

ফুকার — বললে, মুরলীধর তোমায় বলি, পেতে যদি চাও মুরলী,
চন্দ্রায়ন করো এখন: কেন মিছে করিস জ্বালাতন :
চন্দ্রার দোষে চন্দ্রমুখী: চন্দ্রায়ন করায়, সখী,
নিল পিরীতির কবুলিয়ৎ লিখি, আবার কিসের চন্দ্রায়ন।।

ফুকার — বললে, শাপ দিয়েছে সব কুলজায়, বাঁশী গেল পাপের পুজায়,
দক্ষিণায় চূড়া নিবি: তবে কি দেখতে বনে যাবি:
বাঁশী বৈ চলবেনা গো-পাল, হবে তোদের পোড়া কপাল,
চূড়া বাঁশী ছাড়া নাড়া গোপাল, দেখে কি আর সুখ পাবি।।

ফুকার — বললে তুলতে নারি বাঁশীর কণ্ঠ, হারা হয়ে বাঁশী কাণ্ঠ,
ফাঁসিকাণ্ঠে তুলে রই: আমি সেই ফাঁসির প্রত্যাশী হই:
সাধ করে পরেছি আসি, রাধারানীর প্রেমের ফাঁসি,
যেন টিল পড়ে না ফাঁসির রশি, টানে টানে রাখিস সই।

ডাইনা — নবগ্রহের পূজা দিতে বলেছিস আমায়,
কি দিয়ে বা পূজা করি আয়োজন কোথায় :
তোরা দে কুচের নৈবেদ্য, তুলসী দিয়ে করে শুদ্ধ
হাতে ধরে আমি অদ্য, গ্রহপূজার ভোগ লাগাই।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

চিতান — মিছে বল করিয়ে ছেলের কথায়, আমায় করিস অনুযোগ।

পাড়ন — হায় হায় কি করি আর কোথায় যাই, কিসে তোদের মন মজাই,
ভাবতেছি তাই, একি কর্মভোগ।।

ফুকার — বললে, যদি আজ মুরলীধর, নিজ দাসীর কথা ধর,
চন্দ্রায়ন কর না শ্যাম: আমার নাই কোন চন্দ্রায়নের কাম:
স্বীকার করি চরণ ধরতে, পারি না চন্দ্রায়ণ করতে,
লিখলেম সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত সারতে, রাধার পদে কৃষ্ণ নাম।।

মিল — শ্রীরাধা বিমুখী হলে ওগো সাজনী, কি দিবা কিবা রজনী,
কিসের সোম কিসের মঙ্গল।

মুখ — রাধা আমার অঙ্গের আধা, সে বিনে সই সবই অমঙ্গল।।

ডাইনা — অষ্ট গ্রহ অষ্ট সখী করে যুক্তি:
ওরুগ্রহ রাধায় করলি অষ্টমে স্থিতি:
সৌভাগ্য দৈবজ্ঞ যবে, প্রেমপ্রতিমার পূজায় রবে,
সব গ্রহ নিগ্রহ বিগ্রহ হবে, নিলে মিলন শান্তিজন।

- খাদ — আর একটি কথা শুনে চিত্ত সচঞ্চল।।
- ফুকার — বললে, পড়লে বন্ধু ধরাশয্যায়, বাঁশী গেল পাপের পূজায়,
চূড়া যাবে দক্ষিণে: তোদের ওসব কথা লক্ষিণে :
নিভৃত নিকুঞ্জ ধামে, গেলে যুগল সেবার কামে,
তখন রাধাকে বসায় বামে, আমাকে দিস দক্ষিণে।।
- ফুকার — বললে, হারায় এক বাঁশীর কাষ্ঠ, মনে তোমার কত কষ্ট,
ফাঁসীর কাঠেতে খোল: কেন বিচ্ছেদের আগুন জ্বাল:
ভাসা পিরীত জোড়া দিয়ে, কাজ কি নিত্য পোড়া দিয়ে,
আমায় তিলে তিলে পোড়ার চেয়ে, একদিনের পোড়া ভাল।।

মিলন (বাঁশী) ১নং উমেশ শীল

- চিতান — শুনে বংশীর ধ্বনি রাধে, রাধে প্রেমবিবাদে, উদয় নিকুঞ্জবন।
- পাড়ন — শ্যামের বামে রাই বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
রাধে শ্যাম অঙ্গ পরশিয়া, প্রেমামোদে মগন।।
- ফুকার — বন্ধু শুনে তোমার বংশীধ্বনি, ছুটে এলাম একাকিনী,
শুনমণি দেখিতে তোমায়: তোমাকে না দেখে আমার প্রাণ যায় :
হায় হায়, কি ধ্বনি মধুর বাঁশীর স্বর, তুচ্ছ করে কোকিলের স্বর,
এমন প্রাণমুগ্ধ করা বাঁশীর স্বর, বল কে দিল তোমায়।।
- ছাড় — কেন বাঁশী ভালবাসি শ্যাম, বাঁশী শুনে বনে এলাম, আশ্বহারা হয়েছি।
- ধূয়া — যার বাঁশী তার প্রেমপ্রভাশী, প্রেমের ফাঁসী গলে পরেছি।।
- ডাইনা — দেখিলেও প্রাণে মরি, না দেখলেও মরি মরি, বৃকতে নারি ওহে চিকনকাল:
তোমার কি গুণ জানে বাঁশের বাঁশী, কি মধু ভরা এ বাঁশী,
কেন এত ভালবাসি বল :
থাকতে ভালবাসার বাঁশী, কেন ভালবাসি পীতবাসে—
আর যাবনা আয়ান বাসে, বিদায় হয়ে এসেছি।
- খাদ — আর কোথায় পালাবে বন্ধু, তোমায় ধরেছি।।
- ফুকার — বন্ধু, বাঁশীতে ভরিয়ে মধু, ভূলাও কুলের কুলবধু,
বাঁশের বাঁশী কি যাদু জানে: কুলজার কুল মজায় বাঁশীর তানে :
হায় হায়, দূরে থেকে বাজাও বাঁশী, কেন এত ভালবাসি,
তোমার কি গুণ জানে বাঁশের বাঁশী, কেন প্রাণ ধরে টানে।।
- অন্তরা — তোমার বাঁশী শুনে আসি কাননে, কুল মান ত্যাগ করিয়া।
বাঁশী নিদাগেতে দাগ লাগাইয়া, প্রাণ নিতে চায় কাড়িয়া।।
তোমায় দিলাম জাতি কুল মান, তবু তোমায় পেলেম না কালাটান,
কদমতলাতে পাতিয়া প্রেমের ফাঁন, দেখা দিয়ে যাও সরিয়া।।
- পরচিতান — কেন রাখলে আয়ান বাসে, সে কি ভালবাসে, বন্ধু তোমার মতো।
- পাড়ন — জ্বালায় কুটিলা আর জটিলা, দিনরাত্র দুই বেলা,
কারো কাছে যায় না বলা, জ্বালা সহিব কত।।
- ফুকার — বাঁশীর কোন্ রক্তে সাধা কার নাম, সপ্ত সুরে বাজাও শ্যাম,
বাঁশীতে কি মধু ভরেছে: কোন গুণে কি জেনে তারে ধরেছ :
সারত্রিসার মধ্যম গাঙ্গার, কোন্ রক্তে কে করে বিহার,
তুমি করে করে গুরু স্বীকার, বাঁশী শিক্ষা করেছ।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন শ্যামপ্রিয়সীর বাক্য শুনে, দুঃখ বলে শ্যামরায়।
 পাড়ন — হল সুখের নিশি অবসান, বিদায় দিতে কাদে প্রাণ,
 হলেন পাষণ কর্তব্য বিধায়।।
- ফুকার — রাখে, নিভৃত নিকুঞ্জবনে, নিত্য আস সঙ্গোপনে,
 বাঁশীর তালে ডুলিয়া : থাকি দুই অঙ্গেতে মিলিয়াঃ
 গুপ্ত প্রেমে তৃপ্তি যত, খোলা প্রেমে হয় না তত,
 রাখে বৃন্তচ্যুত ফুলের মত, আপনি পড়বে ঢলিয়া।
- মিল — লোক হাসায়ে কুল ভাসায়ে কিবা প্রয়োজন,
 ঘরে ফিরে যাওগো এখন, দীনমগি উঠলো ঐ।
- মুখ — না জাগিতে প্রতিবেশী, ঘরে ফিরে যাওগো প্রেমময়ী।।
- ডাইনা — আর যাবে না আয়ানবাসে বললে কিগো রাইঃ সাধ করে কি
 আয়ানবাসে তোমারে পাঠাইঃ নিজের ভার্য্যা পরকে দিয়া,
 সাধন করি পরকীয়া, না হলে আয়ানের প্রিয়া, পরকীয়া থাকে কই?
- ফুকার — বললে বাঁশীতে ভরিয়ে মধু, ডুলাও কুলের কুলবধু,
 আমি শুনে পাগল হইঃ সে তো বাঁশীর দোষ নয় রসময়ীঃ
 শ্রবণে যার সুধার খনি, মিষ্টি লাগে বংশী ধ্বনি,
 তোমার শাওড়ী আর ননদিনীঃ বাঁশী শুনে ভোলে কই।।
- ফুকার — বললে, ষড়্জ ঋষভ গাঙ্কারাদি, কোন সুরেতে বাঁশী সাধি,
 তোমার পতি আয়ান ঘোষঃ আমার বাঁশী শুনে করে রোষঃ
 ঋষভের 'রা' ধৈবতের 'ধা', বাঁশরীতে সাধি সদা,
 কেবল তুমি শোন রাধা রাধা, তানের দোষ না কানের দোষ।।
- ফুকার — বললে, কোন রঞ্জেতে কি নাম ধরে, কারে গুরু স্বীকার করে,
 নিঃস্বর্জনে বাঁশী সাধিঃ আমার ইষ্ট মস্ত্রে সমাধিঃ
 দীক্ষা আমার রাধা মস্ত্রে, শিক্ষা আমার রাধা তস্ত্রে
 তাহিতে সপ্তসুরে বাঁশীযস্ত্রে, "রাধা" ইষ্টমস্ত্র আরাধি।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — শুনে রসময়ী রাধার বাক্য, কৃষ্ণ রসময় বলে।
- পাড়ন — তোমায় পাব বলে কিশোরী, শিক্ষা করলেম বাঁশরী,
 আমি হরি এলেম গোকুলে।।
- পুকার — শুনে প্রেমের অংশী বংশীধ্বনি, বনে এলে একাকিনী,
 দেখবে বলে আমারেঃ আমার প্রাণ কাদে তোমার তরেঃ
 আমি টানি বাঁশীর তানে, তুমি টান প্রাণের টানে,
 যদি দুই দিকে না সমান টানে, তবে কি গো টান পড়ে।।
- মিল — নিত্য বল বিনামূলে হইয়েছি কিনা, ডাকলে কাছে আস কিনা,
 তার পরীক্ষা করিলাম।
- মুখ — বলে না আর অন্য বুলি, বাঁশী সাধা মধুর রাধানাম।।
- ডাইনা — কার কাছে পেয়েছি বাঁশী বলিতে ডরাই,
 যশোদার সূতিকাগারে দিয়েছে বড়াই :
 উদারা মুদারা তারা, তিন গ্রাম এই বাঁশীতে ডরা,

- শব্দ শোনে যারা যারা, রইতে নারে ব্রজধাম।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে অবাক হইলাম।।
- ফুকার — বললে, যার দাসী এলেম তার পাশে, আর যাবনা আয়ানবাসে,
বললে কি রাইরুপসীঃ শুনে সমাজে হবে দোষীঃ
মাঝে মাঝে যাওয়া আসা, তাকে বলে ভালবাসা,
নিত্য থাকলে রয়না নেশা, শুণ্ডপ্রেমে সুখ বেশী।।
- ফুকার — বললে, বাঁশীতে ভরা কি মধু, ভুলাও যত কুলবধু,
অটলকে কর টলঃ প্রিয়ে এই কথা বল বিফলঃ
পেলে মধুর প্রেমের রতি, ঠিক থাকে না মতিগতি,
তাইতে সতীগণে তাজে পতি, উজান বয় যমুনার জল।।
- ফুকার — বললে, কোন্ রক্তে সাধা কি নাম, আমাকে বল বাঁকাশ্যামঃ
শুন গো রাধারানীঃ তুমি জাননা আমি জানিঃ
হতে মধুর প্রেমের পাত্র, গোকুলে হই নন্দের পুত্র,
বাঁশীর সগু রক্তে সাধা মাত্র, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি।।

মিলন (বাঁশী) ২নং

জবাব—হরিচরণ সরকার
গান—উমেশ শীল

- চিতান — কেন প্রাণাধিকে শ্রীরাধিকে, ভাসতেছ নয়নজলে।
- পাড়ন — ওগো পিরীতি অমূল্য ধন, আগে না করলে যতন,
অযতনে রতন কি মিলে।।
- ফুকার — বললে, আর আমি খাবনা কুলে, কুল মিশালেম তোমার কুলে,
প্রাণবদ্ধ কেলেসোনাঃ শুনে লোকে যেন হাসে নাঃ
সদা থেক গৃহকাজে, ভাল বলবে লোকসমাজে,
এসে ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে, পূর্ণ কইরো বাসনা।।
- মিল — সদা কেন রাধা বইলে বাজে এ বাঁশী,
জানে যত ব্রজবাসী, তুমি কে আর আমি কে।
- সুখ — নারী জন্মের মত জন্ম, এমন কি আর আছে ত্রিলোকে।।
- ডাইনা — নারীকুলে কইরবে না আর জনম গ্রহণ,
নারীর তত্ত্ব ওগো প্যারী পড়েনা স্বরণঃ
তত্ত্ব জেনে শূলপাণি, নারীর সাধন করেন তিনি,
বন্ধে রাখেন দাফায়ণী, সুরধুনী মস্তকে।
- খাদ — আরও একটি কথা শুনে মরে যাই দুখে।।
- ফুকার — বললে, তুমি পুরুষ আমি নারী, কইতে নারি সইতে নারি,
নারীর বেদন জানলে কইঃ আমি ফিরে যদি জন্ম লইঃ
দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে, ভাবকান্দি অঙ্গেতে নিয়ে,
প্রিয়ে তোমাকে পুরুষ বানায়ে, আমি যেন নারী হই।।
- ফুকার — বললে, তোমাকে যদি না পাব, কপালে অঞ্জলি দিব,
শুন শুন প্রাণেশ্বরঃ আমায় ভাববে আপন দেখবে পরঃ
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্য, যত্র পুরী বৃন্দারণ্য,
তোমার এই প্রেমে অঞ্জলি শূন্য, যাবত চন্দ্র দিবাকর।।

মিলন (চোখ ধরা) ১নং দুর্গাচরণ সরকার (ত্রিপুরা)

- চিতান — একদিন প্রাণবল্লভের আসার আশে, নিভৃত নিকুঞ্জে এসে,
বিনোদিনী ভাবসে বসে, অধোবদনে।
- পাড়ন — তখন শ্রীনন্দের নন্দন হরি, নন্দ ভবন পরিহরি,
বলে প্রাণেশ্বরী রাহিকিশোরী, চললেন বিপিনে।।
- ফুকার — বনের পশুপাখি সব সকলি নীরব, শ্রমি সব করে বিশ্রাম :
হেথা ভাবে বিনোদিনী, বন্ধু গুণমণি, দুখিনীরে হল বাম : হায়—
বিরহ যাতনা কত না যে বুকে, বিধুমুখী বসে ভাবে অধোমুখে,
তখন আস্তে ব্যস্তে এসে হস্ত দিয়ে চোখে, পিছনে বসিল শ্যাম।।
- ছাড় — তখন বিচলিতা রাই শ্রীমতী, বলে সে অচিনার প্রতি,
হয়ে অতিশয় বিস্ময়।
- ধূয়া — কে তুমি পুরুষ না নারী, তোমাকে চিনিতে নারি,
কইতে নারি সইরে নারি—দাও হে পরিচয়।।
- ডাইনা — নবজলধর আশে, চাতকিনী আছি বসে,
প্রেমপিয়াসে মরি মরি।
কেন দু'করে চাপিলে আঁখি, নয়ন ছাড় বয়ন দেখি,
বুঝতে নারি এ কি ছলচাতুরী।।
হতো যদি নারীজাতি, বুঝতো শ্যাম নারীর রীতি,
স্বার্থপর পুরুষের জাতি, নাহি সে কলঙ্কের ভয়।
- কাদ — কি উদ্দেশে কি মানসে, এলে এ সময়।।
- ফুকার — আমি ফুকারি কাদিতে, নারি কোন মতে, ঘরে শাওড়ী ননদী :
তাইতে সূজনে কুজনে, কেহ নাহি জানে, নির্জনে বসিয়ে কাদি : হায়—
দুর্বলা অবলার আছে কি সম্বল, বন্ধুর জন্য কেঁদে ফেলি আঁখির জল,
কেন চক্ষে দিলে ঢাকা ও করকমল, কে তুমি হলে প্রতিবাদী।।
- অন্তরা — কে তুমি! তোমায় আমি চিনিতে নারি।
একদিন সঙ্কেত কানন আসিতে, বলেছিলে নিশিতে, কুল লজ্জা পাসরি।।
এল না এল না কালা, দূরহ বিরহ জ্বালা, সইতে নারি অবলা নারী।
আমি বসে কাদি বিরসে, কেন তোমার পরশে, আমার অঙ্গ উঠল শিহরি।।
- পরচিতান— বন্ধুর অদর্শনে যে বিপদ, এক মুখে আর বলব কত,
মণিহারা ফণীর মত, পথ পানে চাই।
- পাড়ন — আমি কি ভাবিলেম হল বা কি, সত্য বল কমলআঁখি,
না না ছিঃ ছিঃ, কারে কি ওধাই।।
- ফুকার — আমি থাকিয়ে ভবনে, গুনিয়ে শ্রবণে, বন্ধুর মোহন বাঁশী :
এলেম ত্বরিত গমনে, নিকুঞ্জকাননে, কুল লজ্জা বিনাশি : হায়—
অকুল পাথারে পাব বলে কুল, ছাড়লেম সতীকুল ছাড়লেম পতির কুল,
এখন শ্যাম বুঝি আমায় হল প্রতিকুল, তাইতে অকূলে ভাসি।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

- চিতান — শুনে নয়ন-ধরা রাধার বাণী, কৃষ্ণ গুণমণি কয়।
- পাড়ন — রাখে তুমি যার আসার আশে, ভাব নির্জনে বসে,
সে এসে ধরেছে নয়নদ্বয়।।

- ফুকার — বললে, কে তুমি পুরুষ কি নারী, তোমাকে চিনিতে নারি,
বিরহিনী নারী রাইঃ তোমার একথা শুনে ডরাইঃ
গোলোকধামে ছিল চিনা, সে চিনার দুঃখ খোচে না,
ব্রজে সে চিনা ঠিক আছে কি না, চোখ ধরে পরীক্ষা চাই।।
- মিল — ভাবিনী ভাবনা তোমার যার জন্যে এত,
সে এসে চোখ ধরেছে ত, চিন্ময়বস্ত্র সে নিশ্চয়।
- মুখ — রমণী পুরুষ-পরশে, অনায়াসে পায় সে পরিচয়।।
- ডাইনা — স্বার্থপর পুরুষের রীতি, এ কী বললে রাই,
শুদ্ধ প্রেমে ব্রজধামে, প্রেম বই স্বার্থ নাইঃ
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চানন্দ,
দর্শনে যার প্রেম সম্বন্ধ, গঞ্জেই তারে চিনে লয়।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে দুঃখ অতিশয়।।
- ফুকার — বললে, হস্ত দিয়ে চক্ষু ঢেকে, প্রতিবাদী তুমি বা কে,
কেন এত প্রতিকূলঃ প্রতিকূল হলে কি দিত কোলঃ
ভাঁটায় যখন বারি শোবে, কুল দেখা যায় চারিপাশে,
যখন মিলন-বন্যায় চারদিক ভাসে, কেউ দেখে না নদীর কুল।।
- ফুকার — বললে, সতীর কুল পতির কুল ছেড়ে, কুল তাজে অকূলে পড়ে,
ভাসতেছে যার পিয়াসায়ঃ কেবা চোখ ধরেছে কি আশায়ঃ
যুবতী রমণী যত্র, যুবকের সঙ্গে একত্র,
হওয়ামাত্র নিজের গাত্র, আপন পুরুষ চিনতে পায়।।

মিলন (চোখ ধরা) ২নং দুর্গাচরণ সরকার

- চিতান — বন্ধু খেলবে বলে লুকালুকি ছল করে ধরেছ আঁখি,
একি একি সুধালে কি, নিঠুর বন্ধু শ্যাম।
- পাড়ন — বলি ছিঃ ছিঃ নাগর আমি নারী, কত ছলচাতুরী করি,
অবলারে প্রাণে মারি, এ কি ধর্মের কাম।।
- ফুকার — আমি থেকে পরবাসে, তোমারি উদ্দেশে, কেঁদে কাটাই অষ্ট যামঃ
আমি কত না বিপদ দুপদে দলিয়া, এসেছি হে গুণধাম।
আমার জীবন যৌবন কুল শীল মান, তোমারই কারণে করেছি হে দান,
সে হৃদয়-আসনে কর অবস্থান, দাসীরে হওনা বাম।।
- মিল — বন্ধু কুলজার কুল, কুল কুল করি, কুল তাজে অকূলে ফিরি,
পাইনা কোন কুলকিনার।
- মুখ — আর আমি যাব না কূলে, কুল মিশালেম তোমার কূলে,
সাধ করে পরেছি গলে, শ্যাম কলঙ্কের হার।।
- ডাইনা — বন্ধু, অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জঘনদ হেম, সেই প্রেম ত্রিলোকে যা হয় হেঃ
একবার যদি হয় তার সংযোগ, আর তার না হয় বিয়োগ,
বিয়োগ হলে কেহ না জিয়য় হেঃ
শশাঙ্কের মৃগাঙ্ক যেমন, প্রেম করি কলঙ্ক তেমন,
বলে বলুক যার যেমন মন, কলঙ্কের ভয় নাই আমার।
- খাদ — তুমি বিনে এড়ুবনে কে আছে আমার।।
- ফুকার — ঘরে শাওড়ী বাঘিনী ননদী বাঘিনী, ডয়ে চিত্ত সচঞ্চলঃ

আমায় ফেলিতে বিপাকে, থাকে তাকে তাকে, ফাঁকে ফাঁকে করে ছল।
আমি ছেড়ে তব সঙ্গ আর যাবনা কূলে, কুলোকে কুবাক্যে সদা অঙ্গ জ্বলে,
আমি কালি দিয়ে এলেম সতী পতির কূলে, কুল ধুয়ে কি খাব জল।।

অন্তরা — বন্ধু হে, আর যাব না, আর যাবনা আয়ান ভবনে।
যাবে এভাবে আর কতদিন, কঁদতে কঁদতে গত দিন, শুধু তোমার বিহনে।।
যখন আমি রাঁধতে বসি, তুমি নাম ধরে বাজাও বাঁশী হে শ্যাম,
আসতে দাসী নারি বিপিনে।
নারীর যৌবন জোয়ারের জল, ফুরাইলে সকল বিফল,
কাজ কি এ ছার জীবনে।।

পরিচিতান — আমি চির পরাধিনী, কত যে অপরাধিনী,
কৈদে কাটাই দিনরজনী, উন্মাদিনীর প্রায়।
পাড়ন — আমার গৃহকর্ম না লয় মনে, ধৈর্য ধরে রই কেমনে,
মন চলে আশার বিমানে, মনের মানুষ চায়।।
ফুকার — পেলেম শুভক্ষণে দেখা, ওহে প্রাণসখা, আজি মম সুপ্রভাত :
বন্ধু দাসীরে ফেলিয়ে, যেও না চলিয়ে, শিরে হানি বজ্রাঘাত।
বন্ধু, ইন্দু বিনে কিসে বাঁচে চকোরিনী, সিদ্ধু বিনে কিসে বাঁচে মকরিনী,
কিসে বারি বিন্দু বিনে বাঁচে চাতকিনী, বল শুনি প্রাণনাথ।।

মিলন (সুবল সংবাদ) যামিনী দত্ত (শ্রীহট্ট)

চিতান — যায় শ্যামত্রিভঙ্গ রাখাল সনে গোচারণে।
পাড়ন — কানাই খেলতে খেলতে অন্তরঙ্গ সুবল সনে,
দেখতে দেখতে যায় চম্পককাননে।।
ফুকার — দেখে চম্পকের ফুল নয়নে, রাইর কথা পড়ে মনে, ধরায় পড়ে শ্যামরায় :
বুকে অভিপ্রায়, সুবল রাইকে আনতে যায়।
যাবটের নিকটে গিয়ে, সময় বুকে বুঝাইয়ে,
আপন বসন ভূষণ রাইকে দিয়ে, ত্বরায় কাননে রাইকে পাঠায়।।
মিল — সখতনে কাননে গিয়ে বন্ধু করলেন কোলে,
চিনতে না পেরে চিন্তামণি বলে, সুবল-বেশী রাইকে।
মুখ — ওরে সুবল সখা, কেন এলি একা,
কেমন আছে রাই প্রাণাধিকা, কুশল কও আমাকে।।
ডাইনা — ও তুই গেলি একা এলি একা, পেয়েছিস কি রাইয়ের দেখা,
বল সখা কেমন আছে আমার রাই।
কেন নীরব রইলি ও ভাই সুবল, ত্বরা করে কও তার কুশল,
রাইয়ের মঙ্গল সংবাদ শুনে, তাপিত প্রাণ জুড়াই।।
যাবটে গিয়ে সখা, নিশ্চয় পেয়েছ দেখা,
কেমন আছে রাই প্রাণাধিকা, বুকে কও আমাকে।
খাদ — কত যাতনা সখা দিলি আমার বুকে।।
ফুকার — সুবল কই তোরে পায়ে ধরে, যা রে যা তুই আবার ফিরে,
যা রে তুই আয়ান ভবনঃ প্রাণ আর মানে না বিনে রাধার দরশন।
নামেতে যার করে সুধা, নাম হতে প্রিয় যে রাধা,
সুবল যার নামে বাঁশরী সাধা, রাধা মধুর প্রেমের মহাজন।।

- অন্তরা — যে জ্বালা আমার অন্তরে রে সুবল, ব্রজেশ্বরী কিশোরী বিনে।
আমায় রয় না জীবন, হয় না মরণ রে সুবল—
রাধা অদর্শনে রে সুবল।।
ও সুবল রে—যার নামে বাঁশরী সাধা, নন্দের বাধা বহি রাত্র দিনে।
আমার গোষ্ঠের খেলা কদমতলা রে সুবল— যাহার কারণে রে সুবল।।
ও সুবল রে, রাধা আমার প্রেমের গুরু, মন জানে আর জানে আমার প্রাণে।
আমার ব্রজেশ্বরী রাধা বিনে রে সুবল—কাজ কি এ জীবনে রে সুবল—
ব্রজেশ্বরী কিশোরী বিনে।।
- পরচিতান— সুবল যে জ্বালা আমার চিতে রাধা বিনে।
- পাড়ন — যাও রহিয়ের সম্মিধানে, রাই রইল সাবধানে,
যেন রাই বিনে মরি রে প্রাণে।।
- ফুকার — সুবল, আমি মরি ক্ষতি নাই, তবু সুখে থাকুক আমার রাই, কই তোরে অকপটে, :
আমার মধুর প্রেমের বাঁধা রে, যা ধারি তাই রাধারে,
কত কথা ভাই আজ আমার মনে উঠে শান্তি আর ননদিনী, পোষা দুইটি কলসাপিনী,
কেমন আছে প্রাণের বিনোদিনী, গিয়ে দেখে আস নিকটে।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী)

- চিতান — প্রিয় সখার বাক্যে, মনের দুঃখে, সুবল-বেশী রাধা কয়।
- পাড়ন — তুমি যাকে আনার উদ্দেশে, পাঠালে আয়ানবাসে,
তোমার পাশে, সে এসে উদয়।।
- ফুকার — বললে, একা গেলি একা এলি, রাইকে কোথায় ফেলে এলি,
বল সুবল শুনতে চাইঃ বুঝি চিনা মানুষ চিন নাইঃ
দুই অঙ্গেতে আধা আধা, গোষ্ঠ-মিলন নাই আর বাধা,
তোমার সুবলকে সাজায়ে রাধা, সুবল বেশে এলেম রাই।।
- ছাড় — সুবল মুখে শুনতে পেয়ে তোমার সব সংবাদ,
সাক্ষাতে তোমার কালাচাঁদ, রাধাই মিলন হয়েছে।
- ধূয়া — গোষ্ঠখেলায় চিকনকাল, নূতন খেলায় আমরা মেতেছি।।
- ডানি — আয়ান-বাসে কেমন আছে বিনোদিনী রাই :
পরবাসে রপবশে কারো শান্তি নাই।
সুবল মুখে সংবাদ পেয়ে, রাধার সাজে সাজাইয়ে,
সুবলের সাজ অঙ্গে নিয়ে, আমি রাধা এসেছি।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে সুখী হয়েছে।।
- ফুকার — বললে, রাধা তোমার অঙ্গের আধা, রাধার প্রেমে তুমি বাঁধা,
রাধা প্রেমের মহাজন : যেন ঠিক থাকে শ্যাম সে ওজন :
আমার হৃদয় সিন্দুক করি, বন্ধু তোমায় রাখব ভরি,
ইহ পরকালে ছাড়াছাড়ি, হয় না যেন এ দু'জন।।
- ফুকার — বললে, রাধাপ্রেমে তুমি বাঁধা, রাধা তোমার অঙ্গের আধা,
বাঁধা আছ কালাচাঁদঃ তবে শুন একটু বিদ্যমানঃ
এত ভালবাস যাকে, সত্য কথা কও আমাকে,
কেন ফাঁকে ফাঁকে রাধার বুকে, হান তুমি বিচ্ছেদ-বাণ।।
- ফুকার — আবার শান্তি আর ননদিনী, পোষা দু'টি কলসাপিনী,

রাইকে জ্বালায় অহর্নিশঃ ক'রে মায়ে ঝিয়ে পরামিশঃ
সহ্য বৃষ্টিক ডুজসে, দংশনে যে জ্বালা অঙ্গে,
বন্ধু মিলন হলে তোমার সঙ্গে, সকল বিষই হয় নির্বিষ।।

মিলন (মুরলী শিক্ষা) নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শ্যামের বাঁশরী শুনে কিশোরী বনমাঝে যায়।
পাড়ন — গিয়ে শ্যাম সমক্ষে, করজোড়ে মাগে ভিক্ষে,
তোমার এই মুরলী শিখে, দাও দেখি আমায়।।
- ফুকার — বন্ধু তোমার মতন বংশী বাদন আর জানে না কেউ,
সুরে কুলবতীর কুল সাগরে তোলে প্রেমের ঢেউ : হায় ২/৩ —
কোন রক্তে কদম্ব ফোটে, খেনু বংস বনে ছোটে,
কোন রক্তে যমুনার ঘাটে, জোটে কুলের বউ।।
- মিল — কোন রক্তের সুর শুনিলে পরে, পরকে আপন করে ছাড়ে,
আপনকে পর করে লয়।
- মুখ — কোন রক্তেতে কোন দেবতা, বাঁশীর কথা বলো শ্যামরায়।।
ডাইনা — বাঁশীযন্ত্রে বশীমন্ত্রে ভূলাও কুলের কুলজায়।
কুল ছেড়ে অকূলে ভাসে, কুলের কথা ভুলে যায়।।
(অকূলেতে ভাসে কুল) তাদের একুল সেকুল গোকুল দুকুল—
কোন রক্তেতে কুলনারীর অন্তরে সিঁধ কাটিয়া,
(পঞ্চম) কোন রক্তেতে কিবা শুনে হে, নারীর কাঁচা বাঁশে ধরাও ঘুণে,
কোন রক্তেতে এ গোকূলে, ছয়কতু একত্রে খেলে,
কোন রক্তেতে পাষণ গলে, উজান চলে যমুনায়।
- খাদ — দক্ষিণেতে বসি আমি, তুমি বসো বাঁয়।।
ফুকার — তোমার সর্কনাশা বাঁশের বাঁশী, যার কানে পশে,
ও তার সর্ক গর্ক খর্ক করে, এক পর্ক বাঁশে : হায় ২/৩ —
কোন বাঁশে এই বাঁশীর জন্ম, খুলে বলো বাঁশীর মর্ম,
কুলনারীর কুলধর্ম, কোন সুরে নাশে।।
- মিল — কোন রক্তে কোন সুরের পরশে, পুরুষ থাকে নারীর বশে,
সেই শিক্ষাটা দাও আমায়।।
- অন্তরা — বলো শুনি বাঁশরীয়া বাঁশী বাজাও কি সন্ধানে।
তাজে সোনার কাশী শিব সম্যাসী, হলেন শ্মশানবাসী বাঁশীর গানে।।
বাঁশী কি মোহিনী জানে, কি মন্ত্র শুনায়ে কানে,
কোনের বউকে বনে আনে, কোন সুরের টানে।
তারা কুল ছেড়ে অকূলে ভাসে, বাঁশীর দুকুল হারা সুরের টানে।।
বনের পশু পাখী যত, ধ্যানধরা যোগিনীর মত,
আঁখি মুদে অবিরত, থাকে কার ধ্যানে।
এমন সুধাক্ষরা বাঁশীর স্বরে, কেন বিষড়ালে কুটিলার কানে।।
- পরচিতান— শুনি ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনী, পুরুষ প্রকৃতি।
পাড়ন — কোন রাগের গৃহিনী, বলো শুনি কোন রাগিনী,
কার কি বাহন বল শুনি, কার কি আকৃতি।।
ফুকার — শুনি যড়জ খবড গাঙ্কারাদি সপ্ত সুরগ্রাম :

- বংশীর কোন রক্তে কি সুর বাজে শিক্ষাও বাক্যশ্যাম : হয় ২/৩ —
কোন রক্তে কোন মন্ত্র সাধা, কোন রক্তেতে কি রাগ বাধা,
কোন রক্তেতে বাজে সদা, রাধা রাধা নাম।।
মিল — বংশী নাকি অমৃতবরী, বর্ষিয়সী পাড়াপড়নী,
মরে কেন বিষের জ্বালায়।।

ঐ — জবাব (স্বয়ং কবিয়াল নকুলেশ্বর রচিত)

- চিতান — শুনে বিনোদিনী রাধার বাণী বলে ত্রিভঙ্গ কানাই।
পাড়ন — পুরুষ নারী হয় মাঝে মাঝে, নারী সে পুরুষ সাজে
ভবের মাঝে এমন শুনি নাই।
ফুকার — বললে, প্রাণধিকে স্ত্রীরধিকে, বংশী শিক্ষা দেও আমাকে,
আমি নিজে হব শ্যামঃ বংশী সাধন করব অবিরামঃ
বংশী শিখতে থাকলে আশা, শিখ সপ্ত সুরের দিশা,
আছে সারে গামা পাধা নিসা, আগে সাধো স্বরগ্রাম।।
মিল — কৃষ্ণ প্রেমে সদা তুমি অনুরাগিনী, যার জন্যে শিখবে রাগিনী,
সে তোমার চিত্তপটে।
ফুকার — যোগমায়া যোগ ঘটাল কদমতলা অর বংশীবটে।।
ডাইন — চতুর্থ রক্তের তানে যমুনা উজায়ঃ ষষ্ঠ রক্তে শিবসম্মাসী কৃষ্ণ গুণগায়,
পঞ্চম রক্তের তানে, ফুল ফোটে কদম্ববনে,
পতি ছাড়ে সতীগণে, আসে যমুনার ঘাটে।
খাদ — পুরুষ বেশে সাজলে নারী, কলঙ্ক রটে।।
ফুকার — বললে, কোন বংশে এই বংশীর জন্ম, খুলে বল তাহার মর্ম,
শুনতে আমার মনে লয়ঃ বংশী যে সে বাণের বংশ নয়ঃ
বৃহস্পতির যজ্ঞে গিয়ে, সরস্বতী প্রাণ ত্যজিয়ে,
শেষে বংশী রূপে জন্ম নিয়ে, এখন আমার হাতে রয়।।
ফুকার — বললে, যড়জ্ঞ ঋষভ গান্ধারাদি, কোন রক্তে কোন সুরের বিধি,
এত কেন হল ভুলঃ গোপীর কৃষ্ণসেবা রক্তের মূলঃ
সরোজ্ঞেতে পরোজ্ঞ মানে, গান্ধারে আন্ধারে আনে,
আবার পুরবী বেহাগের টানে, নষ্ট করে জাতি কুল,।।
ফুকার — বললে, আমাকে বসায় বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
সাজাতে চাও নন্দনন্দনঃ যারা করিবে অর্চন বন্দনঃ
কৃষ্ণ সেবার অভিলাষে, তারা যদি ব্রজে আসে,
যদি তোমায় সেখে দক্ষিণ পাশে, কোথায় দিবে ফুলচন্দন।।
ফুকার — বংশীর পূর্ব জন্মের সাধন শুনে, বংশী রূপে বৃন্দাবনে,
আমার হাতে যখন পাইঃ সুখে বংশীতে রাধানাম গাইঃ
অন্য নাম সাধা বংশীনা, বাজে না রাধা নাম বিনা,
এখন কৃষ্ণ নামে বাজবে কিনা, সেটুকু আমার জানা নাই।।
ফুকার — আছে বংশীরীতে রক্ত যত, রাধা নাম তার রক্তগত,
জগতে আছে প্রচারঃ তোমার কৃষ্ণ সাজা হবে ভারঃ
আমি যদি কৃষ্ণ থাকি, বংশীতে রাধা নাম ডাকি,
তুমি কৃষ্ণ সাজলে বিধুমুখী, বংশীতে নাম সাধবে কার।।

- ফুকার — বললে, আমার কাছে বেলো শুনি, কোন রাগের হয় কোন রাগিনী,
জানতে যদি চাও এখনঃ আগে শিখ রাগিনীসাধনঃ
বেহাগ পরোজ গৌরী টৌরী, গুজরী আর আশাবরী,
আছে শ্রীরাগের এই ছয়টি নারী, যোগায় সদায় পতির মন ॥
- ফুকার — আবার সুখবসন্ত সুখের কালে, বসন্তরাগ যন্ত্রে তুলে,
সাধক যখন ধরে সুরঃ সুরের মুচ্ছনায় হয় ভরপুরঃ
বিশ্বজনে দিতে শান্তি, ইমন কল্যাণ জয়জয়ন্তী,
আরও বাগেশ্রী পুরিয়া বাসন্তী, পতির ক্রান্তি করে দূর ॥
- ফুকার — আমি জন্মাবধি বাঁশী বাজাই, কুলনারীর দুকুল মজাই,
সাজাই প্রেম কুরঙ্গিনীঃ শুনে শিখে নেও রাইরঙ্গিনীঃ
কালোড়া ভায়রো ভৈরবী, কানাড়া পীলু পুরবী,
আছে এই ছয়টি রাগিনীর ছবি, ভৈরব রাগের সঙ্গিনী ॥
- ফুকার — জানি মেঘ রাগেতে বর্ষে বাদল, সঙ্গে বাজে সুরের মাদল,
গুরুগঙ্গীর শোনা যায়ঃ মেঘের স্তব্ধতা রাখতে বজায়ঃ
কামোদ সিদ্ধু আর কেদারা, ঝিঝিট মূলতান বিভাসারা,
মিলে মেঘরাগের এই ষড়্ দারা, নিস্তব্ধ মাদল বাজায় ॥

মিলন (কালভূত) ১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — ব্রজে কৃষ্ণলীলা মধুর খেলা, প্রেমিকে প্রেমে বিহুলা,
প্রেমবিবাদী কাল কুটিলা, সে প্রেমে বাদী।
- পাড়ন — যেমন দেখে পানী রত্নাকরে, জল ছিল না রত্নাকরে,
অপ্রেমিক দেখিলে পরে, শুকায় প্রেমনদী।
- ফুকার — একদিন গোষ্ঠ খেলা অবসানে নাগর কালিয়া,
কেলি কদম্বেরই ডালে খেলে, হেলিয়া দুলিয়া : হায়—
কাল কুটিলা গিয়ে জলে, শ্যামকে দেখে কদমডালে,
জলভরা কলসী ফেলে, ঘরে যায় পালিয়া ॥
- মিল — ব্যস্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বলে রাধিকারে,
সোনা বউ তুই থাকিস ঘরে, হয়ে শত সাবধান।
- মুখ — কালো ভূতের ডয় লেগেছে, জলের ঘাটে কদম গাছে, ভূতের বাসস্থান ॥
- ডাইনা — কালোভূত এসেছে দেশে, কদমতলায় রইল বসে,
ঘড় ভেঙ্গে খায় রক্ত চুষে, কুলবধু যদি পায়ঃ
ঘরের বাহির হলে পরে, কখন জানি ভূতে ধরে,
জল আনিবার ছলা করে, যাস্নে লো বউ যমুনায়ঃ
কলসী কাঁখে দেখে যদি সুন্দরী যুবতী, দৃষ্টি করে তাহার প্রতি,
নষ্ট করে জাতি মান ॥
- খাদ — পড়লে সে ভূতের কবলে, অকালে যায় প্রাণ ॥
- ফুকার — দেখলেম কুটকুটে বিদঘুটে কালো, সেভূতের চেহারাঃ
ও তার কটিতটে পীত ধটী, গলে গুঞ্জছড়া :
হায়, অধরে মুরলী ধরে, হাসিতে উদাসী করে,
কুলবধু দেখলে পরে, করে চোখ ইসারা ॥
- অন্তরা — কালোভূত দেখে যমুনার পাড়ে, পরাণ কাঁপে ভূতের ডরে।

তারে ঘরের বাহির করে ছাড়ে গো রাধে—

ভূতে যার উপরে নজর করে।।

ও রাধে গো, বারো ভূত এক সঙ্গে আছে, অঙ্গভঙ্গী করে নাচে,
কখন কখন কদমগাছে, লাফ দিয়ে চড়ে।

ও তুই একলা গেলে জলের ঘাটে গো, রাধে —
তোরে কখন জানি ভূতে ধরে।।

পরচিতান— রাধে কদমতলা ভূতের থানা, ভূত মিলেছে বারো জনা,
তাইতে তোরে করি মানা, ও পথে যেতে।

পাড়ন — ও সেই ভূতের দৃষ্টি পড়ে যদি, হবে তোর অসাধ্য ব্যাধি,
খাটবেনা মন্ত্র ঔষধি, সে ভূত ছাড়াতে।।

ফুকার — দেখলেম নূতন ধরণ ভূতের গড়ন আঁখি বাঁকা বাঁকা:
ও তার আজ্ঞানুলম্বিত ভূজে, নররক্ত মাখা : হয় ২/৩ —
করেতে পাচনী ধরা, ঠোট দুটো তার রক্তে ভরা,
ভূতের মাতায় মোহনচূড়া, তাতে ময়ূর পাখা।।

ঐ — জবাব উমেশ শীল (বরিশাল)

চিতান — তখন কাল কুটিলার কুটিল বাক্যে শ্রীরাদিকা কয়।

পাড়ন — তোমায় বলব কিগো ননদী ভয় পেয়ে থাক যদি,
ভূতের ওঝার লও গিয়ে আশ্রয়।।

ফুকার — নাকি ভূত দেখলে যমুনার পারে, কদমগাছে খেলা করে,
তুমি হয়ে অসন্তোষ: কেন ভূতের প্রতি কর রোষ :
আমরা গেলে জল আনিতে, পাইনা কভু ভূত দেখিতে,
তুমি ভূত দেখ তোমার আঁখিতে, ওটা তোমার মনের দোষ।।

ফুকার — বললে, কুলবধু দেখলে পরে, ভূতে চোখ ইসারা করে,
আমরা তো তা দেখিনা: ওটা তোমার মনে কল্পনা :
আমরা যত কুলনারী, জল ভরিয়ে তাড়াতাড়ি,
কাঁখে কলসী নিয়ে ঘরে ফিরি, ভূতের পানে তাকাই না।।

ডাইনা — জলের ঘাটে হল না কি কালো ভূতের ভয়,
তোমার পক্ষে হাত পারে, সতীর পক্ষে নয়।
সরষে পড়া লয়ে সঙ্গে, জল আনতে যাই মনোরঙ্গে,
ছিটা দিলে ভূতের সঙ্গে, ভূত পালায় সাত সাগর পার।

ফুকার — বললে, করেতে পাঁচনী ধরা, ভূতের মাথায় মোহনচূড়া,
শোভিত ময়ূর পাখে: মিছে ভয় দেখালে আমাকে :
কৃষ্ণ কালো কদমগাছে, উচ্চ পুচ্ছে ময়ূর নাচে,
তোমার চূড়া বলে ভ্রম হয়েছে, ভূতের কি চূড়া থাকে।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী)

চিতান — তখন কাল কুটিলার কুটিল বাক্যে দুখে কিশোরী বলে।

পাড়ন — তোরে বলবো কিগো কুটীলা, কথাবার্তা কুটীলা,
বাক্যজালায় আফশোস ঘটালে।।

ফুকার — বললে, সোনা বউ তুই যাসনে জলে, কালিন্দী যমুনার কূলে,
ভূত আছে কদমতলায় : কভু উঠেছে গাছের ডালায় :

- ব্যক্ত আছে এ জগতে, বিশ্ব সৃষ্টি পঞ্চভূতে,
তোরে ধরেছে তোর মনের ভূতে, বনের ভূত আর কোন জায়গায় ?
- মিল — কুন্ধ্যাও সিদ্ধ যোগিনী ডাকিনী আদি, ভূতপ্রেত পিশাচাদি,
ভূতের নাম কত কব।
- মুখ — ননদী তোর মনের ভূতে, বনের ভূতে প্রভেদ দেখাব।।
- ডাইনা — কদমতলায় বারভূতে করেছে থানা, :
রান্নাকার্য চলবে কিসে জল আনতে মানা :
সঙ্গে থাকলে বুড়ী বড়াই, আমরা কি ভূতেরে ডরাই,
ভূতের সঙ্গে করে লড়াই, সকল ভূতই ছাড়াব।
- খাদ — কুটিলে কুবাকা তোমার, আর কত সব।।
- ফুকার — বললে, কুলবধু দেখলে পরে, সে ভূতে ইসারা করে,
ফাঁক পেলে কোন সময় : ঘটবে তাতেই বুঝি বিষময় :
স্বামীর বাড়ী দিয়ে ছাড়ি, পড়ে থাকিস ডাইয়ের বাড়ী,
যারা কইচকা বয়সের কইচকা ছুঁড়ি, তাদের বেশী ভূতের ভয়।।
- ফুকার — বললে, ভূতের গলে গুঞ্জছড়া, ভূতের মাথায় মোহনচূড়া,
রক্তবর্ণ পাদপদ্ম : ও তোর এ কথায় হই না বাধ্য :
ভূত হইল অপদেবতা, কদমডালে থাকবে কোথা,
সে ত ভূত নয় ভূতপ্রেতের পিতা, মহাদেবের আরাধ্য

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা)

- চিতান — তখন ননদিনীর কথা শুনে দুঃখে বিনোদিনী কয়।
- পাড়ন — ও তুই কথা বললি কি অদ্ভুত, দিনের বেলায় দেখলি ভূত,
প্রমাণ বহুত দিলি এ সময়।।
- ফুকার — জানি হয়ে থাকে এ জগতে, ভূতের দেখা পেত্নীর সাথে,
সতী সাক্ষী যদি হয়: তারা ভূতের কি আর করে ভয় :
ভাতার আর নাই ভায়ের আত্মদী, কুন্দে বেড়াস তুই ননদী,
ও তুই হাজার কথা বলিস যদি, একটাও তার সত্য নয়।।
- মিল — কেমন করে কদমগাছে ভূতের বাসা হয়,
না দেখলে করি না প্রত্যয়, চল না যাই দেখে আসি।
- মুখ — বলেছিস তুই যে রূপ কথা, এরূপ কথা কল্পনার মাসী।।
- ডাইনা — নাকি ঘাড় ভেসে ভূত রক্ত খেল বললি বারংবার:
বল দেখি গোকুল যাবটে ঘাড় ভেসেছে কার:
ভূত পিশাচ কি চক্ষু চাটা: না দেখলে পর মানে কেটা,
ভূত থাকে তোর আঁধার কোঠা, ভূত হয় না ব্রজবাসী।
- খাদ — আমার কাছে চিরদিন তুই হোস অবিশ্বাসী।।
- ফুকার — নাকি ভূতে দিল চোখ ইসারা, তোরে তো করেছে সারা,
কেলিকদম্বের গোড়ায় : তাতে ভূত-বাইতে তোর গা মোড়ায় :
আমাদের যে বড়াই বুড়ি, সে জানে ভূতের ভুতুড়ি,
আসুক না ভূত দুইতিন কুড়ি, তাড়াবে সে তিন ঝাড়ায়।।
- ফুকার — বললে কটিতটে পীতধড়া, ভূতের মাথায় মোহনচূড়া
রক্তবর্ণ পাদপদ্ম : ভূত কি এতদূর নিত্যশুদ্ধ:

মিল — ভূত হল অপদেবতা, দেবলক্ষ্মণ সব পাবে কোথা,
তবে ভূত নয় রে সে ভূতের পিতা, ভূতনাথের আরাধ্য।।
ভূত হলে পর থাকিত সে তেঁতুলের গাছে —
কমদগাছে ভূত বসেছে, বললি কি লো রাক্ষসী।।

মিলন (কালভূত) ২নং নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — বললি বড়াই বুড়ি যদি ঝড়ে, ভূতাস্ত্র ছাড়াতে পারে,
ভূতের ভয় পালাবে দূরে, মস্ত্র বলে তার।
পাড়ন — রাখে মস্ত্রতন্ত্র বেদ বিধানে, আটকালি চৌবাট্টা জানে,
সে ভূতেরে বশে আনে, সাধা আছে কার।।
ফুকর — রাখে না জানি কোন অদ্ভুত বিধি বিরলে বসিয়া,
ও বুঝি গড়ায়াছে ভূতের অঙ্গ অনঙ্গ মধিয়া : হায়—ও
একবার যে দেখেছে তারে, সে কি ঘরে রইতে পারে,
ঘরের বাহির করে ছাড়ে, বশীকরণ দিয়া।।
মিল — দৃষ্টি মাত্র পড়েছিলেম কাল ভূতের ফাঁদে,
বুড়ো প্রাণ বলিয়ে রাখে, ভূতের হাতে মুক্তি পাই।
মুখ — সোনা বৌ তুই শোনলো মানা, যমুনাতে আর যাবে না,
জলে কার্য নাই।।
ডাইনা — সামাল সামাল ছেলে পেলে রাখিস না কেউ দরজা খুলে,
কাল ভূতের দৃষ্টি প'লে, সৃষ্টি ছেড়ে যেতে হয়।
যাসনে কেউ যমুনার গাঙ্গে, ভূতের বাতাস লাগলে অঙ্গে,
কাল ভূতের সঙ্গে সঙ্গে, ঋশানবাসী হতে হয়।
ভূতের সঙ্গদোষে শেষে ভূতাস্ত্র হয় যদি :—
সারবে না দূরস্ত্র ব্যাধি, প্রাণাস্ত্র না হলে রাই।
খাদ — কূপজলে মুখ ধোব তবু, ও পথে না যাই।।
ফুকর — রাখে, ভূতের গানে প্রাণের টানে, ভোলে যত কুলজারা,
তাদের কুল ভেসে যায়, অকুল জলে, থাকে জ্যাস্ত্রে মরা : হায়—ও
শিস্ দিয়ে কুলজা আগায়, নিদাগ প্রাণে দাগালাগায়,
মরাপোড়া বাঁশের আগায়, বশীমস্ত্র ভরা।।
অস্তুরা — রাখে বৃন্দাবনে উঠল সাড়া, ভূত চুকেছে গোয়ালপাড়া।
থাকলে পতি সদয় সতীর কি দায় গো রাখে—
দিয়ে আয়ান দাদায় ভূতের ছড়া।
ও রাখে গো —ভূত তাড়াতে হলে পরে, শনি কিংবা মঙ্গলবারে,
সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে, খাবি মাছ পোড়া।
ও তোর শয়নঘরে শিয়র ধারে গো রাখে—
রাখিস ছেঁড়া জুতা সরষে পড়া।।
পরচিতান— শোনে পতি নিন্দা যাদের মুখে, সন্ধানী ভূত খোঁজে তাকে,
অন্ধকারে তাকে তাকে, সন্ধানে থাকে।
পাড়ন — যারা সন্তানের মা এ গোকুলে, ভূত যায় না তাদের দখলে,
বন্ধ্যা নারীর গন্ধ পেলে, অন্ধরে ঢোকে।।
ফুকর — দুপুর বেলা ভূতের বেলা পাড়ায় পাড়ায় হাঁটে,

ও তুই ঘরের বাহির হসনে লো রাই, থাকিস কপাট এঁটে : হায়—ও
গুরুবারে সন্ধ্যাকালে, ভূতের খেলা কদমতলে,
কলসী কাঁখে এলো চুলে, যাসনে জলের ঘাটে ॥

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — বললে, একবার ভূতে দেখে যাবে, ঘরের বাহির করে ছাড়ে, কথা শুনে দুখী হইঃ
আমি কুলের বধু কুলে রই : এতদিন ত ভূত ভূতান্ত, কেহ করে নাই তদন্ত,
ব্রজে কাল কাটালেম আজ পর্যন্ত, ঘরের বাহির হলেম কই ॥
- মিল — সোনার সংসার করলি ছারখার পাপ ননদিনী,
তোর মত আর ঢাক বাজানী, কে আছে গোকুলেতে ॥
- মুখ — বসে থাক না ঘরের কোণে, ঘরের বাহির হসনে বেজুইতে ॥
- ডাইনা — ছেলে পেলে সাবধান করে রাখব সর্বজন :
সন্ধ্যার আগে দরজা বন্ধ করব কি কারণ :
খাব কাল তুলসীর ডোগা, কোমরে দিব কাল তাগা,
গলায় বান্ধব কানাইর আগা, তবু কি ধরবে ভূতে ?
- খাদ — আর একটি কথা শুনে, ভাবি সনেতে ॥
- ফুকার — বললে, নিদাগ কুলে দাগা লাগায়, মরা পোড়া বাঁশের আগায়, তোর হল ভূতের দখলঃ
সাক্ষী মূর্ছা নীলকমল : কক্ষে নিলি ছিদ্র ভাণ্ড, সেইদিন এই ভূতের কাণ্ড,
করে সতীপনা লণ্ডলণ্ড, তল দিয়ে সরাল জল ॥
- ফুকার — বললে, সন্ধ্যার পরে খাইস মাছ পোড়া, শিয়রে দিস সরিষা পড়া, যুক্তিযুক্ত কথা নয়ঃ
এসব অসতী যুবতী কয় : ঘরে দিব ধূপের ধূয়া, বাটায় রাখব তাম্বুল ওয়া,
শোব অঙ্গে মেখে চন্দন চূয়া, দূরে যাবে ভূতের ভয় ॥
- ফুকার — বললে, বন্ধ্যা নারীর গন্ধ পেলে, তারে নেয় ভূতের দখলে, বলেছিস মনের রাগেঃ
ওলো যার দোষ তার মনে জাগে : স্বামী থাকতে হলি রাঁড়ী, কাল কাটালি
ভাইয়ের বাড়ী, তুইতো চিরদিনের বন্ধ্যা নারী, তোরেই তো ধরবে আগে ॥
- ফুকার — বললি, কলসী কাঁখে উদাস চুলে, যাসনে গো বৌ কদমতলে, দেখলে ভূতের
হয় আক্কেশ : আর তোর দূর হল না মনের দোষ : ভূতে বাজায় মোহনবাঁশী,
কেউ বলে না ব্রজবাসী, ওগো তুই ত্রে এই ভূতের মাসী, ভূতের মামা আয়ন ঘোষ ॥
- অন্তরা — আয়ান ঝাড়বে ভূতের ঝাড়া শুনে প্রাণ আকুল ।
মিথ্যা কথায় আয়ানেরে দেখাইস সরিষার ফুল ॥
কাল ভূতের আনা জানা, তুই জানিস আয়ান জানেনা,
তার ঝাড়তে ভূত ছাড়ে না, বীজমগ্নই ডুল ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার (স্বকৃত)

- ফুকার — বললে কালোভূত দেখিলে পরে, সে কি ঘরে রইতে পারে,
ঘরের বাহির করে লয়ঃ সেটা তোমার পক্ষে মন্দ নয়ঃ
কান্তসুখে যে মজেছে, শান্তি পায়না ভূতের কাছে,
জানি ভূত দেখিলে পেট্টী নাচে, মানুষ কবে পাগল হয় ॥
- ফুকার — বললে নিদাগ প্রাণে দাগা লাগায়, মড়া পোড়া বাঁশের আগায়,
বশীমন্ত যেঃ তাতে কুলজার কি কুল মজেঃ
পতিব্রতা সতী নারী, বশীমন্তের কি ধার ধারী,
যারা কচুকে বয়সের ফচুকে ঢাটি, বশ করে লয় সহজে ॥

ফুকার — বললে, গুরুবারে সন্ধ্যাকালে, কলসী কাঁখে এলো চুলে,
যাস্নে রাই বিধুমুখীঃ আমরা অবগুঠনে থাকিঃ
সসন্মানে ঘোমটা এঁটে, কুলজা যায় জলের ঘাটে,
তুমি ষাঁড়ের মত বেড়াও মাঠে, তোমায় ধরতে বাধা কি?

ডাইনা — ভূতান্ত ছাড়ে না যদি প্রাণান্ত না হয়ঃ
পতিব্রতা সতীর কাছে ভূতের পরাজয়ঃ
পতি সঙ্গে থাকে যদি, লাগেনা মদ্র ঔষধি,
ভূত পিশাচ ডাকিনী আদি, সতীর পাশে ঘেঁষেনা।।

মিলন (কালবিড়াল) তারক পণ্ডিত (নোয়াখালী)

চিত্তান — মধুর কৃষ্ণলীলা জানি রহস্যের খনি, রহস্যের ভাণ্ডার।

পাড়ন — একদিন কুটিলার মন জানবে বলে, রসময় লীলাচ্ছলে,
সাজলেন বিরলে, কাল বিকালের আকার।।

ফুকার — একদিন ছদ্মসাজে চিত্তামণি অপক্লপ লীলা দেখতে পাই,
লীলার অন্ত করা দায়ঃ পোষমানা বিড়ালের মাতা ফিরে ঘোষপাড়ায়ঃ
আয়ান ঘোবের রন্ধনশালা, রাধা বধুর পায় পায় চলে,
আবার ত্রেন কিছু পায়না বলে, লুটিয়ে পড়ে পায়।।

মিল — রঙ্গ দেখে রান্না চোখে রঙ্গিনী রাইকে,
কুটিলা কয় ডেকে ডেকে, সোনা বৌ ক্ষমা দে লো ক্ষমা দে।

মুখ — ওলো বিধুবদনী কাজ কি আর তুচ্ছ আমোদে।।

ডাইনা — এই বিড়াল যেমন ক্ষাপার ধারা, ও তার ধারাল নখ বিধে ভরা,
কিসে আর বিশ্বাস হয় তবেঃ

ও তোর কোমল অঙ্গে ছোবল দিয়ে বিষ ঢেলে দিবেঃ

দুষ্ট বিড়াল রুষ্ট হলে, কষ্ট পাবি কামড় দিলে,

বরং আন্তে একটা কাঠ তুলে, সকালে তুষ্ট করে বিদায় দে।

খাদ — সাধ করে তুই কি সোনা বৌ, ঠেকবি বিষাদে।।

ফুকার — বিড়াল লাফে লাফে দপ্ দপ্ করে, উঠবে তোর ঘরের দরজায়ঃ
তারে বাধ্য করা দায়ঃ হয় —

অসতেরে করলে যতন, নাক ডাকবে বাঘের মতন,

তুই তো শয্যায় বসে কাদবি তখন, সুনিদ্রার জো নাই।।

অন্তরা — বিড়ালকে সাপে খাক, গোম্মায় যাক্ এ বাড়ি না যাক, তাতে ক্ষতি কি।

দাদা দেখলে পরে, ফিকির করে, ওটারে মেরে ধরে রাখত কি।।

যেমন অনেক দিনের চিনাশোনা পোষমানা বিড়াল,

ও তার লেজ নাড়া দেখি। মরি হায়রে —

আবার নোড়া মেরে করব খোঁড়া, ঘাড় ভেসে ছাড়িয়ে দিব চালাকি।।

পরচিত্তান — যেমন অনেক দিনের পরে যমুনার পারে, কত লোকজন আসে যায়।

পাড়ন — ওগো এবিড়াল কে দেনা ধরে, কৌশলে থলে পুরে,

কৌশলে রেখে আসুক মথুরায়।।

ফুকার — দেখি ছদ্মবেশী মর্দ বিড়াল, ভেবে দেখ পদ্মমুখী রাইঃ

তারে বাধ্য রাখা সাধ্য নাইঃ হয় —

স্বভাবের ভাব দেখে অদ্য, তোর কাছে জানাইঃ (খণ্ডিত)

সখীসংবাদ (পূর্বরাগের পরে) বিজয়কৃষ্ণ সরকার (যশোহর)

- চিতান — একদিন কুঞ্জবাসে, বসে সখীর পাশে, কাতরে বলে কিশোরী।
 পাড়ন — যেদিন পূর্বরাগে, বন্ধুকে দেখিলাম আগে, সোহাগে আজও শিহরি।।
 ফুকার — সখি, পেলেম বন্ধুর দরশন, পেলেম মধুর পরশন, সে সুখ হল না আরঃ
 পেয়ে বন্ধুকে হল শুধু হাসি কান্না সারঃ পূর্ব রাগের অপূর্ব সুখ, সে সুখে
 হয়েছি বিমুখ, এখন সুখের আশায় পেতেছি দুখ, সখি, মুখ দেখান হল ভার।।
- মিল — ও সেই হারান সুখের রেখা আমার বুকের মাঝে,
 সখি মুখ ফুটে লোকসমাজে, কিছু বলতে নারি।।
 মুখ — ও তোর ভালবাসায়, দিন কাটে মোর আশায় আশায়,
 কেন হাসায় আর কাদায়, মোরে শ্যামল বংশীধারী।।
 ডাইনা — আমার চোখে জল মুখে হাসি একি বন্ধুর খেলা,
 কণে বিরহে বিগত হয় বিজন বেলা,ঃ
 মনে হয় ভালবাসে, তাই ও পোড়া মুখ হাসে,
 তারে না দেখে চোখের পাশে, নেমে আসে বারি।
- খাদ — স্বজন বিহনে কেমনে রই সহচরী।।
 ফুকার — তারে মনে ভাবি ভুলে যাই, ভুলের মাঝে তারে চাই, হাসি কান্না অভিমানঃ
 বন্ধুর দর্শনে দ্বিগুণভাবে করে অভিযানঃ
 ব্যথা জাগে কাছে এলে, জ্বলে মরি আবার দূরে গেলে,
 সখি কোন ভাবে তাহারে পেলে, জুড়ায় আমার পোড়া প্রাণ।।
- মিল — দেখি না পাওয়া পাওয়ার মাঝে এত পোড়া জ্বালা,
 এমন কেমনে করল কাল, কিছু বুঝতে নারি।।
 অন্তরা — বন্ধুর লাগিয়া আমি কোন বা দেশে যাব।
 এমন মরম ভাটা ব্যথা নিয়ে, ঘরে গিয়ে কার কাছে জানাব।।
 একে থাকি জ্বালার ঘরে, জ্বলে মরি কালাজ্বরে,
 এ জ্বালা সই আর কত কাল সব;
 আমার হাসি কান্নার ভিতর দিয়ে, কবে তারে পাবার মত পাব।।
 ও তার ব্যথায় জানায় মিলন বাণী, মিলনে দেয় বিচ্ছেদ আনি,
 প্রাণ সজনি কেমনে বুঝাবঃ
 আমার সুখের বাঁধন দুঃখের কাদন, কবে তার চরণে মিশাব।।
- পরচিতান — সে যে এত করে, সখি কাদায় মোরে, তবু কেন তারে চাই।।
 পাড়ন — করব প্রেম আলাপন, বাসর নিশি উদ্‌যাপন, সে ছাড়া আপন কেউ নাহি।।
 ফুকার — সখি, কেন তাহার চরিত্র বজ্রের মত নিরমম
 সময়ে মনে হয় কুসুম সম নিরুপমঃ
 কলেক ভাবি অনাখ্যায়, বিবময় ভীষণ কালিয়,
 কেন বশ হল মোর দশ ইন্দ্রিয়, ভেবে প্রিয় হতে তারে প্রিয়তম।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন রাই রত্নিনীর বাক্য শুনে অমনি সঙ্গিনীগণ কয়।
 পাড়ন — তোরে বলব কি বিধুমুখী, কৃষ্ণ সুখে তুই সুখী কেন দেখি হেন বিপর্যয়।।
 ফুকার — বসে, সে সুখে হয়েছি বিমুখ, সুখের আশে পেতেছি দুখ,

- মুখ দেখানো হল ভারঃ রাধে কৃষ্ণ প্রেম অন্তরে যার :
দুঃখে হয় না নিরুৎসাহ, সুখেই বিগতস্পৃহ,
তাদের সমভাব মিলন বিরহ, সুখে দুখে তাকে নিরুৎসাহ।।
- ফুকার — বললে, শ্যামনাগরের ভালোবাসায়, দিন গেল তার আশার আশায়;
কাদায় হাসায় রসময়ঃ প্রেমে হাসি কান্নার অভিনয় :
প্রেম রাজ্যেতে বারো মাসই, ক্ষণেক কান্না ক্ষণেক হাসি,
রাধে না থাকিলে আঁধার নিশি, পৌর্ণমাসীর মান্য যায়।।
- মিল — দুঃখ হল সুখের উৎস জানে সুধীগণ,
দুঃখকে না করলে যতন, পায় না কেউ সুখের সন্ধান।
- মুখ — ব্রজে এলে কমলাক্ষ, হবে সকল দুঃখ অবসান।।
- ডাইনা — আবার বললি না দেখিলে চক্ষে আসে জলঃ
জানো নাকি বিধুমুখী, পিরীতির কৌশল :
প্রেম সাগরে জোয়ার এলে, অন্তরে তরঙ্গ খেলে,
কুল ভেসে যায় অবূল জলে, নয়ন-গঙ্গায় ছোট্ট বনে।।
- ফুকার — বললে, একে থাকি জ্বালার মরেঃ ভুগে মরি কালাজ্বরে,
রাধে আমার কথা শোন, জানি কোন ঔষধে কি আক্শন :
নিষ্কাম প্রেম ঔষধি ক'রে, বিবেকের সিরিঞ্জে ভরে,
দিব কালার চিন্তা কালাজ্বরে, ব্রহ্মচারী ইন্ডেক্সন।।
- ফুকার — বললে, ক্ষণেক ভাবি অনাখ্যীয়, তবু যেন দশ ইন্দ্রিয়,
বশ করে সে প্রিয়তমঃ রাধে মধুর প্রেমের এই নিয়ম :
নিত্য শুদ্ধ প্রেমাচারে, পরকে আপন করে ছাড়ে,
শেষে দশ ইন্দ্রিয় প্রেমে জারে, বাছে না উত্তমাধম।

মিলন (প্রেমতত্ত্ব) নিশিকান্ত সরকার (ফরিদপুর)

- চিত্তান — মধুর কৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে, জানে না প্রেম প্রেমিক বিনে,
প্রেমিকা প্রেমিকের সনে, প্রেমের আলাপন।
- পাড়ন — ভূবে সেই প্রেমের অকূল সাগরে, রাধা পেলো প্রেমনাগরে,
নিশিথে নিকুঞ্জে করে, প্রেমের আত্মদান।।
- ফুকার — একদিন শ্যামের সঙ্গে শ্যামদুলালী বসিয়া বিরলেঃ
ও তার মনের মানুষ বনে পেয়ে, মনের কথা বলে।
কেন জাতি কুলমান ত্যাগি, হলেম তোমার প্রেমসোহাগী,
ভরা কলসী ভরিবার লাগি, জল ফেলে যাই জলে।।
- মিল — পর হ'ল আজ আপন সখা, আপন হ'ল পর,
বনের মধ্যে মিলনের ঘর, ঘর হয়েছে গহন বন।
- মুখ — বল প্রেমের মর্ম কথা, সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা, হরে নিতে মন।।
- ডাইনা — কেন তোমায় ভালোবাসি, মন প্রাণ হ'ল উদাসী,
ঘর ছেড়ে বনে আসি, দাসী হলাম চিরতরে।
বাঁশের বাঁশী কি শুণ জানে, কি কথা কয় মনে প্রাণে,
কুল ত্যাজে অ-কুলে আনে, ফিরতে নারি কিনারে।
দেখলে যায় না দেখার আশা, না দেখলেও জ্বালা,
বঁধু তোমার লীলাখেলা, কি বুঝবে অবলাগণ।

- খাদ — কোন দেশে প্রেমের বসতি মুরতি কেমন।।
- ফুকার — তোমার রূপের জ্যোতি অতি কালো, তবু ভালো লাগেঃ
কেন কালোরূপের মাঝে এমন ভালোবাসা লাগে।
বাঁকা আঁখি মুখের হাসি, দেখতে কেন হই উদাসী,
অধরের অমিয়রাশি, যাচি অনুরাগে।।
- মিল — ছল করে যাই জল আনিতে যমুনার কূলে,
আঁখি তোমায় নিরখি বলে, গাগরি ভাসাই জলে,
কেন যে বুক ভরে যায়, না পাওয়ার এই বিরহ বেদন।।
- অন্তরা — আগে কে জানিত বঁধু তোমার প্রেমের এত জ্বালা।
নিলাম তোমার পায়ে ফুল দিয়ে শ্যাম, আমি কুলকলঙ্কের মালা।।
ও বঁধুরে, বাজলে তোমার মোহনবাঁশী, মন হতে চায় বনবাসী,
শাওড়ী ননদী আসি, ঘরে দেয় তালা।
কাঁদি একলা ঘরে নয়নজলে, ফুলে ফুলে কুলের বালা।।
প্রেমের পূজা করতে গিয়ে, পদে পদে আঘাত খেয়ে,
দুঃখ দিয়ে সাজলাম ডালা।
আমার মনের জ্বালা জ্বলে দ্বিগুণ, সোনার দেহ পুড়ে কালা।
- পরচিতান — জ্বালা জুড়াতে বনে গিয়ে, তোমার বক্ষে বন্ধ দিয়ে,
তবু তো জুড়ায় না হিয়ে, এ কেমন ব্যাধি।
- পাড়ন — আমার কি যাতনা কইতে নারি, তবু কেন জ্বলে মরি,
এ ব্যাধি কি দিয়ে সারি, কি তার ঔষধি।।
- ফুকার — তোমায় যত পাই মোর কাছে কাছে আরো তত চাইঃ
বুঝি জনম ভরে পেয়ে তোমায়, এ পাওয়ার শেষ নাই।
তুমি আমি নাই যেখানে, আমি শুধু তুমির মানে,
যাবট গোকুল বন্দাবনে, সে দেশ কোথায় পাই।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে রসময়ীর রসের কথা, হেসে বলে রকময়।
- পাড়ন — করে কৃষ্ণপ্ৰীতে দেহদান, চৌরগতে সাবধানে,
এ অভিমান যুক্তিযুক্ত নয়।।
- ফুকার — বললে, বল প্রেমের জন্ম কথা, সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা,
কোথায় সে প্রেমের আবাসঃ ভাবের গুরুত্রে প্রেমের প্রকাশঃ
চক্ষে চক্ষে প্রেম উৎপত্তি, হৃদয়ে প্রেম অবস্থিতি,
জানি নিরাকার প্রেমের মুরতি, অষ্ট দলে করে বাস।।
- মিল — সুখেষু বিগতস্পৃহা মুনিচরিত্র, দুঃখে যাহার করে নেত্র,
সে তো প্রেমের পাত্রী নয়।
- মুখ — ভুলোনা আমি'র বিকারে, আগে করে অহেতু প্রণয়।।
- ডাইনা — কালার কূলে জাতি কুল মান দিয়ে বিসর্জনঃ
দধি খেয়ে ডাঙের বিচার করো অকারণঃ
ভজিয়ে এই শ্যামবিগ্রহ, পেয়েছ প্রেম অনুগ্রহ,
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, তুমি এখন 'আমি' ময়।
- ফুকার — বললে, বরণ তোমার অতি কালো, তবু কেন লাগে ভালোঃ

- আমি কালো কদর্যাঃ পাইনা নিজের রূপের মাধুর্য্য :
যে রূপে যার মন মজিল, তার কাছে তাই চাঁদের আলো,
যেমন পেঁচকের অঙ্ককার ভালো, সূর্য্যের আলো অসহ্য ॥
- ফুকার — বললে, বাঁশের বাঁশী কি শুণ জানে, কুলের বউ সব বনে আনে,
বাঁশীর প্রতি কেন রোষঃ তালে ভোলে না সে আয়ান ঘোষ :
বাঁশী বলে দাদা দাদা, নন্দ শোনে আনি বাধা,
আবার তুমি শোন রাধা রাধা, তানের দোষ না কানের দোষ ॥
- ফুকার — বললে, তোমার প্রেমে এত জ্বালা, সোনার বরণ পুড়ে কালা,
দেখিয়ে প্রেমের আগুনঃ হয়না প্রেমিক লোকের মন বিগুণ :
প্রেমিক পুড়ে প্রেমানলে, বিগুণ হয় পোড়ার ফলে,
যেমন স্বর্ণ দিলে দীপ্তানলে, বর্ণ বাড়ে চতুর্গুণ ॥
- ফুকার — বললে, না দেখিয়ে রৈতে নারি, এ জ্বালা কেমনে সারি,
কষ্টকের ব্যথা যতঃ পুনঃ কষ্টকে করে হত :
দর্শনে রোগ হলো যদি, স্পর্শনে সারিবে ব্যাধি,
যেমন বিষস্য বিষমৌষধি, বিষে বিষে অমৃত ॥
- ফুকার — বললে, জনম ভরে পেয়ে হরি, পাওয়ার শেষ করিতে নারি,
কৃষ্ণপ্রেম অমৃতময়ঃ ক্ষুধা নিত্য নূতন করে লয় :
শ্যামপ্রেমের স্বাদ একবার পেলে, দ্বিগুণ তৃষ্ণা বেড়ে চলে,
রাখে শুনেছ কি কোনকালে, অমৃতে অরুচি হয় ॥

মিলন (দোল-ঝুলন)

অনাদিজ্ঞান সরকার (ঝুলনা)

- চিতান — মধুর বৃন্দাবনে সখিগনে করে দোল ঝুলন।
পাড়ন — দোলায় দুগিছে রাই, দক্ষিণে ত্রিভঙ্গ কানাই,
সখি সাথে হয়েছে তাই অপূর্ব মিলন ॥
- ফুকার — সবে পুলকে পূর্ণিত পূর্ণ চাঁদের হাসিতে, শ্যামের প্রেম পূর্ণচন্দ্রের কিরণে
লাগল ভাসিতেঃ হয়, মধুর প্রেমে শ্যাম ত্রিভঙ্গ, রাধার অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ,
ওঠাইল সুরতরঙ্গ মোহনবাঁশীতে ॥
- ফুকার — বিনোদিনী বলে তখন শুন প্রাণবল্লভ, শুনে তোমার বাঁশরীর রব,
শিখতে জাগল বাসনা ॥
- মুখ — শিখাও আমায় মোহনবাঁশী, কোন রক্তে কোন সেবে আসি,
ভুলাইল ব্রজবাসী যত ললনা ॥
- প্যাচ — কোন রক্তের সুমত্রে নাচে ময়ূর ময়ূরীঃ ক্ষতু আশে ফুল পাশে ভ্রমে
ভ্রমরীঃ কোন রক্তেতে ধরিয়ে তান, ভুলাইলে রাধার পরাণ : কোন রক্তেতে
শ্রীরাধানাম বাজাও হে কেলেসোনা ॥
- খোঁচ — বাঁশীতে উদাসী প্রাণে জাগে বেদনা ॥
- ফুকার — জেনে রাগিনীর আরোহন অবরোহনের বিধি : গায়ক স্বইচ্ছায়
তান ধরিয়ে গান গায় নিরবধিঃ হয় যে তানে ভুলালে মোরে,
তাতে কড়ি কোমল ভরে, ভুলাওনা কোন প্রকারে কুটিল ননদী ॥
- মিল — ননদিনী দিন রজনী দেয় কত জ্বালা, বাঁশী বাজায়ে এই বেলা, বনে কেন আননা ॥
- অস্তুরা — তোমার মোহনবাঁশী শিখাইয়ে ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
লুটাই বাঁশী শুনে ঘরের কোনে, আমি যেন বাতাহতা লতা ॥

- বাঁশী বাজায়ে অসময়, যে ব্যথা দিলে রসময়,
সেই বাঁশী শিখে এ সময়, তোমার সনে কইব কথা।
বুঝবে অসময় বাজালে বাঁশী, কেমন হয় কুলের বনিতা।।
- পরচিতান— শুনে বংশীধ্বনি উদ্গাদিনী ছুটে যাই বনে।
- পাড়ন — ওই যে বাঁশী বাজে, বনে নয় মোর হিয়ামাঝে,
কৈদে উঠি সকাল সাঁঝে, থেকে ভবনে।।
- ফুকার — তোমার বাঁশীর জন্ম কোন দেশেতে বল নীলদলঃ
বল কে সৃজিল কি অভিপ্রায় বংশ সুনির্মলঃ
হায়, যে বংশেতে করে কত, লাঠি হয়ে অঙ্গ ক্ষত,
সেই বংশের এক অংশ এত, কেমনে হয় কোমল।।
- মিল — বংশাদিকঙ্ক সুশির পণ্ডিতের বচন,
সুশির বলে কি কারণ, কর তাহা বর্ণনা।

মিলন (দেহিপদপল্লবমুদারং) কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ জয়দেব মনে করে শ্লোক করিল রচন।
পদপল্লব অনুধারণ লিখিতে সন্দেহ অন্তরে;
সে পদ বাকী রেখে গেলেন মুনি নিত্য আহ্নিকে।
জেনে বিবরণ এসে শ্রীমধুসূদন, কল্পেন মূনির সন্দেহ ভঞ্জন।
মনে ভেবে মুখ্যভাবন, দেহিপদপল্লব, স্বহস্তে লিখে মাধব,
গ্রন্থ করিলেন পূরণ।
আহ্নিক অন্তে তপোধন দেখেন গ্রন্থ হয়েছে পূরণ।
তাই দেখে জয়দেব তপোধন পদ্মাকে কয় মনের দুঃখে
এ কি ভাব দেখি।

(ঘোষা)

বল গো পদ্মে পদ্মমুখী সুধাই তোমাকে।।
পদপল্লব অনুধারণ, বাকি রেখে গেলাম এখন নিত্য আহ্নিকে।।
বল গো শুনি পদ্মে শ্লোক আমার পূর্ণ করল কে?
শ্রীরাধিকার শ্রীপাদপদ্ম কে লিখিলে কৃষ্ণের মন্তকে?
একি ভাব দেখি বল গো পদ্মে পদ্মমুখি সুধাই তোমাকে।
রাধাভক্ত অনুরক্ত এমন শাক্ত কে?
যত যোগি-ঋষি যোগে থেকে দিবানিশি যার অন্ত না পায়,
গঙ্গার উৎপত্তি যার পায়, রাধার চরণ দিল তাঁর মাথায়?
শ্রীরাধাকে গোপের মেয়ে, তারপদে কি সম্পদ পেয়ে,
মুখ্যপদ শ্রান্ত হ'য়ে কে লিখিল এত অন্যায়?
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী যে চক্রপাণি তাঁর মন্তকে শিরোমণি
আয়ান ঘরণী?

একি শুনি দেখি বলগো পদ্মে পদ্মমুখি সুধাই তোমাকে।

(কুম্ভীর)

মম ইষ্ট কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ শুনি বেদ পুরাণে।
কে করল এত অবিচার, রাধাভক্তি এতই বা কার? ভাবি তাই মনে।
পদ্মে গো একবার জানিস্ যদি বল এখনে।

মম ইষ্ট কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ শুনি বেদপুরাণে।।

(পরচিতান)

যাঁর চরণ পরশে পাষণ মানব হইল।

যাঁর চরণ তরী পার করে ভববারি, অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল।

যে জন ব্রজপুরে তনয়রূপে যশোদারে মা ব'লে ডাকে?

গোপের দুর্দশা দেখে, গিরি ধ'রে করিলেন রক্ষে।

জানি পদ্মে কৃষ্ণ আমার ত্রিগুণ অর্থে গুণ রাধার,

তাঁর মন্তকে পদ রাধার, কি গুণ ধরে আয়ান ঘরনী রাধিকে?

একি ভাব দেখি বলগো পদ্মে পদ্মমুখি শুধাই তোমাকে।

মিলন (কৃষ্ণ-কালী) জবাব — নকুলেশ্বর সরকার
গান — বিজয়কৃষ্ণ সরকার

- চিতান — তখন, আয়ান ঘোবের বাক্য শুনে দুঃখে কাল কুটিলা কয়।
- পাড়ন — ও তুই হয়ে আমার বড় দাদা, সাজলি মালিনীর গাধা,
বাঁধা পড়লি রাধা বধূর পায়।।
- ফুকার — বললে, সরলা সে রাধারানী, কালীপূজার পূজারিণী,
সরল নয় সে সাপের বিষঃ ও তুই চোখের মাথা খেয়েছিস :
কালবরণী কালী হলে, শিব থাকিত চরণ তলে,
ও তুই মুদ্রাশূন্য পুরুষ বলে, নারীর চালে ভুলেছিস।।
- ফুকার — বললে, হত যদি ব্রজের কালা, গলে থাকত বনমালা,
এই যে কালীর অপরূপঃ ওটা নন্দের ঘরের অঙ্ককুপঃ
যাদুকরে যাদু করে, রূপের বদল করতে পারে,
ও তুই বুঝতে পারবি দু'দিন পরে, এই কালী তোর কালস্বরূপ।।
- ফুকার — বললে, নাই সে চূড়া নাই সে বাঁশী, অসি ধরা এলোকেশী,
মনে নাই কি অঙ্করেঃ যেদিন কপটি শ্যামসুন্দরে,
বিড়াল হল চিকনকালা, ইন্দুর হল রাজবালা,
করল বিড়ালে ইন্দুরে খেলা, আনন্দে তোর অন্ডরে।।
- ফুকার — বললে, কালবরণী মুক্তকেশী, পূজা করে রাই রূপসী,
পূজায় হবি শমন জয়ীঃ তোরে ভুলায়েছে রসময়ীঃ
রাস্তা চামড়ার বহর দেখে, মায়ার ঠুলি পরলি চোখে,
ও তুই কলুর বলদ ঘুরিস পাকে, কালা-কালী চিনলি কই।।
- ফুকার — বললি, চিরারাধ্য আদ্যাশক্তি, অচিরে আজ পাবি মুক্তি,
ভক্তিতে তার পূজা করঃ আমার ভক্তি নাই ওই পূজার পরঃ
বিয়ের দিনে করে খোজা, ঘুচাল তোর পাপের বোকা,
করে মামী-ভাগনায় প্রেমের পূজা, তুই গিয়ে হ' তদ্রথার।।
- অন্তরা — মুক্তকেশীর কাছে গিয়ে মানত মান।
পূজার ফলে জন্মে যেন, সোনা বউর এক সুসন্তান।।
অশুদ্ধ নৈবেদ্যদানে, করবি কেন পূজার অপমান।।
তোর দেহ নৈবেদ্য করে, দিবি নাকি পায়,
পুরুষত্ব শূন্য দেহ, লাগবে না পূজায়।
পূজারিণী রাইরূপসী, তোর সঙ্গে তার ঘেঁষাঘেঁষি,

লবেনা তোর মুক্তকেশী, খোজাপণ্ড বলিদান।।

(গানটি পাওয়া যায় নি)

'বাঁশী' গানের জবাব গান — নকুলেশ্বর সরকার

জবাব — রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — এখন রসময়ীর রসালাপে বলে কৃষ্ণ রসময়।
- পাড়ন — ও রাই নব রসের রসিকে, বশ করলে শ্যাম শশীকে,
এই বাঁশীকে করিয়ে আশ্রয়।।
- ফুকার — বঙ্গে না জেনে রূপগুণরাশি, কেন এত ভালবাসি,
প্রেমে ভালবাসিলে: তাহিতে প্রেমসাগরে ভাসিলে :
অতি ধূর্ত স্বার্থপরে, কাম কামনার রাজ্যে ঘোরে,
কিন্তু প্রেমিকারা দিতে পারে, পরার্থে প্রাণ বিসর্জন।।
- মিল — জন্মদ হেম গোপিনীর প্রেম অহৈতুকী,
দরশে হয় অন্তর্মুখী, বহিরিঙ্গিয় সকল।
- মুখ — বাঁশী শুনে যমুনার কুল, কুলজাকুল ভরতে এল জল।।
- ডাইনা — যন্ত্রণা দেয়া যন্ত্র না, এই মোহনবাঁশী,
তোমরা ভালবাস বাঁশী, আমিও বাসি:
স্বভের রা দৈবতের ধা, এই তো বাঁশীর রাধা সাধা,
স্বরে সদা ফরে সুধা, ঢাকে পদ্য পরিমল।।
- খাদ — স্বরে সখী সদায় দেখি আঁখি ছল ছল।।
- ফুকার — বাঁশী বলে আমার নাহি গৌরব, ফুকারে করি কলরব,
প্রকাশে আকাশের রস : ধেনু চাহে সে দরশ পরশ :
বাঁশী যন্ত্র তন্ত্রশূন্য, দামে বেশী নামের জন্য,
রাধে কাম-বীজ গায়ত্রী ভিন্ন, তাত্ত্বিক শিব হইত না বশ।।
- ফুকার — রাধে যন্ত্রীগুণে যন্ত্র বাজে, যন্ত্রে যদি তন্ত্র রাজে,
বাঁশী যন্ত্রে তন্ত্র নাই: কেবল যন্ত্র গুণে তাহি বাজাই:
ফুয়ে শুধু হাওয়াখানি, কি কাজে কেহ না জানি,
তানে যমুনাজীবন উজানি, জানে জানে জেনে রাই রাই রাই।।
- ফুকার — তুমি বসিলে রাই আমার বামে, তাতে আমার কোনক্রমে,
জুড়ায় না পোড়া অঙ্গ: তোমার রূপ সাগরের তরঙ্গ:
আলো করুক কালো শরীর, বাসনা পুরাক বাঁশরীর,
হউক শ্রীহরির সঙ্গে কিশোরীর, অনঙ্গাসঙ্গ সঙ্গ।।
- ফুকার — বাঁশী যন্ত্র রাধার মন্ত্রগুণে, মহাভাবে সবাই শুনে,
প্রথম তোর নাম শুনে রাই: যেন আমারে আমি হারাই:
বহুকাল এই জিহ্বাযন্ত্র, জপ করিত রাধা মন্ত্র,
এখন যন্ত্র করেছি স্বতন্ত্র, মূল মন্ত্রটি ভুলি নাই।।
- মিল — ভালবাসিতে বাঁশীতে এনেছি তোকে,
চেয়ে থাক আমার দিকে, দেখে করি প্রাণ শীতল।।

(নকুলেশ্বর সরকার কৃত গানটি পাওয়া যায়নি)

মিলন (সুবলবেশী রাধা) ১নং মদন বালা (ফরিদপুর)

- চিতান — নিশি প্রভাতে বৃন্দাবনের রাখাল সনে।
- পাড়ন — গিয়ে বিপিন মাঝে, রাজা করে রাখালরাজে,
ফলফুল এনে দেয় কৃষ্ণের স্থানে।।
- ফুকার — দেখে চাঁপার ফুল মোহ হলেন প্রাণ কালিয়ে, সুবল
তাহার সংবাদ লয়ে, গিয়ে গোকুলে : কথা শ্রীরাধায়
বলিয়ে, রাখাল বেশে বনে পাঠালে।
তখন সুবল রলেন আয়ান বাসে, প্যারী চললেন
সুবল বেশে, পথে ডেকে মৃদুভাবে, সুধায় তারে কুটিলে।।
- মিল — এত চঞ্চল গমনে সুবল যাস কোথা,
ও তোর ভাব দেখে কতই ভাব হয় আমার মনে।।
- মুখ — সুবল কোথায় যাস বল বসন দিয়ে চাঁদ বদনে।।
- ডাইনা — দুটি নয়নে জলধারা, আছে মস্তকে মোহনচূড়া,
নবীন রাখাল বেশে, নব বৎস বঙ্কোদেশে : ডাকিলে
তায় সুবল বলে, কথা কইস্ কতই ছলে, চাইসনে চাঁদ
বদনে তুলে, কেন কারো পানে।।
- খাদ — অন্তরের অন্ত তোর কিছুই বুঝিতে পারিনে।।
- ফুকার — ওরে সুবলরে ভানোদয় কানু লয়ে সব রাখাল
একত্র হয়ে লয়ে ধেনুর পাল, যত গোকুলের রাখাল :
রাখতে গেলি শ্রীনন্দের পোপাল, : আবার বনে রেখে
বনমালী, তুই কেন ব্রজে ফিরে এলি, কার কাছে
কি বলে গেলি, আমার কাছে বলরে বল।
- মিল — জানি পুরুষের দক্ষিণ পদ অগ্রে চলে,
তোমার বামপদ অগ্রে চলে কি কারণে।।
- অন্তরা — কিছু ধীরে ধীরে চলে যাওরে সুবল এত দ্রুত চলেছ কোথায়।
মরি হায়, ফণী যেমন গমন তদ্রূপ প্রায়।।
সুখের যামিনী প্রভাতে, ধেনুর সঙ্গে গোষ্ঠে যেতে,
এত দ্রুত চলে যাওনা সে সময়।
দেখি চঞ্চল অধিক গতিক ভাল নয়।।
- পরচিতান — আমি এসেছি আয়ান দাদার কথা মতে।
- পাড়ন — তুমি এলে আগে, চলে অতি দ্রুতবেগে, দেখা
পেলেন বিপিনের পথে।।
- ফুকার — ওরে সুবলরে, বৎসহারা হলে তোরা, হয়ে থাকিস্ যেমন ধারা,
শোন্রে সুবল শোন, জানি চঞ্চল হোস যেমন;
আজ তো নাই তোর তার কোন লক্ষণ :
যখন কানুর সঙ্গে ধেনু গিছে, যার বৎস তার সঙ্গে গিছে,
তোর বুকে কেন বৎস আছে দেখে তুষ্ট হয়না মন।।
- মিল — তোরা সকলে কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গী ব্রজে জানি,
সব ধেনু চরে কৃষ্ণের বাঁশীর গানে।।

মিলন (সুবলবেশী রাধা) ২নং

মদন বালা (ফরিদপুর)

- চিতান — বড় কথাতে প্রবোধ দিলি সুবল আমায়।
 পাড়ন — বুঝি ফাঁকি দিয়ে, আমায় যাবি ভুলাইয়ে,
 সুবল আমি ভোলবার মেয়ে নয়।।
- ফুকার — ওরে সুবলরে, ছল করে বুঝালে আমায়,
 শুনে তোমার প্রবোধ কথায়, মন আর মানেনা
 মনের সন্দ ঘোচেনা : আজ করে কোন্ দুষ্ট মন্ত্রনাঃ
 যত বশা লেগে ঘাটে পড়া, বৌকে কল্যাণে কুলছাড়া,
 কত স'ব মনের পোড়া, বৌ বুঝি ঘর করেনা।।
- মিল — তোরা স্বপক্ষ সকলে সেই কৃষ্ণের পক্ষে হয়ে,
 স্বাপক্ষ সদায় থাকিস তারির কাছে।।
- মুখ — সুবল শুনে যারে তোর সঙ্গে এক কথা আছে।
 ডাইনা — এত ব্যস্ত তুই হলি কিসে, নববৎসতোর
 বন্ধ দেশে, এলি গোষ্ঠের পথে: তাইতে সন্দ হয়
 মনেতে: ঐ মন্দ ঘুচাইব, তোরে কি ছেড়ে দিব,
 চল তোরে নিয়ে যাব, আমার দাদার কাছে।।
- খাদ — লজ্জায় ঢেকেছ মুখ ভঙ্গীভাব সব জানা গিছে।।
 ফুকার — ওরে সুবলরে বলি তোরে আজ সম্প্রতি,
 নিত্য কত নতুন কীর্তি শুনি গোকুলে, লজ্জায় চাইনে মুখ তুলে :
 যে কলঙ্ক আমাদের কুলে :
 বুঝি ধর্মে ধরে দিল তোকে, দেখতে পাবে
 ব্রজের লোকে, ফটকের প্রায় অটক থেকে
 ঘটক পৈলেন জজ্জালে।।
- মিল — আমি বুঝিব আজ সেই ঘটকের ঘটক গিরি,
 যদি দেখা আজ পেলেম তোরি, জানিবি পিছে।।

মিলন (কুটিলার গোয়েন্দাগিরি)

অজ্ঞাত

- চিতান — মনের আনন্দে সাজায় বাসর কুঞ্জবনে।
 পাড়ন — ভেবে কৃষ্ণরূপ মনেতে বসে নিকুঞ্জেতে নিশিথে দেখে স্বপনে।।
 ফুকার — রাখে ভাবলো মনে কুঞ্জবনে যাই, এমন সময়
 নিশিথে শ্যাম নাই: কৃষ্ণ রইল গিয়ে কার বাসরে,
 একবার দেখে তবে আমি তারে,
 এমন সময় কুটিলারে, দেখে মূর্ছাগত ওরে হলেন রাই।।
- মিল — দেখে কুটিলে তাই বলে, ওঠাংগো রাই রাই,
 যাই সংবাদ জানাই গিয়ে দাদার কাছে।
- মুখ — দাদা একি হলো, এমন সাধের বৌ রাখে এমন ধুলায় পড়ে আছে।।
 ডাইনা — ও তার মুখেতে বাক্য নাই, অঙ্গেতে বসন নাই, শবের মত :
 সেই রাধার দুঃখের কথা আমি বলব কত:
 দেখলাম এই মাত্র কষ্টাগত, কেবল জীবন আছে।
- খাদ — বৌ বিনে দাদা তোমার আর কে আছে।

- ফুকর — রাখে মলো মলো দেখতে চল তাই, হয়ে
জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য রাইঃ এখন চল রাধার অস্তিম কালে,
হরি নাম দেই ওর কর্মমূলে,
বউ বাঁচিলে এ গোকুলে দাদা তোমার ভাগ্যের ওরে সীমা নাই।।
- মিল — রাধার অস্তিমকালে চল যাই সকালে সকালে,
বৌ মলে এ গোকুলে, দাদা আর কে আছে।।
- অন্তরা — দাদা বৌ কেন আজ এমন হল।
যেমন ওদকবিনে চাতকিনী তেমনি রাই আজ হল।।
লক্ষ্মীরূপ গোলোকেতে, বলছ দাদা ঐ মুখেতে,
ঐ মুখেতে, সেই বৌ কেন আজ পথে পথে,
কণ্ঠাগত প্রাণটা গেল।।
- পরচিতান — রাধার কি হলো বল বল দাদা আয়ান।
- পাড়ন — আমরা তাই ভেবে মনেতে, এসে নিকুঞ্জেতে,
শ্যাম আশায় এসে হারাই প্রাণ।।
- ফুকর — রাখে মগ্ন হয়ে বিদ্র ঘটেছে, হয়ে নিরুৎসাহ ব্যথিত নাই কাছেঃ
রাধার দুঃখের কথা শোন বলি, সোনার অঙ্গ হলো কালি,
খৌপাতে নাই চাঁপারকলি, ধূলায় অঙ্গ ঢেকে ওরে রয়েছে।।

মিলন (সুবল বেশী রাধা) ১নং **অজ্ঞাত**

- চিতান — রাইশ্যামের নিত্য লীলা নিত্য বৃন্দাবনে
- পাড়ন — নিধুবনে গিয়ে, কুঞ্জভঙ্গ দিয়ে,
প্রভাতে কানু চন্দ্রেন ধেনুর সনে
- লহর — বিপিনে চম্পকের ফুল দেখে আকুল শ্যাম চিন্তা মনিঃ
মনে ভাবলেন আপনিঃ এই রূপ আমার চম্পকবরণী।
তখন মাধুর্য ভাব পড়ে মনে, অধৈর্য শ্যাম ধরাসনে,
সুবল সখা জেনে মনে, আনতে যায় কমলিনী।।
- মিল — সুবল আপন বেশ রাইকে দিয়ে পাঠায় বনে,
তঁারে না চিনে বলেন কৃষ্ণ কেলেসোনা
- মহড়া — ওরে সুবল সখা, কেন এলে একা, প্রাণের প্রিয়া কি দেখা দিবে না
- ধূয়া — আমি চাঁপার ফুল অঙ্গে পরে, রাধার রূপ মনে করে
হলেম অচেতনঃ আমায় চেতন করে আনতে তঁারে কল্পে গমনঃ
এখন ভাই বিরস মনে, এলে তুমি কি কারণে
আমার প্রাণের ধন রাধা বিনে প্রাণ বাঁচেনা।
- খাদ — সুবল প্রিয়সী বিনে আমার প্রাণ রবেনা।।
- লহর — সুবল রে, সখ্যভাবে তোমরা সবে সখা ব্রজেতে
বাঁচাও বিপক্ষের হাতে, সুখে থাকো আমার সুখেতেঃ
ওরে আজ কেন তোর মন ঔদাস্য, শশীমুখে নাইরে হাস্য,
মলিন দেখি এ চন্দ্রাস্য, নব বৎস বক্ষেতে।।
- মিল — ঐ
- সুমর — সুবল প্রিয়া কি বলেছে বল বল।
ওরে ভাই সুবল কথা বল সুবল শুনে প্রাণ করি শীতল

তোমরা ভাই পাঠিয়ে দিয়ে, আশা পথ নিরক্ষিয়ে,
প্রাণ আমার ছিল যেমন,—বারিশূন্য মীন
বনপোড়া হরিণ—রাই বিনে ভাই এমনি হৈল।।

মিলন (সুবল বেশী রাধা) ২নং অঙ্কাত

- চিতান — না চিনে সুবল জানে কত বল্লম তোমায়।
পাড়ন — সুবল আছে ব্রজে, তুমি সুবল সেজে,
এসেছ বিপিন মাঝে দেখতে আমায়।।
- লহর — শ্রীরাধে, সুবল মুখে শুনে আমার দুঃখের কাহিনী,
হয়ে দুঃখের দুঃখিনী দেখতে এলে আপনি :
বিনোদ বেশে রাই বিনোদিনী :
তোমার নাম শুনে হই পরমসুখী, দেখা দিলে চন্দ্রমুখী,
এত দয়া না হইলে কি, মধুর ভাবের ভাবিনী?
- মিল — তোমার নামে মধুর, বাক্য মধুর,
আমি না জেনে বাঁশীতে কি ঐ গুণ গাই?
- মহড়া — প্রিয়ে এস এস, আমার পাশে বস,
আমার তপিত প্রাণ শীতল করি রাই।।
- ধূয়া — বনে তোমার রূপ পড়ে মনে, অধৈর্য হলাম প্রাণে, যেমন মরেছিলাম—
তোমায় দেখতে পেয়ে, তাইতে আবার জীবন পেলাম :
বিলম্বের কাজ কি প্রিয়ে, মনপ্রাণ সমর্পিয়ে,
এস শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, এ প্রাণ জুড়াই।
- খাদ — তুমি বিনে গো রাধে! আমার আর কেহ নাই।।
- লহর — শ্রীরাধে, আমার প্রতি রসবতী যে দয়া তোমার,
আমি মন বুঝেছি তার : এজন্ম কি শোধব তোমার ধার
তোমার ঐ মধুর প্রেম স্বপ্নের দায়ে, জন্মান্তে ভিখারী হয়ে,
করেতে করঙ্গ নিয়ে, ভিক্ষা মেগে শোধব ধার।।
- মিল — ঐ
- ঝুমর — আমার কাছে এস এস বিধুমুখী।
ও প্রাণ রাধিকে, তোমার রূপ দেখে, রূপ সাগরে ডুবে থাকি।।
রূপ মাধুর্য দরশনে, অধৈর্য হয়েছি প্রাণে, যেমন চাতক পাখি।
করে মিলন বরিষণ, বাঁচাও হে জীবন, চক্ষে হেরে বন্ধে রাখি।।

রাধার খেদ

জবাব — রাজেন্দ্রনাথ সরকার

গান — মনোহর সরকার

- চিতান — তখন রসময়ীর বিরস ভাষে রসে বলে রসময়।
পাড়ন — ও রাই নবরসের রসিকে, বশ করলে শ্যামশশীকে,
দাসীকে কে প্রেমের গুরু কয়।।
- ফুকার — রাধে আমি পাত্র তুমি পাত্রী, অকূল প্রেম-জলধি-যাত্রী,
দিবারাত্রি নাই কো জ্ঞান : করি ইন্দ্రిয়াতীত বস্তুর ধ্যান :
আমি লতা তুমি তরু, আমি বালি তুমি মরু,
রাধে তোমায় করে প্রেমের গুরু, আমার প্রপঞ্চাতীত পঞ্চপ্রাণ।।

- মিল — মিছে কেন বললে আমায় কল্লিত দুখ,
প্রেমের গতি অতি সুন্দর, সে রাজ্যে নাই এই সুখ দুখ।
- মুখ — কই থাকে আর দুখবিন্দু, যার প্রেমসিদ্ধ মধ্যে মনসিন্দুক।।
- ডাইনা — আবার বললে ননদিনীর বড়ই ভয় করি,
হরি বলতে থাকি যেন হরির ভয় করি :
প্রেমদ্বরে বলিলে হরি, করীর প্রেমে কুঞ্জে হরি,
না হলে, সে কপট অরি, বুদ্ধি করতে প্রেম কৌতুক।
- খাদ — প্রেমের গতি কুটিল অতি, কুটিল সেটুক।।
- ফুকার — বললে বাঁশীতে ব্রহ্মাণ্ড ভূলে, যমুনার জল উজান চলে,
ভূলে না কুটিলার মন : তুমি জাননা তার মন কেমন :
মোহন বাঁশীর গহন জানে, তার অসহন দহন জানে,
ও তার মন যমুনা ধায় উজান, করবে বলে প্রেম বর্ধন।।
- মিল — বাঁশীর গানে সতী কভু ছাড়েনা পতি,
পরমপতির প্রতি প্রীতি, পতি পায় তায় অতি সুখ।।
- অন্তরা — বাঁশীর স্বরে ধৈর্য ধরে ঘরে থাক দিবা নিশি।
হৃদি বৃন্দাবনে দেখ শ্যামশশীর অমিয় হাসি।।
ডুব দিয়া এই প্রেমসাগরে, ভ্রমণ কর প্রেমনগরে,
দেখ তোমার শ্যামনাগরে বাজায় বাঁশী।
বাঁশরী মন্দ বল না নিন্দুকে, নিন্দুকের মত বন্ধুকে,
মথিয়া প্রেমসিদ্ধকে, নিন্দুক উঠায় সুধারাসি।।
- পরচিতান — শুনে মোহনবাঁশী, রাহি রূপসী কেন দাসী হতে চাও।
- পাড়ন — তোমার নাম নিয়ে বাঁশী বাজাই, এ ব্রজবাসী মজাই,
নামরাপে রাহি এত প্রেম বাড়াও।।
- ফুকার — বললে, দিয়েছে নিরদয় বিধি, দেখিতে পলকবাদী,
বিধির বিধি রাখ কই : যখন ভাবে ডুব প্রেমময়ী :
হয়গো প্রেমিক প্রেমিকারা, প্রেমালোকে পলকহারা,
পাবে ভাবালঙ্কার তেমনি ধারা, লক্ষ্য করলে তুমি জয়ী।।
- ফুকার — শুধু চক্ষে না থাকিলে পলক, দেখা যায় কি রূপের ঝলক,
পলক নাই মীনের চক্ষে : তবু বঞ্চিত দর্শন সুখে :
এ চক্ষের পলকের জন্য, কেন তোমার মনঃক্ষর,
তোমার প্রেমের চক্ষু পলকশূন্য, সেই চক্ষে দেখ আমাকে।।
- মিল — আমি তোমার তুমি আমার দুই দেহে এক প্রাণ,
তুমি আমি সমান সমান, যার যা খুসী তাই বলুক।।

(গানটি পাওয়া যায় নি)

অভিসারিকা

অম্বিকা সরকার (ফরিদপুর)

- চিতান — নিয়ে সঙ্গেতে সঙ্গিনী, রাহি প্রেমরঙ্গিনী, চললেন নিকুঞ্জেতে।
- পাড়ন — কুঞ্জে না হেরে শ্যামচাঁদে, মধুর প্রেম বিবাদে, মজলেন রাখে দুর্জয় মানেতে।।
- ফুকার — শ্রবণে শ্রবণাতে পূর্ণিমার তিথি, ও সেই ঋতুর যোগে হলেন রাহি ঋতুমতী :
তাতে মিলন রাশি অনুবন্ধে, শ্রবণা যায় রাধার কেন্দ্রে,
স্পর্শিয়ে তার পূর্ণচন্দ্রে, সাজলেন ঠিক যেমন রাধার মুরতি।।

- মিল — প্রভাকরীর প্রায় প্রভাকরীর প্রভা হেরি,
প্রভাকরী তাই আয়ানেরে ডেকে সুধায়।
- মুখ — আয়ান দাদা হে রাধা বৌ'র মতো বৌ, সে যে আজ বনেতে যায়।।
- ডাইনা — সে বৌ'র মুখে নাই মধুর হাস্য, বক্ষে এক নবীন বৎস,
দেখলেম কৃষ্ণবর্ণ : ও তার চরণে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন :
চুড়ায় ময়ূর পাখা, রাধার নাম তাইতে লিখা,
নয়ন বাঁকা বৌ'র, বৌ বৌ বলে বাঁশী বাজায়।
- খাদ — জ্ঞান হয় এ বৌ বুঝি দাদা সামান্য নয়।।
- ফুকার — দাদা হে, বৌ'র রূপেতে ভোলে মুনির মন,
প্রভাত কালের ভানু জিনিয়ে তরুণ বরণ :
তার সুকোমল অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমর ডাকে গুণ্ণুণ্ণ রবে,
বৌকে দেখে ধৈর্য রবে, দাদা জগতে কেহ নাই এমন।।
- মিল — নবীন বয়সে কি উদ্দেশে বনে যায়,
রাধা বৌ'র সঙ্গে আছে বুঝি বৌ'র পরিচয়।।
- অন্তরা — আহা মরি রূপ মাধুরী হেরিলাম কি কুঞ্জবনে।
আমার দেখতে সে রূপ যেন, লেগে এল নয়নকোণে।।
কিবা বামা রূপ রাশি, যেন কোটি পূর্ণশশী,
আমার মনপ্রাণ হল উদাসী, রূপসী বৌ'র বাঁশীর গানে।।
- পরচিতান — কিবা রত্না তিলোত্তমা, চাঁদের প্রিয়তমা কি সে হয় রোহিনী।
- পাড়ন — কিবা মদনের সেই রতি, কি মোহন মুরতি, এই নাকি ত্রিলোকতারিণী।।
- ফুকার — দাদা হে, দুর্গা, গঙ্গা, ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী,
তারা লজ্জা পায় দেখলে পরে কামিনী :
আমার এই অনুভব হয় অস্তরে, বৌটি যদি মনে করে,
ম'লে পর বাঁচাতে পারে, যে বৌ অমরাভয়দায়িনী।।

নৌকা বিলাস—১নং তারিণীচরণ নট (নোয়াখালি)

- চিতান — রাধা-কৃষ্ণ লীলা, নিত্য রসের খেলা, রসিকে করে রস গ্রহণ।
- পাড়ন — যারা দূরদেশী, রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিচ্ছেদী, প্রেম রসে মজে না তার মন।।
- ফুকার — একদিন রসিক শেখর মনে মনে চিন্তা করি,
নিয়ে ভাঙ্গা তরী, যমুনায় হলেন কাণ্ডারী:
নিয়ে সে দধির পসার, করতে মথুরা বাজার,
হতে সে যমুনা পার, এলেন রাই কিশোরী।।
- উড়ান — তখন তরণী পাড়া দিল কিছু দূরে,
মাঝির মনের ভাব বুঝতে পেরে, দৃষ্টী বৃন্দে বলে।
- মিল — ও হে নূতন মাঝি, চূপ করে র'লে কি বুঝি, তরীখানা আন কূলে।।
- ডাইনা — বৃষভানু রাজনন্দিনী সে যে মোদের রাধিকা,
সামান্য পাটুনী তুমি, মর্যাদা কি বুঝবে তার:
রাধা আমার রাজার ঝি: তুমি এক পয়সার গুদাড়ার মাঝি:
তুলিয়ে নৌকার পাড়া, পার করে দাওনা হুঁরা,
দধি হবে না বিক্রি করা, বাজার ভেসে গেলে।
- খাদ — কেন কও না কথা, না কি তুমি বধির হলে।।

- ফুকার — গেলে অন্য ঘাটে এতক্ষণ দেৱী হতো না,
দেখলে গোপাঙ্গনা তরীও পাড়া দিত নাঃ
মাটিও লাগতো না পায়, যত্নে উঠাতো নৌকায়,
পার করতো বিনা পয়সায়, পয়সাও চাইত না।।
- অন্তরা — মাঝি তরনী তীরে ভিড়ায়, তরুনীগণ বাজার করতে যাই।
তুমি পার কর, নয় নিষেধ কর, অন্য ঘাটে যাই।।
মাঝি হে, কেন মনখান তোমার বেজার বেজার, মনে কি উদ্দেশ্য তোমার,
না কি নগদ পয়সার দরকার, কও না আমার ঠাই।
আমি তোমার মতন এমন বেহেড মাঝি দেখি নাই।।
- পরচিতান — বেশী দেৱী হলে, বাজার ভেঙ্গে গেলে, জানাব রাজার সাক্ষাতে।
- পাড়ন — রাজা জানবে যবে, সঙ্গে সঙ্গে তলব হবে, শাস্তি ভোগ আছে কর্মেতে,,
- ফুকার — তোমার নৌকা দেখি, যুক্তি করলেম অষ্ট সখী,
দিব বার্ষিক করে, লাগবে না আর ডাকাডাকিঃ
জাননা রসিকতা, জাননা সুজনতা,
ডকলেও কওনা কথা, তুমি বোবা না কি।।

নৌকা বিলাস—২নং **তারিণীচরণ নট্ট (নোয়াখালি)**

- চিতান — মাঝি বললে আমায়, এক মণ ধরে নৌকায়, আমরাও নয় জনে একমণ।
- পাড়ন — নৌকায় তুলে এখন, মনে কর মনের ওজন, কি করে পার হবে নয় জন।।
- ফুকার — রামের চরণ পরশে, স্বর্ণ হয় মাধবের নৌকা,
তোমার কপাল, দয়া করলে শ্রীরাদিকাঃ
কারে কি মনে কর, দেখেও চিনতে পার,
গুদাড়া বেয়ে ফির, তুমি নেহাৎ বোকা।।
- উড়ান — যা হোক, এতক্ষণ বেশী কিছু কই নি আমি,
বড় অরসিক মাঝি তুমি, চোখ দেখলে যায় চিনা।।
- ধূয়া — ও হে পারকাণ্ডারী, পার করে দাও তাড়াতাড়ি, আর বিলম্ব প্রাণে সয় না।।
- ডাইনা — মদনমোহন বংশীবদন খতের খাতক রাধিকার,
সামান্য পটুনি তুমি, মর্যাদা কি বুঝবে তারঃ
রাখা আমার রাজার ঝি, তুমি এক পয়সার গুদাড়ার মাঝি,
হলে গুদাড়া বদ্ধ, মিলবে না খাওয়ার পৈদ্য,
মরবে ভাত বিনে গোষ্ঠীশুদ্ধ, ভিক্ষাও মিলবে না।
- খাদ — আগে জানলে পরে, তোমার ঘাটে, কেউ আসতেম না।।
- ফুকার — তোমার মাথা গরম থাকে বুঝি নিরবধি,
যাও না রাধার কাছে, চাও যদি ভাল ঔষধিঃ
নন্দের নন্দন মারা যায়, এক ফোঁটা জলে বাঁচায়,
নিবো কি তোমার মাথায়, একটু শীতল দধি।।
- উড়ান — যাবে মস্তিষ্কের বিকৃতি দোষ, দিলে শীতল দধি,
মাত্র সপ্তাহে পথ্য বিধি, মাখন ছানা।।
- অন্তরা — জানি পাটের রাজা ঘাটের মাঝি সম্মানী, মানুষ চিনে যদি চলা যায়।
লোকের ভদ্রতা আর অভদ্রতা, লিখা রয় কি গায়।।
মাঝি হে, কোন মাঝি স্বভাবগুণে, বসে রাজ সিংহাসনে,

রামায়ণ ভারত পুরাণে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আবার কোন মাঝি স্বভাবগুণে, নাক কান মলা যায়।।

পরচিতান— ও যার গাঙকূলে ঘর, ধনী মানী ইতর, সে কোন খবর রাখে না।

পাড়ন — তোমার ব্যবহারে, দুঃখেতে হৃদয় বিদরে, মুখ ফুটে বলতে পারি না।।

ফুকর — শুনি লোকের মুখে গলায় কাঁটা বিঁধলে পরে,

জ্ঞানী মানী লোকে বিড়ালেরও পায়ে ধরেঃ

আর দেরী সইতে নারি, দেখা যায় বিপদ ভারী,

পার কর পারকাণ্ডারী, বলি চরণ ধরি।।

নবম অধ্যায়

সখীসংবাদ—অভিসার/মান

মান (ক) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — দুর্জয় মানে মজে শ্যাম প্রতি বাম শ্যামপ্রেমসী।
 পাড়ন — আর ত হেরবে না কাল রূপ, কাল রূপ কাল স্বরূপ,
 দেখতে সেই ভাল রূপ, বিরূপ হল রহিরূপসী।।
- ফুকার — শ্যামশশী, হায় হায়, চুড়া বাঁশী দিয়ে রাই পদে পড়ে বিষম বিপদে:
 কেঁদে বলে ত্রাহি ত্রাহি, কেবলম্ তব কৃপা হি,
 অমানীকে মানং দেহি, স্থানং দহি, দেহি ও পদে।।
- মিল — রাধার কুঞ্জেতে প্রবেশিতে দেখে সব অপ্রীতি,
 বৃন্দাদুতী কয় রাধার প্রতি, বিস্ময় বাক্যে তখন।
- মুখ — বলগো বিধুমুখী, কেন অধোমুখী, শ্যামকে বিমুখী—
 মুখে নাই গো সুখ দুঃখের বচন।।
- ডাইনা — হায়, কি অভাবে ভাবান্তর, সবাকার অন্তর, নিরন্তর নিরানন্দ:
 কেন ভান্ডর উঠে না, পুঙ্কর ফোটে না, অলি লোটে না মকরন্দ।
 ছিল যার প্রেমে বাধ্য, সে হল কি অবাধ্য,
 কেন পাদপদ্মে প'ল অদ্য, পদ্মপলাশলোচন।
- খাদ — পশ্চাতে প'ল বাধ্য, কুঞ্জে আসি যখন।।
- ফুকার — মরি হায় হায় গো, কি সাথে বিষাদে মজলি রাই,
 দুঃখ কার কাছে জানাই:
 চন্দ্র উদয়ে কুমুদিনী, সাদাই থাকে আমোদিনী,
 সূর্য উদয়ে কমলিনী, কেহ ত মলিনী দেখে নাই।।
- মিল — কেন সাজলি রাই শুভঙ্করী মূর্তি ভয়ঙ্করী,
 ত্বরায় করে সে এ কিঙ্করীর, এ সন্দেহ মোচন।।
- অন্তরা — গঙ্গা আজ বিমুখী কেন সাগর সঙ্গমে।
 কেন শুকের মুক দেখে না শারী, সুখ নাই মরমে।।
 ময়ূর ত্যজল ময়ূরিণী, শ্রমর ত্যজল শ্রমরিণী,
 মেঘ ত্যজল আজ চাতকিনী কি ব্যতিক্রমে।।
- পরচিতান— হায় হায়, সব বিপরীত কেন দেখি এ নিকুঞ্জেতে।
- পাড়ন — জানি চিরদিন আশ্রিতা, লতা আর বনিতা,
 অদ্য স্বর্ণলতা তমাল ত্যজল কি জন্যেতে।।
- ফুকার — মরি হায় হায় গো, সাগ্রিপাত নাই কিসের মহাশ্বাস:
 এমন কে করে বিশ্বাস:
 পবিত্র আসনে নিষাদ, সাথে সাথে কেন বিষাদ,
 ত্যাজ্য করে মহাপ্রসাদ, কেন একাদশীর উপবাস।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে বৃন্দাধনির হিতবাণী, বলে মানিনী তখন।
- পাড়ন — তোরে বলব কিলো সজ্ঞনী, যে দুঃখে যায় রজনী,

- আমি জানি, জানে আমার মন।।
- ফুকার — কালার বাঁশী শুনে পূর্বরাগে, জীবন যৌবন দিলেম আগে,
শ্যামকে ভেবে ওণাধিক : শ্যামের জ্ঞান নাই মোটে ন্যূনাধিকঃ
পেয়ে চন্দ্রার কামের বাসন, অটল চাঁদের টলে আসন,
একটু মান-দণ্ডে না করলে শাসন, লম্পট পুরুষ রয়না ঠিক।।
- মিল — মান করেছি মানে রব শোন গো সজনী—
বিফলে গেল রজনী, সে দুঃখ কি সহ্য যায়।
- মুখ — কুঞ্জ হতে বের করে দে, সাথে সাথে কেন গোল বাধায়।।
- ডাইনা — শ্রীপাদপদ্মে শ্যামনীলপদ্ম পড়ল কি কারণঃ
মানের দণ্ডে ভণ্ড শ্যামের ভণ্ডামি এমন।
আগে কেটে বৃক্ষের গোড়া, পরে দেয় শ্যাম জলের ধারা,
লাথি মেরে পায়ে ধরা, সেই ধরায় কি প্রাণ জুড়ায়।
- খোঁচ — আশা ভঙ্গ অপরাধে দোষী শ্যামরায়।।
- ফুকার — বললে, চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনী,
জাগতিক এ ঘটনাঃ কিন্তু অসময় তা খাটোনাঃ
রাত্রে যদি চন্দ্র ওঠে, আমোদে কুমুদী ফোটে,
যদি ভোরে চন্দ্র মাথা কোটে, কুমুদিনী ফোটে না।।
- ফুকার — বললে, সূর্যোদয়ে কমলিনী, কিজনা এত মলিনী,
কিসে রাই তোর এত দুঃখঃ সেই তোর কথা শুনে ফাটে বুকঃ
চন্দ্রাবলী রাহুর গ্রাসে, দিবাকরের কর বিনাশে,
তাইতে অন্ধকারে মন বিরসে, কমলিনীর মলিন মুখ।।
- ফুকার — বললে, সাথে সাথে কেন বিবাদ, কাছে থাকতে মহাপ্রসাদ,
কেন উপবাসী রইঃ তুই কি জানিস না গো বৃন্দে সইঃ
মহাপ্রসাদ ছিল আগে, কাল নিশিতে কামসোহাগে,
লাগে অন্তিচি পিশাচীর ভোগে, মহাপ্রসাদ রইল কই?
- অস্তুরা — কেন সাগর সঙ্গমে গঙ্গা বিমুখী হয়েছে?
কেমনে সাগরে মিলি, কামুকা সেই চন্দ্রাবলী, বাদী হয়েছে।
আমার শ্যাম-সাগরের মিলন পথে, কাম-পাথরে বাঁধ দিয়েছে।।
কেন সাগরে সঙ্গমে গঙ্গা বিমুখী হইল?
সখী শ্যাম-সাগরে কর্ম ফেরে কাম-বালুতে চর পড়িল।।
শ্যাম-সাগরে সুরধুনী, মিশে থাকব চিরদিনই, বাসনা ছিল।
হঠাৎ চন্দ্রা সে অগস্ত্য হয়ে গণ্ডুয়ে সাগর গ্রাসিল।।
- পরচিতান— আমি রাধালতা, প্রেম আশ্রিতা ছিলাম কৃষ্ণ-তমালে।
- পাড়ন — সেজে চন্দ্রাবলী কাঠুরে, স্বকাম কামের ফুঠারে,
কেটে তারে ফেলে ছুতলে।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — দুর্জয় মান আবৃত্তা ধীরাপ্রীতা, ভানুসূতা কথা কয়।
- পাড়ন — তোরা চোরকে ক'সু চুরি করতে, গৃহীকে ক'সু চোর ধরতে,
মরতে মরতে দুয়ের মরতে হয়।।
- ফুকার — আগে মানের শিক্ষা দিলি দৃষ্টী, অতি মানে মানের ক্ষতি,

- বলিস ত নাই সে সময়ঃ কেন আজ বলিস তার বিপর্যয়ঃ
 প্রেমরতন হলে পুরাতন, আগের মতন রয় না যতন,
 শেষে মানে প্রেমকে করে নূতন, মীনকেতন সচেতন হয়।।
- মিল — তোরা কথায় আজ করব নাকি মানের অপমান,—
 কি আছে মানের সমান, অবলা নারীর সম্বল।
- মুখ — কি দুঃখে যে অধোমুখী, তোরা কি জানিস না সে সকল।।
- ডাইনা — পদ্মপলাশলোচন ক্যান প'ল আমার পায়?
 না জানিস তো চন্দ্রাবলীর কাছে শুনে আয়।
 প্রিয় বন্ধুর অদর্শনে, প্রাণ বাঁচে কি মান বিহনে,
 দায় ঠেকে বিচ্ছেদ আওনে, ঢেলে দিলেম মানরূপ জল।
- খাদ — চন্দ্রাবলীর দোষে হল সরলে গরল।।
- ফুকার — বললে, চন্দোদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনী,
 জানি এসব ঘটনা, তা তো সকল সময় ঘটে না,
 এ চাঁদের গৌরব রাত্রে বটে, দিনে যখন সূর্য উঠে,
 যদি কলঙ্কী চাঁদ মাথা কোটে, কুমুদিনী ফোটে না।।
- মিল — সূর্যোদয়ে কি কমলিনী হয় না মলিনী,—
 মেঘে ঢাকলে দিনমণি, ক্যানলো ফুটেবে কমল।।
- অন্তরা — সাগর সঙ্গমে বিমুখী নয় গো গঙ্গা সুরধুনী।
 বান ডাকে শ্যাম (প্রেম) সাগরে, গঙ্গা আছে উত্তরবাহিনী।।
 চাতক রৈল মেঘের আশে, মেঘ বরিষে অন্য দেশে,
 চাতকের প্রাণ বাঁচে কিসে, বল দেখি শুনি।
 প্রলয় ঝড়ে চাতকিনী, খাইতে নারে মেঘের পানি,
 মাঝে মাঝে প্রাণে বাজে, শ্যামবিরহ বাজের ধ্বনি।।
- পরচিতান — কেন তমাল ত্যজিল স্বর্ণলতা জানিস তো সকল।
- পাড়ন — ও সে চন্দ্রাবলীর কামঝড়ে, তমালে মাথা নাড়ে,
 ছিড়ে পড়ে স্বর্ণলতার দল।।
- ফুকার — এখন মহাপ্রসাদ পরিহরি, সাথে কি লো আমি করি,
 একাদশীর উপবাসঃ করলি না বুঝে সেই উপহাসঃ
 পারে প্রসাদ পাই না খুঁটে, সব গিয়েছে চন্দ্রার পেটে,
 এখন প্রসাদ শূন্য ভাও চেটে, পূর্ণ হয় কি অভিলাষ।।
- ফুকার — বললি, সাথে সাথে কেন বিষাদ, ত্যজ্য করে মহাপ্রসাদ,
 একাদশী কে রহেঃ যায় এ রজনী বিরহেঃ
 ষাদশীর শেষ না আসিতে, পারে না পারণা হতে,
 তোরা জানিস না গোস্থামী মতে, পারণা হয় পরাহে।।
- মিল — ভয়ঙ্করী মূর্তি কেন হল ধরিতে, বিচ্ছেদ অসুর নাশ করিতে,
 পাতিয়াছি এ কৌশল।।

মান (ক) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বলি দুঃখের কথা, চন্দ্রার কথা, রাই মানিনী।
- পাড়ন — নাগর হুরায়ো ধবলি, ভ্রমিছে কেবলি, কিসের চন্দ্রাবলী, একথা আমি মানিনি।।
- ফুকার — রাখে গো রাখে, কান্দে বন্ধু ধরে পদধ্বয়, শ্যাম তোরা আপন বই ত নয় :

- দস্তে যদি জিহ্বা কাটে, দস্ত কেউ ফেলেনা মোটে,
স্বকৃত পুকুরের ঘাটে, আছাড় খেলে ঘাট কি ভাঙ্গতে হয়।।
- মিল — ও তোর মনেতে প্রাণে ব্যথা, পেল প্রাণের কানাই,
খর গঙ্গাতে চর পড়ে রহি, আছে সাথে প্রমাণ।।
- ধূয়া — মান মান মান কথা মান, ছাড় ছাড় ছাড় এ ছার মান,
ব্রজে যার মানে তোমার এই সম্মান, কেন তার অপমান।।
- ডাইনা — রাখে, সামান্য অপরাধে, পায় ধরে অপরাধে, কার অনুরোধে রৈলি ভুলেঃ
রাখে কথা নয় অপ্রমাণিক, কান্দে তোর কালমাণিক, মুঞ্চময়ী মানং বলেঃ
এক সূর্য্য মাত্র জানি, অনন্ত সারোজিনী,
সূর্য্যের উপরে কোন মানিনী, করে এ দুর্জয় মান।।
- খাদ — অনুক্ষণ অনুতাপে জ্বলবে তোর তনুপ্রাণ।।
- ফুকার — রাখে গো রাখে, কয় দিন রবে এ মনের গীর্বাণ, কত হানিস্ বাক্যবাণ, :
প্রদীপ দিতে সন্ধ্যাকালে, দৈবে হঠাৎ হাত পুড়িলে,
তৈল সলিতা দূরে ফেলে, সেই প্রদীপ কে করে গো নিকর্বাণ।।
- মিল — সে ত তোর বৈ আর কারো নয় গো ব্রজবাস পর্য্যন্ত,
রাধাকান্ত বই চন্দ্রাকান্ত, বলে কেমন অজ্ঞান।।
- ফুকার — মান তাজে মানতে যে হবে সুহৃদের বাণী।
এ দেখ প্রাণবন্ধুয়ার কোমল অঙ্গ, লোটিয় ধরনী।।
অল্প সাধায় হরি বাধ্য, অতি লোভে তাঁতি বন্ধ,
চন্দ্রা তোর অশুদ্ধ রক্তগত শনি।।
- পরচিতান — নাগর করল যত, এত কোন্ পুরুষে করে।
- পাড়ন — তোরে রাজা ক'রে ব্রজে, আপনি কোটাল সেজে,
নিজের সম্মান তাজে, মান ভাঙ্গতে তোর পায়ে পড়ে।।
- ফুকার — রাখে গো রাখে, ভাত খেতে ভাত সবারই পড়ে, কেবা আহাৰ ত্যাগ করে, :
সংসার করা সুখে দুঃখে, প্রশংসার সার দেখ্ প্রত্যক্ষে,
মশারি নাই মশার দুঃখে, আগুন দিয়ে কেবা ঘর পোড়ে।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- ফুকার — বললে, দস্তে যদি জিহ্বা কাটে, দস্ত কেউ ফেলেনা মোটে,
কথাটা তোর মিছে নয় : কিন্তু সতর্ক তো থাকতে হয় :
জিহ্বা যেন ভালবেসে, না যায় নিঠুর দস্তের পাশে,
কুমীরে যার বংশ নাশে, টেকি দেখলে করে ভয়।।
- ফুকার — বললে, স্বকৃত পুকুরের ঘাটে, দৈবে যদি আছাড় ঘটে,
ঘাট ভাঙ্গেনা কোনজন : বলি বৃন্দে আমার কথা শোন :
নিষ্কাম প্রেম ঘাটের উপরে, কামের শ্যাওলা যদি পড়ে,
দুর্জয় মান-কাদালে ছেঁচে পরে, সাফ করা তো প্রয়োজন।।
- ফুকার — বললে, প্রদীপে হাত যদি পোড়ে, প্রদীপ কেউ কি নির্বাণ করে,
প্রেমের প্রদীপ নন্দলাল : জ্বলত আমার ঘরে চিরকাল :
এখন ঘোরে ইতি উতি, অন্ধকারে কাটাই রাত্তি,
জ্বালায় চন্দ্রাবলী কামের বাত্বি, পুড়ুক নিয়ে তার কপাল।।
- ফুকার — বললে, মশারি নাই মশার ডরে, আগুন দিয়ে কে ঘর পোড়ে,

প্রেমের মশারি করে : রাখতেম সযতনে শ্যামেরে :
কাইল ছিল শ্যাম চন্দ্রার কাছে, চন্দ্রার কি মশারি আছে,
শ্যামের সকল অঙ্গে দাগ লেগেছে, কামের মশার কামড়ে।।

মান-বৈরাগী (খ) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — একদিন চন্দ্রার কুঞ্জে নিশি ভুঞ্জে, বাঁকা শ্যামরায়।
পাড়ন — দেখে নিশা অন্ত, অন্তগত নিশাকান্ত,
কাঁদতে কাঁদতে রাধাকান্ত, রাধার কুঞ্জে যায়।।
- ফুকার — মরি হায়, রাধা রাধা বলে বদনে, গিয়ে রাধার কুঞ্জ সদনে ঘুরিয়ে বেড়ায়ঃ
রাধার সখী সব, শুনে সুমধুর রব, বলে কোন সাধু ঐ যায়ঃ
কেমন রাধাপ্রেমের অনুরাগী, রাধানামে নিশি জাগি,
সখী, মাস কীর্তনের কোন্ বৈরাগী, ভোরে রাধানামের কীর্তন গায়।।
- মিল — রঙ্গদেবীর সঙ্গে কুঞ্জদ্বারেতে দেখা,
বলে কপালেতে সিন্দুর মাখা, কোন্ ধর্মের কোন মর্মে পাও।
- মুখ — মাস কীর্তনের কোন বৈরাগী, রাধানামের সাধা কীর্তন গাও।।
- ডাইনা — শ্রীগুরুর আজ্ঞাতে তোমার, কি নাম ধর কোন্ পরিবার,
সদাচারী নাকি হও সহজঃ
মোহন্ত কি টল বৈরাগী, দণ্ডবৎ আজ, দেও হে পদরজঃ
উপাসনার সুফল দাত্রী, পেয়েছ কি কামগায়ত্রী,
সেবার দাসী আশ্রয় পাত্রী, কয়টি আছে বলে যাও।
- খাদ — কোন্ ময়ালে আছ, বলে সন্দেহ ঘুচাও।।
- ফুকার — মরি হায়, তুমি গত নিশি কীর্তনে, দশায় পড়লে কোন স্থানে,
কি ভাবের উচ্ছ্বাসঃ কেউ নাই রক্ষিত, কষ্টকে ক্ষত,
গায়ে চিহ্ন সব প্রকাশঃ
কোথায় অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে, ছিলে সাধনের প্রসঙ্গে,
কে পরাইল কাল অঙ্গে, এমন কালরূপের বহির্বাস।।
- মিল — অঙ্গেতে নাই গোপীচন্দন গঙ্গা মৃত্তিকা,
কপালেতে সিন্দুর মাখা, কোন্ ধর্মের কোন মর্মে পাও।।
- অন্তরা — কে হে অল্প বয়সের বৈষ্ণব।
মোরা যথা তথা যাই, কোথাও দেখি নাই, তোমার মত এমন অকৈতব।।
কাল যে পাড়াতে, যে ধনির বাড়িতে, শুনলেম মহোৎসবের মহারব।
নিয়ে সে পাড়াপড়শী, না ভুবিতে নিশি, কর এসে বাসী মহোৎসব।।
- পরচিতান — বড় সুপ্রভাত শুভ দর্শন, বৈষ্ণবের বদন, তারকব্রহ্ম রাম নাম।
- পাড়ন — পরিণামের বল হরিনাম, ছেড়ে কর কি মনস্কাম, রাধা সংকীর্তন।।
- ফুকার — মরি হায়, গেয়ে ভোরের সুরে রাধা নাম, তুমি পদব্রজে ব্রজধাম,
করতেছ ভ্রমণঃ এই গোপের কূলে যাবট গোকূলে, আছে বহু ভক্তগণঃ
ভক্ত আয়ান ঘোষ বাধানে যাবে, সূর্যোদয়ে দেখতে পাবে,
বোড়শোপচারে হবে, বৈষ্ণব সেবার আজই আয়োজন।।
- মিল — একদিনে মহোৎসব যদি ঘটে দুই স্থানে,
রক্ষা করতে নিমন্ত্রণে, দুই স্থানে কি প্রসাদ পাও।।

ঐ — জবাব হরিচরণ আচার্য (স্বয়ং কবি কৃত)

- চিতান — করে রঙ্গদেবীর বাক্য শুনে ত্রিভঙ্গ ব্যঙ্গ চাতুর্য।
 পাড়ন — আমি অটলভাবে টল দেই অটলবিহারী, চতুর্ভঙ্গের ফল করি অগ্রাহ্য।।
 ফুকার — আমি অনেক দিন হয় ভেক নিয়েছি, বসতি করি ব্রজপুরঃ
 কৃপা রাইচরণ প্রভুরঃ
 তোমাদের গোপীর পাড়া, ভিক্ষার্থে হলেম খাড়া,
 দেখে চক্রবক্রা মার্ক্য মারা, সবে কয় কানুদাস ঠাকুর।।
- মিল — আমি রাধা নামের সাধা কীর্তন গাইতেছি মুখে—
 আমার বাসনা অনেক দিন থেকে, রাধাকে করতে এলেম দরশন।।
- মুখ — শুন গো রঙ্গদেবী, তুমি কথা বল মন মতলবি, না জেনে কারণ।।
 ডাইনা — আমার আশ্রয় পাত্ৰী আছে কিনা, তোমাদের বিশেষরূপে নাই তা জানা,
 হয়েছি রাধা পরিবারঃ হল অনাশ্রয়ের দোষে সেদিন নিরাশ্রয় আমারঃ
 রাখব না আশ্রয় পাত্ৰী, জপ করব কামগায়ত্ৰী,
 আমি প্রেম ভিখারী তীর্থের যাত্রী, তাইতে এসেছি মধুর বৃন্দাবন।
- ফুকার — আমায় কে দিল কাল বহির্বাস, সেই কথা শুনি আজগুবিঃ
 তবে শোন রঙ্গদেবীঃ কহিল ঠেকলেম সাধুর পেঁচে, বৈষ্ণব ভোজন হয়েছে,
 আমায় এই বহির্বাস দান করেছে, প্রেমতলা চন্দ্রা বৈষ্ণবী।।
- ফুকার — বললে, অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত চিহ্ন, কি জন্য আমাকে বল মহাভাগঃ
 তোমরা বৃথা কর রাগঃ পাড়ার বৌ চন্দ্রাবলী, গৃহী বৈষ্ণবী বলি,
 করলেম তার সঙ্গেতে কোলাকুলি, এই আমার মধুর প্রেমের দাগ।।
- ফুকার — বললে বাসী মহোৎসব করিত প্রভাতে আসা কি হলঃ
 তাতে দোষ আছে কিলোঃ প্রসাদ হইলেও বাসী, তবু চায় ব্রজবাসী,
 আমি সে আশায় নিকুঞ্জে আসি, প্রসাদের পচাও ভাল।।
- ফুকার — বললে, আদান ঘোষে জানলে শেষে, পূর্ণ করিবে মনোসাধঃ
 বড় ঘটাবে প্রমাদঃ জেনে বৈষ্ণব মহাজন, যদি সে করায় ভোজন,
 আমি জানিয়ে ভোজনের ওজন, মন মতন করব আশীর্বাদ।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

- চিতান — শুনে রঙ্গদেবীর ব্যঙ্গবাণী অমনি বলে রসময়।
 পাড়ন — তুমি দেখিয়া বাহ্য বৈভব, আমাকে ভাবলে বৈষ্ণব,
 এসব চিহ্ন সব বৈষ্ণবের নয়।।
- ফুকার — বললে, রাধানামে নিশি জাগি, মাস-কীর্তনের কোন বৈরাগী,
 জ্বোরের সুরে কীর্তন গাও : বৃথা রঙ্গ করে লোক হাসাও :
 প্রকৃত বৈরাগী যারা, মালা তিলক পরে তারা,
 আমার রাধানামের ধড়াচুড়া, বৈষ্ণব লক্ষণ কিবা পাও।।
- মিল — গোপীচন্দন গঙ্গামাটি অঙ্গে নাই আমার,
 আমি হলেম নন্দের কুমার, তোমার কাছে পরিচয়।
- মুখ — মাসী কীর্তনের বৈরাগী নই, দোষ কীর্তনের শেষকীর্তন নিশ্চয়।।
 ডাইনা — সেবার দাসী আশ্রয়প্রার্থী আছে বা কয়জনঃ
 নিকুঞ্জের নিকটে থেকে বুঝ না ওজন :
 মুখ্যা অষ্ট সহচরী, সেবার দাসী ধরতে পারি,

- আশ্রয়পাত্রী রাইকিশোরী, নিতে এলেম পদাশ্রয়।
 খাদ — আরো একটি কথা শুনে দুঃখ অতিশয়।।
 ফুকার — আবার অন্তরঙ্গ গণের সঙ্গে, ছিলেম সাধনের প্রসঙ্গে,
 সারা নিশি কোন্ স্থানে : সত্য বলি তোমার বিদ্যমানে :
 রাখা ব'লে যাত্রা করি, আঁধার পথে রজক বাড়ি,
 হঠাৎ নীলের জলে আছাড় পড়ি, নীড় শাড়ী সেই কারণে।।
 ফুকার — বললে, আয়ান ঘোষে দেখতে পাবে, ষোড়শোপচারে হবে,
 সেবার আয়োজন আমার : আমার এত সেবার নাই দরকার :
 রাখার মানে মাথা আউল, বৈরাগী নয় সাজলেম বাউল,
 পাইনা ভিক্ষা করে ভাজা চাউল, কিসের ষোড়শ উপাচার।।

মান-বৈরাগী (খ) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বললে মাস কীৰ্তনের বৈরাগী নও বাঁকা রসময়।
 পাড়ন — বৎস অশ্রেষণে, ভ্রমণ করলে বনে বনে, আসতে রাখার কুজ্বানে, হল অসময়।।
 ফুকার — মরি হায়, বৎস অশ্রেষণে বাঁকা শ্যাম, তোমার পায় প'ল মস্তকের ঘাম,
 কষ্ট ঘটেছে: ছুটে সেই বৎস, বড়ই বীভৎস, লোকের শস্য খেয়েছে, :
 শুনলেম শেষ নিশিতে বনমালী, লোকে করে বলাবলি,
 ঐ পাড়ার বউ চন্দ্রাবলী, একটা বৎস বেঁধে রেখেছে।।
 মিল — সারানিশি যুগল সেবার ছিলেম প্রয়াসী, কুসুম চন্দন রাশি রাশি,
 বাসী হয়ে গিয়াছে।
 ধূয়া — যে আশায় নিকুঞ্জে আসা, সেই আশায় আজ বালি পড়েছে।।
 ডাইনা — ঢোল দিলে পর ভাঙ্গা হাটে, সে হাট আর জমে না মোটে, বৃথা সে প্রয়াস:
 কীৰ্তন ছাড়া দশায় পড়া, লোকের কাছে বৃথা উপহাস:
 না বাজিতে পূজার বাদ্য, না হ'তে পূজার নৈবেদ্য,
 না বলতে বিষ্ণুর্নামোহদ্য, কাঠাম ফিরে রয়েছে।
 খাদ — নকল কথায় দখল সত্য, সকলি মিছে।।
 ফুকার — মরি হায়, বঁধু গত হলে বরষা, বল জল হবার কি ভরসা, সেআশা কঠিন:
 কেন অসময় এলে রসময়, সবই সময়ের অধীন, :
 এখন শ্রীমতী শ্রীমতীর বিদ্যেব, কুঞ্জে যেতে নাই হে আদেশ,
 লক্ষ্মীপূজার লাড়ু সন্দেশ, চাও কি ভূমি একাদশীর দিন।।
 মিল — লাভের আশায় ব্যাপার করে পড়েছ ঠেকা,
 ঠিক যেন লবণের নৌকা, জলে ডুবে গিয়েছে।
 অন্তরা — রাই আর কোন কথা বলবে না।
 মনে দুঃখ অসাধার, শ্রীমতী রাখার, শ্রীমন্দিরের দ্বার আর খুলবে না।।
 বিধম ভাঁটায় পড়ে, বারি গেছে সরে, বালিচরে নৌকা চলবে না।।
 তোমার অদৃষ্ট বিগুণ, কেঁদে হলে খুন, ভিজা কাঠে আগুন জ্বলবে না।।
 পরচিতান — আগে ছিলে যেমন, রাখারমণ তেমন কি আছে।
 পাড়ন — সবই কালে করে, পড়েছ যে কালনজরে,
 এইকালে শ্যাম সেই কালারে, কালে খেয়েছে।।
 ফুকার — মরি হায়, চন্দ্রার কাল উঠেছে প্রেমানুর, এখন ভোরের বেলায় করে জোর,
 কেন হলে বামঃ নবানুরাগে যদি দাগ লাগে, হবে দু'দিকে দুর্গাম :

এখন উচিত চন্দ্রার মন রাখিতে, রাখিকার কুশল দেখিতে,
জল কাদা থাকিতে পথে, না হয় আর একদিন আসিও শ্যাম।।

মিল — জেগেছে নূতন পিরীতি, লেগেছে ধাঁধা,
কান্দ গিয়ে মায়ার কান্দা, মন বাঁধা শ্যাম যার কাছে।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

চিতান — আবার শুনে ভাবি রঙ্গদেবী, তোমার দাবীর যত গুণ।

পাড়ন — তুমি নিন্দা করতেছ বৃথা, বৈষ্ণবের সাজ রয় কোথা,
কপটতা শঠতায় নিপুণ।।

ফুকার — বললে, লোকে করে বলাবলি, পাড়ার বৌ চন্দ্রাবলী,
একটি বৎস বেঁধে লয় : রাখলো সারা নিশি নিজালয় :
'চন্দ্রা' শব্দ দিয়ে তুলি, 'ধ' বসালে হয় ধবলী,
যখন নামের পাশে আছে বলী, সে ও ত ধবলী হয়।।

মিল — কোথা দু'টি বলে কয়ে মান ভাঙবি বাধার,
রঙ্গ তোমার এসব বাধার, কারণ ধাঁধায় পড়ে যাই।

মুখ — বৈরাগী করলে উপেক্ষা, ভানুসুতার মানের ভিক্ষা চাই।।

ডাইনা — পূজার বাদ্য না বাজিতে ফিরেছে কাঠামঃ
কিরা কাঠাম ফিরাইব আমি বাঁকশ্যাম :
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি, পদাশ্রয় যার পদযোনি,
তাই কাঠাম ফিরাতে জানি, জিহ্বাতে বাদ্য বাজাই।

বাদ — আরো একটি কথা শুনে মনে বাধা পাই।।

ফুকার — বললে, শ্রীমতী শ্রীমতীর বিদ্রোহ, লক্ষ্মীপূজার লাড়ু সন্দেশ,
একাদশীর দিনে চাই : তুমি করতেছ কত যাচাই :
রাধার মানে আমি দুঃখী, গোপীকা সব তোমরা সাক্ষী,
আমার সাক্ষাৎ থাকতে রাধালক্ষ্মী, একাদশীর উপাস নাই।।

ফুকার — বললে, উচিত চন্দ্রার মন রাখিতে, রাখিকার কুশল দেখিতে,
আবার করতাম আগমন : করব জলকাদার ভয় কি কারণ :
প্রেম পিরীতে মগ্ন হলে, বাধা বিদ্ব দু'পায় ঠেলে,
যদি দুই মন একত্রে মিলে, জলকাদার ভয় কতক্ষণ।।

মান (গ) ১নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — চন্দ্র অস্তে কৃষ্ণচন্দ্র নিরানন্দে ছেড়ে চন্দ্রালয়।

পাড়ন — জ্বলে দুঃখানলে, বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, হা রাই হা রাই বলে,
রাইকুঞ্জে উদয়।।

ফুকার — প্যারী দুর্জয় মানে পূজ্যধনে ত্যাজ্য করে ঐশ্বর্যে রত, রাগে আঁখি ঘূর্ণিত :
গত নিশির প্রেম দুর্যোগে, অপরাধ অন্তরে জাগে,
ক্ষুধিতা বাঘিনীর আগে, ভয়ে হরি হরিণীর মত।।

পাড়ন — চূড়া বাঁশী পদে দিয়ে ঢলে প'ল শ্যাম,
সুচিহ্না কয় ক'রে প্রণাম, শ্রীমতীর কাছে।

ধূয়া — রাখে বিধুমুখি। ওকি সেখি, বল দেখি তোর একি হয়েছে।।

ডাইনা — সাপিনী কোপিনীর মত, আজ কেন ফুলেছিস এত, অবিরত নয়নে ধারাঃ
অনাহারে অনেক দাসী, করেছে শয়ন একাদশী,

- পায় কেন তোর বাঁশী আর চূড়া:
শ্যাম কেন গো কীর্তন ছাড়া দশায় পড়েছে।
- খাদ — মাথার কিরে, সত্য করে, বল আমার কাছে।।
- ফুকার — কুঞ্জের দারে দেখলেম বৃন্দে ধনি, নারদ নারদ ধনি করতেছে;
আর কি মন্ত্র পড়তেছে :
না পোহাতে বিভাবরী, সে বৃদ্ধি শক্রতা করি,
কানাইর ডিঙ্গা বানর লড়ী, ঝগড়ায় গোটা দুইটা চালে রেখেছে।।
- মিল — ভ্রান্তি বশে এই অশান্তির নাই কো আবশ্যক,
শূন্যেতে ডিল জলের তিলক, পলকে ঘুচে।।
- অন্তরা — বিধুবদন তুলে কথা বল, মদনকুঞ্জে রোদন কেন রহি।
হায় হায়, আজ কেন তোর বিধুমুখে, মধুর হাসি নাই গো।।
মোদের যুগল মস্তুর উপাসনা, যুগল বই আর নাই বাসনা,
রসনায় যুগলের গুণ গাই।
যুগল নয়ন ভরে যুগল হেরে, তাপিত প্রাণ জুড়াই গো।
- পরচিতান — শুক শারী ময়ূর ময়ূরী, ভ্রমর ভ্রমরী যুগল সব।
- পাড়ন — সবই যুগল ছিল, তোর দশায় সবাইকে পেল,
সব যুগল আজ ভেসে গেল, একি অসম্ভব।।
- ফুকার — প্রণয় গঠন বড় কঠিন কথা, ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে সব ঘুচে :
তোর আজ কি মন ভেসে গেছে :
সাগর সৈঁচে নগর বেঁধে, তুই কাঁদিস তোর নাগর কাঁদে,
আজ না জানি প্রেম সম্বন্ধে, কোন গ্রহ কার কাঁধে চড়েছে।।
- মিল — ঐ শুন রাখে যত কথা তোর সাক্ষাতে,
কথায় কথায় টিকটিকিতে, টিক্ টিক্ করতেছে।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — সখী সূচিত্রার বিচিত্র ভাবে শ্রীরাধিকা কয়।
- পাড়ন — তোরে বলবো কি সূচিত্রে, যা ঘটেছে কাল রাতে,
সাক্ষাতে স্বনেত্রে, তার দেখ লো পরিচয়।।
- ফুকার — দিল বাঁশীতে আসিতে আশা, হল না তার কুঞ্জে আসা,
আমি ছিলেম যার আশায় : তারে না দেখে মনের গোসায়:
বৃন্দাদুতীর উপদেশে, মান করে রইয়েছি বসে,
কালো চোরের মতো ঘরে এসে, চূড়া বাঁশী দিল পায়।।
- ফুকার — বৃন্দা নারদ নারদ নারদ করে, কি জানি কি মন্ত্র পড়ে,
এ সকল কুগ্রহের ভোগ : আমার সুযোগে হইল দুর্বোণ :
কানাইর ডিঙ্গা বানর যষ্টি, কালাচাঁদের কর্মকৃষ্টি,
তাতে বৃন্দা হয়ে শনির দৃষ্টি, করল মধুর প্রেমবিয়োগ।।
- ফুকার — বললে কানাইর ডিঙ্গা বানরলড়ি, কে জানি শক্রতা করি,
চালে গুঞ্জে রেখেছে : সখী ঐ কথা বলিস মিছে :
যত দুখ গত নিশিতে, পারে নাই কুঞ্জে আসিতে,
শুনলেম চন্দ্রাবলীর কামনদীতে, কানাইর ডিঙ্গা বেয়েছে।।
- ডাইনা — কীর্তন ছাড়া দশায় পড়া কথা অপ্রমাণ,

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিল পদাবলীগান :
ছাড় নাই কীর্তনের নিশা, প্রভাতে হারায় দিশা,
সেই কীর্তনের ভগ্নদশা, আমার কুঞ্জে পড়েছে।

- বাদ — কে বলেছে চিত্রে সখী, কীর্তন ছাড়া দশা হয়েছে।।
ফুকার — বললি, সাগর সৈঁচে নগর বেঁকে, তুই কান্দিস্ তোর নাগর কান্দে,
ওনে বাঁচিনা লজ্জায় : কালার এই কান্দায় কি আসে যায় :
জানিস না লম্পটের ধারা, দায় দেখিলে কান্দা করা,
একবার আপন কর্ম হলে সারা, শেষে কি আর ফিরে চায়।।

মান (গ) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বল্লৈ রাই, নড়ে না নদী, কোন দিনই বিনা বাতাসে।
পাড়ন — মনোর বিনে, সারানিশি তার শুভে শ্যামকে তাজলি মজলি মানে, মজ্জার লোষে।।
ফুকার — রাখে, মেঘাচ্ছন্ন দিনমণি, থাকলে কি পদ্মিনী ফুটেনা : তাদের প্রণয় ছুটে না, :
পুরুষ যেমন নিশাপতি, নিশি যেমন নারী জাতি,
তুস বৃদ্ধি তার চিররীতি, পূর্ণিমার চাঁদ নিত্য উঠে না।।
মিল — মুহূর্মুহ বলতে পারি বহু দৃষ্টান্ত, মান তাজে আজ প্রবোধ মান্তো, সাত্বনা বাক্যে।
ধূয়া — আগে ভজলি যারে, তাজলি তারে, এ মান তোরে কে দিল শিক্কে।।
ভাইনা — মেঘ বটে রই পুরুষ জাতি, চতুর্বিণী সব প্রকৃতি, মেঘের আশায় সঁপে মনপ্রাণ :
মেঘ দে গো মেঘ দে গো বলে, ডাকলে মেঘের ইচ্ছা হ'লে,
দুই এক বিন্দু করে বারি দান :
প্রমাণ জেনে ত্যাগ করে মান, শ্যামকে নে বন্ধে।
বাদ — এত গৌরব গৌরবিনী কার উপলক্ষে।।
ফুকার — যেমন একই দিনমণির প্রেমে লক্ষ কমলিনী দেখতে পাইঃ মোরা যথা তথা যাই :
লক্ষণ দেখে রাইকিশোরী, দেখনা একটু লক্ষ্য করি,
তুই বিনে তার লক্ষ নারী, সে বিনে তোর আর লক্ষ্য নাই।।
মিল — তজ্জর্ন করিস্ গজ্জর্ন করিস্ বজ্জর্ন করিস্ নে,
ঝম্প দিয়ে জলে পড়িস্নে, খলের কটাক্ষে।।
অন্তরা — রাখে, আর কাদাসনে বন্ধুকে, বুকে দিয়ে এই দুঃখের পাষণ।
জানি চিরদিন তো, কারোদিন তো, থাকে না সমান গো।।
পুরুষ ভ্রমর জাতি, নানা ফুলে করে রতি, ফুলে ফুলে মধু করে পান।
ছি ছি পায় ধরলে যে মান ভাসে না, এ বা কেমন মান গো।।
পরচিতান — ফুলশয্যার ধন ধূলশয্যাতে, কোন লজ্জাতে আর দেখাবি মুখ।
পাড়ন — সকল নাশিবি কি, দাসীদিগকে ভাসাবি কি,
এত দিনে হাসাবি কি, ব্রজের শত্রু লোক।।
ফুকার — সে ভবের দুর্ভাগ্য বহুবল্লভ, একার বল্লভ নয় গো তোর রাখে :
তাজলি কি অপরাধে :
বঞ্চিত হয়ে সেবাসুখে, এক নিশি ছিলি অসুখে,
অহিংসাতে চিত্তসুখে, আশ্বসুখে জলাঞ্জলি দে।।
মিল — ঐ দেখ বন্ধুর বয়ান ভাসে নয়নের নীরে,
শরণ নিয়ে চরণ ধরে, করে মান ভিক্কে।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — বললি, পুরুষ জাতি নিশাপতি, হ্রাস বৃদ্ধি তার চিররীতি,
তেমনি হলে পীতবাস : তবে করতেন কি গো হা হতাশ :
মিলন রাশির সপ্তম ভাগে, মধুর প্রেম পূর্ণিমার যোগে,
ওগো কালাচাঁদ ঠেকল দুর্ঘোগে, চন্দ্রা রাহ করল গ্রাস ॥
- ফুকার — বললি, দেখনা রাধে লক্ষ্য করি, তুই বিনে তার লক্ষ্য নারী,
সে বিনে তোর লক্ষ্য নাই : সখী আমিও তো ভাবি তাই :
যে দিয়েছে প্রাণে ব্যথা, তার সাথে আর কিসের কথা,
করলে রাগের কালে রসিকতা, চোরে পাবে চুরির লাই ॥
- ফুকার — বললি, ত্যাজ্য করে কৃষ্ণসুখে, মজলি কেন আশ্বসুখে,
ওনে মনে পেলেন দুখ : আমার বিচ্ছেদ জ্বালায় ফাটে বুক :
কৃষ্ণ সুখী আমার সুখে, আমি সুখী কৃষ্ণ সুখে,
যদি পরের সুখে মজে থাকে, তারে কি কয় কৃষ্ণসুখ ॥
- ডাইনা — আবার বললি চাতকিনী প্রকৃতি সকল:
চাতকিনী তুষ্ট পেল জলধরের জল :
আমি রইলেম মেঘের আশে, মেঘ চলে যায় অন্য দেশে,
মিলন-বৃষ্টি চন্দ্রার বাসে, আমি মরি পিপাসায় ॥
- খাদ — চন্দ্র পেল চন্দ্রাবলী, আর থাকিব কি আশায় ॥
- (ঘ) মান (বিদেশিনী) ১নং হরিচরণ আচার্য
- চিতান — রাধার মানে রাধাকান্ত, কাদতে কাদতে শ্রান্ত অতিশয় ॥
- পাড়ন — রাধাকুণ্ডের তীরে, ধরে কুন্দলতার করে,
চক্ষের ধারা বক্ষে পড়ে, দুঃখের কথা কয় ॥
- ফুকার — ক'রে রসিকতা কুন্দলতা শ্যামকে সাজায় বিদেশিনীর সাজ : বলে দেখ রসরাজ :
সেজেছে রমণী সাজে, সকল সাজই তোমার সাজে,
চতুরা সমাজের মাঝে, শেষে যেন না পাও কোন লাজ ॥
- মিল — রাহিকুলে কুঞ্জরগমনে গেল চাঁদমুখী, রাহি সুধায় সম্মুখে দেখি, অচেনার প্রতি ॥
- ধূয়া — ওগো বিদেশিনী, বল ওনি, কি নাম ধর, কোথায় বসতি ॥
- ডাইনা — নারীরূপ নারি বর্ণিতে, এমন রূপ নাই অবনীতে, অতুল আকৃতি:
বয়সে অতি নবীনা, করে ধর মোহনবীণা, বীণার গানে শিক্ষিতা অতি:
পেয়েছ কি রসবতী সুরসিক পতি ॥
- খাদ — গরল নাই অন্তরে তোমার সরল সুমতি ॥
- ফুকার — করে সূচ্যুত ভুঙ্গ যুগলে কন্দর্প কামানের দর্প জয় : কার না প্রাণ কেড়ে লয় :
ভ্রূমধ্যে চন্দনের বিন্দু, অনিন্দিত শরদিন্দু,
কপালে সিন্দুরের বিন্দু, কপাল ওণে শোভে অতিশয় ॥
- মিল — দেখলে এমন নাসায়, পুরুষ নারী কার না কুল নাশায়,
এলে কার কুল নাশার আশায়, বল যুবতী ॥
- অন্তরা — জিনি হরিকটি কটিতে নীলাশ্বরী শাড়ী পরিধান ॥
তোমার স্বমকে ঠমকে, কার না চমকে পরাণ গো ॥
চলিতে ধরার উপরে, পা পড়েনা ধরাপরে, নুপুর পঞ্চম করে গান ॥
আবার বীণার গানে পঞ্চপ্রাণে, হানে পঞ্চবাণ গো ॥

- পরচিতান— জিনি গজমুক্তা শ্রেণী, দস্তশ্রেণীর শোভার অন্ত নাই।
 পাড়ন — ও সেই দস্তে মিশি, ইচ্ছা করে দস্তে মিশি,
 এত রূপের এক রূপসী, আরত দেখি নাই।।
 ফুকার — কার না চিত্ত গলে তোমার গলে, দেখলে অপরাপের গোপহারঃ
 গলার উচিত উপহারঃ
 পুরুষ নারী হাড়ে হাড়ে, দাগ লাগে দেখলে উহারে,
 পাছা শোভে চন্দ্রহারে, সকল চেয়ে এই হারের বাহার।।
 মিল — করে রসিকতা কুন্দলতা এসেছে সঙ্গে,
 কোন প্রসঙ্গে নারীর সঙ্গে নারীর পিরীতি।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন রাই শ্রীমতির রসভাষে, হেসে কয় বিদেশিনী।
 পাড়ন — শিখে নৃত্য গীত আর চাতুরী, নাম পেয়েছ কিশোরী,
 বংশীধারীর চিত্তহারিণী।
 ফুকার — আমি অচিনা এক বিদেশিনী, নৃত্যগীত বেশ ভালই জানি,
 সংস্কৃত কাছে শিক্ষাঃ আমায় কেউ করে না উপেক্ষাঃ
 পাড়ার লোকে বলে দিল, কলাবিদ্যা জানো ভালো,
 তাইতে তোমার কাছে আসা হল, দিতে গুণের পরীক্ষা।।
 মিল — তোমার পতি কেগো সতী, কোথায় তাহার ধাম,
 কও শুনি তার হলো কি নাম, তোমার উপর টান কেমন।
 মুখ — পতি ব্যাধিগ্রস্ত নাকি, কেন দেখি বিরস বদন।।
 ডাইনা — কোন বিদেশের বিদেশিনী, শুনতে চাইলে তাইঃ
 ঘেঁষ থাকিলে দেশ চিনিতে পারবে না গো রাইঃ
 মধুরায় আমার বসতি, নৃত্যগীতে মত্ত মতি,
 নামটি আমার কলাবতী, পতি আমার রাইহরণ।।
 ফুকার — বললে, ললাটে সিন্দুরের বিন্দু, অনিন্দিত শরদীন্দু,
 কপাল গুণে শোভা পায়ঃ তুমি এই আশীর্বাদ দাও আমায়ঃ
 কান্তকান্তা মিলন সুখে, থাকি যেন বুকে বুকে,
 যেন এই সিন্দুর অক্ষুণ্ণ থাকে, সাবিত্রীর সিন্দুরের প্রায়।।
 ফুকার — বললে, তোমার গলার গোপহারে, কোন রমণীর মন না হরে,
 আমার গলার গোপহারঃ এ যে পতিদস্ত উপহারঃ
 পতিপ্রেম যার প্রতি হাড়ে, হারে কি তার মতি হরে,
 শুনি হার দেখিলে জ্বালা বাড়ে, পতি তাক্তা অধবার।।
 ফুকার — নাকি আমার মাথার চন্দ্রহারে, দাগ লাগালো হাড়ে হাড়ে,
 এমন হার কে পরে নাঃ দেখে কেউ তো হিংসা করে নাঃ
 আমার পতি অতি ভদ্র, খাসে তার রত্নসমুদ্র,
 বৃষ্টি তোমার পতি দীন দরিদ্র, হার জোটাতে পারে না।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শুন কুঞ্জেশ্বরী রাইকিশোরী, আমি করি নিবেদন।
 পাড়ন — আমি যদিও বিদেশিনী, তোমারে ভাল চিনি, তুমি ধনি প্রেমের মহাজন।।
 ফুকার — আমি গান বাদ্য খুব ভালবাসি, আর বাসি সব ব্রজবাসী,

- আর বাসি বাঁশীবাদনঃ তাতে নাশ করে মনের বেদনঃ
মনের মানুষের সদনে, ছিলেম আমি প্রেমসাধনে,
আমার কি জানি দেখে বদনে, সে দেয় না আর প্রেমধন।।
- মিল — তার বিরহে দেহ দহে, এলেম দহিতে কহিতে সে উপাখ্যান।
- মুখ — নামটি নব কলাবতী, সম্প্রতি মধুরায় অবস্থান।।
- ডাইনা — শুধাইলে পেয়েছ কি সুরসিক পতি :
ও সব কথা তুলে ব্যথা দাও ক্যান্ সতীঃ
করে এলেম সঙ্গীতে শিঞ্জে, রাইকুঞ্জে দিতে পরীক্ষে,
মিলন করে চক্ষে চক্ষে, শুন আমার দুঃখের গান।
- খাদ — মনোমত গান হলে কিছু দিও প্রতিদান।।
- ফুকার — আমার কপালে সিন্দুরের বিন্দু, তোমার কাছে রূপের সিদ্ধ
অরুণ বরণ কালার পরঃ তাহিতে মনমোহিনীর মনোহরঃ
তোমার অঙ্গে বিদ্যুৎছটা, সিন্দুর দিলে দেখায় কটা,
দিলে এ কপালে কালির ফেঁটা, এর চেয়ে হতো সুন্দর।।
- ফুকার — আমার প্রতি হারের বাহার অতি, নারী বলে রসবতী।
বুঝলেম না মধুর কেমনঃ নইলে ঠিক থাকে কি এতক্ষণঃ
হারে নাচায় চক্ষের আড়ে, দাগ লাগাই পুরুষের হাড়ে,
দেখলে চন্দ্রচূড়ার কেন্দ্র ছেড়ে, হয়ে যায় চন্দ্র পতন।।
- ফুকার — বললে, দেখে তোমার দস্তে মিশি, ইচ্ছা হয় যে দস্তে মিশি,
আশা যদি মিশিতেঃ তবে বাসা দাও এ তৃষিতেঃ
ধরে থাকব হাতে হাতে, শয়ন করব সাথে সাথে,
যখন মিশিব এই দাঁতে দাঁতে, দশায় পড়বে নিশিতে।।
- মিল — কুন্দলতা জানে আমার মরমের কথা, সে আমার ব্যথায় ব্যথিতা,
তাহিতে তারে দিলেম প্রাণ।।

(ঘ) মান (বিদেশিনী) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে, নামটি কলাবতী সতী, বসতি সেই মধুরা ভুবন।
- পাড়ন — সদগুরু সমক্ষে, করলে সঙ্গীতবিদ্যা শিঞ্জে,
সম্প্রতি দিতে পরীক্ষে এথা আগমন।।
- ফুকার — ধরে মোহনবীণে, ও নবীনে ভালই নাচ গান কর দেখিঃ সঙ্গে সঙ্গত রাখি :
ডেকে এনে যদি বলি, গণবতী চন্দ্রাবলী,
আড়খেমটা কি ঠেসকাওয়ালী, সে বাজালে নাচতে পার কি।।
- মিল — নৃত্য গীতবাদ্যেতে আসর করিলে পূর্ণ, আমাদের চক্ষু কর্ণ জুড়াব এখন।
- ধূয়া — ভাল বাল ধনি! বীণাধ্বনি করে সবার, জুড়াও গো জীবন।।
- ডাইনা — চন্দ্রা বাজালে মৃদঙ্গ, তুমি গেও কীর্তনঙ্গ, শ্রোতা গোপিকাঃ
তুমি যেমন সুগায়িকা, চন্দ্রা তেমন সুবায়িকা,
দু'য়ে হবে সুখদায়িকা, সুখী হবে দু'নায়িকা, সুখ সম্মিলন।
- খাদ — অসাধনে সঙ্গীতসুধা করব আবাদন।
- ফুকার — ব্রজে শ্যাম নামে এক লম্পট আছে, চন্দ্রাবলীর প্রেমের পিপাসায়ঃ
যদি তোমায় দেখতে পায় :
তোমার বীণা উহার বাঁশী, ভালই বীণা ভালই বাঁশী,

- হলে ভালবাসাবাসি, শেষে বা কুল অকূলেতে যায়।।
- মিল — ঘাটে মাঠে হাটে বাটে দিবানিশ্বরী, সতীর গর্ভ স্বর্গকারী অসদাচরণ।।
- অন্তরা — তুমি দেশ ছেড়ে এই বিদেশে, বিদেশিনী করো না ভ্রমণ।
তোমার নয়নে কুটিল চাহনি, মন জানি কেমন গো।
মন সঁপিলে স্বার্থপরে, জান না কি ঘটে পরে, পর কি বুঝে পরেরি বেদন।
হরে লৌহ দিয়ে পরপুরুষে, পরশরতন গো।।
- পরচিতান — ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য, ধন্য ধন্য গোপিকা সবে।
- পাড়ন — ধন্য কুন্দলতা, স্বভাব নাই আর কুন্দলতা, সুফলিতা আশালতা, এ সঙ্গ লাভে।।
- ফুকার — যা হউক, কুন্দলতার সঙ্গে সঙ্গে, দিবানিশি থেক সঙ্গোপনঃ
সে তো তোমারি আপনঃ
সমান যৌবন দুই পাত্রেতে, ভোজন কর এক পাত্রেতো,
রাত্রিযোগে একত্রেতে, এক শয্যাতে করিও শয়ন।।
- মিল — যা হউক তুমি কাল, কুন্দলতা হেমবরণী,
মেঘের কোলে সৌদামিনী, মিলিবে দুজন।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — এসে তোমার কাছে জুড়ায়েছে এ পোড়া পরাণ।
- পাড়ন — এখন আশা আছে বাঁচিতে, পারি ভাল নাচিতে,
যাচিতেছি শুন আমার গান।।
- ফুকার — যদি বাজায় সে চন্দ্রাবলী, আড়খেমটা কি ঠেসকাওয়ালী,
নাচতে তো পারব তখনঃ কিন্তু সাবধানে এক নিবেদনঃ
ভুলে আমার সুসঙ্গীতে, বাঁকা নয়নের ভঙ্গীতে,
চন্দ্রাবলীর সম্মুখেতে, যেন ধরে দাও না প্রেম আলিঙ্গন।।
- মিল — ত্রিগুণাভীত বীণে আমার সাধা সপ্তসুর,
যত বাজাই তত মধুর, এমনি ওস্তাদি হাত।
- মুখ — তোমায় পেয়ে রাইকিশোরী, মনে করি আমার সুপ্রভাত।।
- ডাইনা — চন্দ্রার সে মাদলের সঙ্গে কীর্তন যদি গাইঃ
সঙ্গত সঙ্গৎ না হলে এই করিতে চাইঃ
বীণা রেখে দুই হাত দিয়া, চন্দ্রার খোলের ডাইনা বাঁয়া,
নাক্ কেটে নাক্ ধীয়া ধীয়া, বাজাব সবার সাক্ষাৎ।
- মিল — সঙ্গীতে অজ্ঞপ্র সবার হবে অশ্রুপাত।।
- ফুকার — বললে, শ্যাম নামে এক লম্পট আছে, সে এলে পর তোমার কাছে,
ভুলাইবে অমনি : করলে অমূলক জ্ঞা ও ধনিঃ
নারী কি মদনের শরে, পুরুষের মদনে হারে,
বরং পুরুষেরে ভেড়া করে, রাখে যত রমণী।।
- ফুকার — বললে, কুন্দলতার সাথে সাথে, শয়ন করবে এক শয্যাতে,
ক্যান কও হেন বাণীঃ আমি তোমারে ভাল জানিঃ
তোমার খাটে আমার খাটে, সুখে দেখবে সবী আটে,
যদি তোমার সঙ্গে প্রণয় ঘটে, সুখে কাটে যামিনী।।

(ঙ) মান (প্রভাতে সূচিত্রার রহস্য) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — চন্দ্রাবলীর প্রেমে বাধ্য হয়ে রাধানাথ।

- পাড়ন — সারা বিভাবরী, রাই কুঞ্জবিহারী হরি, চন্দ্রার কুঞ্জে করিলেন প্রভাত ॥
- ফুকার — অতি শশব্যস্তে, কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র অস্তে, ছেড়ে চন্দ্রালয়,
অতি ভোরের বেলায় চোরের মত ভীত অতিশয়, :
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে, ললিতরাগে অলি গুঞ্জে,
যাত্রা করলেন রাধার কুঞ্জে, চলতে অচল সচল পদদ্বয় ॥
- মিল — রাধা কুঞ্জদ্বারে ধীরে ধীরে এল কুঞ্জেশ্বর,
সুচিত্রা জমাইয়া আসর, শ্যামকে সুধায় বিবরণ ॥
- ধূয়া — রসময় এসময়ে কেন, রাধার কুঞ্জে আগমন ॥
- ডাইনা — নিশিতে আসিতে কল্পে বাঁশীতে সঙ্কেতঃ হইলেম সব গোপিনী কুঞ্জে সমবেতঃ
ভেসে রাধার আশার বাসা, কার পুরাইলে মনের আশা,
বাদুড়চোবা আমার দশা, তোমায় দেখি কি কারণ ॥
- খাদ — ঘুমে আঁখি ঢুলু ঢুলু, মলিন বদন ॥
- ফুকার — আমরা জানি জানি পীতাম্বর পরি, হরি নামটি পীতাম্বরঃ
কোথায় সে পীতাম্বর পরিহারি, এলে নীলাম্বর :
বাম হয়ো না শ্যামগ্রিভঙ্গ, কর আমার ভ্রান্তি ভঙ্গ,
কে করল এই শান্তি ভঙ্গ, কেন অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
- মিল — তোমার কপালে সিন্দুরের বিন্দু ও কেমন ধারা,
চক্ষে পড়ে দুঃখের ধারা, অঙ্গে পরা নীল বসন ॥
- অন্তরা — নিশি ভোর হইল কেন কুঞ্জে আসিতে ॥
বুঝি দিন ভাল ছিল না কাল নিশিতে ॥
প্রাণ দিয়ে তোমায় যত ভালবাসি, রাধার কুসুম চন্দন হল বাসী,
তুমি ভোগ করেছ কালশশী, কাল কোন রানিতে ॥
- পরচিতান — বারণ করি যেও না শ্যাম নিকুঞ্জের কাছে ॥
- পাড়ন — সারা নিশি জেগে, তোমার প্রেমের অনুরাগে, প্রভাতে রাই নিদ্রা গিয়েছে ॥
- ফুকার — তোমার আসার আশে চাতকীর প্রায়, জাগলেম বসে পাতকী যতঃ
একা মনের কষ্ট এ কাননে, বলব আর কত :
সুখের নিশি তোমার ছিল, পলকে পোহায়ে গেল,
আমাদের ভাগ্যে হইল, এক রাত্রি এক বৎসরের মত ॥

(ঙ) মান (প্রভাতে সুচিত্রার রহস্য) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বস্নে, ধবলী হারায় বনে করলে অন্বেষণ ॥
- পাড়ন — তোমার বাণীর স্বরে, নবলক্ষ ধেনু ফিরে, ধবলী কি হয় না আকর্ষণ ॥
- ফুকার — কথা কি অপ্রিয়, বনেতে হারায় প্রিয় স্বীয় ধবলীঃ
নাকি চন্দ্রা ধবল, স্ত্রীলিঙ্গেতে চন্দ্রা ধবলী, :
কোন অর্থে ধবলী বলি, ধবলি কি চন্দ্রাবলী,
কাজ কি আছে বলাবলি, নামের পাছে আছে ত বলী ॥
- মিল — নিলাজ বদ্ধ তোমার রাইকুঞ্জে আর খাটবেনা বড়াই,
কাঁদছ বলে হা রাই হা রাই, সেই আশায় ছাই পড়েছে ॥
- ধূয়া — আর কোথায় যাও, যাও ফিরে যাও, সে নুনের নাও জলে ডুবেছে ॥
- ডাইনা — খাটবেনা সেই রাইকুঞ্জে এই নাগরালী, তোমার সেই চিনিতে পড়েছে বাণিঃ
সেই তপস্বীর নাই হে ক্ষমা, সেই চণ্ডীর আর নাই মহিমা,

- সেই মণ্ডপের সেই প্রতিমা, বাঁকা হয়ে রয়েছে।
- খাদ — এসব কেশব, ছিল যে সব, সে সব গিয়েছে।।
- ফুকার — ছিলে চন্দ্রার ঘরে, নিশি ভোরে তন্দ্রার ঘোরে, সাজলে নূতন সাজঃ
যাও যাও তার নিকেতন, মনের মতন করগে বিরাজঃ
তুমি রসিক পুরুষ রতন, নূতন পেলে তোমার যতন,
নিত্য নিত্য নূতন নূতন, রাই পুরাতন তাই দিয়ে কি কাজ।।
- মিল — এখন রাধার কুঞ্জে গেলে হবে শুধু মনপোড়া,
লাগবে না ভাঙ্গা মন জোড়া, গঙ্গায় সুরা মিশেছে।
- অন্তরা — এখন রাধার কুঞ্জে আর কি আশাতে যাও।
রাধানাম ভুলে গিয়ে, চন্দ্রা চন্দ্রা বলে, বাঁশিটি বাজাও।।
চন্দ্রা আর রাধিকা, গুণে গুণাধিকা, অবশ্যই কিঞ্চিৎ আছে ন্যূনাধিকাঃ
এবার পানে পইল পোকা, নাগর হইল বোকা, হরিতকী দিয়ে মুখওছি খাও।।
- পরচিতান — এক রাধা না হলে তোমার কিবা আসে যায়।
- পাড়ন — কত শত রমা, রমা হতে মনোরমা, প্রিয়তমা তোমার মন জোগায়।।
- ফুকার — বন্ধু থাকে যদি এক জাতির এক পুরোহিতের অসংখ্য যজমানঃ
একা করে কি আর, ঠেকা কাজের কিছুই নাই বিধান,ঃ
পাঁচপদে যে ব্যাপার করে, পাঁচ কাজের ভার তার উপরে,
এক পদে হারিলে পরে, তাতে কি আর পড়ে তার লোকসান।।

(চ) মান (ললিতার উক্তি) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বিভাবরী ভুঞ্জে চন্দ্রার কুঞ্জে কুঞ্জমোহন।
- পাড়ন — হেথায় শ্যাম আসার আশা শেষ, আশা শেষ নিশা শেষ,
রাধার কষ্ট অশেষ, বিশেষ মান উদ্দীপন।।
- ফুকার — চন্দ্র অস্ত যায়, গোকুলচন্দ্র ব্যস্ত অতিশয়ঃ
চন্দ্রেন ছেড়ে চন্দ্রালয়, মুখচন্দ্র মলিন অতিশয়ঃ
অতি ভয়ে দুঃখে ব্যাকুল মনে, রাধা রাধা উচ্চারণে,
রাধানাথের দুনয়নে, বহে ধারা শব্দ বিপর্যয়।।
- মিল — দেখে প্রাতে রাই কুঞ্জদ্বারে শ্যাম গুণধাম,
ক'রে ললিতা প্রাতঃপ্রণাম, বলে ব্যঙ্গ করে।।
- ধূয়া — গত ক'রে নিশা, কোথা হতে শ্যাম হল আসা, উষাযাত্রা করে।।
- ডাইনা — বংশীবদন নাম ধরিলে, শব্দার্থ করিলে, তোমার নাম বাঁশীমুখঃ
ওহে বাঁশীমুখ হে, প্রভাতে দেখলেম বাসী মুখঃ
মুখে নাই সুখের চিহ্ন, অমুকীর নখের চিহ্ন,
বল কার জন্যে মনঃক্ষুণ্ণ, দুটি নয়ন ঝরে।।
- খাদ — কেন আজ বাঁকা আঁখি, ঢুলু ঢুলু করে।।
- ফুকার — সুশীল বন্ধু হে! কার ভয়েতে হয়েছ ভীত, কোথা যাও চোরের মত,
কার জন্যেতে কেঁদেছ এতঃ
তোমার আসার আশে কালশশী, কুসুম চন্দন করলেম বাসী,
যার কুঞ্জে পোহালে নিশি, তোমার সেই প্রেমসীর কুশল ত?
- মিল — অনেক হাসির পর রোদন ঘটে অনেক সেধি,
বল শ্যাম, তোমার এ কামা কি, অনেক হাসির পরে।।

- অন্তরা — কও হে রমণ হলে কোন রমণীর মন চোর।
অসতর্কে চুরি করে যেমন ধরা পড়ে, নূতন চোর।।
কপালে সিন্দুরের বিন্দু, লেগেছে শ্যাম বিন্দু বিন্দু,
সন্ন্যাসী চোর নয় হে বন্ধু, তারে দ্রব্যে কিন্তু খটায় চোর।।
- পরচিতান — সত্য কও, পীতাম্বর আজ করে দিলে।
- পাড়ন — করে ক'রে পীতাম্বরী, পরেছ নীল শাড়ি, আহা মরি মরি, কি বিচিত্র লীলে।।
- ফুকার — নিঠুর বন্ধুহে, প্যারী হয়ে তোমার প্রেমে বশ, উহার চিত্ত না সরস,
রসের প্রেমে হয়েছে বিরস :
বৃথা নিশিযোগে বনান্তরে, কষ্ট পেলে মনান্তরে,
দিতে এলে নিশিভোরে, তারে পোড়া ঘায়ে লেবুর রস।।
- মিল — প্যারী প্রভাতে নিদ্রাগত অবশাদ, এখন ক'রো না নিদ্রা ভঙ্গ, রঙ্গ ভঙ্গ ক'রে।।

(চ) মান (ললিতার উক্তি) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — মায়াকামা ক'রে ভাল বসে কালশশী।
- পাড়ন — দৈব ঘটনা গতিকে, তোমার শ্রীমতীকে, বনে এনে দুখে, কাঁটাইলে নিশি।।
- ফুকার — সুশীল বন্ধু হে! যা বসে' তা কার না মনে লয়:
তুমি বিণে গুণালয়, আমরা গণি পলকে প্রলয় :
রাধার প্রেম-শর্করায় দিয়ে বালি, চন্দ্রার কুঞ্জে নাগরালী,
চক্ষেতে দিয়ে অঙ্গুলি, একটু মায়াকামা করতে হয়।।
- মিল — শঠের শঠতা কথা জানা আছে কার না, ছলে কৌশলে মায়াকামা,
বন্ধু করিতে হয়।
- ধূয়া — কি বিপরীত কামা, পিরীত বাড়তে মায়াকামা, বন্ধু করিতে হয়।।
- ডাইনা — দিয়ে পরের মস্তকে হাত, শপথ করে নির্ঘাৎ, কামা করিতে হয়:
নারী ভূলাতে মায়াকামা করিতে হয়:
অর্থের দায় মায়াকামা, স্বার্থের দায় মায়াকামা,
পড়লে মৃত্যুদায় মায়াকামা বন্ধু করিতে হয়।
- খাদ — সময়ে মায়াকামা বন্ধু করিতে হয়।।
- ফুকার — সুশীল বন্ধু হে! সুখের নিশি থেকে চন্দ্রালয়, এসে প্রভাতের সময়,
এত কামা কেন রসময় :
যেমন সিঁধ কাটিয়ে পাকা চোরে, সর্ব্ববধন চুরি করে,
গিয়ে সেই গৃহস্থের দ্বারে, একটু মায়াকামা করিতে হয়।।
- মিল — বৃক্ষের মূল কেটে অগ্রদেশে দিয়ে ঝরণা,
দুঃখ যাউক না যাউক মায়াকামা, বন্ধু করিতে হয়।।
- অন্তরা — যার মনে যা থাকুক, একটুক মায়াকামা করতে হয়।
পরের গলায় দিয়ে ছুরি, একটুক মায়াকামা করতে হয়।।
ঠেক্লে পরে লম্পট পুরুষ, চম্পট দিতে সে হয়ে রোষ,
দিয়ে নষ্টচন্দ্রের কপালে দোষ, একটু মায়াকামা করতে হয়।।
- পরচিতান — স্বকার্য সাধনে একটু মায়াকামা করতে হয়।
- পাড়ন — যাত্রা নাটকে করতে যশ, করুণ রস করতে বশ,
হাসে থাকুক না থাকুক রস, কামা করিতে হয়।।
- ফুকার — সুশীল বন্ধুহে, জানি জানি শঠের পরিচয়, তারা ঠেকে যে সময়,

তখন কান্না না করিলে নয় :

শঠে পরের মাথায় বোঝা দিয়ে, মনের সুখে কাঁটাল খেয়ে,
বুকে মুখে আঠা দিয়ে, একটু মায়াকান্না করতে হয় ॥

(ছ) মান (সুদেবীর ব্যঙ্গোক্তি) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — এ'ল চন্দ্র অন্তে কৃষ্ণচন্দ্র ছেড়ে চন্দ্রালয়।
পাড়ন — মুখে বলে রাধা রাধা শব্দ, ধারা বহে চক্ষে বিপর্যায় ॥
ফুকার — হায়, চলিতে না চলে পদ, বিপদহারীর কি বিপদ,
চক্ষে দুঃখের অশ্রুপাতঃ বক্ষে কি আঘাত :
হায় নিরানন্দ নিকুঞ্জধাম, প্রাতঃকালে এলে শ্যাম গুণধাম,
তখন সুদেবী কয় প্রাতঃপ্রণাম, মোদের হল সুপ্রভাত ॥
- মিল — বহুদূর পথ পর্যটনে নয়নে ধারা, বেলা থাকতে মেলা করা,
কাল তোমার উচিত ছিল।
- ধূমা — কুশল বল চিকণকাল, কোথায় এসে নিশি পোহাল ॥
ডাইনা — পীতাম্বর কই হে পীতাম্বর, নীলাম্বরী হে পীতাম্বর কে পরায়েছে:
সন্ন্যাসী চোর নয় হে বঁধু দ্রবো ঘটায়েছে:
বিনে রাধা আধা শক্তি, শরীরে নাই আধা শক্তি,
রাধানাথ আজ আধা শক্তি, আধা পুরুষ কে সাজাল।
- খাদ — কাল অঙ্গে কাল শাড়ী, শ্রীহরি আজ সব শ্রী হরিল ॥
ফুকার — বহু, সিন্দূর মাখা এ কপাল, এক কপালে দশ কপাল,
কপাল রে কপাল কপালঃ মোদের আট কপাল :
হায়, কে জানে আগে কার কপাল, কার কিভাবে কবে লাগে কপাল,
তোমার এই কপালে লাগবে কপাল, কোন কপালীর এমন গজকপাল।
- মিল — কপালং কপালং মূলং, যার যেমন কপাল,
আমাদের ভাঙ্গা কপাল, আরও কপাল ভেঙ্গে গেল ॥
- অস্তুরা — এত ভোরের বেলা চোরের মত, ভয়ে ভীত কি অভিপ্রায়।
যে যার চিরদিনের চিরবাঙ্কা, এক দিনে আর কি আসে যায় ॥
ভয় কিসের বুক কর পাষণ, যত মুঞ্চিল তত আসান,
হায় হায়, বল মুঞ্চিল আসান মুঞ্চিল আসান, মুঞ্চিল আসান ফকীরের প্রায় ॥
- পরচিতান — তোমার আসার আশে, কুঞ্জে এসে জেগে মরেছি।
পাড়ন — কালকার রান্না অঙ্গে দেই নাই কাঠি, কান্নাকাটি কতই করেছি ॥
ফুকার — নিত্য ডেকে এনে বাঁশীতে, কত ভালবাসিতে,
আসিতে সবার আগে: শীতে কি নিদাঘে :
হায়, আজ যেমন নাই গুণাধিকার, জান নাই বুদ্ধি তোমার ন্যূনাধিকার,
প্রবেশ করলে অনধিকার, খাবে শ্রীরাধিকার মান বাঘে।

(ছ) মান (সুদেবীর ব্যঙ্গোক্তি) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ভাল বুঝলে শ্যাম অমুক কথা, অমুকের অমুক।
পাড়ন — তোমার কথা শুনে হলেন সুখী, হায় মরি কি সুখের কথাটুক ॥
ফুকার — নিত্য এক সুরে এক তাল মানে, মুগ্ধ হয় রসিক জনে,
নিত্য নূতন লয় তাল মানঃ আজ তার সুপ্রমাণ : হায় —
শোভা বাজাক চন্দ্রাবলী, রূপক বাজাও তুমি বনমালী,

- এখন আমি বাজাই ঠেস্ কাওয়াঙ্গী, রাই বাজাবে ঠেকা মধ্যমান।।
- মিল — সবে বাজায় বোলধরা তাল ওস্তাদি শিফে,
শ্রুতিসুখ নাই শ্রোতার পক্ষে, দুঃখে দুঃখে সুখ হবে ক্ষয়।
- ধূয়া — এ সকল তাল ছেড়ে কালা, একতারা আর খয়রা কর লয়।।
- ডাইনা — হরেক তাল এই হরদোমেতে, ঠিক রহেনা ফাঁক সোমেতে,
ধুম লেগে গেছে বাসরশয্যায় আসর নষ্ট কাপাই হরেছে :
সমস্ত তাল করে ভঙ্গ, বাঁশী বাজাও শ্যামত্রিভঙ্গ,
কৈদে গাও সেই কীর্তনাস, প্রেমরতঙ্গ হবে উদয়।
- খাদ — তা হ'লে শ্যাম দেখা যাবে, কার কেমন তাল, কোন তালে উদয়।।
- ফুকার — আর তো নাই হে সোজা খেমটা তাল, কেউ ধরবে গড়খেমটা তাল,
খেমটার কেউ ধরবে আড়ঃ তালে সব তৈয়ার :
হায়, শ্যাম এলে আসরেতে, হবে সামাল সামাল ধামাল চৌতালেতে,
দেখবে বৃন্দাদুতীর দশকুশীতে, দশদিকেতে অঙ্ককার।।
- মিল — পোস্তা তালে ওস্তাদি বেশ জানে হে বড়াই, তার কাছে নাই তালের বড়াই,
তাল দিয়ে তাল ঠিক করে লয়।।
- অন্তরা — আরো বেলা হ'লে চিকনকালা, তাল কাটা বেতারা হবে।
আবার শ্যামা এ'লে নাই হে ক্ষমা, টিমা তেতারা বাজাবে।
পোস্তা জটিলে কুটিলে, জন্মাবধি ব্রহ্মতালে, হায় হায়রে, —
হয়তো আয়ান গোপের রত্নতালে, ভাদ্র মাসের তাল পড়িবে।।
- পরচিতান — আবার তুঙ্গবিদ্যার বিদ্যা বেশী ঠুংরি তালেতে।
- পাড়ন — আবার চম্পকলতা যদ্ বাজাবে, রদ করে কার সাধ্য জগতে।।
- ফুকার — বাজায় বিশাখায় সে চিরকাল, আড়াতাল আর ঠেকাতাল,
তেওড়াতে বেওড়া অতুল, বড় বিষম গোল : হায়, —
ইন্দুরেখা ধরবে সুরফাঁক, ঠিক পাবে না উহার তাল যে কি ফাঁক,
গুনবে ধা কেটে তাক্ ধুম কেটে তাক্, ত্রিদোণ চৌদোন উঠবে বোল।।

(জ) মান (গুণমঞ্জরীর ব্যঙ্গোক্তি) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — হ'ল চন্দ্রার কুঞ্জ চন্দ্র অস্ত, কামরসে শ্যাম নিশি করল ভোর।
- পাড়ন — চক্ষে দুঃখের ধারা, নাই পীতাম্বর পীতবড়া,
শ্যাম বুঝি আজ পড়বে ধরা, গৃহীর দ্বারে চোর।।
- ফুকার — চন্দ্রার কুঞ্জ হ'তে রাধার কুঞ্জে যেতে, পশ্চাতে টিকটিকি, টিক্ টিক্ করতেছে
ভাগ্যে কি আছে : ভেবে রাধার চাঁদমুখখানি, শ্যামের মনে আত্মগ্লানি,
ঘুচল বাঁশীর রাগ রাগিণী, হরিণ যায় আজ বাঘিনীর কাছে।।
- মিল — দাঁড়ায় অনাদরে রাই কুঞ্জদ্বারে হরি, ক্ষণেক পর গুণমঞ্জরী, বলে একটু করে ছল।
- ধূয়া — কে হে তুমি মানুষ, ভাল মানুষ নিতান্ত সরল।।
- ডাইনা — বাসী মুখে হাসি শূন্য, কপালে সিন্দুরের চিহ্ন, ঢুলু ঢুলু বাঁকা দুই আঁখিঃ
কটীতটে নীলাশ্বরী, আহা মরি মরি মরি, বহরানী সাজ নিলে নাকিঃ
সুখের সুখী দুখের দুখী, এই কুঞ্জে কেউ আছে নাকি,
শিরসাগ্রিকের দোষে নাকি, চক্ষে ঝরে এত জল।
- খাদ — রঙ্গে ভঙ্গে চলতে নার, অঙ্গেতে নাই বল।।
- ফুকার — শুদ্ধ দেখে মুখ, দুঃখে ফাটে বুক, বক্ষে কক্ষে নখের চিহ্ন রয়েছেঃ

- ও কি হয়েছে : শ্রীঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, কি রঙ্গিতে ছিলে এত,
বাদুড় চোখা আমার মত, কে তোমারে চুষে খেয়েছে।।
- মিল — মোরা ব্রহ্মচার্য্য করতেছি সাধন, দেখি না পুরুষের বদন,
এখায় আসায় নাইকো ফল।।
- অন্তরা — প্রভাতে হেরিলেম তোমার বাসী মুখ, ভাগ্যে সারাদিন আছে দুখ।
আহা ! সুধাই পুনঃ পুনঃ, কথা কও না কেন, মরেছে কি কোন,
অমুক ঘরের অমুক।।
- কোন মণ্ডপের কোন্ প্রতিমা বাঁকা হয়েছে,
কোন দোকানের কোন্ চিনিতে বালি পড়েছেঃ
নানা নিগূঢ় সুখে ছিলে সারা নিশি সুখী, অগুরু চন্দন চূয়া অঙ্গে মাখামাখি,
আবার অনিদ্রাতে নাকি ভাঙ্গা আঁখি, অধরোষ্ঠ দেখি, রাসা লাল টুক টুক।।
- পরচিতান — আহা মনকে আর বুঝাব কত, ভাব বুঝাও নিতান্ত গভীর।
- পাড়ন — আকারে ইঙ্গিতে, অন্ত পাই না ভাবভঙ্গিতে,
কোন বাঘিনীর দস্তাঘাতে, ক্ষত সব শরীর।।
- ফুকার — বল কি বিপদে, কারো কি বিচ্ছেদে, সাধের মুখখানা বিপদে মাথাঃ ভ্রমিছ একাঃ
কেন হেন অধীর হলে, লোকে বলবে বধির বলে,
নাকি কোন নদীর জলে, ডুবল তোমার লবণের নৌকা।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — আমি রাধার কুঞ্জে আসব বলে, চন্দ্রালয় যাই রাস্তা ভুলে,
নিশিতে ঘোর অন্ধকার : তোমায় জানাই সত্য সমাচার :
শ্রীরাধারে দিয়ে আশা, হল না তার কুঞ্জে আসা,
দেখ বাদুড় চোখা আমার দশা, চন্দ্রা করেছে আমার।।
- ফুকার — বললে, সর্ব অঙ্গ ছিন্নভিন্ন, বন্ধে কক্ষে ক্ষতচিহ্ন,
দেখি কেন রাধানাথ : আমার দায় ঘটিল অকস্মাৎ :
চন্দ্রার কুঞ্জে নিশি জেগে, যাত্রা করলেম রাধার আগে,
আমি আসবার কালে মনের রাগে, চন্দ্রা করল নখাঘাত।।
- ফুকার — বললে, কি জন্যেতে অধীর হলে, লবণের নাও ডুবল জলে,
তেমনি ভাব দেখি অঙ্গে : পড়লেম বিষম বিচ্ছেদ তরঙ্গে :
চন্দ্রার কাছে পড়ে ঠেকা, হাইল ছেড়ে হয়েছি বোকা,
আমার মধুর প্রেম-লবণের নৌকা, ডুবেছে মানের গাঙে।।
- ডাইনা — চক্ষের জল কি পড়ে শিরসাম্বিকের দোষে,
রাধা ছিল মোর শিরোমণি পড়িল খসে :
আশা ভঙ্গ মনে হতাশ, বিচ্ছেদ-শিরসাম্বিক বিকাশ,
দাও গো মিলন লক্ষ্মীবিলাস, শান্তিমধু অনুপান।।

(জ) মান (গুণমঞ্জবীর ব্যঙ্গোক্তি) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — মোরা সব জেনেছি, সব বুঝেছি, ছি ছি একি হ'ল ভাবান্তর।
- পাড়ন — সব সময়ে করে, কেন এলে নিশি ভোরে,
স্নান করে পীতাম্বর পরে, আস্তে পীতাম্বর।।
- ফুকার — এলে ঘুমের ঘোরে, নীলাম্বরী পরে, কপালে সিঁদুর বিন্দু লেগেছে
সব জানা গিয়েছে,

- পড়ে যার যার কণ্ঠ চক্রে, জীব ঘুরিছে তোমার চক্রে,
তুমি ঘুরবে রাধাচক্রে, শুভগ্রহ বক্র হয়েছে।।
- মিল — এখন যেয়ো না হে নিকুঞ্জবনে, সারা নিশি তারা শুনে, রাই মোদের ঘুমিয়েছে।
ধূয়া — এত দিনে শ্রীরাধিকে, ঠেকে শিখে বঁকে রয়েছে।।
ডাইনা — লাগবে না ভাঙ্গা মন জোড়া, হেল্বে না পর্কতের চূড়া,
পূর্বের মত রাই হবেনা বশঃ
এসব চিহ্ন অঙ্গে নিয়ে, এখন রাধার কুঞ্জে গিয়ে,
কাটা ঘায়ে দিবে লেবুর রসঃ
নূতন প্রেমে চন্দ্রাবলী, করবে রসের ঢলাঢলি,
চক্রেতে দিয়ে অঙ্গুলি, কাদ গিয়ে তার কাছে।
- খাদ — অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, জাতি গিয়েছে।।
ফুকার — হারায়ে দুলুল, ভাসায়ে গোবুল, অকূলে ভাসিছে কত অভাগীঃ কলঙ্কের ভাগীঃ
কেহ কঁাদে সাগরকূলে, কেউ বা নাগরদোলায় দোলে,
কারো সম্ভার বিনা তৈলে, কারো মিলে পাঁচ আঙ্গুলে ঘি।।
- মিল — মোদের অন্তরে নই সুখের সম্বন্ধ, ঘরে পরে বলে মন্দ, মুখ দেখাব কার কাছে।।
অন্তরা — আজ হতে জন্মের মত শ্যাম, তোমার প্রেমে দিয়ে যাই নমস্কার।
আহা প্রথম পিরীতে, চাঁদ ধরে দাঁও হাতে, হাতের পাঁচ গেলে, আর কেবা কার।
পূর্বরাগে যখন হ'ল অপূর্ব প্রণয়, তখন তো শ্যাম মনে করতে পলকে প্রলয়ঃ
খলের পিরীতি জলের তিলক, কতক্ষণ থাকে সৌদামিনীর বলক,
ছেঁড়া চুলে খোঁপা, বোঁচা নাকে লোলক, লোকে হাঁসে আর সর্কদা তিরস্কার।।
- পরচিতান — হায় হায় গত নিশি কত কষ্ট পরের জন্য।
পাড়ন — বাতাসে বন নড়ে, রখিল ভাবে অন্তরে, এই বুঝি শ্যাম এল ঘরে পরে সব শূন্য।।
ফুকার — অবলা সরলা কুলের কুলবালা, শিরে নিল কালা-কলঙ্কের ডালিঃ কুলেতে কলিঃ
মান করে রাই প্রাতঃকালে, নানা জাতি কুসুম তুলে,
নমস্তে কর্মেভো বলে, কপালে দিয়েছে অঞ্জলি।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — বললে, জগৎ ঘোরে তোমার চক্রে, তুমি ঘোর রাধাচক্রে,
রাই হবে চক্রধারীঃ এসব তোদের কুচক্র হেরিঃ
রাধা কান্দে কুঞ্জে বসে, আমি কান্দি চন্দ্রার বাসে,
কেবল ভ্রান্তে দৈবচক্রের দোষে, দুই দেশে কেন্দ্রে মরি।।
- ফুকার — বললে, কেউবা নাগরদোলায় চড়ে, কারো সম্ভার বিনা তৈলে,
শুনে মইরে যাই লাজেঃ কথা দোষ ভাবিলে দোষ বাজেঃ
পুরুষ ভ্রমরা জাতি, নানা কূলে করে গতি,
ওগো তাই বলে পুরুষের প্রতি, রমণীর কি মান সাজে।।
- ফুকার — বললে, নমস্তে কর্মেভো বলে, অঞ্জলি দিব কপালে,
এমন প্রেম কইরবেনা আরঃ কেবল বুধা এসব অঙ্গীকারঃ
যখন প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটে, দেখলে যেন কাঁটা ফোঁটে,
দেখবি বিচ্ছেদের বাঁধ গেলে ছুটে, সে আমার আর আমি তার।।
- ডাইনা — আবার বললে ভাঙ্গা প্রেম কি লাগিবে জোড়াঃ
আমি কেন প্রেম ভাঙ্গিব, ভাঙ্গিস নে তোরাঃ

চন্দ্রাবলীর অপবাদে, দুর্জয় মানে মগ্না রাখে,
সবে মিলে ধইরে পদে, মানময়ীর মান কর ভঞ্জন।।

(ঝ) মান (রাধাকুণ্ড) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — চন্দ্রার অপবাদে, রাখে বোর বিষাদে, দুর্জয় মানে মগ্ন।
পাড়ন — দিল উড়ায়ে কাল কোবিল কাল ভ্রমর, পোড়ায়ে ফেলে নীল বসন।।
ফুকার — প্যারী মাধব উপেক্ষিয়ে, নিদয় হয়ে দিল বিদায়,
সাপিনী কোপিনী প্রায়, ভয়ে শ্যাম রায়ঃ (হায়রে) :
দণ্ডিত হয়ে মানের দণ্ডে, প্রাণে আঘাত পেয়ে দণ্ডে দণ্ডে,
অমনি রাধা রাধা বলে তুণ্ডে, রাধাকুণ্ডে মরতে যায়।।
- মিল — কুণ্ডের তীরে ধীরে ধীরে, গিয়ে কুন্দলতা,
শুধায় শ্যামকে এই দুঃখের কথা, প্রিয় নয় ভাষে।
ধূয়া — বল বিবরণ, হে রাধারমণ, আজ এমন দশা কি দোষে।।
ভাইনা — রাধাকুণ্ডকে ভক্তি ভাবে, নিরীক্ষণ করে, কেন দাঁড়ালে শ্যাম সপ্তবার প্রদক্ষিণ করেঃ
দুই বাহ উল্কে তুলে, জয় রাধা রাধা বলে,
তোমার কি দুঃখে চক্ষের জলে, বক্ষ ভাসে।
খাদ — চূড়া বাঁশী আজ হে তমালডালে কি উদ্দেশে।।
ফুকার — তোমার চূড়ায় ছিল ময়ূর পাখা, পাখায় রাধা নামটি লেখা,
বাঁশী গায় রাধা রাধা নামঃ ওহে গুণধাম হে, (হায়রে):
মোরা যত ব্রজবাসী, মনোমোহন বেশ ভালবাসি,
এমন মোহনচূড়া মোহনবাঁশী, ত্যজলে কেন হয়ে বাম।।
- মিল — যেমন ব্রজে আর কেহ নাই তোমার দুঃখের দুখী,
বল রসময় কেন বিরস বদন দেখি বিরসে।।
অন্তরা — কেন হে কেন বিরস হেন রসময়।
তোমার প্রেম প্রণয়িনী রাধা বিনোদিনী, কোথা রইল এমন বাথার সময়।।
তোমার শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম, কই হে বাঁকাসখা সখা সমুদয়ঃ
তোমার সখাসখী দলে, কোথা ফেলে এইলে,
নাকি বিপদকালে কেহ কারো নয়।।
- পরচিতান — তোমার দুঃখের দুঃখী, ব্রজে কেউ নাই নাকি, দেখি কি দুর্ভাগ্য।
পাড়ন — তুমি কাল ছিলে আদিত্যের আশ্রয়দানে, কেন এক দিনে এই বৈরাগ্য।।
ফুকার — তুমি রসিকা সব গোপীর সঙ্গে, রাগের রসে প্রেম প্রসঙ্গে,
অনঙ্গ করেছ জয়ঃ কিবা বিপজ্জয়, (হায়রে) :
নয়ন ধারায় ধরা সিঞ্চন, ত্রিভুবনে আর নাই আকিঞ্চন,
যেমন একদিনে কামিনী কাম্বন, ত্যাগ করেছ সমুদয়।।
- মিল — তুমি কাল ছিলে কেমন, অদ্য হইলে কেমন,
এমন ভাব শিক্ষা দিলে কেমন পরমহংসে।।

(ঝ) মান (রাধাকুণ্ড) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বঙ্গে অনাদরে, মানে রাই তোমারে, ত্যজলে জন্মের মত।
পাড়ন — তাইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে, রাধা বলে প্রাণ দিতে হইলে উদ্যত।।
ফুকার — ও মা ছি ছি ও কি লাজের কথা, হাসতে হাসতে মাথা বাথা,
মান করেছে চাঁদমুখীঃ প্রাণে অসুখীঃ হায়রে,

- কোন রমনী মান না করে, পুরুষ ভাঙ্গে সে মান পায়ে ধরে,
যদি নারীর মানে প্রাণে মরে, সে পুরুষের পৌরুষ কি ॥
- মিল — বলে কত দোষে মান করেছে রাইকিশোরীঃ মরণ সঙ্কল্প কেন হরি, নারীর মানে ।
- ধূয়া — গোপীর জীবন হে শ্যাম, জীবন দিও না রাধাকুণ্ডের জীবনে ॥
- ডাইনা — একা মরবে কি একাদশীর উপবাসেঃ জানতে পারনা শ্যাম, পারনা যে হবে শেষেঃ
মানে হয় প্রাণে ক্ষুধা, মিলনে মিলে সুধা,
চকোর পায় কি সুধাংগু সুধা, অমাবস্যা দিনে ।
- খাদ — প্রাণে মরিও না শ্যাম, প্রাণেশ্বরীর মান-শাসনে ॥
- ফুকার — তোমার কর্মদোষে গ্রহ বিগুণ, মশার দোষে গৃহে আগুন,
কোন গুণে শ্যাম দিতে চাওঃ বৃথা লোক হাসাও, : হায়রে
মধুচক্রের ভগ্ন মধু, ঘরে থাকতে এমন লগ্নমধু,
তুমি পরের ঘরের যষ্টিমধু, খেয়ে বা কি মিষ্টি পাও ॥
- মিল — জানি গুপ্ত কাজ লুপ্ত রয় না, কিছু দিনের পরঃ
যেমন ডুব দিয়ে জল খেলে পরঃ একাদশী জানে ॥
- অন্তরা — পিরীতি রসের মুরতি তোমার শ্রীমতী রাই ।
করলে কোথা নাগরালী, কহিল বনমালী, চন্দ্রাবলীর ভাগ্যের বলিহারি যাই ॥
দিয়ে একস্থানে আশা, অন্যস্থানে বাসা, ভালবাসা জানি হে কানাই ।
পরকে কান্দাইলে যবে, কান্দিতেই হবে, আজ কিবে কাল ছাড়াছাড়ি নাই ॥
- পরচিতান — রাধার প্রাণে আঘাত, করেছে রাধানাথ, এই কি প্রেমের নিয়ম ।
- পাড়ন — এখন রাই মানে মান গিয়েছে, বৃথি এবার প্রাণ যাবার হল উপক্রম ॥
- ফুকার — জানি প্রেম করে শ্যাম সূজনে সূজন, সুখে দুঃখে সমান দুজন,
তোমার ওজন পাওয়া দায়ঃ সূজন শ্যামরায় : (হায় হায়রে),
কুল মজাতে কুলবধূর, মুখে বাক্য তোমার মধুর মধুর,
যেমন দশ দিন চোরের একদিন সাধুর, ধরা পড়লে বিষম দায় ॥

(এ) মান (যোগী) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — হয়ে রাই মানে অসম্মানী শ্যাম হাথীকেশ ।
- পাড়ন — হয়ে মন-বিরাগী, মান ভাঙ্গিতে অনুরাগী,
সাজলেন নবীন যোগী, ভেবে চিন্তে অবশেষ ॥
- ফুকার — আর কখন বলে অবিরাম, বদনে জয় সীতারাম,
কখন বলে হা রাই হা রাইঃ রাই কোথা রাই :
কোথা পাই, ভাবি তাই, ভাবের অন্ত নাই :
নয়ন জলে বয়ান ভাসে, ঐ মনের ভাব নয়নে ভাসে,
কখন কান্দে কখন হাসে, সম্মানী গোঁসাই ॥
- মিল — সেজে যোগীর সাজে রাজপথে যায়, আপন কাজ পথে,
জটিল বাক্যেতে, কুটিলে কয় অতি ব্যঙ্গ ছলে ।
- ধূয়া — নবীন যোগীবর হে, তুমি কোন যুগের যোগী হলে অন্নকালে ॥
- ডাইনা — জানি পঞ্চাশের হলে শেষ, তবে হয় রাগোদ্দেশ, আছে সুপ্রসিদ্ধঃ
করলে কি নিয়ম, তোমার বয়ঃক্রম, হয় নাই হে দ্বাদশের উর্দ্ধঃ
কোন গুরু উপদেশে, কোন ধর্মের অভিলাষে,
তোমার কোন দুঃখে বন্ধ ভাসে, দুইটি চক্কর জলে ।

- খাদ — সত্য কও তত্ত্ব কথা, যোগী চিন্তা বুলে।।
- ফুকার — আর গিরি পুরী ভারতী, যোগী হয় নানাজাতি, শুদ্ধ মতি বটে অতি সৎ;
নয় অসৎ রামায়ৎ নিমায়ৎ আছে অনেক মত :
তুমি কর কার গুণাগুণ, ঐ কঁাদ কেন করে গুন গুন,
ভগ্নে যেন ঢাকা আশুন, ধরেছ কোন্ পথ।।
- মিল — যোগী যে কালের যে ধর্ম, না জানলে সে মর্ম,
ভবের সার জন্ম, মানব জন্ম, কেবল যায় বিফলে।।
- অন্তরা — হির ধীর গভীর ভাবে যোদী রয়।
যোগী তোমার যেমন, কেমন কেমন ভাব, দেখে মনে সন্দেহ হয়।।
দেখি চিন্তা সচঞ্চল, নেত্রে বহে জল, যোগ ধ্যানে মন লয়।
স্বভাব কেন হেন, কেঁদেছ কেন, কার সনে ভেঙ্গেছে প্রণয়।।
- পরচিতান — সম্যাসের নয় হে সময় এ বয়সে।
- পাড়ন — তোমার সম্মুখেতে কষ্টক আছে পথে পথে,
বয়সের দোষেতে, ধর্ম নষ্ট হয় বা শেষে।।
- ফুকার — আর উদাসী সম্যাসীগণ, যোগেতে থাকে মগন, নির্জনে কাননে কাল কাটায়;
তুমি হায়, সর্বদায় এ পাড়ায়, এস কিসের দায়, :
গোপ-কুলের সব কুলবধু, ঐ পুরুষ ধরা জানে যাদু,
তোমার মত কত সাধু, সাধু হারায়।।

(ঞ) মান (যোগী) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বন্ধে ভক্তিতে শক্তি সাধন করতে যাবে।
- পাড়ন — শক্তি অদর্শনে, বিষম ব্যথা তোমার প্রাণে,
বাছা কথা শুনে মনে মনে, মরি ভেবে।।
- ফুকার — তুমি পাবে না সাধনের রস, পাছে হবে রিপুর বশ,
কঁাচা বয়স বাছাধন তোমার;
কি প্রকার সে দুস্তর পারাবার, ও তুই কেমনে হবি পার :
শক্তি সাধন যারা করে, সাপের মাথায় মণি ধরে,
সেই সাপিনী খায়ারে যারে, রক্ষা নাইরে তার।।
- মিল — এখন ত্যাগ কর জটা কেশ, ত্যাগ কর যোগীর বেশ,
এমন নিরুদ্দেশ হয়ে বেড়াস, কেন দেশে দেশে।
- ধূয়া — বাছা ধন রে, ও তোর হবেনা শক্তিসাধন এ বয়সে।।
- ডাইনা — মোদের সোনা বৌ রাধিকে, দুঃখ তার আত্মিকে, একটী পুত্রের জন্যে;
বড় দুঃখের কথা, দারুণ বিধাতা, দেয় নাই তারে পুত্র কন্যে :
সে রাধার কোলে রবে, চাঁদমুখে মা বলিবে,
তোরে পুত্রের প্রায় স্নেহ করবে, দাদা আয়ান ঘোষে।।
- খাদ — যাবে দুঃখ পাবে সুখ, নূতন স্নেহবশে।।
- ফুকার — আর রাখ আমার এ কথা রাখ, রাধাকে মা বলে ডাক, এ ঘরে থাক,
পোষ্য পুত্রের প্রায়ঃ ছেলে মায় দুজনায়ে, মমতায় রবি সর্বদায় :
রাধার কথা বলব কারে, মন নাই উহার শূন্য ঘরে,
তোর মমতায় ঠেকলে পরে, সংসার রক্ষা পায়।।
- মিল — দাদা আয়ানের কেউ নাই আর, রত্ন ধন সব তোমার,

- অসার সংসারে আশায় সুসার, হবে অনায়াসে।।
- অন্তরা — শক্তি সাধন করা মুখের কথা নয়।
আছে শিবের যুক্তি, সাধিলে শক্তি, মাতৃতুল্য ভাবের সব শক্তি হয়।।
আছে ললিতা বিশাখা, চম্পকলতিকা, রূপে করে জগজ্জয়।।
তাদের রূপ দেখিলে, শক্তি বলে মা ডাকিলে, তোমার পরীক্ষা হয়।।
- পরচিতান — এখন বহু লোক ধর্মের ভানে অধর্মের যায়।
- পাড়ন — সাধন না থাকিলে, ভেদে নিলে কি সে ধন মিলে,
সাধুর নিশান তুলে, দিতেছে সব চোরের নৌকায়।।
- ফুকার — আর অনেক সাধু সংসারে, শক্তি সাধন ভান করে, স্বধর্মেরে করে বিসর্জনঃ
কি দুর্জনে কৈ ভজন, কৈ পূজন, কে করে ওজনঃ
বহু শক্তি নিয়ে ঘরে, মিষ্টায় ভোজন করে,
কালচাঁদের মতে করে, কিশোরী ভজন।।
- মিল — বাছা তোর হবে সে দশা, সাধের নাই আশা,
বিষম দুর্দশার আশা নষ্ট হবে অবশেষে।।

(ট) মান (গ্রহাচার্য) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — রাধার মানকাণ্ডেতে চণ্ডীদাসের রসিকতা।।
- পাড়ন — হয়ে সেই ভাবের আশ্রিত, এই গানটি রচিত, কুঞ্জে মানে রত, বৃষভানু সুতা।।
- ফুকার — নিঃসর্জনে তাজে ধড়া চূড়া মুরলী, দিয়ে গাত্রেতে নামাবলী,
শিরেতে শিখাঃ গলে যজ্ঞসূত্র যায় দেখাঃ
দেখায় গ্রহাচার্যের কার্যরীতি, মুখে করে নবগ্রহের স্তুতি,
বাম করে তালপত্রের ছাতি, দক্ষিণ করে পঞ্জিকা।।
- মিল — কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের বেশে গেল রাধিকার গোচরে, রঙ্গদেবী ব্যঙ্গ করে মোদের ভাগ্য ভল।
- ধূয়া — গ্রহাচার্য ঠাকুর, তোমার জ্যোতিষে জোর কতদূর, তাই দেখতে হ'ল।।
- ভাইনা — দেখ রাধিকার দশাটি, কোন গ্রহের কোপ দৃষ্টি, এখন কোন্ গ্রহের ভোগঃ
নাকি রক্তগত শনির দোষে হ'ল বন্ধু বিয়োগঃ
প্রাণেতে মানযন্ত্রণা, কই গেল কেলেসোনা,
শীঘ্র নিকুঞ্জে আসবে কিনা, গনা শুনে বল।
- কাদ — মোদের ভাগ্যেতে নিকুঞ্জেতে তোমার আসা হ'ল।।
- ফুকার — ঠাকুর হে, মোদের যন্ত্রণার এক আছে মূল, রাধার প্রেমের প্রতি প্রতিকূল,
প্রশ্ন বুঝে লওঃ তুমি সামান্য জ্যোতিষ নওঃ
শ্যামের চন্দ্রার কুঞ্জে অনাযানা, বিশেষ রূপ মোদের নাই হে জানা,
এ কথাটি সত্য কিনা, আগে গননা গনিয়া কও।।
- মিল — মোদের মনেতে সদাই উঠে ঠাকুর সেই আতঙ্ক,
শীঘ্র মাটিতে পাতি অঙ্ক, খাঁটি কথা বল।।
- অন্তরা — দেখব জ্যোতিষ বিদ্যা তোমার কেমন ঠিক।
গ্রহাচার্য হে! জ্যোতিষ বচনার্থ করতে পার কি সঠিক।।
কোন টোলে পড়েছ কি কি পুঁথিপত্র, কোন্ অধ্যাপকের হয়েছে ছাত্র,
জান কিনা জান কাকচরিত্র, জান কিনা সামুদ্রিক।।
- পরচিতান — বলে দৈবজ্ঞেরা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব।
- পাড়ন — রাধার মান করে প্রাণ যায়, ঠেকেছে বিষম দায়,

জন্মের মত বিদায় হয়ে গেছে কেশব।।

- ফুকর — ঠাকুর হে ! জানি রাহুর আদ্য শনির শেষ, প্রাণে মারে না সে ভ্রমায় দেশ,
জ্যোতিষ শাস্ত্রে কয়ঃ তাহিতে প্রাণে বড় লাগে ভয় :
গ্রহ-সঞ্চার কালে শাস্ত্রসিদ্ধ, ছিল কিনা বন্ধুর চন্দ্র শুদ্ধ,
এই কি বন্ধুর রাহুর আদ্য, নাকি শনির দশার শেষ সময়।।

(ট) মান (গ্রহাচার্য) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বল্পে কি দৈবজ্ঞ করলে কি বিজ্ঞতা প্রকাশ।
পাড়ন — যার জন্মে নাই মনস্থির, কিসে হয় লগ্ন স্থির,
তোমার মন নয় ত অস্থির, দেখে হয় না বিশ্বাস।।
ফুকর — ঠাকুরহে, জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি সুকঠিন, এখন অনেক অনেক অকর্বাচীন,
নাই সে বিদ্যাবলঃ করে ত্রীলোকের নিকট ছল :
বলে অশ্বিনী ভরণী আর্দ্রা, দেও তপুল কড়ি দেও হরিদ্রা,
ওক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা, এবার জল হবে নল তলাতল।।
মিল — আর তো হবে না শ্যামের মিলন রাধা সহ,
সদায় ঘটায় হে কোপগ্রহ, গ্রহ সব সমষ্টি।।
ধূয়া — সুফল ফলবে কিসে, ঠেকল গ্রহদোষে, ভাল নয় তার কর্মকোষ্ঠী।।
ডাইনা — গুরুগ্রহ তার শ্রীমতী, দশমে তার স্থিতি, জানে সর্ব জীবঃ
এবার সমস্ত বিনাশ হবে দশমস্থ জীবঃ
বিশাখা কাণা শুক্র, বন্ধুর উপরে বক্র,
মিলন সুখেতে এই কুচক্র, বুন্দে শনির দৃষ্টি।
খাদ — এবার অবশ্য ভেসে যাবে ব্রজের প্রেমের সৃষ্টি।।
ফুকর — ঠাকুর হে, শ্যামের একাদশ আছে মঙ্গল, কেবল সুগ্রহ মধুমঙ্গল,
সুবল বুধ অদ্যঃ শ্যামের দ্বিতীয় ছিল বাধ্য :
কিস্ত দুঃখের কথা করে বলি, কোপগ্রহগুলি মহাবলী,
গ্রহসঞ্চার কালে চন্দ্রাবলী, বন্ধুর চন্দ্র ছিল অশুদ্ধ।।
মিল — ভগ্যদোষেতে গ্রহ দোষ ঘটি পাবে দোষের সময়ে সবে করে, কেবল দোষের পুষ্টি।।
অন্তরা — শ্যামের রাহুর দশায় হ'ল দুর্জয় মান।
হয়ে বুদ্ধিনাশ ঘটায় বিরোধ বুদ্ধি, আরও করে অপমান।।
তুমি থাকতে শ্যামের দেখা পেতাম যদি, গ্রহশাস্তির কোন করিতাম বিধিঃ
ইহুত পুরস্চন হোম পূজা জপ ইত্যাদি, সর্বোষধি জলে স্নান।।
পরচিতান — যাক্ যাক্ সে সব কথা, যখন যা তা হবে সত্য।
পাড়ন — বড়ইদিদির দেখ হস্ত, আয়ু আর আয়ত্ন, যার চিন্তাতে আমরা থাকি নিত্য।।
ফুকর — ঠাকুর হে ! দেখ সকলের কোষ্ঠিপত্র, গাভী বংস আর শস্যক্ষেত্র,
কর গণনাঃ এসব কুশলে রবে কিনা :
ঠাকুর স্নান করিয়ে অতি দ্রুত, দধি দুগ্ধ চিড়া খাওহে দৃত,
আয়ান এলে ওজন মত, তোমায় দিবে ভোজন দক্ষিণা।।

(ঠ) মান (খণ্ডিতা) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — চন্দ্রায় অপবাদে সাধের বন্ধু ত্যজলেন প্যারী।
পাড়ন — হয়ে সেই মানে প্রিয়মান, অজিয়ে স্বীয়মান, হয়ে অপমান, বেঁদে আবুল হরি।।
ফুকর — রাধার বিচ্ছেদ অনল, বকে প্রবল, চক্ষে অশ্রুপাতঃ

- মনের দুঃখে করে বক্ষে করাঘাত :
- হায় হায় রে, রাধার মানানলে জ্বলে জ্বলে, রাধাকুণ্ডের নিশ্চল জলে,
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, গেলেন প্রাণ তাজিতে রাধানাথ॥
- মিল — হল ঋণিত মান, না হেরে সেই প্রাণগোবিন্দে,
বৃন্দের প্রতি কয় কৈসে কৈসে, প্যারী বিষাদ মনে।
- ধূয়া — বল গো বল বৃন্দে সই, বৃন্দাবনচন্দ্র কৈ, আমি অন্ধকার হেরি নয়নে॥
- ডাইনা — যারে সঁপিলাম কুলমান, তার উপর ক'রে মান, কত কঁদালেম :
কঠিন হৃদয়ে নিদয় হয়ে, তারে বিদায় দিলেম :
তোর কথায় মান করিলেম, প্রাণবন্ধুর মান হরিলেম,
জন্মের মত কি বঞ্চিত হলেম, কৃষ্ণ সঞ্চিত ধনে।
- খাদ — এখন প্রাণ-ত আর হয় না শান্ত, প্রাণের কান্ত বিনে॥
- ফুকার — আমি মানে মাধব হারাইলাম, প্রাণে যাতনা :
কথা বল্পে প্রাণের বন্ধু যেতনা :
হায় হায় গো, কেউ হলি না তার দুঃখের দুঃখী, আমি এমন পাষণ বুকী,
সে মুখে হয়ে বিমুখী, পোড়ামুখ তুলে আর চেলেম্ না॥
- মিল — আমার সে দুঃখ শেলের মত রইল বৃকে বিদ্ধে,
এখন যা বৃন্দে, প্রাণগোবিন্দে ত্বরায় অন্বেষণে।
- অন্তরা — আমার জগতদুর্ভেদ, গেছে প্রাণবল্লভ, অকূলে ভাসায়ে সবে।
বন্ধু কঁদলে চরণ ধরে, কেউ চেলে না ফিরে,
হায় হায় এত অনাদরে কেন বা রবে॥
পায় ধরে কৈসে গেল গুণমণি, মনে পড়ে সে কাতর মুখখানি,
এখন ব্রজমাঝে যত সতী রমণী, কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী আমায় আর কি কবে॥
- পরচিতান — বন্ধু যাবার কালে কি ব'লে গিয়েছে বল।
- পাড়ন — আমার প্রাণ যে কি করে সই, প্রাণ সইগো সই, প্রাণ গেল গেল॥
- ফুকার — আমার নৃত্য করে দক্ষিণ আঁখি, দেখি অমঙ্গল:
দূতী কেন আমায় মান শিখালি বল :
হায় হায় গো, বন্ধু যাবার কালে কঁদল যত, এক মুখে তাই বলব কত,
এতদিনে হল হত, আমার কাত্যায়নী ব্রতের ফল॥

(ঠ) মান (ঋণিতা) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — অবোধিনী বলে প্রবোধিলে বৃন্দা দূতী।
- পাড়ন — বন্ধুর বিরহ অনলে, মরি জ্বলে জ্বলে, জ্বলন্ত অনলে, দিলে ঘৃতাখতি॥
- ফুকার — আগে মানের শিক্ষা দিলি দূতী, মনের আহ্বাদে :
শেষে বল্লিনা, মান ক্ষমা দে রাখে :
হায় হায় রে । হলে মানের ক্ষতি অতি মানে, তাই কি মানে অভিমানে,
গতি নাই গোবিন্দ বিনে, বৃন্দে ত্বরায় তারে এনে দে॥
- মিল — ত্বরায় চল বৃন্দে, বৃন্দাবনের বনে বনে,
বন্ধুর কুসংবাদ শুনে কানে, প্রাণে কাজ কি বল।
- ধূয়া — গেছে মান যাবে প্রাণ, আমার সেই প্রাণের প্রাণ, দুর্জয় মানে কি প্রাণে মরিল॥
- ডাইনা — অতি মানের এই প্রতিফল, বেঁচে আর ফল কি বল, যখন শ্যাম গেছে:
আমার নিলাজ প্রাণ বের হয়ে যাউক, বন্ধুর পাছে পাছে:

- আজ আমার জীবন গেলে, নিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে,
দেহ বিসর্জন দিবার কালে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
- খাদ — আজ হতে প্রেমের দেনা ব্রজে সাঙ্গ হল।।
- ফুকার — দূতী, কই আমার নয়নের মণি, কৈ প্রাণের সম্বলঃ
কই সে ক্ষুধার অন্ন, কই সে তৃষ্ণার জলঃ
হায় হায় গো, এখন কেহ নাই আর এ বসুধায়, রাখা বলে আমায় সুধায়,
ক্ষুধার কালে প্রেমের সুধায়, আমি দিলেম মানের হলাহল।।
- মিল — আমার শ্যাম ছিল কল্লতরু আমি লতা,
হলেম সেই লতা নিরাশ্রিতা, ভাগ্যে এই কি ছিল।।
- অন্তরা — দিলাম রন্ধন করিতে ইন্ধনে অনল, অনলে পড়িল বারি।
গেলাম বাণিজ্য করিতে, দারুণ ঋণ্ণাবাতে, অকূলে ডুবিল সৌভাগ্য তরী।।
হেরিয়ে পীরিতি রসের পাথার, আনন্দ সলিলে দিলেম গো সঁতার,
আমি মীনের মত করতেম মানের আধার, বিচ্ছেদ বঁড়শী গিলিয়ে পরাণে মরি।।
- পরচিতান — এখন ডুবল দুকূল, বিচ্ছেদ অকূল সিঁদুনিরে।
- পাড়ন — এখন তরিতে নাই তরী, নাই গো নাই কাণ্ডারী,
শূন্যময় সব হেরি, শূন্য ব্রজপুরে।
- ফুকার — দূতী আবার যদি হারানিধি গুণনিধি পাইঃ বলব এস বন্ধু তাপিত প্রাণ জুড়াইঃ
হায় হায় গো, করব কথায় তুষ্ট মিষ্ট মুখে, মানের কষ্ট দূরে রেখে,
বুকে রাখব প্রাণবন্ধুকে, দুষ্ট মানের মুখে দিয়ে ছাই।

মান — আশাভঙ্গ রামরূপ ঠাকুর (ঢাকা)

শ্যাম আসার আশা সখিগণ সঙ্গে নিয়ে বিনোদিনী।
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিত জল আশায়,
কুঞ্জ সাজায় তেমনি কমলিনী।।

তুলে জাতি যুঁথি কুটরাজ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকলি,
নবকলি অধবিকশিত : যাতে বনমাঙ্গী হরষিত :
সাজাল রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর,
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হোল বিপরীত,।।
ফুলের শয্যা সব বিফল হোল, অসময়ে চিকনকালো বাঁশী বাজায়,
রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে।
ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে,
ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে।।
ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে,
বঁধু, তারে কেন নিরাশ করে, নিশিশেষে এলে রসময়, :
বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম নয় :
তুমি জানতে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই এর মন কি রক্ষা হয়।
প্যারী ভাগের প্রেম করবে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না,
এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে।। (খণ্ডিত)

মান (কৃষ্ণের নাগরী বেশ) গোবিন্দ ঠাকুর (ময়মনসিংহ)

- চিতান — রাখার মানের দায়ে বিরহে, কাতর বাঁকা বংশীধারী।
- পাড়ন — বৃন্দার উপদেশে, নবীনা নাগরী বেশে,

- এসে মানকুঞ্জে উদয় হইলেন বনবিহারী ।।
- লহর — তখন হরিকে কালিশ জ্ঞানে, ব্যস্ত হয়ে গোপীগণে,
প্রণাম করে পায়ঃ সেই রূপের প্রভায় সবে মোহ যায়ঃ
গললম্বী কৃতবাসে, অতি মৃদু মৃদু ডায়ে,
গোপীগণ কয় দেবীর পাশে, স্থান দিও গো রাসা পায় ।।
- মিল — তোমার যে সব সঙ্গিনী, ডাকিনী যোগিনী, কোথায় বল শুনি ;
কও শুনি, শিবের সঙ্গে কেন ছাড়া হইলে ।
- মহড়া — এগো মহেশানী, হইয়ো উদাসিনী, কেন এলে এ গোকুলে ।।
- ধূয়া — তুমি ক্ষণকাল নাহি ছাড় শিবের সঙ্গ,
তুমি মহাদেবী অর্ধ অঙ্গ;
আজ কি ভাব তাও বুঝি না, করেছে ক'রে বীণা,
হইয়ো দীনা ক্ষীণা কাদছ রাধা বলে ।
- কাদ — তোমার প্রাণেশ্বর মহেশ্বর কৈ রেখে এলে ।।
- লহর — তুমি ত্রিলোচনী দুঃখহরা, মুক্তকেশী অসিধরা,
জগতজননী : তুমি শিব রানী শিব ঘরণী :
আজ কেন গো হরাসনা, অসি ছেড়ে ধরলে বীণা,
(বলে) কৃপা কর শ্রীরাধিকে, কাদছ অসিতবরণী ।।
- ঝুমুর — জানি ভয় পেয়ে কালিকে, লোকে তোমায় ডাকলে, বিপদ থাকে না ।
তুমি মুক্তিদাত্রী, জগৎকর্ত্রী, তোমার কেন এ বিভ্রমনা ।।
নমস্তে সর্বানী, ঈশানী ইন্দ্রানী, নমোনমঃ ত্রিনয়না ।
তুমি উগ্রচণ্ডা উমা, ভৈরবী ভীমা, তোনার নামে খুচে ভব যন্ত্রণা ।।

মান রামগতি শীল (ময়মনসিংহ)

- চিত্তান — চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হতে, রজনী প্রভাতে রাধার নাথ রাধার কুঞ্জে যান ।
- পাড়ন — রাখে কমলমুখী, হয়ে মন দুঃখী, (শ্যামের উপরে) করলেন দুর্জয় মান ।।
- ফুকর — রাধার মান দেখে শ্যাম গিরিধারী, ব্যস্ত অতিশয়,
সে যে কেন্দ্রে রাধার কাছে কয়, ব্যস্ত অতিশয় ।
(বলে) তুমি গো রাই ব্রজেশ্বরী, আমি তোমার অঙ্কাকারী,
এ অপরাধ ক্ষমা কর প্যারী, ধরি তোমার রাসা পায় ।।
(শ্যামকে তদবস্থ দেখে সহচরীগণ বলছেন)
- মিল — তোমার মনের ভাব কেশব কিছুই বুঝতে নারি,
তাই জিজ্ঞাসা করি, বল খুলে ।
- মুখ — কৃষ্ণ কও হে শুনি, ও শ্যাম চিন্তামনি, ভাস কেন নয়নজলে ।।
- ডাইনা — তুমি গোলোকবিহারী হরি, ব্রজতে বংশীধারী, ত্রিগুণধারী,
তোমার নাম নিলে জীব তরে ভববারি;
শ্রীচরণ যেমেছিল, দ্রবময়ী গঙ্গা হল,
কোন গঙ্গা হবে বল, চক্ষের জলে ।
- খাদ — কৃষ্ণ কও হে শুনি, ও শ্যাম চিন্তামনি ভাস কেন নয়নজলে ।।
- ফুকর — যেমন রাধার ভয়ে শশী ব্যস্ত তেমনি দেখতে পাই : —
ভালবাসি বইলে তাই জিজ্ঞাসি, কৈ হে চূড়া, কৈ হে বাশী,—
কি জন্মে হে কালশশী, শশীমুখে মধুর হাসি নাই ।।

যেমন সীতাহারা হয়ে বনে, কেঁদেছিলেন রাম,
আমরা রামায়ণে শুনিলাম, কেঁদেছিলেন রাম।
আজ কি হারা হয়ে রাধার চরণ, বিচ্ছেদ অশ্রু হচ্ছে পতন,
ধরে রাধার চরণ, রামের মতন, করছ রোদন বঁকাশ্যাম।।

ঝুমুর — বল বল শুনি গুণমণি ওই চাঁদবদনে।
বলতে বাধা কিহে রাধার নাথ, কি হয়েছে আজ রাধার সনে।।
মণিহারা ফণীর মতন গুণমণি হলে কেনে,
হলে কি ধনহারা, এমনি ধারা, ধারা বহে দু'নয়নে।।

মান (রাধার আক্ষেপ) রামগতি শীল

চিতান — চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে রইলেন রসময়।
পাড়ন — তাঁরি আশাতে, বৃন্দে-চিত্রে-ললিতে, মনসাধে নিকুঞ্জ সাজায়।।
ফুকার — তুলে চাঁপার কলি গন্ধরাজ ফুল, সন্ধ্যামণি মালতী বকুল,
তুলে মনসাধে বনফুল।
টগর বেলী শেফালিকা, কৃষ্ণচূড়া কাঠমল্লিকা,—
কৃষ্ণ দেখে শ্রীরাধিকার প্রাণ হইল আকুল।।
মিল — না পেয়ে সে কৃষ্ণের দেখা, কাতরা হইয়ে,
সখীগণের বদন চেয়ে, বলতেছে ললিতের কাছে।
মুখ — আর নিশি নাই, প্রাণ সইলো— শ্যামের আসার আশা কি আছে।।
ফুকার — বঁধু আসবে বইলে, মনসাধে কুসুম তুলে,
গেঁথেছিলাম হার, মনে বাসনা ছিল আমার;
বকুল বেলী শেফালীতে, হার গেঁথেছি বিনা সুতে;
ভুলাইতে নন্দের সুতে, গলে দিতেম তাঁর।।
ডাইনা — যার আশাতে কুঞ্জে বসি, জাগিয়ে পোহালেম নিশি,
কেবল তারা শুনে সারা হলেম সই;
আশা তরুর তলে বসে, ছিলাম সখি ফুলের আশে,
অভাগিনীর কর্মদোষে, ডাল ভেসে সব ফুল নিয়াছে।
মুখ — আর নিশি নাই প্রাণ সইগো — শ্যামের আসার আশা কি আছে ?
ঝুমুর — করলেম কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী, ঐ পোহাল নিশি।
যার আসাতে করলেম শয্যা,
সে অহিল না পেলেম লজ্জা, হলেম উদাসী।।
আমার অঙ্গে নাই সে বল, কি করিব বল,—
যে জ্বালা জ্বলাইল কালশশী।।

রাধার আক্ষেপ লোচন কর্মকার (ময়মনসিংহ)

চিতান — আশাতে জাইগে নিশি প্রভাতকালে
পাড়ন — বিনে প্রাণবদনে, আসা নিরাশ ভেবে, প্যারী কেনে বলে।
লহর — নিশি পোহাইল কি হইল কালা এইল না,
আর ত সহে না সে যত্ননা।
বাসী রইল শয্যার ফুল, দুঃখেতে প্রাণ হইল আকুল,
যার জন্যে সই হারাইলাম ফুল, তারে পাইলাম না।
মিল — শুনে শ্রীমতীর দুঃখের কথা বিশাখা কয়,

- আইজ আর আসবে না বনমালী, সময় গেল।
- মুখ — থেকে কাজ কি গো রাই, গৃহে যাই চল।।
- ধূয়া — আমার এ বাজা ছিল মনে আসবে হরি,
করবো দুজন্য চরণ সেবা অতি যত্ন করি;
এইল না সাধের কালা, গেল না মনের জ্বালা;
বুঝি আইজ হইতে প্রেমের খেলা, ঘুচে গেল।
- খাদ — করে প্রেম কালার সনে, একি জ্বালা হইল।।
- লহর — আমি জানি রাই বিচার নাই লম্পটের কাছে।
সে যে শঠের ধর্ম নিয়েছে,
মন রাখা তার মুখে মুখে, যতক্ষণ সে রয় সম্মুখে,
অপর কি তার মনে থাকে, কি বইলে গেছে।।
- মিল — * * * * *
- অন্তরা — আমি সাথে কি তোমারে কই গো।
যদি না বলি উচিত, ঘটে বিপরীত,
পাছে অপরাধী হই গো।।
নিশি যোগে এসে কুঞ্জে, যেতে চাও যামিনী ভুঞ্জে। রাই রাই গো —।
যদি আসিতে যাইতে, কেউ দেখে রাজপথে,
তবে উপায় যে কিছু নাই গো।।

মান — সদর বা ১নং মহেশচন্দ্র সেন (ময়মনসিংহ)

- চিতান — নিকুঞ্জে শ্যাম আসবে বলে, সঙ্গে নিয়ে সাধের সঙ্গিনী।
- পাড়ন — এসে নিধুবনে, কমলিনী শ্যাম বিহনে,—
আসার আশে পোহায় রজনী।।
- লহর — হেরে চিত্তামণি নিশি ভোরে কমলিনী, হয়ে মানিনী,—
দিয়ে বিধুমুখে নীল বসন, ঢাকলেন চাঁদ বদন।
(একবার) চলে নাই রাই বদন তুলে, বক্ষভাসে চক্ষের জলে,
(তাতে) মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, দহিছে জীবন।।
- মিল — (দেখে) কালবরণ কালাচান্দে, রাইকমলিনী, হয়ে মানিনী
মনের খেদে কেন্দ্রে বলে, কৈরে অতি করুণা।
- মুখ — ও বিশাখা প্রাণসখী, মনে রে সুধাব কি—
কালরূপ আর চক্ষে হেরব না।
- ধূয়া — কালার প্রেমে মন সঁপিলে, বিসর্জন ঐ কুলেশীলে,
একুল ওকুল দু'কুল যায়—
হলেম কৃষ্ণ প্রেমে কলঙ্কিনী, কুলে থাকা দায়,
কুটিল কালা বংশীধারী ঘটালে কি যন্ত্রণা।
- খাদ — কালরূপ সেই কাল হইল, দুঃখে বাঁচি না।
- লহর — ত্যাজ্যব কাল আঁখি, কাল কেশ মুড়াব সখী, কৈরেছি এ পণ,
(সই গো) কাল কোকিল, কাল মেঘে, হেরব না কখন।।
(আমি) যাব না কালিনীর জলে, কাল রূপ নেহারি বৈলে,
ত্যাজ্য করব কাল বৈলে, শ্রীঅঙ্গের ভূষণ।।
- মিল — গেল কুল মান, শঠের প্রেমে বিচ্ছেদ বাণ—সহে না প্রেম গজনা।।

- অন্তরা — সৈঁপে কুলমান, নিঠুর কালার প্রেমে সজ্জনী।
 গেল নারীর মান, হলেন তাই অপমান, গোকুলে নাম কলঙ্কিনী।।
 সে লম্পট বংশীধারী, তাই মজ্জালে কুলনারী, কৈরে ছলচাতুরী।
 মনে এই বাসনা, আর হেরব না নিদয় শ্যাম চিন্তামণি।।
- মান — দোসরা বা ২নং মহেশচন্দ্র সেন**
- চিতান — তোরা সখী বলে ইকি, কালরূপ তাই ভুলব কেমনে।
 সে যে নিঠুর কালা, কালার প্রেমে এত জ্বালা,
 কত সয় লো অবলার প্রাণে।।
 (প্রেমে) মন উদাসী, গৃহত্যাগে বনবাসী, সৈঁপে কুলমান,
 (হলেম) পদে পদে অপমান, গেল কুলমান।
 (যেমন) ত্রেতাযুগে সীতাসতী, বনে দিলেন রঘুপতি,
 তার কপালে এ দুর্গতি, বিধাতার বিধান।।
 (হেল) তেমনি দশা এ গোকুলে, ঘটালে যন্ত্রণা, বিধির ঘটনা,
 অভাগিনীর কপাল মন্দ, বিধিরে দোষ দিও না।
 প্রাণসখী তোরে বলি, কালার প্রেমে জলাঞ্জলি, আমায় বৈল না।।
- ধূয়া — আমি করব না কালার সাধনা, কালরূপ আর হেরব না,
 যায় যাবে ছার প্রাণ;
 (সইলো) মানের দায়ে প্রাণ যাবে রবে নারীর মান
 (এমন) প্রেম-যজ্ঞে প্রাণাঘতি, কার ভাগ্যে হবে না।
- খাদ — হৈসনে সখী প্রতিবাদী করি গো মানা।
 আমি অভাগিনী, ছিলেম শ্যামের সোহাগিনী,
 (নয় গো) প্রেমে বাঁধা বাঁকাম্যাম রাধার প্রেমের দায়।
 থাকলে কৃষ্ণ হৃদকমলে, অনঙ্গে কি অঙ্গ জলে,
 কৃষ্ণপ্রেম জলমিঞ্জলে, তাপিত প্রাণ জুড়ায়।।
 ওনি দয়াময় অগতির গতি শ্যাম কেলেসোনা, শাস্ত্রে ঘোষণা,
 কুল মান সঁপিয়ে তারে, কুলে থাকা ঘটল না।
- অন্তরা — সখী, বৈল না, কালাচান্দ্রের প্রেমটি সুধাময়।
 বাঁকাম্যাম, ব্রজের সে গুণধাম, তার প্রেমে কি হয় সুবোধয়।।
 ছিলে গোকুলে, ব্রজাসনার তাই ঘটাইলে, এই ছিল কপালে;
 এমি দয়া নারীর প্রতি, তার সনে প্রেম কিসে রয়।।
- মানভিক্কা কিঙ্কর শীল (ময়মনসিংহ)**
- চিতান — করে চন্দ্রালয় কৃষ্ণচন্দ্র নিশি গত।
 পাড়ন — রাধার কুঞ্জে এসে, ভোরের বেলায় কাঙাল বেশে,
 দাঁড়াইলেন শ্যাম চোরের মতো।।
- লহর — সেখে রাধার মান কম্পমান, হলেন শ্যামরায়,
 পতিত ধরায়; মানের দায়, হয় হয় গো —
 সেখে কেঁদে দেখলেন কত, মানিনীর মান হয় না হত,
 যুক্তি কল্লেন রাধানাথ, ধরতে রাধার পায়।।
- মিল — তখন শ্রীহস্তে শ্যামরায়, কাতরে ধরতে যায় চরণ কমলে,
 তাই সেখে বৃন্দা বলে রাধার কাছে।

- মহড়া — চরণ ঢেকে রাখ, মনোচোরার ভঙ্গী দেখ,
ধূলায় পড়ে কাঁদতে আছে।।
- ধূয়া — পীতধড়ার অঞ্চল ঐ দেখ গলে বেঁধে,
বলে ত্রাহি ত্রাহি কৃপাং কুরু, এগো রাধে;
মানের দায় শ্যাম নীলপদ্ম, রাহি তোরে করতে বাধ্য,
করপদ্মে তোর চরণপদ্ম, ধরতে গেছে।
- খাদ — চেয়ে দেখ না এগো রাধে, শ্যামচাঁদের কি দায় ঘটেছে।।
- লহর — ঐ দেখ ধূলায় লুপ্তিত হয়ে কাঁদে গুণধাম,
শ্যাম রাধা রাধা নাম, জপে অবিরাম; হায় গো—
মান দেখে তোর অখণ্ডিত, শঙ্কায় হয়ে শঙ্কিত,
রাহুগ্রস্ত শশীর মতো, বিপদগ্রস্ত শ্যাম।।
- ঝুমুর — ধনি এই হইল তোর মানে।
সে যে পড়েছে তোর চরণতলে, যারে ইন্দ্র চন্দ্রে মানে।।
কাজ কি শ্যামের অপমানে, ক্ষমা দে তোর দুর্জয় মানে,
মোর কথা মাইনে।
সে যে হৃদয়েরি ধন, কালীয়া রতন, অযতনে তারে আর কান্দাসনে।।

মান (বৃন্দার উক্তি) লোকনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ)

- চিতান — চন্দ্রার কুঞ্জে, নিশি ভুঞ্জে কৃষ্ণ দয়াময়।
- পাড়ন — সারা নিশি জাগিয়ে, শেষে বিদায় মাগিয়ে,
প্রেম অনুরাগে প্রভাতকালে, রাহিকুঞ্জে উদয়।
- লহর — যেয়ে কুঞ্জদ্বারে বৃন্দা কয়, কি জন্য হে দয়াময়,
এসেছে হেথায়; হায় হায় রে!
অধরে নাই মধুর হাসি, কে করেছে মনোদাসী,
(যেমন) গ্রহণান্তে উদয় আসি, পৌর্ণমাসীর শশীর প্রায়।।
- মিল — আজ কেনে নিকুঞ্জ পানে ঘন ঘন চাও,
যাও হে বন্ধু ফিরিয়ে যাও, এদিক পানে চাইও না।।
- মহড়া — বারে বারে বারণ করি, চোরা হরি কুঞ্জে যাইও না।।
- ধূয়া — কাল তিথি ছিল একাদশী, ব্রত কয়েন রাহি রূপসী, নিশি কয়েন তোর;
এসে প্রভাতকালে উদয় হলে, চন্দ্রার মনোচোর।
ঘুমায়েছেন কমলিনী, শ্রীমতী মুগনয়নী,
মান-সাগরের জলে করবেন দ্বাদশীতে পারণা।
- খাদ — কাঁচা ঘুমে আছেন প্যারী, কাছে যাইও না।।
- লহর — (ওহে) বন্ধু কোথায় চলেছ, কোন ঘাটে মুখ ধুয়েছ,
কাল ছিলে কোথায়; হায়, হায় রে!
কে দিল সিন্দুর দাগ, কে করেছে অঙ্গরাগ,
(এমন) সাধের প্রেম সোহাগের দাগ, হায় মরি, কি শোভা পায়।।

মান শিক্ষা কাশীনাথ নট (নোয়াখালী)

- চিতান — করে চন্দ্রালয় নিশি জাগরণ, ভোরের বেলায় চোরের মতন,
রাধারমণ রাধার কুঞ্জে যায়।
- পাড়ন — অমনি বলে দূতী রাহি শ্রীমতী, আমার কথা রাখ,

- নীল বসনে ঠাদবদন ঢাক, কথা কস্নে এলে শ্যামরায়।।
- ফুকার — বলব কি বলব কি আর অধিকঃ
বৃষভানু রাজনন্দিনী মান করা তুই শিখঃ (হায় - ৩)
মানের গৌরব বুদ্ধি মানে, একথা প্রেমিকায় জানে,
লম্পট মানের শাসন বিনে, থাকেনা গো ঠিক।।
- মিল — দূতী বৃন্দার বাক্য মনোদুঃখে বলে রাই শ্রীমতী,
আমায় বলিস কিগো বৃন্দেদূতী, এ যুক্তি তোর ভাল না।
- মুখ — বলগো দূতী বল আমারে, মান করতে হয় কেমন করে,
মান কয় করে আমি চিনিনা।।
- ডাইনা — মানের উৎপত্তি বা কিসে, থাকে কোন বা দেশে,
কিস্তুত মানের কি আকৃতিঃ
মানে হলে প্রেম বিয়োগ, কতক্ষণ তার ভোগ,
কেমন মানের রীতিনীতিঃ
আমায় বললো দূতী এ মান, পুরুষ কি প্রকৃতি,
কোনখানে এ মানের থানা।
- খাদ — মানের কথা শুনে আমার মনে মানে না।।
- ফুকার — যার মানে ভুবনে আমার মান—
এমন মানের ধনে তুচ্ছ করে করব অপমানঃ (হায় - ৩)
বাংশীর ধ্বনি শুনেলে দূরে, দশ ইন্দ্রিয় নৃত্য করে,
সাক্ষাতে দেখিলে তারে, আর কি থাকে মান।।
- মিল — শ্যামের প্রেমে ভুলে বিনামূলে হলেম কেনা দাসী,
প্রাণ হতেও ভালবাসি, তার উপরে মান সাজে না।।
- অন্তরা — বলগো দূতী বল, মান করে কি ফল, অমৃতে গরল হবে এ মানেঃ
আমি অবলা সরলা, কুলের কুলবালা, বিরহেরি জ্বালা সহিব কেমনে।
কৃষ্ণ রাধার আধা, রাধা কৃষ্ণের প্রাণ,
আধার উপর আধার কিসের আবার মানঃ
থাকলে কৃষ্ণের মান, তবেই আমার মান, যার মানেতে আমায় ভুবনে মানে।।
এই দেহেতে প্রাণ থাকিতে, মান করব না দূতীঃ
যখন মানে মাধব ছেড়ে যাবে, কাঁদতে হবে দিবারাতি।
শুনে পূর্বরাগের বাঁশীর গান, যারে কপ্পেম আত্মদানঃ
মনপ্রাণ দান করে দিয়েছি (দূতীগো)ঃ
করে মানের ধনে আপমান, কাজ কি রেখে এছার প্রাণ,
মান না করে প্রাণ গেলেও বাঁচি।
আমি চাই না গো মান, চাইনা সম্মানঃ আমার যাক মান তবু থাক পিরীতি।
আর সহেনা সহেনা বিরহেরি জ্বালা, মানের এ মন্তুণা শুনবনা কালে।।
- পরচিতান— গৃহীর গৃহ নির্মাণ করতে হলে, কত কষ্ট নির্মাণকালে,
গৃহী ভিন্ন অন্যে জানবে কি।
- পাড়ন — আমার কাত্যায়নী ব্রতের ফলে পেলেম কৃষ্ণধন,
অযতনে জন্মের মতন, সেধন বর্জন করতে কও নাকি।।
- ফুকার — আমি আর আমাতে নাই গো সই, —
আমি যার দাসী তার প্রেমপ্রত্যাশী, মানপ্রত্যাশী নই : (হায় - ৩)

সাধে কি শ্যামকে প্রশংসি, পূর্বরাগে শুনে বংশী,
জাতি কুল মান ধ্বংসী, প্রেমের অংশী হই।।

ঐ — জবাব হরিচরণ নাথ

- চিতান — শ্রীরাধিকার বাক্য শুনে বৃন্দে দূতী কয়।
পাড়ন — তোরে বলব কিগো কিশোরী, এমন হলে কি স্মরি,
বুঝতে নারি মনের অভিপ্রায়।।
ফুকার — দিলে নিশিতে বাঁশীতে আশা, হবে বন্ধুর কুঞ্জে আসা,
আশাতে বাসর সাজাই : মাত্র মুখে আসা, আসা নাই :
আপন নাগর পরের ঘরে, পরের সনে বিরাজ করে,
ওগো তাই দেখে যে মান না করে, তার পিরীতের মুখে ছাই।।
মিল — মন মিলে মানুষ মিলেনা দেখি এই ভবে,
মান না করলে কান্ধতে হবে, দেখতে পাবি বন্ধু বই।
মুখ — তাহিত বলি বারে বারে, মান করে থাক রাধে রসময়ী।।
ডাইনা — আবার বললি মান করলে বন্ধু করবে ত্যাগ : অন্তরেতে ভালবাসবি
মুখে করবি রাগ : মান করিয়ে মানে রবি, সাধিলে না কথা কবি।
শ্যাম গেলে পর শ্যামকে পাবি, মান গেলে মানে পাবি কৈ।।
ফুকার — বল্যো আমি যদি করিব মান 'বন্ধুর হইবে অপমান' তাহিতে অন্তরে ডরই :
তোরে কেমনে বুঝাব রহি : উত্তাপের পর বর্ষে বৃষ্টি,
ক্ষুধায় বাড়ায় সুখার মিষ্টি, তেমনি মানে করে প্রেমের পুষ্টি,
সেইদিকে তোর দৃষ্টি নাই।।
ফুকার — বল্যো মান হয় পুরুষ না প্রকৃতি, জানিনা তার কি আকৃতি,
শাস্ত্রে এমন নাই প্রমাণ : কেবল স্বভাবে রয় বর্তমান :
ক্ৰোধে হয় মানের উৎপত্তি, হৃদয়ে করে বসতি,
কেবল শাসন চক্রে বক্রগতি, স্ত্রীপুরুষে একসমান।।
ফুকার — বললে, এ দেহেতে প্রাণ থাকিতে, মনে কৈরবনা কোন মতে,
সে যে আরাধনের ধন : তোর ত বুঝেনা মনের বেদন :
প্রেমে রতন হলে পুরাতন, আগের মতন রয়না যতন,
কেবল মানে সে প্রেম করে নূতন, মকরকেতন সচেতন।।

মানযোগী কাশীনাথ নট

- চিতান — বৃন্দার উপদেশ, নিয়ে হৃষীকেশ, সেজে নবীন সন্ন্যাসীর বেশ,
প্রবেশ করলেন রাইকুঞ্জের দ্বারে।
পাড়ন — কক্ষ ডিঙ্কার ঝুলি, রাধানামের নামাবলি গায়,
রাধা বলে শিঙ্গা বাজায়, বয়ন ভাসে নয়নের নীরে।।
ফুকার — পীতাম্বর, পীতাম্বর ত্যাগ করে,—
সাজলেন ব্যাঘ্রচর্মে কটি আঁটা, জটাভার শিরেঃ হয় —
বনফুলের মালা ফেলে, হাড়ের মালা দিয়ে গলে,
ডিঙ্কাং দেহি দেহি বলে, কয় বারে বারে।।
ছাড় — যোগীসাজে রসরাজে, দেখে কুঞ্জের দ্বারে,
রঙ্গদেবী ব্যঙ্গ করে, বলে যোগী কোথা যাও।

- ধূয়া — আছে কিনা পিতামাতা, আছে কি বনিতা ভ্রাতা,
সত্য কথা আমার কাছে কও ।।
- ডাইনা — কেন এই নব্য বয়সে, চলেছ সম্মাসে, গৃহবাসে কি অশান্তি।
দেখে অঙ্গ ভঙ্গি বাঁকা, যায় না ধৈর্য রাখা, ভয়ে ঢাকা হেমকান্তি।
কিসের অভাব ছিল, একটু হাসি মুখে বল,
বল কিসের অভাব হৈল।
বল কোন মতে কোন মস্ত্রে, কোন গুরুর নিকট, দীক্ষা পেয়েছিলেঃ
তারকব্রহ্ম নামটি ভুলে, রাই বলে শিঙ্গা বাজাও।
- খাদ — কোথা হতে এলে হেথা, কোথায় যেতে চাও ।।
- ফুকার — বেশভূষণ ঠিক যেমন শিবের প্রায়—
শিবের শিরে গঙ্গা সুরধুনী বিরাজে সদায় হয় —
না জানি কোন উপলক্ষে, সব বিপরীত তোমার পক্ষে,
শিবের গঙ্গা এসে চক্ষে, বক্ষ ভেসে যায় ।।
- ছাড় — যদি শিবের মত মৃষ্টি ভিক্ষায়, তুষ্ট হয়ে থাক,
রাখ আমার কথা রাখ, কুচেরপাড়ায় চলে যাও ।।
- অন্তরা — বল কি অভাবে, রয়েছে নীরবে, এভাবেতে কেন দাঁড়ালে ওখানে।
কথা রেখ না গোপন, কে আছে আপন, যথা প্রয়োজন, চলে যাও সেখানে ।।
যোগীবেশে একদিন এসে দশগিরি, পঞ্চবটি হতে সীতা করল চুরি,
অঙ্গভঙ্গি দেখি মনে সন্দ করি, কর্পট যোগী বলে হতেছে মনে ।।
সম্মাসী না ব্রহ্মচারী সরল কথা বল।
এলে কি ধন হারাই, বল হা রাই হা রাইঃ
নাকি নুনের ডরা জলে ডুবে গেল ।।
জানি কৈলাসের শিব ত্রিলোচন, তোমার কেন দ্বিলোচন,
একটি লোচন মোচন কেন হল ।।
তুমি ত্রিপুরারি হলে পরে, ত্রিশূল থাকত তোমার করে,
বল তোমার ত্রিশূল কোথায় রইল।
শিবের উর্দ্ধ নয়ন দেখতে ভীষণ, যোগী হে, —
তোমার কোমল নয়ন দেখতে ভাল ।।
নাকি খেয়ে ডাঙ্ক ধুতুরা, নিশায় দিশাহারা,
এলে গোপের পাড়া, কুচপাড়া জানে ।।
- পরচিতান — তোমার শ্রীপদে করি প্রণিপাত, আজ আমার হল সুপ্রভাত,
সাক্ষাৎ পেলেম সাধু সম্মাসী।
- পাড়ন — জানি গিরি পুরী বন ভারতী, যোগীর অনেক মত, —
রামায়াত নিমাইয়াত আদি, বল তুমি কোন তীর্থবাসী ।।
- ফুকার — বৃন্দাবন ভক্তগণ অগণন,—
কিন্তু একনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নই কেউ, আয়ানের মতনঃ হয়—
সে বাড়িতে যদি যাবে, মানমর্যাদা রক্ষা পাবে,
ষোড়শ উপাচারে হবে, সেবার আয়োজন ।।

ঐ — জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

চিতান — শুনে রঙ্গদেবীর ব্যঙ্গবাণী, অমনি কর্পট যোগী কয়।

- পাড়ন — সখী তোরা ত অসংযোগী, হয়ে যোগের উদ্যোগী,
যোগ করে সে যোগী হতে হয়।।
- ফুকার — যখন ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পার, তোমরা কি আর বুঝতে নার,
চতুরা সব গোপীকায়ঃ কেন যোগী সাজে সাজাই কায়ঃ
যোগী সাজে অঙ্গ ঢাকা, সারতে নারি নয়ন বাঁকা,
শত বসন দিয়ে দিলে ঢাকা, আগুন কি আর ঢাকা যায়।।
- ছাড় — কাশী কাঙ্ক্ষী অবস্তিকা বদরিকাশ্রম,
ভ্রমণে ভেবে পরিশ্রম, রাই আশ্রমে চলেছি।
- ধূয়া — বলব কি গো দুখের কথা, মানে বড় ব্যথা পেয়েছি।।
- ডাইনা — শ্রীমতির মান ভাঙতে আমার দুর্গতি বিশেষঃ
বৃন্দাদুতীর উপদেশে, সাজলেম যোগীর বেশঃ
কটি আঁটা ব্যাঘ্রছালে, ভিক্ষার ঝুলি কক্ষস্থলে,
মানং দেহি দেহি বলে, মানকুঞ্জেতে চলেছি।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে ব্যথা পেয়েছি।।
- ফুকার — বললে, সব বিপরীত আমার পক্ষে, শিবের গঙ্গা এসে চক্ষে,
বন্ধ ভাসে কি দোষেঃ সত্য বলতেছি তোমার কাছেঃ
গঙ্গাকে চাই শিরে ধরতে, গঙ্গা চায় মোর পায়ে পড়তে,
শেষে চক্ষু দিয়ে সরতে সরতে, মুখ ভাসিয়ে বুক ভাসে।।
- ফুকার — বললে, আয়ান ঘোষের বাড়ি যাবে, ষোড়শ উপচারে হবে,
সেবার আয়োজন আমারঃ আমার এত সেবার নাই দরকারঃ
মানে হইল মাতা আউল, মান ভাসিতে সাজলেম বাউল,
পাই না ভিক্ষা করে ভাজা চাউল, কিসের ষোড়শ উপচার।।
- ফুকার — বললে, সম্যাসীর বেশ করে ধারণ, রাবণ করল সীতাহরণ,
তোমারও সে ব্যবহারঃ তাইতে সন্দেহ হল তোমারঃ
মান-রাবণ রাই-জানকীরে, নিয়ে যাচ্ছে হরণ করে,
আমি মান-রাবণকে নিধন করে, রাই-সীতা করব উদ্ধার।।
- ফুকার — বললে, সম্যাসীর বেশ করে ধারণ, রাবণ করল সীতা হরণ,
তোমারও ত সেই চিহ্ন, হলে দর্শনে মনঃক্ষুণ্ণঃ
শ্রীবৃন্দাবন হল কাশী, আমি সাজলেম শিব সম্যাসী,
আমার অঙ্গপূর্ণা রাই রূপসী, ভিক্ষা দিক আজ প্রেমান্ন।।
- মান (অভিসার) ১নং হরিচরণ সরকার**
- চিতান — রাধে হারায়ে স্বীয়মান, শোকেতে প্রিয়মান, সজলেন মানগৌরবে।
- পাড়ন — বিপদহারীর বিপদ ঘটে সম্মিলন অথটে,
বইসে বংশীবটের নিকটে, কান্দে শুন্ শুন্ রবে।।
- ফুকার — হায়রে, যেমন হয়েছিলেম অপরাধী চরণ ধরে সাধিলাম,
হৃদয়েশ্বরী জানি কি স্মরি, সে কিশোরী আমায় বামঃ
(হায়) সাধ করে ভজিল কাল, কার মন্ত্রণায় এমন হল,
আমার তরণ হতে মরণ ভাল, স্মরণ করে রাখানাম।।
- মিল — সেই পথে চলে কুন্দলতা, বলে করে রসিকতা, কথা কও কমলীখি।
- মুখ — কি হয়েছে মনচোরা, মাথাধরার ভাব যেন দেখি।।

- ডাইনা — অঙ্গেতে নাই পীতধড়া, নীলাশ্বরী শাড়ী পরা,
কি দুঃখেতে মুখেতে নাই হাসি : কেন নয়নধারায় ভাসে ধরা,
দেখে যায় না ঘৈর্য ধরা, মস্তকে নাই মোহনচূড়া, করেছে নাই বাঁশী :
বাঁশীট হারায়েছ কোন খানে বিপাকে পড়ে, বাঁশীটি হারায়েছ :
বংশীধর বংশী ধর, সাধা নম সদা স্মর,
তুমি কার শোকে কান্না কর, মা মরেছে না কি ।
- খাদ — আশা দিয়ে কেউ কি তোমায় দিয়েছে ফাঁকি ।।
- ফুকর — হায়রে, তোমার বংশীর রবে ঘরে রবে কোন্ সর্বনাশী,
থেকে গোকুলে ভাসি অকূলে, সকলে ভালবাসি : হায় —
কার সনে করেছে দ্বন্দ্ব, মেরেছে কি পিতা নন্দ,
না কি দোষ পেয়ে বলেছে মন্দ, তোমার কুটিল মাসী ।।
- মিল — যার বর্ণেতে হারে সব বর্ণ, সে বর্ণ কেন বিবর্ণ, রক্তবর্ণ দুই আঁখি ।।
- অন্তরা — কাল রেখা ঐ নীলকমলে, ঢেক না করকমলে ।
ঝরে অশ্রুবারি বিন্দু বিন্দু, যেন ইন্দু ভাসে সিদ্ধুজলে ।।
শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গলে, সখাগণ ত আছে মঙ্গলে,
তুমি ননী চুরি কর বলে, মায় কি বেঞ্চেছিল উদুখলে ।।
- পরচিতান — হায় হায় কি ধনের অভাবে, রয়েছে এভাবে, আমায় বল হরি ।
- পাড়ন — তোমায় আশ্রয় কি ধরেছে, অপমান করেছে,
কিবে মান করে মান হরেছে, তোমার প্রাণকিশোরী ।।
- ফুকর — হায়রে, লোকের হলে পরে গৃহশূন্য, শূন্য শূন্য ভাবে সকলি,
হলে বিবাহ থাকত সন্দেহ, তাই বা কেমনে বলি : হায় —
গুরুদশা যদি ঘটে, গলে দেয় উত্তরী এঁটে,
বুঝি সখার সঙ্গে এসে গোটে, হারায়েছ ধবলী ।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- ফুকর — বললে, অঙ্গেতে নাই পীতধড়া, নীলাশ্বরী শাড়ী পরা,
দেখি তোমার কি কারণঃ কেন সন্দ কর অকারণ :
দাদার সঙ্গে রঙ্গ ভরে, শুয়েছিলাম নন্দের ঘরে,
ভোরে ঘুমের ঘোরে এলেম পরে, বলাই দাদার নীলবসন ।।
- ফুকর — বললে, পথে বসে কেন কান্দ, মরেছে কি পিতা নন্দ,
বল বল হৃষীকেশ : সাজলেম রাধার মানে দীনের বেশ :
মাতাপিতা যদি মরে, কান্না ঘোচে দু'দিন পরে,
সখী, জন্ম কিংবা জন্মাস্তরে, প্রেমের কান্নার হয় না শেষ ।।
- ফুকর — বললে, শিরে শিখা গলে ধড়া, যেন গুরুদশার ধারা,
দেখি তোমায় শ্রীহরি : আমি সেই দশাই ভোগ করি :
রাইকে দিয়ে প্রেমের আশা, বঞ্চিত করে ভালবাসা,
ভুগি গুরুদত্ত গুরুদশা, প্রেমের গুরু কিশোরী ।।
- ডাইনা — কার দুঃখেতে কান্না করি মরেছে কি মা :
মার মরে নাই ত্যাগ করেছে রাই প্রিয়তমা :
ঢলে পড়লেম ধরাতলে, বন্ধু নাই কেউ ধরে তোলে,
তোরা সবে কয়ে বলে, মিলন করে দেনা সই ।।

মান (অভিসার) ২নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — ঠেকলে মানময়ীর মানের দায়, পদে ঠেকে বিদায় দিল নটবর।
- পাড়ন — বিফল হয়েছে পায় ধরা, মানহানি দায় ধারা,
হইয়ে সেই শোকে আত্মহারা, বসে কামা কর।
- ফুকার — রাধার তরুণ বয়স, করুণ স্বভাব, কুল পেতে কুল যায়,
তুমি নিদারুণ, আগে কি দরুণ, মজাইলে কুলজায় :
হায়, যাত্রা করে গণ্ডযোগে, পড়েছ এই দণ্ডভোগে,
এখন না দিলে মানখণ্ড রোগে, রবে না আর মান বজায়।।
- মিল — আম ফেলে শ্যাম নিমফলে সুখী, দাড়িষ দূরেতে রাখি, মাকালে কেন ভক্তি।
- মুখ — বিচ্ছেদে রহির অঙ্গদাহ, খাটবে না অসংগ্রহ মুক্তি।।
- ডাইনা — লাভ করেছ লৌহ কিঞ্চিৎ, কাঞ্চনে হয়েছে বঞ্চিত,
এ পাপ সঞ্চিত, চন্দ্রা তোমায় মজায়ে :
এখন বেশী নয় শ্যাম দণ্ডচারি, মধ্যে হলে দণ্ডধারী,
মান পণ্ড করিতে পারি, ভণ্ড যোগী সাজায়ে :
তাও ত হবে নাঃ এমন অসময় রসময় তোমার, তাও ত হবে নাঃ
বাতিকের বক্রযোগে, পথিকের চক্রযোগে,
পুষ্টি নাড়িতে মুষ্টি যোগে, হবে কি রোগের মুক্তি।
- খাদ — রস নাই রসনায় তোমার, সোনায় দেও সুক্তি।।
- ফুকার — যেজন প্রাণের প্রাণ তার মানে কি এত কান্দিতে হয়ঃ
এ মান সুকঠিন, যাউক দুই চার দিন, এখন ভাবার সময় নয় :
হায়, গেল চূড়া গেল বাঁশী, হতে পার তীর্থবাসী,
দিলে দাসীর মানে গলে ফাঁসী, তারে কি কেউ পুরুষ কয়।।
- মিল — মজেছে রাই যেই দুর্জয়মানে, না কমিলে পরিমাণে,
ভাঙতে পারে কি শক্তি।।
- অন্তরা — ধন্য গণ্য তুমি অমানুষে, চিন্তে নারে এ মানুষে।
ও যার মন সত্য প্রেম আনারসে, সে কি মজে কামের নানারসে।।
কামচন্দ্র যার আজ্ঞাকারী, জিতেদ্রিয় রাসবিহারী,
তুমি ইন্দ্র গর্ব খর্বকারী, কেন ধরেছে ইন্দ্রিয়দোষে।।
- পরচিতান — রাখে আছে অধোমুখে, যে যায় তার সন্মুখে, ডাকলে কথা কয় না।
- পাড়ন — হলে প্রাণ দিতে উদগু, নিশিতে কুকাণ্ড, ভারি গণ্ডগোল—
চারি দণ্ড তোমার দেবী সয়না।।
- ফুকার — কানু, এতো নয় বেণুবাদ্যে বাধ্য ধেনুপালঃ
কি চিন্তা কর, কুচিন্তা ছাড়, আবার ফিরিবে কপাল :
চিন্ত কেন নয় প্রসন্ন, চাঁদবদন অতি বিষন্ন,
অঙ্গ রাধা শোকে অবসন্ন, ঠিক যেন আসন্ন কাল।।

মান (বিদেশিনী) ১নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — মান ভাঙতে না পেরে শ্যাম মনের দুখে।
- পাড়ন — সেজে নব্য নারী, মানকুঞ্জে উদয় শ্রীহরি, বলে কিশোরী, কুঞ্জে এল কে।।
- ফুকার — দেখে অপরাধ রূপের স্বরূপ, এমন কি ভবে আছে, বিধি গড়েছে : হায়
শ্যামাসঙ্গিনী কেগো বামা, কি দিব রূপের উপমা,

- রবির কর চাঁদের সুখমা, তুচ্ছ ঐ রূপের কাছে।।
- মিল — অমনি ছল করে রাধাকে কয় বিদেশিনী,
আমি সাথে কি একাকিনী, ভ্রমি এ গোকুলে।।
- মুখ — ওগো বিধুমুখী, বড় কষ্টে থাকি, অষ্ট প্রহর মরি জ্বলে।।
- ডাইনা — তোমার দশা আমার দশা, সমান দশার দশা, আসার আশায় বসে থাকিগো,
একদিন মনের অভিমানে, মজেছিলেম মানে, প্রাণনাথ ছিল ফাঁকি গো :
সেই হতে বৃন্দাবনে, কাঁদিতেছি বনে বনে,
সতী নারীর আর পতি বিনে, গতি নাই ভূতলে।
- খাদ — মানে অপমানে মানের ধনে হারালে।।
- ফুকার — জানি পুরুষের মতিগতি, সরল অতি চরিত্র, হিংসা নাই মাত্র :
হায়, যদি কেহ কামবশে, অন্য নারী ভালবাসে,
তবু সে পতির পরশে, সতীর দেহ পবিত্র।।
- মিল — পুরুষ রমণীর পক্ষে ভবে পরশমণি, মিলে এই মণি সব রমণীর পূর্বপুণ্য বলে।।
- অন্তরা — অভিমানে হারায়ে প্রাণকান্তে।
এখন পারিনে জানতে, এজনম কি যাবে কাঁদতে কাঁদতে।।
পতি ব্রহ্মা পতি বিষ্ণু পতি পঞ্চমুখগোঃ পতি ধর্ম পতি কর্ম, পতি স্বর্গ সুখগোঃ
পতি নারীর অর্ধ অঙ্গ, পতি নারীর অন্তরঙ্গ, পেলে পুনঃ পতির সঙ্গ:
আর ত মান করবোনা এপ্রাণ অস্তে।।
- পরচিতান — বিনে পতি ধন হলেম যেমন পাগলিনী।
- পাড়ন — সামান্য মানের দায়, প্রাণবন্ধুকে দিয়ে বিদায়, কিসে ধৈর্য রয় সতী রমণী।।
- ফুকার — যদি না পাই সে প্রিয়জনে, আমি তুমি দু'জনে, চল নির্জনে :
হায়, চিন্তা করব দণ্ডে দণ্ডে, যদি না এই দুঃখ খণ্ডে,
শেষে গিয়ে রাধাকুণ্ডে, আমি মরবো জীবনে।।

মান (বিদেশিনী) ২নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — বললে লম্পটে জানে কি গো, প্রেমের সোহাগ।
- পাড়ন — যারা সতী নারী, থাকে পতির আজ্ঞাকারী, সতী করে কি পতির প্রতি রাগ।।
- ফুকার — থাকে সতীর মতি পতির পায়, পতি ভাবে সারাৎসার, আর কি প্রশংসার :
হায়, পতিকে যে গুরু ভাবে, বাঙ্খা কল্পতরু ভবে,
পার হতে এই ভবান্বিত, ঐ পতি কর্ণধার।।
- মিল — থাকতে যার সনে যুগল হয়ে একাসনে,
মানের আসন রাই সে আসনে, দিয়েছ কেমনে।
- মুখ — যে ধন শ্যামারাধা, দেবারাধা ভবারাধা, মানের বাধ্য হয় কি গুণে।।
- ডাইনা — মালাবতী সাবিত্রী সতী, বাঁচায় মৃতপতি, মতি রেখে পতির পদেগোঃ
এ যে থাকিতে জীবিত, হয়ে ক্রোধাঘ্রিত, মরিতে পাঠালে রাধেগোঃ
হায় ২, সাধ করে ভজে কাল, যার জন্যে জাত গেল,
তোমার এখন কি হবে ভাল, প্রাণবন্ধুর মরণে।
- খাদ — ঠেকে ভুলের কাজে মূলের কথা নাই কি মনে।।
- ফুকার — পেল শ্যাম পতি যে দম্পতি, সাজে কি তুচ্ছ বিবাদ, চন্দ্রার অপবাদ :
হায়, ইন্দ্র গুরু পত্নী হরে, শচী কি ত্যাগ করলেন তারে,
ঘরে পরে কেনা করে, ওগো এমন অপরাধ।।

- মিল — সতীর চরণে পতির যদি হয় নত শির,
ভবে বেঁচে আর সে যুবতীর, ফল কি এ জীবনে ॥
- অন্তরা — হরজায়া গঙ্গা ভগবতী।
অর্ধ ভাগী ভাগিরথী, তবু সতী ত্যাগ করে নাই পতি ॥
তারার ঘরে শশধরের কলঙ্ক শুনি, তারে কি করেছে তাজ্য সতী রোহিনী।
কশ্যাপের তের বনিতা, সবাই সমান পতিরতা, পতিপ্রেমে অনুগতা,
নারায়ণের লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
- পরচিতান — সতী, সামান্য পতি কিগো কালশশী।
- পাড়ন — ইন্দ্রানী ব্রহ্মানী রোহিনী কমলাবাসী, তারা হতে চায় চরণের দাসী ॥
- ফুকার — যদি তোমার সে গুণসিদ্ধ প্রাণবন্ধুর দেখা পাও, মানে ক্ষান্ত পাও :
হায়, আম যদি রাধা হতেম, তবে কিগো মান করিতেম,
দেখা পেলে ক্ষমা চেতেম, ওগো ধরে শ্যামের পাও ॥

মান ভঞ্জন — ১নং অঙ্কাত

- চিতান — করে শ্রীরাধিকার মানের অন্ত, মনের সাথে রাধাকান্ত,
নিকুঞ্জেতে হইল মিলন।
- পাড়ন — দেখে যুগল নেত্রে যুগল রূপের বিচিত্র শোভা, সুচিত্রা কয় ধরিয়ে চরণ ॥
- ফুকার — রাধে গো, শ্যাম প্রেমে প্রেমময়ী : আমরা সখি সবায় যুগল সেবায়
দাসী হয়ে রই : হায় ২, মন দিলি মনের খুসীতে, প্রাণ দিলি তার প্রাণ তুষিতে,
মান করে শ্যামকে শাসিতে, এ প্রাণ পেলি কই ॥
- মিল — মন দিয়ে কি মন ফিরায়ে এনেছি কিশোরী, হলে দস্ত অপহারী,
সাধে তোরে কে সাধে।
- মুখ — ছুটেছে তোর সুযশ সৌরভ, কি পদ পেয়ে পদের গৌরব,
বাড়ালি গৌরবিনী রাধে ॥
- ডাইনা — সাধিয়ে কাত্যায়নী, পেলি নীলকান্তমণি, এমনি বলনা কোন ধনীর আছে:
জগৎ নিস্তারিণী, পতিত উদ্ধারিণী যার পদে সুরধুনী জন্মেছে :
বিরিঞ্চী বাসবে, কৃষ্ণ পদসেবে, ভক্তে ভাবে চরণ হৃদয়ে:
ছিল সে গোলোকে, আসিলেন ভুলোকে, ভক্তকে তুষিবার লাগিয়ে :
কৃষ্ণনামে নারদ ঋষি, সম্যাসী সেজেছে,—
সেই কৃষ্ণ তোর পায় পড়েছে, কি গুণ আছে তোর পদে।
- খাদ — রঙ্গময়ী রঙ্গ ছেড়ে প্রেমালিঙ্গন দে ॥
- ফুকার — যার নামে অস্ত্রিমে পরিত্রাণ, কর্মবন্ধ কেটে জীবের জন্মে দিব্যজ্ঞান:
যে নামে শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মা পেল সৃষ্টিতত্ত্ব,
সেই কৃষ্ণ নাম কি নিমিত্ত, পদে দিলি স্থান ॥
- মিল — সময় গুণে সহায়সম্বল সকলেরি ঘটে, সে পদের পদ গেলে কেটে,
আবার ঠেকে বিপদে ॥
- অন্তরা — মরি কি আনন্দ বৃন্দাবন কিশোরী, মরি কি আনন্দ বৃন্দাবন।
আজি কি শুভ যামিনী, মান ত্যজিয়ে মানিনী শ্যাম সনে হল মিলন ॥
কৃষ্ণনাম লেখা তোর পদে, করি কৃষ্ণ সেবা সেই সম্পদে গো,
শ্যামপদে নাই রাধা নাম লিখন।
আমরা যুগল সেবার দাসী, যুগল ভালবাসি, কার চরণে দিব ফুলচন্দন ॥

- বৃন্দাবনে রাধাকানু, তুনি সবে কয় অভিন্ন তনুগো,
সত্য কিনা বল দেখি এখন।
যদি রাই সেবিলে কৃষ্ণ পাই, কৃষ্ণসেবায় মিলে রাই,
যুগলসেবা করে কি কারণ।।
- পরচিতান— যারা কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক ভবে, মজেনা আত্মগৌরবে,
অনুরাগী সর্ব গর্ব হীন।
- পাড়ন — এমন কোমল প্রাণে কমলিনী মানকে দিয়ে স্থান,
কেমনে হয়েছিলি কঠিন।।
- ফুকার — রাধে গো, এ গৌরব ভাল না, কৃষ্ণ নামের আগে রাধানাম
জীবের উপাসনা : নবপ্রেম অনুরাগে, মত্ত হয়ে প্রেম সোহাগে, দিতে রাধানাম
শ্যাম নামের আগে, কেন করলি না মানা।।

মান ভঞ্জন — ২নং অভ্যাত

- চিতান — বললে ঠেকে আমার মান বিপদে, কৃষ্ণনাম লিখেছে পদে,
গুণাওণের না করে বিচার।
- পাড়ন — কৃষ্ণ দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু জগতের গুরু, তার গুরু তুই প্রেমের মূল্যধার।।
- ফুকার — আগে রাই শ্যামপদে বিকালিঃ জীবন যৌবন জাতি প্রাণমন দান করেছিলিঃ
হায় ২, কৃষ্ণনাম পারের তরনী, তার গুরু তুই রাধারানী,
শিখায়ে গুরুকরণী, কি বস্তু দিলি।।
- মিল — গুরুর গুরু পরম গুরু, তোর গুরু কে ভবে,
শ্যাম যদি তোর শিষ্য হবে, তবে কেন ভেদজ্ঞান।
- মুখ — সাধুগণের সাধন চিহ্ন, ভঞ্জন হয়না যুগল ভিন্ন,
কিরূপে শ্যাম করবে তোরে ধ্যান।।
- ডাইনা — জীবগণে মনের সুখে, রাধেশ্যাম যুগল দেখে, হয়ে যায় কৌতুকে
ভবের পারঃ শ্যাম যখন মনের ভাবে, বর্তমান দেখতে চাবে,
তোর সনে যুগল মূর্তি দেখবে কার : (জীবগণে) শিষ্য যারা ভবে,
গুরুর চরণ সেবে, এভাবে স্বভাবে দেখতে পাই : সে ভাবের ব্যতিক্রমে,
থেকে এই ব্রজধামে, শ্যামের বামে কেন বসলি রাই :
গুরু হয়ে শিষ্যের বামে বসে কোন রূপসী,
শিষ্যের পদে ফুল তুলসী, কোন্ খানে কে করে দান?
- খাদ — স্বামী ত্যজে শিষ্যে ভজে, এ কেমন বিধান।।
- ফুকার — শিখালি প্রণালী চমৎকার, রাধে কোন তত্ত্বের কোন্ মন্ত্র দিয়ে গুরু হলি তারঃ
হায় ২, মনপ্রাণ হরিল হরি, জাতি কুল মান পরিহরি,
ভীষণ শাসন বসন চুরি, এসব শিক্ষা কার।।
- মিল — নব নারী কুঞ্জর হলে, নিকুঞ্জের ভিতরে,
ইষ্টদেবের পৃষ্ঠে চড়ে, এই শিক্ষা কার বল প্রমাণ।।
- অন্তরা — কার কাছে শ্যাম শিখল বাঁশরী। (রাধে গো)
বলে রাধামন্ত্র অবিরাম, জপেনা অন্য নাম, এই শিক্ষা কার কিশোরী।।
নীরস বাঁশের বাঁশী ছিল, তাতে সুরস কেবা দান করিল গো—
আমি নারী বুদ্ধিতে নারি।
ও যার শুনে সুমধুর তান, দিয়েছিলি মনপ্রাণ, কুল মান সব পাসরি।।

- কোন বংশে জন্মেছে বংশী, হল কার শিক্ষাতে প্রেমের অংশী গো,
ভুলাল সব গোপকুমারী।
উহার সপ্তরঞ্জে সপ্তসুর, মধু হতে সুমধুর, প্রেমের করে মাধুরী।।
- পরচিতান— বুদ্ধি নিত্যধামে থেকে নিত্য, শ্যামেরে শিখালি নিত্য,
চিন্তসুখে তন্তুকথা সব।
- পাড়ন — যত লম্পটতা চতুরতা, শঠের শঠতা, কার কাছে তা শিখেছে মাধব।।
- ফুকার — জানত না মধুর প্রেম জেনেছে, রাধে কার প্রেমে কার মনকে বেঁধে,
আগে টেনেছে হায় ২, কে পড়াল নিতি নিতি, প্রেমের পুঁথি
সরল নীতি, প্রেম পিরীতির রীতি নীতি, তারে কে শিখায়েছে।।

কলঙ্ক ভঞ্জন — ১নং অঙ্কাত

- চিতান — ব্রজে কাল কুটীলা, রাধাকৃষ্ণ লীলা, নিয়ে বাধাল গোল।
- পাড়ন — উচ্চ লোক লাজে, তুচ্ছ করে লোকসমাজে,
তাতে দিনের দিন উঠল বেজে, কৃষ্ণ কলঙ্কের ঢোল।।
- ফুকার — রাধার কলঙ্ক ঘোচাতে হরি গোষ্ঠখেলা পরিহরি, রাখালগণ দিয়ে বিদায়ঃ
ভাবে শ্যামরায়, কি উপায় করিব হায় হায় :
বন্ধ ভাসে চক্ষের জলে, ধরিয়ে যশোদার গলে,
মাগো ননী দে ননী দে বলে, গোপাল ঢলে পড়ে আঙ্গিনায়।।
- মিল — অমনি কি হলো কি হলো বলে রানী নিল কোলে,
ওনে এ সংবাদ কাল কুটীলে, বলে শ্রীরাধাকে।
- মুখ — ওগো বিধুমুখী, হায় হায় এ ওনি কি,
ও তোর কালাচাঁদ মল নাকি, বলে লোকে।।
- ডাইনা — কালা চিরদিনের শত্রু ছিল, কোনের বৌকে বনে নিল,
এখন আমার সে শত্রুতা মিছেঃ যে জন স্তনপানে পুতনা বধে,
কালীয় দমন যার পদে, আগে জানিনে রাই তার মরণ যে আছে :
যদিও শত্রু বাসি, তবু সে ডাক্তার মাসী,
ও বৌ চল একবার দেখে আসি, শেষের দেখা চোখে।
- খাদ — দেখতে যাবি গো রাই, তাতে তোরে কি বলবে কে।।
- ফুকার — ও যার বংশীধ্বনি ওনে কানে, কাঁদাতি বসে ঘরের কোনে,
মানতি না কারো প্রবোধঃ বনে যেতি রাই ফেলে কত অনুরোধ :
হায়, মনে উঠলে প্রেমের তাম্রা, রাম্মার ছলে কত করতি কান্দা,
আজ কেঁদে আয় শেষের কান্দা, কালার মরণকান্দা জন্মের শোধ।।
- মিল — এমন আরত কেউ করে না বৌ ঘোষের পাড়া,
আছে জগতে সতী যারা, যেন স্মরণ থাকে।।
- অন্তরা — কার জন্যে আর সাজাবি রাই সখের ফুলবাগান।
ও তোর কে খাবে আর খিলি বাটা, বাটাভরা পান।।
মূলচ্ছেদন কুলধর্মে, সদাব্রতী অপকর্মে,
আর কত দিন সহিবে ধর্মে, অল্পে সমাধান।।
- পরচিতান— যা হবার তা হয়েছে, আশা ফুরায়েছে, মিছে আর ভাব কি।
- পাড়ন — পাড়ার পুরুষ নারী, সব গিয়েছে নন্দের বাড়ী,
একবার দেখে আয় রাই কিশোরী, তাতে দোষ হবে কি।।

ফুকার — ছিল ধ্যানে কালা জ্ঞানে কালা, শয়নে স্বপনে কালা, জ্ঞান ছিলনা কালাকালঃ
বনে যেতি রাই কি সকাল কিবা বিকাল :
হায়, তুই ছিলি আত্মাদের মামী, শুনে খন্য হল ব্রজভূমি,
এখন হইস্ যদি তার সহগামী, তবে ভাল হবে পরকাল।।

কলঙ্ক ভঞ্জন — ২নং অঙ্কাত

চিতান — বললে বাঁচুক মরুক, যা ইচ্ছা তা করুক, দেখেতে নাই কো আশা।
পাড়ন — সদা কুলে রবি, ঘরের বাহির না হবি,
কিসে একদিনে ভুলে যাবি, এমন ভালবাসা।।
ফুকার — আর কি সঙ্গে নিয়ে সব সঙ্গিনী, হয়ে রাখে উলঙ্গিনী, স্নান করবিনে বারংবারঃ
ও যে আনন্দ ললিতা আর বিশাখার :
হায়, আর কিগো সেই নন্দের ছেলে, রাখবে বসন কদমডালে,
আর কি করবিনে দুই বাহুতুলে, রাখে সূর্যদেবকে নমস্কার।।
মিল — নিষেধ করতেম রাই নিত্য তোরে পদে পদে,
বাধা পায় ঠেলে যেতি রাখে, খেয়ে আমার মাথা।
মুখ — ও গো রাইকিশোরী, লাজে মরি মরি,
ভাঙল আজ হতে বড়াই বুড়ীর বড়াইর কথা।।
ডাইনা — আর ত নিকুঞ্জে রাই শ্যামের সনে বসবিনা সে একাসনে,
কার গলে পরাবি ফুলের মালা : আবার ত্রিভঙ্গ বক্ষিমঠামে, :
তোরে রাখে রেখে বামে, কে করিবে সাধের সুলনখেলাঃ
মরেছে সর্বনাশা, ভাঙল সব আশার বাসা,
আর তোর লাগবেনা চন্দন ঘষা, ফুলের মালা ঠাসা।
খাদ — অন্যে জানবে কিসে, যার মনে যার ভালবাসা।।
ফুকার — একদিন আয়ান ভয়ে বনমালী, নিধুবনে সেজে কালী, রক্ষা করে তোমাকে,
মনে পড়ে কি দেখ দেখিগো রাধিকে :
হায়, কাপার কথা করে মনে, কঁদাবি বসে ঘরের কোনে,
মারবে আয়ান দাদায় যদি শোনে, বলগো তখন তোরে রাখবে কে।।
মিল — ধর্ম না মেনে কর্ম করে নারী নরে,—
থাকে কার কয়দিন আগে পরে একসমান ক্ষমতা।।
অন্তরা — কারে আর পড়াবি রাখে প্রেমের পাঠশালায়।
কিসে রতিতে জন্মাল রতি, শিশুমতি কালায়।। (প্রেমের পাঠশালায়)
যে জন হয় যার শিক্ষা দাতা, গুরু পিতা, গুরু মাতা,
তবু বললি রসের কথা, ধরে তার গলায়।।
পরচিতান — বিশাখা ললিতা চিত্রা, চম্পকলতা সচ্চরিত্রা এ সব।
পাড়ন — ম'ল নন্দকিশোর, পাড়ায় পাড়ায় পড়েছে শোর,
রৈল এ সময় কোন খানে তোর, এসব গুণের বান্ধব।।
ফুকার — একদিন সঙ্গ পেয়ে প্রাণবদ্ধুর, ইন্দুমুখী হলি ইন্দুর, বিড়াল হল নটবরঃ
ইন্দুর বিড়ালের খেলা দেখলেম সন্ধ্যার পর :
হায় সব আশা তোর হল মিছে, এখন রাই সময় আছে,
হবে আশা পূর্ণ যদি বাঁচে, ও তুই কাত্যায়নীর পূজা কর।।

মান (কুঞ্জভঙ্গ) নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — একদিন নিভৃত বনে, বাঁকা শ্যামরায়।
 পাড়ন — কালিন্দীর কূলে, বসে বাঁশীবটমূলে,
 জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, বাঁশরী বাজায়।।
- ফুকার — তখন শুনিবে শ্যামের বাঁশরী, অমনি কিশোরী কাননে যায়,
 গিয়ে নিকুঞ্জ কাননে, বাঁধুয়ার সনে, সুখে যামিনী পোহায় :
 সুখ নিশি পরভাতে, রাইকে বলে গৃহে যেতে,
 রাই বলে কোন পাষণ চিতে, (নিষ্ঠুর বন্ধু আমায়) দিতেছ বিদায়।।
- মিল — আর যাবনা আয়ানের ঘরে, ভেবে ছিলাম বুকে ভরে,
 রাখব আমার শ্যামনাগরে।
- মুখ — সকল আশা হল ভঙ্গ, কুটিল কালার কুসঙ্গ করে।।
- ডাইনা — বাঁশীর গানে, এনে বনে, কূলের কুলললনা,
 ভুল বুঝায়ে, কুল মজায়ে, এখন করো ছলনাঃ
 কেমন করে ঘরে যাইঃ আমি কূলের মুখে দিয়েছি ছাইঃ
 জীবন যৌবন আর দেহমন, সবি দিয়েছি তোমায়,
 শূন্য চিতে ঘরে যেতে, কেমনে বলো আমায়ঃ
 (দশকুশী) (আম কি ধন নিয়ে ঘরে যাব গো)
 (তোমায় দেওয়া প্রাণ আর কারে দেব গো)
 কুলবধু পেয়ে বঁধু আগে লুটে নাও,
 কার্য্য সেরে পরে বুদ্ধি, আর্থ্য ধর্ম্মের ভয় দেখাওঃ
 (বুঝেছি বুঝেছি শ্যাম) তোমার কপট প্রেমের এ পরিণামঃ
 কপটী অমরের মত, মধু লোভে করো প্রীত,
 আগে যদি জানতেম এতো, প্রাণ দিতেম কি স্বার্থপরে।
- খাদ — মাটির খোরা লয়না জোড়া, ভাঙ্গিলে পরে।।
- ফুকার — নাকি পতিসেবা সতীর আদর্শ, আমায় পরমর্শ করো দান;
 যখন যমুনারিই কূলে, রাধা রাধা বলে, বাঁশরীতে ধর তান :
 কি জানি করিয়ে যাদু, বাঁশীতে ভরিয়ে মধু,
 ভুলালে কুলবধু, কোথায় ছিল তোমার ধর্ম্মজ্ঞান।।
- মিল — গুরুজনে করলেম বঞ্চনা, তারা যে দিবে গঞ্জনা,
 এখন গেলে ঘরে ফিরে।।
- অন্তরা — বন্ধু আমায় করেছ পাগল। (নিরদয়)
 তুমি বাঁশরীতে ধরে তান, জাতি বিদ্যা কুল মান,
 হরণ করিলে সকল।।
 যখন গুরুজনার মাঝে বসি, তুমি নাম ধরিয়ে বাজাও বাঁশীগো শ্যাম,
 ছুটে আসি করে জলের ছল।
 কারো বাধা নাহি মানিতাম, আগে কি জানিতাম,
 রাখালের প্রেম মাকাল ফল।।
 "হায়গো" পরকে আপন করে নিলাম,
 "আমার" আপন জনকে পর করিলাম গো শ্যাম,
 ভেবেছিলাম তুমি খুব সরল।

কিন্তু এখন দেখি বিষের ঘড়া, মুখে শুধু মধুক্ষরা,
অন্তরে ভরা গরল।।

- পরচিতান — হল তোমার প্রেমের পরিণামে কলঙ্ক কেবল।
পাড়ন — শঠের বাক্যে ভুলে, দুঃখের আগুন বক্ষে জ্বলে,
বিষবৃক্ষে কোনকালে, ফলে কি সুফল।
ফুকার — করে কত ছলাকলা চাতুরী, আগে কুল নারীর মন ভুলাও,
নব আলিঙ্গন সুখে, শেল দিয়ে বৃকে, মুখে সাধুতা ফলাও :
ধর্ম কর্ম ভুলে গিয়ে, কুলজা অকূলে নিয়ে,
প্রেমের গাছে তুলে গিয়ে, এখন বৃষ্টি মই নিয়ে পালাও।।

মান — ১নং দুর্গাচরণ সরকার (ত্রিপুরা)

- চিতান — একদিন চন্দ্রাবলীর প্রেমের মজে, রসিকশেখর রসরাজে,
চন্দ্রার কুঞ্জে ভুঞ্জে যামিনী।
পাড়ন — মুখে জয় রাধে শ্রীরাধে বলে চললেন রাধানাথ,
নিশি প্রভাত হেরে অমনি।।
ফুকার — নিশির শেষ আশার শেষ রাধিকার,—
তখন সখীর প্রতি কয় শ্রীমতী উপায় বল আমার :
(হায়) সারা নিশি পেয়েছি দুখ, মানপাষণে বেঁধেছি বৃক,
প্রাণ থাকিতে লম্পটের মুখ, হেবব না লো আর।।
মিল — হায় হায়, এমন সময় শ্যাম রসময় কুঞ্জে প্রবেশিতে,
ধরিয়ে গোবিন্দের হাতে, বৃন্দে বলে করে ছল।
মুখ — বল বন্ধু কোথায় ছিলে, কেন এলে প্রভাতকালে,
ভাল ভাল আছ ত কুশল।।
ডানা — নিত্য রাধার মন তুষিতে আসিতে নিশিতে,
সে আশাতে বঞ্চিত হলেমঃ ছিলেম কি আনন্দ মনে,
কুসুম চন্দনে নিকুঞ্জে সাজায়ে ছিলেমঃ
মোদের কুসুম চন্দন হল বাসিঃ কেঁদে আকুল সারা নিশিঃ
নিশি জাগরণে ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি শির সান্নিকের দোষে নাকি,
তোমার চক্ষে পড়ে এত জল।
খাদ — রঙ্গভঙ্গে চলতে নার অঙ্গেতে নাই বল।।
ফুকার — শশীমুখ বাসী মুখ রসরাজ, এসে বাসীমুখ দেখাতে নাগর,
করে নাই কি লাজঃ
(হায়) কও পীতাম্বর কে ছাড়াল, নীলাম্বরী কে পরাল,
কে তোমায় সাজায়ে দিল, নবরঙ্গের সাজ।।
মিল — (হায়-২) এমন সময় শ্যাম রসময় কুঞ্জে প্রবেশিতে,
ধরিয়ে গোবিন্দের হাতে, বৃন্দে বলে করে ছল।।
অন্তরা — ওহে রসরাজ বলতে বাসি লাজ, কেন এত ব্যাজ নিকুঞ্জে আসিতে।
বৃষ্টি পথশ্রমে বন্ধ, শ্রম বারিবিন্দু, বিন্দু বিন্দু বিন্দু, ঝরে নাসিকাতে।।
ললাটেতে হেরি সিন্দারের দাগ,
কোন রসিকায় তোমার পেয়েছিল লাগঃ —
বল কার সোহাগে এত অনুরাগ, কে তোমায় দাগিয়ে দিল কাল নিশিতে।।

শ্রীঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হেরি কিসের জন্য,
ওহে গুণমণি আমায় বল শুনি, এই কোন রসিকার নখচিহ্নঃ
অধর ওষ্ঠ হেরি রাঙ্গা লাল টুক টুক, বাসী মুখে নাগর নাই সে হাসিটুক,
(বল) কোন রসিকায় দিল কৌতুকে চুমুক,
মুখে দেখে পাই দুখ, নারি প্রকাশিতে ॥

পরচিতান— সারা নিশি তারা গুণে, ছিলেম মোরা জাগরণে,
তোমায় বিনে সব হল বিকল।

পাড়ন — আগে করে বৃক্ষের মূল ছেদন হে বংশীবদন,
এলে এখন আগায় ঢালতে জল ॥

ফুকার — তোমা বই প্রেমময়ী গুণধাম, করে মুহূর্মুহ উহ উহ জেগে অষ্ট যামঃ
(হায়) ভঙ্গ করে আশার বাসা, কার পুরালে মনের আশা
বাদুড়চোষা আমের দশা তোমার কেন শ্যাম ॥

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

চিতান — অমনি বৃন্দার বাক্য করে লক্ষ্য, দুঃখে কমলাক্ষ কয়।

পাড়ন — তোমার কথা শুনে বৃন্দে সই, মরমেতে মরে রই,
জ্ঞান আছে কই, সময় অসময় ॥

ফুকার — দিলেম সঙ্কেতে বাঁশীতে আশা, হবে রাধার কুঞ্জে আসা,
বাসর সাজাল রাধে : আমার প্রাণের রাধে আরাধে :
রাধার কুঞ্জে আসব বলি, চন্দ্রালয় যাই রাস্তা ডুলি,
আমায় পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, ঠেকাল এ বিপদে ॥

মিল — কেন কুঞ্জেতে আসতে নারি জান না তার মর্ম,
বলতে কথা গলদঘর্ম, যেমনি কর্ম তেমনি ফল।

মুখ — সারা নিশি জাগরণে শরীর বড় হয়েছে দুর্বল ॥

ডাইনা — নয়নের জল ঝরে শিরসাম্রিকের দোষে,
আমার হল শিরসাম্রিক বৃষ্ণলি তা কিসে :
শ্রীরাধিকার মানের গতিকে, ক্ষেপে উঠল মনের বাতিকে,
এ নয় আমার শিরসাম্রিক, দুঃখে ঝরে চক্ষের জল।

খাদ — আরো একটি কথা শুনে চিন্ত সচঞ্চল ॥

ফুকার — বললে, বল বল বংশীধারী, কে পরাল নীলশাড়ী,
সত্য কথা শুনতে চাই : বললে বিশ্বাস কিগো করবি তাইঃ
রাত্রে ছিলেম চন্দ্রার বাড়ী, ভোরের বেলা তাড়াতাড়ি,
পরে এলেম চন্দ্রার নীলাশ্রয়ী, ঘুমের নিশায় দিশা নাই ॥

ফুকার — বললে, ভাঙল রাধার আশার বাসা, বাদুড় চোষা আমের দশা,
কেন তোমার মন বিরস : বৃন্দে বৃথা কর অপযশ :
অন্ধকারে হারিয়ে দিশে, বাস করেছি চন্দ্রার বাসে,
চন্দ্রা বাদুড়িনী চুষে চুষে, খেল আমের চামের রস ॥

মিল — তীর্থ যাত্রায় যায় যাত্রিকে, যার বাড়ীতে খায় না লোকে,
যেন অতিথ্যসেবা পথ গতিকে, চন্দ্রার ভাণ্ডে ঘটল তাই ॥

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- ফুকার — বললে, পীতবসন কে ছাড়াল, নীলাশ্বরী কে পরাল,
এখন ধরা পড়েছে এটা ঘুমের ঘোরে হয়েছে।
কাল নিশিতে দাদার সঙ্গে, শুয়েছিলাম মনোরঙ্গে,
বুঝি দাদার নীল বসনের সঙ্গে, বদল হয়ে গিয়েছে।।
- ফুকার — বললে, কার পুরালে মনের আশা বাদুড় চোখা আমার দশা,
গত রাত্রের যত দুখঃ দূতী বলতে আমার ফাটে বুকঃ
হারা হয়ে ধবলীরে, মনের দুখে বনে ঘুরে,
দূতী অনিদ্রা আর অনাহারে, শুকায়েছে চন্দ্রমুখ।।
- ফুকার — বললে, কার কুঞ্জে পোহালে নিশি, বল বল কালোশশী,
অন্ধকারে নিশি ঘোরঃ পথে কত কষ্ট হল মোরঃ
চেয়ে দেখ এই অঙ্গে কত, হয়েছে কষ্টকে ক্ষত,
পথের বাধা বিঘ্ন করে গত, আসিতে হয় নিশিভোর।।
- ডাইনা — চোখের জল ঝরিছে নাকি সাম্রিকের দোষেঃ
রাধা ছিল শিরোমণি পড়েছে খসেঃ
আশা ভঙ্গ মনের হতাশ, বিচ্ছেদ শিরসাম্রিকের বিকাশ,
দেও গো মিলন লক্ষ্মীবিলাস, শান্তি-মধু অনুপান।।

মান — ২নং দুর্গাচরণ সরকার

- চিতান — বললে যে সব, বুঝলেম সে সব, নিকুঞ্জে আর নাই সে উৎসব,
কেশব তোমার সব আশা বিফল।
- পাড়ন — আমরা সব জেনেছি প্রাণবধু, তুমি বেশ সাধু, মুখে মধু অন্তরে গরল।।
- ফুকার — নিশিতে আসিতে রসময়ঃ কেন সুসময়ে যাত্রা করে এলে অসময়ঃ
হায় হায়, বুধা আশা মনচোরা, লাগবেনা ভাঙা মন জোড়া,
পঞ্চরত্নের ভাঙলে চূড়া, আর কি জোড়া লয়।।
- মিল — বল কি দোষেতে কোর শোকেতে মলিন মুখ ইন্দু,
সম্মাসী চোর নয় হে বন্ধু, দৈবে তাই ঘটায়োছে।
- মুখ — কাজ কি করে বলাবলি, ভালমন্দ কতই বলি, সেই চিনিতে বালি পড়েছে।।
- ডাইনা — করে রাধার শান্তি ভঙ্গ, ওহে শ্যাম ত্রিভঙ্গ, কিসে পাবে শান্তিসুখ,
এখন বহরপী সেজে, এসে কুঞ্জমাসে, কোন লাজে দেখাবে মুখঃ
(বন্ধু এ সাজে কি সাজে তোমারে), (বলি যেওনা রাই কুঞ্জমাসে),
যেই আশাতে হল রাধার নিকুঞ্জেতে আসা,
কীর্তন গেলে হবে দশা, এই আশা কর মিছে।।
- খাদ — অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, জাতি গিয়েছে।।
- ফুকার — লম্পট শ্যাম পরিণাম বুঝে চাও,—
কেন একাদশীর অগোচরে ডুব দিয়ে জল খাওঃ
(হায় ও) কাল নিশিতে যে আশাতে, ছিলে যার ভালবাসাতে,
সে প্রেমসীর মন তুষিতে, তথা চলে যাও।।
- অন্তরা — ওহে প্রাণবধু, খসোয়াঁ ভাবলে বিধু, এ দুখেতে শুধু আমরা হলেম দুখী।
প্রথম পিরীতে, চাঁদ ধরে দাও হাতে, প্রেমরসেতে তোমরা ছিলে মাখামাখি।।
খলের পিরীত জলের তিলক, ছেঁড়া চুলে খোঁপা, বোঁচা নাকে নোলক,

- কতক্ষণ থাকে সৌদামিনী ঝলক, পলকেতে লুকায় পালটিতে আঁখি।।
- পরচিতান — প্রেম করে সূজন সূজন, থাকে প্রেমে মজে।
- পাড়ন — তাদের প্রেম ছুটেনা, আছে সবার জানা, বন্ধু ভ্রমর আর কি কমল তাজে।।
- ফুকার — আর রোগের তন্দ্রা রাধা চন্দ্রা, তেমনি না কি শ্যামঃ জানি রোগীর পক্ষে তন্দ্রাই ভাল,
কৃষ্ণ গুণধামঃ তবে বল সুনিদ্রার কি কামঃ
নিকুঞ্জে থেকে আর কিবে ফল, এথা কেবা দিবে ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণার কালে জল।
হায়, সুখে সুখী দুখে দুখী, সে বিনে কেউ আছে না কি,
চন্দ্রা তোমার কমলাঁখি, শীতকালের কম্বল।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — আমি মধুর প্রেমে ব্রজধামে, বড় ছিলাম সুহৃতে।
- পাড়ন — দূতী চন্দ্রা যে এমন অসৎ, আগে ত জানিনে মৎ,
দণ্ডবৎ এই ভণ্ড পিরীতে।।
- ফুকার — বললে, পঞ্চরত্নের ভাঙলে চূড়া, আর কি ফিরে লয় তা জোড়া,
বললি কি বৃন্দে সখীঃ আমার জানতে কিছু নাই বাকীঃ
যদি তুমি ইচ্ছা কর, আকাশের চাঁদ হাতে ধর,
তুমি ভাসা প্রেম জোড়াতে পার, পঞ্চরত্ন বেশী কি।।
- মিল — প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিনে নয় কার্যসিদ্ধি,
এ সকল প্রাচীনের বুদ্ধি, তোমার কি তা জানা নাই।
- মুখ — রাধা আমার সাধা বস্তু, তাহিতে সদা রাধাওণ নাই।।
- ফুকার — বললে, যত দুঃখে গত নিশিতে, ছিলে যাহার মন তুষিতে,
সেইখানে যাও রসময়ঃ কেন কুঞ্জে এলে অসময়ঃ
মেঘাচ্ছন্ন নিশিকালে, শশী লুকায় মসীর কোলে,
আবার মসী মুক্ত শশী এলে, কুমুদী কি দোষী কয়।।
- ফুকার — বললে, সুখে সুখী দুখে দুখী, চন্দ্রা বিনে আর আছে কি,
সম্বল তোমার শ্রীহরিঃ কথা বললি কি সহচরীঃ
সাধুর সম্বল তীর্থের ধূলি, দুখীর সম্বল ভিক্ষার খুলি,
আমার দোষের সম্বল চন্দ্রাবলী, শেখের সম্বল কিশোরী।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- ফুকার — বললে, পঞ্চরত্নের ভাঙ্গাচূড়া, ফিরে আর লাগবেনা জোড়া,
ওনে মরি বিষাদেঃ দূতী তুই আছ মিত্রি পদেঃ
আশা-কর্ণি অন্ন ধরে, ভাবের ইট সুরকীতে গড়ে,
রাধা-সম্মিলনী আস্তর করে, ভাঙ্গা চূড়া জোড়া দে।।
- ফুকার — বললে, একাদশী দূরে রাখি ডুব দিয়ে জল খেলেম নাকি,
বৃথা তোর এ ধারণাঃ সয়না উপবাসের তাড়নাঃ
না হেরে রাই মুখশশী, কাইল গেছে প্রেম-একাদশী,
এখন ভোরের বেলা কুঞ্জে আসি, করতে মিলন পারণা।।
- ফুকার — বললে, যার কুঞ্জে ছিলে নিশিতে, যাও বন্ধু তার মন তুষিতে,
রাইপ্রেমের প্রত্যাশী হইঃ আমি রাই বিনে আর কারো নইঃ
যে মন্ত্র সাধা বাঁশিতে, সদা চাই তার মন তুষিতে,
কেবল দৈবযোগে কাইল নিশিতে, আসিতে পারি নাই সই।।

- ফুকার — নাকি চন্দ্রা মোর নিদানের সম্বল, একথা বলেছ বিফল,
শত ধিক তোর তুলনায়, : ও তুই কার তুলনা দিলি কায়ঃ
বুধা করিস চন্দ্রা চন্দ্রা, রাইর তুল্য কি হয় সে চন্দ্রা,
যেমন সুনিদ্রা আর রোগের তন্দ্রা, রাধা চন্দ্রা তদ্রূপপ্রায়।।
- ডাইনা — কীর্তন ছাড়া হয়না দশা বললি আমাকেঃ
মহুনাস্ত হলেও দুখে আবর্তন থাকে।
চিন্তে যার প্রেমের আবর্তন, বন্ধ হলে বাহ্য কীর্তন,
ভাব উচ্ছাসে করে নর্তন, দশা হয় কীর্তনের পর।।
- মান তারিণীচরণ সরকার (ঢাকা)**
- চিতান — একদিন নিশিতে বাঁশীতে, নিকুঞ্জে আসিতে, কৃষ্ণ করলেন সঙ্কেত।
পাড়ন — শুনে বংশীধ্বনি, উন্মাদিনী বিনোদিনী, হল সঙ্গিনী সহ সমবেত।।
- ফুকার — তখন প্রেমপিয়াসী শ্যাম প্রেয়সী নিকুঞ্জে আসি,
সাধের কুসুম চন্দন হইল বাসী, সেই সেই সাইরে,
আমি মালা গাঁথি নানা ফুলে, প্রাণনাথকে দিব বলে,
প্রভাতকালে কেঁদে বলে, সখী কই গেল আমার শ্যামশশী।।
- মিল — বৃন্দে বলে মান করে থাক রাই বিধুমুখী :
রাখে বলে বৃন্দে সখী, ইকি বলে অপ্রমাণ।।
- মুখ — প্রাণ থাকিতে প্রাণনাথের সাথে কিগো সাজে আমার মান।
- ডাইনা — আমি দিয়েছি অবলার সর্বস্ব উপহার : বঁধুর মধুর চরণে :
আমি করেছি পিরীতি, রাখিব সে রীতি : ভুলবনা জীবনে মরণে :
পিরীত করে প্রাণ বঁধুরে সব দিয়েছি প্রাণসখী :
আমার বলতে কিছু নাইগো বাকী :
প্রাণনাথের চরণতলে, কিনা আমি বিনামূলে :
কি কারণে তারে ফেলে কোন পরাণে করি মান।
- খাদ — প্রাণ দিয়েছি প্রাণসখী শুনে বাঁশীর গান।।
- ফুকার — যারে বুকে রেখে মনের মুখে করেছি সম্মান,
সখী তার সাথে কি সাজে অভিমান, সেই সেই সেইগো—
সাধের বৃন্দাবনে যাহার মানেঃ সকলে আমারে মানেঃ সখী তার অপমান
করলে মানে, সখী আমার কিগো থাকে মান।।
- অন্তরা — সখীরে, বন্ধু আমার জীবনের জীবন,
আমার বন্ধু বারি আমি মীন : বারি বিনে কোনদিন : বাঁচ কি মীনের জীবন।।
বন্ধু আমার প্রেমসিদ্ধ, আমি হই তার দুই এক বিন্দু গো সেই,
বন্ধু ইন্দু আমি তার কিরণঃ
আমার বন্ধু অগ্নি আমি তেজ : বন্ধু সর্প আমি লেজ : অচ্ছিন্ন প্রেমের বন্ধন।।
- পরচিতান— আমার অন্তরে বাহিরে : পঙ্করে পঙ্করে : প্রাণবন্ধুরে দেখি।
যখন যে দিকে চাই : বন্ধু মূর্তি দেখিতে পাই : তারে আর ভুলতে পারি কি।।
- ফুকার — যখন পূর্ব রাগে অনুরাগে মেতে উঠল প্রাণ : আমার জীবন যৌবন শ্যামকে
করলেম দান : সেই সেই সেইগো
বন্ধুর বংশী ধ্বনি শুনেলে দূরে : দশ ইন্দ্রিয় নৃত্য করে, কোন পরাণে কেমন করে,
সখী তার উপরে করি মান।।

মান শিক্ষা — ১নং তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — একদিন চন্দ্রাবলীর অপবাদে, বৃন্দে কয় মান কর রাখে,
রাহি কয় আমি জানি না গো মান।
- পাড়ন — বলে বৃন্দদুত্তী মানের রীতি আমি শিখাব : আজ দেখাব মানের কি সম্মান।।
- ফুকার — রাধেগো, শ্যামনাগর অরসিক : পেলেম শ্যামের প্রেমে ব্রজধামে যাতনা অধিক :
হায় ও, ভ্রমরের প্রায় পুরুষদলে, ভ্রমণ করে ফুলে ফুলে : মানে নাগরালী না
ভাসিলে, রয়না কড় ঠিক।।
- মিল — ব্রজপুরে ঘরে ঘরে কেবা না মান করে,
মানে প্রেমের সম্মান বাড়ে, প্রেমকাণ্ডেতে দেখতে পাই।।
- মুখ — মান করে তুই মানে রাবি, সাধিলে না কথা কবি, ভাবিকালে সুখের সীমা নাই।।
- ডাইনা — বঞ্চিত হলে রাহি তোর প্রেমে, প্রাণবন্ধু শ্যামে : পড়বে গো চরণ তলে :
যতই করে কাঁদাকাঁদি : করে সাধা সাধি, ততই দিবি পায়ে ঠেলে :
নিদয় হয়ে বিদায় দিবি পাশাণ বুকে বেঁধে :
কেমন করে কালাচাঁদে ভালবাসা জানতে চাই।
- খাদ — মানান্তে রাহি পাবি কান্তে চিন্তা কিছু নাই।।
- ফুকার — রাধে গো প্রেমরতন পুরাতন : জানি হলে পরে আগের মত থাকে না যতন, হায় ও,
প্রেমিকা প্রেমিকে বলে : প্রেম-স্বর্ণ পুরাতন হলে :
পোড়া দিয়ে মান-অনলে, : করে লয় নূতন।।
- অন্তরা — যদি গোকুলচন্দ্র চন্দ্রার কুঞ্জে গেলে রাধেগো।। রাধে সে শ্যামের নামে এই
ব্রজধামে, অঞ্জলি দিব কপালে : রাধে নমঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে :
আমরা অঞ্জলি দিব কপালে।।
রাধে হয়তো শ্যামনাগরে, রাখিব তোর ঘরে : মানেতে করে তিরস্কার : নইলে
এই ব্রজধামে : ভাগাভাগির প্রেমে : অদ্য হতে দিব নমস্কার :
রাধে মান করে তুই বসে রলে :
এসে শ্যাম পড়বে তোর চরণতলে : মান করে রাহি মানে মানে, রাবি মানের
ফলে : যখন কালাচাঁদে সেধে ধরবে পদে :
তখন চাবি না তুই নয়ন মেলে : দিয়ে লম্বা ঘুমটা শিরে :
নয়ন মুদিত করে : মানে বসে থাকবি রাহিগো :
যখন এসে শ্যামনাগরে, সেধে পায়ে ধরে, কথা না বলিবি তায়গো :
তখন কথা কইসনা বদনতুলে :
লম্পট শান্তি পাবে মানের ফলে।।
- পরচিতান— রাধে তোরে দিয়ে আসার আশা : চন্দ্রার কুঞ্জে করল বাসা :
ভালবাসার রীতি রাখল কই।
- পাড়ন — মোরা সারা নিশি তারা গনে : যে দুঃখ অন্তরে, লম্পটেরে করে লব সই।।
- ফুকার — রাধেগো, তোমার সে প্রাণকানাই দিল যত কষ্ট : তার প্রতি আর মন সন্তুষ্ট
নাই : হায় ও, আপন নাগর পরের ঘরে : পরের সঙ্গে বিহার করে :
তাই জেনে যে মান না করে, তার পিরীতে ছাই।।

মান শিক্ষা — ২নং তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — বলো যার মানে রাহি তোরে মানে : তার অপমান করলে মানে :
সবে জানে ধর্ম নষ্ট হয়।।

- পাড়ন — রাখে শঠে শাঠ্য সমাচরেৎ শাস্ত্রে শুনতে পাই,
এমানে তাই নাই অধর্মের ভয় ॥
- ফুকার — রাধেগো এমন কি দায় ঠেকে, হায় হায় উচ্ছিষ্ট জিনিস খাবি তুই কি কষ্টে
থেকে হায় ও —
প্রেম পূজাতে হয়ে বাধ্য : সাজালি রাই প্রেমনৈবেদ্য :
সে নৈবেদ্য খেল অদ্য : চন্দ্রা দাঁড়কাকে ॥
- মিল — সবে জানে বৃন্দাবনে আমি প্রেম-কঁাসারীঃ ভাঙ্গা প্রেম জোড়াতে পারিঃ
তবে তোর আর চিন্তা কি ॥
- মুখ — মন না হলে মনের মত : কঁাদলে প্রেম আর বাড়ে কতঃ
মানে রত থাক বিধুমুখী ॥
- ডাইনা — রাখে কাল জল খাবিনা : কালার দিক চাবিনা : যাবিনা রাই বাড়ীঃ
কাল কোকিল তাড়িয়ে : কাল কেশ মুড়িয়ে : বিসর্জন কর কাল শাড়ীঃ
অমেও রাই কালরূপ আর দেখিস না চক্ষেতে : বিদায় দে রাখে কুঞ্জ হতে :
কাল রূপা শ্যামা সখী ॥
- খাদ — মানে যদি জীবন কুলায়, কালায় করবে কি ॥
- ফুকার — রাখে গো তোমার সে শ্যামরায়ঃ তোমায় এত ভালবাসলে কেন
চন্দ্রার কুঞ্জে যায় : হায় ও —
আসার আশা দিয়ে তোরে, বাসা করে চন্দ্রার ঘরে,
একাদশীর অগোচরে, ডুব দিয়ে জল খায় ॥
- অন্তরা — যদি অকূলে ভাসায়ে গেল গোকুলচাঁদে ॥
রাখে যে চায়না তোরে : তুই কেন তার তরে : পুড়ে মরবি কেঁদে :
প্রেমের সম্মান কি হারাবি রাখে : কেন আনব তারে সেধে সেধে ॥
রাখে আপন নাগরে : যায় পরের ঘরে, আরও যদি জানে তায়গো :
রাখে তাই জেনে শুনেঃ যে না মজে মানে, তার পিরীতের মুখে ছাই গোঃ
রাখে লম্পটেরে বিসর্জন দে : সদায় রবিগো সুখ সম্পদে :
রাই তোর প্রেম পূর্ণিমায় অমাবস্যা বিনে কৃষ্ণচন্দ্র : স্বভাব দোষে :
গেল চন্দ্রার বাসে : হল চন্দ্রার দোষে নষ্ট চন্দ্র : তোরে দিয়ে আসার আশাঃ
ভেসে ভালবাসা বাসা করে পরের ঘরেঃ
না হয় না করে বর্জ্জন : করে মান অর্জ্জনঃ দেখনা তর্জ্জন গর্জ্জন করে :
মানে পায়ে পড়লে কালাচাঁদে : তখন আমরা বলব মান ক্ষমা দে ॥
- পরচিতান — হবে মানে মানে মানের বৃদ্ধিঃ তোরও হবে কার্য সিদ্ধি :
কুবুদ্ধি রাই ভাবিস না মনে ॥
- পাড়ন — জানি ক্ষুধা হতে এ বসুধায় সুধার হয় মিষ্টি : প্রেমের পুষ্টি : হবে এ মানে ॥
- ফুকার — রাখে গো তুই আমার কথা মান : রাখে মান করে তুই এ মানের গুণ
দেখনা বর্তমানঃ হায় ও —
সুরঙ্গিনী মানিনীর মত : যতই থাকবি মানে রত : নাগর হবে পদানত :
বাড়াতে তোর মান ॥

শ্রীরাধার মান — ১নং তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — হয়ে চন্দ্রার অপবাদে, মোর বিপদে : রাখে প্রিয়মান ।
- পাড়ন — দেখে নিশা অন্ত, অন্তগত নিশাকান্ত, কান্ত বই শ্রান্তে রাধার মান ॥

- ফুকার — সখীর প্রতি রাই বলে মানের গৌরব বাড়ায়ে, সে সহচরী নীলাশ্বরী শাড়ী ছাড়ায়ে : হায়
কাল ভুল ঢাকতে ধনি : চন্দনে লেপে অমনি, ভেবে কাল বেশী কাল ফনী, বলে সেগো মুড়ায়ে ॥
- মিল — তখন সহসা শ্রীমতীর এই মতি দেখে : ব্যঙ্গ বাক্যে কয় শ্রীরাধাকে :
যত সব সঙ্গিনী ॥
- মুখ — আগে ডজলি যারে : কি ফল হবে অজলে তারে :
বলগো রাধে রাজনন্দিনী ॥
- ডাইনা — না হয় একদিন মনভ্রমে : প্রাণবদ্ধ শ্যামে : ছিলগো রাই অন্যস্থানে : কিন্তু
রাধা যে কালর কালা যে রাধার জগত যবে জানে :
সবলোকে বলে শুনি : তুইতো রাই কমলিনী :
দেখে সাক্ষাতে দিনমণি : কেন হও মানিনী ॥
- খাদ — মন খুলে মনের কথা একবার বল শুনি ॥
- ফুকার — প্রেমে প্রথমে হাতে হাতে পেলে স্বর্ণধাম : ভেবেছিলি রাই, জীবনের জীবন
তোর শ্যাম : হায়, এখন তুচ্ছ মানের ফলে : কি ফল বন্ধুকে তাজিলে :
কিন্তু যাবে না রাই জীবন গেলে : কালা কলঙ্কিনী নাম ॥
- অন্তরা — তন শ্রীরাধিকা : কৃষ্ণপ্রাণাধিকা : প্রেম রসেতে মাখা : তেমনা দুজন কিনা।
দিয়ে কালি জাতি কুলে : যার জন্যে গোকুলে :
হলে চরণ তলে বিনামূলে কিনা ॥
কাল ত্যাগ করিবি : মাথা মুড়াইবি : চোখের কাল মণি : না হয় উঠাইবি :
কিন্তু কাল প্রেমের দাগা কেমনে ঘুচাইবি : ঘসিলে মাজিলে ধুইলে যাবে না :
কাঁদালে যে কাঁদিতে হয় লিখেছে বিধায় :
মানে কালাচাঁদে : পায়ে ধরে কাঁদে : দিসনে সাধালক্ষ্মী ঠেলে দুপায় :
আকাশের শশী পড়লে ভূমে : পূরবের রবি উঠিলে পশ্চিমে :
তবু কালশশীর সরল সুপ্রেমে : কোনক্রমে ভ্রমে : সন্দেহ করনা ॥
- পরচিতান — দই খেয়ে রাই ভাণ্ডের বিচার, কারোকে দেখি নাই করিতে।
- পাড়ন — কাল জল খাবিনা : কালার দিকে আর চাবিনা : যাবিনা কালার বাড়িতে ॥
- ফুকার — এখন কাল রূপ কাল স্বরূপ ভাবিলে কি ফল আর : ভাবিতে উচিত প্রতিজ্ঞা
যখন হয় যার : হায়, পূর্বরাগে থেকে সঙ্গে : বাধা দিতেম প্রেম প্রসঙ্গে :
তুই সাধ করে পরেছিস অঙ্গে : শ্যাম কলঙ্কের অলঙ্কার ॥

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — বলে সখীর প্রতি রাই শ্রীমতী, অতি করুণ বচনে।
- পাড়ন — আমার জীবন যৌবন মনপ্রাণ, শ্যামপদে কৈরেছি দান,
সাধে কি আজ মৈজেছি মানে ॥
- ফুকার — সখী, করে আমি কালার সঙ্গ, ত্যাগ করিলেম বাড়ি ঘর,
যারা আপন ছিল হল পর :
কাল ভূঙ্গ কাল পাখি, ইচ্ছা নাই কুঞ্জতে রাখি,
আমি আজ হতে ত্যাগ করিলেম সখী, কালা নামের কয় অক্ষর ॥
- মিল — সাধে কি বিবাদের আমার কুঞ্জেতে লক্ষ,
গত নিশি যত দুঃখ, কিসে রাখি প্রেম সোহাগ।

- মুখ — চন্দ্রাবলীর অপবাদে, মনের খেদে, শ্যামকে করলেম ত্যাগ।।
- ডাইনা — সাক্ষাৎ থাকতে দিনমণি কেন মলিনী,
প্রকাশে অপ্রকাশ দেখে হই বিষাদিনী :
চন্দ্রাবলীর আকাশ মাঝে, কৃষ্ণ সূর্য উদয় ব্রজে,
আশা-ভঙ্গ বায়ুর তেজে, ঢাকল এসে মানের মেঘ।।
- ফুকার — বললে, ফল কি বন্ধুকে ত্যজিলে, যাবে না এ জীবন গেলে,
কলঙ্কিনী নাম সখী : আমি তাহিতে মণি ছাড়ব না কি :
আর রাখব না প্রেমসম্বন্ধ, আর ভজব না শ্রীগোবিন্দ,
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, পরের মন্দে হবে কি।।
- ফুকার — বললে, ফল কি বন্ধুকে ত্যজিলে, কলঙ্কিনী নাম গোকুলে,
চিরদিন বলবে সবাই : আমার তাতেও কোন দুঃখ নাই :
যতদিন প্রাণ দেহে থাকে, কুঞ্জে স্থান দিব না তাকে,
আমায় তবু বলবে পোড়ার লোকে, কালা কলঙ্কিনী রাই।।
- ফুকার — বললে, বাধা দিলেম প্রেম প্রসঙ্গে, সাধ কইরে পরেছিস অঙ্গে,
শ্যাম কলঙ্কের অলঙ্কার : এখন ভেবে দেখি কেবা কার :
সোনার মান্য ভবের হাটে, যত্নে ধারণ করে বটে,
কিন্তু যে সোনাতে কর্ণ কাটে, সেই সোনা পরব না আর।।

শ্রীরাধার মান — ২নং তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — বল্যে রাধে মনের খেদে : ভ্রান্তেও দেখবেনা কাস্তের মুখ।।
- পাড়ন — সকলি নাশাবি নিজ দাসীগণ ভাসাবি : হাসাবি ব্রজের শত্রুলোক।।
- ফুকার — জানি চিরদিন তোর উপকার করে রসময় : বন্ধুর নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া কি উচিত
নয় : হায়, দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী
শ্যাম বিনে তোর কেউ আছে কি : কড়ু দেখেছিস কি বিধুমুখী:
জল কাটলে কি দুভাগ হয়
- মিল — একদিন মুর্ছিত হয় করতে রাই মনোরঞ্জন : যেদিন করে কলঙ্ক ভঞ্জন :
প্রাণবন্ধু কানাই।।
- মুখ — দেখনা একটু লক্ষ্য করি, তুই বিনে তার লক্ষ্য নারী,
সে বিনে তোর আর লক্ষ্য নাই।।
- ডাইনা — করলে আত্মসুখ বিসর্জন : প্রেম রতন উপার্জন : তর্জন গর্জন কেন
দেখি : যখন প্রেম করেছিলি : আত্মসুখ ত্যজিলি :
আবার কেন আত্মসুখ দেখি : হারিয়ে প্রাণবন্ধুকে : একনিশি
যায় অসুখে : রাধে বাউলীর মত তোকে কেন দেখিতে পাই।।
- খাদ — ভ্রমরকে কমল ত্যজে এমন আর দেখি নাই।।
- ফুকার — প্রেমশূন্য জীবন রেখে ফল কি বিনোদিনী রাই : ভেবে দেখনা তুই শ্যাম
বিনেতোর অন্য গতি নাই : হায়
সতীর কুলে পতিরকুলে : কালি দিলি জাতি কুলে : শেষে তাঁতিকুলে
বৈষ্ণব কুলে : কোন কুলে নাই তোর ঠাই।।
- অন্তরা — শুন মানিনী রাধে বিবাসে ক্ষমা দে : পায় ধরে আরাধে, তবু কি থাকে মান।।
রাধে যে শ্যামের মানে : ব্রজে তোরে মানে :
তারে তুচ্ছ মানে : করিসনে অবসান।।

যে বন্ধেতে রহি তোর শ্যাম রাখিবার স্থান :
 দেখি কেন সে বন্ধে ছার মানের অবস্থান :
 কান্ধন রাখার স্থানে, কাচকে দিলি স্থান,
 তোর কি বিবেচনা করেছে রহি প্রস্থান।।
 মান ত্যজে মানতে যে হবে কথা বিধুমুখী : যে হার ছিল গলায় :
 কেন পরেছিস পায়, পায়ের নূপুর কেন গলায় দেখি :
 মানে শ্যাম হারাবে নাই কি সে ডাবনা : এ সুখে চিরদিন যাবে না :
 মানে শ্যাম হারালে : আর কিষ্ট পাবে না :
 রবেনা রবেনা ব্রজে তোর এই সম্মান।।

পরচিতান— ধর্মহারা কর্ম দেখে মোদের মর্মে বড় ব্যথা পায়।
 পারন — মোরা সেবার দাসী : যুগল সেবা ভালবাসি : যুগল বই রব কার আশায়।।
 ফুকার — শ্যাম হেন ধনে মানে কত করলি তিরস্কার : জন্মের মত শ্যাম ত্যাগ করলি
 তুই বুঝলেম পরিষ্কার :
 হায়, আর বুঝি রহি ব্রজধামে : তুই বসবিনা শ্যামের বামে,
 আমার জন্মের মত তোদের প্রেমে, দিয়ে যাই গো নমস্কার।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

চিতান — আবার বললি কেন, মিছে যেন, অভিমানে মজে রই।
 পাড়ন — ভবে যেজন মজে পিরীতে, না থাকিলে সুহাতে,
 বাঁচন হতে মরণ ভাল সই।।
 ফুকার — বললে, সুখে সুখী দুখে দুখী, শ্যামবিনে তোর আর আছে কি,
 জল কটিলে কি হয় দু'ভাগ : আমি সাথে কি করেছি ত্যাগ :
 নিজে যদি সুখে থাকত, আমাকেও সুখে রাখত,
 শ্যামের তা হলে কি লোকে দেখত, গালেতে কামড়ের দাগ।।
 মিল — সুখে সুখী দুখে দুখী বলে সব লোকে,
 সে যদি না সুখে থাকে, সুখে সুখী হই কিসে।
 মুখ — কলঙ্কিনী নাম রটিল, প্রেম কইরে সই শ্যাম ভালবেসে।।
 ডাইনা — আত্মসুখের বাঙ্কা যদি থাকিত মনে,
 তা হলে কি কুল তাজিতেম শ্যামের কারণে :
 বেল ভালবাসে না কাকে, শূগল রয়না লেপ তোষকে,
 নিষ্ঠা জানী বিষ্ঠার পোকে, চন্দন কি ভালবাসে।
 খাদ — যা হয়েছে বেশ হয়েছে সময়ের দোষে।।
 ফুকার — বললে, কালি দিলি জাতি কুলে, তাঁতীকুলে বৈষ্ণবকুলে,
 কোন কুলে নাইরে ঠাই : আমার ঠাই পাবার আর আশা নাই :
 অন্ধ হউক না যুগল আঁখি, ভালমন্দ আর না দেখি,
 যেন জীবনে মরিয়ে সখী, যার দাসী তার কাছে যাই।।
 ফুকার — বললে, মান রাখিবার স্থানে কেন করে মানে অবস্থান :
 আমার করিয়ে আশা নষ্ট, নিজেই হল স্থানভ্রষ্ট,
 শ্রেষ্ঠ হল দুষ্ট অভিমান।।
 ফুকার — বললে, আর বসবিনা শ্যামের বামে, জন্মের মতো তোদের প্রেমে,
 নমস্কার করি এবার : আমার বাঙ্কা নাই আর প্রেম সেবার :

দোলেতে হবে না দোলন, আর হবে না রাস কি ঝুলন,
হবে চন্দ্রার কুঞ্জে যুগলমিলন, তখন করিস নমস্কার।।

মানযোগী নিশিকান্ত সরকার (ফরিদপুর)

- চিতান — করে চন্দ্রার বাড়ী লীলাসাগ্র, যোগী সেজে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
প্রভাতে মানকুঞ্জে উদয়।
- পাড়ন — দেখে নূতন যোগী বিষয়ত্যাগী লম্পট গোবিন্দে,
দুঃখে দৃতীবৃন্দে, ব্যঙ্গ করি কয়,।।
- ফুকার — তোমার ভিতর কালা বাইরে রাতা, ঠিক যেন দেখিতে মাকাল,
যেমন ধূলা মেখে সাজে সাধু, মাঠের গো-রাখাল :
দেশ গায়ে সাধু কোলায়, না বাঁচলে পেটের জ্বালায়,
যেমন দায় ঠেকিলে চিড়ের ছালায়, পাছে হয় বৈরাগী নাকাল।।
- মিল — সাধুর কোন দেশে ধাম, ধর কি নাম, কি মনে করে,
এলে কুঞ্জের দ্বারে নিশিভোরে, কও শুনি রথে কিংবা পায়ে হেঁটে।
- মুখ — আজি পূর্ণিমার নিশি, কোন আশ্রমে উপবাসী, রজনী কাটে।।
- ডাইনা — ভবে যোগীগণের শুদ্ধমতি, যোগবলে মুখে ফোটে ব্রহ্মজ্যোতি,
তোমার সে চিহ্ন নাই মোটে : কত ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে লক্ষ্য পঙ্কবিশ্ব ঠোটে:
ভালে নাই চন্দনের ফোঁটা, সিন্দুরের তিলক কাটা,
একি কচি সাধু রূপের ছটা, কলঙ্কী চাঁদ লোটার মাথা কুটে।
- মিল — দেখে তোমার মলিন মুখ, দুঃখে বুক ফাটে।।
- ফুকার — পরে যোগীগণে গৈরিক বস্ত্র, তোমার তো দেখি না তেমন,
তুমি কোন আশ্রমের নীলকাপুড়ে সাধু মহাজন :
করতে নাই কোদণ্ড, আছে এক বাঁশের খণ্ড,
পেয়ে দুর্দিনে কোন দুর্দণ্ড, করেছে সর্বত্র হরণ।।
- মিল — তোমার দশা দেখে কষাঘাতে অন্তরে জাগে,
বুঝি পড়েছো কি কর্মভোগে, করিলে মাতামুণ্ডন দোষ কাটে।।
- অন্তরা — থাকিতে ভোগবিলাস ভক্তদাস, কি আশে সম্রাসে দিয়েছো মন।।
কিসের অপরাধে বেড়াও কৈদে গো, হয়েছে সুধাহীন বিধুবদন।।
দিয়ে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান, ঘোর দেশ-বিদেশ:
যেমন আঠা-মাথা জটাধারী ঈশান ব্যোমকেশ: তোমায় মানায়েছে বেশ।
তোমার এই বৈরাগ্যের বিধি-নির্দেশ গো — আছে কি পুনর্বীর গৃহে গমন।।
- পরচিতান — যেমন বিবের কুণ্ড দুক্ষে ঘেরা, তেমনি তোমার এই চেহারা,
ঠিক যেন বিষানুতময়।
- পাড়ন — কেন ভোজের বাজী দেখাও আজ ব্রজগোপীকে,
এসব দৃশ্য দেখে ঘোচেনা সংশয়।।
- ফুকার — তাকাও আড়নয়নে সবার পানে, মনে হয় তোমাকে দেখিলে,
যেমন উপবাসী, বক তপস্বী সরসী সলিলে :
ঠার চোখের আড়াল থেকে, সাজিয়ে ময়ূর পাখে,
যদি কাক পড়ে স্বজাতির ঝাঁকে, ঠোকর আর নখের আঁচড় মিলে।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, গোবিন্দ কয় রাগে রাগে।
 পাড়ন — ও তুই রক্ষক হয়ে ভক্ষক হলি, তক্ষকের মতঃ অযুক্তি যত করলি অভিনয়।
 ফুকার — যেদিন শ্রীরাধিকার দুর্জয় মানে, পায়না শ্যাম মানসাগরে কুল;
 বৃন্দা ভেলা সমতুলঃ যোগী সাজায়ে তারে, আনিলেন কুঞ্জের দ্বারে,
 এখন সেই বৃন্দা চিনে না তারে, কবির এই কল্পনাই ভুল।।
 ফুকার — ও তুই রাধার মান ভাঙ্গিবার ছলে, আমাকে যোগী সাজালি,
 কত সাধুনা দিলিঃ রহিকে কও মান করিতে; আমায় কও পায় ধরিতে,
 যেমন আগুন দিয়ে খড়কুটাতে; পেত্নী তুই সরে দাঁড়ালি।
 মিল — ও তুই ছল করে সাজালি আমায় নবীন যোগীর সাজ,
 সাজের ভাল মন্দ বেশকারীর কাজঃ আমি কি নিজের হাতে সেজেছি।
 মুখ — বৃন্দা তুই করে ছলা, দিলি আচলাঝোলা হাড়ের মালা, তাহিতো পরেছি।
 ডাইনা — বললে, কাইল গিয়েচে পৌর্ণমাসী, কার কুঞ্জে ছিলেম আমি উপবাসী,
 একথা বলো অকারণঃ আমি উপবাসী থাকব কেন থাকতে আয়োজনঃ
 আমি শেষ করে গোষ্ঠখেলা, আসিতে সন্ধ্যাবেলা,
 দেখা চন্দ্রার বাড়ী সাধুর মেলা, সেখানে মহাপ্রসাদে পেয়েছি।
 ফুকার — বললে, দায় ঠেকে বৈরাগী নাছাড়, স্বীকার হই বৃন্দে রূপসীঃ ঠেকে
 হলেম সন্ন্যাসীঃ তুই পারো দায় ঠেকাতে, তুই পারো দায় মিটাতে,
 এসব কুটিল বিদ্যায় এ জগতে, বৃন্দা তুই নারদের মাসী।।
 ফুকার — বললে, নাই তোমার করঙ্গ দণ্ড, কোন ভণ্ডে নিয়েছে লুটি,
 তুই এই কুচক্রের ঘুঁটিঃ তুই যখন নিজের করে, যোগী সাজালি মোরে,
 যদি সাজে কোন অভাব পড়ে, সেটাতো বেশকারীর ক্রটি।।
 ফুকার — দিলে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান, তাই শুনে হয়েছি অবাক;
 ও তুই বক সাজালী কাকঃ দুর্জয় মান করলো রাধে,
 ধরা দেই সাথে সাথে, দিয়ে শ্রীরাধার চরণ গারদে
 এই চোরকে বন্দী করে রাখ।।

মান (খণ্ডিতা) বিজয়কৃষ্ণ সরকার (যশোহর)

- চিতান — কৃষ্ণ মিলন লাগি, নিশি জাগি বাসরঘরে।
 পাড়ন — মিলন নিশি হোল ভোর, এল না শ্যামকিশোর,
 কিশোরীর আঁখি লোর, করে পড়ে অঝোরে।।
 ফুকার — তখন সখীর প্রতি রাই শ্রীমতী কাতরে জানায়,
 করে বাসরশয়া মরি বেদনায়ঃ
 কুঞ্জে আসবে বলে চিকনকলা, সোহাগে গাঁথিলাম মালা,
 ও সেই মালা হল মরণজ্বালা, মালা ভাসিয়ে দে তোরা যমুনায়।।
 মিল — সখী, যে যারে ভালোবাসে সকল অন্তর দিয়ে,
 ও সে কেমনে নির্দয় হয়ে, হৃদয় দক্ষ করে।
 মুখ — যার জন্য কাঁদে প্রাণ, সে কি এমন পাষণ,
 বল তার পরাণ, কাঁদে নাকি সখী আমার তরে।।
 ডাইনা — সখী মন দিলে মন মিলে না এই কি বিধির বিধান,

- দারুণ বিধির কি নাই ভালোবাসার বিধিজ্ঞান।
তবে কি শুধু শুধু, ফুল গড়ে দিল মধু,
যদি না খোঁজে ফুলের মধু, ভুলে মধুকরে।
- খাদ — মন বিনা মনের ব্যথা, কে বুঝিতে পারে।।
- ফুকার — সখী দেহের ক্ষত সারে কত প্রলেপ দিলে তারঃ
পোড়া মনের ক্ষত সারে না ত আর।
হায় গো, আঘাতে সোনা ভাঙিলে, জোড়া লাগে পোড়া দিলে,
সখী কোনরূপে মন ভাঙিলে, সেই ভাঙা মন জোড়ান ভার।।
- মিল — সখী মনের দাগ যাবে নাকো বুঝি জীবন গেলে,
সে যে কি আশুন দিল জ্বলে, আমার বুকের পরে।।
- অন্তরা — যারে আপন ভাবিয়া সজনি গো, মনপ্রাণ দিলাম গোপনে।
এমন ভাবে ভালোবেসে, আমারে সেই ভুলিবে সে,
আমি একদিনও তাই ভাবি নাই স্বপনে।।
এনে ভালবাসার তীরে, বিধিয়া পিরীতির তীরে,
যুবতীরে এত কাদায় কেনে।
হায় গো, এত যে কাদায় মোরে, তবু কেন চাহি তারে,
তারে তারে রেখেছে বন্ধনে।।
একবার ভাবি ভুলিব তায়, ভুলের কথায় ভুল পড়ে যায়,
আমি কুল পাই না সেই জীবনে মরণে।।
- পরচিতান — কেমন করে কহ ঘরে ফিরি সহচরী।
- পাড়ন — আমার ঘরের কুল পরের কুল, ভেসে গেল দুকুল,
প্রাণের আশার মুকুল, নিরাশায় শুকাল ঝরি।।
- ফুকার — তারে সকল দিয়ে ব্যথা নিয়ে, কেমনে ঘরে রই;
আমার সব গিয়াছে, প্রাণের ব্যথা গেল কই।
আমার মন চাহে মন মানুষ রতন, যতনে বাড়িল যতন,
আমি মরে যদি পাই গো জীবন, যেন তাহার মনের মতন হই।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বিধুমুখীর বাক্য শুনে, অমনি প্রিয় সখী কয়।
- পাড়ন — রাই তুই সাজালি আশার বাসর, এলোনা তোর প্রাণকিশোর,
তার জন্য তোর কান্না ভালো নয়।
- ফুকার — অদ্য তোরে দিয়ে আসার আশা, চন্দ্রার কুঞ্জে নিয়ে বাসা, নিশি কাটায়
শ্যামরায়ঃ রাই তুই ভাসিসনে নয়নধারায়ঃ আশার নিশা হলে গত, দেখবি
আবার মন্থণ, এসে ভোরের বেলা চোরের মত, সেধে কেঁদে ধরবে পায়।।
- মিল — আশাভঙ্গ অপরাধীর দণ্ড না করে, হা ছতাসে কঁাদলে পরে,
মানিনীর মান রবে না।
- মুখ — মানদণ্ডে না দিলে দণ্ড, ভণ্ড শ্যামের দেখা পাবে না।
- ডাইনা — আবার বললি দেহের ক্ষত প্রলেপে সারেঃ
মনের ক্ষত সারাইতে কেহ না পারেঃ
ধনুস্তরী শ্যাম ভগবান, তারে যে মন করেছিস দান,
লক্ষ যুগ হলে অবসান, সে মন ক্ষত হবেনা।

- খাদ — মনমোহনকে দেওয়া মন তোর, রোগে ছোঁবে না।
- ফুকার — বললি, এলোনা সে চিকনকাল, তার লাগিয়ে গাঁথা মালা, ভাসাইয়ে দে
যমুনায়ঃ মালা ভাসাস নে অবহেলায়ঃ জানো নাকি রাইরূপসী, প্রেমের
মালা হয় না বাসী, আবার সেখে এসে কালোশশী, এই মালা পরবে গলায়।।
- ফুকার — বললে বিধি কেন শুধু শুধু, ফুলের মাঝে দিল মধু, ভ্রমর যদি না মজেঃ
কথা বললি রাখে কি বুঝেঃ
ফুলে যদি মধু থাকে, ভ্রমর জোটে লাখেলাখে,
রাখে ফুলে কি ভ্রমরকে ডাকে, ভ্রমরেই ফুল খোঁজে।।
- ফুকার — বললে, আঘাতে সোনা ভাঙ্গিলে, জোড়া লাগে পোড়া দিলে, ভাস্বামন আর
জুড়বেনাঃ কথা কেহ বিশ্বাস করবে নাঃ মনমোহনের মনের সনে,
যেমন বাঁধা সংগোপনে, যদি শত ইন্দ্র বজ্র হানে, সে মন ভাঙতে পারবে না।।
- ফুকার — বললে, মরে যদি পাইগো জীবন, হই যেন তার মনের মতন, নূতন জীবন
ধরবি কিঃ তারে ফেলে মরতে পারবি কিঃ এক প্রেমতে আধামরা, কৃষ্ণ মরা
রাধা মরা, যারা মধুর প্রেমের সাধামরা, সে মরার আর মরবি কি?
- ফুকার — বললে, আঘাতে সোনা ভাঙিলে, জোড়া লাগে পোড়া দিলে, শুধু সোনা
জুড়বেনাঃ তাতে পাকা জোড়া ধরবে নাঃ মনসোনা ভাঙ্গিয়ে গেলে, অনুরাগ হাপর
ছেলে, নিস্তাম প্রেম-সোহাগা রসান দিলে, ভাস্বা চিনতে পারবেনা।।

মান (রাগ-রাগিনী) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শুনে বংশীধ্বনি, সব গোপিনী, কৃষ্ণ দেখতে যায়।
- পাড়ন — গিয়ে বনমাঝে, না পেয়ে সে রসরাজে,
মনের মানুষ খুঁজে খুঁজে, রজনী পোহায়।।
- ফুকার — দেখে নিশি অবসান, রাই করিল মান,
হল শশীর সনে হাসিমুখীর, শশী বদন দ্বান।
হায়, নাগর ভোরের পরে চোরের মতো, রাধাকুঞ্জে সমাগত,
হয়ে রাধার পদানত, নয়নজলে ভাসিছে বয়ান।।
- মিল — মোহনবাঁশিটি ধরাতে যায়রে গড়াগড়ি,
ধরে সেই বাঁশি তাড়াতাড়ি, বলে এক সঙ্গিনী।
- মুখ — শুনে এই না বাঁশী, কাল নিশিতে বনে আসি,
বাঁশী বাজাও তো কালশশী, বসে আমরা শুনি।।
- ডাইনা — তোমার বাঁশীতে না জানি, কি মোহিনী জানেঃ
যত কুলজা ডুলাইয়া বনে টেনে আনে।
এই বাঁশীর গানের কাছে, রাধার মানের কি আর থাকতে শক্তি আছেঃ
তোমার রাই যখন রাগ দিয়েছে, তুমি দেও রাগিনী।
- খাদ — কল্যাণ চাও তো বাঁশীতে বাজাও কল্যাণী।।
- ফুকার — রাই কে দেখে ভৈরবী, ও ডুবল জ্ঞান রবি,
মনের সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্ধু, বাজাও পূরবী।
হায়, তোমার চন্দ্রার দিকে ছিলই মন, কাল সাঁঝে বাজালে ইমন,
সে মন করে পরিবর্তন, সদায় আদায় কর মাধবী।।
- মিল — বামা বাম হল, নাম ধরে বাজাও রামকেশী,
ভাগ্যে থাকলে মিলবে প্রেমকেশি, আসিলে রজনী।।

- অন্তরা — যাবে ললিতায় ললিতা তুলিয়া।
 বাজাও কামোদা যোগসিদ্ধ, প্রেমদার প্রেমসিদ্ধ, প্রেমানন্দে উঠুক তুলিয়া।।
 শোনাও বারে বারে সা রে গা মা সা ধাঃ মাপ চেয়ে সাধ মা পা ধা নি গা ধাঃ
 শুনে স্বীয় নামের আধা, প্রেমে বাঁধা রাধা, গলিয়া পড়িবে ঢলিয়া।।
- পরচিতান— লাগাও জয়জয়ন্তী, জলদকান্তি শুনে শান্তি পাই।
- পাড়ন — শুনতে আশা করি, তোমার বাঁশীর আশাবরী,
 নটবর পটমঞ্জরী মুঞ্জরীগণ চাই।।
- ফুকার — সারা নিশি জাগিয়া তোমার লাগিয়া,
 তোমার বাগেশ্রীতে শ্রীরাগের শ্রী আছে রাগিয়াঃ
 আনো মেঘমল্লারে চোখের পানি, না হয় বৈরাগী রাগিনী,
 যদি না ভুলে মানিনী, তোমার দিতে হবে যোগিয়া।।
- মিল — সাধ গৌরী কদার সারাবেলা দিয়ে বেলাবলী,
 রাধানামের যে পদাবলী, ততো সবে জানি।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন প্রিয় স্বরীর বাক্য শুনে, দুঃখে কমলাক্ষ কয়।
- পাড়ন — আমার যে মুখে ছিল বাঁশী, সে মুখ হয়েছে বাসী, আর কি বাঁশী বাজাবে মধুময়।।
- ফুকার — আমি দৈব দুর্বিপাকে পড়ে, অন্ধকারে নিশি ঘোরে,
 ঘুরে বেড়াই সারা বনঃ করে রাই কুঞ্জের পথ অন্বেষণঃ
 সারা নিশি বনে ঘুরে, কুঞ্জে এলেম নিশি ভোরে,
 তাহিতে মন দেহে সন্দেহ করে, রাই হল অধোবদন।।
- মিল — রাধানামে ছিল আমার বাঁশরী সাধা,
 অধোমুখে রইলো রাধা, বাঁশীও হল নীরব।
- মুখ — রাগে হল রাই-রাগিনী, রাগরাগিনী ভুলে গেলাম সব।।
- ডাইনা — রাগ দিয়ে বসেছে রাধে অভিমানিনীঃ
 রাগের কাছে আলাপ করা, যায় কি রাগিনী।
 অনুরাগে পূর্বরাগে, বাঁশী বাজায়েছি আগে,
 আজ যে রাধার বড় রাগে, যড় রাগও পরাভব।
- খাদ — নাগিনীর কাছে খাটোনা রাগিনীর গৌরব।।
- ফুকার — বললি, চন্দ্রার দিকে ছিলই মন, কাল সাজে বাজালেম ইমন,
 বললি কিলো সজনীঃ কাটাই যে দুঃখেতে রজনীঃ
 মানময়ীর মান হেরিয়া, ভুলেছি ইমন পুরিয়া,
 সাধি বাঁশরীতে তান ধরিয়া, কল্যাণ দেহি কল্যাণী।।
- ফুকার — বললি, বাজালে কামদাসিদ্ধ, রাই প্রেমদার প্রেমসিদ্ধ,
 উঠবে নাকি উথলেঃ গেল সকল চেষ্টা বিফলেঃ
 মধ্যমের মা পঞ্চমের প, একত্রে সেধেছি মাপ,
 তবু এমন কি করেছি পাপ, চায় না রাই বদন তুলে।।
- ফুকার — রাধে শ্রীরাগে আছে রাগিয়া, তোরা দিতে কইস যোগিয়া,
 যোগ বিনে কি তাই পাবিঃ আমি বিয়োগে বসে ডাবিঃ
 রাই বিয়োগে যোগী হব, যোগে যোগিয়া সাধিব,
 শেষে বৈরাগী রাগিনী দেব, রাই যদি হয় বৈরাগী।।

- ফুকার — হল চন্দ্রার বাদে রাই রাগিনী, বাজাতে কও রাগরাগিনী,
মন হয়েছে নিরুৎসবঃ হল সকল বিদ্যা পরাভবঃ
রাগ রাগিনী যে সমস্ত, বাঁশীতে ছিল অভ্যস্ত,
রাধার রাগ দেখে হল পরাস্ত, শ্রীরাগ বসন্ত ভৈরব।।
- মান (তাল রাগিনী) ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার**
- চিতান — রাধার রাগ দেখে রাগিনী ভুলে গেলে নন্দলাল।
পাড়ন — বিনে বাঁশীর গানে, খুসী নই আর দাসীগণে,
বিনা যত্নে বিনা মানে, আমরা বাজাই তাল।।
- ফুকার — কালা কাল গেয়েছে গান, তাল ছাড়া সে তান,
যত অবলার বাঁশীতবলা হল না বাজানঃ হায় হায়—
আমাদিগের পোড়া কপাল, একদেশে গান, আর দেশে তাল,
জন্ম করতে গায়ক মাতাল, রাই জুড়েছে ঠৈকা মধ্যমান।।
- মিল — এই যে গান বাদ্য দুটি ভাই, তাই ওস্তাদে বলে,—
দুয়ের মাত্রাতে মিল না হলে, সঙ্গীত গরল সমান।
- মুখ — রাধার মধ্যমানে অদ্য গানে, তালে মানে—
থাকো পা ধরে বাঁশীর তানে, তবে পাবে কল্যাণ।।
- ভাইনা — মনের আনন্দে বৃন্দে দৃতী বাজায়ে ঝাঁপঃ
কুঞ্জের ঝাঁপ এঁটে প্রেমসাগরে দিতে দিবে না ঝাঁপঃ
রামতাল নাশ বনমালী, আমরা আট সখী আট মাত্রাতে
বাজাই ঠ্যাস কাওয়ালীঃ শুনলে আড় খেমটার আজীগুলি, হবে ওস্তাদ অজ্ঞান।
- খাদ — তালকানা কানাকেট সেজে গেও না গান।।
- ফুকার — বাজাও সুর দিয়ে সুর ফাঁক, তোমার মনে ফাঁক,
তাইতে চন্দ্রাবলীর মোহনতালে, ঘটালো বিপাকঃ
তুমি সামর্থ্যর একতাল ভুলে, সাড়ে তিন মাত্রায় যাও তেওড়া তালে,
তাইতে আমরা কাহারবা তালে, সদা বাজাই মিনা মিনা তাক দিন তাক।
- মিল — কড়ু তালভঙ্গ রসভাসে আর কি ওস্তাদ ভুলে,—
তুমি তাল বেতালে জঙ্গলে, লাগাও মঙ্গলের জান্।।
- অন্তরা — বাজাই দিক তান্ দিক তান্ দিক তান্।
এসব আভীর তনয়ার মান ভাসিতে, যাদের পায় ধরেও না যায় মান।।
আমরা খেমটা কাশ্মিরীতে হেসে কুটি কুটি,
ধা ধি নাক্ তা ধি নাক্ নাক্ কি টি, নাক্ কিটি,—
ধরে রাখো রাধার চরণ, আমরা চলাই পরণ, এ ঠৈকায় দিব না মান।।
- পরচিতান — বেতাল নাচলে বলে নাহি মিলে চরণে চরণ।
- পাড়ন — বড় তাল দো-বাহার, আমরা তাই করলেম অধিকার,
দুন্ বাট্ করে পাবো আবার, বিলম্বে মিলন।।
- ফুকার — গড়ে গড়খেমটা বাজাই রাধারে মজাই,—
এস রূপক করে রূপকতালে তোমারে সাজাই; হায়—
তুমি নও হে ক্ষুদ্র রুদ্রতালে, যদ্ বাজাও হে রাধার পদতলে,
আট মাত্রা আট সাত্বিক হলে, সম-এর ধা ধা পড়বে তিন তেহাই।।
- মিল — লক্ষ্মী তালের তিনটি মান্ আদায় করা নয় হে সোজা,—
ওস্তাদ কে কেমন যাবে বোঝা, কর তিন ধা-য় সমান।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — এখন রাগিণী ভুলে সজনী, আবার শুনতে এলি তাল।
- পাড়ন — সখী তোরা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতে, আমি শ্রেষ্ঠ সঙ্গতে,
এক সঙ্গেতে ছিলাম এত কাল।।
- ফুকার — বললে, অবলার বাঁয়া তবলা, বাজালে না চিকনকাল,
তাল ছাড়া গান গাও একাঃ আমি ফাঁক পাইনা দিতে টোকাঃ
তালের বোল তো শিখেছি ঢের, জয় পরাজয় কপালের ফের,
একটু খোল না তোদের তবলার ঘের, মধ্যমানে দেই ঠেকা।।
- মিল — 'গানং পরতর নহি' সকলে বলে,
তালে মানে যোগ না হলে, তুট্ট হয় না শ্রোতার প্রাণ।
- মুখ — পা ধরিলাম বাঁশীর তানে, মধ্যমানে তবু দেয় না মান।।
- ভাইনা — অটমাত্রাতে ঠেস্ কাওয়ালী বাজালি সবাই,
তিন আওয়ার্দার পরে এখন দিয়েছে তেহাইঃ
ঋ-ষভের রা, ধৈবতের ধা, বাঁশরীতে সাধি সদা,
রাসতালে রসময়ী রাধা মধুর করুক বন্ধুর গান।
- খাদ — তোদের যত তালের মাত্রা দেখি অসমান।।
- ফুকার — আমি সুর দিয়ে বাজাইলাম সুর ফাঁক, ধা গেরে না ধি গন্দী যে রে নাক,
এই হোল তোর তেওড়া তালঃ এ তাল রাখতে হবে চিরকালঃ
লয় গুণে নয় গুণে মিষ্ট, শ্রোতাবর্গ হয় সন্তুষ্ট,
আমি গায়কশ্রেষ্ঠ কানা কেউ, মালকোষে তোর দিব মাল।।
- ফুকার — আমি সামর্থ্যের একতালা ভুলে, কেন যাব তেওড়া তালে,
একতালা হয় না ধ্বংসঃ যাতে সকল তাল অবতংশঃ
তোর তো নাই তালে ব্যুৎপত্তি, একতালায় সব তাল উৎপত্তি,
ভবে যত প্রকার তালের মূর্তি, সবাই একতালার অংশ।।
- ফুকার — বললে, নাও হে ক্ষুদ্র রুদ্রতালে, যদ্ বাজাও রাই'র চরণ তলে,
পরায়ে দে ব্যাঘ্রছালঃ আমি রুদ্র সেজে বাজাই গালঃ
যদ্ ব্রহ্মতাল গণেশ রুদ্র, সাত্ত্বিক তালের কাছে ক্ষুদ্র,
তবু আমার কাছে তাল সমুদ্র, এক মাত্র রাই লক্ষ্মীতাল।।

মান (অভিসার) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — একদিন দুপুর রাতে, চন্দ্রার কুঞ্জ হতে, শ্যামকে ধ'রলো বৃন্দে।
- পাড়ন — বেঁধে দুই হস্ত বসনে, রাধার কুঞ্জে এনে রাধার চরণে,
ধরাইল রাধার প্রাণগোবিন্দে।।
- ফুকার — শ্যামের এই দশা ঘটাইয়ে বৃন্দে মনে আহ্বাদেঃ
বলে নয়ন মেলে চেয়ে দেখ রাধেঃ চলবে না আর মিছামিছি,
স্বচক্ষেতে আমি সব দেখেছি, মালকোঠাতে চোর ধরেছি,
রাধে বুঝে পড়ে শান্তি দে।।
- মিল — শ্যামের মুখপানে চেয়ে রাধে বিধুমুখী,
বন্ধুর দুঃখেতে হয়ে দুঃখী, বলে রাই ললনা।
- মুখ — ছিঃ ছিঃ ছিঃ বৃন্দলো, তোর মনে এই ছিলো,
ও তুই কোন প্রাণে প্রাণের প্রাণে, দিলি এত যত্না।।

- ডাইনা — না হয় এ দাসীর হ'ত দুখ, বন্ধুর তো হতো সুখ, আমার সেই সুখে সুখঃ
তুই তারে বেঁধে এনে, যে বাথা দিলি প্রাণে,
আগে জানিনে বৃন্দে তোর দয়া কতটুকঃ
বন্ধুর মুখ দেখে ফেটে যায় বুক, আর তো মন মানে না।।
- খাদ — কে তোরে দিয়েছিলো এমন কুমন্ত্রণা।।
- ফুকার — বন্ধু প্রেমসাগরে ডুব দিল গিয়ে চন্দ্রালয়ঃ কেন তুই তাহাতে ঘটালি প্রলয়ঃ
একবার চেয়ে দেখ ওর বদনপানে, পাষণ গলে ওরূপ দরশনে,
নয়নানন্দের নয়নে, দুঃখে জাহবী যমুনা বয়।।
- মিল — বন্ধুর ফুল জিনি কোমল অঙ্গ কেমন ফুলিতেছে,
পাষণ না হলে সে কি বাঁচে, শুনে এমন কান্না।।
- অন্তরা — বৃন্দে তুই কি আমার কোন জন্মের শত্রু ছিলি।
আমার বন্ধের নিধি চক্ষের মানিক কৃষ্ণধনকে কষ্ট দিলি।।
সর্ব অঙ্গ কাঁপিতেছে, চন্দ্র বদন হয়েছে কালি।
ঐ দেখ বনপোড়া হরিণের মত, ভয়ে ভীত বনমালী।।
- পরচিতান — বন্ধু চাইতে নারে, কিছু কইতে নারে, ও তোর ঘোর শাসনে।
- পাড়ন — তুই ওর ভেঙেছিস সুখের ঘর, আর বেঙেছিস কর,
ক্ষমা প্রার্থনা কর, ধরে বন্ধুর শ্রীচরণে।।
- ফুকার — আমি যে অঙ্গেতে কুসুম চন্দন দিতে বাসি ভয়,
তারে বাঙ্কিলি তুই তোর কি কঠিন হৃদয়ঃ
আর তো দেখতে নারি বন্ধুর ক্রন্দন, ছেড়েদে ও'র হস্তের বন্ধন,
শেষে করনা অর্চন বন্দন, বলে বন্ধুর জয় আর চন্দ্রার জয়।।
- মিল — ভেবে দেখ বন্ধুর দুঃখ যাবে কিসে,
ভাল যে বাসে, পূরাতে হয় তার বাসনা।। (১৩২৯ সাল)

মান (অভিসার) ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বন্ধুর দুঃখের উপর দুঃখ দিলি আবার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে।
- পাড়ন — ও তুই জানিসনে পিরীতি, তাইতে এ কুরীতি,
আত্ম দুঃখী অতি, কান্নায় কি সুখ বুঝবে কেমনে।।
- ফুকার — ও সুখ দিয়ে সুখ, কি পেয়ে সুখ, সব গিয়েছে বোঝা,
সুখের আশায় বয় জীব ও দুঃখের বোঝাঃ
যে জন পরকে সুখ না দিতে জানে, সুখ চিনেনা সে কোন দিনে,
আত্মসুখের বিসর্জনে, মানুষ প্রেম রাজ্যের সাজে রাজা।।
- মিল — আমি যে সুখের আশায় তাজলেম জাতি বুলমান,
আমার ভাঙলি সেই সুখের তুফান, ও তুই কি সুখ দিতে?
- সুখ — বৃন্দে তোর বুদ্ধি নাই, যদিও মরে যাই,
আমার বন্ধুকে পারবিনা আর এত কান্দাইতে।।
- ডাইনা — যদি বন্ধু মোর যেতে চায়, চন্দ্রালয় দিয়ে আয়, দূতী পূর্বের মতঃ
আমি কান্দিব হাসিব তরঙ্গে ডাসিবঃ জ্বালায় জ্বলে তোদের কাছে বলব কতঃ
তবু মন বুঝে অবিরত চলিস মনের সাথে।।
- খাদ — তোর জন্যে বৃন্দে, কি দেখিলাম কি দেখিতে।।
- ফুকার — যার মুখচন্দ্রের সুধাকরে সুধা করে পানঃ কেন তোর জন্যে সেই বিধুবদন স্নানঃ

- ও যার রূপের জ্যোতি স্বরণমাত্র, পুলকে পূর্ণিত হ'ত গাত্র,
আজ সেই রূপে দিয়ে নেত্র, আমার বুকে উঠে দুঃখের বান।।
- মিল — আমরা যার জন্যে মামী, তুই করলি তার এই অপমান,
বন্ধু সেই দুঃখে হয়ে অজ্ঞান, আছে মৃত্তিকাতে।।
- অন্তরা — ওলো তুই তো বৃন্দে হলি বন্ধুর, কাল রাত্রে কাল।।
ও তুই কোন সন্ধানে কার কি শুনে, ভাঙলি এমন সুখের কপাল।।
জোর করে সুখ চাইলে বটে, শেষকালে এই দশা ঘটে, বুঝে শুনে সবে হ'স সামাল।
বন্ধু যাইতে পারে, রইতে পারে, দুইদিকে এই সমান জঞ্জাল।।
- পরচিতান — শ্যামকে বাঁচাইতে, এখন কুঞ্জ হ'তে, তুই যা স্থানান্তরে।
- পাড়ন — বৃন্দে জলপাত্রে দিয়ে মুখ, পিপাসু পেলে সুখ,
কেহ নিলে তার মুখের জলটুক, তার প্রাণ কেমন করে।।
- ফুকার — যদি দুঃখে বন্ধ ফেটে মরি তাতে দুঃখ নাই, যদি বন্ধুয়ার সুখ চক্ষে দেখে যাইঃ
আমি এত ভালবাসি যারে, তুই এত কাঁদালি তারে,
মনে বলে তোরে ধ'রে, ও তোরে বন্ধ চিরে রক্ত খাই।।
- মিল — গাছে না পাকলে কিলালে পাকেনা কাঁঠাল,
ও তুই বেতালে দিয়েছিস তাল, একতাল ঘটাইতে।। (১৩২৯ সাল)

মান (ভঞ্জন প্রয়াস) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — নিকুঞ্জবিহারী হরি, চন্দ্রার কুঞ্জ পরিহারি উপনীত নিশীথ সময়।
- পাড়ন — অতি দুঃখে থেকে চক্ষে দেখে, জীবনের জীবন রাখারমন,
কৈল মানে আচ্ছাদন, এসে ধরিল শ্রীরাধার চরণ কৃষ্ণ রসময়।।
- ফুকার — অমনি চমকে চম্পকলতিকে, বিস্ত্রী দেখে শ্রীমতিকে, বলিছে তখনঃ
কিবা অপরাধে রাধে বিবাদে মগনঃ
তোর পাদপদ্মে শ্যাম নীলপদ্ম, কি পূজায় লাগিবে অদ্য,
পূজা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, যথাসাধ্য শুনবো সখীগণ।।
- মিল — স্থলপদ্মের পর নীলপদ্মকে তুই নিলি তুলে,
অনঙ্গের প্রেম পূজাকালে, আমাদের ঢের হইত আমোদ।
- মুখ — তুই রাধে প্রেম স্বরূপিনী, প্রেমস্বরূপ শ্যাম চিত্তামণি,
তার উপর তোরে কেন এত ক্রোধ।।
- ডাইনা — কিবা শ্যামসুন্দর ভগবান।
পূর্বরাগে বনমালী, হেরিয়া রাই দিয়েছিলি, জলাঞ্জলি জাতি কুল মান।।
নাগরের রূপ রাশি, সাগরের তুফানঃ তোরে চোখে লেগে কেন মুখশশী ম্লানঃ
ও মুখ এই সাগরের চন্দ্র নয় কি, বল দেখি তোরে মনে হয় কিঃ
সমুদ্র মন্থনে শুনি, উঠেছিল দ্বিজমণি, বারে বারে তারে জানি, রাগ করে গ্রাসঃ
রূপ সাগরের সদনে, লভিলি চন্দ্রবদনে, মান-রাগ তারে কেন করিতে চায় নাশঃ
সেই চান্দে অপরাধ ছিল, এই চান্দের দোষ আছে কি লো, মুখচাঁদ অকলঙ্কিত,
ভাব ভূষণে অলংকৃত, আজ হল এত বিকৃত, যথা পাদপদ্মে গোদ।
- খাদ — সবার্গে না মিশে কিসে নিবি প্রতিশোধ।।
- ফুকার — রাধে যেকরূপ দরশে পরশে, নব নব নবরসে, ডুবে যায় সকল,
নাবে স্বাবর জগম পেয়ে সঙ্গম রসে রসাতলাঃ
এমন পুরুষ পরশমণি, সোনা বানায় লোহার খনি,

- তার পরশে বিনোদিনী, তুই কেন লো তাপিত পিতল।।
- মিল — তোর মানকাণ্ডে কৈল পণ্ড অমূল্য সময়,
রঙ্গিনী তোর সঙ্গিনীচয়, কি দিয়ে দিবি প্রবোধ।।
- অন্তরা — প্রেমচক্ষে দেখে হৃদিপীঠে একে, কিসে রাখলি ঢেকে, সেরূপ মাধুরী।
যে দেখে ঐ রূপখান, কেন্দ্রে বলে তার প্রাণ, ও রূপসাগরে ডুবে মরি।।
জনম অবধি যদি নিরবধি নিরখিস্; ও রূপসাগর নীরে কতু কি উগারে বিষঃ
হারাইতে পরারূপ কে দিয়েছে পরামিশ, এই অপরাধে রাখে হারাবি শ্রীহরি।।
- পরচিতান — জানি আমরা এ সংসারে, কল্পতরু গুণ বিচারে, শ্রেষ্ঠ তারে সকলে বলে।
- পাড়ন — কেন কলঙ্কিনী নাম কিনিলি শ্যামপ্রেমে মজে,
এমন সাজে তোর কি সাজে অতুলে ভুলে।।
- ফুকার — রাখে নিকুঞ্জ সাজে ফুলে, কান্দলি কত ফুলে ফুলে, যাহার কারণেঃ
সে তো অতি দ্রুত সমাগত মনের স্মরণেঃ
সযতনে রতন আনি, সেজেছিস কি মহারানী,
কোন বা ধনি মাথার মণি, অনাদরে ঠেলে চরণে।।
- মিল — গুণী বিনে গুণীর গুণের করে না পূজা,
তুই থাকিলে এই অবুঝা, আর করবনা অনুরোধ।।

মান(ভঞ্জন প্রয়াস) ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — চন্দ্রাবলীর অপবাদে, মান করেছিস তুইলো রাখে,
মাথার মণি ঠেলে পদে, করলি অপরাধ।
- পাড়ন — যারে সাজাইতে নানা ফুল তুলেছিস কিশোরী,
তারে রইলি পাসরি, শ্রীহরিবাসরে হেরি, হরিষে বিবাদ।।
- ফুকার — যে জন হরিপ্রেমে শ্রীহরিকে, হরি হরি বলে ডাকে,
দেখা দেয় তারেঃ তাইতে রাই কেন লো আকুল চিতে অকুল পাথারেঃ
দিলি প্রাণাধিকের প্রাণে ব্যথা, ছিঃ ছিঃ একি লাজের কথা,
পরশ্রীতে কাতরতা, থাকে কোথা সতীর অন্তরে।।
- মিল — অন্যের মন যোগাতে সে কি শুনবে তোর মানা,
দুরাশাতে যোল আনা, টানতে গেলে যন্ত্রণা হয়।
- মুখ — নিজ নয় তোর বিজ্ঞমণি, তুই যখনে কমলিনী, মলিনী তাই নিশীথ সময়।।
- ডাইনা — কেন চাসনে আর নিশিতে মিশিতে, চন্দ্রপ্রিয়া কুমুদিনী,
নয় সে কু-মুদিনী, আমোদিনী পৌর্ণমাসীতে।
অমাবস্যা প্রতিপদে প্রতি পদে হাসে, পাক বা না পাক কতু তারে তবু ভালবাসেঃ
পেলে চক্ষে বক্ষে লক্ষের সুধাঃ ওতার নাম হয়ে যায় পক্ষের ক্ষুধাঃ
এ চাঁদ পড়েছে খসিয়া, পেয়েছিস ঘরে বসিয়া,
দূর হতে ভালবাসিয়া, পেয়ে ঠেলিস না পায়ঃ
আমরা ঘুরি চারিপাশে, শ্যামপ্রেম সুধার আশে,
পরশনে ক্ষুধা নাশে, তোর প্রাণে কি চায়ঃ
তোর কি হল না ক্ষুধা নিবৃত্তি, কেন ধরেছিস ডাকিনীর মূর্তিঃ
দিবসে দিনমণি, হবে শ্যাম গুণমণি,
তখন পাবি রাই কমলিনী, সে তো নিশিতে নয়।
- খাদ — তোর স্বভাবে হেরি ভবে ভাবের বিপর্যয়।

- ফুকার — রাখে সবার সঙ্গী ভঙ্গী বাঁকা, কেন তারে শুধু একা, রাখবি বাঁধিয়াঃ
এসব অপরাধে শেষে রাখে মরবি কান্দিয়াঃ
সেই তো চন্দাবলী তোরই ভগ্নী, শ্যামকে প্রেম করেছে লগ্নী,
কোন ঘরে তোর দিল অগ্নি, একটু মিলন-ব্যঞ্জন রাখিয়া।।
- মিল — চন্দ্রা যেমন তুইও তেমন বন্ধুর গোচরে,
ইহার কয়টি স্বরূপ একাধারে, পেয়েছিঁস্ কি পরিচয়।।
- অন্তরা — বন্ধুয়ার রূপ গুণ, তোর চেয়ে শতগুণ, তোর কেন নতগুণ নাই লো।
ভ্রমর সাজিয়া বঁধু, ও পদ কমলমধু, একা শুধু লুটে নিল তাইলো।।২
অভিমাণে আনমনে দিলি না চরণ টান, মানীর অপমান করে তোর যাবে কুলমান।
জানে মানে জ্ঞানবান, সকলি প্রাণের প্রাণ, এই গুণে ভগবান কানাই লো।।
- পরচিতান — কমলিনী ছিলি ফোটা, কেহ তো ছিঁড়ে নাই বোটা।
কি দোষে তোর মধুর কোটা, হয়েছে বাসী।
- পাড়ন — হল যার কিরণে কমলবনে পরিমল সঞ্চিতঃ
সে বঞ্চিতঃ কেন পাবে না কিঞ্চিৎঃ ভ্রমর সাজে সেজে সে যে রয়েছে বসি।।
- ফুকার — যে দেয় সদ্য মধু মধ্যাধারে, তার দেওয়া ধন দিতে তারে,
কেন কৃপণাঃ রইলি কি স্মরি কিশোরী লো পাসরি আপনাঃ
বিধুমুখী অধোমুখী, সত্যিই তুই আশ্বসুখী,
শ্যামপ্রেমে তোর কম পড়ে কি, কোন সখী বুঝে পেলেম না।।
- মিল — যথা ইচ্ছা তথা বন্ধু করুক বিচরণ,
কৃষ্ণসুখে সুখী যার মন, সে মন কি আর এমন হয়।।
- অহৈতুকী মান—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার**
- চিতান — মধুর ব্রজবাসে মহারাসের রসে আছে রাসবিহারী।
- পাড়ন — সুখে উদ্ভ্রান্তা সখীগণ, হেরে যুগল মিলন,
করে শ্রীঅঙ্গে চামর ব্যঞ্জন, চারিদিকে দাঁড়াইয়া সারি সারি।।
- ফুকার — জানি প্রেমের অতি কুটিল গতি ভুজঙ্গের সমান,
কৈল বিধুমুখী অহৈতুকী মানঃ হায়—
কি জানি কি ভেবে মনে, রাই লুকাল গহন বনে,
মানের মানুষ অদর্শনে, কেঁদে আকুল গোকুলচাঁদের প্রাণ।।
- মিল — তখন রাই বিনে মদন বাণে কাতর মদনমোহন,
বিধাসে জলদবরণ, কয় সজল নয়নে।
- মুখ — রাধার সহচরী, তোদের পায়ে ধরি, স্বরায় তারে দে গো এনে।।
- ডাইনা — ও যার নয়নে লোণেছে রাইচাঁদের আলো,
এ চাঁদের আলো কি তার লাগে ভাল বিনে রাইবিধুমুখী,
ভুবন অন্ধকার সখীঃ আমি পূর্ণিমার নিশি দেখি, পূর্ণ তমঃগুণে।
- খাদ — যা সবে বনে বনে রাধার অন্বেষণে।।
- ফুকার — আমার চলিতে চলে না চরণ, কোন পথে যাবঃ কোথায় রাইকে পেয়ে
জীবন জুড়াব। হায়—এই প্রার্থনা সবার স্থানে, রাইকে যে জন দিবি এনে,
জন্মের মত তার চরণে, আমি দাস হয়ে কেনা রব।।
- মিল — তোরা অষ্টজন কষ্ট করে যা লো অষ্ট দিকে,
মাত্র একজন আমার কাছে থেকে, বুঝাবি বচনে।।

- অন্তরা — আমি পুড়ে মলেম বিচ্ছেদ আগুনে।
 আমি পেয়ে রতন হারাইলেম, কি জানি কি কারণে।।
 পূর্ণিমাতে সখী আমার, হল বিনা মেঘে ঘোর অন্ধকার গো—
 সে চাঁদ বিনে সুখ নাই আর সুখকরের কিরণে।
 চাতক রইল মেঘের আশে, মেঘ লুকাল নীলাকাশে,
 চাতকের প্রাণ বাঁচে কিসে, জলধরের জল বিনে।।
- পরচিতান — এ রাসে নীরসে, কান্দিতেছি বিরসে বিনে রাসেশ্বরী।
- পাড়ন — ও সে সুধাময় মুখখানি, না হেরে সজ্জনী,
 আমি পলকে প্রলয় গনি, তার কি লো সই সাজে এত ছলচাতুরী।।
- ফুকার — রাধার অদর্শনে, মনে মনে রাধা নামটি লই,
 আমি রাইকে ছেড়ে রইতে পারি কই। হয়—
 নামরূপেতে চুড়ায় রাধা, গানরূপে বাঁশীতে রাধা,
 ধ্যানরূপে অন্তরে রাধা, এত মন দিয়ে প্রাণ পেলেম কই।।
- মিল — তোরা সখীগণ জানিস শ্রীমতীর কি মতি,
 তারে এনে দে দ্রুতগতি, নৈলে মরি প্রাণে।।

অহৈতুকী মান — ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — দেখে অপার দুঃখ, বলিস কপট বাক্য, তোরা সখীগণে।
- পাড়ন — ক্ষুধায় প্রাণান্ত প্রায়, রাধা-সুখ নাই বসুধায়,
 মুখের কথায় কি প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় পোড়ায় চিন্তা-জ্বলন্ত আগুনে।।
- ফুকার — আমি বড় আশা মনে করে বনে এসেছি, তারে প্রাণেপ্রাণে ভালবেসেছি।
 হয়—এই হবে আমার কপালে, স্বপ্নেও ভাবি নাই ভুলে,
 শান্তির দিন অশান্তির কোলে, আমি কান্তা বিনে পড়েছি।।
- মিল — আমার কি হতে কি হল গো, আমার হবে বা কি,
 আমার এখন কি মরণ বাকী, বল গো সহচরী।
- মুখ — বিনে প্রাণেশ্বরী আমি প্রাণে মরি।।
- ডাইনা — একবার প্রাণে কয় প্রাণ গেলে প্রাণ জুড়াইব; আবার কয় প্রাণ গেলে
 কি তারে পাব; হয়—বন্ধস্থল কাঁপিতেছে, কণ্ঠদেশ শুকায়েছে,
 পোড়াপ্রাণ কেবল দেহে আছে, পাব আশা করি।
- খাদ — কোন বনে লুকাইল করে মন চুরি।।
- ফুকার — শুনে কোকিলের স্বর, শিহরিয়ে উঠে এশরীর, ভাবি এ স্বর বুঝি
 প্রাণের কিশোরীর; হয়—কোন সখীর পানে চেয়ে, ভাবি এই রাই এল খেয়ে,
 আশ্বাসে হতাশ্বাস হয়ে, ঝরে ঝর ঝর নয়ননীর।।
- মিল — আমার প্রাণ নিতে প্রাণেশ্বরীর কিলো একান্ত সাধ,
 নৈলে আজ আমার কি অপরাধ পেয়েছে কিশোরী।।
- অন্তরা — আমার রাই বিনে প্রাণ পুড়ে হল ছাই।
 আমি কোথায় গিয়া পাব তারে, বলে দে গো চলে যাই।।
 তমালবনে ডাঙিবনে, নিধুবনে মধুবনে গো—
 লতায় পাতায় প্রতিস্থানে, খুঁজে খুঁজে দেখ সবাই।।
 খুঁজে নিতে পারলে পরে, এ ভবে কে না পায় কারে গো—
 লক্ষবার দেখ লক্ষ্য করে, ভাই তোমের ধর্মের দোহাই।।

- পরচিতান— পড়ে দুঃখসাগরে, ও তার অগাধ নীরে, আমি ভেসে বেড়াই।
 পাড়ন — তাতে পিপাসার প্রবল বায়, সিদ্ধুর তরঙ্গের প্রায়,
 আমায় কতবার ডুবায় ভাসায়, এমন দশায় দশমদশা কপালে নাই।।
 ফুকার — হানে প্রাণে পঞ্চবানে মদন নিদারুণ, যেন সর্বাস্পেতে লেগেছে আগুনঃ
 হয়—কষ্ট পেয়ে অষ্টনাগে, দংশে যদি মনের রাগে,
 তাতে যে বিষ আসে লাগে, সখী বিচ্ছেদ-বিষ তার কোটি গুণ।।
 মিল — সখী জল দিলে অধিক জ্বলে, প্রেমের আগুন এমন,
 কেহ বারিলে হয় না বারণ, কি দিয়ে নিবারি।।

মানভঞ্জন প্রয়াস—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কৃষ্ণ রাধার মানে কুঞ্জবনে কেঁদে প্রিয়মান।
 পাড়ন — ললিতা বিশাখায়, ডেকে এনে বাঁকাসখায়,
 কত না প্রাণালী শিখায়, ভাসিতে সে মান।।
 ফুকার — কেন্দ্রে বলে অমনি শ্যাম গুণমণি, রাই পরশমণির পরশ বিহনে
 অচল ধমনিঃ হয়, রাধার ভাবকান্তি করিয়ে স্মরণ, বিচ্ছেদ করে সর্বশক্তি হরণ,
 নিবারণ করিতে মরণ, সাজায়ে সে নূতন রমণী।।
 মিল — অমনি তাই শুনে সখীগণে হাসে খল খল—
 ললিতা বলে একি বল, মোহনবংশীধারী।
 মুখ — ছিঃ ছিঃ লাজের কথা, এই কি বন্ধু রসিকতা, পুরুষ কোথা সাজে নারী।।
 ডাইনা — জানি পুরুষ পরশমণি, পরশে রমণী সরস হয়ে থাকে,
 সে যে মধুকর মধু এনে রাখে মধুর চাকেঃ তুমি কাল মধুকর, চক্র রমণীনির, কর,
 নারী সাজাতে হলটি ফুলশর, তোমার কোথায় রাখি।
 খান — ভাল কথায় আজ কাল অলি, বলি বলিহারি।।
 ফুকার — পুরুষ স্বয়ং ভগবান সর্বশক্তিমানঃ ভবে সকল নারী হয় না সেই
 এক পুরুষের সমানঃ হয়, নারী বেশী হয় তো ভগবতী, পুরুষে তার রতিমতি,
 পুরুষ জাতির করতে ক্ষতি, সব যুবতী হানে পঞ্চবাণ।।
 মিল — কভু যায়না যুবতী যোগে, যোগীপুরুষ যারাঃ
 তুমি হয়ে আজ সে পদহারা, তোমার বিপদ ভারী।।
 অন্তরা — বন্ধু, নারী জনম পাপের ফল।
 রসাল অবলম্বিতা, পরাশ্রিতা যথা, (তথা) স্বাধীনতা হারা দল।।
 মাত্র পুরুষে সরসে ডাকে গৃহলক্ষ্মী, তবু আজীবন পরমুখাপেক্ষী,
 যথা পিঞ্জরে আবদ্ধ অসুখে শুকপক্ষী, বন্ধে ঢাকা চক্ষের জল।।
 পরচিতান— পুরুষ জ্ঞানের জোরে গড়তে পারে, ত্রিলোকে ত্রিদিব।
 পাড়ন — ঈশ্বরের অবতার, পুরুষ ভিন্ন নারী নাই আর,
 পাপ করেও পায় পুরস্কার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।।
 ফুকার — নাম শুনি কত রাজার, দুই চার দশ হাজার বিয়ে করে ঘরে মিলাহিত
 আনন্দের বাজারঃ হয়, করলে দুইটি স্বামী এক রমণী, বিচারে হয় বিচারণী,
 তদুর্ধ্ব উঠলে অমনি, কামিনীর কলঙ্ক হয় অলঙ্কার।।
 মিল — নারী চার যুগে পুরুষদিগের মাত্র সেবার দাসী—
 নারীর জ্ঞান বুদ্ধি হলেও বেশী, দুঃখে চক্ষে বারি।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান — তখন বিশাখার সে বাক্য শুনে, অমনি কমলাক্ষ কয়।
 পাড়ন — ও তুই চেয়ে দেখ বিশাবীকে, বশ করে তোর আঁধিকে,
 এই ত্রিলোকে নারীজাতির জয়।
- ফুকার — বললে, পুরুষ জাতি পরশমণি, পরশ পেয়ে সব রমণী,
 সরস থাকে আত্মীবনঃ তবে কেন জোগায় নারীর মনঃ
 পুরুষ জাতি পরশ হলে, নারীর প্রেমে কেন ভোলে,
 কেন নারীর চরণ বক্ষে তোলে, জ্ঞানের কর্তা পঞ্চানন।।
- মিল — জানো নাকি প্রাণ সজ্ঞানী, চিরদিনই নারী জাতির মান।
 ডাইনা — পুরুষ কোথা সাজে নারী শোন গো সজ্ঞানীঃ
 সমুদ্র মছনে আমি সাজালেম মোহিনীঃ
 বাধ্য হয়ে নারীর রসে, জ্ঞানের কর্তা কীর্তিবাসে
 সেজেছিল নারীবেশে, মহারাসে পেল স্থান।
- খাদ — গুণ বিচারে এ সংসারে প্রকৃতি প্রধান।।
 ফুকার — বললে, পুরুষ হয় সর্ব শক্তিমান, সবী তোর অযুক্তি প্রমাণ,
 খাটেনা কাজের বেলায়ঃ নারী শক্তিতে পুরুষ চালায়ঃ
 তার সাক্ষী সেই রামনারায়ন, রাবণ বধে অকাল বোধন,
 আবার শতরুদ্ধ করতে নিধন শরণ লয় অসিতার পায়।।
- ফুকার — বললে, পুরুষ জাতির করতে ক্ষতি, পঞ্চবাণ হানে যুবতী,
 পুরুষ তো সংসারী নয়ঃ তাহিতে করে পঞ্চবাণের ভয়ঃ
 নারী জাতির বাণের গীর্বাণ, পুরুষ নারে করতে নিকর্ষণ,
 তবে কোন গুণে কও পুরুষ প্রধান, প্রেমসমরে নারীর জয়।।
- ফুকার — বললে, নারী জন্ম পাপের ফলে, একথা পাগলে বলে,
 পুণ্যাংশে নারী গড়াঃ জানে পুরুষ বশের ধূলপড়া,
 নারীর পদে চিত্ত সঁপি, পুরুষ সাজে বহরূপী,
 ভবে ত্রীরত্ন দুঃখলাদপি, পুরুষ তো মালীর মেড়া।।
- ফুকার — বললে, নারী পরমুখাপেক্ষী, পুরুষ বানায় গৃহলক্ষ্মী,
 গৃহীর গৃহিনী ভিন্নঃ যথাগৃহ তথা অরণ্যঃ
 পুরুষের ধন থাকুক বহু, নারী বিনে ভয়বাহু,
 জানি গৃহিনী গৃহমিত্যাহ, এক বিনে গৃহ শূন্য।।
- ফুকার — বললে, নাম শুনেছি কত রাজার, বিয়ে করে দশ বিশ হাজার,
 এসকল কামুকের কাজঃ নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের সাজঃ
 সং সংযমী নারী জাতি, এক পতিতে রতি মতি,
 বাঁচায় মরাপতি মালাবতী, পদানত দেব সমাজ।।
- ফুকার — বললে, যোগী যায়না নারীযোগে, কামের মোহ মহারোগে,
 কত শত যোগীন্দ্রঃ নারীর দর্শনে করে চন্দ্রঃ
 ভরস্বাজের দ্রোণ আর দ্রোণী, জনকের সীতা নন্দিনী,
 আবার চন্দ্রের হ'ল চন্দ্র হানি, হীনবীৰ্য্য রাজেন্দ্র।।
- মানভঞ্জন প্রয়াস—২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার**
- চিত্তান — বুঝালে প্রমাণে নারীর মানে পুরুষগণের মান।

- পাড়ন — যারা নিত্য সিদ্ধ, নারীর প্রেমে হয় না বাধ্য,
চারি নম্বর নারী মদ্য, নিবিদ্ধ তা পান।।
- ফুকার — শুক সনাতন আর নারদ, তত্ত্ব বিশারদ, তারা সেবে নাই এই রমণীর
রমণী রূপ-মদ্য হায়, ভক্ত চতুর চায়না চতুর্বর্গ, প্রেমে করে প্রাণ উৎসর্গ,
কিসের স্বর্গ কিসের মার্গ, বন্ধু তোমার রাই মানিনীর পদ।।
- মিল — ও যার রূপে গুণে নারী পুরুষগণে সবাই ভুলে,
কেন তার মন কামিনীফুলে, ভুলে বুঝে না পাই।
- মুখ — ছাড় কপটতা, সত্য পড় সত্য একথা ভুল না কানাই।।
- ডাইনা — তোমার নয়ন দুটি বাঁকা, রাই পেলে তাই দেখা, তোমায় নিবে চিনে:
শেষে এই অঙ্কে বেশী দোষী হব দাসীগণে: না সেজে কালী মাগী,
সাজে এক নূতন যোগী, তোমার শেষ বিদায় ভিক্ষা লাগি, চল রাই কুঞ্জে যাই।
- খাদ — আমরা নয় নয় নয়রসের মিঠাই, কিসে বাজা মিটাই।।
- ফুকার — নারীমুখ মুক, দুঃখের উপর দুখ, অতিশ্লিষ্ট করে দন্ধ করে
বুকে সর্বভুখ: হায়, এবার ধৈর্য ধরে থাক হরি, জন্মান্তরে গিয়ে হইও নারী,
জানতে পাবে বংশীধারী, নারী হওয়া কত বড় সুখ।।
- মিল — নারী জনম সুখের কি দুখের নারীগণে বুঝি,
যেন পরজন্মে পুরুষ সাজি, মোরা এই ভিক্ষা চাই।।
- অস্তুরা — কেন ধর বন্ধু নারীর পায়।
কেন নারী ভালবেসে, শেষে কান্দ ক্রেশে, নিত্য অনিত্য নেশায়।।
আগে রুদ্ধের মতো রুদ্ধ কর নবরক্ত,
যোগে জাগাও দেহের সাড়ে চক্ৰিশ চন্দ্র,
ভুলে যাও বন্ধু চন্দ্রার কুঞ্জ কেন্দ্র, থাক প্রেমের সাধনায়।।
- পরচতান — সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ রমণী নিকর।
- পাড়ন — এই সব গোপীর পেটে সুসন্তান যদি না ঘটে,
তুমি প্রেমের বাধন কেটে যাবে দু'দিন পর।।
- পাড়ন — যদি ধনীর যুবতী হয় গর্ভবতী, পুত্র পাবে বলে নিত্য কোলে
করে তার পতি: হায়, এসে গ্রহচার্যধার্য করে, পুত্র হবে এবার তোমার ঘরে,
কন্যা হলে সে উদরে, সেই যুবতীর কপালে লাথি।।
- মিল — যাদের যাপ্য বীজ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা,
আরো তাদের সমান পুরুষ যসিতা, কেন ভুলিলে তাই।।

অভিসার—১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — একদিন হয়ে কৃষ্ণ আশাহত, ক্ষুধিতা বাঘিনীর মত,
চন্দ্রাবলী অবিরত পথপানে চায়।
- পাড়ন — তখন গোষ্ঠ ছেড়ে যায় সুরভী, সাধকে সাথে পূরবী,
সম্ভার অন্ধকারে রবি, আপনি লুকায়।।
- ফুকার — তখন গোষ্ঠ অবসানে, গোদুলী লগনে, ভবনে চলিল শ্যাম,
মধুর মুরলীর তানে, পূরবীর গানে সুরভী মাগে বিশ্রাম:
ওনে কনু কনু কনু কনু নুপুরের ধ্বনি, চন্দ্রাবলী বলে শোন গো সজনি,
ঐ বুঝি যায় মোর শ্যামগুণমণি, দুখিনীয়ে হয়ে বাম।।
- মিল — ওনে চন্দ্রার কাতরোক্তি পদ্মাসুন্দরী,
শ্রীগোবিন্দের করে ধরি নিয়ে এলো চন্দ্রালয়।

- মুখ — পেয়ে শ্যাম সুধাকরে, চন্দ্রাবলী সমাদরে,
ধরে কৃষ্ণের দুটি করে, সকাতরে কয়।।
- ডাইনা — হৃদয় আসনখানি, যতনে দিয়েছি আনি, এসোহে হৃদয়সখা বসোহেঃ
তৃষিতা হরিণী আমি, আশার বারিধি তুমি, মিঠাইব প্রেমের পিয়াস হেঃ
বান্দীকরে বাহু পাশে, রাখব হৃদি কারাবাসে,
হেসে হেসে পাশে এসে, বসো ওহে রসময়।
- খাদ — ভাগ্যগুণে এত দিনে হল সুসময়।।
- ফুকার — আমি বিনা সুতে মালা, গাঁথিয়ে দুবেলা পথপানে চেয়ে থাকি,
তুমি ফিরিয়ে না চাও রাধা কুঞ্জে যাও, এ দাসীরে দিয়ে ফাঁকিঃ
আমার এ নবযৌবন কুসুম বাগানে, পেয়েছি হে তোমায় এ শুভ লগনে,
মালী হয়ে থাক ফুলের জোগানে, যতনে হৃদয়ে রাখি।।
- মিল — হৃদাসনে শ্যাম তোমারে করবো প্রতিষ্ঠা,
তব পদে রেখে নিষ্ঠা, করব অভিন্ন প্রণয়।।
- অস্তুরা — এসে বসো হে সাক্ষ্য-অতিথি, আগ্নিনাতলায়।
আমার এ দেহ পবিত্র করি, শ্রীপদ ধুলায়।।
হায় গো, সাজাইতে বনমালী, কামনা কুসুমকলি,
যতনে রেখেছি তুলি, বাসনা ডালায়।
আমি আশা-সুতে মালা গেঁথে, পরাব গলায়।।
- পরচিতান — দিয়ে আসক্তি ধূপের ধূপতি, জ্বালায়ে বিবেকের বাতি,
করিব সঙ্ক্যা আরতি, শ্রীকৃষ্ণ পূজায়।
- পড়ান — দিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধাপূত বারি, ভরিয়ে নয়ন-ঝারি,
পদ প্রক্ষালন করি, বসো শ্যামরায়।।
- ফুকার — আমি তোমারি আরোপে, রূপের স্বরূপে, গড়ায়ে মুরতি খান,
তারে হৃদয় আসনে বসায় যতনে, করিয়েছি পীঠস্থানঃ
আমার কামনা বাসনা দুটি পাদ্যঅর্ঘ্য, তোমারি চরণে করেছি উৎসর্গ,
লহ যজ্ঞেশ্বর দেহ দানযজ্ঞ, অযোগ্যা কিঙ্করীর দান।।

ঐ জবাব—নারায়ণচন্দ্র বালা (ফরিদপুর)

- চিতান — শুনে চন্দ্রাবলীর কাতর উক্তি, অমনি দুঃখে বলে শ্যাম।
- পাড়ন — তুমি জাননা চন্দ্রাবলী, আমি শ্যাম বনমালী, চিরকালই পুরাই ভক্তের কাম।।
- ফুকার — আমি সঙ্কেত বাঁশরীর স্বরে, আশা দিলাম রাধিকারে,
আসার আশে আছে রাইঃ আমি তাহিতে রাধার কুঞ্জে যাইঃ
চন্দ্রা তুমি জান কিনা, আজ আমি রাধিকার কিনা,
ও সেই কিনা মালের বেচাকিনা, করতে আমার সাধ্য নাই।।
- মিল — আজ নিশি কটাতে হবে রাধার বাসরে,
কাল আসিয়া তোমার ঘরে, পুরাইব অভিলাষ।
- মুখ — জাননা কি চন্দ্রাবলী, চিরকালই আমি ভক্তের দাস।।
- ডাইনা — হৃদমন্দিরে রাখবে নাকি বাহুর বন্ধনে,
সে বন্ধনে হয়না বন্দী নন্দনন্দনেঃ
প্রেমভক্তি-আসক্তি ডোরে, বাঁধলে আমায় শক্ত করে,
করি ভক্তের হৃদ-মন্দিরে, যাবজ্জীবন কারাবাস।।

- খাদ — সর্বনাশা কাম পিপাসায় ধর্ম কর্ম নাশ।।
- ফুকার — বললে, এ যৌবন কুসুমবাগানে, মালী হয়ে ফুল যোগানে,
থাক ওহে রসময়ঃ চন্দ্রা হয় নাই এখন সে সময়ঃ
ফোঁটা ফুল যতনে তুলি, তোমার যৌবন সদ্য কলি,
ফুলের কলি না ফুটিতে অলি, আসিবে কি অসময়ঃ
- ফুকার — বললে, কামনাবাসনা অর্ঘ্য, তোমায় করেছি উপসর্গ,
না হলে বাসনার শেষঃ পায়না প্রেমময়ের প্রেমের দেশঃ
কামকামনা পরিহরি, যে হয় আমার প্রেমভিখারী।
আমি হয়ে তাহার আজাকারী, বাধ্য থাকি হৃষীকেশ।।

ঐ জবাব—হরিচরণ সরকার

- চিতান — শুনে চন্দ্রাননী চন্দ্রার বাক্য দুঃখে বলে শ্যাম।
- পাড়ন — বললে আমায় ভালবাসরে, থাকব না তোর বাসরে,
শিঙ্গা স্বরে ডাকে বলরাম।।
- ফুকার — আমি গেষ্ঠেতে চরায়ে ধেনু, বাজাইয়ে মোহনবেণু,
এই রাস্তাতে আসি যাইঃ অদ্য সঙ্গে নাই দাদা বলাইঃ
তুমি চন্দ্রা জান কি না, আমি রাধার প্রেমের কিনা,
ওগো কিনা মালের বেচাকিনা, করতে আমার সাধ্য নাই।
- ফুকার — ওগো চন্দ্রাবলী তোরে বলি, পদ্মারে পাঠায়ে দিলি,
ধরে রাখবে এ সময়ঃ তোর কি নাই গো লোকলজ্জার ভয়ঃ
প্রেমিক লোকের এন্নি ধরণ, জেনে শুনে প্রণয় করণ,
হঠাৎ হাত ধরলেই শুয়ে পড়ন, প্রেমের রীতি এন্নি নয়।।
- মিল — তাইতে তোরে চন্দ্রাবলী বলি কাতরে,
আশা দিলাম রাধিকারে, আশাতে হবে নিরাশ।
- মুখ — ঘরের মানুষ পর ভাবিয়ে, দূরে দূরে করতেছ তালাস।।
- ডাইনা — হৃদাসনে রাখতে চাও বাহুবন্ধনে,
ও বন্ধনে বান্ধা রয় না নন্দের নন্দনেঃ
করেতে যার ভক্তি ডুরি, নয়নে যার প্রেমের বারি,
তার বান্ধনে বান্ধা হরি, করি চির কারাবাস।
- খাদ — এখানো লাগে নাই অঙ্গে নিছামের বাতাস।।
- ফুকার — তোমার নব যৌবনের বাগানে, মালী হয়ে ফুল যোগানে,
থাকব আমি নটবরঃ তবে চন্দ্রা আমার কথা ধরঃ
জল বিনে কি বাগান বাঁচে, ফুল ফোটে কি শুকনা গাছে,
ও তোর জলটানা কলসীর নিচে, কামের ছিদ্র বন্ধ কর।
- ফুকার — বলো, বিনাসূতে গাঁথে মালা, বসিয়ে থাক দু'বেলা,
দেখা ত পাইনা তোমারঃ করব ঐ মালা কি ব্যবহারঃ
ভানুসুতার মনঃপুত, সুত পেয়ে নন্দসুত,
মনফুলের মালা অবিরত, দেয় নিছাম প্রেমের উপহার।।
- ফুকার — বলো, সাজাইতে বনমালী, কামনা কুসুমকলি,
বাসনা ডালায় এখনঃ ভরে রাখলি ওটা অকারণঃ
জানিস না কি কৃষ্ণভক্তে, কোটি জনম ডাকতে ডাকতে,
তবু কামনা বাসনা থাকতে, পায় না কৃষ্ণ দরশন।।

ফুকার — বল্যে আমি ত নই দানের যোগ্য, করেছি আশ্ব উৎসর্গ,
যারা ভবে ভাগ্যবানঃ তারা রাখে না বাহিরের টানঃ
চায় না মুক্তি চতুর্বিধে, দিবানিশি নয়ন মুদে,
সদা আমার চিন্তা করে হৃদে, পদে করে আত্মদান ॥

ফুকার — বল্যে মম হৃদয় আসনে, তোমারে বসায় যতনে,
করিয়াছি পীঠস্থানঃ থাকলে এই অন্তর্জগতের জ্ঞানঃ
তোমার মধ্যে আমি আছি, দূরে ত নয় কাছাকাছি,
তবে বাহিরেতে মিছামিছি, টানাটানি কর কেন?

অভিসার—২নং নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — বললে, রাইকে দিয়ে আসার আশা, মম কুণ্ডে নিলে বাসা,
প্রেমময়ীর প্রেমের আশা, আজ হবে শূন্য।

পাড়ন — যে জন অন্ন বিনে ক্ষুদ্র মনে, আছে চির অনশনে,
হেন জনে অন্নদানে, পাতক না পুণ্য?

ফুকার — যারা পর দুঃখে দুখী, পর সুখে সুখী, তারাই পরার্থপরঃ
তোমার সামর্থ্য প্রণয়ী, রাখে প্রেমময়ী, এত কেন স্বার্থপরঃ
শুনি প্রেমময় শ্যাম তুমি প্রেমদাতা, বিশ্ববাসী তব প্রেমের গ্রহীতা,
হেন প্রেমদানে কেন কুপণতা, আমি কি এতই পর ॥

মিল — বিশ্বপ্রেমিক তুমি হরি, বিশ্ব তোমার প্রাণ,
আপন পর সকলি সমান, প্রাণ দিয়ে সে তোমায় চায়।

মুখ — বলো হরি বিশ্বপতি, এ বিশ্বে যত যুবতী,
আমি কি অস্পৃশ্যা অতি, একা এ ধরায় ॥

ডাইনা — আমার আগুনা দিয়া, নিত্য যাও হে প্রাণপ্রিয়া, নিশিতে তুষিতে রাধিকায় হেঃ
অবলাবান্ধব তুমি, দুর্বলা অবলা আমি, কি দোষে বঞ্চিতা তব পায় হেঃ
দীনবন্ধু তোমায় ভনে, বন্ধুহীনা দীনাজনে,
প্রেমসিদ্ধুর এক বিন্দু দানে, সিদ্ধু কি শুকায়ে যায়?

খাদ — ঘৃণা করে পতিতারে ঠেল না ও পায় ॥

ফুকার — আমি কত না পাতকী, স্বজনঘাতকী, সঞ্চিত পাতক বলঃ
তাইতে কল্পবৃক্ষ মূলে, কল্পনা করিলে, মিলে না কল্পিত ফলঃ
আমি প্রেমের পিপাসা মিটাইব বলে, আশা করে আসি প্রেমসিদ্ধু কূলে,
এ হতভাগিনীর কপালেরই ফলে, শুকাল সাগরের জল ॥

অন্তরা — আমি কৃষ্ণ-আশা অভিসারে কাটালেম নিশি।
বিনে কৃষ্ণ আস্য এ নৈরাশ্য সাগরে ভাসি ॥
হায় গো, দুর্ব্বহ জীবন ভার, বহিতে না পারি আর,
যৌবনসম্ভার ভার, হর গো আসি।
আমি জীবনে মরণে হব, চরণে দাসী ॥

পরচিতান — জ্ঞানি লক্ষ্যান্তরে অর্ক হাসে, লক্ষ কমল জলে ভাসে,
অহিংসা প্রণয়রসে সকলে খেলায়।

পাড়ন — তেমনি তুমি একই দিনমণি, এ বিশ্বে যত রমণী,
সবাই আমরা কমলিনী, দাসী তব পায় ॥

ফুকার — শুনি সবহবদ্রভ, সহজে দুর্লভ তুমি হরিপ্রেমময়,

যদি জগতের বন্ধু, তুমি কৃপাসিদ্ধ, আমি কি জগতের নয়ঃ
জানি তুমি বন্ধু নহ একা শ্রীরাধারই, যে ডাকে তোমারে তুমি যে তাহারই।
আমার এ কুটীরে বন্ধিতে শরীরী, কারে করো এতো ভয়।।

(উপরোক্ত অভিসার ২ নং বা দোসরা গানটির চিতান ও পাড়ন পদে নিম্নরূপ পরিবর্তন
ঘটিয়ে এটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ১ নং বা সদর অভিসার গানে পরিবর্তন করা যায়)

চিতান — একদিন চন্দ্রার দাসী পদ্মা ধরে, শ্যামকে নিল চন্দ্রার ঘরে,
কৃষ্ণ বলে চন্দ্রা মোরে, দাও আজি বিদায়।
পাড়ন — তখন চন্দ্রা বলে হাসি হাসি, রাধা তোমার এতো বেশী,
আমি বুঝি কালোশশী, তোমার কেহ নয়।।

ঐ জবাব—রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — বললে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দানে বন্ধু পাতক না পুণ্য।
পাড়ন — অন্নদানে কিঞ্চিৎ পুণ্য হয়, কিন্তু কৃষ্ণ অন্ন নয়,
প্রেম একের বাঁয় অনন্ত শূন্য।।
ফুকার — বললে, প্রেমিকারা পরার্থপর, রাই প্রেমিকা বড় স্বার্থপর,
পরকে দেয় না পরম ধনঃ সেধে দিলে হয় এখন নিধন,
প্রেমের সেবা করলে কামে, উপরের ধন নীচে নামে,
তাইতে দিবানিশি থেকে বামে, শিখায় শ্যামে প্রেমসাধন।।
ফুকার — বললে, বিশ্ব তোমার প্রেম গ্রহিতা, এ প্রেমদানে কৃপণতা,
করলে ক্যান প্রেমনাগরঃ আমি তোরে ত ভাবি নাই পরঃ
বিশ্ব আমার প্রেমে ভরা, পাত্রগুণে মাত্র ধরা,
হয়ে মহাভাবে আত্মহারা, পঞ্চতত্ত্ব প্রেমে ভর।।
মিল — প্রাণ দিয়ে যে ভালবাসে সে আমারে পায়,
তুই ত প্রাণ না দিয়ে আমায়, প্রাণ নিতে চেষ্টা করিস।
মুখ — সামঞ্জস্য তুই অস্পৃশ্যা, কামের শিষ্যা, প্রেমের কি চিনিস।।
ডাইনা — বিন্দু দানে সিদ্ধ ত পারে না কমিতেঃ মরীচিকায় বারি ভাবিস মরুভূমিতেঃ
নাগর আমি সাগর শীতল, প্রেমময়ী রাই তাতে জল,
চাস যদি জল রাইকুঞ্জে চল, মুখ লাগায়ে চুমুক দিস।
খাদ — প্রেমসাগর মধিয়া তুই গো উঠায়েছিস বিষ।।
ফুকার — বললে, তুমি বন্ধু দিনমণি, সব রমণী কমলিনী,
সবে পাবে সমান করঃ আগে সমান করের প্রমাণ করঃ
স্নিগ্ধ নীরে ভাত্র মাসে, সূর্যকরে পদ্ম হাসে,
ক্যান শিশিরে সে কর পরশে, মরে লো পদ্মনিকর।।
ফুকার — বললে, এই কুঞ্জে সর্বশরীরী, অবস্থান করিতে হরি,
কারে ভয় কর এখনঃ আমার ভয়মাত্র মদন বেদনঃ
আমি মদন গিরিধারী, যা ধারি রাধারে ধারি,
আমার বামে না থকলে কিশোরী, আমি ত শুধুই মদন।।
ফুকার — আমার প্রেমের গুরু বিনোদনী, শরৎকালের কমলিনী,
জল লাগে না ফুল পাতায়ঃ যারে যত্নে দেয় দেবীর মাথায়ঃ
তুই ত শিশিরে পদ্ম, কর লাগায়ে করলে যুদ্ধ,
ও তোর সপ্ত তালা হবে বিদ্ধ, প্রাণ যাবে অশুদ্ধতায়।।

মিল — তুই আমারে ভালবাসিস আমিও বাসি,
ছেড়ে দে না ঘুরে আসি, সতত মনে রাবিস।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

ফুকার — আবার চন্দ্রাবলীর বাক্য শুনে দুঃখে বলে বাঁকা শ্যাম।

পাড়ন — হলে মনে মনে মনমিলন, শেষে ঘটে সঙ্গিলন, প্রেম করা নয় জোরজুরির ক্রম।।

ফুকার — বলো, তুমি কর কপণতা, রাধার স্বার্থপরতা,
সে কি আপন আমি পরঃ তোমার এই জ্ঞানটাই স্বার্থপরঃ
রাই আমায় ভিন্ন দেখেনা, অন্তর আড়ালে রাখেনা,
দুঃজন মিলন হলে ঠিক থাকেনা, কেবা আপন কেবা পর।।

মিল — মনোবাঙ্গা পুরাইব বলো রূপসী, তোমার কুঞ্জে থাকলে নিশি, মান করিবে শ্রীমতী।

মুখ — আর আমি থাকিতে নারি, সকালে বিদায় করগো সতী।

ডাইনা — কৃপা বিন্দু দান করিতে হয়েছি কৃপণঃ

দান করা দানীর কর্তব্য সম্ভব যার যেমনঃ

পাত্র বুকে দান করিলে, সে দানেতে মোক্ষ ফলে,

অপাত্রেতে বস্তু দিলে, শেষে হয় অধোগতি।

খাদ — আরও একটি কথা শুনে দুঃখিত অতি।।

ফুকার — বলো, দান করিলে দুই এক বিন্দু, শুকায় কি হে প্রেমসিদ্ধ,

বল বন্ধু গুণধরঃ ওগো চন্দ্রা আমার কথা ধরঃ

প্রেমসিদ্ধুর অতল বারি, শ্রীরাধা নিষ্কামের খাড়ি,

প্রেমের জল থাকে না তোমার বাড়ী, মধ্যে পড়ে বালুর চর।।

ফুকার — যদি ক্ষুধার্থীরে না দেয় অন্ন, তাতে তার পাতক না পুণ্য,

বল হে কমলার্থীঃ তুমি শোনগো চন্দ্রমুখীঃ

রাখিলে একদিনের তরে, লালসা বাড়িবে পরে,

যদি ভোজন করে পেট না ভরে, পাতক বই তার পুণ্য কি?

ফুকার — বলো, বল বল মনচোরা, আমি কি এ জগৎ ছাড়া,

তুমিও জগতের জনঃ বাঙ্গা পূর্ণ করা প্রয়োজনঃ

দেখনা চাতকীগণে, চেয়ে থাকে মেঘের পানে,

ঠিক নাই জল পাবে তারা কতক্ষণে, কালমত হয় বরিষণ।।

ঐ জবাব—নকুলেশ্বর সরকার (স্বকৃত)

ফুকার — বললি, তুমি কৃষ্ণ প্রেমদাতা, প্রেমদানে কেন কৃপণতা,
আমি কি এতই পরঃ এ প্রেম রাখার মত পাত্র গড়ঃ
কৃষ্ণ প্রেম হয় সিংহের দুগ্ধ, তোর দেহ কামে বিমুগ্ধ,
আগে নিষ্কাম প্রেমে করে দগ্ধ, দেহ ভাও পাকা কর।।

মিল — কৃষ্ণ প্রেম স্বামী নক্ষত্র তার বৃষ্টি জলে,
ওজিতেই মুক্তা ফলে, শামুকে হয় না জমা।

মুখ — কাম থাকিতে চন্দ্রাবলী, বুঝবি না শ্যামপ্রেমের মহিমা।

ডাইনা — প্রেমসিদ্ধুর বিন্দু দিতে বলেছ আমায়,
এক বিন্দুতে তপ্ত মরু তৃপ্ত করা দায়ঃ

- তোর দেহ মরুপ্রান্তরে, কাম বালুতে ধু ধু করে,
বিন্দুর আশা দিয়ে ছেড়ে, নিদ্ধামের বাদল নামা।।
- খাদ — প্রেম সাধনে রাধার সনে দিসনা উপমা।
- ফুকার — বললি, এলেম প্রেম সাগরের কূলে, সাগরও শুকায়ে গেলে,
মিটলনা প্রেমের পিয়াসঃ তোর যে কাম কামনার অভিলাষঃ
অহেতু প্রেম সাধন রশে, কৃষ্ণ প্রেমের তৃষ্ণা নাশে,
তোর ঐ কামরিপু অগন্ত্য বেশে, প্রেমসাগর করেছে ত্রাস।।
- ফুকার — বললি, জীয়েনে কিংবা মরণে, দাসী হয়ে শ্রীচরণে,
সেবা করবি বারো মাসঃ তোর তো মনে দুষ্ট অভিলাষঃ
দাসী হলে কোন বিচারে, প্রভুর পরিচর্যা ছেড়ে,
নব অভিসারের শয়্যা করে, বাসর ঘরে নিতে চাসু?
- ফুকার — বললি, আমার এ কুটীরে হরি, বঞ্চিত এক বিভাবরী,
কারে কারো এত ভয়ঃ এটা ভয় ভাবনার কথা নয়ঃ
দেহ-কুটীর করে শুদ্ধ, দিলে প্রেম প্রীতির নৈবেদ্য,
তার কুটীরে শ্যাম নীলপদ্ম, চির বদ্ধ হয়ে রয়।।
- শ্যামা সখী (মানগান) ১নং নকুলেশ্বর সরকার**
- চিতান — একদিন পড়ে চন্দ্রার প্রেমফাঁদে, বন্দী হলেন কালাচাঁদে,
শ্যাম বিচ্ছেদে মনের খেদে, রাধে প্রিয়মান।
- পাড়ন — দারুণ প্রেম বিরহ যন্ত্রণাতে, মন মানে না সাহসনাতে,
বৃন্দাদুতীর মন্ত্রণাতে, রাধে করল মান।।
- ফুকার — তখন পণ করিয়ে মনে, রাধে মনপ্রাণে মানের গৌরব বাড়াল,
ভোরে এসে শ্যামনাগরে, কাঁদে চরণ ধরে তবু না প্রাণ জুড়ালঃ
আর দেখবে না জীবনে কালার কালো অঙ্গ,
করবে না আর কভু সে কালার সঙ্গ,
কালো কোকিল আর যত কালো ভুঙ্গ, কুঞ্জ হতে তাড়ালো।।
- মিল — শ্যামা দেখে শ্যামের অঙ্গ তাড়ালো তারে,
শ্যামাসখী সকাতরে, রাধার কাছে কৈদে কয়।
- মুখ — বল দেখিগো ওগো রাধে, কোন দোষে কি অপরাধে,
কুঞ্জ হতে মনবিষাদে, তাড়ালে আমায়।।
- ডাইনা — আমি অসাধ্য সাধনার ফলে, জন্ম নিয়ে এ গোকুলে,
দাসী হয়েছিলাম তব পায় হে
আশা ছিল মনে মনে, জীয়েনে কিংবা মরণে, রবো তব শ্রীপদসেবায় হেঃ
এত দিন সেই দাসীজ্ঞানে, স্থান দিয়ে রাজ্য চরণে,
আজ কেন রাই অকারণে, বঞ্চিত করিলে পায়।
- খাদ — তুমি বিনে এ ভুবনে, স্থান পাবো কোথায়।।
- ফুকার — আমি যদি বা অজ্ঞানে, তব শ্রীচরণে, পাতকিনী হই সত্য,
তবে না ঠেলে চরণে, রাখো নিজ গুণে, মহৎ গুণের মাহাত্ম্যঃ
তোমার চির অনুগতা এই দুখিনীয়ে, ভাসাইও না রাধে চির দুঃখ নীরে,
বন্দী রেখে তব পদ-কারাগারে, করাও পাপের প্রায়শ্চিত্ত।।
- মিল — যদি পাপ করিয়ে থাকি তব শ্রীপদে,

- তুচ্ছ পাপের অপরাধে, দিও না চির বিদায়।।
- অন্তরা — শোনো ওগো শ্রীরাধিকে।
তুমি মম আরাধিকে, তুমি সর্কার্থ সাধিকে।।
তুমি ধর্ম তুমি কর্ম, গয়া গঙ্গা বারানসী,
সাধ করে কি বিনামূলে, চরণতলে হলেম দাসী।
চরণ দিয়ে দাসী বলে, আবার যদি হরে নিলে,
দত্তাপহারিনী বলে, তোমাকে বলবে ত্রিলোকে।।
- পরচিতান — তোমায় লোকে বলে দয়াবতী, অনুগতা দাসীর প্রতি,
এত নিদয় রাই শ্রীমতি, হলে কি কারণ।
- পাড়ন — আমায় জীবনে কিংবা মরণে, রাধে তোমার চরণ বিনে,
কে রাখিবে এ নিদানে, কে আছে এমন।।
- ফুকার — করে কত না সাধনা, গৌরী আরাধনা, পেয়েছি তোমা ধনে,
আমায় নিত্যসেবার দাসী, করে রাই রূপসী, রেখেছ শ্রীচরণে:
আজি নিদয় হয়ে রাধে তুমি বিদায় দিলে, কি সুখে আর বেঁচে রব এ গোকূলে,
এজীবন ত্যজিব রাধা রাধা বলে, রাধাকুণ্ডের জীবনে।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — তখন শ্যামাসখীর বাক্য শুনে দুঃখে বিধুমখী কয়।
- পাড়ন — আমার মানে হল মন পাষণ, তুই করবি তার অবসান,
মুক্তিল অসান, আর হয় কি না হয়।।
- ফুকার — তোরে কি বলব শ্যামাসখী, শ্যামের বরণ তোরে দেখি,
যখন ফিরাই আঁখিঘরঃ ভাবি কাল রূপ তো ভাল নয়ঃ
ভোজনের পর নিরবধি, পান খাওয়ার রয়েছে বিধি,
চুন খেয়ে গাল পোড়ে যদি, দধি দেখলে করে ভয়।।
- মিল — যেই বনে গিয়েছে কালা, যাবি সেই বনে,
কালি মিশে কালার সনে, জুড়াবি তার পোড়া প্রাণ।
- মুখ — কান্দলে কি হয় দুর্জয় মানে, কান্দলে পরে পাবি লো স্বস্থান।।
- ডাইনা — কালো কোকিল কালো ভ্রমর আর নীল বসনঃ
দুর্জয় মানে সকল কালো দিলেম বিসর্জনঃ
মান করেছি যাহার কারণ, তোরে দেখি তাহার বরণ,
তোরে যদি করি দর্শন, থাকে না গো মানের মান।
- খাদ — আমার কেহ হোস যদি তুই আমার কথা মান।।
- ফুকার — বললে, অপরাধী হলে পরে, রেখে চরণ কারাগারে,
প্রায়শ্চিত্ত কর তারঃ তবে শোন আমার সিদ্ধান্তের সারঃ
কালো চিন্তা দিয়ে ছেড়ে, কুঞ্জবনে থাকবি পড়ে,
আগে ঘোল ঢেলে আর মাথা মুড়ে, ধারণ কর ধবলাকার।।

শ্যামা সখী (মানগান) ২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — বললে, করে দুর্জয় মানের অর্জন, সকল কালো করলি বর্জন,
রাগের বশে সৃজন কুজন, বিবেচনা নাই।
- পাড়ন — তাইতে আমার অঙ্গ কালো বলে, আমাকেও উপেক্ষিলে,

- বিনা দোষে দণ্ড দিলে, নিষ্ঠুর হলে রাই।।
- ফুকার — তুমি দেখবে না আর কালো, সঙ্কল্পটা ভালো, করেছে হে রসময়ী;
কিন্তু দেখ বিচার করে, অন্তরে বাহিরে, কালো বর্জন হলো কই;
হায়, মুকুর ধরিয়ে চেয়ে দেখ ধনি, কালো রইল তোমার নয়নের মনি,
কালো চূলে তব রইল কালো বেণী, আমি কিসে দোষী হই।।
- মিল — পয়োধরে ধরে কালো চিহ্ন বর্তমান,
তবু রাই কালার অপমান, করতে চাও মনভ্রমে।
- মুখ — না বুঝিয়ে ওগো রাধে, আগে কেন সেধে সেধে,
মজেছিলি মনোসাধে, সে কালার প্রেমে।।
- ডাইনা — যেদিন কালার রূপ দেখিলি, কালাকাল ভুলিয়ে গেলি, ভুলের বশে পরেছিলি,
কালার প্রেমকণ্ঠ হারঃ কালোরাপের প্রেম তরঙ্গে, ডুবে কালোরাপের গাঙ্গে,
সাধ করে পরেছিস অঙ্গে, শ্যাম কলঙ্কের অলঙ্কারঃ
তাজিয়ে স্বজনবর্গ, কালার পদে ভেবে স্বর্গ,
মনপ্রাণ সকল উৎসর্গ, করেছিলি কালার নামে।
- খাদ — কালো বিনে কি হবে রাই, তোর পরিণামে।
- ফুকার — রাধে, কুলমান সব ত্যজে, যার প্রেমে যে মজে, বুঝতে হয় তার পরিণাম,
ওধু ভাবের অনুরাগে, প্রেম করিয়ে আগে, কে করে প্রেমের দুর্গামঃ হায়—
জীবন দিয়ে আগে যাহারে ডজিলে, ফল কি হবে বলো তাহারে ত্যজিলে,
যাবে না যাবে না তোর এ জীবন গেলে, কালো কলঙ্কিনী নাম।।
- অন্তরা — কেন রাই হেন মানিনী।
যার কারণে বৃন্দাবনে, হল কালো কলঙ্কিনী।।
জীবন যৌবন সর্বস্বধন, অর্পণ করলি যার চরণে;
কোন পরাণে তুচ্ছ মানে, বিদায় দিলি হেন ধনেঃ
আগের মত অনুরাগে, দাঁড়াও গিয়ে তার বামভাগে,
আমরা দেখব প্রেমসোহাগে, মেঘের কোলে সৌদামিনী।।
- পরচতান — আমরা বুঝেছি তোর ব্যবহারে, অন্তরে কিংবা বাহিরে,
লেগেছে তোর হাড়ে হাড়ে, কালার প্রেমের দাগ।
- পাড়ন — ও তুই আঁখি মুদে দেখলে পরে, দেখবি কালো তোর অন্তরে,
কেন সে কালার উপরে, মিছে কর রাগ।।
- ফুকার — বললি, কালো রূপ দেখবি না, কালো জল খাবি না, যাবি না কালিন্দী তট,
রাই তোর তনু মন গড়া, যে কালোতে ভরা, তারে ত্যাগ করা শঙ্কটঃ
সে কালো কি রাই তোর উপেক্ষার পাত্র, ভাবাবেশে মুদে দেখ না দুটি নেত্র,
তোর ঐ চিত্রপটে আঁকা আছে চিত্র, চিত্রচোরের চিত্রপট।।

মান (রাধাকৃষ্ণ) ১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শ্যামের আসার আশে, আছেন কুঞ্জে বসে, কিশোরী বিরস মনে।
- পাড়ন — ভোরে বৃন্দে দূতী, বলে ইন্দুমুখীর প্রতি, শ্রীপতি চন্দ্রার ভবনে।।
- ফুকার — চন্দ্রার অপবাদে খেদে শ্রীরাধে, মনের বিষাদে করিল মান,
অমনি মান ক্রমা দে রাধে, বলে কেঁদে কেঁদে, পদে পৈল কালাচাঁদঃ
ফেলল রাই পদে ঠেলে, মঞ্চময়ী মানং বলে,
রাধাকৃষ্ণের নীল জলে, অমনি কৃষ্ণ গেল ত্যজবে বলে প্রাণ।।

- মিল — রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন হরি, কাণ্ড সেখে কুণ্ডেশ্বরী, বলে ত্রিভঙ্গের পাশে।
 মুখ — কে হে তুমি অনুরাগী, সর্বত্যাগী অল্প বয়সে।।
 ডাইনা — কটিতটে নিলে সাঁটি নীল শাড়ীখান গোঃ
 ভুণ্ড পদচিহ্ন বুকে, বিদরিত পদ নখে, দেখে দুঃখে কান্দিছে পরাণ গো,
 “কার এ পদ” যার পদ নখ হ্রদে “কার এ পদ”, (নমি সে পদে নমি সে পদে)
 যার পদ নখ হ্রদে, নমি সে পদে,
 তাজেছ কামিনী কান্ধন, বিষয় রসে নাই আকিঞ্চন,
 কেন নয়ন ধারা সিঞ্চন, সে ধারায় ধরা ভাসে।
 খাদ — শশী মুখে মসী মাখা কাহার বিরসে।।
 ফুকার — বলো রাধা বলে ধারা বিপর্যয় কেন হয় তোমার দুটি আঁখে,
 তোমার জপের মুরতি, কোন রসবতী, রাধামন্ত্রে সাধা কেঃ
 নাকি তোমার প্রণয়পাত্রী, সামর্থ্য প্রেম বিধায়িত্রী,
 নইলে রাধানাম গায়ত্রী, বলো দিবারাত্রি কেন লও মুখে।।
 মিল — নাকি রাধামন্ত্রে উপাস্য, সাধিতে সাধন রহস্য, চলেছ সিদ্ধির দেশে।।
 অন্তরা(বিভাস)কে তুমি মরিতে এলে, কার প্রতি এ জিদ্ধি হলে।
 জানে না সে সাধন সিদ্ধি ২, যে তোমায় এ বুদ্ধি দিলে।।
 কেহ ভবনে কি বনে, সাথে মূলমন্ত্রঃ
 তোমার কেন মরণের সাধ দেখি স্বতন্ত্রঃ
 করিলে অসাধা সাধন, সাধকের হয় সিদ্ধি সাধন,
 সাধ্যে মিলে আরাধ্য ধন ২, মরিলে কি সিদ্ধি মিলে?
 পরচিতান — তোমার সাধনচর্যা, দেখে ত্যাগের সজ্জা, আমি আজ লজ্জাতে মরি।
 পাড়ন — কারো যোগীর চিত্র, কক্ষতলে ভিক্ষার পাত্র, কেউ মাত্র করস্বধারী।।
 ফুকার — জানি বহিরঙ্গে পরে বহির্কাস, যদি পুরুষেরা যোগী হয়,
 হলে প্রকৃত প্রকৃতি, যোগিনীর আকৃতি, যোগিনী সাজে সাজায়ঃ
 তুমি কি পুরুষ না নারী, আমি নারী চিনতে নারি,
 আয়ু থাকতে ডুবায় নাড়ী, দেখে নীল শাড়ী পুরুষের মাজায়।।

মান (রাধাকুণ্ড) ২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — বললে রাধারমণ তুমি রাধার মন, এ মরণ রাধার মানের দায়।
 পাড়ন — শুনে হাসি আসে, নারীর মানে মন বিরসে, পুরুষে জীবন দিতে চায়।।
 ফুকার — তুমি চন্দ্রার কুঞ্জে চন্দ্র ডুবায়, হলে নষ্টচন্দ্র কালাচাঁন(দ),
 তাহিতে কালো রূপের প্রতি, রোষিল শ্রীমতিঃ দেখবে না কালো বয়ানঃ
 রাধা যারে ধরে বক্ষে, আমি থাকি তার স্বপক্ষে,
 রাই বিমুখ যে এই ত্রৈলোক্যে, মা আমার বক্ষে সে পাবে না স্থান।।
 মিল — ছায়ামাত্র আমি শ্রীরাধার, রাধা বারি আমি আধার, রাধাকুণ্ড নাম ধরায়।
 মুখ — কান্দলে কি আর রতন মিলে, অযতনে যদি কেউ হারায়।।
 ডাইনা — ছুইওনা ছুইওনা আমায় হে রাধারমণ হে।
 চন্দ্রার প্রেমের অপরাধী, জীবন দিতে চাহ যদি,
 করে এসো গিয়ে চন্দ্রায়ণ হেঃ(ছুইওনা ছুইওনা)
 চন্দ্রায়ণ না করে আমায় ছুইওনা ছুইওনাঃ
 (করে এসো চন্দ্রায়ণ) নষ্টচন্দ্র দোষের কারণ—

- দেখে পাপী রত্নাকরে, জল ছিল না রত্নাকরে,
রাহি যারে অযত্ন করে, তার পাপে সাগর শুকায়।
- খাদ — পাপীর সঙ্গে, পাপীর অঙ্গের পাপ লাগিবে গায়।।
- ফুকার — আগে সাথে সাথে সেধে দেহ মন, তুমি রাহিকে করলে সমর্পণ,
তারে দিয়ে হরি মনঃ নিয়ে হরি মন, চন্দ্রাকে করলে বরণঃ
ব্রহ্মবধ পাতকী এলে, রাধাকুণ্ডে মুক্তি মিলে,
দণ্ড-অপহারী হলে, রাধাকুণ্ডের জলে হয়না পাপ মোচন।।
- মিল — কোন পাতক থাকবে না অঙ্গে, চন্দ্রাবলীর প্রেমের গাঙ্গে,
সাঁতার দেও গে শ্যামরায়।।
- অন্তরা — দেখবে না আর কালো বরণ, পণ করে রাই মান করিল।
শ্যামা দেখে শ্যামার অঙ্গ, কুণ্ড হতে তাড়াইল।।
কালো তমাল কালো ভূঙ্গ, কালো শুক-শারীঃ
হোঁবে না কালো ঐ, কালো যমুনার বারিঃ
সেই কালোকে করলে ধারণ, হারা হবো রাধারচরণ,
মরতে হলে মরণ বারণ, চন্দ্রাকুণ্ডে মরা ভালো।।
- পরচিতান — হয়ে কালো দোষী, সকল কালো দোষী, করেছ শ্রীমতির কাছে।
- পাড়ন — কালো রূপের পানে, কেউ চাবে না ত্রিভুবনে,
কালার কারণে, কালোর মান গেছে।
- ফুকার — দেখে ডানুসুতার মানের অনুরাগ, কেন তনুত্যাগ ভগবান,
যদি কালো রূপের প্রতি, শ্রীমতির অপ্রীতি, লুকাও এ মুরতি খানঃ
পরে রাই রূপের আভরণ, অঙ্গ করো গউর বরণ,
সেদিন দিয়ে যুগল চরণ, এ দাসীরে করো পরিগ্রহ।।

মান (কলহাস্তুরিতা) নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — রাধার মানের দণ্ডে দণ্ড পেয়ে শ্যাম নটবরে।
- পাড়ন — প্রাণ ত্যজিবার ছলে, গেল রাধাকুণ্ডের জলে,
ইন্দুমুখী কেঁদে বলে, বৃন্দার গোচরে।।
- ফুকার — বৃন্দে গো আমায় মান শিখালি, তাইতে শ্যামের দিকে মনের সুখে
চাইতে না দিলিঃ হয় ১৩
শিক্ষা দিয়ে মানের বিধি, অগস্ত্যের প্রায় হয়ে বাদী,
গতুষে শ্যামসুখের নদী, শুকায়ে নিলি।।
- মিল — দুর্জয় মানে মাধব ত্যজিয়ে, কি হবে এ প্রাণ রাখিয়ে,
বাঁচার চেয়ে মরা ভালো।
- মুখ — কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবনে, এ জীবনে, ফল কি আর বলো।।
- ডাইনা — যার চরণে শরণ নিতে রতিপতি লজ্জাপায়ঃ
ভুজ্জ মানের প্রতিদানে, চরণে ধরালেম তায়ঃ
(মুখ ভুলে না সেঝিলাম, আমি অধঃমুখে বসেছিলাম)
বহুস্তে গাঁথিয়ে মালা পরাইয়ে আমার পায়,
মঞ্চময়ী মানঃ বলে করযোড়ে ভিক্ষা চায়।
(পঞ্চম) আমি মানে ক্ষমা নাহি দিলাম গোঃ
আমি শ্যাম ত্যজিয়ে মান রাখিলাম গো, (মানে ক্ষমা)

- বলগো বৃন্দে বল আমারে, মান করে কি হল ফল।
 মানে মাধব বিদায় দিয়ে, মান ধুইয়ে কি খাব জল।।
 তোর এই কুমন্ত্রণার বলে, অভাগিনীর কন্দ ফলে,
 পড়ে মান-রাহুর কবলে, শ্যামশশী অদৃশ্য হলো।।
- খাদ — মান হয়ে আজ কালভুজঙ্গ, অঙ্গে দংশিল।
- ফুকার — বৃন্দে গো, আমার শ্যাম প্রেমরতন, আমি অন্ধের মতন গো —
 রতনের করলেম না যতনঃ হয় ২।৩
 মানে মজায়ে আমারে, মানের ধনকে নিলি কেড়ে,
 জ্বলে দিলি সুখের ঘরে, দুঃখের হতাশন।।
- মিল — ভেবেছিলাম তুই মোর বান্ধবী,
 তুই সে এমন নিষ্ঠুর হবি, আগে কি তা জানা ছিল।
- অন্তরা — বলো বলো সখী, শ্যাম শুকপাখী, আমায় দিয়ে ফাঁকি,
 কোথায় উড়ে গেল।
 বিনে শ্যামচাঁদে, মনপ্রাণ কাঁদে, কেন হেন সাথে বিবাদ ঘটিল।
 আশা করে এসে নিকুঞ্জকাননে, সাজাইলেম কুঞ্জ কুসুমকাননে,
 রসরাজ সনে মিলিব দুজনে, সর্বনাশা মানে আশা না মিটিল।
 তুই কি বৃন্দে পূর্ব জন্মে, আমার শত্রু ছিলিঃ
 নইলে কেন হেন বাদ সাধিলিঃ(আমার শত্রু ছিলি)
 আমার মানের ধনকে হরে নিলি,
 (করে চতুরালী, মানের ধনকে) (আমার শত্রু)
 যার গরবে গরবিনী আমি বৃন্দাবনেঃ
 তাঁরে উল্লেখিলেম আমি মজে তুচ্ছ মানেঃ
 (শত অপরাধীর প্রায়) সেধে কেঁদে হল বিদায়,
 জীবনের ধনে হারাইলেম মানে,
 আগে কেবা জানে, তোর মনে এই ছিল।।
- পরচিতান — আমার ক্ষুধার কালে, সুধা বলে দিলি হলাহল।
- পড়ান — আমি সরল মনে, গরল খেলেম সুধা জানে,
 কে জানে তোর কুটিল প্রাণে, ছিল এত ছল।।
- ফুকার — বৃন্দে গো, আমার শ্যাম হলো বান,
 আমি আগে যদি জানতেম সখী মানের পরিণামঃ হয় ২।৩
 তবে কি মজিতাম মানে, তাজিতাম সে মানের ধনে,
 তুচ্ছ কাঁচের আকিঞ্চনে, কাঞ্চন হারালাম।।

মানভঞ্জন (বিদেশিনী) ১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — একদিন রাইকে রেখে আসার আশায়, চন্দ্রাবলীর ভালোবাসায়,
 ভুলে রইলেন ভাল বাসায় নাগর কানাই।
- পাড়ন — তখন আশার নিশা হেরে সান্ন, রাগে করে কুঞ্জভঙ্গ,
 হেরবে না আর শ্যাম ত্রিভঙ্গ, মান করেছেন রাই।।
- ফুকার — তখন নারীর মান ভাঙ্গিতে নারি হরি নিরুপায়,
 অমনি নারী বৃন্দে প্রাণগোবিন্দে নারী বেশ সাজায়ঃ হয় ২।৩
 সুভার নিতম্ব পরি, ঘন উড়ে নীলাশ্বরী,

- ঝঙ্কত কি মনোহারী, কিঙ্কিনী মাজায় ॥
- মিল — ধরে বাম করে অলঙ্কৃত তুলি দক্ষিণ করে বাটি,
গজেন্দ্রগমনে হাঁটি, মানকুঞ্জে যায় বিদেশিনী।
- মুখ — দেখে সে নরসুন্দরী, মানসিদ্ধ মগনা প্যারী,
আনন্দে কয় দেখ বৃন্দে ধনি ॥
- ডাইনা — রজ্জা কিংবা তিলোত্তমা, তা হতে অতি উত্তমা,
এই নারী কার প্রিয়তমা, কে সে মহাভাগ্যবানঃ
খঞ্জন নয়নকোণে, কি জানি মোহিনী জানে,
মু-ধনু কটাক্ষ বাণে, আকুল করিল প্রাণঃ
অলকাতিলকা রেখা শ্রীমুখ মণ্ডলে সিন্দুরের বিন্দু ডালে,
মেঘের কোলে দামিনী ॥
- খাদ — অতি ঘন কৃষ্ণবর্ণ পূর্ণ যৌবনী ॥
- ফুকার — ধনির অনঙ্গ জিনি প্রেমাস্ত শ্যামাস্ত সমানঃ
যেন সমুদ্রত কুচগিরি কামেরই কামানঃ হয় ২।৩
হরি জিনি ক্ষীণ কটি, তাহে শোভে নীল শাটী,
অরুণ নয়ন দুটি, নারী ধরা ফাঁন ॥ (ফাঁদ)
- অস্তুরা — এ নাগরী ছিল কোন দেশে। সখী গো—২।৩
ওসে কিসের লাগিয়া, সংসার ত্যাগিয়া, সাজিয়া এসেছে এই বেশে ॥
কি লাগিয়া করে আঁখি, ওসে নাগরহারা হয়ে নাকি গো—
এ বেশে কি এলো প্রবাসে।
এমন নাগরী বিহনে, নাগর কেমনে, পরাণে বাঁচিল সে ॥
- পরচিতান— সখী এ মোহিনী যার মোহিনী, মোহিনীমোহন তিনি,
না জানি সে প্রাণসজ্জনী, কতই রূপবান।
- পাড়ন — এমন মোহিনী তাজে যে নাকি, গৃহ সুখে থাকে সখী,
তার মত কি আছে সখী, নিরদয় পাষণ ॥
- ফুকার — সখী, আড় নয়নে, আমার পানে, তাকায় কি লাগি,
যেন আমায় দেখে কাহার স্মৃতি উঠেছে জাগিঃ হয় ২।৩
ইচ্ছা হয় যে করে যতন, বক্ষে রাখি নারী রতন,
সেও বুঝি আমার মতন, কান্তবিরাগী ॥

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — মধুর প্রেম সম্বন্ধে, দূতীবৃন্দে মনের আনন্দে বলে।
- পাড়ন — দেখে অচিনা এই রমণী, ভুলেছিস রাই অমনি, এ রমণীর চাহনি বলে ॥
- ফুকার — একটু দেখ দেখি রাই লক্ষ্য করে, হরিণাক্ষীর বক্ষোপরে,
স্তন দুটি অস্বাভাবিকঃ তেমনি সাজখানিও আধুনিকঃ
এ মোহিনী কোন মোহিনী, মনমোহিনীর মনমোহিনী,
বাঁকা নয়নের বাঁকা চাহনি, দেখে কি পেলিনে ঠিক ॥
- মিল — ঐ কটাক্ষে কেন লো তোর মন কেমন করে,
রমণী কি রমণীরে, মারতে পারে নয়নবাণ।
- মুখ — শ্যাম হয়েছে শ্যামাসিনী, হেমাসিনী ভাসিতে তোর মান ॥
- ডাইনা — বললি এইটি কার রমণী কে সে ভাগ্যবানঃ

ভাগ্যবান নয় এ যে একটি ভাগ্যবতীর প্রাণঃ
চেয়ে দেখ তর বদনখানি, গড়া যেন মদন ছানি,
ভূলাতে কুলের কামিনী, দেখ না কেমন চক্ষের টান।

- খাদ — চিনা মানুষ না চিনে তোর মানের অবসান।।
- ফুকার — রাধে, শুনেছি তোর আর এক প্রমাণ, স্তন দুটি ওর কামের কামান,
এ যে কালার চালাকীঃ ধরতে পারলি না বিধুমুখীঃ
কমনীয় রমণীয় স্তন, দেখে কেন করিস এমন,
ও যে পুরুষলোকের সাত রাজার ধন, মেয়েলোকের করবে কি।।
- ফুকার — বললি, মনে বলে করে যতন, বঞ্চে রাখি নারীরতন,
থাকে যদি মন ভুলেঃ আগে দেখে নে কাপড় তুলেঃ
ওর দুটি স্তন বোঁচা বোঁচা, তোর দুটি স্তন উঁচা উঁচা,
ও তোর পদ্মফুলে দিবে খোঁচা, ঐ বুকের কদম ফুলে।।

মানভঞ্জন (বিদেশিনী) ২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — সেই তোর মধুর বাক্যে মধুর রসে, বন্ধুর মধুর বেশে,
জাগলো প্রাণে ভাবাবেশে, প্রেমের তৃফান।
- পাড়ন — আমার মন জেনে মান শিখাইলি, আশা সিদ্ধি তরাইলি,
বৃন্দে তুই কাণ্ডারী হলি, তৈরী করলি মান।।
- ফুকার — বললি, নারীর মান ভঙ্গিতে নারি, নারী সেজে হৃষীকেশ,
নাকি ছল করে করেছেন আমার, মানকুঞ্জে প্রবেশ। হয় ২১৩
সে মানে শ্যাম সাজে নারী, হেন মান ত্যজিতে নারি,
সাজায়ে দে সহচরী, আমায় পুরুষবেশ।।
- মিল — মুছিয়ে সিন্দূরের বিন্দু, তিলক চন্দন পরা,
কটীতটে পীত ধড়া, মোহনচূড়া দে মাথায়।
- মুখ — করেছে পাঁচনী লব, গোচারণে সদা রব, মজাইব ব্রজ গোপীকায়।।
- ডাইনা — কামনা ছিল অন্তরে, কামনা সাগরে মরে,
নারী দেহ ত্যজ্য করে, ধরিব পুরুষকায়ঃ
শ্যামেরে বানায়ে রাধা, আমি লব নন্দের বাধা,
রাধা রবে বাঁশী সদা, ভুলাইবে কুলজায়ঃ
পিরীত করে যাব ছেড়ে রব কদমতলা,
বুঝবে শ্যাম পিরীতির জ্বালা, অবলা কেমনে সয়।
- খাদ — নারী হওয়া কি স্বকুমারি বুঝবে রসময়।।
- ফুকার — সখী, রমণী প্রেমের খনি বলিত সবে,
আমার সে ভ্রান্তি গিয়েছে ঘুচে, শ্যামের স্বভাবেঃ হয় ২১৩
আত্মপ্রাণ পরেরে সঁপে, নারী বন্ধ অন্ধকূপে,
আর যেন কেউ নারীরূপে, জন্মে না ভবে।।
- মিল — পুরুষ ভ্রমরা জাতি নানা ফুলে গতি,
কুলে বন্ধ কুলবতী, ভূষিতা চাতকীর প্রায়।।
- অন্তরা — কোন পাপে এই নারী জন্ম পাই।
নারী চির পরবশে থাকে পরবাসে, পুরুষের নাই সে বালাই।।
রমণীর কুল কাঁচের খোঁরা, ভাঙ্গিলে আর লয়না জোড়া গো,

- পোড়া কুলে পোড়ার অস্ত নাই।
 আমি নারী দেহ ত্যজিব, পুরুষ সাজিব, কুল পোড়ায়ে করব ছাই।।
- পরচিতান— কুলজার কুল সে কুলকাঁটা, তুলতে গেলে দ্বিগুণ অঁটা,
 ঘুচাব সে কুলের খোঁটা, কলঙ্কিনী নাম।
- পাড়ন — ও সেই ভুল কুলের মূল তুলে ফেলে, মিশিব পুরুষের দলে,
 দেখাইব এই গোকুলে নারীর পরিণাম।।
- পরচিতান— সখী পামাণ দিয়ে পুরুষ গড়া দয়াহীন দেহ,
 নারী জীবন যৌবন দিয়ে তবু পায়না তার স্নেহঃ হয় ২।৩
 আদর্শ রমণী নামে, যারা আছে ধরাধামে,
 নিরদয় পুরুষের প্রেমে, মজোনা কেহ।।

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঢাকা) (মোড়া)

রাধার বাসরে অভিসারে যাবেন বলে, শ্রীনন্দের নন্দন।
 চন্দ্রার প্রেমে হয়ে মগন, কল্পেন যামিনী যাপন।।
 না হেরি নাগরে, বিন্দেকে রাই কয় কাতরে, কি করি বল?
 নন্দের ভেরী বাজিল, বকুল বনে কোকিল ডাকিল,
 তারা গগলাম সারা নিশি, এল না সে কালশশী,
 অস্তাচলে গেল শশী, ঐ দেখ নিশি ভোর হইল।
 বৃথা নিশি কুঞ্জে বসি, কল্মাস নিশি জাগরণ।
 আশা দিয়ে মদনমোহন দাসীরে করল বঞ্চনা।
 বল্ বৃন্দে সখি কেন আমার কমল আঁখি কুঞ্জে এল না।।
 প্রেমাবশে কুঞ্জে এসে, শয্যা করি আছি বসে, শ্যাম আসার আশে।
 ঐ যে নিশির শেষে, কালভুজঙ্গে দংশিল এসে,
 বিনা সখি, হৃষীকেশে, দারুণ বিষে প্রাণ বাঁচে না।
 বল্ বৃন্দে সখি কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না।।
 মনের বাসনা আমার পূর্ণ হলো না।
 কত যতন করে সাজাইলাম স্তরে স্তরে
 মনোহর সব ফুল যাতে মস্ত অলিকুল,
 জাতি যুঁথি মালতী বকুল, চম্পক বেল মল্লিকে,
 সেউতি গোলাপ শেফালিকে, কেতকী কুম্ভকলিকে,
 সৌরভে হয় প্রাণ আকুল, কত কষ্ট করে গোঁথেছি মালা।
 (সই গো) দিব বলে বঁধুর গলায়, দাসীর ভাগ্যে তাই হ'ল না।
 বল্ বৃন্দে সখি, কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না।।

(ঝুমইর)

ছি ছি একি লজ্জা, ফুলের সজ্জা, দিয়ে আয় গো জলে।
 তুলেছি ফুল রাশি রাশি, সে সকল ফুল হ'ল বাসি, দুঃখে প্রাণ জ্বলে।
 বল্ সখি বিনে কমল-আঁখি কাজ কি বাসি ফুলে?
 ছি ছি এ কি লজ্জা, ফুলের সজ্জা দিয়ে আয় গো জলে।।

(পরচিত্তান)

সই বনে বনে ভ্রমণ করি গোপীর সনে;
 ঐ দেখ সেই সব ফুলে,
 রইতে দিল না গোকুলে, কি করি উপায়?
 যেমন শক্তিশেলের প্রায়, গোকুলের ফুল হানিয়া বেড়ায়।।
 জাতির জন্য জাতি গেল, অশোকেতে শোক বাড়িল
 গোলাপ এসে প্রলাপ হল, চাপায় হ'ল সর্বনাশ।
 কত কষ্ট করে সবি, তুলেছি সব ফুল,
 সাজাব আজ রসরাজে,
 দাসীর ভাণ্ডে তাই হ'ল না।
 বল বৃন্দে সবি, কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না?

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(মোড়া)

শ্রীরাধার বাসরে অভিসারে যাবেন নটবর।
 মনোহর বেশে রাধার বাসরে
 যেয়ে শ্যামরায় রাই বলে বাঁশী বাজায়।
 শ্রীরাধার প্রেমে মজিয়ে কেলি করে শ্যাম কালিয়ে,
 দুই অঙ্গে এক হয়ে রঙ্গে সুখে নিদ্রা যায়।
 এমন সময় ডালে বসে ডাকে যত পাখিগণ।
 তাই শুনে রাই হয়ে চেতন, কাতরে কয় শ্যামের কাছে।

(ঘোষা)

গা তোল হে শ্যামশশী, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে।
 এখানো তুমি রলে নিদ্রাগত,
 তোমাকে আর ডাকব কত, ওহে প্রাণনাথ।
 একবার চেয়ে দেখ সুখের নিশা হয়েছে প্রভাত।
 উদয় হতেছে দিননাথ আর কি ঘুমের সময় আছে?
 গা তোল হে শ্যামশশী, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে।।
 ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে উড়ে ভ্রমরগণ;
 নিশি ভোর জেনে বনে বনে ডাকে পাখিগণ।

এ ত প্রভাতের লক্ষণ।

বকুল বনে কোকিল ডাকে, সারি গায় শারি শুকে,
 ডালে বসি মনের সুখে ডাকে হীরামন।
 মধুর স্বরে গায় কাকাতুয়া প্রভাতীর গান;
 কা কা রবে কাক করে সুরের আলাপন;
 এখন কি রজনী আছে?
 গা তোল হে শ্যামশশি, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে।।

(ঝুমুইর)

উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী ঐ বেজে উঠিল।

হারে রে রে কানাইয়ারে বলে রাখাল সব ডাকিল।।
 উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী ঐ বেজে উঠিল।
 শ্রীদাম বলে আয়ারে কানু, বাজায়ে মোহন বেণু,
 গোষ্ঠেতে চল, এখন কুঞ্জবাসে নিদ্রাবেশে কেমনে রহিবে বল?
 উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী ঐ বেজে উঠিল।।

রাধার মান কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
 (মোড়া)

শ্রীমুখে প্রকাশ ক'রে বসে মোরে সে চন্দ্রার প্রেমে মান নাই।
 যার প্রেম পরশি হয়েছে দোষী, তার প্রেম কিসে নির্দোষী করলে কানাই?
 চন্দ্রা কুরূপা নয় সুরূপসী, একদিনের নয় সে প্রেমসী জানে সকলে।
 বঁধু হে ত্রোতার কথা তাই বলি।

বনে দিলে স্বয়ং সীতে, যত্ন ক'রে বাম ভাগেতে।
 রেখেছিলে সোনার সীতে, এ ত সেই চন্দ্রাবলী।
 যুগে যুগে শ্যাম তোমার প্রেমের ভাগী,
 তবে কেন বঁধু মানের অংশ তার হবে না?

(ঘোষা)

মান করলে তার মান, না করলে সমাধান, ভগবান পাবে যজ্ঞণা।
 পূর্বে মহেশ্বর ভবানীকে ধরেছিল বক্ষে,
 মানিনী হয়ে তাই সুরধুনী উঠিল শিবের মস্তকে।
 তেমনি গঙ্গার প্রায় চন্দ্রা যে মাথায় উঠে, কেলেসোনা।
 মান করলে তার মান ভগবান পাবে যজ্ঞণা।
 মাথে নিতে শ্যাম তারে অন্তরে লজ্জা ভেব না।
 বঁধু আপন নারী আপন শিরে, নিতে কি কেউ দোষ ধরে?
 তার এই নিদর্শন।

দক্ষযজ্ঞে সতী মরে, মৃতদেহ নিয়ে শিরে
 দিবানিশি মহেশ্বরে কাননে করে ভ্রমণ।
 যুগে যুগে শ্যাম তোমার প্রেমের ভাগী,
 তবে কেন বঁধু মানের অংশ তাঁর হবে না?

(ঝুমইর)

তাইতো বলি সাধের চন্দ্রাবলী রেখ মাথে ক'রে।
 চন্দ্রাবলী মানের তরে, যদি তোমার মাথে চড়ে, ফেল না তারে।
 বরং শিবের মত মাথে নিয়ে ঘুরবে দেশ দেশান্তরে।
 তাহিতে বলি সাধের চন্দ্রাবলী রেখ মাথে ক'রে।।
 কৈলাস কয়, সময় গেল পাদপদ্মে স্থান দিও কৈলাসেরে।।

মানের মরণ

জবাব — নকুলেশ্বর সরকার

গান—সতীশ শীলের দল (নোয়াখালী)

- চিতান — শুনে ইন্দুলেখার বাক্যাবলী দুঃখে চম্ভাবলী কয়।
- পাড়ন — ও তুই বললি কি ইন্দুলেখা, মান করেছে রাধিকা,
বাঁকা সখা প্রাণে মারা যায়।।
- ফুকার — বললি, চম্ভাবলীর অপবাদে, মান করে রয়েছে রাখে,
শ্যাম না কি প্রাণে মরেঃ কথা বিশ্বাস হয় না অন্তরেঃ
একই সূর্যের আসার আশে, লক্ষ পদ্য জলে ভাসে,
তাইতে পদ্মিনী কি মন বিরসে, সূর্যের উপর মান করে।।
- ফুকার — বললে, শ্রীরাধিকার দুর্জয় মানে, প্রাণবন্ধু মরিবে প্রাণে,
করিসনে মরণের ভয়ঃ শুনি কৃষ্ণ একা রাধার নয়ঃ
মেঘাচ্ছন্ন নিশিকালে, শশী লুকায় মসীর কোলে,
ভোরে মসীমুক্ত শশী এলে, কুমুদী কি দোষী কয়।।
- ফুকার — বললে, শ্রীরাধিকার মান ভুজসে, দংশিয়াছে শ্যামের অঙ্গে,
মরবে প্রাণে নটবরঃ বিধে মুক্তি পাওয়ার যুক্তি ধরঃ
চিনেছিস তো বিষের জায়গা, মিলন মস্ত্রে বেঁধে তাগা,
নিয়ে কামড়ের ঘা মুখে লাগা, চম্ভা নামের বিষপাথর।।
- মিল — মান ভুজসের বিধে যদি না পড়ে ভাঁটি,
না করিয়ে কান্নাকাটি, আমার কাছে নিয়ে আয়।
- মুখ — আমি আছি তৃষ্ণাতুরা শ্যামপ্রেমের এক বিন্দু প্রত্যাশায়।।
- ডাইনা — নিত্য নিত্য বাঞ্ছাপূর্ণ করে শ্রীরাধার,
একদিন আমার কুঞ্জে এলে ক্ষতি কিবা তারঃ
জগৎবন্ধু শ্যামকে ভনে, বন্ধুহীনা দীনা জনে,
প্রেমসিদ্ধুর এক বিন্দু দানে, সিদ্ধ কি শুকায়ে যায়।
- খাদ — কালীয় দমনকে কবে, কালভুজসে খায়।।
- ফুকার — আবার বললি না কি মান ভুজসে, দংশিয়েছে শ্যামের অঙ্গে,
প্রাণে মরবে জগদীশঃ তোরে দিলেম সূক্ষ্ম পরামিশঃ
সব্বীগণ সঙ্গেতে থাকবি, এক বিছানায় দু'জন রাখবি,
শেষে ভোরের বেলা চেয়ে দেখবি, নেমেছে মান সাপের বিষ।।
- ফুকার — বললে, বড়াই জানত বিষের ঝাড়া, সে হয়েছে দিশেহারা,
ভুলেছে মন্ত্র যতঃ কেন বিষের ভয়ে হও ভীতঃ
চম্ভার বিষে মরে প্রাণে, চম্ভা চম্ভা বলগে কানে,
তোরা শোন লাই কি বৈদ্যের স্থানে, বিষে বিষে অমৃত।।
- ফুকার — বললে, তোর কুঞ্জে কাটাল নিশি, চলগে বিদায় দিয়ে আসি,
কথা শুনে সুখী হইঃ তোরা করে বিদায় দিবি সইঃ
সাধনের ধন কৃষ্ণধনে, বিদায় দিলে অযতনে,
তোরা কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে, যুগল মিলন দেখবি কই?

চূড়াবঁশী(মান)-এর জবাব গান—নকুলেশ্বর সরকার
জবাব—রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কান্দে শ্যাম বিচ্ছেদে শ্যামপ্রেমসী, তারে চূড়াবঁশী কয়
পাড়ন — তোমায় ছেড়ে গেল গোপীকেশ, অন্তরে অনন্ত ক্রেশ,
কি উপদেশ দিব এ সময়।।
- ফুকার — আগে মান করিয়ে সাথে সাথে, এখন কান্দ মনের খেদে,
গেল বলে বঁকাশ্যামঃ তুমি ভাব নাই কি পরিণামঃ
বাধা থাকলে মনসুতে, আবার পাবে নন্দসুতে,
সে তো ভুলে না গো খেতে শুতে, প্রাণারাম এই রাধাশ্যাম।।
- মিল — অন্তরালে আছে তোমার অন্তরের মানিক,
প্রেম বাড়িয়ে কত খানিক, আবার আসবে শ্যামরায়।।
- মুখ — কান্দায়েছ বলে তারে, এমনি করে তোমারে কান্দায়।।
- ডাইনা — আবার বললে চূড়াবঁশী আমার কাছে বল,
কোন দেশে গিয়েছে আমার বন্ধু নীলকমল,
আছে সে এই ব্রজবাসে, মান করে রাই থাক বসে,
দেখতে পাবে কেন্দ্রে হেসে, ধরবে এসো তোমার পায়।
- খাদ — মান করে কান্দিলে রাধে, মানের মান যে যায়।।
- ফুকার — বললে, চূড়াবঁশী বল রে বুঝে, আমি দোষী মানে মজে,
তোরা দোষী কি কারণ, দোষী রাধানাম করে ধারণঃ
চূড়াতে রাধানাম দোলে, বঁশীতে রাধা নাম বলে,
তারে তুমি উপেক্ষিলে বলে, আমাদের দশা এমন।।
- ফুকার — বললে, আর তো পারি নে সহিতে, মান সহিতে প্রাণ সহিতে,
শ্যামকুণ্ডে মরিতে চাইঃ তোমার এমন আশার মুখে ছাইঃ
কোন রমণী মান না করে, কোন পুরুষ না চরণ ধরে,
এমন মান করে যে প্রাণে মরে, দাদার বয়সেও কেউ দেখে নাই।।
- মিল — প্রেমের গতি কুটিল অতি ভুজঙ্গ সমান,
কতবার যে করবে এ মান, কত লিখিবে খাতায়।।

দশম অধ্যায়

সখী-সংবাদ — মাথুর

মাথুর (ক) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বলে শ্রীগোবিন্দে দূতী বৃন্দে, আমি ব্রজের বৃন্দে দূতী হই।
- পাড়ন — পড়ে যোর বিপদে, তোমার পদে কুজার পদে,
প্রণাম করে চতুষ্পদে, মনের কথা কই।।
- ফুকার — রাধা-কৃষ্ণ নাই, কুজা-কৃষ্ণের মিলনঃ
কাচ করে কাঞ্চনের সীমা অতিক্রম, কালে ব্যতিক্রমঃ
বাসী কাজ রাজরাণী করে, দাসী বেড়ায় দোলায় চড়ে,
ময়ূর কান্দে ধূলায় পড়ে, চামচোরায় শ্যাম ধরেছে পেখম।।
- মিল — দেখলেম তৈল বিনে রাজরাণীর জটাকেশ,
যার কেশেতে নাই তৈলের লেশ, তার কেশে লক্ষ্মীবিলাস।
- ধূয়া — সপের ঘরে দর্প করে, সময় দেখে ভেকে করে বাস।।
- ডাইনা — ভাল মন্দ যে না বাছে, তার আদর সব স্থানে আছে,
কর কাছে শ্যাম একথা জানাইঃ
নাচতে না পারিলে পরে, উঠান বেঁকা হয়ে পড়ে,
গোপিকার ভাগ্যেতে ঘটল তাইঃ
দাসী পরে পাটের শাড়ী, রাজপাটে হয় পাটেশ্বরী,
রাইকিশোরী রাসেশ্বরী, কোন পাপে সম্মানের হ্রাস।
- খাদ — মহাপাপে মহাকষ্টে করি হা হতাশ।।
- ফুকার — অচিনা প্রাচীনা করেছে নবীনা, তোমার কৃপা বিনা, কে হয় সংশোধনঃ
কি ভজন সাধনঃ
অশুদ্ধকে করতে শুদ্ধ, তোমার কিছু নাই অসাধ্য,
যদি পাও পরের নৈবিদ্য, তুলসী দিয়ে কর নিবেদন।।
- মিল — যেমন পরের চাউল পরের কলা, ব্রত করে রতনমালা, পুরাতন এ ইতিহাস।।
- অন্তরা — শুনা কথায় দুনা জ্বালায় যায় জীবনঃ এখন আরত নাই জ্বালাতন।
বন্ধু তুমি ত ত্রি-বাক্য, কুজা অষ্টবাক্য, বাক্য বাক্য দেখি পাক্য সম্মিলন।।
বাদানুবাদ কত হল কুজার রূপ গুণেঃ চক্ষু কর্ণের বিবাদ গেল দর্শনের গুণেঃ
না হইতে পূর্বে বিশেষ জানা শুনা, কত কথা বন্ধু শুনতেম শুন্য শুনা,
যতই পোড়ে ততই রং ধরে সোণা, সোহাগা আর সোণা, মিলেছে দুইজন।
- পরচিতান — দেখলেম যেমনি রাজা তেমনি রাণী, রাজধানী এই মথুরাপুরে।।
- পাড়ন — কুজা কৃষ্ণ সুন্দর, মরি কি সুন্দরী সুন্দর, যুগল নামের আদ্য অক্ষর,
মিলেছে ক-কারে ক-কারে।
- ফুকার — কত পোড়া লোকে কত কথা কয়, দেখে নিতে হয় সাক্ষাৎ স্বরূপেঃ
এই যুগল রূপেঃ
ত্রিজগতে নাই সমতুল, অতুল রূপের কুজা পুতুল,
দেখ যেন নবীর পুতুল, গলে যায় না রৌদ্রের উত্তাপে।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, অমনি শ্রীগোবিন্দ কয়।

- পাড়ন — ও তুই মথুরায় এসে বৃন্দে, অকথা ছন্দেবন্দে,
রানীর নিন্দে করা উচিত নয়।।
- ফুকার — বললি, চামচিকায় ধরেছে পেখম, কুজা হল বাদসার বেগম,
কুবুজার জোরের কপালঃ হল সে রানী আমি ভূপালঃ
কালে কালে কি না ঘটে, গঙ্গানান পাতকুয়ার ঘাটে,
দুতী ভেকের নৃত্য সাপের পিঠে, ছাগে চাটে বাঘের গাল।।
- মিল — 'কালস্য কুটীলা গতি' সকলে বলে, জন্ম নিলে মহীতলে,
কর্ম ফলে ছাড়ে না।
- মুখ — বৃন্দাবনের নটী বিনে, খাঁটি নাচ কেউ নাচতে জানে না।
- ডাইনা — আবার বললি নাচ না জানলে উঠান বাঁকা হয়ঃ
তোদের তালে আমি নাচি আমার তালে নয়ঃ
আট সখী আট খেমটা-আলি, আটতালে নাচায়েছিলি,
কুবজা হলো আটকপালী, নাচনার ধারতো ধারে না।।
- ফুকার — বললি, দাসী হল পাটেশ্বরী, রাহি কিশোরী রাসেশ্বরী,
আজ নাকি তার মান্য যায়ঃ ছিলাম রাধার কোটাল শ্যামরায়ঃ
কোটাল পতি পেয়ে কুঁজীঃ কতো আর সন্নানের পুঁজি,
দুতী জোনাকীর আলোকে বৃদ্ধি, পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায়।।
- ফুকার — বললি, পাই যদি পরের নৈবেদ্য, তুলসি দিয়ে করি শুদ্ধ,
বললি কিগো বৃন্দে সহঃ আমি পরবস্তুর প্রিয় নইঃ
ভক্তি চন্দনে কুবুজা, করে আমার চরণ পূজা,
তাইতে কুঁজারে করিয়ে সোজা, ভোগের যোগ্য করে লই।।
- ফুকার — বললে, কে আছে কুঁজীর সমতুল, গলে যাবে ননীর পুতুল,
বেশ দিয়েছিস উপমাঃ কেন দাড়ির জায়গায় দিল কমা,
ননীর পুতুল রাহিকে বলে, ভানু তাপে যেত গলেঃ
দুতী গলবেনা আওনে দিলে, কুঁজীর পাষণপ্রতিমা।

মাথুর (ক) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বঙ্গে রাসেশ্বরীর নাই মানের ভ্রাস, কিসে বিশ্বাস হয় কমলমুখি।
- পাড়ন — কুজা সুন্দরী, রাজপাটে শোভে সুন্দরী, রাবণ রাজার মন্দোদরী, ইহার কাছে কি।।
- ফুকার — রাধার কাছে কুজার অসাধারণ রূপ, ধারণার অতীত, ধর না কেনঃ
কই পুনঃ পুনঃ, : সৈত্য দানব নৃত্য করে, দমন কৈর বারে বারে,
শনিবারে মঙ্গলবারে, এলোচুলে বের হয় না যেন।।
- মিল — বলে অল্পে এ সব রাজরাণীর কথা, অল্পকালের কল্পলতা,
গল্প শুন্লেম আচারি।
- ধূয়া — সুবুঝা কুজার কাছে, রাহি আমাদের কিসের সুন্দরী।।
- ডাইনা — মনটা করত কেমন কেমন, শুন্লেম যেমন দেখলেম তেমন,
এমন কি হয় এমন না হলেঃ
লোকে বলে পুরুষ কেমন, যখন যেমন তখন তেমন,
যেমন দেবী তেমন বর পেলেঃ
বয়স শুন্লে রাজমহিষীর, হাজার রাজার হয় নতশির,
ঠাকুরদাদার ঠাকুরন পিসির, ঠাকুরণ মাসির শাওড়ী।

- খাদ — পুরাতন প্রেম নূতন কৈল, প্রেমের কাঁসারী।।
- ফুকার — রজ্জা অরুন্ধতী উক্কশী মেনকা, রাণীর কাছে জানি স্বামী হয় বড়িহিঃ
কোথায় লাগে রাই, : সাজাও একটু জাঁকজমকে, যাতে লোকের মন চমকে,
চালাও একটু ঠামঠমকে, দেখে নয়ন সফল করে যাই।।
- মিল — আমি এই রাণীর গুণ জান্ব কি গুণে, বসন্তের গুণ কোকিল জানে,
জহর চিনে জহরী।।
- অস্তুরা — ধন্য ধন্য কুজা মহারানী, এমন কোন্ রাণী সম্মানী।
এখন কি কলবে আর লোকে, অমুক অমুক, তুমি থাক সুখে, সুখে থাকুক তিনি।।
মনের মতন রাণী তোমার যতন করতেছ,
আকাশের চাঁদ হাতে ধরে পেড়ে দিয়েছঃ
হেন আদরিণীর আদর কার ভাগ্যে আর ঘটে,
কত রব উঠেছে হাটে ঘাটে বাটে,
এমন মধুচক্র কার থাকে আর পিঠে, কার ভাগ্যে ঘটে হেন বৈতরণী।।
- পরচিতান — বন্ধু কত দেখলেম কালেকালে, চিন্তা করি সকাল বিকাল।
- পাড়ন — অযোগের শাসনে যোগী ত্যাগী যোগাসনে, সিংহের আসন সিংহাসনে,
রাজা হয় শৃগাল।।
- ফুকার — বিধির চক্রে বন্ধু শুকাইল সিঁদু, অসাধু হয় সাধু, সাধু হয় পামরঃ
কালের কি গুমর, : ধন ছোয় না ব্রহ্মচারী, সেও নিল টেক্সচারী,
আ-মরি মরিল হরি, মরণীও হইল অমর।।

মাধুর (খ) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — গিয়ে মথুরায় চতুরা দূতী মথুরাপতির প্রতি কয়।
- পাড়ন — পূর্বের চিনাচিনি, হলেম চিটা ছিলেম চিনিঃ
কেন জানি চিনিচিনি তবু মনে কয়।।
- ফুকার — এলেম চিনা দিতে অচিনা রাজ্যেতে, চিনা দেওয়া নেওয়ার
আর কি কাল আছেঃ সকাল কালে খেয়েছে :
সেই দেশের চিনা চিনিতে, মিলন হত স্কীর চিনিতে,
এখন দেখি চিনা নিতে, সেই চিনিতে বালি পড়েছে।।
- মিল — মোরা সেই না কারে না দেখে চক্ষে, এই না আগুন সেই না বক্ষে,
সেই না দুঃখে দিন কাটাই।
- ধূয়া — তুমি কি সেই, তুমি কি সেই, তবে তো আর সেই দিন এখন নাই।।
- ডাইনা — সেই যমুনার সেই না কূলে, সেই না দিনের সেই না কালে,
সেই না কে না জল আনতে যেতঃ
সেই কদম্বের সেই না তলে, সেই না কার না নামে গলে,
কে না জানি কি না বাজাইত, :
কে না কার না কিনা ছিল, কিনা কথা কিনা কইল,
সেই না কথায় কিনা হইল, বল একটু শুনে যাই।
- খাদ — সেই না দিনের এই না কথা, কার কাছে জানাই।।
- ফুকার — সেই না কে না জানি কার চিনাচিনি, অচিনা রাজ্যেতে লুকায়ে আছে :
সেই চিহ্ন আছে, : সেই না কার না চিত্রপটে, দাগ লাগায়ে চিত্রপটে,
সেই না কার না কি কি লুটে, কোন লম্পটে চম্পট দিয়েছে।।

- মিল — ঠেকে সেই না কার না, কি কি কৌশলে,
সেই না কন্দের এই না ফলে, চক্ষের জলে ভেসে যাই।।
- অন্তরা — হায় হায় কোন্ দিনের কোন্ কথায়, কি না কি ছিল, সেই কথার এই না কি।
সেই না প্রেমে ভুলে, হাতে স্বর্গে তুলে, এই না রসাতলে ডুবায় দিত কি।।
সেই না দেশে কে না করত গোচারণ কার্য, এই না দেশে কে না পেল অতুল ঐশ্বর্য,
কার না কথা কয়ে কার না কুঞ্জে যাওয়া,
কার না পায়ে কার না খত লিখে দেওয়া,
কেনা দিত কোন্ খেওয়া ঘাটে খেওয়া, কড়ি নেওয়ার কালে করিত চালাকি।।
- পরচিতান — হায় হায়, সেই না সেই দিন, কেনা জানি কিনা ব'লে এসেছে কোথায়।
- পাড়ন — সেই না কার না রথে, চলে এইল এই না পথে,
এই না আমরা পথে পথে কাদি সর্বদায়।।
- ফুকার — সেই না ঝুলন কালে, সেই না রাসের কালে,
সেই না দোলের কালে কিনা কি হইতঃ মনে নাই এত :
সেই না কে না মান করিত, সেই না কে না পায় ধরিত,
কে না প্রেম-কাসারী হ'ত, ভাঙ্গা প্রেম না কে জোড়া দিত।।
- মিল — কেনা রাজা হইত কিনা বনমাঝে,
কোন্ রাজার কে কোটাল সেজে, কে না দিত কার দোহাই।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — বললে, আর কি চিনার দিন রয়েছে, চিনার দিন কালে খেয়েছে,
অচিন দেশে এসেছি : এসব বলতেছ মিছামিছি :
অচিনার প্রায় চিনা নিতে, যখন এলে মথুরাতে,
বুদে তুমি আমায় না চিনিত্তে, আমি তোমায় চিনেছি।।
- ফুকার — বললে, চিনি চিনি মনে করি, আবার যেন চিন্তে পারি,
গুনে ভাবি আশ্রিকে : চিনা অচিনা হয় গতিকে :
বৃন্দাবনের চিনা চিনি, তুমি চিন আমি চিনি,
ছিল কেশবপুরের সাঁচিচিনি, চিম্বয়ী চিনি রাখিকে।।
- ফুকার — বললে, কে না জানি মান করিত, কেনা জানি পায় ধরিত,
বললি কিগো চতুরা : এলি তত্ত্ব জানতে মথুরা :
মান করিত রাইকিশোরী, পায় ধরিতেম আমি হরি,
তখন তুই না হয়ে প্রেম-কাসারী, ভাঙ্গা প্রেম দিতি জোড়া।।
- ফুকার — বললে, কে জানি কার কি কি লুটে, চম্পট দিল কোন লম্পটে,
জানতে এলে মথুরায় : আমি সেই কৃষ্ণ বলি তোমায় :
পূর্বরাগে যখন গেল, সেধে যৌবন আমায় দিল,
ওগো যার বস্ত্র সে দান করিল, লম্পট কিগো বলা যায়।।
- ডাইনা — দাঁড়াইতেম যমুনার কূলে ত্রিভঙ্গ কানাইঃ
সখী সঙ্গে মনোরমে জলে যেত রাই :
নামে গলে প্রেমে ভুলে, বসিয়ে কদম্বডালে,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে, বাজাতেম বাঁশরী।
- খাদ — সখীরা সব ছুটে আসতো সঙ্গে কিশোরী।।

মাধুর (খ) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — যা হউক বল্লে ভাল, শুন্লেম ভাল, যে ভাল তার সকলি ভাল।
- পাড়ন — ভাল বল্বে কত, ভালর প্রেমে ছিলেম রত,
'বাড়ী' ভাল'র ভালর মত, ভাগ্যক্রমে আমাদের ভাল।।
- ফুকার — শুনে ভাল বাঁশী, ভালবাসাবাসি, ভালই রাইরূপসী ক'রে ছিলঃ
ভালই ফল পেলে : ভাল কথা ভাল মুখে, ভালই বল্লে আজ আমাকে,
অঙ্কে যদি স্বপ্নে দেখে, ভাল লোকে সেও কয় ভাল।।
- মিল — বৈস্যের শেষ-বড়ির বেশ সবিশেষ কৌতুক,
একটি ও নহে মুখ নাম চতুর্মুখ, রোগী মরুক নাম ভাল।
- ধূয়া — যা হউক বন্ধু আছ ভাল, তোমার ভালয় আমাদের ভাল।।
- ডাইনা — কুণ্ডি বিনে আকট মাসে, শিশির পড়লে নিশির শেষে, কুণির পক্ষে সেও ত ভাল :
শব্দরোধ বিকারের কালে, প্রলাপ বাক্য যদি বলে, আকীয়দের সেও ত ভালঃ
আঁধার রায়ে মেঘ সাজিলে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলে,
গতিক পেলে পথিক চলে, অচল পক্ষে তাই ভাল।
- খাদ — নিম্নাহীনের তম্বা হলে সেও ত ভাল।।
- ফুকার — বিরহবিধুরা দু'নয়নে ধারা, ধরাতলে রাই পড়িয়ে রইলঃ
ভাগ্যে এই ছিল, : তুমি নূতন রাণী লয়ে, সুখশয্যায় থাক শুয়ে,
তুমি একাদশীর চেয়ে, লক্ষীপূজার উপবাস ভাল।।
- মিল — জানি সতীর ক্ষতি মরিলে পতি, উৎকল রাজ্যে দেবর পতি,
পতিতার পক্ষে ভাল।।
- অন্তরা — সুধাইলে যে ভাল, বন্ধু তাই ভাল, গোপীর আর যখন নাই ভাল।
যখন পূর্ণচন্দ্র উঠে, ভালর ভালই বটে, তব্বর লম্পটের অন্ধকারই ভাল।।
প্রেমরতন হলে পুরাতন অযতন ভাল, মকরকেতন চেতনকারী নূতন প্রেম ভাল,
বন্ধু ক্ষুধার কালে শুধু অন্ন ভাল, ক্ষুধা বিনে সুধা কেবা বাসে ভালঃ
নবীন যৌবনে যবনীও ভাল, ভিক্ষা করা চাউল আকাড়াও ভাল।।
- পরচিতান — শুনি ভালকার্যো মন্দ ফলে, মন্দে হয় ভাল।
- পাড়ন — নৌকা ডুবতে হলে, যদি ডুবে গঙ্গাজলে,
ডুবার পক্ষে লোকে বলে, সেও ত ভাল।।
- ফুকার — তিত্ত ঔষধের মধু অনুপান, রসনা তৃপ্তির পক্ষেতে ভালঃ তুমি কি বল :
কাশীধামে ফাঁসী হলে, মরিলে শিবত্ব মিলে,
তুলসীবনে বাঘে খেলে, যে মরে তার পরকাল ভাল।।
- মিল — প্রেমার ব্রজের জন্য অন্তরে কথা, সুসংবাদের মিথ্যাকথা, যা শুনিলেম তাই ভাল।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — বললে, অঙ্কে যদি স্বপ্ন দেখে, ভাল বলে ভাল লোকে,
আমার ভাগ্যে ঘটল তাই : এখন প্রেমের চক্ষু প্রকাশ নাই :
যেখানে সেখানে থাকি, রাই-পদ্ম হৃদপদ্মে রাখি,
একবার অস্ত্র নিয়ে আয়গো সখী, বুক চিরে তোরে দেখাই।।
- ফুকার — বললে, ফেলে তুমি একাদশী, কোজাগরি উপবাসী,
ভালবাসি পীতবাস : দূতী কথা নয়গো উপহাস :

- রাধা-লক্ষ্মী বৃন্দাবনে, ছেড়ে সই এলেম যেদিনে,
রাধা সুধামুখীর সুধা বিনে, ক্ষুধায় মরি বার মাস।।
- ফুকার — বললে, তুমি নূতন রানী লয়ে, সুখশয্যায় থাক শুয়ে,
যে সুখে আমি থাকি : লোকে দায় ঠেকে না করে কি :
অন্ন না মিলে যতক্ষণ, জলযোগে পিত্তরক্ষণ,
যেমন উপবাসে চিড়া ভক্ষণ, ঠেকার পক্ষে মন্দ কি।।
- ফুকার — বললে, কাশীতে ফাঁসীতে জীব, শেষগতি শিবত্ব পাবে,
ওনে হয়েছি দুখী : সে শিব শিবের মতো না কি :
তুলসীবনে বাঘে খেলে, কেমন ভাল পরকালে,
যেন হাঁচির বাধা আধা ফলে, অপমৃত্যুর বাধা কি।।
- ফুকার — বললে, কাশীধামে ফাঁসী হলে, মরিলে শিবত্ব মিলে,
কথা বললে বাছের বাছ : সমান করতে চাও কাক্সন আর কাচ,
যখন ছিলেম ব্রজবাসী, রাই ছিল মোর প্রেমের কাশী,
হল শ্রীদামের শাপ ফাঁসীর রসি, কুজা হল ফাঁসীর গাছ।।

মাধুর (গ) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ব্রজের বৃন্দাদূতী, হয়ে কাতর অতি, গোবিন্দের সাক্ষাতে উদয়।
- পাড়ন — দেখে নূতন নূতন বৈভব, নূতন সাজসজ্জা সব, অমনি কেশবের প্রতি দৃষ্টী কয়।।
- ফুকার — কৃষ্ণ হে, জানি নূতন ফুলে বসে মধুকর,
আমরা পুরাতন, কে করে যতন, শুধু নূতনের আদর :
তুমি নূতন ধনে নূতন ধনী, পেয়েছ নূতন রাজধানী,
বামে কুজা নূতন রাণী, বন্ধু তুমি নূতন রাজ্যেশ্বর।।
- মিল — এখন নূতনে নূতনে, নূতন সন্মিলনে, নিত্য নূতনত্ব,
আমি নূতনের সব মাহাত্ম্য, দেখলেম এসে।।
- ধূয়া — বন্ধু! কও হে কও নূতন কথা, শুন্ব নূতন, কেমন আছ নূতন দেশে।।
- ডাইনা — তুমি পেয়েছ নূতন লোক, তোমার ত নূতন সুখ, নিত্য নূতন রঙ্গঃ
নূতন প্রেম-সাগরে নূতন সব সুখের তরঙ্গঃ
নূতনের মান্য বেশী, দেখলেম হে কালশশী,
আমরা পুরাতন ত্যাজ্যা দাসী, বাঁচি কিসে।
- খাদ — নূতন বৈ পুরাতন কেবা ভালবাসে।।
- ফুকার — কৃষ্ণহে, তোমার নূতনে নূতন পরিচয়,
নিত্য নূতন ভাব নিত্য নূতন লাভ, তোমার নিত্য নূতনময়, :
তোমার নাই পুরাতন ধড়াচুড়া, নূতন বাহন হাতি ঘোড়া,
অঙ্গে নূতন জামাজোড়া, তোমার নূতন দেখি সমুদয়।।
- মিল — এখায় নূতন হাট নূতন ঘাট, নূতন পাট নূতন ঠাট, বেড়াও নূতন বাটে,
নূতন সকলি গেছে জুটে, সময়বশে।।
- অন্তরা — তুমি নূতন রাজ্যে নূতন কার্য্যে পেলো তুমি নূতন বশ।
এখন নূতনে নূতনে, নূতন সন্মিলনে, নূতনময় মিলনে, নূতন বশ।
বামে নূতন পাটেশ্বরী, পরা নূতন পাটের শাড়ী,
তুমি নূতন নাগর নূতন নাগরী, নূতন প্রেমে নূতন রস।।
- পরচিতান— তোমার নূতন কপাল, হলে নূতন ভূপাল, নূতন মিলেছে সমুদয়।

- পাড়ন — বন্ধু, আমরা ত নূতন নই, নূতন সুখ পাব কৈ, বন্ধু চিরকাল কেইই নূতন নয়।।
 ফুকার — কৃষ্ণহে! গোপীর নিত্য নিত্য দৈব দুর্কিপাক,
 নিত্য নূতন সব, হেরিয়ে কেশব, এখন হয়েছি অবাকঃ
 তোমার নূতন লীলায় বংশীধারী, নূতন হয় পুরাতন নারী,
 নূতন তোমার প্রাণেশ্বরী, ও তার পৃষ্ঠে নূতন মধুর চাক।।

মাধুর (গ) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — পুরাতনের মান্য, বুদ্ধি করবার জন্য, শ্রীহরি বস্ত্রে বিলক্ষণ।
 পাড়ন — তোমার মুখেতে বেশ মধু, কথায় কতই সাধু, বঁধু কার্যতায় শঠের আচরণ।।
 ফুকার — কৃষ্ণহে! বৃকে অহরহ বিরহ অনল, বন্ধু সে অনল নিত্যন্ত প্রবল,
 কথায় করবে কি শীতল, :
 বন্ধু! পর কি জানে পরের বেদন, সব বুঝেছি মধুসূদন,
 কৈরে বৃক্ষের মূলচ্ছেদন, যেমন অগ্নিতে ঢেলেছ জল।।
 মিল — বন্ধু, কথায় যত মান রাখলে, কার্যতায় সব ঢাকলে, তোমায় বলব কত,
 কার্য না দেখলে কথায় চিত্ত জুড়াত।
 ধূয়া — পুরাতনের মান, আগের সমান, নাই ভগবান, থাকলে কি আর এমন হত।।
 ডাইনা — ব্রজে পুরাতন রাই ছিল, কি দেখ্লেম কি হইল,
 যে রাই মান করিলে, কেঁদে ধরতে চরণঃ
 মানময়ী মান করিলে, তারে আর কেবা শুধায়ঃ মুখ দেখ্লে বৃক ফেটে যায়ঃ
 সম্মান থাকলে কি পায়ধরার পায়, ধরতে চে'ত।
 খাদ — পুরাতন যত ছিল, সকল হইল হত।।
 ফুকার — কৃষ্ণহে! ব্রজের পুরাতন সে যমুনা পুলিন,
 কত বলব শ্যাম, শ্রীবৃন্দাবন ধাম, এখন হয়েছে শ্রীহীন :
 তোমার অনন্দময় সে নন্দগ্রাম, কেবলমাত্র রয়েছে নাম,
 শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম, তারা কেঁদে আকুল নিশি দিন।।
 মিল — নাই সে পুরাতন সম্বন্ধ, নন্দ উপানন্দ কেন্দ্রে অন্ধ,
 বলে দেখা দে প্রাণগোবিন্দ, জন্মের মত।।
 অন্তরা — তোমার তাল তমাল পলাশ বকুল, কৈহে মধুর মাধবী।
 নগরবাসী গোকুলে, সকালে বিকালে, সাথে না ভৈরবী পূরবী।।
 পুরাতন সে চন্দ্রাবলী, দুঃখের কথা কারে বলি,
 কাঁদে ধবলী সেউলি শ্যামলী, কালী কমলি সুরভী।।
 পরচিতান — নিয়ে পুরাতন প্রাণ, কোথা যাই ভগবান, অপমান সদা সর্কক্ষণ।
 পাড়ন — বন্ধু তাজে সব পুরাতন, নূতনের সযতন, কর মনের মতন, মনোমোহন।।
 ফুকার — কৃষ্ণহে! ব্রজের পুরাতন সব রাধার সখীগণ,
 কেহ বংশীবটে যমুনার তটে, কেহ গিরিগোবর্ধন, :
 বন্ধু! কেহ আছে ধূলায় পড়ে, কেহ বৃক্ষের শাখা ধরে,
 মধুরার পথ দৃষ্টি করে, তাদের সদা করে দু'নয়ন।।

মাধুর (গ) - ৩নং (ভরসা কি) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — যা হউক মনের রাগে, তোমার আগে, ভাল মন্দ অনেক বলেছি।
 পাড়ন — মোরা অশিক্ষিতা, গোকুলের গোপের বনিতা,
 দুঃখ পেয়ে দু'টি কথা, আপন বলে বলতে এসেছি।।

- ফুকার — যা হউক তোমার পক্ষে সুদিন, গোপীর পক্ষে কুদিন,
চক্ষের দেখা হ'ল কালিয়াসোনা : ছিল তো চিনা :
বহু রাস্তা এলেম ঘুরে, আমার দূরবস্থা হেরে,
জলখাবার ব্যবস্থা করে, পানও একটা খেতে বসে না।।
- মিল — আর যে আদর পাব সে বৃথা আশা, কীর্তন গেলে হবে দশা,
সে দশার আর ভরসা কি।
- ধূয়া — জিজ্ঞাসার দিন ফুরায়েছে, এখন আর জিজ্ঞাসার ভরসা কি।।
- ডাইনা — রোগীর জীবন যাবে অদ্য, ছ'মাসের পথ র'ল বৈদ্য,
সে রোগীর চিকিৎসার ভরসা কিঃ
দক্ষিণা বাতাসের কালে, দক্ষিণ দিকে তরী গেলে, বাদাম দিলে,
এ পাড়ির ভরসা কিঃ
হঠের সঙ্গে ভালবাসা, শঠের সঙ্গে ভালবাসা, যার গৃহে ভুজঙ্গের বাসা,
তার প্রাণের আর ভরসা কি।
- খাদ — দীনতায় পরাধীনতায়, দীনের ভরসা কি।।
- ফুকার — যে রূপসীর পতি চির পরবাসী, সে রূপসী সতীর আর ভরসা কিঃ
ঝরে দুই আঁখি, :
পরের হাতে জীবনবাঁধা, ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধা,
পরের কাছে পরের কঁাদা, সে কঁাদায় আর সুখের ভরসা কি।।
- মিল — কেহ সভাস্থলে পেলে অশ্রদ্ধা, পুস্তকে স্থাপিত বিদ্যা,
সে বিদ্যার আর ভরসা কি।।
- অন্তরা — মরুভূমে তরুর ছায়ার আশা কি, আশা পূরণের ভরসা কি।
বন্ধু খেলের পিরীত জলের তিলক, পলকে শুকায়, স্থায়িত্বের ভরসা কি।।
নিশিতে কমলের কলি ফুটিবে ভরসা কিঃ
বাসী ফুলে বসবে অলি তারি বা ভরসা কি।
রসিকা প্রেমিকার রাধিকা আদর্শা, সুখের আশা নাই বিরহে বিমর্ষা,
হেমন্তকাল অস্তে আর যে হবে বর্ষা, সে ভরসা বাক্যের বল না ভরসা কি।।
- পরচিতান — আর যে গতদিন আগত হবে, অসম্মত আশার ভরসা কি।
- পাড়ন — মিলনকুঞ্জে যাবে, শুদ্ধ তরু মুঞ্জরিবে, মৃত ভ্রমর গুঞ্জরিবে,
বসে কেহ তার বা ভরসা কি।।
- ফুকার — গোপীর দশা একটু দেখবে চুপি দিয়ে গোপীনাথ,
ইহার বল ভরসা কি, বল ভরসা কি, :
দান শক্তিলাভ করাবে কুপণ, নিদ্রাহীনে দেখবে স্বপন,
বরিয়াকালে সরিষা বপন করিলে, সরিষা হবার ভরসা কি।।
- মিল — মোরা গোকুলবাসী কেঁদে মরিব, ম'লে সে আর তোমায় পাব,
মরা আশার ভরসা কি।।

মাধুর (ঘ) - ১নং (ভাল'র মাধুর)

হরিচরণ আচার্য

- চিতান — হরি ব্রজলীলা পরিহরি আছে মধুরায়।
- পাড়ন — অতি নিরানন্দে, মনের খেদে কেন্দ্রে কেন্দ্রে, দূতী বৃন্দে গোবিন্দে জানায়।।
- ফুকার — বন্ধু শুন শুন ঐ, কোন দিনের কোন কথা কই,
মনের মানুষ বৈ, মনের কথা কারে কই, :

- পতির কুলে সতীর কুলে, কালি দিয়ে জাতিকুলে,
 তাঁতীকুলে বৈষ্ণবকুলে, এখন আমরা কোন কুলে নই।
- মিল — যা হোক গেছে মোদের সর্বত্র গেছে, যার আছে সর্বত্র আছে,
 চিরদিন যার কপাল ভাল।।
- ধূয়া — যার ভাল তার সবই ভাল, তবু সুধাই আছে ত ভাল।।
- ডাইনা — শুনেছি শ্যাম লোকের কাছে, ভাল মন্দ যে না বাছে, সবই তার ভাল;
 আবার শুনি ভাল কথার, মিথ্যাও ভাল;
 আমি তোমার মন্দের ভাল, যেমন অন্ধের ভাল,
 ভাল মানুষ বল বল, রাই ভাল কি কুজা ভাল।
- খাদ — কর স্বীকার দুই রসিকার কার কি রস ভাল।।
- ফুকার — ব্রজবধুর মধুর বশে, ঐ মধুর রসে ব্রজে হইত রাস,
 এখন কোন রসে কল্পে রসের হাস;
 রাধিকার রস কুজার রস, কোন্ রস সরস কোন্ রস নীরস,
 কোন্ রস তোমার অস্থায়ী রস, কোন্ রস তোমার চিরস্থায়ী মিরাস।।
- মিল — বল কোন্ রস কেমন বাসছে ভাল, তুমি যদি থাক ভাল,
 তোমার ভালয় আমার ভাল।।
- অন্তরা — তোমার একদিনও কি মনে পড়ে, হে বন্ধু ব্রজে ছিলে কোন দিন।
 কই সে মধুর বৃন্দাবন, গিরিগোবর্দ্ধন, আনন্দ বর্দ্ধন যমুনাপুলিন।।
 কত যে ভালবাসিতে বাঁশীতে ডেকে: পলকে প্রলয় যাঁরে না দেখে:
 যাক যাক দুঃসময় কার কয়দিন থাকে, কথা স্মরণ থাকে চিরদিন।।
- পরচিতান — কারো ভাগ্যের লেখা, যায়না দেখা, কি দিন হ'বে কার।
- পাড়ন — কুবুজা অভাগী, কংসের দাসী বংশবাগী, শ্যামসোহাগী নামটি হল তার।।
- ফুকার — প্যারী রূপবতী রসবতী, বিরস অতিশয়,
 কিসের রূপ রস গুণ, ভাগ্যে করে সমুদয়, :
 আমরা গোপী সব অবুঝা, বিধির লিখা যায় না বুঝা,
 নাই কুবুজার কুঁজের বোঝা, ভাগ্যের বোঝা বাসুদেবে বয়।।
- মিল — রব কি সুখে আর সেই ব্রজপুরে, কুলকলঙ্ক ঘরে পরে,
 কেউ করে বাসে না ভাল।।

মাধুর (ঘ) - ২নং (ভাল'র মাধুর)

হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বস্নে, কুজা হতে কোটিগুণে কিশোরী ভাল।
- পাড়ন — বন্ধু, ভাল ভাল দেখ্লেম ভাল, শুন্লেম ভাল, ভাল লোকের সকলি ভাল।।
- ফুকার — বন্ধু বস্নে ভাল, কুজা হতে কিশোরী ভাল;
 কথা যথার্থ কোনদিন ছিল ভাল;
 নাই সেই রাধা নামের বাঁশী, নাই সে ভালবাসাবাসি,
 ভ্রমর থাকলে উপবাসী, বাসী ফুল সে বাসে না ভাল।।
- মিল — তবু আবার রাধা ভাল বস্নে শ্রীমুখে,
 ক্ষুধায় সময় সুধামুখে, মাছি পড়ে সেও ভাল।
- ধূয়া — তুষ্ট হলেম মিষ্ট বাক্যে, প্রেম-দুর্ভিক্ষে সেও ত ভাল।।
- ডাইনা — বন্ধুলোক বিদেশে থাকে, মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে দেখে, সেও তো ভাল;
 মধ্যভাবে শুড়ং দদ্যাৎ, সেও ত ভাল,

- সব ভাল শ্যাম কালে কালে, আমার অকাল হয় যেকালে,
আমসত্ত্ব খেলে পরে সেও ত ভাল।
- খাদ — ক্রীতহীনের বৈরাগী হওয়া, সেও ত ভাল।।
- ফুকার — বন্ধু, বাতব্যাধির অচল হইতে অর্দ্ধাঙ্গ ভাল,
লোকের জয় থাক্তে কীর্তন ভঙ্গ, সেও ত ভাল :
রাজাদেশ অতি দোদণ্ড, যার হবে আজ জীবনদণ্ড,
সে দণ্ড হইলে পণ্ড, দ্বীপান্তর হয় সেও ত ভাল।।
- মিল — লোকের গলে বান্ধা স্বকর্মসূত্র, পুত্রহীনের পোষ্যপুত্র,
যোত্র থাকলে সেও ত ভাল।।
- অন্তরা — বন্ধু, ব্রজগোপীকার, করতে উপকার, যা কর তাই ভাল।
লোকের রথযাত্রা কালে, কদলী পাকিলে, দুই কর্ম চলে, সেও ত ভাল।।
মান করেছে যার প্রাণপ্রিয়সী, ঘরে রান্না নাই দুইজন উপবাসী,
সেদিন থাকলে একাদশী, ঠেকা গতিকে সেও ত ভাল।।
- পরচিতান — অর্থ অভাবে ভাবার্থ করে সেও ত ভাল।
- পাড়ন — লোকের নাম হারালে, যন্মাম যন্মাম, ব'লে, মস্তবলে সেও ত ভাল।।
- ফুকার — বন্ধু সর্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষে, সেও ত ভাল,
ভিক্ষকের ভিক্ষা আকাড়া ততুল ভাল, :
প্রবীণ নারীর প্রেমে মজে, নবীন নাগর যদি ভজে,
চন্দ্রোদয় মকরধ্বজে, যা উপজে সেও ত ভাল।।

মাধুর (ঙ) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আছে ঐশ্বর্য্যো, মধুর রাজ্যে, মদনমোহন।
- পাড়ন — হয়ে কাতর অতি, মধুরায় চতুরা দূতী,
জানায় শ্যামের প্রতি, সময়োচিত সম্ভাষণ।।
- ফুকার — সুশীল বন্ধু হে, দেখা হ'ল অনেক দিনের পরঃ
ওনি সুখ্যাতি লোকের মুখে পরস্পর :
গোকুলে নাম ছিল গোপাল, বনে বনে রাখতে নন্দের গো-পাল,
এখায় হঠাৎ এসে লাগল কপাল, হ'লে মহামহিম মান্যবর।।
- মিল — করি বনে বনে বৃন্দাবনে ভ্রমণ মনের সুখে,
ভয়ে প্রাণ কাঁপে চক্ষে দেখে, নূতন এই রাজধানী।
- ধূয়া — নূতন মহারাজ হে, নূতন রাজ্যেতে কেমন আছ বল ওনি।।
- ডাইনা — গোপীর মনচোরা নাই হে ধড়া চূড়া, নাই বাঁশরী হে, হ'লে নূতন ছত্রধারী :
নূতন দেশ ভালবেসে, আছ যারে ভালবেসে,
কেমন রস দিয়ে ভালবাসে, তোমার নূতন রাণী।
- খাদ — তোমার আর কি শ্যাম স্মরণ হবে, পুরাণ কাহিনী।।
- ফুকার — একটুক দেখাও শ্যাম কুজা তোমার কেমন সুন্দরী,
কেমন লাগ্য কেমন রূপের মাধুরী, :
সুবুঝা কুজার সনে, সোজা হ'য়ে বস রাজ্যাসনে,
মধুর যুগল মূর্তি, দরশনে, আমার নয়নের সফল করি।।
- মিল — ব্রজে দেখেছি রাধাকৃষ্ণ কিশোর কিশোরী,
দেখাও রাজপাটে পাটেশ্বরী, কুজার মূর্তিখানি।।

- অন্তরা — ও কুজার বন্ধু, বন্ধু কেমন আছ।
ব্রজে পিরীতি করিয়ে এসেছ ছাড়িয়ে, কার প্রাণ কাড়িয়ে করে দিয়েছ।।
বন্ধু ধীরে সমীরে যমুনার তীরে, করেছ সুখ বিলাসঃ
মনে পড়ে কিহে বঁধু, নিয়ে গোপবধু, নিধুবনে মধুর রাস :
তাজে সেই ব্রজবাস, এখন কার সহবাসে সব ভুলেছ।।
- পরচিতান— গোপীর পোড়া মন পোড়ে, তোমার দর্শন আশায়।
- পাড়ন — ওহে বঁকাসখা, অনেক দিন হয় নাই হে দেখা,
দেখতে চক্ষের দেখা, এসেছি এই মধুরায়।।
- ফুকার — মনে পড়ে কি তাল তমাল শাল রসাল বকুল বন, মধুর নিধুবন নিভৃত নিকুঞ্জবনঃ
মনে হয় কি অক্ষয়বটে, প্রেমের অংশী বটে, ও সেই বংশীবটে,
মনে পড়ে কি যমুনার তটে, ব্রজগোপীকার বহুহরণ।।

মাধুর (ঙ) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বঙ্গে শ্রীরাধার মত কেবা ভালবাসে।
- পাড়ন — রাধা প্রেম সুধারস, সেই রসেতে সর্বদা বশ,
এথায় কুজা নীরস, আছ বঁধু তাই বিরসে।।
- ফুকার — মনে যা থাকুক মুখে তোমার মধু অতিশয় : কুখার সময়ে শুধু অন্ন মন্দ নয় :
সুসংবাদের ভাল স্কুটা, অন্ধকারে ভাল বিদ্যুৎজ্বটা,
চক্ষে তৈল দিলে পরে দু'এক ফোঁটা, একটু কঁদলে লোকে প্রেমিক কয়।।
- মিল — করলে গোপীকার এই উপকার তোমার যথাশক্তি,
তোমার বিলক্ষণ স্বরণশক্তি, রাইকে আছে মনে।
- ধূয়া — সবই গেল হে শ্যাম, শুদ্ধ প্রেমের এই নিন্দা রৈল বৃন্দাবনে।।
- ডাইনা — তোমার ভালবাসায়, তোমার আশায় আশায়,
প্যারী পড়েছে হে বিষম দশায় দশমদশায়ঃ
রাই তোমার ভবের দুর্ভভ, পেলনা পদপন্নব,
তোমায় কে বলবে রাধাবল্লভ, রাধা মৈলে প্রাণে।
- বাদ — আগে জানি না এত ছিল তোমার মনে।।
- ফুকার — কুসুমশয্যাতে সুখে, বুকে রেখে রাধিকায়ঃ দেখে বিধুমুখ সুখ পেতে হে শ্যামরায়ঃ
গহন বনে হাঁটিতে গেলে, ফুল বিছায়ে দিতাম চরণতলে,
তোমার সে ধন এখন ধরাতলে, ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায়।।
- মিল — বঁধু, আজ কি কাল ব্রজলীলা রাধার হয় সম্বরণ,
রাধার দেখলে না প্রেমের মরণ, তোমার দু'নয়নে।।
- অন্তরা — ব্রজে প্রেমরসের প্রতিমা তোমার শ্রীরাধিকা।
ও তার কর্ত্তে কিসজ্জন, করলে আয়োজন, দেখলে না সূজন, চক্ষের দেখা।।
জানি অকৈতব প্রেম, জন্মুনদ হেম, সবে কি সে প্রেম পায়ঃ
আবার খলের পিরীতি, জলের তিলক, পলকে শুকায়ে যায়ঃ
তোমার কৃপতানুজায়, প্রেমে মারা যায় আর তো হবে না দেখা।।
- পরচিতান— সুখে আছ শ্যাম, থাক কুজার সনে।
- পাড়ন — এই কি প্রেমের ধর্ম, কঁদতে কঁদতে গেল জন্ম,
আছে অস্থিচর্ম, শুধু রাধার কর্মগুণে।।
- ফুকার — ও যার চরণে সাধ করে লিখেছিলে হরিনাম,

হরিপ্রেম প্রেমসীর এই কি হল পরিণাম :

হায়, যার জন্যে যে প্রাণে মরে, মরণকালে দেখতে চাইলে পরে,
একবার চক্ষের দেখা দেখতে তারে, বন্ধু কেন হ'লে হেন বাম।।

মাধুর (চ) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — গিয়ে মথুরাতে দূতী বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে কয়।
পাড়ন — ওহে ! চিকনকাল, অনেক দিনে দেখা হ'ল, ভাল ত আছে হে রসময়।।
ফুকার — আমি বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতী হে, এলেম মধুর ভবনে,
তুমি পার কিনা চিন্তে, তাই করি চিন্তে, পড়ে কি কিছু মনেঃ
কালক্রমে শ্যাম কিনা ঘটে, ব্যাঘ্রের গাল হরিণে চাটে,
মরুভূমে কমল ফুটে, রাখাল উঠে রাজসিংহাসনে।।
- মিল — এলেম ভেবেচিন্তে এই মধুর দেশে, কেঁদে ফিরি দেশেদেশে,
দেশের দেশী কেউ নাই।
ধূয়া — বল হে বিদেশী বন্ধু, ইন্দুমুখে কথা শুন্তে চাই।।
ডাইনা — ব্রজে ছিল সাধা লক্ষ্মী, সে রাধা লক্ষ্মীঃ সে লক্ষ্মী ভুলেছ পেয়ে কুঞ্জী অলক্ষ্মীঃ
বুঝিতে নারি ন্যূনাধিক, শুন্তে এলেম শ্যাম গুণাধিক,
রাধা হ'তে কোন গুণাধিক, গুণবতীর কুঞ্জীর ঠাই।
- খাদ — তুমি বিনে প্রাণের কথা, কার কাছে সুধাই।।
ফুকার — তুমি ব্রজে থাকতে রসময় হে, প্যারী মান করিত যে সময়,
তখন ত্যজে স্বীয় মান, হতে প্রিয়মাণ, করে প্রিয়ার মানের ভয় :
কুবুজী রমণীরতন, নূতন প্রেমে নিত্য নূতন,
মানে যদি দেয় জ্বালাতন, সে মান ভঙ্গ কেমন করে হয়।।
- মিল — যখন মানান্তে শ্যাম হয় হে সখিলনঃ সে সময় মন মিলন কেমনঃ
সুখ কেমন তাই শুন্তে চাই।।
- অন্তরা — কেমন প্রেমিকা কেমন রসিকা তোমার কুজা চন্দ্রমুখী।
সে কি নবীনা নাকি প্রবীণা, নাকি যেমনি বাঁকা তেমনি বাঁকী।।
রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন ব্রজে দেখে হ'তেম সুখী,
এখন কুঞ্জী রত্ন সনে, বৈস রত্নাসনে, যত্নে যুগল মিলন দেখি।।
- পরচিতান — গোপীর মানঘাট আর দানঘাটের কথা, পড়ে কি স্মরণ।
পাড়ন — চতুরতা অপার, মথুরার গুদারার পার, সেই একদিন আর এই একদিন এখন।।
ফুকার — দেখতে নিত্য নূতন নূতন নমুনা সে যমুনাপুলিনে,
পেতে প্রীতি উপহার, নিকুঞ্জ বিহার, নিত্য নিকুঞ্জবনে :
বর্ষাতে হিন্দোললীলা, শরৎকালে রাসের মেলা,
সুখ বসন্তে হোলিখেলা, সুখ কেমন হয় কুজার সনে।।

মাধুর (চ) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসন্তে গুণবতী রাধার কাছে, কুজার নাই গুণ।
পাড়ন — বলে মৌখিক কথা, রাখ কেবল লৌকিকতা, কপটতা শঠতায় নিপুণ।।
ফুকার — তুমি মুখে ঢেলে মধু হে, বন্ধু কুলবধুর মাথা খাও,
লোকে কথায় কয়, কথা মিথ্যা নয়, চক্ৰয়া কুটুম্বের ভাও :
গোপীকার উপকার দেখ, মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখ,
মুখে বল থাক থাক, কৌশলে পা দিয়ে ঠেল নাও।।

- মিল — যদি কুজা হ'তে রাই গুণাধিকা, তবে তোমার প্রাণাধিকা কুজা কেন প্রিয় হয়।
 ধূয়া — গুণবতীর গুণ গিয়েছে, কোন্ গুণে সেই গুণের পরিচয়।।
 ডাইনা — বাসী ফুলে ভ্রমে ভুলে ভ্রমে না ভ্রমর, ফলবিহীন বৃক্ষে কোনদিন চড়ে না বানরঃ
 বর্ষার বারি আবাড় মাসে, আশার অতিরিক্ত আসে,
 কার্তিক মাসে ভাঁটার শেষে, কোন্ দেশে আর বর্ষা হয়।
 খাদ — সময়ে সকলি ঘটে, সকলে তাই কয়।।
 ফুকার — লোকের গৃহদাহ হয় যে কালে, দেখে অগ্নি বলবান,
 অগ্নির সাহায্য কারণে, সবেগ ধারণে পবনে হয় অধিষ্ঠান :
 সেই ত অনল সেই ত পবন, প্রদীপরূপে জ্বলে যখন,
 অতি ক্ষুদ্র ব'লে তখন, পবন এসে করে হে নিকর্ষণ।।
 মিল — এমন অনেক আছে ভাগ্যের রীতি, সময়ে সকলে সাধী, অসময়ে কেহ নয়।।
 অন্তরা — সুখের পিরীতি রতন, হ'লে পুরাতন, কার যতন কে আর করে।
 লোকে যে কোন প্রকার, হ'লে নদী পার, নৌকার যতন কে আর করে।।
 নিত্য পেলো নূতন নূতন, পুরাতন যতন কে করেঃ
 খেলে প্রবাসেতে ভাত, ফেলে দেয় সে পাত, সে পাতের যতন কে করে।।
 পরচিতান — মিছে পরমার্থ তত্ত্ব বল তুমি স্বার্থপর।
 পাড়ন — পেয়ে নূতন প্রভাব, পূর্বের ভাব করিলে অভাব,
 খলের স্বভাব এই তো পূর্বাধার।।
 ফুকার — আগে রাই ছিল দেবেরও মান্য, এখন অতি অমান্য,
 ঠেকে মান-বিপদে শ্যাম, পদে লিখে নাম, রেখেছিলে যার মান্য :
 মানের দিনে হয়ে আউল, যার জন্যে শ্যাম সাজলে বাউল,
 সেই রাই এখন ভাজা চাউল, কুঁজী তোমার সুজির মিষ্টায়।।

মাধুর (ছ) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — গিয়ে মধুরায় দূতী বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে কয়।
 পাড়ন — বলতে এলেম হেথা, সুখীর কাছে দুঃখীর কথা,
 বন্ধু যাব কোথা বড় দুঃখের সময়।।
 ফুকার — বন্ধু ভাল ভাল দেখা হ'ল অনেক দিনেঃ
 বল বল ত্বরায়, ভাল ত আছ মধুরায়, ভাল মানুষ ভালর সনে :
 বৃন্দাবন বাসের কথা, দোল খুলন রাসের কথা,
 সুখ পেলো দুঃখের কথা, আর কি থাকে মনে।।
 মিল — মনে পড়ে কি মনোরঞ্জন বৃন্দাবনের বিষয়,
 জানতে এসেছি তাই রসময়, করে বড়ই স্নাহস।
 ধূয়া — বন্ধু কও হে কও, ব্রজ ছেড়ে মধুরাতে, কোন্ প্রেমেতে হয়েছে বশ।।
 ডাইনা — ব্রজে বাঁশীতে আক্রমণ, করতে শ্রীরাধার মন, ওহে রাধারমণঃ
 এখায় কোন্ যন্ত্রে কুজার মন, করতেছে আকর্ষণঃ
 রাধা প্রেম সুখা ত্যজে, কি সুখায় ক্ষুধা মজে,
 রাণী কুজা কেমন বৃন্দে, পিরীতি প্রণয়ের রস।
 খাদ — বন্ধু কও শুনি, নূতন রাণীর এখন কত বয়স।
 ফুকার — তোমার প্রেমের গুরু ব্রজে ছিল রাধা মাত্রঃ তবু রাইকে ছেড়ে,
 দুদিন একদিন পরে পরে, হ'তে চন্দ্রার প্রেমের ছাত্র :

- এখানে এই মথুরা, এই কুজা মনোহরা,
আছে কি কুজা ছাড়া, কোন আশ্রয় পাত্র ॥
- মিল — শত কোটি গোপীতে হ'ত না যার কাম নিরূপণ,
তারে এক কুজা করে ওজন, দিবে কয়জনের রস ॥
- অন্তরা — মান করলে সে প্রাণপ্রেমসী কিসে মন ভুলাও হে।
মান ভাঙ্গিতে বাথার ব্যথিত, দূতী কোথা পাও হে ॥
মান বিহনে শুধু শুধি, বাকী কিছু সাধাসাধি,
মিথ্যা কথা যদি বল গুণনিধি, কুঁজী দিদির মাথা খাও হে ॥
- পরচিতান— তোমার রাই হইতে কুজা রাণী, বড় গুনি কি গুণে বেশী।
- পাড়ন — আপন রত্নকে অযত্ন ক'রে, বল কিসের তরে, হলে পরপ্রত্যাশী ॥
- ফুকার — বুঝতে নারি হরি কেমন তোমার অনুগ্রহঃ
ব্রজে থাকতে শ্যাম মজাইলে সব কুলবতী, বাঁশীস্বরে ক'রে মোহঃ
অচলকে করলে সচল, সচলকে করলে অচল,
মথুরায় ক'রেছ চল, বিধবার বিবাহ ॥

মাথুর (ছ) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে বুঝবে কি প্রণয়ের রস, কুঁজী নীরস, বিরস তোমার মন।
- পাড়ন — বন্ধু ! চন্দন দানে, সেক্ষে ভক্তিবন্ধনে, সদা এই বন্ধনে, সার হয়েছে ক্রন্দন ॥
- ফুকার — অবলা ভুলা'তে কত কথা কইতে জানঃ
নয়নের ভঙ্গীতে, মনরাখা কথার ইঙ্গিতে, মন সহিতে ধরে টানঃ
চন্দন দান করে কেবল, কুজার কি কপাল ভাল,
আমাদের চন্দনের ফল, বিফল গেল কেন ॥
- মিল — এসব কথায় আর মনের বাথা ঘুচবে কবে,
দিন ত রবে না কথা রবে, হবে সবই মিছে ॥
- ধূয়া — বন্ধু ! থাক থাক থাক, তুল না অবলার কথা, যা হ'বার তা হ'য়ে গিছে ॥
- ডাইনা — নূতন পিরীতির অনুরাগ, নূতন রাণীর সোহাগ, ভুলায়েছে তোরেঃ
আহা ! সোণায় সোহাগা দিলে, যেমন গলে পড়েঃ
পড়েছ মথুরাতে, মায়া রাক্ষসীর হাতে, বুঝি কুঁজী মূল মস্ত্রেতে, ধূল পড়া দিয়েছে।
- খাদ — হীরার ফল ফলে গিছে, কুজা লোহার গাছে ॥
- ফুকার — কুঁজী কংসের দাসী, হঠাৎ রাজমহিষী হ'লঃ
সুখের উপরে সুখ, তার উপর সুখ, এত সুখ তার কোথায় ছিলঃ
তুই আগে ছিলি গোপাল, মথুরায় হলি ভূপাল,
তোর কপাল কুজার কপাল, বিধি বেশ মিলাল ॥
- মিল — এখন সব লোকে, সুখে বলে মুখে, কপাল কপাল,
ইহা হ'তে আর বেশী কপাল, আর কি ধরে গাছে।
- অন্তরা — আর যদি শ্যাম ক'দিন বাঁচি কি জানি সেপি হে।
আদুল ফুলে কলাগাছ হয়, তোরা তার সাফী হে ॥
কপাল ছিল পাতার তলে, পাতা উড়াল অনিলে,
দাসী আর রাখালে দুই জনেতে মিলে, পাঁচ আঙ্গুলে পাইছ কি হে ॥
- পরচিতান— আমরা বিচ্ছেদ জ্বালাতে দাহ, অহরহ, বন্ধু কেহ নাই।
- পাড়ন — তাতে তোরে কি গিছে, যা গিছে গোপীকার গিছে,

তোর ত সবই আছে, সাপ্পাতে দেখে যাই।।
 ফুকার — আগে জীবন যৌবন সঁপে তুই নিঠুরের হাতে:
 এখন কেঁদে কেঁদে, ছেঁড়া চুলে খোঁপা বেঁধে, শেষে তোরে এলেম নিতে:
 দুঃখী যায় সুখীর কাছে, দুঃখ যায় তার পাছে পাছে,
 তোর সুখ তো আগে পাছে, কেবল দুঃখে ঘুতে।।

মাধুর (জ) - ১নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — ব্রজের দূতী বৃন্দে নিরানন্দে শ্রীগোবিন্দে কয়।
 পাড়ন — সুখের বৃন্দারণ্য হল অরণ্য, এক ভিন্ন শূন্য সমুদয়।।
 ফুকার — ব্রজে আর কি গোপীর সেদিন আছে, আগের দিন বাঘে খেয়েছে,
 সার হয়েছে অশ্রুজল, অমৃতে গরল :
 হায়, মধুপুরের দিন ফিরেছে, মরানদীর ডরা বান ডেকেছে,
 আরও শুন্লেম লোকের কাছে, কেওয়াগাছে মেওয়াগাছে ফল।।
 মিল — করে প্রেম পিরীত বিপরীত ফল দিয়ে ব্রজে,
 সুহৃদ বাড়ালে মধুর রাজ্যে, তোমার কৃপাশুণে।
 ধূয়া — বন্ধু দেখাইলে অল্পদিনে যত লীলা, এত লীলা কেবা জানে।।
 ডাইনা — করে কমলের হতাদর, শিমুলের শতাদর করলে কমল আঁখি:
 বেঁচে থাকলে শ্যাম আরও জানি কত দেখি:
 অয়ত্নে রাধা লক্ষ্মী, পায় ঠেলে সাধা লক্ষ্মী,
 রাখলে যত্নেতে কোন অলক্ষ্মী, রত্ন সিংহাসনে।
 খাদ — মোদের সম্বন্ধে কত কথা উঠে মনে।।
 ফুকার — রাধার গেল জাতি রল খোঁটা, চাঁচরকেশে হল জটা,
 মস্তকে নাই তৈলের লেশ: কব কি বিশেষ : হায়,
 কুজী পুরায় সুখ অভিলাষ, কোটর চক্ষু হল পদ্মপলাশ,
 নিত্য দিয়ে লক্ষ্মীবিলাস, কাল কৈল পাকা কেশ।।
 মিল — এসব কপালে করে সব কপালে করে,
 পরের দুঃখ বুঝে কি পরে, ব্যথার ব্যথিত বিনে।।
 অন্তরা — মধুরার ভাব গেল না বুঝা।
 রাধার দুটি হাত কেটে রাধানাথ, করলে কুবুজারে চতুর্ভুজা।।
 সোজা রাই আর নাই হে সোজা, বয়ে বিচ্ছেদে বোঝা;
 এথায় হয়ে কুঁজের ওঝা, সেরে কুঁজোর বোঝা, কুবুজারে করলে সোজা।।
 পরচিতান — তুমি করে কাঁদাও করে হাসাও, করে ভাসাও জলে।
 পাড়ন — যুবকেরে বৃদ্ধা, এ কেমন বিদ্যা, বৃদ্ধাকে যুবত্ব দিলে।।
 ফুকার — কুবজার শ্রীমুখে ছিল না দন্ত, তোমার গুণে গুণবন্ত,
 দন্তহীনে দন্ত পায়: একান্ত কৃপায় : হায়,
 ওঠে দিয়াছে মিশি, ইচ্ছা করে ধরে ওঠে মিশি,
 বয়স ছিল আশির বেশী, এখন ত বোড়শীর প্রায়।।

মাধুর (জ) - ২নং (কে আছে মাধুর) হরিচরণ আচার্য

চিতান — বসে অলক্ষ্মী নয় লক্ষ্মীর আশ্রয়, কুজার সাধন শুণে।
 পাড়ন — রাহিকে ঠেল নাই পায়, শ্রীদাম শাপের দায়, দুঃখ পায় শ্রীবন্দাবনে।।
 ফুকার — ভাল দেখাইলে শ্যাম সুজনতা, সুসংবাদের মিথ্যা কথা, বলতে সুহৃদ কে আছে:

- সুহৃদ কে আছে : হায়, যখন মাথায় বজ্র পড়ে, সে বজ্রভয় নিবারণের তরে,
দয়া করে ছত্র ধরে, এমন সুহৃদ কে আছে।।
- মিল — সাক্ষাৎ থাকতে জল তৃষ্ণাতুরকে যে দেয় আশা,
বল তার মত ভালবাসার সুহৃদ কে আছে।
- ধূয়া — ভাল বয়ে শ্যাম যখন যেমন তেমন কথা, এমন সুহৃদ আর কে আছে।।
- ডাইনা — যখন সমুদ্রে ডাকে বান, সে সময় বাগির বাঁধ, দিলে যে দেশ বাঁচে:
বন্ধু সে দেশে এমন সুহৃদ আর কে আছে:
অগ্নহীন শীর্ণ গাত্র, সে দেখায় বুকের পত্র,
বন্ধু তার মত গুণের পাত্র, সুহৃদ আর কে আছে।
- খাদ — তোমা বই গুণের সুহৃদ বল আর কে আছে।।
- ফুকার — বন্ধু যদি কখন শুকায় সিঁদ্ধ, তাহিতে দিতে শিশির বিন্দু
এমন সুহৃদ কে আছে: সুহৃদ কে আছে : হায়
সম্মিপাতে তৃষ্ণাতুরে, জল খেতে চায় যখন তৃষ্ণা পুরে,
আশা দিয়া রাখে তারে, এমন সুহৃদ কে আছে।।
- মিল — অনল নিবাইতে অনলেতে ঢালে ঘৃত,
বন্ধু, তার মত গুণাধিত, সুহৃদ আর কে আছে।।
- অন্তরা — দুঃখ বলব আর কার কাছে।
যখন ব্যাধি হয়, শীঘ্র মরতে কয়, বন্ধু এমন সুহৃদ আর কে আছে।।
যাত্রাকালে টিক্ টিকিতে বাধা যদি দেয় পাছে:
ও সে টিক্ টিকি বধিতে, ঘরে আশুন দিতে, এমন সুহৃদ আর কে আছে।।
- পরচিতান — বন্ধু তোমার মত গুণাধিত, সুহৃদ আর কে আছে।
- পাড়ন — করিতে উপকার, ব্রজ গোপিকার, এমন আর সুহৃদ কে আছে।।
- ফুকার — বন্ধু, জীবন যৌবন ক'রে চুরি, বিনা দোষে বধে নারী, এমন সুহৃদ কে আছে :
হায়, পরকে দিয়ে বুকে তুলে, অংশ ধ্বংস করে ফল পাড়িলে,
শ্রদ্ধ খায় সে প'ড়ে ম'লে, এমন সুহৃদ কে আছে।।

মাধুর (ক) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বৃন্দে সুচতুরা হয়ে সকাতরা, মধুরানাথের প্রতি কয়।
- পাড়ন — হলেম অর্কচীনা, সেখে সেখে দিতে চিনা, অচিনা রাজ্যেতে উদয়।।
- ফুকার — আমি বৃন্দাবনের বৃন্দা দূতী, না না এখন আমি কিসের দূতী,
নাই পূর্বরাগ নাই মিলন: নাই আর পায় ধরা মনোহরার মান ভঞ্জন :
শ্রোতাশূন্য সভায় এসে, কি রস দিবে কবি কাব্যরসে,
বন্ধু উলঙ্গ সম্মাসীর দেশে, রজকের কি প্রয়োজন।।
- মিল — বন্ধু সবই গেছে তোমার পাছে পাছে,
শুধু হাহাকার সার করেছে, ব্রজের সব গোপীকে।
- ধূয়া — ওহে কুবুজার নাথ, আমার সুপ্রভাত, অদ্য তোমার সাক্ষাৎ সুখে।।
- ডাইনা — তোমার গিয়াছে রাখানামের সাধা যজ্ঞ: গোপীর গিয়াছে হে রাখাক্ষের
যুগল মন্ত্র: কুবুজারে দোহাই লাগে, সত্য কও দাসী আগে,
কুজা-কৃষ্ণ নাম মিষ্ট লাগে, কেমন ভক্তের মুখে।
- খাদ — চিরদিন হে সমান দিন আর কার থাকে।।
- ফুকার — নূতন ভালবাসার প্রাপ্তপ্রায়সী, হ'ল নূতন রাজমহিষী,

- দাসী নয় সে কাশীর মঠ: যদি না দেখাও মাথা খাও, ঘুচাও এ শঙ্কট :
এনে উত্তম চিত্র করে, বেশভূষায় বিচিত্র করে,
একবার দেখাও দেখি চিত্র করে, চিত্র হরের চিত্রপট ॥
- মিল — কর মনরঞ্জন ওহে মনোরঞ্জন, চক্ষু কর্ণের হউক বিবাসভঞ্জন, কুবুজার মূর্তি দেখে ॥
অন্তরা — এখন কুবুজা আর কু বুঝা নয়।
আগে ছিল যে কুবুজা, এখন সে সুকুজা, ভগ্যবানের বোঝা, জানি বাসুদেবে ব্যা ॥
বন্ধু কপালং কপালং, কপালং মূলং, কপাল তুল্য কিছু নয়:
ছিল কংসের চাকরানী, হলো ঠাকুরানী, ফুলের আড়ানীতে বাতাস দিতে হয় ॥
- পরচিতান — কবে কার কি ঘটে, শুয়ে ছিন্ন চটে, কেউ দেখে লাখ টাকার স্বপন।
পাড়ন — বিধির বিষম বুদ্ধি, উঠে কমায় নীচে বুদ্ধি, কি সিদ্ধি করিতে সাধন ॥
ফুকার — বিধির বিধান বুঝা ভারী বিপদ, কারো সম্পদ কারো বিপদ,
কারো নাইকো পদের খুঁজ: কারো পদের নাম পদের গুণে পদাখুজ, :
কেউ রাজা কেউ দ্বারস্থ, কারো উদয় কারো অন্ত,
বিধি কারো কেটে দুটি হস্ত, কারে করে চতুর্ভুজ ॥
- মিল — প্যারি ফুলশয্যার ধন, ধূলশয্যাতে পতন, এখন কুবুজা রক্ষীরতন, কি যতনে থাকে ॥

মাধুর (ক) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বস্নে কুজা যোগে, কৃষ্ণ নামের আগে, কেহ ত লয় না কৃষ্ণ নাম।
পাড়ন — ভক্তের অনুরাগে, রাধার নাম শ্যামের নামের আগে, সোহাগে পুরায় মনস্কাম ॥
ফুকার — যা হউক বস্নে ভাল শুনলেম ভাল, ভাল কথার মিছেও ভাল,
কথায় ভাল, কাজে নয়: জানি চতুরের চতুরতা অতিশয়, :
ভিতরে অবস্থা মন্দ, রন্ধনেতে নাই তৈলের সম্বন্ধ,
সেও মুখে মুখে ঘৃণের গন্ধ, লোকের কাছে কথা কয় ॥
- মিল — কথা বস্নে কি হয়, কাজে সব পরিচয়, এখন সবে কয়,
কুবুজার জয় তোমার কৃপাগুণে।
- ধূয়া — কুজার বালাই লয়ে, আমরা মরি সব গোপের মেয়ে, বৃন্দাবনে ॥
ডাইনা — কুজার শ্রীচরণ স্মরণ করে সাধন করব, করে কামনা কামনা-সাগরে মরুব:
আমরা সব কুজা হব, শ্যাম তোমার বামে রব,
বৃদ্ধ বয়সে যৌবন পাব, শুধু চন্দন দানে।
- খাদ — না হয় কুজা হতে চেষ্টা করব, সাধন বিনে ॥
ফুকার — করব কুঁজির সাজের এক ব্যবস্থা, সস্তা হলে পাটের বস্তা,
পৃষ্ঠে তুলে বান্ধতে চাই: যদি এই সাজে সহজে ঐ চরণ পাই :
এক করে চন্দনের বাটি, আর এক করে ধরে লাঠি,
সবার চূলে মুখে খড়িমাটি, বুড়ীর মত হেঁটে যাই ॥
- মিল — যত গোপের মেয়ে, কুজার কৃপা পেয়ে,
ব্রজে অসংখ্য কুজা হয়ে, নাচব রাসের দিনে ॥
- অন্তরা — লোকের কুবুজা কৃষ্ণের দেখুক রাস।
পাবে আদর্শ কুজা, সব কুবুজার পূজা, কেন কুবুজা করবে তার মানের হাস ॥
হব অসংখ্য গোপিনী, কুবুজা রূপিনী, রাণীর হানির কি তরাস:
আসল কুবুজা সুন্দরী, রবে পাটেশ্বরী, রাজপাটে স্বত্ব তাহারি মিরাস ॥
- পরচিতান — তোমার কৃপা হলে, যা থাকে কপালে, সাজব সব কুবুজার মূর্তি।

- পাড়ন — এ দিকে সে দিকে, কুব্জা দেখবে চতুর্দিকে, বাড়বে সোহাগ স্মৃতি।।
 ফুকার — আমরা সব কুব্জা সাজব যদি, হাটে হাটে যখন বেচব দধি, শোভার বরিলহারি যক্তি
 চন্দ্রাবলীকে কুব্জা সাজে সাজাইতে চাই, :
 সব কুব্জার ঠাকুরাণ দিদি, বড়াই আর এই কুব্জা দিদি,
 তোমার দক্ষিণ বামে বসে যদি, আনন্দের আর সীমা নাই।।

মাধুর (এও) - ১নং (আটের মাধুর) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ব্রজের সূচতুরা বৃন্দা মধুরাতে উদয়।।
 পাড়ন — কটি তটে সাটি আঁটি, কৈরে আঁটাআঁটি, আঁটিসাঁটি আজ আটের কথা কয়।।
 ফুকার — মনে পড়ে কি অক্ষরের আট চাকা বিমান, আটে শূন্য রেখে প্রমাণ,
 বৈলে আসা হয়েছে: ও সেই আটে শূন্য গিয়েছে, :
 সখী চৌদিকেতে আট প্রহরী, কান্দিতেছে রহি আট প্রহরই,
 (কেমন) আটকপালী তোমায় হরি, এথায় আটক করে রেখেছে।।
 মিল — ব্রজে আট সাত্তিক তুচ্ছ কৈল, সবে তোমায় বলে,
 এখন তোমার আট কৌশলে, ব্রজবাসী মৈল।
 ধূয়া — বন্ধু, আট দশ আশির বেশী বয়সী, আটবাঁকীর কি ভাগ্য ভাল।।
 ডানা — রাপে আট দ্বিগুণ কলায় পূর্ণ, ব্রজে প্যারী বটে:
 ও তার আট অঙ্গ আট বামই শ্যাম ধূলায় লুটে:
 এ ওজনে আট পশুরি, আট সাত্তিক ভাব নেহারি,
 দুই চার আট দিনের জন্য হরি, একটু ব্রজে চল।।
 খাদ — কত আট মনে উঠে কত বলব বল।।
 ফুকার — জানি জানি শ্যাম, চাঁদের করে আট কলা ক্ষয়, আট তিথিতে হ'য়ে উদয়,
 নন্দাদি আট গোপের ঘর, রাখলে আট আনন্দে আট প্রহর, :
 রাণী আটকুড়ী তোমাকে পেল, আত্মদে আটখানা হ'ল,
 এখন আট দ্বিগুণ বেদ মিশাইল, খেয়ে সবেই হবে অবসর।।
 মিল — তোমার বিচ্ছেদ-বিষেতে নন্দ পড়েছে ধরাতে,
 যেমন মনসার আট নাগেতে, অঙ্গেতে দংশিল।।
 অন্তরা — এখন আট অঙ্গেতে আট অলঙ্কার, পরে না আর রহি রতন।
 হ'য়ে আট পাশেতে মুক্তি, আট শক্তির মূল শক্তি,
 আদ্যাশক্তি করে লীলাসংবরণ।।
 দিতে পারের কড়ি, আট কড়া কড়ির করিতেছে আয়োজন।
 এখন আট দ্বিগুণ নাম ধরে, চার আটা অক্ষরে,
 আটদিকে আট সখী করিছে কীর্তন।।
 পরচিতান — ব্রজের ঘাটে বাটে আট জনে কয় আট প্রসঙ্গ।
 পাড়ন — ব্রজে আট রাখাল সংজ্ঞাহীন, আট সখীর মন মলিন,
 তোমার আটকালীন সেবা সুখ সঙ্গ।।
 ফুকার — কখন করি নাই সুনতির আট কন্যার সঙ্গ, আট আটা চৌষটি অঙ্গ,
 ভক্তি সাধন কি জানি, এ সব আট কপালের ফল শুনি, :
 আর কি আটের কাছে আমরা আঁটি, আমড়ার কেবল চামড়া আঁটি,
 আট পুরুষের আমের আঁটি, তোমার আটবাঁকা কুব্জারানী।।
 মিল — বন্ধু আট কথায় কত শত আট বলেছ ফেলে,
 কোন দ্বিকৃতি দোষ থাকিলে, ক্ষম হে চিকনকাল।।

মাধুর (এ) - ২নং (আটের মাধুর) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আটের গানের জবাব, স্বভাবসিদ্ধ ভালই পেলেম।
- পাড়ন — কথা ব্রজে আর যাবার নয়, সে ভাগ্য হ'বার নয়,
বন্ধু তা নয় তা নয়, মনে বেশ বুঝলেম।।
- ফুকার — ওহে বন্ধু হে, হ'য়েছে মন বুঝাবুঝি, ব্রজে চন্নেম সোজাসুজি,
আহিরনী অবুঝি, যখন সুবুঝিতে কুবুঝি, :
যখন দুঃখ পেয়ে চক্ষু বুজি, সবই যেন সুন্দর বুঝি,
গোপীর ভাগ্যের ধংশ বুঝি, করলে কংসের দাসী কুবুজী।।
- মিল — ব্রজে প্রেমসাগর শুদ্ধ হইল, আর ত নাই তার রেখা,
স্মরণ পড়ে কি শ্যাম নাম লিখা, রাধার চরণ তলে।
- ধূয়া — ব্রজে গেলে না ব্রজের জীবন পদব্রজে, ব্রজবাসীর বিপদকালে।।
- ডাইনা — করে অসাধারণ গুণের আধার রাধার প্রণয় ভিক্ষে, :
করতে মানভঞ্জন মনোরঞ্জন কত রঞ্জন বাক্যে, :
সে দিন ত আর হবে না, মরবে রাই নাই ভাবনা,
কৃষ্ণ-প্রেমের নাম কেউ লবে না, প্রেমময়ী মৈলে।
- খাদ — সকলি অসংলগ্ন ভগ্ন প্রেমের ফলে।।
- ফুকার — মনে পড়ে কি শ্রীমন্ত সেই শ্রীবৃন্দাবন, তুমি শ্যাম শ্রীনন্দের নন্দন,
শ্রীরাধা নামে আর্তিঃ কর্তে শ্রীবংশীতে আবুতি :
এখন শ্রীমতীর নাই শ্রীঅঙ্গের শ্রী, বিস্তী হইতে অতি বিস্তী,
এখন শ্রীল শ্রীশ্রী তস্য শ্রীশ্রী, তোমার শ্রীশ্রীকুন্ডার শ্রীমূর্তি।।
- মিস — বৃন্দাবনে নাই চিনি মিশ্রি, শ্রীশ্রী মধুর মিলন,
হায় হায় কালক্রমে ব্যাঘ্রের বদন, চাটিছে শৃগালে।।
- অন্তরা — এখন রাই-শ্যাম নাম নাই ব্রজধাম, কুন্ডা হ'ল শ্যাম সোহাগী।
প্যারী নিরপরাধিনী চিরপরাধিনী, কি অপরাধিনী হ'ল হতভাগী।
(পেয়ে) গোপের ললনা, করেছ ছলনা, হ'ল না সুখের ভাগী,
একটু সার চন্দন ওলে, ছিটাইয়া আঙ্গুলে, নৃতন রণীর এখন পাঁচ আঙ্গুলে ঘি।।
- পরচিতান — মনে নাই কি বন্ধু নিধুবনে কোটালগিরি।
- পাড়ন — ফির্তে গোষ্ঠে মাঠে বাটে, পার করতে পারঘাটে,
এখন এই রাজপাটে, কুন্ডা পাটেশ্বরী।।
- ফুকার — ওহে বন্ধু হে, কার কপাল কি ভাবে লাগে, কেবা কবে ভাবে আগে,
অদৃষ্টের ফল অলঙ্ঘন, থাকে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গোপন, :
প্যারী পূজার পাত্রী রাজার মেয়ে, খুদায় নাই কুদায় চেয়ে,
কুজী এখন দুঃখ খেয়ে, করে দধি দিয়ে আচমন।।
- মিল — যে জন কান্দে না তার জনো আর বৃথা কেন কান্দি,
যেমন সাধ করে গোপা বান্ধি গোপীর ছেঁড়া চুলে।।

মাধুর (এ) - ৩নং (আটের মাধুর) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে মরবে না রাই, হবে না প্রেমে কলঙ্ক।
- পাড়ন — রাধার নাসিকায় নাই নিঃশ্বাস, বাঁচিবার নাই বিশ্বাস,
তবু দিলে আশ্বাস, হা হতাশ বৃথা আতঙ্ক।।

- ফুকার — ওহে বন্ধু হে, সবে বলি হা রাই হা রাই, কখন জানি রাইকে হারাই,
প্রাণ দিলে চাঁদমুখী; থাকলে নূতন রাণী হানি কি;
ফণীর সর্ব্ব্ব ধন শিরোমণি, ফণী যদি হারায় মণি,
যদি মণি শোকে মরে ফণী, মণির তাতে হানি কি।।
- মিল — বঁড়শি বাহকে আঁধার গাঁথে বঁড়শি ফেলায় জলে,
ও সে বঁড়শিতে মীন মরিলে, বাহকের হানি কি।।
- ধূয়া — ফাঁদে পড়ে শ্যাম-খেদে কঁদে মরে চকোরিণী, কও শুনি ফাঁদের হানি কি।।
- ডাইনা — ব্যাধের জ্বালেতে মৃগী ম'লে, সে ব্যাধের হানি কি, :
বন্ধু, দুই একটি নদী ম'লে জলসের হানি কি;
পরে নৌকাতে চড়ে, পার হওয়া সারলে পরে,
যদি সে নৌকা ডুবে পড়ে, সে পরের হানি কি।
- খাদ — ঝড়েতে গৃহ পড়ে সে ঝড়ের হানি কি।।
- ফুকার — জানি জানি শ্যাম তরুণ কফে খেয়ে দধি, কফের রোগী মরে যদি,
দধির তাহিতে হানি কি; হানিবোধ বিহনে হানি কি :
বন্ধু, কম মেপে ফাও দিলে পরে, দোকানির কি হানি ধরে,
যদি বৃদ্ধ ধনী যজ্ঞমান মরে, তবে পুরোহিতের হানি কি।।
- মিল — বন্ধু, গৃহীর ধন হরণ করলে তস্করের হানি কি,
যেমন হেমন্তে পুষ্কর ম'লে ভাস্করের হানি কি।।
- অন্তরা — এখন রাধা মলে রাধাবল্লভ তোমার আর হানি কি।
লোকে রত্নলোভে পড়ে, ডুবে রত্নাকরে যদি মরে, রত্নাকরের হানি কি।।
মাতঙ্গ দলনে কমলিনী ম'লে, মাতঙ্গের হানি কি।
বন্ধু জ্বলন্ত অনলে, পতঙ্গিনী জ্বলে, অনলের তাতে তেজের হানি কি।।
- পরচিতান — গোপাল ভূপাল হলে গোপালের কপাল হানি কি।
- পাড়ন — আগে ছিল ধড়াচুড়া, এখায় জামাজোড়া,
কত হাতি ঘোড়া, কও শুনি তোমার হানি কি।।
- ফুকার — যেদিন এসেছ কংসদেশে বংশীবয়ান, জটীলা কুটীলা আয়ান,
এ তিন জনার হানি কি; গৃহীর বালাই গেলে হানি কি :
কত বাক্যবাণের হানাহানি, গোপীগণের মানের হানি,
আজকাল হল প্রাণের হানি, তোমার নূতন রাণীর হানি কি।।

মাধুর (ট) - ১নং (পাটের মাধুর)

হরিচরণ আচার্য

- চিতান — সুখের রাজপাটেতে আছেন কৃষ্ণ মধুর মণ্ডলে।
- পাড়ন — গিয়ে দ্রুতগতি, মধুরায় চতুরা দূতী মধুরাপতির প্রতি, বলে।
- ফুকার — বল তুমি কেমন আছ শ্যাম কমলাঁবি, কেমন আছে চিনি, সেই চিনিমুখী;
তোমার দয়া ওষ্ঠে পুষ্ঠে, নিন্দা করে কোন পাপিষ্ঠে,
কি যে একটা ছিল পুষ্ঠে, সেইটার এখন করলে কি।।
- মিল — যা'ক্ যা'ক্ গিছে দূরে, যা'ক্ সে সকল কথা,
যথা তথা যাই পাটের কথা, কেবল কর্ণে শুনি।
- ধূয়া — কও হে কও পাটেশ্বর, মধুরায় পাটের দর, হল এ বৎসর, কেমন আমদানি।।
- ডাইনা — নূতন পেয়েছে রাজ্যপাট, এ রাজ্যে সবই পাট পরা পাটেশ্বর;
তোমার বামেতে পাটেশ্বরী, প'রেছে পাটের শাড়ী, পাটের কত আদর;

- বেড়েছে পাটের মান্য, দেশ গেল পাটের জন্য,
দেশের প্রেম-অন্ন হ'ল শূন্য, ধান্য শস্যের হানি।
- খাদ — পাটের মান অপরিমান, হাটে হাটে গুনি।।
- ফুকার — দেশের দশা যে দুর্দশা এই পাটের সোবে, পাটে তোমার পদোন্নতি বিদেশে,ঃ
এ'সে রয়েছে পারখাটের নৌকা, মধুপুরের হাটের নৌকা,
এখন চালাও পাটের নৌকা, পাটের অফিসে।।
- মিল — এখন বলব কি সময়ে সকলি ঘটে, অন্য জিনিস আর নাই হে মোটে,
শুধু পাটের আমদানি রপ্তানি
- অন্তরা — পাটের মান্য হ'ল মধুরধাম।
দেখি হাটে হাটে, ঘাটে মাঠে বাটে পাট, পাটময়ই সব পাটের শুদাম।।
দেশে আর জন্মে না ধান্য, তাইতে দেশের দশা দৈন্য, উৎসন্ন গেলাম।
আমরা পাটের সোবে দূরদূর্গ, অন্ন কষ্টে শীর্ণ হইলাম।।
- পরচিতান — কৃষ্ণ পাটের কথা মনে হলে, পাটময় সব দেখি।
- পাড়ন — পাটের চিন্তা চিন্তে, মন নাই কারো ধান্য কর্তে, পাটের অর্থে পেটে দিবে কি।।
- ফুকার — পাটের ময়াল পাটের কয়াল পাটের দালাল সব,
পাটে পাটে হাটে ধান চাউল নীরব,ঃ
বস্ত্র দিয়ে হস্ত ঢেকে, পাটের দর কপটে লিখে,
খরিদ বদ্ধ গুলে লোকে, শোকেতে হয় শব।

মাধুর (ট) - ২নং (পাটের মাধুর) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বন্ধু, বয়ে বটে করল পাটে দেশের উন্নতি।
- পাড়ন — দেখতে পাই অবশ্য, উপরে উন্নতির দৃশ্য, অভ্যস্তরে সর্বত্র ক্ষতি।।
- ফুকার — সাজ করে রাজপাটে আছে, বামে রাজরাণী,
এই রাণীর মস্তকে ছিল শোন পাটের বেণী :
রাজপাটে রাণীর ব্যবস্থা, এখন পাটের দূরবস্থা,
পৃষ্ঠে ছিল পাটের বস্তা, ঘুচল ইদানী।।
- মিল — তোমার এক পাট, সে গোকুলে কদম্বের গোড়া,
হ'লেম সেই পাটে পোড়া, যত কুলাঙ্গনা।
- ধূয়া — ছেড়ে দেও এসব পাট, রাজ্যপাট কার্যপাট, পাটের আর গৌরব করিও না।।
- ডাইনা — বন্ধু, আমাদের সর্বনাশ, তোমার তো ভাদ্রমাস, কেবল পাটের ধূম,ঃ
দেখ হাটে পাট ঘাটে পাট, মাঠে পাট বাটে পাট, বড় পাটের মরশুম,ঃ
পরের ধন পেয়ে চার হাতের সুখ পাও হে বড়,
সকালে পাট বেচে আদায় কর, রাইকিশোরীর সেনা।।
- খাদ — এ পাটের ব্যাপারে আর তোমার লাভ হ'বে না।।
- ফুকার — রয়েছে পাটের অফিসে, দেশ ছেড়ে বিদেশ,
উদ্ধব কয়াল অক্ষয় দালাল, সবই সবিশেষ :
গুনি পাট অফিসের বার্তা, যেমনি হর্তা তেমনি ধর্তা,
এই অফিসের বড়কর্তা, ধূর্তের হয় একশেষ।।
- মিল — পাটের গৌরবে কিসে রবে সূজনতা,
কেবল শঠতা চতুরতা, করলে এই কারখানা।।
- অন্তরা — এই পাটের সব দেশের অমঙ্গল।

বন্ধু, লোকে খেলে রোগে ভোগে, দুর্গন্ধময় পাটপঁচা জল।।
মান করে পাটভিজা জলে, রোগীর আগে বৈদ্য চলে, সদ্য ফলে ফল :
আবার পাট কাটিলে পাটের দশা, মশায় করে মানুষ পাগল।

- পরচিতান— হইল পাটের দোষে গুরুপাটে তোমার অপরাধ।
পাড়ন — আহা মরি মরি পাটে মরি, হায় কি করি, তোমার কি ঘুচলনা পাটের সাধ।।
ফুকার — পাটের দোষে দেশের লক্ষ্মী হল অন্তর্ধান :
চাউল বিনে বাউল হইলাম কিসে বাঁচে প্রাণ :
ধানের সম্মান গেল ঘুচে, ছার পাটে রাজ পাট পরেছে,
যারে খেলে গোষ্ঠী বাঁচে, তারই অপমান।।

মাধুর (ঠ) - ১নং (রসের মাধুর) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — হয়ে কাতরা চতুরা দূতী মধুরায় উদয়।
পাড়ন — বৃন্দাবনের কথা, মনের ব্যথা, প্রাণের ব্যথা,
মনের মানুষ পেয়ে হেথা, মনের কথা কয়।।
ফুকার — বন্ধু, রসিক যারা সদা তারা, রসে ভুলে রয়ঃ করে কত রসোদয় :
অরসিকে সে রস কোথায়, ঐ বিরস থাকে নীরসতায়,
রসিক লোকে রসিকতায়, কথায় কথায় রসের কথা কয়।।
মিল — কিছু শুনব বলে বল্ব ব'লে এলেম মধুরায়,
তাজা দাসী বলে আমায়, বঞ্চিত কর না পাছে।।
ধূয়া — জান্ব কেমন রসিকতা, আজ রসের কথা, জানতে মনে বাধা হয়েছে।।
ডাইনা — রসময় ধাম বৃন্দারণ্য, পঞ্চরসে পরিপূর্ণ, অতি উজ্জ্বল রস :
বন্ধু গোপবধুর মধুর রসে তুমি ছিলে বশ :
রসবতী রহিরূপসী, রস দিত শ্যাম দিবানিশি,
সে রস হ'তে কি রস বেশী, কসের দাসী কুজার কাছে।।
খাদ — মনদুঃখ মনে রয়েছে।।
ফুকার — বন্ধু, কি বস্তুতে কি রস আছে হয় তা প্রত্যক্ষঃ শাস্ত্রে বিপরীত বাক্য :
ঐ রস নাই যাতে এক বিন্দু, ঐ সেও কি হয় রসসিদ্ধ,
সাক্ষী দেখ রসসিদ্ধ, রস সিদ্ধুর রসমাগিক্য।।
মিল — কারও পরশ শুণে নীরস তো আর নীরস থাকে না,
পাষণ মানব, কাষ্ঠ সোণা, রামায়ণে শুনা আছে।।
অন্তরা — বড় রসের নাম শ্যাম রসরাজ নাম, জানে ব্রজের লোকে।।
প্যারী রসের "র", সব সম্পত্তির "স" দিয়ে :
রাধা নামের "রা" জাতি হতে "জ" মিশায়েঃ রসরাজ নাম রাখে।
শান্ত দাস্য বাৎসল্য রস মধুর রস, সব রসের সরস, এ সব ব্রজের রস :
এখায় কুবুজা তোমায় দিয়ে কি রস, কি নাম ধরে ডাকে।।
পরচিতান— ব্রজে রাসেশ্বরী রসেশ্বরী রসহারা সে রাই।।
পাড়ন — রসিকা সবলি, ভুলেছ সেই রসকলি, পরে না কেউ রসকলি, রসকলি নাই।।
ফুকার — তোমার দরশ পরশ রসে গোপিকা বঞ্চিত ব্রজে রস নাই হে কিঞ্চিৎ :
ব্রজের রস সহজে ত্যজে, ঐ কোন রসেতে আছ মজে,
নীরসা কুবুজী কুঁজে, এত কি রস ছিল হে সঞ্চিত।।

মাধুর (ঠ) - ২নং (রসের মাধুর) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আমায় মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট কর্তে চেষ্টা করেছে।
 পাড়ন — ব্রজের সুরস তাজে, রয়েছে হে নীরস রাজ্যে,
 গ্রাহ্য হয় না কথায় কার্যো, যত বলেছে।।
- ফুকার — বন্ধু, তুমি বল রাধা হতে কুজাতে নাই রস, তোমার ওকথা নীরস :
 পৃষ্ঠেতে যার রসের চূড়া, ঐ রসিক লোকের চিত্তচোরা,
 ষোল আনা রসে ভরা, পোড়া লোকে বলে আনারস।।
- মিল — ব্রজে রস থাকলে কি সে রস তাজে, আছ মধুরধাম,
 রসিক হয় না রসেতে বাম, রসে থাকে সর্বদা বশ।।
- ধূয়া — রসের কথা বলব কত, রস পেয়েছে রসের মত, ব্রজে কি শ্যাম ছিল এত রস।।
- ডাইনা — ঘরে ঘরে গোরস চুরি, নীরস হ'য়ে নন্দের নারী, করিত বন্ধন :
 তোমার সখ্যরসে রাখাল কর্ত, স্বপ্নে আরোহণ :
 মানময়ীর মানের রসে, কফে কষ্ট ধরত এসে,
 দিতেম যুক্তি-আদার রসে, রাধার চরণামৃত রস।
- খাদ — মথুরাতে সকলি সুরস।
- ফুকার — বন্ধু, যদি বল কুজা ছিল প্রাচীনা কর্কশ, আছে কর্কশেতে রস :
 সুরসিকের ভাগ্যফলে, ঐ কুরস বৃক্ষে সরস ফলে,
 সাক্ষী আছে ভূমণ্ডলে, নিম্বফল পাকিলে মিষ্ট রস।।
- মিল — তোমার তেমনি রসে রসের দেশে রসের কুবুজী।
 আমরা ইহার কি রস বুঝি, রসনাতে পিত্ত বিরস।।
- অন্তরা — তোমার অপক্ক অতি রুক্ষ রস ছিল না মোটে।
 কুঁজী রসিকা, রসে আট বাঁকা, উহার কুঁজে রস ভুজে রস,
 নিত্য নূতন রস উঠে।।
 গোপীকার রস থাকতে যদি, তবে কি হে গুণনিধি, রসিক যায় ছুটে :
 কুঁজীর প্রেমরসের কথা, শুনি যথা তথা, হাটে মাঠে ঘাটে বাটে।।
- পরচিতান — নারী প্রেমিকা রসিকা বিনে বেঁচে কিবা ফল।
- পাড়ন — করে রসের চিন্তে, হারাইয়ে রসিক কান্তে,
 রস হারায়ে কাদতে কাদতে, গেলাম রসাতল।।
- ফুকার — বন্ধু, স্বর্গেতে নাগিনী, ছিল নামটি সুরসা : প্যারী তেমনি সুরসা :
 দিন গেল প্রেমরসের আশায়, ঐ বিশ্ববাসু তার বহে নাসায় :
 সুরসা নাগিনীর দশায়, রাধার দশায় ঘটল এক দশা।।
- মিল — এখন সর্ব রসে রসের দেশে, কুবুজা সরস,
 নিঃশ্বাসে রস প্রশ্বাসে রস, আশ্বাসে রস বিশ্বাসে রস।।

মাধুর (ড) - ১নং (বৈদ্য) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ব্রজে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ-ব্যাধি হল বলবান।
- পাড়ন — অতি সকাতরে চন্দ্রাসতী, মধুরায় কয় শ্যামের বিদ্যমান।।
- ফুকার — বৈদ্যরাজ কৃষ্ণ নিদানকালে তোমার ভরসা, তোমার বৈদ্যের ব্যবসা :
 ব্রজে একদিন নন্দের বাসে, দেখা দিলে বৈদ্যের বেশে,
 শেষে এই মধুরায় এসে, কুঁজির করলে কুঁজের চিকিৎসা।।
- মিল — ব্রজে রাধার হল অচিন ব্যাধি গুণনিধি শ্যাম : অসময়ে হও যদি বাম,

- কৃষ্ণনাম কেউ লবে না।
- ধূয়া — করুণার নিদান, কর এই নিদানের বিধান, আমার নাই আর অন্য বাসনা।।
- ডাইনা — রাহিকে পরিহরি, হরি এলে দেশান্তরঃ সদা চিন্তায় চিন্তায় হইল চিন্তাজ্বরঃ
সব চিকিৎসা হল হত, রাধার জীবন কষ্টাগত,
দেখতে চল জন্মের মত, নৈলে দেখা হবে না।
- খাদ — এ বিপদে উপায় দেখ না।
- ফুকার — বৈদ্যরাজ কৃষ্ণ, বিধুমুখীর কাতর বিধুমুখঃ কাছে নাই হে বন্ধুলোক :
কেহ যদি যায় সম্মুখে, হরেকৃষ্ণ বলে মুখে,
মুখপানে তার চেয়ে থাকে, দুঃখে দেখে তার দুঃখে ফাটে বুক।।
- মিল — বন্ধু তুমি বিনে কে করে এই রোগের প্রতিকার,
চিন্তাজ্বরে বিচ্ছেদ-বিকার, ইহার উপায় দেখি না।।
- অন্তরা — রাধার হল অবশাস, সকল আশাভঙ্গ, এবার বুঝি লীলাসাপ্ত হয়।
তারে দেখতে চক্ষের দেখা, চল বাঁকাসথা, নৈলে দেখা হয় কি না হয়।।
যেজন যারে ভালবাসে, অস্তিমকালে কাছে বসে, প্রিয়ভাবে তোবে তার হৃদয়।
রাধার আসন্ন নিদানে, দেখলে না কোন্ প্রাণে, কুদিনে বন্ধুর পরিচয়।।
- পরচিতান — তুমি বৈদ্য ভবারাধা শুনি পুরাণে।
- পাড়ন — রাধার চিকিৎসা থাক, চক্ষের দেখা দেখতে একবার, লয় না কি মনে।।
- ফুকার — বৈদ্যরাজ বন্ধু, তুমি রাধার জীবনের জীবনঃ তোমা বিনে যায় জীবন :
না বাঁচে রাই না বাঁচিত, যদি তোমায় জন্মের মত,
চক্ষের দেখা দেখতে পেত, মৃত্যুকালে জুড়াইত জীবন।।

মাধুর (ড) - ২নং (বৈদ্য)
হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বস্ত্রে ভাল চিকনকাল মরবে না রাখে।
- পাড়ন — শ্রীদাম শাপের শেষে, সেই প্রভাসে, আরাম হবে মিলন ঔষধে।।
- ফুকার — বৈদ্যরাজ হরি, মরবেনা রাই দিয়োছ আশ্বাসঃ কথা কিসে হয় বিশ্বাস :
হিম হয়েছে হেমগাত্র, রসনায় রস নাই হে মাত্র,
নিত্যময়ীর শিবনেত্র, নাসিকাতে মাত্র নাই নিঃশ্বাস।।
- মিল — শ্রীদাম বাক্য উপলক্ষ বৃক্কেলম বিলক্ষণ, রাধার প্রতি রাধারমণ,
মন নাই সেই আগের সমান।
- ধূয়া — দীনবন্ধু হে, দিন রবে না কথা রবে, রাধার হবে লীলা সমাধান।।
- ডাইনা — ভাবতে যারে না দেখিলে পলকে প্রলয়ঃ এখন জন্মের মত সে ত বিদায় হয় :
মৃত্যুকালে চাঁদবদনী, দেখবে ঐ চাঁদবদনখানি,
আমরা করব হরি ধনি, যখন ধনির যাবে প্রাণ।
- খাদ — কৃপাময় শ্যাম কর কৃপা দান।
- ফুকার — কৃষ্ণ হে, বন্ধু প্রেম করিলে সৃজনে সৃজনঃ যদি প্রেমিক হয় দুজন :
প্রেমানন্দে এ সংসারে, সংসারের সুখ সাধন করে,
এক মরণে দুজন মরে, পরলোকে সুখে হয় মিলন।।
- মিল — জন্মুনদ হেম সম প্রেম অকৈতব, সে প্রেমে খটায় কৈতব,
প্রেমের কর্ণে অপমান।।
- অন্তরা — যখন যাত্রা করে শ্যাম, এলেম মধুরধাম, প্রণাম করে শ্রীরাধিকার পায়।
রাধার শ্রীমুখ মলিন, নেত্র স্পন্দহীন, বন্ধুবিহীন দশম দশায়।।

- অর্দ্ধাঙ্গ যমুনায় জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ সখির কোলে, নয়ন জলে ব্যান ভেসে যায়।
কেহ ভেবে পরিণাম, পরিণামের নাম, হরিণাম শ্রবণে সুধায় ॥
- পরচিতান— ধন্য তোমার প্রেমের ধন্য ওহে ক্রিভঙ্গ।
- পাড়ন — তোমার অকলঙ্ক পূজা প্রেমে, ব্রজধামে রইল কলঙ্ক ॥
- ফুকার — কৃষ্ণ হে, বন্ধু লোকের যখন হয় সুখের সময়, তখন বহু মিত্র হয়, :
যখন লোকের বিপদ ঘটে, তরা তরা ডুবে ঘাটে,
তখন কেহ তার নিকটে, সুহৃদ বলে দেয় না পরিচয় ॥

মাধুর (ঢ) মোকদ্দমার মাধুর - ১নং **হরিচরণ আচার্য**

- চিতান — মহামহিম মহারাজা মহিমবরেন্দ্র।
- পাড়ন — ধন্য বিচারপতি, সুপ্রচার তব সুখ্যাতি, শুনে অতি এনেছি আশ ॥
- ফুকার — আমার এই দরখাস্ত মধ্যে সমস্ত লিখিত রয়েছে :
আমার বৃন্দানাম, শ্রীবৃন্দাবন ধাম, দস্তখত আছে, :
সদর থানা কদমতলা, প্রসিদ্ধ রাসগঞ্জের জেলা,
বিবাদীর নাম চিকনকাল, গড় জেলায় ফেরারি হয়েছে ॥
- মিল — লোকের মুখে শুনে অশ্রুধলে এলেম মধুরায়,
অনুগ্রহ কর তুরায়, দোহাই ধর্ম অবতার।
- ধূয়া — ধন্য তুমি বিচারপতি, নারীর প্রতি কর সুবিচার ॥
- ডাইনা — বিচার হলে যাবে বুঝা কুবুজার স্বামী :
আছে মধুরায় সে চতুর আসামী, :
আইন খুলে সেই দণ্ডবিধি, কর তার ॥
- খাদ — সেই আসামী শঠের স্বামী কামী দুরাচার ॥
- ফুকার — কর শাস্তি স্থাপন, দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন বিশিষ্ট সমাজ;
শঠের লাইন বিরুদ্ধ, আইন বিরুদ্ধ, অসাধ্য নাই কাজ, :
এক মামলা তার বসনহরা, ভীষণ মামলা মানুষ মারা,
আর এক মামলা গোপের পাড়া, ব্রজগোপীর যৌবন লুটতরাজ ॥
- মিল — কথা রঙ্গিন নয় হে, সঙ্গীন হবে এ মোকদ্দমা,
কুটিল আর কুটিলার মা, জটিল সাক্ষী উহার ॥
- অস্তুরা — শঠে ঘাটে মাঠে বাটে ঘটাত উৎপাত।
মানত না আখ্যা, করত গোপভার্যার লজ্জাশীলতা ব্যাঘাত ॥
নিবৃতি করিতে তার চুরিদারী, দুর্কৃত্তেরে মোরা দিলাম চৌকিদারী,
কথা নয় বলার, অবলার গলার, হার চুরিতে ধরা পড়িল হঠাৎ ॥
- পরচিতান— গোকুলে সে গোপের কুলে ছিল যতদিন।
- পাড়ন — উহার জ্বালায় জ্বলে, কিবা জলে কিবা স্থলে, জজ্বালে কাটাইতাম নিশিদিন।
- ফুকার — কখন করত সে যে যোগীর সাজে, যোগী সেজে পরত বাঘের ছাল;
সাজত নাপিতানী বিদেশিনী, নাই সকাল বিকাল :
যখন যা তার মনে পড়ত, যে সাজ ইচ্ছা সে সাজ ধরত,
অনেক বিপদ সারতে পারত, আপনাকে সে আপনি করত জাল ॥

ঐ - জবাব **রমেশচন্দ্র আচার্য**

- চিতান — বড় ঠাট করে আজ পাঠ লিখেছ মহামহিমবরেন্দ্র।
- পাড়ন — লিখে দুখের বিষয় সমস্ত, দিয়েছ যে দরখাস্ত,

- অপদস্থ করতে চাও আশু ।।
- ফুকার — বললে, বিবাদীর নাম কালা ছিল, গড়জেলায় ফেরারী হল,
এই ত সেই মধুপুর : থাকে চতুরাদের মুখের জোর :
বলে করে সবার সাথে, আমি এলেম মধুরাতে,
তুমি ফেরারী কও কোন্ আইনেতে, এই দরখাস্ত নামজুর ।।
- মিল — শামলাপরা উকিল আমলা সকল ত্যজিয়া,
মেয়েলোক পিয়ন সাজিয়া, এলে অতি কৌতুকে ।
- মুখ — দরখাস্তের আসামী আমি, স্বীকার করি তোমার সম্মুখে ।।
- ডাইনা — এক আসামীর উপরেতে মামলা পাঁচ নম্বর :
এই মামলার শুনানি হবে, শত বৎসর পর :
নিজেই মামলা 'রেফার' করে, নিজেই পাঠাও স্বীপাস্তরে,
যাবজ্জীবন আটক করে, মধুর প্রেমের ঘটকে ।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে বাঁচি না দুঃখে ।।
- ফুকার — বললে, এক মামলা তার বসনহরা, আরেক মামলা গোপেরপাড়া,
লুটিত গোপীর যৌবন : ঘটল এ ঘটনা বৃন্দাবন :
রাইকে নিয়ে বনে এলি, তোরাই প্রেমের ঘটক হলি,
তোরা সেধে যৌবন দান করিলি, লুটতরাজ কইস কি কারণ ।।
- ফুকার — আবার কখন সাজত বিদেশিনী, কখন সাজত নাপিতানি,
কখন পরত ব্যাঘ্রছাল : করত আপনা রূপকে আপনি জাল :
রাধাকে মানে মজাইয়ে, আমাকে যোগী সাজায়ে,
তুমি বোবার মুখে আঠা দিয়ে, কাঁঠাল খেলে চিরকাল ।।

মাধুর (চ) মোকদ্দমার মাধুর - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে তুমি, সেই আসামী আছে মধুরায় ।
- পাড়ন — জানাইলে ভদ্রতা, ভদ্রতা আর অভদ্রতা, কার বা কোথা, গায়ে লিখা যায় ।
- ফুকার — ভাল দিলে চিনা, যে চিনায় দুঃখ ঘুচেনা, সে চিনা মিছে,
তোমায় চিন্তেম যেদিন, সে চিনার দিন কালে খেয়েছে :
তুমি গোপীর মনচোরা, কৈ তোমার সেই ধড়াচুড়া,
অসে দেখ জামাজোড়া, চোরার মাথায় পাগড়ী উঠেছে ।।
- মিল — ক'রে নাম গোপন, বেশভূষণ গোপন, আছ এই সাজে,
ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে, লোকের মুখে তা ঘোষে ।
- ধূয়া — দাগী চোর আজ পড়লে ধরা, কও চোরা আর যাবে কোন দেশে ।
- ডাইনা — মনচোরা যৌবন চোরা, রাই প্রেমের খাতক :
আছ বিশ্বাসঘাতক হয়ে পলাতক :
হজুরেতে হাজির হবে, রেহাই নাই রাই রায় লিখিবে,
সাক্ষী সাক্ষী করে দিবে, রাইরাজার সেই এজলাসে ।
- খাদ — সাধ্য নাই যে ছকুম লাড়বে, সারবে আপোবে ।।
- ফুকার — তোমার সজ্জান পেয়ে, মধুপুরে এলেম ধৈর্যে, নিয়ে গ্রেপ্তারী,
তোমায় কর্ব গ্রেপ্তার, জামিন নাই তার, তলব সরকারী :
এ মামলায় সব যাবে বুঝা, আমলা লও সব মামলাবুঝা,
পৃষ্ঠে লউক সব আইনের বোঝা, সুবুঝা, কুবুজাসুন্দরী ।।

- মিল — মামলায় শাস্তি হ'লে, খালাস পেলে বহুকালেতে,
দাগী হবে লাল কালিতে, নাম থাকিবে 'সি' ক্লাশে।।
- অন্তরা — হবে হাকিমবাদী মামলা ফৌজদারীতে।
দিয়ে দরখাস্ত, কিন্তু দস্তবন্দারী নাই আইনের মতে।।
কষ্ট পাবে অষ্ট পুলিশ হেফাজতে, গুনানী পর্যন্ত থাকিবে হাজতে।
মামলায় চলবে না ভদবির, এই আসামীর, কামজারীতে যাবে জেলখানাতে।।
- পরচিতান — এ মামলাতে সাজা হওয়া নিতান্ত সম্ভব।
- পাড়ন — তোমার শাস্তির পরে, নখীর প্রতি দৃষ্টি করে,
অকুরের বা শেষে হয় তলব।।
- ফুকার — তুমি চোরের গুরু, অকুর চোরের গুরুর গুরু মধুরাপুরে:
জানি সাধুতে সাধুতে মিলে, চোরে আর চোরে :
গলায় মালা চোরাই-সন্ধির, ঠাকুর নাই নাম ঠাকুরমন্দির,
কপালে দেয় হরিমন্দির, চুরি করে নারীর মন্দিরে।।

ঐ - জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

- চিতান — আবার দেখ বৃন্দে সখী, তুমি সুধাইলে আমায়।
- পাড়ন — এলে ব্রজ হতে মধুরা, রাহিকে দেখে কাতরা, সূচতুরা চিনেছি কথায়।।
- ফুকার — বললে, কই সে তোমার ধড়াচুড়া, চোরার মাথায় পাগড়িঘেরা,
সাক্ষাতে দেখলে সত্য: নাই গো এসব পাগড়ীর অস্তিত্ব:
চুড়া ছিল ব্রজভাবে, পাগড়ী সে ভাবের অভাবে,
একদিন এই মস্তকে করতে হবে, দণ্ড মুণ্ড প্রায়শ্চিত্ত।।
- মিল — হজুরেতে হাজির হব আমি বা কোন দিন,
রাধারানীর প্রেমের অধীন, চিরদিন ব্রজবাসে।
- মুখ — স্বীকার করা মোকদ্দমা, সাফাই সাক্ষী কিসের উদ্দেশে।।
- ডাইনা — কারে দিবে সাফাই সাক্ষী, কে হবে উকিল:
মিথ্যা কোন জবাব আমি করব না দাখিল :
সব সম্পত্তি হয়ে বিহীন, হালছে বেহাল হব যেদিন,
প্রেমমহাজন আমায় সেদিন, ঋণে দিবে খালাসে।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে মরি বিরসে।।
- ফুকার — বললে, আমলা লও সব মামলাবুঝা, পৃষ্ঠে নিয়ে আইনের বোঝা,
কুজা আসুক বিদ্যমান : দূতী বাধ্য হয়ে কথা মান :
এনেছ যে তলবনা, সেই মোহর তায় আছে কিনা,
দেখাও প্রেস্তারীর পরোয়ানা, দেখাও তোমার চাপরাশখান।।
- ফুকার — আবার, গলে মালা চোরাই সন্ধির, কপালে দেয় হরিমন্দির,
রমণীর মন্দিরে যাই : আছে চুরি করার এই বড়াই :
জগতের মন চুরি করি, আমার নামটি চোরা হরি,
যেজন চোরের ঘরে করে চুরি, তার মতো আর সাধু নাই।।

মাধুর (৭) কি জানি'র মাধুর — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — দেখে মধুরায় চতুরা দূতী শ্রীপতির সভায়।
- পাড়ন — তখন শ্যাম বলে কি নামটি তোমার, বল সতী বসতি কোথায়।।
- ফুকার — তখন কুন্দা বলে কি জানি, কি নাম আমার কি জানি, কিজানি সেই পরিচয় :

- কি জানি কি ভয় : হায়, কি জানি কোন জাতির মেয়ে, কি জানি কে কবে
করল বিয়ে, এখন কি জানি কি বলতে গিয়ে, কে জানে কি জানি কি হয়।।
- মিল — কি জানি করিতে গিয়ে, কি জানি করি, কি জানি কার জন্যে মরি,
কি জানি কেন কান্দতেছি।
- মুখ — কি জানি কি জানি কারে, কি জানি কোন রাজ্যে এসেছি।।
- ডাইনা — কি জানি কি জানি ছিলাম, কি জানি কি জানি হলেম, কি জানি কি হইঃ
যার জন্যে কি জানি হলেম, ও তারে পেলেম কই :
কি জানি কি রেখে বাকী, কি জানি কে দিল ফাঁকি,
কি জানি সে তুমি না কি, কি জানি কও তাই ভাবতেছি।
- খাদ — কি জানি কি ধরতে গিয়ে, কি জানি কি ধরে বসেছি।।
- ফুকার — আমরা কি জানি কি পেয়ে রস, কি জানি কার হলেম বশ,
কি জানি কার কি শুনে : কি জানি শুনে :
হায়, কি জানি সে বই জানি নাই, কি জানি তার এখন কই ঠাই,
কি জানি চাই কি জানি পাই, কি জানি খাই কে জানে।।
- মিল — কি জানি কি চিন্তায় হলো, কি জানি ব্যাধি,
কি জানি তার কি ঔষধি, কি জানি কি করলে বাঁচি।।
- অন্তরা — কি জানি কি কর্মদোষে কি জানি কি দায় ঘটিল।
কি জানি কে কি দেখায়ে, কি জানি কি হরে ছিল।।
কি জানি কোন পথে হাঁটি, কি জানি কি খেলেম মাটি,
মোদের কি জানি কি করে মাটি, কে জানি কোথায় লুকাল।।
- পরচিতান — এখন কি জানি কি বলতে গেলে কি জানি কি হয়।
- পাড়ন — শেষে কি জানি কি শুনে লোকে, হাস্যমুখে কি জানি কি কয়।।
- ফুকার — মোদের কি জানি কি রাজকন্যে, কি জানি কার জন্যে, কি জানি করেছিল :
কি জানি দিলো : হায়, কি জানি কি বলেছিলে, কি জানি সব এখন গেল ভুলে,
আগে কি জানি সে কোথায় তুলে, কি জানি কোথায় ডুবাল।।
- মিল — কি জানি আজ কোথায় যাব, বুঝিয়া না পাই, কবি হরিচরণ কয় তাই,
হরির নিকটে যাছি ।। (ভাদ্র, ১৩১৮ সাল)

মাধুর (৭) - ২নং (মন্দ কি) হরিচরণ আচার্য

- চিতান — এখন কি জানি কি শুনে বললে ব্যঙ্গ উক্তি সব।
- পাড়ন — বললে আমি ব্রজের বৃন্দে দূতী, ব্রজপতি তুমি সে কেশব।।
- ফুকার — বন্ধু চিনা ছিল সেই একদিন, সেই একদিন আর এই একদিন,
যা হোক তাই বা মন্দ কি, নিরানন্দ কি :
গ্রীষ্মকালে জৈষ্ঠমাসে, বৃষ্টি বিনে যখন সৃষ্টি নাশে,
যদি শিশির পড়ে শিশির শেষে, তাই বা তোমার মন্দ কি।।
- মিল — দুধ বিহনে ঘোল মিলিলে মন্দ না বলি,
শব হারালে কুশপুতলি, অভাবে আর তাই মন্দ কি।
- মুখ — বললে ভাল করলে রক্ষে, গোপীর পক্ষে তাই বা মন্দ কি।।
- ডাইনা — ত্রিদোষক্ষেত্রে ঘোর বিকারে, তখন যদি প্রলাপ করে,
তাই বা মন্দ কি : অন্ধে যদি স্বপ্ন দেখে, ও তাই বা মন্দ কিঃ
ঝড়ে মেঘে আড়ম্বরে, যখন শিরে বজ্র পড়ে,

- যদি কেহ ছত্র ধরে, তার পক্ষে আর তাই মন্দ কি।
 খাদ — উপবাসে চিড়া ভক্ষণ, পিস্ত রক্ষণ, তাই বা মন্দ কি।।
 ফুকার — তরুণ বোড়শী হারা হলে, কুজী বৃদ্ধা যাই ই মিলে,
 তারপক্ষে তাই মন্দ কি : নিরানন্দ কি : হয়
 অন্ধের দৃষ্টি বন্ধ কিনা, মন্দ কি তার হলে কানা,
 দারুণ মানের রাগে দুই বিছানা, এক ঘরেতে মন্দ কি।।
 মিল — ধন অভাবে ঘোর দুর্ভিক্ষে ভিক্ষে মন্দ কি,
 মঞ্চাভাবে ওড়ং দদ্যাৎ, শাস্ত্রে বলে তাই বা মন্দ কি।
 অন্তরা — সুসংবাদের মিথ্যা কথা, কথার কথা তা মন্দ কি।
 পরাধীন বিবয়ীর বন্ধু, পূজার বন্ধে তাই মন্দ কি :
 সতীর আগে মলে পতি, সতীর অতি হয় দুর্গতিঃ হয় হয়রে
 করে উৎকল রাজো দেবর পতি, পতিহীন্যর তাই মন্দ কি।।
 পরচিতান — বন্ধু মরুভূমে বৃষ্টি হলে তাই বা মন্দ কি।
 পাড়ন — জীবের রক্তগত শনি সন্ধ্যারে, চন্দ্রশুদ্ধ তাই বা মন্দ কি।।
 ফুকার — হলে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার পথিকে হয় অন্ধকার,
 বিদ্যুতের জোৎস্না মন্দ কি, বলি মন্দ কিঃ হয়—
 গৃহদাহ হবার কালে, ভিটার মাটি যখন যায়গো জ্বলে,
 দুটি ঘটিবাটি বাহির হলে, গৃহস্থের তাই মন্দ কি।।
 মিল — কবি হরিচরণ বলে স্মরণ করে সব,
 তোমাদের সর্বত্র কেশব, এ সবই বা মন্দ কি।।

মাধুর—জবাব রামু মালী (ময়মনসিংহ)

- চিতান — বৃন্দের মুখে নিন্দে শুনে শ্রীগোবিন্দ কয়।
 পাড়ন — এসে মধুপুরে মধুর সুরে কেবা কথা কয়,
 ঐ সুর শুনেছি বলে, মনে যেন হয়।।
 ফুকার — হল কমলিনীর ধৈর্য ভঙ্গ, সত্যই কি না কর রঙ্গ, হতেছে সংশয়ঃ
 জানি স'বি প্যারী সইতে পারে, দেখছি ভেসে নয়নধারে,
 প্রাণ দিলেও তার মান না ছাড়ে, মুখ তুলে না কথা কয়।।
 মিল — অপমানে মানে মানে, মানে এসেছি হেথায়,
 আর যাব না বৃন্দাবনে, বলগে শ্রীমতী রাধায়।
 মুখ — চন্দন দানে কুব্জিনী, রাণী হয়ে বসিয়াছে বায়।
 ডাইনা — আমারে যে কিনতে পারে, এ সাধ্য কার ত্রিসংসারে, বল বন্দে সইঃ
 আমারে যে ভালবাসে তারই হয়ে রইঃ
 আমি কালো চিরকাল, তাই তোমাদের মন কাল,
 ব্রজে না কাটায় কাল, তাই এসেছি এ মধুরায়।
 খাদ — যথার্থ যা তত্ত্ব কথা বলিলাম তোমায়।।
 ফুকার — এখন কথার কারণ কর যতন, বললে আমি কালোরতন, শুনে হাসি পায়ঃ
 ওগো বৃন্দে সখী, বলিব কি, বললে কথা কথার বা কি,
 আবারও কি দিয়া ফাঁকী, ধরিতে চাও রাধার পায়।।

মাধুর (যট চক্র) অম্বিকা সরকার (ফরিদপুর)

- চিতান — রাধার দশা দেখতে পেয়ে, ব্যাকুল হয়ে, শ্রীবৃন্দে ডরায়।

- পাড়ন — গিয়ে মধুপুরে, কুম্ভের পদে প্রণাম করে, ধীরে ধীরে সকাতরে কয়।।
- ফুকার — এলাম তোমায় নিতে মধুরাতে, ত্রিভঙ্গ কানাই, বড় বিপদে পড়েছে রাইঃ
ইড়াতে নাই শশীকলা, দিবাকর শূন্য পিঙ্গলা,
হংসিনী হংসচপলা, রাধার সুবুদ্ধ্যাতে নাই।।
- মিল — গান্ধারী আর হস্তী জিহা, জিহ্বার বিরুদ্ধ,
হয়েছে রাইর কণ্ঠ রুদ্ধ, শঙ্খিনীর বলে।
- মুখ — কৃষ্ণ মনোরঞ্জন, কর রাধার বিপদ ভঞ্জন, সদয় হয়ে এ নিদানকালে।।
- ডাইনা — শ্রীদামের শাপ খণ্ডে গেছে, বিচ্ছেদ বিকার নাশ হয়েছে,
ও শ্রীহরি : বায়ু পিত্ত কফের নাড়ী চঞ্চলা ভারীঃ
ত্রিদোষে করতেছে উৎপাত, জ্ঞান হয় যেন ঘোর সামিপাত,
এমন সময় হে রাধানাথ, একবার চল গোকুলে।
- খাদ — রাই ম'ল রাই ম'ল ব'লে বলে সকলে।।
- ফুকার — রাধার নাসারন্ধ্রে চন্দ্রা কেন্দ্রে ঘন বহে শ্বাসঃ তার জীবনে আর নাই বিশ্বাসঃ
রজঃ মিশেছে রবির তেজে, পঞ্চপ্রাণ নাই বায়ুর বীজে,
আয়ুর ঘরে অজপা যে, ক্রমে হচ্ছে হ্রাস।।
- মিল — শিবনেত্র প্রায় রাধার নেত্র হয়েছে এখন, —
প্রকাশ পেল মৃত্যুর লক্ষণ, সব এই কালে।।
- অন্তরা — দেখলাম আয়ুর সংখ্যা হিসাব করি।
আমরা যত ব্রজনারী, রাধার সে রোগ চিনতে নারি।
করেছি শান্তি স্বস্ত্যমন, নিরাময় কৃষ্ণ রসায়ণ, নাম করে শ্রবণ,—
তাতে শান্তি হয় না রোগ, প্রাণ যাবার উদ্যোগ,
শ্বাসের ঘরে যোগ, নাই চিত্রা নাড়ী।।
- পরচিতান— অরুণ বরুণ আদি, নিরবধি রাধার বিপক্ষ।
- পাড়ন — রাধার দ্বাদশ নক্ষত্রেতে মিশি, কেউ হল না রাধার স্বপক্ষ।।
- ফুকার — রাধে একবার উঠে বসে, ঘন মূর্ছা যায়ঃ যেন বাতুল-বাণ রোগের প্রায়ঃ
ক্ষণে ক্ষণে বিভীষিকা, চক্ষে দেখে শ্রীরাদিকা,
ক্ষণে ক্ষণে অনামিকা, ছেড়ে তিন নাড়ী লুকায়।।

ঐ - জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — হায় হায় তুমি ব্রজের বৃন্দাদুতী, আমি ব্রজের সেই কেশব।
- পাড়ন — আমার প্রেমের পাত্রী রাধিকে, জিনে মৃত্যু ব্যাধিকে,
যমে তাকে করতে নারে শব।।
- ফুকার — রাধার ইড়াতে নাই শশীকলা, দিবাকর শূন্য পিঙ্গলা,
হংস চঞ্চলাও নাইঃ বলিস মিথ্যা কথা আমার ঠাইঃ
ইড়া আর পিঙ্গলা নাড়ী, একুশ হাজার ছয় শ' কুড়ি,
জপে হংস দিবা বিভাবরী, তা না হলে মরত রাই।।
- মিল — গান্ধারী আর হস্তী জিহা বাম দক্ষিণ কানে,
রাধিকার নাই কোনও বিপদ, শ্যামের সম্পদ রাধিকার চরণ।।
- ডাইনা — শ্রীরাধার রোগ চিনতে নারিস হল কালাজ্বরঃ
শ্যাম নামের ঔষধ দিবি মরমের ভিতরঃ
রবি নিলে রজের কলা, আর হবে না রজস্বলা,

- ফুকার — করবে নিছাম রাঙো প্রেমের খেলা, এই দিলি শুভ সংবাদ।।
 — রাধার পঞ্চতন্ত্রে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ, চাঁদের কলা পনের দিস,
 চল্লিশ হবে যোগ করে, রইল এক কলা সহস্রারে,
 বামের চার লয় শূন্যের ভিতরে:
 খোল নাম যে প্রেমের আকর, শ্রীরাধা জপে নিরন্তর,
 দিলে পিরীতির তিন তাহার ভিতর, উনিশ তো হতে পারে।।

ভোটের মাধুর

ভগবতী ভৌমিক (নোয়াখালী)

- চিতান — কৃষ্ণলীলা সূচী, দেশকালপাত্র রুচি, নব্য ভাবের স্বাক্ষর।
 পাড়ন — স্বাপরে মধুর প্রেম, সুপবিত্র সুপ্রভ হেম,
 দিলেম পাশ্চাত্য রূপক অলঙ্কার।।
 ফুকার — ছিল মধুর প্রেম-রাজত্ব, যোগমায়ার রাজধানী সে ব্রজধাম;
 হতো ফুলদোল ঝুলন, রথ রাসমিলন, নিত্য নিত্যলীলা নাম।
 বিচ্ছেদ বন্ধ হল বিল, বৃন্দা বিশাখা নাই উকিল,
 মধুরায় নূতন কাউন্সিল, গভর্নর সাজিলেন নিজে শ্যাম।
 মিল — বৃন্দে দুঃখে যায় মধুরায়, বলে হে শ্যামরায়—
 নূতন ভোটের লিস্ট কোন্ সেরেস্তায়, অফিস খোল আসি।
 মুখ — বল বল কি কারণে, নূতন ইলেকসনে, ভোটের হয় না ব্রজবাসী।।
 ডাইনা — শাস্ত্র দাস্য সখ্য মধুর বাৎসল্যের মোটে নাম নাই:
 ভোটের নয় নন্দ যশোদা, রাখাল গোপ-গোপিনী রাই:
 কোন কুঞ্জের পথকর নিয়ে, নাকি পাশ হল বি. এ.,
 আবার কোন প্রেমের ট্যাক্স দিয়ে, ভোটের কুজা দাসী।
 খাদ — হল রাধা তুলা, কুঁজি কালা মিথুনরাশি।।
 ফুকার — ফেরী খেওয়া ঘাটে নৌকা সরঙ্গা, এবার পুরাতনে নূতন ফেসন,
 দিলে নূতন ডাক্তারখানায় প্রেমের এম. বি., ঔষধের ভাল একসন্।
 পুরাণ বুড়ীর নূতন দস্ত, কমলা পথ্য লাউ অস্ত,
 কুঁজীর কুঁজ নিমিষে হস্ত, বুজমস্ত ডাক্তারের ইন্জেকসন্।।
 মিল — ব্রজগোপীর কালাজ্বর, একশ' তিনের উপর,
 দিতে ব্রহ্মচারী ইন্জেকসন্, ডাক্তার কোথায় পাই তালাসি।।
 অন্তরা — বন্ধু নূতন ধারায় নাই আর নয়নধারা,
 এখন নাই পায়ধরার সেই আইন।
 পাহাড়ের উঁচা টিলা করেছ ঢালামিলা,
 খুলেছ নূতন রেলের লাইন।।
 বন্ধু হে, দাসখতের গিয়েছে মান, নূতন নূতন এমেণ্ডম্যান,
 খাড়া হস্তি ছাড়ান ভাল, পুরাণ ছাতায় ছাইন।
 জুট মিলে পাটের কলে, মধুর মোমবাতি জ্বলে,
 হয়েছে সাদা পাটের বাইন।।
 পরচিতান — এখন খাতকে পায় সুযোগ, বিচ্ছেদ মন্ত্রীর উদ্যোগ,
 ঋণ লাঘব আইন হয় পাস।
 পাড়ন — কাঁপতেছে মহাজন, সালিশী বোর্ড হল গঠন,
 মেঘের সে তিনজন, শোক সস্তাপ নৈরাশ।।

ফুকার — এখন খাতকে মহাজন চিনে না, নাচে না দিয়ে বাঁচিবে কণ,
যারা পরাসে পালিত দেউলিয়া বিত্ত, আইনে যারা যোত্রহীন।
দুই দেশে যার দুই নাম পিতার, মহাজনে কি নিবে তার,
কাল কিস্তি ফুরায় না মিতার, মহাজনের চিতায় জ্বলবার দিন।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

চিতান — তখন বৃন্দা দূতীর বাক্য শুনে, দুখে শ্রীকৃষ্ণ বলে।
পাড়ন — আমার মাধুর্যেতে সুপ্রীমকোর্ট, ছিল না সালিশী বোর্ড,
হলেম বয়কট কপালের ফলে।।

ফুকার — আমার জন্ম হল মথুরাতে, পিতা নিয়ে গোকুলেতে,
নন্দালয়ে রাখিলেনঃ মূলে দাদা আমার উগ্রসেনঃ
মধুর প্রণয় রাধার সনে, মাধুর্যের ইউনিয়নে,
তখন তুমি ছিলে বৃন্দাবনে, প্রেমমহালের প্রেসিডেন্ট।।

ফুকার — ছিল সদর থানা কদমতলা, প্রসিদ্ধ রাসগঞ্জের জিলা,
রাজধানী সে ব্রজধামঃ আমি রাইরাজার কোটাল ছিলামঃ
জানত না কেউ গণতন্ত্রে, সম্ভাবক মনতন্ত্রে,
তাইতে দিবানিশি বাঁশীযন্ত্রে, জপ করিতেম রাধা নাম।।

মিল — স্বাধীন রাজ্য প্রেমমাধুর্য মধুর বৃন্দাবন,
পরাধীন রাজ্যেতে এখন, নামে মাত্র গভর্ণর।

মুখ — বিচ্ছেদের দায় আছি ঠেকা, পদচ্যুত শত বৎসর পর।।

ডাইনা — পঞ্চপ্রেমের মেস্বর আমি ছিলাম ব্রজপুরঃ
শান্ত, দাস্য, সখা আরো বাৎসল্য মধুরঃ
গোলোকধামের সেসন কোর্টে, শ্রীদাম নামে ফৈরাদী জুটে,
লেডি ফণ্ডের ধর্মঘটে, বদলি মথুরানগর।

খাদ — আরো একটি কথা শুনে ভাবি নিরন্তর।।

ফুকার — বললে, কোন প্রেমের বা ট্যাঙ্ক দিয়ে, নাকি পাশ করেছে বি. এ,
বি. এ. ফেল, আই এ. কম. ঐঃ তবু ভোটারে কুজারে লইঃ
যদি সুখ থাকে কপালে, ফেল করেও চাকরী মিলে,
কেহ পাশ করে কপালের ফলে, ভাত মিলে না শান্তি কই।।

ফুকার — বললে, ব্রজগোপীকার কালাজ্বর, হল একশ' তিনের উপর,
বৃথা করিস ভাবনাঃ আমি বৃন্দাবনে যাব নাঃ
কাল তুলসী মস্তকে দিস, শ্যামলতা বুকে ডলিস,
একটা কানহির আগা গলায় বাফিস, কালাজ্বর আর রবে না।।

ফুকার — বললে, কমলা পথ্য লাউ অস্ত, কুঁজীর কুঁজ নিমেষে হস্ত,
কত ডাক্তার হল ফেলঃ কত ফেল গেল মালিশের তেলঃ
রোগ ধরিবার অকুলনে, আগে ছিল লাউ খুলনে,
শেষে হরি বৈদ্যের হাত বুলানে, লাউয়ের গাছে ধরছে বেল।।

ফুকার — বললে, দুই দেশে যার দুই নাম পিতার, মহাজনে কি নিবে তার,
মনে কিগো জাগে নাঃ মূলে মহাজনে ঠকে নাঃ
সেনা যদি হয় স্বকৃত, না হয় যদি অস্বীকৃত,
যে জন স্বনামে সব দেশ বিক্রিত, বাবার নাম তার লাগে না।।

ঋণ সালিশী বোর্ডের মাধুর

তারক পণ্ডিত (নোয়াখালী)

- চিতান — বৃন্দে গিয়ে মথুরামণ্ডলে, বাঙ্গাছলে শ্যামকে বলে,
সুখময় হে তোমাকে শুধাই।
- পাড়ন — জানি নিজের দেনার হিসাবনিকাশ, রাখে সব লোকে,
তোমার বুদ্ধি জমা খরচ নাই।।
- ফুকার — ব্রজে সালিশ আদালত বসেছে, আইন হয়েছে পাশ,
তাতে বড় হাকিম বড়াই দিদি, নিকুঞ্জে এজলাশ।
বিশাখাদি কয়জন নারী, বিচার কার্যের সহকারী,
সেই খাতকের সুযোগ ভারী, যার পেশা হয় চাষ।।
- মিল — ডাকে ডাকে পাঁচ সাত নন্দর, ফাঁকে গেলে সারি,
এখন বিশেষ নোটিশ করতে জারি, আমি এলেম পরিণামে।
- মুখ — নতুন আইনের বিধান মতে, ব্রজের সালিশ আদালতে,
নালিশ হল শ্যাম তোমার নামে।।
- ডাইনা — বন্ধু পড়ে কি হে মনে, মধুর বৃন্দাবনে, রাধার প্রেম-ঋণে তুমি ছিলে ঋণীঃ
তোমার উত্তলের নাই লেশ, দিন হয়েছে শেষ, বেশ খাতক তুমি, শঠের শিরোমণিঃ
খত দিলে স্বহস্তে দস্তখত করি, হাজিরা ইসাদী শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী,
ও কি ভেবেছ চিত্তে, তুমি পারবে কি না ঋণ শোধিতেঃ
পদব্রজে তোমার হিতে, এলেম তোমায় সঙ্গে নিতে,
এই মামলার বর্ণনা দিতে, যেতে হবে ব্রজধামে।
- খাদ — চাষার আছে বড় আশা নতুন নিয়মে।।
- ফুকার — তোমার পৈত্রিক ব্যবসা জানি মোরা, বেচতে দধি দুধঃ
পাবে অনুকূলে সেই গোকূলে, বেশ সান্ধী সাবুদ।
গোচারণের সূত্র ধরে, কৃষক হবে আইনের জোরে,
কিস্তি দিবে যাবে সেরে, রেহাই পাবে সুদ।।
- অন্তরা — রাখাল সাজে সেজে যেতে হবে নরবর।
জামাজোড়া, নুতন কৃষি আইনের ধারা, বাধা হয় বিস্তর।।
গুণকীর্তি তোমার আছে সুপ্রকাশঃ রাধার খতের খাতক, রাধাচরণ দাসঃ
হেসে বলব আমি, ইনি দাসীর স্বামী, ঋণ লাঘব হবে, পাবে সময় কিশ বৎসর।।
- পরচিতান — তুমি সুসময়ে সঙ্গে গেলে, যুক্তি হবে সবে মিলে,
বুদ্ধি বলে অঘটন ঘটাই।
- পাড়ন — মামলা হয় কি না হয়, এ ত নহে রহস্যের বিষয়,
অবশ্য তার তত্ত্বির করা চাই।।
- ফুকার — শামলা মাথায় উকিল আমলা, সেখানে কেউ নাইঃ
আমরা পাইক পেয়াদা কর্মচারী, যা-ই করি হয় তাই।
প্রথম বর্ণনার পরে, সচল হয় না তিন বৎসরে,
দান দর্শনী অনুসারে, তারিখ দিয়ে যাই।।

ঐ - জবাব

রমেশচন্দ্র আচার্য

- চিতান — মথুরায় চতুরার বাক্যে দুঃখে বলে রসময়।
- পাড়ন — বৃন্দে এই দেখা আর সেই দেখা, বহুদিন হয় নাই দেখা,
দুঃখের দেখা দিলে এ সময়।।

- ফুকার — বসল সালিশী বোর্ড ব্রজধামে, নালিশ হল আমার নামে,
নোটিশ দিলে মধুপুরঃ থাকে চতুরাসের মুখের জোরঃ
বলে কয়ে সবার সাথে, আমি এলেম মধুরাতে,
তুমি ফেরারী কও কোন আইনেতে, এ দরখাস্ত না-মঞ্জুর।।
- ডাইনা — এক আসামীর উপরেতে মামলা পাঁচ নম্বরঃ
এ মামলার গুনানি হবে শত বৎসর পর।
নিজে মামলা রেফার করে, নিজেই পাঠাও দীপান্তরে,
যাবজীবন আটক করে, মধুর প্রেমের ঘটকেঃ
দরখাস্তের আসামী আমি, স্বীকার করি তোমার সম্মুখে।
- খাদ — আরও একটি কথা শুনে বাঁচি না দুখে।।
- ফুকার — বললে, গোচরণের সূত্র ধরে, চাষী খাতক অনুসারে,
রোহাই দিবে যত সুদ : দৃতী আমি কি এত আবোধঃ
যে দেনা মোর মনান্তরে, জানে না কেউ জনান্তরে,
শেষে যুগান্তরে রূপান্তরে, সে ঋণ করব পরিশোধ।।
- ফুকার — বললে, প্রাথমিক বর্ণনার পরে, সচল হয় না তিন বছরে,
দান দক্ষিণা সবিশেষঃ পেলে থাকবে না আর কোন ক্রেশঃ
জানি এই অফিসের বার্তা, যেমনি হর্তা তেমনি ধর্তা,
এই অফিসের চেয়ারম্যান কর্তা, ঘুষখোরের হয় একশেষ।

মাধুর (বসন্ত) - ১ নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — অস্ত হয়েছ হেমন্ত শিশির, জগৎবাসীর হরষিত মন।
- পাড়ন — ব্রজে ছয়মতি দেখে শ্রীমতীর, দৃতীর মধুরায় গমন।।
- ফুকার — নিরানন্দে কেন্দ্রে কেন্দ্রে, যমুনা পার হয়ে বৃন্দে, মধুরায় উদয়,
গিয়ে শ্যামের প্রতি কয়ঃ মোদের ব্রজের সংবাদ শুন রসময়।
ঋতুরাজা বলবন্ত, কৃষ্ণসকল ফলবন্ত, বৃন্দাবনে চল শ্রীকান্ত, সুখ বসন্ত সময়।।
- মিল — অনাচারী অবিচারী বড়ই দুর্জন, দিবানিশি তর্জন গর্জন, করে বসন্ত রাজন।
- মুখ — সুখ বসন্ত সুখের দিনে, কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে, কিসে বাঁচে গোপিকার জীবন।।
- ডাইনা — কোকিল ভুঙ্গ শুকশারী, সারি সারি করে গানঃ
শেলের মতো হানে প্রাণে, পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণঃ
যে দিকে চাই কৃষ্ণ ভিন্ন, শূন্য হেরি বৃন্দাবনঃ
বিচ্ছেদানল হল প্রবল, কে করিবে নিবারণঃ
শ্রীপদ দিয়ে বিপদবারণ, কর হে বিপদ বারণ।
- খাদ — গোপীর ভাগ্যে এই ছিল, সার হল মরণ।।
- ফুকার — মলয় পবন হিল্লোলে, বিচ্ছেদ আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, পুড়ে করে ছাইঃ
যদি যমুনাতে যাই, ভাবি প্রাণ ত্যজিয়ে এ জ্বালা জুড়াই।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, গ্রহণ করতে চায় না কেহ,
অসহ্য দারুণ বিরহ, বল কেমনে ঘুচাই।।
- অন্তরা — তোমায় নিতে আমায় বলেছে প্রাণকিশোরী, শ্রীহরি বলি চরণে ধরিয়া।
দেখা আর হবে না রাধার সনেঃ যায় যদি মরিয়া, গো শ্রীহরি—
বন্ধু হে, যে জন যারে ভালবাসে, সে যদি না থাকে বাসে,
প্রাণে ধৈর্য মানে কিসে, গেলে ছাড়িয়া।

- দিল কোন পাষাণে, পাষাণ হৃদয়, পাষাণে গড়িয়াঃ গো শ্রীহরি—
 পরচিতান— হল দুরন্ত এ কালবসন্ত বিরহিনী রমণীর পক্ষে।
 পাড়ন — আছে যে কষ্টে শ্যাম বৃন্দাবনবাসী, গেলে দেখাব স্বচক্ষে।।
 ফুকার — বসন্তে অশান্ত চিতে, ব্রজবাসীর শান্তি দিতে, চল হে কানাই,
 আমরা আর কার কাছে দাঁড়াইঃ যদি একা আমি ব্রজে যাইঃ
 যখন রাই বলবে আমাকে, কোথায় তারে এলি রেখে,
 কেমন করে বলব রাধাকে, রাই তোর বন্ধু আসে নাই।।

মাধুর (বসন্ত) - ২নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — বললে যাবে না শ্যাম ব্রজপুরী, শুনে হরি ভাবি অনিবার।
 পাড়ন — কান্ত এত দিন ত তোমারই ছিলাম, আমরা এখন হব কার।।
 ফুকার — বসন্তে বাসন্তী ফুলে, ও গোকুলে সব গোপীকুলে করতেম পূজন,
 ক'রে ফুলেরই আসনঃ হয়, তাতে বসাইতেম রাই-কানু দুজন :
 নিত্য সুখে চিত্ত রেখে, সেবা করতেম শ্যাম তোমাকে,
 কি দোষেতে সেই সেবাসুখে, বঞ্চিত হলেম গোপীগণ।।
 মিল — অনুমানের ধার ধারি নে ব্রজগোপীগণ, কি হবে সাক্ষাৎ ভজন, বলহে কালশশী,
 মুখ — শ্রীপাদে কি অপরাধে, এতকষ্ট পদে পদে, ভোগ করি সব গোকুলবাসী।।
 ডাইনা — ভক্তবাঙ্গা পূর্ণকারী তুমি হরি ধর নামঃ
 নিব তোমায় বৃন্দাবনে, বাঙ্গা পূর্ণ কর শ্যাম :
 মনে বাঙ্গা সাজাইব রাধাকৃষ্ণ দু'জনেঃ
 ব্রজেতে না গেলে বাঙ্গা পূর্ণ হবে কেমনে :
 দিব মোরা কার চরণে কুসুম চন্দন তুলসী।
 খাদ — যুগল ভজন, যুগল পূজন, তাই ভালবাসি।।
 ফুকার — দোলযাত্রায় সাজাতেম দোলা, ও বিনাসুতে গৌণে মালা, পরাতেম গলায়ঃ
 বামে রেখে রাধিকায়ঃ হয়, মোরা দোলাতে দোলাতেম দুজনায় :
 সে আনন্দ পরিহরি, এসে বন্ধু মধুপুরী,
 কি সুখে ভুলেছ শ্রীহরি, কুজা সুন্দরীর মায়ায়।।
 মিল — ঐ শোন শ্যাম মুহূর্ত্ত কোকিল কুহরে,
 কার সাধ্য আর ধৈর্য ধরে, মনপ্রাণ হয় উদাসী।।
 অন্তরা — গোপীর এ ছিল কপালে হে, প্রাণকান্ত, একান্ত কান্দিতে হল দিবানিশি।
 আমরা প্রাণ দিয়ে তোমায় কত ভালবাসি হে, প্রাণকান্ত —
 বন্ধু হে, সতীগণের জাতি অন্ত, তোমাকে ভজে একান্ত,
 দান করেছি প্রাণ পর্যন্ত, বৃন্দাবনবাসী।।
 বল, তা হতে কুবুজা তোমায়, কি দিয়াছে বেশী হে, প্রাণকান্ত —
 পরচিতান— আমি আর যাব না গোকুলেতে, যমুনাতে জলে দিব ঝাঁপ।
 পাড়ন — যদি তোমা বিনে মরি জীবনে, হবে নারীহত্যার পাপ।।
 ফুকার — একবিন্দু শ্যাম চন্দন দানে, ও বন্ধু তুমি কুজার স্থানে, হলে গোবিন্দ :
 তোমার কেমন পছন্দঃ হয়, নাই সে ব্রজের চন্দনের গন্ধ :
 কুসুম চন্দন রাশি রাশি, ও কতই না করেছ বাসী,
 কুজার চন্দন এতই কি বেশী, গোপীর চন্দন কি মন্দ।।

চিনাচিনির মাধুর - ১ নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — রেখে ধরাতে রাখিকায়, উদয় সে মধুরায়, গিয়ে বৃন্দে দূতী।
 পাড়ন — তখন না চিনে শ্রীপতি, বলে বৃন্দের প্রতি,
 কোথায় বসতি, কি নাম তোমার, আমায় বল সতী।।
- ফুকার — অমনি বৃন্দে কয় শ্যাম চিত্তামণি, কোন দিনের চিনাচিনি,
 গুণমণি হলে অচিনা, সে চিনা এ চিনা, অতি প্রাচীনা।
 যার সনে যার দুখের চিনা, সুখ পেলে সে হয় অচিনা,
 পারঘাটে বেশ মাঝির চিনা, পার হলে হয় অচিনা।।
- মিল — চিনা মানুষ হলে অচিনা, কেবা বসে দিতে চিনা, কাজ কি অকাজের চিনা।
 মুখ — অচিনাকে চিনার কি কাম, চিনবে কি শ্যাম হলেম অচিনা।।
 ডাইনা — উৎকট রোগ সঙ্কটে, প্রাণ বিয়োগ আশঙ্কা ঘটে,
 তখন ঘটে বৈদ্যের সনে চিনাঃ
 যখন বৈদ্য বলে ব্যারাম শক্ত, দায় ঠেকে হয় প্রভু ভক্ত,
 রোগমুক্তে বৈদ্য হয় অচিনা।
 রান্নার বেলা চুলার চিনা, খেলার বেলা ধুলার চিনা,
 বিয়ের বেলা কুলার চিনা, তোমার চিনা সেই চিনা।
- খাদ — মানের ভয়ে অচিনা লোক, হতো হে চিনা।।
 ফুকার — জ্ঞানি স্বীয় স্বার্থে শঠের চিনা, নিঃস্বার্থে চিনায় অচিনা,
 কণস্থায়ী খেলের যে চিনা, তোমাতে আমাতে দেখি সেই চিনা।
 যোগের বেলা যাত্রী চিনা, প্রেমের বেলা পাত্রী চিনা,
 প্রসবকালে ধাত্রী চিনা, প্রসবাস্তে কি চিনা।।
- মিল — আর কত শ্যাম দিব হে চিনা, স্বকর্ম সাধনে চিনা, কাজের শেষে কি চিনা।।
 অন্তরা — ছিল সে কালের এক কালের চিনা, কালগুণে হলেম অচিনা।
 যখন চিনা মানুষ হও অচিনা, আমরা আর বুঝি প্রাণে বাঁচি না।।
 ক্ষুধা তৃষ্ণায় অমজল চিনা, তৃপ্তি সাধন হলে অচিনা,
 কাঁটা ঠেকলে গলে বিড়াল চিনা, কাঁটা নেমে গেলে কিসের চিনা।।
- পরচিতান — দেখি এই ভাবে অনেকে, আপনি আপনাকে ভুলে হয় অচিনা।
 পাড়ন — পরকে চোর বলা প্রবৃত্তি, পরের অপকীর্তি,
 নিজের অপযশ চৌর্যবৃত্তি, নিজের নাইকো চিনা।।
- ফুকার — যেমন রসাল বৃন্দে কাকের চিনা, ফলবিহীনে হয় অচিনা,
 যুবকের বেশ যুবতী চিনা, এ যৌবন যায় যখন আর কিসের চিনা।
 আঘাত শ্রাবণে এক চিনা, ভাঙ্গা নৌকায় তালির চিনা,
 লেখার বেলা কালির চিনা, লেখার শেষে কি চিনা।।

ঐ - জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — ও তুই বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতী, এখন এলি মধুরায়।
 পাড়ন — দেখে প্রেমময়ীর প্রেম চিদরূপ, শিখেছিষ্ ঠাট্টা বিম্বপ,
 কিরূপ কথা শুনালি আমায়।।
- ফুকার — বললে, পারের বেলায় মাঝির চেনা, পার হলে পর হয় অচিনা,
 কি বললি তুই অপ্রমাণঃ আমার তরীর জন্য কাঁদে প্রাণঃ
 ব্রজগোপীর যৌবন-তরী, কত যাওয়া আসা করি,

- দেখলে এখনো চিনিতে পারি, পাছা নেচা গলুই টান।।
- ডাইনা — রোগের বেলায় বৈদ্য চেনা, বললি কি সবীঃ
কড়ি দিয়ে বড়ি খেলে, চেনার দরকার কিঃ
রাধুনী রাধিব্যার জন্য, করে থাকে চুলার মান্য,
রান্না ভিন্ন চুলার জন্য, কান্না করে কোন নারী।
- খাদ — আরো কিছু কথায় কৌতুক করেছে ভারী।।
- ফুকার — বললে, যোগের বেলায় যাত্রী চেনা, প্রেমের বেলায় পাত্রী চেনা,
কথা বলেছ খাঁটিঃ কেবা শীতে চায় শীতলপাটিঃ
যোগ বিনে কেউ তীর্থে যায় না, রোগ বিনে কেউ ঔষধ খায় না,
যেমন রস ফুরালে মান্য পায় না, আষাঢ়ে আমের আঁটি।।
- ফুকার — বললে, লেখার বেলায় কালির চেনা, লেখার পরে হয় অচেনা,
ছুটিতে হই দিক্‌বিদিক্ঃ আবার আসিছে ভর্তির তারিখঃ
প্রেম-পাঠশালায় আমি ছাত্র, তোদের যৌবন মসীপাত্র,
আবার লেখা যাবে দেখা মাত্র, দোয়াত কলম রাখিস্ ঠিক।।

চিনাচিনির মাধুর - ২ নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — জানি বলো শ্যাম কি ভেবে, বুঝলেম কথার ভাবে, আমি চিনি তোমায়।
- পাড়ন — ব্রজে স্মৃতি শ্রীমতি, রাই শ্রীমতির দূতী,
তুমি রাধে নাম ধর সতী, এসেছ মধুরায়।।
- ফুকার — আমার চিনেছ শ্যাম চিকনকাল, যা হোক তা হোক শুনলেম ভাল,
ব্রজে ছিল বেশ চিনাচিনি, না চিনি কও চিনি, মন রাখা চিনিঃ
তুমি চিন আমি চিনি, ঠেকায় খেতে কলের চিনি,
নাই ঠেকা নাই চিনা চিনি, বস্তায় পড়ে খাও চিনি।।
- মিল — চিনতে নার তবু কও চিনি, কথায় চিনি, কাজে চিনি,
মুখে তোমার বেশ চিনি।
- মুখ — চিনির মত চিনি এখায়, ব্রজে কোথায় পাব এ চিনি।।
- ডাইনা — অনেক দিনের পুরাণ চিনি, এখন সস্তা পেলে বস্তার চিনি,
দূরবস্থা ইষ্ট চিনিঃ নাই মিষ্ট রস হল নীরস চিনিঃ
চিনিমুখের চিনা চিনি, অতি বহুমূল্যের চিনি,
কেশবপুইরা সাচি চিনি, পেয়েছ কুজা চিনি।
- খাদ — নূতন চিনির তুল্য মিষ্ট ও নয় পুরান চিনি।।
- ফুকার — বন্ধু, দাস্যপ্রেমের মিঠা চিনি, ফাঁক দিয়ে খেয়ে চিনি,
চন্দ্রার মনে যে চিনা চিনিঃ সে চিনি সার চিনি, যেন দারুচিনিঃ হয়,
রুচিজনক কচি চিনি, কাছে পেলে সাচি চিনি,
কে খায় দূরের গুড়ের চিনি, রাজভোগে নাই রাই-চিনি।।
- মিল — কুমলতা কোন্দলে চিনি, দিত রোগে দারুচিনি, সে হল দারুচিনি।।
- অন্তরা — এখন যে সুখে রও চিত্তামণি, কি সুখে কও চিনি চিনি।
এখন ভুলেছ সে চিনা চিনি, চিনা দিলেম বলে বল চিনি।।
বৃন্দাবনে ছিল রাই চিনি, মধুর ইন্দুরসের চিনি,
খাও যে ইষ্টজ্ঞানে মিষ্ট চিনি, কুঞ্জির কুঞ্জরসের তৈয়ারী চিনি।।
- পরচিতান — বন্ধু, ব্রজ রাখাল সনে, চিনা গোচারণে, তোমার স্বভাব চিনি।

- পাড়ন — কাঁধে করা, কাঁধে চড়া ভুললে মনচোরা,
এখন অচিনায় হল তারা, যেন কবাব চিনি।।
- ফুকার — বন্ধু, বাৎসল্যের যে চিনা চিনি, নন্দ যশোমতী চিনি,
মিষ্টবিহীন হল সে চিনি: আর ত নাই স্বার্থ নাই, মিছে কই চিনি:
বুড়াহাতের ভুড়া চিনি, নিত্য দিত মাখন চিনি,
ভুলে ইষ্ট মিষ্ট চিনি, নিত্য খাও রাজভোগ চিনি।।

কুজা মাধুর - ১ নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — রাধে শ্যাম-শোকে কাতরা, সেই দুঃখে চতুরা, গিয়ে মধুরাধাম।
- পাড়ন — দেখে কুজায় শ্যামের সনে একাসনে, চরণে করিল প্রণাম।।
- ফুকার — হায়রে, আমি শুনলেম বা কি, দেখলেম বা কি পূর্ণ হল মনোরথ:
নূতন রাজরাণী, শ্যাম সোহাগিনী, গ্রহণ কর দণ্ডবৎ : হায়
লোকে কয় কুৎসিতা বর্ণ, বর্ণ জিনি তপ্ত স্বর্ণ,
মিছে শোনা কথা চক্ষুকর্ণ, অন্তর হয় ছয় মাসের পথ।।
- মিল — কানে শোনা কথা কি কখন চোখে মানে,
বিবাদ বাধিয়ে চোখে কানে, বড় বিপদ প'ল।
- মুখ — মিথ্যা হয় না যেন, এমন সুন্দরীর নামটি কেন কুজা হল।।
- ডাইনা — যার যখন কপালে ধরে, করে ধরে শশধরে, ছালি কি বলিতে ধরে সোনা:
তুমি ছিলে কংসের দাসী, হলে রাজমহিষী, পতি পেলে কেলেসোনা:
ছিল যার প্রতি রুচি, সে হল অরুচি, এমন অশুচি হলে শুচি কিবা পুণ্য ছিল।
- খাদ — ধর্মবল, কর্মফল কি তোমার সত্য বল।।
- ফুকার — হায়রে, তোমার পতি নয় সে নন্দেরনন্দন, মালা চন্দন দেও মাত্র:
জ্যোতিষে প্রচার, নাম রাশি বিচার, হয় নাই মিলন নক্ষত্র: হায়,
যে কৃষ্ণ ত্রিলোকারাধ্য, ভব রয় যার ভাবে বাধ্য,
পথে পেয়েছ পরের নৈবেদ্য, দিয়েছ তুলসীপত্র।।
- মিল — কেনের বিধানে হয় নাই তোমার গোত্রাঙ্কুরী, হল এই বিয়ে স্বতন্ত্রি, ভাবে জনা গেল।।
- অন্তরা — লাজে মরি মরি, কি করি কি করি, বৈসেছ সুন্দরী শ্রীহরির বামে।
বয়স হল আশি, ছিল সিংহ রাশি, নইলে কি মোড়শী, হলে কপালক্রমে।
যে জন কংস রাজার বাজার কুড়ানি, তার খাটে কি খাটে ফুলের আড়ানি:
ছিলে চাকরাণী, হলে ঠাকুরাণী, আর কিবা জানি ফলে পরিণামে।।
কপালং কপালং, কপালং মূলং কপালে সকলি করে:
পাব বলে রত্ন, করেছিলেম যত্ন, হল রত্নশূন্য রত্নাকরে:
সদানন্দে যারে ভাবে সদানন্দ, তার সনে করেছ কামের সম্বন্ধ,
কাম ত্যজিয়া ভজ যুগল পদারবিন্দ, চিত্তসুখে মজ নিত্য কৃষ্ণপ্রমে।।
- পরচিতান — যেমন মহারাজ অবুঝা, তোমার নাম কুবুজা, সমান মিলেছে বেশ।
- পাড়ন — মিছে চোখ বুঁজে দেখাও কেন আত্মগৌরব,
প্রজা সব নির্বোধের একশেষ।।
- ফুকার — হায়রে, ঐ যে কংসের ভগ্নী দৈবকিনী, যখন তিনি জন্ম লয়:
জানি ঠিকুজি, তখন কুবুজি, তুমি ছিলে কংসালয়:
হায়, বয়স গেল হল না বিয়ে, পাকা চুলে কলপ দিয়ে,
বুঝি পুত্র বয়সের পাত্র পেয়ে, বামে বসতে মনে লয়।।

ঐ - জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে বলে কুজা হরিতে।
 পাড়ন — ও তুই বৃন্দাবনের চতুরা, এলি বৃষ্টি মথুরা, দিতে জোড়া ভাঙ্গা পিরীতে।।
 ফুকার — বললি লোকে কয় কুৎসিতা বর্ণ, বর্ণ দেখি কাঁচা স্বর্ণ,
 সাধু সঙ্গের বাতাসেঃ কত কুৎসিতের কু বিনাশেঃ
 পতি পেয়ে কেলেনোনা, মিটল রূপের বাসনা,
 আমার লোহার দেহ হলো সোনা, শ্যাম পরশের পরশে।।
 মিল — অদৃষ্টে লিখনঃ যন্ত কে খণ্ডাবে বল,
 ফলেছে মোর কপালের ফল, বিধাতার যা সিদ্ধান্ত।
 মুখ — দেখ দেখি কি কপালের জোর, দুঃখের দিন মোর হয়েছে অন্ত।।
 ডাইনা — কংসের দাসী রাজমহিষী কোন পুণ্যেতে ইহঃ ভক্তিতে সে নন্দসুতে
 বন্দী করে লইঃ কন্দদোষে বৃন্দে দূতী, মানবের হয় অধোগতি,
 কর্ম্মগুণে ক্রমোন্নতি, আমি তাহার দৃষ্টান্ত।
 খাদ — ভাগ্যগুণে শ্রীপতি মোর হয়েছে কান্ত।।
 ফুকার — বললে, পতি নয় সে নন্দের নন্দন, হল শুধু মালা চন্দন,
 তাই ভেবে হলি ব্যান্তঃ দূতী এই বিয়েই প্রশস্তঃ
 শ্যামের মালা আমার চন্দন, মন বিনিময় প্রেমের বন্ধন,
 আমরা করেছি গন্ধর্ব্ব মিলন, কন্দর্প তার মধ্যস্থ।
 ফুকার — বললে, পেয়ে সে পরের নৈবেদ্য, তুলসি দিয়ে করি শুদ্ধ,
 ভক্তের বাধ্য গুণাধারঃ তাহার আপন পরের নাই বিচারঃ
 এ নৈবেদ্য সবার ভাগে, মনতুলসী দিলে আগে,
 লাগে দেব দানব গন্ধর্ব্বের ভোগেঃ সবার সমান অধিকার।।
 ফুকার — বললে, পাকাচূলে কলপ দিয়ে, পুত্র বয়সের পাত্র পেয়ে,
 বামে বসতে মনে চায়ঃ দূতী অতিবৃদ্ধ শ্যামরায়ঃ
 কল্পে কল্পে যার খ্যাতি যশ, তারে ভাবিস অল্প বয়স,
 ও যে চার যুগের ভূষণি বায়স, বয়স নির্ণয় করা দায়।।

ঐ—জবাব কাশীনাথ নট্ট (নোয়াখালী)

- চিতান — বৃন্দা দূতীর বাক্য শুনে, অমনি কয় কুজারানী।
 পাড়ন — বৃন্দে হিংসায় জ্বলিস কোন কথায়, কবুতরে ধান্য খায়,
 বিড়ালের তায়, চোখ টনটনানি।।
 ফুকার — জানি শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিদ্ধু অনাথ জনার বন্ধু,
 আমার নাই সাধন যজ্ঞঃ তবু কৃষ্ণকৃপায় এ ভাগ্যঃ
 আমি ভবে পতিত বলে, পতিতপাবন এল চলে,
 একটু চন্দন দান ঔষধি বলে, কুঞ্জের রোগ হয় আরোগ্য।।
 মিল — মালা চন্দন গন্ধর্ব্ব মত জানি সর্ব্বক্ষণ,
 শান্ত্রে ব্যস্ত আছে এমন, বিবাহ যে অষ্ট প্রকার।
 মুখ — পতি ছেড়ে উপপতি, পতিতারা করে অনিবার।।
 ডাইনা — কংসের দাসী রাজমহিষী বেড়েছে বৈভবঃ
 কৃষ্ণকৃপায় এ জগতে সকলি সম্ভবঃ
 কার্তিকের অমাবস্যাতে, স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টিতে,

- মুক্তা জন্মে বিনুকেতে, সে সৌভাগ্য আজ আমার।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে দুঃখিত অপার।।
- ফুকার — বললে, পেয়েছ পরের নৈবেদ্য, ভক্তি তুলসী দিয়ে সদ্য,
শুদ্ধ করে নিয়েছিঃ কথা বলিস না গো ছিঃ ছিঃ ছিঃ
মধুরায় জন্মিল আগে, লাগল গোয়ালিনীর ভোগে,
তাইতে অশুদ্ধকে তুলসীযোগে, শুদ্ধ করে নিয়েছি।।
- ফুকার — বললে, পেয়েছ পরের নৈবেদ্য, ভক্তি তুলসী দিয়ে সদ্য,
শুদ্ধ করলেম কি কারণঃ ও গো আমার পর নয় কৃষ্ণধনঃ
তারা পর ভাবিতে পারে, পরের পুরুষ আনে ঘরে,
আমার পর হয় কেমন করে, সাক্ষী তার মালা চন্দন।।
- ফুকার — বললে, পেয়ে সে অমূল্যরতন, মনের মতন করলেম যতন,
তবু গিয়েছে ছুটেঃ থাকলে লোকে যে বদনাম রটেঃ
হোপার্জিত অর্থ বিনে, অভ্যাস নাই যার কোন দিনে,
তবু পরের সোনা দিলে কানে, সে সোনায় তার কান কাটে।।
- ফুকার — বললে, পুত্র সম পাত্র পেয়ে, পাকা চূলে কলপ দিয়ে,
পতিত্ব করলেম স্বীকারঃ জানি পুত্রের বাপ তুল্য সবার,
জগতের সব নারীগণে, কৃষ্ণ ভজে পতি জ্ঞানে,
কেবল তোরা ভাবিস কৃষ্ণধনে, 'ল' এ আকার অনুসার।।

কুজা মাধুর - ২ নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — ছিল পৃষ্ঠে কুজের বোঝা, জন্মেছ কুজা, পিতৃদত্ত এ নাম।
- পাড়ন — চন্দন দান করে, দানের ফলে শুকনা ডালে,
ফুল ফুটায় রসিক বাঁকাশ্যাম।।
- ফুকার — হায়গো তোমার কুজির বোঝা ছিল পৃষ্ঠে, কত কষ্টে কাল কাটাও;
ছিল আট বাঁকা, হল তিন বাঁকা, বাঁকার সঙ্গে বাঁক মিশাও।
হায়, সোজা হল অষ্ট বাঁকি, বাকি সুখে কষ্ট বা কি,
হলে নড়াদণ্ডে করা খুকী, এর বেশী কি পেতে চাও।।
- মিল — বাঁকার সঙ্গেতে মিশায়েছ এ বাঁকা কায়,
সদা তিন বাঁকায় সমান থাকায়, শেষে টিকে কিনা।
- মুখ — কুজা সুন্দরী লো, আপন বুঝ বুঝে, থাকলে কি আর ভাল হয় না।।
- ডাইনা — যারে যতনে রতন জ্ঞানে, বসিয়েছ হৃদাসনে, জীবনের জীবন হরি,
করে গোপীর সর্বনাশ, এলে পীতবাস, মনপ্রাণ করে চুরিঃ
মধুরার রাজা কংস, যে কালা করে ধ্বংস,
জেনো এই কালার কালো অংশ, কভু মনুষ্য না।
- খাদ — কালার গুণ কালে কালে সকল যাবে জানা।।
- ফুকার — হায় গো যারে ভালবাসী ব্রজবাসী যে কষ্ট রহি দুঃখিনীর,
ছিল সে বা কার, এখন কেবা কার, দুঃখে করে আঁশি নীর;
হায়, সখ্যভাবে রাখাল হবে, কান্দিতেছে হা কৃষ্ণ রবে,
ওকে পালন করে পুত্রভাবে, বৃদ্ধি মরতে হবে জননীর।।
- মিল — অবস্থানুযায়ী সকল কাজের ব্যবস্থা চাই,
আঙ্গুল ফোলে নাই রক্তাঙ্গুর সম্ভবনা।।

- অন্তরা — পেলে সারাৎসার, অতি প্রশংসার, এর বেশী কি আর ফলিলে কপালে ॥
ছিলে ত নিধনী, পরের ধনে ধনী, ক্ষতি কিলো ধনি যার ধন তারে দিলে ॥
গঙ্গাবারি হলে পাতকুয়ায় পতন, অসীমে মহিমে থাকে না তখন,
কুস্থানে তুলসী করিলে রোপন, দেবেরি অর্চন তাতে কিগো চলে ॥
ছিল রাধা ধ্যানজ্ঞান, রাধিকা পরাণ, রাধিকা কারণবারিঃ
ব্রজে রাধা বিনে, মথুরাভূবনে, বলে কুস্তাবল্লভ বংশীধারী।
যেজনে ত্যজেছে হেন ভালবাসা, সে কি ভালবাসে দাসীর ভালবাসা,
জেনে ওনে মিছে কালভুজঙ্গ পোষা, বঞ্চেতে দংশন করবে কালাকালে ॥
- পারচিতান — সে যে অচিনা বিদেশী, হয়ে কি সাহসী, মজলে তার পিরীতে।
- পাড়ন — ও যে নূতন খায় নূতন চায়, পুরান ধরেনা, কালি পড়ে না হাড়িতে ॥
- ফুকার — হায়গো, তুমি যা পেলে তায় থাক খুসী, বেশাবেশী ভাল নয়,
করি অনুরোধ, শ্যামকে দেও প্রবোধ, তোমার যদি মনে লয়;
হায়, ডিসীর সাজ সাজালে পানসী, শুকনা চামে এত ফ্যানসী
ধনি রাতারাতি বড় মান্ধী, ধর্মে কি তা সহ্য হয় ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — কেন আবার দেখি বৃন্দাদুতী, এত হলি সচঞ্চল।
- পাড়ন — দিয়ে জীবন যৌবন মনপ্রাণ, পেলি না সে কালাচাঁদ, বিধির বিধান কে খণ্ডাবে বল।
- ফুকার — বললে, সোজা হল অষ্ট বাঁকী, লড়া দত্তে করা খুকী, আমার
মত খুকী কেঃ দূতী দেখনা এমন সুখীকেঃ
বুড়া বয়সে কৃষ্ণ পেলাম, দেখ দেখি এই বুড়ির কি দাম,
তোরা যৌবন দিয়ে পেলি না শ্যামঃ তোদের মত দুঃখী কে?
- ফুকার — বললে সখাভাবে সখা সবে, কাঁদতেছে হা কৃষ্ণ রবে,
বিধির বিধান এই মতনঃ কেহ চির সুখী নয় কখনঃ
কৃষ্ণ পেল ব্রজবাসী, আমি নেত্রনীবে ভাসি,
এখন তারা কাঁদে আমি হাসি, চক্রবৎ পরিবর্তন ॥
- ফুকার — বললে, শ্যামের সঙ্গে ভালোবাসা, যেন কালভুজঙ্গ পোষা,
এখন বুঝি জেনেছিসঃ তবে আগে কেন পুখেছিসঃ
সাপের বিষে মরিস তোরা, আমি সেই সাপুড়ের গোড়া,
দিয়ে ভক্তি-চন্দন তুলসি-পড়া, নাশ করেছি সাপের বিষ ॥
- ফুকার — বললে ডিসিরে সাজালেম পান্দী, রাতারাতি বড় মান্ধী,
দেখলি তায় ধর্মের ডরঃ দূতী ধর্মের নাই কো আপন পরঃ
দেখ নাই কি শ্রোত গাঙ্গে, একুল ভরে ওকুল ভাঙ্গে,
তোদের কপাল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে, মথুরায় পড়েছে চর ॥
- ডাইনা — কালা নাকি কালের অংশ করি না প্রত্যয়ঃ
যার কাছে কাল তার কাছে কাল, আমার পক্ষে নয়ঃ
আমার পূর্ব ধর্মবশে দেখা দিলেন ধর্মবশে,
তোদের পূর্ব কর্মদোষে, কাল সেজে প্রলায় ঘটায়।
- মিল — দুঃখের মকর ভেসে বেড়ায় সুখের সাগরে,
কমল তুলতে হলে পরে, কাঁটার খোঁচ খেতে হয় ॥

মাধুর — ১ নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ব্রজের বার্তা নিয়ে বৃন্দে মধুরায় উদয়।
- পাড়ন — বন্ধুর কাছে গিয়ে, করযোড়ে দাঁড়িয়ে,
কেঁদে কেঁদে দুঃখের কথা কয়।।
- ফুকার — ওহে বন্ধুহে, তোমা বিনে বৃন্দাবনে, কেন্দ্রে ফিরি বনে বনে,
জুড়াইতে স্থান খুঁজি পেলামনাঃ এতো পোড়া তবু মরলাম নাঃ
মনাওনে জ্বলে জ্বলে, কারও কাছে বলতে গেলে,
সেও কত মন্দ বলে, আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, জলে গেলে নেভেনা।।
- মিল — তাতে মোদের আরেক আগুন অভাগিনী রাই,
কখন যেন রাইকে হারাই, তাই ভাবি সব কুলজায়।
- মুখ — বিষময় বাঁশরীর তানে, কিশোরীর প্রাণ রাখা হ'ল দায়।।
- ডাইনা — মৃদুমন্দ সমীরণে বাঁশরী বাজায়ঃ পূর্বের মত ইন্দুমুখী বন্ধু দেখতে যায়ঃ
চেয়ে শূন্য বৃক্ষপানে, রথযাত্রা পড়ে মনে—
অমনি প্যারী ধরাসনে, ঢলে পড়ে মৃতপ্রায়।
- বাদ — অনুতাপে তনু কাঁপে হেরি অনুপায়।।
- ফুকার — ওহে বন্ধুহে শুনলে ভ্রমরের ঝঙ্কার, উদ্বেগে রাই করে হুঙ্কার,
যদি শুনে পিকবধুর স্বর, ঢাকে কর দিয়ে কর্ণ বিবরঃ
নীল বর্ণ ফুল নিরখিলে, কেঁদে উঠে উঠ বলে,
ফুলের গন্ধ নাসায় গেলে, অগ্নি শিহরি কিশোরীর হয় শরীরে জ্বর।।
- মিল — যার জন্যে সে প্রাণে মরে, প্রাণে তারে চায়,
ভুলছেন আর কার কথায়, না বুঝিলে কে বুঝায়।।
- অন্তরা — (কীর্তন কান্দারী) তুমি কেন বন্ধু কৃষ্ণ নাম লিখেছিলে রাধার পায় হে।
তোমার নাম সুধার আধার, বাম শুধু রাধার, হয়েছে বিবের প্রায় হে।।
নয়নে পড়িলে চরণ যুগল, ঝর ঝর করি ঝরে চোখের জল,
প্যারী যেন যায় যায় হে।
বুঝি কান্দাইবে বলে ভালবেসেছিলে, গোকুলের কুলজায় হে।।
যদি রাখে বলতে চায় কুঁট কুঁট, নাম স্বরণে হয় মরণ হতে কুঁট,
অনুতাপে অনুপায় হে।।
ও নাম শুনিতে না পারে, না শুনিতে মরে, পায় পায় নিরুপায় হে।।
- পরচিতান — প্রেমপ্রতিমা প্রতি পলে হতেছে দুর্বল।
- পাড়ন — বিনে প্রাণকান্তে, প্রাণতো অন্ত কান্তে কান্তে,
এই কি হল ভালবাসার ফল।।
- ফুকার — ওহে বন্ধুহে, শত ডাকে কয়না কথা, কুশ বৃষভানুসূতা,
অবিরত ঝরে চোখের জল, প্রাণের তৃষ্ণায় বলে কৃষ্ণ বলঃ
হায়, স্বকর্মের ফল ফলিয়াছে, মরণ পথে চলিয়াছে,
নামামৃতে মৃত বাঁচে, কেবল রাধার পক্ষে হয়েছে গরল।।
- মিল — কেন তোমার মোহনবাঁশী পাঠালে ব্রজে,
কেন বাজে মাঝে মাঝে, তুমি থাকতে মধুরায়।। (সন ১৩২৬)

মাধুর - ২ নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — দিলে বন্ধু ভাল, ভালবাসার পরিচয়।

- পাড়ন — রাধার দুঃখের কালে, চক্ষের দেখা না দেখিলে,
কিশোরী তোমার কেহ নয়।।
- ফুকার — ওহে বন্ধু হে, যে জন যাহার অন্তরঙ্গ, শুনলে তাহার দুঃখের তরঙ্গ,
দুঃখে চক্ষে বহে অশ্রুধার, তোমার সে ভাব কই হে গুণাধার,
হায়, প্রাণপ্রেমসীর অপার দুঃখে, জলবিন্দু নাই বন্ধুর চক্ষে,
শত্রুপক্ষ কৃষ্ণের পক্ষে, রাধাচাঁদের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার।।
- মিল — কাল বলে এসেছে চলে শ্যাম চিকনকালো,
কতকাল যে এলো গেলো, সে কাল কি আর হ'ল না।।
- মুখ — বলনা বলনা বন্ধু, ললনার পর কেন ছলনা।।
- ডাইনা — কোকিল কষ্ট বিনিমিত ছিল রাধার স্বরঃ
এখনে তার হৃদ্যর চিৎকার, শুনতে ভয়ঙ্করঃ
শুকাই রাই স্বর্ণলতা, বারি বিনে বহি যথা,
মৃত্যুকালে রসিকতা, পায়ে ধরি আর ক'রনা।
- খাদ — অবলা সরলা বালা প্রাণে মেরনা।।
- ফুকার — ওহে বন্ধুহে, না জানি কোন সুখের তরে, তোমায় ভালবাসিবারে,
গোকুলবাসীর হল বাসনা, এখন তুমি ভালবাস না;
কৃষ্ণ বিনে মরি প্রাণে, তবু কৃষ্ণ নাম ভুলিনে,
রসাল কৃষ্ণ নামের গুণে, রাধার রসহীন হয়েছে রসনা।
- মিল — প্রাণের অধিক রাধিকারে ভালবাসিতে,
কেন সেই মোহনবাণীতে, সুর দিতে নাই বাসনা।।
- অন্তরা — কি যে অপরাধে রাধে বঞ্চিত রাডা পায় হে।
আমরা অবলা নারী বৃদ্ধিতে নারি, তাই শুধাই তোমায় হে।।
এত যে যাতনা দিতেছ তারে, তবু সে তোমারে ভুলিতে নারে,
কেন জানি প্রাণে চায় হে।।
যদি পাপ করে থাকে, মাফ কর তাকে, বধিওনা অবলায় হে।।
কৃষ্ণ বলে কষ্ট আর কত কাল পাবে, কৃষ্ণপ্রাণার বৃদ্ধি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে,
হেন যেন বৃদ্ধা যায় হে।
বন্ধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, ব্রজেশ্বরী ম'লে, দাসীগণের কি উপায় হে।।
- পরচিতান — রাধার দুঃখ দেখলে বন্ধু সুখী হয় দুখ।
- পাড়ন — কি জানি কি পাপে, তনু কাঁপে অনুতাপে, দুঃখে পূর্ণ হাসিমাখা মুখ।।
- ফুকার — বন্ধুহে, কত কাঁদলেম মিছামিছি, মরলে এখন প্রাণে বাঁচি,
গোপীর কপালে তা ঘটে কই, আমরা যতনে যাতনা সই।
বিদায় দওহে জন্মের তরে, আর যেন আসিনা ফিরে,
এবার গিয়ে ব্রজপুরে, যেন কালা বলে কালজলে মিশে রই।।
- মিল — শ্যাম বিহনে যদি ব্রজে সকলে মরি,
আর সেই ব্রজপুরী, ভুলক্রমেও যেওনা।। (সন ১৩২৬)

মাধুর(ব্যঙ্গোক্তি) - ১ নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — একদিন কৃষ্ণলুনা বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ কথা করে মনে,
কৃষ্ণপ্রাণা ধরাসনে, হলো অচেতন।
- পাড়ন — তখন সাত্বনা দিয়ে রাধারে, বৃন্দে উদ্ভাস্ত অন্তরে,

- কান্তে আনতে মধুপুরে, করিল গমন।।
- ফুকার — তখন শ্রীবৃন্দে মধুরায় এসে, যুক্ত করে মধুরেশে, করিয়ে প্রণাম,
বলে কেমন আছ বাঁকাশ্যামঃ
আমি অচিনা যুবতী, চিনবে কি মধুরাপতি,
নগণ্যা গোপিনী জাতি, বৃন্দাদূতী নাম।।
- মিল — তোমার নূতন দেশে নূতন এসে, নূতন দেখি স'বি,
দেখে নূতন রাজ্যের ছবি, মুগ্ধ করেছে আমায়।
- মুখ — নূতন দেশের নূতন রীতি, নূতন রাজার নূতন নীতি দেখি মধুরায়।।
- ডাইনা — দেখলেম মধুরার নন্দনবনে, শ্যাওলা চন্দনের সনে,
দ্বন্দ্ব করে নিশিদিনে, শ্যাওলা হলো গন্ধরাজঃ
মণিমুক্তা পাখে রাখি, কাক সেজেছে ময়ূর পাখি,
রাণী হলো অষ্টবাকী, রাখাল হলো মহারাজঃ
শৃগাল হলো পশুর রাজা সিংহ পড়লো ফেরে,
আওন কাঁপে শীতের ডরে, বরণ কাঁদে পিপাসায়।
- খাদ — উইপোকায় তুলিয়ে মাটি গিরি ঢাকতে চায়।।
- ফুকার — তোমার নূতন দেশের সবই নূতন, কাঞ্চন ফেলে কাচের যতন,
রতন সমতুল, ফুটলো উলুবনে সরষের ফুলঃ বাঁকাশ্যাম....ও
ঘর বেঁধে সাগরের কূলে, তুমি মিটাও কুয়ার জলে,
কেওয়া গাছে মেওয়া ফলে, তালগাছে তেঁতুল।।
- অন্তরা — দেখলেম দেশের কি দুর্দশা, তুচ্ছ মাকড়সা, জালে বাঁধে মস্ত মাতঙ্গ।
হল দাসী রাজরানী, রানী ভিখারিনী, সুমেরু লঙিঘছে পতঙ্গ।।
মুখিকের ভয়ে বিড়াল কাঁদে, খদ্যোতে জিনিল চাঁদে,
সর্পভুক গরুড়ের কাঁধে, নাচে সদা ভূজঙ্গ।
হল যুবা জিতেদ্রিয়, কামনা অপ্রিয়, বৃদ্ধের অঙ্গে জাগে অনঙ্গ।।
- পরচিতান— তোমার নূতন দেশের নূতন ধরণ, নূতন রাণীর নূতন বরণ,
নূতন দেশের করণকারণ, সবই বিচিত্র।
- পাড়ন — যেমন শনি রাজা কুজ মন্ত্রী, অন্ধ পুরুত বোবা তন্ত্রী,
বেতাল গায়ক কানা যন্ত্রী, সকল সুপাত্র।।
- ফুকার — দেখলেম হীরা বিকায় জিরার দরে, সুখ বসন্তে কাকের স্বরে,
প্রেমিকের উৎসব, গেল দিন শুণে কোকিলের রবঃ বাঁকাশ্যাম....ও
অপরূপা হয় কুরূপা, অন্ধ কুঁজা হয় সুরূপা,
বাদীর গলায় চাদী রূপা, রাণীর পরাভব।।

ঐ - জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমার বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতী, দেখা দিলি মধুরায়।
- পাড়ন — ভুলে প্রেমময়ীর প্রেম চিত্ররূপ, শিবেজিস ঠাট্টা বিদ্রূপ,
কিরূপ কথা বলিস রাজসভায়।।
- ফুকার — বললে, আমি অচিনা যুবতী, চিনবে কি মধুরাপতি,
কিসে হলি না চিনাঃ আজকাল তোর ভাবে নয় নাচিনাঃ
প্রেমনয়নে দেখে যারে, জীবনে কি ভুলে তারে,
বরণ কামুকে ভুলিতে পারে, নারী হলে প্রাচীনা।।

- মিল — ব্রজবাসী দেখলে পরে চক্ষে আসে জল—
তুই যে কি আগাছার ফল, দেখতে লাল মাকালের প্রায়।
- মুখ — বৃন্দাবনে নিত্য নূতন, সব পুরাতন খেলা মধুরায়।।
- ডাহিনা — ব্রজপুরে শীতের ডরে মরে কামাশুন,
জল পিপাসায় মরে ব্রজে অপ্রেমিক বরুণ।
স্বর্ণলতা রাই কিশোরী, লতার উপর কুচগিরি,
সেই গিরি অতিক্রম করি, ত্রিভঙ্গ পতঙ্গের প্রায়।
- খাদ — তালগাছে তেঁতুল ফলেছে, দেখেছিস কোথায়।।
- ফুকার — বললে, নূতন দেশে সবই নূতন, কাঞ্চন ফেলে কাচের যতন,
কাচ এত মন্দ কিসে: উহার মান বাড়ে স্থান বিশেষে:
ঝাড়লঠন সব কাচের নির্মাণ, স্বচ্ছতায় সোনার চেয়ে মান,
দিলে কাচের বাগ্জে সুবর্ণের স্থান, ভাল দেখে মানুষে।।
- ফুকার — বললি, ঘর বেঁধে সাগরের কূলে, তুমি মিটাই কুয়ার জলে,
রাজবাড়ির যে জলের কল: তোরা ঘাটে যাস দরিদ্রের দল:
মেয়েলোক তুই অপদার্থ, জ্ঞান নাই লো তোর বড় গড়,
তুই তো জানিস না সাগরের তত্ত্ব, সব সাগরে থাকে লবণ জল।।
- ফুকার — বললে, মুষিকের ভয় বিড়াল কাঁদে, ব্রজে রাধার প্রেম ফাঁদে,
আয়ান গৃহে বিড়াল হই: ইদুর হল রাধে রসময়ী:
কাঁদলেম তাহার পাছে পাছে, তোর তো সকল জানা আছে,
এসব ব্রজলীলায় হয়ে গেছে, মধুরায় তাই আছে কই।।
- ফুকার — আবার বলে গেলি নানা ছন্দে, খদ্যোতে জিনিষ চাঁদে,
অমাবস্যার শশধর: হয় না জোনাকীর নিকটে দর:
ডেও গাছের পাতে পাতে, জুনি বসে আঁধার রাতে,
জলে লক্ষ বাতি এক সঙ্গেতে, সে যে চাঁদ হতে দেখতে সুন্দর।।
- ফুকার — ও তুই বলে গেলি কথার বাগ্জে, সর্পভুক গরুড়ের কাছে,
ভূজঙ্গ করে নৃত্য: ও তোর এ কথা নয় অসত্য:
বিষ্ণু গেলে শিবের কাছে, গরুড় থাকে বিষ্ণুর নিচে,
সাপ ত শিবের মাথায় আছে, এই দেখ স্থান মাহাষ্যে প্রভুত্ব।।
- ফুকার — বললে, বাদীর গলায় চাঁদিরূপা, কুজা বাদী স্বরূপা,
চাদি রূপা ছিল তার: সে তাই করিয়াছে পরিহার।
ত্যাগ্য করে রূপা সোনা, নিত্য করে উপাসনা,
ব্রজের খাঁটি সোনা কেলোসোনা, এই সোনা তার গলার হার।।
- মিল — উলুবনে সর্ষে ফুল তো হতেই পারে,
উলুরখোলা আবাদ করে, যদি কেউ সর্ব বুনায়ে।।

ঐ—জবাব নারায়ণচন্দ্র বাল্য

- চিতান — শুনে বৃন্দে দূতীর রঙরহস্য, দুঃখে বলে রসময়।
- পাড়ন — ব্রজে চিনা ছিল সেই একদিন, সেই একদিন আর এই একদিন,
অচিন দেশে এলি অসময়।।
- ফুকার — বললে, আমি অচিনা যুবতী, চিনবে কি মধুরাপতি,
যদিও রই মধুরায়: তবু চিনেছি তোর ইসারায়:

- তুই না করে চতুরালি, রাধিকারে মান শিখালি,
শেষে আমার দিয়ে পায় ধরালি, তোরে কি আর ভোলা যায়?
- মিল — ব্রজবাসী দেখলে পরে চক্ষে আসে জল,
তুই যে একটি আগাছার ফল, দেখতে লাল মাকালের প্রায়।
- মুখ — বৃন্দাবনে সবই নূতন, সব পুরাতন খেলা মথুরায়।।
- ডাইনা — বৃন্দাবনে শীতের ডরে কাঁপে কামাণ্ডনঃ
জল পিপাসায় মরে ব্রজে অপ্রেমিক বরুণঃ
স্বর্ণলতা রাই কিশোরী, লতার বৃকে কুচগিরি,
সেই গিরি অতিক্রম করি, ত্রিভঙ্গ পতঙ্গের প্রায়।
- খাদ — উইপোকাতে গিরি ঢাকে দেখেছ কোথায়।।
- ফুকার — বললে, ঘর বেঁধে সাগরের কূলে, তৃষ্ণা মিটাও কুয়ার জলে,
ঘরে থাকতে জলের কলঃ তোরা ঘাটে যাস গোয়ালার দলঃ
মেয়েলোক তুই অপদার্থ, জ্ঞান নাই লো তোর যত্ন নত্ন,
তুই তো জানিস না সাগরের তত্ত্ব, খাওয়া যায় না লবনজল।।
- ফুকার — বললে, বাঁদীর গলায় চাঁদীরূপা, কুবুজা চাঁদী স্বরূপা,
চাঁদীরূপা ছিল তারঃ আজকাল ধারে না সে রূপার ধারঃ
ছেড়ে দিয়ে রূপা সোনা, সে করে মোর উপাসনা,
ব্রজের খাঁটি সোনা কেলেসোনা, সেই সোনা তার গলার হার।।

ঐ—জবাব (স্বয়ং কবিরাজ নকুলেশ্বর সরকারকৃত)

- চিতান — তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, কৃষ্ণ বলে দ্বরিতে।
- পাড়ন — ও তুই বৃন্দাবনের চতুরা, এলি বৃষ্টি মথুরা, দিতে জোড়া ভাঙ্গা পিরীতে।।
- ফুকার — বললি, আমি অচিনা যুবতী, চিনবে কি মথুরাপতি, তুমি নও মোর অচিনাঃ
আমি না চিনিয়ে নাচি নাঃ প্রেমের চিনা যার অন্তরে, প্রাণান্তে ভোলে না তারে,
বরং কামুকেরা ভুলতে পারে, নারী হলে প্রাচীনা।।
- ফুকার — বললে, ঘর বেধে সাগরের কূলে, তৃষ্ণা ঘুচাও কুয়ার জলে, সাগরের জল
লোনাময়ঃ ঠেকে কূপজলে তৃষ্ণা মিটায়ঃ উদরে লাগিলে ক্ষুধা, শুধা ভাতও
লাগে সুধা, দূতী ক্ষুধা বিনে শুধা শুধা, সুধাকেই বা কে শুধায়।।
- ফুকার — বললে, কেওয়াগাছে মেওয়া ফলে, তালের গাছে তেঁতুল মিলে, যার থাকে
জোরের কপালঃ তাহার তিলের গাছেও ধরে তালঃ কৃষ্ণকৃপা যদি ঘটে,
গঙ্গাগ্নান পাতকুয়ার ঘাটে, তপ্ত মরুর বৃকে পথ ফোটে, ছাগে চাটে বাঘের গাল।
- মিল — ত্যজিয়ে মাধুর্যের রাজ্য ঐশ্বর্যে আছি,
রাস্তা মশা দিনে মাছি, সেই দুঃখে জ্বলে অন্তর।
- মুখ — জানো নাকি বৃন্দাদুতী প্রীতির বাধ্য আমি নিরন্তর।।
- ডাইনা — কাক সেজেছে ময়ূর পক্ষী মণিমুক্তা গায়ঃ অসম্ভবও সম্ভব করে কৃষ্ণ করুণায়ঃ
আমার কৃপা হলে পরে, চামচিকায়ও পেখম ধরে,
ডেকের নৃত্য সাপের শিরে, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরিবর।
- ফুকার — বললে, দাসী হল রাজার রানী, রানী হল ডিখারিনী,
ভাগ্যালিপি তালাস করঃ দূতী দুঃখ আসে সুখের পরঃ
দেখ নাইকি শ্রোত গাঙ্গে, একূল ডরে ওকূল ভাঙ্গে,
গোপীর কপাল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে, কুঞ্জীর ভাণ্ডে পড়ল চর।।

ফুকার — বললে, অপরাধ হয় কুরাপা, বদীর গলায় চাঁদি রূপা,
বাম ভাগে বসিয়েছিঃ কেন মন্দ কও মিছামিছিঃ
বদী কি আর আছে বদী, ভক্তিতে করেছে বন্দী,
তাইতে বদীর গলায় দিয়ে চাঁদি, রাজরানী সাজিয়েছি।।

মাথুর(ব্যঙ্গোক্তি) - ২ নং নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — বন্ধু বুঝলেম তোমার কথার সূত্র, হলে তোমার কৃপার পাত্র,
আধারে পূর্ণিমার রাত্র, ভক্তের আঙিনায়।

পাড়ন — বন্ধু ধন্য তোমার কৃপার পাত্রী, ধন্য তার সাধনগায়ত্রী,
দাসী হল কাশীর যাত্রী, তোমার করুণায়।।

ফুকার — বন্ধু বললে ভাল শুনলেম ভাল, ভাল কথার মিছেও ভাল,
সকলে বলে, ভাল হল কুঁজীর কপালে। বাঁকাশ্যাম...৩
অগ্ন্যভাবে চিড়াও ভাল, দুষ্কৃত্যভাবে ক্ষীরাও ভাল,
বিপত্নীকের বুড়াও ভাল, ঠেকা কাজ চলে।।

মিল — যেমন মধ্য্যভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঔষধি প্রয়োগে—
সেবের খাদ্য দৈবযোগে, ডাকিনীর ভোগে লাগাও।

মুখ — যা ঘটে নাই কোন দেশে, ঘাট ভুলে অঘাটে এসে, অঘটন ঘটানো।।

ডাইনা — দেখলেম জোনাকী জুলিয়ে বাতি, ঢাকিল বিদ্যুতের জ্যোতি,
কুঁজীর গলায় গজমোতি, শ্রীমতি হল শ্রীহীনঃ
কুজা হল রঙ-এর বেগম, অঙ্গে মাখে ঘৃত মাখম,
চামচিকায় ধরেছে পেখম, ময়ূর হল পুচ্ছহীনঃ
রাই কাঁদে যমুনার ঘাটে, কুজা বসল খাটে,
যে খাটে যারে না খাটে, সেই খাটে তারে খাটানো।

খাদ — বামন দিয়ে ফাঁদ পাতিয়ে চাঁদ ধরাতে চান।।

ফুকার — শুনি এক ফোঁটা চন্দনের গুণে, কুঁজীর গানে মুগ্ধপ্রাণে,
আছ মধুপুরঃ শোন কান পেতে তানপুরার সুর। বাঁকাশ্যাম...৩
কোন দোষে হে শ্রীগোবিন্দ, গোপীর চন্দন হল মন্দ,
কুজার চন্দনের গন্ধ, এতই কি মধুর।।

মিল — তোমার কুজার কুঁজের নৈবেদ্যে পড়ল চন্দনফোঁটা,
তাইতো পেয়ে এত মিঠা, পূজার আগে ভোগ লাগানো।।

অন্তরা — আমরা বনবিহারিণী বনের হরিণী, বৃন্দাবন বনে কাল কাটাই।
তোমার মথুরার ঐশ্বর্য, আমাদের অসহ্য, সজ্জা দেখে বড় লজ্জা পাই।।
হাতিখানা অশ্বখানা, জেলখানা আরো পিলখানা,
চৌদিকে নহবৎখানা, খানার কোন অভাব নাই।
তোমার নূতন প্রেমের খানা, সখের মিহিানা, দেখাও রানীখানা, দেখে যাই।।

পরচিতান — শুনি কাঠকাটা কাঠুরের ছেলে, দৈবে এক মাণিক্য পেলে,
কুলের কথা যায় সে ভুলে, মনে থাকে কই।

পাড়ন — যেমন চুনবেচা বাউড়ীর মেয়ে, রাজার কাছে দিলে বিয়ে,
চুন দেখিলে থাকে চেয়ে, মনে করে দই।।

ফুকার — বন্ধু, রাখাল ছিলে ভূপাল হয়ে, বাঁকার তুল্য বাঁকী পেয়ে,
বাম ভাগে বসানোঃ দেয় না গরবে মাটিতে পাও। বাঁকাশ্যাম...৩

ধূলশয্যাতে রাইরূপসী, ফুলশয্যাতে কংসের দাসী,
দাসীর ভাণ্ডে সেবাদাসী, আর বেশী কি চাও।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — আবার বৃন্দে গো তোর কথা শুনে আমার মন হল বিরস।
পাড়ন — যেমন আগলা ঝগড়া লাগায়, ঘুমের মানুষ জাগায়,
কাটা ঘায়ে দিলি লেবুর রস।।
- ফুকার — বললে, অন্ন বিনে চিড়া ভাল, বিপত্নীকের বুড়া ভাল,
ঠেকা কাম চালায় নাকিঃ বৃন্দে না বুঝে তুই বললি কিঃ
বস্ত্র বিনে ছেঁড়া তেনা, মিশ্রি বিনে ওড়ের পানা,
যেমন অন্ন বিনে ঘাসের দানা, লসরখানা মন্দ কি।।
- মিল — ভক্ত বৎসল দয়াল হরি বলে সকলে,
ভক্তের মান্য না রাখিলে, কলঙ্ক হয় ধরাধাম।
- মুখ — তা না হলে কেমন করে, থাকে আমার ভক্তবৎসল নাম।।
- ডাইনা — রাসেশ্বরী রাই কিশোরী ধূলাতে লোটে,
কংসের দাসী কুজা তারে খাটে কি খাটে।
আমায় পতি পাবার তরে, কামনা সাগরে মরে,
পূর্বজন্মের সাধন জোরে, রানী করে রাখিলাম।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে অবাক হইলাম।।
- ফুকার — বললে, গোপীর চন্দন কিসে মন্দ, কুজার চন্দনের গন্ধ,
বেশী কিসে হল সইঃ কই কই মনের কথা তোরে কইঃ
ভক্তি-চন্দন জ্ঞানের পাটায়, ঘষে রাখবি বিবেক-বাটায়,
মেখে মন-তুলসীর সঙ্গে ছিটায়, তাহিতো কুজার বাধা হই।।
- ফুকার — বললে, ধূলায় লোটায় রাইরূপসী, দাসী পেল সেবার দাসী,
কি বলতেছিঁস্ কার নিকটঃ ও যে কর্মফলের ধর্মঘটঃ
দাসী হল রাজমহিষী, ছিল কামা পেল হাসি,
যারে আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, দাসী নয় ও কাশীর মঠ।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — দেখে দাসীকে তুই কাশীর যাত্রী, কেন মনে ব্যথা পাস।
- পাড়ন — তোরা গোকুলের গোপীগণে, নিত্যধাম বৃন্দাবনে,
প্রেমসাধনে আমার সনে যাস।।
- ফুকার — ভাবিস অম্মভাবে মুড়ি ভাল, পত্নীহীনের বুড়ি ভাল,
চালায়ে দেয় ঠেকা কামঃ ও তুই কি বলিস লো আউ ছিঃ রামঃ
দ্বারকার বৌ বোল হাজার, কুড়ির কন্ডের ছুঁড়ির বাজার,
অম্মভাবে বাঁকার পাকা ফলার, দেশ জুড়ে বেড়েছে নাম।।
- মিল — চুন সেখিলে সৈ ভাবে না বাউরীর মেয়ে,
গোপিনীরা হাটে গিয়ে, ভুল করিয়ে ভাবে তাই।
- মুখ — অঘটন ঘটাই নাই মোটে, ঘাটে ঘাটে ঘট শুণে ঘটাই।।
- ডাইনা — শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীন হইতে নারেঃ
প্রেমের দেহ পরিপূর্ণ, ভাব অলঙ্কারেঃ
ধীরা বিশোক ললিত বিলাস, কুটুমিত আর মোটায়িত রাস,

- তেত্রিশ কোটি ভাবে ভালাস, করে তার নিয়েছে ঠাই।
 খাদ — বাজে কথা শুনে বুঝা মনে ব্যথা পাই।।
 ফুকার — বললি কি কারণে শ্রীগোবিন্দ, দূতীর চন্দন অতি মন্দ,
 কুঞ্জির চন্দন মধুময়ঃ এসব ভালবাসার কথা নয়ঃ
 কুজার হল ভক্তির ক্রন্দন, রবি ছবির অভিনন্দন,
 কিঙ্ক বৃন্দাবনের গোপীচন্দন, মলয়ার বাতাসে বয়।।
 ফুকার — দেখলি চিড়িয়াখানা বিলাসখানা, অশ্বখানা হাতিখানা,
 আরও দেখলি জেলখানাঃ এখন দেখতে চাস রানীখানাঃ
 না দেখে আর কুয়াখানা, বসিয়ে পান গুয়া খা না,
 যদি দেখে এলি সবলখানা, বাকী রাখলি কেন পায়খানা।।

কি জানি মাথুর - ১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — গিয়ে মথুরায় চতুরা দূতী, শ্যামের প্রতি জানায় নিবেদন।
 পাড়ন — এ দেশের কি প্রথা, সে আসে সে ভোলে হেথা,
 আসামাত্র পূর্ব কথা, হলেম বিশ্বরণ।।
 ফুকার — হায় হায় কি জানি বলিতে, কি জানি কার্যোতে,
 কি জানি রাজ্যোতে আমি আসিলামঃ মনে নাই হে শ্যামঃ
 কি জানি কি শ্রোতে ভাসি, কি জানি কি নিতে আসি,
 কি জানি আমি কার দাসী, কি জানি কি সে রূপসীর নাম।।
 মিল — কি জানি মনে পড়ে কিনা, কে জানি কার প্রেমের কিনা; ছিল কি জানি নগরে।
 মুখ — কি জানি শ্যাম কি জানি শ্যাম, কি জানি নাম, চিন কি তারে।।
 ডাইনা — কে জানি কার আসার আশে, কি জানি কি বনে বসে,
 কি জানি কি প্রেমরসে, দিবানিশি ভাবিত;
 কে জানি কি তেয়াগিয়ে, কি জানি কি উপেক্ষিয়ে, কি জানি কি কক্ষে নিয়ে,
 ধৈয়ে ধৈয়ে আসিতঃ কার মাথায় কি জানি পাখা, কি জানি কার নামটি লেখা,
 কি জানি বাজাতো একা, কে জানি কার কি নাম ধরে।
 খাদ — কে জানি কার ঘরে খেতো কি চুরি করে।।
 ফুকার — হায় হায়, কে জানি কি বলে, এসেছিল চলে, কি জানি
 কি পেয়ে ভুলে রয়েছেঃ সে কেমন আছেঃ
 কে জানি কি নিয়ে সনে, কি জানি কি রাখতো বনে,
 কি জানি সেজে কি গুণে, কে জানি কি মাথায় বেঁধেছে।।
 মিল — কি জানি কার পিঠে কি ছিল, কে জানি কি করে দিল;
 কি জানি বানহিল কারে।।
 অন্তরা — কারে কে জানি না জানি, ভুলালে কি জানি কি জানি শুনারে কানে।
 আমি না জানি সে জানি, কে জানি মোহিন কি জানি মোহিনী জানে।।
 “কবে” কে জানি কোন দিনে, কি জানি সন্ধানে কি জানি কি বাজাইত।
 “ওনে” কে জানি তুলিয়া, কি জানি তুলিয়া, কি জানি কি সাজাইত
 (কেজানি এলো না) হায় হায় কে জানি কার কুঞ্জে গেল, (কেজানি এলো না)
 ভোরে কি জানি করিত, কি জানি ধরিত, কে জানি কাহার মানে।।
 পরচিতান — এক দিন কি জানি কি জন্য ঠেকে, কে জানি কি লিখে দিয়েছে।
 পাড়ন — কে জানি কার খাতক, কে জানি হ’ল পলাতক,

কে জানি কোন বিশ্বাসঘাতক, হয়ে রয়েছে।।

ফুকার — হয় হয়, কে জানি কি কাজে, কি জানি সেজে,
কি নদীর মাঝে কি জানি বাহিতঃ কাহার কি জানি চহিত।
কে জানি কি জানি ঘটে, কি জানি কি রাখতো তটে,
কে জানি কি জানি লুটে, কি জানি কি গাছে উঠিত।।

কি জানি মাধুর (বা কি) - ২নং নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — বন্ধু বললে বা কি, গুনলেম বা কি, বলব বা কি, ভাবি আনিবার।

পাড়ন — তোমার হানি বা কি, বিধির বিধান জানি বা কি,
রাজা বা কি, রানী বাঁকী, জানি বা কি তার।।

ফুকার — এখন আমায় চিনবে বা কি, চেনার আছে বা কি,
নূতন চিনা বা কি দিব তোমাকে, চিনা কি থাকে,
প্রাচীন চিনার চিনা বা কি, নূতন চিনায় চিনা বাঁকী,
আমার একটু চিনা বাঁকী, বন্ধু চিনা বা কি, নূতন রাণীকে?

মিল — কোন দিন আমায় চিনতে বৈকি, এখন তোমার
চিনতে বাঁকী, চিন্তা বা কি বাঁকী বৈ।

মুখ — ধূলপড়া দিয়েছে বাঁকী, নইলে বা কি বাঁকীর হও জৈ।।

ডাইনা — ব্রজে তুমি ছিলে বা কি, হেথায় এসে হলে বা কি,
আরও জানি হবে বাঁকি, বাঁকী বা কি আছে শ্যাম —
কুব্জার এখন কষ্ট বা কি, নষ্ট হল অষ্ট বাঁকী,
এর চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ বা কি, হবে বাঁকীর পরিণাম।।
আমরা যদি হতেম বাঁকী, প্রেমজন্মায় পড়তেম না বাঁকী,
পরজন্মে হয়ে বাঁকী, যেন বাঁকার বাঁকী হই।।

খাদ — বাঁকীর জোরের কপাল বা কি, আমরা বা কি রই।

ফুকার — বন্ধু তোমায় বলব বা কি, বলার আছে বা কি,
বলে হবে বা কি, বলে বা কি কাজঃ আছে বা কি আজঃ
করে ধরা ছিল বা কি, কটি তটে পরা বা কি,
এখন অঙ্গ জোড়া বা কি, তোমার সুখে সীমা বা কি মহারাজ।।

অন্তরা — তুমি বাঁকীর সুখের বা কি, রেখেছ আর বাঁকি, যার বাঁকী তার সবই বাঁকী।
আমরা পড়লেম খরচ বা কি, জমা হল বাঁকী, ছিল বা কি হলো বা কি;
সোজায় বাঁকায় নাকি মিলন ছিল বাঁকী।
বাঁকার তুল্য বাঁকী পেলে, তোমার সুখের সীমা বা কি, বেঁচে থাকলে বাঁকী,
ক্ষতি বা কি রাখা মেলেঃ

(তোমার অভাব বা কি) এখন মথুরাতে সে ভাব দেখি

নূতন রাজার সেবা বা কি, আমরা জানি বা কি, যা জানে জানে সে বাঁকী।।

পরচিতান — তুমি কুব্জা বাঁকীর পোষা পাখি, আছ নাকি সে বাঁকীর বশে।

পাড়ন — বিধির বিধান বা কি, কুলে শীলে প্রধান বাঁকী,
নইলে তুমি অধীন বা কি, সে বাঁকীর রসে।।

ফুকার — গোপীর স্থলের বা কি বাঁকী, মূলের বা কি বাঁকী,
কুলের বা কি বাঁকী, আছে কালাচাঁদঃ শীলার অবসানঃ
তোমার আসার আসার বা কি, কংসের দাসীর পসার বা কি,
মোদের দশম দশার বা কি, সুসার বা কি, রেখে আসার প্রাণ।।

আটের মাধুর - ১নং

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — ব্রজলীলা সাঙ্গ করে শ্যামত্রিভঙ্গ মথুরাতে গেল।
 পাড়ন — শ্যামের বিরহে পশুপক্ষী করে রোদন, সুখের বৃন্দাবন, আধার হল।।
 ফুকার — কৃষ্ণ বিরহে দূরহ বিরহ যন্ত্রনায়, শোকে কিশোরী হরি বলে ধূলায় গড়ি যায় :
 অমনি তখন দূতী বৃন্দে, মথুরাতে গিয়ে নিরানন্দে,
 মধুর প্রেমময়ীর প্রেমসম্বন্ধে, কেঁদে কেঁদে গোবিন্দে সুধায়।।
 মিল — তোমার বিরহে শ্রীরাধিকার হল পঞ্চত্ব,
 গেল তিন আটে চন্দ্রিশ তত্ত্ব, তিন আটগুণে মিশে।
 মুখ — এলেম বঁধুহে, বলতে ঠাট করে আটের কথা তোমার পাশে।।
 ডাইনা — হেথায় তুলেছ কুজার আট প্রেমের ধ্বজা,
 তোমার আটগুণে শ্যাম আট বাঁকা করেছ সোজাঃ
 সাধে কি আট আট বলি, রাধিকা আটকপালী,
 তোমার কুবুজার আট কপালই, নইলে মজলে কিসে।
 খাদ — আটক পড়েছ বুঝি কুবুজার আট রসে।।
 ফুকার — মনে পড়ে কি আটে শূন্য বলে এলে শ্যাম,
 কুজীর ভাগ্যে আট, আমরা শূন্যের ভাগ পেলাম :
 আট শূন্য বয়সের বুড়ী, তুমি এসে আটগুণ প্রকাশ করি,
 তারে আট দ্বিগুণে করে ছুঁড়ি, পুরাও আটপ্রহর তার মনস্কাম।।
 অন্তরা — তোমায় আটক করে আট প্রেমের প্রেমিকা আটের ঘরে।
 দিলেম আটের পিঠে শূন্য, আমি আজ যে জন্য, ধন্য হব দেখলে তারে।।
 তোমার আটপ্রহরে চড়িতে, আট ঘোড়ার গাড়ীতে, আমি কাদি আটে আটে।
 তুমি আট গুণ জান সখা, কুবুজা আট বাঁকা, মিলেছে বেশ আটে আটে।।
 (কীর্তনসুর) দেখাও আট বৈকিরে—
 দিলে আট গুণে আট বাঁকা সেরে।
 নইলে এ দুখ প্রাণে আটবে কিরে, আটবে কিরে—
 তবে সেখি, আটে শূন্য জন্মের তরে।।
 পরচিতান— দ্বারে আট প্রহরী, থাক আট প্রহরই, আটতারা দালানে।
 পাড়ন — মোদের এ জন্মে সুখ হল না, আটকপালী কুজী আটকালে আট বাঁকার গুণে ।।
 ফুকার — পড়ে দুর্দিনে আটে শূন্য শ্যাম তোমার কাছেঃ
 রাধার আট দশায় দুই দশা যোগ হয়েছে।
 রাইকে নিয়ে আট নাগরী, আমরা কাদি ব্রজে আট প্রহরই,
 হেথা তোমায় কুজী আট প্রহরই, বুঝি আটকে করে রেখেছে।।

আটের মাধুর - ২নং

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — বঁধু দিলে আশা, রাধার নবম দশা, আটে দুই হল কই।
 পাড়ন — যদি নবমদশা এখনও হয় অনুমান, কেন বাহ্যজ্ঞান হত প্রেমময়ী।।
 ফুকার — বললে বঁধু হে, নবম দশা হল রাধিকার,
 অঙ্গে দেখা যায় অষ্টসাত্তিক প্রেমবিকারঃ
 রাধার হল নবম দশা, তোমার মনে নব আশা,
 হেথায় করে নব ভালবাসা, হলে নব নাগর কুবুজার।।

- মিল — এসে মথুরায় পেয়েছ নব রাজধানী,
সেজে কুবুজা নবরানী, বামভাগে বিরাজে
- মুখ — নব মহারাজ হে, তোমার মথুরার নবভাবে মরি লাজে ॥
- ডাইনা — ভুলে রয়েছে কুঞ্জীর নবপ্রেম সোহাগে,
নব মহারাজহে, নবভাব অন্তরে জাগে।
অসংখ্য নব পূজায় নব আরতি বাজায়,
নব নাগরী নব রাজ্যায়, সাজায় নবসাজে ॥
- খাদ — মধুর নব মিলনে নবনব বাদ্য বাজে ॥
- ফুকার — নব মহারাজহে নবরাজ্যের নব প্রথা কিঃ
নব রানীর মুখ দেখতে একটু পারি কিঃ
নবরাজ্যের মনোহরবনি, সুখ কেমন নবরানীর স্পর্শনি,
তোমার নবরাণীর মুখ দর্শনী, কিঞ্চিৎ নব নজর চাও নাকি ॥
- অন্তরা — তুমি নব রসের রসিক ধিক্ ধিক্ নব প্রেমে ॥
তোমার নব সোহাগিনী, নব প্রেম ভাগিনী, প্রেমানুরাগিনী বামে ॥
ওহে বঁধু হে, তোমার নব রাজধানী নব মহারানী, মনে নব নব আশা।
তুমি নব নটবর, হলে নটেশ্বর, পেয়ে নব ভালবাসাঃ
রাধা নবীনার নিরাশা কপালক্রমে ॥
- পরচিতান — নব রাণীর কথা নব রসিকতা সবই মিষ্টি লাগে।
- পারন — ব্রজে চিরদিন, ছিলে রাধার প্রেমের অধীন, সে কথা মনে কি জাগে ॥
- ফুকার — একদিন বঁধু হে, মান ভাঙ্গিতে রাধার কুঞ্জে যাওঃ
ঠেকে নিরুপায়, রাধার পায় নাম লিখে দাওঃ
হেথায় আছ নব সুখে, সুখের দিন আর বঁধু কয়দিন থাকে,
তোমার কুঞ্জীর পদে স্বনাম লিখে, নবরাণীর একটু মান বাড়াত ॥

বিচ্ছেদ মথুর - ১নং তারিণীচরণ সরকার (ঢাকা)

- চিতান — হয়ে শ্যাম বিচ্ছেদে কাতর অতি, মথুরায় চতুরা দৃতী,
মথুরাপতির প্রতি, প্রীতি বাক্যে কয়।
- পাড়ন — তুমি চড়ে অক্লুর মূনির রথে, এলে বন্ধু মথুরাতে,
ব্রজের কথা সময়েতে, আর কি মনে হয় ॥
- ফুকার — তোমার কুশল জানতে কঁদতে কঁদতে, এলেম মধুরধামঃ
এখন আছে কি মরেছে প্যারী, বলতে নারি শ্যাম। হায় —
এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলে কেনে,
পিরীতি করে মার প্রাণে, একি ধর্মের কাম ॥
- মিল — মোদের বৃন্দাবনের কুশল সংবাদ, কেউ ত শুধায় না,
নিম্ভল বৃক্ষে বানর যায় না, ব্যক্ত আছে ধরাধাম।
- মুখ — যা হবার তা হয়ে গেল, বল বন্ধু বল বল,
একি ছিল প্রেমের পরিণাম ॥
- ডাইনা — প্যারী সকল ত্যজিয়া, তোমাকে ভজিয়া, মজিয়া তোমার প্রেমেঃ
জাতি কুল গেল, কলঙ্ক রহিল, একি ছিল পরিণামে।
জীবন যৌবন প্যারী সমর্পন, করেছিল তোমার পায় হেঃ
হেমাঙ্গ হিমাঙ্গ বিনে শ্যাম ত্রিভঙ্গ, ব্রজলীলা সাঙ্গপ্রায় হে।

- তুমি এমন নিষ্ঠুর এলে মধুরদেশে,
কুবজারি কুবাতাসে, কুরসে মজেছ শ্যাম।
- খাদ — সাধুর মতো মধু খেয়ে, করলে শঠের কাম।।
- ফুকর — তোমার প্রেমবিচ্ছেদে কেঁদে কেঁদে রাই কাঁচাসোনাঃ
কত কষ্টেতে করত অষ্ট যাম, তোমার ভাবনা। হয় —
প্রথম পীরিতির কালে, হাতে হাতে স্বর্ণে তুলে,
শেষে ডুবাও রসাতলে, ধর্মে সহিবেনা।।
- অন্তরা — বলতে অন্তর জলে, রাধে অন্তর্জলে, কোন পাপেরি ফলে, কপালে এই ছিল।
শয়নে স্বপনে, কিংবা জাগরণে, তোমার কারণে, পরাণে মরিল।।
কল্পলতা রাই অতি অল্পকালে, কালি দিয়েছিল সতী পতির কুলে,
এখন বৈষ্ণবকুলে, কিংবা তাত্তীকুলে, স্থান নাই কোন কুলে, অকুলে ডুবিল।
কে জানে শ্যাম তোমার মনে, শেষে এত ছিলঃ
মজে তোমার প্রেমে, মধুর ব্রজধামে, রাধার কুল গেল কলঙ্ক র'লঃ
সর্বার্থসাধিকা, তোমার প্রেমাধিকা, প্রেমবিচ্ছেদে কেঁদে মরবে শ্রীরাধিকা,
এমন নিদানকালে উচিত ছিল দেখা, এখন ভঙ্গীবাঁকা শীঘ্র ব্রজে চল।।
- পরচিতান — বন্ধু প্রেমিকা প্রেমিকে বলে, লেখা আছে প্রেমদলিলে,
পিরীত করে ছেড়ে গেলে, বুধাই জন্ম তার।
- পাড়ন — তোমার ফুলশয্যার ধন ধূলশয্যাতে, মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জাতে,
তুমি ও শ্যাম সাজসজ্জাতে, পেলো রাজ্য ভার।।
- ফুকর — হল কমলিনী পাগলিনী অস্থিচর্মসারঃ
করে তোমার আশা এ দুর্দশা, হল রাধিকারঃ হয়(৩),
যে যাহারে বাসে ভাল, তারে কি কাদান ভাল,
অকলঙ্ক প্রেমে হল, কলঙ্ক তোমার।।

ঐ—জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

- চিতান — শুনে মধুরায় চতুরার বাক্য, দুঃখে বলে রসরাজ।
- পাড়ন — বৃন্দে জানা যাবে পরস্পর, ব্রজের পিরীতির খবর,
অনেক দিন পর, দেখা হল আজ।।
- ফুকর — বললে, এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিয়ে কেনে,
পরাণে বধিলে রাইঃ তোমার কথা শুনে ব্যথা পাইঃ
প্রেম পিরীতি করে যারা, বিচ্ছেদে রয় ভাঙ্গাপোড়া,
দুতী, একবার ম'লে প্রেমের মরা, সে মরার আর মরণ নাই।।
- ফুকর — বললে, এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিয়ে কেনে,
প্রাণে মারলে রাধিকায়ঃ শুনে দুঃখানলে জ্বলে কারঃ
ভালবাসলে প্রাণাপেক্ষা, দূরে থাকলেও নাই উপেক্ষা,
করে প্রেমিকেরে প্রেমেরই রক্ষা, অস্তিমকালে প্রেমেরই চায়।।
- মিল — ত্রিলোকে পৃথিবী ধন্য যত্র বৃন্দাবন,
গোপী মধ্যে রাধাজীবন, আধা জীবন ভাবি তাই।
- মুখ — রাধা আমার অঙ্গের আধা, সাদাসিধা কোন বাধা নাই।।
- ডাইনা — হেমাঙ্গ হিমাঙ্গ রাধার শ্যামাঙ্গ বিচ্ছেদঃ
এই বিচ্ছেদে ব্রজলীলা হবে না উচ্ছেদঃ

- মৃত সঞ্জিবনী রাধা, মৃত্যুনাথে সাথে সদা,
মৃত্যু খুঁচায় মৃত্যুর বাধা, সে শ্রীরাধার মৃত্যু নাই।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে মনে ব্যথা পাই।।
- ফুকার — বললে, হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, শেষে ডুবায় রসাতলে,
ধর্মে সবে না নির্যসঃ কত ধর্মে কাটে ঘোড়ার ঘাসঃ
ধর্ম ধার্মিকের সাহায্যে, কর্মে লিপ্ত জড়রাজ্যে
যার মন মজেছে প্রেমমাধুর্যে, ধর্ম হয় তার দাসের দাস।।
- ফুকার — বললে, প্রথম পিরীতের কালে, হাতে হাতে স্বর্গে তুলে,
শেষে ডুবায় রসাতলঃ তারা প্রেমিক নয় নিতান্ত খলঃ
শুদ্ধ প্রণয় দুখে জলে, জ্বাল দিলে পর দুখ উথলে,
দিলে সেই দুখে শীতল জল ঢেলে, তলে পড়েও হয় শীতল।।
- ফুকার — বললে, যে যাহারে বাসে ভাল, তারে কি কাঁদান ভাল,
কলঙ্কের দাগ যাবে নাঃ শুনে মনে হল ভাবনাঃ
মাধুর্য প্রেম রসার্ণবে, ডুবলেই কলঙ্ক হবে,
যে জন কলঙ্ক ছাড়াতে যাবে, বিশুদ্ধ প্রেম রবে না।।
- ফুকার — আবার যে যাহারে বাসে ভাল, তারে কি কাঁদান ভাল,
সকলে কলঙ্ক গায়ঃ র'ল কলঙ্কের দাগ দুই'এর গায়ঃ
শ্রীদাম শাপ বিচ্ছেদ শাসনে, অদর্শনে অনশনে,
তাইতে রাধা কাঁদে বৃন্দাবনে, আমি কাঁদি মথুরায়।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — অমনি বৃন্দার বাক্যে মনের দুঃখে, বলে কৃষ্ণ গুণাধার।
- পাড়ন — হায় হায় বললি কি দূতী বৃন্দে, যার জন্য চিত্ত কান্দে,
কষ্টে আছে রাধিকা আমার।।
- ফুকার — বললে, এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলে কেনে,
তাতে মনে নাই কো দুঃখঃ লোকের যার যা ইচ্ছা তাই বলুকঃ
প্রণয় করে সুখের আশে, পাছে পাছে বিচ্ছেদ আসে,
এই যে একবার কান্দে একবার হাসে, পিরীতের মজা ঐটুক।।
- মিল — পিরীত পিরীত পিরীত বলে জগতের জনে,
যেজন করে সেই গো জানে, পিরীতির কি যাতনা।
- মুখ — রাধা মরা আমি মরা, মরার কি আর মরার ভাবনা।।
- ডাইনা — ব্রজলীলা সাস হবে কিসে বললি সইঃ
ব্রজলীলা মধুর খেলা সাস আছে কইঃ
রাধার জীবন কৃষ্ণগত, আমি থাকিতে জীবিত,
কোটি কল্প হলে গত, এই লীলা শেষ হবে না।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে দুঃখে বাঁচিনা।।
- ফুকার — বললে, প্রথম পিরীতের কালে, হাতে হাতে স্বর্গে তোলে,
শেষে দুঃখ অসম্ভবঃ বৃন্দে তুমি কি জাননা সবঃ
সুখ দুঃখ গড়িল বিধি, দুঃখ হয় সুখের প্রতিবাদী,
ভবে দুঃখ না থাকিত যদি, সুখ হতো কি অনুভব।।
- ফুকার — বললে, যে যাহাকে বাসে ভাল, তারে কি কান্দান ভাল,

বল বল রসময়ঃ এতো যুক্তিযুক্ত কথা নয়ঃ
মান করিত রাই শ্রীমতী, তুই তাহারে যুক্তি দিতি,
ও তোর মনে কি পড়ে না দূতী, কান্দালে কান্দিতে হয় ॥

বিচ্ছেদ মাধুর - ২নং তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — বল্যে মরবে না রাই মৃত্যু লক্ষণঃ বুঝাইলে বেশ বিলক্ষণঃ
বিদ্যা বুদ্ধে হও বিচক্ষণঃ বুঝলেম কালাচাঁন।
- পাড়ন — প্যারীর নাসিকাতে নাই আর নিঃশ্বাস, বাঁচিবার কি আছে বিশ্বাসঃ
দিলে বৃথা আশ্বাস, শীতল হয় না প্রাণ ॥
- ফুকার — হলে অমাবস্যা তপস্যায় কি লোকে পায় ইন্দুঃ
বন্ধু এক বিন্দু বারির আশা নাই শুকালে সিদ্ধুঃ হয় ও
অবলা সরলা নারীঃ আর যাতনা সহিতে নারিঃ
প্রাণ বাঁচে কি ডুবলে নাড়ী বল প্রাণবন্ধু ॥
- মিল — ভাঙ্গ গেল ভেঙ্গে কি করে বর্বার ভরসাঃ
কীর্তন গেল হবে দশাঃ এ আশা কেউ করে কি ॥
- মুখ — দানশক্তি লভে কপণ, নিদ্রাহীনে দেখবে স্বপণ,
বর্ষাকালে সরষা বপণ, করলে হবে কি ॥
- ডাইনা — আমি মধুরায় আসিতেঃ যমুনা পার হতে ব্রজেতে গুনলেম হরিশ্বনিঃ
অনুমান হয় মনেঃ সৎকারের কারণেঃ চিতায় তুলেছে রাইধনিঃ
ব্রজের তুলসী কাষ্ঠঃ আনিয়া যথেষ্টঃ কষ্টেতে অষ্ট সহচরীঃ
হারাইয়ে রাইকেঃ রবে কার মুখ দেখেঃ এই শোকে সবে মরবে হরিঃ
তুমি এমন পাষণে হলে এসে মধুপুরেঃ সঙ্গদোষে রঙ্গ ধরেঃ
তোমাতে দোষ দিব কি।
- খাদ — প্রেমবিচ্ছেদে নারী বধে হলে পাতকী ॥
- ফুকার — কুঞ্জীর মটকা ভরা টাটকা মধু খাও অন্তর্যামীঃ
তাতে রাইকে ডুলে আছ বন্ধু, বুঝেছি আমিঃ হয় ও
গুন গুন প্রাণবন্ধুঃ আশা দিলে শুধু শুধুঃ
অন্তরে বিষ মুখে মধুঃ বেশ সাধু তুমি ॥
- মিল — গোপীগণে মরে প্রাণে তোমার দিকে চাইয়াঃ
চৌদ্দখোপের কবুতর খাইয়া, সাধু হও কমলাখি ॥
- অস্তুরা — আগে না জেনে না গুনে, মাতিয়ে মদনে, যেন এই ডুবনে, কেউ পিরীত করেনা।
শুধু না জানার কারণে, পিরীতি করণে, অকালে পরাণে, রাই মরিছে কিনা।
চিরদিনই জানি সতীর সম্বল পতিঃ হারালে সতীত্ব শেষকালে দুর্গতিঃ
পরে হরিয়ে সর্ব্বত্র করিয়ে ডাকতি, পুরুষ বেইমান জাতি, কেউ বিশ্বাস করেনাঃ
পুরুষের সমান, এমন বেইমান, নাই আর ভূমণ্ডলে,
কাদিন প্রেম খেলায়, নারীর মন ডুলায়, লম্পট চম্পট দিয়ে যায় গো চলে ॥
লম্পট পুরুষ বেইশ হয়ে কামের জ্বালায়, গোপীর ঘরে নিত্য চুপি দিয়া যায়ঃ
শেষে মনের মতন যদি নূতন নারী পায়, পুরাতনের প্রতি যতন আর করে না ॥
- পরচিতান — যা হউক বন্ধু মনের রাগেঃ ভালমন্দ তোমার আগেঃ
অনুযোগে অনুরাগেঃ অনেক বলেছি।
- পাড়ন — এখন গুন শ্যাম নটবরঃ কেবা আর বলবে কার খবরঃ

আমার মনে কয় নটবর, মরিলে বাঁচি।।

- ফুকার — শুন ভঙ্গি বাঁকা জন্মের মত দেখা করে যাইঃ
যদি গিয়ে দেখি প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা নাইঃ হয় ও
তবে যেন তারণ কারণঃ আমারও হয়েছে মরণঃ
পর জন্মে নাগর যেমনঃ মনের মতন পাই।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- ফুকার — বললে, আর যাতনা সইতে নারি, প্রাণ বাঁচে কি ডুবলে নাড়ী,
বল বল প্রাণকান্তঃ গোপীর অনুগত কৃতাজ্ঞ,
কি করবে নাড়ীর প্রকোপে, কৃষ্ণনাম অজপা জপে,
ওসব বায়ু পিত্ত কফের বাপে, করতে নারে প্রাণান্ত।।
- ফুকার — কুঞ্জীর ছিল টাটকা মধু, পান করে হে ভোমরা বঁধু,
শান্তি পেলে মন্দ নাঃ তোর এ মিথ্যা স্তুতি বন্দনাঃ
রাধাপদ্ম সেই গোকুলে, আমি ভ্রমর ছিলেন ভূলে,
দুতী মুগ্ধ হবে শিমূল ফুলে, ভ্রমর এত অন্ধ না।।
- ফুকার — বললে, মটকা ভরা টাটকা মধু, পান করে হে ভোমরা বঁধু,
ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নাইঃ হেথায় মধুর প্রেমের খেলা নাইঃ
ব্রজবধুর মধুর কোটা, পান করে হয়েছে মোটা,
হেথায় পাই না মধুর ছিটাফোটা, কুঞ্জীর মটকার তলা নাই।।
- ফুকার — বললে, অন্তরে বিষ মুখে মধু, বেশ তুমি হয়েছে সাধু,
কেন কর অপমানঃ আমার মনে মুখে এক সমানঃ
বিষামৃত এক আধারে, অপ্রেমিকে বিষে মরে,
মধুর প্রেমরসের প্রেমিকে করে, বিষ ফেলে অমৃত পান।।
- ফুকার — বললে, মরে ক'রে জন্মগ্রহণ, পতি পাব মনের মতন,
লাভ করে কৃষ্ণপ্রসাদঃ তবু মিটল না নাগরের সাধঃ
কামনাতে জন্ম লবি, কামরাজ্যের নায়িকা হবি,
শেষে নগরজোড়া নাগর পাবি, তোরে করি আশীর্বাদ।।
- ডাইনা — রাহিকে চিতায় তুলে না কি দেয় হরিশ্চনিঃ
হরিপ্রেমে মরিবেনা, রাই হরিশ্চনিঃ
রাই অঙ্গ করিতে দাহ, পারবে না সঙ্গিনী কেহ,
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, পুড়বে না সে আগুনে।।
- খাদ — প্রেমাগুনে যে পুড়েছে, সে পোড়ে কি কাষ্ঠের আগুনে।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — আবার বৃন্দে গো তোর কথা শুনে, আমার মন হল বিরস।
- পাড়ন — যেমন আগলা ঝগড়া লাগায়, ঘুমের মানুষ জাগায়,
কাটা ঘায়ে দিলি লেবুর রস।।
- ফুকার — বললে, তপস্যা অমাবস্যাতে, পায় কি কেউ ইন্দু দেখিতে,
কথা বললি অপ্রমাণঃ বৃন্দে মান গো আমার কথা মানঃ
বৃন্দাবনে দিব্যানিশি, জ্বালিস তোরা ব্রজবাসী,
যথা নিত্য উদয় রাধাশশী, অমাবস্যা বলিস কেন্।।

- ফুকার — বললে, আর যাতনা সইতে নারি, বাঁচে কি প্রাণ ডুবলে নাড়ী,
শুনে হয়েছি বিস্ময়ঃ বৃন্দে সত্য বলি এ সময়ঃ
বৃন্দাবনে যত নারী, ভক্তিপূর্ণ শক্তি নারী,
কেবল ভ্রান্তিতে হইয়ে আনাড়ি, করিস মৃত্যুনাড়ীর ভয়।।
- মিল — রাধা আমার আমি রাধার জীবনের জীবন,
আমার কি গো রবে জীবন, জীবন গেলে শ্রীরাধার।
- মুখ — শুন ওগো বৃন্দে দূতী, বহিলেছিস অমুক্তি সমাচার।।
- ডাইনা — অতি কষ্টে তুলসী কাঠের করে আয়োজনঃ
শ্রীরাধাকে দাহন করবে, হইলে মরণঃ
ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম ভাবে, মৃত্যুঞ্জয় যার চরণ সেবে,
সেই রাধিকার মৃত্যু হবে, বিশ্বাস করি কি প্রকার।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে প্রাণ জ্বলে আমার।।
- ফুকার — বললে, বৃথা আশা শুধু শুধু, অন্তরে বিষ মুখে মধু,
জানি তোমার নীলকমলঃ শুনে চক্ষে ঝরে দুঃখের জলঃ
শত বৎসর অন্তরে, যখন যাব প্রভাসতীরে,
তখন রাধার সনে মিলন করে, দেখাইব আশার ফল।।
- ফুকার — বললে, শ্রীরাধিকার হলে মরণ, তবে জেন তারণকারণ,
আমার মরণ অতঃপরঃ ওগো বৃন্দে দূতী ধৈর্য ধরঃ
দেখ না একবার মনে ভেবে, মইলে কি আমাকে পাবে,
ওগো বেঁচে থাকলে দেখা হবে, আজ না হয় ত দুদিন পর।।

মাধুর—১নং তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — গিয়ে মধুরায় চতুরা বৃন্দে, নিরানন্দে কেন্দ্রে কেন্দ্রেঃ
শ্রীগোবিন্দে জানায় সমাচার।
- পাড়ন — আমরা বিনে কেশবঃ শবের মত হলেম গোপীসবঃ
সে সব কেশব মনে নাই তোমার।।
- ফুকার — বন্ধুহে, তোমার সেই প্রেমদায়ঃ এখন প্রেম বিচ্ছেদেঃ
মনের খেদে ঠেকল প্রেম দায়ঃ হায় ও
শ্রীরাধিকার দুঃখ যতঃ একমুখে আর বলব কতঃ
দশমীর প্রতিমার মতঃ হতেছে বিদায়।।
- মিল — মধুরাতে এলেম রাইকে রেখে অন্তর্জালেঃ
সেই দুঃখেতে অন্তর জ্বলে, কোথা গেলে শান্তি পাই।।
- মুখ — বিচ্ছেদ আগুন বুকে জ্বলেঃ জ্বলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলেঃ
গোপীকূলে জ্বলে হলেম ছাই।।
- ডাইনা — আগে জীবন যৌবন রাধেঃ দিল তোমার পদেঃ প্রেম সম্পদে থাক্বে বলেঃ
ছিল যে রাধার হেমাঙ্গঃ হয়েছে হিমাঙ্গঃ শ্যামাঙ্গ বিচ্ছেদানলেঃ
নিদানকালে গোপীকূলে এখন প্রাণ হারাবেঃ
দেখবে যদি প্রাণ কেশবেঃ চল তবে ব্রজে যাই।
- খাদ — কুবুজায় কু বৃন্দায় তোমায় ভাবে বুঝতে পাই।।
- ফুকার — ঠেকেছে রাধিকা দুর্বোণেঃ আছ নূতন প্রেমে নূতন কামে নবানুরাগেঃ হায় ও
আশির বেশি কুজীর বয়স, ঠিক যেন ভূষণী বয়সঃ

- কুঞ্জী হয়ে সুজীর পায়সঃ রাজভোগে লাগে।।
- অন্তরা — ঠেকে শ্যাম প্রেমদায়, মরবে শ্যাম প্রেম দায়, বিদায় দিতে কি দায়, ভাবে গোপীসবে।
যিনি জন্মদ হেম, বন্ধু তোমার প্রেম, সেই প্রেমের নাম ভবে আর বেহ না লবে।।
বাজতো হাঁটিতে মাটিতে কটিতে কিকিণীঃ তোমার প্রেমে মজে ব্রজে কলঙ্কিনীঃ
তুমি তারে ফেলে কর প্রেমের বেচাকিনীঃ বল চিত্তামণি ধর্ম্মে কত সবে।।
করতে হয় নিদানের বিধান যার জনো যে মরেঃ
শুধু তোমার কারণঃ রাখার হবে মরণঃ কেন তুমি একটু চাওনা ফিরে
তুলা ধরে দেখলেম নাসায় যাই নিশ্বাস, রাইয়ে বাঁচিবে আরতো হয়না বিশ্বাসঃ
না হয় পীতবাস চল ব্রজবাসঃ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষে দেখলে বিশ্বাস হবে।।
- পরচিতান — মজে তোমার প্রেমে ব্রজধামেঃ রাই মরিলে ধরাধামেঃ
তোমার নামে হবে কলঙ্ক।।
- পাড়ন — বুকি যেতে চাওনা ব্রজধামে কৃষ্ণ গুণাধারঃ হও কুবুজার ভয়ে আতঙ্ক।।
- ফুকার — বন্ধুহে, না হয় রাই হয় দোষীঃ
বল কি দোষেতে ত্যাগ করেছে সব ব্রজবাসীঃ হয় ও
চন্দন দিয়ে করে ব্রন্দনঃ করলেম কত অর্চন বন্দনঃ
মথুরায় কুবুজার চন্দনঃ কোন গুণে বেশী।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- ফুকার — এলি ব্রজের বার্তা নিয়ে বৃন্দে নিরানন্দে মথুরায়।
- পাড়ন — যারে প্রণামে প্রেমিকবৃন্দে, তুই তাহার দূতী বৃন্দে,
এই সম্বন্ধে প্রণাম করি পায়।।
- ফুকার — আমার প্রেমের আধা অর্ধমৃত, দশমীর প্রতিমার মতো,
বিদায় হয়ে যায় এখন, দিলি এ কুসংবাদ অকারণ,
যেখানে সেখানে থাকি, হৃদিপীঠে রাইকে রাখি,
কভু পীঠস্থানের প্রতিমা কি, হতে পারে বিসর্জন।।
- মিল — আমার প্রেমের গুরু রাধা, তাই করি স্বীকার,
ওনে তাহার প্রেমের বিকার, নমস্কার তার চরণে।
- মুখ — রাই আদি প্রেমিকা সবে পূজা হবে, উজ্জ্বল বরণে।।
- ভাইনা — আমার জনো গোপকন্যে হারাইবে না প্রাণ,
প্রেমের অনুরাগে আগে, প্রাণ করেছে দানঃ
আমি বলি হা রাই হা রাই, পাওয়া সে ধন আর কি হারাই,
কেলেসোনা সোনা জারাই, পোড়াইয়ে প্রেম আগুনে।
- বাদ — দুই মনে এক মন হব আমরা, প্রেমের মিলনে।।
- ফুকার — বললে, বয়সে ভূষণী বায়স, কুঞ্জী হল সুজীর পায়স,
লাগে কেন রাজভোগে, এ পথ্য কাম কামনা রোগে,
কুঞ্জী নয় সুজী নয় রাধা, সে আমার সুধাকর সুধা,
তারে নিদ্ধামে সেবিল সদা, মহাভাব মহাযোগে।।
- ফুকার — বললে, অর্চন বন্দন প্রেমের কান্দন, তাহা হতে কুবুজার চন্দন,
শ্রেষ্ঠ হল কোন গুণে, অবস্থায় ব্যবস্থা মন গুণে,
অবুঝা কুবুজা হয় প্রেমের আধা রাধা ধোয়,
ছেড়ে চর্ব চোম্য লেহ্য পের, এখন তাল মুচড়া খাই নিদানে।।

মাধুর - ২নং

তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — বল্যে মৃত্যুঞ্জয় বন্দিনী রাধে: প্রাণ তাজবেনা এ বিচ্ছেদে:
বৃথা কেঁদে আমরা হই সারা।।
- পাড়ন — দেখলেম অশ্রু পুলক শিবনেত্র কম্প বৈবর্ণ: পলক শূন্য স্থির নয়নতারা।
- ফুকার — বন্ধুহে, মরেছে রাধিকায়, নিয়ে তুলসীতলে সখীদলে বলছে হায়রে হায়, ও
একে ধরে অন্যের গলে: হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে:
ঝাঁপ দিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে, জীবন দিতে চায়।।
- মিল — বড় নিদান দশা দেখে আসা হয়েছে মধুরায়: বুঝি সবে জীবন হারায়:
বলে জয় জয় রাধেশ্যাম।
- মুখ — বল বন্ধু বল বল, কেন পাপেতে এমন হল: এই কি ছিল: প্রেমের পরিণাম।।
- ডাইনা — হল রাধার দশম দশা, মোদের যত আশা: বল ভরসা সব ফুরাল:
হবে ব্রজলীলা সাঙ্গ, শুন শ্যাম ত্রিভঙ্গ: তোমার মনে এই কি ছিল:
হরিপ্রিয়ার প্রেমের মরণ দেখে সে গোকূলে, হরিপ্রিয়ার কর্ণমূলে,
সুধায় সবে হরিনাম।
- খাদ — পিরীত করে মরে প্রাণে এই কি ধর্মের কাম।।
- ফুকার — ব্রজেতে যাবেনা পীতবাস: কেন পিরীত করে করলে তুমি গোপীর সর্বনাশ:
হায় ও— যা দেখে সুখ হয় অতুলন: আর হবেনা যুগল মিলন:
আর হবেনা প্রেমাস্বদলন: দোল ঝুলন আর রাস।।
- অন্তরা — তুমি শুন প্রাণ বন্ধু শুকাল প্রেমসিদ্ধ: বারি নাই একবিন্দু: পড়েছি নিদানে।
মোরা ব্রজগোপী যত্ন সবই শবের মস্তকে জানে শ্যাম এত ছিল তোমার মনে।।
রাধে এবার মরে যদি মানুষ জন্ম পাবে: রাধা হবে কৃষ্ণ, তুমি রাধা হবে,
রাধে ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরঙ্গী বাজাবে, যখন তুমি যাবে যমুনাপুলিনে।
বাঁশীতে উদাসী হবে তুমি কুলবালা: শেষে পিরীত করে,
তোমায় যাবে ছেড়ে, তখন বুঝবে শ্যাম প্রেমের কি জ্বালা:
কামনা সাগরে মরব গোপাঙ্গনা: যেন পূর্ণ হয় আমাদের কামনা:
মোদের এই কামনা নারী আর হবনা: নারীর ন্যায় দুখিনী কেহ নাই ভুবনে।।
- পরচিতান — মোরা কি সুখেতে আছি ব্রজে: দেখনা শ্যাম মনে বুঝে:
ব্রজের রজে করি হাহাকার।।
- পাড়ন — যদি গোপীর জন্য গোপীকান্ত: তোমার প্রাণ কঁদত:
জানতে পত্র লিখে সমাচার।।
- ফুকার — বন্ধুহে, শেষ বিদায় হয়ে যাই: কিন্তু যাত্রাকালে চরণে শ্যাম প্রার্থনা জানাই:
হায় ও—কুজাকে নিয়ে বাম দিকে: দাঁড়াও একটু মনোসুখে:
জন্মের মত যুগল দেখে: তাপিত প্রাণ জুড়াই।।

মাধুর(বিরহ) - ১নং

তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অহরহ দহে, শ্রীমতী রাধিকার প্রাণ।
- পাড়ন — হয়ে সকাতরা: সখীগণকে বলে দ্বরা: তোরা সকলে গিয়ে সে মধুরা,
প্রাণের ধনকে আন।।
- ফুকার — আমায় বলগো প্রাণসখী: কিসে ধৈর্য্য থাকি: বিহনে সে প্রাণনাথ:
লেগেছে বিচ্ছেদ আগুন বন্ধে: মরি গো সে দুখে, যে চক্ষে বহে অশ্রুপাত:

- দাসীর জীবন যৌবন মনপ্রাণ হরিঃ ব্রজলীলা খেলা সবই পরিহরি,
বুঝি মধুরাতে চলে গেল প্রাণের হরি : করে দাসীর মাথায় বজ্রাঘাত।।
- মিল — বন্ধু বিনে বৃন্দাবনে জীবন যায় না রাখাঃ এ নিদানে এনে দেখাঃ
চক্ষের দেখা দেখে যাই।।
- মুখ — যা চলে যা সহচরী ত্বরায় গিয়ে মধুপুরীঃ শীঘ্র করি আনগো প্রাণকানাই।।
- ডাইনা — কুল মান ছাড়িয়ে পিরীতে করিয়ে আমি তো মরিয়ে রবঃ
আমি মরি যদি শ্যাম গুণনিধি : কার হাতে দিয়ে সখী যাবঃ
আমি মইলে ব্রজে এলে কার নামে শ্যাম বাঁশী বাজাবে,
জয়রাধা শ্রীরাধা বলে : কার নামে শ্যাম বাঁশী বাজাবে,
কালিন্দী যমুনার কূলেঃ (কার নামে) ধীরে সমীরে যমুনার তীরে,
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, কেবা না প্রেম করেঃ
পিরীত করে প্রাণে মারে এমন কথা শুনি নাই।।
- খাদ — বৃকে জ্বলে দুঃখের আগুন জ্বলে হলেম ছাই।।
- ফুকার — একদিন চন্দ্রার অপবাদে, পরাণ বেঁধে হৃদে, বাহিরে দেখালেম ক্রোধঃ
দিয়ে চূড়া বাঁশী পদেঃ ক্ষমা দে শ্রীরাধে বন্ধু করল অনুরোধঃ
আমার মানের উপদেষ্টা বৃন্দে সহচরীঃ তার কথায় পায়ে ঠেলে দিলেম হরিঃ
বুঝি সেই রাগেতে শ্যাম গিয়ে মধুপুরীঃ নিয়েছে তার প্রতিশোধ।।
- অন্তরা — বন্ধুর বুঝি দেখা পাব নাঃ সখীরে ২
আমি বন্ধুর উদ্দেশে, যাব সখী সেদেশে, এদেশে আর রবনা।।
মানের দোষে মনেতে রাগ, অন্তরে জ্বলিল বিরাগ গো সই—
ত্যাগ করে যায় শ্যাম কেলোসেনা।।
আমি প্রাণ ত্যজিতে বন্ধুর পায়, যাব সখী মধুরায়, এ সুখে দিন যাবেনা।।
- পরচিতান— তোরা বলগো সখী, মরবার কয়দিন বাকী, হয়েছে অস্থিচর্মসার।
- পারন — হবে শ্যামের নামে কলঙ্ক এই ধরাধামে, ক্রমে পিরীত করে কৃষ্ণ প্রেমেঃ
মরণ রাধিকার।।
- ফুকার — মনের দুঃখ মনে রইল বৃথা জীবন গেল পেলেমনা শ্যাম রসময়ঃ
তারে ক্ষণে ক্ষণে দেখিঃ ক্ষণে দেয়গো ফাঁকী, বন্ধুর হৃদয় কি নির্দয়ঃ হয় ২
অনলে অনিলে কিবা অন্তরীক্ষেঃ বনে উপবনে পুষ্প লতা বৃক্ষে,
কেবল দেখি আমার বন্ধুর রূপটা চক্ষে, ধরতে গেলে মরতে হয়।।

মাধুর(বিরহ) - ২নং তারিণীচরণ সরকার

- চিতান — বল্যো সহচরী রসময় শ্রীহরি, আসিবে সাধের গোকুলে।।
- পাড়ন — দিলে বৃথা আশ্বাস, নিঃশ্বাসের মোর নাই লো বিশ্বাস,
বৃথা এসে কি দেখাবে পীতবাস : আমি মরিলে
- ফুকার — হলে আমার লীলা সাঙ্গ, বুঝি শ্যামত্রিভঙ্গ, ব্রজে করবে আগমন,
তখন তোরা বলিস যেন, এখন এলে কেন, রাধিকার হল মরণঃ
আমার পরিমলে পূর্ণ থাকতে যৌবনকুসুমঃ কাল ভূঙ্গের নাই কেন মধুপানের ধুমঃ
সখী দোল চলে গেলে দিয়ে আবির্ভাব কুমকুম, বল কিবা প্রয়োজন।।
- মিল — বোঝার বোঝা আনে যদি ফুল কিবা বেলাপাতা,
পূজাস্তে তা দিবে কোথা, মনে ভেবে দেখনা।।
- মুখ — ঢোল দিলে পর ভাঙ্গা হাটে, সে হাট আর জমে না মোটে,

- রটে কেবল অলীক কল্পনা ॥
- ডাইনা — শুনগো সজনীঃ আসিলে রজনী, দিনমণির সেবা পাবে না।
আবার হলে অমাবস্যা, করিলে তপস্যা, পূর্ণচন্দ্র কেহ দেখে নাঃ
সখী আমি মইলে এগোকুলে শ্যাম দিয়ে আর কাম হবে কিঃ
ভেবে দেখগো প্রাণ সখী (শ্যাম দিয়ে আর কাম হবে কি)
ভাদ্র গেলে ভদ্রে কি আর করে বরষার ভরসা, কীৰ্ত্তন গেলে হবে দশাঃ
এআশা কেউ করেনা ॥
- খাদ — কেউ দেখে নাই প্রেম পিরীতে এমন নমুনা।
- ফুকার — আমার থাকিতে জীবন, মধুর বৃন্দাবনঃ এলনা গো রসরাজ,
কেবল দুকুল তাজিয়েঃ শ্যামপ্রেমে মজিয়ে, সার হয়েছে লোকলাজঃ
সখী আমি মরে যাব বন্ধুর উদ্দেশে, বন্ধু আবার ব্রজে আসিবে গো কিসে,
বলগো দেখি সখী নৌকাবিহীন দেশে, নাবিকের কি আছে কাজ ॥
- অন্তরা — আমার এদুঃখ রহিল মরমে সখীরেঃ ২
আমার অন্তরালে অন্তর জ্বলে, জন্মের মত যাই চলেঃদেখলেম না প্রাণের শ্যামে ॥
আজ যাবে কাল আসবে বলে, প্রাণবন্ধু গেল চলে গো সই—
আমায় ফেলে মথুরাধামেঃ
এখন মাধবের অভাবে, হরিশ্চন্দ্রি দে সবেঃ হরিদাসীর অস্তিতে ॥
- পরচিতান — আমার প্রাণ অশান্ত, দেখলেম না কান্ত, আমার এই প্রাণান্ত সময় ॥
- পারন — যদি গোপীকান্ত গোপীর জন্য জীবন কাদতঃ
তবে পত্র লিখে সংবাদ জানতঃ কান্ত রসময় ॥
- ফুকার — আমি কোন দেশে যাবঃ কোথা গেলে পাবঃ জীবনের জীবন শ্যামঃ
সখী আমার মরণ মাত্রঃ তোরা লিখিস পত্রে, এ সংবাদ মথুরাধামঃ
সখী, বন্ধু যদি আসে আমার মৃত্যুর পরে, তোরা তখন শ্যামকে পরম যত্ন করে,
তখন বুঝাইয়ে বলিস দেখায়ে আমারে, কৃষ্ণ প্রেমের পরিণাম ॥

মাধুর বিজয়কৃষ্ণ সরকার

- চিতান — হরির মথুরা গমনে প্যারী কাতরা অতি।
- পাড়ন — গিয়ে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে কয় বৃন্দাদূতী ॥
- ফুকার — ওহে বন্ধু তোমার ব্রজধাম, দেখে যাও তার পরিণাম,
ছিল কি আর হল কিঃ ভাবি আর কত আছে ব্যুতি।
হায়গো, দিয়ে কত ভালোবাসা, ভ্রম্বে এলে বঁধু সুখের বাসা,
যেমন জল ছাড়া মীনের দশা, আরো দিনে দিনে যেন হবে কি ॥
- মিল — সাধের বৃন্দাবন চন্দ্র বিনা অন্ধকারে ঢাকা,
ত্বরিতে চল হে সখা চোখের দেখা দিতে।
- মুখ — বড় আশা করে এসেছি এই মধুপুরে,
চল বঁধু ব্রজপুরে এলাম তোমায় নিতে ॥
- ডাইনা — ব্রজের রাখাল যত মৌন হয়ে আছে, মাধবী মাধব বিনা শুকায়ে গেছে,
শুকায়ে গেছে গো, মাধবী মাধব বিনা—
নাই সে ভ্রমরের গুঞ্জন, নাই সে কোকিলের কুজন,
নাই সে ময়ূর ময়ূরীর মিলন, মধুর প্রেম পিরীতে।
- খাদ — প্রলয়ের আগুন বহে মলয় মরুতে ॥

- ফুকার — ওহে বন্ধু তোমা বিহনে, শুকশারী গহন বনে,
মৃতপ্রায় তারা সবেঃ এত জ্বালা কার প্রাণে সবে।
হায় গো, পাখি যত বসে নীড়ে, বক্ষ ভাসে তাদের দুঃখনীরে,
তোমার ব্রজের যত দুঃখিনীরে, বন্ধু দুঃখনীরে কত ভাসাবে।।
- মিল — যত গাভী সব খায় না তারা তৃণ কি জল,
জ্বলে তোমার বিরহ অনল, সবার নীরস চিতে।
- অন্তরা — আছি যে ভাবে এ ব্রজে প্রাণসখা, একবার চোখের দেখা দেখে যাও।
তোমার ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী, তার দেখা কি পাও না পাও।।
বঁধুয়া, প্রেমতরীতে নবীন নেয়ে, কতকাল বেড়ালে বেয়ে,
এখন কেন ফিরে নাহি চাও।
নিয়ে ভাব সাগরের মাঝামাঝি, মাঝি কেন ডুবাও প্রেমের নাও।।
বঁধুয়া, চন্দ্রাবলীর অপবাদে, ফেলে এলে যে বিপদে,
মনের খেদে ইহা যদি কও।
আমরা আর হব না প্রতিবাদী, বন্ধু যদি চন্দ্রার কুঞ্জে যাও।।
- পরচিতান— যদি রাজ্য তাজে ব্রজে নাহি যাবে হে সখা।
- পাড়ন — তবে পুনঃ আর হবে না দেখা, এই দেখা জনমের শেষ দেখা।।
- ফুকার — আছি মুখ পানে চাহিয়া, কি বুঝাও কি কহিয়া,
মনে কি পড়ে না শ্যামঃ লিখলে রাধাপদে তব নাম।
হায়গো, কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবনে, কাজ কি মোদের এ জীবনে,
আমরা গিয়ে যমুনার জীবনে, জীবন তাজব বলে মধুর কৃষ্ণনাম।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — গাইতে ব্যথার গীতি বৃন্দাদুতী তুই আইলি মধুরায়।
- পাড়ন — যারে প্রণামে প্রেমিকবৃন্দে, তুই তাহার দূতী বৃন্দে,
সেই সম্বন্ধে প্রণাম করি পায়।।
- ফুকার — বললি, গোপিকার নাই সুখের আশা, বারি বিনে মীনের দশা,
ব্রজের গোপগোপী আদিঃ প্রেমের সাগরে নিরবধিঃ
বিচ্ছেদ-রবি প্রখর করে, প্রেম শোষে না মীন মকরে,
বরং গোপিকার নয়ন আকরে, উথলে প্রেম-জলধি।।
- মিল — চন্দ্র বিনে বৃন্দাবনে কই অন্ধকার হল,
সে দেশে রাই-চাঁদের আলো, আমি যাহার সুধা পাই।
- মুখ — ঠেকেছি কর্ম বিবন্ধে, এখন বৃন্দে কেমন করে যাই।।
- ডাইনা — আবার বললে শুকাল রাই মাধবীলতা,
আমার নয়নবারি নিয়ে দ্রুত যা তথাঃ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, জল দিস লতার পাদমূলে,
যদিও সে থাকে ঢলে, মরবে না মাধবী রাই।
- খাদ — তোদের মতো আমিও তো কৈদে দিন কাটাই।।
- ফুকার — বললে, পাখি বসে শাখী শিরে, ভাসিতেছে আঁখি নীরে,
এই তো আমায় ফাঁকি দিসঃ কভু পাখি পায় না বিচ্ছেদ বিষ।
তোরা কাদিস কৃষ্ণ বলে, নয়ন ভরা থাকে জলে,
জলভরা চক্ষে চাহিলে, তোরা শুকনা জায়গায় জল দেখিস।।

- মিল — প্রলয় আগুন হবে কেন মলয় পবন,
দান করে সে নবজীবন, এ ভব ভবনে পাই।।
- অন্তরা — ভাব-সাগরে প্রেমের তরী, মরবে না এ তুফানে।
পরিণামে হরির কূলে, আনবে অনুকূল পবনে।।
মরিলে তরী সমস্ত, মহাজন হয় ক্ষতিগ্রস্ত,
কাণ্ডারী হয় ব্যতিবাস্ত, অবস্থা জেনে।
উত্তাল তরঙ্গে তরী, ছেড়ে দিয়ে খেলা করি,
আমি আমার তরী হেরি, দুই তুফানের মধ্যখানে।।
- ফুকার — বললি, তুমি যদি উপেক্ষিলে, কিরে গিরে সে গোকুলে,
জীবনে দিব জীবনঃ ওলো অবোধিনী কথা শোন।
একবার জীবন দিলি মোরে, সে জীবন তো পাস নাই ফিরে,
দেওয়া জীবন যমুনারে, দিলে সে তাই করবে না গ্রহণ।।

বিচ্ছেদ (তমালমালা) অমূল্যরতন সরকার (ঢাকা)

- চিতান — হয়ে শ্যাম বিরহে উন্মাদিনী, ভাবাবেশে বিনোদিনী,
সঙ্গে নিয়ে সব সঙ্গিনী, কুঞ্জবনে যায়।
- পাড়ন — দেখে কনকলতা তমালগাছে, বলে কি সুন্দর শোভেছে,
অমন মালা কে দিয়েছে, শ্যাম বন্ধুর গলায়।।
- ফুকার — আহা মরি কিগো মরি, অতি যত্ন করি, পরায়ে দিয়েছে গলে,
তোরা বলগো প্রাণসখী, এ কোন বিধুমুখী, আছে কি এ গোকুলে:
আমি একবার পেলে তারে যুগল করে ধরি,
শ্যামের বাঁয় বসায়ে অতি যত্ন করি,
নয়ন তুলিতে যুগল রূপমাধুরী, চিত্তপটে নিতাম তুলে।।
- মিল — সে বুঝি আমাকে দেখে আড়ালে গেল,
তাই না কি শ্যাম চিকনকালো, মলিন মুখে রয়েছে।
- মুখ — বন্ধুর বদন মলিন দেখে, শেল সম বাজে মোর বুকে,
আন গো সখী তবে ডেকে, শ্যামকুণ্ডের কাছে।।
- ডাইনা — নিতি নিতি কুঞ্জবনে, মিলনে শ্যামবন্ধুর সনে,
নানা কথা আলাপনে, জাগে কত প্রেম উৎসুক:
ভুলে যাই জলের কথা, ভুলে যাই কলঙ্কের কথা,
বাড়ে প্রেম স্নেহলতা, শ্যাম সোহাগে পেয়ে সুখ।
সেই আশায় করিল বিমুখ বিরহ তাড়ন,
আমি যদি তাহার কারণ, কাজ কি আর রব বেঁচে।
- বাদ — শ্যামকুণ্ডে তাজ্জিব পরাণ, ডাকিস না পাছে।।
- ফুকার — আমার শ্যাম নীলরতনে, তোরা সকল জনে, যতনে রাখিবি সখী,
যার প্রেমফাঁদে পড়ে, ভুলে গেল মোরে, জানি না তার মনে কি:
বন্ধুর সর্বস্ব হরিতে মধুর সন্তাষে, প্রতি পদে পদে অতি ভালবেসে,
স্বকার্য সমাপ্ত করে অবশেষে, ফেলে না যায় দিয়ে ফাঁকি।।
- অন্তরা — আমার মরণকালে, সবাই মিলে, করিস কৃষ্ণনামের ধ্যানি।
যদি নাম শুনে যায় পোড়া পরাণ, আবার পাব চিত্তামণি।।
পরাণ পাখি উড়ে গেলে, অসার দেহ দিস না ফেলে,

- ডাকলে বন্ধু "রাই এস", বলে— দিবি অমনি।
 প্রাণবন্ধুর পরশ পেলে, আমার ধন্য হবে দেহখানি।।
- পরচিতান— তোরা ধরিয়া প্রাণ বন্ধুয়ারে, বসায় মোর বক্ষোপরে,
 দেখহিতে প্রেমবাজারে, তুলবি চিত্রপট।
- পাড়ন — আমার নাম লেখে দিবি চরণে, মানস পূজা সমাপনে,
 নয়ন বারি বরিষণে, ভরে মঙ্গলঘট।।
- ফুকার — আমি কত শান্তি পাব, এ জ্বালা জুড়াব, পরলোকালোকে থেকে,
 ছড়াব সমীরে, মনোনিীত করে, বন্ধুর জয়গীতিকা লেখে:
 আকাশে বাতাসে গহিবে সে গীতি, সাধিবে সে সুর জনবিজনবীথি,
 চিরশান্তি নিয়ে শ্যামসোহাগী শ্রীমতী, গিয়েছে তার স্মৃতি রেখে।।

ঐ—জবাব

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে উন্মাদিনী রাধার বাণী, অমনি সঙ্গিনীগণ কয়
 পাড়ন — আছে মথুরাতে পীতবাস, তাইতে করিস হা হতাশ,
 আকাশ বাতাস দেখিস কৃষ্ণময়।
- ফুকার — বললি, আমার প্রাণ বঁধুয়ার গলে, স্বর্ণ মালা কে পরালে,
 তারে কোথায় পাব সই, রাই তোর বন্ধু কই আর মালা কই,
 এ বিশ্ব প্রকৃতি মাতা, বিশ্ব করতে সুশোভিতা,
 দিয়ে তমাল গাছে স্বর্ণলতা, সাজায়ে দিয়েছেন ঐ।।
- মিল — মথুরাতে কুস্তার সাথে আছে মনচোর,
 তমাল দেখে রাধে গো তোর; কৃষ্ণ ভ্রান্তি হয়েছে।
- মুখ — কাঁদিস না গো বিনোদিনী, চিন্তামণি মথুরায় আছে।।
- ডাইনা — আবার বললি বঁধুর গলে যে মালা পরায়;
 তার মত আর ভাগ্যবতী কে আছে ধরায়;
 শ্যাম মজেছে তোর পিরীতে, তুই বিনে এই অবনীতে,
 বঁধুর গলায় মালা দিতে, শ্যামসোহাগী কে আছে?
- বাদ — কল্পনাতে কৃষ্ণ দেখিস তমালের গাছে।।
- ফুকার — বললি, আমার মতন যতন করে, বক্ষে রাখিস প্রাণ বঁধুরে,
 তোর এ কথা লবে কে: তোর এই বঁধুর কাছে যাবে কে:
 শ্যাম বঁধুয়ার কোমল অঙ্গ, পরশে হয় প্রেম তরঙ্গ,
 তোর ঐ তমাল বঁধুর করে সঙ্গ, কাঁটার বোঁচা খাবে কে?
- ফুকার — বললে বঁধুয়ার সর্কস্ব হরে, ফাঁকি দিয়ে গেল সরে,
 সে নারীকে ধরবে কে: রাই তোর কথা বিশ্বাস করবে কে:
 সে বন্ধুয়ার রূপমাধুরী, বিশ্ববাসীর মনোহারী,
 ও সেই মনচোরের মন করতে চুরি, তুই ছাড়া আর পারবে কে?
- ফুকার — বললে, যে মালা পরালো তারে, পেলে পরে যত্ন করে,
 বসাইতেম বন্ধুর বাঁয়: রাই তোর কথা শুনে হাসি পায়:
 চন্দ্রা যেদিন পরায় মালা, তাই দেখে তোর বাড়লো জ্বালা,
 কেন মান করিয়ে ভোরের বেলা, বন্ধুরে ধরালি পায়।।
- ফুকার — বললি, আমি মরলে দেহ নিয়ে, শ্যাম চরণে সঁপে দিয়ে,
 ধন্য কর দেহখানা: কেহ ডবল ধন্য মাগেনা:

শ্যাম প্রেমে যে দেহ জ্বারে, আর কি ধন্য করবি তারে,
রাখে খাঁটি সোনার অলঙ্কারে, গিল্টি করা লাগে না।।
ফুকার — বললে, মরে নাকি শান্তি পাবি, চিরশান্তি ধামে যাবি,
প্রেম প্রীতির স্মৃতি রাখিঃ তোদের মড়ার বাকী আছে কিঃ
এক প্রেমেতে আখামরা, কৃষ্ণ মরা রাখা মরা,
যারা মরে প্রেমের সাধা মরা, সে মরার আর মরে কি?

মাধুর—১নং

জবাব—নকুলেশ্বর সরকার

গান—বিজয়কৃষ্ণ সরকার

চিতান — তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, বলে বাঁকা রসময়।
পাড়ন — তোরে বলব কি গো সই, যে দুঃখে মধুরায় রই,
কার কাছে কই দুঃখের পরিচয়।।
ফুকার — বললে, ভেসে এলে আশার বাসা, বারিশূন্য মীনের দশা,
গোপীর কঠাগত প্রাণঃ দূতী মিথ্যা তোর এই অনুমানঃ
প্রেম বিরহে ভাটি পড়ে, কামনদীর জল কমে বাড়ে,
যারা ডুবেছে শ্যাম প্রেমসাগরে, জোয়ার ভাটায় থাকে এক সমান।।
ফুকার — বললে, ব্রজের যত দুখিনীরে, ভাসাইলেম দুঃখ নীরে,
দুঃখকে করলি ভর্বসনাঃ সখী দুখ কি সুখের উৎস নাঃ
সুখ দুঃখ একসূত্রে গাঁথা, দুখ বিনে সুখ মিলে কোথা,
দুঃখান্তে সুখ মধুর যথা, আঁধার অস্তে জ্যোৎস্না।।
ফুকার — বললে, কাজ কি আছে এজীবনে, গিয়ে যমুনা জীবনে,
হরি বলে প্রাণ দিবিঃ তোরা করিস না প্রাণের দাবীঃ
জীবন দিয়ে অহরহ, পুজেছিস কৃষ্ণ বিগ্রহ,
তোদের শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, লবে কি সে জাহ্নবী।।
মিল — বন্দী হয়ে ছিলেম রাখার প্রেমের গারদে,
শত বৎসরের মিয়াদে, গড়জেলায় করি ভ্রমণ।
মুখ — শ্রীদামের শাপ অস্ত হলে, আবার আমি যাব বৃন্দাবন।।
ডাইনা — শুক শারী আর কোকিল ভূঙ্গ কাদে সমুদয়ঃ
শত বৎসর অস্তে আবার হবে সুখোদয়ঃ
শুক বৃক্ষ মুঞ্জরিবে, কোকিল ভ্রমর গুঞ্জরিবে,
কুঞ্জে কুঞ্জে আবার হবে, আগের মত দোল খুলন।
অস্তরা — বললে প্রেমের নাও জুবায়ে নাকি, এসেছি এই দেশে।
আমার রাখা নামের সাধাতরী, ডুববেনা বিচ্ছেদ বাতাসে।।
হুদিনী সন্ধিনী প্যারী, ত্রিওলে গড়িল তরী, সাধনার বশে।
রাখার যতনের সেতনের তরী, ডুবলেও আবার উঠবে ভোসে।।
পরচিতান — আমি কাইল বলে এসেছি চলে, গত হল কত কাল।
পাড়ন — আমি আছি সেই কাইলের আসে, কাইল গেলে পর
কাইল আসে, সর্বনেশে কাইলই হল কাল।।
ফুকার — বললে, চন্দ্রার কুঞ্জে যাও যদি, আর হব না প্রতিবাদী,
বললি কি লো বৃন্দে সইঃ তোর এই মিষ্টি কথায় তুষ্ট নইঃ

চন্দ্রাবলীর অপবাদে, মঞ্চময়ী মানং রাধে,
বলে যেদিন পড়লেম রাধার পদে, এত দয়া ছিল কই।।
ফুকার — বললে, চন্দ্রার কুঞ্জে যাও ও যদি, আর হব না প্রতিবাদী,
তুই করে মান আবিষ্কার; আমায় শুনালি যে তিরস্কার;
রাহিকে দিয়ে মান করালি, তুই তো করে চতুরালি,
শেষে আমায় দিয়ে পায় ধরালি, তোর উদ্দেশে করি নমস্কার।।
(মাথুর গানটি পাওয়া যায় নি)

মাথুর—২নং জবাব—নকুলেশ্বর সরকার

গান—বিজয়কৃষ্ণ সরকার

ফুকার — বললে, আশা প্রদীপ জ্বালাইয়ে, নিভায়ে, এলে পালিয়ে,
ব্রজ হল অন্ধকার; তাতে আমি দোষী কি প্রকার;
শ্রীদামের শাপ ঝঙ্কাবাতে, আশা প্রদীপ নিভলো তাতে,
দিয়ে আশা বিবেক তৈল সলিতে, জ্বালায়ে নে পুনর্বার।।
ফুকার — বললে, আশা বৃক্ষ কল্পলতা, অল্প কালে শুকালো তা,
শুনে মরি বিষাদে; তোদের কল্পলতা শ্রীরাধে;
নৈরাশ্য মার্শও তেজে, কল্পলতা শুকালো যে,
গিয়ে সকাল বিকাল মাঝে মাঝে, ধৈর্য্য বারি ছিটা দে।।
ফুকার — বললে, পড়ে কালার প্রেমফাঁদে, বিচ্ছেদের শেল বক্ষে বিধে,
তাইতে হলি নিরুৎসব; বাড়ায় বিচ্ছেদে প্রেমের গৌরব;
না খেলে পর তিতা শুক, বোঝে না মিস্তির মিস্ত্র,
তেমনি সম্মিলনের মধুরত্ব, বিচ্ছেদে হয় অনুভব।।
ডাইনা — উন্মাদিনী হয়ে নাকি বনে চলে রাই;
সমাদরে তারে ধরে রাখিস গো সবাই;
বল গিয়ে রাইর পদপ্রান্তে, আবার পাবি প্রাণকান্তে,
চক্রবৎ পরিবর্ত্তে, দুঃখান্তে সুখ কার না হয়,
(মাথুর গানটি পাওয়া যায় নি)

মাথুর কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ব্রজবাসী বিন্দেদূতী নাম আমার।
দাসী শ্রীরাধার, ওরে বন্ধু তোমার শ্রীচরণে করি নমস্কার।
ওহে চৌর্যবৃতি কীর্তি রাখিলে অতি চমৎকাল।
ও রসরাজ, কি কাজ করেছ, চুরি ক'রে মধুপুরে এসেছ।
নাই কি তোমায় মানাপমান? ব্রজে ছিলে রাধার গৈদান (গদীয়ান)
ওহে গৈদান ক'রে সঁপে দিল ধন।

(ঘোষা)

ওহে এখায় বুকি কুব্জা কুঁজী চোরের থলিদার?
চৌর্যবৃতি কীর্তি রাখিলে অতি চমৎকার।
রাধার প্রেম করজ ক'রে সঁপে দিল ধন! ও তোমাকে জানিয়ে সূজন।।
জনি না শ্যাম তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক,

ও শ্রীরাধার প্রেম-কারবার-নাশক?
ও রাধার প্রেম করজ ক'রে এসেছ এখায়,
চৌর্যবৃত্তি কীর্তি রাখিলে অতি চমৎকার।।

(মোড়া)

ননী চুরি করে সাহস বেড়েছে কেলসোনা।
ও রে রাইকিশোরীর হুকুম জারি বাতিল হবে না।
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে যাব না।
দেশে দেশে খুঁজে তোমার নাগাল পেলাম না।
ও মথুরায় পড়েছে ধরা, তোমায় নিয়ে যাব দিয়ে হাতকড়া,
ও রে আগে পাছে রাখিব পাহারা, ছেড়ে যাব না।
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে দিব না।
তোমার প্রতিকূলে হয়েছে ডিক্রিজারি,
ও নিবে শ্যাম, সব নিলাম করি,
ও রে কোথা রবে এই বাবুগিরি,
ঘুচে যাবে ছল চাতুরী, কিছুই রবে না।
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে যাব না।।

(মোড়া)

হাতে গলে বেঁধে নিব যে চোরে ব্রজপুরে,
বুঝতে নারি বাবুগিরি সে কেন করে?
মনে মনে ভেব দেখ শ্যাম রায়,
ও এমন আর শুনেছ কোথায়?
মণি থাকে ভেকের শিরে, যজ্ঞের দ্বত খায় কুকুরে;
মতির মালা শোভা করে, বানরের গলায়?
ও তোমার সাজ দেখে শ্যাম লাজে মরি হে,
কেন লাজে সে পাগ বাজে মাথায়?
ওরে দাঁড়াকের ঠোট বাঁধিলে সোনায় কি শোভা করে?

(ঘোষা)

মরি লাজে এমনি সাজে কি তাঁরে?
অমৃতে অসুরের আশা যে প্রকার, ও তেমনি শ্যাম দুরাশা তোমার।
ওরে শিমূলে কি হয় মধুর সঞ্চার?
ওরে নল বিনে শিলা কে ভাষায় লবণ সাগরে?
মরি লাজে এমনি সাজে সাজে কি তাঁরে?

একাদশ অধ্যায়

সখী-সংবাদ — বসন্ত

[বসন্ত গান কৃষ্ণলীলারই অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং বিপক্ষ কবিরায়ালকে গানের তাৎক্ষণিক জবাব দিতে হয়।
এ শ্রেণীর গানগুলিও দক্ষ কবিরায়ালগণ জোড়ায় জোড়ায় রচনা করেন]

শ্রীরাধার বসন্ত - ১নং

হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসন্তকালে বকুলে বসে কোকিল কুহরে।
 পাড়ন — জাতী যুধী সেইতি বেলী, ফুটলো কুসুমের কলি, অলি ঝঙ্কারে।।
 ফুকার — দিয়ে সুখের কালে মুখে মুখ, বসে সারি সারি শারী শুক, সুধা বরষে,
 সুখ সঙ্গীতরসে বয় মলয় বাতাসে।
 এ মধুর মাধবের কালে, হা মাধব হা মাধব বলে,
 কাঁদে মাধবী আজ মাধবীতলে, প্রাণের বান্ধব নাই দেশে।।
 মিল — রাই ডেকে কয় ললিতাকে মরমের ব্যথা,—
 আমার মনের দুঃখের কথা, শুনবি যদি আয় গো আয়।
 মুখ — প্রাণসখী গো, সুখের দিন গিয়েছে আমার—
 যায় দিন কি আর হয় গো পুনরায়।।
 ডাইনা — এ সুখ বসন্তকালে, বাসন্তী ফুল যত্নে তুলে,
 পরাইতেম বন্ধুর গলে, বিনা সুতের হারঃ
 আমার বন্ধুয়া বাজাত বাঁশী, আমরা যত সেবাদাসী,
 সুযত্নে সাধিতেম বসন্তবাহারঃ
 ভ্রমর ডাকত গুণ্ণু গুণ্ণু স্বরে, কোকিল করত কুহবরঃ
 থাকত চিত্তসুখে নৃত্যগীতে, মত্ত বসন্তের আসরঃ
 বিনে কিশোর সেই প্রাণেশ্বর, সব অসার মৃত শবের প্রায়।
 খাদ — কত যাতনা সখী প্রাণে সহ্য যায়।।
 ফুকার — এই না সুখ বসন্ত সুখের দিন, আমার সেই একদিন আর এই এক দিন,
 কৈ সে সুসময়ঃ বুঝলেম প্রাণান্ত সময়, হায়, কেহ কারো নয়।
 আপন করতে পরস্য পর, আপন যারা তারা সব হল পর,
 বুঝলেম হিয়ার মাংস কেটে দিলে পর, কভু পর কি আপন হয়।।
 মিল — পারিস যদি তারে এনে সকালে দেখা,—
 দেখে না কি চক্ষের দেখা, যার জন্যে যার প্রাণ যায়।।
 অন্তরা — রইতেম কত সুখে বন্ধুর সনে, সুখবসন্ত সুখের দিনে।
 আমার গত সুখের কত কথা, থেকে থেকে পড়ে মনে।।
 সখীগো সখী ! বারি নিয়ে স্বর্ণকুণ্ডে, যেদিন আসিতেম বিলম্বে,
 কদম্বেরই মূলে কিংবা যমুনাপুলিনে।
 বন্ধু ধ্যানমগ্ন যোগীর মত, চেয়ে থাকত পথপানে।।
 পরচিতান— স্বার্থপর পুরুষের রীতি, দ্বীজাতির মজায় জাতিকুল।
 পাড়ন — তারা ঠিক যেমন ভ্রমরের প্রায়, মধু খেয়ে উড়ে যায়,
 পড়ে থাকে ফুল।।
 ফুকার — আমার বন্ধু থাকতে ব্রজধাম, আমার ছিল আদরিনী নাম, হয়ে প্রেমায়ীনঃ
 আমার ঘটিল দুর্দিন :

- হায়, আমি কোনদিন মান করে ফিরালে আঁখি, রাধাকুণ্ডে মরতে যেত নাকি,
আমার সেই বন্ধু আজ এই হল নাকি, হায় হায় পুরুষ কি কঠিন।।
- মিল — বসন্ত কয় হরিচরণ কাজ কি আর রয়ে,
এই বসন্তের কথা নিয়ে সকাল সকাল হও বিদায়।।

শ্রীরাধার বসন্ত - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আশায় রাখতে প্রাণ, আশা দান, তোরা করলি প্রাণ সই।
- পাড়ন — পেয়ে কুজার ভালবাসা, ভেঙ্গেছে আশার বাসা,
তার আসার আশা আর কই।।
- ফুকার — সখী, ত্বরায় করে আয় গো আয়, আমার দুঃখে জীবন যায় গো যায়,
মন দিয়ে তাই শুন : করতে গুণাগুণ, হায় বিধাতা বিগুণ।
বন পোড়া যায় সবে দেখে, মন পোড়া যায় দেখবে বা কে,
রাখে কুমোরের পুঁইন কর্দ্দমে ঢেকে, জ্বলে ভিতরে আগুন।।
- মিল — হায়, আমার কপালের লেখা অতি বিচিত্র, করে দে নারায়ণক্ষেত্র,
রাই ত তোদের হয় বিদায়।
- মুখ — কালের চরিত্র, সম্পদকালে বহু মিত্র, বিপদে বান্ধবের পরিচয়।।
- ডাইনা — শুধু নয় তার রূপটি কাল, অন্তরে বাহিরে কাল,
কাল ভালবেসে হল দু'কূলে সঙ্কট :
এই ত বিষম দশা, দশম দশার সময় অতি সন্নিহিত।
স্বীয় স্বীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি :
মনসহ দেহধর্ম প্রাপ্ত হৌক সব সমাধি :
হরিপ্রেমে মরি যদি, পাই যেন হরি পদাশ্রয়।
- খাদ — আগে ত জানি না শ্যামের কঠিন হৃদয়।।
- ফুকার — কৃষ্ণপ্রেমের পোড়া এই দেহ, তোরা আগুনে পোড়াসনে কেহ,
ধাকিস নিকটে : যখন পঞ্চদশটে, হায় কই করপুটে।
শবদেহ সকলে নিয়ে, যমুনায় দিস বিসর্জিয়ে,
দেহ ভাসতে ভাসতে লাগে যেন, গিয়ে ও সেই মধুরার ঘাটে।।
- মিল — এ দুঃখিনীর দুঃখের কথা থাকে যেন মনে,
আর যেন কেহ কারো সনে, করে না গো প্রেম প্রণয়।।
- অন্তরা — আমায় ধরাধরি করে তুলে, হরি হরি বল সকলে।
রাখিস অর্ধাঙ্গ শ্যামকুণ্ডের জলে, অর্ধাঙ্গ তুলসীতলে।।
সখীগো সখী, হয়ে এলো অবশ অঙ্গ, আর হল না কৃষ্ণসঙ্গ,
তোরা যত অন্তরঙ্গ, নে অন্তর্জলে।
একবার হরিধ্বনি দে গো সবে, হরিদাসীর অন্তিমকালে।।
- পরচিতান — জনমে যত না যাতনা তোদেরে দিয়েছি সখী।
- পাড়ন — যেন মরে জন্ম লই ব্রজে, জন্মে জন্মে আমি যে, তোদেরই থাকি।।
- ফুকার — তোদের ফুরাল সব ভাবনা, ম'লে রাধা নাম কেউ ত লবে না,
জগতের মধ্যে : যাইস না রীতির অবাধো, হায় ভাবের বিরুদ্ধে।
মধুরায় যাইস তার সন্নিধান, আদ্যশ্রাঙ্কের করে বিধান,
করিস হরি বলে আমার পিণ্ডদান, আমার হরি পাদপদ্মে।।

উদ্ধব সংবাদ বসন্ত — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — শ্রীদাম শাপে ব্রজ ছেড়ে, মধুপুরে আছেন শ্রীকান্ত।
 পাড়ন — হৈল বিরহীর প্রাণ বিনাশের হেতু, এল কত বসন্ত।।
 ফুকার — নূতন শোভা জলেহলে কালের কি আশ্চর্য গুণঃ
 বৃক্ষের পত্র সব তরুণঃ
 যত বাসন্তীফুল বনে ফুটল, সৌরভেতে অলি জুটল,
 কৃষ্ণের বুকে জলে উঠল, রাধা বিচ্ছেদের আতন।।
 মিল — বিরহেতে ব্যাকুল প্রাণ অতি, কোঁদে কয় উদ্ধবের প্রতি, দুঃখের বিবরণ।
 মুখ — ওহে উদ্ধব সখা হে, সুখ বসন্তে সুখের চিহ্ন, —
 আমার কেন হয় না উদ্দীপন।।
 ডাইনা — কোকিল করে কুঙ্কমনি, যেন বজ্রপাতের ধ্বনি করি যে শ্রবণঃ
 হায় হায়, প্রলয়কালের অনল যেমন, অঙ্গে লাগে মলয় পবনঃ
 সরোবরে কমল ফুটে, বিষাক্ত বাণ চক্ষে ফুটে,
 জেগে জেগে মনে উঠে, মধুরা বৃন্দাবন।
 খাদ — তুমি বিনে বন্ধু নাই রে, কে বুঝে বেদন।।
 ফুকার — সুখে মুখে মুখ দিয়ে শারী শুকে কথা কয়ঃ সুখ বসন্ত সময়ঃ
 হায় । হায় । দুই প্রাণে একত্র মিশে, প্রেমিক থাকে প্রেম সন্তোষে,
 যার প্রিয় লোক নাইরে দেশে, জীবনে কিসে ধৈর্য হয়।।
 মিল — তুমি বিনে কে করে বিহিত, এদেশে আর এমন সুহৃৎ,
 নাই রে কোন জন।।
 অন্তরা — সখা, এ সুখ বসন্ত দিনে, আমার ব্রজের কথা পড়ে মনে।
 সখা হে, মদনকুঞ্জে, মিলন কুঞ্জে, ফুল বিছায়ে পুঞ্জে পুঞ্জে,
 চর্চিত করিয়ে চন্দনে।।
 গোকুলের সব কুলবালা, বিনা সুতে গৈথে মালা,—
 মোদের যুগল সেবা করিত যতনে।।
 পরচিতান — মনোলোভা বনের শোভা, তাইতে আবার বসন্ত সময়।
 পাড়ন — আমি হারা হয়ে শ্রীবৃন্দাবন, হেরি সকল শূন্যময়।।
 ফুকার — ফুটল জাতী ফুটল যুধী, সেইতি মালতী বকুলঃ হয়ে প্রেমেতে আকুলঃ
 হায় ! হায় ! জলে স্থলে ফুলের গন্ধে, ভ্রমর ভ্রমে মনানন্দে,
 আমার মন-ভ্রমরে কান্দে, বিনে রাধাপদ্ম ফুল।।

উদ্ধব সংবাদ বসন্ত - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসন্তে এ বসন্ত দিনে, ধৈর্য্যগুণে, শাস্ত কর মন।
 পাড়ন — সখা ! প্রেম বিচ্ছেদের যত যাতনা, তুমি জান না কখন।।
 ফুকার — মনকে বল প্রবোধ দিতে, অবোধ মন কি প্রবোধ পায়ঃ করি মনের অভিপ্রায়ঃ
 এখন সুখ বসন্তের আগমনে, আগের সে সুখ ক'রে মনে,
 কেবল আমার মনে মনে, মন তার মনের মানুষ চায়।।
 মিল — এই দেশে কেউ দেশের দেশী নাই, তোমায় বই আর কারে জানাই,
 মনের জ্বালাতন।।
 ধূয়া — ও হে প্রাণসখা হে, কোন্‌ মনে শান্তি রাখি, আমার মন কি আছে আমার মন।।
 ডাইনা — কর্ণে চায় তার নাম শুনিতে, চক্ষে চায় তার রূপ দেখিতে, চিন্তে চায় চিতঃ

- আমার রসনায় বাসনা করে, রসময়ের অধরামৃত :
অঙ্গে চায় রে ধরতে পাখা, উড়ে গিয়ে করতে দেখা,
একা মনের সোষ নয় হে সখা, শত্রু অনেকজন।
- খাদ — মন হয়েছে মন্ত বারণ, মানে না বারণ।।
- ফুকার — একে ত প্রিয়া বিরহ, তাহিতে এ দুঃসহ দুঃকালঃ এল কাল বসন্তকাল :
এই যে ফুলে ফুলে দলে দলে জুটে, ভ্রমর বন্ধু মধুলোটে,
নির্কর্ণাণ আগুন জ্বলে উঠে, সখা যার পোড়া কপাল।।
- মিল — একে বিদেশে, তাহিতে সঙ্গহীন, মন হল বনপোড়া হরিণ, করি কি এখন।।
- অন্তরা — সখা আমার প্রাণে যারে ভাবেঃ বল তাঁর সনে আর দেখা হবে কবে।।
সখা হে, স্বপ্নে যদি সে সুখ দেখি, শীতল হয় এই তাপিত আঁখি,
সুধামুখী রাধার অভাবেঃ
স্বপ্নে দেখা হবে বলে, মন থাকে তার আশায় ভুলে,
চক্ষে নিদ্রা বিনে স্বপ্ন কিসে হবে।।
- পরচিতান — এমন সুহৃদ কেবা আছে, কে যাবে সে রাধিকার কাছে।
- পাড়ন — আমি কারো মুখে শুনি না সংবাদ, জানি না কি সুখে আছে।।
- ফুকার — বন পোড়ায় যার সবে দেখে, মন পোড়ায় দেখবে বা কে, এমন বন্ধু আছে কে :
যেমন পুইনের আগুন কর্দ্দম ঢাকা, উপরেতে যায় না দেখা,
তেমনি আগুন জ্বলছে সখা, আমার এই তাপিত বুকে।।

উদ্ধব সংবাদ বসন্ত - ৩নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বারে বারে সখা মোরে, বৃথা কেন কর আশা দান।
- পাড়ন — আমি ধৈর্য্য ধরে থাকি কি সুখে, বুকে রাধা বিচ্ছেদ-বাণ।।
- ফুকার — কালিন্দী যমুনার জলে, কবে আমি করব স্নান, শীতল বারিপান :
আমি কবে বৃন্দাবনে যাব, রাখালের উজ্জিষ্ট খাব,
বংশীবটের ছায়া পাব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ।।
- মিল — পাব কি রাই পরমপদার্থ, যেই চরণে ধর্ম্ম অর্থ, ফলে মোক্ষকাম।
- ধূয়া — দারুণ রাধা বিরহ, অহরহ হইলেম দাহ, বড় কষ্টে আছি অষ্ট যাম।।
- ডাইনা — কবে রাধানামের ধ্বনি, রাধানামের মধুর ধ্বনি, করব রে শ্রবণঃ
রাধার বিরহেতে দেহ হ'তে, ব্রজের পথে যখন যায় জীবনঃ
যাও হে সখা বৃন্দাবনে, রাধাকুণ্ডের মাটি এনে,
অঙ্গে মেখে সযতনে, লেখ রাধানাম।
- খাদ — বসন্তে অশান্ত জীবন আছে অবিশ্রাম।।
- ফুকার — দেখতে নারি চক্ষের দেখা, শ্রীদাম সখার শাপের ভয়ঃ প্রাণে কষ্ট অতিশয় :
আছে এ বাসনা আমার মনে, ম'রে যাব বৃন্দাবনে,
আমায় যেন কাঙ্গাল জেনে, রাধারাণীর দয়া হয়।।
- মিল — বিচ্ছেদ বাণে বন্ধ বিদীর্ণ, আমার কিহে হবে পূর্ণ, মনের মনস্কাম।।
- অন্তরা — সখা, এই দেহ কেমনে রাখিঃ ব্রজে উড়ে যেতে চায় যে প্রাণপাখী।
সখাহে! হইয়ে বিচ্ছেদের অধীন, বেঁচে রব কতদিন, নিশিদিন করে দুই আঁখি।।
পেয়ে বিচ্ছেদের দেহ, বেঁচে যেন রয় না কেহ,
নিয়ো অসার দেহ, কার আশায় থাকি।।
- পরচিতান — যাবার কালে মনের ব্যথা, প্রাণের কথা তোমায় ব'লে যাই।

- পাড়ন — বুকে দুরাহ বিরহ ঘটান, আমি পোড়ে হ'লেম ছাই।।
ফুকার — আমি মলে আমার দেহ দাহ করোনা কখনঃ দেহ নৃত্য বৃন্দাবনঃ
আমার বন্ধু সব একত্রে মিলে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে,
দিও রাধাকৃষ্ণের জলে, আমার দেহ বিসর্জন।।

বসন্ত (বিরহ) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — হেমন্ত শীতান্তকালে সুখ বসন্ত হল সুখময়।
পাড়ন — ও সে বিরহিনীর কপালক্রমে, প্রথমে শ্যামভ্রমে,
শ্যামের শ্রীধামে উদয়।।
ফুকার — শুকশারী আর কোকিল ভূঙ্গ, ঋতুপতির অন্তরঙ্গ, সঙ্গে সঙ্গে মলয় পবন :
বৃন্দাবন ছাদশ বন ভ্রমে বন উপবন :
পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণে, আঘাত পেয়ে পঞ্চপ্রাণে,
পঞ্চত্র কাল ভেবে মনে, ধরাসনে প্যারী অচেতন।।
মিল — নিরাশ্রিত বিধুমুখী মুর্ছিত হয়ে, ক্ষণপরে চেতন পেয়ে,
সখীর কাছে বলে রাই।
মুখ — এল বসন্ত, এ জীবনের শেষ বসন্ত, আর বসন্ত পাই কি না পাই।।
ডাইনা — বাসন্তীফুল যত্নে তুলে, গাঁথ সবে ফুলের হার :
সুমন্ত্রে শিখায়ে সবে সাধ বসন্তবাহার :
অবলা বধের হেতু এসেছে ঋতুকান্তে:
প্রতি দিন অতি কষ্ট দিতেছে রতিকান্তে :
আয়গো সবে কান্দিতে কান্দিতে প্রাণকান্তে আনতে যাই।
বাদ — মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, কি দিয়ে নিবাই।।
ফুকার — বসন্তে আনন্দ পেয়ে, বনের পাখী যুগল হয়ে,
বনে বনে পুরায় মনোসাধঃ
বন্ধু বই আর কারে কই মনের যে বিষাদ :
আসব বলে আশা দিয়ে, মধুরায় রহিল গিয়ে,
আছি আশা পথে চেয়ে, কার মুখে শুনিয়া সংবাদ।।
অন্তরা — আমার হৃদয় জলে বন্ধুর লাগিয়া গো সজনী,
জীবন যায় না গো রাধা।
আমার অবিরত বুকে জ্বলে দুঃখের অনল শিখা।।
সখিগো, ঐ চাঁদমুখ মনে পড়ে, সদাই আমার মন পোড়ে,
একবার তারে দেখা চক্ষের দেখা।
আমি পাখী হয়ে উড়ে যেতেম, বিধি দিলে পাখা।।
পরচিতান— সুখ বৃন্দাবন শুধু বন, গোপীর জীবন বিহনে।
পাড়ন — ও সে কালক্রমে জলে স্থলে,
প্রলয় কালের অনল জ্বলে, মলয় পবনে।।
ফুকার — কোকিল ডাকে তমালবনে, বাজের মত বাজে প্রাণে:
বনে বনে চেয়ে দেখগো সই : কুসুমের নুসুমে কুসুম ফুটিল ঐ :
মধুর লোভে মত্ত ভূঙ্গ, সুখে করে ফুলের সঙ্গ,
আমার হৃদিপঙ্খের ভূঙ্গ, উড়ে গেল ফিরে এল কই।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বিরহিনী রাধার বাক্যে বুঝায় সখীগণ।
 পাড়ন — কভু চন্দ্র বিনা রোহিণী, রয় না কো বিরহিণী,
 আমরা জানি তোর মিলন তেমন।।
- ফুকার — বললি, মদন রাজার পঞ্চবাণে আঘাত দিয়ে পঞ্চপ্রাণে,
 তোর এল কি মৃত্যু ভয় :
 যা প্রেমের মরণ মরে, তারা মরণ করে জয় :
 তোর প্রাণনাথ মদনমোহন, কি করতে তোর মদন দাহন,
 পঞ্চবাণ তোর ফুলের মতন, দুলে দুলে চাহে পদাশ্রয়।।
- মিল — প্রিয় চিত্তায় যতক্ষণ তুই ছিলি মুর্ছিতা,
 ততক্ষণ তুই ছিলি কোথা, ঘুচায়ে সকল জঞ্জাল।
- মুখ — ব্রজে রবে কাল বসন্ত, প্রাণকান্ত সনে অনন্তকাল।।
- ডাইনা — কান্ধে কান্ধে কান্তে আনন্ডে কোথা যাবি রাই,
 মথুরা ঐশ্বর্যের রাজ্যে মাধুর্যের ধন নাই;
 প্রেমময় শ্যাম নটভূপ, বৃন্দাবনে সর্বস্বরূপ,
 রূপের মাঝে ঐ দেখ অরূপ, রসাল বকুল তাল তমাল।
- খাদ — গেলে হাটে চিরঘাটে ঘটে চিরকাল।।
- ফুকার — বললি, আসবে বলে আশা দিয়া মথুরায় শ্যাম রইল গিয়া,
 শুভ সংবাদ নাহি পাস্ : কেন বিরহে উন্মত্ত হয়ে মিথ্যা বলে যাস :
 মন কলমে কালি রেখে, হৃদিপটে পত্র লিখে,
 নিত্য পাঠায় চিত্তের ডাকে, তাই পেয়ে রাই আবার কোনটুক চাস।।
- ফুকার — বললি, আমি যদি পাখা পেতেম, পাখি হয়ে উড়ে যেতেম,
 বললি তুই কোন্ সাহসে: নারী পিঙ্গরে আবদ্ধ পক্ষী গুঞ্জরে বসে বসে :
 বলে দে তুই বিধাতারে, পাখা দিক তোর বন্ধুয়ারে,
 বউ কথা কও বলে তোরে, ঘুরে ঘুরে ডাকিবে শেষে।।
- ফুকার — বললি, আমার হৃদি পদ্মের ভূঙ্গ, মধু খেয়ে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
 উড়ে গেল এল কই : ও সে আসুক বা না আসুক, এ সুখসঙ্গমে তুই জয়ী :
 অনন্ত স্বরূপে বেয়ে, দেশান্ত হৃদয় বিছায়ে,
 মুহূর্মুহ মধু খেয়ে, গুন্ গুন্ স্বরে খুঁজবে প্রেমময়ী।।
- মিল — তোরে দেহ সেই বন্ধুর দেহ সন্দেহ নাই তায়,
 নয়ন দিলে লতায় পাতায়, প্রেমে মাতায় নন্দলাল।।

বসন্ত (বিরহ) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — যেতে মথুরায় আজ আমার তোরা করলি গো বারণ।
 পাড়ন — এল দুরন্ত বসন্ত সই, অন্তকালের কান্ত কই, দুঃখিনীর জীবন।।
- ফুকার — দেখতে সে মথুরানাথে, যাত্রা করলেম মথুরাতে, যেতে পথে যেত যদি প্রাণ:
 যার আশায় প্রাণ যায়, সেই পায় সই পাব স্থান, :
 নিদায় হল দারুণ বিধি, তোরা সবে প্রতিবাদী,
 শূন্য ব্রজে শুধাতুখি, কাজ কি আমার রেখে নিলাজ প্রাণ।।
- মিল — চিরদিন পরাধিনী শ্যাম তোমার জন্য,
 সেই পিরীতির স্মৃতিচিহ্ন, রেখে গেলাম শ্রীরাধায়।।

- মুখ — কৃষ্ণ বিচ্ছেদে, বেঁছে রব কি বিষাদে, তোরা সবে দেগো দে বিদায় ।।
- ডাইনা — কৃষ্ণ বিনে কিশোরীরে শরীরে কি প্রয়োজন :
তোরা সবে চতুর্দিকে করগো হরি সংকীর্তন, :
তুলসীরে তুলি শিরে, দেখলেম দাসীর পরিণাম;
গঙ্গা মুক্তিকাতে সবে, লিখে দেগো কৃষ্ণনাম :
অন্তে পাব এই মনস্কাম, নামের সঙ্গে প্রাণ যায় ।
- খাদ — অনুতাপে পোড়া তনু জুড়াব কোথায় ।।
- ফুকার — পূর্ণ করে স্বর্ণঝারি, রেখে গেলাম নয়নবারি, আমি মরি তোরা তো রবি :
বন্ধের চাম মাথার কেশ সকল কেটে নিবি, :
ব্রজে এলে শ্যাম কালিয়া, বন্ধের চর্মে বসাইয়া,
সেই জলে চরণ ধোয়াইয়া, কেশে চরণ মোছাইয়া দিবি ।।
- অন্তরা — আমি মলে হব শ্রীনন্দের নন্দন ওগো সজনী —
আর ত হবোনা অবলা ।
পরব ধড়াচুড়া মোহনবাঁশী, গলে ওজ্জ্বল গো সজনী —
সখীরে, নাম ধরে বাজাব বাঁশী, আগে করব মন উদাসী,
ভুলাইব খেলে রসের খেলা ।
শেষে ছেড়ে যাব, বুঝাইব বিচ্ছেদের কি জ্বালা গো সজনী —
- পরচিতান — প্রাণের মাধব কই, বন্ধু কই, দুখ কার কাছে আর কই ।
- পাড়ন — আমার জীবন রাখা হল দায়, জন্মের মত আজ আমায়,
বিদায় দেগো সই ।।
- ফুকার — আর এক কথা রাখিস স্মরণ, যখন আমার হবে মরণ,
তারণ কারণ হরিনাম সম্বল :
হরি বল হরি বল বিনে নাই আর বল :
পত্র লিখিস বন্ধুর কাছে, পরাধিনী রাহি মরেছে,
বলে গিছে লোকের কাছে, হরিনামের পরিণামের ফল ।।

মধুর (বসন্ত) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — শ্রীপঞ্চমী তিথি অতি শ্রীমন্ত ।
- পাড়ন — স্বরগে সহর্ষে প্রতিবসে বর্ষে, ভারতবর্ষে আসে বসন্ত ।।
- ফুকার — ফুটল কুসুম নানাজাতি, মল্লিকা কুসুম মালতী,
জাতি যুথী সৌভিতি টগরঃ সদলে ফুলে ভ্রমে ভ্রমর, :
শারি-শুক অন্তরে সুখী, উচ্চ পুচ্ছে নাচে শিখি,
বকুল বনে কোকিল পাখি, মুহূর্মুহ করে কুহ স্বর ।।
- মিল — বুলে গিয়ে মধুরাতে গোবিন্দে বলে, চিন্বে কি শ্যাম চিনা দিলে,
নাকি সব ভুলেছ ।
- ধূয়া — এ বসন্ত সুখের কালে, সুখময় বৃন্দাবন ফেলে, কি সুখে আছ ।।
- ডাইনা — মনে নাই কি বৃন্দাবনে বসন্ত সময়ঃ বনের শোভা মনোলোভা কিবা রসময়ঃ
ব্রজ বধুর মধুরপ্রেমে, মুগ্ধ ছিলে ব্রজধামে,
এখন পেয়ে কুব্জা বামে, গোপিকায় বাম হয়েছ ।
- খাদ — কোন দিনের কোন কথার কি কি করেছ ।।
- ফুকার — সুখ বসন্তে ফুলের আসর, সাজাইতেম ফুলের বাসর,

শয়ন কর্তে কিশোর কিশোরী, ফুলশয্যায় ফুলের মশারি :
ফুলবাজনী করে ক'রে, বাজন করে ধীরে ধীরে,
ঝরে ঝরে উড়ে উড়ে, অঙ্গে পড়ত ফুলের পাপড়ি।।

মিল — একে পুরী কদারুণা তাইতে বসন্ত, সে সব ভুলে প্রাণকান্ত, কি সুখেতে মজেছ।।

মাধুর (বসন্ত) - ২নং **হরিচরণ আচার্য**

চিতান — বসন্তে বন্ধু দুঃখে আছ, সুখ নাই মথুরায়।

পাড়ন — দুঃখের দিন সুখের দিন, থাকে কার কত দিন, এক সমান দিন, কার বা কবে যায়।।

ফুকার — ব্রজে কদম ডালে আসন, এথায় পেলে রাজ সিংহাসন,
পীতবসন, আর কত সুখ চাও : স্বার্থপর আর কত সুখ চাও :
ব্রজে নন্দঘোষের বাধা, বহনের ছিল না বাধা,
রাধার মাথায় মুকুট বাধা, কও দেখি শ্যাম আর কত সুখ চাও।।

মিল — দুঃখে অঙ্গ বুকে বুকে হেলতে আলিসে, সেই অঙ্গ হেলা বালিশে,
কও হে আর কত সুখ চাও।

ধূয়া — এথায় তোমার কিসের অসুখ, সুখের উপর পেয়েছ সুখ, আর কত সুখ চাও।।

ডাইনা — হ'লে আঙ্গুল ফুইলে রক্তাবক্ষ, আর কত সুখ চাও :
গোপাল ফেলে ভূপাল হইলে, আর কত সুখ চাও :
বনে বনে ফিরতে ব্রজে, গমন ছিল পদব্রজে,
এথায় গমন অশ্ব গজে, কও হে আর কত সুখ চাও।।

খাদ — মেঘ না চাইতে জল পেয়েছ, আর কত সুখ চাও।।

ফুকার — রাই ছিল দানঘাটেশ্বরী, এথায় কুজা পাটেশ্বরী, বল হরি আর কত সুখ চাও :
এত সুখ আর কত সুখ চাও :
ব্রজে ছিল চুরি কীর্তি, কখন কখন দস্যুবৃদ্ধি,
এখানে রাজচক্রবর্তী, কেমন স্মৃতি, আর কত সুখ চাও।।

মিল — ব্রজে ছিল অঙ্গে ধড়া মস্তকে চূড়া, এথায় লাল পাগড়ি জামাজোড়া,
কও হে আর কত সুখ চাও।।

অন্তরা — কি ছিলে কি হইলে বন্ধু, আর কত সুখ চাও।
রাধার পায়ধরা নাম ঘুইছে গিছে, আর কত সুখ চাও।।

ছিলে শ্যাম রাইরাজার কাছে করঘোড়, এখানে হয়েছ হজুর,
দেখ কেমন কপালের জোর, আর কত সুখ চাও :
ব্রজের ভাঙ্গা কপাল লাগল জোড়া, আর কত সুখ চাও।।

পরচিতান — পুরান ফেইলে নূতন পেলে, আর কত সুখ চাও।

পাড়ন — মানের দায়, ধরতে পায়, এখন পায়-ধরার পায়,
লোকে স্থান পায়, আর কত সুখ চাও।।

ফুকার — গোবুলে রাখালের খেলা, এথায় ভদ্রের মেলা, কও হে কালা, আর কত সুখ চাও :
এত সুখ পাও, আর কত সুখ চাও :
ভানুতাপে তাপিত গাত্র, ব্রজের ছায়া বৃক্ষের পত্র,
এথায় নব দণ্ডছত্র, সুচরিত্র আর কত সুখ চাও।।

আমি-তুমি'র বসন্ত (চন্দ্রা-মাধুর) - ১নং **হরিচরণ আচার্য**

চিতান — ধরে নূতন সাজ, ঋতুরাজ ব্রজে সসৈন্য উদয়।

পাড়ন — যত কোকিল ভ্রমর শারী শুক, কারো নাই সে পূর্ব সুখ, হলো দুঃখময়।।

- ফুকার — বলতে দুখে অন্তর জ্বলে, রাহিকে বেখে অন্তর্জলে, চকের জলে বক্ষ ভেসে যায়ঃ
সখী সব নিরুৎসব, বলে কেশব কোথায় :
হারা হয়ে কৃষ্ণকান্তে, প্রাণ ত্যজে আজ কৃষ্ণ কান্তে,
চন্দ্রাবলী কান্ধতে কান্ধতে, আনতে কান্তে মধুরাতে যায়।।
- মিল — রাজসভাতে চন্দ্রা করে জয় রাধা ধ্বনিঃ কৃষ্ণ বলে কে গো ধনি,
চন্দ্রা কয় আমি আমি।
- ধূয়া — বলব কি আমি, কোনদিনের কোন স্থানের আমি, সেই আমি।।
- ডাইনা — কেমন করে দিব আমি আমার পরিচয়ঃ
স্বামীহারা আমি কি আর আমি বৈলে কয় :
আমির দেশ ছেড়েছি আমি, তবু করি আমি আমি,
তুমির চিন্তায় পড়ে আমি, আমি কি আছি আমি।
- খাদ — আমি'র দেশে আমি'র বসতি, চিন কি তুমি।।
- ফুকার — আমি নিরপরাধিনী, আমি পরাধিনী, চিরদিনই আমি জানি তাইঃ
আমি নাম আমার ধাম, আমি করে জানাই :
তুমির প্রেমে মইজে আমি, দেশে দেশে ভ্রমি আমি,
তুমির কাছে কত আমি, আমি তো আর তুমি বিনে নাই।।
- মিল — আমি'র মত এলেম আমি, নিয়ে আমি'র ভাব,
ভাব বিনে আমি'র, স্বভাব, কে বুঝবে আর কও তুমি।।
- অন্তরা — হায় হায়, দুই একদিন দেখেছি আমি, আমি'র তুমি তুমি'র আমি।।
যদি না হও আমি'র তুমি, হই তুমির আমি, তবে আমি আমি, তুমি তুমি।।
আমির দেশের প্রধান আমি, আমি আর বলব না আমি আমি,
যে দশা দেখেছি আমিঃ
ও সেই আমিকে দেখিতে, বাঁকা দু আঁখিতে, একবার জন্মের মত চল তুমি।।
- পরচিতান — সেইখে বসন্ত, অশান্ত হয়েছি আমি।
- পাড়ন — ছিল এক আমি'র নাম রঙ্গিনী, সেই আমি'র এক সঙ্গিনী, দুঃখিনী আমি।।
- ফুকার — আমি যারে ভালবাসি, সে ত চির পরবাসী, চির দোষী আমি হয়েছিঃ
আমি'র পাপ আমি'র তাপ, আমি ভোগ করিতেছি :
একা ঘরে থেকে আমি, ডেকে কেউ বলে না তুমি,
এ যে তুমি বলে তুমি, রসে আমি ভেসে গিয়েছি।।

আমি-তুমি'র বসন্ত (চন্দ্রা-মাধুর) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — চন্দ্রা আমার নাম, গুণধাম করলে শ্রীমুখে উক্তি।
- পাড়ন — যখন দুঃখিনীরে চিনেছ, বিনামূলে কিনেছ, খুব স্মরণশক্তি।।
- ফুকার — এখন আমায় চিন্বে কেন, যেন তেন প্রকারেণ,
কার্য্যসিদ্ধি হ'য়ে গিয়েছেঃ পাপ কপাল চিনার কাল কালে খেয়েছে :
যে কালে স্বার্থে চিনিতে, সেকালে পার্শ্বে চিনিতে,
মিলন ছিল ক্ষীর চিনিতে, সে চিনিতে বালি পড়েছে।।
- মিল — দেশান্তরে থাকলে কেহ হয় অচিনে, সে সময় দিলে সুচিনে, সে চিনায় কিসে চিনে।
- ধূয়া — সুশীল বন্ধু হে, চিনার দিন ফুরায়ে গেলে, কারে কে চিনে।।
- ডাইনা — অসময়ে রসময় আর নাই চিনাচিনিঃ এখন তোমার সমান মিঠা, চিটা আর চিনিঃ
যখন ব্রজে চিনি খেইলে, তখন চিনি চিনেছিলে,

- চিনি ফেইলে মিশ্রি পেইলে, চিনিকে আর কে চিনে।
- খাদ — অচিনাকে দিলে সুচিনে, চিনে কুচিনে।।
- ফুকার — ভদ্রে কি অভদ্র চিনে, বৃহতে কি ক্ষুদ্র চিনে, ধনী কি আর দরিদ্র চিনে;
মহারাজ শীতল সাজ, সে কি রৌদ্র চিনে, :
হেমন্তকাল আগমনে, চন্দ্রে কি আর কুমুদ চিনে,
যুবক যুবতী চিনে, সে চিনা থাকে না প্রাচীনে।।
- মিল — নূতন দেশে নূতন চিনা ও মধুরধামে,
চিনা মানুষ কপালক্রমে, হয়ে পড়ে অচিনে।।
- অন্তরা — আগের চিনার দিন গিয়েছে ঘুচে, আর কি আছে চিনাচিনি।
যখন প্রবল পিস্তরোগে, বিকারেতে ভোগে, তখন তিক্ত লাগে মিষ্ট চিনি।।
অতি মিষ্ট পদ্মমধু, কষ্ট লাগে যষ্টি মধু, উভয় মধু মোরা চিনি।
তোমার নূতন চিনা চিনি, কুঁজী সাঁচি চিনি,
এখন আমরা হইলেম কাবাবচিনি।।
- পরচিতান — চিনি চিনি কই, চিনি কই, এখন কৈ সে চিনার দিন।
- পাড়ন — যে দিন বর্ষ গোপীর চিন্তে, সে দিন ত পারতে চিন্তে, সে দিন কি এই দিন।।
- ফুকার — দেখে দুঃখে আর বাঁচিনা, কেবা আর দিবে কার চিনা,
সে চিনার দিন নাই গুণনিধিঃ নৌকাকে চিনে কে পার হইলে নদী, :
ব্রজে রাই এক অবচীনা, ছিল তোমার পূর্বের চিনা,
এখন দেখলে যায় না চিনা, হয়েছে এক অচিনা ব্যাধি।।

পঞ্চের বসন্ত — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ধরে পঞ্চ শর পঞ্চশর উদয় শ্রীপঞ্চমী দিন।
- পাড়ন — হলো বিরহিনীর পঞ্চ ভয়, সবই দেখে পঞ্চময়, কাঁদে নিশিদিন।
- ফুকার — বসন্তের চর পঞ্চপাখী, পঞ্চস্বরে ডাকাডাকি, পঞ্চম স্বরে করে অনুক্ষণঃ
মলয় উন্মত্ত উনপঞ্চাশ পবন :
পঞ্চ শরে অবিরত, পঞ্চশর হয় যুদ্ধে রত,
পাঞ্চজন্য শব্দের মত, কোকিলের গজ্জন।।
- মিল — যে দিকে চাই সেদিকে পঞ্চ, কেঁদে কেঁদে পঞ্চ পঞ্চ, সখি রে কয় প্রেমময়ী।
- ধূয়া — বসন্তকালে এ প্রাণেতে পঞ্চজ্বালা, কত জ্বালা সই।।
- ডাইনা — পঞ্চাঙ্করে মকরমুখ নামটি বটে যারঃ সখি পঞ্চাননে অঙ্গ ভঙ্গ করেছিল তারঃ
সে আমাকে পঞ্চ বাণে, সদায় হানে পঞ্চ প্রাণে,
পঞ্চাঙ্কর রাধারমণে, ত্বরায় এনে দেগো সই।
- খাদ — পঞ্চরসের রসিক বিনে, কি সুখে আর রই।।
- ফুকার — বন্ধুর পঞ্চেন্দ্রিয় প্রিয় আমার দেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ঃ বন্ধু বিনে ত্যজল স্বীয় জ্ঞানঃ
সে পঞ্চ বিহনে এ পঞ্চ প্রিয়মাণ, :
পঞ্চাঙনে করে দাহ, পঞ্চভূতের শ্রীজীবদেহ,
দ্বিপঞ্চ দ্বিগুণ এনে দেহ, খেয়ে ত্যজি প্রাণ।।
- অন্তরা — সখি, পঞ্চদশ দিবসে যার হ্রাস বৃদ্ধি পায়।
ও যার মিল্ল করে, জগত মিল্ল করে, আমার দক্ষকায়।।
সই আমার পঞ্চমগ্রহ বৃহস্পতি, দ্বিপঞ্চক গৃহেতে স্থিতি,
পঞ্চমে মঙ্গল অতি অমঙ্গল ঘটায়।

হল পঞ্চত্ব কাল সকাল সকাল, কাল বসন্তের দায়।।

- পরচিতান— পঞ্চামৃত পান করলে প্রাণসখী পোড়ে অলক্ষ্যে।
 পাড়ন — সখি, পঞ্চ দ্বিগুণ বদন যার, চিতার আগুন যেমন তার, জ্বলছে এ বক্ষে।।
 ফুকার — কোন দিনের পঞ্চপাপে, পড়েছি এই পঞ্চতাপে, পঞ্চজন্যের কথায় কি হবেঃ
 পঞ্চতাপ কি প্রতাপ, এ তাপ আর কি স'বে, :
 পঞ্চ আগুন একমাত্র মন, পঞ্চজ্বালায় জ্বলছে কেমন,
 খাণ্ডব বন পুড়তেছে যেমন, পঞ্চ পাণ্ডবে।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — পঞ্চ পঞ্চ গানের জবাব দশ দিয়ে পুরাই।
 পাড়ন — রাখে দশ মাস অস্ত্রে প্রতি সন, বসন্তের হয় আগমন,
 দশম দশা হয় নাই গো তোর রাই।।
 ফুকার — রাখে পাঁচ দশে একুশ পবন, দ্বাদশ বনে করে ভ্রমণ,
 দেশে এলো মধুমাস : তাতে দশ দিশি এই সুপ্রকাশঃ
 তাই শুনে দশ পাখির কাছে, দশ বায়ু তোর উল্টে গেছে,
 রাখে দশের কান্না পাছে আছে, আজ হল তার অধিবাস
 মিল — পঞ্চদশ অক্ষরের পরে তিন দশ অক্ষর দে,
 পঞ্চের জবাব শুনবি রাখে, একত্রে এই দুই অক্ষর।
 মুখ — পঞ্চবাণ নিবারণ হবে, জ্বালা যাবে, ছয় দশ ঘটি দিন পর।।
 ডাইনা — পঞ্চাক্ষর রাধারমণে তোর পরাণে চায়ঃ
 দুই পাঁচ দিনে আসবে না সে, দশজন্যের কথায় :
 দশ দিয়ে দশ গুণ করিলে, গুণফলে তার যত মিলে,
 তত বৎসব পূর্ণ হলে, তুই পাবি তোর প্রাণেশ্বর।
 খাদ — দশমীর দশভুজার ন্যায় থাকবি নিরস্তর।।
 অন্তরা — দশরথের পুত্রবধুর দশা কর মানে।
 ছিল তোর চেয়ে দুর্দশায় সে দশানন ভবনে।।
 ফুকার — বললে, দশ দ্বিগুণ বিষ ত্রনে দেহ, খেয়ে তাজি পোড়া দেহ,
 গুরু তোর দশমে নয় : রাই তোর নাই দশাস্য ভূতের ভয় :
 তোর যে দেহের দশ ইন্দ্রিয়, বন্ধুর দশ ইন্দ্রিয় প্রিয়,
 ওগো যার নামে হয় বিষ অমিয়, ও তার প্রিয়্যার কি দশ দশা হয়।।

পঞ্চের বসন্ত — ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — করলে আশাদান পঞ্চপ্রাণ, সখী হবে গো বিরাম।
 পাড়ন — এখন পঞ্চকে করে দ্বিগুণ দশদিকে দেখি, আর আসবেনা শ্যাম।।
 ফুকার — আশা-বৃক্ষ রোপন করি, কষ্টেতে অষ্ট প্রহরই,
 সিঞ্চন করি দু'নয়নের জলঃ প্রত্যক্ষ সে বৃক্ষ সখী হ'ল সবল :
 তোরা সবার প্রবোধ বাক্যে, রাখলাম বৃক্ষ চক্ষে চক্ষে,
 কাল বসন্তে আশাবৃক্ষে, হ'লো বিষের ফল।।
 মিল — পরের আশা পরম দুঃখ, এই বাক্য পিসলার বাক্য, লোকের মুখে শুনতে পাই।
 ধূয়া — প্রাণ সখিরে, আশার আশে আর যে আমার, প্রাণের আশা নাই।।
 ডাইনা — আশা-বৃক্ষের আশা মিছে, তার আশা দুষ্করঃ
 শ্যামকুণ্ডের নিকটে তোরা পঞ্চবটী করঃ

- শ্যামপ্রায়সী তুলসীরে, স্থাপন কর আমার শিরে,
অস্ত্রে যেন এ দাসীরে, প্রাণবদ্ধ দেয় পদে ঠাই।
- খাদ — আমি মৈলে বদ্ধ এলে, বলিস্ প্যারী নাই।।
- ফুকার — নয়নের জল স্বর্ণঘটে, মস্তকের বেশ রাখব কেটে, এ জলে পা ধুইলে স্বর্ষীকেশঃ
কেশ দিয়ে মুছায়ে বলিস্ ও গোপীকেশঃ
মরিয়ে রাই তোমার জন্য, রেখে গেছে প্রীতিপূর্ণ,
সেই বিপরীত স্মৃতি চিহ্ন, নয়ন জল আর কেশ।।
- মিল — কেউ কোন বলিস্‌নে দুর্বাকা,
বদ্ধ যেন পায় না দুঃখ, দেই তোদের ধর্মের দোহাই।।
- অন্তরা — সখি, আমি মইলে যাইস্ গো তোরা মধুর ভবনে।
তারে যতন করিস্ প্রাণ সজনী রজনী দিনে।।
সখি গো সখি, জীবন গেলে এ রাধিকার, তোরা করবি সেবা কার,
সেবা করিস্ সে সবাচার সনে।
কভু ব্রজগোপীর মধুর ভজন, কুঁজী কি জানে।।
- পরচিতান — প্রাণ কি করে কি করে সখী তোদেরে জানাই।
- পাড়ন — হ'ল কাল পেয়ে বসন্তকাল, আমারে পক্ষে হ'ল কাল, সকাল সকাল যাই।।
- ফুকার — বলিস্ তোরা বন্ধুর কাছে, কলঙ্কিনী মরে গিছে, পুরিয়াছে তোমার মনের সাধঃ
আজ হ'তে ব্রজেতে ঘুচল্ সকল বিষাদ,ঃ
মরে গিয়ে পরলোকে, প্যারী যেন পায় তোমাকে,
কারে দিবে পোড়া লোকে, পোড়া প্রেমের বাদ।।

বিধির বসন্ত—১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ব্রজে হেমন্ত শীতান্তকালে আসিল বসন্ত ঋতুরাজ।
- পাড়ন — এল অনঙ্গাদি গুণ শিখী, সঙ্গে সঙ্গে নবরঙ্গ সাজ।।
- ফুকার — বকুল বনে ব্যাকুল করে, কোকিল ডাকে কুহবরে,
ফুটলো কুসুম ছুটলো সুসৌরভঃ ভঙ্গ সব করে গুণ্ণু রব,ঃ
প্রাণের মাধব ছেড়ে গিছে, মাধব নাই মাধবী আছে,
প্রাণমাধবের পাছে পাছে, গিছে ব্রজের বাসন্তী উৎসব।।
- মিল — শ্রীমতী শ্রীমতী অতি ব্যথিত অন্তরে, ললিতার গলেতে ধরে,
বলে হয়ে প্রিয়মাণ।।
- ধূয়া — ললিতে সখি, বিরহ দহনে দহে, অবলার পরাণ।
- ডাইনা — এল দারুণ কাল বসন্ত, কিসে জীবন থাকে শান্ত, বিনে প্রাণেশ্বরঃ
করতে এ প্রাণান্ত রতিকান্ত হানে পঞ্চশর,ঃ
গায় মেখে দে চিতার ভঙ্গ, মুখে বল্‌ব ভঙ্গ ভঙ্গ,
শিবের সাজ দেখলে অবশ্য, মদন হবে অন্তর্দান।।
- খাদ — এ নিদানের কর গো সুবিধান।।
- ফুকার — কর্ণ হয় বিদীর্ণ করে, কোকিল ডাকে কুহবরে,
তীক্ষ্ণ শরে বধ গো সবার প্রাণঃ জ্বালা সব হবে অন্তর্দানঃ
ভ্রমরগুলি ধরে ধরে, দে গো তাদের পাখা ছিড়ে,
যেন সখি উড়ে, উড়ে গুণ্ণু স্বরে, আর করে না গান।।
- মিল — চতুর্দিকে চতুর শত্রু হয়েছে প্রবল,

- কৈ অবলার দুর্বলার বল, দারুণ বিচ্ছেদ বলবান।।
- অন্তরা — দারুণ বসন্ত হল প্রাণের বৈরী। পেয়ে একা কুঞ্জে বিরহিনী নারী।।
 ঐ দেখ ভ্রমরা ভ্রমরী আরও ময়ূরা ময়ূরী, ঐ দেখ যুগল হয়ে আছে শুকশারী।।
 গ্রীষ্ম বর্ষা শরদাদি, প্রাণে বাদী কেহ নয় সহচরী।
 ঐ দেখ সখি কুঞ্জে কুঞ্জে, গুঞ্জে গুঞ্জে অলি গুঞ্জে,
 আমার নিকুঞ্জে নাই নিকুঞ্জবিহারী।।
- পরচিতান — আমি অবলা সরলা কিসে এত জ্বালা সই।
- পাড়ন — তোরা কি সাথে এ সুখে রবি, বলগো আমার নিধি কৈ।।
- ফুকার — নূতন একটি সন্ধি করে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে,
 গর্ভ করে রেখে দে আমারঃ নৈলে যে আমার প্রাণ যায়, :
 আর দেখব না শ্রীবন্দাবন, আর দেখব না বনোপবন,
 প্রলয়কালে মলয় পবন, আর যেন লাগে না আমার গায়।।

বিধির বসন্ত—২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বয়ে কৃত্রিম সাজে শিবের সাজে, ঘুচবে না মদনের জ্বালাতন।
- পাড়ন — বিধির বিধিমত অবিরত, ঘটে সব পরিবর্তন।।
- ফুকার — হেমন্ত শীত বসন্তাদি, বয়ে এ সব বিধির বিধি,
 বিধি বিধির কি জানেঃ অবিধি সব স্থানে, :
 বিধির বিধি অনুসারে, প্রেমিক অগ্নি এ সংসারে,
 বিনাদোষে বধে প্রাণে, আকর্ষিয়ে পতঙ্গীরে।।
- মিল — আমি জানি বিধির সব অবধি, নারী বধি অপরাধী,
 সে বিধির এত বড়ই।
- ধূয়া — একি অবিধি, বিধিকে শিখাবো বিধি যদি তারে পাই।।
- ডাইনা — বিধির বিধি অনুসারে, পঞ্চশরের পঞ্চ শরে প্রাণ যাবে আমারঃ
 সখি আর হবে না যুগল মিলন, এ বিধি কি তারঃ
 আমার পক্ষে বিচ্ছেদ বিধি, সীতার পাতাল প্রবেশ বিধি,
 যে বিধির এই কঠিন বিধি, সে বিধির কি মৃত্যু নাই।
- বাদ — বিধির জ্বালায় হৃদি হল ছাই।।
- ফুকার — পশ্বিনী প্রভাকরে, বর্ষাকালে প্রণয় করে,
 লক্ষান্তরে থেকে যোগায় মনঃ সেও ত বধির নিকর্ষকনঃ
 হেমন্তকাল এলে পরে, বারি শূন্য সরোবরে,
 প্রণয়িনী পশ্বিনীরে, প্রভাকরে করে গো নিধন।।
- মিল — শুনি সূজনে সূজনে পিরীত করে, এক মরণে দুজন মরে,
 সে বিধি কোন বিধির ঠাই।।
- অন্তরা — সখি বিধি বিষম অপরাধী।
 এমন মধুর প্রেমে বিচ্ছেদ প্রতিবাদী।।
 তার সাক্ষী এ দেশে দেশে, নদী যায় সাগর উদ্দেশে,
 কিন্তু সাগর ত আসে না নিতে নদী।
 পুরুষ কঠিন চিরদিন, অবলা সরলা নিরবধি।।
 সীতা নিরপরাধিনী, তাইতে চির পরাধিনী, বনে দিল রাম গুণনিধি।
 সীতা বাম্পীকির আশ্রমে, এই বিধিরই বিধিক্ষেমে,

আবার রামের বামে স্বর্ণ-সীতার বিধি।।

পরচিতান— সখি, বিধির বিধি সব বিপরীত, হিতাহিত জ্ঞান দেখি না মাত্র।

পাড়ন — সখি বিধির বিধি বড়ই জটিল, অতি কুটিল চরিত্র।।

ফুকার — বিধির বিধি মত ব্রজে, নিষ্ঠুর কালার প্রেমে মজে,
রজে সদা পড়ে রইঃ সুখ শান্তি আমার নাই গো সইঃ
যার জন্যে প্রাণ যায় না রাখা, উচিত কি তার বিদেশ থাকা,
জন্মের মত প্রাণসখা, চক্ষের দেখা দেখে গেল কৈ।।

দানযজ্ঞ বসন্ত — ১নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — শীতান্তকালে বসন্তে বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে কয়।

পাড়ন — এলেম সংবাদ নিতে মথুরায়, শ্রীমতী পড়ে ধরায়, ভবের বিদায় হয়।।

ফুকার — হ'লে মথুরাতে নূতন ভূপ, তোমার ব্রজলীলা লোপঃ হয়, প্রাণ করে কিরূপঃ
যে দশা দেখেলেম্ আঁখিতে, পারি না ধৈর্য রাখিতে,
নিল ফলে ফুলে পণ্ড পাখীতে, রাধার যোলকলা রূপ।।

মিল — মথুরাতে এলেম আমি জানাব বলে, প্রার্থনা চরণকমলে, কর বঁধু অবধান।

ধূয়া — শ্যামকুণ্ডের তীরে, দানযজ্ঞ রাই ব্রজে করে, যারে তারে, যা তা করে দান।।

ডাইনা — দানযজ্ঞে রাই হ'ল ব্রতী, ধন সম্পত্তি যত ইতি,
যে বসন্তে যার যা প্রীতি, নিল সমুদয়,
নিল ফুলেতে চার, ফলেতে চার, পণ্ডেতে চার, পাখীতে চার,
চার ভাগে বিভক্ত করে সবে লয়ঃ

প্রলয়ের প্রায় মলয় পবন নাসার নিশ্বাস টানতেছেঃ

রঙ্গিনীর সঙ্গিনী সবে, চতুর্দিকে কাঁদতেছেঃ

শমন এসে হাত পেতেছে, নিতে শ্রীরাধিকার প্রাণ।

খাদ — রেখেছে রাধে সাথে এ দানযজ্ঞের মান।।

ফুকার — রাধার অধর নিল শশধর, নাভি নিল সরোবর হয়, কোকিল কণ্ঠস্বরঃ
মুক্তা নিল দন্তপাটি, মুগেন্দ্র নিয়েছে কটি,
রাধার ভবারাধ্য পাদপদ্ম দুটি, হয় হয় নিয়েছে ভাকর।।

মিল — ইচ্ছামত দান পেয়েছে মহীমণ্ডলে, মুগমদ নীলোৎপলে,
নিল রাধার অপের ঘ্রাণ।

অন্তরা — দুঃখে বন্ধ হয় বিদীর্ণ, সুবর্ণ নিল সুবর্ণঃ
হরি তোমার বিনোদিনীর গৃধিণী নিয়েছে কর্ণ।।
বঁধু হে, রাধার চাঁচর কেশের চিকুর বেণী, হরি নিল ভূজঙ্গিনী,
নয়ন নিল কুরঙ্গিনী, সময় সঙ্কীর্ণ।
একটু চক্ষের দেখা দেখতে চল, শীঘ্র হ'বে যজ্ঞপূর্ণ।।

পরচিতান— যজ্ঞ দেখিতে আঁখিতে বন্ধু চল ব্রজধাম।

পাড়ন — বঁধু, মনে মনে ভাবে রাই, গ্রহণকারী কেহ নাই, পায় লিখা শ্যাম নাম।।

ফুকার — নিয়ে মুখের বাক্য শুকপাখী, বড় হয়েছে সুখী, হয় বঁধু বলব কি, :
দানকার্য্যে রাই হয় না ভীরা, কামধেনু নিয়েছে ভূরা,
রাধার উরু নিল রামরজা তরু, আর ত কিছু নাই বাকী।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — মধুমাসে মধুর দেশে এলি বৃন্দা সই।

- পাড়ন — বৃন্দে সুসংবাদ আজ দিয়ে বাদ, বললি রাধার পরমাদ,
ভাতে আমি বিষাদিত নই।।
- ফুকার — রাধে দানযজ্ঞে ব্রতের উৎসবে, পশুপক্ষী দেবদানবে,
সর্ব্ব করিবে দান : আমায় শুনালি দানের বিষয় কি অপূর্ব গান :
রূপসিদ্ধুর বিন্দু দানে, স্বর্গমর্ত সর্ব্বস্থানে,
পূর্ণ করুক রাই রূপ গুণে, তবু সমুদ্র আসূর্যমান।।
- মিল — রাধার যজ্ঞের কথা শুনে শুনলেন রাধার নাম,
শ্রবণে কত আরাম, এ সুখের নাই তুলনা।
- মুখ — নামযজ্ঞ ছেড়ে দানযজ্ঞ, এ যজ্ঞ শুনিবার যোগ্য না।।
- ডাইনা — শমন না কি হাত পেতেছে নিতে রাধার প্রাণ:
দান করা ধন কেমন করে তারে করবি দান :
প্রেমের মরা যে জন মরে, মৃত্যু পতি দেখলে তারে,
দূর হতে প্রণাম করে, কাছে আসতে পারে না।
- খাদ — দান করিলে রাধার ভাও কম পড়িবে না।
- ফুকার — বললে, বিদ্যা মিল সরস্বতী, বুদ্ধি নিল বৃহস্পতি, দূতী বলিস কি:
গোপীর বিদ্যা বুদ্ধি কবে ছিল ভেবে দেখ দেখি :
বিদ্যাবুদ্ধির শেষ না হলে, প্রেমপ্রাপ্তি নাই কোনকালে,
কত কথা গেলি বলে, এসব ব্রজে নেবার চালাকি।।
- ফুকার — বললি, সুধাকর নিল মাধুর্য, পদের শোভা নিল সূর্য।
যতরূপ সে রাধার পায় : নিতে সে মাধুর্য কি সূর্যের আধারে কুলায় :
জগতে রূপ যত প্রকার, রাইরূপ সে সব রূপের আধার,
রূপাধারের নিয়ে এক ধার, সুধাকর তা বসুধায় বিলায়।।

ঐ — জবাব নারায়ণচন্দ্র বালা

- চিতান — তখন দূতীর বাক্য করে লক্ষ্য কমলাক্ষ কর।
- পাড়ন — ব্রজে চিনা ছিল সেই একদিন, সেই একদিন আর এ একদিন,
অচিন দেশে এলি অসময়।।
- ফুকার — বললি, নিদানকালে বিধান করে, রাধিকা দানযজ্ঞ করে,
দেখতে চল কালকায় : ও তোর কথা শুনে হাসি পায় :
জীবন যৌবন আর কুল মান, রাই করেছে আমারে দান,
আছে দান করা ধন দানের বিধান, কোন বেদের কোন ব্যবস্থায়।।
- মিল — তাইত বলি দূতী ফিরে যা ব্রজপুরে, বলিস গিয়ে রাধিকারে,
এ দান তোমার অশুদ্ধ।
- মুখ — শুনলে সবে এ সমাচার, দান নিতে আর হবে না বাধ্য।।
- ডাইনা — আবার বললি প্রাণটা নিতে এসেছে শমন:
তোর কণ্ঠে দূতী যেন মন করে কেমন :
নাম শুনে যার শমন ডরে, দান দিল রাই আগে তারে,
রাধার জীবন নিতে পারে, যমের বাবার নাই সাধ্য।। (আংশিক)

দানযজ্ঞ বসন্ত — ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বললে রাধার প্রাণ, তোমায় দান, পূর্বে করা হইয়াছে।
- পাড়ন — বঁধু সেই ত ছিল সেই একদিন, এইত এল এই একদিন, সেইদিন গিয়াছে।।

- ফুকার — বধু জানে সব যোগ্যে বিজে, কথা নয় কো অবিজে, হয় এই ছিল ভাগ্যে :
ছিলে হে ব্রজবিহারী, সেই ব্রজধাম পরিহরি,
রাহিকে দান করা মন দান করলে হরি, কুবজা রাণীর প্রেমযজ্ঞে ॥
- মিল — যদি না গোকুলে যাবে যজ্ঞ দর্শনে, প্রাণ দিবে রাই যজ্ঞাওনে,
কৃষ্ণনাম নিয়ে তুণ্ডে ।
- ধূয়া — শ্যাম কেলেসোনা, ব্রজে যাবার না বাসনা, ঘোষণা রহিল ব্রহ্মাণ্ডে ॥
- ডাইনা — রাধিকার প্রাণ দান করা ধন, অবিচারে চে'ল শমন,
করে গিয়ে শমন দমন, রাখ রাধার প্রাণ:
আগে হরিধ্বনি শুনলে শমন, সে স্থান ছেড়ে কর্ত গমন,
এখন দেখি রাধারমণ বৃন্দাবন শমনের স্থান:
রাই করিবে যজ্ঞপূর্ণ আর ত নাই অহ্যাহতি,
দান যজ্ঞেতে শ্যাম যজ্ঞেশ্বর চল আমার সংহতি:
আর কত দিবে আর্থতি, কুবজার প্রেমযজ্ঞকুণ্ডে ।
- খাদ — দণ্ডধর দমন কর্তে বধু, চল এ দণ্ডে ॥
- ফুকার — করে দানযজ্ঞ যথাবিহিত, মিলে নিদানের সহিত, হয় কর্ম যথোচিত, :
ক্রিয়া বই আর নাই স্বতন্ত্র, নিরাশ তান্ত্রিক করে তন্ত্র,
যজ্ঞে পড়হিতেছে প্রাণদানের মন্ত্র, রাধার বিচ্ছেদ পুরোহিত ॥
- মিল — জন্মের মত বিদায় হবে তোমার শ্রীমতী,
শীঘ্র পড়বে পূর্ণাহুতি, এ কর্ম কি আর খণ্ডে ॥
- অন্তা — চল দানযজ্ঞেতে বংশীধারী, সর্ব যজ্ঞেশ্বর হরি ।
এদান যজ্ঞের ফলে রাধা ম'লে, কুবজা হবে যজ্ঞেশ্বরী ॥
বধু হে, তোমার দর্শনে হয়ে পবিত্র, রাই যখন মুদ্রিবে নেত্র,
বক্ষে দিবে তুলসীপত্র : তুলসী মঞ্জরী ।
তোমার মধুর প্রেমের ধ্বজা তুল'ব, সবে বল'ব হরি হরি ॥
- পরচিতান — যজ্ঞ নিমন্ত্রণ আজ এখন, রক্ষা কর বাঁকশ্যাম ।
- পাড়ন — না হয় কুবজা রাণী সঙ্গে থাক, সাক্ষাৎ দেখে শিক্ষা পাক, প্রেমের পরিণাম ॥
- ফুকার — যজ্ঞের স্থগিল করে চতুষ্কোণ, ভেবে যে কালের যে গুণ,
হায় গা'ব তোমার গুণ :
অষ্টসবী করে কষ্ট, সংগ্রহ করে যথেষ্ট,
এনে ব্রজের যত তুলসীকাষ্ঠ, জাল'ব শেষ আগুন ॥

মদন বসন্ত জয়চন্দ্র মজুমদার (ত্রিপুরা)

- চিতান — শীত অশ্তে বসন্ত ঋতু বাসন্তী খেলায় ।
- পাড়ন — পেয়ে রাজার আদেশ পঞ্চশর, করে নিয়ে পঞ্চ শর,
শাসিতে শর ব্রজধামে যায় ॥
- ফুকার — কৃষ্ণমাঝে কৃষ্ণেশ্বরী সহচরী সহ সুখশয্যায়া:
মধুর বসন্তে অশান্ত প্রাণে কঁদতেছে সদায় ।
এমন সময় দুষ্ট মদন, স্বকরে করে শর চালন,
প্যারী বলে মধুসূদন, এই বিপদে রহিলে কোথায় ॥
- মিল — সম্মুখেতে মদনেরে করে দরশন, —
কিশোরী কয় ওরে মদন, হলি কি পাখান ।

- মুখ — ওরে যা ফিরে যা মদন, দুঃখিনীর মনের আবেদন,
বল গিয়ে তোর রাজার বিদ্যমান।।
- ডাইনা — দূরহ বিরহ জ্বালা একে ত অবলার প্রাণঃ
জ্বালার উপর দিতে জ্বালা, হানিস কিরে পঞ্চ বাণ।
কৃষ্ণ শোকানলে জ্বলে পুড়ে দেহ হল ছাইঃ
অশান্ত এ ব্রজধামে দেখ কারো শান্তি নাইঃ
মদন রে তোর রাজার দোহাই, আমার কথা মান।
- খাদ — প্রজার পীড়ন নয় রাজার বিধান।।
- ফুকার — বৎসরে এই দুই মাস মাত্র, আধিপত্য থাকে তোর রাজারঃ
তাতে কড়া হুকুম, করতে জুলুম, হলি আওসার।
এই দুটি মাস হলে গত, হবি রে তুই পদচ্যুত,
তাই দেখাস ক্ষমতা এত, ব্যাধের মত করিস অত্যাচার।।
- মিল — চিরদিন জানি তোরা হুকুমের চাকর,—
খাঁড়া ধরিস মরার উপর, নাই আর পরিত্রাণ।।
- অন্তরা — নিষ্কর রাজ্য এই ব্রজধাম জানাই সম্প্রতি।
মোদের জীবন যৌবন সর্বস্ব ধন হইল ডাকাতি।।
মদন রে—বল গিয়ে তোদের রাজারে, ডাকাতির মাল মধুপুরে,
যদি গিয়ে আনতে পারে, মোদের কি ক্ষতি।
মদন সে দেশেতে যাওয়া দুষ্কর, তঙ্কর, ভূপতি।।
- পরচিতান — দেখ রে চেয়ে ব্রজের দশা অতি ভয়ঙ্কর।
- পাড়ন — ছিল রাজার সুখে রাজ্যের সুখ, প্রজার ছিল না দুখ,
বিধি বিমুখ রাজা দেশান্তর।।
- ফুকার — যে দিন হতে ব্রজ ছেড়ে, গিয়েছে রে শ্যাম কমলাখিঃ
নাই সে ফুলের মধু, নাই সে ভ্রমর, নাই সে শুকপাখি।
যমুনাতে জল আনা নাই, কদমতলাতে যাওয়া নাই,
জটিল কুটিলার আর, নাই ডাকাডাকি।।

বসন্ত *বিজয়নারায়ণ আচার্য (ময়মনসিংহ)*

- চিতান — নূতন স্বভাবের শোভা, মরি কিবা শিশির অস্তে।
- পাড়ন — কিবা রসালে মুকুলের ভার, দৃশ্য অতি চমৎকার, নূতন বসন্তে।।
- ফুকার — প্রকৃতির বন বাগানে, ফুটল কুসুম স্থানে স্থানে, জুটল অলিকুল,
তুললো রোল কি অতুল, পেয়ে ফুটন্ত ফুলঃ
বাসন্তী ফুল নানা জাতি, শোভার সম্পদ সে সব অতি,
মল্লিকা রঙ্গন মালতী, জাতী যুথী গন্ধরাজ বকুল।।
- মিল — গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ,
বহিছে মলয় পবন, সুধীর গতি মধুর।
- মুখ — বিরহিনী নারী বিনে, কে জানে বসন্তদিনে, যে করে অন্তর।।
- ডাইনা — ধরিয়া ললিতার গলে, কমলিনী কেঁদে বলে শুনলো প্রাণ সই,
দূরন্ত বসন্ত জ্বালা, আর বা কত সইঃ
কোকিল পাখি কুহু তানে, হলাহল ঢেলে দেয় কানে,
মদনের পঞ্চ বাণে, প্রাণে হানে নিরন্তর।

- বিরহিনী নারী বিনে, কে জানে বসন্ত দিনে, যে করে অন্তর ॥
- খাদ — এ সুখ বসন্তে আমার কান্ত দেশান্তর ॥
- ফুকার — বলেছিলে যাওয়ার কালে, আসিব ফিরে সকালে, ব্রজে পুনরায়,
সেই আশায় দিন যায়, এল না শ্যামরায়ঃ
আশার দিন ত হল গত, আসার আশে থাকব কত,
কত চাব আশাপথ, পিপাসিতা চাতকিনীর প্রায় ॥
- মিল — কত জন্মে কত কর্মে করেছি কি পাপ,—
না জানি ভুগিব সন্তাপ, কত জন্ম জন্মান্তর ॥
- ঝুমুর — ও সেই কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে, আমি কেন প্রাণে বেঁচে আছি।
মরে যাই ক্ষতি নাই, আমি মরলে পরাণে বাঁচি ॥
সরল জানিয়ে তারে সঁপেছিলাম সমাদরে, জীবন যৌবন বাঁচি।
কুলমান করলেম দান, তার দোষগুণ নাহি বাছি ॥
- পরচিতান — দিন রজনী বিচ্ছেদ বিধে, হা হতাশে কিবা প্রয়োজন।
- পাড়ন — আমার কাজ কি এ ছার জীবন, শ্যামকুণ্ডের জীবনে দিব বিসর্জন ॥
- ফুকার — কোন দিন আসিলে ফিরে, দাসীর কথা মনে করে, রসরাজ কানাই,
বলে যাই তোমার ঠাইঃ বলো—রাই বেঁচে নাইঃ
বসন্ত বিচ্ছেদ অনলে, শ্যাম বন্ধু শ্যাম বন্ধু বলে,
ভুবিয় শ্যামকুণ্ডের জলে, মৈল তোমার দীনদুঃখিনী রাই ॥

ঐ — জবাব মহেশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

- চিতান — হয়ে বিষাদিতা, কয় ললিতা, রাধাকমলে।
- পাড়ন — ও সেই শীতান্তে বসন্তের প্রায়, দুঃখ অন্তে সুখ পায়,
গুনতে পাই বলে ॥
- ফুকার — আমাদের আদরের ধন হরে নিতে, বৃন্দাবনে এসেছিল চোর,
সে অক্রুর হয়ে কি ক্রুর, করলো সব ভগ্নচুরঃ
মগ্ন ছিলাম কৃষ্ণসুখে, শোক শেল হানিয়া বৃকে,
সহসা গোকুলে ঢুকে, প্রাণবন্ধুকে নিল মধুপুর ॥
- মিল — কান্ত হও কমলমুখী, দেখ কিবা হয়,
হাতে পারে কুহ মলয় 'উহ' নামেরি ঔষধ।
- মুখ — মনে মনে ভাব কান্তে, তা হলে আর এ বসন্তে, ঘটবে না বিপদ ॥
- ডাইনা — আজ দেখ সব লক্ষণ, তৃণদল করে ভক্ষণ, কুরঙ্গদলেঃ
এ রঙ্গ কি দেখেছ বন্ধু মধুরায় গেলেঃ
শ্যামা শিখী শারী শুক, করতেছে ক্রীড়া কৌতুক,
আশ্বাসে বাঁধলো বৃক, আসবে বলে প্রেমাস্পদ।
- খাদ — মরতে হয় মরিব সবে, ঘুচিবে আপদ ॥
- ফুকার — চাই না কিছু ভালবাসার, প্রেম যেন রাই এমনি দশার, সুসার মাত্র ঐঃ
বন্ধু কই বন্ধু কই, হা হতাশ সততইঃ
থাকলেও বন্ধু খুব গোচরে, নাই বলে মন সন্দেহ করে,
অহেতুকী প্রেমে পড়ে ঘটে পারে, এই জ্বালাতনই ॥
- ঝুমুর — ও সেই মাধবে মাধব আসিবে, দিবে মাধবীর বনে দেখা।
এ হৃদয় তাই ত কয় হবে, না এলে পরাণে ঠেকা ॥

- মদন জ্বালাতে মরি, আমরাও রাই প্রাণে মরি,
তুমি না মরিছ একা।
সদা মন উচাটন, এ যে আছিল করমে লেখা।।
- পরচিতান— রমণীর শিরোমণি, কমলিনী গুনলো তোরে কই।
পাড়ন — যখন ফুল ফুটনের হয় লো সময়, ফুলে ধরা ফুলময়,
কোন দিন না হয় সই।।
- ফুকার — ফুটে বকুল ফুটে বেলী, মল্লিকা টগর চামেলী, ফুটে সে রঙ্গনঃ
অতুলন সে কাঞ্চন, ফুটে চাঁপা চন্দনঃ
পদ্ম কুমুদ কৃষ্ণচূড়া, রাধাপদ্ম মনোহরা,
করবী কনক ধূতুরা, রসে ভরা পুষ্প অগণন।।
- ফুকার — চিন্তা মোহ জাগরণ, কর ইহার যা করণ, মরণ ভাল নয়ঃ
মরলে ভয় অতিশয়, বন্ধু কার কাছে রয়ঃ
মৈলে পরে কেবা তারে, রত্ন জ্ঞানে যত্ন করে,
ক্ষীর সর দিয়ে করে, কে বন্ধুরে কোলে তুলে লয়।।
- মিল — বসন্ত খুলেছে তার শোভার ভাণ্ডার,—
এ সময়ে বন্ধু কি আর, ব্রজে না বাড়াবে পদ।
মনে মনে ভাব কাস্তে, তা হলে আর এ বসন্তে, ঘটবে না বিপদ।।

নূতনের বসন্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য

- চিতান — নূতন বসন্তকালে, জলেস্থলে সকলি নূতন।
পাড়ন — নূতন আলোকেতে উদ্ভাসিত, নূতন শোভায় সুশোভিত, নূতন বৃন্দাবন।।
- ফুকার — নূতন বসন্তে এখন, বনউপবন কুসুম কানন, সকলি নূতন,
নূতন জন নূতন মন, নূতন রসে মগনঃ
নূতন ভ্রমর নূতন ফুলে, নূতন নূতন ঝঙ্কার তুলে,
নূতন তরু ভরে দোলে, নূতন নূতন লতা বধুগণ।।
- মিল — নূতন সাজে সুসজ্জিতা প্রকৃতি সতী,
বৃন্দা কয় ললিতার প্রতি, করি অতি সংগোপন।
- মুখ — নূতন বসন্ত দিনে, রাধাপদ্ম কি কারণে, মুদিত এমন।।
- ডাইনা — ফুটলো কুসুম নানা জাতি, মল্লিকা মালতী যুথী, বান্ধলী বকুল,
স্থলপদ্ম আর গন্ধরাজ ফুল, গন্ধেতে অতুলঃ
মান্দার ভাণ্ডির নলিনী, কেতকী কাঞ্চন কামিনী,
নূতন গন্ধে দিনরজনী, হরে নরনারীর মন।
- খাদ — বসন্তে নূতন হল যত পুরাতন।।
- ফুকার — নূতন পাতায় নূতন সাজে, নূতন শোভা তরুরাজে, নূতন লতিকায়,
মরি হয়, সে শোভায় মন মোহিয়ে যায়ঃ
নূতন মুকুলে কিবা, বসালে অপূর্ব শোভা,
নূতন রসে নিশি দিবা, যুবক যুবতীদের মন মজায়।।
- মিল — নূতন স্বরে কোকিল ধরে, নূতন রসের তাজ,
আকুলিত হয়ে মনপ্রাণ, নূতন ভাব হয় উদ্দীপন।।
- ঝুমুর — সখি, নূতন নূতন সকলি নূতন, নূতন সময়ের গুণে।
সর্বদায় সুখমায়, নূতন আনন্দ উথলে মনে।।

নূতন প্রাণে নূতন আশা, নূতন নূতন প্রেমপিপাসা, নূতন প্রেমিক সনে।।
কত হয় সুখোদয়, যদি মিলে নূতনে নূতনে।।

পরচিতান— নূতন নূতন পাখি করে, নূতন স্বরে নূতন কলরব।
নূতন প্রকৃতির ভাব সুনির্মল, নূতন রসে টলমল, নূতন নূতন সব।।
ফুকার — নূতন ময়ূর ময়ূরীগণ, নূতন নাচে ভূলায় ভুবন, রূপের কি বাহার,
এমন আর আছে কার — মরি কি চমৎকারঃ
নূতন নূতন দলে দলে, আনন্দে লাফিয়ে চলে,
নূতন শারী তমাল ডালে, বসে বলে জয় শ্রীরাধার।।

ঐ — জাবাব (ললিতা পক্ষে) অজ্ঞাত

চিতান — বললে না কি বৃন্দে সখী, নূতন পাখি, করছে নূতন গান।
পাড়ন — ও সে নূতন আলো নূতন ফুলে, নূতন শোভা গেছে খুলে, নূতন অগ্নির তন।।
ফুকার — কি বলব সই তোমার কাছে, তোমার সব ত জানাই আছে,
রাধার প্রাণের দুখঃ দারুণ শোক দন্ধ বুক, রাধা তাই অধোমুখঃ
তুমি মর্মসখী হয়ে, এসেছ যে সংবাদ লয়ে,
এতে বৃদ্ধি কাটা ঘায়ে, লবন দিতে হয়েছে উৎসুক।।
মিল — রাধা আছে সমাধিতে, নাই কি তোর বিশ্বাস,
ফুটাই আছে হৃদপদ্ম, সুখপদ্ম অপ্রকাশ।
মুখ — তাই বলি সই তোর গোচরে, এ নূতন না লক্ষ্য করে, শ্রীরাধা নির্যাস।।
ডাইনা — বসন্তে সকলি নূতন, তাই বলিস তুই যুক্তিতে কোন,
ফুটুক নূতন ফুলঃ পুরান তরু পুরান লতা, পুরান যে তার মূলঃ
দিনে রাতে খসখস করে, পুরান পাতাই নিচে পড়ে,
পুরাতন শাখারই ফোড়ে, ফুটে ফুল সই ছুটে বাস।
খাদ — পুরান আকাশ, পুরান বাতাস, পুরান হাছতাশ।।
ফুকার — পুরান জীবন পুরান যৌবন, মনটি যে তোর তাও পুরাতন,
পুরান হৃৎকমলঃ ঐ তরল নয়নজল, পুরান নয় কিসে বলঃ
পুরান পীরিতের তরে, পুরান জ্বালাই তোর অন্তরে,
পুরান সাধই বৃকে ধরে, পুরানেই ডাগতেছিস কেবল।।
মিল — পুরান কেলি পুরান কৌতুক, পুরান সে বিলাস,
বসন্তে আজ জাগলো পুনঃ কোন নূতনের অভিলাষ।।
ঝুমুর — ও সই, অপ্রাকৃত ঘন, যে ছিল নূতন, সে ত না করিছে আগমন।
এ নূতন কি নূতন, এ যে আজ বাদে কাল হবে পুরাতন।।
হারায়ে চির নূতনে, শান্তি সুখ আর নাই গো মনে, হাহাকারে পূর্ণ বৃন্দাবন।
শারী শুক পেয়ে শোক, করে বিভাগে ললিতে আলাপন।।
পরচিতান— বৃদ্ধ হলে বৃদ্ধি টলে, লোকে বলে মিথ্যা নয় কখন।
ও তাই নূতন নূতন নূতন করে, ক্ষেপে উঠলে যে একেবারে, একি সেই নূতন।।
ফুকার — অপ্রাকৃত মদনমোহন, না হইলে কে করে মোহন, শ্রীরাধিকার মনঃ
ভাঙিরবন, তমালবন, সে ত শূন্য এখনঃ
হারায়ে সেই ভঙ্গীবাঁকা, সকলোতে বিষাদমাখা,
সমাধিতে গেছে রাখা, বাঁচাইয়া শ্রীরাধার জীবন।।

ঐ — জবাব শ্রীশচন্দ্র উকিল (ময়মনসিংহ)

- চিতান — মধুমাসে হেসে হেসে, বৃন্দার পাশে, জলিতা বলে।
 পাড়ন — কথা শুন গো বৃন্দা সই, মর্মকথা তোমায় কই, মনের ভাব খুলে।।
 ফুকার — বললে, নূতন বসন্ত দিনে, নূতন শ্রীবৃন্দাবনে, সকলি নূতনঃ
 সময় গুণ তাই এ গুণ, ভ্রমর করে গুন গুনঃ
 মধুকর হল পুরাতন, তারে তুমি বললে নূতন,
 ফুলের মধু করে আহরণ, পরম সুখে আছে অলিগণ।।
 মিল — বিকশিত পুষ্প যত আছে কাননে, বলি বৃন্দা তোমার স্থানে,
 কেমন করে বৃন্দাবনে, ফুটেবে রাইকমল।
 ডাইনা — কাল মেঘের মিলনবারি, বরষিলে ব্রজপুরী পদ্মের কাছে,
 রাধাপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে পাছেঃ
 কি শোভা হইবে তখন, হেরিবে সকল সখীগণ,
 আনন্দেতে হয়ে মগন, বলবে হরি হরি বল।
 খাদ — স্বভাবশোভা শোভায় সম্পদ এই বসন্তকাল।।
 ফুকার — নূতন নূতন করে নূতন, উন্মাদিনী হলে যেমন, সবই কি নূতনঃ
 ভানু আর চন্দ্রমার কিরণ, তাও কি কভু হয় গো নূতন।
 কোন নূতনে মজে এখন, ভাবতেছ সই কার বা নূতন মন।।
 মিল — নূতন শারী কোথায় পেলে বলগো আমায় বল,
 সবার চিত্ত আত্মাদিতে ফলিবে সময়ের ফল।

ঐ — দোসরা শ্রীশচন্দ্র উকিল

- চিতান — বললে যে কারণে বৃন্দাবনে রাধাপদ্ম মুদিত রইল।
 পাড়ন — বিনে কালমেঘের মিলন জল, ফুটেনা রাধাকমল, বলেছ ভাল।।
 ফুরকা — সখি, তোমার কথা শুনে, আশার সঞ্চার হয় না প্রাণে,
 ডুবলেম নিরাশায়, : মরি হায়, নিরুপায় করিল বিধাতায়, :
 কাল মেঘ ত কালের বশে, ব্রজগোপীর কর্মদোষে,
 কুবজার ভাগ্য আকাশে, উদয় হয়ে আছে মথুরায়।।
 মিল — অনুকূল বায়ু কবে হইবে সঞ্চার,
 কাল মেঘ আসিয়ে আবার, বৃন্দাবন করিবে শীতল।।
 মুখ — আর কি কাল জলধরে, বরষিবে ব্রজপুরে মধুর মিলন জল।।
 ডাইনা — বসন্তে হবে বরষা মনে কি আছে ভরসা, আশা হইল শেষঃ
 কৃষ্ণ-কৃপা বারি বিনে শুষ্ক ব্রজদেশ :
 তবু ত সময়ের গুণে, রয়েছে ফুল ফুটে বনে,
 কেবল রাধাপদ্ম বিনে, ফুটলো কত শতদল।
 খাদ — জানি না কার শাপে ঘটল এত অমঙ্গল।।
 ফুকার — কালমেঘের বরিষণে, আবার কি এই বৃন্দাবনে ফুটেবে রাইকমলঃ
 আমায় বল ভাগ্যের ফল, কবে হবে সফল :
 কাল মেঘের মিলন জলে, দেখতে পার এ গোকুলে,
 প্রস্ফুটিত রাইকমলে, আমরা সবে বলব হরি বল।।
 অন্তরা — সখি, এমন দিন আর কবে হবে ব্রজে ফুটিবে সে রাধাপদ্ম।
 জলধর জলধর আছে মধুপুরে হয়ে বদ্ধ।।

- বসন্তের আগমনে, রয়েছে ফুল ফুটে বনে, ফুটিতেছে কত সদা।
বড় দুঃখে ফাটে বুক দেখে রাধাপদ্মের দশা অদ্য।।
- পরচিতান— আনন্দেতে নিরানন্দ, প্রাণগোবিন্দ খটায়েছে হায়।
- পাড়ন — দেখে রাধার দশা নয়নে, মরণ চিহ্ন বয়ানে, দুঃখে প্রাণ যায়।।
- ফুকার — আহা মরি প্রাণকিশোরীর, ছিল কেমন সোনার শরীর,
এখন কি শরীর : নেত্র নীর ছিন্ন চীর, দেখে প্রাণ হয় অস্থির :
সদা কিবা ভাবে মনে, চেয়ে থাকে অধোপানে,
বসে থাকে নিশিদিনে, ধরাসনে অবনত শির।।

বসন্ত — ১নং মদন বালা (ফরিদপুর)

- চিতান — মধুর বসন্তে মধুরধামে, ত্রিভঙ্গে ভঙ্গীক্ৰমে, দূতী কয় বিবরণ।
- পাড়ন — শুন শ্যাম গুণধাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
হতেছে ঘোর সংগ্রাম, রাই আর মদন।।
- ফুকার — তোমার বিরহেতে অসিতারূপ সে রাই রূপসী,
করে বিচ্ছেদ-রূপ অসি : হায় সমরে হয়ে অগ্রসর, পঞ্চশর হানে পঞ্চশর,
ক্ষণেক মাত্র নাই অবসর, দুজনের রণে অসি।।
- মিল — যখন নীরবে সুরবে হয় কুহুধ্বনি, শুনে করে রাই উহুধ্বনি,
কান্দে সদা বিষাদিনী, ধারা বহে যুগল চক্ষে।
- মুখ — ওহে মধুসূদন, ব্রজে রাই আর মদন,
হতেছে রণ উভয় পক্ষে।।
- ডাইনা — দৈত্য নাশিতে অসিতা যেমন : তদ্রূপপ্রায় রাই অসিতার রণে গমন :
দৈত্য ভূপ শুস্তর মতন, বুকি হয় রণে পতন,
ভাবি তাই এখন রাধার জীবন বুকি হয় না রক্ষে।
- খাদ — কেহ নাই স্বপক্ষ ও সে রাধার পক্ষে।।
- ফুকার — উঠে বিমানে ফুলবিমানে বইসে ফুলবনে, হানে রাধার বক্ষে ফুলবাণ :
হায় অগ্নি রনে দিয়ে ভঙ্গ, বলে কোথা শ্যামত্রিভঙ্গ,
হেরিয়ে রঙ্গিনীর রঙ্গ, ভয়ে অঙ্গ কম্পবান।।
- মিল — যেন এ রণে কপালগুণে কার কি ঘটে, গিয়ে নিকটে সঙ্কটে
কে আর করে রক্ষে।।
- অন্তরা — অমনি সে ফুলবাণ লয়ে করে করে রণ।
ও তার দম্বেলক্ষে কল্পে ধরা না মানে বারণ।।
শুভ নিশুস্তের মতো, বসন্ত আর মন্মথ, মারে বাণ মন্মথ কারণ।
যেমন মৃত্যুকেশী রাইরূপসী, অসি করে ধারণ।।
- পরচিতান— হল শক্তিহীন আদ্যাশক্তি, এখন আর নাই সে শক্তি, দারুণ মদনবাণে।
- পাড়ন — ভাবে অবিরত সৈন্য যত সকলি পরাজিত হল রণে।।
- ফুকার — ছিল মনোরম রথ শ্রীমতীর মানস তুরঙ্গ, আর গর্ব মন্ত মাতঙ্গ :
হায়, ছিল আনন্দ পদাতি, চতুরঙ্গ সেনাপতি,
বিপদে বিপথে গতি, হেরে অনঙ্গ অঙ্গ।।
- মিল — দেখে বিকশিত কমলিনীর কমলপদ,
বিরহে হুঙ্কারি ষট্পদ, গুঞ্জরে সমক্ষে।।

বসন্ত — ২নং মদন বালা

- চিতান — তুমি বললে শ্যাম মন্মথ, এ রণে মন্মথ হবে না করা জয়।
- পাড়ন — শোনহে প্রাণকেশব, ছিল সৈন্য যেসব, শবপ্রায় পড়ে আছে রণশয্যায়।।
- ফুকার — রাধার নাই তুরঙ্গ নাই মাতঙ্গ নাই সে পদাতি :
নাই চতুরঙ্গ সেনাপতি : হায়, সারথী নাই রথোপরে,
রথ রয়েছে রথে পড়ে, অচেতন্য রথোপরে মহাপ্রাণ মহারথী।।
- মিল — রাধার সে রথের সারথ্যভার কর গ্রহণ,
যত সৈন্যগণ হবে চেতন, তোমায় দেখলে পরে।
- মুখ — ওহে মদনমোহন করতে মদন মোহন চল এখন ব্রজপুরে।।
- ডাইনা — গিয়ে শ্রীমতীর মনোরথের হও সারথী :
তবে রাই জয়ী হবে সে রতিপতি : তোমার সারথ্যগুণে,
জিনিবে রাই এ রণে, তুমি না গেলে বৃন্দাবনে, প্যারী প্রাণে মরে।
- খাদ — হয়ে অধরা রাই আছে ধরা ধরে।।
- ফুকার — তুমি ত্রিগুণের গুণ ধারণ কর, ওহে গুণাধার :
তোমার গুণের নাহি পারাপার :
হায় এ ত্রিলোকের পতিত্বগুণ, আর আছে সারথ্যগুণ,
নির্বাণ কর মন্মথগুণ, অশ্বগুণ ধরে একবার।।
- মিল — আবার অলিরাজ গুন গুন হবে জ্বালায় আগুন,
তুমি গেলে পর রাধার দ্বিগুণ বল হবে অস্তরে।।
- অস্তরা — সারথী বিনে রথি রথে পড়ে অচেতন।
যদি হও সারথী রথের রথি হবে সচেতন।।
ইন্দ্রের সারথি মাতঙ্গী, তার তুলনা কিসে তুলি, বনমালী অতুল্য রতন।
বিনে কালরতন সে রাই রতন কে আর করে যতন।।
- পরচিতান — যদি সূচতুর হয় সারথী, রণজয় করে রথি, সারথীর গুণে।
- পারন — গুনহে শ্রীপতি করি এই মিনতি, সারথী হয়ে একবার চল রণে।।
- ফুকার — করে মদন মোহন মদনমোহন, নাম মদনমোহনঃ
তুমি রাই সঙ্গে ছিলে যখন, হায় সারথীর বেশ ধারণ করি
হয়ে প্যারীর সহকারী, কর দর্পহারী হরি কন্দর্প দর্প হরণ।।
- মিল — তোমার সারথ্য গুণে পার্থ কতবারে জয়ী,
হল ভীষ্মজয়ী বিশ্বজয়ী, ভীষ্মে জয় করে।।

বসন্ত মথুরানাথ বালা (ফরিদপুর)

- চিতান — মধুর বসন্ত প্রকাশ দেখি, বিধুমুখী রাখে উচাটন।
- পাড়ন — বলে সখীগনে, কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে, এ জীবনে কিবা প্রয়োজন।।
- ফুকার — সখীগো, জ্বালাতে বসন্ত এল ঐ, শ্যামের আশায় কত রই, :
প্রাণ বাঁচেনা প্রাণকান্ত বই : ভ্রমর করে ফুলের সঙ্গ, বিচ্ছেদে দহিছে অঙ্গ,
রাধাপদ্মের মস্ত ভৃঙ্গ, উড়ে গেল ফিরে এল কই।।
- মিল — কাল বলে গিয়েছে কান্ত, শ্যাম বিচ্ছেদে জীবনান্ত,
সখি করগো তোরা সুবিধান।
- মুখ — এল বসন্ত, আমার জীবনান্ত, কান্ত বিনে সকলি শ্মশান।।
- ডাইনা — কোকিল ডাকে তমাল ডালে, সবাই সুখী জলে স্থলে, পুরায় মনোসাধ :
কোকিল ডাকে তমাল ডালে, সবাই সুখী জলে স্থলে, পুরায় মনোসাধ :

- গেছে বহুদিন শ্যাম মধুপুরে ও জানিনা সংবাদ :
কাননে ভ্রমর গুঞ্জরে, কমল ফোটে সরোবরে,
পঞ্চশরে পঞ্চ শরে আমার আকুল করে পঞ্চপ্রাণ।
- খাদ — জল বিনে কেমনে বাঁচে চাতকিনীর প্রাণ।।
- ফুকার — সখীগো, গেল জাতি গেল কুলমান, এই কি বিধাতার বিধান :
ভাল হত যেত যদি প্রাণ : দেখনা যন্ত্রণা কত,
বসন্ত আর মক্ষথ, সুযোগ পেয়ে সময় মত, হানে বিরহিনীর বক্ষে ফুলবাণ।।
- মিল — বাণাঘাতে দহে পঞ্চপ্রাণ, পদে পদে হই অপমান,
আর ননদিনীর বাক্যবাণ।।
- অন্তরা — সখী, এ জীবনে কিবা প্রয়োজন।
প্রাণসখীগণ, দেখ পলে পলে দহে আমার জীবন।।
সহজে সরলা গোপের যুবতী, কুলবধু আমি না জানি পিরীতি,
তোরাই মূল কারণ।
তোরা দেখালি, তোরা মজালি, হল প্রেম করে রাধার অকাল মরণ।।
- পরচিতান — সেইরে কান্ত বিনে এজীবনে কিবা প্রয়োজন।
- পাড়ন — সেজে ফুলসাজে এসেছে ঐ ঋতুরাজে, বিরহিনীর বধিতে জীবন।।
- ফুকার — সখীগো, কলঙ্কিনী মরে যায় যদি, সেদিন দিবে কি বিধি,
যে যাতনা সেই নিরবধি, :
আমি মলে মুছবে জ্বালা, ফুরাবে পিরীতির খেলা,
জুড়াবে কদম্বতলা, সখী জুড়াবে শ্বাশুড়ী ননদী।।

বিচ্ছেদ বসন্ত — ১নং

অম্বিকা সরকার (ফরিদপুর)

- চিতান — ঋতু বসন্ত উদয় হল বৃন্দাবনে।
- পাড়ন — শুনে মদনের ঘৃণ্ণকার, হাহাকার করে সব গোপিনীগণে।।
- ফুকার — ব্রজের মলয়ার সমীরণে, ফুটল কুসুম বনে বনে,
ছুটল তার সৌরভঃ ভ্রমর করে গুন্ গুন্ রব :
কোকিল ডাকে কুহু রবে, সে রবে কি ধৈর্য রবে,
মদন রাজার প্রাদুর্ভাবে, অহিরা গোপিনী সব।।
- মিল — এমন সময়ে কমলিনী চেতন হয়ে,
বৃন্দের কর ধরে কেন্দ্রে কেন্দ্রে বলে উচ্ছ্বসরে।
- মুখ — সখী আমি বলি তোরে, আমার শ্যাম বন্ধুরে, আনতে যাও সেই মধুপুরে।।
- ডাইনা — বন্ধু কাল আসবে বলে চলে গেছে, মধুর দেশে :
আরত এলনা শ্যাম, অঙ্গ জ্বলে বিচ্ছেদ বিধে :
এ জ্বালার হয়না অন্ত, এসেছে কাল বসন্ত,
বিনে প্রাণকান্ত শান্ত হব আমি কেমন করে।
- খাদ — আমার দুঃখের কথা গিয়ে বল তারে।।
- ফুকার — বন্ধু বলে গেছে আসবে বলে, কুজা নারীর মায়ায় ডুলে,
রলে মধুরায় : সুখের বসন্ত সময় :
অভাগিনীর কর্ম দোষে, প্রাণকান্ত আমার নাইরে দেশে,
অবলার প্রাণ বাঁচে কিসে, বিচ্ছেদ বিধে আমার প্রাণ যায়।।
- অন্তরা — প্রাণসখীরে আরত ধৈর্য হইতে নারি।

আমার ইচ্ছা হয় যে হরি বলে জীবন পরিহরি।।
একে জ্বালা বসন্তকাল, কাল কোকিল হয়েছে কাল,
কান্দব কতকাল।

মদন হয়ে দুরন্ত কাল, মজায় কুলনারী।।

- পরচিতান— আমার বিপদে কর সখী এই উপকার।
পানন — যদি আনতে যাও অসময় রসময়, তবে প্রাণ বাঁচে রাখিকার।।
ফুকার — যেমন শুনেছি সেই রামায়ণে, বিশল্যকরণী এনে,
লক্ষ্মণের প্রাণদান : দিয়াছিল হনুমান, :
তেমনি সখী দয়া করে, গিয়ে সেই মধুরাপুরে,
এনে আমার শ্যামবন্ধুরে, বাঁচাও এ দুঃখিনীর প্রাণ।।

বিচ্ছেদ বসন্ত — ২নং অধিকা সরকার

- চিতান — সখী জানালে কথার ছলে এখন আমায়।
পাড়ন — গেলে হবে কি অসময়, রসময় ভুলেছে কুবুজার মায়ায়।।
ফুকার — সখী, বড় আশা ছিল মনে, আসবে বন্ধু বৃন্দাবনে,
নয়নে দেখবঃ তাপিত জীবন জুড়াব :
নীলপদ্ম সাজাব বলে, জলপদ্ম স্থলপদ্ম তুলে,
পদ্ম ভাসে চক্ষের জলে, এ পদ্ম করে দিব।।
মিল — আমার আশাতে নিরাশ করলে দারুণ বিধি,
আমি দিন গুণে সদায় কাঁদি নিশিদিনে।
মুখ — আসবেনা শ্যাম গুণনিধি, সখী বললি যদি,
কাজ কি আমার এ জীবনে।।
ডাইনা — তোরা সেগো দে শ্যাম বিচ্ছেদের অনল জ্বলে :
আমি প্রাণ তাজব সই সে অনলে কৃষ্ণ বলে :
বিনে সেই প্রাণমাধব, এ জ্বালা কত সব,
ম'লে স্থান পাব, বাঁকাসখার শ্রীচরণে।
খাদ — শ্যামের প্রেম বিরহ আরত সয়না প্রাণে।।
ফুকার — যেমন ছিল অশোক বনে, রাবণ রাজার চেড়ী গলে,
করতেছে প্রহার : ভাগ্যে এই হল আমার :
মদন রাজার অনুচরে, ভ্রমর কোকিল তারা জ্বালায় স্বরে,
শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিচ্ছেদ শরে, বিদ্ধ করে আমার কলেবর।।
অন্তরা — প্রাণসখীরে আমার এই ছিল কপালে।
জ্বালা সব কত অবিরত বিচ্ছেদে প্রাণ জ্বলে।।
ব্রজে এলে শ্যাম গুণধাম, চক্ষের দেখা দেখে যেতাম, জীবন জুড়াতাম।
কৃষ্ণ পূজা করে দিতাম কৃষ্ণকলি ফুলে।।
পরচিতান— বৃন্দে গোবিন্দের প্রেম বিরহে তাজব জীবন।
পাড়ন — কৃষ্ণ নাম লেখে অঙ্গেতে, ব্রজেতে আমারে, করো গো দাহন।।
ফুকার — আমার মৃত্যু কথা কর্ণে শুনে, শ্যাম যদি শ্রীবৃন্দাবনে, আসে পুনরায় :
তোমরা যত গোপীকায় :
বলো গিয়ে তার নিকটে, বাঁকা শ্যাম শ্যামকুণ্ডের তটে,
কৃষ্ণনামের চিতা কেটে, দাহন করলেম শ্রীরাধায়।।

বসন্ত চন্দ্রকান্ত আচার্য (নোয়াখালী)

- চিতান — দেখে শীতান্ত, সুখ বসন্ত ঋতু এল ভবে।
 পাড়ন — ভ্রমর ভ্রমে ফুলে, কোকিলায় ডাকে বকুলে, কুহকুহ রবে।।
 ফুকার — ছুটিল মলয় সমীরণ, সঙ্গে নিয়ে অন্তরঙ্গগণ, এল ঋতুরাজঃ
 নিয়ে নব নব সাজঃ হায় করতেছে বিরাজ।
 সুখ বসন্ত সুখের দিনে, পূর্বের সে সুখ পড়ে মনে,
 রাখে ঢলে পড়ল ধরাসনে, বিহনে সে রসরাজ।।
- মিল — চেতন পেয়ে ধরে তখন সঙ্গিনীগণে —
 বিনোদিনী কৈদে বলে, যেন উন্মাদিনী প্রায়।
- মুখ — প্রাণসখী গো সখী, কি সুখে প্রাণ দেহে রল, বল দেখি আমায়।
- ডাইনা — নিষ্ঠুর হয়ে অকুর মনি, এল মধুর বৃন্দাবনঃ
 দুঃখের ছুরি বুকে মারি, নিল অবলার জীবন।
 সে বিনে সেবিনে, সখী তোরা কি তাই জানিস নেঃ
 এত দিন হয়েছে গত, তবু তারে আনিস নে।
 সখী আমায় আর কাদাসনে, এনে দে গো শ্যামরায়।
- খাদ — কত আর যাতনা সখীপ্রাণে সহ্য যায়।।
- ফুকার — আমার দুঃখে বন্ধ ফেটে যায়, তুই গিয়ে সে মধুরায়, দ্বারায় তারে আনঃ
 সখী আমার কথা মানঃ কর গো সুবিধান।
 সিদ্ধু বিনে মকরিণী, ইন্দু বিনে চকোরিণী,
 বারি বিন্দু বিনে সে চাতকিনী, বল কিসে রাখে প্রাণ।।
- অস্তুরা — শ্যাম বিনে এই বৃন্দাবনে কি সুখে রই পরাধিনী।
 বুকে দুঃখের আগুন, জ্বলে দ্বিগুণ, হলেম কি দোষে অপরাধিনী।।
 সখী গো সখী—বন্ধুরে পেল কুবুজায়, কি জানি তারে কি বুঝায়,
 একবার গিয়ে জেনে আয় সজনী।
 বন্ধুর সেবাসুখের যোগ্য কিনা, মধুপুরের কুজাধনি।।
- পরচিতান — বিনে শ্যামবরণ, সম্বরণ যায় না নয়নবারি।
- পাড়ন — এই ছিল কপালে, কাদতে হল কৃষ্ণ বলে, হায় আমি কি করি।।
- ফুকার — এই না সুখ বসন্ত সুখের কাল, সখী আমার কি দুঃখের কপাল,
 দেখি দিন যায়ঃ আমি কি করি উপায়ঃ হায় সখী বল আমায়।
 কোকিল ডাকে কুহ কুহ, আমি করি উহ উহ,
 হানে আমার বক্ষে মুহমুহ, যেন শক্তিশেলের প্রায়।।

বসন্ত (রতি-মদন রহস্য) ভগবতী ভৌমিক (নোয়াখালী)

- চিতান — মধুর বসন্তে শান্ত রসে, দিক দিগন্ত অনন্ত সন্তোষে ভরা।
- পাড়ন — বহে মলয়ানিল মন্দির, চন্দন সুগন্ধিত, কুসুম সুঘনমন্দির,
 কি সুন্দর বসুন্ধরা।।
- ফুকার — ব্রজের মধুর প্রেম নিত্যানন্দ, অম্বিত অনিন্দ্য বিনিম্ব শ্রীবাস,
 কামগন্ধহীন পুলক চৈতন্য, কন্দর্প বিকাশঃ
 নয়নগোলক সাদায় কালো, রাধা মণি কৃষ্ণ আলো,
 মরম রামিক বাহুবিক ডাল, ঐ আমার পক্ষে সুখেন্দু বিকাশ।।
- মিল — মিলনকুঞ্জের দ্বারে মদন পেল বহু সাজ,

- রতি বলে কে বাঁধলো আজ হস্তে গলে কোমরে।
 মুখ — ধনুবিদ্ধন তনু, কে ভাঙলো আজ ফুলের ধনু,
 পরাজয় হলে কার সমরে।।
- ডাইনা — কি আশায় মিশিল তারা, আকাশে অমৃতপারা,
 নিশা যেন দিশাহারা, হাসে উষা গোধূলিঃ
 কি উল্লাসে দশদিশি, নাচে যেন মিশিমিশি রবি শশী বদলিঃ
 আঁখি লাজে ঢুলুঢুলু, শুকশারীর নাচ পুলপুল,
 কোকিল দিচ্ছে উলুউলু, বিদ্রুপ করে ভ্রমরে।
- খাদ — তোমায় সম্মান করে নর আর কিয়র অমরে।।
- ফুকার — দস্তে কম্পে চম্পক লতিকায়, সামান্য শামায়, কয় সামাল স্বামীঃ
 তুঙ্গবিদ্যার ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে মরার প্রায় আমিঃ
 বিশাখার বিষ বিগলিতা, ললিতার চোখ লাল সলিতা,
 ইন্দুলেখা ইন্ধন জ্বলিতা, বৃন্দার নিন্দা চিত্রার ইতরামি।।
- অন্তরা — ওগো সুসময় কুসুমাঞ্জলি, নিকুঞ্জে রঞ্জে মঞ্জরী,
 আছ পঙ্কর ভাসা খঞ্জের মতন, মনোদুখে আছ কুঞ্জরী।
 বঁধু হে, যার কুঞ্জেতে ছিলে ঘারী, সে রঞ্জক কি গিরিধারী,
 এরা কে মালার আধারি, বাজায় খঞ্জরি।
 আবার শিরের উপর খঞ্জন নাচে, গর্তে ঠেকেছে কুঞ্জরী।।
- পরচিতান — আমার সুখেতে ভাসিল মুখ, হাসে হিংসুক,
 বিধি বিমুখ যে দুঃখ প্রাণে।
- পাড়ন — হায় হায় প্রাণকাতের মন নিদাপ, চৌদিকে, ঘূর্ণিপাক,
 কি বহিতাপ, সুখ বসন্তের সমিধানে।।
- ফুকার — এক ধনি অতসী বরনী, চরণতরনী ধরনী ভাসায়ঃ
 আকাশের রোহিণী ভরণী নখরে হাসায়ঃ
 সিন্দুর চন্দন ললাট ঢালা, করে ধনু সাপের বালা,
 অসি বাঁশী বৈষ্ণবীমালা, রাধাকৃষ্ণ কোলে নিল কোন কথায়।।

বসন্ত (মদন অধিষ্ঠান)

তারক পণ্ডিত (নোয়াখালী)

- চিতান — ঋতু বসন্তের আগমনে, বৃন্দাবনে মদনের অধিষ্ঠান।
- পাড়ন — বিরহিনীর প্রাণে, পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণে, করতেছে অব্যর্থ সন্ধান।।
- ফুকার — পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণে আঘাত পেয়ে পঞ্চ প্রাণে,
 ধরাসনে ঢলে প'ল রাইঃ সঙ্গিনী সবাই : হায় হায়—
 কেহ বলে একি হল, কেহ বলে ম'ল ম'ল,
 কেহ বলে হরি বল, হরিপ্রিয়া বুঝি বেঁচে নাই।।
- মিল — তখন মনের খেদে মদনের প্রতি, কেঁদে বলে বৃন্দাদূতী,
 অতিশয় কাতর বাক্যে।
- মুখ — করতে বিরহিনীর প্রাণ অন্ত, মদন তোরে কে দিল শিফে।।
- ডাইনা — পুরুষ পাষণ নারীর প্রতি, সদায় করে অবিচারঃ
 পঞ্চপাতী পুরুষ জাতি, তার কাছে নাই সুবিচার :
 বিধি পাষণ বিধান পাষণ, পাষণ সব পুরুষের প্রাণঃ
 আগে ভালবেসে শেষে, বধে অবলার পরাণ :

- পাষণ হতে অধিক পাষণ, অবলা সরলার পক্ষে।
- খাদ — কত শুনলেম কত দেখলেম স্বচক্ষে।।
- ফুকার — ইন্দ্র পাষণ কামের বশে, গৌতম সেজে নিশির শেষে,
সতীর কাছে মাগে রতিদানঃ সতীর সরল প্রাণ হয় হয়ঃ —
পতিজ্ঞানে সতী পেয়ে, মন তুষেছে রতি দিয়ে,
গৌতম পাষণ, পাষণ হয়ে, অহল্যারে করেছে পাষণ।।
- অন্তরা — পুরুষের কি পাষণ হিয়া, দয়ামায়া নাই রে প্রাণে।
পুরুষ আগে ভালবেসে, শেষে বধে অবলায় পরাণে।।
মদন রে—আজ যাবে কাল আসবে ক'য়ে, দুঃখের পাষণ বুকে দিয়ে,
শ্যাম রইল মথুরায় গিয়ে, পড়ে না মনে।
মদন তা হতে তুই অধিক পাষণ, রাই মরে তোর পঞ্চ বাণে।।
- পরচিতান— এলি বসন্তের শর শাসনে, বৃন্দাবনে এই বসন্তকালে।
- পাড়ন — গোপীর কষ্ট যত, এক মুখে আর বলব কত, শুনলে পাষণ যেত গলে।।
- ফুকার — সীমানা করে সাব্যস্ত, প্রেম পাতায় লিখে সমস্ত,
শ্যামের বন্দোবস্ত এ তালুকঃ মনে ভাবি দুখ ; হয় হয়—
মিছে করে জবরদস্তি, অবলারে দিতে শাস্তি,
পাষণে কর্দম নাপ্তি, কি পাষণে বঁধলে পাষণ বুক।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — তখন শ্রীরাধিকার বাক্য শুনে অমনি মকরকেতন কয়।
- পাড়ন — এলো সুখময় এই বসন্ত, দেশে নাই যার প্রাণকান্ত,
কান্তে কান্তে শ্রান্ত অতিশয়।।
- ফুকার — হল শিশিরের রাজত্ব অন্ত, সময় পেয়ে কাল বসন্ত,
হল এসে রাজ্যেশ্বরঃ সঙ্গে কোকিল ভূঙ্গ অনুচরঃ
কোকিল পেয়ে পিয়নগিরি, সদায় করে নোটিশ জারি,
এখন আমায় দিল তহশিলদারী, উত্তল করি রাজার কর।।
- মিল — সুখ অস্তে দুখ, দুখ অস্তে সুখ, পার নাই জানতে,
চক্রবৎ পরিবর্ত্তে, এমনি বিধাতার বিধান।।
- মুখ — সুখবসন্তে কান্ত বিনে কান্তে কান্তে অধৈর্য্য পরাণ।।
- ডাইনা — হুকুমের চাকুরী করি বসন্ত রাজারঃ
যার সময় সে শাসন করে কালের ব্যবহারঃ
ফাঙ্চুন চৈত্র দুই মাস শেষে, বসন্ত যাবে স্বদেশে,
উষ্ণ হয়ে গ্রীষ্ম এসে, আবার করবে শাস্তি দান।
- ফুকার — কিস্তি মাফিক আদায় করি মদন রাজার কর,
সবাই জানে আমরা হই তার হুকুমের চাকর,
খাটিবে না তো ওজর আপত্তি
রাজার আজ্ঞা শিরে ধরব, কপট কান্নায় আর কি ছাড়ব,
বাকী খাজনায় নিলাম করব, গোপীর যৌবন সম্পত্তি।।
- ফুকার — বললে, সর্ব্বথ ডাকাতি করে, চোর গিয়েছে মধুপুরে,
সনাক্ত দেই কিরাপেঃ যার বস্ত্র সে দান করিলে,
তারে কি ডাকাতি বলে, মালে বর্গায় না ধরিলে, যেতে হবে খেলাপে।।

- ফুকার — আবার শাপ দিয়ে সেই অহল্যারে, গৌতম ঋষি পাষণ করে,
এটা হল পাপের পরিণামঃ
চরিত্র শোধনের তরে, অহল্যারে পাষণ করে, আবার যুক্তি দিয়ে মুক্তি করে,
এটা কি পাষণের কাম।।
- মিল — ইন্দ্র গুরুপত্নীর ঘরে ঢোকে, সহস্র ভাগ অঙ্গে রাখে,
দেখে লউক জগতের লোকে, যেমনি কর্ম তেমনি ফল।।

স্বরাজ বসন্ত তারক পণ্ডিত

- চিতান — সুখ বসন্তরাজ, ব্রজে করে বিরাজ, করতে কর আদায়।
- পাড়ন — যারা দহে বিরহ তাপে, তাদেরি অঙ্গ কাঁপে, বাকী করের দায়।।
- ফুকার — দেখে ঋতুরাজের দৃশ্যশাসন, রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণ করে হা হতাশঃ
শূন্য ব্রজবাস, নাই সে পীতবাস :
পিকস্বর শর সন্ধানে, কৃষ্ণপ্রাণার প্রাণে হানে,
তখন সময়গুণে মলয় পবনে, ছাড়ে প্রলয়ের নিঃশ্বাস।।
- মিল — তখন রাই কেঁদে কয় ললিতাকে মরমের কাহিনী,
ঋতুরাজকে লক্ষ্য করে ললিতা কয় ললিত বাণী।
- মুখ — নবীন সম্রাট হে, শ্যাম রাজ্যে পড়েছে সাড়া,—
কি সুখে আজ কর জয়ধ্বনি।।
- ডাইনা — বড়াই আদি বৃন্দা নারী, সবাই সমিতি করি,
দেশের হিতে জীবন দিতে করেছে একমত :
করে কর অমান্য আন্দোলনে, খাজনা বন্ধের আয়োজনে,
একতা বন্ধনে সকলের এক মত :
অত্যাচার অধীনতার প্রতিকার কর আজ,
দিতে হবে প্রজাসবে স্বায়ত্তশাসনের কাজঃ
দাবী করি পূর্ণ স্বরাজ, আমরা নারী বিরহিনী।
- খাদ — প্রজারঞ্জন রাজধর্ম জানি।।
- ফুকার — দেশে বিরহ দৈন্যের কারণ, তোমার ভুঙ্গ আদি সৈন্যগণ,
মদন আর মলয়ঃ ও সে সেনাপতিদ্বয়, হায়, করে যে প্রলয় :
রক্তঝরা শক্ত শাসন, শান্তিরক্ষার মূলে শোষণ,
কেন দমন নীতির এত আয়োজন, এতো মগের মুন্সুক নয়।।
- অন্তরা — মোদের সাম্প্রদায়িক সুমীমাংসা হয়ে গেছে পূর্ব হতে।
পূর্ণ অধিকার চায় ব্রজগোপী, পূর্ণভাবে স্বরাজ পেতে।।
ঋতুরাজ, যেদিন গেল বনমালী, সেদিন গেছে দলাদলি,
বুথেগুনে চন্দ্রাবলী এসেছে পথে।
এখন অনৈক্য নাই কোন মতে, রাধার মতে চন্দ্রার মতে।।
- পরচিতান — দেখে অত্যাচার, মনে ভেবে অসাড় রমণীকুলে।
- পাড়ন — আমরা সকলে হয়ে এক যোগ, ছেড়েছি অসহযোগ, অহিংসার মূলে।।
- ফুকার — তোমার টোটাফুলা পাখির গান, মধুপোকাকর গুন্ গুন্ তান,
বিদেশী যেমনঃ এসব করেছি বর্জন, : হায় বিরহিনীগণ —
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ধানি, ভালবাসি সব রমণী,
মোদের চক্ষের জল স্বদেশের আমদানি, দেখ গৌরবের কেমন।।

মাধুর (বসন্ত) তারিণীচরণ নট (নোয়াখালী)

- চিতান — ঋতু বসন্ত কালক্রমে, ব্রজধামে এসে হল উদ্ভব।
 পাড়ন — বাসন্তী উৎসবে, সুখী গোবুলবাসী সবে, গোপীসবে যেন শবাকার সব।।
 ফুকার — বাসন্তী সুখ পড়ে মনে, কমলিনীর কোমল প্রাণে, হানে পঞ্চ বাণ :
 বাণ কি বলবান, কেশব বিনে কে করে নির্বাণ :
 বাণাঘাতে ধরাতলে, ভানুসূতা পড়ল ঢলে,
 হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, কণ্ঠাগত প্রাণ।।
 মিল — শ্রীমতীর দুর্গতি হেরে চতুরা দূতী, ধৈর্যে গিয়ে দ্রুতগতি, বলে মধুরায়।
 মুখ — ওহে শ্যাম কমলীখি, তব অমঙ্গল দেখি, সংবাদ নিয়ে এসেছি ত্বরায়।।
 ডাইনা — গুন বন্ধু মনোযোগে, মলয় বায়ুর প্রলয় বেগে,
 শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে লেগে, ঘটল নিরুপায় :
 হল হেমাদিনীর হিমগাত্র, নয়নে পলক নাই মাত্র,
 চেয়ে থাকে চিত্রপুস্তলিকার প্রায় :
 থেকে থেকে মৃদু মৃদু, বন্ধু বন্ধু কয় ধনি, :
 ইচ্ছা হয় ত যেতে পার, দেখতে হলে রাই ধনি :
 প্রেম বিচ্ছেদে বিনোদিনী, জন্মের মত যায়।
 খাদ — মরণকালে দেখা না দিলে, আর কি দেখা হবে শ্যামরায়।।
 ফুকার — ফিরে দেখা পাই কি না পাই, রাই আমাদের পঞ্চদ্বপ্রায়,
 মনে যদি পায় গিয়ে কালকায় : দেখা দিয়ে এস রাখিকায় :
 আসা মাত্র চক্ষে দেখতে, কেউ তোমায় বলবে না থাকতে,
 সুখ বসন্তে সুখ দিয়ে রাখতে, এমন কে আছে তথায়।।
 মিল — আমার সনে গেলে আমি নিকটে রব,
 ঠেকা হলে ক'রে দিব, সকালে বিদায়।
 অন্তরা — তুমি এমন সময় না গেলে, প্রাণকেলে যাই বলে, ম'লে শ্রীরাধিকা প্রাণে।
 বরং দিন যাবে শ্যাম কথা রবে, অভাগিনীর প্রাণে।।
 বন্ধু হে — এবার নাই আর অব্যাহতি, কিশোরীর শরীরের গতি,
 যে দুর্গতি হেরেছি নয়নে।
 দেখা আর হবে না কমলীখি, বিধুমুখীর সনে।।
 পরচিতান — রাধার দুর্দশা হেরে চোখে, অন্যলোকে গুন বলতেছে কি।
 পাড়ন — মনে হয় সন্দেহ, কমলিনীর প্রিয় কেহ, বিদেশেতে এখন আছে নাকি।।
 ফুকার — প্রিয়জন থাকলে বিদেশে, ঐ প্রাণ যায় না তার আসার আশে,
 বাঁচে না মূলে, সকলে বলে : তরা করে এলেম তাই ব'লে।
 পড়ে আমরা ঘোর বিপদে, জানাইতে এসেছি পদে,
 কষ্ট পেয়ে মরবে রাধে, বন্ধু তুমি না গেলে।।

বসন্ত (ললিতার উক্তি) - ১নং অজ্ঞাত

- চিতান — এলো ঋতুরাজ বসন্ত ঋতু, সুখের হেতু সুখের বৃন্দাবন।
 পাড়ন — দিবা বিভাবরী, নব প্রবাহে বহে মলয়া পবন।।
 ফুকার — ঐ বকুল বনে বসে কোকিল, মুহূর্ত্তে সংবাদ দাখিল, কুহবরে করে অনিবার :
 সাধে সারি সারি শুকশারী বসন্তবাহার :
 ভ্রমর ভেবে কুসুমের গুণ, কুসুমবনে বনে করে গুন গুন,

- কৃষ্ণ বিরহিনীর বকে আশুন, চক্ষে বহে অশ্রুধার।।
- মিল — ধরায় পড়ে অচৈতন্য রাই, ললিতা কয় হা রাই হা রাই, রাইত গেল গেল।
- সুখ — বিশাখা তুই দেখ আসিয়ে, দাসীগণে নিদয় হয়ে, রাই কি বিদায় হল।।
- ডাইনা — রাধার প্রতি কাল হইল কাল বসন্তকাল,
কান্ত বিনে কঁদতে কঁদতে হল অন্তকাল :
বলতে দুখে অন্তর জলে, শীঘ্র নিয়ে অন্তর্জলে,
হরিপ্রিয়ার কর্ণমূলে, হরি হরি বল।
- খাদ — ব্রজে প্রেমের বাজার বুকি ভেঙ্গে গেল।।
- ফুকার — আগে চিত্রপটে রূপ দেখালি, কত করে প্রেমশিখালি, বলেছিলে সে বড় সুজন:
যেন সুধাস্বাদে রাই আমাদের করে বিষ ভোজন :
তোর মনেতে ছিল যত, করে নিলি তাতো মনের মতো,
এখন বাসন্তী প্রতিমার মতো, রাইকে দে গো বিসর্জন।।
- মিল — শ্যাম গিয়েছে গেল প্রেমময়ী, এখন মোরা কার আশায় রই,
হায় কি করি বল।।
- অন্তরা — হায় হায়, এই ছিল কি হরিপ্রিয়ার পরিণাম।
হায় হায় শ্রীমতী শ্রীপতি গেল, মোদের প্রতি বিধি বাম।।
সোনার কমলিনি মলিনী, ননীর পুতলী রাইকে হারালাম।
রাইকে রেখে নারায়ণক্ষেত্রে, গাত্রে লিখ হরিনাম।।
- পরচিতান — এখন তুলসীরে রেখে শিরে, কিশোরীরে শেষ শয্যায় সাজাও।
- পাড়ন — রেখে অর্ধ অঙ্গ শ্রীরূপের কোলে, জলে অর্ধাঙ্গ ভাসাও।।
- ফুকার — যদি এক মরনে দুজন মরে, সুজনের প্রেম বলে তারে, প্রাণে প্রাণে জন্মিলে প্রণয়:
প্রেমে রাই যে মরে ব্রজপুরে তার প্রাণে কি কয় :
যদি কিছু সময় পেতেম, পত্র লিখে সংবাদ দিতেম,
রাইকে অস্তিম দেখা দেখাইতেম, ব্রজে এলে রসময়।।

বসন্ত (ললিতার উক্তি) - ২নং অঙ্কাত

- চিতান — বললে, মরবেনা রাই মৃত্যুর লক্ষণ, প্রতি অঙ্গে বিচ্ছেদের বিকার।
- পাড়ন — ঐ দেখ মরেছে মরেছে কিশোরী, হায় কি করি গো এবার।।
- ফুকার — রাধার নাসিকাতে নাই আর নিঃশ্বাস, বাঁচিবার কি আছে বিশ্বাস,
বৃথা আশ্বাস দিস্গো আর কত, : আমার হরানিধি আর পাবনা সে আশা গত :
কার আশা আর করব বল, তাঁদের বাজার মোদের আঁধার হল,
হায় হায়, রাইচাঁদ মোদের অন্ত গেল, এই জনমের মতো।
- মিল — সুখ বসন্তে বিনে শ্যামবরণ, কইরেছে লীলা সন্ধরণ, মোদের যুথেশ্বরী।
- মুখ — বিলম্বে আর ফল কি বল, ত্বরায় শব নিয়ে চল চল, সবে মধুপুরী।।
- ডাইনা — মরা নিয়ে বলব প্রাণবল্লভের ঠাই:
এনেছিহে মোরা তোমার প্রেমের মরা রাই :
মুনির মরা পুত্র এনে, দিয়েছ গুরু দক্ষিণে,
এই মরা বাঁচাও জীবনে, গোপীর জীবন হরি।
- খাদ — নিদান কালের বিধান বল আর কি করি।।
- ফুকার — না হয় বলব বন্ধুর চরণ ধইরে, দেখ বন্ধু স্মরণ কইরে,
একদিন জুরে তোমার বাক্যরোধ,

- সেদিন বৈদ্যের বাক্যে শ্রীরাধিকে রেখে অনুরোধ :
 ছিঙ্গকুণ্ডে এনে বারি, তোমার জীবন রক্ষা করলেন প্যারী,
 এখন এই মরা বাঁচায়ে হরি, কর সেই ঋণ পরিশোধ।।
- মিল — উপকারীর এই প্রতাপকার, কর বন্ধু শ্রীরাধিকার, তোমার চরণ ধরি।।
 অন্তরা — হল সুখ বসন্তে অন্তরের ধন অন্তর্ধান।
 মোরা রাই চরণের দাসী হয়ে কার চরণে নিব স্থান।।
 আয়গো, যার মরা তার কাছে যাই, নিয়ে যাই মোরা মরা রাধার প্রাণ।
 যে যার মানভিষ্কার দায় যোগী সাজে, সে কি প্রাণ ভিক্ষা দিবে না দান।।
- পরচিতান — মোদের বাঞ্ছা পূর্ণ কে করিবে আর কি হবে, গোপীকার সে দিন।
 পাড়ন — মোদের এই মরা বাঁচাবে প্রাণে যে, সে আছে পরের অধীন।।
 ফুকার — যদি কুবুজার কুমুদিত গুনে, এই মরা না বাঁচায় প্রাণে, তবে প্রাণে রবে বড় ক্রেশঃ
 মোরা শ্যামকে বলব তোমার লীলা সবই সবিশেষ :
 মরা রাইকে বামে রেখে, তুমি দাঁড়াও রাধার দক্ষিণ দিকে,
 মোরা শেষ মিলন এই চক্ষে দেখে, করি দুঃখের লীলা শেষ।।

বিচ্ছেদ — বসন্ত - ১নং অঙ্কাত

- চিতান — পঞ্চ ঋতুর পর রাজ্যে যড় ভবে হলেন ঋতুরাজ।
 পাড়ন — এলো রত্নপতি সপ্তম, ঋতুপতি ঋষতে, অমল কোমল অঙ্গতে, নবরস সাজ।।
 ফুকার — ফুটল নানা জাতি ফুল, মালতি বকুল, জুটল অলিকুল :
 কোকিল ভ্রমর কুতূহলে, নাচে বসন্ত হিম্মোলে,
 বৌ কথা কও পাখির বোলে, প্রাণ করে আকুল।।
- মিল — সেই ধ্বনি শুনিয়া অমনি মনের দুঃখেতে, বলে সঙ্গিনীর সাক্ষাতে,
 কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভানুজায়।
- মুখ — বসন্ত দিনে কান্ত বিনে প্রাণ ত জ্বলে যায়।।
 ডাইনা — সারি সারি শুকশারী সাথে বসন্তবাহার, বকুল বনে কুহতানে
 কোকিল করে ছুঁছকার : পঞ্চবাণে পঞ্চ বাণে হানে প্রাণে অনুক্ষণ,
 কান্ত বিনে বসন্তের শাসনে বাঁচেনা জীবন :
 কান্ধে কান্ধে জীবনের ধন, আনতে চল মধুরায়।
- খাদ — হায় কি করি, সহচরী হেরি নিরুপায়।।
 ফুকার — কাল বসন্তের শাসনে মানেনা প্রাণে, হায় বাঁচি কেমনে :
 পঞ্চবাণে অবিশ্রান্ত, পঞ্চ বাণে করে ক্রান্ত,
 বসন্তে হবে প্রাণান্ত, প্রাণকান্ত বিনে।।
- অন্তরা — আমি জীবন সঁপিলাম যারেঃ সে ত আপন হল না রে।
 হলেম যার জন্যেতে কলঙ্কিনী, সে নি আমায় মনে করে।।
 সখী গো, একে ত অবলাবালা, দূরহ বিরহ জ্বালা, এজ্বালা সইব কেমন করে।
 ওগো নিদারুণ বন্ধুরার প্রেমে হৃদয় দাহন করে।।
- পরচিতান — প্রাণকান্ত বিনে কেমনে সখী রাখি এ জীবন।
 পাড়ন — হায় হায়, কি করি সজ্জনী সই, এতজ্বালা কত সই,
 কান্ত বিনে কার কাছে কই, অন্তরের বেদন।।
- ফুকার — সবই হেরি অন্ধকার, প্রাণকান্ত বিনে আমার, হায় প্রাণে বাঁচা ভার :
 এখন আমার অন্তকালে, কান্ত বিনে অন্তর জ্বলে,
 অন্তকালে অন্তর্জ্বলের করগো প্রতিকার।।

বিচ্ছেদ বসন্ত -২নং অজ্ঞাত

- চিতান — আসিবে আশায়, মথুরায় যেতে করলি গো বারণ।
- পাড়ন — সখী দূরন্ত বসন্তকাল, কান্ত বিনে অন্তকাল,
আসার আশায় আর কতকাল, রাখিব জীবন।।
- ফুকার — তোরা আশা দিসনে আর, আসার আশার কি সুসার, হায় সে আসবে না আর :
আশার কি আছে অবধি, আশা আমার প্রাণের বাদী,
আসা বৈতরিনী নদী, নাই গো কুল কিনার।।
- মিল — অবোধিনী বলে প্রবোধ দিতেছিস বৃথা,
অন্তরে অনন্ত ব্যথা, মনে কি প্রবোধ মানে।
- মুখ — কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিষাদে সই, মরি গো প্রাণে।।
- ডাইনা — মিলিয়ে সহচরীগণ, করগো হরি সংকীর্তন : সংকীর্তনে নামশ্রবণে যেন
আমার যায় জীবন : জীবন অন্তকালে, সখী এই করিও পরিণাম :
চন্দন ঢেলে তুলসীপত্রে, গাত্রে লিখো হরিনাম : এই আমার
মনের মনস্কাম, প্রাণ যায় নামের সনে।
- খাদ — সহে না সহে না সখী, মানে না মনে।।
- ফুকার — সখী, কালের এমনি গুণ, বিরহিনী করে খুন, হায়, অতি অকরণ :
বুকে জ্বলে বিচ্ছেদ আগুন, আগুনের গুণ কি নিদারুণ,
গুনে কাল ভ্রমরের গুন্ গুন্, জ্বলে চতুর্গুণ।।
- অন্তরা — কালার সনে প্রেম করে সই, এই ছিল আমার কপালে।
কালার প্রেমে এত জ্বালা, জল দিলে নিবেনা জ্বলে।।
ও সখীগো, না দেখলে সে ভঙ্গী বাঁকা, জীবন আর যাবে না রাখা,
দেখা এনে জীবন অন্তকালে।
আমি জন্মের মতো বন্ধুর সনে, যাব দুটো কথা বইলে।।
- পরচিতান — প্রাণান্তকালে, সকলে কর্ণে কৃষ্ণনাম বইলো।
- পাড়ন — হায় হায় অনুতাপে অনুদিন, তনু মন প্রাণ ক্ষীণ,
আসার আশায় আর কতদিন, থাকিব বল।।
- ফুকার — সখী, বসন্তের শাসন, প্রাণ ত জলে অনুক্ষণঃ হায় ক্রান্ত ভ্রান্ত মন :
পঞ্চরসের রসিক বিনে, পঞ্চজালা সয় না প্রাণে,
থেয়ে দ্বিপঞ্চ দ্বিগুণে, তাজিব জীবন।।

বসন্ত (ক) -১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — মধুর বসন্তে রাই ডুবলো শ্যাম প্রেম সাগরে।
- পাড়ন — কৃষ্ণ নাম কণ্ঠহার, পঞ্চরসে আহার বিহার,
নাম ভাব অলঙ্কার, ফুটলো কিশোরীর শরীরে।।
- ফুকার — রাধে সর্বত্র হেরিছে খেলা, নীলবরণ বিদ্যাম্বালা,
খেলিছে তুফানঃ ছুটলো প্রেমসাগরে বান। হায়—
আকাশে সমীরে নীরে, অভিনব ছবি হেরে,
দ্বিপ্রহরের রবিকরে, সুধাকরের করে করে স্নান।।
- মিল — প্রেমানন্দ ধরে না আর রাধার আধারে,
ডুব দিয়ে শ্যাম প্রেমসাগরে, সখীগণের কাছে কয়।

- মুখ — কি আনন্দ কি আনন্দ, কি অপ্রতুল ফুলের গন্ধ,
ভুলোক হেরি শুধু আলোকময়।।
- ডাইনা — পরশ পরশে শুনি লৌহ হয় সোনাঃ
পুরুষের পরশে এমনি হয় কি ললনাঃ
পরশ পেয়ে চিত্তামণির, কমে না প্রেমনয়নের নীর,
কোন্ গুণে সই এ রমণীর, সবই হল প্রেমময়।
- খাদ — এ আলোকের কলাকে সই পলক হল লয়।।
- ফুকার — কাঁদি অহরহ নাই বিরহ, সদা যেন বন্ধুর সহ,
বন্দী আমার মন, করি প্রেম রাজ্যে ভ্রমণ। হায়—
আকাশ পানে থাকলে ছেয়ে, প্রেমে যায় সে শূন্য ছেয়ে,
বন্ধু আমার বাতাস হয়ে, কত রঙ্গে করে আলিঙ্গন।।
- মিল — ধরাতলে জলেহলে যত লহরী, সবার মধ্যে শোভা হেরি,
সবই আমার বন্ধুর জয়।।
- অন্তরা — দেখলো সৌদামিনী, জাগে দিবা যামিনী, শ্যামরূপ বসনখানি পরিয়ে।
বিজলী বিজন বনে, বন্ধুয়ার আলিঙ্গনে, উঠিছে সহরষে শিহরিয়াে।।
কত শত লতিকে, হেরে ব্রজপতিকে, প্রণমিছে মাথা নত করিয়ে।
কাননে কুসুমগুলি, পরশে তার অঙ্গুলি, হাসিতে হাসিতে পড়ে ঝরিয়ে।।
নাচিয়া যুমনার জল, গায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কল্কল্ সুস্থরে লহরিয়াে।
সে বিনে আর কেবা কার, নব রসে সবাচার, প্রাণহরি প্রাণ নিল হরিয়াে।।
- পরচিতান— আমায় এনেছে প্রেমনগরে, নবপ্রেম নাগরে।
- পাড়ন — যেন কত রসে আলিঙ্গন দিয়েছিল সে,
তাইতে দেখি বসে, কত লহর প্রেমসাগরে।।
- ফুকার — সখী তারুণ্য কারুণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত জড়িত,
শ্যাম তড়িতাঙ্গে আমায় আকর্ষে রঙ্গে। হায়—
তরী যেমন বারির টানে, না জেনে ধায় সিদ্ধপানে,
আমি তেমনি আকুল প্রাণে, কোথা যাই তরঙ্গে তরঙ্গে।।
- মিল — যার পরশে এক নিমেষে সকলই নূতন,
সে যে আমার কেমন রতন প্রেমগুণে।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — রাই রঙ্গিনীর বাক্য শুনে সঙ্গিনীগণ কয়।
- পাড়ন — তোরে বলব কি গো রাধিকে, তুই কৃষ্ণপ্রাণাধিকে,
গুণাধিকে শোন গো পরিচয়।।
- ফুকার — হেমন্ত শিশির অস্তে, সুখ বসন্ত হল প্রতিকূল,
বনে অশোক বাসক কুম্বকলি, ফুটল বক বকুল।
মস্ত হয়ে ফুলের গন্ধে, ভ্রমর ভ্রমে মনানন্দে,
গোবিন্দ প্রেমের সখ্যে, আনন্দে তোর মন প্রাণ আকুল।।
- মিল — তবে কেন রঙ্গিনী তোর হেন ভাবান্তর,
সুখ বসন্তে শ্যাম নটবর, রয়েছে আজ তোরই কাছে।
- মুখ — তোর মতো রাই সৌভাগ্যবতী, যুবতী আর কেবা দেখেছে।
- ডাইনা — আবার বললি বিধুমুখী, পরশের পরশে নাকি, লৌহ হয় সোনা :

- রাধে সোনার আবার সোনা হতে কেমন বাসনা :
তুই যে মোদের কাঁচা সোনা, সকল সোনার বাছা সোনা,
সোনারে বানাতে সোনা, পরশের কি শক্তি আছে।
- খাদ — গোবিন্দ প্রেমের সম্বন্ধে সন্দেহ মিছে।।
- ফুকার — পরশ পেয়ে চিত্তামণির, নয়নের নীর কমে না কখন :
রাধে নিতা শুদ্ধ প্রেম পিরীতির রীতি ঐ মতন।
বিগত প্রেম যার অন্তরে, নয়ন-গঙ্গায় উজান ধরে,
জন্ম কিংবা জন্মান্তরে, আনন্দাশ্রু হয় না নিবারণ।।
- ফুকার — আবার বললি বন্ধুর সনে, প্রেমের মিলন বিরহ শূন্য :
রাধে প্রেমবিরহে প্রেমিকের প্রাণ, হয় না কো ক্ষুণ্ণ।
দুঃখে হয় না নিকৃৎসাহ, সুখেই বিগতস্পৃহ,
সমভাব মিলন বিরহ, অহেতু প্রেম সাধনার চিহ্ন।।
- অন্তরা — তরী যেমন বারির টানে সিঁদ্বলপানে ধায়।
তেমনি শ্যামপ্রেমের তরঙ্গে নাকি, তোরে নিয়ে যায়।।
অনুরাগের বৈঠা ধরি, বসে থাকগো রাইকিশোরী,
আপনি গিয়ে লাগবে তরী, ত্রিবেণীর সে মিলনমোহনায়।।

বসন্ত (ক) - ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বলি পরিতাপ পরিণামে হরিপ্রেমে।
- পাড়ন — হলে এ রতন লাভ, সে মানুষের অভাবে ভাব,
জানি প্রেমের স্বভাব পরমে চরমে রমে।।
- ফুকার — আমি কাঁপ দিয়া শ্যাম প্রেমসাগরে, জনম মরণের পারে,
অকূলে পাই কুল, চাই না গোকুলের দুকুল ;
হায়, শ্যামসুন্দর হেরি নিরন্তর, কামাদি অন্তরের অন্তর,
অদমা কামের পঞ্চশর, সে পঞ্চপ্রেম পরশে পঞ্চকুল।।
- মিল — কাঁদাক হাসাক রসে ভাসাক, যা হয় সে করক, তাহার দেওয়া দুঃখ ও সুখ,
যখন সে আমার আমি তার।।
- মুখ — প্রেম নামে এই অকুল পাথর, এই পাথরে দিলেম সাঁতার, ভুবে রব হবনাগো পার।।
- ভাইনা — যে পেয়েছে প্রেম স্বরূপ বাঙ্কবের আলিঙ্গনঃ কি করিতে পারে তারে বিরহ বেদনঃ
তাহার হাতের বেদনার দান, আমার কাছে সুধার সমান, তুচ্ছ সে নির্বাণের
গীর্বাণ, এ সংসর্গ ঘটে যার।।
- খাদ — পরেছি এই অঙ্গে প্রেম কলঙ্কের অলঙ্কার।।
- ফুকার — সখি, পেয়েছি বন্ধুর গতিক, দুর্লভ সামর্থ্য রতিকেঃ হয়ে লতিকে সেবি
রসালপতিকেঃ হায়, পেয়ে যার বিন্দু জ্যোতিকে, প্রেমে ভ্রমিতে ভ্রমে পথিকে,
বিনে সে জগৎপতিকে, বলগো সখি সৎ কি সতী কে।।
- মিল — এতকাল সই কোথা ছিল এ হেন রতনঃ কেন আমায় করে যতন,
সেজে নিজে গলার হার।।
- অন্তরা — সে কর কমলদ্বয়, পরশে মম হৃদয়, ফুটিয়ে উঠিল অমল কমল ফুল।
কোথা হতে দিবানিশি, আসিতোছে গন্ধরাজি, নিন্দিয়া সে গন্ধরাজ গোলাপ বকুল।।
বাঁকা নয়নবাণে হরি, বিনাশিল কাম করী, তাই প্রেমে হল মম প্রাণাকুল।
সে বচন সুধা স্নিগ্ধ, পানে শ্রবণ চকোর মুগ্ধ,

আর তো শোনেনা কোন কুল কুল কুল।।

বারেক সর্বাস্থের পরশে, ডুবিয়াছি কত রসে, কোন দেশে না হেরি তাহার কুল।

আমার মত যদিলা সে, কোন নারীকে পরশে, রবেনা সে অবলা কুলজার কুল।

পরচিতান— চতুর্বর্ণের উর্ধ্বে প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ।

পাড়ন — হ'কনা বিদ্যাবতী কিম্বা কুঙ্কিমতী সতী, পতি জগৎপতি, কিনা তার সকলি স্বার্থ।।

ফুকার — কত ফুল ফুটেছে গাছে গাছে, বাতাসে সব পাতা নাচে, তাতে প্রাণকান্ত :
করে লীলা অনন্ত : হায় কৃষ্ণ নাম অমৃতের বনি,

সকল পাখীগণের মুখে শুনি, কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী বিরহিনীর চির বসন্ত।।

মিল — অপ্রাকৃত নবীন মদন প্রেম পঞ্চশরে, স্ব ইচ্ছায় রেখেছে করে,
সুখ বসন্তময় সংসার।।

বসন্ত (খ) - ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — বসন্তে বসন্তরাগে জাগে ধরণী।

পাড়ন — তুড়ী পঞ্চমী বিভাসা গুঞ্জরী, ললিতা পঠমঞ্জরী, ছয় রাগিনী সঙ্গে করি,
সকল কণ্ঠে বসন্তের ধ্বনি।।

ফুকার — হায় হায় সতী সাক্ষী সতীনেরা পতির সহিতে, : প্রেমে ভ্রমে মহীতে :
প্রিয় পতির মিত্র গেহেঃ ইন্দুমুখীরা আনন্দে রহেঃ
বিরহিনীর হৃদয় দহে, (শুনে) অশান্তি বাসন্তী সঙ্গীতে।।

মিল — এ সময় রসময় বিনে বিরহিনী রাই, স্রাস্তিবশে ললিতার ঠাই, আনন্দে কেঁদে বলে।

মুখ — উথলিল সুখসিদ্ধ, নীলাকাশে হাসে ইন্দু, প্রাণেরবন্ধু আসিবে বলে।।

ডাইনা — কুঞ্জে কুঞ্জে মুঞ্জরিত বিটপীশ্রেণী, আজ যে শুনি অবিলপ্রিয় কোকিলের ধ্বনিঃ
আপন মনে করছে সর্বজন, বন্ধুর অভিনন্দনের আয়োজন,
কিসে করবি কৃষ্ণ ভজন, তোরা আয়োজন কর সকলে।।

খাদ — সবে বন্ধুর আসার আশে আনন্দে দোলে।।

ফুকার — হায় হায়, প্রাণনাথ প্রেমসীর কুঞ্জে আসিবার আগে, : এই ভাব সবাকার জাগেঃ
পাখীরা তার উপাসনায়, বন্ধুর শত নাম সতেরে শুনায়,
বনদেবী বনবীণায়, সংবাদ জানায় বসন্ত রাগে।।

মিল — এইতো বন্ধুর দাসীর কুঞ্জে আসিবার লক্ষণ, ফুলগুলি সব হাসে কেমন,
ভরিয়ে পরিমলে।।

অন্তরা — শ্যাম আসার আশে, হৃদিপদ্ম হাসে, সমীরণ পরশে, হরষে দোলে।
সে যে মন্থমোহন, সবে করে আবাহন, আমি করি অবগাহন,
তার প্রেম সলিলে।।

আশ্র মুকুল আশোক বকুল মল্লিকা মালতী, মদনের এই পঞ্চবাণে নাই সে
পূর্বে শক্তিঃ

আগের ন্যায় আর অত্যাচার করেনা আমার প্রতি, মদনমোহন ভাতি জাগিল
সকল ফুলে।।

পরচিতান— আসিতেছে কংসারি ওই নাহিক সংশয়।

পাড়ন — তার যে ব্রজের দিকে পড়েছে লক্ষ্য, প্রমাণ পাই তার লক্ষ লক্ষ,
পেয়ে করুণা কটাক্ষ, সকল দুঃখ হল সুখময়।।

ফুকার — যেমন দিবাকর উঠিবার আগে জাগে দিবালোক, : তাতে সকলের পুলকঃ
হায়, তেমনি শ্যাম আসিবার পূর্বে, প্রেম প্রীতি প্রভৃতি পেল সর্কে,
ধরার গর্ভে এ সম্বর্ভে, প্রতি পর্কে ভুলোকে গোলোক।।

মিল — বিলম্ব নাই এল এল গোপীর মনচোরা, নিকুঞ্জ সাজা গো তোরা, নানা জাতি ফুল তুলে।।

বসন্ত (খ) ২নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিত্তান — এ বসন্তে আসবে না শ্যাম বলেছিস্ সখী।

পাড়ন — আমি পেলেম বন্ধুর আসিবার আশ্বাস তোরা ছাড়িস দীর্ঘ নিঃশ্বাস, যার মনে নাই বিশ্বাস, তার ভাগ্যে আর কৃষ্ণ মিলে কি ?

ফুকার — আমি শুনবো না আর কারু কথা এ দৃঢ় নিশ্চয় : আমি আর কি করি ভয় : হৃদাকাশে হাসি হাসি, বন্ধু বলে আমি আসি আসি, নিদর্শন পাই রাশি রাশ, এ দর্শন তো মিথ্যা তত্ত্ব নয়।।

মিল — বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর, অঙ্গের গন্ধ এয়ে বন্ধুর, আর সে বেশী দূরে নয়।

মুখ — হলদে পাখী ডাকে ভাল, কৃষ্ণ এল কৃষ্ণ এল, সে কিলো আর মিথ্যা কথা কয়।।

ডাইনা — তরুর শাখা শির উন্নত পথপানে চায়, আসে বলে হাসে আরো ডাকে ইসারায় : পিকবধূর মুখেতে শুনি, করে কুলু কুলু হুলুধ্বনি, কেহ গায় তার আগমনী, (শুনি) বলে চিত্তামনির জয়।

খাদ — সকালে পাবি সকলে ফলে পরিচয়।।

ফুকার — সখী, চিরকাল থাকে না কারুর তামসী নিশি : বলে দূরদরশী : হায়, হৃদি সরোবরে বসে, ভক্তি-মৃদু কুমুদিনী হাসে, ঐ আসে গোবুল আকাশে, সুধার আধার রাধার শ্যাম শশী।।

মিল — শত বৎসর গত হল বন্ধু বিয়োগে, দুর্ব্যোগের পর শুভযোগে, সংযোগের নাহি সংশয়।।

অন্তরা — মান করে বার বার, কান্দাব না তারে আর, আমি তার সে আমার দুই দেহে একজন।

কান্দাইয়ে ঠেকেছি, এবার ভাল শিখেছি, পূজার জন্য রেখেছি, সংগুণ উপকরণ।।

হয়েছি যে অপরাধী তার ক্ষমা চাহিব : বুকের দুঃখের কথা নিরঞ্জে কহিব : তাহার বেদনার দান প্রাপ্তপণে সহিব : এক হয়ে রহিব ভাসিবেনা এ মিলন।।

পরচিত্তান — পুলকে আকুল হয়ে শিহরে শরীর।

পাড়ন — বন্ধুর সরস অঙ্গ পরশ করিয়ে, এই মাত্র এল ফিরিয়ে, বহে আমাকে ঘিরিয়ে, মৃদু মৃদু মলয়ের সমীর।

ফুকার — ঐ শোন ভ্রমর কোকিল শারী শুকের সুখের গান মধুর : মাতাইল ব্রজপুর, : ফুলগুলি এই চারিপাশে, নেচে নেচে প্রেমের হাসি হাসে, মলয়ার মৃদু বাতাসে, নবরসে বাজে বাঁশীর সুর।।

মিল — আপন হাতে প্রাণনাথের করিব সেবা, আমায় বাধা দিবে কেবা, পূজিতে সে পদদ্বয়।।

বসন্ত (গ) - ১নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিত্তান — সুখ বসন্ত সুখের দিনে, গোষ্ঠখেলায় রাখাল সনে, বৃন্দাবনে আছে ত্রিভঙ্গ।

পাড়ন — জাগে মলয়ার সমীরণে, কোকিলের কুহতানে, প্রাণে মহাভাবের তরঙ্গ।।

- ফুকার — অমনি শিহরি উঠল হরি কিশোরী স্মরি, প্রাণে রাধার মাধুরীঃ হয়,
মধুমাসের ভাবোচ্ছ্বাসে, রসময় শ্যাম রসে ভাসে, কদম গাছের ডালে বসে,
রাধা বলে বাজায় বাঁশরী।।
- মিল — বাঁশীর স্বরে অভিসারে গেল রাধিকে, দূর হতে কৃষ্ণরূপ দেখে,
সঙ্গিনীর প্রতি সুধায়।
- মুখ — দেখলো সখি রঙ্গদেবী, প্রশান্ত বসন্তের ছবি, কদমডালে কিবা শোভা পায়।।
- ডাইনা — বাঁশরীতে সাথে সদা বসন্তবাহারঃ সপ্ত স্বরে করে সখি শুধু সুধাবারঃ ঐ স্বরে
কেউ হলে মুগ্ধ, দূরে থাকলে করে দগ্ধ, কাছে এলে কোমল স্নিগ্ধ,
ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যায়।
- খাদ — বসন্তে শ্রীবৃদ্ধি করে শ্রীঅঙ্গের আভায়।।
- ফুকার — অঙ্গের পদ্মগন্ধে ভ্রমে বন্দী ভ্রমরী ভ্রমরঃ বাঁশীর স্বরে মিশায় স্বর;
হয়, মোহনবাঁশীর গানের তালে, পাখী নাচে গাছের ডালে,
সপ্তস্বর ঐ সপ্তাস্থলে, দুই নয়নে হানে পঞ্চশর।।
- মিল — রসপ্রিত অপ্রকৃত নবীন মদন, রূপখানি ওর মদন দমন স্বরূপে মদন পলায়।।
- অন্তরা — সখি কদমগাছে, চাঁদ উঠেছে, কমলের উপরঃ
বন্ধুর হস্ত পাদপদ্ম চন্দ্র নখর নিকর।।
একাধারে পদ্ম বিধু, বিতরিছে সুধামধু, ভুলেছে সব কুলবধুর
মনচকোর নয়ন ভ্রমর।
তারা রসময় নয়ন পেয়েছে, হয়েছে অমর।।
- পরচিতান — বন্ধুর অঙ্গ গন্ধের বিন্দু নিয়ে, মলয়ানিল ব্যাকুল হয়ে, পথ হারিয়ে চারিদিকে ধায়।
- পাড়ন — নিজে পাগল হয়ে সৌরভে, কৃষ্ণকুপা গৌরবে, বিলাতেছে সুধা বসুধায়।।
- ফুকার — সখি একে ত বসন্তকালে নেচে উঠে মনঃ তাতে এ দৃশ্য দর্শনঃ ভুলে গেলেম
গৃহকার্য্যো, ভবে গেলেম প্রেম মাধুর্য্যো, প্রাণ গিয়েছে প্রেমের রাজ্যে,
প্রবল পিপাসা প্রেম আলিঙ্গন।
- মিল — সপ্তাস্থলে সপ্তস্বর আর নয়নে পঞ্চ, ছাদশে নাশে প্রপঞ্চ,
যে পায় সে পায় স্থান ওপায়।। (১৩৩০ সাল)

বসন্ত (গ) - ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমার এ মন কেন এমন হ'ল, বসন্তে পাগল করিল, পক্ষেদ্রিয়ায় অমিয় দিয়ে।
- পাড়ন — এখন স্থির করেছি অন্তরে, যাবনা ঘরে ফিরে, যোগ করিব যোগিনী হয়ে।।
- ফুকার — সখি জীবাত্মা আর পরমাত্মা মিলনে হয় যোগ, কাটে কৰ্ম্মচিন্তা রোগ হয়—
আমি সজিব জীবাত্মা, বন্ধু আমার পরমাত্মা, তাহাতে মিলায়ে সত্তা,
প্রেমানন্দে করব উপভোগ।।
- মিল — করব সিদ্ধিযোগ সমাধি অতি সুমধুর, বিয়োগ করব ঋণ ভঙ্গুর,
দাঁড়ায়ে সই আড়ালে।
- মুখ — উন্মত্ত এ চিত্ত দেহ, অদর্শন বন্ধুর বিরহ, সবে না এ বসন্তকালে।।
- ডাইনা — বাঁশীর শব্দে কণ্ঠজ্ঞ রূপ দেখে নয়ন, রসনার বাসনা নাম সুধারস আত্মদনঃ
অঙ্গগন্ধে ভরল নাসা, অঙ্গে করে পরশ আশা, পক্ষেদ্রিয়ার সমান দশা,
নেশায় গেল মন ভুলে।
- খাদ — বসন্তে সাজাব শ্যামকে বাসন্তী ফুলে।।
- ফুকার — আশ্র মুকুল অশোক বকুল মল্লিকা মালতী আরঃ করব পঞ্চ ফুলের হারঃ

- এই পঞ্চটি ফুলের বাণে, মদনজয়ী সই সর্বস্থানে, মদনমোহনের চরণে,
মদনের বাণ দিব উপহার।।
- মিল — চাঁদের মালাঘেরা বন্ধুর পাদপদ্ম দুখান, পাব এই হারের প্রতিদান,
ধরিব বক্ষঃস্থলে।।
- অন্তরা — আমায় সঙ্গীতের ইঙ্গিতে ডাকে মদনমোহন।
সখী সমভাবে উৎকণ্ঠিত উভয়ের মন।। এসে প্রেম সাগরের কুলে,
দাঁড়ায়েছি বন্ধন খুলে, তাপ যাবে না ঝাঁপ না দিলে, বিলম্ব আর কি কারণ।
আমি প্রেমসাগরে ডুবে রই সই জনমের মতন।।
- পরচিতান— আমি তাল তমাল শাল রসাল বনে, করব কেলি বন্ধুর সনে,
হেরিব সই প্রাকৃতিক দৃশ্য।
- পাড়ন — দেখব নদী পর্বত সরসী, উদ্যানে ফুলের হাসি, বসন্তে আবৃত এ বিশ্ব।।
- ফুকার — আমি বন্ধুর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে দেখব বন্ধুর মুখঃ পাব সুখ বসন্তের সুখ :
হায়, কুলমান যশ পদে ঠেলে, বসে রসরাজের কোলে, ডুবে যাব প্রেমসলিলে,
যার যা খুসী সে তাহা বলুক।।
- মিল — কৃষ্ণ প্রেমানন্দে সবে দেগো জয়ধ্বনি, ত্বরায় সবে আয় গো ধনি,
যাই গো ওই কদমতলে।। (১৩৩০ সাল)

বসন্ত (ঘ) - ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বসন্তে প্রশান্ত সাজে, সাজে প্রকৃতি।
- পাড়ন — যত পশু পাখীর কণ্ঠের সুর, মধুর হতে সুমধুর, চারিদিকে বসন্তগীতি ।।
- ফুকার — হায়রে, পৃথবী পৃথিবী দেবী বসন্ত সূর্য্য, তার এ আশ্চর্য্য কার্য্যঃ
হায়, পেয়ে কান্ত পরশ অলৌকিকতা, শীত ভেঙ্গেছে শীতের মাতা,
নবরাগে বিকশিতা, দশ দিকে ছুটিছে মাধুর্য্য।।
- মিল — স্ত্রীরাধিকার মহাভাবের তরঙ্গ অঙ্গে, গোপনে সঙ্গী সঙ্গে,
প্রাণের জ্বালায় কথা কয়।।
- মুখ — বল গো সখি কোথা যাব, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব, দূরন্ত এই বসন্তের সময়।।
- ডাইনা — যে দেশে নাই কোকিল ভ্রমর শারি শুকের স্বর, যে দেশে নাই বাঁশরীর স্বর,
কামের পঞ্চশর :
যে দেশে নাই কৃষ্ণ বলগো, এমন দেশ কি আছে বল গো, থাকলে আমায় নিয়ে
চলগো, জুড়াতে পোড়া হৃদয়।
- খাদ — ব্রিদ্ধ সমীরণে দগ্ধ করিছে হৃদয়।।
- ফুকার — আগে অনুরাগে প্রাণে জাগে, উগ্র তুবানল, তাতে প্রাণ করে পাগল : হায়,
ডুবলেম প্রেম সাগরের অগাধ জলে, পোড়া প্রাণ জুড়াব বলে,
পুড়ে যাই বাড়বানলে, জুড়াতে কি উপায় আছে বল।।
- মিল — তোরা ভিন্ন কইনা কিছু অন্যের সদনে, সমান দুঃখের দুঃখী বিনে,
বয়ে আগুন দিওণ হয়।।
- অন্তরা — আমার প্রাণের মধ্যে প্রবল আগুন জ্বলছে দিবারাতি।
তাতে অনন্দময় ফুলের গন্ধ পূর্ণ বৃত্তান্ত।।
মলয়ানিল গন্ধবহ, তার মত নাই শত্রু কেহ, উপরে দহিছে দেহ, মৃদুমন্দ গতি।
আমার প্রাণ বায়ুকে ধরে, পশিয়া অন্তরে, বৃদ্ধি করে অগ্নির জ্যোতি।।
- পরচিতান— সাথে কি পরেছি সই কলঙ্ক অলংকার।

- পাড়ন — যখন প্রাণের আগুন প্রবল হয়, পুড়ে যায় এই সমুদয়,
কুলের গৌরব রয়না কুলজার।।
- ফুকার — আমি মুখে কৃষ্ণ বলতে নারি গুরুজনের ভয়ঃ তবু কপালে এই হয়ঃ
হায়, নাকি কৃষ্ণ বলে ঘূমের ঘোরে, কেঁদে উঠি উঠেঃস্বরে,
নামামৃত নিশিভোরে, বিষ বাণ হয়ে প্রবেশে হৃদয়।।
- মিল — গুপ্ত করে রাখতে নারি ব্যক্ত হয় এই প্রেম, সাথে বিপদে পল্লম,
এখন যে জীবন সংশয়।।

বসন্ত (ঘ) - ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — তোরা কোন উপায় করতে পারবি না আমার।
- পাড়ন — আমি দেখেছি মনে ভেবে, আজীবন দুঃখে যাবে,
এ ভাবের আর নাইকো প্রতিকার।।
- ফুকার — সখি, অকুল প্রেমসিদ্ধি নীরে ডুবল আমার মন, আগে ছিলাম না এমনঃ
হায়, ভয় নাই আর গুরু গঞ্জে, মন নাই কলঙ্ক ভঞ্জে, নিরঞ্জে নিরঞ্জে,
সুখ বসন্তে করিব ভজন।।
- মিল — প্রেমিক বিনে কেউ বুঝবে না বসন্তের যতন, সুখ বসন্তের রস আত্মদন,
হবে না কুলবতীর।
- মুখ — জাতিকুল কেমনে তাজি, কেমনে শ্রীকৃষ্ণ ভজি, কিছুই করিতে নারি স্থির।।
- ডাইনা — পতিরকুলে কালি দিতে রাখি নাই বাকী,ঃ কলঙ্কিনী যবে রেখে পতির স্বার্থ কিঃ
তারা যদি দয়া করে, বিদায় দিত এ দাসীরে, প্রেমপশরা নিয়ে শিরে,
হইতাম ঘরের বাহির।।
- খাদ — অকারণে ঝরে কেন দু'নয়নের নীর।।
- ফুকার — সকল রমণীও বুঝেনা এই রমণীর ব্যথা, এ দুঃখ জানাব কোথাঃ
হায়, এমন ভাবে মন যারে চায়, তারে দেখতে নারি কুল মানের দায়,
কোন শত্রু কোন স্বার্থের আশায়, সৃষ্টি করল কৌলীন্য প্রথা।।
- মিল — জাতি কুলে ধনে মানে যাহারা সুখী, তাহাদের বুকেতে নাকি,
ফোটে নাই পিরীতির তীর।।
- অন্তরা — আমি হরি প্রেমে হারায়েছি পরিণামের চিন্তে।
ভাব সাগরে ডুবলে পরে কি হবে যে অস্তে।
কুল সেবি গোপ গোপীবন্দে, অকলঙ্ক পূর্ণ চান্দে, দিবানিশি করে নিদে,
তারে নারে চিন্তে। তারা কৃষ্ণ নিন্দার ফলে, পারে যেন সকলে,
আমার মত কৃষ্ণ প্রেমে কান্দে।।
- পরচিতান — প্রেম করেছি আমরা দুজন প্রাণের প্রেরণায়।
- পাড়ন — কারুর করি নাই স্বার্থের হানি, তবু এই কানাকানি,
করে কেন কানা কানির প্রায়।।
- ফুকার — আমি গভীর গবেষণায় সখী দেখলেম বুঝিয়াঃ বন্ধুর প্রেমে মজিয়াঃ
হায়, পঞ্চরস সাগরে মিশে, তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে, একদিন যাব এমন দেশে,
যেখের কেউ পাবে না খুজিয়া।।
- মিল — যে দেশে হয় কৃষ্ণ নিন্দা অনেকের কাছে, সে দেশে কি থাকতে আছে,
কৃষ্ণ প্রেম উন্মাদিনীর।।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বসন্ত
নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — হেমন্ত শিশির অস্ত্রে, সুখ বসন্ত ভবে অধষ্ঠান।
- পাড়ন — শারী-শুক পেয়ে সুখ, মুখে দিয়ে মুখ, সুখ বসন্তে সুখে করে গান।।
- ফুকার — তাজে ব্রজের রসের খেলা, করতেছেন ঐশ্বর্যলীলা,
মথুরানাথ মথুরা ভুবন : পেয়ে কাল হয়ে কাল, বসন্তের আগমন।
বসন্তের ভাব দরশনে, মলয় পবন পরশনে,
রাধার কথা করে মনে, ধরাসনে কৃষ্ণ অচেতন।।
- মিল — ফণেক করে চেতন পেয়ে মথুরাপতি,
বলেন সহচরীর প্রতি, সহচরী বল রে বল।
- মুখ — মম সর্বার্থসাধিকা, বল রে আমায় গুণাধিকা, প্রাণাধিকা রাধিকার মঙ্গল।।
- ডাইনা — অহরহ দহে দেহ প্রেম বিরহ জ্বালাতে:
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, নির্বাণ হয় না জ্বলেতে ;
মন-পাখিকে যদি বলি, বলরে পাখি রাধা বল,
নামে পড়ে ঘৃতাঘৃতি, দ্বিগুণ আগুন হয় প্রবলঃ
হারা হয়ে শ্রীরাধা বল, অঙ্গে নাই মোর আধা বল।
- বাদ — রাধা আমার অঙ্গের আধা, অস্ত্রিমের সম্বল।।
- ফুকার — রাধার প্রেমে পড়ে বাধা, ব্রজে বইতেম নন্দের বাধা,—
রাধা নামে সাধা বঁধরী : কি দোষে এ দাসে নিদয় রাই কিশোরী।
রাধা বিনে আপন বুকে, ক্ষুধার কালে শুধাবে যে,
এমন কেউ রল না ব্রজে, ইচ্ছা হয় যে বিষ খেয়ে মরি।।
- মিল — অবোধ মন মানে না প্রবোধ, রাধা বিহনে,
রাধার স্মৃতি পড়ে মনে, ধারা বহে চক্ষের জল।।
- অন্তরা — আমায় তুরায় করে বলে দে প্রাণ সজ্ঞনী—
বল শুনি আমার শ্রীরাধিকার কথা।
আমি কার কাছে কই মনের ব্যথা,
ব্যথীত পাব কোথা।। গো সজ্ঞনী—
সখিরে, দেখিয়ে শ্রীরাধাতত্ত্ব, বশ করেছি জিহ্বা যন্ত্র,
রাধা মন্ত্র অন্তরেতে গাঁথা।
আমার অঙ্গের আধা রাধা বিনে—
জীবন ধরি বুখা।। গো সজ্ঞনী—
- পরচিতান — এ সুখ বসন্ত দিনে রাধা বিনে মন করে কিরূপ।
- পাড়ন — শয়নে স্বপনে ভবনে কি বনে, পড়ে মনে শ্রীরাধিকার রূপ।।
- ফুকার — সুখ বসন্তে সুখ পেয়ে, শারী মুখে মুখ দিয়ে,
মনোসুখি শুকে করে গান : ভ্রমরে গুমরে ধরে বাসন্তী তান।
বসন্তে হয়ে সুশান্ত, রসিক থাকে রসবস্ত,
আমার পক্ষে কাল বসন্ত, হল যেমন কৃতান্ত সমান।।

ঐ — জবাব
রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — প্রেম-উন্মত্ত শ্যামকে ধরি সহচরী কয়।
- পাড়ন — দেখে সুখময় বসন্ত, কাদতেছ রাধাকান্ত, তোমার মন ত, এত ভ্রান্ত নয়।।

- ফুকার — তুমি কাঁদাইয়ে নরনারী, ব্রজপুরী পরিহরি, এলে হরি মধুরায়,
তুমি মাধুর্যের ধন ভূলে আছ, ঐশ্বর্যের মেলায় :
পড়ে তোমার প্রেমফাঁদে, গোকুলে গোপিনী কাদে,
কান্তা-প্রেম শর হৃদে বিঁধে, কাল বসন্তে তোমারে কাঁদায় ॥
- মিল — রাধা বলে কেন হলে ধৈর্য হারা, রাধা তোমার প্রেমের মরা,
তোমার সে মরার আর নাই মরণ।
- মুখ — প্রেমসাগরে দিন রজনী, রাই হংসিনী করে সন্তরণ ॥
- ফুকার — বললে, রসনার বাসনা সদা, পান করিতে নামের সুধা,
নাম নিতে যেতে চায় প্রাণ : নামরূপেতে আদ্যাশক্তি শক্তি করে দান:
স্বপনে কি জাগরণে, যা গো রাধা নাম স্মরণে,
সদা তোমার হৃদয় বাঁধে, শুনায় তোমায় রাধানামের গান ॥
- ফুকার — বললে, রাই বিনে নাই দেহধর্তা, বলে ব্রজের কুশল বার্তা,
মৃতদেহে দে জীবন, : গোকুল প্রেম সাগরের অতল তলে, আছে আজীবন:
তুমি কাঁদ মধুর দেশে, রাধা কাঁদে ব্রজবাসে,
দু'য়ের মিলন কামা রসে, হবে শেষে গুপ্ত বৃন্দাবন ॥
- ফুকার — তুমি কেন বল রাধাকান্ত, আমার পক্ষে কাল বসন্ত, হল কৃতান্ত সমান:
ও প্রাণ প্রেমের অনুরাগে করলে, প্রেমময়ীকে দান:
তোমরা দু'জন এ সংসারে, জন্ম মৃত্যুর পরপারে,
কোন কৃতান্ত নিতে পারে, যাহার জীবন জীবনে মিলান ॥
- মিল — হাসির চেয়ে কামা ভাল প্রেমিকের কাছে,—
কামার শেষে হাসি আছে, বলিয়াছে জানীগণ।
- ডাইনা — আবার বললে অহরহ দহিছে দেহ:
বিরহ আগুনে পুড়ে মরে না কেহ :
প্রেম স্বরূপে হৃদয় থেকে, কাঁদায় তোমায় শ্রীরাধিকে,
মহাভাব মহাব্যাধিকে, কেন করবে অযতন।
- খাদ — আধা বল রাধা বল তোমার হৃদয়ে গোপন ॥
- অন্তরা — পোড়াইও না অন্তরঙ্গ নিজে পুড়িয়া।
নইলে এ আগুন উঠিবে তোমার বিশ্ব জুড়িয়া ॥
তুমি কাঁদ যাহার ভাবে, এ কামা তার প্রাণে যাবে,
সে কেঁদে তোমায় কাঁদাবে, কামা উঠবে বাড়িয়া।
তুমি ধৈর্য রাখ, ঐশ্বর্য মাধুর্য ছাড়িয়া ॥

বসন্ত — জবাব

জবাব — রাজেন্দ্রনাথ সরকার
গান — হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কালগুণে ফাটুনে হল বসন্ত প্রকাশ।
- পাড়ন — রাই তোর প্রাণকান্তের পরশে, নাচিতেছে হরষে,
এই দেশে আজ সেই দেশের বাতাস ॥
- ফুকার — সকল রূপের মধ্যে সে যে অরূপ, বসন্ত যায় সান্ত স্বরূপ,
সেই তো তোর প্রাণকান্ত, এত কান্দিতে কান্দিতে কেন উদ্ভাস্ত :
বৃন্দাবনে ফলে ফুলে, রসে ভাসে নাচে প্রেমে দুলে,
কান্দনে সব বাঁধন খুলে, সে সান্ত হয়েছে অনন্ত ॥

- মিল — পাদমেকং ন গচ্ছামি ত্যজে ব্রজধাম, নিজে যখন বলেছে শ্যাম,
বিশ্বাস কর এই বাক্য তার।
- মুখ — যাব না লো মধুপুরী, ব্রজে করি মরিতে স্বীকার।
- ডাইনা — কান্তে কান্তে আনতে গেলে মধুরায়,
আসবে না সে মরবি শেষে, প্রেমের পিপাসায় :
মিলায়ে রাখ বন্ধুর সনে, চিত্ত নিত্য বৃন্দাবনে,
করিব ধীর সমীরণে, চির বসন্তবিহার।
- খাদ — তার গলে দিস প্রেমশান্তি বাসন্তী ফুলের হার।।
- ফুকার — দেখলি সুখ বসন্তে বনে বনে, যুগল হয়ে পাখিগনে করে প্রেম অনুশীলন,
ও তাই দরশনে তোর পরাণে চায় যুগল মিলন :
ঐহিক মিলন আর না চেয়ে, অনন্তে দে প্রাণ বিছায়ে,
তোর প্রেমে তার স্বরূপ ছেয়ে, রাইরূপে সাজ দুই জনে একজন।।
- ফুকার — বললি ভ্রমর করে ফুলের সঙ্গ, আমার হৃদি পদ্মের ভূঙ্গ,
এল না আর ফিরিয়া : সে তো এই মধুপান করে গিছে পরাণ ভরিয়া :
মন হয়ে তোর মধুপোকা, নির্মাণ করল মধুর চাকা,
সুরসিক আর সুরসিকা, কৃষ্ণপূজায় দিবে তাই নিয়া।।
- মিল — বন্ধে যদি আগুন জ্বলে, নেভেনা জলে, নামরূপের জল
প্রাণে দিলে, আগুন তো জ্বলবে না আর।।

পাখির বসন্ত

জবাব — নকুলেশ্বর সরকার

গান — অমূল্যরতন সরকার

- চিতান — বিধুমুখীর বাক্য শুনে বনের পাখী কয়।
- পাড়ন — তোরে বলব কি বিধুমুখী, কৃষ্ণ সুখে তুই সুখী,
কেন দেখি হেন বিপর্যয়।।
- ফুকার — হেমন্ত শিশির অন্তে, সুখ বসন্ত হল প্রতিকূল :
বনে অশোক বাসক কৃষ্ণকলি, ফুটল বক বকুল :
ভ্রমর ভ্রমে ফুলের গন্ধে, প্রেমিক থাকে প্রেমানন্দে,
বিরহিনীর বন্ধে বিচ্ছেদে, শ্যাম-বিরহে প্রেম বিচ্ছেদের শূল।।
- ফুকার — কহিল বলে গিয়েছে চলে, ফিরে আর এলোনা হৃদীকেশ :
রাধে সর্বনাশা কহিল করেছে কাল রূপে প্রবেশ :
আসবে বলে ব্রজবাসে, রয়েছে শ্যাম কহিলের আশে;
কহিল গেলে পর কহিলই আসে, পোড়া কহিলের হয় না অবশেষ।।
- মিল — বন্ধু যদি থাকে সুখে মধুরাবাসে, তোর তাতে রাই দুঃখ কিসে,
থাক না দুদিন ধৈর্য্য ধরে।
- মুখ — সুখ বসন্তে কান্ত বিহনে, কাদিস নে রাই ভ্রান্তি বিকারে।।
- ডাইনা — আবার বললি সে প্রাণেশ্বর, বিহনে মোর বাসন্তীস্বর মৃত্যুশরের প্রায় :
হল মৃত্যুঞ্জয়ীর মৃত্যু চিত্তা শুনে হাসি পায় :
মৃত্যু পালায় যার স্মরণে, সে নাম লেখা যার চরণে,
সে মরে আজ মৃত্যুবাণে, একথা কে বিশ্বাস করে।
- খাদ — আর এক কথা শুনে বাথা পেলেম অন্তরে।
- ফুকার — ফাটুনী পূর্ণিমা রাতে ফুলদোলাতে দোলায় সবীসব :

- আবার দুদিন পরে এলে ফিরে, তোর প্রাণের মাধব :
শুদ্ধ বৃক্ষ মুঞ্জরিবে, কোকিল ভ্রমর শুঞ্জরিবে,
কুঞ্জে কুঞ্জে আবার হবে, আগের মতন দোল ঝুলন উৎসব।।
- ফুকার — আবার বললি কাহার শাপে, শ্রীবৃন্দাবন শ্মশান হয়ে যায় :
হল এ দুর্গতি রাই শ্রীমতি শ্রীদাম শাপের দায় :
শতবৎসর হলে অস্ত, ব্রজে আসবেন রাধাকান্ত,
আবার কত সুখ বসন্ত, ছুটে এসে লুটে পড়বে পায়।।
- ফুকার — আবার বললি তুয়ানলে, জ্বলে মরি কি করি উপায় :
রাখে বিচ্ছেদের অনল দেখে কি, প্রেমিকে ভয় পায়, :
সৌভাগ্য বাতাসে যবে, শ্যাম জলধর উদয় হবে,
সকল আগুন নিভে যাবে, মিলন মেঘের ঘন বরিষায়।।
- ফুকার — গিয়ে যমুনা জীবনে তুই নাকি রাই জীবন ত্যজিবি :
ও তুই দান করা ধন কারে দিয়ে পাতকী হবি :
জীবন দিয়ে অহরহ, ভজিলি কৃষ্ণ বিগ্রহ;
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, আবার কি গো লইবে জাহ্নবী?
(গানটি পাওয়া যায় নি)

প্রবোধ বাণী (বসন্ত)—১নং

জবাব—রাজেন্দ্রনাথ সরকার

গান—নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান — শুনে বৃন্দের চাটু বাণী বিরহিনী কয়।
- পাড়ন — এল দূরন্ত বসন্তকাল, আমার পক্ষে হল কাল, সুখের কপাল হল দুঃখময়।।
- ফুকার — আমি আত্মসুখ সব বিসর্জিয়া, আজ কানতেছি বিষ অর্জিয়া,
হরির দশা স্মরিয়া, আমি কেমনে রই সইরে ধৈরজ ধরিয়া :
গড়াইলাম প্রেমের ছবি, সঙ্গ দোষে ভঙ্গ সবি,
চন্দ্রের কেন্দ্রে উঠল রবি, কুমুদিনী যায় গো মরিয়া।।
- মিল — সত্য স্বরূপ হল আমার মিথ্যাতে জড়িত,
প্রবঞ্চক তাই প্রপঞ্চাভীত, প্রাণে বন্ধে পঞ্চশর।
- মুখ — বন্ধু আমার নাই লো সুখে, তাই লো দুঃখে কান্দি নিরন্তর।।
- ডাইনা — ব্রজে ছিল অপ্রাকৃত নবীনমদন, কামবীজ কামগায়ত্রী ছিল প্রেমপাত্রের শোভন,
ঐশ্বর্যের শম্যাতে পাতা, পূর্ববার মুখিক যথা, কামকামনায় শ্যামসুন্দর।।
- খাদ — দর না বুঝলে কোন কামিনী করে কার আদর।।
- ফুকার — যারে ফুলের শম্যা ফুলমালায়, সাজাইতে কুলবালায়,
খাটে তাই খাটে কি রূপ, ছেড়ে প্রেমসরসী সেবে এবে সে কন্দর্প কূপ,
থাকলে নিষ্কাম প্রেমের দেহ, ভুলতে পারতনা কেহ, ভাব দেখে জাগে সন্দেহ,
নাই সে লেহ নাই লো সে স্বরূপ।।
- ফুকার — ফেলে কুবুঝা কুবুজার পূজা, দ্বারকাতে হয়ে রাজা,
পেল কামিনীর বাজার, তার পরিণীতা রমিতা অষ্টোত্তর ষোল হাজার,
এক কাম রাধার বাড়ি গেলে, মরতেম আমি জ্বলে জ্বলে, কাম বাধা
আজ পালে পালে, এই কি ছিল কপালে আমার।।
- মিল — সামর্থ্য রতির পাত্র আর নাই কোন ধনী,
ভুঞ্জে রতি সাধারণী, তাইতে জ্বলে কলেবর।।

(গানটি পাওয়া যায় নি)

বসন্ত **রামনাথ ভূঁইয়ালী (ময়মনসিংহ)**

- চিতান — যুদ্ধবেশে, মদন এসে উদয় বন্দাবন।
- পাড়ন — করে কুসুম ধনু কুসুম শর, কোকিল ভ্রমর সহচর
সঙ্গে গতি ধীর মধুর মলয় পয়ন।
- লহর — দেখে মদনের কুঞ্জদ্বারে সখি সবে পরস্পরে করে আলাপণ।
বলে উপায় কি এখন? হায়! এসেছে মদন,
বিচ্ছেদ বাণে বিধা প্যারী মদন এলো ধনুক ধরি
বল কিসে রক্ষা করি, রাধিকা জীবন।
- মিল — বিশাখা কয় ললিতাকে মনে পেয়ে ভয়,
ঘটিয়াছে কি অসময় রসময় বিনে।
- মহড়া — বল গো! সখি ললিতে, বিধুমুখী রাহিকে প্রাণে রাখি কেমনে।।
- ধূয়া — মদন সেজে ফুলের সাজে প্রবেশেতে কুঞ্জ মাঝে উদ্যত এখন।
অতনুর তনু দেখে, চমকিত মন,
আতঙ্কেতে কাঁপে অঙ্গ, দেখে অনঙ্গের রঙ্গ।
কিসে মদন দিবে ভঙ্গ, কও আমার স্থানে।
- খাদ — বিচ্ছেদের দেশেতে মদন এলো কি জনো?
- লহর — আশা ছিল হৃদকমলে শীতান্তে বসন্ত এলে,
আসিবে মাধব, করব বসন্ত উৎসব
হায় আমরা সখি সব,
সে সাথে বিষাদ ঘটিল, কি ভাবিলাম কি হইল,
মদন এসে দেখা দিল, একি অসম্ভব।।
- মিল — কি দিয়ে করব এখন মদনকে বারণ
বিনয়ে না হয় নিবারণ, প্রমত্ত রণে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সখী সংবাদ—বিরহ/ বিচ্ছেদ/ দশমদশা

রথযাত্রা(শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা) ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ব্রজলীলা মধুর খেলা আজ হবে ভঙ্গ।।
- পাড়ন — হায়! হায়! ধনুর্যজ্ঞে অক্রুর রথে, বলহির সাথে চন্নেন ত্রিভঙ্গ।।
- ফুকার — আজ কি কুপ্রভাত, কার প্রাণে আর ধৈর্য্য ধরে:
হলধর আর জলধরে, রথে চড়ে বসেছে চোখের জলে বক্ষ ভেসেছে:
গোকুল ছিল কৃষ্ণধনের ধনী, আজ হ'তে হ'বে নির্ধনী,
অক্রুর ক'রে হরিধ্বনি, অমনি রথ যাত্রা করেছে।।
- মিল — কণ্ঠে অষ্ট সখীর সনে রাই চলে ধেয়ে, রথের অগ্রে দাঁড়ায়ে,
শ্যামকে কৈদে কয় ললিতা।।
- ধূয়া — রথ রাখ, রথ রাখ, হরি প্রাণে মরি, কি নিষ্ঠুরতা।।
- ডহিনা — ব্রজে কত সুখের যাত্রা, দোল যাত্রা আর ঝুলন যাত্রা,—
আর ফুল যাত্রা, আর সুখের যাত্রা রাস:
জানি না সে রথযাত্রায় এত সর্বনাশ।
কোমল রথ রাই রসবতী, সেই রথে শ্যাম তোমার স্থিতি,
কাষ্ঠরথে কষ্ট অতি, এই রথে আজ চন্নে কোথা।।
- খাদ — অবলা সরলা মোরা তোমার আশ্রিতা।।
- ফুকার — আমরা জানি শ্যাম রাধারথে তুমি রথী, রতিপতি তার সারথি:
গতি অতি প্রীতিময়: সে রথ কোমল হয়, অতি কঠিন নয়:
বন্ধু! আজ আবার কি মনোরথে, তাজবে রাধার তনুরথে,
তোমায় দেখলে কাষ্ঠরথে, গোপীর কোমল প্রাণে কষ্ট হয়।।
- মিল — কমলিনীর কোমল রথে কোমল সিংহাসন,
এই আসনে কর আসন, ছেড়ে দেও এই নিষ্ঠুরতা।।
- অন্তরা — অবলা সরলা কুলের কুলবালা, বিচ্ছেদ জ্বালা কখনো জানি না হে শ্রীহরি।
রাধার দুঃখের কথা তোমায় কইতে নারি, একটু সইতে নারি,—
ঐ যে সঙ্গে আছে তোমার রজত-গিরি।।
অকূলে ভাসায়ে গোকুলবাসীরা, কে হরিবে মোদের গোকুলশশীরা,
নাকি তুমি তাজবে আশ্রিতা দাসীরা, হানিবে বজ্র শিরে;—
আজ কি বাঁশী ছেড়ে হবে বজ্রধারী।।
- পরচিতান — দুর্কল হয়েছি মোরা যত অবলা।
- পাড়ন — ক'রে রথে আরোহণ মদনমোহন, দেখাইলে কি ঐশ্বর্য্য লীলা।।
- ফুকার — ওহে বন্ধুহে! রথের বাঙ্কা থাকলে পরে, কাষ্ঠ রথের কষ্ট ছেড়ে,
এস হে গোপীর জীবন: মোরা পুষ্পরথ সাজাই এখন:
তুমি বামে নিয়ে রাইরূপসী, পুষ্পরথে উঠ কালশশী,
সুখে বেড়াও দিবানিশি, সুখের চৌরাশি ফ্রোশ বৃন্দাবন।।

রথযাত্রা(শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা) ২ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বল্লভে অক্রুর রথে তুমি চন্নে মথুরায়।

- পাড়ন — বন্ধু! আজ যাবে কাল হবে আসা, এই আসার কি আশা করা যায়।।
- ফুকার — ওহে বন্ধু হে, দিয়ে যাও হে আসার আশা, এই আশা অগস্ত্যের আসা,
আশাতে প্রাণ হবে নাঃ গোপীর সে ভাগ্য আর হবে নাঃ
দেখলেম দুঃস্থপন কাল শেষনিশিতে, শেষ দেখা এই অক্লুর রথে,
প্রাণ কেন্দ্রে কয় প্রাণ থাকিতে, ব্রজে আর ত দেখা হবে না।।
- মিল — মোরা কেবল যুগল সেবার সুখের প্রত্যাশী, বিনামূল্যে কিনা দাসী,
কার হাতে আজ যাও হে ফেলে।।
- ধূয়া — মাথা খাও শ্যাম কথা রাখ, রথ রাখ এই যমুনার কূলে।।
- ডাইনা — বারেক ফিরাও বাঁকা আঁখি, তুমি দেখ আমরা দেখি,
প্রথম দেখা ছিল এই ঘাটেঃ কি ঘটনা শেষ দেখা আজ সেই ঘাটে ঘটেঃ
শেষ করে এই প্রেমের যাত্রা, শেষে কর রথযাত্রা,
ব্রজগোপীর গঙ্গাযাত্রা, দেখে যাও এই যাত্রা কালে।।
- খাদ — জানি না যে এত ছিল গোপীর কপালে।।
- ফুকার — নিষ্ঠুর বন্ধু হে! এই দেখ সব ব্রজনারী, কেউ ধরেছে অশ্বের ডুরী,
কেহ পড়েছে মৃতবৎঃ রুদ্ধ করেছে মধুরার পথঃ
তোমার বন্ধের ধন রাই দুঃখে পড়ে, রথচক্রে বন্ধে ধরে,
অক্লুরকে কয় করুণ স্বরে, দেখিব কেমন করে চালাও রথ।।
- মিল — সেবা সুখে থেকে মোরা হ'লেম কি দোষী,
কেন দিবে বিচ্ছেদ অসি, ব্রজবাসীর বন্ধস্থলে।।
- অন্তরা — গোপীর মাথা খাও, কথা রেখে যাও, দাঁড়াও দাঁড়াও,
জন্মের মত বিধুবদন হেরি।
একবার দাঁড়াও হয়ে ত্রিভঙ্গ মুরতি, ও সেই মধুর আকৃতি,
একবার হাসিমুখে বাঁশী বাজাও শ্রীহরি।।
সিদ্ধ বিহনে কি বাঁচে মকরিনী, ইন্দু বিহনে কি বাঁচে চকোরিনী,
কিসে মেঘ বিহনে বাঁচে চাতকিনীঃ
মোরা পাতকিনী নইলে, কেন যাও হরি পরিহরি।।
- পরচিতান — তুমি বিনে যেদিক হেরি, সেদিক অন্ধকার।
- পাড়ন — ব্রজগোপীকার উপকার কর, ছাড় হে নিষ্ঠুরের ব্যবহার।।
- ফুকার — ওহে বন্ধু হে, জন্মের মত যাত্রাকালে, রথরেখে যমুনার কূলে,
ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াওঃ একবার রাই বলে বাঁশী বাজাওঃ
মোরা কুল দিলাম সে বাঁশীর স্বরে, এ দুঃখ কি নয় শরীরে,
কলঙ্কিনী কিশোরীরে, বল কার হাতে আজ সঁপে যাও।।

বিরহ(শ্রীরাধার আক্ষেপ) ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ব্রজে শ্রীহরি বিহরে প্যারী, দিবানিশি চিন্তে জ্বালাতন।
- পাড়ন — শ্রীমতী শ্রীমতী, মতিহারা ছন্দমতি, দুঃখিতা যেমন।।
- ফুকার — বৃন্দারণ্য করে শূন্য কক্ষ গিয়াছেঃ লীলার চিহ্ন রয়েছেঃ হায়, মরি হায়,
দুঃখের আগুন বুকে নিয়ে, যমুনাপুলিনে গিয়ে,
মধুরার পথপানে চেয়ে, প্যারী কাঁদতেছে।।
- মিল — দুটি করে ধরে ললিতার গলে, বিনোদিনী কেঁসে বলে, উন্মাদিনী প্রায়।
- ধূয়া — কথা পেল মনেতে, চড়ে অক্লুর মূনির রথে, এই পথে শ্যাম গেছে মধুরায়।।

- ডাইনা — কেহ রথের অগ্রে পড়ে, কেহ রথের চক্র ধরে, কেঁদেছিলাম সব গোপীগণেঃ
না জানি কি বলবে বলে, বন্ধু ভেসে চক্ষের জলে, চেয়েছিল আমার মুখপানেঃ
রজতগিরি কাছে ছিল, মনের কথা মনে র'ল,
সেই শেল আমার বুকে র'ল, শক্তিশেলের প্রায়।
- খাদ — কি সুখে প্রাণ দেহে র'ল বল দেখি আমায়।।
- ফুকার — ক্রুর হয়ে সে অক্রুর, এসে মধুর বৃন্দাবনঃ নিল গোপীকার জীবনঃ
হায়, মরি হায়! করে জন্মের মত যাত্রা, বন্ধু কৈল রথযাত্রা,
আমার কেন গঙ্গাযাত্রা, হ'লনা তখন।।
- মিল — আমার প্রাণ র'ল তার আশাতে সই,
এ যাতনা আর কত সই, আর কি সহ্য যায়।।
- অন্তরা — এ কন্দম্বের মূলে, ব্রজের রাখালে, রাখাল রাজা তারে সাজাইত।
এখায় নারী ধরা ফাঁদ, পেতে কালাচাঁদ; কুলবধুর কুল মজাইত।।
দুটি কন্দম্বের ফুল কাণে দিয়ে, ত্রিভঙ্গ হ'য়ে বাঁশী বাজাইত।।
- পরচিতান — সখি! সে দিন কি আর ফিরে হবে, মনে মনে ভেবে দেখ তাই।
- পাড়ন — হা মরি, কি করি, যাতনা সইতে নারি, ইচ্ছা হয় বিষ খাই।।
- ফুকার — আমার কথা যদি সখি, মনে হত তারঃ করত প্রেমের ব্যবহারঃ
হায় মরি হায়, না আস্তে পারলে একান্ত, আমার মত সেও কাঁদত,
পত্র লিখে সদা জান্ত, ব্রজের সমাচার।।
- মিল — আমি অবলার প্রাণ কিসে আর থাকে,
তোরা সখি আজ আমাকে, বল দেখি উপায়।।

বিরহ(শ্রীরাধার আক্ষেপ) ২ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — সখি, বৃথা আশা দিলি আশা, পুনঃ আসা ব্রজে হবে তার।
- পাড়ন — তোরা আশা দুরাশা, তার আসা অগন্ত্যের আসা, তাই ভেবেছি সার।।
- ফুকার — প্রাণ হল তার আশাশূন্য, বারিশূন্য মীনঃ আমার দিন দিন তনুসীর্ণঃ
হায়, মরি হায়! কখন পড়ে ধরাতলে, কখন ধরে তোদের গলে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, কাঁদব কত দিন।।
- মিল — আমার মনের দুঃখ রইল মনে, আর কেন সই বনে বনে, কেঁদে দিন কাটাই।
- ধূয়া — আমার এ কথা নে গো, যোগিনী সাজায়ে দে গো,
প্রাণ-বন্ধুর উদ্দেশে যেতে চাই।।
- ডাইনা — অঙ্গে দে গো নামাবলী, কক্ষে দে গো ভিক্ষার কুলি,
তীর্থের ধূলি গায়ে দে মেখেঃ
যাব মথুরানগরে, ভিক্ষা করব ঘরে ঘরে, শেষে যাব বন্ধুর সন্মুখেঃ
চেয়ে বন্ধুর চক্ষে চক্ষে, বলব হরি দেও হে ভিক্ষে,
তোমার হাতের পেলে ভিক্ষে, বিদায় হয়ে যাই।
- খাদ — এই আশা অস্তিমের আশা, আর তো আশা নাই।।
- ফুকার — তোরা বিনে এ বৃন্দাবনে আর তো কেহ নাইঃ সখি এই এক ভিক্ষা চাইঃ
হায়, মরি হায়; যাত্রাকালে বল হরিবল, যেই হরিবল দুর্কলের বল,
সেই হরিবল ক'রে সঞ্চল, হরি দেখতে যাই।।
- মিল — যদি নামের ফলে হরি না মিলে, নমস্তে কৰ্মভোয়া বলে, বিদায় হলেম তাই।।
- অন্তরা — বন্ধুর উদ্দেশে যাব মথুর দেশে, অঙ্গে মেখে দে গো ভস্মরাশি।

ও তার হল আশা গত, চেয়ে আশাপথ, কাঁদব আর কত দিবানিশি।।
সখি অনেক দিন হয়, ও তার নাইগো দেখা,
আমি চক্ষের দেখা তারে দেখে আসি।।

- পরচিতান— দুর্জয় মানের দিনে বৃন্দবনে, বন্ধুর সনে যত করেছি।
পাড়ন — সেই সব পাপ মহাপাপ, সেই পাপেতে এই মনস্তাপ, ভোগ করিতেছি।।
ফুকার — একদিন মানে পায় ধরে শ্যাম করে অনুরোধঃ আমার দূর হ'লনা ক্রোধঃ
হায়, মরি হায়, আমি ছিলাম মানে মজে, মান ভাঙ্গাতে শ্যাম যোগী সাজে,
আজ আমি যোগিনী সেজে, দিব প্রতিশোধ।।

মেঘ(রাই উন্মাদিনী) ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — শ্যাম বিনে শ্যাম-বিনোদিনী, উন্মাদিনীর প্রায়।
পাড়ন — প্রবল আকর্ষণে, সখীসনে, কৃষ্ণ অধ্বরণে, বনে যায়।।
ফুকার — বিরহিনী রাই শ্যাম বিরহে কৃশ তনু, হাঁটিতে কাঁপিছে জানু,
অনুতাপে অনুপায়ঃ অম্নি অধরা হলে ধরায়ঃ
বক্ষে দুরাহ বিরহ দাহ, অসময় আর নাইরে কেহ,
শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের দেহ, ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায়।।
মিল — এমন সময় আকাশেতে নব মেঘ দেখে,
শ্রীমতী কয় ললিতাকে, হাসিমুখে আত্মদে।
ধূয়া — প্রাণের মাধব এসেছে গো, আর কেহ কাঁদিস্নে বিবাদে।।
ভাইনা — সজল জলদকান্তি, দেখলে হয় জলদ ভ্রান্তি,
বিদ্যুতের ন্যায় দেখ গো পীতাম্বরঃ ইন্দ্রধনুর মত শিরে চূড়া মনোহরঃ
প্রাণবদ্ধ মথুরা হইতে, ঐ আসতেছে ব্রজের পথে,
আনন্দে গোবিন্দ প্রীতে, হরিশ্রবণি সবে দে।।
খাদ — কেহ কিছু বলিস্না গো, অন্তরের খেদে।।
ফুকার — বন্ধুর বহুদিন গিছে নন্দের বাধা বয়ে, না হয় দু'দিন রাজা হয়ে,
পেয়ে মথুরায় বৈভবঃ কৈল নবোৎসাহে নবোৎসবঃ
না হয় আমার দিনই দুঃখে গেল, সে ত আমার ছিল ভাল,
তার ভালতে আমার ভাল, ও সে আমারই ত প্রাণবল্লভ।।
মিল — দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী, দুই দেহ এক প্রাণ,
প্রেমিকের প্রাণ থাকে সমান, কি সম্পদে কি বিপদে।।
অন্তরা — সখি, নিকুঞ্জ সাজা গো তোরা ফুলে ফলে দলে।
কর সহচরীচয়, শুভ পরিচয়, হরি জয় জয় বলে।।
আমার নয়ন জলে ধোয়াব চরণ, মুছাব মাথার চুলে,—
অতি প্রীতি উপহার, মাধবীর হার, পরাব মাধমেবর গলে।।
পরচিতান— বিয়োগে যাতনা যতনা দিল রসময়।
পাড়ন — পেলেম দর্শনে সুখ শত গুণে, সম্মিলনে কত জানি হয়।।
ফুকার — প্রাণ সখি গো, যদি বন্ধু পদব্রজে, এসেছে বিপদের ব্রজে,
কি বুঝে দূরে দাঁড়ায়ঃ না কি পায় ধরাতে অভিপ্রায়ঃ
ও মরি, পুরুষে মান কবে করে, নারী কবে চরণ ধরে,
তাই হবে না ব্রজপুরে, যদি ব্রজগোপীর প্রাণও যায়।।

মেঘ(রাই উন্মাদিনী) ২ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে এতো কৃষ্ণ নয় গো, নব জলধর।
 পাড়ন — ভাব্লেম ইন্দ্রধনু শিখি পাখা, বিদ্যুৎ দেখে ভাব্লেম পীতাম্বর।।
 ফুকার — হায় হায় সখিরে, দেখ্লেম বা কি, সময় ক্রমে হইল বা কি,
 দেখ আমার কি ভ্রান্তির বেগঃ হায় হায়, গেল না মনের উদ্বেগঃ
 বনে এসে আজ শ্যামের উদ্দেশে, বিদেশীকে পেলেম দেশে,
 অভাগিনীর কৰ্মদোষে, শেষে শ্যাম হল আকাশের মেঘ।।
 মিল — সুধাংশু সেবিলাম করতে উত্তাপের অন্ত,
 কপাল ফলে নিশাকান্ত, হইল জ্বলন্ত অগিনি।।
 ধূয়া — ক্ষুধায় জ্বলে সুধা খেলেম, হলাহল হইল সজনী।।
 ডাইনা — কালিন্দী যমুনার কূলে, কেলিকদম্বের মূলে, অবিলম্বে সঙ্গিনী সকলঃ
 ধরাধরি করে আমায় ত্বরায় নিয়ে চলঃ
 অন্ধাদি ভাসায়ে জলে, অন্ধাদি তুলসীর তলে,
 হরিপ্রিয়ার অন্তিম কালে, সব করিস্ হরি ধ্বনি।।
 খাদ — জন্মের মত বিদায় হলেম এই অভাগিনী।।
 ফুকার — হায় হায় সখিরে, বনের আগুন সবে দেখে, মনের আগুন দেখ্বে বা কে,
 দগ্ধ হয় মনে মনেঃ মনের মানুষ নাই বৃন্দাবনেঃ
 হায় হায়, অহরহ হলেম দাহ, আমি ম'লে তোরা কেহ,
 শ্যামবিচ্ছেদের পোড়া দেহ, দাহ করিস্ না আর আগুনে।।
 মিল — এ দুঃখিনীর ভাগ্যে কবে এমন দিন হবে,
 আর কি পাবে, প্রাণমাধবের শীতল চরণ দুখানি।।
 অন্তরা — আমার অন্তকালে বসন ভূষণ সবই নে গো খুলে।।
 সখি, পরিণামের হার, হরি নামের হার, তোরা পরা আমার গলে।।
 আমার চতুর্দিকে রবি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'বি, সেই অর্ধনাভি জলে।
 আমি হরে কৃষ্ণ নাম শুনে শুনে, নামের সনে যাব চলে।।
 পরচিতান — যখনে দিয়েছি সখি যত যাতনা।।
 পাড়ন — তোরা জন্মে জন্মে আমার থাকিস্, কেহ কিছু মনে রাখিস না।।
 ফুকার — হায় হায় সখিরে, আমার জন্য করলি যত, এক মুখে আর বলব কত,
 সাধ্য কি আজ ঋণ শোধিঃ আমার তনু ত্যাগী হয় যদিঃ
 আজ তোরা শ্যামকলঙ্কীর মরণ দেখে, সযত্নে শ্যাম নামটি লিখে,
 শ্যামকুণ্ড দক্ষিণে রেখে, আমার এ দেহ দিস্ সমাধি।।

স্মৃতি দংশন (মেঘ) ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কৃষ্ণ বিরহিনী বিরহে ব্যাকুলা অতি।
 পাড়ন — কৃষ্ণ রূপাভাস যা হেরে, নিকটে অন্তরে,
 প্রেমিকার অন্তরে, প্রাণে জাগে পূর্বস্মৃতি।।
 ফুকার — একদিন আকাশে উদয় হল নব জলধর,
 তখন রাই ভাবে মেঘের বরণ নটবরঃ
 ইন্দ্রধনু চূড়া হেলা, বকপংক্তি মুক্তার মালা,
 কাল মেঘেতে বিদ্যুতের খেলা, রাই ভাবে ঐ পীতাম্বর।।

- মিল — তখন শ্রীমতী শ্রীমতী আজ, অতি মতি ভূলে,
অমনি সঙ্গিনীর করে ধরে বলে, কৃষ্ণ স্রমে।।
- ধূয়া — প্রাণ সই গো সই, আমার বন্ধু এসেছে ঐ, মধুর ব্রজধামে।।
- ডাইনা — কৃষ্ণ প্রেমের অংশী ধ্বনি, শুন গো বংশী ধ্বনি, সারসের ধ্বনির মতঃ
শুনে মন হল চঞ্চল, আঁখি ছল ছল, চল চল অতি দ্রুতঃ
দিনগত কত খেদে, কাঁদব না বিষাদে,
আমায় সাধ করে বসাইয়ে দে, প্রাণবল্লভের বামে।
- খাদ — দুঃখান্তে সুখের উদয় গোপীর ভাগ্যক্রমে।।
- ফুকার — ভেবে দেখ সখি তব্ধে মন্ত্বে কিনা কাজ সাধেঃ
আকর্ষণে এল হরি, আন গো বারিপূর্ণ ঝড়ি,
বন্ধুর রাতুল চরণ দ্বীত করি, কেশ দিয়ে মুছিয়ে দে।।
- মিল — আমার সব দুঃখ দূরে গেল, পেয়ে চিন্তাচোরা,
যা যা কর্তে হয় কর গো তোরা, এখন ক্রমে ক্রমে।।
- অন্তরা — আজি নিকুঞ্জ সাজাব রঙ্গে।
আমি সমস্ত রজনী, করিব সেবন সজনী, তোদের সঙ্গে।।
ফুলের তোড়া তোড়া সাজা সারি সারি, ফুলের চাঁদোয়া ফুলের মশারি,
গোঁথে ফুলহার, দিব উপহার, ভুলাইতে সে ত্রিভঙ্গে।
যেন ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া ঝরিয়া, পড়ে গো বন্ধুয়ার অঙ্গে।।
- মিল — আমার দুর্দিন ছেড়ে সুদিন হৈল, প্রাণবন্ধুয়া ঘবে এল,
দুটি কদম্বের ফুল কাণে দিয়ে, দাঁড়াবে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।।
- পরচিতান — অনেক দিনের পরে প্রাণ বন্ধু এসেছে হেথা।
- পাড়ন — তোরা কর মঙ্গল আচরণ, সেবা কর শ্রীচরণ,
কেউ করিসনে স্মরণ, গত দুঃখের যত কথা।।
- ফুকার — বন্ধু সুধাইলে কেউ করিসনে কটুস্তরঃ আমার মাথা খা'স এ দুঃখিনীর কথা ধরঃ
ধন্য মোরা সব গোপীকা, ব্রজে এল বাঁকা সখা,
সখি, আর হত না চক্ষের দেখা, আসতো যদি বন্ধু ফণেক পর।।

স্মৃতি দংশন (মেঘ) ২ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসন্তে শ্যাম আসে নাই আকাশে ঐ মেঘ সেজেছে।।
- পাড়ন — ব্রজে এল না রসরাজ, অকালে মেঘের সাজ,
পড়ুক মেঘ হ'তে বাজ, এ জীবনের কাজ কি আছে।।
- ফুকার — বন্ধু এল না, গেল না অন্তরের যত ক্রেশঃ প্রাণ আর রাখব না,
অনলে করব প্রবেশঃহায়, শ্যাম ভাবিলেম মেঘ হইল, সব আশা ফুরিয়ে গেল,
এই মেঘ বায়ুতে উড়িয়ে নিল, আমার হ'ল আয়ুশেষ।।
- মিল — যেমন শফরী যাত্রা কৈল আধার খেতে,
কপালক্রমেতে তার মুখেতে বঁড়শী বিক্ষল।।
- ধূয়া — তোরা আয় গো আয়, তোদের রাধিকা যায়, চলে যায়, ভাগ্যে এই কি ছিল।।
- ডাইনা — যেমন মৃগতৃষ্ণ হেরে, মৃগী ধোয়ে ফিরে, পুড়ে মরে তৃষ্ণানলেঃ
যেমন শীতল ভাবিয়ে, সুধাংশু সেবিয়ে, ভানুতাপে তনু জ্বলেঃ
হই নিরপরাধিনী, তাই চিরপরাধিনী—
যেমন অগ্নিতে অভাগিনী, পতঙ্গিনী মৈল।।

- খাদ — আমার ত হতবিধি, সবই হত কৈল।।
- ফুকার — আগে কে জানে কার কপালে কি লিখা আছেঃ
শীতল জলেতে, বিষম অনল জ্বলেছেঃ
হায়, মন-মকর আজ সাগর ভ্রমে, পড়ে কাঁদে মরুভূমে,
কল্পবৃক্ষে কপালক্রমে, বিষবৃক্ষের ফল ফলেছে।।
- মিল — লাগলে দাবাওন বন পোড়া যায়, দেখে সবায়,
লেগে কোন্ আশুন মন পোড়া যায়, কেবা দেখবে বল।।
- অন্তরা — আমার অলঙ্কার খুলে নে গো।
আমার এ সাজে কি কাজ, অন্তকালের সাজ, করে দিবি তোরা গো।।
বিধি ঘুচাইল পূর্ব যে বিহার, কার জনোতে আর মিছে সে বিহার,
সকালে এ হার কর গো পরিহার, সুহৃদ থাকিস আমার যে গো।
আমার পরিণামের হার, হরিনামের হার, গলেতে পরায়ে দে গো।।
- পরচিতান — আগে ছিলেম বা কি, এখন আর কিবা আছে।
- পাড়ন — প্রেমে সুখ ছিল কয়েক দিন, সেই এক দিন এই এক দিন,
ও কি হলেম দিন দিন, এ জীবনের কাজ কি আছে।।
- ফুকার — প্রেমের ফুলবনে কে জানে কালভূজঙ্গ ছিল,
দারুণ দংশনে সর্বাসি জ্বলে গেলঃ
হায়, ভেবে প্রেমসাগরের বারি, ভাসাইলেম সৌভাগ্যতরী,
সুখের বাদাম দিয়ে দিতে পাড়ি, ঝগড়াবাত ডুবাইল।

তমাল (দিব্যোন্মাদ রাধা) ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ব্রজে শ্রীহরি বিরহে প্যারী হলেন দিব্যোন্মাদ।
- পাড়ন — সহচরীগণে, ভ্রমণ করে বনে বনে, কৃষ্ণ অন্বেষণে হল সাধ।।
- ফুকার — তমাল তরুর উপরে বিহারে ময়ূরঃ
উচ্চ পুচ্ছ করে নাচ শোভা সুমধুরঃ মধুর হ'তে মধুরঃ
ভাবের চক্ষে শ্রীরামিকা, তমাল দেখে বাঁকাসখা,
চূড়া দেখে ময়ূর পাখা, আবেশে বিভোর।।
- মিল — কৃষ্ণভ্রমেতে কৃষ্ণপ্রিয়া যুথেশ্বরী, সন্ধ্যাতরে কয় সখা তরে, অতি বিনয় বাক্যে।
- ধূয়া — এস হে রসরাজ, সুপ্রভাত হল আজ, করলে এত ব্যাজ, কোথা কি সুখে।।
- ডাইনা — নয়ন চকোরের পূর্ণেশ্বর, মন-মীনের সুখসিদ্ধ, বন্ধু তুমি হেঃ
আমি চাতকী জীবদ্ভূত, না পেয়ে লীলামৃত, কত কৈদেছি হে,
সেই বন্ধুর এই বিরহে, কয়দিন আর জীবন রহে,
দাসীর মাথা খাও, কথা কও হে বিধুমুখে।
- খাদ — যাউক সব গত কথা, এসো সম্মুখে।।
- ফুকার — তুমি আমার, আমি তোমার দুই দেহ এক প্রাণঃ
এক মরণে দুইজন মরা, এই প্রেমের প্রমাণঃ
তুমি ত শ্যাম ছিলে ভাল, তোমার ভালয় আমার ভাল,
হেসে হেসে কথা বল, এসে বিদ্যমান।।
- মিল — না হয় আমার দিন দুঃখে গেল, প্রেমের কারণ,
এখন জুড়াব তাপিত জীবন, পোড়া বক্ষে রেখে।।
- অন্তরা — মান করে কি কথা কবে না।

যদি কথা কইতে হ'লে বিমুখ, মুখ দেখাও ত সুখ হবে না।।
মান করে কি পায় ধরাবে, তাই বুঝি আছ নীরবে, করে ভাবনা।
ছি ছি নারী হয়ে পায় ধরিলে, মধুর প্রেমের মান রবে না।।

পরচিতান— বন্ধু ভালবাসায় আসা হ'ল জানা গিয়াছে।

পাড়ন — বুঝি মধুপুরে, নূতন রাণী শ্যাম তোমারে, কথা কইতে নিবেদন করেছে।।
ফুকার — এতদিন ত প্রাণকান্ত ছিলে অদেখা, যে দেখায় দুঃখ ঘুচে না কাজ কি সে দেখাঃ
যা হউক এখন বড় দুখে, প্রাণ জুড়ালেম চাঁদ মুখ দেখে,
অন্ধে যদি স্বপ্নে দেখে, সেও ত এক দেখা।।

তমাল (দিব্যোন্মাদ রাধা) ২ নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — সখি,বলে এই যে তমাল তরু, প্রাণের বন্ধু নয়।।
পাড়ন — আমার বন্ধুজ্ঞানে, ভ্রান্তি ছিল দরশনে, পরশনে পেলেম পরিচয়।।
ফুকার — মৃগতৃষ্ণা চক্ষে হেরে করে বারি জ্ঞানঃ
পিয়াসে হরিণী এল করতে বারি পানঃ
বারির অভাব ঘোর পিপাসা, শেষে হ'ল মৃত্যুদশা,
সেই দশা আর আমার দশা, হল এক সমান।।
মিল — শীতল হতে আশা করি সেবি সুধাকরে,
ভানুকরেতে দক্ষ করে, তনু বাঁচে কিসে।
ধূয়া — কি ভাবলেম কি হইল, ভাগ্যে কি এই ছিল,
প্রাণ গেল প্রাণবধুর উদ্দেশে।।
ডাইনা — নয়ন জুড়ালেম দর্শনে, সাধ করে স্পর্শনে, সে সুখ হল নাঃ
ভাবলেম বিধাতা বিমুখ যার, এক ভাবলে ঘটে আর, ভাগ্যের এই ঘটনাঃ
প্রাণবন্ধু দেখা দিল, অকস্মাৎ কই লুকাল,
না কি শ্যাম আমার তমাল হল, কপালদোষে।
খাদ — কি হবে শ্যাম অন্বেষণে এই বনে এসে।।
ফুকার — কখন আমি আকাশেতে কৃষ্ণ দেখতে পাই,
তোরা বলিস্ মেঘ সেজেছে, এই দেখি এই নহিঃ
আজ আবার এসে কাননে, তমাল ধরলেম কৃষ্ণজ্ঞানে,
আর যাতনা নয় না প্রাণে, ইচ্ছা হয় বিব খাই।।
মিল — তোদের ধরি পায়, মৃত্যুর উপায়, বলগো সখী,
হ'ল প্রাণ আমার উড়োপাখী, ধৈর্য্য রাখি কিসে।।
অন্তরা — প্রাণ ত্যজিব তমালের তলে।
সবে হরেকৃষ্ণ হরি বল, এই দুঃখিনীর অন্তকালে।।
আমি ম'লে প্রেমের সহ, বেঁধে রে'খ আমার দেহ, তমালের ডালে।
আমার মরা দেহ দেখাস্ তারে, কোনদিন শ্যাম ব্রজে এলে।।
পরচিতান— প্রাণ সহচরী, কি আচরি, করি কি উপায়।
পাড়ন — ভেবে হলেম সারা, প্রেমাগুনে পোড়া পোড়া, ত্বরা তোরা দে সখি বিদায়।।
ফুকার — শ্যামপ্রেমের বিচ্ছেদে খেদে আমার প্রাণ যায়,
মৃত্যুকালে শ্যামাসখি আমার কাছে আয়ঃ
শ্যামবন্ধুর নাম বলে মুখে, শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা মেখে,
অন্তকালে শ্যাম নাম লিখে, দে গো আমার গায়।।

শ্রীরাধার দশমদশা — ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — কৃষ্ণশূন্য ব্রজে, প'ল ব্রজের ব্রজে, ব্রজসুন্দরী রাই।
 পাড়ন — হায় হায় দুর্দশায়, রাই রমণীর শিরোমণি, আজ যেন ফণীর মণি নাই।।
 ফুকার — হরি হরি বল, হরিপ্রিয়ার প্রেমের প্রলয়,
 ধরাধরি করে সকলে ধরে তুলে লয়ঃ
 শ্যামকুণ্ডের কূলে রাখি, কেন্দ্রে কয় শ্যামাসখী,
 দশমীর প্রতিমা কি, বিসর্জনের সময়।।
- মিল — রাধার শেষ দশা চক্ষে দেখে ভেসে চক্ষের জলে,
 অমনি বিশাখার প্রতি বলে,একি হইল।
 ধূয়া — আয় আয় আয় বিশাখা, দেখে যা শেষ দেখা,
 প্রাণাধিকা রাধিকা, মোদের বুঝি প্রাণে মইল।
 ডাইনা — ধ্যানে মগ্না যোগিনীর প্রায়, নয়নের তারা হায়,
 উর্ধ্বে উঠেছেঃ যেন জগতের যত বন্ধন সব কেটেছেঃ
 আশ্রিতা দাসী যত, সব আশা সবার হত,
 ব্রজলীলা কি জন্মের মত, আজি সাঙ্গ হল।
- খাদ — কোন বিধি রাধানিধি দিয়ে হরে নিল।।
 ফুকার — প্যারী শতমুখে কইতেছিল, বন্ধুর কথা,
 কথা কইতে কইতে সইতে আর পারে নাই ব্যথাঃ
 হা মাধব! মাধব! বলে, মাধবী প'ল ঢলে,
 সাধের ধন রাধা ম'লে, মোরা নিরাশ্রিতা।।
- মিল — শয়ন মৃত্তিকাসনে, লেগেছে দশনে দশন,
 ঐ দেখ শ্রীঅঙ্গের বসনভূষণ, সবই বসে পইল।।
 অন্তরা — সখী শ্যাম প্রেমদায়, দাসীগণে যায় ফেলে গো সখী।
 মোরা প্রাণ জুড়াই কার চাঁদমুখ দেখে, রাইকে রেখে অন্তর্জলে গো সখী।।
 শ্যামপ্রিয়ার শ্যামপ্রেমের মরণ, শ্যামকুণ্ডের জলে স্থলে গো সখী।
 ঐ দেখ অর্দ্ধাঙ্গ শ্রীমতীর কূলে, অর্দ্ধাঙ্গ তুলসীতলে গো সখী।।
- পরচিতান — ব্রজলীলা ভঙ্গ করে শ্যামগ্রিভঙ্গ মধুপুরে গেছে।
 পাড়ন — হায় হায় শ্যাম গেছে, আজ গেল তার আশাতরী,
 মোদের আর বল গো কে আছে।।
 ফুকার — বক্তিতা সেবাসুখে কেবা দুঃখ সবে অঙ্গে,
 ভাসলো অন্তরঙ্গ, হাসলো সকল বহিরঙ্গেঃ
 রাধাশ্যাম তুণ্ডে বলে, ঝাঁপ দিয়ে কুণ্ডের জলে,
 আয় গো সই যাই গো চলে, শ্যামপ্রেয়সীর সঙ্গে।।
- মিল — প্রেমময়ী শ্রীমতীর হল প্রেমের সহমরণ,
 হরিচরণ কয়, হরিরচরণ স্মরণ করা ভাল।।

শ্রীরাধার দশমদশা — ২ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে বিচ্ছেদ বিকার, অঙ্গে শ্রীরাধিকার, এ-নয় মৃত্যু লক্ষণ।
 পাড়ন — কেন ভরসা দিলি বৃথা আশাবাক্যে, স্বচক্ষে দেখি বিলক্ষণ।।
 ফুকার — রাধার স্বার্থের ফল ফলেছে, ফল হাতে হাতেঃ

- গুরু লোকের উক্তি যুক্তি, মানে নাই ভক্তিতে:
তুই হয়ে প্রেমের গুরু, না বুঝে লঘু গুরু,
বিষবৃক্ষে কল্পতরু ভাবলি কল্পনাতে।।
- মিল — কল্পলতা রাই অল্পকালে হল এ বিশাখা,
সর্বনাশের মূল তুই বিশাখা, কথা সত্য বটে।।
- ধূয়া — জান্ত না জানালি, মান্ত না মানালি,
কাল কুটিলের নাম শুনালি, ঠেকালি শঙ্কটে।।
- ডাইনা — প্যারী অবলা সরলা কুলের কুলবালা, স্বভাব স্বতন্ত্র:
কেন তুই দিলি কানে কানে প্রেমের মন্ত্র:
তুই প্রেমের পথ দেখালি, তুই প্রেমের মত শিখালি,
কেন চূপ করে রূপ দেখালি, ও সেই চিত্রপটে।
- খাদ — তুই রাধার সঙ্গে যা'তি ঘাটে মাঠে বাটে।।
- ফুকার — যৌবনের অঙ্কুরে নারীর মন, পদ্মপত্রের জল,
নবভাব হিম্মলে সর্বদা করে টলমল:
দেখায়ে প্রেমনাগরে, তুই নিলি প্রেমনগরে,
তুই দিলি সুখের ঘরে, এমন দুঃখের অনল।।
- মিল — দিয়ে প্রেম শিক্ষা তুই বিশাখা, রাধার মাথা খালি,
প্রথম তুইত নিয়ে গেলি, কদমতলার ঘাটে।।
- অন্তরা — হায় হায় পিরীতি বলিয়ে, এ তিন আখর, কেন রাধিকারে পড়াইয়াছিলি।
মনে ছিল যত, করলি মনের মত, এখন জন্মের মত, রাইকে শিক্ষা দিলি।।
কিছু জান্ত না বদ্রে জান্ত না, চিন্ত না পথ তারে চিনায়েছিলি।
রাধার প্রেমের ক্ষুধায় সুখা বলে, হাতে তুলে বিষ খাওয়ায়ে দিলি।।
- পরচিতান — প্রথম প্রণয়কালে, যাবটে গোকুলে, করলি কত রঙ্গ।
- পাড়ন — যেন হাঁটিতে মাটিতে তোর পড়ে নাই পা, দেখে সাপের পা শৃঙ্গালের শৃঙ্গ।।
- ফুকার — হেমলতা মইল প্রেম করে, তোর অনুরোধে,
নইলে সাধে সাধে কেন কাঁদি এ বিষাদে:
প্রাণের ধন মইল প্রাণে, কি দুঃখ রইল প্রাণে,
সকালে শ্যামকে এনে, রাইকে বাঁচায়ে দে।।
- মিল — হরিচরণ কয় এই অনুযোগ কর কিসের তরে,
আগে কে কবে জানতে পারে, কার ভাগ্যে কি ঘটে।।

শ্রীরাধার বিচ্ছেদ ও দশমদশা — ১ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — হায় হায় কৃষ্ণশূন্য, সকলি হল শূন্যময়।
- পাড়ন — কৃষ্ণবিরহ বিধুরা, ধরাতে অধরা, চক্ষে দুঃখের ধারা, অধীরা প্যারী অতিশয়।।
- ফুকার — কিশোরীর শরীর ক্রমে অবসন্ন অতিশয়, ভাবে আসন্ন সময়:
কখন ধরে সখীর গলে, কখন পড়ে ধরাতেলে,
সখী সবে ধরে তুলে, কর্ণমূলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয়।।
- মিল — চেতন পেয়ে কয় দূতীর প্রতি বৃষভানুসূতা,
ব্রাস্ত কৃতান্ত আমার কথা, বৃদ্ধি ভুলে গেল।।
- ধূয়া — বলগো বল বৃন্দে সই, বৃন্দাবনচন্দ্র কৈ, নন্দের নন্দন বৈ,
শ্রীবৃন্দাবন ঐ দেখ অন্ধকার হইল।

- ডাইনা — বন্ধুর গুণ লাগি মোর, তনু হল ভোর, রূপ লাগি করে আঁখিঃ
আমার বিপদভঞ্জন, নিকুঞ্জরঞ্জন, কোন্ জনে হরিল সখীঃ
শুনলেম সে হ'ল রাজা, প্রজা সব করে পূজা,
আমার মত কি সে কুজা, তারে বাসে ভাল।
- খাদ — প্রাণ দিলাম পরের করে, পরে এই করিল।।
- ফুকার — দূতী গো দূতী, একবার ভাবি পুরুষ কি কঠিনঃ আবার ভাবি কোনদিনঃ
চিরদিন সে ব্রজে রয়ে, গিছে নন্দের বাধা বয়ে,
না হয় সে মথুরায় গিয়ে, রাজা হয়ে আছে কয়েক দিন।।
- মিল — না হয় আমার দিন গত হইল দুখে দুখে,
আমার সে যদি সুখে থাকে, আমার সেও ভাল।।
- অন্তরা — এল না এল না দেশে অবলার পরাণ।
আমার বন্ধু বিনে পঞ্চপ্রাণে হানে পঞ্চবাণ।।
মনেরে বুঝায়ে রাখি, প্রাণে ত মানে না সখি,
দিবানিশি করে আঁখি, পুরুষ কি পাষণ।।
- পরচিতান — পূর্বে ছিলেম বা কি, জানি বাকী দিন কি হবে।
- পাড়ন — আমার যার জন্যে প্রাণ যায়, সে রইল কার আশায়,
বুঝি সমান দশায়, দুজন আছি দুজন ভেবে।
- ফুকার — দূতী গো দূতী, পূর্বকথা ভেবে বাধা পাইঃ তোদের মনে নাই কি তাইঃ
যেদিন বন্ধু অক্লুর রথে, যাত্রা কৈল মথুরাতে,
রজতগিরি ছিল সাথে, মনের কথা কৈতে পারি নাই।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বিরহিণী রাধার বাক্যে দুঃখে বৃন্দা দূতী কয়।
- পাড়ন — তোরে বলব কিগো কিশোরী, ব্রজে নাই সে শ্রীহরি, কেন হেরি উদ্ভাস্ত হৃদয়।
- ফুকার — বললে, এতদিন সে ব্রজে রয়ে, গেছে নন্দের বাধা বয়ে,
পেয়েছে শ্যাম কত দুঃখঃ রাই তোর কথা শুনে ফাটে বুকঃ
তোর পিরীতে পড়ে বাঁধা, বাঁশীতে গায় রাধা রাধা,
টানে সাধ করে শ্যামনন্দের বাধা, দুঃখ নয় তার স্বর্গসুখ।।
- মিল — কমল ফেলে শিমুল ফুলে ভ্রমর কি মজে,
আবার বন্ধু আসবে ব্রজে, মধুর প্রেমের প্রত্যাশায়।
- মুখ — তোর লাগিয়ে শ্যাম নীলপদ্ম, চিরবাধ্য শ্যাম নিতাম প্রেমপূজায়।।
- ডাইনা — আবার বললি কুবুজা কি ভালবাসে তায়,
জলের তৃষ্ণা ঘোলে মিটে শুনেছ কোথায়ঃ
তুই তো শ্যামের কামগায়ত্রী, সামর্থ্য প্রেম বিধায়িত্রী,
সাধারণী প্রেমের পাত্রী, কংসের দাসী কুবুজায়।
- খাদ — আর এক কথা শুনে আমি বাঁচিনা লজ্জায়।।
- ফুকার — বললে, না হয় সে মথুরায় গিয়ে, আছে দুদিন রাজা হয়ে,
ঐশ্বর্যে হয়ে মত্ত রাধে এ কথা কও অনর্থঃ
ঐশ্বর্যে কুবুজার সনে, যদিও রয় রাজ সম্মানে,
কিন্তু তথাপি সে শ্রেষ্ঠ মানে, রাধারাগীর দাসত্ব।।

- ফুকার — বললি, বৃন্দাবনে বন্ধু বিনে, রাখে গো পঞ্চপ্রাণে,
হানে না কি পঞ্চবাণঃ বলি রাখে আমার কথা মানঃ
পঞ্চবাণ হানে মদনে, মন-ধনুকে আশা-গুণে,
রাই তোর পঞ্চপ্রেমের পঞ্চবাণে, নির্বাণ করে বাণের গীর্বাণ ॥
- ফুকার — বললে, রজতগিরি ছিল সাথে, মনের কথা বলে যেতে,
পারে নাই সে রসময়ঃ সকল বলা যায় না সবসময়ঃ
অক্লুর রথে যখন চলে, আমরা ছিলাম চাকার তলে,
তখন মনের কথা বলতে গেলে, গুপ্ত প্রণয় ব্যক্ত হয় ॥

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — রাখে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বইলে, পইড়ে যেন ধরাতলে,
হয়ে রইলি মৃতপ্রায়ঃ আমরা মনে ভাবি নিরুপায়ঃ
ত্রিজগতে কার না পতি, বিদেশেতে করে গতি,
রাই তোর মত আর কোন যুবতী, কেঁদে কেঁদে কাল কাটায় ॥
- ফুকার — বললে, গিছে নন্দের রাধা বৈয়ে, না হয় কয়দিন রাজা হইয়ে,
আছে মথুরা ভুবনঃ তবে কিজন্য হলি এমনঃ
যার সুখে সুখী রাধিকে, সে যদি তোর সুখে থাকে,
তবে প্রেমবিচ্ছেদে মনের দুখে, কান্না করিস কি কারণ ॥
- ফুকার — বললে, গিছে নন্দের বাধা বৈয়ে, এখন সে মথুরায় গিয়ে,
হল নূতন ভূপতিঃ তবে চিন্তা কি লো শ্রীমতীঃ
নিধুবনে কোটাল সাজা, কত না পেয়েছে সাজা,
এখন কোটাল বন্ধু হল রাজা, তোরই তাতে উন্নতি ॥
- ফুকার — বললে, রজতগিরি কাছে ছিল, মনের কথা মনে রইল,
কইতে নারিস সেই সময়ঃ বুঝি তুই ভেবেছিস অসময়ঃ
মনের কথা রইল মনে, মন জানে আর ধর্মে জানে,
রাখে তোর মনে তোর বন্ধুর মনে, মনে মনে কথা কয় ॥
- ডাইনা — তোর মত কি ভালবাসে রাণী কুবুজায়ঃ
জানিস না কি কুজা তারে নিত্য কু বুঝায়ঃ
মধুর প্রেমমাধুর্য রসে, বদ্ধ ছিল ব্রজবাসে,
এখন আছে মধুর দেশে, পেয়ে কুজার ভক্তিরস ॥
- খাদ — ভক্ত বৎসল শ্যাম নীলকমল, সদা থাকে ভক্তিরসে বশ ॥

শ্রীরাধার বিচ্ছেদ ও দশমদশা — ২ নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বন্ধু আসবে বলে আশা দিলি বৃন্দে দূতী ॥
- পাড়ন — বুধা করিসনে আশা দান, আশায় রবেনা প্রাণ,
শ্যাম বিচ্ছেদ বলবান, প্রাণে জাগে পূর্ব স্মৃতি ॥
- ফুকার — দূতী গো দূতী, আসার আশে আর কি প্রাণ রয়ঃ হল প্রাণান্ত সময়ঃ
যখন মাথায় বজ্র পড়ে, যদি কেহ ছত্র ধরে,
সে ছত্রে আর কেমন করে, বারণ করে বজ্রপাতের ভয় ॥
- মিল — কৃষ্ণপ্রেমের ফল দেখ সকলে, আমার এই পরিণাম,
পরিণামের বল বল হরিণাম, তোরা বল বদনে ॥

- ধূয়া — যতনে যাতনা, যত না দিয়েছি যাতনা,
কেহ রেখ না রেখ না সই তাই রেখ না মনে।।
- ডাইনা — ছিল দুই নামে এক বস্ত্র লেখা, প্রেমরসে একত্র মাখা,
শত সুধা সে নামের নিছনিঃ
আমার সব র'ল বৃন্দাবনে, ননদী কুটিলা বিনে,
কে বলবে আর কৃষ্ণ কলঙ্কিনীঃ
সব ছেড়ে চম্লেম একা, এ দুঃখ যায় না রাখা,
তারে দেখলেম না চক্ষের দেখা, মরণ দুঃখের দিনে।
- খাদ — অলঙ্কার খুলে নে গো তোরা সখিগণে।।
- ফুকার — দূতী গো দূতী, তোদের কাছে শেষ ভিক্ষা এই চাইঃ
আজ ত বিদায় হলেম রাইঃ
শ্যাম প্রেমের বিচ্ছেদানলে, অন্তকালে অন্তর্জ্বলে,
শ্যাম বিলাসের তনু ফেলে, এ জনমের মত চলে যাই।।
- মিল — হায় হায় আজ হ'তে শূন্য হ'ল, বৃন্দারণ্য পুরী,
হরিদাসী আজ প্রাণে মরি, প্রাণের হরি বিনে।।
- অন্তরা — মরিলে আমার এই দেহ পুড়িস্নে লো সই।
প্রমাণে পোড়া পোড়া, পোড়ার বাকী কৈ।
বেঞ্চে রাখিস তমাল ডালে, বন্ধু তবু দেখতে চে'লে,
বলিস তোমার প্রেমের মরা, তমাল ডালে ঐ।।
- পরচিতান — এ জনমের মত যা হবার তা হয়ে গিছে।
- পাড়ন — বিধি সাধে সাধিল বাদ, করিসনে কেউ বিবাদ,
আমার মরণ সংবাদ, পত্র লিখিস বন্ধুর কাছে।।
- ফুকার — দূতি গো দূতী, কলঙ্কিনী মরে যাই যদি, সুদিন দিবে সে বিধিঃ
ফুরাইল পিরীতির খেলা, জুড়ালো কদম্বতলা,
জুড়ালো বিরহ জ্বালা, জুড়াইল শাশুড়ী ননদী।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- ফুকার — বললে, যখন শিরে বজ্র পড়ে, তখন যদি ছত্র ধরে,
বজ্রের ভয় কি বারণ হয়ঃ এমন হয় নাই কভু হবার নয়ঃ
ইন্দ্রের বজ্রে বৃন্দাবনে, রক্ষা পেল কৃষ্ণগুণে,
আছে সেই কৃষ্ণ নাম যার চরণে, তার কি আছে বজ্রের ভয়।।
- ফুকার — বললে, যখন শিরে বজ্র পড়ে, তখন যদি ছত্র ধরে,
ঘুচেনা সে বজ্রের ডরঃ রাখে আমার একটি যুক্তি ধরঃ
দুরাশা দুশ্চিন্তা মেখে, বিচ্ছেদ-বজ্র হানলে বেগে,
থেকে কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগে, ধৈর্য-গিরি ধারণ কর।।
- ফুকার — বললে, অন্তকালে অন্তর্জ্বলে, শ্যামবিলাসের তনু ফেলে,
হবো ভবের অবসরঃ শুনে বঞ্চে বিচ্ছেদ দুঃখের শরঃ
দেখনা রাখে মনে ভেবে, মইলে কি আর শ্যামকে পাবে,
ওগো বেঁচে থাকলে দেখা পাবে, আজ না হয়ত দু'দিন পর।।
- ফুকার — বললে, ফুরাল পিরীতির খেলা, জুড়াল কাল কুটিলা,
জ্বালায় জ্বালায় তনু ক্ষীণঃ কভু জল বিনে বাঁচে না মীনঃ

আবার পাবি চিকনকালী, আবার হবে প্রেমের খেলা,
কিন্তু এই মতো কুটিলার জ্বালা, ভুগতে হবে চিরদিন।।
ডাইনা — তার সনে হল না দেখা মরণের দিনে:
মরণ কথা স্মরণ থাকলে মরে কেমনে:
হাতে পায় কপালের রেখা, সকলি বিধাতার লেখা,
দেখার পরে ঘটে দেখা, ভাগ্যের লেখা যার যেমন।।

শ্রীরাধার বিরহ (দশমীর প্রতিমা) - ১ নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — ব্রজ পরিহরি শ্রীহরির মথুরায় গমন।
পাড়ন — কৃষ্ণ বিরহে বিধুরা, সর্বদা অধীরা, চক্ষে দুঃখের ধারা, রাধার ধরায় শয়ন।।
ফুকার — রাধিকার সখি সবে বলে হয় রে হয়, আজ যে হরিপ্রিয়া যায় রে যায়:
এই দশম দশায়ঃ রাহিকে ধরাধরি ক'রে তায়ঃ
রেখে অঙ্কসি শ্রীমতীর কূলে, অঙ্কসি যমুনার জলে,
কালিন্দীর এই জলে স্থলে, প্যারী দশমীর প্রতিমার প্রায়।।
মিল — রাধার এই দশা চক্ষে দেখে দূতী বৃন্দে,
জানায় গোবিন্দের পদারবিন্দে, দুঃখের কথা যত।
ধূয়া — বন্ধু চল চল, একবার ব্রজে চল, অতি দ্রুত।।
ডাইনা — রাধার নাসিকায় নাই নিঃশ্বাস, বাঁচিবার নাই বিশ্বাস, সে যমুনার কূলে:
সোণার প্রতিমা দেখে এলেম অর্ধনাভি গঙ্গাজলে:
শ্যাম তোমার আরাধিকা, আজ বুদ্ধি যায় রাধিকা,
দেখতে চলছে চক্ষের দেখা, এ জনমের মত।
খাদ — আজ হতে ব্রজলীলা তোমার হবে হত।।
ফুকার — বন্ধু হে, বড় যতনের ধন রাহিরতন, কুসুমশয্যাতে ঢেলে চন্দন,
করায়ে শয়নঃ বন্ধে রেখে দেখতে চাঁদবদনঃ
বন্ধু ত্রিলোকে যার নাই সাদৃশ্য, সে ধন তোমার অদ্য হয় অদৃশ্য,
না দেখলে সেই অস্তিম দৃশ্য, হয় হয় কা কস্য পরিবেদন।।
মিল — বন্ধু পাষাণে বেঞ্জেছ কি তোমার হৃদয়,
এমন করে কি ভুলিতে হয়, যে যার প্রেমাস্রিত।।
অন্তরা — যখন যমুনা পার হয়ে এসেছি।
বলতে ফাটে বুক, বড় নিদান দশা আমি চক্ষে দেখেছি।।
কেহ বা শিয়রে তুলসী রেখে, করে গঙ্গাজল ধরেছে দুঃখে,
তখন রাহিধনির চৌদিকে, ধনিদিগের মুখে, হরি ধ্বনি শুনেছি।।
পরচিতান — রাখ প্রেমের ধর্ম, প্রেমময়ী রাহিকে দেখে।
পাড়ন — ছিল রাহি তোমার প্রাণের প্রাণ, তার ত আজ যায় হে প্রাণ,
তোমার কি কঠিন প্রাণ, আছ হে কি সুখে।।
ফুকার — বাঁশীতে কর্তে যে রাধিকার নাম সাধন, তোমার অসাধ্য সাধনের ধন,
ছিল বৃন্দাবনঃ তারে কোন প্রাণে করে নিধনঃ
হায় হায় রসময়ী রাহি প্রতিমা, ত্রিভুবনে আর নাই উপমা,
আজ বুদ্ধি শ্যাম সেই প্রতিমা, হবে জন্মের মত বিসর্জন।।

শ্রীরাধার বিরহ (দশমীর প্রতিমা) - ২ নং

হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে শ্রীদাম শাপে, পারবি না শ্যাম ব্রজে যেতে।
 পাড়ন — বসে মৃত্যু নাই রাধিকার, ও সে প্রেমের বিকার,
 কিসে করি স্বীকার, যা দেখলেম সাক্ষাতে।।
 ফুকার — বন্ধু হে, বড় মিষ্ট কথা বলেছিস, কথায় কত মধু ঢেলেছিস,
 থাক থাক সুখে থাকঃ নূতন সোহাগীরে সুখে রাখঃ
 ও তোর কুজা ধনি বেঁচে রইলে, ক্ষতি কিরে এখন রাধা মইলে,
 কুঁজের শোভায় আছিস ভুলে, দেখে কলাগাছে বল্লার চাক।।
 মিল — আমরা গোকুলের কুলবতী, একুল সেকুল খেলেম,
 তোরে নিতে শ্যাম এসেছিলাম, বৃথা করে জিন্দ।।
 ধূয়া — ব্রজে যাবি কেন, এখন যেন তেন প্রকারেণ কায়াসিক্তি।।
 ডাইনা — এলি যে হতে মথুরায়, ত্যজিয়ে গোপীকায়, দিয়ে চিন্তে বিষাদঃ
 কোন পত্রে কি লোকের মুখে দিস না কোন সংবাদঃ
 কঙ্কণ থাকিতে হাতে, কে দেখে দর্পণেতে,
 তোরে কেন বা এলেম নিতে, আমার কি কুবুদ্ধি।
 খাদ — এখন নাই হে আর ব্রজের প্রতি, ও তোর চিত্তশুদ্ধি।।
 ফুকার — বন্ধু রে, যে দিন এলি মথুরানগর, করে চাতুরী ভয়ঙ্করঃ
 দেখলেম পূর্বপরি, গেল এককালে শত বৎসরঃ
 মিছে মনে মন না হলে রত, কাঁদিলে প্রেম আর বাড়ে কত,
 শিকল-কাটা পাখীর মত, যত ফাঁকি দেওয়া স্বভাব তোর।।
 মিল — আমরা বুঝেছি আরে কেশব সব কপালে করে,
 তুই ত পেয়েছিস্ মধুপুরে, পরের এসব বুদ্ধি।।
 অন্তরা — এখন অকূলে ভাসাইলে কুলবতী।
 নিলাজ বন্ধু রে, তোরে কেবা বলেছিল করতে পিরীতি।।
 ও তুই কুলজার কূলে দিয়ে কালি, বলে এসেছিলি ব্রজে যাবি কালই—
 ছালির বেপার করে মাগিক দিলি ঢালি, কোথা শিখেছিলি এ প্রেমের রীতি।
 পরচিতান — রাধার মৃত্যুকালে দেখতি যদি চক্ষের দেখা।
 পাড়ন — প্রেমে কলঙ্ক হইত না, কেউ কিছু কইত না,
 বুকে রইত না, দুঃখের অগ্নিশিখা।।
 ফুকার — বন্ধুরে, আমরা শুনেছিলাম কৃষ্ণপ্রেম, ও সে জঘনদ হেম,
 এই বুঝি সেই ফলঃ তুই অমতে দিলি গরলঃ
 হায় হায়, বল্লেম রাধার দুঃখের বেদন, তোর নিকটে তাই অরণ্যে রোদন,
 করে বৃক্ষের মূলচ্ছেদন, ও তুই আগায় ঢেলে দিলি জল।।

শ্রীরাধার বিরহ

মহেশ ঠাকুর (ঢাকা)

মধুর বসন্তের আগমনে বৃন্দাবনে

কি দেখতে তুই এলি মদন।

যেদিন অকুর মূনির রথে চড়ে, কংসের যজ্ঞে সে মধুপুরে,

গিয়েছে কানাই, মদন বলি তাই, হায় হায় হায় রে।

সেদিন হইতে কমলিনী, মণিহারা যেন ফণী,

ধরায় পড়ে আছে ধনি, আর তো উত্থানশক্তি নাই।

আমরা ব্রজাঙ্গনা, করি সেই ভাবনা
হয়েছে কাল সোণা, গোপীর জীবন।
গোকুলের আর কি সুখ আছে।
সকল সুখ হরে নেছে দিয়ে বিধি;
কি দোষে হারা হলেম কৃষ্ণ গুণনিধি।
সহে না এত কষ্ট, বল কবে পাব কষ্ট,
সদা হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে করছি রোদন।
রাধার দশা দশম দশা দেখে যা।
কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে সকলি রাধার বিপক্ষে।
ব্রজেতে নাই শ্যাম জলধর, ব্রজাঙ্গনার প্রাণ বাঁচা ভার।
মদন রে তোর বিষাক্ত শর হানিস্ নে আর বক্ষে।।

(খণ্ডিত)

শ্রীকৃষ্ণের বিদায় লোকনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ)

- চিতান — ধনুর্যজ্ঞে যাত্রা করে চন্দ্রেন গিরিধর।
পাড়ন — অতি মনের দুখে, বিনয় বাবু, বলহীক ডেকে, সজল চক্ষে বগ্নেন যজ্ঞেশ্বর।।
লহর — যে মায় লালন পালন করেছে; দুঃখের বেদন বুঝেছে,
তাঁরে ছেড়ে যাই; আমার এ দুঃখের আর সীমা নাই।
খেলতে খেলতে গুধা হইলে, মা আমারে করে কোলে,
(দিত) মাখন ছানা মুখে তুলে, গোপাল বলে সর্বদাই।।
মিল — তুমি আমি যাত্রা করে চন্দ্রাম মথুরায়—
কি হবে যশোদার উপায়,—মা বলতে আর কেহ নাই।
মহড়া — মাকে একবার দেখে আসি, দাড়াও খানিক দাদা গো বলাই।।
ধূয়া — (কাল) দৈবকিনীর কোলে যাব,—মা বলিয়া প্রাণ জুড়াব,
সেই মধুপুরে; যশোদা মার জনো আমার পরাণ পোড়ে।
কেমন করে যাব ছেড়ে, মনে মনে ভাবি তাই।
খাদ — জন্মের মত মাকে একবার মা ডাকিয়া আই।।
লহর — ছেড়ে সাধের বৃন্দাবন, মথুরায় চন্দ্রেন এখন, আর ত কখন আসব না এথায়;
মা আমাকে কত করে, পালন কল্প ব্রজপুরে,
মাতৃঋণ শোধ করিবারে, (আমার) কি আছে উপায়।।

বাসরসজ্জা (নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি) লোচন কর্মকার (ময়মনসিংহ)

- চিতান — কালা আসবে বৈলে নিশাকালে, রাই অতি মনের সাধে।
পাড়ন — কৈরে বাসরসজ্জা, সুখের সুখশয়া, ফুলশয়া কন্দেন শ্রীরাধে।।
লহর — তুইলে রাধাপদ্ম কুম্বকেলি, মল্লিকা মালতী বেলী,
নবকলি তুইলে নানা ফুল, ও যার সৌরভে হয় প্রাণাকুল,
হায়, জানে না রাই এমন হবে, সাধের কালা ছেড়ে যাবে,
ফুলের শয়া বাসী হবে, মজাবে দু'কুল।।
মিল — যেয়ে সুচিত্রা চিত্রলেখা ললিতা, রাধার সাক্ষাতে গো—
মল্লিন বদনে সবে কেন্দ্রে বলে।
মহড়া — কেন গাঁথ মালা, ও রাই রাজবালা, কালা যায় মধু মণ্ডলে।।

- ধূয়া — তুমি নির্জনে বনে গিয়ে, বনফুল তুইলে,—
মালা গাঁথেছ রাই, নিশিতে শ্যামবন্ধুর গলে দিবে বৈলে;
এইল না সাধের কালা, গেল না মনের জ্বালা,
এখন তোর ফুলের মালা, দিবে কার গলে।
- খাদ — মালা গাঁথেছ রাই চিকন চিকন ফুলে।।
- লহর — তোমার মালা হৈল কালভুজঙ্গ, দংশন করবে কোমল অঙ্গ,
শ্যাম ত্রিভঙ্গ ব্রজে রবে না, সাধলে কালা শুনবে না;
হায় রাধে, বুধা হৈল কুসুম তোলা, সাঙ্গ হৈল ব্রজলীলা,
আর তোমার বনফুলের মালা, গলে পরবে না।।
- অন্তরা — ফুল তোলা সার হৈল তোমার রাজনন্দিনী।
গাঁথেছ বনফুলের মালা, মন মতন চিকন গাঁথুনী।।
কার লেগে গাঁথেছ মালা, মালা হৈল জপমালা,
ব্রজে রবে না রবে না চিকন কালা—
তুমি চিন্তা কর যার, ঐ যমুনা পার, ঐ দেখ তোমার চিন্তামণি।।

মালাগাঁথা *বিজয়নারায়ণ আচার্য (ময়মনসিংহ)*

- চিতান — শ্যামের আসার আশায়, মধুর প্রেম পিপাসায় নিকুঞ্জ সাজায় সখীগণ।
- পাড়ন — বাসর শয্যা হেরে, কি জানি কি মনে করে, কিশোরীর চিন্ত উচাটন।।
- ফুকার — লয়ে সঙ্গেতে সকল সঙ্গিনী, অতি সাধে রাধে বিনোদিনী,
মালা গাঁথে কালার দায়, বিধি কখনে কে জানে কি ঘটায়,
নিত্য নিত্য রাজবালা, বিনা সুতে গাঁথে মালা,
আজ হঠাৎ একি হল জ্বালা, গাঁথা মালা খসে যায়।।
- মিল — তখন শ্রীরাধিকে চিন্তামাখা মুখে, বলে অতিশয় মনের দুঃখে,
হায় হায় একি হল।।
- মুখ — সখি ললিতে গো, বুঝি আজ হতে কপাল আমার ভেঙে গেল।।
- ডাইনা — গাঁথি প্রতিদিন ফুলের মালা হয় না ছিন্ন,
আজ কেন এমন হয় গো, এ ত নয় মঙ্গলের চিহ্ন;
নাচে ডান চোখের পাতা, কি কব দুঃখের কথা,
নিত্য ফুল তোলা মালা গাঁথা, আমার ফুরাল।
- খাদ — বিধি হরিষে গো, বিষাদ ঘটাইল।।
- ফুকার — আমার কোন গ্রহ হল বক্র, রাহু কেতু গুরু শনি শুক্র,
বিধির চক্র বুঝা ভার, এমন জীবনে কখনি ঘটে নি আর।
অতিশয় যতন করে, দেখিয়াছি সখী বারে বারে,
না জানি কি কর্মের ফেরে, খসে পড়ে ফুলের হার।।
- মিল — প্রাণবল্লভ এলে আজ কি দিব গলে,
বলে অতিশয় মনের দুঃখে, এখন মরণ ভাল।।
সখি ললিতে গো, বুঝি আজ হতে কপাল আমার ভেঙে গেল।।
- অন্তরা — হল মালা গাঁথা সাবা।
আর কি তুলবো বনফুল, সৌরভে অতুল,
গোকুল মাঝে হয়ে আকুল পারা।।
আর কি কৃষ্ণ সঙ্গসুখে, আনন্দ পুলকে, হয়ে রব আত্মহারা।

- আর কি কুসুমের সাজে, রসিক রসরাজে, সাজাইবে প্রাণসখী তোরা?
 পরচিতান— আমার মনের গতি, হল চঞ্চল অতি, মতি স্থির রয় না ললিতে।
 পাড়ন — আমার যে ভাবনা, মনে আমার যে বেদনা, পারি না ভাষায় বর্ণিতে।।
 ফুকার — আমার কি হল গো প্রাণসখী, সকল সংসার শুধু আঁধার দেখি,
 হঠাৎ এ কি ভাবান্তর, সুখের সময়ে ভয়ে কাঁপিছে অন্তর।
 আকস্মিক মনের ভাবে, আসে এমন আমার অনুভবে,
 সখী বাকী দিন মোর দুঃখে যাবে, কাঁদিতে হবে নিরন্তর।।

ঐ—জবাব মহেশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

- চিতান — শুনে কয় ললিতা, শুন যা বলি তা, হলে তা কেন বিশ্বরণ।
 পাড়ন — কাজে মন না দিলে, সফলতা কি কোন দিন মিলে,
 আগেই চাই মনটি স্থির করন।।
 ফুকার — ও সই, একেই বিনাসুতের মালা, আস্তে আস্তে চাই তার বৃত্ত চালা,
 যে ফুলগুলা খুলা রয়ঃ হাত বুলায়ে বুলায় তা জানতে হয়।
 গাঁথতে গেলে অতি ব্রহ্ম, গর্ভে যদি না হয় বোঁটা ন্যস্ত,
 তবে খসে পড়ে ফুল সমস্ত, সাবাস্তর কাম অতিশয়।।
 মিল — কেন হও রাই বাস্ত, হয় নাই শশী অন্ত,
 বসো নিপুণ হস্তে তুমি গাঁথ মালা।
 মুখ — জ্বালা জুড়াবে লো, যখন নিকুঞ্জে উদয় হবেন চিকনকাল।।
 ভাইনা — তুমি অন্তঃ চিন্তায় ডুব কিসের জন্যঃ
 দিশে নাই কি তোর লো, কি কাজ এখন অগ্রগণ্যঃ
 তুলতে ফুল শ্যামল সাঁঝে, তীর এক ফুলের ঝাঁজে,
 হল যন্ত্রণা চক্ষের মাঝে, চক্ষু ধুয়ে ফেলা।
 খাদ — জ্বালা জুড়াবে লো, যখন নিকুঞ্জে উদয় হবেন চিকনকাল।।
 কেন অকারণ লো মন তুই করিস কাল।।
 ফুকার — ওসব ফটিনটি ছাড়লো তুই ছাড়, করাইতে চাস আবার কুষ্টি বিচারঃ
 কুট দৃষ্টি এক কুটিলার, কৃষ্ণ অভিসার ত্রৈলোক্যের বাঙ্কিত সারঃ
 ওরু কেন্দ্রী রাহ তুঙ্গী, বাঘ ভালুকও বনে হয় লো সঙ্গী,
 আজ লাগাইলে তুই এ কি ভঙ্গী, ছল করে মালা গাঁথার।।
 কুমুর — যাবি প্রেম করে তুই মারা।
 তোর নিতা হৃদিমূল, সন্দেহে দুকূল, পদে পদে ভুল, এ গোল ছাড়া।।
 আমরা সবাই মনে করি, প্রাণের শ্রীহরি, প্রাণেতে আছেন দাঁড়া।
 কেবল বাহিরে বিচ্ছেদ, মর্মে অবিচ্ছেদ, যায়না মিছা খেদ সইতে পারা।।
 পরচিতান— এমন চঞ্চল হলে, ও সই কেমনে চলে, চমকানের নাই তো কোন মূল।
 পাড়ন — সর্বোৎকৃষ্টা ত্যাগে, যেজন কৃষ্ণের শরন মাগে,তারেই হন কৃষ্ণ অনুকূল।।
 ফুকার — ও সই, কোপিত হলে বায়ু পিস্ত, কখন কখন কেউর বা কাঁপে চিত্ত,
 তন্নিমিত্ত কি আর যায়ঃ তুমি সর্বদায় আবল তাবল কও বেজায়ঃ
 ঘর ছেড়ে আসছ ভ্রমলে, ভাবছ যত অমঙ্গলে,
 এখন হার দিতে শ্যামচাঁদের গলে, কৈ নাকি সই সাপে খায়।।

মালাগাঁথা — পান্টা বিজয়নারায়ণ আচার্য (ময়মনসিংহ)

- চিতান — মিছা প্রবোধ দিলে, নানা কথা বলে, আমাকে কণ্ঠে সাধনা।

- পাড়ন — শুধু গ্রেহবশে, আমায় তুমি ভালবেসে, প্রকাশো কিছুই বললে না।।
- ফুকার — তুমি যতই বল প্রবোধ বাক্য, সে দিকে নাই আমার মনের লক্ষ্য,
ভাবি দুঃখ ভাবনায়ঃ বঞ্চিত অবশ্য হব কৃষ্ণ করুণায়ঃ
করেছিলাম কি কুকার্য, হারিয়েছি তাতে মনে স্থৈর্য,
আমার কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অনিবার্য, বুঝেছি মালা গাঁথায়।।
- মিল — তোমার সান্ত্বনাতে, শান্তি পাইনা চিতে,
আমার কি আছে ভবিষ্যতে, সখি কেবা জানে।
- মুখ — মনে ভাবিলো সই, আমি হই না কি কৃষ্ণহারা বৃন্দাবনে।।
- ডাইনা — আজ রজনী প্রভাত হলে দেশান্তরে,
ব্রজের জীবনধন গো, যাবে ব্রজ ছেড়েঃ
মনে কয় বৃন্দারণ্য, হবে সই সুখ শূন্য,
হবে সকলি ছিন্নভিন্ন, সখি দিনে দিনে।
- খাদ — বিচ্ছেদ ভাবনা লো, আর ত সয়না প্রাণে।।
- ফুকার — এখন এলে আমার সখা, জন্মের মত হবে শেষের দেখা,
আর ও দেখা হবে নাঃ নিশি প্রভাতে বন্ধু ব্রজে রবে নাঃ।
জীবন যৌবন হল মিছে, সুখের দিন ত আমার ফুরিয়েছে,
কৃষ্ণ প্রেমের পাছে বিচ্ছেদ আছে, আগে ত সই জানি না।।
- মিল — কৃষ্ণ বিচ্ছেদ আমার যদি না হবে আর,
উড়ো পাখির মতো পরাণখানি আর করবে কেনে।।
- ঝুমুর — আমার প্রাণ যে কেমন করে।
আর যে বৈর্য ধরতে নারি, ওগো সহচরি, মরি মরি দুঃখ কব কারে।।
ছিল যত আশা মনে, গেল তা এখনে, ভাবনা আগুনে পুড়ে।
হঠাৎ নিরাশ রাগসী, অলঙ্কোতে আসি, বসিয়াছে পোড়া হৃদয় জুড়ে।।
- পরচিতান — বসে মালা গাঁথায়, মইলাম মনোব্যথায়, মাথায় পড়িল অশনি।
- পাড়ন — আগে বিনাসুতে, পরে গোঁথে দেখলাম সুতে, কিছুতেই রয় না গাঁথুনি।।
- ফুকার — ভাবি এখন আমি যাব কোথা, শেষ হয়েছে আমার মালা গাঁথা।
কই না কথা সরমে, জানি কি আছে পাছে আমার করমে।
ওন্ বলি লো প্রাণ সজ্ঞানী, আমার সেই মোর দুঃখের কাহিনী,
সাধের মালা হয়ে ডুজঙ্গিনী, দংশিল মোর মরমে।।

ঐ—জবাব মহেশচন্দ্র সেন কবিতৃষণ

- চিতান — এত জানতাম না রাই, গাঁথলাম কত মালাই, জীবনে তার ত অন্ত নাই।
- পাড়ন — মালা হলে ছিন্ন, হয় যে সই অন্তরের চিহ্ন, এই কেবল শুনলাম তোমার ঠাই।।
- ফুকার — ও সই, বলব কি আর তোমার সাথে, এই ললিতাই মালা গাঁথে,
তোমার হাতে কয়দিন যায়ঃমালা খসে ও যায়, ছিঁড়ে ও যায় সই সর্বদায়ঃ
দেখা ও না যায় লো পরে, যেতে বন্ধু দেশান্তরে,
সেই ত পীতবসন পরে, পিরীতের তরঙ্গী বায়।।
- মিল — ঐ সব তাজ্জব কথা, ও সই শিখলে কোথা,—
শুনে হাসি পায়, দুঃখেতে ও হাস, পরাণ ফাটে।
- মুখ — ডালা দেলো সই, দেখি চাইছিলে গাঁথতে মালা কোন বা ঠাটে।।
- ডাইনা — তোর অন্তরে তর তর করে রসের ধারা,

- কখন কোন রস বয় লো, যায় না আগে বুঝতে পারা;
এমনি তোর ভাবের ছন্দ, ভালকেও ভাবিস মন্দ,
আমরা দেখিয়ে লাগি ধন্ধ, আর না যুক্তি খাটে।
- খাদ — আজ যে করবে জল লো জানি জলের ঘাটে।।
- ফুকার — যখন জলকুন্ত লয়ে কক্ষে, চেয়েছিলে কদমতলা লক্ষ্যে,
বিশাল দুটি চক্ষে রাই, দেখলাম কালা নাই;—মুখখানাও তুই করলে ছাই।
সেই মনস্তাপ ভুলবার তরে, মালা গাঁথতে এসে দিলাম তোরে,
এখন ঔষধে গেল রোগ যে বেড়ে, ইহারে কেমনে সারাই।।
- মিল — প্রবোধ দিলাম কত, হয় না মনের মত,
ও যে ভিতরে ক্ষত, ও তে কেমনে পুলটিস আঁটে।।
- ঝুমুর — ও যে উল্টা পাইলে গাঁথা।
ও সেই, কোন ফুলটা কই দিলে, ঠিকে ঠিকে মিলে,
তাও যে তুই ভুলিলে, হা বিধাতা।।
ও সেই একটার লাগবে ছেদ, একটায় করবে ভেদ, একটায় ঠিক রাখিবে মাথা।
তুই দিয়াছিস এখানে, রঙ্গনের স্থানে, ওঁজিয়া সমানে কুঞ্জলতা।।
- পরচিতান — গাঁথতে মালা খেল, তাতে অর্থ হৈল, বন্ধু না থাকবে গোকুলে।
- পাড়ন — আগুন 'দুর্গাপুরে' 'বাকলজোড়া' কেন্ বা পোড়ে,
চলছিস তুই এই যুক্তি মূলে।।
- ফুকার — ও সেই বুদ্ধি আক্কেল বিবেচনা, অন্যের চেয়ে তোমার কম কিছু না,
তা তো মোদের জানাই রয়; কেবল রাঁধতে সয়, বাড়তে তোমার নাই সয়।
তা কি তুমি পাসরিলে, গুণ্ডভাব পিরীত কর্তে গেলে,
ও সেই, সব দিন কি তপ্তা মিলে, মাঝে মাঝে পান্তাও হয়।।
- ফুকার — ও সেই, ভাল কথা পড়লো মনে, আর যাব না আমরা বনে বনে,
তুলতে যত বনফুল; বিধি অনুকূল, তাই মোদের ভেঙেছে ডুল।
জুই চামেলি ফুল কামিনী, কি কাজে বা আমরা তুলে আনি,
ও সেই থাকতে তুই স্থির দামিনী, ফুল তুলার কি আছে মূল।।
- মিল — আজ বন্ধু এলে, আমরা সবে মিলে, তারে পরায়ে বিদ্যুন্মালা বসাইব খাটে।।

মালাগাঁথা — জবাব যামিনীকান্ত দেবশর্মা (ময়মনসিংহ)

- চিতান — বিনোদিনীর কথা শুনে বলে ললিতে তখন।
- পাড়ন — ও গো প্রাণসখী, আজ আবার তোর হল বা কি, অতি প্রেমের এমনি জ্বালাতন।
- ফুকার — সখি, যে যাহারে ভালবাসে, নানা চিন্তা তারি আসে,
কল্পনা জল্পনা সার, সখি সবারই হয় এই প্রকার।।
তোর মত কে হয় হতাশে, হাইল ছাড়ে ঝড় আসবে আশে,
সখি গাঁথ গিয়ে মালা ধৈর্যে বসে, গাঁথা হবে ফুলের হার।।
- মিল — একে অধৈর্যে যায় না গাঁথা ফুলের মালা,
তাতে বিনাসুতেরি মালা, কেন যাবে গাঁথা।
- মুখ — মনপ্রাণ এক্য করে, যতনে বনফুল ধরে,
বৃন্তে বৃন্তে দিলে পরেই, হবে মালা গাঁথা।।
- ডাইনা — ও গো প্রাণসখি, ধৈর্যে থাক বিধুমখী, বৃথা কেন হলি উতালা,
একে অধৈর্যে যায় না গাঁথা ফুলের মালা,

- খাদ — তাতে সুত বিনে মালা, গাঁথতে হও উতালা।
 ফুকার — (শুন) আইজ আমার বিধুমুখী, পাতিলে নুতন পালা।।
 ফুকার — বললে, কোন গ্রহ বা হল বক্র, রাহ কেতু শনি শুক্র,
 বিধির চক্র বুঝা ভার, সখি কথা বললি চমৎকার।
 তন্নিম্ন তুটে জগৎ তুটে, গ্রহ কি আর রবে রুটে,
 মিলন হলেই যাবে কটে, কেটে গিয়ে রিটে ভার।।
 মিল — সখি, উতালায় হয় কি কোন কার্য সাধন,
 এলে কৃষ্ণধন, জুড়াইবে তোমার সকল জ্বালা।।
 কুমুর — কেন মালা গাঁথার তরে হলি উতালা।
 ও তুই গাঁথতে বনফুল, হয়েছিস আকুল,
 ধৈর্য বিনা নাই এর কুলকিনারা।।
 কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক যে জন, বনফুলে তার কি প্রয়োজন, কিসের বা মালা।
 নিয়ে ভক্তি ফুলহার, গলে পরাও তার, দূর হবে লো তোর সকল জ্বালা।।
 ফুকার — সখি, নিতা গৌথে ফুলের মালা, কেন হস্ রাই জ্বালাপালা,
 বাসী মালা কাজে লাগে না; শোন বলি তার সুমন্ত্রণা।
 কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমে একা করে, ভক্তি ডোরে গৌথে তারে,
 যুগল হস্তে গলে দিলে, জুড়াবে সকল জ্বালা।।
 মিল — যাবে সব জ্বালা, গাঁথতে পারলে প্রেমের মালা,
 প্রেমপুলকে উগারিবে সদা শান্তিসুধা।।

বিচ্ছেদ অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ (ত্রিপুরা)

- চিতান — ব্রজে গোপবালা অবলা সরলা প্রেমের খেলায় রত।
 পাড়ন — মিলন সুখ তুলন, দূরহ বিরহ বেদন, ভূজঙ্গ দংশনের মত।
 ফুকার — দিয়ে বিচ্ছেদ জ্বালা, গেল কালা মধুরাধাম;
 নিয়ে অষ্ট সখী রাই কাটায় কেঁদে অষ্টযাম।
 মুখ মলিন ছিন্ন গাত্র, ক্ষান্ত নয় কণমাত্র,
 জ্বলে প্রাণ গলে নেত্র, প্রেমের এই পরিণাম।।
 মিল — তখন মালিনীর প্রতি বলে রঙ্গিনী বিষাদে,
 সখী প্রেম করে সেধে সেধে, ভাগ্যে এ কি ছিল।
 মুখ — যে জ্বালায় জ্বলে জীবন, সখী আমার এখন, প্রাণে বেঁচে ফল কি বল।।
 ডাইনা — ভ্রান্ত কৃতান্ত আমার ভুলে কি রইয়াছে সইঃ
 সবে দ্বারায় কর মৃত্যুর উপায়, পায় ধরে সবেরে কই।
 মুখ ফাটে কইতে নারি, বুক ফাটে সইতে নারি,
 বিচ্ছেদ যাতনা হতে সখী, আমার মরণ ভাল।
 খাদ — শাস্তি সুখে হয়ে বিমুখ দুঃখে কাদিতে হলো।।
 ফুকার — পায় ঠেলে লোকলজ্জায় কুল মর্যাদা বিনাশি।
 হয়ে রাজকুমারী রাখালের প্রেম ভালবাসি।।
 আশার ফল বিফল শুধু, আশায় নিরাশ করল বঁধু,
 আমি সাধ করে ঘরের বধু, হলেম পরের দাসী।।
 অন্তরা — সই গো! মনের মানুষ বিনে সই, করি মনের দুঃখে বনে বসতি।
 জানি অতীত কালে পতিত বন্ধু, প্রাণে জাগে পূর্ব প্রীতি।। গো—

- সখীগো—বাঁশী শুনে পূর্বরাগে, জীবন যৌবন দিলেম আগে,
প্রাণে জাগে সোহাগের মনোহরা মুরতি।
আমার সর্বত্র ধন হরে নিল, করে দিবসে ডাকাতি।। গো—
- পরচিতান— বিশাখায় আসিয়ে, আমাকে দেখাইয়ে, সখী এই চিত্রপট।
পাড়ন — ঐ রূপ দরশনে, দাসী হলেম শ্রীচরণে, কে জানে এত যে লম্পট।।
ফুকার — পিরীতি কি রীতি আগে মোর জানা ছিল না,
আমি ভেবে দেখলেম চৌদিকে ভীষণ ছলনা।
সুখে দুঃখ উপজিল, দুঃখের শেল বুকে র'ল,
ছল করে কালা গেল, কলঙ্ক গেল না।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — দেখে রাই রঙ্গিনীর উন্মাদনা বলে মালিনী সখী।
পাড়ন — ও তোর বন্ধু গেছে মধুপুর, সে দুঃখে হলি কাতর,
মৈর্য ধর গো রাই বিধুমুখী।।
- ফুকার — রাই তোর বন্ধু গেছে মধুপুরে, পূর্বের কথা মনে করে,
কৈদে হলি মৃতপ্রায়, ভাবি এই বুঝি প্রাণ যায় গো যায়।
ত্রিভুগতে কার না পতি, বিদেশেতে করে গতি,
রাধে তোর মত আর কোন যুবতী, পতিশোকে প্রাণ হারায়।।
- মিল — উদ্বেগ কলহ কণ্ঠ সেবনে বৃদ্ধি, ধৈর্যতে কার্যসিদ্ধি,
এই কথা সবে জানে।
- মুখ — পিরীতি করে ঘরে পরে, তোর মত রাই মরে কয় জনে।।
- ডাইনা — আবার বললি, মৃত্যুশয্যার করব আয়োজন,
ওগো রাধে তুই কি মোদের বিদায় দেওয়ার ধন।
তুই আমাদের আশা-তরী, তোর আশাতে জীবন ধরি,
তুই থাকিলে আবার হরি, আসবে এই বৃন্দাবনে।
- ফুকার — বললে রাখালের প্রেম ভালবাসি, ঘরের বধু পরের দাসী,
হয়ে কত পেলেম দুঃখ, ও তোর লাজের মুখে ছাই পড়ুক।
ভালবাসার ভালবাসায়, কখন বা অকূলে ভাসায়,
এই যে একবার কাঁদায় একবার হাসায়, পিরীতের মজা ঐটুক।।
- ফুকার — বললে, দুঃখের শেল বক্ষেতে র'ল, ছল করিয়ে কালা গেল,
জালা হ'ল অসম্ভব, কেন সেধে দিয়েছিলি সব।
সুখ দুঃখময় এ সংসারে, দুঃখ অস্তে সুখ কে না করে,
ও গো দুঃখ না থাকিলে পরে, সুখ হতো কি অনুভব।।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন — ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বাণুলী আদেশে, দ্বিজ চণ্ডীদাসে, রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
পাড়ন — ও তার যত কথা, তাতে শুধু পবিত্রতা, সুশিক্ষার সূক্ষ্ম নিদর্শন।।
ফুকার — একদিন নিভৃত নিকুঞ্জে বসে, রাইকে বলে ভালবেসে, শ্যাম বনমালী,
এই লও প্রেম-পুষ্পের শেষের অঞ্জলি : করে পঞ্চেন্দ্রিয় চরিতার্থ,
হারাইলেম আমি পরমার্থ,
দুর্লভ জনম গেল ব্যর্থ, আরতো চাই না রাই রসকেলি।।

- মিল — আমায় বিদায় দাও জন্মের মত আমি স্বধামে যাই,
অমনি তাই শুনে কেন্দে কয় রাই, এ কি বল বল।
- মুখ — তুমি যাবে যথা, আমায় নিবে তথা, এই না কথা ছিল।।
- ডাইনা — বিদায় বলিয়া নাথ কি দায় ঘটালে, হৃদয় সাগরে বাড়ব অনল উঠালে,
কে তোমায় সাধিয়েছিল করিতে পিরীতি,
বল দেখি, এই কি নাকি পুরুষের রীতিঃ আগে কত না করেছি মানা,
(আমায় ছুঁইয়োনা ছুঁইয়োনা বলে,) মথুরার হাটে যেতে, সখী সাথে পথে পথে,
কতবার বয়ে দিলে বাধা।
আমারে ভালবাসিতে, তোমার ঐ ভাল বাঁশীতে,
ডাকিয়েছ বলে রাধা রাধা।।
আমার সেই স্বরে প্রাণপাখী বিধ্বং, কালা কাল গেল হে কেন্দে কেন্দে;
তোমায় না পাইব যতদিন, কেন্দে কেন্দে ততদিন, করিব স্বরূপ রূপ ধ্যানঃ
আমি আমায় বিলাইব, প্রেম স্বরূপে মিলাইব, তোমার পিরীতে পোড়া প্রাণ।
তাজিয়ে ব্রজভূমি কোনদেশে যাবে তুমি,
অন্তর টেনে হে অর্ন্তয্যামী, দুটি কথা বল।
- খাদ — ছেড়ে গোপীর সেবা, কোন দেশে বা, বেশী আলো।।
- ফুকার — কেন সাজাইয়া পারের তরী, কাণ্ডারী হইয়া হরি, নিলে তরীতে,
বুঝি দুর্বলার সর্বনাশ করিতেঃ
তুমি গোলোকবিহারী কর্ণধার, বলে মন ভুলালে রাধার,
সুখ নাই আমার শুকনায় এবার, বুঝি ডুবে হবে মরিতে।।
- মিল — আমি কেনবা সতী ধর্ম্যে দিলেম জলাঞ্জলি,
এখন সেই অনুতাপে জ্বলি, কর্মের ফল ফলিল।।
- অন্তরা — ও বন্ধুরে আমারে কান্দায়ে যেন তুমি থাক সুখে।
তোমার যত রকম আশুন আছে, দিয়ে যাওহে আমার বুকে।।
আমি তোমার ভালবাসায় ভুলে, কালা কালি দিলেম কুলে,
লোকসমাজে বের হব কোন মুখে।
আমি ডুব দিব অকুল পাথারে, তোমার প্রেম পিরীতির দুখে।
যেন তোমার নব দুখ রাশি, আমার বক্ষে না পরশে আসি,
যেন ভালবাসি দূরে থেকে।
আমি যাই যদি অকূলে মিলে, যাব প্রীতির স্মৃতি রেখে।।
- পরচিতান— কি দূরভিসন্ধি, দুই মন করে বন্দী, এখন করিতে চাও ছিন্ন।।
- পাড়ন — স্বয়ং প্রজাপতি, দিল এই মিলন আরতি,এত বিরতি, কি জন্য।।
- ফুকার — আগে জানি তুমি রসিক সৃজন, করে কত সাধন ভজন,
লভিলে আমায়ঃ তোমার প্রীতিতে যে জাতি কুলমান যায়ঃ
(ওগো)বন্ধু তোমার অদর্শনে, দিন যাবে অশ্রু বর্ষণে,
আকর্ষণে বিকর্ষণে, একদিন কেন পাবো না তোমায়।।
- মিল — বল কি দুঃখে, কাল মুখে, এমন ভাল কথা,
আমি যাই কোথা, হারাইয়ে আমার প্রাণের আলো।।

এ—জবাব

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন রসময়ীর রসলাপে, বলে রসময় কানাই।
- পাড়ন — তুমি সমর্থা প্রেমের পাণ্ডী, প্রেমতীর্থের সহযাত্রী,
কামগায়ত্রী তোমার জানা নাই।
- ফুকার — রাধে নিত্যময় শ্রীবৃন্দাবনে, নিত্যলীলা তোমার সনে,
করি আমি অবিরামঃ আমার আরাধা শ্রীরাধা নামঃ
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্য, যত্র পুরী বৃন্দারণ্য,
তোমার নিষ্ঠাম প্রেম সাধনার জন্য, ধন্য হল ব্রজধাম।
- মিল — তোমার গুণে হল আমার ইন্দ্রিয় দমন,
অপ্রাকৃত নবীন মদন, হয়েছি তোমার গুণে।
- মুখ — রাধে তোমার প্রেমের দেনা, শোধ হবেনা আমার জীবনে।।
- ডাইনা — ব্রজভূমি ছেড়ে আমি কোন দেশে যাবঃ
দেব ছাড়া দেশ ভাবের আবেশ যে দেশে পাবঃ
আর রবনা এ ভুলোকে, চলে যাব সেই গোলোকে,
নিত্য শুদ্ধ প্রেমালোকে, থাকব মোরা দুই জনে।
- খাদ — প্রেম পিরীতির কিবা রীতি প্রেমিকে জানে।
- ফুকার — বললে, উঠালে পারের তরীতে, এখন হয় ডুবে মরিতে,
মরার ভয় করো না আরঃ কভু মরণ হয় না প্রেমিকারঃ
কামের সেহে যৌবন জরা, তাদের আছে জরা মরা,
নিষ্ঠাম কৃষ্ণপ্রেমে মজে যারা, জরা মরার পর পার।।
- ফুকার — বললে, দিন যাবে অশ্রু বর্ষণে, আকর্ষণে বিকর্ষণে,
পাব কিনা নন্দলালঃ ধরে থাকো আশা তরীর হালঃ
শ্রীদাম শাপের এই আকর্ষণ, মর্ত্যলোকে পেলে দর্শন,
হবে ঋণস্থায়ী বিচ্ছেদ বিকর্ষণ, স্থায়ী মিলন অনন্তকাল।।
- ফুকার — বললে, তোমারে কান্দায়ে নাকি, আমি নিজে হব সুখী,
এ কান্দা তো কান্দা নয়ঃ প্রেমে হাসি কান্দার অভিনয়ঃ
প্রেমরাজ্যেতে বারোমাসই, ঋণেক কান্দা ঋণেক হাসি,
রাধে না থাকিলে আঁধার নিশি, পৌর্ণমাসীর মান্য যায়।।
- ফুকার — বললে, বন্ধু তোমায় করলেম মানা, ছুইও না আমায় ছুইওনা,
তবু ছুইলে আমাকেঃ তোমায় ছুইয়ে ছিলেম দায় ঠেকেঃ
বৃষভানুর ঘরে গিয়ে, ছিলে জন্ম অন্ধা মেয়ে,
সেদিন আমি যদি না সেই ছুইয়ে, চোখ ফুটায়ে দিত কে?
- ফুকার — বললে, কথা ছিল যাবে যথা, আমাকেও নিবে তথা,
আজ কেন হলে বিরূপঃ আমি ভুলবনা তোমার স্বরূপঃ
প্রেমঋণ শুধিবার তরে, যেদিন যাব নদেপুরে,
সেইদিন ডুবে তোমার রূপসাগরে, আমি হব গৌর রূপ।।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন — ২নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

পরচিতান — ও হে রাধারমণ, করে মদন দমন, হলে মোর শমন সমান।

পাড়ন — তুমি তত্ত্বজ্ঞানে, ছেদিলে মদন বাণে, কোন প্রাণে হানিলে বিচ্ছেদ বাণ।।

- ফুকার — বন্ধু আমি তোমায় কামের ভাবে, জীবনে চেয়েছি কবে, সে চন্দ্রাধনি,
আমায় মান করালে সেজে তোমার কাম রঙ্গিনীঃ
আমি আশ্বসুখ দিয়ে বিসর্জন, কিসে করলেম এই বিষ অর্জন,
কি সোথে করিবে বর্জন, আপন প্রেমসাধনার সঙ্গিনী।।
- মিল — শুনি এ সংসার প্রশংসার সার হয় রমণীর গুণে,
কেন এই কথা জেনে শুনে, আমায় দিবে বনে।
- মুখ — বল শ্যামত্রিভঙ্গ, কোন নারী সঙ্গ, করবে নাকি এ জীবনে।।
- ডাইনা — মন হতে মনসিদ্ধ নিজ নিজ ভাবে হয়,
সে মন আমারে দিলে কে করে করিলে জয়ঃ
বনমালী চতুরালী কোথা হতে শিখে, মৃত্যুবাণ সম হান, অবলার বুকে;
এই রূপ কান্দালে কান্দিতে হবে, শুধু কান্দলে হবে না নীরবে;
শ্রীচৈতন্য শূন্য দেশে, কেন যাবে অন্য দেশে, ভুলে ব্রজের ফুলের বিছানা।
ক্ষুধায় কান্দিবে যখন, কেবা দিবে ক্ষীর মাখন, কে খাওয়াবে দধি দুগ্ধ ছানা।
কেন কান্দতে যাবে অন্তরালে, আমার এ দুশ্চিন্তায় অন্তর জ্বলে;
ভুলিবে কেমনে খুলিবে কেমনে, মনে মনে যে মন বাধা,
নারিব রহিতে তোমার সহিতে, দহিতে দহিতে কান্দা।
ধরিব অন্তর দৃষ্টি, হেরিব সারা সৃষ্টি, কর সুখা কি বিষ বৃষ্টি, এই ত্রিভুবনে।।
- খাদ — কড় আছে কি নিরানন্দ, বন্ধু বৃন্দাবনে।।
- ফুকার — যথা হ্রেষ নাহি তথা স্বদেশ, বিদ্রোহী সব দেশ বিদেশ, মনে মনে লইঃ
এমন প্রেমের ভূমি বল তুমি খুজে পেলো কইঃ
হায় হায়, ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য, হিংস্র জন্তু হিংসা শূন্য,
যে দেশ ইহার অগ্রগণ্য, যেন তথায় সেবার দাসী হই।
- মিল — ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ভেবে কর্ম করে জানী,
তুমি না বুঝে চিন্তামণি, এমন করলে কেনে।।
- অন্তরা — ও বন্ধু যাও ভাল'র ভাল আলোময় দেশে।
যেন তোমার কাল বরণ আমার স্বরণ পথে মেশে।।
কালচন্দ্র চন্দ্রালোকে, যেন মিশে না যাও নেশার কোঁকে,
তাই তোমাকে বলি ভালবেসে।
পুনঃ তোমায় মরতে দেখে, যেন ধরতে না হয় কেশে।।
তুমি কল্পনাভীত কল্পতরু, আমায় ভেবে প্রেমের গুরু,
ধর্মভীরু হইলে কর্মদোষে।
তোমার গুণাভীত হয়ে চিত, ও মিশুক অনন্ত আকাশে।।
- পরচিতান— দেহতরী নিয়ে, জীবন নদী বেয়ে, এসেছ শ্রীবৃন্দাবনে।
- পাড়ন — বল রসিক নাগর, কতদূর অনন্ত সাগর, নিরন্তর পেলেম না ধ্যানে।।
- ফুকার — দেখি আকাশ অনন্ত জলধি, তা হতে যে কত নদী,
ছুটল কত দিকঃ বল কোন ক্ষুদ্রে সমুদ্রের খেলা দেখে করবে ঠিকঃ
তুমি ভেবে সে সমুদ্রের ধারা, না পেয়ে তার কুল কিনারা,
শেষে হয়ে দিশেহারা, তুমি ব্রজে সেজেছ প্রেমিক।।
- মিল — তুমি কোনদিন মিশেছিলে নাকি সে অনন্তে,
সেদিক যেও হে কান্তে কান্তে, চেওনা পিছনে।।

শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা প্রার্থনা — ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কৃষ্ণ যোগেশ্বর যোগে বসে, নিভৃত কুঞ্জবাসে, আকাশে মন-পবন ভ্রমে।
 পাড়ন — হৃদে বাঁশরীর রাগিনী, ক্ষুধিতা বাঘিনী,
 এল বিনোদিনী, চিত্তা দন্ধা কান্তাপ্রেমে।।
- ফুকার — রাধে ভয়ে ভীতা প্রীতি প্রীতা, হৃতমানসা, কৃষ্ণের স্বস্তিকাদি বিকারের দশাঃ
 রাইকে দেখে মুখে নাইকো জবাব, নাই যেন কামিনীর অভাব,
 (দেখে) মহাভাবে যুক্ত স্বভাব, (রাধে) যুক্তকরে করে জিজ্ঞাসা।।
- মিল — তখন শ্রীহরি শিহরিয়ে উঠে রাধার বাক্যে,
 অমনি বলতেছে সজলাক্ষে, চিত্ত নিত্য শুদ্ধ।
- মুখ — সতী সাধবী রাধে, ক্ষম আমায় অপরাধে, ধরি তোমার শ্রীপাদপদ্ম।।
- ডাইনা — আমি না বুঝে ব্রজে মজাইয়েছি কুলজাকুল,
 সত্ত্বগুণের এই স্বস্তে, আশ্রয়তত্ত্বে করেছি ভুলঃ
 সংস্পর্শ ভোগের লোভে, নর কি নরকে ডোবে,
 থাক পূর্বের পবিত্রভাবে, হয়ে পতির বাধ্য।
- খাদ — জন্মের শোধ বিদায় দিয়ে আমায় যাও হে অদ্য।
- ফুকার — কত হাসায়েছি কান্দায়েছি দিয়ে অপবাদঃ রাধে সে সকলি আমার অপরাধঃ
 এখন উপেক্ষিয়ে উপহাসে, পতিপ্রেম পবিত্র রসে,
 চিত্ত রেখে নিত্যের দেশে, তুমি ভোগ কর আশ্বপ্রসাদ।।
- মিল — দেবী তোমার ন্যায় সতী ত্রীলোক ত্রিলোকে নাই কেহ,
 আমি এমন পবিত্র দেহ, করেছি অশুদ্ধ।।
- অন্তরা — পড়িয়ে বিপদে ধরিয়ে শ্রীপদে, ক্ষমা চাহি রাধে, ফিরে ঘরে যাও।
 তোমার বিদরে ও বুক, আমায় দিতে দুখ, কেন কমল মুখ, সলিলে ভাসাও।
 অমল কমল এ মলে ফেলিয়া, পাপের অনুতাপে মরিব জুলিয়া,
 দিও কিছু দণ্ড চরণে দলিয়া, পদে যদি ব্যথা নাহি পাও।।
- পরচিতান — যত গোকুলের গোপ কন্যে, তাহাদের রূপ লাভণ্যে, অরণ্যে হরে মম জ্ঞান।
- পাড়ন — পেয়ে দানঘাটে পারঘাটে, তাদের যৌবন লুটে,
 মনে সে তাপ উঠে, আমি আমার করিয়ে ধ্যান।।
- ফুকার — রাধে সাধে জরা ব্যাধির রাজ্যে হলেম পরাধীন,
 হলেম পুরুষ হয়ে মেয়ে লোকের ঋণঃ
 সেথায় মদন রাজার বাণের দরুণ, কষ্টদায়ক অষ্ট মৈথুন,
 আমি যে স্বগুণে নির্গুণ, সে সব ভুলেছিলাম (রাধে) এতদিন।।
- মিল — আর তো যাব না দানঘাটে কি খেয়াঘাটে,
 চড়ে যোগপাটে, দশম দুয়ার আমার হল রুদ্ধ।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন কৃষ্ণ যোগেশ্বরের বাক্য বলে যোগেশ্বরী রাই।
- পাড়ন — মোদের অভিন্ন মধুর প্রণয়, তুমি আমি ভিন্ন নয়,
 ভাব বিনিময় ভাবে দেহ পাই।।
- ফুকার — বললে, কাজ কি থেকে ব্রজধামে, প্রণাম করে তব প্রেমে,
 দূর বিদেশে যাব রাইঃ তোমার কথা শুনে ব্যথা পাইঃ
 কাম্য কি আর ছায়া ছেড়ে, থাকতে পারে স্থানান্তরে,

- আমি জন্ম কিংবা জন্মান্তরে, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।।
- ফুকার — বললে, আর হবে না দৈহিক মিলন, আর হবে না দোল রাস কুলন,
বললে কি হে পীতবাসঃ আমার অন্তরাখ্যায় তোমার বাসঃ
লীলাময়ের লীলার জন্য, বৃন্দারণ্য হলো ধন্য,
তোমার প্রেম পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন, যুগান্তে হবে না নাশ।।
- মিল — স্বর্গ নরক করে পরখ শ্যাম প্রেমে মজি, জন্মে জন্মে তোমায় ভজি,
প্রেমরাজ্যে মন গিয়েছে,
- মুখ — কৃষ্ণপ্রেমে মরুভূমে মহাভাবের জোয়ার এসেছে।।
- ডাইনা — নিম্নাম প্রেমের ভূমি নাকি করলে অশুদ্ধঃ অশুদ্ধ নয় প্রেমপরশে করেছ শুদ্ধঃ
গোপকন্যার দেহক্ষেত্র, আগে ছিল অপবিত্র,
নন্দপুত্র পরশ মাত্র, সুপবিত্র হয়েছে।
- ফুকার — নাকি সাজিয়ে সে দীনের অধীন, শুধিবে আমার প্রেম ঋণ,
এ কথা কও অকারণঃ দিলেম কৃষ্ণপ্ৰীতে দেহ মনঃ
শ্যামপ্রেমে প্রাণ বিকায়েছি, এ দেহ তোমায় দিয়েছি,
যখন তুমি আমি এক হয়েছি, কে খাতক কে মহাজন?
- ফুকার — বললে, কেঁদে যখন ধরা ধরি, এই কঠিন দেহকে ধরি,
কোমলের ছাপ দিও রাইঃ বন্ধু তোমার মত কোমল নাইঃ
অন্তরে রও অন্তর্যামী, বাহিরেতে থাকব আমি,
যখন কেঁদে তুমি পড়বে ভূমি, আমি যেন ব্যথা পাই।।
- ফুকার — বললে, কেহ হলে অপরাধী, সাধু দিলে মহৌষধি,
মহাব্যাধি হয় হতঃ ভবে প্রেমরোগের রোগী যতঃ
হলে প্রেমের মহাব্যাধি, প্রেমের মিলন নিরবধি,
জানি বিষস্য বিষমৌষধি, বিধে বিধে অমৃত।।

শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা প্রার্থনা — ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বললে, প্রেমে প্রাণ করে ছয়, আজ শিখাও ধর্ম পুণ্য, হবে না যাবত এ জীবন।
- পাড়ন — তোমার প্রবল প্রেমের বিকার, বিচ্ছেদে অস্বীকার,
এ যে নরকের দ্বার, বিহনে আত্ম সংশোধন।।
- ফুকার — করে কোটি প্রণাম তোমার প্রেমে, ক্রমে যাব দূর দেশ,
বুকে রেখে এ প্রেম সুখ দুঃখের ক্রেশঃ
আর তো হবেনা এই দৈহিক মিলন, নাশ হল রাস ফুলদোল কুলন,
থাকলে প্রেমের অনুশীলন, হবে ভাবাবেশে সমাবেশ।।
- মিল — আমি বজ্রবাণ নিক্ষেপিব তোমার কোমল প্রাণে,
শেষে কান্দিব লক্ষ গুণে, নিজ কর্মে নিজে।
- মুখ — কেন্দ্রে রজনী দিন, শোধ করিব তোমার এই ঋণ,
দীনের অধীন কাঙাল সাজে।।
- ডাইনা — ছলে বলে কৌশলে খেলেম তোমার সতী ধর্ম,
মানুষে করে কি এ মহাপাপের কর্মঃ
নির্মল প্রেমক্ষেত্র তুমি, অশুদ্ধ করলেম আমি,
এখন ক্ষমা চাহিয়া নমি, তোমার পদাঙ্গুজে।
- খাদ — কঠিনে কড়ু কোমলের কি যতন বুকে।।

- ফুকার — আমার ভরসা যে ভালবাসা, ধর না মোর পাপ,
রবে মর্মভেদী কর্মের অনুতাপ;
যখন কান্দিতে ধরা ধরি, কেউ করবে না আমায় ধরাধরি,
এই দেহ ধরতে কিশোরী, দিও কঠিনে কোমলের ছাপ।।
- মিল — আমার কারণে হলে কুলনাশা নেশার বাধ্য,
এ ত্যাগ অতীব সহজসাধ্য, জপে আত্মবীজে।।
- অন্তরা — ভুলিতে কিশোরী আমি যদি পারি, গিরিধারী ধারিণী কেন পারিবে না।
থেকে গৃহবাসে, মনে রেখ দাসে, প্রেমের পরশে পরে হব সোনা।।
আকুল পরাণে কান্দিয়ে কান্দিয়ে, দুই আখর পাশে রাখিও বান্ধিয়ে,
তিন আখর বাণ মরমে বিদ্ধিয়ে, তোমার বন্ধুয়া দেশে ফিরিবে না।।
- পরচিতান — তুমি বিচ্ছেদ বিগলিতা, অর্ধ-আত্মবিস্মৃতা, নিঠুরের মায়া মমতায়।
- পাড়ন — আবার ফিরে যাও নিষ্কামে, দেখবে পরিণামে,
তোমার মধুর প্রেমে, কোন দেশে তোমায় নিয়ে যায়।।
- ফুকার — তোমার সতী ধর্ম নাশ করেছি করে বলপ্রয়োগ,
প্রেমের নির্মলতায় আমার এই বিয়োগ;
কোন দোদগি পাষাণ যদি, সাধুর কাছে হয় গো অপরাধী,
সে দিয়ে প্রেম মহৌষধি, নাশে মহাপাপ তার মহারোগ।।
- মিল — এমন লম্পটকে উদ্ধারিতে হলে কলঙ্কিনী,
রব কতকাল তোমার স্বামী, কেউ পাবেনা খুঁজে।।

বিরহ (মেঘদর্শন) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কৃষ্ণ অন্বেষণে, ফিরে বনে বনে দুঃখিনী বিরহিণী রাই।
- পাড়ন — দিবা অবসানে, চেয়ে আছে মেঘের পানে, নয়নে পলকমাত্র নাই।।
- ফুকার — যেন প্রকৃতি ধরে তুলি, আঁকিছে ছবিগুলি, রবিকর রঙ ভেঙে লয়,
মেঘের কি খেলা এক দৃশ্য অদৃশ্য হয়;
নদী পর্বত বন উপবন, গাভী বৎস কত কুসুমকানন,
রাধা তার মধ্যে করে দরশন, ও তার মনের মানুষ রসময়।।
- মিল — তখন সখীগণ গেল রাধার অন্বেষণে,
সখীর গোচর আনন্দ মনে, রাই বলতে লাগল।
- মুখ — অনেক দিনের পরে, বন্ধু আমায় মনে করে, ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিল।
- ভাইনা — সখী ঐ চেয়ে দেখ গোবর্দ্ধন পর্বতের মত,
উল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সে তো:
আমাকে ভালবাসে, তাই সে লুকায়ে হাসে,
হাসি বিদ্যুতের মত এসে, আমার গায় লাগিল।
- খাদ — আজ আমার পোড়া পরাণ একটু জুড়াইল।।
- ফুকার — বন্ধুর কত খেলা দেখেছি, ছবি ঐকে রেখেছি,
হবনা তা বিশ্বরূপঃ সখি সে সকল তোদের কাছে বলি শোনঃ
গাভী বৎস রাখাল সনে, সখা দেখা দিল এসে গোচারণে,
দেখতে দেখতে কি সন্ধানে, আবার যেন কোথায় করল পলায়ন।।
- মিল — বন্ধু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, আর তো সেখানে নাই,
তথা দাঁড়ায়ে ধবলী গাই, মেঘের ন্যায় ডাকিল।।

- অন্তরা — বন্ধু বুঝি মধুরাতে নাই, সখীগো বন্ধু বুঝি মধুরাতে নাই।
বুঝি কান্দাইয়ে সে দেশের পুরুষ রমণী ঐ দেশে নিয়েছে ঠাই।।
যে দেশে ঐ কমলাখি, ওকি নূতন ব্রজ গোকুল নাকি গো,
বলগো সখি, শুনে প্রাণ জুড়াই।
আমি যাব কিনা ও দেশে, বন্ধুর তালাসে, তোদের অনুমতি চাই।।
বন্ধুয়ায় যে ভালবাসে, সখি কান্দিতে হয় তার অবশেষে গো,
মধুরাতে বুঝেছে সবাই।
তারে তবু কেন মানুষে, এত ভালবাসে, বসে বসে ভাবি তাই।।
- পরচিতান — তোরা দেখ দেখ দেখ সই, আমার বন্ধু যে ঐ, সুদূর দেশে করে বাস।
- পাড়ন — রাখতে প্রেম সম্বন্ধ, নিয়ে বন্ধুর অঙ্গের গন্ধ,
এসেছে ঐ দেশের বাতাস।।
- ফুকার — সখি ঐ মানুষ যে দেশে যায়, কি সুন্দর সাজে সাজায়,
সে দেশের যত জিনিষ : কত রসের ওই তোরা ওরে কে চিনিস্?
যে দেশে ও নিয়েছে ঠাই, মরে আমি যেন সেই দেশে যাই,
এমন রসের মানুষ যে দেশে নাই, সখি সে দেশে অমৃত বিয়।।
- মিল — এখন সকলি ঢাকিল সন্ধ্যার অন্ধকারে,
বুঝি আজ আমার বন্ধুয়ারে, দেখা সাঙ্গ হ'ল।।

(৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল,)

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে উন্মাদিনী রাধার বাণী, অমনি সঙ্গিনীগণ কয়।
- পাড়ন — রাই তুই প্রাণবধূয়া বিহনে, কান্দিতেছিস বনে বনে,
দুই নয়নে দেখিস কৃষ্ণময়।।
- ফুকার — অদ্য দেখে কালো মেঘের কান্তি, হয়েছে তোর কৃষ্ণ ভ্রান্তি,
মনে ভেবে প্রাণনাথঃ রাই তোর দুই নয়নে অশ্রুপাতঃ
দেখতে পাবি ক্ষণেক পরে, বাতাসে মেঘ যাবে উড়ে,
তখন শ্যাম বিচ্ছেদে রাই তোর শিরে, হবে দুঃখের বজ্রাঘাত।।
- ফুকার — বললে, বল দেখি গো প্রাণসখী, ঐ কি আমার কমলাখি,
দেখা দিয়েছে আমায়ঃ রাই তোর বন্ধু আছে মধুরায়ঃ
গিযে মধুরা ভুবনে, তোর কথা তার নাই কো মনে,
ওসে বসেছে রাজ সিংহাসনে, কুজারে রেখেছে বাঁয়।।
- মিল — সত্য সত্য রাই যদি তোর শ্যাম এসে থাকে,
তবে কি গোকুলের লোকে, অন্য কেহ দেখতো না?
- মুখ — মনহরা মুরলীর স্বরে, রাই বলে কি তোরে ডাকতো না।।
- ডাইনা — আবার বললি শ্যামের হাসির ঝলক লাগে গায়ঃ
হাসি নয় ও কালো মেঘে বিজুরী খেলায়ঃ
আসত যদি কালোশশী, বেজে উঠতো মোহনবাঁশী,
ধেনু বৎস ব্রজবাসী, নীরব কেউ থাকতো না।
- খাদ — ভ্রান্ত মনে কান্ত বলে করিস কল্পনা।
- ফুকার — বললি ধেনু বৎস রাখাল সনে, দেখতে দেখতে কি সন্ধানে,
হয়ে গেল অদর্শনঃ করলি মেঘে কৃষ্ণ দর্শনঃ

- যে রূপে যার নয়ন ভোলে, সেই রূপ তার সর্বত্র খেলে,
যেমন নীল চশমা চক্ষে দিলে, জগৎ দেখে নীল বরণ।।
- ফুকার — বললি, প্রাণবঁধুয়া রয় যে দেশে, যাবি নাকি তার তালাসে,
ওনে বাঁচিনা লজ্জায়ঃ রহি তোর এ কথা কি শোভা পায়ঃ
মানের দিনে কাঁদতে কাঁদতে, যে ধরে তোর পদারবুন্দে,
এখন সেধে তারে গিয়ে আনতে, ধরবি কি পায় - ধরার পায়।।
- ফুকার — বললি, প্রাণবঁধুয়া রয় যে দেশে, যাব আমি তার তালাসে,
অনুমতি দে বুঝেঃ রহি তোর একথা কিসে সাজেঃ
সে যদি তোর পরাণ বঁধু, খুঁজতে কেন যাবি শুধু,
জানি ভ্রমর খোঁজে ফুলের মধু, ফুলে কি ভ্রমর খোঁজে।।

বিরহ (মেঘদর্শন) ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — নাকি মেঘের সাজে, ভেবে রসরাজে, ভুল বুঝে হয়েছি আকুল।
- পাড়ন — দুঃখ করে বলি তোরা আমার শত্রু হলি,
কেন মোর ভেঙে দিলি ভুল।।
- ফুকার — এ মন যে ভুলে ভুলেছিল, সে ভুল যে কত ভাল, না বুঝে তার মাহাত্ম্য,
তোরা করেছিস দুঃখিনীর পর দৌরাত্যঃ তুলে দিয়ে ভুলের গোড়া,
কি আগুনে আমায় দিলি পোড়া, যে সত্য শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া,
ভবে সেই সত্যই অসত্য।।
- মিল — যদি নির্ভুলে তাকে ভুলে শুধু স্থলে থাকে,
ওসে যা দেখে মিথ্যা দেখে, চোখে মায়ার দোষে।
- মুখ — তোদের পায়ে ধরি, পাঠায়ে দে সহচরী, আমি যাই সে ভুলের দেশে।।
- ডাইনা — সখি যে দেশে লতায় পাতায় শ্যামের প্রেমরূপ মাখা,
ও তার ছবি আঁকা, মাঝে মাঝে নামটি লেখাঃ ডাকলে পাখীগুলি,
শোনা যায় কৃষ্ণবুলি, আমি সেই দেশে যেন ভুলি, ভাবের নবরসে।
- খাদ — সুরসিক নীরস সত্য কিলো ভালবাসে।।
- ফুকার — ওসে রূপের ধ্যানে কল্পনায়, সেই দেশে মন যেতে চায়,
যে দেশে প্রাণবন্ধুঃ করব আশ্বাদন রসরাজের প্রেমসিদ্ধুঃ
হেরিব সে বিমলকান্তি, হোকনা আমার পূর্ণপ্রাপ্তি,
তাতে পাব যত শান্তি, নাই সই এদেশে তার একবিন্দু।
- মিল — সখি সৎজ্ঞানী সত্যবাদী কিংবা জিতেন্দ্রিয়,
তারা কভু নয় বন্ধুর প্রিয়, যদি প্রেম না আসে।।
- অন্তরা — এই দেশে আর রইতে চায় কি মন। সখীরে, এই দেশে—
আমি কি যেন কি ভাবিয়া, ভাবার্ণবে ডুবিয়া, পেয়েছিলাম প্রাণধন।।
এদেশ যখন কৃষ্ণশূন্য, সখী রয়েছে তার লীলার চিহ্ন গো,
বৃন্দারণ্য অরণ্যে গগন। আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি,
জ্বলে পুড়ে মরি সখি, না পেয়ে তার দরশন।।
বন্ধুর মুখে শুনেছি আমি, পাদমেকং ন গচ্ছামি, তাজে ব্রজ আনন্দভবন।
যদি না হইত রজনী, দেখাইতাম সজনী, মেঘের কোলে বৃন্দাবন।।
- পরচিতান — হলে অতিজ্ঞানী, ভুলে দিন-রজনী, করে সই কুট অনুসন্ধান।
- পাড়ন — যারা নির্মল প্রেমে, ভুবে থাকে ধরাধামে, তাদের হয় ভুলের অবসান।।

- ফুকার — শিশু ধ্রুব সরল বিশ্বাসে, একাকী বনবাসে, তারে করল আত্মদান,
ভুলে করিত হরিপ্রেমের গানঃ ভেবে পদ্মপলাশলোচন,
বাঘ ভালুক করত আলিঙ্গন, ভুলের ঘরে কিসের কারণ,
তারা নাশে নাই সেই শিশুর প্রাণ॥
- মিল — সখি যে ঘারে আকুল প্রাণে ডাকতে পারে,
আপন ভুলিলে দেখতে পারে, তারে আকাশ বাতাসে।

(সন ১৩৩৭)

বিরহ (রাই উন্মাদিনী) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীহীন শ্রীবন্দারণ্য।
- পাড়ন — যত ব্রজবাসী, কেন্দে ফিরে দিবানিশি, গোকুলে নাই শ্যামসুখের চিহ্ন॥
- ফুকার — বিরহিণী রাই দুঃখের অনল বুকে নিয়ে, কদম্ব কাননে গিয়ে,
উন্মাদিনী চারিদিকে চায়ঃ হায়রে হায়, ক্ষণেক যায় যমুনার তীরে,
ক্ষণেক ভাসে নয়ননীরে, পূর্বের কথা মনে করে,
রাধার দুঃখে যেন বক্ষ ফেটে যায়॥
- মিল — এমন বুক-ফাটা দুঃখ কার বা কত সয়,
সখীর প্রতি শ্রীমতি কয়, কি করি সেই বলনা।
- মুখ — কাল বলি কাল আসবে বন্ধু, কই সে তো আর ফিরে এলনা॥
- ডাইনা — অভাগিনীর আর কি ফিরে আসবে সে কপাল,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কান্দব কতকালঃ
জন্মের মত সে আমারে, ছেড়ে গিছে বহুদূরে,
সে যে ব্রজে আসবে ফিরে, মনে তো আর বলেনা॥
- খাদ — ব্রজবাসীর সুখের কপাল বুঝি ফিরে এলনা।
- ফুকার — প্রাণ সখীরে, এই কদম্বের মূলে বসি, শ্যাম যখন বাজাত বাঁশী,
নত শিরে শুনতো তরুণগণঃ সে কীৰ্তনঃ হায়, এখন তারে হয়ে হারা,
বৃক্ষের নাই আর সে চেহারা, পত্রে দেখ ঐ নেত্রের ধারা,
হাচ্ছে অহোরাত্র ধরাতে পতন॥
- মিল — ও তার গুণে মুগ্ধ পশুপাখীগণ,
ঐ শোন সবাই করে রোদন, তারে তো কেউ ভুলেনা॥
- অন্তরা — আমার কঠিন হিয়া বলে, এ বিরহানলে জ্বলে জ্বলে, আমি মরিনে।
যদি কোমল পরাণ হইত, এতদিন কি রইত, সেই দিন যাইত প্রাণ বন্ধুর সনে;
প্রাণ সখীরে, যে দিন রথযাত্রা, সেই দিন যাইত প্রাণ বন্ধুর সনে॥
পাখাণ বিদরে যে দুঃখ কহিতে, সে দুঃখ সহিতে কে পারে মহীতে,
আমার বহুকাল গেল দহিতে দহিতে, আর বুঝি সহিতে পারিনে॥
- পরচিতান — হের সখী তরুলতায় দুঃখের পরিচয়।
- পাড়ন — বন্যফলে নাই রস, গাভীর বানে নাই সে গো-রস, সবই নীরস বিনে রসময়॥
- ফুকার — প্রাণ সখীরে, বনফুল সব মনোদুখে, কাঁদিতেছে অধোমুখে,
শুকায়েছে শেফালী জবা, কেন বাঃ সেই ব্রজের এই দশা হেরে,
কার পরাণে ধৈর্য্য ধরে, কেবা কবে নিল হরে, সুখময় গোকুলের সে শোভা।

(সন ১৩২৫ সাল,)

বিরহ (রাই উন্মাদিনী) ২নং
রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বন্নি সখি ব্রজে ফিরে আসবে ব্রজের ধন।
- পাড়ন — একে প্রবল আশা, তাতে দিলি এই ভরসা,
আসার আশায় হল না মরণ।।
- ফুকার — প্রাণ সখীরে, দুরাশার অনন্ত আকার, শত আগা এক প্রশাখার,
ওধু লতায় ফল ফলে কই তারঃ হায় হায় রে,
সে বিনে সকলি ফাঁকি, জগত যেন আঁধার দেখি,
দুখে আঁখি মুদে থাকি, (তবু পোড়া আঁখি) আশা পথপানে চায়।।
- মিল — একবার ভাবি বন্ধুর অঘেষণে যাই,
হাঁটিতে মাটিতে লোটিই, তাইতে পাইনা দরশন।।
- মুখ — বলনা বলনা সখি, কোথা গেলে জুড়াবে জীবন।।
- ডাইনা — ক্ষণেক যাই যমুনার তীরে আসা পথ চাই,
নিশি দিনে দ্বাদশ বনে কান্দিয়ে বেড়াইঃ
জলদবরণ পড়ে মনে, ক্ষণেক চাই সই মেঘের পানে,
বরষাতে বরষণে, হয়না আগুন নিবারণ।
- খাদ — সর্বত্র নিরখি সখি ও দীপ্ত হতাশন।।
- ফুকার — প্রাণসখিরে, শ্যাম-ওকপাখি পুষেছিলেম, ভালবাসা বাসা দিলেম,
প্রেমের শিকল পরা ছিল পায়, খুলে যায়ঃ
ফাঁকি দিয়ে গেল পাখী, ফিরে আর এলনা সখী,
মিছে করলেম ডাকাডাকি, আরতো আসবেনা সে পূর্ব পিঞ্জরায়।।
- মিল — গেল কাল বলে সে, সে কাল হল কাল,
মরতে পারলে সকাল সকাল, জুড়াইত এ জীবন।।
- অন্তরা — সখি, বিরহ আগুন হ'ল শতগুণ, কোনগুণে প্রাণ আর বাঁচে গো।
আমি পুড়ে হলেম ছাই, যখন যেথায় যাই, ধায় আগুন পাছে পাছে গো।।
এ চিত্ত চাতক পুড়ে সে আগুনে, মূর্মূরুর সুর গাহে নিশিদিনে,
শ্যাম জলধরের কৃপাবারি বিনে, জুড়াবে আর কার কাছে গো।
আমি যদি যাই মরে, পোড়াসনে আমারে, বেঁধে রাখিস তমাল গাছে গো।।
- পরচিতান — আমি মরি যদি প্রেম-জলধি হবে আমার লাভ।
- পাড়ন — তোরা আমার লেগে, কান্দিসনে কেউ শোকের বেগে,
থাকিস জেগে নিয়ে মহাভাব।।
- ফুকার — প্রাণ সখিরে, মনে বলে মরলে তারে পাই, সে কানাইঃ
যদিও দূর দেশে থাকে, ভুলে যাবেনা আমাকে,
মরলে পরে পাব তাকে, জন্মের মত বিদায় দে সবাই।
- মিল — যদি বন্ধু আসে বলিস তার কাছে,
রাধারানী মরে গেছে করতে তোমার অঘেষণ।।

সন ১৩২৬ সাল।

বিচ্ছেদ আগুন — ১নং
রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — জ্বলে বিচ্ছেদ আগুন, সহস্রগুণ রাধিকার বক্ষে।
- পাড়ন — ছুটল আগুনের বাণ, কে তাহা করিবে নির্বাণ,
দুর্বলা অবলার পরাণ, পোড়ে অলক্ষ্যে।।

- ফুকার — রাধার বক্ষ মাঝে দুঃখের আগুন এতই প্রবল, নাইরে বল,
জল বিনিময়, নয়নে অনল।
উপসর্গ দীর্ঘশ্বাসে, দীপ্তানল ঢালে বাতাসে,
রসময়ের রসের আশে, বিবর্ণা রাই স্বর্ণ শতদল।।
- মিল — অতি ভগ্নদেহ আগ্নেয়গিরি, কাতর স্বরে কিশোরী, উগারে দীপ্ত অঙ্গার।
মুখ — জ্বলে আগুন হৃদয়মাঝে, পারি না যে সহিতে সেই আর।।
ডাইনা — কোথা গিয়ে জুড়াবে প্রাণ বলে দে লো সজনী,
চিনিতে না পারি আমি, দিবা কিবা রজনী। (সবই দেখি দীপ্তিময়) আমার
নাই মরণ, নাই মরণের ভয়। সবই দেখি... যে পথে চলিত বন্ধু, সে পথের
ধূলি, দুঃখের কালে বক্ষে মাখি, শীতল জলে গুলি। (আমার তবু তো
প্রাণ জুড়ায় না লো) সকল পুড়ে গেল লো, জ্বলে গেল লো) তবু ত
প্রাণ... মনে ভাবি মনোমোহনের পরশ রস আছে, সতত আলিঙ্গন
করি, কত কত গাছে। (দেখি গাছ ভরা বিরহ বিষে গো)
(আমার এ জ্বালা জুড়াবে কিসে গো)
তাল তমাল শাল রসাল বকুল, সবাই আমায় করল ব্যাকুল,
কোন কালে পাব কি কুল—এ বিচ্ছেদ অকুল পাথর।
- খাদ — ত্বরিতে ত্বরিতে করি কত পরকার।।
ফুকার — সখী যে বনে শ্যাম আমায় নিয়ে করিত ভ্রমণ,
অনুক্ষণ ভুলে তথায় করি অন্বেষণ।
যেন তারে দেখি দেখি, ও ভুলের দেশে ভাল থাকি,
ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সখী, আগুনে আবৃত বৃন্দাবন।।
- মিল — আমি কত করি মরিবার কারণ, এ ঘটে ঘটে না মরণ,
মরার দেশ কি হলেম পার।।
- অন্তরা — আমার শ্যাম প্রেম পরশমণি, বুকে পেলে জুড়াইত বুক:
আমি আর হবে হেরিব সে চাঁদমুখ।।
সখি গো, ভালবাসা বাসা দিলেম, যতনে পুষিয়েছিলাম,
হৃদয়-পিঞ্জরে শ্যাম-শুক।
হৃদয়-পিঞ্জর ছেড়ে, শ্যাম-শুক পাখি গিছে উড়ে,
এখন পিঞ্জরে গুঞ্জরে পোড়া দুখ।।
(ও সখী গো) জ্ঞাতি বিদ্যা কুলমান, জীবন যৌবন মন প্রাণ,
সকলি দহিল সর্বভুক। একা মাত্র আমি আছি, এত পোড়ায় কেন বাঁচি,
আমার কেন বা পোড়ে না 'আমি'-টুক।।
- পরচিতান— সখী দিবা অগ্নির সপ্ত জিহা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
পাড়ন — আমার এ আগুনে কত জিহা কেবা জানে,
সহে না নয়নে প্রাণে, অসহ্য দহন।।
- ফুকার — বন্ধুর রূপের ধ্যানে পূর্ণ করি হৃদি শতদল, হই শীতল;
ধ্যান ভাঙিলে আবার সেই অনল:
জল নয় সে সুশীতল করে, আগুন নয় পোড়ায় আমারে,
এত কাদায় জনম ভরে, তবু তারে চাই কেন তাই বল।।
- মিল — আমার তোরা ব্যতিত ব্যথায় ব্যথীত নাই,
তাই তোদের পায় ধরে জানাই, করতে ইহার প্রতিকার।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — দেখে রাই রঙ্গিনীর উন্মাদনা, অমনি সঙ্গিনীগণ কয়।
 পাড়ন — তোরে বলবো কি বিধুমুখী, কৃষ্ণসুখে তুই সুখী, কেন দেখি হেন বিপর্যয়।।
 ফুকার — বললে, সবাই আমায় করল ব্যাকুল, কোন কালে পাব কি কুল,
 বিচ্ছেদের অকুল পাথরঃ যদি বিচ্ছেদ সাগর হবি পারঃ
 সাজাইয়ে দেহতরী, প্রেমানুরাগ বোঝাই করি,
 রাই তোর ধৈর্য্যকে করে কাণ্ডারী, পার হয়ে যা পারাবার।।
 মিল — আঁধারের পর আলোরশি বিধাতার বিধান,
 কান্নার পরে হাসির তুফান, দুঃখান্তে সুখ কার না হয়।
 মুখ — দুঃখেয় অনুদ্বিগ্নমনা, দুঃখ বিনা সুখী কেহ নয়।।
 ভাইনা — কোথায় গেলে পাবি তারে, শুনতে চাইলি রাইঃ
 কান্তের জন্য কাঁদিস্ শুধু, অন্তর্দৃষ্টি নাইঃ
 প্রেমময় শ্যামসুন্দরে, পাবি না হাটে বন্দরে,
 আছে তোর হৃদি কন্দরে, মন-মন্দিরে মনোময়।
 খাদ — প্রেমিকে করে না কড়ু প্রেম বিরহের ভয়।।
 ফুকার — বললে, ভুলের ঘোরে ভাল থাকি, ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সখী,
 শ্রীবৃন্দাবন অগ্নিময়ঃ রাখে, করিস না আগুনের ভয়ঃ
 সৌভাগ্য-বাতাসে যাবে, শ্যাম-জলধর উদয় হবে,
 প্রাণের সকল আগুন নিভে যাবে, মিলন-মেঘের বরিষায়।।
 ফুকার — বললে, হৃদয় পিঞ্জর শূন্য করে, শ্যাম-শুকপাখি গেল উড়ে;
 পোষা পাখি থাকে যারঃ উড়ে গেলেও আসে আবারঃ
 আসা পানে চেয়ে থাকিস্, আবেগে নাম ধরে ডাকিস্,
 পাখির অপেক্ষাতে খুলে রাখিস্, হৃদি পিঞ্জরের দুয়ার।।
 ফুকার — বললে, এত কাঁদায় জন্ম ভরে, তবু কেন চাহি তারে,
 যার জন্যে যার প্রাণের টানঃ ছোট্ট নয়ন-গঙ্গায় প্রেমের বান।
 যত কাঁদায় বন্ধু তোরে, ততই সে বাঁধা পড়ে,
 হয় না জন্ম কিংবা জন্মান্তরে, প্রেমের কান্নার অবসান।।

বিচ্ছেদ আগুন — ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — সখী তোরা আমায় কত রকম দিলি উপদেশ।
 পাড়ন — ও সব উপদেশ জল সিঁড়নেও নাই কিঞ্চিৎ ফল,
 প্রেমের অনল, ক্রমে প্রবল, হবে না লো শেষ।।
 ফুকার — বন্ধুর অবিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা ঘৃতাঘতির প্রায় অগ্নি পায়,
 প্রবল হয়ে আমাকে পোড়ায়ঃ
 পিপাসায় যখনে জ্বলি, ও—আশা দেই তার জলাঞ্জলি,
 যতই ভাবি ভুলি ভুলি, পোড়া মন তার রূপ ধরে দাঁড়ায়।।
 মিল — তারে ভুলে যাব ভাবিলে মনে, সেই চিন্তায় সহস্র গুলে,
 আমার এই আগুন বাড়ে।
 মুখ — তোরা আমায় বলে দে তো, আমার মতো, সে ও কি পোড়ে।।
 ভাইনা — যে যাহারে ভালবাসে, তার আশে তার কাঁদে প্রাণঃ

- আমায় ভালবাসে কি না, করতে নারি অনুমান।।
 (প্রাণে প্রাণ বাকিয়া) আমায় কাঁদায় না কি সে কাঁদিয়া।
 আমার মত যদি এত পুড়িত আগুনে, সাধ্য কি তার, একবার
 একবার না দেখে নয়নে। (সে কি বেশী পোড়া সহিতে পারে গো)
 (নইলে কেমন করে রইতে পারে গো) আমি যেমন পরাধীনা,
 সে তেমন নয় লো।
 আসিতে দাসীর পাশে, করে করে ভয় লো।।
 (আমি কাঁদি সখী সে কি জানে গো)
 (এ ডেউ লাগে কি সেই প্রাণের প্রাণে গো)
 আমারে কাঁদায় সখী, আমার চেয়ে সে কি সুখী,
 আমি তার কি, সে আমার কি, তার কি আর মনে পড়ে।
 খাদ — মনের মানুষ মন হতে কি কোন দিন ছাড়ে।।
 ফুকার — সখী অভিমানে দুর্জয় মানে কাঁদালেম যত,
 সে নাথ কাঁদিলে প্রাণ কেঁদে উঠিতঃ
 মলিন দেখলে মুখ-শশী, তার চেয়ে পুড়িতাম বেশী,
 যারে এত ভালবাসি, সে কি হবে না প্রেম আশ্রিত।।
 মিল — তারে এত ডেকে পেলেম না দেখা—
 বেঁধে রাখল কোন্ প্রেমিকা, কঠিন প্রেম নিগড়ে।।
 অন্তরা — সখী আমার এই বৃকের আগুন নিভে কি যাবে মরিলে।
 আগুন কোন্ মহাজন সৃজন করিলেঃ ও সখী গো—
 এ দেহের হলে পঞ্চত্ব, পঞ্চ মিলে পঞ্চতত্ত্ব,
 প্রেমের আগুন কোন্ তত্ত্ব মিলে। ও সখী গো—
 এ আগুন যে তত্ত্বের অতীত, নিবে না কেউ ব্যাধার ব্যাধীত,
 আমার চিৎ জড়িত, এই তড়িৎ জালে। ও সখী গো—
 যদি লো সেই তাহার বৃকে, এই আগুনের কিছু থাকে,
 পরলোকে দরশন পেলে। ও সখী গো—
 এই আগুন নিভিতে পারে, জন্মমৃত্যুর পরপারে,
 যদি সেই আগুনে এই আগুন মিলে।। ও সখী গো....
 পরচিতান— সখী পুড়ে পুড়ে আমার দেহ হয়ে গেল ছাই।
 পাড়ন — আর এই দেহের দ্বারা, হবে না তার সেবা করা
 বাঁধন খুলে দে লো তোরা, বিদায় হয়ে যাই।।
 ফুকার — সখী আবার যদি পুনর্জন্মে পাই মানব দেহ,
 এই লেহ ভুলিয়া তো রব না কেহঃ
 এই আগুন তার বক্ষে দিব, ও... পরকে আপন করে নিব,
 নাশ হইব না সহিব, এ হেন দুরহ বিরহ।।
 মিল — সখী যে দেশে সেই নিঠুরের বাসা,
 প্রাণে নিয়ে প্রবল আশা, সেই দেশে যাব উড়ে।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — কেন আবার দেখি বিধুমুখী এত হলি উতলা।
 পাড়ন — আছে মথুরাতে বন্ধু তোর, সেই দুঃখে হরি কাতর,
 মৈর্য্য ধর গো রাই রাজবালা।।

- ফুকার — বললে, ভুলি ভুলি মনে করি, কেন তারে ভুলতে নারি,
বলে দে আমার নিকটঃ রাই তুই ভুলে যা ভুলের কপটঃ
বন্ধু কি তোর ভোলায় পাত্র, মুদে দেখ তোর যুগল নেত্র,
রাই তোর চিত্রপটে আঁকা চিত্র, চিত্র চোরের চিত্রপট ॥
- ফুকার — বললে, মলিন দেখে মুখশশী, তার চেয়ে কাঁদিতেম বেশী,
তুই কাঁদিস যাহার আশেঃ সেও কাঁদতেছে তোর উদ্দেশেঃ
যার জনো যে কেঁদে মরে, সে কি না কাঁদিয়ে পারে,
বন্ধু থাক না সাত সমুদ্রের পারে, এই ডেউ যাবে সেই দেশে ॥
- ফুকার — বললে, পরজন্মে পেয়ে দেহ, ভুগিতে না হয় বিরহ,
প্রেম রাজ্যের এ রীতি নয়ঃ রাখে করিস না বিরহের ভয়ঃ
গ্রীষ্মের পরে এলে বৃষ্টি, হর্ষপূর্ণ সারা সৃষ্টি,
তেমনি বিচ্ছেদের পর মিলন মিষ্টি, মধুর হতে মধুময় ॥
- ফুকার — আবার বললি আমি কাঁদি সে কি লো জানে—
সখী তারই কান্নার ডেউ লেগেছে তোর নয়ন কোণেঃ
মনে মনে সে কেঁদে আকুলঃ
প্রাণবঁধুয়া প্রেম বারিধি, তুই তো রাখে শাখানদী,
সাগরে বান ডাকে যদি, ভরে ওঠে নদীর কূল ॥
- মিল — মন্থথ প্রেমাস্ত্রিত তোর প্রেমরসেঃ
ধাকুক না সে দূর বিদেশে, অন্য রসে রসবে না।
- মুখ — তুইও পুড়িস সেও পোড়ে, পুড়ে পুড়ে নির্মল হয় সোনা ॥
- ডাইনা — বললি, তোরে কাঁদায়ে কি সুখী নাকি সেঃ
মন্থথ স্নাতপুত তোর কান্নার রসে।
প্রেমাগুনে পুড়ে দুজন, করেছিস নিষ্কামের ভজন,
বন্ধু খাতক তুই মহাজন, প্রেমের কান্নায় সেই দেনা ॥
- খোঁচ — প্রেমাগুনে পোড়ায়ে দে কামের কামনা ॥

বিরহ (রাধার আত্মজ্যোতি দর্শন) ১নং
রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কান্দে কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাই।
- পাড়ন — ভ্রমে দ্বাদশ বনে, প্রিয়তমের লীলাস্থানে,
ভাবে ডুবে নাই রে মনে, সে যে ব্রজে নাই।
- ফুকার — নিষ্কাম প্রেমের বেগ এমন, এ দেশে ছেড়ে মন,
কোন এক অচিনা নগরে গিয়ে করিছে ভ্রমণঃ
দেখে যোগ বিনে জ্যোতির্ময় দিবা, গোপিনীর সৌভাগ্য কিবা,
করে কৃষ্ণপ্রেমের সেবা, আত্মজ্যোতিঃ ভাবে সাধারণ ॥
- মিল — মিলন লালসে, নয়ন জলে ভাসে রাধার বয়ন,
করে নিকুঞ্জশয্যায় শয়ন, বলে শ্যামপ্রেমসী।
- মুখ — আমায় বলগো সখী, দিন যেতে আর কত বাকি,
শীঘ্র নিশিতে পাব নাকি, আমার নিশির শশী ॥
- ডাইনা — আমার প্রাণ যে মানে না ধৈর্য, বিনা সে প্রাণেশ্বরঃ
এই তো এক দিনে, জ্ঞান হয় মনে, যেন শত বৎসরঃ
জোড়করে দিবাকরে, বল তোরা সকাতরে,

- ডুবে সে যাক তার বাসর ঘরে, আসুক সুখের নিশি।
 খাদ — (এই) আলোকে আমার চক্ষে লাগে অগ্নিরানি।।
 ফুকার — আমার আলোকে আঁধার, বিনে গুণাধার,
 ও তার মিলন নিশির সুর বাসি আলোকের আধারঃ
 আমার ও উত্তাপ হল না সহ্য, পিপাসায় পরাণ অধৈর্য,
 ময়ূরপাখা সখার পূজ্য, আমার বুকে বাতাস দে লো তার।।
 মিল — তোরা কেমনে ধৈর্য ধরিস, এমন করিস না তো,
 আমি একাকী আমার মতো, এত কাদি হাসি।
 অন্তরা — যবে মিলন মাধুরী, আশ্বাদন করি, সে সুখ-শব্দী পলকে পোহায়।
 আমি সে-বিনে সেবিনে দিনে, তাই বুঝি দুর্দিনে,
 আমায় পেয়ে তার অধীনে, আগুনে পোড়ায়।।
 হেরি মরুভূমির মৃগীর সমান, জীবনের ভানে আগুনের বাণ,
 হল না হল না দিবা অবসান, প্রাণ গেল পিপাসায়।।
 নিদায়ে কি দাগে লাগে দারুণ বেদনা, তাতে অরুণে বোঝে না করুণ কল্মাষ।।
 পরচিতান — আমার উপসর্গের উপসর্গ সুদীর্ঘ দিবস।
 পাড়ন — আলিঙ্গনে বন্ধু, ভরে দিল হৃদয় সিঁদু,
 এই তাপেতে নাই একবিন্দু, সেই পরশের রস।।
 ফুকার — আমি যখন তারে পাই, সকল ভুলে যাই,
 আবার এলে তারে, মনে করে বলে দিস সবাইঃ
 যেন দিনের মধ্যে একবার এসে, রসময় আমায় পরশে,
 সে বিনে আর পোড়া দেশে, জুড়াতে তো আমার কেহ নাই।।
 মিল — সখী দিবাকে ভালবাসে এদেশে সর্বজন,
 সে তো নয় আমার বন্ধুর বরণ, তাইতে মন্দ বাসি।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন রাই রঙ্গিনীর বাক্য শুনে সঙ্গিনীগণ কয়।
 পাড়ন — তোরে বলব কিগো কিশোরী, ব্রজে নাই সে শ্রীহরি,
 তাইতে হেরি, ভাবের বিপর্যয়।।
 ফুকার — রাই তোর বন্ধু গেল মধুপুরে, হারা হয়ে প্রাণবন্ধুরে,
 দারুণ বিরহের সময়ঃ কৃষ্ণ ভাবাবেশে তন্দ্রা হয়ঃ
 ভাবের তন্দ্রার সূক্ষ্মগতি, আশ্রায় জাগে আশ্রয়জ্যোতি,
 তখন জ্ঞান থাকে না দিবারাতি, বিশ্বব্যাপী মহাজ্যোতির্ময়।।
 মিল — তোর প্রাণে নাই ভাবের আবেশ দিবসের শেষে,
 শ্যামকুঞ্জে মিলিতে এসে, শ্রান্তিতে কাদিতেছিস রাই।
 মুখ — যামিনী গভীরা সময়, ভামিনী তোর কি ভাব দেখতে পাই।
 ডাইনা — আবার বললি একদিনে জ্ঞান হয় শত বৎসর,
 মনে নাই কি শত বৎসর গেছে প্রাণেশ্বরঃ
 নয় সে দিবা নয় সে রাত্টি, কোথায় দেখলি সূর্যের ভাতি,
 ওসব রাই তোর আশ্রয়জ্যোতি, এ সূর্যের আর অন্ত নাই।
 ফুকার — বললি, এ উত্তাপ আর হয় না সহ্য, ময়ূর পাখা সখার পূজ্য,
 তাই দিয়ে সেই সে বাতাসঃ তাতে এ উত্তাপ হবে না নাশঃ

- ত্রিতাপের তাপ যাবে বলে, সে তাপ নাশে এ তাপ এলে,
এ তাপ যাবে না অনন্তকালে, এ তাপ যে স্বতঃ প্রকাশ।।
- ফুকার — বললি, দিনের শেষে একবার এসে, সে যেন আমায় পরশে,
বলে দিস গো সখীগণঃ রাই তুই খুঁজে দেখ তোর নিজের মনঃ
বন্ধুর প্রেমরসের পরশে, নিত্য প্রেম সুখা বরষে,
সে তোর প্রেম স্বরূপে প্রাণে হাসে, আবার কিসের আলিঙ্গন।।

বিরহ (রাধার আত্মজ্যোতি দর্শন) ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমার স্তর ছেড়ে নিরস্তর, অন্তর করিছে বিশ্রাম।
- পাড়ন — তোদের কথা শুনে, বুঝি আমি বাহ্যজ্ঞানে,
পেলেম বিরহ দহনে, চরম পরিণাম।।
- ফুকার — পেলেম দেশ ছেড়ে সে দেশ, লাঘব হল ক্রেশ,
আবার তোদের টানে এইখানে মন করেছে প্রবেশঃ
আমার বাহ্য জ্ঞানে পড়ে মনে, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে,
একা আমি আছি কেনে, পোড়া আমি'র হবে না কি শেষ।।
- মিল — পোড়ায় অহরহ বিরহ অগ্নির মহাজ্যোতিঃ
পড়ে ক্ষুদ্র এই প্রাণাভূতি, আজও শেষ হল না।
- মুখ — তারে পাব বলে, শত বৎসর মরি জ্বলে,—
সখী বলগো আমি না ম'লে, তারে পাব কিনা।।
- ডাইনা — সখী কাল আসবে বলে কালাচাঁদ দিছে চলিয়ে,
সে কাল আছে কি গিছে, তোরা আমায় দে বলিয়েঃ
এ প্রাণ যার প্রেমে পোড়ে, সে প্রাণ কার কঠিন ক্রোড়ে,
আমার এ আগুন ভুবন পোড়ে, সে দেশ কেন পোড়ে না।
- খাদ — না পুড়লে আমার পোড়া, সে তো বুঝিবে না।।
- ফুকার — আমায় ছেড়ে সে নিষ্ঠুর, আছে বহুদূর,
আজও তার প্রাণে বাজে না আমার মূমূর্ষুর এই সুরঃ
আমার সোনার তনু পুড়ে কালা, কালার নাই সে পোড়ার জ্বালা,
পুড়িলে সে এত বেলা, কালা দেহ ইহিত গৌর।।
- মিল — সখী সে বিনে কুসুম শয্যা, আমার অগ্নিশয্যা,
আমার পুড়েছে কুল লজ্জা, তার আর নাই নিশানা।।
- অন্তরা — আমি জুড়াইবার লাগি, যোগীর রাজ্যে জাগি,—
যোগামৃতের ভাগী, হলেম না সেখানে।
আমি শ্যাম বিয়োগে মহাযোগে, মহারোগে জ্বালায়,
আমায় আলোকমালার খেলায়, জ্বালায় আগুনে।।
অকুল পাথারে তারে যদি পাই, দু'কুল হারালে আকুলতা নাই,
তার মাঝে যদি আমারে হারাই, সুখ স্বরণে মরণে।
মনের অনুরাগে প্রাণে জাগে, যে দেশে তার ছবি,—
যেন সেই দেশেতে ভুবি, ভাবের তৃফানে।।
- পরচিতান — আমার নিরানন্দে আনন্দ দেয়, বন্ধুর প্রেম আগুন।
- পাড়ন — ও তার ব্যবহারে, কত মন্দ বাসি তারে,
আবার যে প্রাণ কেমন করে, স্বরণে রূপ গুণ।।

- ফুকার — সখী কোন দেশে গিয়ে জুড়াব হিয়ে,—
এমন শান্তিধাম কি লাভ হবে না, পোড়া শেষ হয়েঃ
যথা দুই দেহে হয়ে এক দেহ, যোগ করিয়া মনের সহ,
প্রেমের কেলি প্রেমোৎসাহ, করবো দু'জন সকল ভুলিয়ে ॥
- মিল — আমি যে দেশে গিয়েছিলাম, আমার বন্ধুর খোঁজে,
পেলে সেই দেশে রসরাজে, আমার যায় যাতনা ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — কেন আবার দেখি বিধুমুখী, এত উতলা তোর মন।
পাড়ন — ও তোর বন্ধু আছে মধুপুর, মনের ভ্রান্তি কর না দূর,
প্রাণের ঠাকুর পাবি দরশন ॥
- ফুকার — বললি, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে, একা আমি রই কেমনে,
এ 'আমি' সেই কিসে যায়ঃ রাই তুই শ্যাম পাবি 'আমি'র কৃপায়ঃ
তোর মাঝে শ্যাম পাকা-আমি, তুই ভাবিস তুই একা 'আমি',
রাই তোর 'আমি' থাকলে জগৎস্বামী, আবার এসে ধরবে পায় ॥
- মিল — সুখ দুঃখ আর কামা হাসি প্রেম রাজ্যের রীতি,
তবে কেন রাই শ্রীমতী, ত্যজবি প্রাণ অভিমানে।
মুখ — মড়ার বাকি আছে বা কি, প্রেমের মড়া লয় কি শমনে ॥
ডাইনা — আবার বললি, প্রেমাগুনে পুড়ে মরি সেইঃ
যে দেশে প্রাণবন্ধু আছে, সে দেশ পোড়ে কইঃ
মাধুর্যের নায়িকা তোরা, প্রেমানলে নিত্য পোড়া,
ঐশ্বর্যের রাজা মধুরা, পুড়বে না প্রেম আগুনে ॥
- ফুকার — বললি, বাহ্য জ্ঞানে পড়ে মনে, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে,
একা আমি কেন রইঃ তবে কোথা যাবি রসময়ীঃ
শ্যাম গিয়েছে তুইও যাবি, মধুরাতে যুগল হবি,
তবে কার হাতে সাঁপে দিবি, সেবাদাসী প্রাণ সেই ॥
- ফুকার — বললি, এ প্রাণ যাহার প্রেমে পোড়ে, সে জানি কার কঠিন ক্রোড়ে,
আছে সখী বল নাঃ কেন আগুনে দেশ জ্বলে নাঃ
শ্যাম গিয়েছে যেই দেশে, আগুন লাগলে সেই দেশে,
কৃষ্ণপ্রেম বারির শীতল পরশে, আগুনে ফল ফলে না ॥
- ফুকার — বললি, দুই দেহ এক দেহ হবি, প্রেমকেলি উৎসবে র'বি,
এক দেহের আর বাকী কিঃ সে যোগ হবার বাকী আছে কিঃ
রাধা পাত্রী কৃষ্ণ পাত্র, প্রেমের মিলন অহোরাত্র,
খুলে দেখ তোর যুগল নেত্র, চিত্ত তোর কমলাখি ॥

বিচ্ছেদ (সারসের ধ্বনি) ১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — হল কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দারণ্য, প্রেম শূন্য অরণ্য সমান।
পাড়ন — বিনে কৃষ্ণ পক্ষ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণপক্ষ, শাখায় বসে কৃষ্ণপক্ষ
ধরে দুঃখের গান ॥
- ফুকার — রসময় কৃষ্ণ বিনে ব্রজে রাই রসবতী, আছে দুঃখিতা অতিঃ
গুনিয়ে সারসের ধ্বনি, বংশী ধ্বনি অনুমানি,

- মিল — ধৈর্যাহারা বিনোদিনী, কেঁদে বলে ললিতার প্রতি।।
শোন গো সখী অতি অদূরে, মনহরা মুরলীর স্বরে,
ডাকে আমায় চিকন কালো।
- মুখ — এত দিন পরে সজ্জনী, কালরজনী সুপ্রভাত হল।।
- ডাইনা — শোন গো নীরবে, বাজে ঐ কি রবে বঁধুর মধুর বাঁশী,
সে বাঁশীর তানে, আমার পরাণে, লাগিল পিরীতির ফাঁসি;
ধীর সমীরে যমুনার তীরে, নাম ধরে তাঁর বাঁশরী বাজে,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে, নাম ধরে তাঁর বাঁশরী বাজে,
আমার প্রাণের বংশীবাদন, করিয়ে সুবংশী বাদন,
আজ আমার অন্তরের বেদন, দ্বিগুণ প্রবল করে দিল।
- খাদ — শুনে চিত্ত-করী নৃত্য করি উঠিল।
- ফুকার — সখী গো কালার বাঁশীর স্বরে যমুনা উজায়, পশু পাখির মন মজায়ঃ
যাঁহুর বাঁশী ভালোবাসি, কুল তাজে অকূলে ভাসি,
চলগো সখী দেখে আসি, কোন বনে সে বাঁশরী বাজায়।।
- মিল — শুভ কাজে লাগেনা লগ্ন, বিলম্বে ঘটিবে বিঘ্ন,
এখনই তো যাওয়া ভাল।।
- অন্তরা — সুধামুখী রাধা বলে বাঁশী তার কত আর বাজাবে।
সে বাঁশীর তানে, প্রাণ ধরিয়ে টানে, কৃষ্ণ দরশনে, চলগো কেবা যাবে।।
কে যাবে না যাবে বলে সু সময় যাবে, বিলম্বে দেখিয়ে শেষে রসময় যাবে,
ধাকগো সখী তোরা এখন যে না যাবে, না যাবে না যাবে, আমার কিবা যাবে।
অন্যবনে যদি বন্ধু চলে যাবে, কৃষ্ণ অদর্শনে শেষে আমার প্রাণ কি যাবে।।
- পরচিতান — বুঝি দেখিয়ে বিপদ ব্রজে, পদব্রজে ব্রজে এলো শ্যাম।
- পাড়ন — বহু দিনের পরে, এ দাসীরে মনে করে,
সঙ্কেত বাঁশীর স্বরে, স্বরে আমার নাম।।
- ফুকার — সখীগো সখী, যে বংশে ঐ বংশী জন্ম পায়, আমি প্রশংসি তাহারঃ
সাথে কী বংশী প্রশংসি কুলনারীর কুল ধ্বংসি,
বংশী হল প্রেমের অংশী, বলকিনী সাজায়ে আমায়।।

ঐ—জবাব হরিচরণ আচার্য

- ফুকার — চিরদিন পর্যায়ক্রমে বরজে (ব্রজে) বরষাগমে,
জলপূর্ণ দশ দিশিঃ আমরা নয়নের জলে ভাসিঃ
মেখে লাগল বরষিতে, সরোবর আর সরসীতে,
ডাকে হংস সারস সারসীতে, তুই ভাবলি শ্যামের বাঁশী।।
- মিল — কান্তের বাঁশী শুনতে শুনতে কান ত বশে নাই,
যে শব্দ তুই শুনিস গো রাই, বংশীধ্বনি মনে হয়।
- মুখ — নীল চশমা দিলে চোখে, জগৎটাকে নীল বরণ দেখায়।।
- ফুকার — বললে, বাঁশী স্বরে মন উদাসী, চলগো সখী দেখে আসি,
কোন বনে বাঁশী বাজায়ঃ রাধে আসে নাই তোর শ্যামরায়ঃ
শ্যামের বাঁশী যদি হতো, বেণু মুগ্ধ ধেনু যত,
সবাই উর্ধ্বমুখে বনে যেত, উজ্জান বইতো যমুনায়।।
- ফুকার — বললে, কুলনারীর কুল ধ্বংসি, বংশী হলো প্রেমের অংশী,

- মিছে বংশী প্রশংসিঃ কেন না বুঝে তুলনা দিসঃ
সুযত্নীতে যদি ধরে, কুযত্নেও সুধা ফরে,
পড়লে অসুরা বেসুরার করে, সুযত্নে ও ঢালে বিষ।।
- মিল — যারে দেখতে বনে যাবি সে তো মথুরায়,
বারি ভ্রমে মরীচিকায় মৃগী ত্যজে কলেবর।
- মুখ — কাঁদিস না মনের বিবাদে, আসে নাই তোর শ্যামল সুন্দর।।
- ডাইনা — বিচ্ছেদানল হল প্রবল শ্যামের বাঁশীর গায়,
কোথায় বাঁশী, কালোশশী আছে মথুরায়ঃ
পূর্ব স্মৃতি করে মনে, মন-পবনের আকর্ষণে,
আকাশে বাতাসে বনে, সদায় শুনিস বাঁশীর স্বর।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বিরহ বিভ্রান্তা কৃষ্ণকান্তা তারে ললিতা বুদ্ধায়।
- পাড়ন — রাই তুই শ্যামকে ভালবেসেছিস, প্রেম সাগরে ভেসেছিস,
এসেছিস কি ভীষণ অবস্থায়।।
- ফুকার — রাখে চির দিন পর্যায়ক্রমে, বরজে বরবাগমে,
জলময় দশ দিশিঃ আমরা নয়নের জলে ভাসি,
মেঘ লাগিল বরষিতে, সরোবর আর সরসিতে
ডাকে হংস সারস সারসীতে, তুই ভাবিস শ্যামের বাঁশী।।
- মিল — আপনা পাসরি শুনিলি বাঁশরী ধ্বনি
ধ্বনি হবে বজ্রের ধ্বনি, এখনি যে ভাবি তাই।।
- মুখ — পোহায় নাই তামসী নিশি, তোর শ্যামশশী ব্রজে আসে নাই।।
- ডাইনা — বনমাঝে যত বাজে শুনিস বিপরীত,
ও যে সে প্রকৃতি দেবীর বৈতালিক গীতঃ
গহন গভীর হৃদয়দ্বারে, কান পেতে তুই ভাবিস তারে,
তাইতে রাই তোর মনের তারে, বেজে উঠে রাই রাই রাই।
- বাদ — শ্রীকৃষ্ণ উন্মুখী মন তোর কি দিয়ে ফিরাই।।
- ফুকার — বললে, কোন বনে সে বাজায় বাঁশী, চল গো সবী দেখে আসি,
না লো বনে ঘাসনে রাইঃ ও তোর ভাব দেখে আমরা ডরাইঃ
মরীচিকা বারি ভ্রমে, মৃগী মরে মরুভূমে,
ও গো কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণ প্রেমে, তোর দশা যে ঘটবে তাই।।
- ফুকার — বললে, সাথে কি বংশী প্রশংসি, বংশী হল প্রেমের অংশী,
সাজাল কলঙ্কিনীঃ আমরা সাধ করে এ নাম কিনিঃ
এ বংশী কে না প্রশংসে, বংশীর জন্ম উচ্চ বংশে,
যদি বাঁশী শোনে পরমহংসে, চায় সে পরম হংসিনী।।
- মিল — দিবানিশি শুনিস বাঁশী তোর মন মাঝে,
প্রেমে ভ্রমে বনমাঝে, মাঝে মাঝে শুনিস তাই।।

বিচ্ছেদ (সারসের ধ্বনি) ২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — বললি শুনিয়া সারসের ধ্বনি, বংশী ধ্বনি ভ্রান্তি হয় আমার।
- পাড়ন — হয় হয় কি শুনাগি, আশার স্বপন ভেসে দিলি,

- তবে বুঝি বনমালী, আসিবেনা আর।।
- ফুকার — সখী গো সখী, কপাল মন্দ বিধি বাদী যার, ও তার একে ঘটে আরঃ
বক্ষে দিয়ে দুঃখের অঙ্ক, ছেড়ে গেল শ্যাম শশাঙ্ক,
প্রেম নাটক হল শেষাঙ্ক, অসংখ্য কলঙ্ক হল সার।।
- মিল — মানের দিনে কত কাঁদালাম, আশা ছিল আসিলে শ্যাম,
চরণ ধরে ক্ষমা চাব।
- মুখ — দুঃখের আগুন বুকে জ্বলে, বলো সখী কারে জানাব।।
- ডাইনা — যে দুঃখে ফেলিয়ে, গিয়েছে কালীয়ে, জ্বালিয়ে মরি অবিরাম।
বিরহ দহন, না যায় সহন, এ হেন নিষ্ঠুর শ্যামঃ
আগের মত তেমনি করে, আর কি বন্ধু বাঁশী বাজাবেঃ
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে, আর কি সে মান ভিক্ষা চাবেঃ
মঞ্চময়ী মানং বলে, আর কি সে মান ভিক্ষা চাবেঃ
আর কি সে কদম্বতলে, বাজাবে বাঁশী রাধা বলে,
আর কি সে কালিন্দীর কূলে, জলের ছলে দেখা পাব।।
- খাদ — জলে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, কিসে নিভাব।
- ফুকার — সখী গো সখী, হয়ে কালার প্রেমের বিবাদী, কত বুঝায় ননদীঃ
প্রবোধ বাক্যে বলতো যত, অঙ্গে ফুটতো কাঁটার মত,
প্রেম করে কি কাঁদতে হতো, তাদের মানা গুনিলাম যদি।।
- অন্তরা — আজ যাবে কাল আসবে বলে গেল শ্যাম, ফিরে আর এলোনা।
কৃষ্ণ শূন্য ব্রজে, রহিব কি বুঝে, আপন বলিবে যে, এমন কেউ রইল না।।
কে জানে সেই আমায় ছেড়ে যারে রসময়ঃ
হরিপ্রেমের পরিণামে হবে বিষময়।
ভালোবেসে আমার মনপ্রাণ হরি, জন্মের মত ছেড়ে গেল প্রাণহরিঃ
জুড়াইব জ্বালা প্রাণ পরিহরি, শেষের যাত্রা করি, হরি বল বলো না।।
- পরচিতান — আমার মরণ কালে হবে মিলে, হরি বলে করগো সংকীর্তন।
- পাড়ন — আমি মরলে শেষে, যদি বন্ধু ব্রজে আসে,
আমার মত ভালোবেসে, করিস তার যতন।।
- ফুকার — সখী গো সখী, যা বলে যাই মরণের কালেঃ স্মরণ রাখিস সকলেঃ
যমুনা প্রবাহে কেহ, ভাসাস্ নে সেই আমার দেহ,
অনলে করিস নে দাহ, বেঁধে রাখিস্ তমালের ডালে।।

শ্রীরাধার বিচ্ছেদ

নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — রাধে শ্যাম বিচ্ছেদে মনের খেদে কেঁদে বলে সখীর নিকটে।
- পাড়ন — বলে জানাব কি, বেঁচে থেকে ফল হবে কি, এই ছিল কি আমার ললাটে।।
- ফুকার — সখি গো, কেন আমি খোয়ালেম জাতি, করে কালার পিরীতিঃ
কর্মে মাত্র ছিল অন্যাতিঃ কুল গেল কলঙ্ক হল, প্রাণবধূয়া ছেড়ে গেল,
জীবন গেলে হত ভাল, তোমরা হরি বল ব্রজের যুবতী।।
- মিল — কৃষ্ণপ্রেমের বাতাস লাগলে গায়, প্রেমবাতাসে প্রাণ উড়তে চায়,
এ প্রাণ উড়ে গেলে বিদ্য যায়।
- মুখ — ও প্রাণ সখি, বেঁচে ফল হবে কি, শ্যাম কি ফিরে আসবে নন্দালয়।।
- ডাইনা — কাল বলে শ্যাম ফেলে গিছে, কত কাঁদিল গত হয়েছে, কাঁদিলের সংখ্যা নাইঃ

- থাকব আশা পথে আর কত দিন, বিদায় দে সই যাইঃ
এ পাপ জীবন অন্তকালে, অঙ্গে কৃষ্ণ নাম লিখ সকলে,
কেউ কেউ আমার কণ্ঠমূলে, বঁধুর নাম শুনাইও মৃত্যু সময়।
- খাদ — কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহ সইরে রাখা উচিত নয়।।
- ফুকার — সখী গো, শ্যামকে যদি না ঠেলিতেম পায়, তবে শ্যাম কি ছেড়ে যায়ঃ
দুঃখের কথা জানাব কোথায়ঃ কুঞ্জে থাকতেম মানে বসে,
কাঁদত কান্ড দ্বারে এসে, এখন কান্ড মধুর দেশে,
আমার প্রাণ ত অন্ত হলে প্রাণ জুড়ায়।।
- অন্তরা — তোমরা এই করিও সব সখি মিলে, প্রাণ সখীগণ ২
বন্ধুর নাম শুনাইও আমার মৃত্যুকালে।।
শ্যাম বিচ্ছেদে দেহ হইলে পতন,
না ভাসাইও জলে, না করো দাহন, দেখবে শ্যাম এলে।
বন্ধু আসিলে ২ বালো রাধার দেহ বাঁধা তমাল ডালে।।
- পরচিতান — সইরে, কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্যে এ জীবনে কিবা প্রয়োজন।
- পাড়ন — তিলেক না দেখিলে, বুক ভাসে চাকের জলে,
আসবেন বইলে ছিল এ জীবন।।
- ফুকার — সখী গো, আগে যদি জানতে পারিতাম, শ্যামকে ছেড়ে কি দিতামঃ
হৃদপিঞ্জরে ভরে রাখিতামঃ হৃদয় পিঞ্জর শূন্য করে,
বন্ধু গিছে মধুপুরে, তোমরা সখি আমায় ঘিরে,
সবে বদন ভরে শুনাও শুনাও বন্ধুর নাম।।

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ উপেন্দ্রনাথ সরকার (ঢাকা)

- চিতান — হলো বৃন্দাবনবিহারী বিনে বৃন্দাবন আজ বৃন্দা শূন্য বন।
- পাড়ন — বনের মুখশ্রী হইল মলিন, শ্রীধাম শ্রীহীন, প্যারী অচেতন।।
- ফুকার — সে সময় মুকুলে না ভুলে তুলে হাস, গন্ধরাজে নাই সুবাস,
ভ্রমরের নাই গুনগুনে উল্লাস।
ফুটে না আর চাঁপা বেলী, ময়ূর ধায় না পুচ্ছ মেলি,
জলধর কোলে বিজলী, তেমনি রাধিকার নাশিকায় বয় শ্বাস।।
- মিল — মধুর কৃষ্ণ নামের ধ্বনি, রাই ধনির কর্ণে দেওয়ামাত্র,
স্বচেতনা রাই বলে শুন ও চিত্রা।
- মুখ — বন্ধু বিনে এ বিপিনে, এ জীবনে এই শেষের যাত্রা।।
- ডাইনা — সুবর্ণ লতিকা সম জানতাম বন্ধু এত দিন,
পরিচয় পাওয়া গেল, বজ্র হতে হয় কঠিন।
জানতেম না লো এত দিন, ভবে পুরুষ জাতি এতই কঠিন।
বন্ধুর বিরহে মরিব জ্বলিয়া, দিস্ না লো তোরা বাধা—
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন, বন্ধুকে বানাব রাধা।
বন্ধু হবে রাইকিশোরী, আমি বাজাব মোহনবাঁশরী।।
বাঁশির গানে আনব বনে, করিয়া উতালা,
পিরীত করে ছেড়ে যাব, বুঝবে কেমন জ্বালা।।
নইলে বুঝবে কিসে কেন আমি কাঁদি লো,
মুখে হা কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ বলে লো।

- পাঁচ — কালি দিয়া পতি কূলে, জল আনতে যমুনার কূলে,
কেন যেতাম কদমতলে, বুঝাবে সে পূর্ণমাত্রা।
- খাদ — কালার মন যে এত কালা, কই বল্লি চিত্রা।।
- ফুকার — চিত্রা লো, মুখে হাসি মনে তাঁর গরল,
এখন বুঝেছি সকল, বিষবৃক্ষে ফলে কি সুফল।
হেন শাখী শাখা তলে, বসে শুধু অঙ্গ জ্বলে,
জলে গেলে আরও জ্বলে, মলয় হিম্মোল বাজে দাবানল।
- অন্তরা — জানলে কি আর জীবন দিই তাঁরে।
যারে দিয়েছি দেহমন, তাঁর কি আর পেলাম মন,
আপন কিসে কই তাঁরে।। নির্দয় টুর কপট কালা,
সে যে ছিল আমার গলার মালা লো—কাল বলে সে গিয়াছে ছেড়ে।
আমি তাহার লাগিয়া মরিব জুলিয়া, প্রাণ দিয়া কি পাই তাঁরে।।
- পরচিতান— বন্ধু রাপে কাল গুণে ভাল, এই ছিল সই এত দিন জ্ঞানে।
- পাড়ন — ছিল ধ্যানধরা যোগীর মত, জানতাম না তাঁর বিষ মাথা প্রাণে।।
- ফুকার — চিত্রা লো ছলেবলে হানল বিচ্ছেদ বাণঃ
আমায় বলে যায় না কেন, অন্য জনে সঁপিয়াছে প্রাণ।
দাসী হইতে যাইতাম সনে, বসাইতাম তাঁর দক্ষিণে,
নূতন যুগল দরশনে, নয়নযুগল পদে করতাম দান।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বিধুমুখীর বাকা শুনে, অমনি চিত্রা সখী কয়।
- পাড়ন — রাই তোর বঁধু আছে মধুপুর, না শুনে তার বাঁশীর সুর,
তোর এত দূর ভ্রান্তি ভাল নয়।।
- ফুকার — বললে, ফোটে না আর চাঁপা বেলী, ময়ূর যায় না পুচ্ছ তুলি,
শ্রীদামের শাপ হলে শেষঃ আবার আসবে ব্রজে হৃষীকেশঃ
ফুটে উঠবে কুসুম কলি, মধু লোভে জুটেবে অলি,
আবার ময়ূর নাচবে পুচ্ছ তুলি, প্রেমের বন্যায় ভাসবে দেশ।।
- ফুকার — বললে, মুখে হাসি মনে গরল, বিষবৃক্ষে হয় না সুফল,
ঠেকে বৃষ্টি শিখেছিসঃ আমরা দিয়েছিলাম পরামিশঃ
আগে দেখ রাই করে পরখ, আয়ান আর এই ধেনুচারক,
দুইয়ের কোনটা স্বর্গ কোনটা নরক, কোনটা সুখ কোনটা বিষ।।
- মিল — জীবন যৌবন আর দেহমন দিয়েছিস যারে,
আগে না চিনিয়ে তারে, করলি কত অপমান।
- মুখ — কাঁদালে কাঁদিতে হবে, পেতে হবে দানের প্রতিদান।।
- ডাইনা — পুরুষ জাতি পাষণ অতি বল্লি কি লো রাইঃ
তোর প্রাণে কি বিধুমুখী কঠিনত্ব নাইঃ
বন্ধু গেল চন্দ্রার ঘরে, মান করিয়ে নিশিভোরে,
পায় ধরে কাঁদালি তারে, তুই পাষণ না সে পাষণ।
- খাদ — পাষণে কি তুলতে পারে মোহনবাঁশীর তান।।
- ফুকার — বললে, কালি দিয়ে পতির কূলে, কেন যেতাম কদমতলে,
কালার প্রেমে মজলি রাইঃ আমরা জোর করে কি নিয়ে যাইঃ

- আগুনের রূপ দেখলে পরে, পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে,
শেষে মরতে হয় তার পাখা পুড়ে, তোর দশাও ঘটল তাই।।
- ফুকার — বললে, আমি মরে কৃষ্ণ হব, শ্যামেরে রাধা বানাব,
শ্যামকে রাধা করবি তোঃ শেষে উল্টো ফাঁদে পড়বি তোঃ
রাই হয়ে শ্যাম মান করিলে, ধড়ার অঞ্চল দিয়ে গলে,
মঞ্চময়ী মানং বলে, পায় ধরিতে পারবি তো।।
- ফুকার — বললি, ব্যবহারে অঙ্গ জ্বলে, জ্বলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে,
শ্যাম পিরীতির রীতি ঐঃ তোরে বলব কি গো প্রেমময়ীঃ
যে প্রেমিকার হৃদকমলে, শ্যাম পিরীতির আগুন জ্বলে,
সাত সাগরের জল ঢালিলে, প্রেমের আগুন নিভে কই।।

মহারাস—১নং গানের জবাব গান—নকুলেশ্বর সরকার

জবাব—রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — তখন রসিকা বিশাখার প্রতি বলে রাই রসবতী।
- পাড়ন — যারে মনে করে প্রাণের প্রাণ, সর্বস্ব করেছি দান,
তার দেখি টান অনেকের প্রতি।।
- ফুকার — যখন প্রেম করেছিল শ্যামরসময়, করেছিল মন বিনিময়,
দিয়ে তার বোল আনাঃ সখী আজ বুঝলেম তার ছলনাঃ
আমি কাঁদি যাহার পাছে, সে যে সবার কাছে নাচে,
আমায় ফাঁকি দিয়ে ভুলায়েছে, দিয়েও সে দিল না।।
- মিল — প্রেমের অতি কুটিল গতি ভুজঙ্গ সমান,
হৈতুকী অহৈতুকী মান, প্রেমিকার অঙ্গে দেখি।
- মুখ — পর দেখে সই পরাৎপরে, মান না করে, কি করে থাকি।।
- ডাইনা — ইন্দু ছিল বন্ধু আমার বন্দী কু আশায়,
তাইতে মদন বাণ তাকে দূষিত্তা কু বাসায়ঃ
প্রকাশিলে মহেশ্বর্য, লাঘব হয় সই প্রেম মাধুর্য,
কেমনে ধরিব ধৈর্য, ঐশ্বর্যে দিয়ে আঁখি।
- খাদ — পেয়েও পেলেম না তারে সব পাওয়া বাকী।।
- ফুকার — বললি যেমন জ্যোৎস্না রাত্রে, বিদ্বিত হয় অশ্রুপাত্রে,
গোপীর গাত্রে তেমনি ঐঃ ও তোর এ কথায় সম্বল নই,
চাঁদের সাথে যত তারা, অশ্রুতে বিদ্বিত তারা,
কেন আমি হই নাই তেমনি ধারা, তাইতে মান করেছি সই।।
- মিল — প্রেমের পাত্র পাত্রী সখী দুজনে সমান,
সে আমি বহু ব্যবধান, তার সনে প্রেম থাকে কি।।
- (গানটি পাওয়া যায় নি।)

মহারাস—২নং গানের জবাব গান—নকুলেশ্বর সরকার

জবাব—রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — তোরা বললি কত অসঙ্গত আমার না বুঝে লেহ।
- পাড়ন — আমায় মান শিখায় দূতী বৃন্দে, জানিস তা সখীবৃন্দে,

- মানের নিন্দে করিস না কেহ।।
- ফুকার — সখী কর্মকার আর স্বর্ণকারে, অস্ত্র আর অলঙ্কার করে,
কর্মকার দেয় অস্ত্রে শানঃ সোনায়ে স্বর্ণকারে দেয় রসানঃ
অস্ত্র হয় তার সুধারিত, স্বর্ণ হয় উজ্জ্বলিত,
সখী মানে করে তেমনি মত, প্রেম পিরীতির শক্তিমান।।
- ফুকার — বললি, মহাভাবের ভাবুক যত, হংস চক্রবাকের মত,
নীল ফেলে ক্ষীর তারা খায়ঃ সখী আমি ত নই তাদের প্রায়ঃ
যামিনীতে জমিয়ে দই, মানদণ্ডে মধুন করে সই,
যদি তখনে মাখন করে লই, মিশবে না তা জলের গায়।।
- মিল — তোরা দেখিস প্রতিদৃশ্যে বন্ধুর চন্দ্রমুখ,
আমি তো দেখি না সেটুক, সে আমার আর আমি তার।
- মুখ — শুধু এই হৃদয় আধারে, রাখব ধরে পিরীতির আধার।।
- ডাইনা — ভালবাসার খনিতে প্রেমস্বরূপ ঘনীভূত,
এতকাল তো ছিল আজ সে হইল বহুতঃ
যে সুখ দিলাম আশ্রিতবে, তাই পায় কি সে আমি সন্তে,
এ কাণ্ডের সুখ বিধান করতে, মান যে একান্ত দরকার।।

বিচ্ছেদ (যমুনা বিলাপ) অমূল্যরতন সরকার

- চিতান — লাগল বিচ্ছেদ আশ্রন বৃন্দাবনে, দ্বিগুণ জ্বলে রাধার প্রাণে,
সেই জ্বালায় তার দু'নয়নে জল দিবারাতি।
- পাড়ন — রাধার বিচ্ছেদ জ্বালা পেয়ে জানতে, কান্ত বিনে কঁাদতে কঁাদতে,
শ্রীধামে শ্রীকান্ত আনতে যায় বৃন্দাদুতী।
- ফুকার — অমনি হয়ে নতজানু, রাধা পদরেণু কানু আনতে তুলি শিরে,
মধুর বৃন্দাবনের ধূলি, যুগল করে তুলি, অঙ্গের ভূষণ করে ধীরেঃ
নয়নে নির্গত ঝরণার জল, গাহিছে পূরবী চল চল চল,
চৌদুনিতে এল চরণকমল, প্রভাকরকন্যার তীরে।।
- মিল — ক্ষিপ্ত পবন তপ্ত আকাশ বিপরীত তটিনী,
হতাশ চিন্তে বৃন্দা ধনি, নিরানন্দে দিল ডাক।
- মুখ — হারা হয়ে রসময়ে, পড়েছি যে এসময়ে,
অনুকূলে এসময়ে, স্থির হয়ে তুই থাক।।
- ডাইনা — শুনিলে পর বাঁশীর গীতি, তোর হইত উর্ধ্বগতি,
কুলতাজিয়া কুলবতী কটিতে কুস্ত্র নিতঃ
জলভরা তো মাত্র ছলা, বাঁশীর গানে মন উতলা,
সকাল সন্ধ্যা দুপুরবেলা, কদমতলা আসিতঃ
সেই কৃষ্ণ নাই বৃন্দাবনে, চেয়ে দেখ যমুনাঃ
মধুপুরে আনতে চললেম তুই এ সংবাদ জেনে রাখ।
কাণ্ডে আনতে সই হয়ে তুই সই বলিয়া ডাক।।
হরি গেছে ব্রজ ত্যজে ব্রজমাঝে প্রেমময়ীর অবশ অঙ্গঃ
বুঝি তাহার বিরহে তোর প্রাণদহে, বক্ষে বহে শোক তরঙ্গঃ
এ শোক নিবারি দে লো পাড়ি দিতে, কাণ্ডে আনতে আমি যাইলো মথুরাতে,
মিলায় যদি বিধি পুনঃ তার সাথে, তুই তো পাবি প্রথম সঙ্গ।।

- বরজে কৃষ্ণ বিনে যে দুর্দশা আমার চোখে চেয়ে দেখলো।
 বুঝি ব্রজবাসীর চোখের জলে, নতুন এক যমুনা হয় লো।।
 দেখে তোর উত্তাল তরঙ্গ, পাড়ি দিতে কাঁপে অঙ্গ,
 যদি আনতে শ্যামত্রিভঙ্গ, বিলম্ব হয় লো।
 তবে বৃন্দাবনে গিয়ে দেখব, রাধারাগীর পরাণ নাইলো।।
 যদি পুনঃ মিলায় বিধি, ব্রজবাসীর হারানিধি,
 মানকুণ্জতে প্রতিবাদী, আর কি হব লো।
 করে রাধা-শ্যামের মধুর মিলন, প্রেমানন্দে নাচিব লো।।
- পরচিতান— হরি আশা ছিল আসবে বলে, নিঠুর প্রাণে থাকবে ভুলে,
 জানতাম যদি গোপীকূলে, বিদায় কি দিতাম।
- পাড়ন — আমরা দিয়ে কেহ মাধার বেণী, বান্ধিতাম চরণ দু'খানি,
 কেউ সাজায়ে বিনোদিনী, বামে ধরিতাম।।
- ফুকার — হয়ে না জানি কি দুখী, শ্যাম শুক পাখি ফাঁকি দিয়ে গেছে চলেঃ
 এখন তাহার বিরহে ব্রজবাসী দহে, ভাসে সবাই নয়ন জলেঃ
 বৃক্ষলতা নীরস পশুপাখি নীরব, তোর কূলে নাই গোপীর জলকেলি উৎসবঃ
 সোহাগ কাননে বিনে তরু মাধব, মাধবী গিয়েছে টলে।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বৃন্দার কথায় যমুনা কয়, ও তুই শোন লো বৃন্দে সই।
- পাড়ন — গেছে যে হতে কেলেসোনা, ফিরে ব্রজে এলোনা, যমুনার নমুনা আছে কৈ।
- ফুকার — ছিলেম গোলোকে বিরজা নদী, পেতে কৃষ্ণগুণ নিধি,
 ব্রজধামে জন্ম পাইঃ তোদের যে দশা আমারও তাইঃ
 যমুনা নদীর কূলেতে, কৃষ্ণ জন্মেন গোবুলেতে,
 ভাবলেম এপার ওপার আসতে যেতে, চরণধূলি যদি পাই।
- মিল — যেদিন হতে মথুরাতে গেলেন গোবিন্দ,
 আমারও অদৃষ্ট মন্দ, চরণে পেলেম না স্থান।
- মুখ — আসে না আর প্রেমের জোয়ার, কমে না আর বিচ্ছেদ ভাটির টান।।
- ডাইনা — বৃন্দাবনে গোপীগণের কৃষ্ণ সুখে সুখঃ
 তোদের মত আমিও আজ সে সুখে বিমুখঃ
 রাখালের মেলা মেলে না, বাঁশীতে পাষণ গলে না,
 যমুনায়ও ঢেউ খেলে না, শ্রোত চলে না উজান।।
- ফুকার — তোরা ঘোল বেচতি মথুরায় যেয়ে, পার করিত কানাই নেয়ে,
 শ্রোত ছিল খরতরঃ এখন নাই আর সে তরঙ্গের ডরঃ
 আর তো কৃষ্ণের বাঁশীর ফাঁকে, ধেণু যায় না উর্দ্ধমুখে,
 একবার চেয়ে দেখনা আমার বুকে, পড়লো বিচ্ছেদ বালুর চর।।
- ফুকার — বললি, বিনে ব্রজে শ্যাম-শুক পাখী, অবশ্যই বিধুমুখী,
 শ্যাম আনতে মথুরায় যাইঃ তবে আমার মিনতি জানাইঃ
 বলিস শ্যামের চরণতলে, আসে যদি এ গোবুলে,
 যেন পাও ধুইয়ে যায় আমার জলে, চরণধূলি যেন পাই।।
- ফুকার — বললে, মাধবী মাধব বিনে, ঢলে পৈল ধরাসনে,
 যুক্তি যুক্ত কথা নয়ঃ দূতী ছায়া কায়া ভিন্ন নয়ঃ

কৃষ্ণ তরু রাধা লতা, এক প্রেমে উভয় জড়িতা,
রাধা যথা কৃষ্ণ তথা, জল কাটিলে কি দুভাগ হয়।।

স্মৃতি দর্শন—গানের জবাব জবাব—নকুলেশ্বর সরকার

গান—বিজয়কৃষ্ণ সরকার

- চিতান — তখন রাই রঙ্গিণীর বাক্য শুনে, অমনি সঙ্গিনীগণ কয়।
পাড়ন — তোরে বলব কিগো রাধিকে, তুই কৃষ্ণ প্রাণধিকে,
গুণধিকে শোন গো পরিচয়।।
- ফুকার — বললি, পূর্ব জন্মের কর্মফলে, বান হয়ে শ্যাম গেল চলে,
থাকনা দূরে কালাচাঁনঃ তবু বাঁশীতে তুমিবে প্রাণঃ
দূরে থেকে লক্ষ যোজন, অর্কে জোগায় পদ্মিনীর মন,
এতো মথুরা আর শ্রীবন্দাবন, দণ্ড দুই এর ব্যবধান।।
- মিল — প্রেম চুম্বকে টেনে আনে প্রেমিক লোহার মন,
সময়াস্তে হবে মিলন, প্রেম চুম্বকের থাকলে টান।
- মুখ — মরণের সংকল্প ভুলে, বেঁচে থাকলে পাবি কালাচাঁন।
- ডাইনা — বিচ্ছেদের সাগরে নাকি ডুবে মরবি রাইঃ
সাগরবন্ধে প্রেমবিরহীর মরার সাধ্য নাইঃ
আশা-বায়ু প্রতিকূলে, সাগরের ঢেউ আসবে কূলে,
দিবে তোরে কূলে ঠেলে, মরতে মরতে পাবি প্রাণ।।
- ফুকার — বললে, ভ্রমর গুঞ্জন আওন যেন, মহাপ্রলয় আওন কেন,
জুলে মলয়ানিলেঃ রাধে আবার শ্যাম ব্রজে এলেঃ
হবে বিচ্ছেদ পর্কীবাসন, থাকবেনা আওনের গীর্বাণ,
প্রাণের সকল আওন হবে নিকর্বাণ, সম্মিলন মেঘের জলে।।
- ফুকার — বললে, শ্যাম গিয়েছে আমায় ত্যাগি, শুধুই কলঙ্কের ভাগী,
তারে সই পাবনা আরঃ রাধে কলঙ্ক তোর অলঙ্কারঃ
শ্যাম যোগে নাম রেখে ধনি, শ্যামকে ক'রে অগ্রগণী,
রাই তোর নাম হল শ্যাম কলঙ্কিনী, এ কলঙ্ক তোর না তার?

পান্টা সখী সংবাদ (বিরহ) অজ্ঞাত

- চিতান — বললে, প্রেম নূতন রাখবার তরে, ইচ্ছাময় ইচ্ছা করে, কৃষ্ণনাম লিখলেন পায়।
- পাড়ন — সে প্রেম নূতন বাড়ল কৈ, ওগো রাই রসময়ী,
যুগল সেবা কৈ, করি গোপীকায়।।
- ফুকার — আমরা যুগল সেবার অভিলাষী, জান তুমি রাই রূপসী,
কালোশশী ব্রজে নাইঃ কিসে যুগল সেবার সাধ মিটাইঃ
নিত্য কুঞ্জে নবরসে, সেবা করতেম পীতবাসে,
এখন শ্যামবন্ধু র'ল বিদেশে, বলগো রাধে আমরা কোথায় যাই।।
- মিল — ওগো বিধুমুখী, ব্রজের অষ্টসখী, কোথা গিয়ে শান্তিরস পাই।
- ডাইনা — শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রসে, রৌদ্র আর বীর ভয় রসে,
ব্রজে ভেসে বেড়াইঃ মাত্র করুণ রসেতে ব্রজে কান্দি সবাইঃ
কার আশ্রয় আশ্রিত হব, কার ছায়ায় প্রাণ জুড়াব,
আমরা কার পদে অর্ঘ্য দিব, রাধে বলগো তাই।

- খাদ — বিনে কালোশশী ব্রজবাসীর সুখশাস্তি নাই।।
- ফুকার — নির্মল শাস্ত দাস্য সখ্যভাবে, বাৎসল্যাদি মধুরভাবে,
শ্রীমাধবে ব্রজে পাইঃ সে ধন বিদায় করে দিলি রাইঃ
পঞ্চপ্রেম আর নবরসে, সেবা করতেম মন উল্লাসে,
এখন শ্যামশূন্য প্রেমশূন্য দেশে, নিতাসিদ্ধি আমরা কোথায় পাই।।
- মিল — সিদ্ধির শুদ্ধ রসে ছিলাম ব্রজবাসে,
আমরা তাই ভেবে হাবত্যাশে, ব্রজে কাঁদি সবাই।।
- অন্তরা — সিদ্ধির সন্তে শত সিদ্ধি দেগো রাইঃ
অন্য আশা নাই ওগো প্রেমময়ী রাই।
ব্রজের বিশুদ্ধ করণের মানুষটি চাই।।
সিদ্ধির সন্ত রসের কারণ, জানি আমরা সব গোপীগণ,
করাই তারির মধ্যে যুগল মিলন, মোদের তা বিনে আর আশা নাই।।
- পরচিতান — রসিক নাগর বৈ রসময়ী, উজ্জ্বল রস মিলে কৈ, ওগো রসময়ী রাই।।
- পড়ন — রসরাজ বিনে ব্রজেতে, নীরস সকলেতে,
আমরা তোর সাথে, কেন্দে কাল কাটাই।।
- ফুকার — রাধে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, ব্রজেতে নাই সে সম্বন্ধ,
কপাল মন্দ গোপীকারঃ তোমায় বলব কি রাই অধিক আরঃ
এসব রাই তোর কর্ম ফলে, জলধর শ্যাম ছেড়ে গেলে,
তাইতে প্রেম শূন্য হল গোকুলে, শুকাল প্রেম সরোবর।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সখীসংবাদ — প্রভাস যাত্রা / যজ্ঞ

প্রভাস যাত্রায় ব্রজভূমির উক্তি (ক) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — নারদ ব্রজে এসে প্রভাস যজ্ঞের বার্তা দিল।
 পাড়ন — সবে হারায় প্রাণকেশব, এতদিন ছিল শব,
 হায় হায় আজ যেন সব, দেহেতে জীবন পেল।।
- ফুকার — কিশোরী ত্যজে ব্রজভূমি, শ্যাম বিলাসের স্থানঃ করে প্রভাসে প্রস্থান, :
 মস্তকেতে প্রথর ভানু, হাঁটিতে কাঁপিছে জানু,
 তবু অনুরাগের তনু, ধনু হতে ছুটল যেন বাণ।।
- মিল — দেখে শেষ যাত্রা বিধুমুখীর, ব্রজভূমি বলে,
 যাবার কালে আজ যাও গো বলে, দুটো মুখের কথা।
- ধূয়া — শ্রীমতী শ্রীমতী, আজ তোমার কি মতি,
 মতি গতি দেখে আজ, লাগে মর্মে অতি ব্যথা।।
- ডাইনা — ঐ যে ললিতা বিশাখা চম্পকলতিকা, তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা,
 তোমার চৌদিকে সঙ্গিনীঃ করে হরিশ্রবণিঃ হর্ষ বিষাদে বদন মাখাঃ
 বৃন্দাবন নিরাশ্রিত, চাঁদের হাট ভেঙ্গে দ্রুত,
 রাধে, দশমীর যাত্রার মত, যাত্রা করিলে কোথা।
- খাদ — প্রাণে টান কি পড়েছে বৃষভানুসূতা।।
- ফুকার — বহুদিন হল শ্যাম গিয়াছে তুমি আছ রাইঃ আমি তাপিত প্রাণ জুড়াই, :
 আজি কেন রাই সকাতরে, যারে দেখ তারে ধ'রে,
 যেন এ জনমের তরে, কেবল বল—যাই গো আমি যাই।।
- মিল — তোমার ভাব দেখিয়ে বক্ষ ভাসে চক্ষের নীরে,
 হায় হায়, আজ যেন দুঃখিনীয়ে করলে নিরাশ্রিত।।
- অস্তুরা — কোথায় যাও বলে যাও রাধে, আমার সাক্ষাতে।
 চল্লে বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণের পথে।।
 ব্রজের লোক সব দলে দলে, জয় রাধে গোবিন্দ বলে,
 জনমের মত যায় গো চলে, তোমারি সাথে।।
- পরচিতান— ভাসল অকূল নীরে, গোকুল বৃন্দাবন।
- পাড়ন — কত অশুভ কল্পনা, কল্পনা অল্পনা, কল্পনাজল্পনা,
 আজ হতে সব অবসান।।
- ফুকার — রাধে, গো রাধে ! বৃন্দাবনের সব শোভা শ্রীহীনঃ এমন হয় নাই কোন দিন, :
 যে দিক পানে ফিরাই আঁখি, কেউ নাই কার দুঃখের দুঃখী,
 কান্দে পশু কান্দে পাখী, শূন্য দেখি যমুনাপুলিন।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন ব্যাকুলা শ্রীমতি অতি, ব্রজভূমির প্রতি কয়।
- পাড়ন — আমি যাব বলে প্রভাসে, চলেছি আজ এ বেশে,
 এদেশে মন নাই আর এসময়।।
- ফুকার — আমার সর্ব্ব তীর্থ হতে বেশী, স্বর্গাদপি গরিয়সী,
 জন্মভূমি জননীঃ তোমার চরণে চিরঞ্চনীঃ

- পাব বলে শ্রীহরিরে, প্রবাসে যাই প্রভাসতীরে,
আমার যাত্রাকালে উঠেঃ স্বরে, মাগো তুমি দাও হরিশ্রবণি।।
- মিল — একা আমি যাব কেন বন্ধুদর্শনে,
সঙ্গিনীগণ নিয়ে সনে, পূর্ণ করব মনসাধ।
- মুখ — পাই যেন সে শ্রীহরিরে, এদাসীরে করে আশীর্বাদ।।
- ডাইনা — তোমার বৃকে ছিলাম সুখে যাহার বিলাসে :
জন্মের শোধ আজ যাত্রা করি তার অভিল্যম্বে :
জাগ্রত স্বপ্ন সুবুপ্তি, তূর্য্যাদির আজ চরম প্রাপ্তি,
দুহিতার এ দেহ তৃপ্তি, জননীর কেন বিষাদ।
- খাদ — শ্যামকে পেলে যাব ভুলে সকল অবসাদ।
- ফুকার — বললে, যারে দেখ তারে ধরে, বলো কেন বারে বারে,
এমন আমি যাই গো, : আমার যাওয়া বই আর আসা নাই, :
এত কাল যার করলেম আশা, আজ পাবো তার ভালোবাসা,
তাইতে মিটাতে প্রেমের পিপাসা, শ্যামনাগরে ডুবতে যাই।।
- অস্তুরা — আমি বলতে নারি কোন দেশে আজ চলেছে মোর মন।
আমার মনে বলে এই প্রভাসে স্বদেশের মিলন।।
হায়গো, জন্ম নিয়ে শুভক্ষণে, বন্ধুকে পেলেম দক্ষিণে,
আবার যেন কি কৃষ্ণণে, হারালেম সে ধন।
অদ্য হারানিষি বৃকে নিব জনমের মতন।।
- পরচিতান — আমি জন্মাবধি তোমার কোলে, করলেম অশ্রু বিসর্জন।
- পাড়ন — আমি পদাশ্রিতা দুহিতা, ভুলো না আমার কথা,
এই তো মাতা শেষের নিবেদন।।
- ফুকার — বললে কাদে পশু কাদে পাখী, যমুনার কূল শূন্য দেখি,
এ শূন্য তো শূন্য নয়ঃ নিজে বলেছেন শ্যাম রসময়ঃ
তাজে ব্রজ বিলাসভূমি, পাদমেকং ন গচ্ছামি,
দেখবে ব্রজের ভাবে ডুবে তুমি, নিত্যলীলা নিত্য হয়।।

প্রভাস যাত্রায় ব্রজভূমির উক্তি (ক) ২নং **হরিচরণ আচার্য**

- চিতান — বললে প্রভাস তীরে প্রাণের মাধব যজ্ঞ করে।
- পাড়ন — নারদ মুখেতে বিবরণ, শুনে গোপগোপীগণ, কত কষ্টে এখন,
চল্লে শত বৎসর পরে।।
- ফুকার — রাধে গো রাধে ! কৃষ্ণ দেখতে চল্লে প্রভাসেঃ শত বৎসরের শেষে, :
জন্মের মত যাত্রাকালে, দাড়াও একটু তরুতলে,
আমার প্রাণে ডেকে বলে, আর বৃদ্ধি আসবে না এদেশে।।
- মিল — তোমার ভাব দেখে, দুঃখে আমার বন্ধ ফাটে,
থেকে থেকে প্রাণ কেঁদে উঠে, কি করি কি করি।
- ধূয়া — জয় রাধে শ্রীরাধে, হা রাধে ! হা রাধে ! আজ কি অপরাধে,
সাধের গোকুল গেলে পরিহরি।।
- ডাইনা — যত ময়ূর ময়ূরী, ভ্রমর ভ্রমরী, শুক শারী সঙ্গে সবঃ
যত কুরঙ্গ কুরঙ্গিনী, রঙ্গিতে রঙ্গিনী, সঙ্গে সঙ্গিনী হল তবঃ
আমাকে দাসী বলে, স্থান দাও এ চরণতলে,

- রাধাকৃষ্ণ নাম মুখে বলে, আমি আগে মরি।
- খাদ — অন্তরে অনন্ত দুঃখ কিসে ধৈর্য্য ধরি।।
- ফুকর — রাধে গো, আমার বুকে রইল সব জীলার চিহ্নঃ কেবল তোমরা ভিন্ন, :
মানসরোবর সূর্য্যকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড আর রাধাকুণ্ড,
সবই র'ল বিষের ভাণ্ড, পূজামণ্ডপ প্রতিমাশূন্য।।
- মিল — গেলে সুখের দিন, শেষ জীবনে বড় দুঃখ পেলেম,
তব কিঙ্করী পড়ে র'লেম, কিসে ধৈর্য্য ধরি।।
- অন্তরা — সাধের বন এই শ্রীবৃন্দাবন করে দিয়ে যাও।
গত সুখের কথা মনে করে, একবার ফিরে চাও।।
কেন বৃষভানুসূতা, আমায় করলে নিরাশ্রিতা,
বলে যাও রাই দুটো কথা, দাসীর মাথা খাও।।
- পরচিতান — ব্রজলীলা সাদ করে চললে রাইকিশোরী।
- পাড়ন — আর কি কেলিকদম্বতলে, রাধা রাধা বলে,
সকালে বিকালে, বাজিবে শ্যামের বাঁশরী।।
- ফুকর — রাধে গো রাধে, আর হবে না নিধুবনে রাসঃ ঘুচল দোল খুলন উল্লাস, :
আর কি হয় কালিন্দীতটে, বংশীধ্বনি বংশীবটে,
তপনতনয়ার ঘাটে, আর হবে না সে নৌকাবিলাস।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমার যাত্রাকালে প্রেমসলিলে, তোমার ভরিল নয়ন।
- পাড়ন — যদি স্বামীগৃহে কন্যা যায়, তোমার মতো কাঁদে মায়,
তোমার কান্নায় কাঁদে আমার মন।।
- ফুকর — মাগো তোমার মনে কেঁদে বলে, ব্রজ হতে আমি গেলে,
আসব না আর ফিরিয়া : আমায় আশীর্বাদ দাও করিয়া :
কল্পতরু শ্যাম গুণালয়, আমি আশ্রিতা কিশলয়,
যদি তার প্রেমে হতে পারি লয়, অমর হব মরিয়া।।
- মিল — এ সব দুঃখে মাতার যে দুখ, দুহিতার সুখে সুখ,
তোমার প্রাণে সেভাব আসুক, শ্যামসুখ পশুক মরমে।
- মুখ — যেন তোমার পূণ্যবলে প্রভাসকূলে মিলে পরমে।।
- ডাইনা — কেন বল দাসী বলে পদে দিতে স্থানঃ পদতলে থাক তবু জননীর
সমানঃ তোমার বুকে দিয়ে চরণ, কি সুখে করি বিচরণ,
তোমার হবে প্রেমে মরণ, আমার মতো চরমে।
- খাদ — ধৈর্য্য ধরতে হবে তোমার মায়ের ধরমে।।
- ফুকর — বললে মণ্ডপ আজ প্রতিমা শূন্য, বুকে রইল দুঃখের চিহ্ন,
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড : তোমার এই বিষের ভাণ্ড :
যার পরে যার থাকে রতি, অন্তর্হিত হলে মুরতি,
ও তার প্রাণে জাগে প্রীতির স্মৃতি, বড় নয় জড় পিণ্ড।।
- মিল — সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, শাস্ত্রে পাই শুনতে,
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে, সুখ দুঃখ ক্রমে ক্রমে।।
- অন্তরা — ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য, ভক্তগণের জন্য র'ল।
কড়ু মাতা নিভিবে না, অহৈতুকী প্রেমের আলো।।

গত সুখের কত কথা, ভুলিতে পারি না মাতা,
তব গুণগীতি গাথা বিশ্ব ছাইল।

হাট চিতে মাগো বল, পাই যেন সেই কোমল কালঃ
আমায় যদি বল ভাল, সেই ভাল-তে তোমার ভাল।।

পরচিতান— কিসে নিরাশ্রিতা, মাতা তুমি যখন রাইশ্যামের আশ্রয়।

পাড়ন — তুমি কান পাতিলে জননী, শুনতে পাবে অমনি, দিনরজনী বংশীধ্বনি হয়।।

ফুকার — বললে, আর হবে না দোল খুলন রাস, আর হবে না নৌকাবিলাস,
তপনতনয়ার ঘাটেঃ মাগো একথা কিসে খাটে :

যা খেলেছে চিকনকাল, অনন্ত কাল চলবে খেলা,

নিতা প্রেমিকে এই নিত্যলীলা, দেখিবে চিত্তপটে।।

ব্রজভূমির উক্তি (খ) ১নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — শ্রীদামের শাপ হল মোচন বিচ্ছেদ সমাধান।

পাড়ন — প্যারী আয়ান গোপ আর কুটিলারে, দয়া করে দিলেন দিব্য জ্ঞান।।

ফুকার — শ্রীরাধে শত বৎসর পরে, ব্রজলীলা সাঙ্গ করে, যজ্ঞক্ষেত্রে যায়ঃ

ধনি বারে বারে ফিরে ফিরে, ব্রজের পানে চায়, :

বনের বিহার মনে পড়ে, বক্ষ ভাসে চক্ষের নীরে,

জন্মের মত ব্রজ ছেড়ে হ'তেছে বিদায়।।

মিল — তখন আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবন শূন্যময় হেরে,

ব্রজভূমি সকাতরে, রাইকে ডেকে কয় তখন।

ধূয়া — বিনোদিনী রাজনন্দিনী ! বৃন্দাবন বিলাসিনী, কোথা তুমি করেছ গমন।।

ডাইনা — সঙ্গে তোমার অষ্ট সখী, হর্ষ বিষাদ ভাব নিরখি, অতি দ্রুত যাও :

রাধে আবার কেন ফিরে ফিরে, বারে বারে ব্রজের পানে চাও :

ভাব দেখে ভাবি অন্তরে, প্রাণ যেন আজ কেমন করে,

যেন অকূল সিঙ্কুণীরে, গোকুল করবে বিসর্জন।

খাদ — ভাব দেখে ভাব বুঝতে নারি, সুধাই তাই এখন।।

ফুকার — রাধিকে, শুনি লোকের মুখে, সতী যেমন পশুপতিকে ভূলায়ঃ

শেষে জন্মের তরে, কৈলাস ছেড়ে, দক্ষযজ্ঞে যায়, :

তেমনি দেখি রাইকিশোরী, প্রেম-যজ্ঞ আজ ভঙ্গ করি,

কোন যজ্ঞেতে যজ্ঞেশ্বরী, চলেছ কোথায় ?

মিল — রাধে ত্রিলোকমান্য আনন্দময় বৃন্দাবন পুরী,

যে দিকে আজ দৃষ্টি করি, সেদিকে হেরি কুলক্ষণ।।

অন্তরা — ভেবে বুঝতে নারি, রাইকিশোরী চলেছ কোথায়।

আবার ফিরে ফিরে চাও, কার মমতায়।।

জানি কি অনুরাগেতে, চলেছ মনের বেগেতে,

কি দিব তুলনা জগতে, যেমন সাগর সম্মেতে জাহ্নবী ধায়।।

পরচিতান— ঐ দেখ রাই ! চতুর্দিকে হল হাহাকার।

পাড়ন — রাধে ! এত সাধের শ্রীবৃন্দাবন, হবে সে বন, দিনে অন্ধকার।।

ফুকার — কিশোরী, আহা মরি মরি, বিজয়া দশমীতে হয় দেবীর বিসর্জনঃ

শেষে দুর্গমগুপ শূন্য হেরি, দুঃখে পোড়ে মন, :

কে জানে রাই তেমনি ভাবে, চান্দ্রবাজার ভেসে যাবে,

মধুর বৃন্দাবনে হবে, দশমীর লক্ষণ।।

ব্রজভূমির উক্তি (খ) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বঙ্গে রাধে ব্রজলীলে করলে সমাপন।
 পাড়ন — এখন শত বৎসর গত করে, প্রভাসতীরে করতেছ গমন।।
 ফুকার — শ্রীরাধে এখন কত সাধে, শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ খেদে হয়েছ মোচনঃ
 তোমার প্রাণনাথের পত্র পেয়ে, যজ্ঞক্ষেত্রে করেছ গমন, :
 দেশ ছেড়ে প্রবাসে যাবে, কৃষ্ণ পেয়ে প্রাণ জুড়াবে,
 মধুর বৃন্দাবনে হবে, দশমীর লক্ষণ।।
 মিল — রাধে ! একে মোরা গোকুলবাসী, ভাসি অকূলে,
 এত সাধের ব্রজলীলে, করিও না রাই সম্বরণ।
 ধূয়া — দাঁড়াও দাঁড়াও রাইকিশোরী, জন্মের মত প্রণাম করি,
 বক্ষে ধরি ও রাঙ্গাচরণ।।
 ডাইনা — ভবের বাঙ্কিত বৃন্দারণ্য, ছিন্ন ভিন্ন হেরি শূন্য যেদিক পানে চাইঃ
 রাধে স্থানে স্থানে লীলার চিহ্ন, ত্রিলোক মান্য, প্রাণের কৃষ্ণ নাইঃ
 কৃষ্ণ গেছে যাবে তুমি, কি সুখে আর রব আমি,
 হবে গো এ ব্রজভূমি, শ্মশানভূমি হয় যেমন।
 খাদ — যুগল মস্তুর উপাসক, আমরা সর্বজন।।
 ফুকার — রাধিকে, কৃষ্ণ প্রাণাধিকে, এবে মোরা কৃষ্ণশোকে বাঁচিনা প্রাণেঃ
 কেবল চেয়ে আছি সবে তোমার চাঁদবদন পানে, :
 বিচ্ছেদ-সিদ্ধু দিতে পাড়ি, তুমি মোদের আশা-তরী,
 তুমি থাকলে আস্ত হরি, শ্রীবৃন্দাবনে।।
 মিল — আমার কথা রাখ ব্রজে থাক, ব্রজেশ্বরী রাই,
 শ্রীপাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাই, বঞ্চিত করো না কখন।।
 অন্তরা — খানিক দাঁড়াও রাধে, মনসাধে করি দরশন।
 চরণ পরশেতে জুড়াই তাপিত জীবন।।
 হবে না এজন্মে দেখা, এ দেখা এজন্মের দেখা,
 ছিল কি আমার ভাগ্যের লেখা, পেয়ে হারা হলেম সে অমূল্যরতন।।
 পরচিতান— কি আনন্দে নিরানন্দ হল বৃন্দাবন!
 পাড়ন — এখন যেদিক পানে দৃষ্টি করি, শূন্য হেরি আনন্দ কানন।।
 ফুকার — রাধে গো ব্রজেশ্বরী ! এত সাধের ব্রজলীলা ত্যজলে কি দোষেঃ
 তোমার বন্ধুর সনে মিলন হবে মধুর প্রেমরসে, :
 দোল খুলন রাসযাত্রা যত, সব যাত্রা এ ব্রজে হত,
 শেষযাত্রা এ জন্মের মত, করলে প্রভাসে।।

প্রভাস যজ্ঞ (বৃন্দার ব্যঙ্গোক্তি) - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — দেখতে প্রভাসে প্রবাসী পতি গোপকুলের সব কুলজা উদয়।
 পাড়ন — যথা রীতি নীতি, যজ্ঞে পড়ল পূর্ণাঘতি,
 সময় বুঝে বৃন্দাদুতী, রসময়কে কয়।।
 ফুকার — তোমার কুশল জানতে, কঁদতে কঁদতে, মনভ্রান্তে বিদেশে আসি,
 হায় হায় করের কঙ্কণ দর্পণে আর, দেখবে কি আর বেশী, :
 মোদের ব্রজের সবই অবনতি, তোমার অতি ক্রমোন্নতি,
 উন্নতির উপর উন্নতি, খোল হাজার অষ্ট মহিষী।।

- মিল — ক্রমোন্নতির ক্রমবিকাশ দেখে হই মুগ্ধ,
বেত্রবন করিলে দক্ষ, রত্নাবুক্ষ জন্ম লয়।
- ধূয়া — ভ্রম গেল ভ্রম গেল বধু, দেখে ক্রমোন্নতির পরিচয়।।
- ডাইনা — বনে বনে ধেনুরক্ষা, বাঁশের বেণু রাসের শিক্ষা, মানভিক্ষা কি মানহানির কথাঃ
এককালে কে কি না করে, কালে কেনা ঘৃণা করে,
এক এক কালের হয় এক এক কথাঃ
অতীত কালের পতিত কথা, গতিকে কি মনে হয়।
- খাদ — ক্রমে ক্রমে ক্রমোন্নতি আশ্চর্য্য বিষয়।।
- ফুকার — কারো বয়স বুদ্ধির সাথে সাথে, যশবুদ্ধি আর রসবুদ্ধি অতি,
কেহ বিংশতি বয়সে বুদ্ধা কি অধোগতি, :
কেহ বহন করে নন্দের বাধা, পড়ে নাই সম্পদের বাধা,
যতই শুদ্ধ হয়েছে আদা, ততই আদার ঝালের উন্নতি।।
- মিল — কর্মমেতে মরমেতে মরমে ব্যথা, লোকে বলে মিথ্যা কথা, যথা ধর্ম তথা জয়।।
- অন্তরা — তোমার বিদেশে উন্নতি দেশে অবনতি, শ্রীমতীর ধূলায় গড়াগড়ি হে।
ব্রজের নাই ধড়া নাই চূড়া, গলে নাই গুঞ্জছড়া,
(হেথায়) জামাজোড়া লাল পাগড়ী হে।।
এখন অঙ্গে নাই দেশী বস্ত্র, সর্বদা সশস্ত্র, করে নাই বাঁশের বাঁশরী হে।
দেখি উন্নতি সর্বত্র, গলে যজ্ঞসূত্র, মস্তকে রাজছত্রধারী হে।।
- পরচিতান — তোমার দেশে ছিল নিদ্রাম ধর্ম, কাম্য কর্ম সবই এই বিদেশ।
- পাড়ন — ষোল হাজার অষ্ট, মহিষীগণ সবই শ্রেষ্ঠ,
থাকত যদি পেত কষ্ট, পাপিষ্ঠ লঙ্কেশ।।
- ফুকার — তোমার ষোল হাজার অষ্টভার্য্যো, কামরাজ্যে শ্যাম মানতে হয় স্নাঘ্যঃ
করলে উৎপন্ন ছায়ায় কোটি, সবই সুযোগ্য, :
তুমি ষোল হাজার অষ্ট ঘরে, বিরাজ কর ঘরে ঘরে,
কত বৎসর পরে পরে, এক রূপসীর ফিরে সৌভাগ্য।

প্রভাস যজ্ঞ (বৃন্দার ব্যঙ্গোক্তি) - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — তোমার ব্রজের কথা স্মরণ আছে, আমার কাছে বস্ত্রে মন্দ নয়।
- পাড়ন — তুমি গোপীর আপন, মূল কথা রাখ নাই গোপন,
দুঃখের কালে সুখের স্বপন, সেও মন্দ নয়।
- ফুকার — যা হউক অতি মন্দে ত্বরিত, শুভ সুহৃদ, তব পিরীত মন্দ নয়,
পেলে ক্ষুধার কালে শুধু অন্ন সেও মন্দ নয় :
হায়, রাত্রে মশা দিনে মাছি, এই সুখে বৃন্দাবনে আছি,
কখন মরি কখন বাঁচি, বিধির লিখন সেও মন্দ নয়।।
- মিল — যত কষ্ট শত যোজন হেঁটে এসেছি, শুধু মুখে পড়লে মাছি, ক্ষুধার কালে মন্দ নয়।
- ধূয়া — লেখা ছিল দেখা হ'ল, অদেবার পক্ষেতে মন্দ নয়।।
- ডাইনা — ওনেছি জ্যোতিষ বলে, রত্নগত শনির কালে, চন্দ্রশুদ্ধ হলে মন্দ নয়ঃ
দেশে এক স্বপত্নীর জ্বালা, বিদেশে স্বপত্নীর মেলা, বিধির খেলা সেও মন্দ নয়ঃ
কায়া প্রাণে সম্বদ্ধ নয়, ভাবতে পারলে মন্দ নয়।
- খাদ — মেঘাচ্ছয়ে নষ্টচন্দ্রের আলোক মন্দ নয়।।
- ফুকার — জানি মন্মধ্যভাবে শুভং দদ্যাৎ, অবস্থার ব্যবস্থা মন্দ নয়।

- চক্ষে দৃষ্টিহীনের যষ্টি ধারণ, সেও মন্দ নয়।।
 আবার জ্বরের জ্বালায় মাথা ধোয়া, দুগ্ধ মিশ্রিত সাও খাওয়া,
 হেটে যেতে পথে পাওয়া টাকার, চৌদ্দ আনা মন্দ নয়।।
- মিল — নিম্ন ফল সুপক্ক হলে মিষ্ট হয় অতি, অতি তিক্তের শেষ উন্নতি,
 মিষ্টত্ব গুণ মন্দ নয়।।
- অন্তরা — বঁধু, অগ্নির আকর্ষণে পতঙ্গিনীগণে, পরে পুড়ে মরে মন্দ নয়।
 হেরি কাল কাদঙ্গিনী, পিয়াসে চাতকিনী, অশনি পড়ে মরে মন্দ নয়।।
 চাঁদের ছায়া হেরে, সরোবর নীরে, চকোরী ডুবে মরে মন্দ নয়।
 শুনে মোহনবংশী ধ্বনি, রঙ্গে কুরঙ্গিনী, ব্যাধের হাতে মরে মন্দ নয়।।
- পরচিতান — কোনও বন্ধুর বাক্যে চড়লে বৃক্ষে, ফল পাড়িলে দুইভাগ করে লয়।
- পাড়ন — বৃক্ষ হতে পড়ে, বন্ধু মরলে বন্ধু হেরে,
 শ্রাদ্ধেতে খায় দধি চিড়ে, সেও ত মন্দ নয়।।
- ফুকার — বন্ধু গৃহ দাহ হবার কালে, যৎসামান্য যদি বাহির হয়,
 হলে সর্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা, সেও ত মন্দ নয়, :
 নূতন প্রেমের যতন দেখে, বন্ধুলোক বিদেশে থাকে,
 দেখা না দেউক পত্র লেখে, লোকে বলে সেও ত মন্দ নয়।।
- মিল — ব্রজ ছেড়ে দেশান্তরে, এলে দ্বারকা, শত বৎসর পরে দেখা, বিধির লেখা মন্দ নয়।।

প্রভাস যজ্ঞ (চন্দ্রগ্রহণ) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — গিয়ে প্রভাসে যজ্ঞ করেন কালশশী।
- পাড়ন — যজ্ঞে এল সব দেব দানব, গন্ধর্ব মানব,
 হেরে মহোৎসব, সুখী ত্রিলোকবাসী।।
- ফুকার — প্রভাসে নিয়ে সঙ্গিনী সঙ্গিতে, চলে রঙ্গিনী রাই রঙ্গিতে, দেখতে কালাচাঁদ, :
 ধীরে অধরধরা প্রেমের ফাঁদ, :
 যজ্ঞে দেখে কৃষ্ণের মহিষীগণ, নীল বসনে ঢাকলে বদন,
 তাহিতে শোভা হল যেমন, রাহতে গ্রাসিল চাঁদ।।
- মিল — তখন কি ছলে মনের সুখে বাস করে, উদ্ধব কয় মাধবেরে, ধরে যুগল চরণ।
- ধূয়া — কৃষ্ণ কমল আঁখি, প্রভাস যজ্ঞে দেখি, হরি হরি ও কি লক্ষণ।।
- ভাইনা — তোমার এ যজ্ঞের কি মর্ম, করেছ দান ধর্ম, সূর্যগ্রহণ যোগে:
 কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বর হে, যজ্ঞ হইল শুভ যোগে:
 তাহিতে কোন যোগে দিবাভাগে হইল চন্দ্রগ্রহণ।
- খাদ — এক যোগে কে দেখেছে কবে আসল গ্রহণ।।
- ফুকার — কৃষ্ণ হে, তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা, দেখি কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমা,
 উপমা কিসে, : হলো যে লীলে আজ প্রভাসে :
 চাঁদের চতুর্দিকে যেসব তারা, গ্রহণ দেখে কাদে তারা,
 এই গ্রহণের নির্ণয় করা, হইয়াছে কোন জ্যোতিষে।।
- মিল — চন্দ্রগ্রহণ আজ দেখে ভয়ে কাতর অতি,
 হয়ে করজোড়ে করে স্তুতি, যত দেব দেবীগণ।।
- অন্তরা — কি লীলে হল বল, বল যদুপতি।
 সম্প্রতি ঐ চন্দ্রগ্রহণ, আছে ঋণ স্থিতি।।
 কোন রাশির সপ্তমে এই শশী ছিল,

- কি আক্রোশে এসে কোন রাহু গ্রাসিলঃ
কি দানের ব্যবস্থা এ গ্রহণে বল, মুক্তিপ্রাপ্ত হব কি রীতিনীতি ॥
- পরচিতান— এইসে যে লীলে দেখলেম হরি প্রভাসকূলে।
- পাড়ন — দেখে ভাবি তাই, তোমা বই আর কারে শুনাই,
আর দেখি নাই এ অপূর্ব লীলে ॥
- ফুকার — কৃষ্ণ হে, জানি রাশির অর্থ সমুদয়, নবগ্রহের উদয়,
অন্ত হয় জ্যোতিষের নির্ণয়, : এমন হয় নাই কখন হবার নয়, :
যত বিধির বিধি গেল দূরে, কোন বিধি এই বিধি করে,
কোন রাশির চক্রেতে পড়ে, অমাবস্যা চন্দ্র উদয় ॥

প্রভাস যজ্ঞ (চন্দ্রগ্রহণ) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বল্পে এইত নয় চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রমুখী ব্রজের রাইরতন দেখে।
- পাড়ন — তোমার মহিষীগণ দিয়ে নীল বসন, বসলো বদন ঢেকে ॥
- ফুকার — কৃষ্ণ হে, জানি চাঁদের অর্থ সৌন্দর্য, অতি শীতল গুণের মাধুর্য,
শান্ত্রে শুনতে পাইঃ সোণার প্রতিমা চন্দ্রিমা রাই, :
চাঁদের সৌন্দর্য মাধুর্য ঘুচে, গোকুলের চাঁদের কাছে,
সেই চাঁদের কলঙ্ক আছে, রাইচাঁদের কলঙ্ক নাই ॥
- মিল — তাই নীল বসন রাহু হয়ে গ্রাস করেছে,
কর যাতে এই গ্রহণ ঘুচে, রাখ এই মিনতি ॥
- ধূয়া — আমার কথা ধর, গ্রহণ মুক্ত কর, ওহে যদুপতি ॥
- ডাইনা — এমন শুভযোগ কৈ মিলে, রাইচাঁদকে নিয়ে কোলে, বস এই প্রভাসেঃ
চাঁদের শোভা হউক হে সুনির্মল হৃদয়াকাশেঃ
যজ্ঞ হলো এই প্রণয়োদ্দেশ্যে, দেও তার পূর্ণাতি ॥
- খাদ — নইলে আর এই গ্রহণে নাই হে অব্যাহতি ॥
- ফুকার — কৃষ্ণ হে, চাঁদের বোল কলা হইয়ে কয়, তোমার বিচ্ছেদে অমাবস্যা হয়,
বিরস বৃন্দাবনঃ শুক্ল পক্ষে পূর্ণ চাঁদ এখন, :
তাইতে মানচক্রে আজ প্রভাস যাগে, মিথুন রাশিরসপ্তম ভাগে,
হইল এই চন্দ্রগ্রহণ ॥
- মিল — নাই আর এই গ্রহণমুক্তি বিনে সুখের চিহ্ন,
তোমার হবে না যজ্ঞ পূর্ণ, নাই আর অব্যাহতি ॥
- অন্তরা — মুক্ত কর শ্যাম প্যারী-চাঁদের এই গ্রহণ। ক'রে গ্রহণ কর স্বকারণ সাধন ॥
আজ মদনমোহন যে উদ্দেশ্যে হল এই প্রভাসতীর্থ,
তীর্থ সব আদি যত সব তীর্থঃ
তীর্থকে তোমার করিতে কৃতার্থ, তীর্থেশ্বরী প্যারীর তীর্থে আগমন ॥
- পরচিতান— দেখি যে যোগ আজ প্রভাসযোগে যোগ হয়েছে।
- পাড়ন — করতোয়া যোগ, চূড়ামণি অর্জুনের যোগ,
যত উচ্চ যোগ হে তুচ্ছ যোগ, এই যোগের কাছে ॥
- ফুকার — কৃষ্ণ হে কর্তে যুগল প্রেমের অসংযোগ, হয়ে শ্রীদামের শাপে অন্তযোগ,
ঘটাল দুর্যোগঃ জয় বিধাতার মন্ত্রণা যোগ, :
তাইতে নারদ মুনির বিশেষ উদ্যোগ, সেই যোগেই যোগমায়ার যোগ,
যোগের তারা দেয় মনোযোগ, পাবে না এমন সুযোগ ॥

প্রভাস যজ্ঞ (দ্বারীগান) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ব্রজের রাই রঙ্গিনী, নিয়ে সব সঙ্গিনী প্রভাস যজ্ঞে উদয়।
- পাড়ন — যজ্ঞে প্রবেশিতে, প্রাণ দিতে চায় দ্বারীর হাতে,
দ্বারী তাই শ্যাম সাক্ষাতে কয়।।
- ফুকার — হাম্ তো খবর দেনে আয়া মহারাজ, তেরা দরওয়াজা মে বহৎ উৎপাত,
মেরা রাম সিং শুভা সিং বুচ্চা সিং দীনা সিং,
শুন লেও আজব বাৎ :
বহৎ রেণ্ডী সাথকে লিয়া, এক রেণ্ডী ব্রজসে আয়া,
বহৎ বহৎ আবদার কিয়া, মোলাকাৎ মাংতা আপকা সাথ্।।
- মিল — বহৎ সুন্দরী এক রেণ্ডী রাধা উসকো নামঃ
শুনে রাধা নাম করে প্রণাম বলে চিকনকাল।
- মুখ — দ্বারী যা রে যা তুরায় ফিরে, যজ্ঞের দ্বারে,
আমার যজ্ঞ পূর্ণ হল।।
- ডাইনা — যার নামে মার্জিত হয় অর্জিত চিত্ত দর্পণ,
সেই যজ্ঞেশ্বরী এই যজ্ঞে করল আগমন :
ঐ নাম উচ্চারণ বারণ, অপরাধ ক্ষমার কারণ,
তুরায় মস্তকে করগো ধারণ, রাধার চরণধূলো।
- খাদ — যার জন্য যজ্ঞ সে অযোগ্য যজ্ঞে এলো।।
- ফুকার — আমার বিরহে বিধুরা কিশোরী, আর কি শরীরে আছে রে বল,
দ্বারী আন গিয়া তারে, পরম আদরে, ধরে ও পদকমল :
পথে পাত ফুলের পত্র, শিরে ধর ফুলের ছত্র,
শ্রীপাদপদ্ম পরশমাত্র, পবিত্র হোক প্রভাস যজ্ঞস্থল।।
- মিল —
- অন্তরা — আমার যজ্ঞেশ্বরী কিশোরী এসেছে রে, আর আমার যজ্ঞে কার্য নাই।
আমার বাঞ্ছিত শ্রীপদ, পরম সম্পদ, পরশে বিপদ ঘুচাই।।
দ্বারীরে, পথের কঠিন মাটি, সুকোমল পদদুটি, প্রিয়া এসেছে আমার রাই।
রাধার অদর্শনে যে বিপদ, ভক্তিতে সেবি সে পদ, সে বিপদ অচিরে ঘুচাই।।
(খণ্ডিত)

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বরের বাক্যে, দ্বারী বলে তাঁহার ঠাই।
- পাড়ন — তোমকো সেলাম কিজে মহারাজ, ছোড় দেসে এ দ্বারীর কাজ,
মান লেকে আজ মৃদুক মে পালাই।।
- ফুকার — হামরা রাম সিং আর শুভা সিং দ্বারী, তুমহারা নোকরি করি,
দ্বারমে রহি অবিরাম, হামরা তুমহারে করি সেলাম :
যজ্ঞদ্বারে হামরা দ্বারী, সবকো করি খবরদারী,
যত দুশমন ওণ্ডা ঠাণ্ডা করি, ডাণ্ডা মারা মেরা কাম।।
- মিল — হামরা দুভাই তোমকো সদাই নোকরি করি,
হয়ে তোমকো আজ্ঞাকারী, হুকুম শিরমে ধরেসে।
- মুখ — পরদেশী রেণ্ডিকো আয়া, হামকো কেয়া মদত করেসে।।
- ডাইনা — রেণ্ডিকো পায় ধরতে আমায় হুকুম কর মৎ,

- মজি হয় তো তুম্ গিয়ে দাও উস্কো পায় দাসখৎ :
হাম তেরা নোকরি করি, তোমকো হুকুম শিরমে ধরি,
জান নিকালসে দিতে পারি, মান কভি নেহি ছোড়েঙ্গে।
- খাদ — আউর কথা শুনে হামার আগ লাগে অঙ্গে।।
বেয়াড়া রেণ্ডিকো শিরমে ভাঙা মারেঙ্গে।।
- ফুকার — আভি বহৎ রেণ্ডি সাথমে লিয়া, এক রেণ্ডি ব্রজছে আয়া,
যজ্ঞেশ্বরী কহ তায় : শুনে মেরা খুব মস্করা পায় :
বেশভূষাছে হামরা জানি, কৌন হোতা হ্যায় যজ্ঞরাণী,
সবকো গোয়ালিনী ভিখারিনী, ভিখ মাংনেছে আতা হ্যায়।।
- ফুকার — বললে, রেণ্ডিকো নিয়রে গিয়ে, গোড়কা ধুলি শিরমে লিয়ে,
সুপবিত্র হবি আজঃ জবান সমঝে বল মহারাজ :
ক্ষত্রী জাতির নয় এইসা কাম, তোম ইসকো রেণ্ডিকো গোলাম,
করো তোমকো গিয়ে হাজার সেলাম, হাম লোক ছোড় দেঙ্গে কাজ।।
- ফুকার — বললে, এহি যজ্ঞ যার আশাতে, সান্নিপাতের পিপাসাতে,
ঠাণ্ডা বারি পিয়েগাঃ তোমকো জান নিকালতে চায়েগা :
বুখারকা পিয়াস লেকে, ভালাবুরা নাহি দেখে,
ওহি গয়লাপাড়ার কুপোদকে, বিকার ধরে যায়েগা।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কৃষ্ণ রসরাজ রাজার আদেশে, বড় ক্রেশে কয় স্বারী।
- পাড়ন — দেখি মহাবিপদ মহারাজ, একি আদেশ দিলে আজ,
পায়ধরার ধার, আমরা কি ধারি।।
- ফুকার — মোদের ক্ষত্রিয় রাজ প্রকৃতি, ঘাড়ধরা কিল ওতা লাখি,
রাজ আদেশে দেই হঠাৎঃ আমরা বড়ই পবিত্র জাতঃ
সে রমনীর শিরোমণি, জাতি বৈশ্যা গোয়ালিনী,
মোদের জাতি যাবে নৃপমণি, দিলে তাহার পায়ে হাত।।
- মিল — পদব্রজে এল সে যে ব্রজ হইতে,
এসে তোমার দরজাতে, কি পদ বেড়ে গেল তার।
- মুখ — হস্ত দিতে রাণ্ডির পায়ে, বল না হে ধর্ম অবতার।।
- ডাইনা — একবার মাত্র করেছি তার নামটি উচ্চারণ,
তাতে অপরাধ হয়েছে বলিলে রাজনঃ
যার নামটি উচ্চারণ করে, মহা অপরাধে ধরে,
তার অঙ্গে হাত দিলে পরে, হতে হবে গোনাহগার।
- খাদ — বুঝিতে না পারি হরি এই লীলা তোমার।।
- ফুকার — না কি পরশে তার চরণকমল, পবিত্র হবে যজ্ঞস্থল,
গোয়ালিনীর এত মানঃ রাজন আগে পাইনি তার প্রমাণঃ
তোমার যে গর্ভ ধারিনী, সর্বশ্রেষ্ঠা গুরু জানি,
বল হবে কি সেই গোয়ালিনী, তোমার জননীর সমান।।
- ফুকার — বললে, প্রভাসযজ্ঞে তার আসাতে, সান্নিপাতিক পিপাসাতে,
পেয়েছ সুশীতল জলঃ তবে পাঠাও না সুশুদ্ধ দলঃ
নিজ্জে গিয়ে রাণ্ডিটাকে, মাথায় করে আন সুখে,

তোমায় লোকে বলবে লক্ষ মুখে, ভাবপাগল কি প্রেমপাগল।।

মিল — এত যদি হতো তোমার আপনার আপন,
মধুর ভাব না করে গোপন, বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার।।

প্রভাস যজ্ঞ (দ্বারীগান) ২নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — বললে, ব্যাঙিকে পায়, হাম নাহি ধর্তে হয়,
বহুত শুনা হয়।।

পাড়ন — কথা শুনে কানে, বাজের মত বাজে কানে,
কেমনে প্রাণে যায় সওয়া।।

ফুকার — আমার বৃন্দাবন বিলাসিনীরে, হয় হয় সামান্য শক্তি সে নয়;
এমন অনন্ত শক্তি, সারভূতা শক্তি ভুলোকে হল উদয় :
জীবশক্তি মায়াশক্তি, তটস্থ বিষয়াশক্তি, এই শক্তি হুদিনী শক্তি,
সাধন বিনে কার বা সিদ্ধি হয়।।

মিল — দ্বারী যে ছিল বহিষ্কারে হয়ে বহিরঙ্গ,
যারা অন্তরের অন্তরঙ্গ, এই তরঙ্গে ভাসে।

মুখ — হয় হয় দ্বারেতে আদরের ধন আদরিণী, অনাদরে কঁাদছে বসে।।

ডাইনা — ঐশ্বর্য যাতনায় আমার করে এই অসহ্য ভোগ;
মাধুর্যেরি ধৈর্য প্রেম দুর্যোগে হল বিয়োগ :
এই মহাভাবের চিহ্ন, মহৎ বই পায় কি অন্য,
যারে মহাদেব মহামান্য, করে মহারাসে।

খাদ — করে এ ধন সিদ্ধি যারা, যায়রে সিদ্ধির দেশে।।

ফুকার — দ্বারী, দুর্লভ ও পদপদ্মব লাভে পূর্ণ করে মনস্কাম;
পেলে এ পদ-পরমার্থ, তুচ্ছ হয় অনর্থ, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম :
পদ দুটি সুধা মাখা, তাহে দ্বাত্রিংশত রেখা,
তার কৃপায় পায় পায়রে দেখা, লেখা আছে আমার কৃষ্ণ নাম।।

মিল — ও সে শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্ম পদ্মায়োনির বাঙ্কিত,
ও সেই পাদপদ্ম হলেম বঙ্কিত, আমার ভাগ্য দোষে।।

অন্তরা — চিত্ত মত্ত অলি কৃতার্থ করিয়ে, পেয়ে ঐ রাই পদপঙ্কজ।
তোরা শিক্ষা করে সূজনতা, দীনতা হীনতা,
মনের সব মলিনতা ত্যজ।।

দ্বারী, কাজ কি আমার রাজত্ব, কাজ কি আমার প্রভুত্ব,
কাজ কি আমার রথ অশ্বগজ।

আমার মণি মুকুট রেখে দে, মস্তকে মেখে দে,
সাধের ধন রাধার পদরজঃ।।

পরচিতান — ধন্য এ ত্রিভুবন যাতে শ্রীবৃন্দাবন, প্রেমের তুলনা নাই।

পাড়ন — দ্বারী কিসে গনি রজত কাকন মুক্তামণি,
সব মণির শিরোমণি রাই।।

ফুকার — দ্বারী মধু হতে অতি সুমধুর মধুরভাবে মধুর ব্রজধাম,
দিয়ে ভাবসাগরে ডুব, নামে ছিল লোভ, ক্ষোভ র'ল অবিরাম,
চুড়ায় ছিল মধুর পাখা, তাতে রাধার নামটি লেখা,
বাঁশিতে সাধিতেম একা, সুধামাখা শ্রীরাধিকার নাম।।

কুটিলার দিব্য জ্ঞান — ১নং অজ্ঞাত

- চিত্তান — প্রভাসযজ্ঞের পেয়ে বার্তা, ব্যাকুল আত্মা, দেখতে কালাচান।
 পাড়ন — শ্রীরাধিকে মনের সুখে কুটিলাকে দিচ্ছে দিব্যজ্ঞান।।
 ফুকার — গোকুলে আমি কর্মফলে জন্মেছিলেম, শ্যামকলঙ্কিনী হলেম :
 যে কৃষ্ণ ত্রিলোকারাধ্যে, তুমি ছিলে তার বিরুদ্ধে,
 শেষ বিদায় দাও, শ্যাম নীলপদ্মে, এ জন্মের শোধ দেখতে চলিলেম।।
 মিল — আছে ভাগ্যের লেখা আর কত না, যার জন্য মোর এ যাতনা,
 তারে দেখতে যাই।
 মুখ — ওগো ননদিনী, সাধনের ধন চিত্তামণি, সেই দেখেছি আরত দেখা নাই।।
 ডাইনা — কুচক্রী কুটিলে, কলঙ্ক রটিলে, এই না মধুর বৃন্দাবনেঃ লক্ষ লক্ষ দুঃখ,
 ফাটিতেছে বক্ষ, জটিলার জটিল বাক্যবাণে : আমি আর যাতনা সইব কত,
 হলেম জ্বালায় জ্বালায় পোড়া পোড়া — আর যাতনা—
 তোরা ছিলি অসম্মত, আমি ছিলেম না মনমত,
 আজ চলেছি জন্মের মত, কলঙ্কিনী রাই।
 খাদ — চলগো তোরা গিয়ে ত্বরা, ও পোড়া প্রাণ জুড়াই।।
 ফুকার — ধনিগো যাব একাকিনী, তুই কি যাবিনে, সুদিন, আর ত পাবিনে :
 যার নামে পায় চতুর্বর্ণে, দর্শনে যায় অক্ষয় স্বর্গে,
 এমন শ্যামকলঙ্ক সবার ভাগ্যে, হয় কি কখন অনুরাগ বিনে।।
 মিল — আমার মন সঁপেছি কৃষ্ণের চরণে, কৃষ্ণনাম বলে বদনে, যেন কৃষ্ণ পাই।।
 ডাইনা — সর্ব মূল্যধার বিশ্বের আধার, গুণ অসাধার রাখানাম যার সাধা বাঁশী স্বরে।
 গোপ কুলোদ্ভবা, হয়ে সেবা, না করেছে যে বা, কুটিলে —
 ওগো কাল কুটিলে—গোপ—আছে নিশি দিবা, সন্ধ্যা অন্ধকারে।।
 যারে না দেখিলে তিলাক্ষ বাঁচিনা, সাধ করে সে ধন তোদিগে যাচিনা,
 জটিল প্রাচীনা, তার ত অচিনা, একবার আয়ানেরে নিয়ে চিনা, জটিল—
 ও সে চিনা না দিলে কি চিনাবি তারে।।
 পরচিত্তান — যাত্রাকালে দিসনা বাধা, কৃষ্ণ সদা রাখার আধাবল।
 পাড়ন — সুখ উৎসবে চলগো সবে,, দেখলে হবে জনম সফল।।
 ফুকার — ভক্তের দায় হরি নন্দের আলয় ছিলেন কয়েকদিন,
 আমি জানি চিরদিন :
 না জানিয়ে কৃষ্ণ তত্ত্ব, অহঙ্কারে হয়ে মত্ত,
 চিনলি না সেই পরমার্থ, এমনি তোরা পদার্থ বিহীন।।

কুটিলার দিব্যজ্ঞান — ২নং অজ্ঞাত

- চিত্তান — বললে কিগো কাল কুটিলে, গোপের ছেলে, পরমব্রহ্ম নয়।।
 পাড়ন — কালার সনে নিধুবনে, নাই কি মনে, ব্রহ্মের পরিচয়।।
 ফুকার — কুটিলে, যেদিন কৃষ্ণ বিনে গোকুল শোকাকুলঃ বৈদ্যরূপে দিলেন কূল, :
 বারি আনতে ছিন্নখটে, গিয়ে সেদিন জলের ঘাটে,
 লজ্জা পেলি যার নিকটে, তারে ধনি মানুষ বলা ভুল।।
 মিল — তোদের ভ্রান্তিদোষে অশান্ত মনে, নরম বিনে পরম ধনে, পায়না সহজে।
 মুখ — ওগো ননদিনী, ঘর মজানি বিশ্বাদিনী, চিরদিনই থাকবি কি ব্রজে।।
 ডাইনা — ইন্দ্র গর্ব খর্ব করিলেন সর্ব লীলা অপূর্ব তাহারিঃ অসুর মর্দন, আনন্দ

বর্জন গিরি গোবর্জনধারী : ও সে বৃন্দাবন বনচারী, হরি গোপীগণ
মনোহারি—(বৃন্দাবন—) আমার প্রাণবল্লভ রাসবিহারী—(বৃন্দাবন—)
ও সে কাঙ্গীয় দমনকারী—যোগী বসে অনশনে, যারে ভাবে যোগাসনে,
শ্মশানে ভাবে ঈশানে হৃদয় সরোজে।

- খাদ — অনুরাগে যারা ব্রজে ও শ্রীকৃষ্ণ ভজে ॥
ফুকার — সাধকে ধনি যারে বলে পরম ঈশ্বরঃ কৃষ্ণ আত্মা রামেশ্বর, :
শৈব বলে সদাশিব, সৌর বলে সূর্যদেব,
ব্রহ্মজ্ঞানী যত জীব, তারা বলে ব্রহ্ম পরাৎপর ॥
মিল — যারা তত্ত্বজ্ঞানী বেদ বহির্ভূত, তারা বলে তত্ত্বাতীত, এইভবের মাঝে।
অন্তরা — হয় তাজিয়ে গোলোক, আসিলেন ভুলোক, নরলোক তারণ কারণ।
ভব ভয় হারক, অস্তিমে তারক, ধরণী ধারক, নরক বারক সত্যসনাতন ॥
ধেনু চরাতে ধরিলেন বেণু, ভক্তকে তুষিতে ধরে নরতনু,
অণু হতে অণু সূক্ষ্ম পরমাণু, ও সে আমার জীবন কানু — অণু হতে অণু—
পদে সাধে কিগো বিকাইনু, অণু ও সে চিত্তহারী নিত্য নিরঞ্জন ॥
পরচিতান— এত দিন অজ্ঞানে ছিলি, হারাইলি পেয়ে হেন ধন ॥
পাড়ন — তারাধনে আরাধনে, কৃষ্ণ ধনে পেলেম যোগীগণ।
ফুকার — যে নামে ধনি শমন দমন চিত্তাকরণী, তার কি করলি কি করনি :
শ্যামপদে যার দেহ দেওয়া, তার ভবে নাই আসা যাওয়া,
পার হতে এই ভবের খেওয়া, ভরসা ঐ চরণ তরণী ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ (উদ্ধব সংবাদ) নিশিকান্ত সরকার

- চিতান — একদিন দ্বারকার রাজসিংহাসনে, শ্যাম বসে বিষমমনে,
ব্রজের কথা পড়ে মনে, ঝরে দু'নয়ন।
পাড়ন — পেয়ে উদ্ধবকে তার কাছাকাছি, কেঁদে কয় আর কেন বাঁচি,
কি সুখে আর ভুলে আছি, ব্রজবাসীগণ ॥
ফুকার — উদ্ধব রে, সাধের বন সেই বৃন্দাবন,
অনেক দিনের পরে স্মরণ, করে কাদে আমার মন :
রাজেশ্বর্য সুহৃদ সখা, সুবর্ণময় অট্টালিকা,
সবই লাগে ফাঁকা ফাঁকা, শূন্য এ জীবন ॥
মিল — তাল তমাল শাল ভাঙীবনে ছিল গোষ্ঠবিহার—
বলাই দাদার শিষ্য ফুৎকার, শুনে ফিরে আসতো ধেনু।
মুখ — দেখে আয় রে ব্রজবাসে, তারা কেমন আছে,
আর কি ধবলী শ্যামলী নাচে, শুনে মোহনবেণু ॥
ডাইনা — যমুনার কূলে সঙ্গিনীগণ মিলে, জল নিতে আসিত কিশোরীঃ
আমি হেনকালে কদম্বের ডালে, নাম ধরে বাজাতাম বাঁশরীঃ
শুনিয়া সে ধ্বনি, রাধা বিনোদিনী, লোকলজ্জা ভয় পাসরিঃ
ধাকত আমাপানে চেয়ে, পলক হারায়, জলে ভেসে যেত গাগরী।
ইন্দুমুখ দেখিয়া প্রেমের সিদ্ধি দুলত বুক,
বিবাসের বেদনা ঐকে, অস্তাচলে যেত ডানু।
খাদ — ডাকিত রাখাল সবে ঘরে চল রে কানু ॥
ফুকার — সেদিনের সে খেলা সবই অবসান,

- আজ্ঞা মাঝে মাঝে তেমনি করে, কেঁদে উঠে প্রাণঃ
রাধার ছবি চোখে ভাসে, তেমনি আমায় ভালবাসে,
প্রাণবধূয়ার আসার আশে, হয়ে গেছে স্নান।।
- মিল — দেখে আয় রে বৃন্দাবনে যত সখীসখা,
নমিত নিকুঞ্জ শাখা, ছড়ায় কি আর পুষ্পরেণু।।
- অন্তরা — উদ্ধব, ব্রজে গিয়ে দেখে আয় রে কেমন আছে ব্রজবাসী।
কেন ব্রজের কথা মনে প'লে, আমি সদায় নয়ন জলে ভাসি।।
কেমন আছে গোপাগোপিনী, মা যশোদা আর রোহিণী,
সেই যমুনা প্রবাহিনী, হাসে কি তরঙ্গের হাসি।
কেউ কি কুঞ্জবনে গাঁথে মালা—ও তার সঙ্গে দিয়ে অশ্রুরাশি।।
খেলার সাথী দ্বাদশ রাখাল, যার সঙ্গে কাটল শৈশবকাল,
তাল তমাল শাল রসাল বিশাল, সবই সমান ভালবাসি।
তারা কেমন আছে জেনে আয় রে—আর আমার ধড়াচূড়া মোহনবাঁশী।।
- পরচিতান — ভাই রে কেমন আছে পিতা নন্দ, কেমন আছে উপানন্দ,
বাৎসল্য প্রেমের সম্বন্ধ, গেছে কি ভুলে।
- পাড়ন — এমন আনন্দের ধন গোবিন্দ যার, না দেখে প্রাণ বাঁচে কি তার,
জীবন কি করল পরিহার, যমুনার কূলে।।
- ফুকর — নিশিদিন প্রাণে চায় ও সেই ব্রজের সুখ,
প্রবল কালস্রোতে সুখের পথে বিধাতা বিমুখঃ
ধনৈশ্বর্য কতই হল, তবু ত প্রাণ না ভরিল,
সুখ সম্পদে না জুড়াল, প্রেমের পোড়া বুক।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বাঁকাসখার বাক্য শুনে, দুখে উদ্ধব সখা কয়।
- পাড়ন — তোমা বিহনে হে ব্রজেশ্বর, ব্রজবাসী নারীনর,
দুখে কাতর, আছে অতিশয়।।
- ফুকর — দেখলেম গোপিনীর দুর্গতি যত, এক মুখে আর বলব কত,
তুমি নাই তাদের নিকটঃ তাদের জীবন মরণ ঘোর সঙ্কটঃ
তোমায় ভেবে প্রেমের পাত্র, ভাবাবেশে মুদে নেত্র,
তারা পূজা করে দিবা রাত্র, চিত্রচোরের চিত্রপট।।
- মিল — শয়নে স্বপনে ধ্যানে ভবনে বনে, তোমার কথা করে মনে,
নয়নজলে বুক ভাসায়।
- মুখ — পথপানে চেয়ে আছে, প্রাণ রেখেছে তোমারই আশায়।।
- ডাইনা — জল ভরিতে আসে যত ব্রজনাগরী,
দু'নয়নের জলে তাদের ভরে গাগরীঃ
সারি সারি গোপীকূলে, দাঁড়ায় যমুনার কূলে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, ঝাঁপ দিতে চায় যমুনায়।
- খাদ — কান্ত বিনে প্রাণ কি মানে, মুখের সাধনায়।।
- ফুকর — বললে, রাধার স্বরূপ চক্ষে ভাসে, প্রাণবধূয়ার আসার আশে,
মলিন হয়েছে এবিঃ তোমার কুটিল প্রেমের স্বভাবেঃ
চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদায় থাকে আমোদিনী,

- তোমার রাইকুমুদিনী রয় মুদিনী, শ্যাম-শশধর অভাবে।।
- ফুকার — বললে, এখনো কি ব্রজবালা, আগের মতো গাঁথে মালা,
বিচ্ছেদে যারে জ্বালায়ঃ তারা কত না খেলা খেলায়ঃ
স্মরণ কর প্রাণকাণ্ডে, মালা গোঁথে কঁদতে কঁদতে,
তারা তমাল দেখে কৃষ্ণভ্রাত্তে, মালা পুরায় তার গলায়।।
- প্রকার — আবার কোন গোপী মালা গোঁথে, ভাসিয়ে দেয় যমুনাতে,
করিয়ে কৃতাঞ্জলিঃ বলে শোন মালা তোরে বলিঃ
প্রাণবঁধুরা রয় যে দেশে, সেই দেশে যা ভেসে ভেসে,
যেন গ্রহণ করেন পীতবাসে, গোপিকার প্রেম অঞ্জলি।।
- অন্তরা — বললে, কেমন আছে ব্রজবাসী সখাসখীবৃন্দ।
তারা বনে বনে কেঁদে ফিরে, এমনি তাদের কপাল মন্দ।।
করে নিয়ে ক্ষীর নবনী, কঁদে মাতা নন্দরানী, আর পিতা নন্দ।
তোমার প্রাণের আধা রাধারানী, কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ।।
- ফুকার — বললে, ভোগ ঐশ্বর্য কতই হলো, তবু এ বুক না জুড়াল,
ঐশ্ব্যের সুখ ফুরায় নাঃ কিন্তু প্রাণের অভাব পুরায় নাঃ
ব্রজগোপীর প্রেম চাতুর্যে, ছিলে নিষ্ঠাম প্রেমমাধুর্যে
তোমার দ্বারকার এই ভোগৈশ্ব্যে, মাধুর্যের বুক জুড়ায় না।।
- প্রভাসে মিলনযজ্ঞ অমূল্যরতন সরকার**
- চিতান — লীলা সাদ্ধ করতে, বাঙ্খা করে চিতে, শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসের কূলে।
পাড়ন — করে মিলনযজ্ঞ, রাই নামে করে উৎসর্গ, সঙ্কল্পে নিজ নাম বলে।।
ফুকার — শুনে যজ্ঞের আহ্বান ধ্বনি, কিশোরী অমনি নবসাজে সাজিল,
নিয়ে সঙ্গিনীগণ সঙ্গে, হেরিতে ত্রিভঙ্গে, যজ্ঞস্থলে আসিলঃ
যজ্ঞে পেয়ে যজ্ঞেশ্বরী, সর্ব যজ্ঞেশ্বর হরি,
পূর্ণাঙ্গতি মন্ত্ৰ পড়ি, রাধার পদে অঞ্জলি দিল।।
- মিল — অতি কাতরে স্তুতি করে বলে কমলীখি,
আমায় ক্ষমা দাও বিধুমুখী, আজি নিজ গুণে।
- মুখ — যজ্ঞের হই অযোগ্য, সারিতে মানসিক যজ্ঞ, স্থান চাই তব শ্রীচরণে।।
- ডাইনা — শত বৎসর কত কষ্টে দিন গত হল তোমার,
একনিষ্ঠ ইষ্টপূজার গ্রহণ কর উপহারঃ
ভুলে যাও, ভুলে যাও — ও সেই দূরহ বিরহ ব্যথা —
ভুলে যাও, ভুলে যাও —
কেঁদেছ সজল চোখে, আশাপথ চেয়ে থেকে,
কত বিষাদের ছবি একে, শূন্য ঘরের কোনে।
- খাদ — প্রেমনাটক মধুর হলো রাধে, তোমারই গুণে।।
- ফুকার — হয়ে দিবা উন্মাদিনী বিরহে, বনে কত করিতে ভ্রমণ,
হতো কষ্টকময় পথে, কষ্টকাষাতে, ক্ষত শ্রীচরণঃ
দেখে নব জলধরে, ভাবিতে শ্যাম জলধরে,
তমালবৃক্ষ দেখলে পরে, ছুটে গিয়ে দিতে আলিঙ্গন।।
- অন্তরা — তোমায় বলবো কিণো রাধিকে, গুণাধিকে তোমার প্রেমফল।
মধুরের মাধুর্য রতন, ঐশ্ব্যে করে অযতন, হারায়ে ফেলেছি সে সকল।।

রাখে গো — আছে শুধু সেহখানি, গ্রহণ কর ওগো ধনি,
দিবার মতো নাই অন্য সম্বল।।

চিরশান্তি পাব রাখে, স্থান পেলে ঐ অভয় পদে, হবে আমার জনম সফল।।

পরচিতান — না হয় দণ্ড দিতে, কৃষ্ণপ্রেম রীতে, ত্বরিতে দাও অভিসম্পাত।

পাড়ন — যেন জন্মান্তরে, তোমার মতো প্রেমঘোরে, আমারে করে আশ্বসাৎ।।

ফুকার — আমার নাই অন্য কামনা বাসনা, ভুল না মিনতি রাই ;
আমি করিব দাসত্ব, চাইনা প্রভুত্ব, ঈশ্বরত্বে আশা নাই;
মধুর প্রেম অনুকূলে, আমাকে রাখিও তুলে,
যেন জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, কাঙ্গাল বেশে ঘুরিয়া বেড়াই।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — তখন কমলাক্ষের বাক্য শুনে, অমনি বিধুমুখী কয়।

পাড়ন — অদ্য তোমাকে দেখব বলে, এসেছি যজ্ঞস্থলে, ভুলে গেলে পূর্ব পরিচয়।।

ফুকার — তুমি প্রভাসতীরে করে যজ্ঞ, আমায় দিলে যজ্ঞের অর্থ্য,
উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার : করলে ভদ্রভাবে তিরস্কার :
মানের দিনে পায় ধরালাম, কত না কাঁদায়েছিলাম,
অদ্য যজ্ঞে এসে বুদ্ধি পেলাম, পায় ধরাবার পুরস্কার।।

ফুকার — বললে, আমার বাঁশী শুনলে পরে, কণ্টকময় কাননে ঘুরে,
কতো ব্যথা পেলে রাইঃ তোমার নিজের কথা মনে নাইঃ
আমার জন্য বৃন্দাবনে, খেনু চরাও বনে বনে,
তুমি নন্দের বাধা এলে টেনে, সে পাপে মোর মুক্তি নাই।।

মিল — জীবন যৌবন আর দেহ মন দিয়েছি তোমায়,
জন্মে জন্মে তোমায় আমায়, প্রেমের মিলন অবিরাম।

মুখ — তাহিতে বলি প্রাণপ্রিয়, লহ আমার স্বভক্তি প্রণাম।।

ডাইনা — যজ্ঞেশ্বরী বলে আমায় বলো অকারণ :
জীয়েনে মরণে সেবি তোমার শ্রীচরণ :
তোমাকে রেখে অন্তরে, জন্ম কিংবা জন্মান্তরে,
যুগে যুগে এ সংসারে, নাম ধরিব রাধেশ্যাম।

ফুকার — বললে, চির শান্তি পাব রাখে, স্থান দিলে ঐ অভয় পদে,
জুড়াইব তাপিত প্রাণঃ বল কার পদে কে নিবে স্থানঃ
প্রেমরাজ্যের নায়িকা নায়ক, উভয়ের সুখ সম্পদ দায়ক,
মোদের সেবা সেবক, পূজ্য পূজক, চরণ মন্তক এক সমান।।

ফুকার — বললে, মধুর প্রেমের অনুকূলে, কাঙ্গাল সেজে রাখে বলে,
কাঁদ যেন অনিবারঃ বন্ধু আমারও ঐ অঙ্গীকারঃ
দুই দেহে একত্রে যাব, নদীয়ায় গৌরাঙ্গ হব,
আমরা কেঁদে কেঁদে নাম বিলাব, কলির জীব করতে উদ্ধার।।

ফুকার — কেন আমায় বলে যজ্ঞেশ্বরী, যজ্ঞেশ্বর হও তুমি হরি,
সকল যজ্ঞের মূল কারণঃ এবার নররূপ করে ধারণঃ
নিত্যময় ধাম গোলোক ত্যজে, জন্ম নিয়ে ভুলোক মাঝে,
তুমি নন্দ ব্রজে রাখাল সেজে, করলে গোষ্ঠ গোচারণ।।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রাচীন কবিগান

[কবিগান সংগ্রহকালে গত শতাব্দীতে রচিত কিছু গানের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। সেগুলির কিয়দংশ খণ্ডিত, অস্পষ্ট বা কীটদষ্ট। তার থেকে যেসব গান মোটামুটি উদ্ধার করা গেছে, তা নিম্নে মুদ্রিত হল। প্রসঙ্গত বলা যায় এসব পাণ্ডুলিপির লিপিকরদের বানান জ্ঞান এবং যতিচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। উদাহরণ স্বরূপ দু'একটি গান পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত বানান সমেত হুবহু মুদ্রিত হল। অন্যগুলি যথাসাধ্য পাঠযোগ্য সংশোধন করে ছাপান হল।]

শ্রীশ্রীকালী

সন ১২৯২

ভবানী সীতানাথ (মুখোপাধ্যায়)

খ

- মহড়া — মনে তাই ভাবি গো তারা যাব কি ধন নিয়ে ভবপারে চিন্তা তাই নিদানে।
ছিল নিদানের ধন তোর শ্রীচরণ হর সে ধন করলে হরণ
রাখলে হৃদি পরে, কোথায় পাবে তরী ভব বারি যেতে পারাপারে,
ভব হইলেন ভবের বাদী, তাই ভাবি মা নিরবধি কেমনে পার হব নদী
চরণ তরী বিহীনে।
- খাদ — কৃপা ময়ী কৃপা কর সাধন বিহীনে।।
- ফুঁকা — যে জন সাধন করে সব পরে সেই বিনে কি জানতে পারে
তোমার মহিমা ওগো মা (ও) গো, সেই সাধনে তোমায় পাবে,
অনায়াসে তরে যাবে পতিতপাবনী নাম কে শোনাবে
কইগো সে মহিমা।
- মেলতা — আমি ভজনবিহীন সাধন বিহীন; কেমনে পার হব সে দিন,
ওগো ব্রহ্মময়ী! যদি নামের ওনে সেই দুর্দিনে তরিয়ে যাব তুমানে।

ক

- চিতেন — তোমার চরণতরী ভববারি তারণ মূলাধার।
- পাড়ন — আমি তাই জানি মা তত্ত্বসারে, চরণতরী সাধন ক'রে,
যাব অনায়াসে ভবপারে নির্ভয় অন্তর।।
- ফুঁকা — শুনি অভয় চরণ শমন দমন শ্রীচরণ যে করে সাধন তার কিসের ভয় আছে
ওগো মা (ও) নির্ভয় পদ সাধন করে তারণ হয় মা আপন জোরে,
আমি আভাজন মা কৃপা করে কাল ভয় জীবন আছে
- মেলতা — শুনি শমন দমন তোর নামেতে লিখিয়াছেন শিব যোগ তত্ত্বেতে ওগো ব্রহ্মময়ী
ও নাম ভবের ভেলা জেনে ভোলা শরণ নিলে চরণে।

গ

- অন্তরা — জননী তোমার শ্রীচরণ সাধনের ধন অসাধনে কেবা পায়।
আমি সাধন বিহীন দিনে দীনহীন কালের ভয়ে এ প্রাণ যায়।
এ দীনের অস্তিম দিনে, স্থান দিও মা শ্রীচরণ স্বকৃপা ওণে,
তোমার কাল বারিণী নাম জানি অবিশ্রাম ঘুচাও মাগো কালের ভয়।

- চিত্তন — জননী তোমার চরণ সাধনের ধন সাধন করলেম না।
 পাড়ন — যদি করিতাম সাধন মনে মনে তবে কি মা অন্তিম দিনে,
 যুঝতেম কালের সনে সাধন ওণে কালকে মানতেম না।
 কুঁকা — যদি করিতাম ভঞ্জন তোমার চরণ তবে কি আর মানতেম শমন
 সেদিন কি আর আছে ওগো মা (৩) জীর্ণতরী জীর্ণ হলো
 কালের কাল নিকটে এলো এখন সময় গেল বিফল হইল
 আর কি উপায় আছে।

ভবানী

রামকমল

দিলাম তব পদে ভার জগৎ জননী চরণ দিয়ে করগো নিস্তার
 তুমি নিস্তারিনী সর্বদাতা হও সর্ব জীবের মুক্তিদাতা মোক্ষদাত্রী মা
 ত্রিলোক পালনকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী ভবঘাটের কর্ণধার।
 শমন হরণ শমন বারণ নাম শুনি তোমার।।
 ব্রহ্মাণী নাম ব্রহ্মলোকে রুদ্রাণী নাম রুদ্রলোকে
 হও সর্ব মঙ্গলা ওগো মা মা, কালরূপী যমালয়ে
 অধিকা বক্রনালয়ে উগ্রাচণ্ডা হও ... ক্ষেত্রে বিমলা।
 তুমি নানারূপী নানা স্থানে নানারূপী নানাবর্ণে নিস্তার কর মা
 তরাও সর্ব জীবে তুমি শিবে, আমি কি তোর এত ভার।
 ত্বং কত্রী গিরিপুত্রী শিবে ত্বং হিমলাধার।
 তুমি তারণ তারা জীবের কলুষহারা মা তন্ত্রে ওনেছি
 তুমি ব্রহ্ম মূলাধার।
 তুমি তত্ত্ব তুমি মত্ত্ব তুমি হও মা জিহা যজ্ঞ যে বোল বলাও
 ওগো মা মা তবে কেন জীবের প্রতি কেনবা ঘটাও দুর্গতি
 মায়াতে করে আবৃত্তি —————
 তোমার মায়াতে ব্রহ্মাও যোরে জীব কি তাই জানতে পারে—
 ওগো ব্রহ্মময়ী, ওগো মহা মায়া পদছায়া দিয়ে কর ভবের পার।
 ওগো মহামায়া দিয়ে মহা মায়া ভবের হাটে আর ঘুরাইসনে।
 আমি দীনহীন ভঞ্জন বিহীন ভবঘোরে ফিরে ফিরাইসনে
 মাগো যার মায়া করি বিষম মায়া করি সে কাঁসে ফিরে বাক্সিসনে,
 আমি না জানি সাধন না জানি ভঞ্জন, দুর্গা বৈ আর জানিনে।
 ওগো মহামায়া ভবের মায়া মা ঘুচাও গো এবার।
 তুমি করে দয়া, ঘুচাও ভবের মায়া, মা, নিস্তার কারিনী
 তারা করগো নিস্তার।
 কেবা আমার আমি বা কার কার জন্যে মা করি সংসার
 মিথ্যা বাসনা ওগো মা মা তবে যদি করি বারণ,
 সেটা তোমার মায়ার ঘটন, মায়াজালে করে বন্ধন, দিচ্ছ যন্ত্রনা।
 কেবল ঐ মায়াতে হয়ে বন্ধন একদিন তোমার অভয় চরণ,
 দেখিতে পারলেম না, যদি দেখতে পেতেম মুক্তি পেতেম
 ভব ঘোরে হতেম পার।

শ্রীশ্রীকালী

সন ১২৯৪

আমায় সেই দিনেতে স্থান দিও মা : ওগো শ্যামা ঐ অভয়
জলবিধু জলে যেমন দেহের মধ্যে জীবন তেমন জা ...
কৈরে রাখি মা তব পাদে এই নিবেদন : যে দিন বান্ধবে ...
মদে নওন গওন হবে স্বশানে :—
ভুল না মা ভবদারা সেই অন্ত দিনে : যেমন ধারা নিশি
পত্রের জল : জীবন তেমতি চঞ্চল : মাগো মো
এ নিশ্বাসে নাহি বিশ্বাস : অনিত্য সংসারের আশ্বাস
যখন সর্ব নিরক্ষিব : তখন কি করিব : হবে ...
ওদ্ধ কণ্ঠ রুদ্ধ যে দিনে —
আমি চির দিন কালী বৈলে ভবের কূলে; তোমা ...
জন্ম বিফলে যায় : কর্ম বিফলে জায় : তব ...
আজিকালি কৈরে কালী ক্রমে কাল গেল ...
মাগো দীন বেশেতে গেল যেদিন ...
সে দিনের আর বাকি কয় দিন শেষ হৈ—
হয়েছে আমার : বাকি নাহি আর : ...
নাম শুনিব শ্রবনে ...
আমার বাবা কি খায় শমনে : কবে বা ...
দিনের কথা মনে রেখ অন্ত ...
সেদিনে : দীনের দিন নাই বাকি ...
তুমি সারতে সার ব্রহ্মরূপা ক ...
শিবের সং জীবের ...
দীনের উপায় ঐ রাসা পায় ...
পার মাগো যে দিন ...
রাজি বিবেক যেন ...
কবে হবে জীবন অন্ত ...
ধুমা উঠিবে যেদিন ...

ভবানী

অজ্ঞাত

একবার জাগগো মা কুণ্ডলিনী ঘুমাওনা আর।
কালী বলে ডাকি যত শব্দ সহ ঘুমাও তত আধার কমলে :
পদ্মে পদ্মে মা নানারূপা ত্বং হি বিমলে যদি নিদ্রা ভূলে রইলি
রইলে ভূলে দীনের ভবে নাই নিস্তার।
কত নিদ্রা যাও গো তারা — একবার : আছে দেহের
সপ্ত পদ্য তুমি সে ভাপাও : সুসা সংসারে বিলাও
নাকি সাদন আর হাকিনী : নাগাপদ্য বিহারীনী :
কুণ্ডলিনী রূপে নিদ্রা যাও : ডাকিলে পরে ওঠোনা
চেয়ে দেখ মা কি করি শ্যামা : তারা জাগিবে কবে
কবে কালগত হয় অনিবার।

তুমি ভবানী ভবরানী ভবে কর পার। তাহিতে —
 তোমায় ডাকি গো মা তবু পার কছি মা কি কবি এ—
 জেনে তারণ কারণ তোমার চরণ করি ভাব
 কি ভাবনা মা মা গো চির কালই বলি কালী
 কালী : মনের কালী রইল কালী, কালী
 কালী তুমি ব্রহ্মরূপা কে আছে তব স্বরূপা
 আমি জাগ জাগ বলে মাগো ডাকব তো
 মা তোমার সেই সহস্রদলে : কবে
 বিমলে।। শুশ্রূষান আড়িতে
 কমলে : নাড়ীর সূক্ষ্ম পথে জাতা ফলে।।
 কবে সেদিন ঘটাবে আমার।.....
 এ দিনের দিন নিকট বিকট শে
 নইবে শ্যামা।। তোমা
 রাণ অভয়ে : আশি শ
 কান্দলে যাও ঠৈনি
 ঘুম আর ঘুমাওনা
 নিদ্রাগত পিতা সু
 চক্ষে চেয়ে ও

ভবানী

নবীনচাঁদ

ব্রহ্মাও ভাসালে জীবের নাই ভরসা প্রাণের আশা বরিবার জলে।।
 মা হয়ে কি মহিমায় ত্যজেছ সন্তানের মায়া কেমন কঠিন প্রাণ
 ডুবে যায় সলিলে কোলের ছেলে দাঁড়াবার নাই স্থান,
 যেদিকেতে ফিরাই আখি জলময় সকল নিরখি ভয় পেয়ে মা
 তোমায় ডাকি ত্রাহি দুর্গে দুর্গে বলে।
 মা হয়ে সন্তানে সাঁপিলে তারা বিমাতার কোলে।।
 দয়া নাই বিমাতার সন্তান বলে শুনি শাস্তনুর ছেলে
 ওগো মা মা গঙ্গা শাস্তনুর ছেলে কোলে পেয়ে পুত্র রতন
 সাগরে দিলে বিসর্জন পরের ছেলে করে যতন সে কি করিবে কোলে।।
 মাগো বিমাতার তরঙ্গে পড়ে আতঙ্কে মরি একবার দিয়ে
 অভয় চরণ তরী কুলাও মা কূলে।।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিনী তুং হি তারিনী।
 সকল তোমারি ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী তুমি জননী।
 মাগো অনন্ত রূপিনী তারা তোমার অনন্ত লীলে, ওগো মা মা
 কখন করে কৃপাদৃষ্টি স্নেহে পালন করে সৃষ্টি
 কখন তারা অনাবৃষ্টি কখন ভাসাও সলিলে।।
 তুমি শিবশক্তি সর্বশক্তি তোমাতে প্রচার এসো শক্তিহীন সন্তানে
 এবার মা হয়ে মা কইরো কোলে।
 ভয়ে ত্রাণ কর মা শিবে মা বিনে সন্তানের দুর্গে সে সুখ নাশিবে।
 তুমি তারা দিনের গতি দিনে দিনে মীনের গতি ও দিলে মা জীবে।।
 অকূলে ডুবালে দুর্গা নাম আর কেউ না লবে।

তারা নদেব সৃষ্টি নাশক তস্ত্রে তস্ত্রে কয়।
 একি কালভয় হরা কালদারা অকালে প্রলয়।।
 ঐ যে গোঠে মাঠে ঘাটে বাটে হলো জলেতে প্রাবিত ওগো মা মা,
 ভদ্র নাই ভাদ্র আশ্বিনে, গাড়ী বন্ধ ইষ্টিশনে ভদ্রাভদ্র অনশনে
 ভয়ে হলো সশঙ্কিত।
 মা তোর সৃষ্টি সংহার করে জলে দৃষ্টি নাই কেনে,
 খেদে নবীন বলে ত্রিনয়নে দেখলি না মা নয়ন মেলে।।

ভবানী অজ্ঞাত
 ১২৯৬

দুর্গে গো মা এবার দেহগাড়ী চালাব তোর শ্রীদুর্গা নামেতে।
 মনকে ইঞ্জিয়ান করে এবার দেহ গাড়ী ছিলেম ছেড়ে বস্তানকে ——— করে
 এবার ——— থাকিব হসিয়ারে সুমতি সুরীতি যারা প্রহরীন্দ্র থাকিবে তারা
 দেখি পারি কিনা পারি যেতে তোমার চরণকাশীতে
 ভক্তি যদি থাকে আমার মা — কি মনেতে।।
 এবার তারা তারা বলে, তারে সংবাদ করে গাড়ী দিলাম ঐ যে ছেড়ে
 ইঞ্জিয়ানকে বলে দিব তরণ কলে কল চালাব একদমেতে কাশী যাব
 সকল থাকিবে পড়ে।
 আমি ফিকির করে টিকিট কেটে বলে আছি—ওগো মা মাগো
 তারা এবার ভক্তি মাণ্ডল করিব উসুল পূজিব বনফুলেতে।
 তুমি ইচ্ছাময়ী ওগো তারা ব্যস্ত ভুবনে।
 তুমি কাশীতে হও কাশীন্দ্রী, বিলাতে হও ঈন বিটকারী লয়েছ ভার
 ভুভার হরণে।।
 করে ঈংরাজে কলের গাড়ী কল চালায় কলেতে ঈহস্তীমার (লৌহ?)
 ভাসায় জলেতে টেলিগ্রাফ সংযোগেতে সংবাদ আনে আকাশেতে
 ঢাকার শহর দিল্লীশহর তারা যায় একদিনেতে।
 এ সকাল করে তারা তোমার ইচ্ছা মতে, ওগো মা মাগো তারা,

লক্ষ্মণের শক্তিশেল রক্ষাকর চক্রবর্তী (ত্রিপুরা)

লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে পতন হইয়ে (চিতান)
 সকাতরে কয়, জীবন সংশয় রাম দয়াময় রক্ষা কর এ বিপদে
 শ্রীপাদপদ্ম দেও রাম। রাজিব লোচন হৃদিপদ্মে করি ধারণ
 আছে এ বাসনা মনেতে; এমন আসন্ন সময়েতে আছে এ বাসনা মনেতে।
 তুমি জগৎপতি জগজ্জীবন, পূর্ণ ব্রহ্ম পতিত পাবন,
 কর দাসের বিপদ মোচন, দুঃখ পারি না আর সহিতে।
 বিনয় বাক্য শুনে, খেদে আকুল মনে,
 শ্রীরামচন্দ্র সজল নয়নে, কেঁদে বলে।
 উঠ উঠ ভাইরে লক্ষ্মণ, আয়রে একবার করি কোলে। (ধূয়া)
 এলেম কাননে পিতৃসত্য করতে পালন, তাতে প্রতিবাদী হইল
 লক্ষাপুরে রাজা রাবণ;
 ভাইরে এখন হারাইলে জীবন, শক্তিশেলে।
 আশা ছিল কি, বিধি কল্যেয় কি, কিসে কি ঘটালে। (মোহরা)

আমি রাজা হব ছিল মনে, তাতে এলাম গহন বনে,
সকল রাজ আভরণ ছাড়িয়ে;
জটা বাকল অঙ্গে পরিয়ে,
সকল রাজ আভরণ ছাড়িয়ে
এসো হারালেম বনিতে সীতে,
দেশে মরণ হইল পিতে,
এখন ভাইরে তোর শোকেতে
প্রাণ ত্যজিব জলধির জলে;
লক্ষ্মণ তোর মাকে কে ডাকিবে, মা মা বলে?

(নব্যভারত— ১ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা, পৌষ ১২৯০.)

ভবানী মাধব (ময়রা)

খ

মহড়া — তারা মাগো! এবার তরাও বা না তরাও তারা, তবু তোমায় ডাকব
তারা বলে।

জননী জঠরে থেকে, বলতাম ডাকব তারা মা তোমাকে, হইয়া
নির্বিষ্ট এসে কর্মক্রমে জন্মভূমে হয়েছি ভূমিষ্ট শুনেছি
মা নামে তোমার, থাকে না কালের অধিকার, তাইতে
তারা দিয়েছি ভার তোমার ঐ চরণকমলে

খাদ — দিয়ে মায়া মহামায়া মা আমারে ভুলালে।

ফুঁকা — তারা মা মা, তারা তার এ দীনে; গতি নাই তোমা বিনে; তারা মাগো
পতিতেরে মুক্তি দিতে, মুক্তকেশী নাম জগতে, আমি মা আছি
পতিতে, চেয়ে তোমার পানে।।

মেলতা — মাগো আমার নেই যে সাধন শক্তি
উপায় দেখিনে, যদি দয়া করে তোর চরণে, স্থান
দাও আমায় পুত্র বলে।।

ক

চিতেন — তুমি কলুষনাশিনী তারা তন্ত্রসারে কয়

পাড়ন — কালাকাল মা হয় যে দিনে, কালী গো অন্তকালে তুমি তারে দেওগো পদদ্বয়।

ফুঁকা — তারা মা মা বলে ডাকি বারে বার, অন্ত পাই না মা তোমার,
মাগো ভবপারে যাই কেমনে, তাই ভাবি মা মনে মনে,
তারিণীগো তোমা বিনে, কে করে নিস্তার।।

মেলতা — তুমি ত্রাণকারিণী ত্রিতাপহরা আদ্যাশক্তি তৈ তোমার নামেতে
হয় শমনে জয়ী পার হই এই ভব সলিলে।

গ

অস্তুরা — এমন মা আর কে আছে বলগো তারা। ভবসিদ্ধি পারে যেতে আর
কারে মা ডাকব তারা। যে ডাকে মা তারা বলে তারে তুমি তরাও
তারা। ওগো মাগো তারা তারা, মাগো আমি অভাজন,
না জানি ভজন, কিসে চরণ পাইগো তারা।।

- চিঠেন — তুমি জগৎজননী দুর্গে দুঃখ নাশিতে।
 পাড়ন — চিরদিন মা দুঃখে দুঃখে গেল দিন মা,
 আর কতদিন বলগো তারা রাখবি ভবেতে।।
 ফুঁকা — করুণাময়ী তোমার কেমন করুণা, সেও জানতে পারলামনা, মাগো
 ভবপারে যাব বলে, ডাকি তারা তারা বলে, একবার তারা পুত্র
 বলে চেয়ে দেখলে না।।
 মেলতা — মাগো কিংকরে করুণাকর সুরমোহিনী, ভেবে জগিন্দ্র কয়
 দিন তারিণী, নাম শুনি এই ভূমণ্ডলে।।

ভবানী উদয়চাঁদ

ক

- চিঠেন — অশিতি লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে মানব দেহ পাই।
 পাড়ন — তারা গো দীনদয়াময়ী ব্রহ্মময়ী মা এবার তাই তোমারে জানাই।।
 ফুঁকা — মাগো বার বার আর কতবার আসব ভবের হাটে, ওগো মা মা মা
 ও মা মা মিছে দারাসুতের মায়ায় ভুলে, ডাকলাম না মা কালী
 বলে, এখন ডাবছি বসে অন্তকালে, কি আছে ললাটে।।
 মেলতা — এবার লুক্ক হয়ে ঐহিক সুখে, কালীতারা বলে মুখে, ডাকলাম না
 তেমায়ে, যদি পুত্র বলে কর কোলে কোলে আমায় ছোবে না।

খ

- মহড়া — ওমা কালী কাল অন্ত কালে, দেখা দিও পুত্র বলে আমায় ভুইল না।।
 যড় রিপু সংগে থেকে, সদা এক পথে মা নেয় আমাকে
 সুপথে না চলে, থেকে রিপুর বশে একবার তোরে ডাকলাম
 না মা বলে, বিফলে দিন গেল কালী, যেতে হবে
 আজি কি কালি, মনে বলে কালী কালী রসনায় ডাকলে না।
 খাদ — আর কতদিন দিবি আমায় এভব যন্ত্রনা।
 মাগো দিন দিন আর কতদিন এইভাবে দিন যাবে, ওগো মা মা মা
 ও মা মা দেখি কাল অন্তসাল হলে কালী, যেতে হবে আজি
 কি কালী, তুমি রক্ষে কর রক্ষাকালী, কালবারিণী শিবে।।
 মেলতা — এসে অনিত্য সংসারে তারা, রিপুর বশে বসত করা, নৈলে থাকা ভার,
 তাহিতে বিফলে দিন গেল আমার, তোমায় ডাকতে পারলাম না।

গ

- অন্তরা — কালী কালী কালী বলে যে ডাকে মা তোরে।
 পারাপার কর পার সে যে যায় মা ভব পারে।।
 কালীতারা নাম, সে যে মোক্ষ নামে, শুনেছি তত্ত্বমারে ওগো মাগো
 তারা তারা — যখন আসবে মহাকাল, ঘটিবে জঞ্জাল,
 কালী নামে যাবে ফিরে।।
 চিঠেন — তার তারিণী ত্রিলোকতার তরাও বিপদে।
 পাড়ন — যে মজে মা তারা পদে, শ্রীপদে তারে ত রাখ বিপদে।।
 ফুঁকার — জীবে তোর পায়ে মোক্ষ পায়, ভয় নাই মরণকালে, ওগো মা মা মা

ও মা মা তোমার আরাধনা হয় না শুদ্ধ, হল না মা সাধনসিদ্ধ,
আমি পেলাম তোর শ্রীপাদপদ্ম, বদ্ধ মায়াজালে।।
মেলতা — বলি এবার গেলে আর আসবনা, আছে মনে এই বাসনা,
তাজেছি আশা, কেবল বারে বারে যাওয়া আশা, পাই হে জঠর যন্ত্রণা।।

ভবানী শ্রীরামকোমল (কমল)

জন্মভূমেতে এসে আমি আছি নিয়াছায় (শায়)
ভাবি তাই এই দীনের ভাগ্যে ওমা দুর্গে হল না কোন সুখোদয়।
আমার ভক্তি নাই মা তোমার পদে, মত্ত বিষয় বিধে,
ওগো মা মা মাগো পালন করি পুত্রদারা বৈয়ে মরি
পাপের ভরা যখন রবিসূতে আসবে তারা মুক্তি পাব কিসে।।
মাগো সাধন পথে পাইনা যেতে উপায় হবে কি মাগো
ঐ বড় ভয় আমার মনে কালে পাছে লইয়া যায়।
ওগো মা করুণাময়ী বড় ভয় পাইয়ে মা ডাকি তোমায়
রইলি মা কোথায়।
এসেছিলাম ভবের হাটে, আমি চললেম ভূতের বেগার খেটে
কাল আইল নিকটে ওগো দাক্ষায়নী দক্ষসূতা রক্ষ সন্তটে,
আমায় অন্তকালে পুত্র বলে স্থান দিও ঐ রাঙ্গপায়।
বারে বারে জঠর যন্ত্রণা দিওনা আমায়।।
আমি তোমায় ভূলে ভবের কূলে আর কতদিন রব, ওগো মা
মা মাগো দীনহীনে পুত্র বলে যদি গো মা কর কোলে
তবে এবারে কালাকালে কাল পরাজয় হবে।
মাগো মিথ্যা জন্ম কোন কর্ম হলনা এবার মাগো জন্ম ভূমে
এসে আমার মানব জনম বৃথা জায়।
ভেবে অঙ্গ হইল কালি চিরকালই আমার মনের কালি রইল কালী।
কালের হাতে দিয়ে কালী লুকাইয়ে থেকনা কালী মাগো
ঐ বড় ভয় হয় মা কালী আসবে শমন আজ কি কালি।।
তুমি জগন্মাতা শৈলসূতা ব্রহ্মমূলাধার।
চরণে মা শরণ নিলে তুমি তারে বিপদে করণো উদ্ধার।।
জানি সীতা উদ্ধার করলে শ্রীরাম দুর্গনামের জোরে ওগো
মা মা মাগো ঐ মন্ত্রে প্রসন্ন হয়ে মশানেতে আপনি গিয়ে
তুমি ভক্তের প্রতি অভয়দাত্রী রক্ষে করলে তারে।
তুমি আমার প্রতি ও পার্বতী কর করুণা আমার
সময়কালে হৃদকমলে দেখে যেন মা তোমায়।।

ভবানী মাধব (ময়রা)

তারা গো মা জীবন জলবিষ কবে যাবে ভবে কি করিলেম।
ক্রমে দিনে দিনে দিনাগত কবে হবে এ দীনগত বাকীদিন কত
জীবন গত জেনে তোমার ভাবে হলেম মা রত
কি করি গো মহামায়া সব তোমারি মহা মায়া
মহামায়ায় বদ্ধ হয়ে মহা মত্ত হারালেম।
তব শ্রীচরণে মা বঞ্চিত হলেম।

কর্মদোষে ভুলিয়াছি তোমারে ওগো মা ওগো মা ২ তারা ২
আমায় দিয়েছ বসতি পাঠা, তার উপরে অসৎ ছুঁটা
সেই ছয় রেটা বিষম লেঠা ঘটায় বারে বারে।
আমার গৃহবাসে পরবাসে মিছে গেল কাল।
এসে ভবান্নবে ভবান্নগো এবার আমি জানিলেম।
তুং অচিন্তে জগৎচিন্তে চিন্তেময়ী মা।
ভবদারা পরাংপরা ওগো তারা গো মা, কে জানে তোমার মহিমা।
আমি তোমার কুপুত্র হই ভবে, ওগো মা ২ ওগো মা তারা ২
আমার রিপু যারা চরনী তারা, বলিতে দেখনা তারা ২
ভেবে সারা, ওমা তারা উপায় আর কি হবে।
আমার কর্মদোষে জন্ম গেল হলেম ভজন হীন
আমি দিনান্তরে একটিবার কালীর নাম না ভজিলেম।
শ্রীপদপদ্মবে আর তরিতে কবে ওগো শিবে।
কোন দিনে মা কাল কিঙ্করে এসে বান্ধিবে।
আমায় করের ফারে কেবা রক্ষা করে
বিনে ভবান্নাধ্য শ্রীপদপদ্ম ভবে কে তরেছে ভবে।
মা অনন্ত তোমারি অন্ত, অন্ত কেবা পায়।
তুমি সতী শিবের সতী বহরূপা ওগো মা তব পায়ে জগতের উপায়।
কিসে হবে মা তোমার করুণা ওগো মা ২ ওগো মাগো তারা,
যদি মনে করি বলি কালী, ভাবিতে যাবে মা চিরকালই
একটি বার করলেম না কালী কালীর নাম সাধনা।
মা নিজওনে অন্ত দিনে রেখ চরণে তুমি পূর্ণকর
ব্রহ্মময়ী রঘুনাথের মনস্কাম।

ভবান্নী সীতানাথ (মুখোপাধ্যায়)

দুর্গে দুর্গতি হরা ভবদারা তুং কত্রী ত্রাহি মে
মহাকালী নামটি ধর কালীরূপে কাল নিবার
পাপ হর তাপ হর ভব সঙ্কটে পার কর
মনেতে বাসনা করি দেও আমায় চরণ তরি
তবে তারি ও শঙ্করী জয় দুর্গা শ্রীদুর্গানামে।
দয়াময়ী দয়া কর অকৃতি অধমে।
মা বলে মা ডাকলে তোমায় শুনে শোননা ওগো মা ২ ওগো মা তারা ২
তোমার কেমন করুণা যদি ভ্রমে ভুলে রসনায় দুর্গা বলে ডাকিতে চায়,
আবার বিষয় দিয়ে ভুলোও আমায় করে ছলনা।
সাধন পথে শরণ নিতে করি যে মন্ত্রণা, মা তোর মায়াজালে বদ্ধ হয়ে
ভ্রমণ করি ভুলে ভ্রমে।
তুমি যোগমায়া যোগীন্দ্র জায়া মহামায়া মায়াবাপিনী।
যোগেতে যোগ সাধন করে, মা তোমারে কেবা পায় জননী।।
জগৎ মাতা জগদ্ধাত্রী জগৎ জননী ওগো মা ২ ওগো মা তারা ২
তারা দুঃখ দায়িত্য মাগো সনী সনাতনী কালী কৈবল্যদায়িনী
আবার গোকুলে নন্দের নন্দানী, হরের গৃহিনী।

তুমি গয়া তুমি কাশী তুমি বারানসী, তুমি কারে কর বনবাসী
কারে বা দুর্গমে।
তারা তোর কেমন মায়া কে পারে বুঝিতে।
বাজীকরের মেয়ের মত কর ভেঙ্কিতে।
কারে রাখ স্বর্ণখাটে কেউ বা ভুতের বেগার খাটে এই ভবের হাটে।
তুমি কারে হাসাও কারে কাদাও কারে ভাসাও মায়াতে।
তুমি অন্নদা অন্নদায়িনী ভবরানী ভবভাবিনী।
শিবানী সর্বানী শ্যামা মনোরমা, হর মনমোহিনী।।
মা তোর লীলে কেমন লীলে লীলে বোঝা ভার ওগো মা ২ ওগো মা তারা ২
তোমার মহিমা অপার, হও — শিঙ্গাধরী
কখনে হর কখন হরি আবার রামরূপেতে ধনুক ধরি ... লঙ্কেশ্বর।
রামের সীতে উদ্ধারিতে গিয়ে সেই লঙ্কাতে তোমার চরণ
নিদানকালে পাই যেন স্থান যক্ষধামে।।

শ্রীশ্রীকালী

সন ১২৯৬

ভবানী

গুরুচরণ চক্রবর্তী

ভবে এলেম জখন বল্যেম তখন মা তোর চরণ করিব সাধনা
তাথে আমাদের কি কর্ম ভোগ : ঘটালে কুচিন্তা রোগ : তারা মা মাগো তারা
কর্ম্মে হৈলোনা।। এসে বন্দী হলেম মায়া পাশে : কাল হারাইলেম
কালের বসে : পরকালের উপায় দেখিনে : আমি ভাবি তাই মোনে
মা মাগো তারা তারা নামে বিপদ হরে : দিন অস্তে না বলী তারে
কুসংসে কুরসে ফিরে ও নাম বলীতে পারিনে : জন্মী নিজন্ত নাম
নিতে বসী : দারা পুত্র সভাই আসী মাগো : বলে অম্ব বিনে মরি প্রাণে
যুনে অগ্নি জাইমা ভূলে :
ভবে এশে ২ মা দিন জ্ঞান বিফলে : অনন্তরূপীণী কালী : আমি
অহরহ মুখে বলী : ছীল বাসনা মনেতে : কৈরে অম্ব চিন্তা ঘোর কলীতে
ঠিক রৈলোনা তাথে : এসে বন্দীবে জখন রবিসুতে রেখ তখন চরণ তলে :
জগতধাত্রি জগতকত্রি কুনী বেদে বলে : তুমি জগত জননী শীবে
ভয় করিলে ভবার্থবে : মিথে ভবে ভাবি আপনার : কিবল
ভরসা তোমার : মা মা গো তারা তুমি মা জার ভোলা পীতে :
ভয় করিনে কালের হাতে : সে বিষয় হলেম নিশ্চিন্তে : মাগো চিন্তে
নাহি আর : আমি যুগেছী মা তোমার নিলে : বেজ্ঞ আছে ভ্রমোণ্ডলে
মাগো তুমি কালকেতুকে সদয় হৈয়ে ধনের ভরা বৈত্রহীলে
মা বিনে সন্তানের মায়া অঘে কি তাই জানে : তুমি না তরালে তারা তরিব
কেমনে : কুপুত্র জন্মিলে পরে মা কি তারে তেয়া করে জাত সংসারে
তুমি অকৃত দুর্মতি বৈলে ঠেলোনা চরণে :
তুমি দয়া কৈরে মা আমাদের চিন্তা নিরে করগো নিস্তার = আমি পৈরেছী
চিন্তা শাগরে পার হব কেমন কৈরে তারা মা মাগো তারা না জানী
সাতার = তারা ভরসা তোমার শ্রীপাদপদ্ম : জিবন রাখা হয়
অসাক্ষ যে দুর্মল্য হয়েছে তণ্ডুল : দেখে শুনে হলেম ভুল : মা মাগো

তারা : কেউবা আছে অনাহারে কেউবা আছে সম্পদ ধারে :
কেউবা খেয়ে ঘারে ২ মাগো মজায় জাতি কুল : = তুমি পতিত
তারিণী তারা ভব ভএ হারা তারা মাগো : আমি সোমন ভয়ে হয়ে
জরা ডাকি তারা তারা বৈলে : :

শ্রীশ্রীকালী

সন ১২৯৬

ভবানী

গুরুচরণ চক্রবর্তী

- মহড়া — ভবে এসে এসে মা দিন গেল বিফলে।।
অনন্তরূপিনী কালী, আমি অহরহ মুখে বলি : ছিল বাসনা মনেতে,
করে অর্থ চিন্তা ঘোর কলিতে ঠিক রলোনা তাতে, এসে বান্ধিবে
যখন রবিসূতে রেখ তখন চরণতলে।
- খাদ — জগৎধাত্রী জগৎকর্ত্রী শুনি বেদে বলে।।
- ফুঁকা — তুমি জগৎ জননী শীবে, ডয় করিলে ভবার্ণবে, মিছে ভবে ভাবি
আপনার; কেবল ভরসা তোমার মা মা গো তারা, তুমি মা যার ভোলা
পিতে, ডয় করিলে কালের হাতে, সে বিষয় হলেম নিশ্চিত্তে, মাগো চিন্তে
নাহি আর।।
- মেলতা — আমি শুনেছি মা তোমার লীলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে,
মাগো তুমি কালকেতুকে সদয় হয়ে, ধনের ভরা বয়েছিলে।।
- চিহ্নেন — ভবে এলেম যখন বললেম তখন, মা তোর চরণ করিব সাধনা।
- পাড়ন — তাথে আমাদের কি কর্মভোগ, ঘটালেম কুচিন্তা রোগ,
তারা মা মাগো তারা কর্মে হৈলনা।।
- ফুঁকা — এসে বদ্ধ হলেম মায়াপাশে, কাল হারাইলাম কালের বশে,
পরকালের উপায় দেখিনে; আমি ভাবি তাই মনে। মা মাগো
তারা : তারা নামে বিপদ হরে, দিন অস্তে না বলি তারে,
কুসঙ্গে কুরঙ্গে ফিরে ওনাম বলিতে পারিনে।।
- মেলতা — যদি নিযুক্ত নাম নিতে বসি, দারাপুত্র সভাই আসি, মাগো
বলে অন্ন বিনে মরি প্রাণে, শুনে আমি যাইমা ভুলে।
- অন্তরা — মা বিনে সন্তানের মায়া অন্যে কি তাই জানে।
তুমি না তরালে তারা তরিব কেমনে।।
কুপুত্র জন্মিলে পরে, মা কি তারে ত্যজ্য করে, জগৎ সংসারে।
তুমি অকৃত দুর্মতি বলে ঠেলোনা চরণে।।
- চিহ্নেন — তুমি দয়া করে মা আমারে চিন্তা-নীরে করগো নিস্তার।
- পাড়ন — আমি পড়েছি চিন্তা সাগরে, পার হব কেমন করে, তারা মা
মাগো তারা, না জানি সাঁতার।।
- ফুঁকা — তারা ভরসা তোমার শ্রীপাদপদ্ম, জীবন রাখা হয় অসাধ্য,
যে দুর্মূল্য হয়েছে তগুল; দেখে শুনে হলেম ভুল। মা মাগো তারা
কেউবা আছে অনাহারে, কেউবা আছে সম্পদ ধারে,
কেউবা খেয়ে ঘারে ঘারে, মাগো মজায় জাতিকুল।।
- মেলতা — তুমি পতিতপাবনী তারা, ভব ভয়হরা, তারা মাগো—
আমি শমন ভয়ে হয়ে জরা ডাকি তারা তারা বলে।।

সখী সংবাদ (মাধুর) রামকমল

ওহে মধুসূদন তুমি মধুর ভুবন ত্যাগে যাবেনা।
 আমরা শুনেছি বংশীবদন পূর্ব হইতে, শুভফল ফলবেনা
 গোপীর ভাগ্যেতে, যে ফল দিয়েছ হরি, চিরদিন চক্ষে বারি,
 সে বারি বংশীধারী আর মুছলনা।
 গোপীর আশা ফল হরি বুঝি আর ফলবেনা।
 কৃষ্ণহে ও কৃষ্ণ মধুপুরে রাজা হয়ে কুন্ডা রাণী পেয়েছ :
 ও তার প্রেমের প্রেমিক হয়েছে হে : কংসের দাসী কুন্ডা নারী,
 মধুপুরে পাটেশ্বরী, আহা মরি ওহে হরি শিমুলে ফুলে মজেছ।।
 প্যারী কোমল ফুল কমলিনী ব্রজপুরে ধুলায় পড়েছে হে;
 ও তার প্রতি দয়া বিন্দু দান হইল না।
 জানি তাই জানি মনে যাবে না শ্রীবৃন্দাবনে।
 যেনে বলতে নারী ওহে বংশীধারী, অবোধ মন প্রবোধ কি মানে।।
 বন্ধু হে ও বন্ধু ছিলে যখন বৃন্দাবনে, সেই একদিন শ্যাম গিয়েছে,
 বন্ধু ভুলি নাই মনে আছে হে, একদিন চন্দ্রাবলীর দায়,
 ধরেছিলে রাধার পায় সেই দিন নাই আর গরবিনীর শ্রীরাধানাম গিয়েছে।
 তুমি রাজ্যেশ্বর মধুপুরে ছত্রধারী কৃষ্ণ মহারাজ হে,
 প্রণাম হই, দেখতে এলাম আর দেখবনা।।
 পারবেনা আর ব্রজে যেতে ওহে শ্যামরায়।
 ব্রজের ভাব সব ভুলেছ হে পেয়ে কুবুজায়।।
 যখন মোদের ব্রজে ছিলে, ডাকত বংশী রাধা বলে
 আর কি এখন মনে আছে দুঃখিনী রাধায়।।
 ভাগ্যে যা থাকে তাই হয় কৃষ্ণহে জেনেছি নিশ্চয়।
 নইলে কংসের দাসী হল রাজমহিষী এ তাহার শুভদয়।।
 বন্ধু হে ও বন্ধু হরিচরণ পূজা করে রাধার কপাল ভেঙ্গেছে; ভাগ্যে
 অশুভ ফল ফলেছে হে, ব্রজে যদি প্যারী মরে, আনব তারে
 মধুপুরে, দিব তোমার পদ পরে, বাসনা মনে আছে।।
 তোমার ও পদের শুনে হরি মরা বাঁচে জানা তাই আছে হে,
 শুনেছি পাষণ্ড মানবী কাষ্ঠ সোনা।।

অকুরের রহস্য

ভঙ্গিতে অকুরমুনি বলে অমনি

দেখে ত্রাসে মরি একি হেরি কও নৃপমনি

তুমি মথুরানাথ বল শুনি কে করে এ ব্রন্দন ধ্বনি ধনি তোমার সন্দন পরে।
 রূপে বিছ নব বধু বৈসে বরশজ্জায় করে নিরখিয়ে লজ্জায় ঘোমটা টানে
 দু'করে।।

ধ্বনিতে ধনী কি নাম ধরে ধরাপরে কোথা বসতি ওহে ভূপতি
 ধরাপরে কোথা বসতি হয় যুবরাজ বল সম্প্রতি,
 এ যুবতী কার যুবতী হবে কি এ রসবতী সঙ্গী অসতী,
 তোমার সনে কি সম্বন্ধ ঘন্ব কি কারণ ঘৃচাও সন্দ কি বিবরণ
 ভেসে বল আমারে।

ভূপতি তুমি বিচার পতি নারীর প্রতি কেন অবিচার।
 বিচার পতি হে তবে কে আর করবে হে বিচার হয়
 যুবতীকে রতিসুখে বঞ্চনা করলে তোমাকে সতীর প্রতি
 কি গতি কে এ মতি তোমার।
 যেমনি ধারা শত্রু দারা ধরে কুশলে শত্রুদৈত্য
 মৃত্যুকালে তেমনি দেখি দ্বাপরে।
 ঘুচাও হে তুমি মনের সন্দ ভাল মন্দ কিছু না জানি।
 ওহে ভূপতি ভালমন্দ কিছু না জানি হয়, অবলা সরলা জাতি
 তুমি রাজা বিচার পতি, নারীর প্রতি দিন-ডাকাতি করলে আপনি।

কুটিলার অভিযোগ

শ্যাম সনে নিত্যলীলা করে রাই নিত্য
 জেনে কুটীলে আয়ানে ডেকে বলে সেই তত্ত্ব
 তোমায় বলি ভাই শোন নির্জনে, যেওনা আইজ গোচারণে
 চরণে এই মিনতি আমার
 দিনেক দু'দিন গৃহে থাক জানবে সমুদয় দাদা সে কবার কথা নয়,
 না বলো কুল যায় তোমার।
 দাদাগো অভয় দিলে পরে কই তোমারে বসে নিকটে, এই যাবটে না জানি
 কি অদৃষ্টে ঘটে, হয় কুলনারী থাকি কুলে, কথা কই না বদন তুলে,
 প্রকাশ হলে এ গোকুলে পড়বে সঙ্কটে।
 বড় লজ্জা সহ্য করে থাকবো কতকাল, তুমি বনে চরাও গোপাল,
 পথ চেয়ে থাকি তোমার।।
 চিরদিন আমি দুঃখের ভাগী, দাদা তোমার করি ভাবনা, করি ভাবনা,
 দেখলাম তুমি তা তো ভাবনা, হয় দাদা তোমার সুখের পসার,
 ভেবে দেখলাম সকল অসার, মিথ্যা ভেবে কোন সুসার করতে পারলাম না।

ভবানী অঙ্গাত

শঙ্করী শুভঙ্করী ভারতেশ্বরী,
 একি ভবানী, ভবতারিণী ভবের ভাব হেরি।
 ত্রাহি ত্রাহি তারা ভব দুর্গে পড়েছি মা ভবদুর্গে মা ত্বং হরা দুর্গতি হরা
 ভব ভয়ে ডাকি ভয়ে ওমা অভয়ে এভয়ে রক্ষ সভয়ে ভয়ে মা ভবদারা
 তারা গো তুমি জীবের উপায় তব কৃপায় দীনে পায় দিবে দয়ামই গো
 তব কৃপায় দীনে পায় দিবে হয়, বিপদ সম্পদ তুমি দিবে
 দিতেছ দেও নিশি দিবে : দেব ও পদ দীনে শীবে দেবে ত্রিদিবে।
 ইচ্ছাময়ী তব ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়, অকালে কি করবে গো কালদারা।
 শিবে গো দীনে ডাকে শিবে ত্রাহি জীবে ভব অশিবে :
 গতি কি হবে নিশি কাকে ডাকে স্বভাবে হয় লাখে লাখে
 তারা ছোটো ডুকম্পে ধরনী ফাটে অকালে কালো জল ওঠে কালের স্বভাবে;
 নাই মা সেমত বর্ষা শরৎ সমতুল্য জল, শরতে আসিয়া সকল
 স্বচক্ষে দেখলে তারা;
 শিবেগো তাতে কলী প্রবল বলে সকল নেয় দখল করে
 ভাগ্যে সব করে বর্ষাতে দিলে করে ফর্সা হয় অকালে প্রায় খাণ্ড প্রলয়

ব্রহ্মাণ্ড লয় এই মনে লয় বর্ষার জল ভাসায়ে আলয় উঠল পাহাড়ে
ডুবিল কুমিল্লার শহর চটালে চটিগাঁও কাঙ্গীগঞ্জ করলে খালি
শহরে বালীর চরা।

শিবে গো হল ঘাটে বাটে গোষ্ঠে মাটে জল প্রাবিত সাগর সহিত,
নদ নদী নগর মিলিত : হায় ভদ্র নাই ভদ্র আশ্বিনে গাড়ী বন্ধ
ইস্টিশনে ভদ্রাভদ্র অনশনে ভয়ে সশঙ্কিত।

বিচ্ছেদ — নারদ সংবাদ — ১ নং রামধন মজুমদার

- মহড়া — নারদ বল শুনি : রাধা প্রেমে শ্যাম চিত্তামণি কোথায় আছে
বৃষভানু রাজনন্দিনী : নব চম্পক রূপিনী গৌরবেতে
গোরবিনী : নিদারুণ বিচ্ছেদ বিকার মৃত্যু বৎ
রাধার : বিনে জলধর গোবুল আধার হইয়েছে
- খাদ — বিনে প্রাণ কেশব ব্রজবাসী সব নীরবে আছে
- ফুঁকা — চেয়ে দেখ নারদ গুণ মাণি : ব্রজেতে রাই রাজনন্দিনী
ধরায় অচেতন : ২ দশ ইন্দ্রিয় ছেড়ে গিছে : অ
হইয়েছে : কষ্টাশ্রিত জীবন আছে : জীবন বে কতক্ষণ।।
- মেলতা — কেবল হাহাকার সার হৈত্র
সবে শ্যাম আসার আশা পানে চেয়ে আছে।।
- চিতেন — কৃষ্ণের আদেশে গোকুলেতে নারদ হলেন
- পাড়ন — হেরে বৃন্দাদূতী : গিয়ে দ্রুত গতি : কাতরে নারদ
- ফুঁকা — নারদ কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবনে গোপিনীর প্রাণ অন্ত
দিলেন দরশন ২ হে এই ভাবে হে : নারদ মুনি
অজুঁর মুনি : মুনি শঠের শিরোমণি মুনি কপ্পে রম
মেলতা — কৃষ্ণ কাইল আসবে বলে গিছে মধুর ধামে
গোপীকার কপাল দোষে কাল হয়েছ
অন্তরা — আর কি ব্রজে সে সুখ আছে। সুখময় বিহ
সুখের সাগর শুকায়েছে। ব্রজেতে রাই চন্দ্রমুখী
প্রেম সুখেতে ছিল সুখী : ২ সেই সুখেতে আমরা সুখী সে সুখ
মোদের ঘুচে গিছে।
- চিতেন — আমরা কৃষ্ণনাম জপে কৃষ্ণ বাম হয় কিসে।
- পাড়ন — মন প্রাণ হরে : সকল আধার কইরে গিয়েছে কপালের দোষে।
- ফুঁকার — দেখ দৃষ্টি করে নারদ মুনি : বিনে কৃষ্ণ গুণমণি : সুখি
না সভাই : ২ হে সোনার কমল কমলিনী : বিবর্ণ হয়েছেন
তিন হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ধ্বনি : মুখে অন্য কোন ধ্বনি নাই।।
- মেলতা — দুখের কথা কি বলব মুনি : তোমাকে আর : কৃষ্ণ বিহনে
দুখের কামা সার হইয়াছে।।

বিচ্ছেদ-নারদ সংবাদ — ২ নং রামধন মজুমদার

নারদ বৈলো ওহে ব্রজের কুশল বৈল, বৈল কৃষ্ণের কাছে।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদ : এ গোকুলে : গোপিকার চক্ষের জলে
যমুনার জল প্রবল বেগে চলে : তরঙ্গ প্রবলতা : ও
বৃক্ষলতা : বিচ্ছেদ বাতাসে : মলিনতা হইয়েছে।

কৃষ্ণবিহনে মোদের জীবনের আশা গিয়েছে।
বনে নন্দ-দুলাল : রাখাল সঙ্গে : কল্পে ভূপ ...
শয়ন : ২ হে পড়ে আছে গাভী ধরায় : ৩ ...
ওণ গায় : কেউ বলে আর সহেনা গায়
যমুনায় তাজব জীবন। কেবল হা কৃষ্ণ ...
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে পাগলীর প্রায় হইয়েছে।
ভাল প্রভোদবাক্যে মনরঞ্জে : এখন কে ...
ব্রজবাসী : পাবে কাল শশী : ও কাশ...
আছি আমরা যত গোপগোপিনী : চিত্তা ...
গেল এ জীবন ২ হে : বিনে দোষে কইবে দুশী ...
হয়ে কালশশী : হইয়েছ মথুরাবাসী ত্যজিয়ে ...
বৃন্দাবন।। দেখ চৌদিগে দৃষ্টি কইরে না ...
বিহনে কান্না ধ্বনি-সার হয়েছে।।
সার ভেবেছি মনে মনে। জীবনে ত্যজিব জীবন কৃ ...
পথপানে রাখাল যত চেয়ে অবিরত—
আর জন্মের মত : দেখলাম না কালবরণে।।

শ্রীশ্রী কালী সহায়

কৃষ্ণের যোগীবেশ অঙ্কাত

ওকে নবীন যোগী : কিসের লাগি : রাই এলো তোর কাছে
হেরি শঙ্খনাথের আকার : কিঙ্কৃত কিমাকার : ভেবে বুঝতে নারি
নিকুঞ্জে এসেছেন কি ত্রিপুরারি : নাই যোগীর যোগানন্দ
নিরন্তর নিরানন্দ : ভাব দেখে মনে সন্দ হতেছে।
কেন তোর বদন চেয়ে যোগী কান্দিতে আছে।।
যোগী ক্ষণেক রহি : বহে ঘন শ্বাস করে কি আশ্বাসে
তাহি : আবার হস্ত পেতে ধরাতলে : বক্ষভাসে চক্ষের জলে,
উচ্চৈশ্বরে কেঁদে বলে দেহি ভবতি ভিকং দেহি
বৃন্দাবন তীর্থে যোগের যোগী কতশত এ যে
ডেরে আছে :
পড়ে মান বিপদে শেষে কেন্দ্রে হৃষিকেশ :
মধুর প্রেমে অনুরাগী অবশেষে ধরলেন যোগীর বেশ :
ভস্ম মেখে নিরদকায় : ত্যজে পীতাম্বর : প
জটাভার মাথায় : মোহন বাঁশী ত্যজে সমাদ
নিয়ে করে ববম্ ববম্ ধ্বনি করে রাধার নিকুঞ্জে
দেখে সুচিত্রে কালাচাঁদের বিচিত্র বেশ :
সুধায় রাধার কাছে
কুঞ্জে কে এল যোগী : জগী সংযোগী কি
কপালেতে শশিকলা : গলে দোলে হাড়ের মালা, ...
নিকুজ উদয় সকাল বেলা : যোগী হয় যোগে রয়
ভিস্কার উদ্যোগী।।
যোগী শৈব শক্ত যোগাসক্ত কোন মো

তাজিয়ে আশ্রয় নিরাশ্রয় যোগাশ্রয় যোগীর মনের।
 নবীন যোগী যোগ সজ্জায় মনে ভাবি যায় চিনি চিনি.....
 নাহি যায় : যোগী ক্ষণেক থাকে মৌনব্রত, ক্ষ
 মস্ত্রে রত : ক্ষণেক কয় জয় শঙ্কুনাথ : ক্ষণেক শীঙ্গা জঙ্ঘর
 বাজায় : তুই কি চিনিস্ রাই যোগী বর কি চেনে
 চেয়ে দেখে কুঞ্জদ্বারে ডেরে আছে।।

শ্রীশ্রীকালী

সন ১২৯৪

বিরহ রামকমল

- মহড়া — দূতি বলগো উপায় বিনে সে নীরদকায় মরি দুঃখেতে।
 বিধি করেছে পরাধিনী ভাগ্যক্রমে, বঞ্চিত হয়েছি স্বীয় ধামে,
 শ্যাম আসার আশা করি : শেষ হইল বিভাবরী :
 আর কখন আসবে হরি নিকুঞ্জেতে।
- খাদ — সঁপেছি মনপ্রাণ হেরে নয়নেতে।।
- ফুঁকা — বলিব কি সখি : চক্ষের পলক চক্ষে ধরে, বাঙ্খা করি অন্তরে,
 ধরে রাখি হৃদি-মন্দিরে গো : সে রূপ কি ধরতে পারা যায় : মনের আশা
 মনে মিলায় : যোগীগণের অসাধ্য দায় : সাধা করে ধরতে পায়।
- মেলতা — সখী আমাদের বংশীধারী সে যে আমার : বৃন্দে সখিগো
 প্রাণবদ্ধ ভুলে রল কার কুঞ্জেতে।।
- চিতেন — নিকুঞ্জে শ্যামের আশায় কিশোরী বাসর সাজাইয়ে।
- পাড়ন — গেল আসার আশায় : প্যারী প্রেস পিপাসায় বৃন্দেকে বলে বিনয়ে।।
- ফুঁকা — সখী গো ও সখি, বাসর শয্যা বিফল হল : শ্যাম আমার ত এলনা,
 মনের দুঃখে প্রাণ আর বাঁচেনা গো : আমরা সব অবলা নারী,
 শ্যামের আশা মনে করি : কাননে জাগি শবরী : দুঃখের অন্ত হলনা।।
- মেলতা — শ্যামের সঙ্কেত মুরলীর ধ্বনি শুনে কানে : বৃন্দে সখি গো সখিগো
 নিকুঞ্জে এলেম তাইতে যামিনীতে।
- অন্তরা — গোপীর জীবন ভুবন মোহন মনচোরা কানাই।
 বাসে রাখিতে ভালবাসে গোপিনী সবাই।।
 নির্জনে কে পেয়ে তারে : বাঙ্খা পুরায় বক্ষে ধরে :
 অভাগিনীর কপাল ফেরে : কেন্দে রাত কাটাই।।
- চিতেন — প্রাণকৃষ্ণ দরশনে নিকুঞ্জেতে এলেম গোপীকায়।
- পাড়ন — বিকল হল গমন : বিফল বন পর্যটন : অবলার একি হল দায়।।
- ফুঁকা — সখি গো ও সখি, বাঙ্খা ছিল মনে মনে সঙ্গোপনে এলেম তাই :
 জীবন জুড়াবে জীবন কানাই গো : সে বাসনা পূর্ণ হল :
 কার্য ফল আজ ফলে গেল : মানে মানে চল চল : কুলনারী কুলে যাই।।
- মেলতা — গৃহে ননদী বাঘীর প্রায় জানিস সই তোমায় কই গো—
 দোষ পেলে করবে ছেদন নখাঘাতে।।

বৃন্দা-কুন্ডা সংবাদ—১নং

অজ্ঞাত

যজ্ঞ করেন হরি সভায় করি নিমন্ত্রণ।
 সকলে আসি মথুরা ব্রজ নিবাসী উৎসবে দিলেন দরশন।।

চললেন বৃন্দে সুচিত্রে কিশোরী সনে হরি দরশনে হরিশচিত্রে,
 সদায় তনু কাঁপে প্রেম বিরাগে, কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগে,
 কুবুজা পরে রাগে রাগে, উদয় প্রত্যয়ে প্রভাসতীর্থে।।
 দেখে কুবুজায় বলে বৃন্দে ব্যঙ্গভাষে হরিয়ে হরিশ্বরীর করে বড়াই।।
 দেগো জয় জয় ধনি, ধনী কুবুজা তোর ভাগ্যের সীমা নাই।।
 করে যার চরণ বাসনা ভক্তি উপাসনা দেহ করলি সোনা,
 সেই হরি যারে করে উপাসনা ধন্য তুই কুবুজা নারী,
 তোর ভাগ্যে হরিশ্বরী, এল সেই ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাই।।
 অদৃষ্ট পরম ইষ্ট সাধন করলি যে তাই।।
 ও যার চরণে বিকায় কৃষ্ণ নিরদকায় জিনি ভবের উপায় পেলি
 যদি তায়, কর শক্তিসাধন ভক্তিভাবে, আদ্যাশক্তি মুক্তি দিবে,
 মরণে মঙ্গল হবে ধনী শরণ নিলে রাসা পায়।।
 মনের আনন্দে, যোলশত অষ্ট রমনী ধনীগো উলুধ্বনি দিচ্ছে সভায়।।
 জয় জয় জয় রাধা বলে এসে শরণ নে চরণ কমলে।
 প্রভাস যজ্ঞ দেখিতে যজ্ঞের ফল পেয়েছিস হাতে, ভেবে দেখ
 ভাগ্য কি আর আছে এই হতে।।
 ধর পায় অনুপায়, উপায় ব্রজেশ্বরী পায় রাখিলে।।
 দেখলে যুগল মিলন যুগল নয়ন জুড়াবে।
 যোগীর যোগের ধন, রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন প্রভাস তীরে
 আজ তা হবে।।
 দাঁড়ায়ে রাজপথে, একবার দে ধনী রাধার জয় জয় ধনি,
 জয় পাব তাতে, ধনী সর্ব যজ্ঞেশ্বর হরি, ইনি ঈশ্বরের ঈশ্বরী,
 প্রভাস তীর্থে যজ্ঞেশ্বরীর ভাগ্যে এলেন যজ্ঞ দেখিতে।।
 যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞেতে উদয় প্রভাসে, বৈকুণ্ঠের প্রায় দেখিতে পাই।।

বৃন্দা-কুবুজা সংবাদ—২নং অঙ্কাত

তবে তোরে কুবুজা বোঝা গিয়েছে
 আদ্যাশক্তি রাই কিশোরী গোলকের ঈশ্বরী তোদের রাজার
 ভাগ্যে : এসেছেন যজ্ঞেশ্বরী প্রভাস যজ্ঞ : দাসীর কি শক্তি
 সাধন কর্তে রাই শক্তি সাধন : যত্ন নাই পেলে রতন
 অন্যের কাছে :
 মিছে তোর মানের গৌরব দেহের গৌরব মিছে
 গৌরব করিস কার কাছে ও যার গৌরবে ধনী কুবুজা
 তার গৌরব বেড়েছে : আবার যার পদে উঠেছিস পদে
 কুবুজা ধনী রাজপদে সেই কৃষ্ণনাম পদে পদে রাধার শ্রীপদে
 লেখা আছে।
 সাথে দাসখত লিখেছেন হরি রাধার পদে
 দাসী নাম লিখে দে তুই নামের পাছে
 বলো কুবুজা নারী ধর্তে নারি নারীর পায়
 ত্রিলোকেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী দাসী তোর কথায় হাসি পায়
 কুবুজা তোরে কে বুঝায় না থাকলে

ভাগ্যে অনুযায়ী (অনুযায়) মজে যে পায় দেবে দেবত পায়,
সে পার মর্ম কি যে সে পায় প্যারী মোদের রাখিলে পায়
তোদের রাজা রাজ শিরোপা পায়
যাকে যোগেশ্বরে চিন্তে না পায় যোগে জাগে : কুবুজা তোর
ভাগ্য যোগে তাই কি আছে
রাই কি সামান্য নারী একে চিনবি কি তুই কুবুজা নারী
প্রভাস তীরে নিরদবরণ যজ্ঞেশ্বর হন যজ্ঞে বরণ — যজ্ঞ
শরণ মনন শ্রীরাধার চরণ উঠেজা কুবুজা না হয় শরণ নে
রাই চরণ ধরি
গোলকেশ্বরী রাই কুবুজা করিস বড়াই বার কাছে
বাঁকা শ্রীহরি সোজা কল্যে বাঁকা নারী আড়াইদিন বড়াই বেড়েছে।।
রাইকে সামান্য জ্ঞানে পড়ে অজ্ঞান ধনী রাই চরণে শরণ মিলিনে : আহা
তোর কি হবে ভবে গতি প্যারী মোদের ভবের গতি জানলে শ্যাম অগতির গতি
তোকে স্থান দিবেন না চরণে।।
শক্তি একান্ত রাধাকৃষ্ণ অঙ্গের আধা দ্বিধা জ্ঞান করলে তার কি গতি আছে?

নন্দ বিচ্ছেদ অজ্ঞাত

নারদ তপোধন প্রভাসের নিমন্ত্রণ দিলেন সেই শ্রীনাথের করে।
পেয়ে যজ্ঞের পত্র চলেন কুরুক্ষেত্র গোপগোপী সঙ্গেতে করে।।
ক্ষির সর লয়ে রাণী চলেন প্রভাসে চক্কের জলে বন্ধ যায় ভেসে হয়
চলেন প্রভাসে তখন গোপাল গোপাল গোপাল বলে করাঘাত
হানে কপালে দেখতে প্রাণের প্রাণ গোপালে অমনি দাঁড়াল দ্বারে এসে।
দ্বারী না দেয় দ্বার প্রবেশিতে বলে মন্দ বিষাদে নন্দরাণী কেঁদে বলে।
প্রাণ গোপাল দেখা দে মরি বিষাদে সাধের নিধি আয়রে কোলে।।
এলে কাইল বলে দুখিনীয়ে দিয়ে ফাঁকি বলরে তোর সে কালের আর
আছে ক'দিন বাকী আসায় প্রাণ কয় দিন থাকে এসেছি দেখতে
তোকে একবার চাঁদ মুখে ডাকরে মাকে মা মা বলে।
তোরে দেখব বলে এসেছিরে প্রভাস কূলে।।
হায় কি কপালরে গোপাল তোর নিতে আশা নাই বাছা আমাদের
সে কপাল নাই। হায় নিতে আশা নাই আমি সদায় মরি মনোদুখে
শোকের আগুন জ্বলে বন্ধে বন্ধের নিধি ধরে কক্ষে তোরে চক্ষে
হেরে প্রাণ জুড়েই
বাছা তুই আমার কালবরণ কালরতন বাঁচারে মায়ের জীবন মৃত্যুকালে।।
একবার দেখা দেয়ে ওরে বাছাধন।
আমি তোর জনো এই দেখ এনেছিরে ছানা মাখন।।
তুইরে আমার নয়ন তারা তারা আরাধনের তারা,
পলকেতে হইরে হারা না দেখিলে ও চাঁদবদন।।

ভবানী মদন বালা

তারা পঞ্চভূতে আবিস্কৃত তোমার অঙ্কুর লীলে।
ঘাটে ঘাটে মা ঘাটে আছ তারাগো কতই খেলা খেলে।।
হর হর দুঃখ হর হর-মনমোহিনী হং হি মোক্ষদায়িনী ওগো মা মা

তাজিয়ে করালাকৃতি ষড় দলে অবস্থিতি — পথে গতি
উমাপতি —।

ওগো তারা মা, আমি কিরাপে
করিব ভেদ হলোনা মা সে জানোদয়।
তুমি এই করো করুণাময়ী অন্তকালে দুর্গা বলে যেন প্রাণ যায়।
কালস্যা কুটিলা গতি গতির নাই মা সুসঙ্গতি গতিদায়িনী আমার
গত অপরাধ কত জগতজননী একবার জাগ কুল কুণ্ডলিনী
এখন কি তোর ঘূমের সময়।
হৃদ কমলে মঞ্চদোলে এসে হুমা উদয়।।
মণিপূরে পদ্মপরে দশদলে দোলনা, একবার দুলিয়ে দেখাওনা
ওগো মা ওগো মা, হৃদপদ্মে পাদপদ্ম স্থাপন
মননে করিব পূজন কেমন করে বলনা।
সহস্রার পরম শিবে — শিবে ওগো তারা মা, কবে
অশিব নাশিবে দয়াময়ী হয়ে সদয়।
দুর্গা তুমি জলস্থল।
বঙ্গিজায়া মহামায়া মা তোর মায়া মোহে মোহিত সকল।
তুমি অনিল অনল, স্বর্গমর্ত্য রসাতল, ওমা অখণ্ডমণ্ডল কারিনী।
তারিনী চরণ তরানী বল।।
আছ চারি ছয় দশ বার ঘোরশ দ্বিদলে।
কমলে কমলকামিনী তারা গো বিরাজ বিমলে।।
কণ্ঠদোল সেই আকাশে আছে অদ্বয় আকাশ, রুদ্ধ হলে হয় আকাশ
ওগো মা মা দিবারজনী অষ্টযাম সকলি মা তোমারি নাম,
পঞ্চশা বরনী তারা বর্ণে বর্ণে সুপ্রকাশ।।
তুমি সর্ববীজ রূপা অচিন্ত্যরূপ চিৎস্বরূপা ওগো তারা মা
তুমি জং বং নং বং হংস রূপা ধ্বংস করো কামাদি ছয়

পাখির বিরহ — ১নং অজ্ঞাত

নাগর পিঞ্জিরাতে একটি পাখী দেখে মনদুখে জরজর।
অমনি বার বার নয়ন করে কাতরে কয় ধরে সখির কর।।
আমি বন হইতে ধরেছিলাম অবলা এক পাখী কিছু জানত না
সে পাখী। বলতে বলতাম যে বুলি, বলত না পাখী সে
বুলি বহু কষ্টে সকল বুলি শিক্ষা হইল পাখী।।
পাখী এমনি বলিত হরবোলা পাখীর মত লোকে মোহ
যেত শুনি এমনি বলেছে।
ও সখী আমার প্রিয় পাখী ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিছে।।
ভেবেছিলাম গো সখি বড় সাধের পোষাপাখী উড়ে যাবে না।
পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেল ফিরে এল না, হইল পরিশ্রম
সার অদৃষ্টেরি ফের হৃদয় পিঞ্জর আমার শূন্য হয়েছে।।
বনের পাখী এমনি কি সেই কেমন করে ভুলে রয়েছে।
আগে জানতাম যদি বনের পাখী বনপানে মন থাকে মনে
শঠতা ভাব রাখে, তা নইলে কি প্রাণসখি আমারে কাঁদায়ে

পাখী পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে পাখী মিশল পাখীর ঝাঁকে।।
পাখীর মায়াতে পাখি আসবেনা আর সে পাখী, পাখী
বনের পাখীর সঙ্গে রঙ্গেতে আছে।।

পাখীর গুণ সদায় মনে হয়।

সখি তার মত আর নাই পাখী, প্রাণ নিয়ে প্রাণ পাখী, প্রাণাধিক
প্রাণপাখী, প্রাণ নিয়ে গিয়েছে পাখী, আমি সেই পাখী না পেলে
পরে পুষবনা অন্য পাখী।।

আমি বিষয় আশয় ত্যজ্য করে পাখী নিয়েছিলাম, আমার সে
পাখী হারাইলাম, ধন প্রাণ সর্বস্ব পাখী, পাখী বিনে আঁধার
দেখি, কেমনে আর ধৈর্য থাকি প্রাণ গেল সহি মইলাম।।

পাখির বিরহ — ২নং অঙ্কাত

তোর কথাতে প্রাণসখী প্রাণে প্রবোধ মানেনা।

দেখ বন পুড়ে যায় সবায় দেখে, মন পুড়ে যায় কেউত দেখেনা।।

আমার হৃদ পিঞ্জরে বইসে পাখী বেইত দুধ ছানা, এমন পাখী
আর মেলেনা, সদায় বলি পাখী পাখী, শিকল কেটে গিছে
পাখী, দেখলে পরে ধরিব তারে প্রাণ থাকতে ভুলিবনা।।
আমি ভাবি সর্বক্ষণ, কি করি উপায় এখন পোড়া বিধি কি আমারে
সুদিন দিবে না।

ও সখি পাখীর এমন ফাঁকি আগে আমি জানতে পারলাম না।
এখন কি আর বস্ত্রে সারে, ঐ পাখির ফাঁকিতে পরে সঁপেছিলাম
প্রাণ, ভুলে শঠের কথায় মনে ব্যথা এখন আমি হারাইয়েছে জ্ঞান,
হইল এমনি অসুখ, বলতে ফাটে বুক, কিসে ঘুচিবে আমার এ যন্ত্রনা।
আগে যদি জানতাম সখি তবে কি পাই এত লাঞ্ছনা।।

আমার মনে বলে পাখী হলে অন্য মনে থাকি, ও তুই শোনগো
প্রাণসখী, শয়নে স্বপনে হেরি, পাখীর ঐরূপ ভুলিতে নারি,
মুখে বলে ছাড়ি ছাড়ি অন্তরে রূপ দেখি।।

আর কি ভুলব সখি তাকে, যার ভাবেতে ভাবিতে, তাইতে
ভুলি ভুলি ভাবি ভুলিতে পারি না।

আমার হৃদ পিঞ্জরে পাখী সখি কার পিঞ্জরের করে বাস।
সর্বক্ষণ পাখী দেখি নয়নে নয়ন রাখি আমার এই মনের অভিলাষ।।
এখন কার ভাবেতে ভুলে থেকে আমায় ছাড়া করল দেশ।।

সখি তোর কথাতে প্রেমের পথে যেতে পাইনা দিশে,
আমি ধৈর্য ধরি কিসে, একবার ভাবি কাশী যাব, পীরিতে
ইস্তাফা দিব, প্রেমনগরের সাধু হব তুলসীতলায় বসে।।

গোষ্ঠ অঙ্কাত

বলে দে বিদায় যাই মধুরায় যশোদারে বলে রতন মণি।
রাণী করে শ্রবন হয়ে উৎকণ্ঠিত মন কেঁদে কয় শোন্ নীলকান্ত নীলমণি।।
গেথে ফংসালয়, গোকুলে পুনরায়, আসবিনে ফিরে, ওরে গোপাল
রে ওরে গোপাল রে ব্রজে আসবিনে ফিরে, ঐ বন্ধ হয়ে মায়া
জালে মনে করবি মা মা বলে, মায়ের মায়া যাবি ভুলে, বাপরে

আর পাবনা তোমারে।

বড় অসাধের সাধনের ধন তুইরে আমার, তোরে পেয়েছি পূজে আমি
শিব কালীকে।

দুখ পাসরা ধনরে দুঃখের পাথারে ফেলে যাসনারে আমাকে।।

যেমন ত্রেতায় দশরথ রাজন বনে দিয়ে শ্রীরাম লঙ্ঘণ হয়ে
জ্ঞানহারা, পুত্র শোকেতে হয়েছিল বাসি মরা, তেমনি তোমা
ধন হয়ে হারা মরিব পুত্র শোকে।

শূন্য দেহে কাল যাপন করব এখন বাপরে কি ধন দেখে।।

আছে কে আমার আমি কারে বা আর বলিব নীলমণি,

ওরে গোপাল রে গোপাল রে, কারে বলিব নীলমণি

ঐ কে আমারে মা বলিবে, মা বলে কোলে বসিবে, ক্ষুধা

হইলে খেতে দিবে মাখন ক্ষীর সর লবনী।।

আমি কার পুত্র ধন পুত্র বলে নিব দণ্ডে দণ্ডে কোলেতে।

ব্রজে সব বালকে বিরজিত সুখে আপন আপন মায়ের কোলে,

ওরে গোপাল রে গোপাল রে, দেখে পরের পুত্রের মুখ,

দুঃখে ফাটে বুক, পুত্রশোকের শোকানলে।।

দিয়ে অলকাতলকা ভালো করে সাজাব ওরে গোপাল রে

গোপাল রে কারে গোষ্ঠে পাঠাব, ঐ কে চরাবে বনে ধেনু

কে বাজাবে মোহন বেণু কারে বলে নন্দের কানু আমার

তাপিত প্রাণ জুড়াব।।

ননী চুরি

অজ্ঞাত

গোকুলে গোপের ঘরে লবনী চুরি করে খেলেন শ্যাম।

ননীর ভাণ্ড দেখে, যত গোপ গোপীকে ব্রজধাম।।

যত গোপিনী বলে, যশোদে তোর কেমন ছেলে, ভাণ্ড ভেঙ্গে

লনি খেলে, দুরন্ত ছেলে, হায় হায় হায় তখন নন্দরাণী

ক্রোধে ভরে বাঁধলেন কুঞ্জেয় যুগল করে বন্ধন করে রোদন

করে ভাসে জলধর নয়ন জলে।।

পেয়ে মর্মে বাথা কঁাদে ভবের মুক্তি দাতা গিয়ে যশোদার

কাছে বলে মাগো মরি মরি।

ওমা যশোদে গো আমায় বাঁধিসনা বাঁধিস না তোর পায় ধরি।।

আমি আর চুরি করবনা মা, আর আমায় বাঁধিস না মা,

ওগো মা গো মা আমার প্রাণ গেল মা, আজ হতে চেয়ে খাব,

বন্ধন আর কত সব, না হয় মুরলি বেচে দিব মা তোর লনির কড়ি।

মা তোমার কঠিন প্রাণ, গেল প্রাণ, উপায় কি করি।।

ও মা যশোদে মায়ে শতপুত্র পালন করে, আপন ছেলে বন্ধন

করে কে মারে কোথায় হায় হায়, কেবল আমি তোমার

একটি ছেলে, গাল দিস্না দুরন্ত বলে, বলাই দাদা শুনতে

পেলে আমায় ভিক্ষে মেগে খাওয়াবে।।

যেমন বলরাম ভাই, এমন ভাই আর ব্রহ্মাণ্ডে নাই, যেমন বলরাম

ভাই বলাই নীলগিরি রজংগিরি দুভাই ব্রজপুরে।।

ওমা যশোদে তুমি কঠিন বড় না দেখে নবনীর ভাও, পরের
কথায় কর দণ্ড, মা হয়ে বিমাতা হলে, আমারে যত্ননা দিলে,
এখন আমায় ছেড়ে দিলে রক্ষা পায় তোর গিরিধর।
মা তোমার কঠিন মায়া, সন্তানের কেমন দয়া জানলি না।
তোরে বলি গো মা বাঁচব যত দিন মা ননি আর চুরি মা করব না।।
ও মা যশোদে গো আছে অনেক ছেলে ব্রজপুরে, কেউ মারে না
এমন করে, আপনার ছেলে, হায় হায় হায়, আমি খাইতে
পাইনা উদর পূরে, জঠর জ্বালায় মরি পুড়ে, বন্ধন করে,
রোদন করে, ওমা মায়ের এমন ধর্ম নয়।।

বেদনা বিচ্ছেদ শক্তিশেল — ১ নং উদয়চাঁদ

মধুর ধামে গিয়ে বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে কয়।
জানহিতে এলেম মধুরাতে গোকুলেতে ঘটেছে প্রলয়।।
যেমন শক্তিশেল বাণ বক্ষে লক্ষ্মণ করেছিল, কৃষ্ণহে বিপদ ভঞ্জন হে
তেমনি মতন ব্রজ প্যারী বলব কিহে বংশী ধারী, বিচ্ছেদ শক্তিশেলে
প্যারী ও মুচ্ছাগত হল।।
রবির কিরণ লাগলে পরে, মরিবে কিশোরী ধনুস্তরী ব্রজনারী
এই মন্তনা করেছে।
আমি হনু মতন এলেম এখন মধুর ভুবন গন্ধমাদন নীলগিরির কাছে।
গুনেছিলাম দেখলাম ভাল নীলগিরি করেছে আলো মধুর মণ্ডলে
প্রেম বিশল্য করণী নাম ঔষধি মিলে, চিন্তে নারি যাব কোথা,
কেমন গাছ তার কেমন পাতা, বলে দেও হে যাব তথা, যাবে রাখার
প্রাণ আছে।।
আর কারে শুধাব এমন ব্যথিত কে আছে।।
যেমন গন্ধমাদন বিপক্ষগণ হনু মেরেছিল কৃষ্ণ হে ওহে বিপদ ভঞ্জন হে,
তেমনি মতন এ নীলগিরি, কালনিমি কুবুজা নারী, কুজা অঙ্গ
সোজা করি ও পাটেশ্বরী হল।।
সাধ্য গুণে বাধ্য করে রাখল তোমারে জগৎ কর্তা হয় যার বাধ্য
তার অসাধ্য কি আছে।।
বিচ্ছেদ শক্তিশেল এত যে প্রবল সৃজন করেছে কেমন বিধি।
সহচরী যত সবাই মুচ্ছাগত, জলে মুচ্ছাগত হল কৌমুদী।
তরু মুচ্ছাগত হল, ফুলে ফলে, কোকিল মুচ্ছাগত হল তমালে,
যাহা যাহে বিপদখণ্ডে, তাহাই জীবন দণ্ডে বল বল হরি কার দোহাই দিই।
বল হরি ত্বরায় করি ফিরে যেতে চাই।
সকালে যাব গোকুলে শক্তিশেলে প্রাণে ম'ল রাই।।
ওহে বংশীধর প্রাণেশ্বর এই মিনতি করি কৃষ্ণহে ওহে বিপদ ভঞ্জন হে
রামরূপে রাম ধনুক ধর, শ্যামরূপে
শ্যাম বংশী ধর, মহা ঔষধের উপায় কর ও যাতে বাঁচে প্যারী।।
এই নিবেদন করি হরি ধরি চরণে, সোনার কমল
কমলিনী মলিন হইয়াছে।।

বেদনা বিচ্ছেদ শক্তিশেল—২ নং উদয়চাঁদ

বলে হরি ব্রজপুরী মহা ঔষধি নাই।

বিপদে রাখলে রাই শ্রীপদে অতুল পদে সেভাব মনে নাই।।

তুমি যার শ্যাম দণ্ড ধার যোগী সেজে ছিলে, কৃষ্ণ হে ওহে
বিপদ ভঞ্জে বিনের তালে তাল পুরালে, দাসখত নাম লিখে
দিলে, তার প্রতিফল তেমনি দিলে, ও বিচ্ছেদ শক্তি শেলে।।

যা কর শ্যাম কর রাধার নিদানের কালে, নিদয় হলে দাসী
বলে ধর্মে তোমায় সবে না।

*ওহে গিরিধর দোহাই কুবুজার ব্রজে শ্রীরাধার কর প্রতিকার।

তুমি গন্ধমদন শ্রীমধুসূদন কর্ম দোষ করি আর্ন্ত হলে পর রাধা

মন্ত্র বল হয়েছে বিফল, তুমি তত্ত্ব মন্ত্র তুমি জলস্থল, বিপদ সময়ে
হইলে সদয় চেতন হবে ত্রান প্রানেশ্বর।।

ধরিপদে এ বিপদে রাখ নিরজ কায়। গোকুলে বিপদ সিদ্ধকুলে
শক্তিশেলে রাই রোগ শয্যায়।

বিচ্ছেদ শক্তি বঞ্চে শক্তিহীন হইয়াছে কৃষ্ণহে ওহে বিপদ ভঞ্জে
রাই সম্বন্ধে এই নিবেদন, তেমনি হও প্রেম গন্ধমাদন বলিতে রাধার
মনের বেদন এলেম তোমার কাছে।।

*রাধার কপাল যেমন বললে তেমন ও মধুর ভুবন মহা ঔষধি চিনে দিলেনা।

ওনিয়াছি সেই শক্তিশেলে, লক্ষ্মণের প্রাণ রেখেছিলে, সেই যুদ্ধস্থলে

ব্রজে কত বিপদমুক্তি শ্যামরূপে করলে, তাই বলিহে মদন মোহন,

তুমি ব্রজে গোপীর জীবন, শক্তিশেলে গেলে জীবন, কৃষ্ণনাম কেউ লবে না।

এমন সময় প্রবোধ কথা প্রাণে সহেনা।

তুমি ধর গিরি, গীরিধারী গীরিধর নাম ধর, কৃষ্ণহে ওহে বিপদ ভঞ্জে,

বাম করে শ্যাম গিরিধর, গোপীর জীবন রক্ষা কর, বিশল্যাকরনী ধর ও
বিচ্ছেদের দায়ে ধর।।

যা হবার তা হলো রাধার অদৃষ্টওনে, নিজওনে বৃন্দাবনে রাখ ঘোষণা।।

অভিসার (মান) —১নং মাধব (ময়রা)

চন্দ্রার কুঞ্জে করলে হরি নিশি অবসান।

নিশি সুপ্রভাতে চন্দ্রাবলীর নিকুঞ্জ হতে রাই কুঞ্জেতে চন্দ্রেন ভগবান।

শ্যামের আশায় নিরাশা মনে, বৈসে মানকুঞ্জবনে মরি হায়গো,

যামিনী জেগে অকারণ না হেরে রাই কাল বরণ। অভিমানে

চন্দ্রবদন ঢাকিল বসনে।

প্যারী রাগে হয়ে রাগান্বিতা ডাকিলে পরে কয়না কথা,

ভেবে নিরুপায় চঞ্চল চিত্তে যেয়ে চিত্তে সুচিত্তে বসিতেছে।

তোরা দেখে যা সেই রাই কুঞ্জে কি প্রমাদ ঘটেছে।।

শতস্কন্ধ বিনাশীতে অসীতে রূপ হৈল সীতে রেতায়ুগেতে।

তেমনি মানকুঞ্জে শ্যাম আসিতে রাই সাজিলেন অসীতে, মধুর

প্রেম বিনাশিতে বিচ্ছেদ অসি ধরেছে।

ভাব দেখে ভাব বুঝিতে নারি কই তোমার কাছে।।

ঠেকে রাধার দুর্জয় মানের দায় কৃষ্ণ ভেবে নিরুপায় মরি হায় গো

গলে গিয়ে পীত বসন ধরে রাধার যুগল চরণ রাধা বলে রাধা রমন
কঁদে মুচ্ছা যায়।

প্যারী চায় না ফিরে শ্যামের পানে, বদন ঢেকে নীল বসনে,
প্রচণ্ডা যেমন ধারা উগ্রচণ্ডা খড়াহস্তা হয়েছে।

অভিসার (মান) ২নং মাধব (ময়রা)

বললে সখি কমলমুখী মানে মগনা।

এখন কনুতেছে শ্যাম চক্ষু ধরে তার অবিশ্রাম তবু প্যারী চেয়ে দেখিলে না।।

মান করে রাই থাকে যে কত দিন মান কি করেছে ———

মরি হায়গো পায়না ধ্যানে মুনি ঋষি যে নামে হয় শিব

সম্যাসী, সেই ধনে কি রাই রূপসী কঁদালে ———

প্যারী মানকে করে পরমপূজ্য পূজ্য ধনকে করলে ত্যজ্য

এমনি জ্ঞান হয়, ভেবে চিন্তে করগো উপায় কিসেতে হয় সাধুনা।

ওগো সহচরী প্যারী কি মান ক্ষান্ত দিবে না।।

চলগো সখী যাই সকলে, দেখি কয়ে বলে তাজে কিনা

মান তবে ভেবে চিন্তে যে হয় সখি করিব তার বিধান,

ধনী মানে ক্ষান্ত দিতে সে কথা কি শুনিবেনা।

যদি সে না মানে কথা আমরা আসিবনা

থাকিবে প্যারী একা লয়ে মান শ্যামকে ——— অপমান মরি হায়গো

ডাকে যদি ফিরে আবার আর ফিরে আসবনা ——— থাকিব ———

যার যার আগাব লয়ে কুল মান।।

আবার যার জনো ছাই দিলাম কুলে, কুৎসা করলেম নির্মল

কুলে তাকে অপমান যাতে কৃষ্ণ পায় পরিত্রাণ সেইটা করগো মন্ত্রনা।।

উদ্ধব সংবাদ—১নং অজ্ঞাত

শূন্য নিকুঞ্জ বন রাইকে নিয়েছে বিচ্ছেদ রাবণ হরণ কৈরে।

আছে জটিলের ভুবনে : যেমন অশোকবনে বলে জানাই কত :

আছে কুটিলে নিশাচরের চেড়ীর মত : সেই চেড়ীর বাক্যবাণে

প্রহরে নিশিদিনে, তোমার রাই-সীতে তোমা বিনে কখন প্রাণে মরে।

বল শ্যাম প্রেমের ধর্ম তোমার জগৎ ভরে।।

আমি দেখে এলেম শ্রীরাধিকার অস্থিচর্ম হয়েছে সার আর কিসে বাঁচে

লক্ষ্মণ ঘটেছে হায় ও নাশায় দীর্ঘশ্বাস উঠেছে ভারি, বিশ্বাস কিহে

বংশীধারী, বৃন্দা ... আশ্বাসে প্যারী জীবনমাত্র রেখেছে।।

রাধার নিদানের বিধান আছে জানাই আমি,

সে দায় প্রাণ বাঁচে এবার তুমি দেখা দিলে পরে।।

কৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে গিয়ে নন্দালয়ে দাঁড়ায় উদ্ধব।

দেখে ব্রজের লক্ষণ গিয়ে মধুর ভুবন, বলে তখন কেশবকে সে সব।।

তোমার আজ্ঞা পেয়ে ভাগ্যগুনে দেখলেম গিয়ে বৃন্দাবনে ওহে বাঁকা শ্যাম

সাধের নিত্যধাম হায় ও দেখলাম যে কষ্টে যশোদারে : ফিরসর

নিয়ে করে বলে খেয়ে যারে ২ কৈরে কৃষ্ণ বলরাম।

দেখলাম গোকুলের স্থানে ২ যে দুর্গতি আছে যে অভাবে শ্রীমতী

বলতে প্রাণ বিদরে।

বাঁকা শ্যাম হে ছিল নিত্যধাম নিত্যময়।
 এখন অনিত্য খেদ নিত্যময়ীর কখন মৃত্যু হয়।
 যখন ছিলে তুমি নিত্য বৃন্দাবন : নিত্যকুঞ্জে হতো নিত্য সন্মিলন
 সে ভাব নাই এখন।
 করে নিত্যময়ী নিত্য রোদন নিদানের সময়।।
 ধরে বিচ্ছেদ রাবণ নিত্যময়ীর জীবন রঞ্জে কর শ্যাম।
 সখা কই তোমাকে যাতে দুকুল থাকে সময় দেখে কর ধর্মের কাম।।
 আমি শুনেছি শ্যাম বৃন্দার মুখে সন্দ হয়েছে আত্মিকে প্রমাদ
 ঘটেছে; কথা নয় মিছে হয় ও, সখা শ্রীদামের শাপ ধনুকেতে,
 শক্তিবান জুড়িয়ে তাতে, সে বাণ বিচ্ছেদ রাবণ নিয়ে হাতে, ব্রজেরপথে দাঁড়িয়েছে।।
 সখা করবে হে অতুন ... জু ... বিচ্ছেদ রাবণ তুমি নিশ্চিত হয়ে
 আছ এখন ভুলে মধুপুরে।।

উদ্ধব সংবাদ — ২নং অজ্ঞাত

সখা সদয় হয়ে একবার এসো সেই ব্রজে গিয়ে রাইকে দেখে।
 যেমন ত্রেতাতে রঘুবর, বেঁধে সপ্তসাগর গিয়ে লঙ্কাপুরে,
 বধে রাবণকে আপন সীতে উদ্ধার করে, কর তাই রাধার কারণ
 শ্যাম রূপে রামরূপ ধারণ গিয়ে বধ সেই বিচ্ছেদ রাবণ প্রেমের ধর্ম রেখে।
 কেমন হে দয়াময় দয়া নাই আত্মিকে।।
 তুমি ভক্তের জীবন দয়ার সাগর, পতিত পাবন রাধার নাগর,
 তার প্রতি যে বাম, শুন গুণধাম হয় ও জানি সত্যযুগে ভক্তের
 কারণ, নরসিংহ রূপ করলে ধারণ, আবার বলির কারণ
 হলে বামন, সীতার কারণ ত্রেতায় রাম।।
 কর রাই সীতে উদ্ধারিতে রামরূপ ধারণ ছাপরে,
 রামের মতন যেন কীর্তি থাকে।।
 শত বৎসর পরে বিচ্ছেদ রাবনেরে তুমি নাশিবে।
 সেদিন অনেক বাকী, আছে কমল আঁখি, এতদিন কি রাই বেঁচে রবে।।
 সখা মনে যদি থাকতো তোমার, শ্রীদাম শাপের কারণ রাধার,
 মরণ হতো না, ভেবে দেখনা হয় ও যখন বিচ্ছেদ রাবণ নিধন
 হবে, রাধার জীবন চলে যাবে, কিসে শত বৎসর জীবন পাবে,
 শাপের নিয়ম রবেনা।।
 হরি একান্ত প্রাণান্ত রাইর কান্ত বিনে,
 তবে ফল কি আর বহুদিনের আশায় আশায় থেকে।।
 তোমার ভয় কি দুষ্ট নিধনে কৃষ্ণধন।
 করতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এ জন্ম গ্রহণ।।
 যে রাবণ বধে শ্রীরাধার জীবন, প্রেমের সৃষ্টি রাখ বধে সে রাবণ।
 গিয়ে বৃন্দাবন রাখ বালী বধের মত কীর্তি শ্রীমধুসূদন।।
 রাধার কপালের গুণ, তোমার নামের যে গুণ, বিগুণ হল তাই।
 সময় মন্দ হলে, সবাই মন্দ বলে, তোমায় বলে কত আর জানাই।।
 তোমার কৃষ্ণ নামে পাতক হরে, প্যারী নাম উঠে সরে বলতে পারে না,
 মনে ভাবনা, হয় ও, সখা রাধার অঙ্গে আছে যে পাপ, তাই

হয়েছে শ্রীদামের শাপ, তোমার নামের প্রতাপ হয়ে ত্রিতাপ
সে শ্রীরাধার পাপ ঘোচনা।।
যে জন দেখিবে রাধার কষ্ট জ্বলে যায় প্রাণ :
দুষ্ট রেখেছে দুঃখের পাষাণ গিয়ে রাধার বক্ষে।।

মান — ১নং অঙ্কাত

১২৯৬

তোরা দেখে যা সেই নাগর ডুবল ঐ প্রেম সাগরের মান তরঙ্গে।
সে যে সাগরের তড়াগ জল তরঙ্গ বাড়ে কেবল অনিল বিশ্বাসে
তাতে নীলকমল একবার ডোবে একবার ভাসে, কি বিবাদ সাধলে প্যারী,
বিপদে ঠেকলেন হরি গিয়ে জন্মের শোধ দেখা করি বাঁকাস্যামের সঙ্গে।
হরির ভাব হেরিয়ে মরি গো আতঙ্কে।।
হেরি জলধরের যে দুর্দশা জীবনের কি আছে আশা অতি মুয়মান,
ভয়ে কম্পবান হয় ২ রাধার প্রেমসাগরের লহর উঠে, চেউ
লেগেছে বিশ্রাম ঘাটে, শ্যামের স্বপক্ষ কেউ নাই নিকটে, সে সঙ্কটে করে ত্রান।।
যেমন পূর্ণ চাঁদ পড়ে পূর্ণ রাত্রে তেমনি পূর্ণ লহর ত্রাসে
ঘিরে শ্যামের অঙ্গে।
রাধার মান তরঙ্গ দেখে শ্যাম ত্রিভঙ্গ ভেবে নিরুপায়।
রাখতে শ্রীরাধার মন অমনি করে মনন, পতিত পাবন পড়িয়ে ধরায়।
যেজন পরে কর্তা ত্রিজগতে, সে পারে না পারে যেতে,
পড়ে অকূলে জানে সকলে, হয় ২, ও যার নামের জোরে ভববারি
ত্রিলোকের ধরে পাড়ি, রাধার প্রেম সাগরের সেই
শ্রীহরি ডুবল বিচ্ছেদ সলিলে।
দেখে স্বচক্ষে চিত্ররেখা শোকাকূলে, সকল সঙ্গিনীর কাছে বলে,
তরঙ্গের প্রসঙ্গে।
সখি যায় গো জলে কমল জলে যায়।
সখী জলে কিগো কমল জলে মলিন দেখা যায়।
শুনিচি জলে থাকে দাবানল, সে অনলে কভু জলেনা কমল,
জলে হয় প্রবল।
উঠে বিচ্ছেদ নীরে দুঃখের অনল, নীলকমল জানায়।।
কি ভবে দেখলাম রাধার গোকুলের মূলাধার তার যে অনাদর।।
সে তো মরে ত্রাসে, অতি মলিন বেশে, জলে ভাসে রসিক শ্যামনাগর।।
আমি দেখে এলাম শ্রীরাধারে ধরে না আর জলধরে, করে সন্তাষণ,
তোরা শোন গো শোন হয়, চক্ষে জলধরের জলধারা, দেখা
গেল যেমন ধারা, সখি যেমন শ্রাবণ মাসের ধারা ধরাতে হয় বরিষন।।
করে নিকুঞ্জবন টলমল রাগের ভরে, আপন বৈ রংগে যেতে নারে
কুঞ্জের বহিঃরঙ্গে

মান — ২নং অঙ্কাত

মনে সন্দ কি তাই : ত্বরায় চলগো চল সকলে যাই রাইর নিকটে।
চন্দ্রার পরিবাদ পরিয়সী (পরি অসি) ধরেছে রাই রূপসী
সেজেছে শঙ্করী, গিয়ে শাক্তের প্রায় শিব শক্তির সেবা করি

পূজলে রাই ভবানীরে সব গোপীরে আমরা বর চাব বিচ্ছেদ
নীরে নাগর বেঁচে উঠে।

শ্যামের মুখ দেখে দুঃখে আমার জায় বুক ফেটে।

সখি নাগর রাজার কৃত সাগর এই সাগরের কর্তা নাগর, সৃষ্টি যার
ওণে সকলে জানে হয় ২ যদি প্রেম-সাগরে ডোবে কেশব,
হাসবে সখি বিপক্ষ সব তবে গোপাঙ্গনার প্রাণে সেসব
সহ্য হবে কেমনে।।

আমার শ্যামচাঁদের স্বপক্ষেতে আছি যত তাতে, সেই কৃষ্ণের
কেন এত বিপদ ঘটে।

তোমরা সখীগনে এখন কেউ যাবিনা রাধার কুঞ্জেতে।

যখন মান ত্যজিবে তোরা তখন যাবে, বালি তবে তোদের সাঙ্কাতে।।

আমি সাধ করে কি বলি সবে, সম্ভবে কি অসম্ভবে,

ভেবে দেখ সব, শোন প্রাণ কেশব হল ২ বলবে মানের অন্তে

রাই রূপসী, এনে দেখায় কালশশী, তখন প্রেম সম্বন্ধের

সেবাদাসী দোষের ভাগী হবি সব।

সখি আমাদের উচিত কার্য করতে কি লাজ : থাকব শ্যামচাঁদের
স্বপক্ষে আজ সখি এ সম্বন্ধে।

প্রাণ সেইগো পূজার হয়েছে বিধান।

হবে পুরীতে পুরীতে পূজা সুরতের সমান।।

— জনা যত তুলেছি কমল, শক্তি পদে সখি দিব সে সকল,
হবে পূজার ফল।

শ্যামের কুমতি কুরীতি ছাগল দিব বলিদান।।

সত্যভামার কবি— ১নং নবীনচাঁদ

সন ১২৯৬

ওগো সত্যভামা এতো সরমা হলি ধনী কি নিমিত্তে।

করে কপালে তিলক ছাপা সেজে এলে : আবার কি ভেবে নিল অঞ্চলেঃ
সে ছাপা ছাপালে : না বুঝে মনের আভাস চাঁদমুখে নাই মধুর ভাষ,
কি দেখে চিত্ত উদাস এসে প্রভাস তীর্থে।

চতুরা নারী তুমি যদুনারী তীর্থে

দেখতে রাধিকার প্রফুল্ল কায়, এসে সুন্দরী চাঁদের হাটে চাঁদের

বেশ করি, ২ এসে সুন্দরী, হয় গোকুলে চাঁদ রাই রঙ্গিনী,

আমরা সব চাঁদের নিছনি, চাঁদ দেখে কেন চাঁদ বদনী

তোমার চাঁদবদন হলো ভারী।

দেখে রাই চাঁদের বদন চাঁদে সবাই সুখী, অসুখী তোমায় দেখি
বল কি আপত্তে।।

কৃষ্ণের যজ্ঞের দ্বারে দেখতে শ্রীরাধারে চললেন সত্যভামা।

গিয়ে সম্মুখে দেখে রামা, উজ্জল রাই প্রতিমা বলে কি হেরি রূপ নিরূপমা।

দেখে কৃষ্ণনাম সুমধুর নাম রাধার চরণে, হৈল হরিবে বিবাদ

মনে, সরমে লজ্জা কারণে : শশী যেমন রাধাপ্রস্তু, তেমনি হয়ে

শশব্যস্ত, চাঁদকপালে গিয়ে হস্ত অমনি বদন ঢাকে সে বসনে।

তখন — ললিতে সব দেখে চক্ষে কৌশলে শুধায় তাকে অগ্নি সরল চিন্তে।
 কি দেখে ধনী মনের দুঃখে বদন ঢেকে রইলি।
 চেয়ে রাধার চরণ পানে সোনার বরণ হল কালী।।
 দুঃখের অনল জ্বলে দুকূল ভাসে চক্ষের জলে,
 মান তরঙ্গে অঙ্গ ঢেলে চাঁদকপালে হস্তদিলি।।
 এসে যজ্ঞ উৎসবে তোমায় দেখে সবে, সুখী ছিলাম ধনী।
 নারী দেখলে হয় নারীর সুখ, করে সব হাস্য কৌতুক, সে সুখে অসুখ
 কেন রাজনন্দিনী।।
 হাসি নাই মুখে কি অসুখে বলি সবাকার : ব্রাসে অঙ্গ কাঁপে সবাকার ২
 গোপ গোপীকার, হয় নাই সে — নাই সে আকার, এমন বল
 কে দেখেছে কার, বুঝিতে নারি নারীর প্রকার নর রসিকার রসের বিকার।
 এতো দিন জানি নি তোর মনের খবর শুন্তে চাই মনের কথা সত্য নিরাপত্তে।

সত্যভামার কবি — ২নং নবীনচাঁদ

মুদে নয়ন পদ্ম রাধার পাদপদ্ম হৃদপদ্মে কর ভাবনা।
 ছেদন হবে সব হৃদয়ের সংসার বন্ধন, আদ্যাশক্তি শ্রীরাধার চরণ
 কর ভক্তিসাধন শক্তি সাধন প্রভাবে, জীবনে মুক্তি পাবে,
 এ ভবে পুনঃ জনম ফিরে আর হবে না।
 অহিংসে পরমধর্ম সে মর্ম জাননা।।
 পরিলে পরের সাজ পরেতে লাজ পেতে হয় কাজে, পরের মর্ম কি
 পরে বোঝে সহজে, এমন কে বোঝে : ব্রতী হলে পরের কাজে,
 তার অপযশ কাজে কাজে : পর ভেবনা দেখ বুঝে,
 পরের সাজে না পরে সাজে।।
 পরম তত্ত্ব, এই বললেম তোমায় রাই মাহাত্ম্য, যোগেশ্বর
 যোগে নিত্য করে উপাসনা।।
 প্রবোধ বাক্য শুনে ঐক্য হয়না মনে এ লক্ষ্মণ ভাল নয়।
 আইলি কপালে শ্যাম নাম লিখে, রাই পদে সে নাম দেখে,
 বসনে কপাল ঢেকে, করে সংশয়।।
 নিত্য তীর্থ ধাম শ্রীকৃষ্ণ নাম যোগী যোগ সাধে অঙ্গে লিখে
 যোগে যোগ সাধে ২ হয়, প্রভাস তীর্থে যজ্ঞস্থলে, যজ্ঞের ফলে
 ভাগ্যের ফলে, যোগ্যতা ভাল দেখালে, রাধার পদের নাম তুলে পদে।।
 — ধনী তোর ভাগ্যের সীমা নাই গো দেখি দ্বারেতে রাধালক্ষ্মী
 গৃহে কেলেসোনা।
 জয় রাধে বল মনোসাধে বিষাদ কেনে।
 যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞপূর্ণ যজ্ঞেশ্বরীর আগমনে।।
 যার জন্যেতে প্রভাস যজ্ঞ, তার আগমন দেখতে যজ্ঞ,
 এ যজ্ঞ ফল চতুর্ভুজ, উভয় সর্গ যোগ্যদানে।।
 ও যার দেখিলে মান, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়মান সভয়ে কম্পবান।
 করিস অভিমান তার কাছে, এতই কি মান বেড়েছে,
 রাই হতে আছে — কার এত মান।
 হরি ব্রজেশ্বর জগদীশ্বর হরিশ্রী রাই, সত্যভামা তোমার এ

বড়ই ২, দিনেক দুই আড়াই হয়, জয় পত্র লিখে কপালে,
কপালচেরা ভাগী হলে, হয় যে কপালে কালে কালে,
শুনি যার বিয়া তার দেখতে নাই।।
বসে নির্জনে এই কি মনে করে সুস্থির অল্প বুদ্ধি রমনীর বৃথা এ জন্মনা।

মান (ভোর) — ১নং নবীনচাঁদ

ওগো প্রাণসখি মনের ধন শ্যাম কমলাখি আমায় ছেড়ে কোথায় রইলে।।
তুলে মল্লীকে শেফালিকে বকুল বেলী, সাধ করে তুলেছিলাম
গোলাপ কুম্ভকলী, মনোহর বকুল ফুলে, গেঁথেছি মোহন মালা
শ্যামকে দিব বলেঃ বিনে কালা চাঁদ মালা দেগো তোরা ভাসিয়ে জলে।।
কার আশায় জাগিলাম সখি যামিনী বিফলে।।
সইরে বিধু অস্ত গিয়েছে, গেথে কলঙ্কের হার অলঙ্কার রূপ হয়েছে,
ও শয্যা করে বকুল কুঞ্জে ফুলে ফুলে আলি ওঞ্জে,
কোন রমনীর কিসোর কুঞ্জে মনচোরা শ্যাম রয়েছে।
ঐ দেখ শুকসারী সারি সারি বসে আছে, আবার
কোকিলা কুহস্বরে ডাকে তমাল ডালে।
সখীগন সঙ্গে লয়ে রাধে কুঞ্জেতে যায়।
অতি সযতনে সখীগনের সনে, তুলসী সচন্দনে কুঞ্জ সাজায়।।
চন্দ্রাবলীর সঙ্গেতে কুম্ভ যামিনীতে সুখভূঞ্জে রঙ্গিতে, ও বিনাসূতে
গেথে মালা, কুসুমে সাজায়ে ডালা, বসে আছে রাজবালা, চিকনকালার আশাতে।
শ্যামকে না দেখে মনের দুখে, শ্রীরথিকে নিশি প্রভাতে সখীগনের প্রতি কেন্দে বলে।।
আমার প্রাণ থাকিতে কালরূপ আর হেরিব না, রূপ আর হেরিব না।
সইরে কালার প্রেমের কি যন্ত্রণা, তোরা সখী করলি বারণ,
আগে তা তো শুনলাম না।
কেবল অরসিকের প্রেমে মজে সার হয়েছে তারা গনা।।
প্রেম করে সুখী হব বলে দিয়েছি কুল।
গেল একুল ওকুল, আর কি পাবগো কুল, মিছে হারালাম গোবুল তুলে বকুল।।
বড় সাধ করে গেথেছি হার, লয়ে গোবিন্দেরে আনন্দে করিব বিহার।
ও কি বলিব সখি হারে, দাগ দিয়েছে হাড়ে হাড়ে, হয় গেথেছি থরে থরে,
গলায় বল দিব কার।।
আমার কুটীলে ননদিনী প্রেমবাদিনী, আমি সাধ করে শ্যামকলঙ্কের
মালা দিলাম গলে।।

মান (ভোর) — ২নং নবীনচাঁদ

১২৯৬

বারণ করগো তোরা লম্পট নাগর মনোচোরা যেন কুঞ্জে আর আসেনা।
গত নিশি জেগে বাসর সজ্জায় লজ্জা পেয়ে প্রাণ সখিগো আমি
এই এলোম সজ্জা সব জলে দিয়ে : কাইল নিশি পেলোম যে দুখ
বলতে তাই ফাটে বুক, আমি সকালে রাখালের মুখ সখি আর হেরবনা।
তোরা বই করে কব মনের এ বেদনা।
প্রাণ সখিগো, আমি যারে ভাবি সে আমারে ভাবেনা, রাখাল
প্রেমের মর্ম জানেনা ২ যে — ভাণ্ড ভেসে ননি লোটে, দান

সাদে গিয়ে দান ঘাটে, ধেনু রাখে মাঠে মাঠে, সখি তার সনে প্রেম খাটেনা।
সখি প্রেম করে যে ছালা আজ পেলেম প্রাণে, আমার মন জানে
ধর্মে জানে আর তো কেউ জানেনা।।

নব প্রেম উদ্যোগে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে জেগে কৃষ্ণধন।
রাধার প্রেম ভাবেতে, হয়ে ব্যাকুল চিত্তে, কুঞ্জের পথে প্রভাতে
দিলে দরশন।।

গত নিশিতে বাসর শয্যাতে রাই চেয়ে শ্যামের আশা পথ, হলো
বিফলে নিশি প্রভাত ২ যত কোকিল ডাকে কুহুধরে ভ্রমণ ডাকে
গুণ গুণ স্বরে, এমন সময় বাঁশীধরে ডাকেন শ্রীরাধারে রাধানাথ।।
শুনে ঐ বাঁশী কমলিনী প্রেম বিশ্বাসে, এখন দূতীকে কোন্দ বলে
হলো কি যন্ত্রণা।

সখি আজ কেন শ্যাম রাধাবলে বাজায় মোহন বাঁশী।
প্রাণসখিরে আমি ঐ বাঁশী কি ভালবাসি।।

মনে ছিল যে বাসনা, হবে না শ্যাম তা হবেনা, আর তো হবেনা
হলো সে আশায় নিরাশ, করে উপবাস, কাইল করেছি প্রেমের একাদশী।।
আগে না জেনে যে অরসিকে প্রেমে মজে প্রাণ যায়।
ঐ ত্রিভঙ্গ বাঁকা কথায় মধু মাখা, যায়গো দেখা অন্তরে
মাকাল ফলের প্রায়।।

শ্যামের গুণ যত তোরা জানিস না ত অজ্ঞাত আর কি আছে,
গত নিশিতে যা করেছে ২ ব্রজে লম্পট নাগর বনমালী,
শঠ নাগরী চন্দ্রাবলী সেই ফুলের—হয় মালী ও তার কুসুম কালে ভেসেছে।।

দৈবকীর গোষ্ঠ অজ্ঞাত

ওরে প্রাণের কৃষ্ণ কৃষ্ণের মায়ের এত কষ্ট আমি তা স্বপ্নে জানিনে।
তোরে অষ্টম গর্ভেতে আমি ধরেছিলেম, কপালের দোষে বাপরে
তোরে হারাইলেম, শোন বাছা বনমালী, কি দোষে মায়ের প্রতি গোপাল
নিদয় হলি, আছি নিশিদিন কারাগারে নিষ্ঠুর বন্ধনে।

এ কষ্ট আমার প্রাণে বাপরে সয় কেমনে।।

কৃষ্ণ তুই কি আমার ... তোরে গর্বে ধরে কাঁদিব আমি কতকাল,
ও নয়নজলে বয়ন চাপা, বক্ষস্থলে পাষণ চাপা, আমার ভাগ্যে পাষণ চাপা
থাকিবে কিরে চিরকাল।।

চেয়ে দেখরে বাপ ধুলায় অঙ্গ লেগে গিয়েছে : আমার কঠিন প্রাণ বান্ধা
আছে এ কঠিন পাশে।

কংস কে ধ্বংস করে সেই মধুপুরে।

হরিষ হৃদয়, কৃষ্ণ শ্যাম দয়াময়, প্রণাম হয় জননীর পায় সকাতরে।
দেবী কৃষ্ণকে চক্রে হেরে, অগ্নি সজল নেত্র কেদে কয় উচ্চৈশ্বরে, ওঃ
জন্মমাত্র ছেড়ে গেলি, তুই কি আমার শত্রু ছিলি, পরের মায়ায় ভুলে রলি,
কাঁদাইলি আমারে।

কৃষ্ণ আমি তোর দৈবকিনী হই জননী, করবি আমারে দীন দুঃখিনী
এই তোর ছিল মনে।

কৃষ্ণ এ কষ্টে আমার প্রাণ আর বাঁচেনা।

প্রাণে বাঁচিলে আমার কপালে আর সুখ হলো না।।
 আমি যদি মরিরে বাপ, কৃষ্ণ নাম কেউ লবেনা।
 তোরে পেয়ে কষ্ট ওরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের মা কেউ কবেনা।।
 আমার প্রায় দীনদুঃখী নাই আর ত্রিভুবনে।
 রোধ হয়েছে কর্ণ, বসন হলো জীর্ণ, শরীর হয়েছে ক্ষীণ অন্ন বিনে।।
 কৃষ্ণ তোর মা আমি দৈবকী, আমার কপালের দোষ, তোমার
 দোষ আর দেব কী, ও যার নামে যায় ভব বন্ধন, তার মায়ে পায়
 নিষ্ঠুর বন্ধন, চেয়ে দেখরে শ্রীকৃষ্ণধন, প্রাণ কেবল আছে বাকী।।

নন্দরানীর গোষ্ঠ অঙ্কাত

দ্বারী বলি তোরে আর আমারে মারিস না রে দেখা এনে প্রাণ গোপাল কে।
 থাকি গোকুলে গোপের কুলে যশোমতী, হারিয়ে প্রাণ গোপাল ধন
 আমার এ দুর্গতি, শোন বাছা বলি তোরে, দেখা সেই প্রাণ বাছারে,
 আমার প্রাণ বাঁচারে, নইলে আমার এ প্রাণ যাবে রে দারুন পুত্র শোকে।
 সে বিনে আমার কষ্ট, দ্বারী আর জানিবে কে।।
 বিধি পুত্র যারে দিয়েছে, পুত্র শোকের জ্বালা সেই অভাগিনী জেনেছে,
 ও হারিয়ে কোলের প্রাণগোপাল ধন, পথে পথে করি রোদন,
 রামের মা কৌশল্যার মতন, আমার দশা হইয়াছে।
 শত বৎসর পরে এসেছিরে দেখতে তারে, আমার জন্মের
 শোধ দেখাও এনে যাইরে চলে দেখে।
 নারদের মুখে শুনে কৃষ্ণের যজ্ঞের বার্তা।
 সদায় অসুখ চিন্তে ধারায়ুগল নেত্র, প্রভাসে যজ্ঞ দেখতে করলে যাত্রা।।
 আমি বৎসহারা গাভীর প্রায়, দেখতে বাৎসল্যের ধন অন্তপুরে যেতে চায়,
 ও কেঁদে বলে নন্দরানী, কোথারে নীলকান্ত মণি, খেয়ে যারে স্বীরননী,
 দুঃখিনীর ধনরে কোলে আয়।
 দ্বারী কান্দালী বলে আর প্রহার করে, রানী কাতরে কেঁদে
 কেঁদে বলে মনের দুঃখে।
 আমি কৃষ্ণের মা হয়ে কষ্ট গেল না।
 কষ্ট গেল না, কৃষ্ণের মা হয়ে কি এই যন্ত্রনা।
 কৃষ্ণ নামে ঘোচে কষ্ট, পুরাণে আছে স্পষ্ট, বাপরে আমার
 মত দূরদৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে আর হবে না।।
 এ কষ্টে দ্বারী বলরে জীবন কয়দিন বাঁচে।
 লয়ে নারী জন্ম, করলেম কি কর্ম, চেয়ে দেখ অস্থির্বর্ম সার হয়েছে।।
 গোপাল এই দশা করে গিয়েছে, আমার কান্ধে কান্ধে নয়ন
 দুটি গিয়াছে, ও নাই কি সেই গোপালের গুণ, জ্বলে পুত্র শোকের আগুন,
 রাবণ রাজার চিতায় আগুন, যেমন ধারা জ্বলতেছে।।
 আমি চিরদিন সেই আগুনে জ্বলে মরি,
 আমার মনাগুন গোপাল বিনে আর নিভাবে কে।।

রাধার বিরহ অঙ্কাত

সখি শোনগো সকলে মরি যদি হরি বলে এই দেহ কেউ দাহন করিবি নে।
 বলি সখি তোদের কাছে যতক্ষণ প্রাণ দেহে আছে কইর এই কাম,

মৃত্যুকালে কর্মমূলে শোনাও শ্রীগোবিন্দনাম,
আমার এ আসন্নকালে, বেঁধে রেখ তমাল ডালে,
ফিরে শ্যাম আসবে গোকুলে, দেখব সে রূপ নয়নে।
কৃষ্ণ নাম শোনাতে সখি কষ্ট ভাবিসনে।।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার জ্বলে যায় জীবন, সখি শোন,
যখনে প্রাণ বিয়োগ হবে, হরিনাম কে কর্ণে দিবে,
আমায় ঘিরে তোমরা সবে, কইর হরিসংকীর্তন।।
যদি সখি দাহন করিবি এ দেহ আমার, জন্মের দেখা
তবে আমার ওরে পাবনা কৃষ্ণধনে।
উদয় হলো কালবসন্ত প্রফুল্লিত হলো ...
ফুলের সুসৌরভে মধুলোভে গুণ গুণ স্বরে শুঞ্জে মধুকর।
বসন্তে শ্রীকান্ত বিনে কমলিনী রাই, ভাবি তাই, সুচিত্রে কয়
ললিতেরে, চলগো ধনী ত্বরা করে, একবার গিয়ে শ্রীরাধারে
ওরে কৃষ্ণনাম শোনাই।।

মাধুর

নীলকমল

বুঝায়ে বলো সই মানমই শ্রীরাধার কাছে।
দেখা হইবে সোমায় অস্ত্রে ভাগ্যে সে থাকিলে একান্তে এ মর্ম কি
বৃন্দা তোমার বাকি জ্ঞাস্তে : যে পদ ধ্যানে জ্ঞানে : কভু না পায় শমনে
কৃষ্ণনাম যার চরণে তার কি মরণ আছে
মরিবে না রাই কিশোরী সনমান সে পাইবে পাছে।
বল্যো বৃন্দেগো : ইন্দ্র কোপে কৃপা করি গোকুল রাখিলাম গিরিধরি
অতি তুচ্ছ সে : তোমায় বলি বিশেষে : ব্রজে ব্রজগোপীর প্রেমরসে
আমি অসাধ্য সাধিতে পারি : উচ্চ গিরি তুচ্ছ করি : ব্রজে রাধার
চরণ-গিরি : শিরে ধরি হরিষে
ধৈর্য ধরিলে মাধুর্য ফল ফলে কালে সখি অকালে ধরাতলে
কার কি ফল ফলিয়াছে।
বল্যো গোপীনির মান রাখ শ্যাম চলো সেই গোকুলে।
প্রাণে ব্যথা যে পাই বুঝা কেন মরি বেড়াই ওগো সখি একি শুনালে।।
ওগো বৃন্দেগো সংপ্রতি কি করি আমার প্রাণ রাখিতে শ্রীরাধিকার
যাওয়া হবেনা : সখি বুঝে দেখনা : এতো কেবল বিধির ঘটনা : বৃন্দে
সময়েতে সকল করে সময় ফিরিলে কপাল ফেরে : ফিরে যাও সই
ব্রজপুরে প্যারী প্রাণে মরিবেনা।

মান (শ্রীকৃষ্ণের শিবের বেশ)—১নং

সীতানাথ

অভাবেতে স্বভাব হবে বুঝলাম কথার ভাবে : ছিল ব্রজে শ্রীরাধার
সনে, আমার মধুর ভাব বৃন্দাবনে, এ মধুর ভুবনে, ভক্তিতাব কুবুজা
সনে, চন্দন দানের ফলে কুবুজা আমায় পেলে
ফিরে যাবনা বল্যো বৃন্দে মনের ভাবে
অনন্ত লীলে আমার বুঝে তাই দেখছে ভেবে।
ওগো বৃন্দেগো যুগে যুগে করি কীর্তি, নারীর কষ্ট দেওয়া বৃন্তি কথা

মিথ্যে নয়, সখি বল্যে বলিতে হয় যা বল্যে সে কথা মিথ্যা নয়, দেখ
 সুখ দুঃখ কর্মবশে, কালে পতন কালগ্রাসে, না বুঝে বিধাতায় দোবে,
 রাখি তেমি নারীর দায়
 রাখার মন আগুন মনের দোষে হৈল দ্বিগুন, সখি প্রেম জলে
 কালে কালে আগুন নির্বান হবে
 কারে কি শুধাও সই আমি নয় শিব ত্রিশূলপানী।
 কুঞ্জে মান করে কমলিনী সখী সেজেছে মান প্রতিমা মাতঙ্গিনী
 মনে মনে অনুমানি, রাখার সেই মানের কারণ, শিবের বেশ করে ধারন
 এসেছি আমি এখন ব্রজের চিত্ত্যমণি।
 হইয়ে শক্তি হারা মানে হলেম অসমানী।
 ওগো সুচিত্রে একি তোমার ভাব বিচিত্র, দেখে দুঃখে করে নেত্র,
 চিত্ত হয় চঞ্চল, ভেবে হয়েছি দুর্বল, হয় চিত্রে কি অদৃষ্টেরি ফল,
 তোমরা অষ্ট সখী পূর্বাপরে, জান এসব পরস্পরে,
 দিলে এবেশ অঙ্গে করে, ফিরে কর কথার ছল।
 চন্দ্রচূড়ের বেশ চন্দ্রাবলীর অপবাদে, তাইতে নিদয়া হলেন
 আমার রাধে চন্দ্রাননী।
 বল্যে আজ কেন কৈলাসবাসী এলে কুঞ্জবনে।
 এ কেমন চাতুরী, চিত্রে কি চতুরা নারী, বলিহারি যাই কথা শুনে।
 ওগো চিত্রে গো কৈলাসবাসী বলিতে পার, অভেদাত্মা হরিহর,
 নহে ন্যায্যধিক, তোমায় বলব কি অধিক : দুই সমতুল্য প্রাণাধিকঃ
 সখি, সতী শোকে শিব ভিখারী, হয়েছিলেন দণ্ডধারী,
 মানদণ্ডে আমাকে প্যারী দণ্ড করলে ততোধিক।

মান (শ্রীকৃষ্ণের শিবের বেশ) — ২নং সীতানাথ

ওগো চিত্রে সখী বলিব বা কি তোমার কাছে।
 আমি ফিরোদসাই ফীরোদ কুলে, সখি কেবল প্রেমানলের ভুলে,
 উদয় এ গোকুলে।
 বলি তোমায় সুকৌশলে এসেছি গোপের কুলে, রাই চরণ পাব বলে
 শক্তীময়ী রাধা বৈলে শিব ও প্রেম শিখেছে
 রাখানাথ বলে শিবের বেশভূষণ আমায় দিয়েছে।
 চিত্রে সখিগো রাইচরণে হইয়ে দোষী, তাজেছি চন্দন তুলসী, ভঙ্গ বিভূষণ,
 সখী করিয়ে যতন, ভঙ্গ ভূষণ : করেছি ভূষণ আর বাঘাঘর অঙ্গর কইরে,
 শিঙ্গা ভঙ্গুর নিয়ে করে, ববম্ ববম্ ধ্বনি কইরে, শিবের প্রায় করি ভ্রমণ।
 মানে সাজিলে রাই উগ্রচণ্ডী-কালীর ... এখন শিবের বেশ বিনে এ মান
 কিসে ঘোচে।
 বল্যে শ্যামশশী কপট কইরে শিবের বেশ ধরেছে।
 সখি বলিলে বেশ, কথা শুনে হৈলো আবেশ, বেশ দেখে কি কপট করেছে।
 বল্যে চিত্রে গো, চন্দ্রাবলী দেখিলে পারে, লজ্জা দিবে শ্যাম তোমারে,
 শোন প্রাণ সই, তোমায় মনের কথা কই, নির্লজ্জার আর লজ্জা আছে কই।
 আমি লজ্জা মানকে একেকালে, ডুবিয়েছি মান সিদ্ধ জলে,
 কেমন কইরে লজ্জা থাকিলে, নারীর চরণ শিরে বই।।

বসন্ত-মদন—১ নং

অজ্ঞাত

ওরে মদন বলরে কি দেখতে আইজ আইলি বৃন্দাবন, ধরাতে পড়ে
 রৈয়েছে প্রিয়ে হয়ে অচেতন : ও তুই ব্রজের দশা
 দেখে যারে নাইরে ব্রজের সুখের আলাপন : আর কি ব্রজে
 সে সুখ আছে : সুখের কপাল ভেঙ্গে গিছে, ধরায় পৈরে
 রাই রৈয়েছে জীবনের জীবন :
 শ্যাম বিরহে এ গোকুলে সদায় জলে বিচ্ছেদ হতাশন।
 ও তুই দেখরে মদন স্বচক্ষেতে : যে দুঃখে আছি ব্রজেতে,
 ব্রজবাসীগন : দেখলি তাই মদন : হায় ২ বকের জে ... পত্র :
 ধুলাতে লুপ্তিত গাত্র : শিবনেত্র প্রায় রাধার নেত্র
 হয়েছে এখন : কুলাঙ্গিনী রাইরঙ্গিনী সঙ্গি বি
 রক্ত অনুরাগের প্যারীর বুঝী হৈয়েছে মরণ :
 শ্রীহীনে শ্রীবৃন্দাবনে ছিন্নভিন্ন সব : দেখে স্থানে
 শ্রীশূন্য গোপীগনে : ঘরে ২ কৃষ্ণবিনে : দুখের কলরব
 একে সুখবসন্ত সুখের দিনে : বিচ্ছেদে সব গোপীগনে
 করে হাহাকার : নাই সুখের আকার হায় ২ : বৃন্দে
 মদনেরে : ব্রজ হতে যারে ফিরে : বিচ্ছেদ শরে
 জ্ঞানশূন্য রাধার : রতিপতি প্রতি দূতী
 কাতরে এই হৈয়েছে ব্রজের দশা বিহনে মদনমোহন
 বলরে মদন কিসে এখন গোপীর জীবন ধৈর্য হতে পারে
 গিছে প্রাণের বন্ধু প্রেমের সিদ্ধ ব্রজ শূন্য কৈরে : শ্যাম গিয়াছে
 মথুরাতে চৈড়ে অক্ষুর মুনীর রথে ২ সভাই ভাসি সেই দিন হতে
 বিচ্ছেদ বিকারে।

বসন্ত-মদন—২ নং

অজ্ঞাত

আরে মদন যারে ফিরে : পঞ্চশরে জ্বালাইসনারে আর। মুর্ছাগত
 রাই রঙ্গিনী যেমন মণি হারা ফণি : পাগলিনীর প্রায় : প্যারী একবার
 ওঠে : একবার রসে : ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে মুর্ছা যায়। এ সময় মথুরা
 গিয়ে গোপীর পক্ষে সদয় হইয়ে : এইলে ব্রজে প্রাণ কালিয়ে কর
 রাধার উপকার।।
 বিরহেতে বিরহিনী কমলিনীর প্রাণে বাঁচা ভার। যেমন লক্ষ্মন
 পৈল শক্তিশেলে : তেমনি প্যারী ধরায় টেইলে : পৈ
 এখন : দেখলি তাই মদন হায় : এইনে কৃষ্ণ মহৌষধি ঘুচ ...
 বিচ্ছেদ ব্যাধি তোমার গুণে রাধার যদি রক্ষে পায় জীবন :
 বিনে শ্রীবৃন্দাবনে অকালে প্রলয় : পুনঃ এসে হাবিকেশে রাধার
 দেখা পাওয়া ভার :
 বল্যে মদন সময় পেয়ে ব্রজেতে এলে : কৃষ্ণ বিরহেতে গোপি ...
 নেইকো ব্রজে সুখের রব, হাহাকার সব হইয়েছে সব শূন্য গোকুল
 যেদিন ছেড়ে গিছে কালা : গোকুলে রাই রাজবালা : জ্বালায় সী
 বল কোথা যাই হায় বসন্তেরি সমিরণে : একে প্যারী
 ধরাতে পতন : জ্বালায় উপর জ্বালা দিতে : তুই কি এলিরে এবার

বলরে মদন মদনকুঞ্জে মদনমোহন আসবে কি আর ফিরে :
যত ব্রজবাসী দিবানিশি ভাসি চক্ষের নীরে : বিনে সেই
ব্রজের জীবন কিসে রাখার বাঁচে জীবন : জীবনে ত্যজিবে জীবন
কাজ কি ব্রজপুরে ॥

আগমনী—সপ্তমী অজ্ঞাত

শুভ সপ্তমিতি উমার হিমালাতে আগমন : হেরে পাণ
উজ্জ্ব স্বরেতে অমনি পুরবাসীকে কয় তখন : আয়গো পূর বাসী
গন : দেকসে দুর্গাধন : কি রূপের কিরণ : রূপে
ভুবন : কিবা কমলপদ কমলগাত্র কমল ভূজ কমল নেত্র
কর জবা বিষ্ণুপত্র আমার দুর্গার পাদপদ্মে অর্পণ :
হৈলো দুর্গা আসাতে পাশানঙ্গন পবিত্র
কাছে ... যেতে
দেখ গিরিরাজন আমার উমাধন এলো গৃহেতে । সঙ্গে ষড়ানন
গণপতি লক্ষ্মী আর সরস্বতী দেখ এসে সবে : এমন দিন আর
আমার ভাগ্যে কবে হবে : যে বাঞ্ছা মনে ছিল : শংকরী পুরাইল
মণ্ডব হয়েছে আলো ঐ রূপেতে
আইজ যেমন সুখের দিন এমন দিন নাই জগতে : কর মঙ্গল আরতি
আমার প্রাণ উমার : মঙ্গল কর এবার যাতে মঙ্গল হয় : আমার
মঙ্গলার মঙ্গল নিমিত্তে : বসে চণ্ডী মণ্ডবেতে : চণ্ডী পড়ুক
পুরাইতে : এখন শুভ সপ্তমী সময় : ডেকে আন সব পুরবাসী
দেখুক আসি : দিয়ে জয় জয় দুর্গার জয় বদনেতে ॥

মান (শ্রীকৃষ্ণের সম্যাসী বেশ)—১নং সীতানাথ

এ নয় সম্যাসী গো প্রভাতে শ্যাম চাঁদের উদয়
মানে মজেছে রাই রূপসী সখী সাধ করে কালশশী সাজিলেন
তীর্থবাসী ঠিক যেন নবীন সম্যাসী মানের ত্যজে বাসী কপট কৈরে
শ্যাম শশী শিবের প্রায় ভাস্করাশি মেখেছে কাল গায়
কি যেন ঘটে সখি কুঞ্জে আজ নারীর মানের দায়
ওগো ললিতে এ নয় কখন যোগের যোগী মানের দায় কৃষ্ণ যোগী
মান ভিক্ষার লাগি হলেন ... যোগী কেবল মাত্র মান ভিক্ষার
লাগি সখি গয়াগঙ্গা আদি করি সর্বতীর্থ হর হরি তীর্থধর্ম
পরিহরি প্রেমতীর্থ অনুরাগী
রজত গিরি নয় নীলশাড়ী চেয়ে দেখ সেই হৈলে সদাশিব
ত্রিনয়ন কই সে কি রাখায় শুধায় ...
বলো দেখলো শ্যাম বৃন্দে সখি সম্যাসী কে এলো
ওগো ললিতে সেই বলিবি কিগো সম্যাসী কৈ তোমাকে তৈ ঐ নন্দের কাল ।
ওগো ললিতে : বলে, হবে গোকুলবাসী ঠিক যেন কালশশী
কথা মিথ্যা নয় কেবল রাখার মানের দায় যা বলো সে কথা মিথ্যা নয়
কৃষ্ণ পড়ে দুর্জয় মান তরঙ্গে ভাস মাথালে কমল অঙ্গে
প্রেমতরঙ্গে নয়ন দেখিলে চেনা যায় ।

মান (শ্রীকৃষ্ণের সম্মাসী বেশ) — ২নং সীতানাথ

যার জন্যে ভাব কষ্ট তার মনে কষ্ট কি আছে।

ওগো ললিতে তোর মনে কি এত ভ্রান্ত : ব্রজ ছেড়ে রাধাকান্ত যাবে কাশীতে
দেখবে কাশীবাসীতে বন্ধু যদি যাবে কাশীতে ও ললিতে সখী সঙ্গে যাবি
কৃষ্ণপ্রেমে ভাগ বসাবি শ্যামপদে সেই দাসী হবি শুনে মরি দুঃখেতে।
রাখিতে পারিবি বলে কালাচাঁদে বারণ কৈরে রাধার মান ভিক্ষা পেলে
পরে শ্যামের জীবন বাঁচে।

বল্যে শ্যামের আর দেখা যায়না সখী সম্মাসীর বেশ

কত জানিবি আদর নিত্যানুতন প্রেমসুখাদর তোর কথাতে হৈলনা আবেশ
ওগো ললিতে জানিবি কুলনারীর ধর্ম রাধাকৃষ্ণ প্রেমের মর্ম নিকুঞ্জে বৈসে
সখী নিশিদিবসে : প্রেমের মর্ম নিকুঞ্জে বসে, ও সেই ভুলেছে কি প্রেম প্রসঙ্গ
মান করালে প্রেমের ভঙ্গ : নারীর মান সাগরের সঙ্গ দেখে মরি হতাশে।।

বংশী ধ্বনি অঙ্কিত

কেন অসময় রাই হৈতে চাইস্ বনবাসিনী।

শুনে বাঁশরী রাই রূপসী, হবি অকারণে বনবাসী এ তোর কেমন মতি,
শুণ্ড প্রেমের এ নয় নীতি, ধৈর্য হও মান হারাবি, কুল ত্যজে
বনে যাবি, অখ্যাতি করিবি রাই হয়ে কুলের কামিনী।

শুনিলে এসব কথা হাসবে তোরে সব রমণী।

ওগো রাধেগো ননদী তোর প্রেমবাদিনী, সাধিয়াছ সাথে বাদিনী

ঘটায়ে সে অতুল, রাধে যাবে বনে কুল, তোর পক্ষে যে
অতি অপ্রতুল, ও সে একথা শুনিলে পরে, আর কি কুলে
রাখিবে তোরে, দিবে কুলের বাহির করে, আর কি কুলে পাবি কুল।
হৈয়ে কুলের বৌ কুল হারাবি হায় কি জ্বালা, একে বনে
সব ব্রজবালা তোরে কলঙ্কিনী।

বল্যে ঐ বাজে বনমাঝে শ্যাম চাঁদের বাঁশরী।

যাবে কি অসময়, দেখিতে সে শ্যাম রসময়, তোর কি
কুলের ভয় নাই কিশোরী।।

ওগো রাধে গো দিবসে শুনে বাঁশরী, বনে যাবে হরিপ্যারী,

এ কেমন মতি, বলি ওগো শ্রীমতী, রাধেগো তোর এ কেমন মতি,
হৈয়ে কুলের বৌ কুলের অখ্যাত, করিবি কি
কুল বিনা সতী, জানিলে সব ব্রজবসতি, বলিবে তোরে অসতী।।

প্রবোধবাণী নং ১ অঙ্কিত

কৃষ্ণ বিরহে রাই প্রভোদে প্রভোদ মানিস্ নে।

আমরা তোর সকল সঙ্গিনী, মানিনী বলে মানি এই ব্রজপুরে,
সমাদরে আদর করে, যখন যা বলিস্ প্যারী, যেন তোর আজ্ঞাকারী
আমরা যা বারণ করি প্যারী তা করিসনে।

লম্পটের স্বভাব রাধে তুই তো তা জেনে জানিসনে।

ওগো রাধে গো কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করে, কোন দিন ব্রজপুরে
তোমাদের সুখ নাই, আমার জানতে বাকী নাই, শোন আমি
তোমাকে জানাই, ও সে নন্দের বেটা যিনি কৃষ্ণ, ছোড়া যেন

পোড়া কাষ্ঠ, তোরে কত দিল কষ্ট তবু কৃষ্ণ চাইস্নো রাই।
কেন বাঁশরী শুনে প্যারী যাবি বনে, বলি এফ্রনে প্রভোদ কেন শুনিসব

মান যোগী অজ্ঞাত

ছি ছি কি বললি রাই দুঃখে মরে যাই তোর কথা শুনে
আহা একি মান অপমান শ্যাম চাঁদের অপমান
গঙ্গাধর যারে মানে সু সন্মানে আইমা কি না
এ ঔদাস্য গোবুল চাঁদ মাখলে ভস্ম চাঁদ বদনে ...
এ মানে প্যারী তোরে মানে কিনা মানে ও যার ...
পাষণ মানবী আমরা তাই ভেবে যে মরি হতাশে ...
ধন চিন্তামণি চিন্তে যারে সুরম্নী পেয়ে তুই ...
ধনী পাষণ হলি পরশে : রাধে যার মানে ...
তোরে ব্রজপুরে যোগী সাজালি তারে তুই কোন ...
বলো মানের লাগি কৃষ্ণ যোগী যোগী নয়। ও রাই
হরিশ্চরী এই কি হরি প্যারী তোর কি কঠিন হৃদয়
করে ব্রত আরাধন সাধি যোগ সাধন যোগীর ...
করিলি সাধন : রাধে ভবের বিধি কৃষ্ণনিধি যারে ভাবে বিধি
পেয়ে সে অমূল্য নিধি : দিলি মান সাগরে বিসর্জন।।
ধনী এ ধন হারালে পরে আর কি পাবে মান নিয়ে কান্দিতে হবে নিশিদিনে।
আই মা কি কঠিন মেয়ে একবার দেখলে না তার বদন চেয়ে
যোগীর বেশে কালশশী : দাঁড়ায় নিকুঞ্জে আসি ছি ছি একি
লাজের কথা দুঃখে পায় হাসি : পাষণী তুই ধনী রলি
কোন প্রাণে মানে বসিয়ে।
রাধে মান ক্ষমা দে কালাচাঁদে সেধে আন।
নারী মান করে অন্যে কি তাই জানতে পারে গোবুল হাসালি কার মান।।
মানে মান যাবে ধনী এই গোবুলে রাধে
যোগী হলে : শ্যাম চিন্তামণি সদা জাটলা কুটলা ধনী
করে তোর কলঙ্ক ধনি : দুদিন পরে অভাগিনী রাই তোর
হইতে হবে যোগিনী।
এখন মান ত্যজে দাঁড়া গিয়ে শ্যামের বামে যুগল রূপ দেখি আমরা দুনয়নে।

মাধুর—১ নং রামকমল

সন ১২৯৪

যে জন কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণের চরণ পূজে : তার কি ফল ফলে
আমায় পাঠালেন রাই কিশোরী মধুপুরে, শুধাই তাই তোমায়
বন্ধু বিনয় করে, আমরা অবলা নারী, কিছুই না বুঝতে পারি—
কি ফল পায় নারি ও পায় শরণ নিলে।।
জানতে শ্যাম এসেছি তাই এই মধুর মণ্ডলে।।
বন্ধু হে বন্ধু পেমে যখন ছিলে হরিচরণ পূজা করেছি
বনের কুসুম তুলে সাজিয়েছি গো : চন্দন তুলসী দলে,
দিয়েছি পদকমলে কপাল দোষে গোপীকুলে, দোষী আমরা হয়েছি।
আমরা দোষী নয় ওহে বন্ধু চরণে যে বলি সাক্ষাতে হে,

কি দোষে রাধার প্রতি নিদয় হলে।।
 শ্রীরাধা আজ্ঞা পেয়ে দূতী গিয়ে মথুরা ভুবন।
 মনের খেদেতে বৃন্দা রাজসভাতে গোবিন্দে করে নিবেদন।।
 দয়াময় হরি আমরা হে সব ব্রজাঙ্গনা ভূলে এখন গিয়েছ,
 এখন ছত্রধারী হয়েছ হে: কৃষ্ণনামের করে ব্রত, হয়েছিলাম পদাশ্রিত,
 মধুর ভাবে গোপীর ব্রত, সাঙ্গ করে এসেছ।
 সুখে সুপায় প্রেম সাধনা করেছিলেম: কৃষ্ণ মহারাজ হে
 সে পক্ষে এ কি বিধি করে এলে।।
 ফলের বিষয় জানতে আমি এসেছি হেথায়।
 গোকুল হতে পাঠায়েছে কমলিনী রাই।।
 বিচ্ছেদে বৃকে করে, প্যারী আছে ধরাধরে
 ব্রজ গোপীর কর্ম ফেরে রাধারে হারাই।।
 যে দায় রেখে এলে কৃষ্ণ হে রাইকে ব্রজেতে।
 সে যে দশম দশা হল রাধার দশা ঘটেছে গোপীর ভাগ্যেতে।।
 বন্ধু হে ও বন্ধু গোকুল আশ্রয় করে হরি এসেছ এ মথুরা,
 আমরা লয়ে আছি শ্রীরাধার হে, নিবেদন করি চরণে,
 যাও যদি সেই বৃন্দাবনে, বাঁচাতে যদি রাইকে প্রাণে, তবে গোকুল রক্ষা পায়।।
 নইলে গোপীকার জীবন যাবে রাই শোকেতে, এলেম জানতে হে,
 আর শ্যাম রাখবনা জীবন প্যারী মলে।।

মাধুর—২ নং রামকমল

যা হবার শেষ হবে আমার ও বন্ধু তোমার না হয় লাঞ্ছনা।
 চন্দ্রাবলীর অপবাদে সাধের ধন পড়ে বিম্বাদে মনের আহ্বাদে
 তুমি ধরে ছিলে ওহে হরি শ্রীরাধার পদে
 আবার পাছে আমার কারণ ধর তুমি রাধার চরণ,
 সদায় আমি ভবতারণ তাই মনে করি ভাবনা।
 প্রেমপক্ষে নাথ উভয় রক্ষে করতে পারিবেনা।।
 আজ আমায় হরি দিলে অভয় সদয় হয়ে রাখিবে উভয় কুল,
 এই যদু কুল আর সেই গোকুল হয় সবায় হয়ে অনুকুল,
 বন্ধু তোমার প্রেম প্রসঙ্গে, এত দয়া থাকিলে অঙ্গে,
 তবে কেন বিচ্ছেদ তরঙ্গে ভাসে গোপকুল।।
 তোমার কথা শুনে আজ এক্ষণে হলো বিষ্ময়
 ফলে তোমার এ কথায় শ্যাম আমার মনের খেদ মেটেনা।
 রাখিবে উভয় সম্মান বংশীবয়ান বললে তাই আমায়।
 বলি হে যদুপতি, পারিবেনা তা জেনেছি নিশ্চয়।।
 বল্যে বেশ করিবে উভয় রক্ষে, তার প্রত্যক্ষে প্রেমপক্ষে সকল,
 জানি জানি ও হে নীলকমল হয় তুমি মুখেতে সরল
 সাথে তোমায় করে পতি গোলকে বিরজা সতী, সমূলে প্রায় বিনশ্যতি
 ও করলে তারে জল।
 বন্ধু যত কষ্ট তোমার প্রেমে নারীর কপালে যে হোক তুমি কষ্ট পেলে

আমি বড় পাই বেদনা।
 কর ও হে বংশী কর যে তোমার মনের বাসনা।
 তুমি ইচ্ছাময় যদি ইচ্ছা হয় কর গোপীর উপাসনা।।
 করতে গোপীর দুখ নিবারণ, কে করে তোমাতে বারণ
 হয়ে নারীর বশ্য, প্রেম ঔদাস্য, চাঁদমুখে ভস্ম মেখনা।
 তুমি বিচার পতি যদুপতি করলে সুবিচার।
 তুমি প্রেমকল্পতরু, প্রেমের গুরু আবার কে তোমার।
 বললে, তায় তোমার প্রেমের গুরু কল্পতরু ব্রজেশ্বরী রাই,
 তোমার তা হতে আর গুরু নাই হয় শুনে দুঃখে মরে যাই,
 তবে কেন রাধিকারে রেখে বিচ্ছেদ অধিকারে, শ্রীদামের শাপ অঙ্গীকারে
 এলে অন্য ঠাই।।
 আমি বুঝেছি ২ কেশব তোমার মনের অভিপ্রায়,
 আর কত বুঝাব তোমায়, হয়েছে সব জানা শোনা।

মামলার মাধুর—১ নং অঙ্কাত

সন ১২৯৫

নতুন বিচারপতি রাধার দাসখতের বিচার করছে শ্যাম রস ...
 বিচ্ছেদ ভূপতির কাছে নালিশ কইরেছিল দুঃখিনীর কপাল দোষে
 (ডিস্ ?) মিশ্ হৈলো নিতান্ত দুঃখ পেলেম সমূলে হারা হৈলেম
 আফিল করিতে এলেম মথুরায়
 তোমার বিচারে শ্যাম কেমন দেখা যায় : রাধার দাসখতের
 নালিশ বিচ্ছেদ রাজা কল্লেন ডিসমিস অন্যায়ে ...
 তাই না কল্লেন তদন্ত হয় ২ তলবানা দাখিল করি ...
 ফেলে শমনজারী কুবুজার সঙ্গে যুক্তি করি বিচার চূড়ান্ত।
 চতুর বৃন্দে গিয়ে ব্যঙ্গজ্বলে গোবিন্দেরে কয়
 দক্ষিনার যে দুর্দশা, বহু কষ্টে হ'ল আ ... কর রসময়।
 তুমি আদালত ফৌজদারী বিচার জান্ হরি আমার নালিশ নেও: ভাল ...
 অন্যের কাছে হারিলে পরে তোমার কাছে ...
 সুন্দাসুন্দ বিচার কইরে যার বিস্ত তার হাতে দেও
 যে দুঃখ পেয়ে ধৈর্যে এলেম হেথায় আমি সে সকল
 জানাই তোমার রাঙ্গা পায়।
 যে দুর্দশা রাধার ঘটেছে। এখন আলতা পরাইতে
 রাধায় তুমি বিনে আর কে আছে।।

মামলার মাধুর—২ নং অঙ্কাত

বল্যে সুন্দ বিচারে আপন দণ্ড হৈল তোমার
 ... ইক হৈয়েছে বিচার মতে বংশীধারী ... লয়ে করিব
 ... ক্রী জারি : দাসের রমণী দাসী শ্যাম তোমার কুবুজা দাসী
 ... আছে রাই রূপসী ডিক্রীদার
 ...বার ঠেকেছে কিসে হবে পার দিয়ে দিলাম ...

... পুরী : কুবুজা নিলাম করিবে খারিজ শুবে নিবে ...
 ... তোমার রক্ত গুণাধার হয় ২ প্রেপ্তার কৈরে তোমায় হরি
 ... যাবে ব্রজপুরী যে হৃদমন্দ দেন ব্রজেশ্বরী : সে দণ্ড
 ... তোমার : ঘটে নালিশে শঠের পক্ষে এমনি ধারা
 ... শ্যাম না দেখা আর প্রতিকার
 ... হরি বিচারে রাই তোমায় পেয়েছে।
 ... খত সত্য মতে : আপিল হইল রাই পক্ষেতে
 ... হুকুম হইয়েছে : রাধার আপিল করা সকল হৈল
 ... ডিগ্রী পেল : কাজের কথা কই : ও তাই তোমাকে
 ... ২ এ মধুর মথুরা মাঝে যাই কর শ্যাম তাই-তো ...
 ... জানতে পারিবে কাজে ২ শ্যাম কেমন বৃন্দে হই :
 ... কইরে রাধার কার্য সকল হৈলেম বড় সুশাসন ...
 ... দেখিতে পেলেম মথুরায়
 আর কি ছেড়ে দিব তোমারে : এখন রাধার বিস্ত ...
 রাধার নিতে কেটা বিবাদ কৈরে।

ভোর মদন বালা

শ্যামের আসার আশায়, গিয়ে কুঞ্জ সাজায় যতনে রাইরাজবালা।।
 সজিনীগন সঙ্গে রজিনী সুরঙ্গে ফুল তুইলে গাখিলেন মালা।।
 জেগে যামিনী কমলিনী পথপানে চায়, কুঞ্জে না হেরে শ্যাম দয়াময়
 হয় পথপানে চায়, অমনি নিশা অন্ত সময়কালে পক্ষী ডাকে বৃক্ষ
 ডালে, ভ্রমর ডাকে কমল দলে শুনে কমলিনী মুচ্ছা যায়।
 ক্রনেক চৈতন্য হয়ে রাধে রাজনন্দিনী সঙ্গীণী গানে কয় করে করুনা।
 শশী অন্ত গেল নিশীপ্রভাত হল প্রাননাথ কুঞ্জে এলোনা।
 করে ফুলশয্যা লজ্জা পেলেম সহচরী, কালা বিহনে এত জ্বালা সইরে
 সইতে নারি রইতে নারি বাসরে মনে না তার পারসরে আমার কৃষ্ণপ্রেম বিচ্ছেদ
 শরে প্রাণ বাঁচেনা।
 এখন কি করি প্রাণ সখী তাই বলনা।।
 নাই আর রজনী সজনীগো কি করি উপায়, ঐ দেখ গগনে শশী
 অন্ত যায় হয় কি করি উপায়, তোমরা শোন যত সহচরী, বিফলে
 জানালাম শবরী, বিনে বাঁকা বংশীধারী আমার প্রাণ জ্বলে বিচ্ছেদ জ্বালায়।।
 শ্যামের আসা পথ চেয়ে আছি আসার আশে কই আসে আসে সে
 কেলেসোনা। সইরে কি হলো কি হলো কি হলো।
 উদয় দীননাথ, বিনে প্রাণনাথ, প্রাণ অন্ত হলো।
 আসবে বলে চিকন কালা, গেথেছিলাম ফুলের মালা,
 মালা হলো জপমালা, কালা কুঞ্জে না আসিল।।
 হয় কুলকন্যে আমি যার জন্যে, কুল ত্যজে অরণ্যে এলেম।
 আমার কপালক্রমে ও সেই শ্যামের প্রেমে জন্মের মত বঞ্চিত হলেম।।
 হয়ে ... মরি প্রাণ যায়, আমার প্রাণনাথ রইল কোথায়,
 হয় মরি প্রাণ যায়, সইরে মন আমার উন্মত্ত বারণ,
 বারণ করলে হয়না বারণ, তুষের অনল সদা যেমন দহিছে রিদয় (হৃদয়)

মেগো বিসর্জন ফুলের সাজসজ্জার প্রয়োজন কি, প্রয়োজন বিনে ... নাই বাসনা।

মাথুর মদন বালা

বললে শ্রীদাম শাপে বিয়ম মনস্তাপে গোপীকার প্রতি হবে বাম।
ও তাই করে মনে চেয়ে রাধার পানে——ঘনশ্যাম।।
যাবে অন্তরে অনন্ত দুঃখ দিয়ে অন্তরে ভাসায়ে গোকুল অকুল প্রান্তরে
হায় যাবে অন্তরে
হলো অভিশাপ শ্রীরাধার প্রতি শোন ওহে জগৎপতি, কি দোষে বাম
গোপীর প্রতি, ভেবে পাই না অন্তরে।
আমরা অবলা গোপবালা গোপনারী——কেমন করে।
গোপীর প্রতি ভেবে পাইনা অন্তরে।
আমরা অবলা গোপবালা গোপনারী——কেমন করে।
গোপীর জীবন হরি, গোপীর জীবন হরি জানে হরি মধুপুরে, তোমার
শ্রীমুখে বলেছিলে সত্য করে, একপদ যাবেনা হে এই ব্রজ ছেড়ে,
আবার আইজ একি শুনি, বললে নিদারুণ বাণী, যেন অকস্মাৎ
অশনি হানিলে শিরে।
এই গোপীকুলে ভাসালে কি অকুল নীরে।।
ওহে জলধর ধর্মধর্ম তুমি মূলাধার, কর মর্ম জেনে সুবিচার,
হায় তুমি মূলাধার, তোমার রোমকুপেতে এই ব্রহ্মাণ্ড, গোপীর
কর পাপের দণ্ড, একের পাপে অন্যের দণ্ড, তোমার এসব কাণ্ড বোঝা ভার।।
আমরা দাসী হই কোন দোষী নই শ্রীপদে, বঞ্চিত কি করিবে পদে সবাকারে।
তোমার কথা শুনে প্রাণে ব্যথা পাই, মনে ডাবি তাই।
গোপীর তুমি বিনে আর বন্ধু নাই।
বলেছিলে শপথ করে, যাবেনা শ্যাম ব্রজ ছেড়ে,
সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যাবে কি ত্রিভঙ্গ কানাই।।
এই ব্রজধামে তোমার পঞ্চপ্রেমে পঞ্চভাব বড়ই সুমধুর।
ওহে রাধাকাণ্ড ... সখ্য শাস্ত দাস্য বাৎসল্য আর মধুর।।
সুখের বৃন্দাবন, ত্যজ্য করে যাবে বৃন্দাবন, করি চরণে এই নিবেদন
হায় করি নিবেদন, লয়ে শিরে চূড়া করে বাঁশী বামে লয়ে রাই রূপসী,
দাঁড়াও একবার কালশশী, আমরা দেখে লই যুগল মিলন।।
তোমার চরণে চরণ তুলে বামে হেলে দাঁড়াও কদম্বমূলে ধরাপরে।।

ভবানী অঙ্কাত

মাগো জননী জঠরে থেকে দিলে উপসনা
শ্রীচরণ করিব সাধন তারণ কারণ সেদিন আর ভাগ্যেতে হলনা।।
ভবে জন্মগ্রহণ করলেম যখন ভেবেছিলাম মনে, সুখী হইলাম
এতদিনে, মা তোমারি মায়াববে, পরকাল ভুলেছি ভবে,
এখন শুনি যেতে হবে শমন ভবনে।।
আসা যাওয়া সার হল মা এ ভব সংসারে, দিয়ে মায়াবেড়ী
মা আমাদের আর কত ভুলাবি ভবে।
তারা গো মা কেমন দীনদয়াময়ী নামটি তোমার এবার জানা যাবে।
বিষয়ের বাসনা ত্যাগী পিতা হইলেন পরম যোগী,

তাই ডাকি তোমারে, মহামায়াতে নিমগ্ন করিয়ে রেখেছ
আমারে এত যে মা দুঃখ রাশি, তব চরণ অভিলাষী, মুক্ত কর মুক্তকেশী,
আর যেন আসিনে ভবে।
নইলে কি হয় দীনের উপায় এই ভাবে দিন যাবে।।
আমি চাইনা স্বর্ণ চতুর্ভুজ ফলে হইতে সুখী, ওগো শ্যামা সরোজমুখী,
পঞ্চত্ব হবে যখনে, বিদায় দিবে বন্ধুজনে,
হৃদিপদ্ম মাঝে যেন শ্রীপাদপদ্ম দেখি,
আর কিছু ধন চাই না তারা ওগো ব্রহ্মময়ী, তুমি সদয় হও
ত্রিলোকতরঙ্গী দীনের ভাগ্য সুফল হবে।
চাই না মা তোর কাশী।
দুর্গতি নাশিনী দুর্গে ঘুচাও ভব-দুঃখরাশি।
জন্মিলে অবশ্য মরণ, পুনর্বীর হয় দেহধারণ, সংসার অভিলাষী।
আমার এই বাসনা ওগো শ্যামা, তোমার চরণ অভিলাষী।।
মাগো দিনে দিনে তনুক্ষীণ হয়েছে ভবেতে।
বিষয়ের বাসনা ত্যজে ভবমাঝে আসন্নকাল হল ভাগ্যেতে।।
হল অন্তকাষ্য অগ্নিসম্মত হবে মা যে দিবে, আমার এই
বাসনা মনে, চিতায় দিয়ে সপ্ত কাষ্ঠ, বলবে মুখে হরে কৃষ্ট,
সেই দীন হয়ে কৃপাদৃষ্ট, চেও আমার পানে।।

মান—বিদেশিনী—১নং *মদন বালা*

বল্যো দুর্জয় মানে অপমানী হয়ে হৃষিকেশ।
সে মান ভাসিবার তরে ধড়া ত্যাজে শাড়ী পরে, হলেন নবীন বিদেশিনীর বেশ।।
মানের এই কি রীতি, কি দুর্মতি, শ্রীমতী শ্রীপতির প্রতি হলি প্রতিকূল,
আমরা ভেবে পাইনা কুল, মরি হয় গো ধনী ২ যার জন্য কুল
পরিহরি, তাকে রখে পরিহরি, ছিঃ ছিঃ লজ্জা পরিহরি হাসালে গোকুল।।
যিনি অকূলের কুল কাণ্ডারী, ও রাই কিশোরী, কোন প্রাণে, প্রাণে
পাশরি, মানকে করলি পূজা মান।
মানে মানায়না তোর মান, কেন বুকলি না রাই মানের পরিমাণ।।
... লজ্জায় মরি, নাগরকে সাজালি নারী, এতই অভিমান,
কখন দেখি নাই ওনি নাই ওমা মেয়ের এমন মান, ধিক ধিক রাই
ধিক তোর মানে, এ দুঃখ কি প্রাণে মানে, যার মানে সকলে মানে
তারে করলি অপমান।
..... ধনী শ্যামের সমান মান।
উঠে মান বিমানে মানে মানে, যে নারী না নাগর মানে, মানের
ওমানে বল তারে কে মানে মরি হয় গো, মানে তারে কি মানে,
মানের ধন কঁদায়ে মানে, কান্দিতে হবে থেকে মানে, মান থাকিতে
রাই মানে মানে ক্ষান্ত সে মানে।।
মানে———— গোকুল মান ভুজঙ্গিনী, বলগো তোরে কোন মানিনী
শিখায়েছে এ ছার মান।।
এ মান রবেনা রবেনা ধনী।
বঁশীর সুরবে, মানের দর্প খর্ব হবে গৌরবিনী।
বারে বারে থাকিস মানে মানের বার মান কত মানে, এ মান

যদি না মানে শেষে কেঁদে হবি উন্মাদিনী ।।
জানি ইতর লোক নারী লোক করে অভিমান ।
সাথে সাধাইয়া প্রেমে বাড়াইয়া অবশেষে ক্ষান্ত করে মান ।।
রাখে আরজিয়া মানের যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর করা অযোগ্য, যোগ্য
তোমার নয় মানে করলি প্রণয়, মরি হায়গো, মানে
মানে যারে মানে সুরমুনী, সে আমাদের শিরোমণি, মানে
সাজে সে রমনী এই কি প্রাণে সয় ।।
শ্যামকে সেখে আন দুই চরণ ধরে ওগো রাধিকে,
নইলে পড়বি মান বিপাকে, রাই আমাদের কথা মান ।।

মান—বিদেশিনী—২নং মদন বালা

রাধার দুর্জয়মানে অপমানী হয়ে শ্যামরায় ।
বৃন্দের উপদেশে নবীন বিদেশিনীর বেশে, অবশেষে রাইকুঞ্জে উদয় ।।
তখন বলে ওরে যন্ত্র বীণে, রাধাতন্ত্র মন্ত্রবিনে, বলবিনে বীনে
একবার ডাকরে শ্রীওনে মরি হায় গো, রাধার নাম ত্রিওনে, (শ্রী)
দিবানিশি মনে ওনে, জ্বলে মরি যে আওনে, সে বিনে যেন ডুবিনে ।
তখন রাধা বলে বাজে বীনে সুমধুর তানে, ললিতে সেই বীনে
ওনে শ্রীরাধাকে ডেকে কয় ।
সুধাই সুধাংগুমুখী আমায় বল দেখি বীনে কে বাজায় ।।
ওনেছি নারদের বীনে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনে বাজেনা বীনে,
কেন জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, বাজে এ বীনে, বয়সে
অতি নবীনে বুঝি সঙ্গীত প্রবীনে, এ ধনীর বীনে শ্রবনে
বীনাপানি (বীনে পানি) লজ্জা পায় ।
বীনের গানে তানে তানে কুলজায় মজায় ।।
কি বাজায় কে বাজায় ধীরে ধীরে, একবার একবার ফিরে ফিরে
কুঞ্জপানে চায়, নয়ন ইঙ্গিতে নাচায় মরি হায় গো অনেক
বদন সুধাকরে যেন ... সুধাকরে, হেরে গগন সুধাকরে লাজেতে লুকায় ।
নয় এ নারী সামান্য নারী ও রাই কিশোরী, বিদ্যাধরী কি অপসরী
তুই কি চিনেছিস্ উহায় ।
এলো কোথা হতে কার রমণী ।
এ যে রমণীর ... রমণীর শিরোমণি ।।
মোদের—হেরে সদা এ রমণী, ত্যজিয়ে ব্রজ রমণী
করি যে এ রমণী, সে রমণী ।।
আমরা নারী হয়ে এত রূপের দেখি নাই নারী ।
রঙা তিলোত্তমা মেনকা উর্বশী রমা, তা হতে উত্তমা এ নারী ।।
নবীন জলদবরনী ধনী, যেন হর মনমোহিনী, হেরি তরুণ প্রায়
পায়ে কত শোভা পায়, মরি হায় গো যেন কোটি চাদ উদয়,
হয়ে কার রূপ কন্যে, ভ্রমণ করে বৃন্দারণ্যে, এ নারীকে
নারি ধন্যে কি জন্যে হেথায় ।।
ওকে চিনা চিনা চিন্তে নারি, এলো কোন নারী, মনে এই
বাসনা করি শরণ লই এ নারীর পায় ।।

মিলন—১নং

অঙ্কাত

চিন্তামণি শ্যাম মান অস্তে মানকুঞ্জে এল।
 অর্ধ-নিশিতে ... হয়ে বাঁশীতে কুঞ্জে আসিতে রাখার লজ্জা হৈল।।
 রাখিকে যখন শ্যামের বামে বসিল, বসন দিয়ে বদন ঢাকিল,
 যেন যেন হৈল মান, সেরূপ চক্ষে হেরে ভগবান অমনি পূর্বের কথা
 মনে করে ধরলেন রাখায় দক্ষিণ করে, কেঁদে বলে ধীরে ধীরে
 আবার কি করেছে মান।
 দূতী সেই সময় যোগী সাজে সাজিয়েছিল, আমার সেই সাজে
 সাজা ভাল গোপীর ভাব অন্তরে।
 ওগো রসবতী হলনা বসতি তোমার বাসরে।
 সুখের বাসর ভালবাসা ভাঙল সে প্রেম আশা, কপট
 কুবাতাসে, বজ্র অভিমান অধৈর্য্য মেঘ হল আকাশে,
 তাতে বজ্রপাত অনায়াসে হইল মম শিরে।
 এমন মেঘ কোথায় হইয়া থাকে নিশি ভোরে।।
 রাখেগো বজ্র অভিমানের গর্জনে হয়ে সকম্পিত জীবনে, লাগিল চমৎকার,
 তখন ভাবিলাম মনে কেবা কার, দূতী বজ্রপাতের মন্ত্র জেনে হরের
 ভূষণ দিল এনে, শিস্তার ধ্বনি উচ্চারণে জীবনের হয় প্রতিকার।।
 এমন রসিকের শিরোমণি মেলে কোথা, বলে ভবিষ্যৎ ছলের কথা, সে
 রাই রূপসীরে।
 থাক থাক রাই সুখে থাক এ গোকুলে।
 যাব চলে আমার সুখের চিহ্ন নাই এ কপালে।।
 যে কুলেতে প্রেম করে হয় অসুখ, সে কুলেতে আমার দেখাব না মুখ,
 যদি অন্যকুলে মেলে প্রেম সুখ, সুখময় সখি পাব সে কুলে।।
 প্রকাশ হইয়াছে রসবতীর রসিকতা।
 মুখের বাসনা, কাল ভালবাসনা, হইল ঘোষণা তোমার তাজ্জল্যতা।।
 রাখে গো তোমার ভালবাসার তুলনা, নারী কুলে এমন মিলেনা,
 মেলে ভগ্নাবাস, যেমন একাদশীর উপবাস, আমার কাজ কি প্রেম
 উপবাসে, যাব অন্য গৃহবাসে, যদি কেহ ভালবাসে,
 সেই বাসেতে করিব বাস।।
 চিরদিন রাই তোমাকে ভালবাসি, তা না হইলে কি চূড়াবাঁশী দিতাম পদোপরে।।

বিচ্ছেদ (মেঘ)—১নং

অঙ্কাত

শূন্য বৃন্দাবনে শ্যামের আসার আশায়।
 কান্দতে কান্দতে প্যারী বিচ্ছেদ ভ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠের পথে ধায়।
 শ্রীরাধে প্রেম বিরহে জ্ঞানশূন্য, অমনি শূন্য পথে ধায় নীল
 কাদম্বিনী দেখতে পায়, হয় পুলকে পূর্ণিত হয়ে, কোমল হস্ত
 পাশরিয়ে কৃষ্ণ জ্ঞানে কৃষ্ণ প্রিয়ে জলধরে ধরতে যায়।।
 তখন শ্রীরাধার উদাস্য ভাব দৃশ্য করে বিশ্বয় সুচিত্রে গিয়ে
 রাইকে বলে।
 কমলমুখী দেখি কিভাবে তোর শূন্য গোকুলে।
 আচম্বিতে রাই শূন্য পথে কিরূপ দেখে চেয়ে রলি অনিমিখে,

উন্মত্তা প্রেমের ভরে কোমল কর উর্ধে করে, সমাদর করিস
 করে প্রাণের বন্ধু বৈলে।
 এত ভ্রান্ত কেনে প্রাণকান্ত বিনে।
 শ্রীরাধে শ্রীঅঙ্গ মাতিল আইজ যেন অনঙ্গ বানে, রাই তোর রঙ্গ
 বুঝতে পারিনে, হয় এলোথেলো নীলাঙ্গরি, অংগ
 ধরটি যেন গিরিধারী, সেভাব হেরি নয়নে।।
 বিচ্ছেদ আঙনে দগ্ধ তোমার কলেবর, বিনে গিরিবর ধরটি করে বন্ধস্থলে।
 এত প্রেমে পুলকিত কেনে।
 একি ধারা কেন প্রেম ধারা দুনয়নে।
 দূরে গেল যেন বিরহ বিকার আনন্দ মদনে করলে অধিকার
 বিনে গোবিন্দ এবার আনন্দ সঞ্চার হইল কি তোমার মনে।।
 হয়ে সকাতরা ছিলি ধরা সনে।
 আইজ কি ছলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, ধয়ে রাই চললে বিপিনে।
 শ্রীরাধে বংশীতে উন্মত্তা মন, আবার সকল হইল তাই
 রাধে সেই লক্ষণ আজ দেখতে পাই, সুরে কি ধ্বনি
 শ্রবণে প'শে, চললে উন্মাদিনীর বেশে, অধৈর্য মাধুর্য বশে,
 কি উদ্দেশে হইলি রাই।
 কৃষ্ণ অভাবে কৃষ্ণ প্রিয়ায় একি হেরি, কেন ভেসেছ রাজকুমারী দুঃখ সলিলে।।

বিচ্ছেদ (মেঘ)—২ নং অঙ্কাত

কাল এলো বৈলে ভ্রান্তে বললি রাই।
 ও নয় কাল ঐ দেখ মেঘের আলো, বিচিত্র শোভা দেখতে পাই।
 শ্রীরাধে সারসের কণ্ঠধ্বনি ধ্বনি শুনিলে আচম্বিত, যেন বংশীধ্বনি
 সুসঙ্গীত হয় ইন্দ্রধনু শীথি পাখা, পাতাময় বিদ্যুতের রেখা, বক প্রংতি
 যায় দেখা, মুক্তামালা বিরাজিত।।
 হৈল কৃষ্ণ জ্ঞানে দেখে মেঘের কালকান্তি বিচ্ছেদ ভ্রান্তি রাই হয় নাই
 শান্তি এতদিনে।
 ভালবাসা কাল মেঘ দেখে এমত হলি কেনে।।
 রাধে কাল মেঘ পলকে লুকাইয়া যাবে, অবশেষে এই ঘটাবে,
 না হইবে জলধরে করাঘাত করিবি শিরে, বিপিনের
 পথে পড়ে গেলে মরিবি প্রাণে।
 এত ভ্রান্ত কেনে প্রাণকান্ত বিনে।।
 শ্রীরাধে হলে বংশীধর আসিত নিকুঞ্জ বনে, রাধে ভেবে দেখলি না
 মনে, হয় শ্যাম জলধর যদি হৈত, প্রেমবাড়ি বরষীত ব্রজগোপী
 হৈত মধুর প্রেম আলাপণে।।
 রাধে যত্ন আইজ করিবি করে রত্ন ভেবে, রাধে এমন দিন বিধি দিবে কতদিনে।
 এলি অন্ধ হয়ে বৃন্দাবনে প্রথম দিনে আগে দেখলি না শ্রীকৃষ্ণধনে।
 কৃষ্ণ প্রাণা রাই তোর অনারূপ বিরূপ, জলে স্থলে কেবল
 দেখিবি কৃষ্ণ রূপ, দেখিলে কালরূপ এখন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ,
 প্রেম মাখান অন্যঙণে।।
 যে জন কৃষ্ণভাবে হয়েছে ভাবিনী।
 মনানন্দ নাসায় কৃষ্ণগন্ধ শ্রবণে মুরলীর ধ্বনি।।

রাধে শ্যামশশী ব্রজে আসি বাঁশী বাজাত যদি, আছে
বংশীর ধ্বনির এই বিধি হয়, যোগ ভাস্কিত যোগী ঋষির
মন ভুলাতো পশুপাখীর, ঘুচে যেত ব্রজ গোপীর শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ ব্যাধি।।
হলে বংশীরব ধেনু বৎস ধোয়ে যেত যমুনা থাকিতে না রাই প্রিয়মানে।।

শ্রীকৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনা অঙ্কুর

বললে ওকথা বুঝা কেন মনে কর।
শুন রাধিকে ব্যথা পাই আমার আত্মিকে, জানাই তোমাকে
আমার বাক্য ধর।
রাধেগো এ নয় অভিমানে অনুযোগ, আমার ... হৈল কর্মভোগ
তাইতে যোগী হই, যোগী হয়ে সুসার পেলেম কই, প্রেমময়ীর প্রেম ঋণে
ঠেকে, স্বহস্তে যত দিলাম লিখে, ঋণ পাপের ভার দেহে রেখে, কি
কি সুখে আর গৃহে রই।।
— সকল মনে রাখ, আমার আর কি
হয় ব্রজে থাকা ঠেকা যে ঠেকাতে।
ওগো বিধুমুখী আমি সাথে কইরে কি বলি বিদায় দিতে।।
দু'দিন আগে না হয় যাই, যেতে যে হবে রাই আপন কার্যে ঠেকে,
জয় প্রেমেতে কর্জপত্র দি পায় লেখে, আমি পারিবনা ব্রজে থেকে এ
প্রেম ঋণ শুধিতে।
দিয়েছি মনে ব্যথা তোমায় কত মতে।
রাধে গো বড় সাধ করে প্রেম করেছি, তাতে মর্মে ব্যথা পেয়েছি, হয় নাই
সুখোদয় আমি প্রেম যোগ্য পাত্র নয়, তাতে তিন বাধা আছে মনে, যাব
অন্য দেশ ভ্রমণে, দয়া কর নিজগুণে যেন বাধা পূর্ণ হয়।
তুমি নিদয়া হইও রাই আমার প্রতি, তুমি বিনে অগতির গতি নাই আর
ত্রিভুগতে।
প্রেমময়ী রাই ক্ষমা কর সমাদরে।
যাব ছেড়ে তোমায় প্রেম বিদায় সময় অনুসারে।
যে বাসনা মনে করেছি ধারণ তিন বাধা আমি করিব পূরণ
তাজ্য করে অঙ্গের এ কাল বরণ, মানের দায় ভালবাসনা যারে।
সাধের অনুরোধ, ঋণ পরিশোধ করি যাব ওরে ...
লুকিয়ে কাল রূপ ধারণ করিব তোমার ঐ রূপ রেখে দোহরূপ
যাব জীবের ঘরে।।
রাধে গো কেবল প্রেম ঋণেতে ঠেকা নই, আমার ঠেকার কথা কারে কই,
আছি যে ঠেকায় এখন বিদায় চেলেম যে ঠেকায়, এই যে সত্য ত্রেতা ছাপরেতে,
ঠেকা আছি ভক্তের হাতে, কলির জীব উদ্ধারিতে যেতে হবে নদীয়ায়।।

নবীন সন্ন্যাসী অঙ্কুর

ব্রজে নবীন আসে নবীন যে সে উদয় কুঞ্জেতে।
নবীন রূপ দেখি নবীন সুখের সুকপাখী প্রিয়ভাবে ভাষে ভাস্কিতে।।
একি নবীন রসে নবীন সসে নবীন ... একি নবীন প্রকৃতি
নবীন আশা করে মনে ... নবীনা শোনে কান্দে নবীন
অনশনে নবীন যুবতী।

নবীনা নবীনপ্রিত এসে বিপিনে হয়ে কার কুল করলে
বলগামিনী।

নিকুঞ্জের সম্মুখে স্তন দিয়ে বালকের মুখে অধোমুখে
বিধুবদনী।।

রূপে জিনি সৌদামিনী যেন হর মনমোহিনী, তাই অনুমানি
কেন ভাবের অভাব অভিমানী ও তাই বল শুনি, জ্ঞান হয়
যেন নন্দরাণী কোলে নীলমণি।

চিনি চিনি চিনি করি ও চন্দ্রানিনী।।

যেন ভীষ্ম কোলে সুরধনী সসম্বৃত প্রায়, গনেশ জননীর প্রায়
কি নবান্ন বৃন্দারণ্য অবতীর্ণ কিসের জন্য ধ্বজ বজ্রাংকুশ চিহ্ন
তনয়ের দু'পায়।।

* * *

কি ... নবীনে এলে বিপিনে যেমন ভুবন মোহন পুত্রধনে।
চেয়ে চেয়ে আড়নয়নে মুখ ফিরায়ে ঘোমটা টেনে অধোবদনে।
হেরে সন্তানের মুখ, বিদরে বুক এ দুঃখ আর সই কেমনে।।

ওঁ শ্রীশ্রীকালী

সন ১২৯৪

রাধার বিরহ—১ নং রামকমল

নিকুঞ্জে শ্যামের আশায় কিশরি বাসর সাজাইয়ে।। জ্বাল আসার আশায়
প্যারি প্রমপীপাসায়ঃ কেন্দ্রে বলে বিনয়ে।। সখী গো ও সখীঃ—
বাশর শর্যা বিফল হৈলোঃ—শ্যাম আমার তো এলোনাঃ মোনের দুক্ষে
প্রাণ আর বাচনা গোঃ আমরা সব অবলা নারিঃ শ্যামের আসা মনে
করিঃ কাননে জাগী সর্করিঃ দুখের অন্ত হৈলোনা = শ্যামের সংক্ষেত
মরলির ধনী যুনে কানেঃ বৃন্দে সখী গো ২ঃ নিকুঞ্জে এলেম তাইতে জামিনীতেঃ—
দুতী বল গো উপায়ঃ বিনে সে নিরদকায় মরি দুক্ষেতেঃ—বিধি কৈরেছে
পরাদিনী ভাজক্রমেঃ বন্ধীত হৈয়েছী তাইতেঃ সীও ধামে শ্যাম আসার
আশা করিঃ শেষ হৈলো বিভাবরিঃ আর কখন আশীবে হরিঃ নিকুঞ্জেতে
সুপেছী মোনপ্রাণ হেরে নওনেতেঃ—বলীব কি সখীঃ চক্ষের পলক চক্ষে ধৈরে
বাঙ্কা করি অন্তরে ধৈরে রখী রিনী মুদীবে গোঃ সে রূপ কি ধও পারা যায়
মনের আশা মোনে মিলায়ঃ জগী গানের অসাদ দায়ঃ সাদ কৈরে
ধও পায় = সখী আমাদের বংসীধারি সে যে আমায়ঃ বৃন্দে সখীগো
প্রাণবন্ধু ভুলে রৈলো কার কুঞ্জেতে

গোপীর জিবন ভুবন মোহন মোন চোরা কানাই = বাসে রাখীতে
ভালবাসে গোপিনী সভাইঃ—নির্যানে কে পেয়ে তারেঃ বাঙ্কা
পুরাত্ন বন্ধে ধৈরেঃ অভাগিনীর কপাল ফেরেঃ কেন্দ্রে রাহিত কাটাইঃ
প্রাণকৃষ্ণ দরশনে নিকুঞ্জেতে এলেম গোপিকাত্র × ১।। =

বিফল হল গমনঃ বিফল বন পর্জ্যাটনঃ অবলার একি হল দাত্র × ১।। =
শখীগো ও শখি বাঙ্কা ছিল মনে ২ শংঙ্গপনে এলেম তাইঃ—
জিবন জুড়াবে জিবন কানাই গোঃ শে বাশনা পূর্ণ হৈলঃ কার্য

ফল আহিজ ফলে গেলঃ মানে ২ চল ২ কুল নারি কুলে জাই $\times$ ১১ =
 গ্রিহে ননদি বাগির প্রায় জানিশ শইঃ তোমায়
 কইগো দোশ পেলে করবে ছেদন নখাঘাতে $\times$ ১১ =

রাধার বিরহ—২নং **রামকমল**

কুলের গৌরব হরি কপট লম্পট হরি অকুলে ডুবালে।
 আমার অভিমানেতে সখি : ... মন আর কিগো প্রবোধ
 কথায় জুড়ায় জীবন : এই কি সেই সময়গো প্রাণে ঘৃণা
 হয় এমনি মনে প্রাণ ত্যজব কালিন্দীর কাল জলে।।
 আর কি যাবে জীবন রাগে অঙ্গ জ্বলে।
 সখিগো ও সখি কুলের গৌরব মানের গৌরব : প্রেমের গৌরব ঘুচিল
 বুঝি আজ হতে প্রেম ফুরাল গো : কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
 কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক হয়ে, তার প্রতিফল পেলেম স্বীয় কলঙ্কিনী নাম হল।।
 এ কি লজ্জা সেই বাঁচিনা আর মনের দুখে,
 তোরা দেখ দেখিগো নিকুঞ্জে কেন্দ্রে মরি ফু'লে ফু'লে।।
 বলো সেই নিশি আছে আসবে শ্যাম নিকুঞ্জে তোমার।
 আর কি আছে সময় হল প্রভাত সময় আশাময়ের আশা নাইকো আর।।
 সখি গো ও সখি গৃহে যাওয়ার সময় হল, পোহাল বিভাবরী
 আমি আর কিসে ধৈর্য ধরিগো : ছিল শ্যামের আসার আশা,
 ঘুচে গিছে সে ভরসা, থাকত আশা : আই ত হরি থাকত যদি শবরী।।
 আমার প্রেমসাধে বিষাদ হরি ঘটাইলে বৃন্দাসখি গো ২
 নয়নের অঞ্জন গেল নয়নের জলে।
 ক্যান্ত হলেম ও ... আর ... কাজ নাই।
 চলগো সখি কুলনারী কুলে যাই সবাই।।
 প্রেম করে এই কি লাঞ্ছনা, ঘরে পরেতে গঞ্জনা :
 তার সঙ্গে কথা বলবনা যদি দেখা পাই।।
 না জেনে প্রেমে মজে পেলেম সেই চিন্তে যত্ননা।
 আগে জানলে পরে সখি এমনি করে অরণ্যে একাক্ষ হত না।।
 সখিগো ও সখি লম্পট কপট কালা প্রেমে আমার মজেছে
 আমার কুলে কালী দিয়েছে গো : বাঁশী ডাক্ত রাধা বলে
 দান ঘাটে যৌবন দান নিলে। ছলে বলে আর কৌশলে প্রমাদিনী (?) করেছে।।
 হল কালার দেশ কাল বারি আর আনবনা
 ও মুখ দেখবনা গো কালার নামে কর দিব কর নি কার্য ফলে।।

ওঁ শ্রীশ্রীকালী

১২৯৬

মানভঞ্জন—১ নং **নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য**

- চিতেন — নবীন যোগীর বেশে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে ভাঙ্গিলেন শ্রীরাধার মান।
 পাড়ন — প্যরীর না রইল মানের বিন্দু, হেরে শ্যাম পূর্ণ ইন্দু,
 প্রেমসিদ্ধ উথলিল সিদ্ধ সমান।।
 ফুঁকা — বসলেন কিশোরী হরিশ্বরী, হরিশ্ব মনে, হরির সনে হরির আসনে ২

- হরিষ মনে হয় মানময়ীর মান ভঙ্গ করি কমল অঙ্গে প্রেম বারি
আলসে অবশ হরি কুঞ্জে আছেন সুখ শয়নে।।
- মেলতা — দিয়ে রাই অঙ্গে কোমল হস্ত কমলাক্ষ ... উপলক্ষ্যে ভঙ্গি করে বলে।
- মহড়া — রাধে বিধুমুখী বল কার সুখে সুখী তোমরা এ গোকুলে।।
মরি উত্তমা রাপে সাফাতে রমাপতি সবে শুণেতে শুণবতী,
অতি বুদ্ধিমতী কার সুখে হয় সুখোদয় কার দুঃখে দুঃখের
উদয় প্রফুল্ল কার হৃদয় ও কার বদন চলে
- খাদ — শুনেতে চাই মনের কথা ও তাই বল খুলে।
- ফুঁকা — রাধে প্রেমতত্ত্ব বল সত্য শুনব চাঁদমুখে এ প্রেম সাহিত্য আর
জানে কে ত্রিলোকে, বল চাঁদ মুখে, হয় প্রেম করে সব প্রেমিক
লোকে, স্বর্গীয় প্রেম আশ্বসুখে, পরকিয়া পর সুখে, এসব পরম তত্ত্ব পাবে কে।
- মেলতা — বসে নির্জনে সখি সনে সুধাই তোমায় সুধামুখী রাই আমায় সুখী কর বলে।
- অন্তরা — যতনে সুখের আলাপনে সুখী কর প্রিয়ে।
প্রেম সাগরে সুখের তরী কার সুখে দিলে ভাসিয়ে।।
তুমি রাই সুখের প্রতিমা সকলেরি প্রাণসমা সুখময়ী
সুখের সীমা কি আছে তব হৃদয়ে।।
- চিতেন — কিসে সুখ ভঙ্গ সুখের হয় তরঙ্গ সুখময় বৃন্দাবন।
- পাড়ন — সঙ্কেত কাননে সুখের কালে শুকসারি তমালে কার সুখে
করে সুখে সুখ আলাপন।।
- ফুঁকা — প্রেম সুখের বিধি সুখ আদি মুনিগণে কয়, অতিসুখী
কভু সুখী নয় ২ মুনীগণে কয় : হয় পরমসুখী শাস্ত্রে লেখে,
যে জন সুখী পরের সুখে, পরহিংসা করলে তাকে,
পরম দুখী বলে লোকে কয়।।

মানভঞ্জন—২নং নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য

বললে কৃষ্ণ সুখে সুখী সব গোপীকে মধুর বৃন্দাবনে।
একি শুনালে বিপরীত রাখালে বা কই সেই সুরিত, বঙ্গে না
মনের সহিত চন্দ্রাননে।।

দুঃখে হাসি পায়, সুখের কথায় সুখময়ী রাই, কিসে এত সুখী
ভাবি তাই ২ সুখময়ী রাই হয় এক সুখে ব্রজ সুন্দরী সাজালে
নর সুন্দরী, আরেক সুখে জটাধারী নারীর মানে সুখের সীমা নাই।।
আরেক সুখে শ্রীচরণে কৃষ্ণ নাম লিখি, তবে আর কিসে সুখী,
বললে বল।

বিধুমুখে তোমার প্রিয়ে কও আবার ভাল কথার মিছাও ভাল।।
কৃষ্ণ সুখে হয় ব্রজাঙ্গনার সুখের উদয় লোক লাজেতে এ
পরিচয় দিলে কাজে তা নয় এত সুখ থাকলে মনে, সে কি
রাই মজে মানে, চাঁদমুখের কথা শুনে যে হৌক প্রাণ জুড়াল।
হৃদয় সুখসিদ্ধ সুখে উথলিল।

বললে, সুখী হও সুখেতে রও সব কুলজায়, কৃষ্ণ সুখে সুখ
অনুজায়, ২ সব কুলজায়, হয় আ ... অভিলাষে গিয়েছিলাম
চন্দ্রার বাসে, চন্দ্রমুখী কি আ ... তুমি শয়ন করলে মান শয়্যায়।।

দিলে যে কষ্ট নিকুঞ্জেতে দুর্জয় মানে তাইতে রাই এ প্রমাণে মনে সন্দ হল।
 যে সুখী করলে বিধুমুখী ভুলিব কেমনে।
 শুকিয়ে দিয়ে সুখ সিদ্ধ ইন্দুমুখী মানে মানে।।
 যদি ভাবে প্রেম প্রসঙ্গে মুখের উদয় হবে অঙ্গে পরিচয়
 দুঃখের তরঙ্গে আতঙ্কেতে আর বাঁচিলে।।
 যে হৌক সুখ সজ্জাতে শয্যাতে তোমরা সুখী যাতে তাইতে সুখী আমি।
 ছিল স্বকীয় প্রেমের মর্ম আনন্দসুখ পরম ধর্ম সে সুখে
 বঞ্চিত করলে প্যারী তুমি।।
 রাখে সুখ ওস্তে সুখ বস্ত্রে ধরাতে আসি, সুখের কপাল নয়
 দুঃখে ভাসি, রূপসী ধরাতে আমি হায়, সত্যে ভিক্ষা
 অভিলাষী ত্রেতায় রাম বনবাসী, ছাপরেতে প্রাণপ্রেয়সী
 তোমার দ্বারে নবীন সম্যাসী।

মাধুর—১ নং উদয়চাঁদ

ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ নিয়ে শ্যাম রায়।
 কইরে সংসকে নিধন, পেয়ে রাজ্যধন, রাখালগণে বলে কয়ে
 করলেন বিদায়।।
 শুনে সেই সমাচার, কৃষ্ণ আসবে না কো আর, শ্রীরাধার আরপ্রিয়
 সখি দূতী বৃন্দে, মথুরাতে শ্রীগোবিন্দে, জানায় গিয়ে পদারবিন্দে
 করে নমস্কার।।
 সকৌশলে ব্যাস ছলে বলে কৃষ্ণেরে চিন্তে কি পার আমারে,
 প্রণাম করি শ্যাম তোমায়।
 যদুকুলে রাজ্য পেয়ে ত্যজ্য করলে ব্রজ গোপীকায়।।
 কৃষ্ণ তোমার প্রেমের কারণ কুল ত্যজিয়ে বনে ভ্রমন, করলে শ্রীরাধে,
 করলে শ্যাম তারে বঞ্চিত শ্রীপদে, আমরা যত ব্রজবাসী,
 শ্রীচরণে অভিলাষী, কি দোষেতে কালশশী, বঞ্চিত হলেম রাসাপায়।
 কাইল আসব তাই বলে হরি এলে মথুরায়।।
 কৃষ্ণ তোমার আশাতে, চেয়ে পথ পানেতে, ব্রজেতে শ্যাম আছেন
 প্যারী সকাতরা, ধরাতে হায় অধরা, ফণে ফণে চেতনহারা, ধারা চক্ষেতে।।
 রাজা হয়ে আছেন হরি পেয়ে রাজ্যভার, করলে মধুর প্রেমে
 বিকার এখন রাধার প্রাণ যায়।।
 আমি দাসী রাধার দাসী বৃন্দে আমার নাম।
 শুন ওহে গুণধাম, এখানে আছ নিশ্চিন্তে, পার কি না পার চিন্তে,
 আমরা করি তোমার চিন্তে, তুমি কেনে বাম।।
 কুলনারী রাইকিশোরী কুলকামিনী, তোমার প্রেমে আমোদে মজে শ্রীরাধে
 এখন তোমার প্রেম বিচ্ছেদে হলো দুখানি, রাধে হা কৃষ্ণ বলে সদা
 করে হাহাকার, শ্রীরাধার,, আর শোকেতে সুবর্ণ কাল, শুন ওহে
 শ্যাম চিকন কাল, প্রেম করে শ্যাম এই কি হলো ভাগ্যেতে রাধার।।
 আমরা নারী বংশীধারী কি করি উপায়, কুজা নারী পেয়ে
 হরি নিদয় হলে রাখিকায়।।

মাধুর—২নং উদয়চাঁদ

বলে কৃষ্ণ প্রবোধ বাক্য বুঝালে আমায়।
 তুমি বললে যে কথা কেবল শীলতা গোপীর পক্ষে সকল বৃথা
 ভাবে জানা যায়।।
 তোমার যেমন শীলতা ও শ্যাম জানা গিয়াছে, নয় মিছে,
 যখন হরি ব্রজে ছিলে, তখন রাধার মান বাড়ালে, এখন কিসেই
 ব্রজলীলে ভ্রান্ত হইয়াছে।
 সোনার কমল কোমল কমলিনী ছিল গোকুলে, তাই ফেলে শ্যাম
 শিমুল ফুলে হলো তোমার বাসনা।
 কৃষ্ণ তোমার প্রেমের ধর্মকর্ম ক্রমে গিয়েছে জানা।।
 একে নারী কুলবালা ঘটায়ে তায় বিচ্ছেদ জ্বালা এলে মধুরায়
 গুণধাম শ্যাম অধিক বলিব কি তোমায়, বললে কৃষ্ণ ঐ শ্রীমুখে,
 দেখা হবে উভয় পক্ষে, এখন তোমার বাক্যে অবোধ মন তো বোঝেনা।
 জানা গিয়েছে হে আরহে তুমি প্রবোধ দিওনা।।
 কৃষ্ণ তোমার শ্রীপদ যেজন করেছে আশ্রয় মোক্ষ পায় হয় হে,
 অহল্যা পাষাণী ছিল, চরণ গুণে মানব হলো, রাধার ভাগ্যে
 এই কি হলো ঘটিল বিচ্ছেদ দায়।।
 কপাল গুণে ঐ চরণে পায় কালাকাল, রাধার ভাগ্যে সকল বিফল,
 সকল হল যন্ত্রণা।
 ছল করে শ্যাম ছলের কথা বলোনা আমায়, ফলে চিনেছি তোমায়,
 ছিল প্রেমের আদরিনী, গোকুলে সেই কমলিনী, এখন
 হয়ে কাঙ্গালিনী কান্দতেছে সদায়।।

মান-যোগী অজ্ঞাত

রাধার মানে বৃন্দাবনে বাঁকা হৃষিকেশ।
 অমনি বৃন্দাদূতীর উপদেশে অবশেষে শ্যামবন্ধু তায় সাজিলেন যোগীর বেশ।।
 রাধার কুঞ্জে যেতে দেখা পথে কুটিলার সাথে, অমনি বলেন
 মধুর স্বরেতে পদেতে প্রণত হয়ে, যোগীবরের পানে চেয়ে,
 বলে আমি গোপ মেয়ে বসত ব্রজেতে।।
 পতি বিরদিনী মণি আমাদের ভ্রাতৃগৃহিনী, সুমন্ত্র জানি এই
 উপকার কর মণি বধুর প্রতিকার।
 যত তীর্থবাসী মুনি ঋষিবর বলিবে তোমার কীর্তি ত্রিসংসার।।
 তীর্থবাসী যোগী ঋষি সদাচার ভালবাসি পদ আশ্বাসি
 বিক্রীত শরণাগত আশ্রিতদাসী, জেনে মনে নিজগুণে কর উপকার
 জানি বেহিত যে হয় বিহিত বলে উচিত কার্য সারে ধার।।

মান-বিদেশিনী—১নং মাধব (ময়রা)

সামান্য মান রমণীর মান ভাঙ্গিতে হৃষিকেশ।
 হয়ে ছদ্মবেশ ত্যজে কৃষ্ণ মনমোহন বেশ, সাজিলেন হরি
 বিদেশিনীর বেশ, গুন্ গুন্ ধ্বনি করে বীনাতে ধারা বয়
 চক্ষেতে মরি হয় গো, অনাথা উন্মত্তা যেমন, রাই রাই বলে
 করে রোদন কেন্দেছিল সীতা যেমন—

একবার রঙ্গ দেখে রঙ্গ ছলে রঙ্গদেবী রাইকে বলে, কথার
কৌশলে দেখলাম যেমন প্রভাতকালে উদয় পূর্ণ চন্দ্রিমে।
কেন্দ্রে কোন বিরহী এসেছে তোমার আশ্রমে।।
এলোথেলো এলো কেশে কাদের মেয়ে কি মানসে হয়ে অপমান
কেন এমন বেশে বনে এসে করে বীণার গান, কে দিয়াছে বনবাসে
এমন সোনার প্রতিমা
কি ভ্রমে কি মনভ্রমে অরণ্যে ভ্রমে, চঞ্চল যেমন খঞ্জন পাখী,
ছল ছল দু'টি আঁখি, ওগো রাইগো নিতান্ত ও দুখিনী নয়
সর্বাস্ত ওর সুবর্ণময়, হইয়াছে রাজ পথে উদয়, যেন রাজ
লক্ষ্মী এয়ে বিরহী নয় বিদেশিনী, দেখ দেখি রাই কমলিনী
সহজ নয় ধনী।
মন ভুলালে মন মোহিনী দেখিয়ে রূপে ভঙ্গিমে।
ধনী যায় যায় যায় চায় কেন তোর বদন পানে ফিরে।
কাল মেঘের বরণ রূপের কিরণ বীণায়ন্ত্র করে।।
কি ভাব ধনীর মনে হয়েছে উদয়, আবার সুক্লভাবে
ডাকলে বাক্য নাহি কয়গো,
দেখায় আঁখি ছল ছল দুঃখেতে দুর্বল, যাচ্ছে নয়ন ঠেরে।।
কোথা হতে এলো নারী বলগো আমায় তাই।
নয় সহজ নারী আমরা নারী চিন্তে নারি এমন নারী কখন দেখি নাই।।
নারীর ভাব দেখে আজ ভাবি তাই, আমরা নারীগণ সবাই,
ও গো রাই গো আর কি তোরে বলব প্যারী, গোকুলের
বাস পরিহরি, মনে বাঞ্ছা করি নারীর সঙ্গে যাই।
যেমন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী তেমনি ধারা বিদেশিনী,
হোক ও গো রাই, মনে করি করি সদা ভঙ্গিমে নয়
সুঠামে।।

মান-বিদেশিনী—২নং মাধব (ময়রা)

বললে প্যারী ও নয় নারী কপট ভাবিকে।
কপট কইরে সন্ধান মনেতে, হয় এই মান, এই কথা রাই
বললি আমাকে।।
প্যারী গো তোর কথা শুনে আমি তাই ভাবি মনে, ওগো রাই গো,
মনে ভেবে দেখলি ধার্য, যে কৃষ্ণধন জগৎপূজ্য, এমন ধনে করালি
তাজ্য মজে ছার মানে।।
ও রাই যে মানে ত্যজিলি মাধবে, এ মান তোর কয়দিন রবে,
দেখলি না ভেবে, মান যাবে, শেষ প্রাণ যাবে রাই ঘটাল
আজ একি দায়।
ও রাই চিনলি যদি কি বিধি তাই করবি বল আমায়।
তাজে কৃষ্ণ পীতবসন, পরেছে রাই নারীর ভূষণ, তোরে ভুলাতে,
সেজে কপট নারী কখন হরি বীণাটি হাতে,
চলেছে ব্রজের পথে রাই বলে বীণা বাজায়।

দেখগো বঁধুর চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়।
 মন জ্বলে প্রাণ জ্বলে প্রাণ জ্বলে এই দুখে ও তোর অভিমান
 দেখে, ওগো রাই গো, থাকিসনা তুই মান বিষাদে, চক্ষে
 দেখে কালাচাঁদে, মনের কথা মনের খেদে বললিনে ডেকে।।
 ও তোর মানের দায় ধরে পদে, গিছেন হরি সেধে কেঁদে নিকুঞ্জ হতে,
 এসেছে তোর মন ভুলাতে ক্ষমা দে মান এ সময়।
 ও রাই ছাড় ছাড় (ছার?) মান আনগো ত্বরায় শ্যাম বন্ধু কি ডেকে।
 বন্ধু যায় যায় আবার চায় ফিরে চায় অঞ্চলে মুখ ঢেকে।।
 রসিক নাগর করে ধরেছেন বীনে, তবু জানেনা বিনে রাধানাম
 বিনে গো ২, চেয়ে দেখ দেখি গো রাই, কি ভাব দেখতে
 পাই, বলব কি অধিকে।।

গোষ্ঠ—অভিমন্যু অজ্ঞাত

বুহচক্রের নিমন্ত্রণ দিল এসে কুরু দলেতে।
 শুনে তায় যুধিষ্ঠির আজ্ঞায় অভিমন্যু রণস্থলেতে।।
 হায় বুহচক্রে প্রবেশিল, সপ্তরথি ছুটে এল, ঠেকিল তখন
 অন্যায় যুদ্ধেতে, হায় সর্ব অঙ্গ ছিন্নভিন্ন যেদিকে চায়
 সেই দিগশূন্য, বানাঘাতে অভিমন্যু পড়লেন ধরাতে।
 ক্ষণেক পরে চেতন হয়ে ভাবে নিরুপায়, উদ্দেশ্যেতে মনের
 খেদে বলে কইরে করুণা
 আমি ভাবি মনে আজ বুঝি প্রাণ রক্ষে হবেনা।
 আমারি বিপত্তি কালে পিতা আমার কোথায় রইলে, দে ওহে
 দরশন, হলো সপ্তরথীর হাতে ঠেকে অকালে মরণ, আমার
 এ আসন্নকালে, বৈকুণ্ঠনাথ কোথায় রইলে, নরাদম পাতকী বলে,
 চরণ ছাড়া কইর না।
 অধম জেনে করুণাময় কর করুণা।
 হায় পড়ে লোকে বিপদকালে, ডাকিলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ বলে,
 অবহেলে ঘোচে যমের ভয়, মরি হায়, আমারে
 বিপদে অদ্য, দেখা দে ওহে শ্যাম নীলপদ্ম, ঠেকে রেখে
 শ্রীপাদপদ্ম যাইহে যমালয়।
 লোকে বলে কৃষ্ণ তুমি পাণ্ডবের সখা, একবার এসে
 দে ওহে দেখা, আর তো দেখা হবেনা।
 এই লেখা ছিল আমার কপালে।
 হলে অকাল মৃত্যু রণস্থলে।।
 দুষ্টের হাতে ঠেকে আমার প্রাণ যায়।
 কেহ এসে দেখা দিলনা আমায়।
 অভাগিনী মায় শুনতে যদি পায়, প্রাণ ত্যজবে জননী হা পুত্র বলে।
 অদৃষ্টে যা লেখা থাকে কভু খণ্ডে না।
 জানলেম সার প্রাণেতে বাঁচাভার মায়ের সঙ্গে আর দেখা হলনা।
 হায় যুদ্ধে আমি আসার কালে, মা আমাকে নিয়ে কোলে,
 বলেছিল যুদ্ধে যেওনা ২ তার প্রতিফল পেলেম ভাল,

যুদ্ধে এসে জীবন গেল, মাকে দেখলাম না।।

গোষ্ঠ মাধব

প্রভাস যজ্ঞ করবেন কৃষ্ণ ভেবে তাই মনে।
 দেখে সত্তরে পত্র দিয়ে নারদ মুনীয়ে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীবৃন্দাবনে।।
 শুনে রাণী যজ্ঞের সমাচার বলে গোপাল কই আমার মরি হয় গো
 সঙ্গে নিয়ে ক্ষীর ননী, হলো যেন পাগলিনী, আস্তে আস্তে
 নন্দরাণী হলেন আশুসার।
 গিয়ে উপনীত সেই দ্বারকাতে, দ্বারী এসে ধরে হাতে করে
 নির্যাতন কেঁদে কেঁদে রাণী তখন গোপালকে ডেকে বলে।
 দেখা দে রে গোপাল এই কি লেখা ছিল কপালে।।
 নারদ মুখে বার্তা পেয়ে আস্তে আস্তে এলেম ধৈর্যে
 প্রভাস যজ্ঞেতে, গোপাল এ দুঃখিনীর যা ছিল তা
 হইল ভাগ্যেতে, জীবন যায়রে দ্বারীর হাতে, এসে এই প্রভাসের কূলে।
 দেখতে তোরে গোকুল ছেড়ে এলেম সকলে।।
 একবার কৃষ্ণ আয়রে কোলে আয়, কষ্ট দিস্না আর আমায়,
 ওরে বাপরে এসেছি তোর যজ্ঞের দ্বারে, সদ্য দধি মাখন
 কইরে অঞ্চলেতে এনেছিরে খাওয়াতে তোমায়।।
 আমার অঞ্চলেতে বাঁধা আছে, দেখাই যদি দ্বারীর কাছে,
 দ্বারী দেয়না দ্বারে যেতে, করে মানা সেই দুঃখে প্রায় যায় জ্বলে।।
 একবার আয় আয় আয় আয়রে দেখা দে রে রতনমণি।
 আয়রে কমল আখি চক্ষে দেখে চন্দ্রবদন খানি।।
 শত বৎসর গোপাল তোরে হারায়, আমি থাকি পথপানে
 নিরখিয়েরে ২ দিয়ে যজ্ঞের সমাচার আনলি বাপ আমার বধিতে জননী।।
 এত কষ্ট দিলি কৃষ্ণ এনে দ্বারকায়।
 আগে জানিনে এত যে বাপ ছিল তোর মনে, এনে গোপাল বধবিরে আমায়।।
 একে তোমার শোকে জ্বলে প্রাণ থাকি মৃত্যু মান সমান, ওরে বাপরে,
 একদিন ছিলাম বেঁধে তোরে, তার প্রতিফল আজ আমারে, দিলি এনে
 যজ্ঞদ্বারে করলি অপমান।।
 যদি এ হতে বাপ প্রাণে মরি একবার তোরে চক্ষে হেরি, সেও আমার ভাল
 জীবন গেল তাও ক্ষতি নাই, যদি পুত্র পাই কোলে।।

বিচ্ছেদ (সারসপাখী)—১নং নবীনচাঁদ

কি ভেবে অন্তরে দাঁড়ায়ে রলে অন্তরে ওহে নিঠুর নিরদবরণ
 বহুদিনের পর এ দাসীরে মনে করে যদি এলে নাথ এসো বসো
 আমার হৃদ মাঝারে, শুনহে মদন মোহন হৃদিপদ্মে করি শ্রীপাদপদ্ম
 ধারণ, মনের বাসনা রাখবেনা আর এ পাপ জীবন।
 শ্যাম পদ সম্পদ বিনে আমার আছে কি ধন।।
 বন্ধু আমার মত আছে কত রমণী তোমার ও হে জরধর ২
 তুমি একমাত্র আমার ও যেমন সেই দিনমণির আছে কত কমলীনী
 কমলীণীর দিনমণি বিনে নাহি আর, তোমার পথ চেয়ে আছি
 দাঁড়াইয়ে, হওনা দেখা দিয়ে অদর্শন।

কৃষ্ণ প্রেম বিচ্ছেদে উচ্ছেদে শ্রীরাধে ভাস্তকায়।
 সারস পাখীর ধনি, শ্রবণ করে ধনি বলে শ্যাম বাঁশরী বাজায়।
 অমনি রঙ্গিনী সঙ্গীণী সঙ্গে উদ্ধাদিনীর প্রায়, কুঞ্জে ধেয়ে যায়, ২
 চকিত নয়নে চায় ও হেরে না জরধরে ভেবে শ্যাম জলধরে
 নয়নে না জল ধরে ধরায় মুচ্ছা যায়।
 বলে চেতন হয়ে পুনঃ নিরখিয়া এসো হে দাসীর কুঞ্জে হৃদয়রঞ্জন
 আমার অন্তকালে হৃদকমলে দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ কানাই।
 বাঙ্খা নাই অন্য বাঙ্খা নাই হে হরি, কালে কালে যেন ঐ চরণ পাই।
 যদি এসো প্রাণসখা এ দাসীরে দিলে দেখা বাঁকা রূপে বাঁকা সখা
 তোমারে রাখি হৃদকমলে এই ভিক্ষা চাই।
 একদিন মানে ভরে করলেম শ্যাম তোমারে অপমান।
 তাই কি মান করে কাঁদাতে আমারে অপ্রমাণ করলে অভিমান।।
 বন্ধু এ ত্রিলোকে নারীলোকে করে অভিমান, সে মানের সম্মান ২
 রক্ষা করেন ভগবান ও পুরুষ হয়ে মনে মানে, উঠলে
 গিয়া মান বিমানে, দেখালে মান মূর্তিমনে, নারীর বিদ্যমান।।
 দাসীর রাখ সম্মান কালশশী হে প্রাণ নিয়ে মান ভিক্ষা দাও ধরি পায়।

বিচ্ছেদ (সারস পাখী)—২নং সীতানাথ (মুখোপাধ্যায়)

ওগো প্রাণ সখি বিনে সেই কমলআঁখি জীবন রেখে কি ফল আছে।
 আমার প্রাণ অন্ত হলে তোরা দিসনে জলে দেহ দাহন করিসনে
 বেঁধে রাখিস তমাল ডালে, শ্যাম এসে শুধায় যদি
 বলিস তোরা হয়ে রাখার বিচ্ছেদ ব্যাধি জীবন সমাধি তমালে ঐ বাঁধা আছে।
 বুঝাইয়া বলিস্ তোরা আমার বন্ধুর কাছে।
 আমার মৃত দেহ হেরে বন্ধু যদি শিবের প্রায় স্কন্ধে করে লয় ২
 আমি তাইতে করি ভয়, ও যে অঙ্গে চন্দন অর্পণে, কত ভয় বাসি মনে,
 এ ভার সহ্য তার কেমনে করিবে শ্যামরায়
 এ কি বললে সখি এ নয় কমলাখি জলধর।
 তোমার কথা শুনে জ্বলে মন আগুনে থর থর কাঁপে কলেবর।
 নব জলধর জলধর জানে, কি করিলাম হায়, ভেবে প্রাণ যায় ২
 সখি কি করি উপায়, ও যেমন ধারা তেঁষ্টাতুরে, মৃত্যুতেষ্টায়
 জল জ্ঞান করে, জল পেয়ে প্রাণে মরে আমার তরুণপ্রায়।।
 দুঃখ কইতে ২ সেইগো আমার থেকে পড়ে মনে।
 সখিরে প্রাণ সখিরে ওঠে সিদ্ধু সম দুঃখ সেই কেমনে
 মরিব বলে প্রাণ সখি তাতে আমি নয় অসুখি।
 ব্রজে এসে কমলাখি ও যার বিরহ যাতনা সবেনা প্রাণে।
 এনে প্রাণ কেশবে তোরা বলিস সবে বিবরণ।
 তোমার প্রাণাধিকার প্রণয় সাধিকার রাধিকার হয়েছে মরণ।
 সখি গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বিধান নিদানে বলে বিধির
 বিধানে, ও আমার আসন্নকালে, নিয়ে সেই যাবি জলে,
 শ্রীকৃষ্ণ নাম কর্ণমূলে বলিস যতনে।
 কৃষ্ণ বিচ্ছেদানে আমার জীবন জলে, এক্ষণ জীবন জীবন যাচে।।

ভাণ্ডার—১নং

অজ্ঞাত

বসতি কোন দেশে নবীন রাখাল বেশে কি উদ্দেশে ভাণ্ডারে।
 রাজা কংসের দূত এসে থাকে নিত্য ২ সকালি লাভ করেছে পঞ্চত
 তুমি আইজ কিসের তরে আমার বেশ ধারণ করে বাঙ্কলে আমায় করে,
 বন্ধন জ্বালাতে প্রাণবিদরে আর তো সয়না প্রাণে।
 সহেনা এ যন্ত্রণা তাহিতে ভাবি মনে।
 কোমল চূড়া বাঙ্কা কোমলে কোমল গুঞ্জছড়া, কমলে ঘেরা কমলে
 ও কমল করে কমল বাঁশী, কমল মুখে কমল হাসি,
 কমল মুখে রাইরূপসীর নাম কেন বলে।
 তুমি কোন কমলমুখীর নামে বাজাও বাঁশী কও শুনি তাইপ্রকাশি চন্দ্রাননে।
 রাই বলে বাজায় বাঁশী কৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়ে।
 সেই ধ্বনি শুনিলে রাজনন্দিনী আকুল মনে ব্যাকুল হয়ে।
 রাসেশ্বরী রাসবিহারীর বেশ, অনুরাগের ভরে ধারণ করলে অবশেষ,
 ও প্রফুল্লতা হয়ে চিত্ত, গৃহ হইতে তুলে গাত্র, ভাণ্ডার করিতে
 পবিত্র ঐ বেশে করলে প্রবেশ।
 নিজ অঞ্চলে বাঙ্কলে গিয়া কালাচাঁদে, বিষাদে বলে কৃষ্ণ ভ্রান্ত মনে।
 তোমায় কোথায় যেন দেখেছি।
 সে ত এরূপ নয় তাহিতে সন্দ হয়, মৃগনয়নের ভাব দেখে বলছি।
 তুমি কি সেই সেই, কি তুমি, নাম আমি ভুলেছি,
 যদি তুমি সেই হও হেসে কথা কও, তবে তো প্রাণে বাঁচি।
 করেছি কি অপরাধ আমি তোমার কাছে।
 এ শাসন, কর কিসের কারণ, দেখাও কি নিদর্শন আছে।
 করে কি বাসনা মনেতে, যেন তব্বরের প্রায় বাঙ্কলে
 আমায় করেছে, ও দায় পড়ে তোর পায় ধরি,
 আর যাতনা সইতে নারি, ছেড়ে দে মোর করের ডুরি
 নইলে মরি প্রাণেতে।
 আমি সামান্য বন্ধনেতে না হই বন্ধন, প্রেমডোরে আছি বন্ধন রাইচরণে।

ভাণ্ডার—২নং

অজ্ঞাত

রাখে কপট বেশে ভাণ্ডারে এসে দাসে আর বেধনা।
 আমি চিরদিন বাঙ্কা আছি তোমার প্রেমে, এ দেহ বিক্রীত
 জয় রাধা নামে, দাসের দোষ ক্ষমা করি, নিজরূপে দেখাও প্যারী,
 যে রূপ বাঙ্কা করি, হব সেই রূপে গৌর হরি, দাসের এই বাসনা।
 নইলে প্রেম ঋণ হইতে মুক্তি আর পারবনা।
 একদিন সুবল বেশে শ্রীরাধে আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াল
 প্রেমসাধে, ও সেইদিন হইতে আছ জ্ঞাত, আমি তোমার অনুগত,
 আইজ হইতে রাই জন্মের মত, বাঙ্কা তোমার শ্রীপদে।
 নিজদাসের দোষ ক্ষমা কর ওগো প্যারী,
 নইলে আজ প্রাণে মরি যে যাতনা।।
 ছল করে ছলের কথা আমায় বল্যে শুনে।
 বৃদ্ধ বেশ নবীন রাখালের বেশ আমার মন ভূলাবে বলে।

তপ্ত কাঞ্চন জিনি বর্ণকায়, সে বর্ণ বর্ণিতে কোন বর্ণের সাধ্য হয়,
ও বর্ণ হেরে বর্ণ হারে, সেবর্ণ বর্ণিতে নারে, এই বর্ণ
সেই বর্ণ ধরে, বর্ণনা বর্ণিব পায়।
যদি পাই উপায় করব উপায় সেই কালেতে
নইলে আর বিষাদেতে প্রাণ বাঁচেনা।
রাধে ও বেশ তোমায় সাজবেনা।
ডেকে রাধারূপ অঙ্গে কাল রূপ নিজ দাসের রূপ, বিরূপ হইওনা।
যে রূপেতে ঢাকবে এরূপ, সেরূপ কেন দেখাওনা।
আছে যে বাসনা মনে, জানি মনে মনে অন্তরেতে দ্রাস্ত হইওনা।
করলে কি কমলমুখী স্বভাব কেমন
পুস্তলী এ কোন প্রেম পুস্তলী, বাধিবে কি আর বাধা আছি
থাকি চিরদিন এক সঙ্গেতে, ও নিত্যময়ী নিত্য কর মনেতে,
ও বিশ্বরূপে আমি যখন, বটপত্রে তুমি তখন,
ভেসেছিলাম আমরা দুজন, ক্ষিরোদ সিদ্ধ জলেতে।।

মান-রাবণ—১নং অঙ্কাত

বাঁকাশ্যামহে শ্যাম এই বৃন্দাবন ধাম বৃষ্টি ছাপরে রামলীলা হৈল।
একবার শুনেছি ত্রেতাযুগে রাবণ যেমন ধরে যোগীর বেশ,
করেছিল সীতে হরণ, তেমনি আইজ ব্রজপুরে মানরাবণ সেইবেশ ধরে,
আজ তোমার শ্রীরাধারে সে ত হরে নিল।
প্রেম সাধেতে বিধাতা কি বাদ সাধিল।
বনে স্বর্ণ মৃগ চক্ষে দেখে, সীতাকে রাম বনে রেখে
কুটীর থেকে করিলেন গমন, ও সেই মারিচ বধিবার কারণ
নারীর বুকে প্রমাদ হৈল, নিশাচর কাল হৈয়ে এলো,
শেষে সীতা হরে লয়ে গেল রেখেছিল অশোকবন।
চন্দ্রাবলীর কারণ শ্যাম তোমার ভাগ্যেতে এখন,
বাসর শয্যাতে বিচ্ছেদ আগুন বন্ধু জ্বলে উঠলো।
দেখে শ্রীকৃষ্ণেরে ভঙ্গি করে বৃন্দা কয়।
সুখের নিশি ভুঞ্জে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, রাধার কুঞ্জে চন্দ্রেন অসময়।
তুমি গেলে রাধার নিকুঞ্জবন, বিরোধ হবে নীরদবরণ
যুগল মিলন হওয়া অতি ভার, তোমায় তাই বলিহে বংশীধর,
সীতা উদ্ধার করে আনত্রে অশোকবনের তত্ত্ব জানতে,
হল রঘুনাথের যেমন চিন্তে, তোমার চিন্তে সেই প্রকার।
নিশি জাগরণে নৈরাশা রাই হয়ে মনে মনে,
সীতাসতীর প্রায় অশোক বনে, তোমার প্যারী রলো।।
হল অঘটন সব ঘটনা।
এখন মধুর প্রেমেতে ব্রজ ধামেতে, হল একি যন্ত্রণা হে।
রাধার প্রাণে ব্যথা দিয়া, এলে সুখের নিশি পোহাইয়া, প্রভাত সময়ে।
তোমায় বলি তাই বলি এ যে সকলি চন্দ্রাবলীর মন্ত্রনা হে।
বন্দীক মূনির লেখন সীতাহরণ অরণ্যে।

দেখি তেমনি এখন মধুর শ্রীবৃন্দাবন, উভয় রোদন বিচ্ছেদের জন্যে।
সীতা অশোক বনে বৃক্ষমূলে শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধকূলে,
শোকাবুলে দুইস্থানে দুইজন, ভাবে কবে হবে দরশন,
বৃন্দাবনে বংশীধারী সেই দশা হে :
দুইজন্যার বহে নয়নেতে ধারা বারি, দুঃখে সদায় পড়ে মন।
বিচ্ছেদ মনাওনে প্যারী জ্বলে কুঞ্জ বনে, বন্ধু আজ তোমার সেই
অন্তরে তাপিত প্রাণে দহিল।

মান-রাবণ—২নং অঙ্কাত

বাঁকাশ্যাম হে শ্যাম হয়ে শ্যাম রাপে রাম রাধায় উদ্ধার আজ কর এক্ষণে।
প্যারী বনেতে চাঁদ মুখ ঢেকে নীল বসনে, বিরোধ মনেতে আছে বিচ্ছেদে
অশোক বনে, প্রেম যুদ্ধের সজ্জা কর, প্রেম ধনুক করে ধর,
মানরাবণ ধ্বংস কর গিয়ে কুঞ্জবনে।
করতে পার শ্যাম যা মনে কর যখনে।
তুমি নীরদবরণ কিরদবাসী লক্ষ্মীরূপা রাই রূপসী
আমরা দাসী সব ব্রজাসনা, বলতে পারি কেন বলবনা,
যদুকূলে জন্ম নিয়ে গোপাল হয়ে নন্দালয়ে,
আবার নন্দের বাধা মাথায় নিয়ে, পুরাও নন্দের বাসনা।
গিয়ে গোষ্ঠে চরে রাখাল রাজা নামটি ধরে,
খেলে রাখালের উচ্ছিষ্ট সেই গহন বনে।
দুর্জয় মান রাবনে নিধন কারণে চিন্তা নাই।
এই ব্রিজগৎ ময় তোমার যা মনে হয় শ্যাম দয়াময় করতে পার তাই।
ওহে শয্যা করে ভূজসৈতে, কিরদশয়ী কিরোদেতে
অযোধ্যাতে হলে অবতার, তুমি আপনি রাম রঘুবর,
পিতৃ সত্যে গিয়ে বনে, বিনাশিয়া দশাননে,
আবার মিতা বলে বিভীষণে, দিলে লঙ্কায় রাজ্যভার।
তোমার অপার লীলা জলে শিলা ভাসাইলে
সাগর বেঞ্চে তায় পার করলে যত বানরগণে।
বন্ধু এ ভার তো নয় অধিক ভার।
অচল গোবর্ধনে ভার ধরে একবার প্রাণ বাঁচলে গোপীকার হে।
অনন্ত রূপে ধরনী তুমি ধরেছো হে, চিন্তামণি
জানি তাও জানি লীলে ত্রেতাযুগে তায়ে।
জটাভার মাথায় আজই হতে হয় তেমনি প্রকার হে।
রাধার অভিলাষে মহাবাসে বাঁকাশ্যাম।
হয়ে আপনে হরি হরিময় হরি পূর্ণ করলে গোপীর মনস্তাম।
মজ্জে পরপতির সঙ্গ পাপে, যে অহল্যা পতির শাপে
মনস্তাপে ছিল পাষণকায়, তুমি দয়া করে দয়াময়,
শ্যামল বরণ কোমল কায়া, এমনি তোমার অপার মায়া,
আবার দিয়ে অভয় পদছায়া, মানব কায়া করলে তায়।
ঐ নাম জপে তুণ্ডে প্রহ্লাদ বাঁচলো অগ্নীর কুণ্ডে
গেল অজামিল বৈকুণ্ঠে ভক্তিগুণে।

ভবানী রামকমল

করেছি সুমঙ্গলা ওগো তারিণী মলে শত্রু হবো
 আমি তোমার পুত্র লিখেছেন শিব তন্ত্রসারে ব্যক্ত ভূমমণ্ডলে
 তুমি শত্রুভাবে মহিষাসুর হাতে চরণ দিলে
 যুদ্ধ করে তেমনি ছলে শত্রু বলে অস্তিমকালে
 দিলে হৃদকমলে শিবের মত আর ছাড়িব না
 তারা তোমারে কোন ক্রমে সাধনা করিবনা।
 মা শুনি রামায়ণে আছে ব্যক্ত তারা বাম্বীকি মূনির বরে উক্ত
 দুর্গা ভক্ত ছিল পেয়ে দশরথ তারা মা গো ও মা
 দাড়াইয়া লঙ্কেশ্বরে রণস্থলে কই মা তারে সদয় হলে
 সবংশেতে বিনাশিলে আপনি রামচন্দ্র।
 রামে পরম শত্রু রাবণ লিলনা পেয়ে রামের শরণ ও গো তারিণী
 মরে রামের বানে মুক্তি পেলো রাব্বস জনম আর হলোনা।
 মা ভক্তিভাবে যে করে মা সাধনা তোমার।
 নাই তার উপায় নাই তার উপায়, তুমি রাখনা পায়
 তার উপায় করেছি এবার।
 মা তারা মায়ের ধর্ম নয় ... তারা মা বলে সেই মহীরাবণ
 তোমার চরণ পু ... দিবানিশিতে তারা মা গো মা ...
 প্রাণে চেলেনা সে ভক্তের পানে দেখলে তারা মা বলে যে ডাকে তারা
 তারে দয়া হয়না তারা ... পাষাণী তুমি পাষাণী
 নিলে ভক্তের ভাগ্যে নাই করুণা।
 ভক্তিভাবে তোমারে মা যে পূজেছে।
 দেওনা দেখা দিনে দিনে ধনে প্রাণে ...
 সত্যকালে সুরথ রাজা বলি দিল ...
 ও গো মা তারা ব্রহ্মময়ী।
 ও তার অস্তিম সময় হলে না সদয়
 যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছ প্রকাশ আছে।।
 মা শত্রুভাবে যে ভাবে মা তার হও সাপক্ষ।
 ভক্তিভাবে যে জন ভাবে ভবানীবে গো মা, মা তুমি হও তার বিপক্ষ।
 মা তুমি গোধিকা যখন হলে, শুনি কালকেতু সেই ব্যাধের ছেলে,
 শত্রুভাবে যে তোমায় হাতে পায়, তারা মা গো মা ২
 তারে শত্রুভাবে সদয় হলে, আপনি ধন বয়ে দিলে,
 গুজরাটের রাজ্যে দিলে
 তারা মায়ের ধর্ম এই কি তারা পুত্রের ফিরে চাওনা তরাও
 ভেবে চরণ অস্তিম কালে কত মার দিবে যজ্ঞা।

অক্ষুর সংবাদ

অজ্ঞাত

বারণ করি তোরে যাইসনা বৌ ঘরের বাইরে মণি চুরির ভয় হইয়াছে।
 শুনলেম গোপনে সব গোপনমণী তারা বলতেছে এলো
 চোর নাম তার অক্ষুর মূনি, রমণীর শিরোমণি ও সেই রমণী তোর
 যে মনী শিরমণি সেরা সে মণি মূনি চুরি করে পাছে।

জেনে তাই বলতে এলাম ও রাই তোমার কাছে।
ও শোন বাজে ভেরী নন্দের পুরী শ্রীনন্দের রাণী শুনে সেই ধ্বনি ২
অমনি শ্রীনন্দের রাণী ও মনে অতি সঙ্গ করে, গোপালে সন্ধান করে
লুকায়ে রেখেছে ঘরে নন্দের নীলমণি।
দেখতে ধার্মিক মুনি, চোরের শিরোমণি না জানি কার কপালে কিবা আছে
শত্রু করতে ধংস যজ্ঞ করেন কংশ রাজনে।
কংসের আজ্ঞামাত্র নিয়ে যজ্ঞের পত্র অজুনের যান শ্রীবৃন্দাবনে।
অতি ভাগ্য মেনে অজুনের মুনি প্রফুল্ল মনে দেখতে শ্যাম ধনে ২ চলমেন
প্রফুল্ল মনে ও চিন্তামণির চিন্তা করে উদয় মুনি ব্রজপুরে,
চোর চোর বলে শব্দ করে রমণীগণে।
শুনে সেই সব ধ্বনি কৃষ্ণ প্রেমবাदिनी ভঙ্গীতে কুটীলা কয় রাধার কাছে।
ও ওই যাসনে রাধে জল আনিতে কালিন্দী যমুনার ঘাটে।
রাধে গো ২ গেলে কি জানি ঘটে তোর ভাগ্যে ঘটে।
কোথা হতে এসে চোর ভাঙ্গিল মনের অগোচর,
হলে চোরের নয়ন গোচর গৌরব রবে আর তোমার এ যাবটে।।
মনে নাই কোন দ্বেশ ভাল দিলাম আদেশ তোরে রাই।
চেতন থাকলে তাতে ভেবে দেখ মনেতে জাগিলি ঘরেতে চুরি নাই।।
বড় দেখতে বাহার মণিময়হার ছিল যার গলে রেখেছে খুলে ২
যে হার ছিল যার গলে, ও সর্বক হয়েছেন সবাই, তাহাতে আমি
তোরে জানাই, প্রভাতে আজ কি জান রাই ঘটে কপালে।
বড় লেগেছে গোল চোরে চোরে চোরা তগো তাই বলি তোরে
নিয়া সন্দ আছে।

কালনেমির কবি—১নং অজ্ঞাত

আমি মরুত পুত্র মারতি হই আমার নাম জগতে প্রকাশ।
করি সীতানাথের শ্রীপাদপদ্ম আরাধ্য বনবাস হয় আমার নিবাস।।
আর বিপদভঞ্জন পলেন বিপদে সেই দুখে দুখী সকলে
আমরা সব অনুগত শ্রীরামের পদজীত থাকি পশুকুলে
মঙ্গল মত রামের মঙ্গলে।।
দেখি ছদ্মবেশে কি উদ্দেশে তোমায় দেখে শুনে ভাব
লক্ষ্মণে সন্দ হচ্ছে মনেতে।
কে তুমি সম্যাসী গোসাঁই আজ দৈবে দেখা হইল ঠাকুর তোমার সঙ্গতে।।
রাবণের শক্তিশেল বানে আজ লক্ষ্মণ ঠাকুর অচেতনে আমি
যাই ঔষধের কারণ ... আমায় পাঠায়েছে জগৎপতি
কমল নয়ন, কর এই আশীর্বাদ পারি যেমন লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচাতে।
আর দেখে তোমার ভঙ্গিভাব ভাবছি মনেতে।।
তুমি কতকাল এই পর্বতে স্থিতি, কত দিন করতে আছ ধ্যান, চন্দ্ৰেম
ঐ সরোবরে, আসিব শীঘ্র করে, তুমি ত্বরায় করে আগে মোরে, এনে
দাও জল পান।।
হল ব্রহ্মকুলে জন্ম যে তোমার তুমি স্বীয় ধর্ম করছ প্রচার,
ধর্ম রক্ষ করিতে।।

ঠাকুর আজ পূর্ণ কর মনের আশা। স্বকার্য সাধন হলে জানবে তোমার
ভাল বাসা।।

আর মায়া করে যদি তুমি ক'রে থাক ছল, তবে পাবে প্রতিফল,
মরি হায়রে—তবে আর আমার হাতে কইরনা জীবনের আশা।।
বল কোন ঠাকুরের ছেলে হও তুমি আমারে বল বিবরণ।
সুধেনের আজ্ঞা মতে, যেতে হবে ঔষধ আনতে, এইনিশি
থাকতে যেতে হবে সে গন্ধমাদন।।

কালনেমির কবি—২নং অজ্ঞাত

আমি ছেন করিতে গিয়েছিলাম জেনে এসেছি বৃন্তান্ত।
ছিল গন্ধকালী কুস্তিরিনী সেই জলে তার মুখে শুনিলাম তদন্ত।
শুনি রাবণ রাজার মামা হও তুমি কালনিমি করে এলি ছল,
প্রতিফল হাতে হাতে দিব তোর এক্ষণেতে, হল রাবণ রাজার মন্ত্রণাতে,
অকালে তোর কাল।।
ছিল মন্দোদরী সতী নারী তুই মামা স্বপুত্র, হইয়ে অসুর
কসুর কিছু কলিনা।
শোন বলি ওরে বান্ধমা তোর দিঘ আশা মর্গে যাবে ভাগ্যের ঘটনা।।
লঙ্কাপুরের অর্ধেক নিবি, তোর ভাগিনা বধুর খাবি মনেতে
ছিল আয়োজন, তোরে এক্ষণে পাঠাব আমি কৃতান্তের ভুবন, এলি
যাত্রা করে জন্মের মত ফিরে যেতে হবেনা।
মনের আশা কিছু তোর পূর্ণ হলনা।।
তুমি রাবণ রাজার আহুদা মাতুল, কামজ্বালায় হয়েছে বাতুল
ভাগিনা বৌর রঙমহলে রঙমহলে দিবি মোমবাতি জ্বলে, ও তার আঁধার
কৌঠা আলো হইলে ঘটাবি প্রতুল।।
তোরে বারে বারে বন্দাম আমি ও তুই কামজ্বালাতে মত্ত হয়ে
শুনে কিছু শুনলিনা।।
রান্ধসা মদনেতে মত্ত হয়ে এলি তুই ছদ্মবেশে লঙ্কাপুরে,
ভাগ জোটাইয়ে আর রাবণ রাজার মৃত্যু খবর শুনিলে,
তোমার বাড়বে আনন্দ অপার মরি হায়রে ২ অমনি তোর
রমণীরে পর্বতের পর যাবে লয়ে।
জানি মন্দোদরী রাবণের নারী ছুঁড়ি তোর ভাগিনা বধু হয়,

কংসের কবি অজ্ঞাত

পরিচয় দিল আমায় হে ভোজপতি
শুনে দৈববাণী দৈবকিনির কব দুর্গতি।
তুমি রান্ধা বিয়াই রাখ রাখ শুনি তোমার, একি রাখো ভয়ীর
পরে অগ্নি অবতার দৈববাণী, শ্রবণ করে একি ভাব অদ্ভুত
না মইরে আগে হলে সূত একি দুর্মতি তোমার।
বিয়াইরে তুমি চক্রবর্তী এ প্রবৃতি কেন মহারাজ রান্ধা বিয়াইরে
হারে বিয়াই করলে কি কুকাজ হয় করতে ভয়ীর বিয়ার

গন্ত, হলে তাতে খড়্গহস্ত, কপালে লাগিল আস্ত করলে লুটতরাজ।
 ভোজ বংশের অগ্রমাংশ কংস দুর্মতি, অন্তর তোর পত্তর প্রকৃতি,
 কুল হাসালি কুলাঙ্গার।
 বিয়াইরে তুমি কি করলে ভাই রাঙ্গা বিয়াই অনর্থের
 গোসাই, রাঙ্গা বিয়াইরে ছি ছি তুমি অনর্থের গোসাই হয়
 ভেঙ্গে ফেললে বরণ কুলো, মোরে করলে তুলো তুলো,
 রাঙ্গা বিয়াই রাঙ্গমুলো মূল পদার্থ নাই
 বিয়াইরে তুমি ভোজপতি মারলে জাতি ভেবে দেখ তাই,
 রাঙ্গা বিয়াইরে মারলে জাতি ভেব দেখ তাই হয়
 রাঙ্গা বিয়াই রাঙ্গা টকটক বাক্য যেন আলুনিটক,
 মাকাল ফল বাহিরে চটক, অন্তরেতে ছাই।।
 বিয়াইরে তুমি আপন মরণ করে বারণ বিনাশ পরে,
 রাঙ্গা বিয়াইরে চিরজীবী নয় কেহ সংসারে, হয়
 জন্মিলে তার মরণ, আছে দেহের গৌরব কর মিছে,
 আইজ মরকি মর পাছে শত বৎসরে—

কুজার কবি অঞ্জাত

প্রেমবিলাসী সূৰ্পমনখা পঞ্চবটী ছিল দেখা
 এবার ধনী অষ্ট বাঁকা সেজেছে বেশ টাকার চাকা
 রাঙ্গসীর তাই মনে আছে, স্বাপরে তোমায় পেয়েছে,
 কুজা মাজা করে সোজা সাধ করেছে নাগর রাখা
 ব্রজে ছিলে রাধারমণ মথুরাতে কুজারমণ কি বলব হে
 বংশীবদন সকলি কপালের লেখা, ত্রেতাতে যার কেটেছ নাক
 তার সঙ্গে প্রেম পীরিতের জাঁক ফাক পেলে গোবিন্দ
 তোমায় তারিয়ে দিবে দিয়ে টাকা, যৌবন গেলে প্রেমের আবেশ,
 বুড়াগাজী প্রসবের শেষ, এখন কুজা প্রেমবিলাসীর
 কেবলমাত্র মনরাখা। কংসের দামী ছিলেন ইনি,
 এখনে নাম কুজারাণী মনীর কিবা যৌবনখানি মধুশূন্য মধুর চাকা
 প্রেম বিলাসীর যৌবনকলি তুমি নও তার একা অলি
 গোবিন্দ তাই তোমায় বলি কত ভ্রমরের আছে দেখা।
 রসেরকালে নাগর জুটে, নিয়েছে রসলুটে পুটে,
 শেষকালে বেশ মাগীর ঘটে গোবিন্দচাঁদ গোবুরি পোকা।
 সূৰ্পনখার সাধ পুরিলো স্বাপরে তোমারে পেল,
 ত্রেতায়ুগে দিয়েছিল নাক কেটে তোমার ভাই লখা।

মিলন মদনবালা

- চিতেন — নিকুঞ্জ কাননে সুখে নির্জনে রাইশ্যামের যুগল মিলন হয়।
 পাড়ন — বসে একাসনে অতি সযতনে রসময় সাজায় শ্রীরাধায়।।
 ফুঁকা — লয়ে যতনে রতন কাঞ্জন আভরণ করে শ্রীরাধিকার বেশ ভূষণ
 হয় প্রফুল্লিত মন ও সেই চন্দ্রাননীর আনন হেরে, শ্রীদামের
 শাপ মনে করে, যেতে হবে রাধায় ছেড়ে, হরি তাই ভেবে করে রোদন।।

- মেলতা — হেরে জলধরের নয়নে জলের রেখা বিশাখা মনের দুখে ডেকে বলে।
 মহড়া — ও হে মদন মোহন ভেসে কও বিবরণ কি ভেবে আজ এমন হলে।।
 রাহিকে যতনে রতন ভূষণ দিয়ে সাজায়ে বদন পানে বন্ধু দেখলে
 চেয়ে আবার তার কি আবেশে রয়েছে মৌনাবেশে বল কি
 দুখে বন্ধ ভাসে চক্ষের জলে।
 খাদ — তোমার ভাব দেখে মন দুখে অন্তর জলে।।
 ফুঁকা — যত গোপীকায় শ্রীরাধিকায় সঙ্গিতে করে এলেম যুগল রূপ
 দেখবার তরে, হয় বাসনা করে, বন্ধু আমরা যত ব্রজবাসী
 যুগল মিলন ভালবাসি,
 তবে কেন কালশশী তোমার হাসি নাই চন্দ্রাধরে।
 মেলতা — একদিন মানের দায় পায়ে ধরে ...কৈদেছ, আজ কাদ
 কি বিপদে বল খুলে।
 অন্তরা — হেরি হরিষে বিষাদ কি কারণ।
 হে পীতবসন হলো কিজন্য বিবর্ণ বদন
 মণিমুক্তা অলঙ্কারে সাজায়ে শ্রীরাধারে, তাতে মনের কি
 বিকারে ঝরঝর করে নয়ন।।
 চিতেন — করি এই নিবেদন ও হে মধুসূদন কি দুখে দুঃখেরি উদয়।
 পাড়ন — নাই সে প্রেমের সে ভাব, কেন ভাবের অভাব ভাবের
 ভাব বোঝা বড় দায়।।
 ফুকার — এই ত্রিলোকে যত লোকে করেছে রোদন, হয়ে শোকে
 আকুলিত মন হয় করেছে রোদন, যদি দুখে পড়ে
 করে কান্না, কান্না হইয়ে ... কান্না সুখের সময়
 দুঃখের কান্না, তোমার এমন কান্নার কি কারণ।।

অভিমন্যুর মৃত্যু—অর্জুনের বিলাপ অজ্ঞাত

অভিমন্যুর মৃত্যু কথা কর্ণে শ্রবণ করে অকস্মাৎ।
 অর্জুন ধীর হইল শোকে অহির শীরে যেন হলো বজ্রাঘাত।।
 হয় হা পুত্র হা পুত্র বলে অর্জুন ধরে ভীমের গলে, চক্ষের জলে
 বন্ধ ভেসে যায়, মরি হয় হাতের ধনু তাজ্য করে, প্রণাম ...
 হয়ে ... পুত্রশোকে ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি যায়।।
 ক্ষণেক অচৈতন্য ক্ষণেক চৈতন্য কেন্দ্রে বলে অভিমন্যু আয়রে
 আমার কোলেতে।
 ওরে অভিমন্যু আয়রে আমার দুঃখের কালেতে।।
 আমারি আসন্নকালে, গঙ্গাজল কে দিবে তুলে বসে অবিশ্রাম।
 আমার কর্ণমূলে কে শুনাবে মধুর কুঙ্কমাম, কি দোবে আমারে ফেলে,
 পরলোকে গেলি চলে, পুত্রশোকের আগুন জ্বলে দিলি আমার বক্ষেতে।।
 কে আমারে করবে পালন বৃদ্ধকালেতে।।
 হয় একবার আমায় দেখা দেরে, চন্দ্র বদন দৃষ্টি করে, তোরে
 হেরে তাপিত প্রাণ ডুড়াই, হয় কি সুখে আর
 বেঁচে রব, মনের দুঃখ কারে কব কারে আমি ঘরে নিব এমন লক্ষ্য নাই।
 তোমা বিনে যে দিকে চাই সেই দিক শূন্যময়, কি করি

কোথায় যাব মরি মনের দুঃখেতে।।
 আর কি আমি গৃহেতে ফিরে যাব আমি তোর শোকেতে
 প্রাণ ত্যজিব।।
 আমি যদি বাপ মরিরে এখন, ভীম যুধিষ্ঠির সবে
 হারাবে জীবন, দেও হে দরশন, নইলে বাছাধন, তোর
 শোকেতে আমরা সবাই মরব।।
 রাম শোকে দশরথ যেমন ত্যজল জীবন জানে সকলে।
 সেই প্রকার হবে দশা আমার, এই কি লেখা ছিল কপালে।।
 হায় পুত্রশোকে জ্বলে আগুন, মনে জানে
 মনের আগুন, যদিকে চাই সেইদিগ আগুন, চক্ষে
 জলে শোকের আগুন হয়না নিবারণ।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

গৌরলীলা বিষয়ক কবিগান

স্বল্পবিলাস (গৌরলীলার পূর্বাভাস) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — নিবুঞ্জ মন্দিরে, পুষ্প শয্যাপরে, রাই শ্যামের মিলন।
 পাড়ন — আছে রসিকা রসিকে, উজ্জল রসের সুখে,
 রসময়ের বুকে রসময়ী থেকে, দেখে এক রসময় স্বপন।।
- ফুকার — প্যারী স্বপ্নে দেখে ভুবনমোহন মূর্তি মনোহর,
 কাঁচাসোণার বরণ, অঙ্গের কিরণ, পরম সুন্দর, :
 মুখে হরে কৃষ্ণ হরি বলে, নৃত্য করে বাহু তুলে,
 বক্ষ ভাসে চক্ষুর জলে, ও কার ভাবের মানুষ ভাবান্তর।।
- মিল — রাখার নিদ্রা হল ভঙ্গ, উঠল প্রেমতরঙ্গ,
 প্রেমতরঙ্গে দিয়ে ত্রিভঙ্গের অঙ্গে অঙ্গ, বলে মধুস্বরে।।
- ধূয়া — জাগহে রসরাজ, সুখের নিশিথে নিদ্রাতে আজ, স্বপ্নে দেখলেম পারে।।
- ডাইনা — দেখলেম ঠিক যেমন, তোমার মতন অঙ্গের গঠনঃ
 আবার দেখলেম শ্যাম, আমার মত উহার গৌরবরণঃ
 আর দু'জনে পাছে পাছে, চলেছে নেচে নেচে,
 মধুর হরিনাম যেচে যেচে, জীবের ঘরে ঘরে।
- খাদ — গৌররূপ কি অপরূপ, রূপে চিত্ত হরে।।
- ফুকার — উহার সঙ্গে অনেক সাসোপাঙ্গ হেলে দুলে যায়,
 দেখলেম কেহ কেহ মধুর স্বরে মৃদঙ্গ বাজায়ঃ
 দেখলেম সবার চক্ষে জলধারা, ঠিক যেমন উন্মত্তের পারা,
 কার ভাবেতে মাতোয়ারা, তারা হাসে কান্দে নাচে গায়।।
- মিল — কেহ ধরে কার গলে, ধরায় পড়ে ঢ'লে ঢ'লে,
 কেহ হরি বোল হরি বোল বলে, তারে তোলে ধরে।।
- অন্তরা — উহার গৌরান্বিতরূপ কি অপরূপ, সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়।
 দেখলেম সুরধুনীর কূলে, হরিহরি বলে, হেলে দুলে চলে যায়।।
 দয়ালের শিরোমণি, রসে মাখা তণুখানি,
 আহা যেপথে যায় মধুর ধ্বনি, হরি ধ্বনি শুনা যায়।।
- পরচিতান — স্বপ্নে দেখলেম যারে, বল সত্য করে, তারে চিন কি।
- পাড়ন — কিবে তরুণ অরুণ কিরণ, উহার যুগলচরণ,
 ত্রিলোকরঞ্জন, বঞ্জন গমন, ভুবনমোহন দুই আঁখি।।
- ফুকার — লোকে যা ভাবে তা স্বপ্নে দেখে, শুনি লোকের ঠাই,
 আমি স্বপ্নে যে রূপ দেখলেম সে রূপ, কখনো ভাবি নাই :
 জানি কার রূপে রূপ দিয়ে ঢাকা, কে দিল এ স্বপ্নে দেখা,
 প্রেমরসে একত্রে মাখা, আমি সেই রসেতে ভেসে যাই।।

স্বল্পবিলাস (গৌরলীলার পূর্বাভাস) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বস্নে কলিকালে, মধুর গৌরলীলে, করবে ত্রিভঙ্গ।
- পাড়ন — শোধিতে প্রেমঙ্গণ, সাজবে তুমি দীনের অধীন,
 ধরবে করঙ্গ পরবে কৌপীন, দু অঙ্গ হবে এক অঙ্গ।।

- ফুকার — আমার ভাব কান্তি আর বিলাস নিবে শ্যাম কমলাঁখি,
বিলাস এক দেখে হবে না, যদি যুগল না থাকিঃ
যাবে ধড়া তাজে চূড়া তাজে, মনোমোহন মুরলী তাজে,
নূপুর রবে পদাধুজে, বল তার এমন তপস্যা কি।।
- মিল — তুমি দাসীকে প্রেম দিয়ে, গোকুলে আনিয়ে,
কেন তোমার প্রেম তুমি নিয়ে, ঠেকলে দাসীর ঝগে।।
- ধূয়া — রসিকশেখর হে বন্ধু ! দেশ ছেড়ে বিদেশে যাবে কিরস আশ্বাদনে।।
- ডাইনা — আমার ভাব নিবে, কান্তি নিবে, নিবে বিলাস : আর ত হবে না নিত্যলীলা,
ব্রজে হবে না রাসঃ আমাতে তুমি মিশে, কাদবে সব দেশে দেশে,
ভক্ত দেখবে কি সিদ্ধির দেশে, এসে বৃন্দাবনে।
- খাদ — জীব উদ্ধার ঋণ পরিশোধ করবে কত দিনে।।
- ফুকার — তুমি আপনি হরি, করবে হরি, হরি সংকীর্তন,
করবে অন্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গে, রসের আশ্বাদন :
আর ত হবে না পাপ কলির জিহ্বা, জীবের কি সৌভাগ্য বৃদ্ধি,
স্থূল প্রবর্ত, সাধক সিদ্ধি, বল কোন দেশের কোন আচরণ।।
- মিল — ব্রজে বড় অভাবে, ধরবে ভাব কিভাবে,
মুখে রাধা রাধা ধ্বনি করবে, ভাবের কি সন্ধানে।।
- অন্তরা — হয়ে দণ্ডধারী তাজবে হরি, বাঁশীকে আর দাসীকে।
তুমি ত্রিজগতের গুরু, বাহ্যাকল্পতরু, তোমার গুরু হবে কে।।
অগুরু চন্দন পদাধুজে, কে দিবে কুসুমে সেজে,
সময় বুঝে মাঝে মাঝে, বামভাগে দাঁড়াবে কে।।
- পরচিতান — তোমার মনমোহন রূপ, মরি কি অপরূপ, সেরূপ লুকাবে।
- পাড়ন — যেকূপ দেখিলে হয় প্রেমোদয়, মূনির মন কেড়ে লয়,
সেই রূপের আশ্রয় করিবে প্রলয়, রূপে রূপ কেন ঢাকিবে।।
- ফুকার — আমার কান্তি নিবে শান্তি পাবে, পুরাইবে সাধ,
তুমি আপন করবে আপনা রূপের মাধুর্য আশ্বাদ :
তোমার চূড়া বাঁশী রাখবে কোথা, অঙ্গে নিবে চিরা কাঁথা,
চাঁচর কেশ মুড়াবে মাথা, বল কেশের বা কি অপরাধ।।

চণ্ডীদাসের গৌররূপ দর্শন — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাবাবেশে, রসরাজ আর মহাভাব দর্শন।
- পাড়ন — সে ভাব সিদ্ধ হতে, বিন্দুমাত্র আশ্বাদিতে,
বাসনা এই রসনাতে করতে উচ্চারণ।।
- ফুকার — একদিন কুঞ্জেশ্বরী কুঞ্জেশ্বরে, বিবর্তরূপ নিকুঞ্জে দেখে,
নব রঙ্গিনীর সঙ্গিনী সবে ভাবে আশ্রিকে, :
কাঁচা সুবর্ণ সদৃশ তনু, শিরে চূড়া করে বেণু,
ভ্রূটুকু কন্দর্পধেনু, ত্রিলোক আলোক চিকন তিলকে।।
- মিল — নিকুঞ্জেতে অভিনব শ্রীমূর্তি দেখে, বিশাখা কয় ললিতাকে,
অতিশয় বিষয় মনে।
- ধূয়া — গৌরবরণ, মদনমোহন, কোন জন গো এই নিকুঞ্জবনে।।
- ডাইনা — বিধুমুখে মৃদুহাসি, শ্যামের মত বাজায় বাঁশী, কিন্তু এতো নহে শ্যামরায়ঃ

- বামে চিকনবরণী, এ তো নয় গো রাধারানী, দুঁহ রসে দুঁহ ভেসে যায়ঃ
কোন দেশের কোন রসের আশায়, সে মানুষ এ নিহর্জনে।
- খাদ — চিনিস্ যদি চিনায়ে সে ধরি চরণে।।
- ফুকার — মোরা কালবরণ ভালবাসি, বিনামূলে কিনা দাসী হই,
তেমনি অঙ্গ বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আঁখি অই ; :
দেখ্ গো এতদিন সে কাল ছিল, সেই কাল কি গৌর হল,
কাল ভাল গৌর ভাল, যার ভাল তার সবই ভাল সই।।
- মিল — পুঞ্জ পুঞ্জ কুঞ্জ কুঞ্জ সকলি গৌর,
ভ্রমর গৌর ময়ূর গৌর গৌররূপের কিরণে।।
- অন্তরা — কিবে পুরুষ অতুল, সুবর্ণ পুতুল, কুলজাকুল কুল নাশে গো।
উহার প্রতি পদ করে, নখরনিকরে, সুধাকর প্রকাশে গো।।
অই সে রাসরসের অভিলাষ, নামুর গ্রামেতে বাস,
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে গো।
উহার নাই নবঘনরূপ, মোহন গৌরান্নরূপ,
হেনরূপ হবে কোন দেশে গো।।
- পরচিতান — উহার শ্যামের মতন অঙ্গের গঠন, রাধার মত গৌরান্ন বরণ।
- পাড়ন — মদনছানা বদন, দেখলে আসে রোদন,
অপ্রাকৃত নবীন-মদন করগো নিরীক্ষণ।।
- ফুকার — সখি ! কোন ভাবিনীর ভাবে মজে, ভাবের মানুষ ব্রজে গৌরান্ন :
ভাবের ভাবুক বিনে, কে ভাবে এ ভাবের প্রসঙ্গ, :
কিবে রূপে অঙ্গ দগ দগ, প্রেমে অঙ্গ ডগ মগ,
ভাবে হরে জগ দঘ, খেলে নবরসের তরঙ্গ।।
- মিল — না জানি কোন রসিক বিধি গড়েছে এরূপ,
দেখে গৌররূপ কি অপরূপ, লেগেছে রূপ নয়নে।।

চণ্ডীদাসের গৌররূপ দর্শন — ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বল্লে রাই রূপসীর রূপসাগরে, ডুব দিয়ে এ নবভাব উদ্দীপ।
- পাড়ন — প্রেমে রসে পড়ে, প্রেমময়ীর প্রেম জোয়ারে,
ভাসতে ভাসতে ব্রজ ছেড়ে, যাবে নবদীপ।।
- ফুকার — বুঝ্লেম দু অঙ্গে এক অঙ্গ হয়ে, গৌরান্নরূপ করিবে ধারণ :
ভাসবে সঙ্গে রসে প্রেমতরঙ্গে অন্তরঙ্গগণ, :
সখি, ঘোর কলির সন্তপ্ত জীবে, হরিনামে লিপ্ত রবে,
ব্রজের খেলা লুপ্ত হবে, ন'দে হবে গুপ্ত বৃন্দাবন।।
- মিল — তড়িত ঝড়িত রূপ মরি কি শোভে,
এ যে রূপ-রসার্ণবে, ডুবিল নয়ন যুগল।
- ধূয়া — ভাবের তনু রসে গড়া, এই রসে ভাসাবে রসাতল।।
- ডাইনা — অত্যাশ্রিত উজ্জ্বল রস, জীবেরে করাতে পরশ, রসময় সেই রসের সার খোঁজেঃ
মানুষের সমাজের মাঝে, সেই মানুষ যায় মাঝে মাঝে,
এবার যাবে এ মানুষ সেজে :
নারী জন্ম হরায় তাজে, পুরুষ সেজে সঙ্গে চল।
- খাদ — নূতন ভাবে খেলতে হবে নূতন ভাব প্রবল।।

- ফুকার — সখি ! শ্রীবাস অঙ্গনের মাঝে, রাস হবে সে নর্তন আর কীৰ্তন,
হরিনামে প্রেমে সৰ্ব্বরসের হবে আবর্তন, :
জীবে তাজে অন্য অভিরুচি, নিত্যধর্ম চিত্ত শুচি,
জীবে দয়া নামে রুচি, অকৈতব বৈষ্ণব সেবন।।
- মিল — প্রেমের প্রেমিক প্রেমময়ীর প্রেমে মজেছে,
ভাবতে ভাবতে ফলে গেছে, প্রেমের গাছে ভাবের ফল।।
- অন্তরা — কিবে রসের সাগর, গৌরঙ্গ নাগর, পিরীতি মুরতিখান গো।
ঝরে তরুণ অরুণ নয়নে বরুণ, মরি কি করুণ চাহনি গো।।
দেখ গো তরঙ্গ তুলে, রাসা চরণতলে, রঙ্গে খেলে সুরধুনী গো।।
আবার ঐ শুন ঐ শুন, করে পুনঃ পুনঃ, ঘন ঘন হরিধ্বনি গো।।
- পরচিতান — বুঝলেম্ কলিকে করতে ধন্য, অবতীর্ণ হবে কলিতে।
- পাড়ন — জীবের দুঃখ হেরি, আহা মরি মরি মরি,
পরিণামের পারের তরী, হরিনাম দিতে।।
- ফুকার — সখি ! কলির জীবের যে দুর্দশা, নাম বিনে ভরসা নাই গো আরঃ
হবে গৌররূপে অবতীর্ণ ভব কর্ণধার, : ভবে হবে নব অবতার :
অপার কৃপা বিতরি, দিয়ে হরিনামের তরী,
হরি নিজে সেজে কাণ্ডারী, জীবকে করবে ভবসিদ্ধ পার।।

শ্রীগৌরঙ্গের রূপ বর্ণনা — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — উদয় নবদীপে পূর্ণ ইন্দু শ্রীশচীনন্দন।।
- পাড়ন — শুদ্ধ লীলামৃত, পান করে হল অমৃত, কলিহত মৃত জীবগণ।।
- ফুকার — একদিন অন্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গে গঙ্গাতীরে গৌরঙ্গ সুন্দরঃ
ভাবে স্বভাবে সুন্দর :
মোহন মুরতি সুন্দর, গতি সুন্দর মতি সুন্দর,
প্রতি অঙ্গ অতি সুন্দর, যে সুন্দর তার সকলি সুন্দর।।
- মিল — ঘাটে রক্ষা করে কঙ্কের গাগরী,
আনন্দে কয় এক নাগরী, অন্য নাগরীর কাছে।
- ধূয়া — কে গো সেই এই রূপের মানুষ, রূপে ভুবন আলো করেছে।।
- ডাইনা — শরঙ্গের শশী আনি কাঁচাসোণা সহ দানি, সৌদামিনী মিশ্রায়ে তায় গোঃ
সুধার আধারে রাখিয়া, সু-ছ্যকনীতে ছাঁকিয়া,
মাখিয়া দিয়েছে উহার গায় গো।।
রূপ ছিল কোন রূপনগরে, কি অপরূপ রূপের ঘরে,
কোন রূপসীর রূপসাগরে, ভুব দিয়ে উঠে এসেছে।।
- খাদ — এমন রূপের মানুষ কি গো জগতে আছে।।
- ফুকার — সখি, অনুরাগের তনুখানি, অতনু নিছনি উহার পায়, :
পায়ে নুপুর শোভা পায়, :
অরুণ নয়ন দুটি, তাহে সক্রুণ মিট্রি
তরুণ অরুণ ধটি, হাঁটিতে ঐ মাটিতে লোটায়।।
- মিল — শোভে ফুলের কুন্তল শ্রুতিযুগলে,
মোহনমালা মোহনগলে, মোহিনীর মন মোহিছে।।
- অন্তরা — সখি, সোণার মানুষ এল সোণার নদীয়ায় গো।

হরি বলিতে নয়নধারা ধরা ভেসে যায় গো।।

কন্দর্প কামান গর্ক, ভুরুতে করেছে খর্ক, মরি কি অপূর্ব শোভা তায় গো।।

আবার পরাণ ধরিয়ে টানে, যার পানে চায় গো।।

পরচিতান— হেম জিনি ধরাধর সুন্দর শরীর।

পাড়ন — সুধাংশু অধরে, হরিনামে সুধা ঝরে, অঝোরে আঁখিতে ঝরে নীর।।

ফুকার — কিবে শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ করে, কর তুলে করে কি আভাস, :

বিধুমুখে মধুর হাস :

সন্দেহ হয় দেহ ধর্ম্মে, অঙ্গুলি দোলায় কি মর্ম্মে,

এ জন্মে কি পূর্ব জন্মে, বাঁশি বুঝি ছিল গো অভ্যাস।।

শ্রীগৌরঙ্গের রূপবর্ণনা — ২নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — বঙ্গে এই মানুষ এই ন'দেবাসী শ্রীশচীনন্দন।

পাড়ন — নামটি গৌরহরি, আহা মরি মরি মরি, নরলীলায় শ্রীহরি উদয়।।

ফুকার — সখি, অনেকের দেখেছি কান্না, হাসি কান্না সহজ সাধারণঃ

উহার কি অন্তঃকরণঃ

এ কান্দা নয় মায়াকান্দা, কার কাছে প্রাণ দিয়ে বান্ধা,

জন্মে জন্মে পড়ে বান্ধা, এত কান্দা কান্দে কি কারণ।।

মিল — উহার প্রতি অঙ্গ কত না মধুর, মধু হতে অতি মধুর, করে মধুর সংকীর্ণ।।

ধূয়া — প্রেমে গড়া রসে ভরা, গোরা বড় রসিক সৃজন।।

ভাইনা — এই নাকি ত্রিভঙ্গ কানু, বৃষভানুসূতা তনু, উপরে তনু ঢাকা গো :

অপ্রাকৃত কামরতি, নামে প্রেমে রতি মতি পিরীতি মুরতি রতি মাথা গোঃ

বিষ্ণুপ্রিয়ার পুণ্য ভাল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, জাহ্নবী যমুনা হল,

ন'দে হল বৃন্দাবন।

খাদ — নামে রুচি দেখতে শুচি, শ্রীশচীনন্দন।।

ফুকার — সখি, সাধুর মুখে শুনেছি গো দূর করিতে এই ঘোর কলির কলুষ,

এল এ সোণার মানুষ : মর্ম্মাদিগের মর্ম্মে মজে, ধর্ম্মস্থাপন কর্ম্ম বুঝে,

মানুষের সমাজের মাঝে, মাঝে মাঝে আসে এই মানুষ।।

মিল — উহার প্রতি অঙ্গ কত না মধুর, মধু হইতে অতি মধুর, করে মধুর সংকীর্ণ।।

অন্তরা — সখি, এই মানুষ দেখি যেমন, আর কি এমন আছে গো।

পোড়া কুলের ভয়ে যাইতে নারি, এ মানুষের কাছে গো।।

সখি, প্রেমের তরঙ্গে ভেসে, কখন কান্দে কখন হাসে,

কখন কখন বাহু তুলে নাচে গো।।

মধুর হরে কৃষ্ণ রাম নাম, যারে তারে যাচে গো।।

পরচিতান— গৌর নামে মধু কাপে মধু সবই মধুময়।

পাড়ন — মধু রসার্ণবে যত্নে ডোবে রত্নলোভে, নদীয়া নাগরী সমুদয়।।

সখি, দীনেশ গণেশ মহেশ বিষ্ণু, যার মনে যা সে তারে ভজে,

আমার কাজ কি তা খুঁজে, :

আমি ভজব অহরহ, গৌরঙ্গ রসবিগ্রহ,

প্রাণ গেলে পর আমার দেহ, মিশে যেন নদীয়া রজে।।

মিল — সখি, যার মনে যা, সেই সে তাহা কয়,

শ্রীগৌরঙ্গ চরণ আশ্রয়, করেছে হরিচরণ।।

বিষ্ণুপ্রিয়ায় পূর্বরাগ - ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — অন্তরঙ্গ সঙ্গে গঙ্গাঘাটে শ্রীগৌরঙ্গ রায়।
 পাড়ন — বালা বিষ্ণুপ্রিয়া, অন্য ঘাটে দাঁড়াইয়া, আড় নয়নে গৌরপানে চায়।।
 ফুকার — দেখে অতনু জিনিয়া শ্রীতনু, রূপে ডুবল তনু মন প্রাণ,
 কিবে ত্রিলোকরঞ্জন, নয়নে অঞ্জন, ভুরা কামের কামান, :
 খগপতির গর্বনাশা, নাসা নারীর সর্বনাশা,
 শুকের মত মুখের ভাষা, ভালবাসার বাসা বদনখান।।
 মিল — গোরার অপরূপ রূপ ত্রিলোক মোহিয়া,
 বিশ্বয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, কাঞ্চনার প্রতি বলে।
 ধূয়া — মনের মতন, পুরুষরতন, কে গো সখি জাহুবীর কূলে।।
 ডাইনা — গলিত কাঞ্চনে যেন বিদ্যুৎ আশ্রিত,
 সারদ শরদশশী তাহাতে মিশ্রিত,
 করে স্নিগ্ধ রসের শোধন, মধুতে মথিয়ে মদন,
 বিধাতা গড়িয়ে বদন, সুধা দিয়েছে ঢেলে।
 খাদ — যেমনি গলা তেমনি মালা, মূনির মন ভূলে।।
 ফুকার — কিবা কৃষ্ণকলি ধৃতি কটিতে, ধৃতি ভেদি জ্যোতি দেখা যায়,
 রাসা চরণোপরে, রতন নূপুরে, হাঁটিতে পঞ্চম গায়, :
 ফুলের কুণ্ডল দোলে কাণে, বক্রভুরার আক্রমণে,
 প্রাণ সহিত ধরে টানে, আড় নয়নে যার পানে সে চায়।।
 মিল — উহার সর্ব অঙ্গ চন্দনে চর্চিত, অনুরক্ত ভক্তের অর্চিত,
 অলক্ত চরণতলে।।
 অন্তরা — কিবা মধুর মধুর মধুর বরূপ, মধুর নদীয়াপুরে।
 কিবা মধুর মুরতি, মধুর ভারতী, মধুর অধরে ধরে।।
 দরশে বরষে মধু, মধুর জাহুবীতীরে।
 ফিরে মধুর রঙ্গেতে, মধুর অঙ্গেতে মধুর লাবণ্য করে।।
 পরচিতান — উহার নখর নিকরে শোভা করে সুধাকর।
 পাড়ন — ও কি সোনার মানুষ, মানুষ দেখে ভূলে মানুষ,
 মনের মানুষ মূনির মনোহর।।
 ফুকার — উহার রূপে রসে ডগমগ গো, ফাঁদে জগত বেঁধেছে,
 রূপে অবলা সরলা, নদীয়ার বালা, ধরে ধরে টানতেছে, :
 অনুরাগে মনের খেদে, যেন কত অপরাধে,
 অপরাধীর ন্যায় হা রাখে রাখে, বলে কাদতেছে।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ওলো অবলা সনাতন বালা তোরে কাঞ্চনমালা কই।
 পাড়ন — ওকে যে ভাবে আজ দেখেছি, চিত্তপটে ঐকেছি,
 যতনে রেখেছি মনে ওই।।
 ফুকার — ও তোরা আজীবনের চিনা রতন, আজ যে দেখিস এত নূতন,
 এল বুঝি বিয়ের কাল : তাই তো লেগেছে ওই রূপ রসাল :
 আমি করি এই মিনতি, শুনুক স্বয়ং প্রজাপতি,
 তোরে করে দিক ওর ঘরের সতী, শ্রীপতি শচীর দুলাল।।

- মিল — মরেছে ওর ঘরের লক্ষ্মী সর্পদংশনে,
গৃহশূন্য হবে কেনে, ওর মায়ের সেই ভাবনা।
- মুখ — এ যে সেই গৌরঙ্গসুন্দর, তোর বিয়ের বর, ভাবে যায় জানা।।
- ডাইনা — শরদ শারদশশী বললি অতঃপর,
তোরে ত মেরেছে অপ্রাকৃত পঞ্চশর :
পঞ্চশরের অরবিন্দে, টানে তোরে হৃদয় বিচ্ছেদে,
তাই উহার আত্মীয়বৃন্দে, পুরাবে তোর বাসনা।
- খাদ — তুই উহার, এ যে তুহার রূপে নমুনা।
- ফুকার — এ যে ধৃতি পরে কৃষ্ণকলি, মধ্যে করে কৃষ্ণ কেলি,
বিদ্যুৎবরণ ভেদ করে : কাল মেঘে কি কলক মারে:
মেঘের মধ্যে খেলে বিদ্যুৎ, আমরা তাই দেখেছি বহুত,
এ যে বিদ্যুতের ভিতরে জিমূত, অদ্ভুত ভাব ন'দৈপুরে।।
- ফুকার — বললি, বজ্রভূরু আক্রমণে, প্রাণ সহিতে ধরে টানে,
সবার নয় সে মাত্র তোর: নাই সবার উপর সমান জোর:
কামিনীর কাছে নিদ্ধামী, এ তোর বহু জন্মের স্বামী,
ও তোর ভাব দেখে বুঝেছি আমি, এ মানুষ তোর মনচোর।।
- ফুকার — বললি, যেন কত অপরাধে, অপরাধীর ন্যায় আরাধে,
রাধে বলে কান্দেছে : মহাভাবে জগৎ বান্ধেছে :
যারা উহার অন্তরঙ্গ, পেল এ ভাবের তরঙ্গ,
ও যে বৃন্দাবনের শ্যাম ত্রিভঙ্গ, রঙ্গ দেখে জানতেছে।।
- মিল — তোর ভিতরে ক্ষুরে যদি রাধারাগীর ভাব,
তবে হবে এ বস্তু লাভ, কোন অভাব হবে না।।

বিষ্ণুপ্রিয়ায় পূর্বরাগ — ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বল্লে বিহরে জাহ্নবীতীরে, গৌরঙ্গ সুন্দর।
- পাড়া — উহার নামটি সুন্দর রূপ সুন্দর, লাবণ্য সুন্দর,
যে সুন্দর তার সকলি সুন্দর।।
- ফুকার — উহার অরুণ নয়নকোণে গো, কিবে করুণ চাহনি চায়:
কিবে রসিকশেখর, নব নটবর নদীয়া নাগর রায় :
একবার ঐরূপ দৃষ্টিমাত্র, পুলকে পূর্ণিত গায়,
অঝোরে করিছে নেত্র, বারি নিয়ে বাড়ী যাওয়া দায়।।
- মিল — আমার নয়ন পথে ঐরূপ পশিয়ে, হৃদপঙ্খ পাদপঙ্খ দিয়ে,
প্রাণের সনে মিশতে চায়।
- ধূয়া — বিধি কি করবে বঞ্চনা, কাকনা তুইই বল সেখি আমায়।।
- ডাইনা — পিতা আমার পরম বৈকুণ্ঠ মিশ্র সনাতন: নিত্য সেবে সত্য বস্তু সত্য সনাতন:
সোহাগে আমাকে পেয়ে, নাম রেখেছেন বিষ্ণুপ্রিয়ে,
হব কি গৌরঙ্গপ্রিয়ে, স্থান পাব কি রাঙ্গা পায়।
- খাদ — বিধি কি মিলাবে সখি, প্রাণে যারে চায়।।
- ফুকার — আমি তোদের সনে গঙ্গাগানে গো, আসি গঙ্গাঘাটে যে সময়,
শটীমায়ের দেখা পাই, ব্রাহ্মাদি করাই, সেবা করি পদধর, :
মা আমাকে সখতনে, কোলে নিয়ে গ্রেহমনে,

- চেয়ে আমার মুখপানে, মনে মনে কি জানি কি কয়।।
- মিল — মায়ের সেবার ফলে কি দিবানিশি, হয়ে প্রভুর সেবাদাসী,
চরণ সেবি সর্বদায়।।
- অন্তরা — সখি ! জগত দুর্লভ, পরাণবল্লভ, পরাণে পাইবে কবে !
সখি, আমি হব তার, সে হবে আমার, এমন ভাণ্যে কবে হবে।।
হয় তো এই গৌরান্ননিধি, বিধি আমায় মিলাইবে।
না হয়, গৌরান্ন গৌরান্ন, বলিয়া বলিয়া, পরাণ চলিয়া যাবে।।
- পরচিতান — সখি ! এতদিনে ধন্য ধরায় ধরা সপ্তদ্বীপ।
- পাড়ন — মহৎ সঙ্গুণে, গঙ্গা আর গৌরান্ন গুণে, এতদিনে ধন্য নবদ্বীপ।।
- ফুকার — আমি কবে পাব এই বিনোদিয়া, মধুর নদীয়া ধামে,
কবে জীবন তোষিব, সে ঘরে পশিব, বসিব উহার বামে, :
কবে আমি মহানন্দে, স্থান পাব ঐ পদারবিন্দে,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে, ভজিব মজিব ঐ প্রেমে।।

গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মিলন মাধুরী হরিচরণ আচার্য

- চিতান — সুখ শরীরী হৈল অন্ত, বিষ্ণুপ্রিয়াকান্ত নিদ্রায় অচেতন।
- পাড়ন — আমার বাসনা সতত, রসনা তৃপ্তিত, কিঞ্চিৎ নবদ্বীপ লীলামৃত,
করিতে আশ্বাদন।।
- ফুকার — স্বর্ণ পালকে বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে গৌরান্ন, নিদ্রার আবেশে অবশাদ :
কুসুম চন্দন পুঞ্জে পুঞ্জে, সুখের বিলাস বিলাসকুঞ্জে,
দেখে নিশি প্রভাত গুঞ্জে গুঞ্জে, গৌরগুণ যেন গুঞ্জে ভুঙ্গ।।
- মিল — কুসুমশয্যাতে যুগল মূর্তির আভা দেখে,
কাঞ্চনমালা কয় অমিতাকে, গৌর গৌর বল।
- ধূয়া — নিশি প্রভাত কালে, তোরা দেখ সকলে,
গৌর কোলে আজ বিষ্ণুপ্রিয়া, কিবা শোভা হল।।
- ডাইনা — রূপে গৌর ত গৌর মোদের গুণমণি, গৌর বক্ষেতে গৌর-বক্ষ বিলাসিনী,
এই গৌর রূপের ছটায়, গৌর ফুলশয্যায় লুটায়,
কাল ভুঙ্গ সব অঙ্গছটায়, গৌর হয়ে গেল।।
- খাদ — রূপে মনোহর হেরে, সবার মন হরিল।।
- ফুকার — যুগল মিলন সুখ, দেখে অসুখীর হয় সুখলাভ,
নাই আর বিলাসকান্তি ভাব অভাব, :
অযোধ্যা কি ব্রজবাসে, বিপরীত রূপ ত্রীপুরুষে,
এবার একই রূপে একই রসে, আছে রসরাজ আর মহাভাব।।
- মিল — ঐ দেখ উভয়ের অঙ্গের আভা, অঙ্গে মিশি কিবা,
উভয়ের ভূজপাশে উভয় বন্ধ র'ল।
- অন্তরা — হেম জিনি প্রেমকান্তি শান্তি উদ্দীপিকারে।
গাও ত প্রভাতী গীতি, ভাবুক ভাবিকারে,।।
গৌর আমার কাঁচা কাঞ্চন, হির বিজলী মাখারে।
কোলে বিষ্ণুপ্রিয়া সতী, কাঞ্চন পাঞ্চালিকারে।।
- পরচিতান — কিবে সুপ্রভাত শুভযোগে, মিলন যোগে উদয় দিবাকর।
- পাড়ন — ভোরে সুরেতে ধরে তান, ভক্তে গায় গৌরগান,

- ওনে জাহ্নবী বহে উজান, উঠে প্রেমের লহর।।
- ফুকার — রতি অতনু উভয় তনুতে হয় অনুভব, দেখে নীরসের হয় রসোদ্ভব :
সুখে ভুঞ্জে নিদ্রাবেশে, নিভৃত নিকুঞ্জ বাসে,
শুদ্ধ নদীয়ার মাধুরী রসে, ডুবল নদীয়া নাগরী সব।।
- মিল — শিশির বসন্তের কুপা ছিল অকুপণ, মনদোষে হরিচরণ,
এই যুগল সেবার রসে বঞ্চিত হ'ল।।

ঢাকা দক্ষিণ (শ্রীগৌরান্দের পিতৃভূমি দর্শন) ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — নিমাই শচীমাকে শান্তি দিতে, সম্মাস নিয়ে শান্তিপুর বিলাস।
- পাড়ন — মাতৃ আদেশেতে, শোভা দেবীর তপস্যাতে,
এক মূর্তি যায় শ্রীক্ষেত্রেতে, আর এক মূর্তি শ্রীহট্টে প্রকাশ।।
- ফুকার — গৌর কাদায়ে সব অন্তরঙ্গ, অঙ্গে লয়ে কৌপীন করঙ্গ,
দেখে জীবের কুদিনঃ দীনবন্ধু সেজে দীনহীন, :
আহা ! শোভার কি সৌভাগ্য রেখা, মাতৃবাক্যে দিতে দেখা,
পদব্রজে এসে একা, উদয় হল সে ঢাকা দক্ষিণ।।
- মিল — শোভা অপরাপের শোভা নিরক্ষি, নবীন সম্মাসীকে লক্ষি,
বলে ভেসে চক্ষের নীরে।
- ধূয়া — কে দীড়ালে হে দক্ষিণে ঢাকা দক্ষিণে, দুঃখিনীরে প্রদক্ষিণ করে।।
- ডাইনা — গলিত কাঞ্চনে যেন মাখা সুললিত কায়ঃ
স্ব-দ্যোতে বিদ্যুৎ যেন পলকে ঝলকে তায়ঃ
কি নিদারুণ ভাবের দরুণ, কটির বসন তরুণ অরুণ,
অরুণ চক্ষে তরুণ অরুণ, বরুণ ঝরে অঝোরে।
- খাদ — তুমি অচিনা, চিনা দেও প্রাচীনারে।।
- ফুকার — মুখে হরে কৃষ্ণ হরে বলে, চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়,
কেন চাঁচর কেশ মুড়ান মাথা, ছিন্ন কাঁথা গায়, :
তুমি কি দুঃখে তাজিলে গৃহ, এ জগতে নাই কি কেহ,
স্বর্ণগিরি তুল্য দেহ, অহরহ ধূলাতে লুটায়।।
- মিল — তরুণ অরুণ কর চরণতলে, কত জন্ম তপস্যার ফলে,
দেখা দিলে দুঃখিনীরে।।
- অন্তরা — এলে কে তুমি সোনার মানুষ করেছ কোন কুল পবিত্র।
আমায় এ বসুধায়, ডেকে সুধায়, এমন লক্ষ্য নাই মাত্র।।
হায় হায়, কেঁদে মরি সারাদিনই, কত যে অপরাধিনী,
তাইতে আবার পরাধিনী জড়তা গাত্র।
আগে পতি গেল স্বর্গবাসে, বিদেশে ম'ল পুত্র।।
- পরচিতান — আমার বয়ঃক্রম হল শতাধিক, শত যিক্ দিতেছে জ্ঞাতিগণ।
- পাড়ন — মনেরই মানসে আছি শ্রীহট্টে ব'সে,
নাতির বদন দেখবার আশে, এ বয়সে রেখেছি জীবন।।
- ফুকার — ছিল পুত্রবধু গর্ভবতী, সুখ স্বপ্ন দেখলাম সেকালে,
স্বপ্নে ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী আমাকে বলে :
সতী, আমি তোমার নাতিরূপে, কলির জীবকে করতে কুপে,
জন্ম নিব নবদীপে, পাঠায়ে দাও জাহ্নবীর কূলে।।

ঢাকা দক্ষিণ (শ্রীগৌরাসঙ্গের পিতৃভূমি দর্শন) ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বল্লে তুমি জগন্নাথের পুত্র, শচীগর্ভে হয়েছ উদয়।
 পাড়ন — মাতৃবাক্যের কারণ, স্বপ্নের কথা করে স্বরণ,
 সম্যাসীর বেশ করে ধারণ, শ্রীহট্টে এলে এ সময়।।
- ফুকার — পেলেম স্বপ্নে দর্শন পীত বসন, রাখাল রাজা বাঁকা মুরারি,
 এই যে গৌর বরণ অরুণ বসন, সম্যাসী হেরি :
 তোমার কই সে ধড়া, কই সে চূড়া, কই সে গোপীর মনচোরা,
 কই সে গলে গুঞ্জছড়া, কই ব্রজের নিকুঞ্জবিহারী।।
- মিল — যা হউক নাতিরূপে এসেছ হেথা, অতীতকালের এই পতিতা,
 পতিতপাবন মূর্তি হেরি।
- ধূয়া — নাই হে সাধন, মনের বেদন শ্রীমধুসূদন, তোমার সদন নিবেদন করি।।
- ভাইনা — দয়া করে এলে যদি এই ঢাকা দক্ষিণে,
 বামে দাড়াও গৌররূপে কৃষ্ণরূপে দক্ষিণে :
 যুগল মূর্তি যুগলভাবে, এ মন্দিরে স্থাপিত হবে,
 কলির শেষ পর্য্যন্ত হবে, তব পিতামহের বাড়ী।
- খাদ — গৌরলীলার ভাব স্বভাব ভাবিয়ে মরি।।
- ফুকার — তোমায় নদীয়ানাগরের বেশে, যে দেখেছে সে যে ভাগ্যবান,
 এখন নাই নাগর বেশ, নাই চাঁচর কেশ, দুঃখে দহে প্রাণ, :
 তুমি এসেছ ত্যজে নদীয়া, কতজন এলে বধিয়া,
 সঙ্গে থাকলে বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রিয়াসহ হিয়ায় দিতেম স্থান।।
- মিল — তোমার লীলা নিত্য, নাইকো সন্দেহ, কোনদিন সেই প্রিয়াসহ,
 স্থাপিত হয়ো পৈতৃক পুরী।।
- অন্তরা — পুরাও এই বাসনা, কেলেসোণা, অন্য উপাসনা মনে নাই।
 এখন কৃষ্ণমূর্তি গৌরমূর্তি, একত্রে দেখিতে চাই।।
 দাঁড়াও গৌরমূর্তি বামে নিয়ে, দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে,
 উভয় মূর্তি নিরখিয়ে, প্রাণে শান্তি পাই।
 যেন হরে কৃষ্ণ গৌর বলে, নামের সনে চলে যাই।।
- পরচিতান — প্রভো ! ধন্য তোমার দয়া ধন্য, ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার।
- পাড়ন — দয়াল অবতারে, ত্রাণ করতেছ যারে তারে,
 কেহ যারে নাহি তারে, তারে তার করুণা তোমার।।
- ফুকার — আমার এই নিবেদন মধুসূদন মরণকালে তোমার চরণে,
 তোমার মিশ্র বংশ বাৎস্য গোত্র র'ল এখানে, :
 যেমন আমাকে করলে কৃতার্থ, নামের গুণ রেখ যথার্থ,
 জীব যেন পায় পরমার্থ, মহাতীর্থ ঢাকা দক্ষিণে।।

শ্রীগৌরাসঙ্গের সম্যাসের বিদায় প্রার্থনা — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — গয়াক্ষেত্র হতে গৌরহরি নদেয় এসে।
- পাড়ন — শাস্ত্র সম্পর্ক তর্ক রস, ভুলে সেই বিদ্যারস,
 সদা ভক্তদের বশ, সংকীর্ণনের রসে।।
- ফুকার — একদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বসে গৌর গুণাধার,

- মনে পল মলিন কলির জীব উদ্ধার, : হায় হায়গো,
ভাবে কেমনে অবলার বক্ষে, শেল হানিব দারুণ বাক্যে,
সঙ্কট দেখে উভয় পক্ষে, কমল চক্ষে বহে দুঃখের ধার।।
- মিল — যত্নে কোলে তুলে নিয়ে অতি কাতর হয়ে,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় মুখপানে চেয়ে বলে গৌরহরি
- মুখ — (আমি) তোমার প্রেমপিয়াসী, (তুমি) আমার প্রাণপ্রেয়সী
আমায় বিদায় দাও হৃদয়েশ্বরী।।
- ডাইনা — শচীমায়ের মতো এমন মা, ভবে নাই উপমা,
তোমার মতো হায়, এমন বনিতে অবনীতে কার ভাগ্যে পায়ঃ
জাহ্নবী জন্মভূমি, পবিত্র নদে ভূমি,
প্রিয়ে সব ছেড়ে হব আমি, নবীন দণ্ডধারী।।
- খাদ — সদা নয়নে ঝরে বারি, কি দিয়ে নিবারি।।
- ফুকার — আমার প্রাণ কেঁদে কয় বিষয় ছেড়ে বৃন্দাবনে যাই,
তাইতে তোমার কাছে বিদায় হতে চাই, : হায় হায়রে —
বলে হরে কৃষ্ণ হরে হরে, গিয়ে মধুর ব্রজপুরে,
ব্রজগোপীর ঘরে ঘরে, আমি মাধুকরি মেগে খাই।।
- মিল — জয়রাধে গোবিন্দ নাম বলব উচ্চৈঃস্বরে,
কান্দাল বলে কৃপা করে, যেন রাধে ব্রজেশ্বরী।।
- অন্তরা — আমার এমন ভাগ্য কবে হবে বিষ্ণুপ্রিয়ে, বিষয় ছেড়ে ব্রজে যাব।
হবে রাধারাণীর দয়া, কেটে ভবের মায়া, বংশীবটের হাওয়ায় প্রাণ জুড়াব।।
বিষয় বিধে মজে, রইলাম কি বুঝে, রতি না জন্মিল হরি পদাম্বুজে,
কবে রত্নময় এ পালঙ্ক ত্যজে, আমি ব্রজরজে গড়াগড়ি যাব।।
- পরচিতান — কোটি জন্মের ভাগ্য ফলে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে।
- পাড়ন — আমার সে ভাগ্য হল না, দুর্ভাগ্য গেল না,
সুকৃতি ছিল না বুঝি আমার কর্মে।।
- ফুকার — প্রিয়ে রসনার বাসনা আমার সদা কৃষ্ণগুণ গাই,
রসে প্রেমতরঙ্গে আমি ভাসিয়া বেড়াই : হায় হায় গো —
বিনে কৃপাসিদ্ধুর কৃপা বিন্দু, সংসারে সুখ নাই একবিন্দু,
পার হতে ভবসিদ্ধু, জীবের কৃষ্ণ বিনে বন্ধু নাই।।
- মিল — কবি হরিচরণ আচার্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে কয়,
তোমার প্রাণে রেখে প্রেমময়, পাঠাও ব্রজপুরী।।

শ্রীগৌরঙ্গের সম্যাসের বিদায় প্রার্থনা - ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আমায় দিতে বিদায় এ কি দায় ঘটালে সতী।
- পাড়ন — আমার মন হল উদাসী, সাথে কি প্রেয়সী,
দারুণ বিচ্ছেদ অসি হানি, তোমার প্রতি।।
- ফুকার — হরিনাম বিলাতে ঘরে ঘরে আমার দেশ হল বিদেহ,
আমার এই বেশে কেউ নেয় না উপদেশ : হায় হায়গো —
তাইতে ত্যজিব তোমায় ত্যজিব মাতা, অঙ্গে দিব ছেঁড়া কাঁথা,
চাঁচর কেশ জুড়ায় মাতা, হব দীন হীন কান্দালের বেশ।।
- মিল — ধর উদ্বেগে সহিষ্ণুতা বিষ্ণুপ্রিয়ে, তুমি মোর প্রতি সদয় হয়ে,

এই মিনতি রাখ।

- মুখ — সাথে কি প্রেমসী হতে চাই সম্যাসী জীবের দুর্দশা চক্রেতে দেখ।।
- ডাইনা — আমি করতে চাই জীবোদ্ধার, আমার এই কার্যের ভার,
প্রিয়ে তুমি কিছু নাও :
জীবের পক্ষে সাপক্ষ হয়ে আমায় বিদায় দাও :
মা কঁাদলে নিমাই বলে, বসিও মায়ের কোলে,
তোমার চাঁদমুখে মা মা বলে, আমার মাকে ডেকো।
- খাদ — সদা শ্রীহরির শ্রীচরণে তোমার মতি রেখো।
- ফুকার — যাব হালছে বেহাল কান্দাল সেজে সব জীবের কাছে,
দিব ঘরে ঘরে মধুর হরিনাম যেচে যেচে হয় হয়গো —
আমার জীবের উদ্ধার মহৎ কর্ম, শপথ করে বলি মর্ম,
তোমার জন্ম আমার জন্ম, এবার দুঃখের জন্ম হয়েছে।।
- মিল — যখন দুরুহ হবে প্রিয়া আমার এই বিরহ,
বসে মার কোলে অহরহ, হরি বলে ডেকো।।
- অন্তরা — প্রিয়া তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, যখন যেখানে থাকি।
প্রিয়া তুমি আমি দৌহে, মিলন বিরহে, একাত্মা দুই সেহে সদায় রাখি।।
কোটি কল্পে কারও হবে না গো ত্যাগ,
জল কাটিলে কভু হবে না দু'ভাগ,
তোমার শুদ্ধ শুদ্ধ নবপ্রেম অনুরাগ, নিত্য প্রাণে প্রাণে হবে দেখাদেখি।।
- পরচিতান — ছাড় ঐহিক চিন্তা, চিন্তা কর চিন্তা মণি।
- পাড়ন — যত গ্রামে কি নগরে, এই ব্রহ্মাণ্ড ভরে,
উঠুক ঘরে ঘরে মধুর হরি ধ্বনি।।
- ফুকার — কলির জীব তারিতে নদীয়াতে আমার অঙ্গীকার,
মাথায় নিলেম যত জীবের পাপের ভারঃ হয় হয়গো —
প্রিয়ে তুমি কঁাদবে ঘরে বসে, আমি কঁাদব দেশে দেশে,
শেষে আমার এই সম্যাসে, কলির জীবের হবে উপকার।।
- মিল — হরিচরণ কয় বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার কঁাদতে হবে —
আবার দুইজনে মিশে যাবে, এভাব মিথ্যা নাকো।।
- বিষ্ণুপ্রিয়ার বসন্ত (বিরহ) হরিচরণ আচার্য**
- চিতান — এল শীতান্ত সুখ বসন্ত, অতি সুখবন্ত, সুখের কবিগান।
- পাড়ন — আমার বাসনা অবিরত, নবদ্বীপ দীলামৃত, কিঞ্চিত করিতে পান।।
- ফুকার — শুভ শ্রীপঞ্চমী হল গত, শুক্লা ত্রয়োদশী সমাগত,
শ্রীমন্ত বসন্তের যশঃ ফলে ফুলে নূতন রসঃ হয় বিরহী বিরসঃ
মনে পড়ে শ্রীবৃন্দাবন, সেদিন সম্যাস নিল গোরা জীবনের জীবন,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রথম যৌবন, হয় হয় বয়স মাত্র চতুর্দশ।।
- মিল — গৌরবিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাসে চক্কর জলে,
কাঞ্চনমালাকে ডেকে বলে, অতি মনের দুখে।
- মুখ — সখী কাঞ্চনমালা, দুঃসহ বিরহ জ্বালা, অহরহ প্রবলা এই অবলার বুকে।।
- ডাইনা — এই যে দুরন্ত বসন্ত, বসন্তে প্রাণকান্ত হলেন সম্যাসীঃ
সোনার নবদ্বীপ প্রদীপ শূন্য দেখি দিবানিশি।

- আর কি সেই সেদিন পাব, মনের সাধ পুরাইব,
আর কি পোড়া বুক জুড়াইব, প্রভুর চাঁদমুখ দেখে।
- খাদ — বৃকে দুঃখের আওন, জ্বলছে আমার থেকে থেকে।।
- ফুকার — যখন স্নান করতে যাই গঙ্গা নীরে, তখন কেন যেন মনে পড়ে,
যমুনায় স্নান করতে যাই : আমি আমাকে শুধাই :
হায় আমি কি সেই রাই :
ন'দের পথে করলে ভ্রমণ, ভাবি ব্রজে নাই রে আমার রাধারমণ,
শ্যাম বিরহে রাধা যেমন, হায় হায় আমার দশা ঘটল তাই।।
- মিল — গঙ্গাতীরের বটবৃক্ষ দেখে ভাবি এ বংশীবট,
বংশীবদন নাই এ কি শঙ্কট, জীবন কিসে থাকে।।
- অন্তরা — হায় হায় দুরন্ত বসন্তে, সেই কান্ত নাই দেশে—
আমি কি সুখে থাকি নদীয়াপুর।
ঠারে সবে বলে দয়াল অতি, কেন দাসীর প্রতি নিষ্ঠুর।।
কে জানে অবলার প্রাণ কি করে সখি, কে বা দুঃখ করে দূর।
নব বৌবনের অন্ধুরে ডাঙলো, আমার প্রেমের অন্ধুর।।
- পরচিতান — যত নদীয়ার নাগরীগণ, সবে দুঃখে মগন, ধৈর্য ধরে কিরূপে।
- পাড়ন — সুখের তরঙ্গ আর কি আছে, এক বিনে সব গিয়েছে, সুখ নাই নবদ্বীপে।।
- ফুকার — সখি ! কোকিল ভ্রমর মলয় পবন, আমায় অহরহ জ্বালায় জীবন,
এ বসন্তের প্রথম মাসঃ গেল সকল সুখের বিলাসঃ হায় ! এ কি সর্বনাশঃ
সুখ বসন্তের এই দুইমাসে, সতীর বিদেশের পতি দেশে আসে,
অভাগিনীর কর্মদোষে, পতি জন্মের মত ত্যজল গৃহবাস।।

শ্রীগৌরান্দের নামকীর্তন - ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — রাধা কৃষ্ণ বলে, গৌর গঙ্গার কূলে নাচে ভক্তসঙ্গে।
- পাড়ন — যারা করতে যায় গঙ্গা স্নান, লেগে প্রেমের তুফান হয়ে হত জ্ঞান,
ডুবে ভাসে গৌর প্রেমতরঙ্গে।।
- ফুকার — যত নাগরী ঘাগরী ফেলে, বলছে প্রাণ গৌর, সবে উচ্চৈঃস্বরে,
ধরছে প্রেমের সুর, হায় —
এত কাল আঁধারে ছিল, আলোক পেয়ে বড় পুলক হল,
অশ্রু পুলক স্বেদ কম্প হল, জড়জগৎ হল সুমধুর।।
- মিল — কীর্তনান্তে কানতেছে সব পুরুষ আর নারী,
অর্ধবাহ্যে এক নাগরী, মহাপ্রভুর প্রতি কেন্দ্রে কয়।
- মুখ — কে তুমি মানুষের সাজে, জগৎমাঝে হয়েছে উদয়।।
- ডাইনা — তোমার রূপের আভায় আনে দু'নয়নের জল,
দুর্বলের প্রাণে জাগে অপার্থিব বলঃ
বল হরি হরি বলে, মন হরিলে বল হরিলে,
আন্ধারে আলোক দিলে, করলে অরসিকে রসময়।
- খাদ — গেল কোথা জাতি বিদ্যা কুল লজ্জা ভয়।
- ফুকার — যেদিক ফিরাই আঁখি, সেই দিক দেখি তুমি জগন্ময়,
ভ্রমে ভাবি নাই এই জীবের ভাগ্যে হয়, : হায়—
তোমার রূপে হয়ে মুগ্ধ, কোলের ছেলে খায় না দুগ্ধ,

- দক্ষ প্রাণ করেছে শিখ, তুমি সেধে দিয়ে পদাশ্রয় ॥
- মিল — কাল দেখলেম চাপল্য স্বভাব বাল্য মুরতি,
আজ দেখি সেই ধ্রুব জ্যোতি, রূপে কোটি সূর্য পরাজয় ॥
- অন্তরা — তুমি পাগল করেছে যত নদীয়া নিবাসী।
দেখে ঐ রূপরাশি, মোরা কান্দি আর হাসি, তোমার প্রেমসাগরে ভাসি ॥
অঁধারে আলোকরাশি লুকায়ে ছিলে, পলকে ঝলক দিয়ে ভুলোকে ভুলালে,
আপন হইতে তুমি আপন হইলে, করেছে উদাসী ॥
- পরচিতান — জীবে সাধন করে, কড়ু পাইতে নারে, এমন প্রেমময় কল।
- পাড়ন — তোমার অযাচিত করুণা, নইলে কেহ পারে না,
করতে এই রূপের গুণ ধারণা, জীবের এমন কি বল ॥
- ফুকার — তোমায় পেয়ে সবে ভুলে গেছে, পিছের ভাবনা,
আর তো এত সুখ কোথাও পাব না : হায় —
তোমার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, সদা শুধু বাড়ে প্রেমানন্দ,
বলে বলুক লোকে মন্দ, আর তো ঘরে ফিরে যাব না ॥
- মিল — তোমায় ফেলে আর কোথাও যেতে চায় না মন,
সঙ্গে থেকে গাব এখন, শচীসূত গৌরঙ্গের জয় ॥

শ্রীগৌরঙ্গের নামকীর্তন - ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বললে কৃষ্ণ কৃপায়, তোমায় কান্দায় হাসায়, তুমি ক্ষুদ্র মানব।
- পাড়ন — এই কি মানুষে সম্ভবে, দেখেছে কে কবে ভবে,
বুঝলাম এসেছ মানুষ ভাবে, তুমি রাধাবল্লভ ॥
- ফুকার — তুমি গোলোকের ধন গোপন ছিলে নয়নের উপর,
মোরা না জেনে করেছি আদর, হায় গো
সে সকল দোষ না ধরিলে, না চাহিতে প্রেমধন দিলে,
এই শুনেই লোকে বলে, তুমি হরি করুণাসাগর ॥
- মিল — অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, জন্মুনদ হেম, সাক্ষাতে চক্ষেতে দেখলেম,
ধরে না প্রেম এ ধরায়।
- মুখ — নদে বাসী আমরা ধন্য, শ্রীচৈতন্য তোমার করুণায় ॥
- ডাইনা — জাহ্নবী যমুনা হল নদে বৃন্দাবন, ব্রজবাসীর মত যত নদেবাসীগণ :
রাধা বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি, যশোদা ঐ শচীরানী,
ত্রিলোক পালক গোলোকমণি, আসিয়াছে নদীয়ায়।
- খাদ — প্রেমালোকের ধারায় ডুবু ডুবু প্রায় ॥
- ফুকার — তোমার রূপের রসে মিশে গিছে নয়নের জ্যোতি,
পরমধন বিনে আর কার এ শক্তি, : হায় —
যুগল মূর্তির বত্রিশ চিহ্ন, তোমার সঙ্গে দেখি কিসের জন্য,
কলির জীব করিতে ধন্য, তুমি ভুলোকে গোলোকপতি ॥
- মিল — দেখা দিয়ে আবার কেন লুকাইতে চাও,
কোন ভাবে কোন খেলা খেলাও, জীবে কি বুদ্ধিতে পায় ॥
- অন্তরা — মোরা অসাধনে অসাধারণ ধন পেয়েছি সবে।
দেবে যে পদ সেবে, ভব ভাবে যে পদ ভাবে, ও তাই পেলেম কলির জীবে ॥
যদি তুমি কলির জীব কলিযুগে, তবে তোমায় এত ভাল কেন বা লাগে,

- হেরিলে মধুর ভাব হৃদয়ে জাগে, এমন কি আর হবে।।
- পরচিতান— কৃষ্ণমূর্তি যেমন, তোমার মূর্তি তেমন, তুমি নিশ্চয়ই সে ধন।
- পাড়ন — মাত্র ঢেকেছ কালরূপ, মেখেছ ভালরূপ,
জীবে পায় কি সে রূপ, করে সাধ্য সাধন।।
- ফুকার — তোমার ঐ চরণে গঙ্গার জন্ম পেয়েছি প্রমাণ,
নইলে সাথে কি সে ধরে কি উজান : হায় —
নির্মল সলিলা গঙ্গে, নৃত্য করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে,
বিনা বায়ে প্রেমতরঙ্গে, বসে করে তোমার গুণগান।।
- মিল — আর কোন ধন চাইনে হরি, করি নিবেদন,
মন যেন সদা সর্বক্ষণ, থাকে তোমার রাসা পায়।।

ভাবোন্মাদ শ্রীগৌরঙ্গ - ১নং
রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — নাচে সাদোপাঙ্গ সঙ্গে গৌর শ্রীবাস আঙ্গিনায়।
- পাড়ন — হঠাৎ মেঘ আসিল, ভয়ঙ্কর কর গ্রাসিল, ধরনী কম্পিত হ'ল, বিদ্রুতের ছটায়।।
- ফুকার — একে নব অনুরাগের বেগ, তাতে দেখে কালমেঘ, বিদ্যুৎ মাথা গায়,
নব জলধর, সাজে মনোহর, পুচ্ছ উচ্চগিরির প্রায়ঃ
যেন গোবর্দ্ধন নগেন্দ্র পরে, সৌদামিনী নৃত্য করে,
ও তার আড়ম্বরে নীলাশ্বরে, যেন রূপসাগরে ঢেউ খেলায়।
- মিল — বিদ্রুৎ দেখে রুধা ভবে আকুল গৌরঙ্গ, গদাধরের অঙ্গে অঙ্গ, দিয়ে গৌরঙ্গ সুখায়।।
- মুখ — কাল মেঘে সৌদামিনী, দেখ দেখি ভাই, কেমন দেখা যায়।।
- ডাইনা — কাল মেঘেতো নয়রে ভাল দেখতে ভয়ঙ্কর, সৌদামিনীর যোগে হ'ল জগৎ মুক্তকরঃ
ও ধনি কি রূপের খনি, মনমোহিনীর মন মোহিনী,
চোখে লাগল সৌদামিনী, আকুল প্রাণে ধরতে চায়।।
- বাদ — পারিস যদি ঐ রূপ ধরে এনে দে আমায়।।
- ফুকার — শুনে জলধরের গভীর স্বর, সুখে নাচে শিখীবর, পুচ্ছ তুলিয়েঃ শুনে দামিনী
দ্রুতগামিনী চলে অঙ্গর দোলায়েঃ অঙ্গ চক্ মকি চক্ ঠিক চেহারা, এই দেখলেম
এই হলেম হারা, ওকে দৃষ্টিপথে না যায় ধরা, যেন পলকে যায় পালিয়ে।।
- মিল — চপলাসুন্দরী বড় চতুরা নারী, নয়ন ভরে দেখতে নারি, হ'ল একি বিষম দায়।।
- অন্তরা — কাল মেঘের কোলে সৌদামিনী কিবা শোভা পায়।
যেন পলকে এক ঝলক দিয়ে ভুলোক ভুলায়।।
ঐ দেখ আড়ালে দাঁড়িয়ে, বসন ছাড়িয়ে, চঞ্চলে অঞ্চল উড়ায়।
যদি ধরতে পেতেম, মিশে যেতেম, সৌদামিনীর গায়।।
- পরচিতান— ধনি চলে অতি দ্রুতগতি তাইতে বড় দুখ।
- পাড়ন — আমি এক ধোয়ানে চেয়ে আছি আকাশ পানে,
দেখতে নারি এতক্ষণে সৌদামিনীর মুখ।।
- ফুকার — হ'ল জলদের কি শুভযোগ, পেয়ে সৌদামিনীর যোগ, হ'ল কি সুন্দর,
ও রূপের লাগি, মন অনুরাগী, আঁখি কান্দে নিরন্তর :
যদি পাখীর মত পাখা পেতেম, সৌদামিনীর কাছে উড়ে যেতেম,
উহার কোলের কাছে মাড়াইতেম, গলে দিয়ে যুগল কর।।
- মিল — ও রূপ বিনে আঁখিতে দেখিতে চায়না আর, ধ্যান ধারণা যত আমার,
সৌদামিনীর রাজ্য পায়।। (সন ১৩২৭ সাল)

ভাবোন্মাদ শ্রীগৌরঙ্গ - ২নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বলি তোরা সৌদামিনী এত ভালো কই।
- পাড়ন — ও রূপ দরশনে পড়েছি এই ভাব তুফানে, কি জানি কি ভেবে মনে,
কি জানি কি কই।।
- ফুকার — আমার কেন যেন মনে কয়, আমি ছিলাম এক সময়, নব জলধর ;
আমার বামভাগে প্রেম অনুরাগে, উঠিত ঐ রূপের লহরঃ
এখন কি জানি কি কর্মদোষে, আসিয়াছি বড় দূর দেশে, আমার ভালবেসে,
দেখতে এসে ধনী, দাঁড়াইল মেঘের পর।।
- মিল — মনপ্রাণ সহিতে যেন করে আকর্ষণ, ওই রূপেতে দিয়ে নয়ন, অঙ্গ জ্বলে অনঙ্গ।
- মুখ — সৌদামিনীর রঙ্গে ভঙ্গে, নব ভাবের আবির্ভাব অঙ্গে।।
- ডাইনা — পলকে ঝলকে ঝলকে কেমন চঞ্চল চপলা, নীল আকাশ সমুদ্রে যেন
তরঙ্গ মালা : আহা মরি কি মাধুরী, মেঘ সেজেছে প্রেমের তরী,
চলিতেছে সারি সারি, দুলিতেছে তরঙ্গে।
- খাদ — সৌদামিনীর ভালবাসা সবাকার সঙ্গে।।
- ফুকার — কত নদী পর্বত উপবন, মনোহর কুসুম কানন, মেঘ সেজেছে তাই,
যেন রাখালগণ, করে গোচারণ, সঙ্গে বৎস আদি গাইঃ
ঐ সব মেঘের গাছে বসব বলে, বক বকি সব উড়ে চলে,
আমি বসিব ঐ কদমডালে, বলরে কেমন করে কাছে যাই।।
- মিল — স্বর্ণ মর্ত্ত আকাশ পাতাল কিবা শোভা পায়,
সৌদামিনীর রূপের ছটায়, বঙ্কিত নূতন রঙে।।
- অন্তরা — আমি পলকে পলকে কেমন নূতন নূতন হেরি।
তাইতে ভাব সাগরে উঠছে কেমন আনন্দ লহরী।।
আবার পলকে আসিয়ে, বৃক্ষ বিনাশিয়ে, কেবা গড়াইল তরী,
বৃষ্টি বিশ্বকর্ম্মার কর্ম এসব আহা মরি মরি।।
- পরচিতান — বল দেখি ভাই সৌদামিনী আমার কি কেউ নয়।
- পাড়ন — যখন এক নিরিখে, চেয়ে থাকি উহার দিকে,
কে যেন আড়ালে থেকে, গর্জিয়া দেয় ভয়।।
- ফুকার — তারে এই দেখি এই দেখি নাই, কার আশায় আর প্রাণ বাঁচাই,
সতত প্রাণ যারে চায়ঃ ও তার অভাবে তিলাক্ষ প্রাণ রাখা দায়ঃ হায়,
পঞ্চাবস্থায় পঞ্চাকাশে, চঞ্চলতা ছেড়ে নব রসে,
যদি সৌদামিনী সদা হাসে, তবে পোড়া প্রাণ জুড়াই।।
- মিল — আপন মনে মেঘের সনে করেছি ভ্রমণ, নিরখি চঞ্চলার চলন,
লাজে লুকায় কুরঙ্গে।। (সন ১৩২৭ সাল।)

শ্রীগৌরঙ্গের ভাবাবেশ - ১নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — মহাভাবের সেই প্রেম তরঙ্গে, শ্রীগৌরঙ্গে রঙ্গে ডুবালো।
- পাড়ন — একদিন প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে, প্রভুর কাছে গিয়ে কেন্দ্রে আবুল হল।।
- ফুকার — আমি অভাগিনী কান্দিয়া রজনী পোহাই,
পতির পদসেবা সুখ-বিলাস, আমার কপালে নাই :
তোমার এই দশা হেরে, মন্দ কয় ঘরে পরে,
বলে এই মেয়ে বিয়ে করে, হল পাগল নিমাই।।

- মিল — প্রিয় সস্ত্রাষে বিকুপপ্রিয়ার করে ধরি,
অমনি কেনে কয় গৌরহরি, প্রাণেশ্বরীর পাশে।
- মুখ — প্রিয়ে বিকুপপ্রিয়ে, আমার মন বাঞ্ছিয়ে, রইতে নারি গৃহবাসে।।
- ডাইনা — এই যে সংসার অনিত্য জেনে হলেম পাগল,
তাইতে সব ভুলে সার করেছি, কেবল বল হরি বল :
বাল্যে চাঞ্চল্য ছিল, কে জানি হরে নিল,
আমার এ প্রাণে লাগে ভাল, যাতে কান্না আসে।
- খাদ — ভাবি যে এই পাগলামি আমার বাড়ে কিসে।।
- ফুকার — আমার বন্ধুগণে নিন্দা করুক দিবানিশ,
যেন না শুনি তা, কৃষ্ণপ্রেম সাগরে ভাসি :
অভিমান পড়ুক খসে, কুল মান যাক জলে ভেসে,
আমি একা নির্জনে বসে, যেন কান্দি হাসি।।
- মিল — আমার মাকে বুঝিয়ে রেখ তুমি বলে কয়ে,
গেলে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, তার আর মন্দ কিসে।।
- অন্তরা — প্রিয়ে ভেবেছি অন্তরে, সংসার সাগরে, অমূল্য রতন হরিনাম।
যে জন সে রতন কণ্ঠে, ধরায় উৎকণ্ঠে, বৈকুণ্ঠ জিনিয়া তাহার ধাম।।
নামে প্রেমে যখন ঘটে রতিমতি, পায় সে অলৌকিক গোলোকীয় জ্যোতি,
মর নরে ধরে অমর মুরতি, দেবে তারে দেয় প্রাণাম।।
ও তার ভিতরে বাহিরে লহরে লহরে, সতত বিহরে রাধেশ্যাম।।
- পরচিতান — আমি জন্মিয়ে মানব কুলে, আছি ভুলে হরি পাদপদ্ম।
- পাড়ন — মিছে শিখেছি এ বিদ্যে, গেল না অবিদ্যে, সদায় মায়ায় বদ্ধ।।
- ফুকার — প্রিয়ে দেখ চেয়ে এ ব্রহ্মাণ্ড নরককুণ্ড,
তাতে দণ্ডে দণ্ডে জীবের ভাগ্যে কত দণ্ড :
নাম ব্রহ্ম সংসারের সার, সার কর প্রিয়ে আমার,
লাভ হবে শ্যামকুণ্ড আর ব্রজে রাধাকুণ্ড।।
- মিল — তাতে স্নান করি শীতল কর তোমার তাপিত হিয়া,
লোকের কাছে না গিয়া, কান্দ একা বসে।।

শ্রীগৌরঙ্গের ভাবাবেশ - ২নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বললে আমি অবলা নারী, রইতে নারি তোমা বিহনে।
- পাড়ন — প্রিয়ে ধর সেই মধুর ভাব, অচিরে হবে লাভ, ও সে পরম ধনে।।
- ফুকার — ছেড়ে সুখের আশা দুঃখের বোঝা লও হে মাথায়
তবে দেখবে প্রিয়ে তুমি যথায় আমি তথায় :
চিন্তা দাও হরিনামে, মস্ত হও মধুর প্রেমে,
মিলবে নিত্য ধামে প্রিয়ে তোমায় আমার।।
- মিল — যখন অন্তরে উঠবে তোমার বিমল প্রেমের জ্যোতি,
দেখবে মন মানুষের মুরতি, ও সেই জ্যোতির সঙ্গে।
- মুখ — ওগো প্রাণকান্তে, যদি পার কাদতে অস্ত্রে পাবে শ্যামত্রিভঙ্গে।।
- ডাইনা — এখন আমি আর নাই গো প্রিয়ে আমার বশে,
অবিরল নয়নের জল যেন কেন আসে :
বিদায় দাও এ জনমে, যাব সেই ব্রজধামে,

- আমি পাই যেন রাধাশ্যামে, ডুবে প্রেম তরঙ্গে।
 খাদ — হরি পাদপদ্মের মধু চায় মোর মন ভুঙ্গে।।
 ফুকার — আমার মনে বলে একাকী নিরঞ্জে থাকি,
 আমার মনের মানুষ মনে রেখে, মনে মনে দেখি :
 তার প্রেমে হয়ে ভোলা, দূর করি ত্রিতাপ জ্বালা,
 খেলে এই মায়ার খেলা, বল লাভ হবে কি।।
 মিল — যদি সাংসারিক বাজে কথা বাজে আমার কানে,
 যেন বাণ সমান বিচ্ছে আমার প্রাণে, মরি সেই আতঙ্কে।।
 অন্তরা — প্রিয়ে হরি হরি বল, দিন ফুরায় গেলে, ওনামে হল না রতি।
 ধন্য ধ্রুব আর প্রহ্লাদ, পূর্ণ করল সাধ,
 বাল্যকালে পেল হরি ভকতি।।
 বিষয় মায়া ফাদে, বান্ধা প'লে নরে,
 শত চেষ্টায় সে বাঁধ খুলিতে না পারে। (বণিত)

বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিমান - ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — রাধাকৃষ্ণের কুপায় শরীর নিমাই ভাবের উন্মাদ।
 পাড়ন — প্রভুর সংকীর্ণ হ'ল সার, তাজে নিদ্রা আহার,
 দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে হরিষে বিবাদ।।
 ফুকার — প্রিয়া অভিমানে প্রভুর সনে বলেনা কথা: সে মান ভাসিতে নাই আমার প্রভুর
 ক্ষমতা : তখন আঁধার দেখে চাদের গেহ, কুলের বউ ঝি কেহ কেহ,
 গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার সহ, করে কত না রসিকতা।।
 মিল — তখন কুলের কামিনী সহ বিষ্ণুপ্রিয়া, মহাপ্রভুকে শুনাইয়া বলে করুণ বাক্যে।
 মুখ — নদে নাগরীগণ, আমার দুর্দশা শোন, পেয়ে পরম ধন,
 জনম গেল আমার দুঃখে দুঃখে।।
 ডাইনা — কত রঙ্গে প্রেম তরঙ্গে সখি সঙ্গে আশিনায়, আমার কোমল কমলের ঠাকুর
 ধূলায় গড়াগড়ি যায়: ফুলশয্যায় যারে রাখি, ধূলশয্যায় তারে দেখি,
 জ্বলে কি আগুন ঝিকিঝিকি, আমার নীরস বক্ষে।
 খাদ — কে বুঝাবে ভবে কি যাতনা আমার পক্ষে।।
 ফুকার — আমি অবোধিনী জানিনালো ভালোবাসিতে: তাইতে প্রভু চায়না আমার কুঞ্জে
 আসিতে: নিশিথে ফুলশয্যা ছাড়ি, শ্রীবাস অঙ্গনে যায় গড়াগড়ি,
 প্রভাতকালে এসে বাড়ী, প্রাণে বাণ বরিষে বাসী হাসিতে।।
 মিল — নিত্য কান্দিয়ে নিশি পোহাই আমি একাকিনী,
 বাজে কার প্রাণে এই কান্নার ধ্বনি, এই হ্রৈলোক্যে।।
 অন্তরা — মরমের ব্যথা, যে না বোঝে যথা, কথা বলে সেথা, হবে কি বা গুণ। আমি
 অবলা বালিকা সখি, অতি অরসিকা, একি দেখি বিভীষিকা জলন্ত আগুন।।
 যে সকল রজনী জেগে একাকিনী, শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্ণ শুনি, মম প্রাণে
 বাজে মৃদঙ্গের ধ্বনি, অশনি সম সে ধুন।
 আমি নয়ন মুদিলে, দেখি প্রভু ধরাতলে,
 অমনি হিয়ার আগুন জ্বলে লক্ষ কোটিগুণ।।
 পরচিতান — ওকে বাসলে ভাল, তার মত আর নাইরে দুঃখী।

- পাড়ন — যে পায় ব্যথা পায় হাটিতে, নদীয়ার মাটিতে, আমার কোন ক্রটিতে,
সেই দেহের এই দুঃখ দেখি।।
- ফুকার — আগে নৃত্য করে, চিত্ত হ'রে, কত রকমে: যখন ভক্তবৃন্দ ডুবে যায় প্রেমে:
নিজে হুঙ্কার দিয়ে ধরায় পড়ে, গুরু তরু যথা প্রলয় ঝড়ে,
আঘাতে নদীয়া নড়ে, যেন বজ্র পড়ে, আমার মরমে।
- মিল — আমি কুলের বউ কইতে নারি সইতে নারি, যদি লক্ষ্মীর ন্যায় প্রাণে মরি,
তবে পাব রক্ষে।। (৭ই শ্রাবণ ১৩৩৭ সাল।)

বিষ্ণুপ্রিয়ায় অভিমান - ২নং
রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমি জানি সখি ভাল নয় আশ্বকলহ।
- পাড়ন — আমার যে দুঃখ মরমে, বলি না শরমে, আমার কর্মক্রমে, নির্মল প্রেমে মর্শ্ণদাহ।।
- ফুকার — যেমন অর্ণবযানের পিছনে সমুদ্রে তরণী, দুলি তদ্রূপা তরঙ্গে তরুণী:
বক্ষ ভেদি উঠে বারি, এ বারি কিসে নিবারি, ছিঁড়ে সূক্ষ্ম প্রেমের ডুরি,
কখন ডুবে মরি, আমি না জানি।।
- মিল — সুখের সমুদ্রে জলে নেমে আমার হলনা সুখ, কেন আবেগে ভেঙে যায় বুক,
তোরা বলে দেলো।
- মুখ — আমার এ পোড়া প্রাণ, এত দূর কান্দে ক্যান,
করি অনুমান, সুখের অবসান, মোর হয়ে এল।।
- ডাইনা — হাসে দিবানিশি প্রেমের হাসি নদেবাসী টলমল, আমার মনে বলে সুখের
ঘরে জুলিবে দুখের অনল : হারিয়ে প্রাণকাস্তে, দিন যাবে কাস্তে কাস্তে,
আমার কালস্বরূপ এই কুচিস্তে, হৃদয়ে জ্বলে গেল।।
- খাদ — চিরদিন এত শান্তি ভবে কারবা ছিল।।
- ফুকার — ওনি ব্রজবাসী এমন হাসি হেসেছিল সই, তারা জানতোনা আর চিত্তামণি বই:
শেষে কান্দাইয়ে পুরুষ-নারী, ছেড়ে গেল বংশীধারী,
তেমনি কান্দবে ন'দৈপূরী, যখন সেই মানুষ এই মানুষ ওই।।
- মিল — ওকে দেখলেই মনে হয় সেই শিকলী কাটা, এখন কেটেছে পঞ্চ কাঁটা,
একদিন উড়লে হ'ল।।
- অন্তরা — কাঁদিলে কি হবে, দেখিয়াছি ভেবে, অবশ্য ফলিবে, স্বকর্মের ফল।
যারে ভেবে সমভাগী, সারা নিশি জাগি, সে যেন কার লাগি, উন্মত্ত পাগল।।
অজ্ঞানী নির্ধনী, যদি পায়লো মণি, ধনী লোকে কেড়ে নেয় অমনি,
সে মণি প্রসাদে হতে নারে ধনী, বিহনে সে বুদ্ধিবল। আমি তেমনি রমণী
পেয়ে গুনমণি, আমার যাবে নয়নমণি, রবে মাত্র চোখের জল।।
- পরচিতান— উহার স্বভাব কেমন জানিস কি তোরা সকলে।
- পাড়ন — ভালবেসে ভালবাসায়, কত কান্দায় হাসায়, পরিণামে ভাসায়,
অবুল দুঃখ সিঁধুনীরে।।
- ফুকার — আমি মাঝে মাঝে তন্ত্রার ঘোরে করি দরশন, যেন চন্দ্র বিনে অন্ধকার ভুবন:
ক্ষণেক নদীয়াবাসীর সাথে, কেন্দ্রে ফিরি আমি পথে পথে,
প্রাণ কেন্দ্রে কয় কোন মতে, আমার মিথ্যা নয়লো এমন কু স্বপন।।
- মিল — আমার দিনতো ফুরিয়ে গেল শান্তি পাব বলে,
বিধি কি জানি কি এই কপালে আমার গিথেছিল।।

(৮ই শ্রাবণ ১৩৩৭)

রাইরসবাজের গান - ১নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — হয় হয় দীনহীন কান্দাল বেশে, ব্রজবাসে, গৌরচাঁদ উদয়।
 পাড়ন — বলে ব্রজভূমি, এলে কেগো তুমি, রাই কানু তনু সমন্বয়।।
 ফুকার — রাই অঙ্গ দিয়ে বিদ্যুৎ ভেদিয়ে, হয় বেগে মেঘমালাঃ করে উলঙ্গ অঙ্গে খেলাঃ
 হয় দেখায় ঐ অঙ্গের স্বভাব, রসরাজ আর মহাভাব,
 এই পরমধন করে লাভ, তোমার কি অভাবে কি জ্বালা।।
 মিল — ভবে কার সাধ্য আমার মনচোরারে করতে চুরি, —
 মাত্র পারিত রাই কিশোরী, সেই ভাব হেরি তোমার।
 মুখ — কি ধন পাব বলে, বৃন্দাবনে এলে, সেজে রাইচাঁদ আমার।।
 ডাইনা — থাকতে রাই কানু দুই পাশে, কোন্ দেশের বাতাসে,
 যুগল হয়েছে এক : তোমার কোন গুরু চারুসিদ্ধ দেহে, দিয়েছে ভেক, :
 কার গর্ভে জন্ম নিলে, বিয়ে কি করেছিলে,
 তোমার নবজীবনের লীলে, খুলে বল একবার।
 খাদ — তোমার এই জন্মের পিতামাতা কোথা, কি দশা কার।।
 ফুকার — তোমার এ মহাপ্রকাশের বিলাস কোন দেশে কেমনঃ করলে এই বেশে
 কোন কোন দেশ ভ্রমণ : কত মন আকর্ষিয়ে, প্রেমাবৃত বর্ষিয়ে,
 এসেছে পাগল হয়ে, মনের ক্রিয়া দিয়ে বিসর্জন।।
 মিল — আমি দেখতে পাই গৌর গৌসাই তোমার মন নাই যেন,
 সে মন থাকিলে হেন, কেন দেহে ভাবের জোয়ার।।
 অন্তরা — তোমার ভাবের অন্তর্গত দেহ অবিরত, করিছে বিক্ষত তেত্রিশ অলঙ্কারে।
 মহাভাব যার হৃদে থাকে, দেহ রাখে যত্নে,
 কেন ভাবালঙ্কার রত্নে, বাধা দেয় তারে।।
 দেহে আশ্রয় বুদ্ধি বিবর্তের স্থান, এ দেহে পাইনা সে বুদ্ধির অধিষ্ঠান,
 তাই প্রপঞ্চাভীত পঞ্চফুলের বাগান, পরিমল বিতরে ভিতরে।।
 মদন শোধন সে ধন, বদন সদন রদন কলায়,
 অর্দ্ধ ইন্দুর বিন্দুমালায়, বিলায় কি সুধারে।।
 পরচিতান — কান্দে দেখে ঐ ভাবের অঙ্গ, কীটপতঙ্গ পশুপক্ষীগণ।
 পাড়ন — অঙ্গে রক্তের নদী, ভক্তে দেখে যদি, ভাবব্যামি করবে আক্রমণ।।
 ফুকার — তোমার শরীরে হেরি রক্তোদগম, ভাবের পরাক্রম,
 তোমার পরশে যমের ঘটবে যম : কষ্টে অষ্ট প্রহরই, জপতেছ হরি হরি,
 পেয়ে নামের মাধুরী, করল ঘর রুদ্ধ অজপার দম।।
 মিল — কেন বলতেছ হা রাই হা রাই, সেই রাই থাকতে সঙ্গে,
 দেখি রাই বরণ তোমার অঙ্গে, কত ভাব অলঙ্কার।। (১৩৫০)

রাইরসবাজের গান - ২নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — তুমি নদীয়ার শরীর নিমাই, পেয়েছি তাই, তোমার পরিচয়।
 পাড়ন — স্ত্রীধন আর জননী, ত্যজিলে গৌরমণি, সুসভ্যের কর্তব্য এ নয়।।
 ফুকার — তোমার প্রেম ফান্দে পড়িয়ে কান্দে, হয় অন্তরঙ্গ সব,
 ব্রজে এই রূপ করেছিল কেশবঃ গেল সে মথুরাতে, এল না ব্রজের পথে,
 তার মাতা পিতা তাতে, শোকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে হল শব।।

- মিল — তুমি ফিরে যাও ঘরের ছেলে, আবার মায়ের কোলে,
সকলে মিলে হরি বলে, কর সংসারের কাজ।।
- মুখ — সংসার সূর্যালোকে, দেখতে পাও না চোখে, সেজে উলুকের সাজ।।
- ডাইনা — মাতা পিতা গুরুর আদেশ, নাশ করলে অশেষ ক্রেশ,
সাধু হলে কি হয়ঃ চিন্তার ধন চিনতে না পারলে অনন্ত নিরয়, :
নিত্য সুখ এ জীবনে, পাবে ভবনে বনে, যদি কয় তোমায় নিজজনে,
এই তো রাই বসরাজ।
- খাদ — (থেকে) ঘরে বিরজার পরপারে কর বিরাজ।।
- ফুকার — সুখে মুখে নাম, করে কর কাম হয়, ঘরে বসিয়ে,
এবার সেবার মন্দিরে পশিয়ে : কর্মে দাও দেহের আহাৰ,
আম্মায় দাও প্রেমের বিহার, কণ্ঠে হরিনামের হার, দোলাও স্বজনসনে মিশিয়ে।।
- মিল — হরিনাম হারে জন্ম শব্দ করবে কিনি কিনি,
কে না পরবে পুরুষ রমণী, ভুলিবে কুল লাজ।।
- অন্তরা — শরীর পরিচর্যায়, রাখ নিজ ভার্যায়, সংসারের এই পর্যায়, করিও না বর্জন।
তোমার যে সহধর্মিনী, থাকবে তাহার ঋণী,
(মণি) না পেলে সে ধনীর নন্দিনী নন্দন।।
তোমার বৃদ্ধা মাতা সংসারের কর্ত্রী, তাহার আশার বাসা পৌত্র আর পৌত্রী,
এ সংসারের পথে চাহে সাথের যাত্রী, দিবারাত্রি সেদিক মন।।
তোমার মতো ছেলের ছেলে, যে বাড়ি সম্ভবে,
ভবে সে বাড়িতে হবে গোলোক বৃন্দাবন।।
- পরচিতান — তুমি কি রকম সাধু হলে, মায়ের গলে দিয়ে জঞ্জালজাল।
- পাড়ন — ও যার গর্ভে ছিলে, তারে কান্দাইলে, কাদতে হবে অনন্ত কাল।।
- ফুকার — তুমি আদর্শ ভারতবর্ষে হও, হায়, কও হরি কথা,
রাখ প্রেমমাখা মায়া মমতাঃ একদিন সব জগৎবাসী,
হবে তোমার তালাসী, প্রেমগুণে ভালবাসি, তুমি সাজ এ বিশ্বত্রাতা।।
- মিল — তুমি যেওনা সে দেশে, যে দেশে এদেশী নাই,
তুমি নিজজন ভাব নিমাই, এ মনুষ্যসমাজ।।

মহাপ্রভুর কাছে শিবানন্দের দাবী - ১নং

রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — নিয়ে নদীয়ার ভক্তবৃন্দ, শিবানন্দ, এল শ্রীক্ষেত্রে।
- পাড়ন — করে গৌররূপ দরশন, ভাবপ্রেমের পরশন,
অশ্রুবরষণ, নারী পুরুষ সবার নেত্রে।।
- ফুকার — শিবানন্দের নারী পুরীতে হয় ঋতুমতী,
প্রভু অন্তর জেনে কহে শিবানন্দের প্রতিঃ
এবার তোমার এক পুত্র হবে, পুরীদাস নাম রাখিবে,
এই বাক্যে লজ্জায় ভাবে, শিবানন্দের সতী।।
- মিল — মহাপ্রভুর বাক্যেতে শিবানন্দ কিবানন্দে,
মহাপ্রভুর শ্রীপদারবিন্দে, করে এ নিবেদন।
- মুখ — তুমি প্রেমাবতার, আদর্শ সাজিয়া সবার,
সোনার প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়্যার কর বাহা পূরণ।।
- ডাইনা — তুমি দিলে যে পুত্র বর, আসবে পুত্রসুন্দর, এ দম্পতির সদন,

- তুমি পৃথিবীর অপ্রাকৃত নবীন মদনঃ
কামশক্তি তোমাতে নাই, প্রেমসূত্রে এক পুত্র চাই
তুমি গেলেও পাবে সবাই, সোনার মানুষ রতন।
- খাদ — আমরা চাই সবাই তোমার অংশে বংশ রক্ষণ।।
- ফুকার — তোমার মায়ের বুকে কত দুঃখের শোকের অনল
তোমার পুত্র হবে সে অনল নিবান জলঃ
সে অনল গেলে নিভে, পৌত্রধন কোলে নিবে,
দিবে সংসার ত্রিদিবে, প্রেম অমৃত ফল।।
- মিল — মাত্র একরাত্র শুভলগ্নে করিও গর্ভাধান,
তবে জুড়াবে সবাকার প্রাণ, একটি দিনের কারণ।।
- অস্তুরা — সাধুদিগের স্বভাব এই কিনা।
তারা কারও মনে দেয় না দুঃখ, কর্মে সুস্থ, মোক্ষফলে লক্ষ্য দেখি না।
কাম্যনাং কর্মনাং ন্যাসং, সম্যাং কবয়ো বিদুঃ
সর্ব কর্মফলং ত্যাগং প্রাপ্তপাণং বিচক্ষণাঃ।।
কাম্য কর্মের ফলত্যাগ করে যেই জন,
তাহাকে সম্যাসী বলে যত কবিগণ।
বিশ্বমিত্র বেশ্যার কলায়, জন্মাইলে শকুন্তলায়,
যুগলের এ প্রেমের উৎকর্ষ।
শকুন্তলার মধুর প্রেমে, ভরত পুত্র জন্মে ক্রমে,
তাহার নামে এই তো ভারতবর্ষ।।
তুমি তেমনি পুত্র দেও আদর্শ, প্রেমে হোক জগৎ কেনা।।
- পরচিতান — সোনার প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ে, করলে বিয়ে তুমি কি বুঝে।
- পাড়ন — সন্তান না জন্মে যতদিন, পুরুষ রমণীর ঋণ,
বীধন কঠিন, দেখ তুমি শাস্ত্র বুঝে।।
- ফুকার — তোমার পিতার চেয়ে পুত্র তুমি হলে ভাল,
দিলে ক্রমে ক্রমে কি অপূর্ব প্রেমের আলো, :
যদি হে তোমার দারায়, পুত্র পায় তোমার দ্বারায়,
সকলে দেখবে ধরায়, ভালর ভালর ভাল।।
- মিল — আমি সব ক্ষেত্রে সকল পাত্রে দেখি ক্রমবিকাশ,
আমার এই অর্থে দৃঢ় বিশ্বাস, তাতে তোমার কি মন।।

মহাপ্রভুর কাছে শিবানন্দের দাবী - ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বজায় রাখতে সম্যাস ধর্ম, এসব কর্ম না কি নিষিদ্ধ।
- পাড়ন — এই যে কলিতে সম্যাস নাই, জ্ঞান গৌর গোসাই,
করিতে তাই, তুমি কেন হলে বাধ্য।।
- ফুকার — সম্যাস ধর্ম ছেড়ে গড়ে নেও এই মনুষ্য সমাজ,
অতি কঠিন দেখে কেউ নিবেনা, সম্যাসীর এই সাজ :
দেখাও পবিত্র স্বভাব, নাশ করে ভক্তের অভাব,
রসরাজ আর মহাভাব, সেজে কর বিরাজ।।
- মিল — তুমি প্রেমের স্বরূপ, আর আমাদের এই পাপের শরীর,
তোমার পরশে হৃদয় মন্দির, তুমি করে দেও ছাপ।

- মুখ — থেকে প্রেমের রাজ্যে, স্পর্শিলে বিবাহের ভার্যে,
সংসার ধর্মে এ শুভ কার্মে, সম্মাসীদের কি পাপ।।
- ডাইনা — তোমার প্রেমরাজ্যের ভাগিনী, সাজিয়ে নাগিনী, তোমায় না দংশিবে,
তোমার গুরু ভারতী, প্রেম রতি প্রশংসিবেঃ
প্রেমপুত্র করে দর্শন, হাসবে পূর্ব পুরুষগণ,
তুমি হও প্রভু শচীরনন্দন, প্রেম স্বরূপের বাপ।
- খাদ — মাত্র একরাত্র গিয়ে কর প্রেমের আলাপ।।
- ফুকার — আত্মা বাহির হলে দেহের সকল যাবে ধুয়ে,
নন্দর দেহের সুখে দু'জনের হয় ছেলে মেয়ে :
শুক্রকীট করলে প্রদান, না মরিয়া হয় প্রধান,
যাবে কি এই সকল প্রাণ, তুমি সঙ্গে নিয়ে।।
- মিল — মানুষ মরিলে পুনর্জন্ম ভবে অনিবার্য,
এসব বুঝিয়ে কোন আর্থ, ভার্যাকে দেয়না তাপ।।
- অন্তরা — আন্তিক মুনি মনসার নন্দন।
জরৎকারুর অঙ্গুলি পরশে, সুপুত্র জন্মে সরসে,
তুমি কর সেই মতন।।
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তত্তদেবেতরো জনঃ, স যৎ প্রমাণং
কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে;
শ্রেষ্ঠ জানে, যাহা যাহা করে আচরণ,
সর্বসাধারণে করে তদনুসরণ,
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ছিল, পরীক্ষার্থে ব্রহ্মা এলো,
হরিল গাভী বৎস রাখাল।
কৃষ্ণ নিজ অঙ্গ হতে জগ্মাল অকস্মাতে, তেমনি কর শচীর দুলাল।
তুমি কৃষ্ণ হতে রসাল বিশাল, প্রেম ভক্তি করে সাধন।।
- পরচিতান — তুমি এসেছ প্রেম বিলাতে, এ লীলাতে বাদ নয় নারীদল।
- পাড়ন — যারা কান্দে তোমার আশে, যাবে তাদের বাসে,
ভালবেসে দেশে দেশে, দেও হে প্রেমফল।।
- ফুকার — কোন কর্মে লিপ্ত যারা, কভু হয় না ভবে,
এসব পাপে পুণ্যে ধরিবারে পারে কবে, :
তোমার নাই ফলাকাঙ্ক্ষা, বাজায়ে নামের ডঙ্কা,
তুমি কার করবে শঙ্কা, লঙ্কাপতির ভাবে।।
- মিল — যাবে দু'জনে এ সংসারের পরপারে,
তখন প্রিয়াজী দিতে পারে, প্রেমের সাগরে ঝাঁপ।।

মধু নাপিত (শ্রীগৌরাস্বরের মস্তক মুণ্ডন) - ১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — এলেন কাটোয়ায় সম্মাস নিতে নিমাইশশী।
- পাড়ন — ভারতীর আদেশে, গৌর করতে মধু এসে,
মনের বিরসে কাঁদে অধঃ মুখে বসি।।
- ফুকার — যখন করতে নিমাইর নখ রঞ্জন, করে নিয়ে নখরঞ্জন,
মধু নাপিত কাছে যায়ঃ গিয়ে হস্ত দিলেন নিমাইর পায় হয়ঃ
অমনি পরশ করে শ্রীচৈতন্য, মধু নাপিত হল ধন্য,

- ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, নিমাইর চরণতলে দেখতে পায়।।
- মিল — নিমাইর পরশে মধু নাপিত ভাবাবেশে,
অমনি কেঁদে কয় নিমাইর পাশে, হয়ে পদানত।
- মুখ — কে তুমি অপূর্ণ পুরুষ, যেন তোমার ন্যায়
একজন মানুষ, আমার পরিচিত।।
- ডাইনা — কিবে সঙ্করণ আঁখি দুটি, হরি জিনি ক্ষীণ কটি,
অরুণ বরণ ধূতি, কটিতটে মনোহরঃ
যেন কোটি প্রভাকরে, পদনখে প্রভা করে, হেন রূপ শোভা হেরে,
প্রভাশূন্য প্রভাকরঃ শ্রীঅঙ্গে আঁকা বাঁকা, দ্বাত্রিংশ চিহ্ন রেখা,
তোমার মস্তকে শিখি পাখা, রাধা নামাঙ্কিত।।
- খাদ — আমি এত দিন ছিলাম ভুলে, হয়ে মায়াগ্রস্ত।।
- ফুকার — তোমার অতি সুগঠিত অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
স্বর্ণ জিনি বর্ণ কায়ঃ রূপে শারদশশী মোহ যায়ঃ হায়
যেন তুমি আমার কত চিনা, এ চিনা অতি প্রাচীনা,
দয়া করে দিলে চিনা, আমি কিনা হব তোমার পায়।।
- মিল — তোমার রূপ দেখে অচল হল যুগল আঁখি,
আমার মনে কয় হয়ে থাকি, তোমার পদানত।।
- অন্তরা — এমন রূপ দেখি নাই ত্রিলোকেঃ ভুবন আলো হল রূপের ঝলকে।
তোমার স্বর্ণবর্ণ দেহ পূর্ণ, হৃদ বৈবর্ণ পুলকে।।
তোমার নব রসে তনু গড়া, যেন অনুরাগে ভরা,
নয়নে শ্রাবণের ধারা বহে পলকে।
আমার মনে বলে গোলোকের ধন, এলে বৃষ্টি ভুলোকে।।
- পরচিতান — তোমার অপরূপ রূপে ভুলে গেল যুগল আঁখি।
- পাড়ন — এই রূপ দরশনে, রূপ চুম্বকের আকর্ষণে,
যেন রূপের সনে, উড়ে যেতে চায় প্রাণপাখি।।
- ফুকার — তোমার রূপ দেখে হলেম সন্দিক্ধ, রূপের ছটা অতি স্নিগ্ধ,
ভুবন মুগ্ধ করেছেঃ যেন কি অভাবে পড়েছঃ হায়
তোমার ভাব দেখিয়ে এভাব আসে, কোন ভাবিনীর ভাবাবেশে,
ভাবের মানুষ ভবে এসে, বৃষ্টি মানুষের ভাব ধরেছ।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ওরে মধুরে তোর মধুর বাক্যে, আমার চক্ষে আসে জল।
- পাড়ন — দিয়ে চরণে গঙ্গা বারি, তুই উঠেছিস শিহরি, মরি মরি হরি হরি বল।।
- ফুকার — তুই যে উচ্ছঙ্খতি শ্রোত্রীয় শীল, নীচ কর্মে স্বধর্মশীল,
কত পদে দিলি জলঃ ও তার ফলে চক্ষু হল হলঃ
পা ছুঁয়ে সব ভেবে গুরু, গুরুপদ কল্পতরু,
তোরে দেখাতেছে কি সুচারু, ভক্তিলতার প্রেমফল।।
- মিল — সর্বত পানি পাদং তৎ, তুই পেলি সে পদ, তোর মত ভক্তি বিশারদ,
হেরি নাই নব নারী।
- মুখ — পরম আমি চরম নীলয়, আমি আমায় চিনিতে নারি।।
- ডাইনা — আমার মাথায় শিখি পাখায়, দেখলি রাধানাম,

- এই শুনে তোর চরণে দেই অসংখ্য প্রণামঃ
দেখে যাসনে একা একা, তুই আমারে একবার দেখা,
নামস্বরূপে পড়ুক আঁকা, হৃদিপীঠে কিশোরী।
- খাদ — তোর ভক্তিতে শক্তি নাই যে তোরে পাসরি।।
- ফুকার — ও তুই কেন কেনা হবি চিনে আমার মতনঃ অর্বাচীনে চিনেছিস অচিন্ত্য ধনঃ
করে বহু জন্মে প্রেম সাধনঃ যাহা তাহা কৃষ্ণকুরে,
প্রেমগুণে তোর নয়ন ঝুরে, আমার শান্তিপূরে রাখব পুরে,
তোর মত মানুষ রতন।।
- ফুকার — বললি, কোন ভাবিনীর ভাবাবেশে, ভাবের মানুষ ভবে এসে,
ধরেছ মানুষের সাজঃ আমি করতে চাই মানুষের কাজঃ
সংসার ধর্মে দেখে অভাব, ধরেছি পাগলের স্বভাব,
আমার গুরু কৃপা হয় যেন লাভ, মহাভাব আর রসরাজ।।
- ফুকার — আমার অনুরাগে তনুভরা, নয়নে শ্রাবণের ধারা,
দেখে ক'স গোলোকের ধনঃ মধু তুই যেন আমার মতনঃ
চাঁচর কেশ মুড়িয়ে মাথা, অঙ্গে নিব ছেঁড়া কাঁথা,
যেন মনের মানুষ যথা তথা, করতে পারি দরশন।।
- মিল — দ্বরা করে দে আমারে কান্দাল সাজায়ে,
ডোর কৌপীন করঙ্গ নিয়ে, কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করি।।

মধু নাপিত (শ্রীগৌরান্দের মস্তক মুণ্ডন) - ২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — বললে তুমি নও গোলোকের ধন শচীর গোরা।
- পাড়ন — বৃথা ছলনাতে, পারবে না আর তুলাতে,
অদ্য আমার হাতে, অধর চাঁদ পড়েছ ধরা।।
- ফুকার — প্রভু কৰ্ম্মাসক্ত কৰ্ম্মী জীবে, চৰ্ম্ম চক্ষে কার বা কবে,
তোমার দেখা ঘটেছেঃ আমার কৰ্ম্মবন্ধন টুটেছেঃ হায়
আমি সেজে কৰ্ম্মী কৰ্ম্মবন্ধ, ভুলে ছিলাম তোমার শ্রীপাদপদ্ম,
শ্রীচরণ পরশে অদ্য, আমার জ্ঞানের পদ্ম ফুটেছে।
- মিল — তোমার শ্যামসুন্দর ভুবনমোহন মূর্তি হেরে,
আমার ভুল ভ্রান্তি গেল দূরে, প্রেমাবেশে ভেসে।
দেশের মানুষ দেশে যাব, আমি আর কয়দিন কষ্ট পাব,
সংসার কারাবাসে।।
- ডাইনা — উর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে, যখন ছিলাম রক্তপিণ্ডে,
ডেকে ছিলাম দণ্ডে দণ্ডে, তুণ্ডে বলে হরিবোলঃ
ভূমিতে হয়ে ভূমিষ্ট, মন রইল না একনিষ্ট,
ভুলে গেলাম পরমিষ্ট, মিষ্ট পেয়ে মায়ের কোলঃ
স্বগুণে ভঙ্গি বাঁকা, আজ এসে দিয়ে দেখা,
আমায় যেওনা ফেলে একা, বন্ধুহীন প্রবাসে।।
- খাদ — বিপদে অভয় পদে রাখো ক্রীতদাসে।।
- ফুকার — প্রভু সংসারে মানুষ যারা, মানুষের কাজ করে তারা,
হয়ে গেল জগৎজয়ীঃ আমি জড়রাজ্যের কার্যে রইঃ হায়
শুনি তুমি হরি কৃপাসিদ্ধ, অনাথজন্য বন্ধু,
বিনে তোমার কৃপা বিন্দু, ভবসিদ্ধ পারের বন্ধু কই।।

- অন্তরা — শুনি তুমি করুণার আধার, কলিযুগে পতিতপাবন অবতার।
দেখ মো সম পতিত প্রভু, ত্রিভুবনে নাইকো আর।।
প্রভুহে, ভক্তিবিহীন আমার দেহ ঘৃণা করে ছোঁয় না কেহ,
আপন বলে করো দেহ, ভবকর্ণধার।
দিয়ে চরণ তরী গউর হরি, ভবসমুদ্র কর পার।।
- পরচিতান— আমার শেষ দিনের বেলো প্রভু, কয়দিন বাকী।
- পাড়ন — মিছে মায়ায় সংসার, কিছুই নাই সার শুধুই সঙ সারঃ
এসব অসার পশার, দিয়ে আর সুসার হবে কি।।
- ফুকার — আমার প্রাণান্ত হবে যে কালে, সেকালে এসে সে কালে,
সকালে করবে বন্ধনঃ তাইতে শ্রীপদে এই নিবেদন, হায়
আমার হৃদপদ্মে পাদপদ্ম রেখে, দাঁড়াও একবার মনের সুখে,
ভুবনমোহন মূর্তি দেখে, করব ভবের লীলা সম্বরণ।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমার অধর ভাবে ধরলি ভবে, মধু দিয়ে অশ্রুধার।
- পাড়ন — থাকে ভক্তদের অষ্ট সাত্ত্বিক, আট দ্বিগুণে তোর যে ঠিক এমন নৈষ্ঠিক,
দেখি নাই তো আর।।
- ফুকার — বললি শ্রীচরণ পরশে অদ্য, ফুটল আমার জ্ঞানের পদ্ম,
তাই যদি ফুটে থাকেঃ তবে সর্বত্র দেখিস তাকেঃ
দিয়ে অশ্রুজল অঞ্জলি, বক্ষে ফুটল মধুর কলি,
এখন মধুর লোভে ভক্ত অলি, উড়ে পড়িবে ঝাঁকে ঝাঁকে।।
- মিল — ভক্ত পেলে তথায় মেলে স্বয়ং ভগবান,
পঞ্চবাণে ছুটিবে বাণ, পাবি সে প্রেমের প্লাবন।
- মুখ — চারিদিকে দেখরে বসে, এই দেশে সে নিত্য বৃন্দাবন।।
- ডাইনা — বন্ধুহীন দেশ ভেবে কেন ভয় হয়েছে তোরঃ
একা কেন ছিড়িতে চাস বিশ্বব্যাপী ডোরঃ
বিশ্ব চলুক কান্দিতে কান্দিতে, তুই কাদ সবার পদপ্রান্তে,
অজানারে পারবি জানতে, চিন্তা দিয়ে বিসর্জন।।
- খাদ — দেখতে পাইরে, তোর তো নাইরে, আগের সে নয়ন।।
- ফুকার — বললি, পার হইতে ভবসিদ্ধ, তুমি বিনে নাই আর বন্ধু,
বলিস কি রে মধু নাইঃ তোর এসব কথায় মধু নাইঃ
সাজায়ে দে নামের তরী, তাতে বসি সারি সারি,
আমরা গেয়ে যুগলনামের সারি, ভবসাগর পারে যাই।।
- ফুকার — ও তোর প্রাণান্ত হবে যে কালে, সেকালে এসে সে কালে,
তোরে করবে না বন্ধনঃ বরং তুই পাবি অভিনন্দনঃ
হরিনাম যার হেরি তুণ্ডে, যমদণ্ডে তারে না দণ্ডে,
আরও তোরা গেলে নরককুণ্ডে, নরক হবে গোলোক বৃন্দাবন।।
- ফুকার — বললি দাঁড়াও হে আমার সম্মুখে, ভুবনমোহন মূর্তি দেখে,
লীলা করি সম্বরণঃ তোর যে মনে মুখে শ্যামবরণঃ
জরা মৃত্যুর পরপারে, ধরার মত ধর তারে,
ও যার মনের তার মিলে প্রেমতারে, তার আবার কিসের মরণ।।

বিষ্ণুপ্রিয়ার পূর্বরাগ **জবাব— নকুলেশ্বর সরকার**
গান— বিজয়কৃষ্ণ সরকার

- চিতান — শুনে বিষ্ণুপ্রিয়ার হিয়ার কথা, বলে সঙ্গিনী সবি।
পাড়ন — ভাগ্যে থাকিলে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুই হবি বিষ্ণুর প্রিয়া, কেন হিয়া অপায়ে দিবি।
ফুকার — বললে দেখে গউর রূপের ছবি, কোন কুলজা ঘরে রবি, যারা ভবে রূপের দাসঃ তারা করে না গুণের তালাসঃ গুণ নাই ওর বিন্দু বিসর্গ, চুরিবিদ্যা উপসর্গ, শুনি পুজারিণীর পূজার অর্ঘ্য, অগ্রে গিয়ে করে গ্রাস।।
- মিল — রূপে মুগ্ধ হয় না কভু সুধী জনের মন,
রূপে গুণে করে ওজন, পরে করিস দেহ দান।
- মুখ — জল নিয়ে চল কুলবালা, ডুবলো বেলা দিবা অবসান।।
- ডাইনা — আর নাকি যাবি না ঘরে বিনে গউর চাঁনঃ বারিভ্রমে মরীচিকায় মৃগী হারায় প্রাণঃ মৃগতৃষ্ণা চক্ষে হেরে, পিয়াসে হরিণী মরে, গউর রূপের ধাঁধায় পড়ে তেমনি মত যাবে প্রাণ।
- খাদ — অগ্নিদাহে রূপের মোহে পতঙ্গ অজ্ঞান।।
- ফুকার — বললে, যে বিধি গড়েছে তারে, দেখলে কি আর দিত ছেড়ে, বিধাতা শ্রষ্টা মহানঃ নিত্য ভাঙ্গা গড়া খেলার দানঃ কেউ বা মন্দ কেউ বা ভালো, কেউবা সুন্দর কেউবা কালো, সখী বিধির কাছে আঁধার আলো, সুন্দর কালো এক সমান।।
- ফুকার — বললে, জলে গউর স্থলে গউর, অন্তরে বাহিরে গউর, গউরময় বিশ্বের গড়নঃ সখী রূপের মোহের ঐ ধরণঃ যেক্রমে যার পরাণ ভোলে, সেরূপ তার নয়নে খেলে, যেমন নীল চশমা চক্ষে দিলে, জগৎ দেখে নীলবরণ।।
- ফুকার — বললে, গউর প্রেম সুখের পাথারে মন-মরাল সদায় সাঁতারে, ধৈর্য্য খাবার করে দানঃ তারে সকালে ফিরায়ে আনঃ কলঙ্ক অগস্ত্য এসে, প্রেম সমুদ্র যদি শুষে, তখন চরায় পড়ে হা হতাশে মরালিনীর যাবে প্রাণ।।
- ফুকার — বললে, গউর রূপ দেখিলে পরে, কোন রমণী থাকবে ঘরে, রূপের মোহে ভুলেছিসঃ আগে গুণের ওজন করে নিসঃ রূপ নয় শুধু চিত্ত হারক, রূপ গুণে দেখ করে পরখ, ওটা স্বর্গ না অনন্ত নরক, অমৃত না কালের বিষ।।

শচীমায়ের দুঃখ—১নং **অজ্ঞাত**

- চিতান — গয়া হতে নিমাই শশী দেশে আসিল।
পাড়ন — ছিল পূর্বের যে ভাব, ঘুচায়ে সে চঞ্চল স্বভাব, ভাবার্ণবে গৌর ডুবিল।।
ফুকার — কলেক হাসে কঁাদে নাচে গায়, ধূল্যায় গড়াগড়ি যায়,
কেউ কখন যা দেখে নাইঃ হায়রে, নিমাই চাঁদের ঘটল তাইঃ
(হায়) যত বিদ্যা কুলের গৌরব, ভাব সাগরে ডুবে গিয়েছে সব,
এখন প্রেমের খেলা প্রেমের উৎসব, এসব ভাব দেখে ভাবে সবাই।।
- মিল — এসব দেখে শচীমাতা সইতে নারে,
অষ্টোত্তের চরণ ধরে কঁাদে কঁাদে বলতেছে।
- মুখ — দেখ আসি নদেবাসী, আমার নিমাই শশী কেমন হয়েছে।।
- ডাইনা — কেউ কি আমার নিমাইচাঁদকে করেছে পাগল,
তৃষ্ণাতুরের মত বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলঃ
ক্ষুধার বেলায় খায়না অন্ন, নিদ্রাশূন্য মতিচ্ছন্ন,
আবার হয়ে অচৈতন্য, যেন কারো জন্য কঁাদতেছে।

- বাদ — এ ব্যাধি সারাতে কি আর ঔষধি আছে।।
- ফুকার — বাছার গাত্র কম্প নেত্রে জল, কণে কণে উদ্ভাস্ত পাগল,
কণেক হাসি রসনায়ঃ কণেক পলকে পূর্ণিত কায়ঃ—হায়
কণেক থাকে অধোমুখে, কণে কণে বাছা প্রলাপ বকে,
কণেক উর্ধ্ব দিকে চেয়ে থাকে, যেন কি দেখে ঐ মুচ্ছা যায়।।
- মিল — ডাকলে বাছা কয়না কথা শোনেনা কানে,
এই সকল ভাব দেখে শুনে, মায়ের প্রাণ কি সে বাচে।।
- অন্তরা — আমি কেমন করিয়ে ধৈর্য ধরিয়ে গৃহমাঝে থাকি।
আর ত মা বলে ডাকেনা, কোলেতে আসেনা, আমার হরিবোলা পাখী।।
বাছা শুইতে নারে ঘরে, কি যেন কি করে, কেমন কেমন যেন দেখি।
আমার চঞ্চল নিমাই অঞ্চলেরই ধন, আমায় দিবে নাকি ফাঁকি।।
- পরচিতান — কি হতে কি হল আমার কপালের দোষে।
- পাড়ন — দেখে এ ভাব উহার, ত্যাগ করেছি নিদ্রা আহাঃ এই হল নাকি বৃদ্ধবয়সে।
- ফুকার — শুনলে খোল করতাল বাদ্যরব, নাম সংকীর্তন মহোৎসব,
নিমাই সকল পাসরে, যেন কি করতে কি করে (হায়)
যদি পড়ে ধরাতলে, নদীর পুতুল আমার যাবে গলে,
তোমরা আমার হয়ে আমার বলে, ধরে রেখ নিমাই চাঁদরে।।

শচীমায়ের দুঃখ—২নং **অজ্ঞাত**

- চিতান — বলো গোসাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পেয়েছে নিমাই।
- পাড়ন — এই কি প্রেমের চিহ্ন, বাছা আমার মতিচ্ছন্ন
এভাবে তোমার কারও দেখি নাই।।
- ফুকার — লয়ে খেলার সাথী সমুদয়, নিত্য শ্রীবাস আঙ্গিনায়,
নাচতে কত ভঙ্গিতে, হরিনামের সঙ্গীতে—হায়
সে ভাব ছিল অতি মধুর, মধুর হতে অতি সুমধুর,
এখন এই অবস্থা দেখে যাদুর, যেন আগুন জ্বলছে আমার অঙ্গেতে।।
- মিল — নদীয়ায় কেউ বাজাইও না খোল করতাল,
শুনলে নিমাই হবে পাগল, কেউ বলোনা হরি বল।
- মুখ — তোমরাই নদেবাসী, আমার নিমাই চাঁদকে করেছে পাগল।
- ডাইনা — কৃষ্ণপ্রেম সঙ্ঘর্ষে মোরে বুঝালে হায়ঃ২
কি জানি কি হৃদে বিধে, উহ উহ করে কাঁদে,
এভাবে থাকলে নিমাইচাঁদে, বুদ্ধি শূন্য করবে মায়ের কোল।
- বাদ — কারমুখে শুনিব আমি মধুর মা মা বোল।।
- ফুকার — বাছার কাঁচা বয়সে সর্বনাশ, ত্যাগ করেছে গৃহবাস,
সবি করে এই ঘটে কি, আমার ভাগ্যেতে এই ছিল কিঃ হায়—
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা, পতি পদসেবা সুখে বঞ্চিতা,
এখন ডাকলে নিমাই কয়না কথা, আমার পোড়া চক্ষে তাই দেখি।।
- অন্তরা — আমার সোনার যাদুমণি, পরাণের পরাণী, পড়েছে যেন কি ফাঁদে।
সদা ব্রজে যেতে চায়, করি কি উপায়, কেমনে রাখব বেঁধে।।
দেখে এই ভাবের ঠিকানা, যারা উপহাস করে আমার নিমাই চাঁদে।
আমি করি অভিশাপ, তাহাদের মা বাপ, আমার মত যেন কাঁদে।।

ষোড়শ অধ্যায়

'কবি' বা লহর কবি

['কবি' হাস্যরাসের আধার। এগুলিও উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক গান এবং অনেক ক্ষেত্রেই জোড়ায় জোড়ায় রচিত হয়। উভয়পক্ষই একটি বা একজোড়া 'কবি' গেয়ে থাকে, এবং বিপক্ষ কবিরাজকে তার জবাব গাওয়াতে হয়।]

ফুলের (কুমুদিনী-পদ্মিনীর) কবি—১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আর রসের ছবি ফুলের কবি, সভাতে করতেছি উদয়।
 পাড়ন — হল কুমুদিনী আমোদিনী পেয়ে ভাদ্র মাস, করিয়ে উপহাস, পদ্মিনীকে কয়।
 ফুকার — আর কুমুদিনী নামটি আমার তোর আমার একখানে বাড়ি,
 আমি সরলা নারী : সারাদিন ঘুমিয়ে থেকে, সব মধু জমিয়ে রেখে,
 আমি জ্যোৎস্না রাতে প্রাণবন্ধুকে, মধু দান করি।।
 মিল — আর পদ্মদিদি, কেন তোমার দেখি অবিধি,
 আছে রাত্রিতে আমাদের বিধি, বিধির বিধি পূর্বাপর।
 মুখ — আমায় বল গো পদ্মিনী দিদি, বল গো বল, শুনি তোর পিরীতের খবর।।
 ডাইনা — আমরা সকল ফুলে তোরে মানি, তুইতো ফুলের মধ্যে মহারানী,
 সূর্য মহারাজ; ছিঃ ছিঃ বড় ঘরের কুৎসা কথা শুনতে বড় লাজ।
 তোর দুঃখ চক্ষে হেরে, দুঃখে আমার মন পোড়ে,
 থাকিস সারা রাত্রি একলা ঘরে, দিনে কেন দুই নাগর।
 খাদ — আমার কাছে বল দেখি, আমি কি তোর পর।।
 ফুকার — আর অন্য লোকে প্রণয় করে, কারো বা থাকে দুই তিন জন;
 করে ফাঁকে কাজ সাধন : দিদি তুই কি সঙ্কানে, দশ জনের বিদ্যামানে,
 ও তুই দুই জনারে এক সমানে, কেমনে যোগাস মন।।
 মিল — আর হিংসা কৈতব নাইকো কারো দোহার মন খুশী,
 এই দুয়ের মধ্যে কেবা বেশী, ভালবাসার হয় গো তোর।।
 অন্তরা — আমি তোর ছোট বোন, পোড়ে মন, তোর যেমন কেমন কেমন ব্যবহার।
 দিদি তোর মত কই মিলে খুঁজে, তুই মোদের ফুলের মাঝে গোলবাহার।।
 আর এক জনে, এক জনে পিরীত করে সুজনে,—
 এমন দু'জন থাকে কারঃ মরি হয় লো—
 এই দুয়ের মধ্যে কারে করলি দিদি,—তোর ল-এ আকার অনুস্বার।।
 পরচিতান — আর মন খুলে তোর মনের অর্থ, যথার্থ বল দেখি আমায়।
 পাড়ন — ও তোর কীর্তি যত, বলব কত, হলেম জান হত,
 এমন কাজ তোর মত, কে করে কোথায়।।
 ফুকার — আর বড় ঘরে যেমনি করে, সব লোকে তেমনি করে কাজ;
 ইথে নষ্ট হয় সমাজ : দিদি তোর দেখাদেখি, অশোক বাসক কেতকী,
 আর ভূমিচাপা সূর্যমুখী, হয়েছে নিলাজ।।

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — শুনে আজগুবি এক লহর কবি, মনেতে ভাবি অনিবার।
 পাড়ন — করে কুমুদিনী কমলে স্বন্দ, কে ভাল কে মন্দ, কে করে বিচার।।
 ফুকার — আমি নামটি ধরি কমলিনী, সকলের কাছে আদর পাই,

- কত পূজার কাম চালাইঃ সারা রাত ঘুমিয়ে থাকি, সব মধু জমিয়ে রাখি,
করলি খচরা পিরীত বোচরা মুখী, তোর মধ্যে মধুর গন্ধ নাই।।
- মিল — ভবে সবাই জানে কমলিনী সাধবী সতী, সদা পতি পদে মতি গতি,
একমাত্র দিনপতি পতি সার।
- মুখ — বললি কি কুমুদিনী, ও তুই রাতে থাকিস আমোদিনী,
দিনে নাই বাহার।।
- ডাইনা — বললি, ল-আকার অনুস্বার কেবা, আমাকে বেশ করে পরিচয় দিবা,
তোর কাছে বলতে নাই কো মানা :
আমার 'ল' আকার অনুস্বার বলতে, 'ন' আকারে না।
সূর্য যখন যায় অস্ত, কমল মুদিত সমস্ত,
যাদের সমান পিরীত উদয় অস্ত, তার আবার ল-আকারের কি দরকার।
- খাদ — আর একটি কথা শুনে প্রাণ জ্বলে আমার।।
- ফুকার — বললি, দুই জনার মত এক সমানে, বল দিদি কেমন রাখিস,
কথা শুনে লাগে বিষ : দুই নাগর আসলে কাজে, যদি বা ঝগড়া বাজে,
না হয় তুই এসে বোন মাঝে মাঝে, দুই একদিন সাহায্য করিস।।
- ফুকার — বললি, দুই জনার মন কেমনে রাখিস, বল দিদি শুনে জুড়াই বুক,
লজ্জায় দেখাস না লো মুখ : দেখিস না ভ্রমর সবে, মধু খায় পুত্রভাবে,
থেকে আকাশেতে সূর্যদেবে, ভোগ করে ভালবাসটুক।।
- ফুকার — বললে, ভূমিচাঁপা সূর্যমুখী, সুখী রয় বললি তার প্রমাণ,
ও তুই আমার কথা মানঃ হোক না কেন সুন্দর গাত্র, জোটে না প্রেমের পাত্র,
তাতে মধু নাইকো বিন্দুমাত্র, দিনরাত্র থাকে এক সমান।।
- ফুকার — সূর্য নয় মোর প্রেমের পাত্র, দান করে উত্তপ্ত কিরণ,
ফুটে দিচ্ছি আচ্ছাদন : সূর্য থাকে আকাশে, উত্তাপে বারি শোষে,
ভাবি জলকাদা শুকায়ে শেষে, গ্রীষ্মেতে নাশে এ জীবন।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — তখন কুমুদিনীর কুবচনে মলিন কমলিনী কয়।
- পাড়ন — করলি আমার সাথে কু আলোচনা, নাই তোর লজ্জা ঘৃণা,
নাই লো কুলের ভয়।।
- ফুকার — বললি, জ্যোৎস্না রাতে প্রাণবন্ধুকে আমি তো মধু করি দান, :
কেবল মুখে সাধুর ভান : তুই কুমুদিনী বেশ্যা, তোর প্রেমের ঘোর সমস্যা,
যখন প্রতিপদ আর অমাবস্যা, কে কে তোর মধু করে পান।।
- মিল — আমার 'ল'-আকারে অনুস্বারে এ সংসারে নাই, আমি একজনের
মুখপানে চাই, তার প্রেমে পূর্ণ হয় মধুর কোটা।
- মুখ — আমি তো কমলিনী, আমি তোর চেয়ে বেশী সম্মানী, না জানে কেটা।।
- ডাইনা — আমার কিসে হল দুইটা নাগর, পবিত্র হৃদয়খানি প্রেমের সাগর,
সম্পূর্ণ আমার প্রেম মাধুর্যঃ দেশে রবি আদি কবি জানে আমার
স্বামী সূর্য : ভ্রমর হল পুত্রের প্রায়, মুগ্ধ হয়ে দুগ্ধ খায়, তুই যে
নাগর বলে বলিস তাহার, ঐ কথায় তোর মুখে মারি ঝাঁটা।
- খাদ — আমার জনন-ইন্দ্রিয় দেখবে কোন বেটা।
- ফুকার — বললি, এত লোকের বিদ্যমান, কেমনে দু'য়ের যোগাস মন : আমার

- দুইজন নাই কখন, : সারাদিন অঙ্গের উপর, থাকে প্রাণবল্লভের
কর, বসে পুত্রের মতো ফড়িং ভ্রমর, প্রাণপতির সান্নাতে খায় স্তন।।
- ফুকার — এই যে ভুঁইচাপা আর সূর্যমুখী, নিরাপদ নয় রাজবাড়ির নারী :
গুণের যাই বলিহারি : আমার এই সব সতিনী, সতীদের
শিরোমনি, কিন্তু অসতীর ভিতরে জানি, তোরা সব নৈশসুন্দরী।।
- ফুকার — জানি অমাবসায় আমার বাড়ি হয় তোদের পতি পতিত, : তোরা
সাক্ষী সতী তো : রাশি আর গ্রহ তারা, পায় তোদের দেহ তারা,
করে সারা রাত্রি জারা জারা; তোরা ত খানকীদের মতো।।
- মিল — ও যার স্বামী থাকে উপপত্নীর প্রণয়ে মত্ত,
ও তার পত্নীর যে থাকে সতীত্ব, সে কথা বলিলে হবে খোঁটা।।

ফুলের (কুমুদিনী-পদ্মিনীর) কবি—২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আর লাজের ভয়ে কাজের কথা, দিদি তুই গোপনে রাখলি।
- পাড়ন — হলি দুই নাগরের এক নাগরী, আহুদে আটখান,
আর তোর কাটা কাণ, চুল দিয়ে ঢাকলি।।
- ফুকার — আর এক পরাণ দুইজনকে দিলি, দিদি তুই খাইলি জাতিকুল,
হয় না দুটিনায় প্রতুল : পা দিলে দুই নৌকাতে, কি হয় জানে জগতে,
আর এক পুরুষের দুই বিয়াতে, রয় না মাথার চুল।।
- মিল — ও তুই এক নাগরী দুই নাগরের, কেমনে যোগাইস মন,
দিদি তুই কেমন, তোর নাগর কেমন, কে বা বুঝে সে সন্ধান।।
- ধূয়া — ও তুই কি গুণে সতী নামটি লেখালি, দিদি তুই খাইলি কুলমান।।
- ডাইনা — ও তুই কেমন ক'রে দিনের বেলা, ও তোর গায়ের পর্দা রাখিস খোলা,
লাজ করে আমার : তোরে পবন এসে নাড়ে চাড়ে, দণ্ডে দুতিন বার :
কমলকলি রাত হইলে, অটকা রাখিস কোন্ ফলে,
শেষে সূর্য্য ঠাকুর ফুটায়ে দিলে, ভ্রমর করে মধুপান।
- খাদ — আর তোরে দেখে সব লোকের প্রাণ করে আনচান।।
- ফুকার — আর সারা দিবস খোলা থাকে, তোর পিরীতের বোর্ডিং,
তুই কি খেয়েছিস্ আফিং : আশ্চর্য্য দিন দুপুরে, ওহ্য কাজ সূর্য্য পারে,
শেষে টাটকা মধু ছট্কা মেরে, লুট করে ফড়িং।।
- মিল — আবার ঠাং বাড়ায়ে ব্যাঙ্ক গিয়ে তোর, বারান্দায় ব'সে,
আবার কার্তিক মাসে হাতী এসে, মৃণাল ধ'রে মারে টান।।
- অন্তরা — করিস না ফুটানি পদ্মিনী, এখন তোর জাঁকের কথা ফাঁকে রাখ।।
ও তোর মধুর ঘরে উড়ে উড়ে, কাতারে মাছি পড়ে, ঝাঁকের ঝাঁক।।
আগে জানতেম সূর্য্য ভ্রমর, গিছে গুমর, এখন দেখি লাখে লাখ :—
মরি হয় রে, আবার মধুপোকায় মধু নিয়ে, আনন্দে গাছে বাঞ্চে মধুর চাক।
- পরচিতান — আর ঘরে ঘরে লোকে করে, দিদি তোর মধুর সমাদর।
- পাড়ন — তোরে হাসি মুখে মনের সুখে, দেখে সব লোকে,
রাঙ্গা লাল টুকটুকে, কমলখানা তোর।।
- ফুকার — আর রসিক বৈদ্য পদ্মদিদি, তোর অতি হৃদ গুণজানে,
রোগীর বিকারের দিনে : নরম লোক গরম করা, আদার রস লোহা পোড়া,
আবার মরা মানুষ করে খাড়া, তোর মধুর গুণে।।

মিঠাইর কবি—১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — সভার সভা সবে নব্য ভাবে, কবির কাব্য শুন্তে চায়।
 পাড়ন — একটা রসের 'কবি' নিয়ে সম্প্রতি, চতুরা দূতী, মথুরাতে যায়।।
 ফুকার — দূতী যেতে যেতে ব্রজের পথে, দেখতে পায় যোগমায়া'র বাজার :
 আছে সেই বাজারে মিঠাইর দোকান হাজারে হাজার, :
 হয় হয় মরি হয়, মতিচোর দেখতে মজা, আটকা মাল টাটকা ভাজা,
 আছে রসগোল্লা রসে ভিজা, ব্রজে নাই রসিক খরিদদার।।
 মিল — গিয়ে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে শ্রীবন্দে কয়,
 এলেম অসময়ে শ্যাম রসময়, সময়ে রসের কথা হয় নীরস।
 ধূয়া — জানতে এসেছি হেথা, বল মিঠা মাখা মিঠা কথা, তুমি কি মিঠাইর থাক বশ।
 ডাইনা — ব্রজে রসগোল্লা বাইকিশোরী, ছিল সেই কাঁচাগোল্লা চন্দ্রাবলী,
 সবী সব সন্দেশ খাজা গজা :
 আবার আট বাঁকা আমির্তি তোমার মথুরায় রাণী কুজা, :
 তুমি রসিক কেমন যাবে বুঝা, কও দেখি কোন জিনিষের কেমন রস।
 খাদ — আর নীরস পথে চল না বল না কর্কশ।।
 ফুকার — ব্রজে রসগোল্লা কাঁচাগোল্লা, লালমোহন ক্ষীরমোহন বরফি :
 নিত্য তৈয়ার হত ছানা ঘৃত, যোগাত সব গোপী, : হয় হয় মরি হয়—
 মথুরায় হ'য়ে রাজা, জল খাওয়ায় কেমন মজা,
 বল ঘি ভাজা কি তৈলে ভাজা, তোমার সেই কুজা জিলাপী।।
 মিল — কেমন মোটাসোটা পেঁচের আটা কিবা সরু, একটু রসের কথা কর শুরু,
 কেমন বা কারিগরের হাতের যশ।।
 অন্তরা — ব্রজে নাই লালমোহন ক্ষীরমোহন মনমোহন দিব কি তার উপমা।
 রাখত জলযোগের বন্দোবস্ত, দেশস্থ সমস্ত কুলরমা।।
 আর বন্দেভাজা, নকুলভাজা, বৃন্দাভাজা বানাত কুন্দলতা আর শ্যামা।
 রাখা রসগোল্লার মালভরা রস, প্রেম ছিল গালভরা রস চম্চমা।।
 পরচিতান— এসব ছানার জিনিস হলে নষ্ট, কষ্ট হয় রয় না অনুরাগ।
 পাড়ন — গিয়ে তদন্তে কৃতান্ত বাজারে, করতে কয় সবারে, এ সব জিনিষ ত্যাগ।।
 ফুকার — বড় দুর্বোঁগে দুর্ভোগে আছে, ব্রজের সব মোহনভোগ পুরী :
 আর তক্তি লাড্ডু পানিতাওয়া যাচ্ছে গড়াগড়ি, : হয় হয় মরি হয়,—
 জিনিসের দুরবস্থা, নেয় না কেউ দিলে সস্তা,
 যত পথে ঘাটে নাস্তা খাস্তা, বড়াই ত বাস্তার কচুরী।।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — ব্রজের সন্দেশবহ অহরহ দূতী তোর বুদ্ধি অল্প না।
 পাড়ন — দিলি হরির মনে হরিষে বিষাদ, করে মহাপ্রসাদ মিঠাই কল্পনা।
 ফুকার — সুর সুবর্ণমন্দিরের দেবী অনন্ত যৌবনা যেমন, তেমনি ব্রজগোপণ
 বলেছে ব্রজের স্বামী, এ ব্রজ বিলাসভূমি,
 ত্যজে পাদমেকং ন গচ্ছামি, তা কেন হলি বিশ্বরণ।।
 মিল — আমি ব্রজের মিঠাই খেয়ে কাটাই এগার বৎসর,
 এখন বাতরসে এই শরীর কাতর, আমি যে কচিহার।
 মুখ — আমি ঐশ্বর্যের রাজা, আমার অমির্তির মূর্তি কুবুর্

- ডাইনা — গুনবি কোন জিনিসের কেমন মজা,
আর গুনবি কোন জিনিস কোন রসে ভাজা,
পঞ্চরস দিয়ে ভাজা ব্রজে : আমার ভক্তিরস দিয়ে ভাজা সুবুজা কুবুজে :
খাজা আর গজা গোপী, কুজা কতু জেলাপি,
আমায় মেঘ ভেবে দেখে কলাপি, পেখম ধরে করে নাচানাচি।
- বাদ — পঞ্চরস ছেড়ে নয় রসে এই দেশে আছি।।
- ফুকার — এখন হয়ে রাজা কেমন মজা, জল খাওয়া বুঝাবে কথায় :
সেদিন পাব আর কোথায় : ঐশ্বর্যের রাজ্যে ঢুকে, পাইনা মাধুর্য়টুকে,
যেমন দায় ঠেকিলে ভদ্রলোকে, অভাবে যবের ছাতু খায়।।
- ফুকার — ব্রজে চমচমার রস রাধার গালে, আমারে বলে তাই বুঝাস, :
তুই তা নিত্য দেখতে পাস : আমি তো সে রস খাইয়া, এসেছি প্রসাদ থুইয়া,
তুই রাধার এক বিছানায় শুইয়া, সে রস তুই চুমুক দিয়া খাস।।
- ফুকার — ব্রজে দুরন্ত কৃতান্ত দূতে বাসী মাল ত্যাগ করিতে কয় :
ব্রজবাসী বাসী নয় : কালাচাঁদ কাল অলি, নিত্য রস লয় সকলি,
সে যে ঘুরে বেড়ায় গলিগলি, রাই রাজা দেখে সমুদয়।।
- ফুকার — ব্রজের বড়াই যে খাস্তা কচুরী, একথা করি না স্বীকার,
মতো বর্তে না বিকার : যে করে কালের ওজন, সে জানে মালের ওজন,
আছে সূক্ষ্ম সব সূক্ষ্ম মহাজন, পাঁচ রসের রসিক খরিন্দার।।
- ফুকার — ব্রজের কাঁচাগোম্মা রসগোম্মা, কচি মাল পচিবার তো নয় :
তাই কৃতান্ত দূতের ভয় : করিয়া পর্যবেক্ষণ, বুঝিয়া মালের লক্ষণ,
নাসারদ্ধ পথে করবে ভ্রমণ, নয় রসে গন্ধ সমুদয়।।
- ফুকার — কেন কুবুজারে বারে বারে, বলিস অমিতি জিলাপী, : সে নয় ব্রজের
নয় গোপী : কংসের দাসী কয় যারে, মিঠাই বানালি তারে,
ও তুই কচুরীর মূল দেখলে পরে, ভুল বুঝে ভাবিস ফুলকপি।।
- ফুকার — সে মাল দিলেও কেউ নেয়না সস্তা, বড়াই খাস্তা কচুরীর প্রায় : রাস্তায়
গড়াগড়ি যায় : দিস না মাল যারে তারে, রেখে দিস যতন করে,
এসব বিক্রি হবে বহুদরে, কলিতে ন'দের হাটখোলায়।।
- ফুকার — বললি কাঁচাগোম্মা চন্দ্রাবলী, গোকুলে রসগোম্মা রাই : কেন সঙ্গে
আনিস নাই : তোর বুকে পাই এক জোড়া, ফুলকপির ফুল সিঙ্গাড়া,
দিব দুই হাত দিয়ে নাড়াচোড়া, দেখি রস কতটুকু পাই।।

মিঠাইর কবি—২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বসে রসগোম্মার রসের কাছে জিলাপীর হয় না তুলনা।
- পাড়ন — বুঝা করের কঙ্কণ দর্পনে দেখা, মিছে মন রাখা কথা বল না।।
- ফুকার — আর সরগোম্মার রস থাকিলে, সে রসে মন কেন বিরস,
একটু মুখে দিলে দাঁতে লাগলে, রস করে ফস ফস : হায় হায় মরি হায়,
মথুরায় কুজা রাণী, সব রসের শিরোমণি,
একটু কচকচানি মচমচানি, জিলাপীর পেঁচে পেঁচে রস।।
- মিল — জানি অধিক খেলে, উদর ফুলে, আসে উদগার,
তুমি আমিতি খাও দিনে কয়বার; কখন বা ফুরায় না ত ভরা বুক।।
- ধূয়া — দেখিলাম দু'নয়নে, তোমার কুজা আমিতির ওশে, শ্মৃতিবাজ মৃতিটির কৌতুক।

- ডাইনা — ছিল পুরাতন মাষকলাইর আটা, সাধন চিনির সিরি দিয়ে মিঠা,
যৎ কিক্কিং ছিল ভক্তির ঘিঃ
ভিতর চাপ দিয়ে বানাইলে টাটকা জিলাপীঃ
হ'ল যেমন বাঁকা তেমনি বাঁকী, খাও না খাও দেখাদেখি, আঁখির সুখ।
- খাদ — আর ছানার জিনিষ ফেলিয়ে, মাষকলাইও রাখ।।
- ফুকার — আর বৃন্দাবনের নিন্দা শুনে, কাঁদতেছে রসগোপ্তা রাই,
তুমি সেই রসেতে বশ হলে না, রসের সীমা নাইঃ
হায় হায় মরি হায়, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূত্র, কি ভদ্র কি অভদ্র,
তোমায় সবে কয় অলভদ্র, আমরা কই বলভদ্রের ভাই।।
- মিল — তুমি যদি সুখ পাও পেট ভরে খাও কথা রেখ,
থেকে থেকে সাবধান থেক সাবধান থেক, কখন যেন করে না পেটে অসুখ।
- অন্তরা — প্রবৃত্তির নিবৃত্তি দেখাও, সেই আমির্তিথান দেখতে চাই।
ব্রজে রসগোপ্তা কাঁচাগোপ্তা, যার গুণে পাণিতাওয়ার আদর নাই।।
আর নানাবিধ ছানার জিনিষ কানা করেছে, আধা ছানা মাষকলাইঃ
মরি হায়রে, একটু নরম হলে গরম করে,
মুখে দেও, জলখাওয়াটুক দেখে যাই।।
- পরচিতান — বন্ধু আর কি ব্রজের মিঠা আছে, কি দিয়ে করাই মিঠা মুখ।
- পাড়ন — শত শত জিনিষ খেয়েছ লুটে, জিহ্বার জল ছুটে, মনে উঠে সুখ।।
- ফুকার — আর সর্বদা এক জিনিষ খেলে, মুখে আর কার কুচি থাকে,
করে পরিবর্তন নূতন নূতন খায় সে ফাঁকে ফাঁকে, :
হায় হায় মরি হায়, রসিকের সুনাসিকায়, সন্দেশের গন্ধ লাগায়,
আবার লালমোহন খায়, ক্ষীরমোহন চায়, চম্চমায় হাত দিয়ে রাখে।।

ছন-টিনের ঘরের কবি (শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্রূপ) -১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — একটু নূতন ভাবে নূতন করে করতেছি নূতন 'কবি' গান।
- পাড়ন — রাধাকৃষ্ণ লীলা নিত্য নূতনময়, চাঁর যুগে রয়, নূতন এক সমান।।
- ফুকার — ব্রজে রাধা চন্দ্রা দুই যুবতী, দুই প্রেমের বাধ্য চিকনকালী,
কিন্তু রাধার ভয়ে ছন্দ্রার ঘরে, শ্রীহরির ফাঁকে ফাঁকে চলা, :
হায় হায় মরি হায়, চন্দ্রা ঠিক কাঁচা ভিটি, ছনের ঘর বাঁশের খুঁটি,
ব্রজে রাই যেমন রাজার বেটি, ডেউ টিনের আটচালা।।
- মিল — শ্যামের স্বভাবে দুর্দশা হেরে, দুতী আজ রূপক করে, কৃষ্ণকে সেই মধুপুরে,
কুজার আসল কথা গোপন করে, রাধা আর চন্দ্রার কথা উঠাল।
- ধূয়া — এতদিনে গোকুলে ছিলাম, একটু চিকন কথা শুন্তে এলাম, শ্যাম চিকনকাল।
- ডাইনা — ব্রজে ছনের ঘর সে চন্দ্রা নারী, আর গিল্টি ডেউ টিনের ঘর রাইকিশোরী,
দুই ঘরে তোমার বসত আছে, :
এখন ছনের ঘরে টিনের ঘরে, বিরোধ লেগে গেছে :
দুই ঘরে করে দ্বন্দ্ব, কারে কই ভাল মন্দ;
বল সত্য করে প্রাণগোবিন্দ, তোমার সেই ছন ভাল কি টিন ভাল।
- খাদ — আর দুই ঘরের দ্বন্দ্ব শুনে, সন্দ ঘটিল।।
- ফুকার — আর টিনে বলে ছনের ঘর, তোর সমাদর, করে সব হাবাইতে,
অ-তোর চিপায় চাপায় বাসা করে, চামচিকা উলু ইন্দুরেতে, :

- হায় হায় মরি হায়, ছনে কয় হয়ে নরম, টিন তোরে বলতে সরম,
থাকিস্ তুই রৌদ্রে গরম, জল চুয়ায় তোর রাতে।।
- মিল — তখন টিনে বলে শুন ছনের ঘর, জানি তোর জানি খবর,
তোর আদর যে বোকাই করে; অ-তোর বছর বছর মচকা ধরে,
আর কেবল ফচকা গোঁজায় দিন গেল।।
- অন্তরা — ছনে আর টিনে গেছে বিরোধ লেগে।
টিনে কয় ছনের ঘর, তোর আদর কই আর আমার আগে।।
ছনে বলে ডেউ টিনের ঘর, যে করে সোহাগে,
জানি মাসেক দু'মাস বাস করিলে, তার আয়ু কমে বায়ু রোগে।।
- পরচিতান — তখন টিনে কয় পাটাতন থাকলে, আমি আর কিসে গরম রই।
- পাড়ন — তখন ছনে বলে থাকুক না 'পাটাতন', জাতির স্বভাব তোর গরম যাবে কই।
- ফুকার — তখন ছনে কয় জানি জানি, যখন সেই বৃষ্টি তুফান ছুটে,
তখন আমার ঘরের গৃহস্থেরা, সেই বৃষ্টির খবর পায় না মোটে, :
হায় হায় মরি হায়, তোর উপর বৃষ্টি পড়ে, শুনলে কান বধির করে,
তখন ঠিক ঠেন ঘন পাড়ে, পর্কের চিড়া কোটে।।

ছন-টিনের ঘরের কবি (শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্রূপ) — ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বগ্নে ছন থেকে টিনই ভাল, বেশ ভাল বগ্নে রসময়।
- পাড়ন — ব্রজের বালমন্দ কথা বল না, দেখা গেল না, ভালর পরিচয়।।
- ফুকার — আর চন্দ্রাবলী ছনের ঘরে, খুঁটি নাই কখন জানি পড়ে,
আর শ্রীরাধিকার ডেউ টিনের ঘর, সব টিনে গিছে ঝঙ্কার পরে, :
হায় হায় মরি হায়, বিচ্ছেদের তুফানের ঝাঁকি, এ ঘর আর কেমনে রাখি,
ঘরের দ্রু আর বশু চাকি, সবই লড়ে চড়ে।।
- মিল — এখন কাজ কি টিনে, কাজ কি ছনে, না জানি কার এক টিনে দুর্দিনের হ্রাস,
এখন বার মাস এই দালানে বাস, পীতবাস সাবাস তোমার চালাকি।।
- ধূয়া — এখন থাক দালানে, তোমার মন উঠে না টিনে ছনে, শ্যাম কমল আঁখি।।
- ডাইনা — ছিল ডেউ টিনের ঘর রৌদ্রে গরম, ছনের ঘর বর্ষাকালে বড়ই নরম,
চরম ফল তোমার ফলবানঃ
শুনলাম মথুরাতে কুজা নাকি দোতালা দালানঃ
গিয়েছে রৌদ্রের জ্বালা, যে দালানে রও কালা,
উহার নীচের তালা দেখি খোলা, দালানের উপর তালা হ'ল কি।
- খাদ — আর সত্য কথা কও আমায় দিও না ফাঁকি।।
- ফুকার — আর বহুকালের কুজা দালান, ইট সুরকী ফাটা ছিল ভীষণ,
উহার সাধির বরগা খসা ছিল, বেশ খাসা করলে পীতবসন, :
হায় হায় মরি হায়, দুরন্ত করলে বিস্তর, চিনিনা ইট কি প্রস্তর,
দেখি এই দালানে সাদা আস্তর, সিংহদরজার বেশ ফেশন।।
- মিল — এখন এমন দালান পরিহরি, মনে কি পড়ে হরি, ব্রজের সেই টিন ছনের কথা,
তুললেম বুথা কথা বুথা বুথা, এখন আর ব্রজের কথা বুঝবে কি।।
- অন্তরা — শেষকালে কুজা দালান বেশ হয়েছে।
কেবল এক দোষের মাঝে, উপর তালা ভেঙ্গে গেছে।
আর টিনের ঘর আর ছনের ঘর কি, এই দালানের কাছে।

- দালানে পোস্তা কেমন কেউ জানি না, নেউ গাড়া তার কয় হাত নীচে।
 পরচিতান— আগে রাখাল ছিলে, ভূপাল হ'লে, কপাল তো ভালই লেগেছে।
 পাড়ন — এলে টিনের ঘর আর ছনের ঘর ফেলে, কপালের ফলে দালান উঠেছে।
 ফুকার — তোমার এই দালান দোতারা ছিল, শুনেছি বড়ই মনলোভা,
 উহার একতলা গিয়েছে ভেঙ্গে, যৎকিঞ্চিৎ ঘুচিয়াছে প্রভা, :
 হয় হয় মরি হয়, একতারা আছে খাড়া, ভিটা তার উঠান জোড়া,
 কিন্তু দেখতে পারলেম না মোরা, উপর তারার শোভা।।

কাক-কোকিলের কবি — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আর বসন্তকাল মাঘের শেষে, আমগাছের ডালে বসে,
 সুরসে কোকিল দিল ডাক।
 পাড়ন — তখন উড়িয়ে এসে জুড়িয়ে বসে, হতাশে মনের আপশোষে,
 বলতেছে দাঁড়কাক।।
 ফুকার — বাছা বলব কি, তুমি কোকিল আমি কাউয়া, পাওয়া ধন হারা হইয়াছি,
 বড় কষ্টেতে আছি :
 হয় প্রাণ আমার কেমন করে, সোণার চাঁদ জানিস নারে,
 কত ও বাওইয়া আমি তোরে, পালন করেছি।।
 মিল — আমি তোর উদ্দেশ্যে দেশে দেশে বেড়াই ঘুরে,
 বাছা অনেক দিনের পরে তোরে, আজ বুদ্ধি মিলাইয়াছে ভগবান।
 ধূয়া — বিচ্ছেদে ছিলাম কাতর, বাছা অনেক দিন পর,
 শুনলেম তোর মিষ্ট আওয়াজ খান।।
 ডাইনা — আমার বাসা ঘরখান পেয়ে খালি, তোর মা রান্না চক্ষী ফাত্রা শালি,
 তোরে ত গেল প্রসব করে,
 যখন পাখ জালাইল তোর, উড়ে গেলি দেশান্তর,
 আগে তোর ব'লে কুশল খবর, চান্দে মুখে বাপ ডেকে আজ জুড়া প্রাণ।
 খাদ — আয় শিখাব কাক-চরিত্র রাখবনা অজ্ঞান।।
 ফুকার — বাছা শুনেছি নন্দালায়ে পালিত হইল, বসুদেব সৈবকীর কুমার :
 শেষে দুর্দশা অপার, : হয়, দুই দিন পর শ্রীগোবিন্দ, ত্যজল ব্রজের সখন্ধ,
 যেমন নন্দ ঘোষের কপাল মন্দ, সে দশা আমার।।
 মিল — হয় হয় মনের খেদে তোর বিচ্ছেদে জীবন জ্বলে,
 পুত্র কাহা কাহা কাহা বলে, আমি ত হিন্দি ভাষায় করি গান।।
 অন্তরা — ছেড়ে দে কু অক্ষর কুহবর, আয় থাকি বাপ বেটাতে একত্র।
 আমার কথা রেখে, কাছে থেকে, সর্বদা শিক্ষা কর কাকচরিত্র।।
 বাছা তুই রে আমার পোষ্যপুত্র, খুব স্নেহের পাত্র, আর ত নাই কন্যাপুত্র;
 মরি হয় রে, যত পায়খানার ও, গাঙপারের ও,
 তোর নামে লিখে দিব দানপত্র।
 পরচিতান— ও তুই আমার মায়া ত্যাজ্য করে, এই সোণার রাজ্য ছেড়ে,
 ছিলি কোন অধর্মের দেশে।
 পাড়ন — ও সে নাই সে ধর্ম, নাই সে কর্ম, নাই সে ভাব, হইল কুস্বভাব,
 কু এর বাতাসে করিস্ কুসঙ্গ।।
 ফুকার — এক দুষ্ট সেই মলয় পবন, পাপিষ্ঠ বসন্ত মাতালাঃ শালায় মানুষ করে বেতাল, :

ভ্রমর এক বিষম পাজি, সে ভুলায় কুলের বৌঝি,
ও তুই সারারাত মদ খাইয়া বুঝি, চক্ষু করেছিস লাল ॥

কাক-কোকিলের কবি—২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ও তুই চন্দ্রমুখে ডাকিলি না বাবা, করলি না আমার সেবা, সবলি হলি অস্বীকার।
- পাড়ন — যারে আপনা পুতে বাপ ডাকে না দুই একবার,
ভবে তার মত, পোড়া কপাল কার ॥
- ফুকার — বাছা, বলব কি তুই আমার পোষ্যপুত্র, এই কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, :
কত লোকে কবি গায়, : হায়
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, দাখিল করছে নথি, তার সাক্ষী মহারথী দাশরথি রায়।
- মিল — আছে সাকিম সাক্ষী হাকিম, কবি সেই নবীন সেন,
যদি তিনি ইহার বিচার করেন, তা হইলে হইয়ে যাবি দেশছাড়া।
- ধূয়া — অন্নে কি ছেড়ে দিব, তোরে মামলা করে বাপ ডাকাব,
থাক্ কপালপোড়া ॥
- ডাইনা — আছে বাছা বাছা, ঐ দেখ হাড়গিলা আর শকুন পেঁচা,
রামশালিক আর টিয়া ময়না চিল;
ও তুই কোথায় পাবি সাফাই সাক্ষী, করে দিবি উকিল:
খাবার সময় তিন বেলা, বাপ ডাকিতে মুখকালা,
ও তুই ধাউরা মাগীর জাউরা পোলা, ঠিক যেমন মাউড়াবাদীর চেহারা।
- খাদ — আর কৈ যাবি রে অধরা চাঁদ পাইড়েছিস্ ধরা ॥
- ফুকার — বাছা যাবি কৈ মামলা করে, আইনের জোরে আয় তেরে, বাপ ডাকাইয়ে লই:
দেখবি করে লব সই : হায়, আইন মতে ডিক্রী পাইয়া,
তোরে দিয়া বাপ ডাকাইয়া, ও তোরে মায়েরে পেলে তাহিরে দিয়া,
ক্ষতিপূরণ লই ॥
- মিল — যদি কথা মানবি, সুখে থাকবি, চিন্তা কিবা আর,
বাছা ভাল মতে পাবি আহা, শীঘ্র তুই বাবা বলে প্রাণ জুড়া ॥
- অন্তরা — খেয়েছিস্ যত ও বান্দির পো, এখন কি ভূলে গেলি সমস্ত।
ও তোরে মুখ চেপে ও বের করব, দিয়ে লই আদালতে দরখাস্ত ॥
আর চাষার ছেলে গুণী হ'লে, দেশ ছেড়ে পালায় করে বেশ দুরন্ত।
করে বাপকে গোপন, জাতকে গোপন, বিদেশে পরিচয় দেয় কায়স্থ ॥
- পরচিতান — ও তুই শিক্ষা করে কৃষ্ণধনি, হয়েছিস আচ্ছা গুণী,
কাউয়ারে বাবা ডাকবি না।
- পাড়ন — করিস মাসেক দুই মাস কুহ কুহ চীৎকার,
বাকী দশ মাস আর খোরাক জোটে না ॥
- ফুকার — কিসের গুণী তুই সাধা নাই তোরে সা রে গা মা,
বেসুরা এক এক সুরা তোরে গান : নাই তোরে গুণীর কাছে মান :
কাটায়ে পক্ষিত পাহাড়, মাস দুই এক মারিস বাহার,
যেমন করিব দলের ধর্তা দোহার, বেমাণা দেয় টান ॥

ব্যাঙের কবি — ১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — একটি নব্য ভাবের কাব্যরসে, এই সভ্য সভ্যর পাশে,
একখানা রসের কবি গাই।

- পাড়া — ফুলের মধুলোভে ফুলে ফুলে করতেছে বিরাজ,
দুষ্ট অলিরাজ কলিরাজার ভাই।।
- ফুকার — একদিন সারা দিবস খাড়া বৃষ্টি, ভাসাল সারা সৃষ্টি,
দৃষ্টি নাই আকাশে ভাস্কর : বেলা দ্বিতীয় প্রহর :
বর্ষাতে হর্ব হয়ে, দুর্বোণে সুযোগ পেয়ে,
একটা ব্যাঙ উঠিল ঠ্যাং বাড়িয়ে, লাফ দিয়ে পদ্মিনীর উপর।।
- মিল — তখন ভ্রমর এসে পদ্মের পাশে মনের রাগে,
ও তার তনুভরা অনুরাগে, রাগে রাগে বলতেছে।
- মুখ — বিপদ ঘটালি পদি, একটি সত্য কথা হারামজাদি, বল আমার কাছে।।
- ডাইনা — জাতি যুধি সৈন্ডিতি কামিনী, আরও তোর প্রতিবেশী কুমুদিনী,
সে আমার গান শোনে সতত :
আমায় দেখলে পরে আদর করে, কুলীন জামাইর মতো :
তাদের সে আদর ফেলে, তোর প্রেমে আছি ভুলে,
অদ্য ব্যাঙ কেন তোর রঙমহলে, ঘেঁগর ঘেঁগর করতেছে।
- খাদ — কানপোড়া তানপুরার সুরে ব্যাং-এ ডাকতেছে।।
- ফুকার — যেন বাবুর বেটা বাবু হয়ে, ব্যাঙ বেটা চোখ পাকায়ে,
বসেছে কি খাতিরজমা : ও তুই তার খাতির কমা :
পটাপটি মারব জুতা, বের করব হাণ্ডা মুতা,
পদি না খেতে তুই ঠেঙার গুঁতা, সকালে ব্যাঙারে লামা।।
- অন্তরা — খামাকা গায় পড়া, পায় পড়া, আমি তো পায়ধরা কাপুরুষ নই।
এমন ভদ্রলোকের হাতে পড়ে, পদ্ম তোর ক্ষুদ্র স্বভাব গেল কই।।
ও তোর প্যাকের মধ্যে জন্ম বলে, ভেকের জোগাইস্ মন,
শেখ আর হিন্দুর বিচার কই : মরি হায়রে—
ও তোর মধুর কোটায় ব্যাঙে মুতুক, আমি এই ঠ্যাং বাড়িয়ে বিদায় হই।।
- পরচিতান— ও তোর স্বভাবের দোষ অনেক আছে, শুনেছি লোকের কাছে,
আমি তা সকলি জানি।
- পাড়া — ও তুই রাত পোহালে সূর্যমামার মুখের দিকে চাস,
সদা দাঁত কেলাইস্ সাদা মিটকানি।।
- ফুকার — দিলি বাঘের ঘরে ছাগের বাসা, বুঝলেম তোর ভালবাসা,
তোর আশা সবি ফুরাল : পোড়া প্রাণটা জুড়াল :
বাঁচি না দুঃখের জ্বালায়, পদী তোর উপর তালায়,
আমার মোকাবিলায় ব্যাঙা শালায়, তোর ঘরে পান তামাক খেল।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে ভ্রমরের গুহরের কথা, পদ্মিনী রাগে রাগে কয়।
- পাড়া — ও তুই হোমরা চোমরা ভোমরা আমার পরাণের পরাণ,
আমার কথা মান, ধরি তোর ছয় পায়।।
- ফুকার — আমি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলাম, তাই আমায় বলিস দুর্বাক্য :
বৃথা করিস না তর্ক : দুর্বোণে মরে প্রাণে, স্থান দিলাম বিপদ জেনে,
নইলে চার ঠ্যাং-ওলা ব্যাঙের সনে, আমার কোন চ্যাঙের সম্পর্ক।।
- মিল — ও তু ভুল বুঝেছিস ব্যাংতো আমার নয় অন্তরঙ্গ :

- কভু তার সনে নাই প্রেমপ্রসঙ্গ : মিছে কেন সন্দেহ করিস মনে।
- মুখ — আমার মন আছে খাঁটি, আমি তোমার মত কি পাতড়া চাটি, ফুলের বাগানে।
- ডাইনা — বললি, জাতি যুধী আর কামিনী, আরও মোর প্রতিবেশী কুমুদিনী,
তারা তোমার মান্য করে কত : ও তোমার গুণের মধ্যে ম্যানম্যানানি
চরকা ঘোরার মত : চিনি তোমারে ভ্রমরা, স্বার্থের আশায় প্রেম করা,
একবার মধু খাওয়া হলে সারা, উড়ে যাসু কেতকী চম্পার বনে।
- খাদ — ভালোবাসা জগতে সবাই কি জানে।।
- ফুকার — বললি, না দিতে আজ ঠাঙ্গার গুঁতা সকালে নামা বেঙারে :
মেয়ে সুসার কি তারে : তুইতো পতঙ্গ ভ্রমর, জানিসনা কাজের গুমর,
একটু পাছার উপর আল দিলে পর, তবেই তো ফাল দিয়া পড়ে।।
- ফুকার — নাকি পটাপট আজ মারবি জুতা তাই গুনে সহ্য হয় না গায় :
বড় গৌরব দেখা যায় : বনের পতঙ্গ তোরা, স্বভাব হয় শূন্যে উড়া,
তোদের বাপ দাদা আর জ্যাঠা খুড়া, জুতা পায় দিছে কোন শালায়।।
- ফুকার — কেন ব্যাঙে করে ঘ্যাঙ্গর ঘ্যাঙ্গর, ভ্রমর তুই জানিস না কারণ :
ব্যাঙের অপূর্ণ ধরন : কাইল রাতে বৃষ্টি ঝড়ে, তোমার জ্যাতিগোষ্ঠী মরে,
তাইতে ঘ্যাং ঘ্যাং করে ব্যাঙে পড়ে, তোমার বাবার শ্রাদ্ধের রামায়ণ।।
- ফুকার — নাকি সন্ধ্যা বেলায় ব্যাঙা শালায় উঠেছে আমার দোতালয় :
গুনে বাঁচিনা জ্বালায় : আমার পিরীতের আশে, ব্যাঙ কি দোতালয় আসে,
মাত্র দুই একদিন বারান্দায় বসে, ব্যাঙবাবু তানপুরা বাজায়।।
- ফুকার — আমি ব্যাঙারে পান তামাক খাওয়াই এসব তোমার অবৈধ আলাপ :
মিছে করিস অনুতাপ : পান বানাই তামাক মাখি,
তোমার জন্য সবই রাখি, যদি ব্যাঙারে খাওয়ায়ে থাকি, সে আমার গর্ভ-সোদর বাপ।।
- ফুকার — বললি, মধুর কোঠায় ব্যাঙে মৃত্যুক, তাই গুনে পেলেম বড় দুখ :
তাইতে তুই কি পারি সুখ : আজ যদি মূতে ব্যাঙে, কাইল এসে মনোরঞ্জে,
তুই মধু খাবার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাঙের মূত খাবি এক চুমুক।।

ব্যাঙের কবি—২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — বললি ব্যাঙ নয় লো তো অন্তরঙ্গ, তার সাথে নাই প্রেম সম্বন্ধ,
সাধ্য নাই করতে মধুপান
- পাড়া — পদী ব্যাঙ ফড়িং মাছ মৌমাছি হোক হাজারে হাজার,
তবু তুই আমার পরাণের পরাণ।।
- ফুকার — একজন বড়লোকে পুকুর কাটে, কত লোক নামে ঘাটে,
জলদানের ফল জগৎজোড়া : সার্থক টাকা ব্যয় করা : হায় হায়
যাক সম্মান জায়গা জমি, তুই আমার প্রেমের প্রেমী,
পদী, বাস্তু পূজার মেড়া আমি, তুই আমার বলির কাঠগড়া।।
- মিল — আমি তোমার প্রেমতে নিত্য আছি আত্মভোলা,
পদি তুই লো আমার ভাঙ্গা কুলা, আমি লো তোমার চুলার ছাই।
- মুখ — না বুঝে ভাল মন্দ, তোমারে যত কিছু বলছি মন্দ, ক্ষমা ভিক্ষা চাই।।
- ডাইনা — তুই যে কথায় কথায় মারিস ঝাঁটা, আর বলিস ও খেকো গোলামের বেটা,
আমার ঠাই মিঠা লাগে বেশী :
তবু ঝ্যাংলা খাওয়া বিলাইর মত তোমার বাড়িতে আসি :

- মজুরের প্রায় হজুরে, নিত্য রই করজোড়ে,
যেমন টল বৈরাগী মান্য করে, আখড়া বাড়ির মা গোসাঁই।
- খাদ — তুই লো প্রেমের চিংড়ি মাছ, আমি প্রেমের চাই।।
- ফুকার — *****
- অন্তরা — পদী লো আমি তোম তুষাতুর, তুই আমার শীতলক্ষ্যার শীতল জল।
ঘুরি তোম প্রেমতে বনে বনে, আমি তোম প্রেমের বনের বন ছাগল।।
লোকের মা বাপ মলে তিথির শ্রাদ্ধ বৎসরে একদিন, করে অজ্ঞানী সকল।
তুই যে বাপটা তুইলে গালটা দিলি, আমার হয় গয়াশ্রদ্ধের পিণ্ডি ফল।।
- পরচিতান — ও তোম পা ছুঁয়ে কই সত্য কথা, আমি তোম পায়ের জুতা,
তুই আমার মস্তকের ছাতি।
- পাড়ন — যেমন কায়ার পাশে ছায়া থাকে তেমনি অনুগত
আমি ভগীরথ, তুই ভাগিরথী।।
- ফুকার — আমায় কত লোকে বলে মন্দ, আছি তোম প্রেমে বদ্ধ,
সম্বন্ধ কারো সাথে নাই : শুধু তোমই মন জোগাই : হায় হায়—
তুই ছাড়া নারি রইতে, মজেছি তোম পিরীতে,
আমার চৌদ্ধ পুরুষ পার করিতে, তুই আমার বৈতরণীর গাই।।

হরিদাস-লক্ষ্মীরা'র কবি—১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — করতে হরিদাসের ভজন নষ্ট, রামচন্দ্র খান মহাদুষ্ট,
পাপিষ্ঠ বিশিষ্ট চেষ্টায়।
- পাড়ন — দিয়ে হাজার টাকা চুক্তি করে বাজারে, রাজা এক বেশ্যারে পাঠায়।।
- ফুকার — অঙ্গে রত্নালঙ্কার যত্নে পরে, পেত্নী এক ফন্দী করে, সুগন্ধি তৈল মাখায় চুলে;
যেন সাগর সৈঁচে নগর বাঁধতে, নাগরী নাগরদোলায় দোলে। হায়-মরি হায়
রূপার মল পায়ে নাচে, চাঁপাফুল খোঁপায় আছে,
ঠাকুর হরিদাসের গোঁফার কাছে, বসল সে তুলসীগাছের তলে।।
- মিল — শুনে অলঙ্কারের স্বমধুমানি, বৈষ্ণবের চুড়ামণি,
দুষ্টা রমণীর পানে চায় : ঠাকুর হরিদাস কয় হায় মরি হায়—
আজ বনে করলে কি বনমালী।
- মুখ — কে গো তুই মনের সুখে, বড় ঠেসঠমকে জাঁকজমকে এখানে এলি।।
- ডাইনা — আমার গাছের পাতায় ঝুপড়ী বাঁধা, নামেতে মনপ্রাণ দিয়েছি বাঁধা,
তোম রূপের ধাঁধায় গেলাম পড়ে : এমন গরীবের দুয়ারে কেন হাতির পায় পড়ে :
খুলে রেখে বন্ধের স্তন, আঁখি ঠারিস কি কারণ,
এসব ফাতরা লোকের সাত রাজার ধন, কি জন্য বৈরাগীতে দেখালি।
- খাদ — ও তোম ঠোটখানা রাজা যেমন শিঙা বুলবুলি।।
- ফুকার — গুরু কৃপার পরে বত্রিশ বছর যোল নাম বত্রিশ অক্ষর,
এক মনে জপছি দিবারাতি :
আমি মনে মনে চুপে চুপে, হেরি সেই যুগল রূপের জ্যোতি।
যে রূপে মন লেগেছে, সেই রূপে চোখ ডুলেছে।
ও সেই অপরূপের রূপের কাছে, তোম রূপ তো জুনির মার্গের বাতি।।
- মিল — পেয়ে মানব দুর্লভ জন্ম, সার করেছি নামব্রহ্ম,
এ জন্ম যেতেছে সুখে : ও সেই বৈষ্ণবধর্মের নির্মল মুখে,
তোম কথায় দিব নাকি চুনকালি।।

- অন্তরা — যৌবন তো কালের ভাইল, আইজ আর কাইল,
কাইল গেলে পরশ দেখবি সরষের ফুল।
ও তোর যৌবন আশে নাগর আসে, শেষ বয়সে হয়ে বসবি চক্কের শূল।
ও তোর যৌবন গেলে গায়ের জুসে মনের আফশোসে—
ছিঁড়বি কোলবালিশের খোল। মরি হায় রে—
শেষে পান বেচবি সিগারেট বেচবি—
আর কেবল শোন্ দিয়ে বাছবি পাকা চুল।।
- পরচিতান— ও তোর অঙ্গরাগের ভাবভঙ্গিতে, আর নয়নের ইঙ্গিতে,
আমি সব রঙ্গ বুঝেছি।
- পাড়ন — আমি কি করি সরমে, মরি মরমে, একি রামনামে ভূতের কেচমেচি।।
- ফুকার — যত ফইচুকা হোঁড়া কইচুকা নাগর, আছে বেলপুকুর নগর,
ডোবে তোর কাম সাগরের জলে :
আমি নিরাগী বৈরাগী মানুষ, শূঁঠা চাম মোটা মালা গলে। হায়-মরি হায়
কৌপনীতে আঁটা কটি, সর্কাসে গঙ্গামাটি,
আমার সাধন ভজন করতে মাটি, তুই বেটি আইলি কোন্ আক্কেলে।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন হরিদাসেরে কটু ভাষে, বেশ্যা কয় করে দণ্ডবৎ।
- পাড়ন — শুনি আশ্ববৎ মন্যতে জগৎ সকলে বলে,
নিজে সৎ হলে, জগৎ দেখে সৎ।।
- ফুকার — আমায় জুনির মার্গের বাতি বলে, আজ আমার মনে দিলে দুখ :
তুমি বিটলে ভদ্রলোক : এই নারীর রূপের ঘোরে, জনকের টনক নড়ে,
আবার দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করে, তুমি তো পাতকুয়ার মণ্ডুক।।
- ফুকার — জানি নিরাগী বৈরাগী যারা, করেছে কামকামনা ত্যাগ,
তোমার এত কেন রাগ : ডোর কৌপীন অঙ্গে পরা, ভিতরে কলুষ ভরা,
যেমন চরকা পরকা মার্কী মারা, সেজেছ তুলসীবনের বাঘ।।
- মিল — দেহের কামকামনা ভোগবাসনা না ঘুচাইয়ে,
শুধু কুনজরে চেয়ে চেয়ে, আজ আমার রূপের ফাঁদে দিলে পাও।
- মুখ — ওহে বৈরাগী ঠাকুর, আগে ভোগবাসনা না করে দূর, সাধু হতে চাও।।
- ডাইনা — বললে, গাছের পাতায় কুপড়ি বাঁধা, নামেতে মনপ্রাণ দিয়েছ বাঁধা,
মোর রূপের ধাঁধায় গেলে ভুলে :
তোমার অন্তরেতে অসুর বুদ্ধি, গলায় মালা দোলে।
তোমার চুল দাড়ি আর পরচুলা, দূর করে দাও ওগুলো,
ওসব আচলা ঝোলা, নামের মালা, আমার এই কামের চুলায় পোড়া দাও।
- খাদ — নামের পাগল হলে কেন, আবোল তাবোল কও।।
- ফুকার — আমার মুখের দিকে না তাকায়ে, কেন মোর বুকে দৃষ্টি যায়,
হেসে বাঁচি না লজ্জায় : সাধুর মন রয় যুগলে, খলে চায় তলে তলে,
যেমন সপ্ত স্বর্গের উর্ধ্বে গেলে, শকুনে গোভাগাড়ে চায়।।
- ফুকার — নারীর বুকের কাপড় রাখলে খুলে, চেনা যায় সাধু না লম্পট,
দেখে শুনের চিত্রপট : বালক চায় দুধ খাবে, সাধু কয় সুখ পাবে,
আবার কামুক লোকে দেখে বাবে, ওটা তার বাপের চিতার মঠ।।

ফুকার — না কি শোন দিয়ে বাছবো পাকা চুল, তা বলে আমি কি ডরাই,
ঠাকুর করো না বড়াই : দেখ না আয়না ধরি, চুলদাড়ি শোনের নুড়ি,
তুমি সাধু বলে ঝাতির করি, তোমায়ও জরায় ছাড়ে নাই।।

ফুকার — তোমার সাধন ভজন করতে মাটি, আসি নাই আজ তোমার কাছে,
আমার বাসনা আছে : তোমারই শিষ্য হব, তোমারই কাছে রব,
আমার এই দেহ গড়ায়ে লব, নিম্হামী বৈষ্ণবীর হাঁচে।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — শুনে হরিদাসের রক্ষ বাক্য দুঃখেতে লক্ষহীরা কয়।

পাড়ন — আমি মনে করে এলেম তোমায় ভেবে সুরসিক,
এই কি দিলে ঠিক রসিকের পরিচয়।।

ফুকার — অতি কমনীয় রমনীর প্রেম অমিয় করে বরিষণ, একবার কর আলিঙ্গন :
দেহ করে উৎসর্গ, দাও আমার প্রেমের অর্ঘ্য, আছে গুপ্তভাবে সপ্ত সর্গ,
আর আছে ইন্দ্রের নন্দনবন।।

মিল — আছে বিষামৃত একাধারে নারীর ভিতরে, ইহার বিশ্বের অংশ
পায় ইতরে, সাধুরা ভোগ করে সুধারশি।

মুখ — আমার নাম লক্ষহীরে, আমি সাধু সঙ্গ লক্ষ্য করে এখানে আসি।।

ডাইনা — আমার বুকের উপর দেখে দুই স্তন, তুমি কও ফাতরা লোকের সাত
রাজার ধন, এই ধনে শিব হয়েছে ধনী : করে গোকুলে এই
ধনের সাধন কৃষ্ণ চিন্তামণি, : শিশু যখন আছিলে, এই ধন খেয়ে বাঁচিলে,
এখন যে ধন পেয়ে ধনী হলে, সেইধন কি এই ধনের চেয়ে বেশী।

খাদ — এ ধনের কাছে তুচ্ছ গয়া আর কাশী।।

ফুকার — বললে, অপরূপ রূপের কাছে আমার রূপ জোনাকীর মতন,
তুমি পাও নাই প্রেম নয়ন : স্বরূপে রূপ জিনিলে, এইরূপ
সেই রূপে মিলে, যেমন নীলে চশমা চোখে দিলে, সর্বত্র দেখে নীলবরণ।।

ফুকার — বললে, সাধন ভজন করতে মাটি, তুই বেটি এলি কি কারণ,
শুন রসিকের কারণ : চণ্ডীদাস রজকিনী, জয়দেব পদ্মা ধনি,
করে প্রেমপথের সাথী রমনী, আমারে করে লও তেমন।।

ফুকার — কেন পান বেচব সিগারেট বেচব, আমার কি টাকা পয়সা নাই,
তুমি ছোট লোকের ভাই : থাকি রাজার আশারে, লক্ষ্য টাকা ভাণ্ডারে,
সাধু তোমার মতো এক গণ্ডারে, আমি তো ঝি চাকর খাটাই।।

ফুকার — বললে, পাকা চুল শোন দিয়ে বাছবি, ততদিন রবতো বেঁচে, শাপে
বর হয়ে গেছে : পাকা চুল যদি বাছাই, দাসদাসীর অভাব তো নাই,
তুমি ছাতাপড়া মত গোঁসাই, তোমার চুল কয় জনে বাছে।।

মিল — আছে নারীর যৌবন পুরুষ দিগের সুখের নিমিত্ত,
যারা পায় না এসব সুখের তত্ত্ব, তারা তো নিরেমিষে সম্যাসী।।

ভূতের কবি হরিচরণ আচার্য

চিতান — একদিন গোচারণ করে সাজ, শ্যামত্রিভঙ্গ সায়াহু কালে।

পাড়ন — ছলে ভুলায়ে হলধর, চলে জলধর অধর ধরবে বলে।।

ফুকার — রবি ডুবলি রে, সন্ধ্যাদেবীর ছবি হেরে,
কন্দীর কন্দ বন্ধ প্রতিবন্ধক অন্ধকারে :

- নূতন প্রেম যারা কইল, এক দিনে সাত দিন হইল,
শ্যাম লম্পট চম্পট দিল, আয়ান ঘোষের ঘরে।।
- মিল — বাড়ির পশ্চাতে কোপের পথে কৃষ্ণ ঘরে গেল,
বাস ছলে কাল কুটিলা কয়, ভূত এল ভূত এল।
- মুখ — সকালে সোনাবউ তুই আয় সকালে,
অদ্য শনিবার সাঙ্ঘ্যাকালে, কি সন্দেহ হইল।।
- ডাইনা — বাড়ির পাছে তেঁতুল গাছের আড়ে আড়ে, দেখলাম কাল ছোঁড়াটা :
মাথার উপর চুড়াটা : পলকহীন চক্ষু দুটা ঝলক মারে, :
দেখলাম আর হাতে বাঁশটা, কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা,
পোড়া কাঠের ন্যায় কোন পিশাচটা, কোনার ঘরে গেল।
- খাদ — ভূতের ন্যায় অতি কুৎসিত, উহার বরণ কালো।।
- ফুকার — ভূতের হাত পাও হিসুল, আঙ্গুলগুলি চোকা চোকা,
তাইতে চকমক করে, নখগুলি ঠিক জুনী পোকা :
অদ্ভুত ভূত কি দূরত, দেখলে ভয় হয় চুড়াস্ত,
ইন্দুরের মত দস্ত, ঠোটে সিঁদুর মাখা।।
- মিল — সাঙ্ঘ্যাকালে নাই ঘরে বাতি ধূপের গন্ধ,
ভূতের আঙ্কারে হয় আনন্দ, ভাবে বুঝা গেল।
- অন্তরা — ভূত আছে ভূত আছে, শুনি লোকের কাছে,
আজ দেখি ভূত ঘরের কোনে।
ভূতের হাতে বাঁশের চোঙ্গা মাজাখানা ভাঙ্গা,
চক্ষু দুটা রাঙ্গা ঠেকছে কানে।।
ভয়ের কথা বলব কারে, ভূতে আনাগোনা করে,
তুই থাকিস বউ একলা ঘরে, দাদা থাকে বাথানে।
ওসে কিমাকার কিছুত, সে ভূত কি অদ্ভুত,
ভূতে পঞ্চভূত ধরে টানে।।
- পরচিতান — রাখে ভূত পিশাচ ব্রহ্মদৈত্য আধিপত্য করে লোক দেখে।
- পাড়ন — তুই ভেবে ভূত ভবিষ্যৎ, বন্ধ কর ভূতের পথ, কথায় বাধ্য থেকে।।
- ফুকার — বউ লো, যে না মানে স্বামী নন্দী শান্তী,
ভূতে আশ্রয় করে একলা ঘরের একলা নারী :
মায় আমি তোমায় নিয়ে, থাকব এক ঘরে শুয়ে,
আমরা দুই মায়ে ঝিয়ে, ভূত ছাড়াতে পারি।।

বৈদ্যরাজের কবি (শ্রীকৃষ্ণের বৈদ্যবেশ)—১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — রাধার কলঙ্ক ঘুচাতে অদ্য, আপনি রোগী আপনি বৈদ্য,
হলেন সেই ভবরাধের ধন
- পাড়ন — জীবের নিদানের ধন নিদান শাস্ত্রে সর্বগুণালয়,
করেন নন্দালয়, আনন্দে গমন।।
- ফুকার — পায়ে নাগরহি ভূতা, মাথায় পাগড়ি, কপালে বৈদ্যনাথের ধূলি, :
প্রাচীন পদ্ধতি সকলি : সুসজ্জিত বোল আনায়, যেমনি সাজ তেমনি মানায়,
আদরে চাঁদরের কোনায়, বেঁধেছে ঔষধের পুটুলি।।
- মিল — নবীন বৈদ্য দেখে রাজবাড়ির পথে তখনি—
সজলিত বাক্যে বৈদ্যকে বলছে ললিতা সখী।

- মুখ — কোথা যাও নবীন কবিরাজ, একটা রোগী লয়ে আজ,
আমাদের খুব ঠেকাঠেকি।।
- ডাইনা — এই যে তেঁতুলগাইছা বাড়ির পাছে, আমাদের রাই নামে এক রোগী আছে,
শোয়ায়ে পুলে স্বর্ণখাটে : কেবল কালা কালা কালা বলে চম্কে চম্কে ওঠে।
যখন সাজে কাল মেঘ, তখন বাড়ে রোগের বেগ,
যখন সকালে হয় এই রোগটি আরোগ, তার কিছু ঔষধপত্র আছে কি?
- খাদ — চিকিৎসাহীন রোগিনী প্রাণ বাঁচবে কি?
- ফুকার — আছে এই পাড়ার বৌ চন্দ্রাবলী, সে এলে রোগীর নিকটে,
যেন চক্ষে কঁটা ফোটে : তন্দ্রাতে পড়ে রলে, কেউ যদি চন্দ্রা বলে,
যেমন তপ্ত তৈলে বেগুন দিলে, ঝপাং করে ওঠে।।
- মিল — ঘরে শান্তডী স্বামী আর ননদী, ঔষধ খাওয়ায় নিরবধি,
বৃদ্ধি বৈ ব্যাধির লাঘব কৈ দেখি।।
- অন্তরা — এই রোগে ভোগে রাধে প্রতিদিন, দিন দিন তনুক্ষীণ,
কতদিন রোগের ভোগ তা জানে কেটা।
শুনলে পর ময়ূরকণ্ঠ মন উৎকণ্ঠ, দেখলে তমাল সামাল সামাল,
সব শরীরে ফোটে কঁটা।
পরে রয় নীল শাড়ি, হাতে নীলমণি চুড়ি,
কাল রং এর কারিকুরি, চক্ষে ভারি মিঠা।
কালিন্দীর এই কাল জলে, নামলে যায় না ওঠা।।
হাতে পায়ের আগতা ধুয়ে, চন্দন ধুয়ে সিন্দুর ধুয়ে, ভালবাসে কালির ফঁেটা।।
- পরচিতান — যত ঝাড়া পোছা আটকা পোটকা, জলপড়া টটকা টটকা,
আটকায়ে খাওয়ালেম তারে।
- পাড়ন — কত ভূত পিশাচ ডাকিনীর মস্ত তনুসম্মত,
করিলাম যত, ততই রোগ বাড়ে।।
- ফুকার — এমন কঠিন ব্যারাম হয় না আরাম, কখন বা ভূতাস্ত্র কয় লোকে, :
ক্ষণেক ধরায় পড়ে থাকে : পর্দাতে পরেক দু'পর, রাখলে হয় ফাঁপোর ফাঁপোর,
পরে জর্দা রঙ-এর মর্দা কাপড়, বনে যায় বাছুর লয়ে বুকে।।

বৈদ্যরাজের কবি (শ্রীকৃষ্ণের বৈদ্যবেশ)—২নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — আমি তোমার কথা শুনে অদ্য, সন্তুষ্ট হলেম বৈদ্য, সুবৈদ্য তোমার মতো নাই।
- পাড়ন — তোমার কথা শুনে ইচ্ছা করে খলে পিষিয়ে, মধু মিশায় তোমারে গুলে খই।।
- ফুকার — বললে শিরা ধরা বিনে পীড়া, তুমি তো নির্ণয় করতে নার :
মনে সন্দেহ হয় বড় : পুরুষের ডানহস্ত ধরা, বামহাতে মেয়ের শিরা,
কোন নপুংসকের হলে পীড়া, তার শিরা কোন্ জায়গাতে ধর।।
- মিল — জানি দেবতীর্থের মস্ত ঔষধি, শুনি বিশ্বাসে হয় কার্য সিদ্ধি,
বিপদে ঔষধ দিয়া প্রাণ বাঁচাও।
- মুখ — শুনেছ রসবতীর নাম, একটি রসের ব্যারাম করে আরাম,
যশে দিন কাটাও।।
- ডাইনা — একজন কবিরাজ বলে গিছে, এই রোগের এক ঔষধ আছে,
প্রতিদিন গায় মাখবে তিন বেলা :
লাগবে কেউচার চক্ষু কঁাকড়ার মাখা, সাপের পায়ের ধূলা, :

- শিয়ালের শিং দুই জোড়া, বাতাসের লতার মুড়া,
থাকলে ভাদ্র মাসের রৌদ্রের গুঁড়া, ঔষধি তৈয়ার করে দিয়ে যাও।
- খাদ — মরা দেশে আয়ুর্বেদ বেশ করে জাগাও।।
- ফুকার — আমরা পড়েছি এক রোগের ভোগে, লক্ষণটা মনোযোগে শোন :
কষ্ট পেলেম পুনঃ পুনঃ
মান করলে জ্বালা যায় না, খেলে পর ক্ষুধা হয়না,
আবার ঘুমাইলে চক্ষে দেখে না, তুমি ইহার কি ঔষধ জান।।
- অন্তরা — দুই একটা পল্লীগ্রামের কবিরাজ, ধরিয়ে সাধুর সাজ,
অশিক্ষিত সমাজে সম্মান পায় ভারি।
প'লে পরে তাদের হাতে, হাতে হাতে সান্নিপাতে,
অনামাতে দৈ কলাতে ডুবায় নাড়ি।।
ত্রিদোষের বিকার হলে, পাগলের কথা বলে,
হাতে পায়ের বৃদ্ধাস্থলে বাঁধে পাটের দড়ি।
তারা শমন রাজার সহোদর ভাই, সাক্ষাৎ ধনন্তরী।।
দিয়ে কলেরায় জায়কলের বড়ি,—
এক বড়িতে এক ঘড়িতে পাঠায়ে দেয় যমের বাড়ি।।
- পরচিতান— ও সব কথা বলে আর কার্য কি, বেশ তুমি কবিরাজ দেখি,
আজ কি আর ভাবতে হয় বড়।
- পাড়ন — মোদের এক পাড়ায় অনেক রোগে করেছে বাসা,
হবে ব্যবসা, চিকিৎসা কর।।
- ফুকার — মোদের বড়াই বুড়ীর বয়স বেশী, আশি কি পঁচাশি হয়েছে :
তবু খেমটা তালে নাচে, :
দৌড়ে যায় বন উপবন, হাঁটিতে ত্বরায় গমন,
ও তার আবার হবে নব যৌবন, এমন কি চ্যবনপ্রাশ আছে।।

বিশ্বমঙ্গল-চিন্তামণির কবি—১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — করে চিন্তামণি বেশ্যাবৃত্তি, বিশ্বমঙ্গল চক্রবর্তী, তার প্রেমে মুগ্ধ অতিশয়।
- পাড়ন — ও তার পিতৃ শ্রাদ্ধের রাত্রিকালে ঘোর অন্ধকারে,
চিন্তার জন্য তার চিন্তা অতিশয়।।
- ফুকার — একটা মরা মানুষ চেপে ধরে, কলাগাছ মনে করে, সাতরায়ে নদী দিল পাড়ি,
চিন্তার হাউলীর উপর সর্প ছিল, ঠাকুর তাই মনে করল দড়ি :
অজগর সর্প ধরে, ছাদের উপরে পড়ে,
চিন্তা এই সমস্ত জানতে পেরে, কপালে মারল ঝাঁটার বাড়ি।।
- মিল — খেয়ে ঝাঁটার বাড়ি বিশ্বমঙ্গল, ছেড়ে দুই নয়নের জল,
কাতরে চিন্তার প্রতি কয় : হায় হায়, জলের রেখা খলের প্রণয়,
শুনেছি সাধু শাস্ত্রেতে বলে।
- মুখ — হে দে গো চিন্তামণি, তোরা বেশ্যা জাতি কালসাপিনী, জানে সকলে।।
- ডাইনা — আমি মুগ্ধ হয়ে তোর পিরীতে, পারি না লোক সমাজে মুখ দেখাতে,
আজ আমার বাবার শ্রাদ্ধ করে,
চিন্তা তোর জনোতে চিন্তা হল, দুপুর রাতের পরে:
অসাধ্য সাধন করি, আমি এলেম তোর বাড়ি,
ও তুই মিছামিছি পিছার বাড়ি, কি জন্য মারলি আমার কপালে।

- খাদ — লোকের যেমনি কর্ম তেমনি ফল সময়ে ফলে।।
- ফুকার — আমি ব্রহ্মকূলে জন্ম নিলেম, কুকর্মে কাল কাটালেম, স্বধর্ম বিসর্জিলেম জলে;
কেহ সোনার খাঁচায় কাক পুথিলে, সেই কাকে জাত বুলি কি ভোলে :
চোর গেলে সাধুর কাছে, স্বভাব যায় পাছে পাছে, হায় হায়—
কয়লার কি ময়লা ঘোচে, শত বার দুধ দিয়ে ধুলে।।
- মিল — যে জন অসৎ সঙ্গে থাকে সদা, বিষ কি আর হয় গো সুধা,
সর্বদা মনে রয় কষ্ট, করল হাজার টাকার বাগান নষ্ট,
ঠিক যেমন পাঁচ সিকার এক ছাগলে।।
- অন্তরা — সর্বদা হা হতাশ বার মাস, বেশ্যাদের পাপের বাতাস লাগলে গায়।
সে তো মানুষ নয় মাইলানীর মেড়া, কেবল আস্তে যেতে লাগি খায়।।
তারা সোনা নিয়ে পিতল দিয়ে, শীতল হাত বুলায়,
কথায় প্রাণ কাড়িয়া লয়, মরি হায়রে—
শেবে রক্ত মাংস চর্ম খেয়ে, তার পোঙ্গার হাড় দিয়ে শিঙা বাজায়।।
- পরচিতান— যে জন পতিব্রতা সতী ত্যজে, বেশ্যাদের প্রেমে মজে,
ভবে তার মতি অতি ভ্রম।
- পাড়ন — ও সে দুষ্টা নারী যারে ধরে সংসারে, ঠিক যেমন পাপী ধরে যম।।
- ফুকার — যত বেশ্যাদের নাম চিত্তামণি, রাসমণি পরশমণি,
পাপ অঙ্গে মণিমুক্তা খচিত,
আর নিস্তারিণী দীনতারিণী, এসব নাম পেতেছে অযাচিত :
সংসারের কেমন রুচি, অশুচির নামটি শুচি,
তাদের রাক্ষসী পিশাচী বুঁচি, এসব নাম থানায় লেখান উচিত।।
- মিল — পেয়ে মনুষ্য দুর্লভ জন্ম, না ভজে পরম ব্রহ্ম অসতীর সঙ্গে অশুচি :
এবার মানুষ হয়ে মেষ হয়েছি : কি জানি কি দশা হয় শেষ কালে।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — বিশ্ব ঠাকুরের রহস্যে রাগী, এই চিত্তায় বেশ্যা মাগী কয়।
- পাড়ন — আমার ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে রে পাজী, ও তোর বুঝি দিব্য জ্ঞান উদয়।।
- ফুকার — ও তুই ব্রহ্মকূলে জন্ম নিয়ে কাজ করলি অতি জঘন্য, তাইতে হলি নগণ্য;
ত্যজে ব্রাহ্মণের প্রথা, বেশ্যার পায় বেচলি মাথা,
এদের লাগি গুঁতা ঝাঁটা জুতা, তোর কাছে গরম মিষ্টান্ন।।
- মিল — এখন বেশ্যা বলে নিন্দা করিস সঙ্গে ভঙ্গে,—
আগে পিরীত করতে বেশ্যার সঙ্গে, কার ব্যাঙ্গে বলেছিল কোন কালে।
- মুখ — হেমে রে বিশ্বমঙ্গল, ছেড়ে বেশ্যাবাড়ির এই অমঙ্গল, থাক গে জঙ্গলে।।
- ডাইনা — ও তুই দিনে করলি পিতৃশ্রদ্ধ, এই রায়ে নদী পার শাস্ত্রবিরুদ্ধ,
তাতে যে হয়েছে তোর পাপ :
আবার মরাকে কলাগাছ ভাবলি, দড়ি বাবলি সাপ :
আর যে অনুরাগ দিলে পর, জীবে পায় সে পরাংপর,
দিলি সে অনুরাগ বেশ্যার উপর, এই পাপে পিছা মারলেম কপালে।
- খাদ — তুই বেধেছিস মীনের মতো, এ জজ্ঞাল জালে।।
- ফুকার — বললি, কয়লার কি ময়লা ঘোচে, শতবার দুধ দিয়া ধুলে,
তুই তো ভুল করলি মূলে: আমার এই ঘরের পাছে, কামারের দোকান আছে,
দেখি সকল কয়লার ময়লা ঘোচে, জ্বলন্ত আগুনে দিলে।।

ফুকার — বললি, বেশ্যাদের নাম চিত্তামণি, রাসমণি গঙ্গা যমুনা,
দিলি নামের নমুনা : স্বর্ণের সব সুরবালা, বাজারের চারুবালা,
যেমন চিক চৌদান অনন্ত বালা, গালালে সবই এক সোনা।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — শুনে বিশ্বমঙ্গলের কুবচন, করে আরক্ত লোচন, রাগ করে চিত্তামণি কয়।

পাড়ন — ও তুই বেশ্যাশক্ত বিটলে ভক্ত আজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ,
নইলে কে এমন থাকে বেশ্যালয়।।

ফুকার — আমায় বেশ্যা বলে গালি দিলি, তাই শুনে প্রাণে বাড়ে শোক :
দিয়ে বেশ্যার প্রেমে ঝোঁক : ভুলে ব্রাহ্মণের আচার,
বেশ্যার পায় হলি নাছাড়, করিস দধি খেয়ে ভাঙের বিচার,
বামনা তুই চেমনা ভদ্রলোক।।

ফুকার — ও তুই ভুলেছিস ব্রহ্মগায়ত্রী, প্রবৃত্তি অতি জঘন্য, তাইতে হলি নগণ্য :
ত্যাগ করে পবিত্রতা, বেশ্যার পায় বেচলি মাথা;
বেশ্যার লাখি শুতা ঝাটা জুতা, তোর কাছে গরম মিষ্টান্ন।।

ফুকার — বললে, চোর গেলে পর সাধুর কাছে, স্বভাব তার পাছে পাছে যায়, :
এসব শুনেছ কোথায়, : সংসঙ্গে হয়ে রাজি, চোর গেলে সাধু সাজি,
শেষে নাম ধরে প্রেমচাঁদ বাবাজি, বারো মাস থাকে প্রেমতলায়।।

ফুকার — বললে চোর গেলে পর সাধুর কাছে, স্বভাব তার সঙ্গে যায় সবি :
কথা বললি আজগুবি : সাধু সঙ্গের বাতাসে, কু লোকের কু বিনাশে,
ভক্ত হরিদাস সাধুর পরশে, বেশ্যা হয় মহা বৈষ্ণবী।।

ফুকার — বললে, বেশ্যাদের অঙ্গের বাতাসে, পুরুষে করে হা হতাশ,
কথা করিনা বিশ্বাস : তুচ্ছ নয় বেশ্যা বৃত্তি, জগতে আছে কীর্তি,
যেদিন দুর্গা হলেন বেশ্যা মূর্তি, চরণে পড়েন কীর্তিবাস।।

ফুকার — বললে সোনা নিয়ে পিতল দিয়ে, বেশ্যারা করে ব্যাভিচার :
তাতে তোরই উপকার : ভুলে এই বেশ্যা সোনা, কর গিয়ে উপাসনা,
ব্রজের খঁটি সোনা কেলে সোনা; পরগে সেই সোনার কঠহার।।

ফুকার — বললি, বেশ্যাদের নাম চিত্তা মণি বাসমনী গঙ্গায়মুনা : ও সব
নামের নমুনা : কৈলাসের গিরিবালা, বাজারের সুরবালা,
যেমন তার বাজু অনন্ত বালা, গালাইলে সবি এক সোনা।

বিশ্বমঙ্গল-চিত্তামণির-কবি—২নং হরিচরণ আচার্য

চিতান — বললে প্রেমে ভেবে তোমার ছবি, মরাকে কলাগাছ ভাবি,
অজগর কৈলাম বজ্রজ্ঞান।

পাড়ন — দিলে এই অনুরাগ ভক্ত বৎসল গোবিন্দে,
নাকি পাইতাম তার পদারবিন্দে স্থান।।

ফুকার — আহা কি উপদেশ দিলি চিন্তে, সেই চিত্তামণির চিন্তে,
একান্ত প্রাণে করতে চায় :
যেন এই পিরীত বিপরীত হয়ে, পিরীতির রীতি জানতে পায় :
হায় ২ মরি হায়, মন হলো ধর্মভীক, তুই আমার শিক্ষাগুরু,
যেন ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, অধীনের বাসনা পুরায়।।

মিল — তোরে না বুঝে নিন্দিলাম যত, একমুখে বলবো কত,

- ভাবতেছি নয়গো সঙ্গতঃ থাকে একখানেতে বিষামৃত,
আগেতো জানি না এই পরিচয়।
- মুখ — হ্যাদেগো চিত্তামণি, আমার চিত্তার স্থলে চিত্তামণি, হবে কি উদয়।।
- ডাইনা — আমার মানব জনম বৃথা গেল, আজ হতে ঐহিকের সুখ ভঙ্গ হলো,
তোরে আর বলবো কি অধিক :
দেহের স্বাব ছেড়ে ভাবের ঘরে থাকে যেন ঠিক :
আর মধুর বাক্য শ্রবণে, মন নাইকো আর ভবনে,
আমি যাত্রা করলেম বৃন্দাবনে, যেন সেই রাধারাগীর দয়া হয়।
- খাদ — আর করবে কিগো করুণা সেই করুণাময়।।
- ফুকার — ও সে নিরুদ্দেশীর সদোদ্দেশে, যাই তোমার উপদেশে,
যেন সেই রূপের দেশে থাকিঃ
আমায় স্বগুণে করেছ কৃপা, তুমি হও গুরুরূপা সখী : হায় ২ মরি হায়,
এই সত্ত তত্ত্বজ্ঞানে, নিত্যধাম বৃন্দাবনে,
যেন রাধাকৃষ্ণের সম্মিধানে, তোমারে নয়ন ভরে দেখি।।
- মিল — আমি বেঁচে থাকি আর যতদিন, যেভাবে হোক গতদিন,
শেষের দিন রই যেন ব্রজে, আমি চলে গেলে ব্রজের রজে,
আমার পাপ দেহ যেন হয়গো লয়।।
- অন্তরা — এই কর আশীর্বাদ পুরে সাধ, মন যেন কাম ছেড়ে প্রেমরাজ্য পায়।
সদা থাকি যেন সৎ প্রসঙ্গে, আর যেন সাধুর বাতাস লাগে গায়।।
তারে পাই বা না পাই এই ভিক্ষা চাই, চিত্তা তোমার পায়ঃ
মনযে মনের মানুষ চায়।
মরি হায়রে, যেন রাধে গোবিন্দ বলে, আমার এ নামের সঙ্গে প্রাণ যায়।।
- পরচিতান — মিছে এসেছি এ ভবের হাটে, গেলেম ভূতের বেগার খেটে,
সংসারে নিয়ে সত্ত্বের সাজ।
- পাড়ন — বিষম অন্ধকারে আলো জ্বলে দিয়েছ, এই তো করেছ, বন্ধু লোকের কাজ।।
- ফুকার — আমি মন্ত ঐহিক সুখে, হরি নাম লই না মুখে, এদেহে নাই কো সাধন বলঃ
চিত্তা অনিত্য এই জীবের জীবন, ঠিক যেমন পদ্মপত্রের জলঃ
হায় ২ মরি হায়, বিদায় দে জন্মের তরে, স্বগুণে দয়া করে,
আমার যাত্রাকালে উঠেদ্বরে, চিত্তা তুই হরি হরি বল।।
- মিল — হরিচরণ বলে পড়েগুনে দুইয়ের জীবনী,
ওসে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের খনি, তোমরা তে প্রাপ্ত হইবে উভয়ে।। (১৩২২ সাল)

ডাইলের কবি (বৃন্দার ঠাট্টা বিদ্রূপ)—১নং হরিচরণ আচার্য

- চিতান — গাইলেম মিঠাইর কবি, টিনের কবিঃ কাক-কোকিল নৌকার কবি,
নূতন আর কোন কবি নাই।
- পাড়ন — করতে নূতন কবিত্ব সে নাই কো গুণ, তবে এইবার শোন ডাইলের কবি গাই।।
- ফুকার — শুধু ডাইল ভাতে হয় কৃষ্ণসেবা, এই কথা জগতে ব্যক্ত,
সব ডাইল সেবায় নয় উক্ত, :
মুগ অরল বুট খেসারী, ইহাদের আদর ভারী,
খায় না মাষ ডাইল বৈরাগী বাড়ী, মসুরী অসুরের রক্ত।।
- মিল — এসব ভাবতে ভাবতে বৃন্দাদুতী মধুপুরে, গিয়ে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণের গোচরে,
করতেছে কাব্য রসে উত্থাপন।

- ধূয়া — বল বল হে ডাইলের ঠাকুর হৃষীকেশ, সবিশেষ গুণ বিবরণ ॥
- ডাইনা — তোমার মাষ মসুরী সেবার ত্যজ্য, হয় না বুটের ডাইলও গ্রাহ্য,
সহজ সিদ্ধ হয় না বলে :
যা হোক কাজের কথায় হাত দেই এখন, বাজে কথায় ফেলে, :
সোণামুগ রাহিকিশোরী, কুজা তোমার খেসারী, : এখন সত্য করে কও শ্রীহরি,
কোন জায়গায় কোন ডাইলের কোন্ আশ্বাদন ।
- খাদ — আর অনাদরে সোণামুগ আছে বৃন্দাবন ॥
- ফুকার — পড়ত সোণামুগে মানের সম্ভার, নিত্য তার বাড়ত হে গৌরব,
ছুঁত চারিদিকে সৌরভ :
তেজপাতা লজ্জা মেথি, পায় ধরা কান্না স্তুতি,
পরে মিলন ঘৃত দুই এক রতি, ডাইল হইত দেবতার দুর্মর্ভ ॥
- মিল — মোরা ইচ্ছা মত সেবা করে হইতেম সুখী,
বল সত্য কথা কমল-আঁখি, সেই কথা একদিনও কি হয় স্মরণ ॥
- অন্তরা — কি সুখে নিত্য খাও এক খেসারী ।
নাই কোন পরিবর্তন, নাই হে তরিতরকারী ॥
বন্ধু, চাল কুমুড় আর মিঠে কুমুড় কাঁচাকলা বেগুন, দিত সখী মুঞ্জরী :
মরি হায় রে, আবার কেউ দিত বেল, কেউ নারিকেল,
দুই একদিন লাউ দিত বড়াইবুড়ী ॥
- পরচিতান — আমরা সেবার দাসী কালশশী, ছিলাম হে দিবা নিশি,
হয়েছি সে সেবার বঞ্চিত ।
- পাড়ন — ছিল গোপের পাজ মন্দির ভরা টঙ্কি ঘি কত, ক্ষীর মাখন থাকত, হে সঞ্চিত ॥
- ফুকার — বন্ধু নিত্য যে খাও এক খেসারীর ডাইল, তা হ'তে হয় নাকি বিগুণ :
জানি এই খেসারীর গুণ : কেউ পড়ে পক্ষাঘাতে, গাও কামড়ায় রসেবাতে,
আবার দুই এক দিন কাছা খুলতে, দুই একটা মানুষ করে খুন ॥

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আমার দূতী বৃন্দে মনানন্দে ডাল নিয়ে বাখালি জঞ্জাল ।
- পাড়ন — ভাসি দধি দুধ ক্ষীর নবনী মিষ্টামের স্রোতে,
আজ দধির পাতে দিতে এলি ডাল ॥
- ফুকার — খায় না মাষকলাই বৈরাগী বাড়ি মসুরি অসুরের রক্ত :
বৈরাগী সব ডালের ভক্ত : মাংস আর ডিমের খানা, বৈরাগীর খেতে মানা,
এলে কোলের সার্থে দু'এক খানা, বৈরাগী হয় না বিরক্ত ॥
- ফুকার — নাকি সোনা মুগ মোর রাহিকিশোরী, খেসারির ডাইল আমার ঝুঁজি,
আমি ডালের স্বাদ বুঝি : দুই ডাল দুই গুণে, সিদ্ধ হয় প্রেমাগুণে,
আমার মুখ পুড়েছে শাপ-এর নুনে, সেই জন্য খেসারী ঝুঁজি ॥
- মিল — আমার দরকারী খেসারী নিন্দা করিস অকারণে,
বৃন্দে আমারে অতিথি এনে, খেসারী ঠেকা কাজ তো বেশ চালায় ।
- মুখ — যখনই গরম আসে, দারুণ চৈত্র কিবা বৈশাখ মাসে,
আম ডাল মন্দ নয় ॥
- ডাইনা — বললে, বল বল হে শ্রীহরি, তোমার সোনা মুগ আর এই খেসারী,
কোন্ ডালের কোনটার কি আশ্বাদন :

ও প্রেমমাধুর্যের সার মুগডাল আমার আছে বৃন্দাবন :
আর অর্চনাদি ভক্তি জলে, খেসারী সিদ্ধ হলে,
একটু কৃষ্ণজিয়ার সস্তার দিলে, খেসারী মুগ অভাবে মন্দ নয়।

- বাদ — সমাদরের সোনা মুগ অনাদরে নয়।।
- ফুকার — পড়তো সোনামুগে মানের সস্তার, মান্য তার বাড়ত অতিশয়,
ও কথা শুনলে করে ভয়ঃ বুটের ডাল চন্দ্রাবলী, খেয়েছি হতে বলি,
তুই যে মুগের ডালে ফোঁড়ন দিলি, সেই হতে ভুগি আমাশয়।।
- ফুকার — বললি, কেউ দিত বেল কেউ নারিকেল, বড়াই'র লাউর বরাদ্দ,
আরো কাঁচ কলা সেদ্ধ : মুগের মান্য ভারী, তরকারী নয় দরকারী,
দিলে সোনামুগে লাউ তরকারী, ওটা হয় বাঙ্গালীর খাদ্য।।
- ফুকার — বললি, পথে ঘাটে মানুষ খুন করে, খেসারী খায় যে কয়জনা,
তবে ত গতিক ডাল নাঃ আমি এই মধুপুরে, খেসারী খাই পেটভরে,
কখন খুন করে বসবো যে তোরে, পথেঘাটে একলা চলিস না।।

ডাইলের কবি (বৃন্দার ঠাট্টাবিদূপ) — ২নং হরিচরণ আচার্য

- চিত্তান — বগ্নে বুট অরল ডাইল খেসারী, সেবায় অক্লি ভারি,
সোনামুগ সব চেয়ে উত্তম।
- পাড়ন — কল্পে না বুঝে খেসারী নিন্দা অতিশয়, আমার এই বিষয়, পূর্বে ছিল ভ্রম।।
- ফুকার — আর সর্বদা খেসারী খেলে, লোকে কয় ঘাটে পক্ষাঘাত : হেরি প্রমাণ স্বসাক্ষাৎ
মুগ মটর ব্রজের ভক্ষা, রাই চন্দ্রা দুটি পক্ষ,
কুজা খেসারীরে কমলাক্ষ, সব পক্ষে করেছে আঘাত।।
- মিল — একটু বেশী জলে সিদ্ধ হ'লে কাঁটা নিয়ে,
তখন আটা থাকতে ঘাঁটা দিয়ে, ফোঁটা দুই তৈল দিলে হয় চরচরি।
- ধূয়া — বুঝা গিয়াছে পূজা পাবে কুবজা, সব ডাইলের রাজা খেসারী।।
- ডাইনা — আর ধন্য ধন্য খেসারী ডাইল, এই ডাইলের গুণ বুঝা যায় আজ খেলে কাল,
ডাইলে দিয়ে সবকে করে ক্রান্ত :
পেটের তলায় থাকলে উঠে গলা পর্য্যন্তঃ
আর আদর মাখা তনুখান, যেখান তিনি দিশা পান,
করে নিদানে সোহাগের বিধান, ঠিক যেমন বউ-নাই বেটার শ্বাশুড়ী।
- বাদ — আর কোনায় গিছে সোনামুগ সোণার কিশোরী।।
- ফুকার — আর সুজা বড়া ঝালে ঝালে সমান সম্বন্ধে, যখন গিয়িরা রাখেঃ
এক সিদ্ধ করে বসে, খানা হয় নানা রসে,
আবার চৈত্র মাসে বৈশাখ মাসে, প্রাণ পাগল আম ডাইলের গন্ধে।।
- মিল — যদি ঘৃত কি গরম মলসা নাও মিলে,
একটু কৃষ্ণজিয়ার সস্তার দিলে, খাই না খাই গন্ধের যাই বলিহারি।।
- অন্তরা — আমড়া আর আমসি তেঁতুল করমজা।
যা দিয়ে করুক অম্বল, সম্বলহীনের সব সোজা।।
চিকন মানুষ মোটা করে, দুই এক মাস পরে, মাংস বাড়ে এক বোঝা,—
মরি হায়ে, এমন খেসারীর খেসারত করে,
রোগীরে সালসা দেয় কোন "হর গাজা"।।
- পরচিত্তান — অতি রসবতী গুণবতী, অপরাধ রূপবতী, খেসারির অনেক সুখ্যাতি।

- পাড়ন — জানি তিন দিনেতে আরাম করে আমাশা, কামাশা করে নিবুত্তি।।
- ফুকার — আর পূর্ণ লক্ষ্মী খেসারী ডাইল, থাকে যে গৃহস্তের গোলায়, :
তারে অকূলে কূলায়, : হাট বাজার না থাকিলে, অসময় অতিথি এলে,
তখন শ্রীপদ দিয়ে বিপদ কালে, একা বেশ ঠেকা কাজ চালায়।।
- ভল্লুকের কবি—১নং হরিচরণ আচার্য**
- চিতান — আমি ভিক্ষাজীব অকুর মনি, দরিদ্রের শিরোমণি, ভিক্ষাতে রক্ষা উদরটা।
- পাড়ন — তোরে লোকে বলে মহামহিম মহিমা অপার—
কৃষ্ণ তুই আমার, গুণের ভাই-বেটা।।
- ফুকার — ও তুই প্রভাস তীরে করিস যজ্ঞ, দরিদ্রের ফিরল ভাগ্য,
নিমন্ত্রণ করেছিস ত্রিলোক : এল অনেক ভদ্রলোক :
এসে সব দেব গন্ধর্ব, সভার বাড়াল গর্ব,
আবার দেখি কি একটা অপূর্ব, এল এক ভূতুড়ে ভল্লুক।।
- মিল — হল কি অঘটন আনন্দের ঘটা, ও তোর প্রভাস যজ্ঞের বেশ শোভাটা,
সভাটার শোভাটার আর নাই কসুর।
- মুখ — হাবলা বাবলা কথা কয় মুখে, এল কোন জঙ্গলা থেকে, বাংলা বাহাদুর।।
- ডাইনা — ওটা পাকিয়ে চক্ষু হাঁকিয়ে এসে, সভাটা জাঁকিয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে,
কত কি চাখিয়ে চাখিয়ে খায় :
ও সেই অঙ্গে ধুয়া ধুয়া লোম্বা দেখি, ভোম্বল দাসের প্রায় :
কইতে আমার ভয় করে, জামাই বলে কয় তোরে,
কথা সত্য করে বল দেখিয়ে, কৃষ্ণেরে ভল্লুক কিরে তোর শ্বশুর।
- বাদ — ওটা দীঘে পাশে এক সমান, অপরিমান জোর।।
- ফুকার — যজ্ঞে ভল্লুক এল এল বলে, যত সব ছেলেপেলে,
মিলে সব টিলে মারে গায়, আমোদ লেগেছে সভায় :
কেউ হাসে খিটখিটায়, কেহ দেয় ধূলা ছিটায়,
ওটা মুকুটি দেয় কিটমিটায়, লাল চোখে মিটমিটায় চায়।।
- মিল — সভায় সুস্থির হয়ে বসে না মোটে, আবার পলকে পলকে উঠে,
চোখ দুটা ঝলকে যেমন মানিকজোড়।।
- অন্তরা — বিয়া করলি বোল হাজার, হাজার হাজার রাজার বি।
করলি কই বিয়ে ভল্লুকের মেয়ে, কই আমার সে মাতাজী।।
এল রাজা সত্রাজিৎ, ভীষ্মক জগতে পূজিত,
তোর যত সব শ্বশুর জানি সবার কুলজী।
ও তোর ভল্লুক শ্বশুর কুলীন বেশী,—
সে বটে জানোয়ারগঞ্জের ব্যানাজী।।
- পরচিতান— ভল্লুক একা একা যজ্ঞস্থলে, এল প্রভাসের কূলে,
সঙ্গে আর কেহ নাই সঙ্গী।
- পাড়ন — যেমন অমাবস্যার চাঁদ উঠেছে, এই সভার ভিতর,
সাবাস্ সাবাস্ তোর, শ্বশুরের ভংগী।।
- ফুকার — বাছা ভল্লুক যদি হয় তোর শ্বশুর, কেন মর্যাদার কসুর,
শ্বশুর তোর পশুর শ্রেষ্ঠ হয় : আমার এক কথায় সংশয় :
কুতকুতায় রাগের ভরে, ফুতফুতায় ভল্লুক জ্বরে,
আবার কেতকুতায় মানুষ মারে, আমার লাগে ভয়।।

ঐ — জবাব হরকুমার শীল (ত্রিপুরা)

- চিতান — তুমি কল্পনাতে অকুর খুড়ো, আমি হই কৃষ্ণ পীতবাস।
 পাড়ন — তুমি যজ্ঞসভায় দেখে শ্বশুর জাম্বুমানের রূপ,
 বেয়াই বলে খুব, করলে উপহাস।।
- ফুকার — বললে, ভদ্রুক নাকি আমার শ্বশুর এ কথায় কসুর কিছু নাই,
 যেদিন পাতালওপুরে যাই :
 স্যামন্তক মণির তরে, গিয়ে ভদ্রুকের ঘরে,
 আছি জাম্বুবতী বিয়ে করে, হয়েছি ভদ্রুকের জামাই।।
- ফুকার — বললে, ভদ্রুকের গায় লোম্বা ভরা, তাই দেখে তোমার করে লাজ,
 ওটা শ্বশুর মশাই'র সাজ :
 বৈষ্ণব বৈষ্ণবী মিলে, দুরন্ত শীতের কালে,
 তোমরা ঢুকলে বেয়াইব লোমের তলে, সারিবে ভোট কন্দলের কাজ।।
- ফুকার — তুমি বয়সে বুড়ো অকুর খুড়ো, এসেছ প্রভাস যজ্ঞেতে,
 কেবল আমার ভাগ্যেতে :
 দুই বেয়াইব বলিহারি, শ্বশুরের লোম্বা ভারী,
 আবার খুড়ো মশাইর লম্বা দাড়ি, মিলেছে যোগ্যে যোগ্যেতে।।
- ফুকার — বললে, ব্রুকুটি দেয় কিটমিটায় তাই দেখে বাঁচ না ভরে,
 পেয়ে বেয়াইকে ধারে : শ্বশুর মোর বড় রঙ্গী, পেয়েছে যোগ্য সঙ্গী,
 তাইতে মুখটা অমন করে ভঙ্গী, সে একটু রঙ্গরস করে।।
- ফুকার — বললে, ভদ্রুক শ্বশুর কুলীন বেশী, জানোয়ারগঞ্জের ব্যানার্জী,
 ভাল দেখালে আর্জি : কুলীন বেয়াইকে ধরে, নিয়ে যাও তোমার ঘরে,
 ও বেশ উকুন বেছে দিতে পারে, যদি হয় বেয়াইনের মর্জি।।
- ডাইনা — সভায় জাঁকিয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে, এসেছে ভদ্রসভায় ভদ্র বেশে,
 জানে সে ভদ্রলোকের মান : ও যে রামের মন্ত্রী যড়যন্ত্রী বুড়া জাম্বুবান :
 তাইতে পাছে রেখে তাকিয়া, বসল সভায় জাঁকিয়া,
 তোমার ডোর কৌপনীর বহর দেখিয়া, রাগ করে রক্তচক্ষু করে চায়।
- খাদ — জান না অকুর খুড়ো, ও যে তোমারও এক যুগের বুড়ো, প্রণাম কর পায়।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন অকুর মূনির বাক্য শুনে, দুঃখে কয় সেই দ্বারকানাথ।
 পাড়ন — তুমি বয়সে বুড়ো, অকুর খুড়ো, স্বধর্ম্মেতে মন,
 কেন অকারণ মারতে চাও মোর জাত।।
- ফুকার — একটা ভদ্রুক হল আমার শ্বশুর, তাই দেখে তোমার মনে দুখ,
 শোনো এই বিয়ার কৌতুক :
 স্যামন্তক মণির তরে, গিয়ে সেই পাতালপুরে;
 আমি জাম্বুবতী বিয়ে করে, সেই মণি পেয়েছি যৌতুক।
- মিল — তাইতে ভদ্রুক হল আমার শ্বশুর বিয়াই হয় তোমার,
 এখন ছেড়ে দিয়ে জাতির গুণের, বিয়াইকে আদর করে ঘরে নেও।
- মুখ — চার ঠ্যাঙ্গে জড়িয়ে ধরে, যদি লেজুর দিয়ে বাতাস করে, কতো শান্তি পাও।
- ডাইনা — আমার শ্বশুরের গায় লোম্বা ভরা, তাই দেখে তোমার চক্ষু ছানাবড়া,
 লোম দেখে তুমি হলে ভীত : তোমার বিয়াইর সঙ্গে

- কোলাকুলি করতে হবে কত : তখন লোমণ্ডলা করবে ফুর ফুর,
অশান্তি হবে প্রচুর, তাহার লোমণ্ডলা করিতে দূর,
ফুর ধরে বেশ করে কামায়ে লও।
- খাদ — নিয়ে মোর খুড়ীর ঘরে আদরে বসাও।।
- ফুকার — যত ছেলে পিলে ঢিলে মারে তাই দেখে তুমি দুঃখ পাও,
একটু কৃপাদৃষ্টে চাও : দুষ্ট ছেলেদের ভীড়ে, না রেখে প্রভাসতীরে,
নিয়ে মান্যবস্ত্র অতিথিরে, খুড়ীমার অন্তরে বসাও।।
- ফুকার — ওটায় লুকুটি দেয় মিটমিটায়, তাই তোমার ডরে ধরেছে,
উহার মনে পড়েছে : স্বজাতির সঙ্গে থেকে, রঙ্গরস করতো সুখে,
তোমার দাড়ি গোপের বহর দেখে, জ্ঞাতি ভাই মনে করেছে।।
- ফুকার — ওটায় কেতকুতায় মানুষ মারে, তাই দেখে উঠলে শিহরি,
আমার খুড়ীমা বুড়ি : বিয়াইকে নিয়ে সঙ্গে, ঘরে যাও মনোরঙ্গে,
দেখো বিয়াইনের সঙ্গে অপাঙ্গে, বিয়াই যেন না দেয় সুড়সুড়ি।।
- ভল্লুকের কবি — ২নং হরিচরণ আচার্য**
- চিতান — ভাল হল আমার কুটুম্বিতা, বউমা জাম্বুবতীর পিতা,
শ্রীরামের মন্ত্রী জাম্বুবান।
- পাড়ন — কথা বলতে পারি চোটে পাটে যখন তোর স্বশুর,
তখন সুরাসুর দেবের মান্যমান।।
- ফুকার — যজ্ঞে সবার উপরে করে মাতক্বরী, জাম্বুবান রায়চৌধুরী,
রূপের বলিহারি যাই : তিনি হন আমার বিয়াই :
বউ মায়ের বাবা ঠাকুর, কৃষ্ণ তোর স্বশুর ঠাকুর,
বাছা বলভদ্রের তাই ঠাকুর, ক্ষুদ্র নয় অলভদ্রের ভাই।।
- মিল — বড় অপরাধের রূপের বিয়াই আছে চূপ করে,
আমার বিয়াইনের রূপ দেখলে পরে, কত লোক আইন বেআইনে চেয়ে যায়।
- ধূয়া — রাজসভায় ভল্লুক অবতার, মুদ্রুকটা হাসল এবার, মরি লোকলজ্জায়।।
- ভাইনা — বিয়াইর গায়ের গন্ধে শকুন উড়ে, গায়ের লোম ঝাড়া দিলে উকুন পড়ে,
কয়েকটা বাঁদি দাসী রাখ :
তারে সাবান দিয়ে স্নান করায় আতর গোলাপ মাখ :
লেঙ্গুরটাকে জড়ায়, ইজার চাপকান পরাইয়ে,
একটা পাগড়ী মাথায় বেঁধে দিয়ে, দুই জোড়া নাগরী জুতা লাগা পায়।
- খাদ — হাতাপোড়া দাগ উহার গালে দেখা যায়।।
- ফুকার — করলি বোল হাজার অষ্ট বিয়ে, ভদ্রলোক রাজার মেয়ে,
কুলীনের কুলে বাকী নাই : শেষে করলি কি কানাই :
কীর্তি রল ত্রিলোকে, সুরাসুর নরলোকে,
এখন অনেক লোকে বলবে তোকে, ভল্লুকের জামাই।।
- মিল — বিয়াইর খাবার কষ্ট হবে এককালে, কোন দৃত পক্ষ জিনিষ খেলে,
না জানি গায়ের লোম সব পড়ে যায়।।
- অন্তরা — বিয়াই পেলেম বিয়াইর মত কুলীন বিয়াই জাম্বুবান।
যত ঘোষ বোস্ আর গুহ মিত্র, কেহ নয় বিয়াইয়ের সমান।।
যখন ভল্লুকের মেয়ে, বাছা করেছিস্ বিয়ে,

- জয়ধ্বজা উড়ায়ে বাড়ালি কুলের সম্মান।
তবে আর একটা উল্লুকের মেয়ে, বিয়ে করে ঘরে আন।।
- পরচিতান— আছি অন্নবস্ত্রের কষ্টে পড়ে, সে রে তোর শওরটারে,
নদীর পার ছাপড়া ঘরে রই।
- পাড়ন — অনেক লোকেরে দেখালে পরে হবে সম্পত্তি,
যদি জন প্রতি, এক এক পরসা লই।।
- ফুকার — বলব ভাই-বেটার বউ বড় সতী, কৈলাসের ভগবতী,
সুখ্যাতি শুনতে বড় সুখ : বিষয় বিষম এক কৌতুক :
যার সৃষ্টি এ ব্রহ্মাণ্ড, তার জন্মের একি কাণ্ড,
বউমার আগের বাবার ছাগের মুণ্ড, শেষ বাবা ভল্লুক।।

মীননাথের কবি হরিচরণ আচার্য

- চিতান — ছিল শিবভক্ত সর্বভাগী, কেহ কয় নাথ কেউ কয় যোগী,
যার মত বিরাগী কেউ নাই।
- পাড়ন — প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন ভারতে, ও সেই মীননাথের প্রাচীন কবি গাই।
- ফুকার — একদিন মহামায়ার চক্ষে পড়ে, মীননাথ তপস্যা ছেড়ে, প্রত্যক্ষে মজে সে
কামরসে : ছেড়ে ধ্যানধারণা প্রধান কর্ম ধান খুয়ে বারা ভানে তুষে :
হায় ২ হায় —নূতন পিরীতির ঝোঁকে, রক্ত পেয়েছে জোঁকে,
মজল সাড়ে ষোল আনার সুখে, ষোল শ কদলীর দেশে।।
- মিল — ও তার গোরক্ষনাথ শিষ্য গিয়ে মীননাথ কে উদ্ধারিয়ে,
আবার যায় করতে তপস্যা : তখন সেই দলের কি বৃদ্ধা বেশ্যা,
দুর্ভাগ্যায় ধর্মপথ অবরোধে।
- মুখ — ছেড়ে এই পুণ্যভূমি, ওরে নাথের বেটা যোগী তুমি, যাও কোন আশ্রমে।।
- ভাইনা — আগে বেশ্যার সনে পিরীত করে, জানিস না যেই মামার পো
যায়রে ছেড়ে, তার কিরে ধর্ম কর্ম রয়, : ও তার অস্তিমে হয় অধোগতি
রতিশাস্ত্রে কয় : আর ত্রিশূল চিমটা পরচুলা, দূর করে ফেলরে ও গুলা,
ও তোর হাড়ের মাথা আঁচলা কোলা, আমার এই
চুলার ভিতর পোড়া দে।
- বাদ — ফিরে আসতে লাজ কি তোর কাজ কি বিবাসে।।
- ফুকার — আমার মুখের বাক্য কত মিঠা, আমার না চিনে কেটা, কয় বেটার
ভিটায় ঘুঘু চরাই : আমার ঝাঁটার বাড়ির কাছে বেটা খাটে না
কোন বেটার বড়ই : না খেতে ঝাঁটার বাড়ি, ফিরে আয় আমার বাড়ী,
আমার মামায় করে চৌকিদারী, আমি কি ফৌজদারী ডরাই।।
- মিল — আছি যে সম্মানে এই বাজারে, কেটা না মান্য করে, পরধানীয়া পরানীয়ার
মহিয়া, বেটা আমার বাড়ী তামাক খাইয়া, নিত্য যায় কুস্তামারা জন্মাসে।।
- অন্তরা — তুই আমার বাড়ীতে না আসতে আমার বা সুখ সম্পদ ছিল কত।
ও বাজুরতলার রাজু ডুইয়া সে আমার মন দিয়ে মন জোগাইত।।
দিয়ে আধা মরিচ আধা পেঁয়াজ চুটকি মিশায়ে, শুটকি রেঙ্গে খাওয়াইত :
মরি হয়রে, বেটা তুই না এলে এতদিনে, সে আমার ঢেউ তিনের ছাপরা দিত।।
- পরচিতান— ছিলি যে কয় বৎসর আমার ঘরে, সর্বদা টানত তোরে, আশ্রুদী রাধি বিনোদী।
- পাড়ন — সদা 'বুড়ি' বলে ডাকতি মোরে তুই ইতর, আমি কিরে তোর মায়ের মা দিদি।।

ফুকর — আমার বায়ুর দোষে চুল পেকেছে, সামিকিতে দাঁত পড়েছে, রসবাতে গায় হয়েছে কামড়ি : তবু কত লোকে আমার জন্যে দিন রেতে করে কামড়া কামড়ি : হায় ২ মরি হায় গরমির বেরামে পড়লাম, মার গুম্বী করে সারলাম, মোটে বিশ পঁচিশবার সালসা করলাম, আমি আর কয়দিনের চেমড়ী।।

গাড়ির কবি—১নং অম্বিকা পাটনী (ঢাকা)

চিতান — করতে কাব্যরসের নব্য কবি, ভাবে এক নব্য কবি,
নব্য ভাব নহি মনের মতন।

পাড়ন — অমনি ভাবতে ভাবতে কাঁপ দিয়ে ভাব সাগরে,
কবি লাভ করে, কবিত্ব রতন।।

ফুকর — অমনি ভাবের চক্ষে নেহার করে, দেখতে পায় ভাব সাগরে,
চলছে ভাবের তরী : বহে ভাবের শ্রোত অবিরত, ভাবের বলিহারি।
দৃষ্টি করে পুনর্বীর, দেখে ভাবের ইষ্টিমার,
আবার কাঁপায়ে সাগরের পাড়, চলছে রেলের গাড়ি।।

মিল — মনের কল্পনাতে করিবরে, গিয়ে সে মধুপুরে, অতিশয় মনের আনন্দে,
কবি নিজে সেজে দূতী বৃন্দে, গোবিন্দে জানতে শুধায় সমাচার।

মুখ — ব্রজধাম পরিহারি, এসে মথুরায় হয়েছে হরি, নূতন অফিসার।।

ডাইনা — ছিল প্রেমসাগরে রাধা তরী, ও তার নাবিক ছিলে তুমি হরি,
চন্দ্রা ত ছিল ইষ্টিমার : যা রে কামনদীতে চালাইতে, সারেং হয়ে তার :
হেথায় শিখে ড্রাইভারী, চালাও কুজা রেলগাড়ি,
বল জলপথে স্থলপথে হরি, এই তিনটার কোনটায় বেশী সুখ তোমার।

খাদ — মনে কি আছে হরি তরী ইষ্টিমার।।

ফুকর — একে নূতন লহিনে নূতন গাড়ী, শিখে নূতন ড্রাইভারী, যখন চালাও চোটে;
ওটার ফচফচানি শব্দ শুনি, ঘুমের মানুষ ওঠে : হায় হায় মরি হায়—
জোরে ইঞ্জিন চাপিলে, এক দমে কেমন চলে,
তলের বয়লারে কয়লা দিলে, ময়লা কেমন ছোটে।।

মিল — যখন ডিম্বতালে চলে লহিনে, তৈল দিলে অয়েলম্যানে,
শ্যাম তোমার কল কেমন চলে,
একটু কোমরগঞ্জে বিশ্রাম দিলে, এক দমে করতে পার ক'মাইল পার।।

অন্তরা — কও কও কও কও, রাসের নূতন ডাইভার।
এইটা কোন্ কোম্পানী বল শুনি, ইস্টার্ন বেঙ্গল নাকি এ. বি. আর।।
সদরগঞ্জ হতে ঢাকা যেতে, থাকলে প্যাসেঞ্জার,
কত মাণ্ডল লাগে তার। মরি হায় রে—
ওটার টিপনি করে চিপনি দিয়ে, কও শুনি রায়ে চালাও কতবার।।

পরচিতান — এইটা যখন ছিল কংসের বাড়ি, খাস্তামাল বস্তা ডরি,
চালাইত ঠেলাগাড়ির প্রায়।

পাড়ন — তাইতে লোকে বলত কংস রাজার মালগাড়ি,
হল মেইল গাড়ি, শ্যাম তোমার কুপায়।।

ফুকর — একে গাড়ি চালাও নূতন লহিনে, অতিশয় সাবধানে, কল চালাইও কলে;
দেইখ গরম জল ফস্কে গিয়ে, ফোকা পড়বে গালে। হায় হায় মরি হায়—

ঠিক থেক কামনদীতে, ত্রিবেণীর পোল পার হতে,
যদি পোল ভেঙ্গে পড় তাতে, ডুববে লোনা জলে।।

ঐ — জবাব হরিচরণ আচার্য

- ফুকার — তুমি নৌকা স্টীমার রেলের গাড়ি, কল্পনায় সাজালে অব্যাহত,
ধন্য কবিত্ব তোমার : শুনতে হয়েছে রেডি, শোন গোয়ালার লেডি,
পড়ে কোন ইন্ধুলে এ. বি. সি. ডি, ইংলিশে এত অধিকার।।
- ফুকার — ছিল বৃন্দাবনে রাধাতরী, সে তরী হয়েছে অচল, এসব আমার কর্মফল :
পাতাম লোহার বান ছুটে, গিয়েছে সব বাইন ছুইটে,
তরী পড়ে আছে অচল ঘাটে, দিন রেতে উঠে বিচ্ছেদ জল।।
- মিল — এলেম যে দিন হতে তরী ছাড়ি মধুপুরী,
পেয়ে কংস রাজার মালের গাড়ি, মেল গাড়ি তারে করেছি কানাই।
- মুখ — শুন গো বৃন্দে নারী, এখন ছটিনী ভাসা পাটনীগিরি, তরী যাওয়া নাই।।
- ডাইনা — ছিল বৃন্দাবনে রাধা তরী, এখানে কুজা আমার মালের গাড়ি,
চন্দ্রা ত ছিল ইন্টিমার : দূতী সবার চেয়ে ভাল ছিল, রাই তরী আমার।
কাম-কোম্পানীর গাড়িখান, পাছার চেয়ে মাজা টান,
ওরে ঘন্টায় ঘন্টায় লাগে চালান, রাই-তরীর মতন আমার বিশ্রাম নাই।
- ফুকার — বললে, বয়লারেতে কয়লা দিলে, ময়লা তার ছোট্টে হে কেমন,
আমি করি নাই ওজন : কাম আওন সদা জ্বলে, গাড়ি চালাবার কালে,
ওটার টিপনী করে চিপনী দিলে, বোধ করি ছোট্টে দুই চার মণ।।
- ফুকার — বললে, সদরগঞ্জ যেতে হলে কত বা মাণ্ডল লাগে তার,
বৃন্দে জানা নাই তোমার : গেলে রাইগঞ্জের ঘাটে, ভাড়া লাগে না মোটে,
তারা বিনা পয়সার টিকেট কাটে, যদি হয় রসিক প্যাসেঞ্জার।।
- ফুকার — বললে, টিপনী কলে চিপনী দিয়ে, রাত্রিতে চালাও কতবার,
বাধা নিয়ম নাই তাহার : সকলের আছে জ্ঞাত, গাড়ি মোর অনুগত,
চালাই বাধ্য হয়ে সাধ্য মত, যে কয়বার ইচ্ছা হয় আমার।।
- ফুকার — বয়লারেতে কয়লা দিলে কত ময়লা যায়—তার কি মাপ রাখ :
দূতী চুপ করে থাক :
খালসী কাম দুরন্ত, কয়লা দেয় অবিশ্রান্ত,
কয়লার ময়লা ঝরে কি পর্যন্ত, তুমি গে মাপ দিয়ে দেখ।।
- ফুকার — বললে, গরম জলে ফোস্কা পড়বে, সাবধানে থেক হে কানাই,
বৃন্দে সে ভয় আমার নাই : রিফাইনের নল ফসায়ে, ফিল্টারের মুখ ফসায়ে,
উহার স্টাইপের মুখে পাইপ বসায়ে, গরম জল তল দিয়ে সরাই।।
- ফুকার — বললে, গরম জল বা ফস্কে উঠে, গালে বা ফোস্কা যায় পড়ে,
দূতী বলব কি তোরে : আওন জল হাওয়ার চোট্টে,
যখন এই গাড়ী ছোট্টে, তখন সাধ্য কি জল উপরে উঠে,
কলের জল তল দিয়ে সরে।।

গাড়ীর কবি—২নং অধিকা পাটনী

- চিতান — বললে ইন্টিমার সে চন্দ্রানারী, কুজা রেলের গাড়ী,
তা হতে রাই তরী উত্তম।

- পাড়ন — এখন দিনে রেতে কল চালাও এই গাড়ীতে,
তাইতে তরীতে দৃষ্টি কিছু কম।।
- ফুকার — ছিল প্রেমসাগরে রাধা তরী দিনে রেতে বাইতে হরি,
পাছাতে হাইল ধরে, তুমি যেদিন হতে তরী ছাড়ি এলে মধুপুরে : হায়
মাঝি হীন তরী রয়ে, গিয়েছে ভগ্ন হয়ে,
চিন্তা-তুফানে ছাশ্বর ছেয়ে সব গিয়েছে উড়ে।।
- মিল — এখন নাই সে তোমার মাঝিগিরি, কোট পেন্টলুন চেইন ঘড়ি,
সর্বদা কর ব্যবহার, বুঝি তরীর প্রতি মন নাই তোমার,
আজ তো তার হাতে হাতে পেলাম ফল।
- মুখ — রাই তরী এলে ফেলে, এখন মধুরাতে তলে তলে, কলে চালাও কল।
- ডাইনা — নৌকার কাঠ ছিল সব বাহাদুরী, এখন নাই সে কাঠের বাহাদুরী,
অযত্নে আছে তরীখানা : উহার বোল আনা
কাঠ খেয়েছে ধরে বিচ্ছেদ লোনা : আর পাতাম লোহার বান্
ছুটে, গিয়েছে সব বাইন ছুইটে, তরী পড়ি আছে অচল ঘাটে,
দিনেরতে জুগজুগাইয়া ওঠে জল।
- খাদ — মুখে মিষ্ট যথেষ্ট, অন্তরে গরল।।
- ফুকার — ছিল গোকুলে নাম কালা পাটনী, ওন টেনে ভাঙতে ছাটনী,
খাটনি অবিরত : দেখে প্রেমনদীতে মানের তুফান মুখ শুকায়ে যেত :
হায়, না পেয়ে পারির কাবু, খেতে শ্যাম হাবুডুবু,
এখন লোকে কয় কানাইবাবু, মান বেড়েছে কত।।
- অন্তরা — কপালে মিলেছে বেশ ড্রাইভারী।
ভুইলে মাখন ছানা, খাচ্ছ খানা, এখন ত তরকারীকে কও কারী।।
ভুলে গোকুলের কুট, খেয়ে বিপ্লুট, ওয়াচ কোট পরি,
বুকে লাগাও চেন ঘড়ি—মরি হায়রে—
ফেলে ভাগবত গীতা, শিব সংহিতা, পড়তেছ হগ সাহেবের হিস্টরী।।
- পরচিতান — এখন ভুলেছ সব ব্রজবুলি ইংরাজী ভাষা বলি ভগ্নীকে কও সিস্টার।
- পাড়ন — নাই আর ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে আগের ব্যবহার, বল দুই একবার,
কাম হিয়ার মিষ্টার।।
- ফুকার — নাই সে নৌকা বাওয়া খেওয়া দেওয়া, নাই এখন ননী খাওয়া,
নাই সে মাখন ছানা, পেয়ে মধুরাতে ড্রাইভারী পদ, কর বাবুয়ানা :
ভুলে ব্রজের সম্বন্ধ, ফির ছানা না পছন্দ,
যত পচামাল বাগ্ন বদ্ধ, খাও সাহেবী খানা।।

জলের কবি — ১নং অম্বিকা পাটনী

- চিতান — বসে সভাতে সব সভ্য লোকে, কবিকে বলে ডেকে,
এক খানা কবি শুনতে চাই।
- পাড়ন — নিয়ে কালনিক এক ভাবের তত্ত্ব করে ভাবনা,
আমি এক খানা জলের কবি গাই।।
- ফুকার — আছেন নারীর প্রেমে নররূপে, চিরদিন চিরবাধ্য হরি :
উহার সামঞ্জসা, সাধারণী, সামর্থ্য
তিন প্রেমে তিন নারী : হায় ২ মরি হায়—
কুব্জা সাধারণী, মধুরায় আছেন তিনি,
ব্রজে সামঞ্জসা চন্দ্রাধনি, সামর্থ্য রাধিকা সুন্দরী।

- মিল — তখন রহিকে করে সুরধুনী, চন্দ্রাকে পুঙ্করিণী, পাতকুয়া করে কুবজায় :
গিয়ে রূপক করে সেই মধুরায় : বৃন্দা কয় শ্রীগোবিন্দের সম্মুখে।
- মুখ — শুন হে জলদবরণ, তোমার মধুরার জলের বিবরণ বল আমাকে।।
- ডাইনা — ব্রজে সামর্থা রাই সুরধুনী, চন্দ্রাতো সামঞ্জসা পুঙ্করিণী,
গোপনে তার জলও হয় খাওয়া :
হেথায় সাধারণী কুবজা তোমার পাহাড়ে পাতকুয়া :
ও সে সুরধুনীর জল ফেলে, রিজার্ভ পুঙ্করিণী ভূলে,
তুমি পাহাড়ে পাতকুয়ার জলে, বল শ্যাম মুখ দিয়েছ কি সুখে।
- খাদ — আশা করে এসেছি শুনব চাঁদমুখে।।
- ফুকার — জানি গোকুলে জাহ্নবীর জলে, নিত্য স্নান করতে কালো শশী :
তোমার এত সাধের সুরধুনী রাই ধনী হয়ে গেছে বাসী : হয় ২ মরি হয়
এখন তো নিত্য ভোগে, পাতকুয়ার জলই লাগে,
দেখো হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা লেগে, পাছে না জন্মে সর্দি কাশি।।
- মিল — এক দিন ডুব দিয়ে চন্দ্রা পুকুরে পড়ে অশান্তি জুরে,
শ্যাম তুমি জীবন দিতে রাজি :
সে দিন আমি করে কবিরাজি, সে ব্যারাম সারালেম নিদান দেখে।।
- অন্তরা — 'আর' কি সুখে শ্যাম তুমি আজ কূপ জলে আছ ভূলে।
বল রাত করে গায় ঢেলে দিলে গো শ্যাম—তোমার
জুত হয় কেমন শীতকালে।।
ব্রজে সুরধুনী পুঙ্করিণীর হানি করেছ, কুজীর পাতকুয়ার জলে, মরি হয় রে
এখন কও গোবিন্দ পচা গন্ধে গো, আনন্দ লাগে কেমন মুখ ধুলে।।
- পরচিতান — এখন কাজ কি বাক্‌চাতুরী করে, এসো ব্যবহার পরে,
আর একটা সংগস্থা করি।
- পাড়ন — এটা ন্যায্য কথা বিদেশী জল সহ্য হয় কিনা,
আমার ভাবনা লেগেছে ভারী।।
- ফুকার — যখন দেশ ছেড়ে বিদেশে এলে, দাসীর এই উপদেশটি নিও,
একটু রয়ে সয়ে সুস্থ হয়ে, বন্ধুহে, কূপজলে মুখ দিও :
হায় মরি হায়, নূতন জল ব্যবহারে, অসহ্য হতে পারে,
কয়দিন ফিল্টারে রাখিয়ে তারে, বেশ করে রিফাইন করে নিও।।

জলের কবি—২নং অধিকা কাটনী

- চিতান — বললে, পাতকুয়া আর পুঙ্করিণী, তা হতে চিরদিনই জাহ্নবীর জানি শ্রেষ্ঠতা।
- পাড়ন — তোমার নিজের কাজে দেখ বুঝে মান্য রইল না,
বৃথা বইল মনরাখা কথা।।
- ফুকার — যদি এ পাতকুয়া হতে বন্ধু মান পেত পতিত পাবনী,
তবে তোমা হতে হতো কি তার বন্ধুহে এত মায়ের হানি : হয় ২ মরি হয়,
গঙ্গাজল লোনা কটা, পড়েছে বিচ্ছেদ ভাঁটা,
কিন্তু পাতকুয়া গভীরা কটা, এটাতে জলের খুব আমদানি।।
- মিল — জানি যেভাবে যার মন হয় মাতা, সেই ভয়ের পোষকতা,
বন্ধুতা জানাই তার কাছে : এখন মিছে মিছে যেচে যেচে,
কাজ কি রাই সুরধুনীর নাম তুলে।।

- মুখ — জাহুবীর জল ভুলেছ, এখন কি সুখ পেয়ে মুখ দিয়েছ পাতকুয়ার জলে।
 ডাইনা — বন্ধু পাতকুয়ার জল তুলে আনতে, হয় তোমার কলসী বেঁধে কাছি টানতে,
 একান্তে টানতে দাও না বিরাম :
 একটু আস্তে টেন, হয় না যেন হাঁপানির ব্যারাম :
 আশ্বঃটান চাই টানের কালে, মাজা যেন কম দোলে
 হবে হাঙ্কা মাজা ভেসে গেলে, মূলে ক্ষতি শেষ কালে।।
- খাদ — যথোচিত হিতের কথা যাই তোমায় বলে।।
- ফুকর — বললে পেটের কথা মুখে ফুইটে শেষে বা চইটে উঠ রাগে,
 তোমার এ কুয়া গভীরা কেমন, বন্ধুহে বল আমার আগে : হায় ২ মরি হায়,
 যখনে কাপড় খিচি, যাও কুয়ার কাছাকাছি,
 হলে কত হাত লম্বা কাছি, কলসী তার তলায় গিয়ে লাগে।।
- অন্তরা — আর কপালে মিলেছে এই পাতকুয়া।
 এখন পাহাইড়া পাতকুয়া পেয়ে, সার হল জল তোলা আর জল খাওয়া।।
 নাই আর পাড়ার বাধা, পায়ে কাদা, তাইতে জন্মেছে, উচিত সাবধান হওয়া।
 মরি হায়রে—এমন সাধের কুয়ার পাড় ভাঙিলে,
 শেষকালে কার হবে দাবী দাওয়া।।
- পরচিতান — ছিল চতুর্দিকে জংলাভূমি, লোকমুখে শুনলেম আমি, একদিকের পাড়ছিল উঁচা।
 পাড়ন — এখন তোমার কুপায় সকল জঙ্গল আবাদ হয়েছে,
 কোদালের ছাঁচে কইরেছ নিচা।।
- ফুকর — তোমার এত সাধের কুয়া যখন, দাসীর এই উপদেশটি লইও,
 একটি রাজ ডাকিয়ে কুয়াটির পাড়, বন্ধু হে পাকা কইরে দিও : হায় ২ মরি হায়
 বাজে লোক জল তুলিলে, অনেকে থুথু ফেলে,
 এইটা সরকারী ইদারা বলে, আর একটি সাইনবোর্ড দিয়ে থুইও।।

সত্যভামা—রুক্মিণীর কবি অজ্ঞাত

(মোড়া)

নারদের মন্ত্রণাতে ভুলিল মন।
 একদিন সত্যভামা হতে শ্যাম প্রিয়তমা
 মনে মনে করিলেন মনন। (মরি হায় গো হায়)
 সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণেরে তুলে তুলে ওজন করে দিয়ে রত্নভার;
 নানাবিধ অঙ্গের অলঙ্কার তুলা হয় না তার।।
 অসহ্য ভার প্রকাশ করে বসে বিশ্বস্তর রূপ ধারণ ক'রে
 পূর্ণব্রহ্ম চূর্ণ করে সত্যভামার অহঙ্কার।
 তুলে তুলে অতুল্য ধনে করে ওজন, দেখে রুক্মিণী তখন
 ডেকে বলে ও সত্যভামা এখন কর গো ক্ষমা,
 নারদ বাক্যে যাস নে ভুলে।।

(ঘোষা)

যাঁরে ব্রহ্মা আদি দেবগণে মননে ভাবে বসি দিবানিশি,
 যাঁর অস্ত যোগে না পায় যোগিকবি।।
 যে দেবারাধ্য ধনে পেলেম গো ভাগ্যগুণে,
 তাঁর ওজন করিস কেনে তুলে তুলে।

ও সত্যভামা এখন কর গো ক্ষমা,
নারদ বাক্যে যাস নে তুলে।

অসাধ্য সাধনে আজ কি কারণে বাধ্য হলে?
(সত্যভামা গো) যাঁর ওজন নাই মহীতলে তাঁরে দিলে তুলে তুলে?
কি হবে তোর পরকালে? ভেবে দেখ্ এখন।
বুঝতে নারি তোর কেন ও দুর্মতি,
(ও সত্যভামা) ভাল রাখিলে অখ্যাতি এ ভূমণ্ডলে।

(ঝুমইর)

হইতে শ্যাম সোহাগিনী, জনমের মত কৃষ্ণ নিয়ে যাবে
নারদমুনি।

আনিয়ে সে কুবেরের ধন যদি ধনি করিস ওজন,
শ্যাম চিত্তামণি।।

তুল্য হবে না, কৃষ্ণ নিয়ে যাবে নারদমুনি।
জনমের মতন হলি বৃষ্টি কৃষ্ণধনের কাঙ্গালিনী,
হইতে শ্যাম সোহাগিনী।।

(পরচিতান)

নারদের বাক্য ঐক্য করে, যার নামে হয় যজ্ঞ,
ফলে ফলে চতুর্বর্ণ, তুই উৎসর্গ করলি তারে?
(মরি হায় গো হায়) রত্নাকর দস্যু ছিল, যাঁর নামের গুণে বাস্মিক হ'ল;
সিন্ধুজলে ভাসল শিলে যাঁর নামের বলে।।
বটপত্রে ভাসিল যখন, প্রলয় হইল তখন,
বৃন্দাবন রক্ষার তরে করে করে গিরিধরে,
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে তুচ্ছ করিলি তাঁরে?
বুঝতে নারি তোর কেন হইল এ দুর্মতি?
ভাল রাখিলি অখ্যাতি!

সত্যভামা এখন কর গো ক্ষমা, নারদবাক্যে যাস নে তুলে।।

শিয়ালের (মদের) কবি অজ্ঞাত

- চিতান — একটি পাতি শৃগাল রাত্রিযোগে, আবগারী দোকানে ঢুকে,
এক বোতল মদ পেল ভরা।
- পাড়ন — শৃগাল খাইতে খাইতে যাইতে যাইতে হঠাৎ পথে—
নেশাতে হয় দিশাহারা।।
- ফুকার — শৃগাল মদের নেশায় বিভোর হয়ে, গান করে মনের আমোদে,
চলতে নারে আহ্লাদে : বোতলটি দূরে ফেলে,
ধরে শৃগালিনীর গলে, প্রেমাবেশে কঁদে বলে, মা একটু মাংস এনে দে।।
- মিল — তখন প্রলাপ বকা বাক্য শুনে শৃগালিনী—
শৃগালকে ডেকে অমনি, নিন্দা করে অবিরাম।
- মুখ — সর্বশ্ব করে মাটি, ও তুই সার করেছিস্ মদের বাটি, আঁউ ছিঃ ছিঃ রাম।।
- ডাইনা — তোরে লোকে বলে শিবরাম পণ্ডিত, এই মদ কি তোর খাওয়া উচিত,
যার নেশায় বাপকে বলে শালা,—
মজে রাড়ির প্রেমে ভ্রান্তি বশে, তালিম হয় বেতালা :

- আর এই যদি সবাই শোনে, মুখ দেখাবি কেমনে,
তোরে যারা মানেনগনে, তাদের ঠাই হবে না এক কড়ার দাম।
- খাদ — আর মাসেক ছয়মাস খেলে মদ, সার হবে ব্যারাম।।
- ফুকার — শুনি বাড়ির রাস্তা ভুলে মাতাল, দুই একদিন স্বস্তির বাড়ি যায়,
হাত দেয় শান্তুড়ীদের গায় : তেমনি তুই নেশায় ভুলে, চুনকালি দিলি কুলে,
কবে মনে করে রসের ঠিলে, হাত দিবি আমসন্তের কুলায়।।
- মিল — ও তুই নেশায় ভুলে যাবি যখন গৃহস্থের বাড়ি,—
পড়বে পিঠের উপর লাঠির বাড়ি, পিটানে উঠে যাবে পিঠের চাম।।
- অন্তরা — বদসুরে মদখোরে গান করে, তাই শুনে বমি করে দাঁড়কাকে।
তারা লেংটা হয়ে খেমটা নাচে, সেই দলে যোগ দিলি তুই কি দেখে।।
জমিদারী গাঁতিদারী মদের নেশায় যায়, তোর কি জ্ঞান হয় না দেখে।
ও কেউ রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, বোকা বাঙ্গালীতে ইংলিশ বকে।।
- পরচিতান— হায়রে কৃষ্ণলীলার দোহাই দিয়ে, মদ খায় বদ মাগী নিয়ে,
মদখোর ছাগী ছাগের প্রায়।
- পাড়ন — তারা এক মাগীর উপরে উঠে পাঁচ সাত জন,
এমন বেহায়া মেলে আর কোথায়।
- ফুকার — এমন নেশায় বিভোর হয়ে, হবি তুই নটী বাড়ির দাস,
আটে কাটিবি বারমাস : এই মদের ক্রিয়া অমনি, চণ্ডালে ভজে বামনী,
এখন ঢেমনার পিছে লেগে ঢেম্নী, তোরে ত করবে শেষ।।

ওহক চণ্ডালের কবি অজ্ঞাত

- চিতান — কইরে সীতা উদ্ধার রাম গুণাধার হয়ে সে জলধি পার,
উপনীত ওহকের আলায়।
- পাড়ন — ওহক রামকে দেখে মনের দুখে চক্ষে ঝরে জল
বলে কর্মফল খণ্ডিবার নয়।।
- ফুকার — যদি আমার বাড়ী থাকতি মিতা, রাবণ কি নিত সীতা, সকলি
বিধাতা ঘটায় : আমি জানলে পরে ডকা মেরে নিঃশঙ্কায় গিয়ে লঙ্কায় :
মারিয়ে টেটা জুতি, বধ করতেন পুত্র নাতি,
উহার জ্ঞাতিগোষ্ঠী যত ইতি, এসে তোর শরণ নিত পায়।।
- মিল — আগে বলেছিলাম মিতাইনের সঙ্গে নিওনা,
তখন শুনতি যদি আমার মানা, হতো কি মিতাইনের এই অপমান।
- মুখ — পুটী লই মুঠিতে ধইরে, ছিল রাবণ কিরে এতই বলবান।।
- ডাইনা — লঙ্কা বেড়ে নিতাম শুকর জালে, আর যত চাই পাতিতেম কোরাখালে,
জাল দিয়ে ঘটাতেম জঞ্জাল : ওদের দীঘি কি পুঙ্কণীর ঘাটে
বেশ করে পাততেম বেড়া জাল : তাতে ও যদি করত জোর,
শেষে মারতেম কোচ আতর, আনতেম উদ্ধার কইরে সীতাকে তোর,
আমারে করলি কেন তুচ্ছ জ্ঞান।
- খাদ — সূর্য বংশে জন্ম তোর নাইকো কাণ্ডজ্ঞান।।
- ফুকার — মিতা, রাবণকে করতে নিধন, করেছিস অকাল বোধন,
সুযুক্তি বাটে : যদি আমাকে তুই সংবাদ দিতি, শুনতেম কারো নিকটে :
লঙ্কার চৌদিকে চরা, মন মত দিতেম গড়া,
হতো পলোর চাপে আধামরা, পেট ফুলে মরত দম ফেটে।।

- অন্তরা — জানি না লঙ্কাপুর কত দূর, বল মিতা বল দেখি আমার কাছে।
কি আকৃতি রাক্ষস জাতি, শিং আছে কি লেজ আছে।।
জ্ঞান নাই লঘু গুরু, হাতি মানুষ কি গরু, ওরা কিছুই না বাছে।
লাল রঙের মিতাইনকে আমার, রাক্ষসে কি কামড়াইছে।।
- পরচিতান— বুদ্ধি পশুর মত জ্ঞান হত, শুনিলামে যতযত, সতত করে কদাচার।
- পাড়ন — শুনি ভাইয়ে বইনে রাত্রদিনে ঢলাঢলি ঢের,
মিতা রাক্ষসের নাই যোনি বিচার।।
- ফুকার — ছিল রাবণরাজার কুড়ি হস্ত, শুনিয়ে এ সমস্ত, অসম্ভব বাসি :
কত মজার ২ হাজার ২ রাবণ রাজার দাসদাসী :
থাকুক না লঙ্কাপুরী, তাতে কি শঙ্কা করি,
কত সাঁকরা জালে কাঁকড়া ধরি, তা হতে রাবণ কি বেশী।।

হরিদাসের কবি রজনী সরকার (ছোট) — ফরিদপুর

- চিতান — এবার কলির জীব করিতে তারণ, ব্রজের ধন গৌর অবতার।
- পাড়ন — জীবের চিত্ত অন্ধকার বিনাশিতে, নদীয়ায় পূর্ণ শশধর।।
- ফুকার — এবার জীবের জন্য শ্রীচৈতন্য, এনেছে প্রেম সুধা রতন,
করে সবারে যতন। হয়— দেখিলে আচঙালে, সাদরে করে কোলে,
এবার হিন্দু যবন ব্রাহ্মণ মিলে, এক দলে করে সংকীর্তন।।
- মিল — ও সেই কীর্তন শুনে মোমিনগণে, মনে পায় দুঃখ,
বলে হরিদাসকে করে লক্ষ্য, দেখিলাম ইসলাম ধর্মের অনাদর।
- মুখ — হরিদাস বল দেখি রে, মিলে নিমে নিতে আদ ছিরে, কিসের করিস শোর।
- ডাইনা — ওনেছি হিন্দুশাস্ত্রমতে, কোন বিধি নাই ধর্ম ছাড়িতে, কেতাবেও বলে :
ও তুই কার মতে মিশায়ে নিলি, দুধ মাছে অস্থলে।
হিন্দু যবন এক দলে, নাচতেছিস হরি বলে,
তোরা এ অবস্থায় প্রাণে মলে, তোগো কি পোড়াবে, না দিবে গোর।
- খাদ — স্বধর্ম ত্যজে কেন বিধর্মের আদর।।
- ফুকার — জন্মে কাজীর ঘরে, কাজের কাজ না করে, সাজ ধরে বলছিস হরি বল:
লয়ে মৃদঙ্গ মাদল। হয়— যাবি না দরগাখোলা, হয়েছিস হরিবোলা,
লয়ে নামাবলী তিলকমালা, তিন বেলা করিস গগুগোল।।
- মিল — যেমন দামোদর ঘোষালের বেটা পঞ্চানন্দ দাস,
করে গাধা ঘোড়ায় রতি বিলাস, শেষে তার বাচ্চারে বলে খচ্চর।।
- অন্তরা — তোদের এই অকাজে সমাজে দিয়েছে নিমার পিতার হুঁকা বাদ।
শুনি ঘরে পরে ন'দেপুরে, করে এই পরিবারে পরিবাদ।।
আর হিন্দুর সাথে প্রেমে মেতে ত্যজেছিস নামাজ,
তোর জন্য হয় জগা ঠাকুর জল অচল সমাজ, হল দুদিক অপরাধ।
নাই আর এদের জায়গা গয়াধামে, তোরে রাখবেনা মজায় মহম্মদ।।
- পরচিতান— তোরা স্ত্রী পুরুষে একস্তরে, সুর ধরে এক সঙ্গে নাচিস।
- পাড়ন — রেখে ঝুটি শিরে গোঁফে গিরে, তালকানা,
আমরা ঠিক পাই না, মরছিস না আছিস।।
- ফুকার — ত্যজে নিজ উপাধি হলি ব্রহ্মধি, দিয়েছিস পর ধর্মে যোগ,
করে স্বধর্ম বিয়োগ : দোদিল বান্দা কল্মা চোর, না পায় বেহেস্ত, না পায় গোর,
থেকে স্বামীঘরে নন্দাইর আদর, পাবি কি স্বর্গ না দোজোখ।।

জটিলার জ্বরের কবি অক্ষয় আচার্য

- চিতান — রহিকে কষ্ট দিতে দুষ্ট ভেবে চিতে, গোকুলের বুড়ী জটিলায়।
 পাড়ন — হঠাৎ মাথা বেঁধে কঁদে কঁদে, নানা ছন্দে রোগের ভাব জানায়।
 ফুকার — ঘরে নাই সে আয়ান, ব্যারামের ভান, করে জটিলায়;
 কপট কাতরে উদ্দেশে ডেকে শুধায়।
 বলে কি জ্বর কেমন প্রতাপ, অন্তর্দাহ দেহে নাই তাপ,
 তরুণ জ্বরের করুণ প্রলাপ, শীতের কি তাপ, বস্ত্র সয় না গায়।।
- মিল — উঠে পড়ে ধায় পাকায় নেত্র, যেমন বিষমক্ষেত্র,
 ডেকে আয়ানকে বৌর চরিত্র, বলে মনের খেদে।
 মুখ — আমার শেষকালে বেশ ছিল এ কপালের জোর,
 আয়ান রে তোর, বৌর প্রসাদে।।
- ডাইনা — তুই তো বাথানে গেলি সেই দিন দিন বাড়ি হইতে ;
 হঠাৎ ধরে কি বিষম জ্বরে, এসে আচম্বিতে।
 ছটফট করতেছি ঘরে, কার তালাস কেবা করে,
 বৌ ত এক দণ্ড রয় না ঘরে, আছে তার আমোদে।
- খাদ — এখন মইলে বাঁচি, কাজ কি বৃথা বিসম্বাদে।।
 ফুকার — আয়ান বলবো কি রে মাথার কিরে, আমার কথা রাখ;
 আমায় বিদায় দিয়ে, বৌ নিয়ে তুই সুখে থাক।
 ঘরের শত্রু আমরা দু'জন, হয়েছি বৌর হিংসার ভাজন,
 কেউ জানে না বধুর ওজন, দেশ জুড়ে ত আমাদের নামডাক।।
- মিল — বধু না জানে এমন বিদ্যা নাই জগতে—
 পারে ইসারায় লোক ডুলাতে, দেখা শুনা বাদে।।
- অন্তরা — বৌ ত তোর রাজার মেয়ে, কম কি সে রানীর চেয়ে,
 আমার কাজ করলে কি তার মান থাকে।
 এই আমার অদৃষ্টের ফল, দেয় না বৌ এক ফোঁটা জল,
 বল কেন বৌ ঘরে আনে লোকে।।
 সাবান তৈল চিরুনী আয়না, কিনে এনে দিলি তুই,
 সারা দিন বৌ নটী সাজে, আমরা কি তার সেই সব ছুই।
 দুই একটু বললে পরে, চোখা নাক বাঁকা করে,
 বলে ভূতে পেল নাকি বুড়ীকে।।
- পরচিতান — গেলি রে কুখ্যাণ্ড, নাই তোর কাণ্ডাকাণ্ড, বৌর কাণ্ড হয় যত ইতি।
 পাড়ন — হল রাগের বুদ্ধি, নাই তোর বুদ্ধি, তুই বলিস, তোর বৌ সাধ্বীসতী।।
 ফুকার — আমার দাঁত পড়েছে চুল পেকেছে, এমন দেখি নাই ;
 আমার পোড়া মুখ, তোর কাছে কি বলব ছাই।
 বলব কি রে সে প্রসঙ্গ, ও পাড়ার ছুঁড়িদের সঙ্গ,
 কাকের ডাকে কাঁপে অঙ্গ, কালভুজঙ্গ ধরতে পারে রাই।।

মোহিনী কবি চন্দ্রকান্ত আচার্য

- চিতান — ভাগের বন্টন সুধা বন্টন, করতেছেন চরনী চক্রধর।
 পাড়ন — তিনি মায়া করে সিদ্ধুতীরে সাজিলেন মোহিনী,
 ভোলায় কম ধরিয়ে যুগল কর।।

- ফুকার — আমায় বুড়া বলে বসতে বিয়ে, সন্দেহ করিস না লো বিনোদিনী,
ও তুই বিধবা হবি না : হায় হায় গো, প্রলয় জলধিতলে, ব্রহ্মাণ্ড ডুবে গেলে,
তবু সিন্দুর থাকবে তোর কপালে, আমার তো মরণ হবে না।।
- মিল — আমি প্রেম কাজালী, জ্বালায় জ্বলি দারিদ্র্যানেলে,
এক দিন গরল খেলেম মরব বলে, পোড়া যম আমারে তো ছুল না।
- মুখ — কথা কও ফিরে চাও প্রাণ, ডাকি কাতরে, আমারে বঞ্চিত কইর না।
- অন্তরা — কোলে আয় লো প্রাণ কপাট খুলে রাখি বক্ষোপরে।
তোরে চকচক্যা চিক গড়াইয়া দিব, পরবি বন্ধ জুড়ে।।
নগদ লওনা যত যোত্র, সকল করে একত্র, দানপত্র তোমার বরাবরে।
আমি দাস হয়ে বাস করব তোমার, চরণ সেবা করে।।
- পরচিতান — যদি আমায় দেখে না হও রাজী, একান্ত সতীনের ডরে।
- পাড়ন — আমি এক মাগীরে মাথায় করে ব্রহ্মাণ্ডে বেড়াই—
সুখ ত নাই, দিই বল ছেড়ে।।
- ফুকার — আমার আরেক ভাৰ্য্যা দেখতে কালী, ঘুটঘুটে আঁধারের তুলনা,
ছুঁড়ির স্বভাবটা ভাল না : পাগলা বই মাথায় ঢুকে, যথা যাই তথা ডাকে,
তারে ডাক দিলে পর চড়ে বৃকে, পরনে কাপড় থাকে না।। (খণ্ডিত)

খোকার কবি হরিচরণ সরকার

- চিতান — একদিন অতুলবাবু পুতুল হাতে, মায়ের সাথে
মাতুল বাড়ী যায়।
- পাড়ন — ও সে খেলনার পানে না তাকায়ে চঞ্চল অবস্থায়—
হাঁটিতে রাস্তায় এদিক ওদিক চায়।।
- ফুকার — একটা বাবুই পাখীর বাসা দেখে, খোকা কম মাকে ডেকে,
দেখ ঐ তাল গাছের উপর : করল পাখী হয়ে কিবা পুণ্য শূন্যে বাঁধে ঘর :
হায়, পড়ে বিজ্ঞানের টোলে, শিল্পের কারখানা খোলে,
ওটা পড়ে না বাতাসে দোলে, শিখালো কেমন কারিকর।
- মিল — আবার কুলগাছেতে চেয়ে দেখ না খোকা খোকা :
নাকি নাম হল ওর গুটীপোকা : রেশমের মেসিন কি আছে পেটে।
- মুখ — চৌদিকে আকড়া বাকড়া, ওরা কি সুন্দর রেশমের পাকড়া,
কোন চরকায় কাটে।।
- ডাইনা — যত তৈরী করে মুগা ত্রিণ্ডি : আর কত সিলকের চাদর গরদ ত্রিণ্ডি :
এ সকল জন্মে না পশমে :
করে রেশম দিয়ে বর্ম্মা জাপান শিলং আর আসামে :
আর যত মাকড়সার দল, পেটের মধ্যে সুতার কল,
মাগো সভা করে আমাকে বল, কোন কলে জাল বুনায পথে ঘাটে।
- খাদ — ভগবত্তার সত্তা কি মানুষের বাটে।
- ফুকার — ঐ দেখ আঠাতে রয়েছে আঁটা, শত সহস্র কোঠা,
বোলতা আর মৌমাছির চাকে :
তারা কোনওণে পতঙ্গ হয়ে বিজ্ঞানে জ্ঞান রাখে :
হায়, পদ্ম রয় সরোবরে, পঙ্কেতে জন্ম ধরে,
এমন তলাতল জলের ভিতরে, পঙ্কেতে মধু দিল কে?
- মিল — শুনি ময়না টিয়া রাধা কৃষ্ণ বলে বদনে,

- একি পরের জ্ঞান না নিজের গুণে, মানুষের ভাষা তির্যকের ঠোটে।।
- অন্তরা — কোন গুণে বল আমারে, মাগো তোরে মা ডাকি।
যখন তোর বুকে দুঃখ ছিল না, তখন মা বাবায় আমার খেত কি?
আমায় দোলনায় দোলাও, খেলনায় ভুলাও যেন পোষমানা পাখি।
আগে তোর বুকে সে রক্ত ছিল, কেমনে দুঃখ হল বল দেখি।।
আবার ক্ষুদ্র একটি বীজের মাঝে প্রকাণ্ড বৃক্ষ,
কোন বিজ্ঞানী কারুকার্য করেছেন সৃষ্টি, কতো রংএর চক মকি, মরিহায় রে
আবার জংলার ধারে অন্ধকারে গো, কার কাছে আগুন পেল জোনাকী।
- পরচিতান — যত লজ্জাবতী লতা আছে, কার কাছে তারা পেল লাজ।
- পাড়ন — আবার ছাগীর পেটে বড়ি বটে, কোন কারীকরে, বল মা
আমারে সে কোন কবিরাজ।।
- ফুকার — নিত্য নিশার শেষে উষা আসে, সূর্য দেব পূর্বাকাশে হরে অন্ধকার :
মাগো চন্দ্ৰের কেন হ্রাস বৃদ্ধি হয় সূর্য একাকার :
হায়, চন্দ্র আকাশের বাতি, ঘুমায় না সারা রাত্তি,
বলো দিবাকর নিশাপতি, কি স্বার্থে চাকরী করে কার।।

বৃক্ষের কবি হরিচরণ সরকার

- চিতান — একজন সৌখীন বাবু কুঠার নিয়ে, পুরান আম গাছ কাটিয়ে,
দরজায় করবে ফুলবাগান।
- পাড়ন — কবির কল্পনাতে বৃক্ষে বলে বাবুজীর সাফাৎ,
হায়রে মানুষ জাত, তোরা কি বেইমান।।
- পুকার — আগে বীজ রইয়ে অন্ধুর ধরায়ে গোড়ায় দিলি জল,
মিশে মাটির সনে দিনে দিনে, হয়েছি প্রবল : হায় হায় মরি হায়
সেই ঋণে হয়ে ঋণী, ভাবতেছি চিরদিনই,
আমায় দীনবন্ধু দিন দিবে নি, প্রসব করব ফল।।
- মিল — হল তাম্রবর্ণ আমমুকুল ভরিল শাখা, দিল মুকুলেতে বকুল দেখা,
তারপরে ফল হল হাজার হাজার
- মুখ — খেয়ে তোর খোকাখুকী তারা সকলে সুখী, আনন্দের বাজার।।
- ভাইনা — যেন খেতে নারে ছাগল মেড়া, কত যত্নে দিয়েছিলি বেড়া,
ঘেরা মোর ছিল চারিপাশে : এত কইরে যতন আদরের ধন
করবি কি বিনাশ : যখন উঠবে কফের টান, রেডিও আর
কলের গান, ও তোর দালাল কোঠা ফুলের বাগান, কই রবে
আতর সাবান দিলবাহার।
- বাদ — ও তোর শেষকালে শ্মশানঘাটে, আম কাঠের দরকার।।
- ফুকার — আমার ছালের রসে অস্ত তোর দুরন্ত দস্তশূল,
আবার জ্যেষ্ঠমাসে ফলের রসে প্রাণ করে আকুল : হায় ২ মরি হায়
দিলেম ফল দিলেম ছায়া, তবু তোর হয় না মায়া,
দিল কোন বিধি তোর পাষাণ কায়া, কাটতে এলি মূল।।
- অন্তরা — আমাকে কেটে কি তোর বাপ দাদার নাম ডুবাবি।
যে জন বাপ দাদার নাম রাখতে চায় না,—
তার আবার বংশের উপর কি দাবী।।

যখন জৈষ্ঠ মাসে শ্বশুরবাড়ী আম নিয়ে যাবি,

কত সমাদর পাবি : মরি হয় রে—

যখন কাছে দিবে দুধের বাটি, আম খুয়ে ভিজ্জায়ে আঁটি খাবি।।

পরচিতান— আমি বঙ্গকালের পুরান বৃক্ষ, না বুকে সৃক্ষ্মা সৃক্ষ্ম,
শুনি কেন্ পড়েছে কুনজর।

পাড়ন — বলি দুঃখ পেয়ে রক্ষ বাক্য শুনরে বাবু শোন,
আমি কোন্ কালে কোন্ শত্রু ছিলেম তোর।।

ফুকার — লাগে যজ্ঞ করতে যজ্ঞডুমুর অশ্বখ আর বট,
দিয়ে আত্মপল্লব শুভকার্যে সাজায় যাত্রার ঘট : হয় ২ মরি হয়
বিনে এই আমারে পাতায়, তুষ্ট হয় না দেবতায়,
জানবি যেদিন দিবি বাপের চিতায়, পঞ্চরত্নের মঠ।।

হরিদাস-হবিবুল্লা কাজীর কবি হরিচরণ সরকার

চিতান — ন'দে হবিবুল্লা কাজীর ঘরে, হরিদাসকে পালন করে,
এ সকল কর্মেরই বিপাক।

পাড়ন — দেখে হরিদাসকে কৌপনীর পরা, বৈরাগীর পাড়া,
কাজীর নয়নে ধারা, বলে প্রাণ জুড়া, আকবা বলে ডাক।।

ফুকার — কেন কোরান ছাড়, সদা পড় পুরাণ ভাগবৎ,
এখন ছেলাম ছেড়ে করজোড়ে করছ দণ্ডবৎ।
ছেড়েছ আমার বাড়ী, হলে করঙ্গধারী,
করে মস্তক মুগুন রাখলে দাড়ি, কোন্ ধর্মের এই মত?

মিল — নিয়ে বাইশবাজারে বেতের বাড়ি দিলাম তোরে,
তবু জুম্মা মসজিদ দিয়ে ছেড়ে, কি সুখে কীর্তন করিস বার মাস?

মুখ — ছাড়িয়ে আশ্রয় নবী, আগে জানিনা বৈরাগী হবি, ওরে হরিদাস।।

ডাইনা — বাছা তুই যখন মরিবি প্রাণে, দিতে জানাজা সব মুসলমানে,
ডাক দিয়ে মোল্লা আনবে বাড়ী :
তখন মোল্লা আর বৈরাগীর দলে লাগবে মারামারি :
কেহ বলবে দিব গোর, কেহ বলবে আওণে পোড়,
দেখছি দোটানাতে পড়িয়ে তোর— শেষকালে একুল ওকুল হবে নাশ।

খোঁচ — কোন্টা সত্য নিত্য ধন করলি না তালাস।।

ফুকার — এখন নানীকে ত ডাক দিদি, পানিকে কও জল,
ছাড়লে রোজা নামাজ, মাথায় নাই তাজ, বলছ হরিবল।
পরিচয় দেওনা কাজী, নাম হরিদাস বাবাজী,
পেলে কোন্খানে এই বেনামাজী, ডেক বৈরাগীর দল?

অন্তরা — কোন্ ধর্মের মর্ম জেনে, পরেছ এই কৌপনীর ডোর?
যাদের আউল বাউল দরবেশ মানি, দেখি তার বার আনি গাঁজাখোর।।
গৌর প্রেমসিদ্ধি হিন্দু মতে, বিন্দু ক'রে দান, তরায় পান্ডী পামর : মরি হয়রে,
তোদের খাড়া করে গাড়ার চেয়ে, কিসে মন্দ মুসলমানের গোর।।

পরচিতান— ও তোর কাজ কি হয়ে ডেক বৈরাগী, জুম্মা বারে মুরগী ছাগী,
কোরবানী করবি চিরকাল।

- পাড়ন — হলি কি ধন পেয়ে, কি গুণ জেনে গৌরঙ্গের ভক্ত,
শুনে লাগে বিরক্ত, লবি পাঁচ ওয়াক্ত, খোদাতালার নাম।।
- ফুকার — এই যে দেহখাঁচায় জীবনপাখী, যতনে রাখি ;
বহে নিঃশ্বাস পবন, হিন্দু যবন একমতন দেখি।
শিবশক্তি কৃষ্ণ রাধা, একবস্ত্র নাই কো বাধা,
এই যে রাম রহিম আর আল্লা খোদা, বিভেদ আছে কি?

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন হবিবুল্লা কাজীর বাক্যে, দুঃখে বলে হরিদাস।
- পাড়ন — হরি নামে মত্ত হলে চিত্ত, মিলে নিত্য ধাম, তাহিতে হরি নাম, করি বার মাস।
- ফুকার — বললে সেলাম ছেড়ে কিসের তরে, দণ্ডবৎ কর বারংবার?
নিলেম বৈষ্ণবের আচার : দণ্ডবৎ সাধুর চিহ্ন, প্রণাম সেলাম অভিন্ন,
যেমন এক জলের নাম ভিন্ন ভিন্ন—জল পানি অপ্ আর ওয়াটার।।
- ফুকার — আমি ত্যাগ করিয়ে নামাজ রোজা হরি নাম লই দিবা নিশি,
তাতে কিসে হই দোষী : যে বস্ত্র যার উপাস্য, তারে সে পায় অবশ্য,
যেমন যাদুশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদুশী।।
- মিল — আমি কাম কামনা ভোগবাসনা পরিহরি,
আমার ভেকের গুরু গৌরহরি, হবেন সেই ভবপারের কর্ণধার।
- মুখ — হিংসায় না আল্লা পাবে, বরং চিরতরে বন্ধ হবে, বেহেস্তের দুয়ার।।
- ডাইনা — বললে, কাজ কি হয়ে ভেক বৈরাগী, কোরবানী দিতে বল মুরগী ছাগী,
আমরা তো ধারিনা তার ধার : জানি অহিংসা পরম ধর্ম বৈষ্ণবের আচারঃ
শুনি ইব্রাহিম অকপটে, স্বহস্তে পুত্র কাটে,
ওসব মুরগী ছাগী কেটে কেটে, করোনা দোজখের পথ পরিষ্কার।।
- খাদ — বৈষ্ণব নিন্দা অপরাধ, প্রায়শ্চিত্ত নেই তার।।
- ফুকার — বললে চাঁচর কেশ মুড়িয়ে মাথা, করেছে নিলে করঙ্গ,
এসব কোন ধর্মের অঙ্গ : চাঁচর কেশ মুড়ো মাথা, অঙ্গেতে ছেঁড়া কাঁথা,
লাগে বৈষ্ণব ধর্মে এই দীনতা, শিখালেন দয়াল গৌরঙ্গ।।
- ফুকার — আমি নানীকে আজ দিদি বলি, ডাকে কিছু যায় আসে না,
ও তো দুদিনের চেনা : যত সম্পর্কের খেলা, বিভিন্ন ছাঁচে ঢালা,
যেমন তার বাজু অনন্ত বালা, সকলের মূলে এক সোনা।।

পূজা (পাঁঠা) বলির কবি—১নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — ও সে রঙ্গপুরের সিংহবাড়ি, পূজিছে শুভঙ্করী,
শরভের ছাঙ্কিশে আশ্বিন।
- পাড়ন — বাড়ির বুড়াকর্তার ব্যাথার ব্যারাম, কষ্টাগত প্রাণ,
ও সে হয়েছে অজ্ঞান, উঠল কফের টান, প্রথম পূজার দিন।
- ফুকার — বলে শঙ্কুবাবু জ্যেষ্ঠপুত্র, করিতে নারায়ণক্ষেত্র, বাহিরে আন,
আমার সংসারে অমঙ্গল হবে, ঘরে মরে না যেন।
ক্ষ্যাপারাম চাকর বেটা, ডেকে কয় ঠাকুর জেঠা,
থাকতে এত সুন্দর দালানকোঠা, উঠানে বের কর কেন?
- মিল — তোমায় শিশুকালে কোলে তুলে হয়ে আমোদী—
বলত আয় তো রে বাপ চাঁদ ধরে দি, সুখেতে মুখেতে চুমা দিত।

- মুখ — বল হে শঙ্কুবাবু, কেন মৃত্যু দেখে কর্তা প্রভুর অনাদর এত ॥
- ডাইনা — একটা পাঁঠাকে করে উৎসর্গ, ধরে করেছে শাগিত বড়া,
আনন্দে দিয়ে বলিদান : দিলে সরার উপর মড়ার রক্ত মায়ের বিদ্যমান।
অস্পৃশ্য হাড়ি মুচি, মরা পাঁঠাতে কুচি,
তোমার বাবার শবদেহ অশুচি, এটা কি পাঁঠা হতেও ঘৃণিত।
- খাদ — কেন রান্নাঘরে রান্না নাই, কান্নায় দিন গত ॥
- ফুকার — যদি বুড়কর্তায় না মরিত, ভক্তিমনেতে কত পুরুষ নারীতে,
এনে ধ্বংস পাঁঠার মাংস যত, পাক করিতে বাড়িতে।
সেই মড়ার মাংস তরুণ, বাবুজী বিচার করুন,
কেন এই মড়া মরিবার দরুণ, ছুঁৎ গেল পাকের হাড়িতে ॥
- অন্তরা — জানি না মানুষসব মানুষ শব, দেখিলে এত কেন অসন্তোষ।
পাঁঠার মাংস মহাপ্রসাদ, হাঁড়ি ছুঁলে রাড়ির দোষ ॥
মরা ছুঁলে কর স্নান, দেও না শীতল পাটিখান, দেও না ভাল বালাপোষ।
পাক করে খাও ঢাক বাজাইয়ে, মরা পাঁঠার মধুকোষ ॥
- পরচিতান — বাবু প্রাণপণে করেছে চাকুরী, কিনেছে জমিদারী,
হয়েছে সুখেরই সংসার।
- পাড়ন — তোমার সেই বাবাকে দিতে চাও না, সাধের লেপ তোষক,
সে সব প্রাণতোষক, তোমার কোন্ বাবার তৈয়ার ॥
- ফুকার — পালন করেছে বাৎসল্যভাবে, বিষ্ঠাকে চন্দন ভেবে, মৃত্র ভেবে জল;
দিল জন্ম দিয়ে ধর্ম শিক্ষা, এই বুঝি তার কর্মফল।
শ্মশানে মশাল লয়ে, কি জানি মন্ত্র কয়ে,
কেন মুখ দেখে বিমুখী হয়ে, বাম হস্তে কর মুখানল ॥

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন ক্ষাপারাম চাকরের বাক্যে, দুঃখে শঙ্কুবাবু কয়।
- পাড়ন — ও তুই অশিক্ষিত, আমার বাড়ির তিন টাকার চাকর ;
বেটা এই কি তোর রহস্যের সময় ॥
- ফুকার — বললে, থাকতে এত দালান কোঠা, কর্তায় বাহিরে কি কারণ,
নারায়ণ ক্ষেত্রের আয়োজন :
প্রাণ যদি যায় পাঁচতলায়, ছাড়ে না ত্রিতাপ জ্বালায়,
মরলে গোবিন্দবল্লভার তলায়, অস্ত্রে পায় গোবিন্দচরণ ॥
- মিল — ছিল এতদিন এই বন্ধ ঘরে বাবার বসতি,
এখন মুক্তির পথে আত্মার গতি, তারে আর বন্ধ ঘরে রাখব কেন ?
- মুখ — ক্ষাপারাম কুতর্ক ছাড়, আমার মরা বাবার করতে সংকার,
মানুষ ডেকে আন ॥
- ডাইনা — বললি, পাঁঠা হতে বাবা ঘৃণ্য, বেটা তোর কথায় হলেম মনঃক্ষুধ,
বিষয়ে রয়েছি বিরসে : ও তুই কোন জানে তুলনা দিলি পণ্ডতে মানুষে;
আর উৎসর্গ বলির পাঁঠা, মা'র নামে যা হয় কাটা,
তারে অপবিত্র বলবে কেটা, তোর মত পাঁঠার বেটার এমনি জান।
- খাদ — আর এক কথা শুনে আজ হলেম প্রিয়মান ॥
- ফুকার — বললি, বুড়কর্তায় মরার দরুণ পাকের হাড়িতে গেল ছুঁৎ ;

- তুই তো অনার্য্য এক ভূত : যা কিছু বাবার সৃষ্টি, তাতে আজ ভূতের দৃষ্টি,
করলে ব্রাহ্মণে শাস্তিজল বৃষ্টি, এই সকল দ্রব্য হবে পূত ।।
- ফুকার — বললি, মড়ার সঙ্গে শীতলপাটি, লেপ তোষক দেই না কোন দোষে,
দিলে বাবায় পায় কিসে : দেই যদি শীতল পাটি, লেপ তোষক ঘটি বাটি,
সে সব স্বশানেতে হবে মাটি, নয় নিবে মূর্দাফরাসে ।।
- ফুকার — বললে, কাটা পাঁঠা রইল গুচি, তা হতে মড়া বাবা ঘৃণ্য বুঝি,
বেটা তুই অশুচি কও করে : লোকে পবিত্রতা রক্ষার তরে,
অশৌচ পালন করে।
আর উৎসর্গ বলির পাঁঠা, মা'র নামে যা হয় কাটা,
ও তো মাংস নয় রে পাজী বেটা, মহাপ্রসাদ কয় তারে ।।
- ফুকার — কেন বাম হাতে দেই মুখে আগুন, জান না বেদবিধির কৌশল,
পেতে শ্মশান যজ্ঞের ফল :
সেজেছি প্রেতকর্মা, বিধি দেয় স্মৃতিশর্মা,
আছে বামাসে বসতে ব্রহ্মা, বামহস্তে তাইতে দেই অনল ।।
- ফুকার — নাকি জাঁক করে খাই ঢাক বাজায়ে, এই মড়া পাঁঠার মধুকোষ;
তাইতে তোর মনে আফশোষ :
আমরা হরিষ্যধারী, মাছ মাংস খেতে নারি,
নিয়ে কোষ দুইটা তুই তোদের বাড়ি, তোরা সব গোষ্ঠীসুদ্ধ চোষ ।।

পূজা (পাঁঠা) বলির কবি—২নং হরিচরণ সরকার

- চিতান — দিলে উদ্ধারার্থে পাঁঠা বলি, করিয়ে বলাবলি,
স্বমাংস রুধির দেও ভোগে ।
- পাড়ন — যখন বুঝলে তোমার বাবা মরবে কণ্ঠাগত প্রাণ,
দিতে বলিদান মরণের আগে ।।
- ফুকার — তবে লাগত না নারায়ণ ক্ষেত্র, লাগত না তুলসীপত্র, চন্দন গঙ্গাজল :
দিত কপালে কপালে দিন্দুর ফৌটা, মাথায় দিত বিশ্বদল :
লাগত না কান্ধে করা, লাগত না মশাল ধরা,
নিয়ে শক্তিপূজার মুক্তিখাঁড়া, দেখাইতে পিণ্ডদানের ফল ।।
- মিল — এই ত মুক্তি হওয়ার যুক্তি ভাল, রাস্তা প্রশস্ত,
কেন কাণ্ড করা এ সমস্ত, তাতে হয় অসন্তুষ্ট দেবদেবী ।
- মুখ — সাক্ষাতে দীনতারিণী, তবে পার হতে সেই বৈতরণী, লাগবে না গাভী ।।
- ভাইনা — যদি মায়ের নামে করতে অর্পণ, কিসের দশপিণ্ড আর শ্রাদ্ধ তর্পণ,
সদগতি করিলে এরূপ : খেতে হতো না আর হবিষ্যাম,
কাঁচকলা আতপ কি সৈন্দব : লাগত না তিল তুলসী,
লাগত না কোষাকুশি, হত এককোপেতে স্বর্গবাসী,
এর বেশী ফল পাওয়া সম্ভব কি ।।
- খাদ — গমনেতে থাকত না শমনের দাবী ।।
- ফুকার — তুমি একমাস খাবে হবিষ্যাম, সব বিলাসিতা শূন্য, নাইকো তেলের পোছ,
খেয়ে কাঁচাকলা ঘটবে জ্বালা, মুখেতে হবে অরোচ :
শ্রাদ্ধে সুকীর্তি রাখতে, সকলকে হবে ডাকতে,
এমন মুক্তির উপায় কাছে থাকতে, কে করে এই টাকা খরচ ।।

- মিল — কারো হবিষ্যে হয় মাথা গরম, শুকায় চেহারা,
কেবল লোকদেখানো শ্রদ্ধ করা, অনেকের আহর বিহার মতলবি।।
- অন্তরা — যদি এই শবদেহ নয় কেহ, কর কেন বাবা বইলে হাহাকার।
কায়া প্রাণে ন সম্বন্ধ, অশৌচ পালন কর কার।।
যখন ফুরাল আয়ু, গেল নিঃশ্বাসের বায়ু, দেখি সবই নিরাকার।
যে বস্তুটি যায় না ধরা, কিসে হল সে তোমার।।
- পরচিতান — যদি সম্বন্ধ নাই কায়াপ্রাণে, গিয়ে সে গঙ্গা স্নানে, কি জন্যে অস্থি করে দান।
- পাড়ন — দিলে কায়ার অস্থি ছায়ার জন্য, মায়ার গতিকে,
যায় পরলোকে আত্মার পরিভ্রাণ।।
- ফুকার — জানি এক আত্মা সর্বভূতাত্মা, দেহান্তে নাই দেখাদিখি ;
আত্মা যতদিন এই দেহে থাকে, মমতা করা মাখামাখি :
আত্মা পরমের অংশ, আত্মার নাই জাতি বংশ,
যখন দেহান্তে নাই আত্মার ধ্বংস, তবে আর অশৌচ আছে কি।।

নারী নিন্দার কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — কৃষ্ণ শ্রীরাধিকার মান ভাঙ্গিতে, বৃন্দাদূতীর ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে ধরে নূতন বেশ।
- পাড়ন — সেজে রমণী অমনি শ্যাম গুণমণি, রাধার মানকুণ্ডে করিল প্রবেশ।।
- ফুকার — একে ভুবনমোহন কালরূপ, তাতে হলো নারীরূপ, অপরূপ রূপের মাধুরী;
সে রূপ দেখলে পরে পাগল করে পুরুষ কি নারী :
করে ধরিছে বীণে, মস্ত নর্তন কীর্তনে, মধুর শ্যাম-সংগীতের আকর্ষণে,
ফিরে ফিরে চায় কিশোরী।।
- মিল — তখন গানে ভুলে শ্যমকে তুলে কোলে নিল রাই,
তখন রঙ্গে কয় ত্রিভঙ্গ কানাই, গুন বৃন্দে সুন্দরী।।
- মুখ — ধন্য এই নারী বুদ্ধি, নারী সাজ নিয়ে হয় কার্য্য সিদ্ধি, ধন্য এই নারী।।
- ডাইনা — নারী সবার শ্রেষ্ঠ ভবের মাঝে, নারীগণ কথায় কথায় মানে মজে,
পুরুষগণ চরণ ধরে কান্দে : তবু রাগের ভরে বসে ফিরে বুকে ফিরে,
বুকে পাষাণ বেধে : আর মরে যদি জন্ম লই, তবে যেন নারী হই,
পোড়া পুরুষ জন্মে সুখ আছে কই, করতে হয় বউবাজারে চাকুরী।।
- খাদ — আর এক মুখেতে নারীর গুণ বর্ণিতে নারি।
- ফুকার — নারী ঘোমটার তলে থাকিয়ে, আড়াল দিয়ে লুকিয়ে, পুরুষকে মারে নয়ন
বাণ : শেষে পঞ্চবাণে পুরুষগণের প্রাণ করে আনচান : অপূর্ব বিধির সৃষ্টি,
কার বা না লাগে মিষ্টি, নারী বাক্যে করে সুধাবৃষ্টি, পুরুষ ধায় চকোরের সমান।
- মিল — আবার মেয়েলোকের আর একটি গুণ দেখতে পাই সদা, যত তুষ বোঁচা
কালা ফাদা, তারাও যৌবনে হয় সুন্দরী।।
- অন্তরা — রমণীর কি প্রতাপ, বাপরে বাপ, পুরুষগণ গোলাম খেটে মন যোগায়।
কত বারাগীর নাম হয় মহারাগী, কত লোক মোহ যায় তার চেহারায়।।
নারী কত ছান্দে খোপা বাস্বে, চাঁপার কলি লয়, দেখলে মদন মুর্ছা যায়।
যত বাদুর বোঁচা ভুতুম পেঁচা, ঘোমটা দে ব্যাচরা মুখের দর বাড়ায়।।
- পরচিতান — জানি নারী জাতির এমনি স্বভাব, জন্মে যায় না মনের অভাব,
কেবল চায় আপনার সোহাগ।
- পাড়ন — এদের মন দিয়ে মন যোগায় এমন সাধ্য আছে কার,
নারীর ব্যবহার, কথায় কথায় রাগ।।

ফুকার — পরে কত রকম অলংকার, কুরাপায় লয় রূপার হার, জোর করে রূপবতী হয় : লোভ মেটেনা ফোভ ছোটেনা দীতে মাজন লয় : চারিগুণ বুদ্ধি রাখে, ইশারায় পুরুষ ঠেকে, কত কুলটা ছী উষ্টা পাকে, মুখ ঢেকে চোখে কথা কয়।।
(সন ১৩২৭ সাল)

নারীনিন্দার কবি—২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিত্তান — বঙ্গম নারী জাতির সত্ত্ব স্বভাব, তাতে দিলি উষ্টা জবাব, এখন পাশ্চাত্য কিছু শোন,
পাড়ন — আমি রাহিকে ছেড়ে চন্দ্রার বাড়ী যাই, শেষে ঠেকে
জোগাই নারীজাতির মন।।
ফুকার — আমি রাধার কাছে এলে সেই, চন্দ্রার কাছে লোম্বী হই, যদি সেই চন্দ্রার কাছে যাই:
রাখে মানের ভরে বসে ফিরে দুইদিকে বালিই : রাধার বোন চন্দ্রাবলী, সেই
সূত্রে কোলাকুলি, করে দুই ভরীতে দলাদলি, আমি সেই হিংসানল পোহাই।।
মিল — নারী জাতির ধারা অগড়া করা দেখি নিরন্তর, আরো পরশ্রীতে দ্বীলোক কাতর,
সহেনা এক কড়া স্বার্থের হানি।।
মুখ — বুন্দে গো ভবের হাটে, যত পুরুষ জাতি মজুর মুটে, ঘজুর রমণী।
ডাইনা — লোকে ধন করে আয় ক'রে কষ্ট, শেষে তার ঘরের নারী করে নষ্ট,
পিতৃধন মাতৃধন পর্যন্ত : এদের অপূর্ব মোহিনী শক্তি কেহ পায় না অস্ত :
আর বেশী ভালবাসে যায়, শেষে তায়ে শুয়ে যায়, কত সিংহপুরুষ বানর
সাজায়, সুখেতে কামড়ায়ে যায় মুখখানি।।
বাদ — নারীর মুখে মধু বুকে বিষ নয়নে শনি।
ফুকার — নারীর শাড়ীর পহিড়ের কিবা ছোট, পাছায় নাচায় উষ্টা গোট,
ঝুমকা আর মাকড়ী লয় কানে : কত স্বর্ণহারের বর্ণ হারে পূর্ণ যৌবনে :
কেউ শোভে চন্দ্রহারে, লাবণ্যে চন্দ্র হারে, দেখলে চন্দ্রচূড়ের কেন্দ্র ছেড়ে,
বাঁহা হয় চন্দ্র পতনে।।
মিল — ও তার সাক্ষী আছে স্কীরোদসিদ্ধ মছনের দিনে, ও সে মোহিনীর রূপ দরশনে,
ভুলক্রমে পাগল হল শূলপাণি।
অন্তরা — হস্তিনী রমণীর গুণ জানি তারা যায় স্বামী ফেলে বাজারে।
বারাণসীর মেয়ে হয়ে রাজারানী, রাজারও করে কর আদায় করে।।
আর গাছ পাথরে কুণ্ডি করে হস্তিনী নারী, কত পুরুষ খুন করে।
তাদের চামের তলে কামের নেশাগো, সে দোষে বালিশ ও ডলে চিরে।।
পরচিত্তান— কত নারী লীলায় পুরুষ ভুলায়, ভিজা কাঠে আগুন জ্বালায়,
কত না দেখলেম এ কৌতুক।
পাড়ন — কান্দে ফ্যাত ফ্যাতইয়া পেখীর মত যতক্ষণ, আবার ততক্ষণ হাসিমাখা মুখ।
ফুকার — জানি গৌড়ী মাক্ষী পৌষ্টি আর, সুরা আছে তিন প্রকার, রমণী চার নখরের
মদ : এ মদ অশোধনে যারা সেবে তারা সেবে বদ : নাসিকায় গেলে গন্ধ,
জ্ঞান চকু হয় অন্ধ, ঠিক থাকবেনা ভাল মন্দ, সদা গায় লাল বাজারের গল।।
ফুকার — যারা সাধু সিদ্ধ বুদ্ধিমান, করে না এই মদ্যপান, পূর্ণাপ করে না ভঙ্গ :
তাদের শিবনেত্র দৃষ্টিমাত্র পালায় অনঙ্গ : না বুকে ভোজের বাজি, এই
নেশায় হলেন পাঞ্জি, আমি মরে যদি পুরুষ সাজি, করব না রমণী সঙ্গ।।
মিল — আছে কত নারীর ছানায়ে যুত সানাইয়া চলে, তাদের হাবে ভাবে লোকে
বলে, এ হবে রতিদেবীর সতিনী। (সন ১৩২৭ সাল।)

ভক্ত নিন্দার কবি — ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিঠান — হরিনাম বিলাতে, ভক্তে সাধে, চলেছে নিতাই গৌরাঙ্গ।
 পাড়ন — তাঁরা প্রেমানন্দে হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠল নদীয়ায়, প্রেমের তরঙ্গ।।
 ফুকার — বলে জয় হরিবোল গৌরহরি বোল জয়, ঢোল খোল টিকারা বাজায় : নব
 ভাবের বন্যা বয়ে যায় : মধ্যে দুই সোনার মানুষ, অজ্ঞত চলছে পিছু, কত
 নারী পুরুষ হয়ে বেইশ, গৌর প্রেমসাগরে তলায়।।
 মিল — তখন শ্রীবাসের শান্তী বৃত্তী দৌড়াদৌড়ি ধায়,
 পথে অধৈর্যকে ডেকে শুধায়, ধরে সোন্দর পাশে শুভাব।
 মুখ — কত শুনি বুড়া ঠাকুর, তোমার এই নাকি সেই মধুর মধুর গৌর প্রেমের ভাব।।
 ডাইনা — কেন কুল ত্যজেছে কুলজারা, কোন গুণে গৌর প্রেমে জারা জারা,
 দৌড়াচ্ছে বুকের কাপড় ফেলেকেন পরপুরুষকে জড়িয়ে ধরে কান্দে ফুলে ফুলে
 আর চারিদিকে হাহাকার, দেখতে শুনতে চমৎকার, যত ফড়কে নাগর চ্যাংড়া
 হৌড়ার, এর মধ্যে সাড়ে বোল আনা লাভ।
 খাদ — আর দোহাই ধর্ম দিওনা অসত্য জবাব।।
 ফুকার — তোমরা সংকীর্ণনে যাবার আগে সবে কি মদ খেয়ে থাকে কেন দুই একজনে
 ভুল বকো : যত সব বাবু ভেয়ে, লজ্জা পায় কাছে গিয়ে, তোমরা নারী
 পুরুষ ল্যাংটা হয়ে, কও শুনি কোন ঠাকুর দেখে।।
 মিল — একটু চতুর যারা আগে তারা ল্যাংটা পরে যায়, যত নির্বোধেরা গোপাল
 নাচায়, তাদের তো সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাব।।
 অন্তরা — দেখেছি দুই একজন, এই রকম, ভেবেছি এই সকল ভুতের ক্রিয়া।
 এখন দেখি জগৎ শুদ্ধ, সকল গেল ভুত হইয়া।।
 দুই একজনে নৃত্য করে ব্রহ্মদৈত্যের প্রায়, পড়ে ঘাড়ে লাফাইয়া।
 বজ্রাতের লজ্জা হয় না, কিল গুঁতা লাখি চড় খইয়া।।
 পরচিঠান — ওরা খোল করতাল ডঙ্কা নিয়া গান গেয়ে পাগল করলে দেশ।
 পাড়ন — যত উচ্চ লোকে তুচ্ছ বলে হাসতেছে, দলে মিশতেছে, অসত্যের একশেষ।।
 ফুকার — যত জোয়ান বুড়ি আলসেকুড়ি তারা তো পেয়েছে ফাঁক : দলে আসছে মিশছে
 লাখে লাখ : সুর কি তাল না থাকিলে, গান করে গায়ের বলে, যেমন আবার
 মাসে বর্ষার জলে, ডাক ধরে ভাউয়া ব্যাঙের ঝাঁক।।
 মিল — কতু ভুললোকে যায় না খেতে এই প্রেমের মধু, যত ইতর লোকে হল সাধু,
 বিধি কি গাবগাছে ধরাল ডাব।। (১২ই ভাদ্র ১৩২৯ সাল)

ভক্ত নিন্দার কবি — ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিঠান — বয়ে নিজাম ধর্ম গোপীর ভাব, এই পাশে বুকেরা কখন।
 পাড়ন — এখন শাস্ত্র দৃষ্টি মূনিবাক করলেম হির, এই তো মহারাজ কলির আগমন।।
 ফুকার — আমরা শাস্ত্রে শুনি কলি কলি প্রত্যক্ষ চোখে দেখলে পাপ : যায় না গঙ্গাজলে
 দিলে ঝাঁপ : ঐ বাতাস লাগলে অঙ্গে, নাচতে হয় সঙ্গে সঙ্গে, ভবে স্পর্শি
 না নিতাই গৌরাসে, ঐ দু'জন কলি-রাজার বাপ।।
 মিল — এদের কাণ্ড সব ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া বেদ বিধির ওপার, কতু দেখি নাই আর এমন
 ব্যাপার, আমার তো দেখতে দেখতে পাকল চুল।।
 মুখ — কি হল কলিকালে, দেখি এক পাতে যায় সবাই মিলে, গেল জাতি কুল।।
 ডাইনা — ওরা কি জানি কি মন্ত্র জানে, বালক বৃদ্ধ মুখ হয় সেই মন্ত্রগুণে, না হলে

এমন কি আর হেতু পড়ে আকর্ষণে হৃদয়ানে কীট পতঙ্গের মত : আর শুকনার উপর ডাকল বান, ঠেকল কুলীন বিদ্যাবান, হল উচু নিচু সমান সমান, জগন্নাথ মিশ্রের সূত এই নষ্টের মূল।।

খাদ — আর সহজে কি ভাঙ্গা যায় এত লোকের ভুল।।

ফুকার — আছে ঐ গৌরাসের অন্তরঙ্গ আর একদল গোঁড়া বৈরাগী : তারা মহাকামুক বদরাগী : মাথায় চুল মুখে দাড়ি, ভিক মাগে বাজী বাজী, তাদের দুই একজনের আছে রাঁড়ী, যেমন মাগ তেমনি তার মাগী।।

মিল — চলে মেয়ে পুরুষ একসঙ্গেতে নাই লজ্জা সরম,

এখন দেখে এসের ধরম করম, জানি সব জানী লোকে কয় বাতুল।।

অন্তরা — শুনেছি পরস্পর, এই খবর, ঐ দলে মিশেছে জগাই মাধাই।

ওরা যেমন তারা তেমন দুই চোরে মাসতুত ভাই।।

আর নিন্দে করলে রাগ করে না, ধরে দিচ্ছে কোল, অমনি পাগল হয় সবাই।

জ্ঞান থাকিলে পারে না এমন, এদের তো জ্ঞান কাণ্ড নাই।।

পরচিতান — ছোঁড়া সবার চেয়ে পণ্ডিত হয়ে, শেষ কালে পেয়েছে এই ফল।

পাড়ন — উহার শচী মাতা কেনে মরে সেই দুখে, আমার তাই দেখে, চোক্ষে ঝরে জল।

ফুকার — ওটা ভদ্রলোকের কথা লয়না, ইতরের মত মারে রোড় : উহার কাঁচা বয়সে উল্টা মোড় : বাবুদের কন্যা ধরবে, মদ খেয়ে স্মৃতি করবে, ছোঁড়া তা না করে খেয়ে মরবে, লাবড়া আর বিচেকলার খোড়।।

মিল — ও যে নারীলোকের মুখ দেখে না পড়েছে কি ছাই, উহার কামের গন্ধ শরীরে নাই, ঠিক যেন হলু করা সোনার পুতুল।। (১৪ই ভাদ্র ১৩২৯)

সারদা-রামকৃষ্ণের কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — তোমার সারদা সুন্দরী আমি প্রাণনাথ রামকৃষ্ণ ঠাকুর।

পাড়ন — তোমার প্রভাবেতে নবযুগের অবতারণা, কেহ পারে না উঠতে এত দূর।।

ফুকার — তুমি সর্বধর্মের মর্ম জান, করেছ সর্বসিদ্ধি লাভ,
নাই আর জাগতিক অভাব : ইষ্ট শিব কালী কৃষ্ণ, মহম্মদ বুদ্ধ খৃষ্ট,
জানি তোমার কাছে সবাই মিষ্ট, সত্যত প্রাণে মহাভাব।।

মিল — তুমি সবার কাছে প্রিয় বস্তু, তোমরা প্রিয় সব,
কেন স্ত্রীলোকের নাশিলে গৌরব, এই কি পরমহংসের বিবেক বাণী।

মুখ — তোমারে শুধাই আমি, কেন এত তুচ্ছ লিখলে তুমি, কাঞ্চন আর কামিনী।

ডাইনা — ভবে সতী নারী আছে যত, তুমি ত জ্ঞান কর নরকের পথ,
এই তোমার কথাতে যায় জানা :

আবার বিয়া করতে অনেকে, করে থাক মানা।

ভবে এলে যা হতে, রতি নাই আর তাহাতে,

যদি ফিরে হয় ভবে আসিতে, কোন পথে আসবে তখন কও শুনি।

খাদ — আর তোমার কথায় অনেকে করে জয় ধ্বনি।।

ফুকার — সবে নির্মল প্রেমে ঠিক নিয়মে, করুক না রমণী সঙ্গম,
করে ইন্দ্রিয় সংযম : নারী আর পুরুষ দুই জন, হলে পর মধুর মিলন,
নারীর ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন, করিলে পুরুষ হয় গরম।।

মিল — জানি সমদর্শী সাধুর কাছে স্ত্রী পুরুষ সমান,
তোমার কি মানসে এক পাশে টান, কোন গুণে পুরুষগণ হল গনী।।

- অন্তরা — তোমার তো নাই সোনা বাসনা, ভালবাস না সোনা আর নারী।
বল এই দুই রতন সঙ্গে থাকতে, করুণা করে কি না শ্রীহরি।।
ছিল সীতার পিতা জনক কবির কনকের পুরী,
হেমের মধ্যে প্রেমে আসত, নয়নের বারি : কিসে তায় নিন্দা করি।
ও রায় রামানন্দ প্রেমানন্দে, রসেতে সঙ্গে রাখত সুন্দরী।।
- পরচিতান — সতী নারীর প্রেম যে মিঠে মোটে তা পায় না অপ্রেমিক।
- পাড়ন — আগে মনে মনে সাধু হয়ে বসে অনেকে,
নারীর মুখ দেখলে, শেষে রয় না ঠিক।।
- ফুকার — যদি পতির মন না জোগায় সতী, সে নাকি হয় দোষের ভাগী,
কেহ লয় রাগারাগি : সাধ পেয়ে বদ পুরুষে, অসম্ভব সন্তোষ দোষে,
ভোগে ধাতুর ব্যথা সর্দি কাশে, শেষে কয় দোষী তার মাগী।।
- মিল — কিবা উপাদানে করলো বিধি রমণী সৃষ্টি,
পড়ে অসং লোকের বিষদৃষ্টি, চিনে না ফণীর মস্তকের মণি।।

সারদা-রামকৃষ্ণের (কামিনী কাঞ্চন) কবি—২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — আবার সুকৌশলে বলে গেলে, অবলা নারী জাতির দোষ।
- পাড়ন — আমি কইতে নরি সইতে নরি হ্যাঁছি নারী, বড় ভয় করি, তোমার অসন্তোষ।।
- ফুকার — শক্তি সহ সহযোগে যোগে সিদ্ধিলাভ করে সিদ্ধিশ্বর, লিখে শাস্ত্রে এই
খবরঃ জয়দেবের পদ্মাধনী, চণ্ডীদাস রজকিনী, রেখে প্রেমপথের সাধী রমণী,
তাদের কি কমেছিল দর।।
- মিল — আরো চিন্তামণি বেশ্যামাণীর সদুপদেশে, গেল বিশ্বমঙ্গল ব্রজবাসে,
সিদ্ধির পর চিন্তারে করে সাক্ষাৎ।
- মুখ — স্বধামে যাবার কালে, সঙ্গে নিবে না কি যাবে ফেলে, বল প্রাণনাথ।।
- ডাইনা — যেদিন ধরলেম তোমায় পতিজ্ঞানে, আমাকে মা বলে ডাকিলে কেনে,
এ আগুন নিবাবো কি দিয়ে : যদি এত ছিল তোমার মনে কেন করলে বিয়েঃ
জ্ঞান নাই তোমার দিগ্বিদিক, সম্বন্ধ রাখ নাই ঠিক, তুমি কোন দেশী পাহাড়ে
প্রেমিক, অরসিক রাতকালে জাত মারাজাত।।
- খাদ — তোমারে বিয়ে করে শিরে বজ্রাঘাত।
- ফুকার — আছে বিশ্বব্যাপী বিধির বিধান, নারী-পুরুষের বিবাহ, তাইতে পেলে এই
দেহঃ বন্ধ করে সেই বিয়ে, লোপ করবা সৃষ্টি ক্রিয়ে, তুমি থামাবে
কি শক্তি দিয়ে, অনন্ত কালের প্রবাহ।।
- মিল — তোমায় জন্মায়ে কি হলো তোমার পিতামাতার ভুল, এখন ভুলের বৃদ্ধি
উঠাবে মূল, এই জন্মে প্রসার করলে অসার হাত।।
- অন্তরা — তোমার তো নাম মিষ্ট রামকৃষ্ণ ঠাকুর হে, নামে আছে কামে নাই।
আছে রামের সীতা শ্যামের রাধা, তোমার তো বিচারে বৌ দুটি চাই।।
মিছে অনঙ্গের সুখ ভঙ্গ দিয়ে রয়োছ গোসাঁই, সুখের ঘরে দুঃখরাশি
করেছ বোকাই, তোমায় কি দিয়ে বুকাই।
দেখ বিপরীত রতাতুরা, মহাকালের বুকেতে কালী মাই।
- পরচিতান — আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করে, কপালের দোষে পাই না সুখ।
- পাড়ন — এসব ললনা ভাল না যেন বলনা আবার, এদের সমাচার জান কতটুক।।
- ফুকার — শুনি ন গৃহ গৃহমিত্যাছ, গৃহিনী গৃহমুচ্যতে, : ইতি শাস্ত্র কথ্যতে :

প্রিয়াকৃত্তবান্ নরান্ প্রকৃত্তেলয়মাণ্ডবাণ্, হায় হায় তয়াহি সহিত সর্বান্
পুরুষার্থান সমশ্রুতে ॥

মিল — যদি তোমার মতে ক্রীপুরুষের না হত সঙ্গম, তবে তোমার তো
হ'ত না জনম, কে করতো কার সাধনা দিবা রাত ॥ (আশ্বিন ১৩৩৪।)

বুড়োর বিয়ে কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — একটি প্রাচীন হল গৃহশূন্য, সমাজে তার কত মান্য,
সন্তান আর নাতি পুতি খুব।
- পাড়ন — বুড়া একা একা বোকার মত শুয়ে বিছানায়,
কেন্দ্রে রাত পোহায়, ভোরে বেয়াকুব ॥
- ফুকার — একদিন জ্যেষ্ঠ পুত্রে ডেকে এনে কষ্টেতে বলে শুন বাপ, :
আমার বুকে হস্ত দিয়ে দেখ কত বড় তাপ :
তোমরা তো শ্রাবণ ভাদ্রে, রাগে যাও সুখে নিদ্রে, আমি পুড়ে মরি চৈতি রৌদ্রে,
এ আমার কোন জনমের পাপ ॥
- মিল — পড়ে কর্মকাণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে করি হাহাকার, আমায় এখনে না করলে উদ্ধার,
কও তোমার গয়া শ্রাদ্ধে হবে কি।
- মুখ — আমি তো ধনীর বাবা, মনি আমার মত গরীব কেবা, তাই বল দেখি ॥
- ডাইনা — এই যে তোমার মায়ের চিতার আগুন, আমার এ চিতের মাঝে জ্বলছে চৌগুণ,
আগুনে বেগুন সিদ্ধ হয় : আমার বুড়া কালে পুড়ে গেল ঘৃণা লজ্জা ভয় :
তোমার মত ছেলে যার, এত দুঃখ কেন তার, আমার এই দুঃখের করতে
প্রতিকার, আমারে বিয়ে দিতে পার কি।
- খাদ — আর তুমি চাইলে মেয়ে কেউ না দিবে নাকি?
- ফুকার — আমি সভা সামাজিতে গেলে বেশী কয় মোনা আর সোনা,
মনি মিলার কর্তার বাপ হয়ে কি এ সব যায় শোনা :
কাছারীর নায়েব মশায়, কটু কয় মিঠে ভাষায়, তুমি বিয়ে না করে এ দশায়,
ফিরে কাছারী এস না ॥
- মিল — আমি হাটে মাঠে গোষ্ঠে ঘাটে যখন যাই যথা, বলে সকলেই ঐ এক কথা,
আমি আর কোন সুখে বেঁচে থাকি ॥
- অন্তরা — করতে দুই এক'শ বায়, তোমার ন্যায়, ছেলে কি পারে না বাবার জন্য।
আমায় বিয়ে দিলে, চাকলা মিলে, তোমাকে বলিবে ধন্য ধন্য ॥
আমার হস্ত দেখে দৈবজেরা গিয়েছে বলে, নাকি বিয়ে করলে হোত আমার
মেয়ে আর ছেলে, কেন রই গৃহশূন্য : মরি হায় হায়রে
আমার বয়স তো আর হয় নাই আশি, বেশী হইলে সাতে শূন্য ॥
- পরচিতান — আমার চারটি মেয়ে পাঁচটি ছেলে, কত কষ্ট দিয়েছিলে,
সে সকল আছে কি স্বরণ।
- পাড়ন — এখন তোমার উপর দিয়েছি বাপ এ সংসারের ভার,
আমার এই আবদার, হবে কি পূরণ ॥
- ফুকার — জানি বুড়াকালে, বাপ হয় ছেলে, তবু হয় মতে চলিতে, : কিন্তু পিতার কথা
অনেকে শুনেনা কলিতে : ছেতায় পিতার আদেশে, রাম গেল বনবাসে,
তুমি আমার আদেশ ঘরে বসে, সহজে পার পালিতে ॥
- মিল — আমি এই স্বভাবে, মরলে ভবে, হবে না মুক্তি, তুমি চেষ্টা কর যথাশক্তি,
আমিও পুত্রের কর্তব্য দেখি ॥ (ভাদ্র ১৩৪২ সাল)

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান — শুনে বৃদ্ধ পিতার বিয়ের কথা, দুঃখে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়।
 পাড়ন — তোমার তিনকাল গেছে এককাল আছে মরণের বাকী,
 এখন সাজে কি বিয়ের অভিনয়।।
- ফুকর — শুনি পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা বলে তাই আৰ্য্যগণ সবাই :
 তোমার পুত্রের অভাব নাই : চার পুত্র আছে ঘরে, কষ্ট নাই ভাত কাপড়ে,
 তবু বুড়াকালে বিয়ে করে, আনতে চাও বৈতরণী গাই।।
- মিল — জানি বৃদ্ধস্য তরুণী ভাৰ্য্যা বিয়ের সমতুল, বাবা জেনে
 শুনে করিয়ে ভুল, দিও না মোদের গালে চুনকালি।
- মুখ — নয়া বৌ এনে ঘরে, কেন লোক সমাজে ঘরে পরে, খেতে চাও গালি।।
- ডাইনা — তোমার বিয়ের কাল কি এখন আছে, শিয়রে শমনবাজার
 ডাক এসেছে, বয়স হলো আশি কি পঁচাশি :
 হল ভগ্ন দেহ জীর্ণ জড়া তবু চাও ঘোড়শী :
 তোমার এ বিয়ের জনো,
 কন্যা দিবে না অন্যো, আসবে বিয়ের কন্যে মৃত্যুকন্যে
 যমরাজা নিজে করবেন ঘটকালি।
- খাদ — সবার কাছে হইও না দুই চক্ষের বালি।।
- ফুকর — বললে, আশয় বিষয় নায়েব মশায়, তোমায় কয় বিয়ে
 করিতে : তোমায় স্বামী বরিতে : আতপ চাল মালসা করে,
 কে আসবে তোমার ঘরে, দিব হাজার টাকা নায়েবেরে,
 বিয়ে দেউক তার ভগ্নীর সাথে।।
- ফুকর — বললে পিতার বাক্যে রাম যায় বনে, ত্যাগ করে রাজ্য লালসা :
 তুমি ছাড়ো দুরাশা : পিত্রাদেশ নিয়ে মাথে,
 পারি এ জীবন দিতে, কিন্তু পারবনা ঘটায় দিতে, অবলার বৈধবা দশা।।
- ফুকর — বললে, পুত্র কন্যা হবে বলে বুঝলে দৈবজ্ঞের আলাপে :
 কথা মানি কিরূপে : বীর্য্যবান এজগতে, পারে পুত্র জন্মাতে,
 বৃদ্ধ হীনবীর্য্যে পুত্র দিতে, পারবেনা দৈবজ্ঞের বাপে।।
- ফুকর — বললে, হাত দেখে দৈবজ্ঞে বলে, জন্মিবে নন্দিনী নন্দন :
 এখন কংগ্রেসী শাসন : বেশী সন্তান হবে যার, ট্যাক্সে তার
 বাগ্ন উজ্জার, এখন দীন দরিদ্র রাজাপ্রজার, করা চাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ।।
- ফুকর — বললে, আমার জন্য দু'চার শত টাকা ব্যয় করতে পারো না :
 তোমার ভ্রাতৃ ধারণা : টাকা নেও রাশি রাশি, হও গিয়ে কাশী বাসী,
 তবু বার্ককো এনে ঘোড়শী, ফাঁসির রসিতে মরোনা।।
- ফুকর — তুমি টাকার জোরে বিয়ে করে, হয়তো এক তরুণী পাবে :
 সে কি তোমাতে চাবে : হবে না ভোগের তৃপ্তি, আয়ুর হল সমাপ্তি,
 হবে আজ বাদে কইল গঙ্গাপ্রাপ্তি, দেবের ভোগ ভূত প্রেতে থাকে।।

দুই বিবাহের কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিত্তান — প্রায়ই জীবের বিবেক শূন্য, কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য
 মনটা তার করেনা বিচার।
- পাড়ন — সমাজ শাসনে না শোনে কেহ আশ্ব নিবেদন,
 মাত্র দুই একজন, করে হাহাকার।।

- ফুকার — একজন ভদ্রলোকের দুইটি বিয়ে ঘটিল যৌবনের সময় : দেখায় অতিমাত্রায় পতিপ্রীতি রূপবতীদ্বয় : দুই বউ দুই দিকে রেখে, মাঝখানে বাবু থাকে, আজকাল টান পড়েছে ছোট্ট দিকে, বড়টির দিকে তত নয়।।
- মিল — পড়ে বড় বউ খুব নাটক নভেল ইতিহাস ভূগোল, ও তার মনে প্রকাণ্ড গণ্ডগোল, করিতেছে পতির সঙ্গে প্রেমালাপ।
- মুখ — তোমারতো দুই বিবাহ, যদি আমরা ঐরূপ করি কেহ, হবে নাকি পাপ।।
- ডাইনা — তুমি ছোট বউ জড়িয়ে ধরে, সারা রাত কত হয়ে রও ঘুমের ঘোরে, বোঝ কই আমার মনের ব্যথা, : আমি সালিস মানি বালিসেরে সেতো কয়না কথা, : আর দুই রমণী দুই পাশে, তুমি ঘুমাও সেই রসে, রাগে আমার মনে যে ভাব আসে, কণ্ড শুনি কিসে নাশে সে সন্তাপ।।
- খাদ — অবিচারে আমারে বলনা খারাপ।।
- ফুকার — এই যে মেয়ে পুরুষ বিধির সৃষ্টি দুই দেহে দুই শক্তি সঞ্চিত : কেবল পুরুষের স্বার্থপরতা গুণ বেশী কিঞ্চিৎ : আমি তো অর্ধাঙ্গিনী, এই তোমার বেদের বাণী, তোমার একার পক্ষে সুখের খনি, আমি কেন সে সুখে বঞ্চিত।।
- মিল — তুমি যতটুক যোগাতে পার দুই রমণীর মন, একজন নারী তাহা পারে কেমন, তুমি কি জান নারীর মনের মাপ।
- অন্তরা — সূক্ষ্ম বিচার করলে তোমার দুই বিবাহ খাটেনা। বোল আনা মন যে আমার আট আনাতে আটেনা।। বুঝব তোমার প্রেমের ওজন, সাজ তো একজনে দু'জন, না হয় শিখাও বাগের ভজন, বঁধন যেন কাটেনা। ছোট বধু মধু লোটে, আমি পড়ি শূন্য কোটে, বারুদ না থাকিলে ঘটে, হাওয়ায় বন্ধুক ফোটেনা।।
- পরচিতান — আমার না হইলে ছেলে মেয়ে, শেষে করলে আর এক বিয়ে, আপত্তি থাকত না আমার।
- পাড়ন — তুমি আত্মসুখে মত্ত হয়ে জ্ঞানবুদ্ধি হারা, সুখের ফোয়ারা, শুধু কি তোমার।
- ফুকার — যদি আমি করি দুই বিবাহ তার মধ্যে তুমি হও একজন : যদি অন্য জনে ধরে করি প্রেমে আলিঙ্গন : তোমারে পূর্বরাগে, রাগে রাখিলে পশ্চাদভাগে, তোমার মনের মধ্যে যে ভাব লাগে, আমারও লাগে ঠিক তেমন।।
- মিল — আমার অনুরোধে সাজ তৃতীয় পক্ষ, শেষে বিচার কর সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম, অকারণে করিওনা অভিশাপ।। (১৩৩১ সাল)

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে প্রথমা গৃহিণীর কথা, দুঃখে তার স্বামী ডেকে কয়।
- পাড়ন — ও তোর সব কাজে কর্তব্যশূন্য, জঘন্য আচার, তাহিতে পুনর্ব্বার করলেম পরিণয়।
- ফুকার — তোরে বিয়ে করে এনে ঘরে আমিতো মর্মে মরে রই : তুইতো সখের প্রেমময়ী : গৃহকাজ করতে আটক, হেজলীন পাউডারের চটক : পড়ে শুয়ে শুয়ে নভেল নাটক : তাতে মোর সংসার চলে কৈ?
- মিল — ও তুই একটা ছেলে দুটি মেয়ের হয়েছিস মাতা, তাদের লালন পালন নাই ক্ষমতা, দিনরাত্র মেলা মজলিসে ঘোরো।
- মুখ — ভোগ আর বিলাসে মত্ত, আমার সংসারের বিরাট দায়িত্ব বহিতে না পারো।
- ডাইনা — যখন ছোট গিন্নীর কাছে দেখিস, তুই নাকি কোল বালিস মধ্যস্থ রাখিস, তোর মনে ভীষণ গণ্ডগোল : তাই কামাফ্রোশে

ছিড়িস বসে কোলবালিশের খোল : ও তুই ভাসুর স্বপ্নের মানো না,
গৃহকর্ম জানোনা, যেমন কুড়ে গরু হাল টানোনা,
গোহালে খেল ভূমির দফা সারো।।

- খাদ — বৃথা কেন আজ আমায় অনুযোগ করো।।
- ফুকার — করে পুরুষে বহু বিবাহ, সেটাতো দোষের কিছু নয় : নারী কুলে বদ্ধ রয় :
এক পতি ভঞ্জে যিনি, সে সতীর শিরোমণি গুনি ছিলিসে হয় দ্বিচারিণী
পঞ্চ লিঙ্গেতে বেশ্যা কয়।।
- ফুকার — নাকি নারী পুরুষ সমান সমান, এ তোমার খামখেয়ালী মত :
পুরুষ হোক গিয়ে অসং : পতিকে রাখতে তুষ্ট, সতীর মন একনিষ্ঠ,
নইলে সাধ করে কি জগদীষ্ট, নারীর পায় দিয়েছেন দাসখত।।
- ফুকার — বললি, আমার মত দুই বিবাহ, করিতে চায় নাকি তোমার মন :
হবি সমাজে পতন : কামের কামনা বশে, তোমার মত নারীর দোষে,
হবে সীতা আর সাবিত্রীর দেশে, অসতী কুলটার আসন।।
- ফুকার — ভবে পুরুষ হলো পরশমণি, বহু বিবাহে যায় না মান, আছে শাস্ত্রীয়
প্রমাণ, দেখনা দ্বারকাপুরী, শ্রীকৃষ্ণ চক্রধারী, করলেন ষোল হাজার
অষ্ট নারী, তবু সে সর্ব শক্তিমান।।
- ফুকার — ও তুই আবার যদি করবি বিয়ে, তাহলে আমার কথা ধর : নূতন
বাবা জোগার কর : গোত্রান্তর করে তোরে, তোমার বাবায় দিল মোরে,
আবার মালা দিতে নূতন বরে, কোন বাবায় করবে গোত্রান্তর।।
- ফুকার — ও তুই স্বাধীন হয়ে করবি বিয়ে, কে তোরে দিল কুমন্ত্র :
নারী পুরুষের যন্ত্র : বাল্যে পিতার অধীনে, স্বামীর অধীন যৌবনে,
আবার বার্কাকো পুত্রের শাসনে, নারীর নাই কোন স্বাতন্ত্র্য।।

সুখ-দুঃখের কবি রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — এক জন চিন্তাশীলের হৃদয় মধ্যে, লেগে গেল তর্কযুদ্ধে,
অনৈক্য সুখ দুঃখ দুই ভাই।।
- পাড়া — আগে সুখ বলে ভাই দুঃখ রে তুই বড়ই নিকৃষ্ট, অতি পাপিষ্ঠ দুষ্ট,
আর আমি মিষ্ট সবার ঠাই।।
- ফুকার — দুঃখ কেউ তো ভালবাসে না রে, তবু তুই সবার ঘরে,
জোর করে ঢুকিস : এত অনাদরে, কিসের তরে, সংসারে থাকিস। হায়—
সুখেরে সবাই সেবে, তবুও পায় না জীব, যদি তোমার মত আমারে ভাবে, মরিতে সেই দিন খাব বিধ।।
- মিল — তখন দুঃখ হয়ে, মূর্তিমন্ত, হনুমন্তের প্রায়,
কত তত্ত্বপূর্ণ সত্য জানায়, ভাবিয়া দেখলে পরে দুঃখের জয়।
- মুখ — আমি কি সূক্ষ্ম দুঃখ, ও সুখ তুমি গৌণ আমি মুখ্য,
মুমুকু চক্ষুখ্যানে কয়।।
- ডাইনা — দেখ দুঃখে না পড়িলে পরে, কে কবে লাভ করেছে পরাংপরে,
আমি হই ধ্রুব মোক্ষদাতা : একটু স্বরণ কর ধ্রুব প্রহ্লাদ ভক্তবৃন্দের কথা :
আর সুখের মুখে দিয়ে ছাই, ভক্তেরা কয় দুঃখ চাই,
আমি সুখী মারি দুঃখী বাঁচাই, চরমে পরমেতে করাই লয়।
- খাদ — দুঃখী ভিন্ন সুখী কেউ প্রেমিক ভক্ত নয়।।

- ফুকার — নিজে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাস, করেছিল আমার সঙ্গ, বলে জয় রাধে;
ছেড়ে সুখের হাসি দিবানিশি, দুঃখেতে কাঁদে। হায়—
তুলসীদাস ব্যাস বশিষ্ঠ আমাকে কয় বিশিষ্ট,
এই যে যিশু খ্রীষ্ট এত মিষ্ট, সে কেবল আমার প্রসাদে।।
- মিল — আমি তোমারই আশ্রিত হলে, বিস্ত্রী হয়ে যাই,
ও যার সখা হয়ে একা দাঁড়াই, সে জীবের ত্যজিবে অনিত্যালয়।।
- অন্তরা — দেখ না বর্তমান, তার প্রমাণ, মহাছা গাঙ্গী ছিল আমার দাস।
যদি সুখী হইত, গৃহে রইত গো, করত না সারাজীবন কারাবাস।।
গাঙ্গীর দুঃখময় জীবন কি মিঠে, সুখময় হলে, তারে কে করত তালাস :
মরি হায় হায়রে, গাঙ্গীর জীবনীতে ভবিষ্যতে, সুমধুর করবে দেশের ইতিহাস।
কেবল আমার উপর স্বার্থপর সব, লম্পটে চটে,
তাদের ঘটে আত্মনাশ : মরি হায় হায়রে
দেখ আমার কুপায় রূপ সনাতন গো, শেষকালে বৃন্দাবনে করে বাস।।
- পরচিতান — ঠাকুর বিশ্বমঙ্গল আমার জন্য, প্রাপ্ত হয়ে বৃন্দারণ্য,
শেষ জীবন ধন্য হয়ে যায়।
- পাড়ন — আমি পাপীর ঘাড়ে চাপি যখন, তখন হয় সাধু,
পায় সে নাম প্রেমের মধু, সুখেতে শুধু পরমধন হারায়।।
- ফুকার — আমি দুঃখ হয়ে নির্মলি বীজ, জ্ঞানজলে ষড় সরসিজ, বিকশিত করাই :
এরূপ স-মল স্রোতস্বিনীর জলে আর কেউ পারে নাই।
সীতা যে পূণ্যশ্রোকা, আমি তার বৃকের খোকা,
হল শ্রীকৃষ্ণে লয় শ্রীরাধিকা, এই দুঃখে বঞ্চে দিয়ে ঠাই।।
- মিল — রাজা যুধিষ্ঠির আর শ্রীরাম আমার করেছে যতন—
তোমার ভক্ত রাবণ দুর্ব্যোধন, শেষকালে আমার কোলে আশ্রয় লয়।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — সভার সভা লোকে নব্যভাবে শুনিলেন দুঃখের পাঁচালী।
- পাড়ন — নাকি দুঃখের চেয়ে সুখ হয় তুচ্ছ, উচ্ছে রও দুখ,
ফুলিয়ে বুক, পুচ্ছ নাচালি।।
- ফুকার — বললি, সুখের চেয়ে দুঃখ শ্রেষ্ঠ, একথা করি না বিশ্বাস,
দুঃখে ঘটায় সর্বনাশ : পড়ে দুঃখের কবলে, কেউ প্রাণ দেয় অনলে,
আবার কেহ ভবে গঙ্গাজলে, কেউ মরে গলে দিয়ে ফাঁস।।
- মিল — যত যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী দুঃখের পরে,
থাকে কাম্য সুখের আশা করে, অন্তিমে লভিতে সুখের সোপান।
- মিল — শোন দুঃখ বলি তোরে, ও তোর মুখের মতো তর্ক হেরে, হলেম প্রিয়মান।
- ফুকার — বললি, ব্যাস বশিষ্ঠ যিশুখ্রীষ্ট, দুঃখ তোর যশোগীতি গায়,
সে ও সুখের প্রত্যাশায় : কাম্য সুখের অভাবে, অনিচ্ছায় দুঃখ সেবে,
ভাই রে, তোর আদর করে সেবে, দায় ঠেকে ঔষধ খাওয়ার প্রায়।।
- ফুকার — বললে, সুখ ভুলে মহাছা গাঙ্গী, ভোগ করে কারাবাসে দুখ :
সে চায় দেখতে সুখের মুখ : ভারতের দুঃখরাশি, ঘুচাতে গাঙ্গী আসি,
হয়ে দেশের দুঃখে কারাবাসী, লাভ করেন স্বাধীন স্বর্গসুখ।।
- ফুকার — বললে, বিশ্বমঙ্গল কৃষ্ণ পেল, হয়ে এই দুঃখের পক্ষপাত :

- তাতে সুখের যায় নি জ্ঞাত : অনিত্য সুখের আশে, বিশ্ব যায় ব্রজবাসে,
যখন নিত্য প্রেমে চিত্ত পশে, দুঃখেরে করে পদাঘাত।।
- ফুকার — বললি সীতা ছিল পুণ্যশ্রোকা, তুই ছিলি তার বৃকের খোকা,
পড়ে তুই কুপুত্রের কবলে : জনম দুবিনী সীতার সুখ নাই কপালে।
অন্তঃসত্তা ছিল সীতা, বিনা দোষে নির্বাসিতা,
আবার বনবাসে অপহৃত, শেষে প্রবেশ ঘটল পাতালে।।
- ফুকার — করে দুঃখের সঙ্গ শ্রীগৌরাসঙ্গ, একথা শুনেছিস কোথায় ;
তারে প্রেম সুখে মাতায় :
ঠেকে রাই প্রেম ফাঁদে, দুঃখে নয় সুখে কাঁদে,
নিয়ে সেই আদর্শ গৌরচাঁদে, প্রেমসুখে জগৎকে কাঁদায়।।

বাল্য বিধবার বিবাহ কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে, বাল্যকালে দিল বিয়ে, পোগণ্ডে হল বিধবা।
- পাড়ন — নিয়ে যতিধর্ম মাছ মাংসাদি করে না আহার,
মনের ব্যথা তার বুঝিবে কেবা।।
- ফুকার — পোড়া কালে ত আর চিনে না রে সধবা বিধবা নারী,
এল সেই দেহে যৌবনের জোয়ার, সাজিল কিশোরী।
অদম্য কামোৎসাহে, প্রকৃতি পুরুষ চাহে,
তা তো প্রকাশ্যে আর হবে না হে, সমাজ যে ঘোর অত্যাচারী।।
- মিল — ও তার মনাওনে চিতের মাঝে জ্বলিছে চিতা,
তখন সেই তাপে হয়ে তাপিতা, পিতাকে বলে সেই পোড়ারমুখী।
- মুখ — আমাকে বল বাবা, হয়ে কার দোষে বাল্যবিধবা, আমি এই নরকে থাকি।
- ডাইনা — আমায় লোকে কেন বলে রাঁড়ী, কেন বা খুলতে হল শঙ্খশাড়ী,
কেন নাই সিঁথির সিন্দুর টুক :
আমি এ জন্মে পাব না কেন সংসারের সার সুখ।
কও দেখি কি যাতনায়, বন্ধ ফেটে যেতে চায়,
এত নরকাগ্নি পবিত্রতায়, এই বিধান ঈশ্বরের সৃষ্টি নাকি।
- বাদ — আর এই নরকের ভোগ আমার কতকাল বাকী।।
- ফুকার — বাবা যখন আমার বিয়ে দিলে, বুঝি না বিয়ের কি দরকার ;
কেবল জাঁকজমকে ভুলাইলে দিয়ে অলংকার।
এই যৌবন না আসিতে, সুখের মূল বিনাশিতে,
হল যে বিবাহ তোমার মতে, সেই বিয়ে তোমার না আমার।।
- মিল — আমি এখন বিয়ের মর্ম বুঝি কর্মে ঠেকিয়ে,
যদি এখন আমায় না দাও বিয়ে, তবে তো আগের বিয়ে চালাকি।।
- অন্তরা — শুনি রামমোহন রায় এ ধারায় নিবারণ করেছে সতীদাহ।
করলে তারই মতের অনুসরণ গো, কি কারণ দেও না পুনর্বিবাহ।।
আমার মন সে সদায় সম্বোধনে পুরুষের সহ, করে নিত্য উৎসাহ।।
বাবা জ্ঞানে কি জানিতে পাও না গো, যৌবনের যাতনা কি দুঃসহ।।
- পরচিতান — হল তোমার মতে আমার বিয়ে, আমাকে আওনে দিয়ে,
কোন জ্ঞানে তুমি কর সুখ।
- পাড়ন — তুমি বাপ হয়ে প্রেমভঙ্গ পাপে, আমায় দিলে তাপ ;
করি অভিশাপ, আমার মা মরুক।।

- ফুকার — হল কাম কি প্রেমে আমার জন্ম, বাবা গো স্মরণ করা চাই,
তুমি বীজে জন্মালে কালে বিকাশ হল তাই।
অকৈতব কৈতব বিন্দু, হল গরলের সিদ্ধ,
তা ও দেখে না রে অন্ধ হিন্দু, জীলোকের বন্ধু কেহ নাই।।
- মিল — যদি বিধবা বিবাহ দিতে না পার কেহ,
তবে দিও না বাল্যবিবাহ, সবারে যতনে বলে রাখি।।
- ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার**
- চিতান — শুনে বিধবা দুহিতার কথা দুঃখে তার বৃদ্ধ পিতা কয়।
পাড়ন — আমার তিন কাল গেছে এক কাল আছে, সমাজ বন্ধনে,
পাপের ব্রন্দনে আমার লাগে ভয়।।
- ফুকার — জানি অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী, নববর্ষা চ রোহিণী,
বৈদিক ঋষিদের বাণী : বয়স হলে দশের উর্ধ্ব, কন্যাদান হয় না শুদ্ধ,
আমি সেই নিয়মে হয়ে বাধ্য, তোমাকে বিয়ে দেই মণি।।
- ফুকার — বাছা জন্ম মৃত্যু আর বিবাহ, এ সকল বিধাতার কৌশল,
মানুষ নিমিত্ত কেবল : বৈধবা যার কপালে, খণ্ডে না কোনকালে,
আবার মালা দিয়ে মড়ার গলে, সাবিত্রীর সিন্দুর হয় উজ্জ্বল।।
- মিল — আছি সমাজের শৃঙ্খলে আঁটা হিন্দুগণ সবাই,
যদি ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব চালাই, তা হলে সমাজ বন্ধন থাকে না।
- মুখ — সমাজের চক্ষু অন্ধ, ভবে বিধবার যে কপাল মন্দ, তা তো দেখে না।।
- ডাইনা — তুমি হয়েছে বাল্যবিধবা, তাই নাকি দোষী হল তোমার বাবা,
এ কথা বলা কি খাটে : জানি অদৃষ্টে লিখনং যন্ত অবশ্য ঘটে।
আর যৌবনে বিয়ের পতি, নেয় যদি মৃত্যুপতি,
তবে কে পুরায় সে পতির ক্ষতি, যুবতী মন বেঁধে কি থাকে না।
- খাদ — আরো একটি কথা শুনে মনে ভাবনা।।
- ফুকার — বললি, এই বিয়ে তোমার না আমার, কি কথা বললি তুই খুকী,
কর্তা হতে চাও নাকি : পিতৃবীজ মাতৃরজে, জন্ম পাও মহীমাঝে,
আমার বস্তুর কর্তা আমি নিজে, দেহে তোর স্বত্ব আছে কি।।
- ফুকার — আবার রাগ করে অভিশাপ দিলি, আজ নকি মরিতে তোর মায়,
তাতে তোর বা কি জুড়ায় : আজ যদি তোর মা মরে, কাল এক মা আসবে ঘরে,
শেষে সতাই মায়ের জীতায় পড়ে, নুন ছিটা পড়বে কাটা ঘায়।।
- ফুকার — তোরে কামে জন্ম দিলেম বলে, বাছা তুই হোস নে কামান্দ,
কাম প্রেম নিত্য সম্বন্ধ : আগে পায় কামের বৃত্তি, কামে হয় প্রেমোৎপত্তি,
যখন কাম কামনায় হয় নিবৃত্তি, জীবে পায় বিমলানন্দ।।
- ফুকার — বললে, কেন আমায় বলে রাঁড়ী, কেন বা খুলতে হল শঙ্খ শাড়ী,
কেন নাই সিঁথির সিন্দুরটুক : ও গো হিন্দু ধর্মের মর্ম মতে করতে হয় ঐটুক।
ভগ্ন হল লগ্ন যোগ, শাপগ্রস্ত কি পাপ সংযোগ,
দেখ পুত্র শোক আর স্বামী বিয়োগ, মানুষের পূর্ব জন্মের কর্মফল।।
- ফুকার — ও তুই হয়েছে বাল্যবিধবা যৌবনে সেই পতির অভাব : রেখে
পবিত্র স্বভাব : হবিষ্য নিরামিষে, খেয়ে ভজ পরমেশে, যাবি পরম
পদে পরে মিশে, হবে তোর পরমপতি লাভ।।

ফুকার — আমার তিনকাল গেছে এককাল আছে, আমায় আর কেন
জ্বালা দিস : যখন স্বাধীন হয়েছিস : নিয়ে যা বরণমালা, পাঁচ সিকায়
ঘুচবে জ্বালা, শুনি কালীঘাটে আছে খোলা, লাভ মেরীজ রেজেষ্ট্রী অফিস।।

বাল্য বিধবার বিবাহ কবি — ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — বুঝাও ব্যবহারে সামাজিকতা, মানুষ তা জানাঙ্ক লোকে।
পাড়ন — হায় হায় কথায় শুধু মনটা ভিজে চিড়া ভেজে কি,
বাহ্য পেলে কি, বাঘের ভয় থাকে।।
ফুকার — জানি জন্মমৃত্যু ঈশ্বর ইচ্ছায় মানুষের ইচ্ছাতে বিয়ে, : তুমি যার বিয়ে তার
ইচ্ছার কেন খবর না নিয়ে : ঠেকে যাও স্থূল বিচারে, শেষে কও তারে নারে,
তোমার সমাজে কি রাখতে পারে, যৌবনের জোয়ার থামায়ে।।
মিল — এই যে কালক্রমে প্রকৃতির খেলা ঈশ্বরের বিধান, করে মুখেরা তার বাধা
প্রদান, তাতে কত কি হল কার উপকার।।
মুখ — বাবাগো প্রতিমাসে, আমার এই দেহে প্রেম প্রতিমা সে, প্রকট হয় একবার।
ডাইনা — কত পতিহীনা যতী সতী, করে পুরুষের সঙ্গে রসরতি,
প্রায় নারীর ছেলে মেয়ে, : এই সব বিধবার উদরে সন্তান যে জন দেয় গড়ায়ে :
তাহার আদর্শ না মেনে, সমাজ চালায় শয়তানে, তাতে ভ্রূণহত্যা হয় কতখানে,
কও এসব মহাপাতক হবে কার।
খাদ — এই সমাজে বাবা গো থাকিও না আর।।
ফুকার — হায়রে, না ঠেকিলে বুঝেনা সে বিধবা জ্বলে কি জ্বালায়, এমন অত্যাচারী
কর্তার শাসন মানে কার কলায় : ক্ষুধায় প্রেম সুধা খেতে, দিলে না কোন
মতে, করে পদাঘাত সমাজের মাথো, কত জন বেশ্যা হয়ে যায়।।
মিল — কেহ গলায় ফাঁস দিয়ে মরে সমাজের ডরে, শেষে প্রতিনী হয়ে টিলা মারে,
এ প্রতিনী হিন্দু সামাজ্যের তৈয়ার।।
অন্তরা — করে সব বিধবার অত্যাচার, এ দেশের মাতকর ভট্টাচার্য্য।। মাংস মাছ না
দিয়ে, তেজ কমায়ে ভারতে উদ্ধার করল কোন কার্য্য।। নারীর অধিকারে
বঞ্চিত করল এমনি অনার্য, তাতে পেল ঐশ্বর্য্য : হ'ল সব অর্বাচীন, তেজবীর্য
হীন, তাহাতে কি আর আশ্চর্য্য।।
পরচিতান — দেখি বউ মরিলে প্রায় পুরুষে, পুনঃ বিয়ে করে বসে, কি জন্যে পারেনা নারী।
পাড়ন — শেষে সমাজের ভয় গোপনে হয় কত কি কর্ম, এ সব কোন ধর্ম, কুহিতে নারি।।
ফুকার — বাবা তুমি আমায় বিয়ে দিতে যদি খুব ভয় করে বল : তবে সামাজিক লোক
ডেকে হতাশন জ্বাল : সেই কুণ্ডের মধ্যে দিয়ে, আমাকে দাও পোড়ায়ে, আমার
জনম ডরে পোড়ার চেয়ে, একদিনে এক পোড়া ভাল। (ভাদ্র ১৩৪২ সাল)

বিধবা বিবাহের দাবীর কবি — ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — আমি কবিতে তারাসুন্দরী, তুমি হও মহাত্মা গান্ধী।
পাড়ন — তোমায় সমগ্র ভারতের কর্তা কয় লোকে, তোমার সম্মুখে, মুখ ঢেকে কান্দি।
ফুকার — আমরা অযতনে নির্যাতনে আছি সব বঙ্গ মহিলা, স্বভাব সরলা আর অবলা,
থাকতে মুখ কইতে নারি, চোখ থাকতে চাইতে নারি, আমরা চরণ থাকতে
চলতে নারি, সইতে হয় অসহ্য জ্বালা।।
মিল — যদি কেহ কোন অনায়া করি স্বামীর নিকটে, লঘু পাপে ওরু দণ্ড ঘটে, সঙ্কটে
কে করে আর কার নিস্তার।

- মুখ — মহারাজ মহামতি, কর বাংলার হিন্দু নারীর প্রতি, সুস্থ সুবিচার।।
- ডাইনা — ভবে স্ত্রী-পুরুষ বিধাতার, সৃষ্টি, ঈশ্বরের সবার উপর সমান দৃষ্টি,
রমণীর অষ্টগুণে রতি :
কেন তোমরা কর অন্যায় শাসন হিন্দু নারীর প্রতি : আর পুরুষেরা স্ত্রী ম'লে,
বিয়ে করে সকলে, বলো মেয়েলোক বিধবা হলে,
তোমরা কান বিয়া করতে দাও না আর।।
- বাদ — আর স্ত্রী হতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ হল কি প্রকার।।
- ফুকার — আমরা স্বামী মলে বিধবা হই, অলংকার পরি না কেহ,
কান্দি পতির কান্না প্রত্যাহ : স্ত্রী ম'লে পুরুষ লোকে, কে বা কি চিহ্ন রাখে,
দেখি কান্না ফেলে হাসিমুখে, দুদিন পর করে বিবাহ।।
- মিল — কত স্বামীর সনে স্ত্রীলোক মরে চিতার আগুনে, কিন্তু স্ত্রীলোক ম'লে কোন্‌খানে
পুরুষের সে ব্যবহার।।
- অন্তরা — স্ত্রীলোকের অনাচার দেখলে পর স্বামীতে দণ্ড করে ততক্ষণ।
স্বামীর অন্যায় বলতে নারে করতে নারে সুশাসন।।
পুরুষেরা ছলে বলে ভুলায় নারীর মন, করে সতীত্ব হরণ :
লম্বট পালায় চম্পট দিয়ে, দোষী কেন নারীগণ।।
- পরচিতান — দেখি পুরুষেরা বিয়ে করে, যে জনার মনে যত লয়।
- পাড়ন — হলে অপছন্দ ত্যাগ করে তারে, কেন নারীর প্রতি তেমনি রীতি নয়।।
- ফুকার — কত পুরুষ লোক বিদেশে গিয়ে, পেতে লয় নবপ্রেমের ফাঁদ : যেন
হাতে পায় আকাশের চাঁদ : রসিকের মূর্তি ধরে, মদ খায় আর
শুধু কীর্তি করে, ও তার ঘরের নারী কামসাগরে, দুঃখে দেয় জ্ঞানপাষণের বাঁধ।
- মিল — আনে বিদেশ থেকে কত লোকে গর্শ্ব বাধায়ে, ও তার
নারীকে দেয় বাড়ী গিয়ে, কি জনো পরের নরক অবলার।। (সন ১৩২৮ সাল)

বিধবা বিবাহের দাবীর কবি — ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — হায় হায় অবোধিনী নারী বলে, বাক্‌ছলে বুঝলে আমায়।
- পাড়ন — যাদের মুখে মধু কর্মে অসাধু, তাদের মুখের কথায় কয়দিন থাকা যায়।।
- ফুকার — কিসে নারী ছোট, পুরুষ বড় কও ওনি বিচার শুনে লই, এত্রে নত হয়ে কেন কই
হলে কুলিনের মেয়ে, যৌবনকাল যায়গো বয়ে, কেবল কুলগৌরবে হয় না বিয়ে
তোমরা তার বিচার কর কই।
- মিল — ওনি হিন্দু ধর্ম আর্ধ্য ধর্ম, কার্যে কু-প্রথা, কেবল পুরুষের স্বার্থপরতা,
স্বাধীনতা নাহি নারীর করে।।
- মুখ — যতসব পুরুষ জাতি, তোমরা পণ্ডিত হয়ে মুর্থ অতি জ্ঞানীর বিচারে।
- ডাইনা — হলে গরীব লোকের ভাল মেয়ে, মোয়ের বাপ টাকাপয়সা বেশী পেয়ে;
বিয়ে দেয় অচল ছেলের সাথে : ঘটে কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর সুন্দরীর
বরাতে : কর্মে পেয়ে মর্মে দাগ, কেহ করে জীবন ত্যাগ, ও সেই নারী হত্যা
পাতকের ভাগ, শেষে ঐ স্বার্থপরকে গ্রাস করে।।
- বাদ — আর জ্বালায় পড়ে কত স্ত্রী ঢোকে বাজারে।।
- ফুকার — কত হতমাণী পুরুষ আছে, ঘরের বৌ বাজারে বেচে, কেহ স্বহস্তে
খুন করতেছে : কতজন ভার্য্যা ত্যজে, বিধবাকে প্রেমে মজে, বল
হিন্দুদের সমাজের মাঝে, একাজের বিচার কই আছে।

- মিল — যদি পথে ঘাটে, একা হাটে কোন রমণী, করে পুরুষে তার
মানের হানি, দোষের ভাগ শেষে দাও অবলারে।।
- অন্তরা — মরি সব গরমে মরমে সরমে ঘোমটা নিয়ে কাল কাটিহি।
মাথার কাপড় ফেলে দিলে স্বামীর কুলে পড়ে ছাই।।
টাকা দিয়ে ছেলে কিনে বিয়ে দেয় বাপে, তবু স্বামীর বাড়ী যাই :
আবার বৌ পাঠায় না শশুরবাড়ী, কত অসুর সেবতে পাই।।
- পরচিতান — আমরা বাল্যকালে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন হই।
পাড়ন — থাকি বৃদ্ধাকালে পুত্রের অধীনে, তিনকালে স্বাধীনতা কই।।
- ফুকার — করে স্বী পুরুষে গুপ্ত প্রণয়, অবুঝা নারী ঠেকে পায়,
যদি গর্ভের লক্ষণ দেখা যায়, শূণ্যহত্যা না করিলে, মেয়ে কি
ছেলে হলে, তোমরা নারীকে দেও বৈষ্ণব কুলে,
পুরুষ কেন সমাজে স্থান পায়।।
- মিল — যদি জাতিধর্ম রাখতে চাও, দেও বিধবা বিয়ে, নৈলে
অধর্মের ফল প্রবল হয়ে, দিনে দিনে আগুন লাগবে সংসারে।।
(সন ১৩২৮ সাল)

শিবরাম পণ্ডিতের (পাতি শিয়াল) কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — হায় হায় শ্যামের আশে কুঞ্জে বসে, সঙ্গিনী সঙ্গে রসে রাই।
পাড়ন — নিশিগত হল তৃতীয় প্রহর, তবু রসিক নাগর, কুঞ্জে আসে নাই।।
- ফুকার — তখন মস্তুরিয়া শুরু পয়, সেই রাতে কি জানি কি চলে, অমনি শব্দ শুনে লুকা
প্রাণে ফুকা রাধা বলে : বৃন্দে তুই দেখলো সেখি, বন্ধু এই আসে নাকি, অমনি
কুঞ্জের দ্বারে দিল উঁকি, লম্পট এক পাতি শূণ্যালে।।
- মিল — তখন বিবাদের সাগরে উঠলো হাসির তরঙ্গ, অমনি রজ্জ্ব রহস্যে করে ব্যঙ্গ,
বৃন্দে কয় শ্রীরাদিকার বিদ্যমান।
- মুখ — রসিকা রাধিকালো, ও তোর বন্ধুর মতো বন্ধু গেলো, রাখলি না তার মান।
ডাইনা — কত কষ্ট করে অন্ধকারে, বন্ধুতো উদয় হলো কুঞ্জের দ্বারে, তুইতো করলিনা
অভ্যর্থনা : বন্ধু মনের দুখে বনে গলে, ফিরে আসে কি-না :
(বড়)গুণের বন্ধু নন্দলাল, মন্দ নয় সে চিরকাল, কিন্তু এই যে বন্ধু পাতিশিয়াল,
তার চেয়ে অনেক বিষয় গুণবান।
- খাদ — আর দুই এক গুণে শ্যাম বন্ধু, এই বন্ধুর সমান।।
- ফুকার — জানি চুরি বিদ্যায় শ্যামের চেয়ে এই বন্ধুর মান্য অতিশয় : কত ভাতের
হাড়ী পেড়ির ঠিলা নারকেলের তেল লয় কমফুল পাড়বার তরে, শ্যাম তেঁরে
কাঁধে করে, তেমনি শিবা বন্ধু শিবানীরে, কাঁধে লয় রস পাড়ার সময়।।
- মিল — বন্ধু শ্যামের মালা যাতী যুঁথী মল্লিকা গাঁদা, বন্ধু শিবর গলায় ঠিলার
কান্দা, মরি কি বিনা সুতের মালাখান।।
- অন্তরা — রাখে তোর বন্ধুর নাম শিবরাম, তার পাছে পণ্ডিত আছে উপাধি।
লোকে বুদ্ধির বলে পণ্ডিত বলে তেমনি ওর ক্ষমতাও ত্রৌপদী।।
গোপাল বন্ধু পথে মুতে রাগে রাগে দিবসের ভাগে, শিবা বন্ধু রাগ হলে তার,
পাক ঘরে হাগে : কেহ মুখ ভ্যাংচেয় যদি।। শিয়াল বন্ধুর হাতে, জপ হতে,
পারে তোর কাল-কুটীলা নন্দী।।
- পরচিতান — জানি শ্যাম বন্ধুয়ার বীশীর গানে, এই বনে রাগ করে কেউ কেউ।

- পাড়ন — তেমনি শিয়াল বন্ধুর গান শুনেলে পরে, করে পাড়া ভরে, কুকুরে যেউ যেউ।
 ফুকার — কেহ শ্যাম বন্ধুকে ধরতে গেলে দৌড়িয়া পলকে পলায়; কিন্তু এই বন্ধুকে
 ধরতে গেলে সমস্যায় ফেলায় : কুকুর সব ধৈর্যে আসে, বন্ধু যায় মুচকি
 হেসে, শেষে কস্তুরী ভৈরবের গ্যাসে, কুকুরের মাথা ঘুরে যায়।।
 মিল — জানি নিষ্ঠাম ভাবে সর্বজীবে প্রেমকরা চলে, তাতে নিন্দা নাইলো
 কোন কালে, রয়েছে সাধু শাস্ত্রে এই প্রমাণ।। (১১ই শ্রাবণ ১৩৩৭)

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, দুঃখেতে ইন্দুমুখী কয়।
 পাড়ন — ও তুই অন্ধকারে কুঞ্জের দ্বারে দেখে খেকশিয়াল,
 ভেবে নন্দলাল করলি অভিনয়।।
 ফুকার — বললি রাগ করে যায় শিয়াল বন্ধু, আমি তো করে আছি মান : বৃন্দে
 আমার কথা মান : তুই গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে, হাত বুলা উহার অঙ্গে, না হয়
 ধরে তাহার চারি ঠ্যাঙ্গে, বন্ধুরে আদর করে আন।।
 মিল — শেষে নয়ন জলে ধুয়ে দিয়ে শৃগালের চরণ, নিয়ে এক বিছানায়
 করণে শয়ন, তা নইলে রুষ্ট হবেন মনমোহন।
 মুখ — বৃন্দে আজ বলি তোরে, ও তুই অল্প জানে গোবিন্দে, বলিস কুবচন।।
 ডাইনা — আমার মোহন কৃষ্ণ যিনি, আজ আমার নিকুঞ্জেতে আসবেন তিনি,
 সেই আশায় আছি কুঞ্জমাঝে : তুচ্ছ খেকশিয়ালের সঙ্গে কি আর
 তাঁর তুলনা সাজে : যদি বৃন্দে আজ নিন্দা করে, বন্ধু কও শৃগালে, তবে
 খেকশিয়ালের গলা ধরে, তোরাকি করবি নাকি রাস খুলন।।
 ফুকার — বললি শিবানীরে কাঁধে করে রস খসায় শিবরাম নাগর : তবে
 আমার কথা ধর : রসময় শ্যাম অভাবে, আর কেন মরিস ভেবে,
 তোরে অষ্টরস খসায় দেবে, তুই গিয়া শিবর কাঁধে চড়।।
 ফুকার — যখন রসের পাগল শিয়াল বন্ধু রস খেতে এসেছে সাথে :
 তবে কাজ কি বিবাদে : বৃন্দা তুই তাড়াতাড়ি, নিয়ে যা তোদের বাড়ী,
 ও তোর টাটকা রসের আটকা হাঁড়ি, বন্ধুরে ঢাক না খুলে দে।।
 ফুকার — বললি শৃগালে পাক ঘরে হাগে, কেউ গেলে নিন্দা করিতে :
 শুনে ভয় লাগে চিতে : তুই যে আজ ছন্দে বন্দে, করালি শৃগালের নিন্দে,
 যদি রাগ করিয়ে ওলো বৃন্দে, হাগে তোর ভাতের হাড়িতে।।
 ফুকার — নাকি কস্তুরী আতরের গন্ধ শৃগালের পাছায় পেয়েছিস : তবে আমার
 কথা নিস : আতর কস্তুরীর গন্ধে, তুষ্ট হয় শ্রীগোবিন্দে,
 না হয় তুইও গিয়ে মহানন্দে, শৃগালের পাছায় চুমা দিস।।

গাঁজার কবি রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — একজন গাঁজাখোরের চালের বাতায়, গাঁজা পেয়ে ইন্দুরে খায়,
 দেখে যে গাঁজায় ভাল রস।
 পাড়ন — একদিন রাত্রে এসে কলকি ধরে মেরে টিন, হল সে হাতে গাঁজার নেশায় বশ।।
 ফুকার — নিত্য গাঁজা খোরের খাওয়ার পরে, অন্ধকারে কলকি ধরে, ইন্দুরে নিত্য গাঁজা
 খায় : একদিন গাঁজার নেশায় বিভোর হয়ে ইন্দুরণীর কাছে যায় : ডেকে কয়
 নিম্নীর প্রতি, কই আমার হৈমবতী, এখন আমি হলাম পশুপতি, তুই আমার
 কালী সঙ্গে আয়।।

- মিল — ইন্দুরণী তাই শুনতে পেয়ে গাঁজা কয় মন্দ,
অমনি ইন্দুর রূপী সদানন্দ, ইন্দুরণীতে দেয় গালি।।
- মুখ — গাঁজায় কয় মধুর গন্ধ, ও তুই কোন পছন্দে বললি মন্দ, মুখছুঁচো শালী।
- ডাইনা — আমার মনে মনে ছিল আশা, প্রাণ থাকতে ছাড়বো না তোর ভালবাসা,
আমিতো শিব হয়ে গিয়েছি : এখন তুই হলে পর আমার মত সেই আনন্দে
নাচি। আর আমি দিয়ে গাঁজায় টান, হয়ে আছি সটান টান, যদি এই বুকে
হবি অধিষ্ঠান, কথা মান গাঁজায় টান দিয়ে সাজ কালী।।
- খাদ — আর গাঁজা নিন্দা করে তুই দুকুল মজালি।।
- ফুকার — আলো; গাঁজা মন্দ হলে পরে, খাবে কেন যতন করে, দেবের দেব সদাশিব গোসাই,
গাঁজার নেশার বোঁকে কেমন ঠেকে কিসে বুঝবি তাই : তুই শালী কালী হতে,
পারলিনা কুবুদ্ধিতে, আমায় বিদায় দে আজ কলকী হাতে,
আমি আজ কৈলাসেতে যাই।।
- মিল — এখন আর কেন সম্বন্ধ আমার নাই লো তোর সাথে, আমি যাত্রা করলেম কৈলাসেতে,
তুই কিন্তু ছাইগাদায় পড়ে রলি।
- অন্তরা — দিয়ে আজ গাঁজায় টান, মজায় প্রাণ, সুন্দরী আমি তো আর আমি নাই। এখন
স্বর্গ মর্ত আমার হাতে, জগতকে আমি যাহা করি তাই।। আর যত্র জীব তত্র
শিব শাস্ত্রে শুনতে পাই, ও তাই ঘটেছেলো ভাই : কেবল গাঁজার নিন্দা করলি
বলে, আজ আমি তোর কপালে মুতে যাই।
- পরচিতান — হায় হায় যে না বুকে গাঁজার কলি, তারে কি আর মানুষ বলি,
কলিতে বৃথা জন্ম তার।
- পাড়ন — আমি গাঁজা খেয়ে মজা পেয়ে নাচিয়ে, পেলেম না-চেয়ে জন্ম মৃত্যু পার।।
- ফুকার — ছিলেম এত দিন গণেশের বাহন, আজ হলেম তার বাপ ত্রিলোচন, এখনতো
গণেশ আমার ছেলে : এখন দুর্গাদেবী ডাকবে আমায় প্রাণকান্ত বলে : দুর্গার
মস্তকে রব, দুই একদিন পূজা খাব; তোরে মাঝে মাঝে দেখতে পাব,
গণেশের দুই ঠ্যাংয়ের তলে।।
- মিল — আমি ববম্ বলে থাকব পড়ে, কালীর পা'র তলে, আমি আর আসব না ইন্দুর
কুলে, পূজাতে পাব সব মেড়াবলি।।

নকল বেশ্যার কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — সীতা ভদ্রলোকের সজ্জ মেয়ে, রামচন্দ্র রায় করলো বিয়ে, যৌবনে ত্রাগ করল তারে।
- পাড়ন — শেষে দায় ঠেকে সে বেশ্যা বেশে গিয়ে কোলকাতায়,
কষ্টে কাল কাটায়, সম্বাবহারে।।
- ফুকার — একদিন দৈবচক্রে ঘুরতে ঘুরতে শ্রীরাম বাবু স্মৃতি করতে, বেশ্যালয় গেল,
বড় আনন্দে ছিল : রাত্রি দুপুরের কালে, দু'য়ের পরিচয় হলে, সেখা নিজের
বোঁটি নিজের কোলে, দুঃখে মুখ শুকায়ে গেল।।
- মিল — তখন পোড়ামুখো পতির প্রতি সীতা দেবী কয়, জানি ভোগ বিনে নাই কর্মফল
ক্ষয়, আজ তো তাই হাতে হাতে ঘটেছে।
- মুখ — প্রাণনাথ প্রাণপতি, হায় হায় কার দোষে মোর এই দুর্গতি, মনে কি আছে।।
- ডাইনা — যে দিন বিদায় দিলে জন্মের মত, আমি ঐ চরণে ধরে কান্দলেম কত, তখন
তো আমি ছিলাম মন্দ : এখন বেশ্যা হলেম বলে আমায় করেছ পছন্দ : আর,
হারে পোড়া পুরুষ জাত, জ্ঞান নাই তোদের দিন কি রাত, তোরা গোপনে
করে কুপোকাত, প্রকাশো সাধু হও লোকের কাছে।

- খাদ — আর এই পাপে সোনার বাংলা নোনায় জারতেছে।।
- ফুকার — তোমার পূর্ববস্থা স্মরণ করে, দুঃখে আমার বুক বিদরে, সাক্ষী নাই কার কাছে বলি, দুঃখে দেই গালাগালি : এই বাংলার পুরুষ লোকে, নিজের বউ সতী রেখে, আবার নিজে পরের ঘরে ঢোকে, এই রকম প্রায় শালা শালী।।
- মিল — আমি সেই দলে যোগ দিতে পারলে হতেম না নটী, এবার এই রহস্যে চিনব খাঁটি, সং সতী বের করব বেছে বেছে।।
- অন্তরা — কুলজায় জাগাতে জগতে আজ হতে বলবো সবাই বেশ্যা হও। বাংলার পুরুষ যেমন তোমরা তেমন, প্রকাশ্যে উপপতির মন যোগাও।। আর আমরা থাকি যেমনি দশায় পুরুষ তেমনি নও, তাই তেমনি নিয়ে রও। রাতে ঘরে এনে দুই তিনটা স্ত্রী, শাস্ত্রীরা ঘুমের ঘরে উলটে শোও।।
- পরচিতান — যখন ছিলেম সতী কুলবতী মার খেয়েছি প্রতি রাত্রি, সদৃশ্যে দেখ নাই আমায়।
- পাড়ন — এখন বেশ্যা হয়ে সুদ সহ আসল পেয়েছি এই, তাইতে প্রণাম দেই, বেশ্যাবৃত্তির পায়।।
- ফুকার — তুমি নিন্দার ভাজন রাজা প্রজার, কলঙ্ক করলে অলঙ্কার, সেই লাজে এই দেশে এলেমঃ তবু তোমাকে পেলেমঃ মনের দুঃখ দূরে গেছে, তোমাকে পেয়ে কাছে, নাথ সত্য বল কেমন আছে, তোমার সেই বৌ খেদানো প্রেম।।
- মিল — তোমার পিতা মাতার চরণে দেই অসংখ্য প্রণাম, পেলেম কুলের সতী কুলটা নাম, কুলটা আজ কুলীনের মাথায় নাচে।।

নকল বেশ্যার কবি—২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শুনে আমার মুখে মিঠে কড়, জবাব দিলে লাইন ছাড়, অ কি আর পারবো সহিতে।
- পাড়ন — এখন কর্ম বুঝে চক্ষু বুজে নাকে দিয়ে খত, কর দণ্ডবৎ, ডণ্ড পিরাতে।।
- ফুকার — আমি নামে মাত্র হলেম নটী, মূল কর্মে রয়েছি খাঁটি, ভুলে পথ ভুলে হাঁটি নাই, : তুমি প্রমাণ পাবে তাই : এই সব বারাসনা, সাক্ষী এরা সর্বজন্য, করে ইহাদিগের দাসীপনা, খোরপোষ আর মাসিক বেতন পাই।।
- মিল — যখন এলে তুমি চিনলেম আমি দেখে তোমার মুখ, পেলেম বহুকাল পর বিলাসের সুখ, এই কথা সেইই জানে যে বিশ্বময়।।
- মুখ — সত্যমেব জয়তে, যদি বেদ সত্য হয় এই কলিতে, কারে করি ভয়।।
- ডাইনা — দেখি কুলবতী সতী যত, অনেকে উপপতির অনুগত, এ কথা প্রায় লোকেই জানে, : তবু কুলের বেড়ায় ঢেকে রাখে জ্ঞানাক্ষ কুলীনে : আর সত্যের ডানে মিথ্যায় বাস, সত্যের গর্ব সর্বনাশ, এবার মুক্ত কণ্ঠে করব প্রকাশ, এই সত্য যথা ধর্ম তথা জয়।।
- খাদ — আর আমার মত তুমি হও দিয়ে পদাশ্রয়।।
- ফুকার — যদি কাল তুমি চাও বাড়ী যেতে, আমায় নিতে হবে সাথে, না হয় এই শহরে থাকি, : কথা হোক পাকাপাকি : বহুকাল সাধন করে, সে ধন আজ পেলেম করে, কড় অঙ্কে কি ভুলিতে পারে, একবার খুলিলে আঁখি।।
- মিল — আছে কত শত নারী তোমার পিরাতে ঠেকা, কিন্তু আমার আছ তুমি একা, এ যৌবন তুমি ভিন্ন অন্যের নয়।।
- অন্তরা — জানে না অসতী যুবতী যৌবনে সতী থাকা কেমন দুখ। কড় চাইনা উপপতির প্রতি, তবু তো পাইনা নিজ পতির সুখ।। আমার কানতে কান্দিতে এ জনম যাক তাতে নাহি দুখ, যদি শেষে পাই এইটুক। আমার এই কামার প্রতিদান দিতে ভগবান, বিশ্ববাসীর ঘুম ভাঙ্গুক।।

- পরচিতান— এখন আর যে ক'দিন বেঁচে আছি, সুখের আশায় মিছামিছি,
এতক্ষণে বুঝলাম তোমার মন।
- পাড়ন — তোমার যা ইচ্ছা করিতে পার করি। বাক্য, কিন্তু কের না আমায় কহে যেমন ॥
- ফুকার — তোমায় জন্মের দেখা দেখে চক্ষে, দাসী চায় আজ শেষের ভিক্ষে, এই দুইখান
চরণ দেও মাথায় : এ প্রাণ জুড়ায় না কথায় : এই আমার শেষের বিলাস,
দেশে যাও দিয়ে খালাস, তুমি মরণের পর করো তালাস,
দেখ এই দাসী কোন জায়গায় ॥
- মিল — দেখলেম এখনও জাগিতে ভারত বহুদিন বাকী, আমি আর কত কাল কষ্টে থাকি,
মরি এই শিরে ধরে পদদ্বয় ॥

স্তনের কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শুনি অদিকস সব রসের প্রথম, সুসিকের কাছে উদ্ভ্রম, ইনি হন সব রসের খনি।
- পাড়ন — করিতে সেই রস আদায় মনে সদায় প্রবল পিপাসা, গুরু ভরসা, যা করেন তিনি ॥
- ফুকার — একদিন বিদ্যুৎ বৃন্দাবন সাজাল আনন্দে শ্রীনন্দের নন্দন, : শোভে নানা ফুলের
বন : সাধকের সিদ্ধি বিনে, সে দেশ পাবেনা ধ্যানে, তথা নিয়ে ব্রজ গোপীগণে,
পঞ্চরস করে আশ্বাদন ॥
- মিল — হল রসময় শ্রীকৃষ্ণের মনে নানা ভাবোদয়, একটা রসের কথা রস দিয়ে কয়,
মহাভাব আবেশে অঙ্গ অবশ।
- মুখ — কও শুনি গোপীগণে, এই যে ত্রিলোকে ত্রীলোকের স্তন, আছে কেন কেন রস।
- ডাইনা — কেন চর্মপিণ্ড দর্শন মাত্র, পুরুষের হরষিয়ে উঠে গাত্র, নেত্র ভ্রমরের মত
পড়ে : তখন ঢাকিলে কাপড়ের তলে, তলে তলে পোড়ে : পদ্ম নয়
সে পদ্মাকার, মধু নয় সে মধ্বাধার, আছে এই সাকারে কোন নিরাকার,
মন কেন দরশে মাগে পরশ।
- খাদ — আর ধীর লোকে ভাবে ওরে ক্ষীরভরা কলস।
- ফুকার — নারীর সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য বাড়ে, শরীরে যখন উঠে স্তন : হরে মুনিজন্যার মনঃ
হেমাদ্রীর বক্ষ জোড়া, জোড়া হেমগিরির চূড়া, যদি সেই যুবতী হয় গো বুড়া,
চূড়ায় হয় লাল কুমড়ার বিহন ॥
- মিল — ও যে চুষকের ন্যায় একটানে নেয় মন লৌহ টেনে, উহার মাদকতা ওণের
সনে, হার মানে মদ গাজা আফিং চরস ॥
- অস্তুরা — রমণীর বুকের পর সুখের ঘর, তার মধ্যে নব রসের ঢেউ খেলায়। স্তন যে
আদিত্যে হয় বদরিকা গো, পোগণে পেয়ারা হয় চেহারায় ॥ কত লালমোহন
ক্ষীরমোহন স্তন মনমোহন করে যায়, কারুর নোনা আতার প্রায় : ও যা
পাওয়া যায়না খাওয়া যায়না গো, তার পানে মন টানে কিসের দ্বারায় ॥
কত বাঙ্গী তরমুজ ক্ষীরই শসা নারী বিশেষের, স্তন হয় একরূপ এক দশায়।
কত কৃশাঙ্গিনীর বৃদ্ধকালে গো, তলে দুই দয়াকলা লকলকায় ॥
- পরচিতান— যদি বড়ই বুড়ী লাঠি নিয়ে, পথে হাঁটে বাঁকা হয়ে, স্তন দু'টি কোন তালে দোলে।
- পাড়ন — আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ঠিক আবুল চারিক ফাঁক, দুইখান মধুর চাক,
এক গাছের ডালে ॥
- ফুকার — শূনি আশ্চর্য্য দৃশ্যতে বহি রমণীর কুচমণ্ডলে, : ইহা কবিতা বলে,
যতই দূরে দাঁড়ায়ে, ততই বেশী পোড়ায়, যদি জোড়া সহিত
বুকে জড়ায়, আওনে শীতল জল ঢালে ॥

মিল — অতি নরমা নরম গরমা গরম পরমের করম, কেন চরমে ওর রস পড়ে কম,
কেন হয় মধুর চাকে কদুর বস।। (১৩৪১ সাল ভাদ্র মাস)

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

চিতান — আছে যত রস এই জগৎ জোড়া আদিরস সকল রসের সার।।
পাড়ন — আছে বীর করুণ রুদ্র বীভৎস মিলা অমিলা,
তাতে কৃষ্ণলীলা সর্ব সারাৎসার।।
ফুকার — এই যে রসিকশেখর কৃষ্ণ, আমরা তার চরণের দাসী :
কৃষ্ণ রূপ ভালবাসি : ওনিয়ে রসতত্ত্ব, জানিলেম কৃষ্ণসত্য,
শেষে দান করিলেম চিত্ত বিত্ত, গোপীগণ নিত্য ষোড়শী।।
মিল — ঐ যে শান্ত দাস্য সখা আরো বাৎসল্য মধুর : এই যে পঞ্চরস
আছে ব্রজপুর : এই রসে বাধ্য রয় কৃষ্ণ রাখা।
মুখ — সন্তান হয় নারীর গর্ভে, তাতে বিধাতা রেখেছে পূর্বে, প্রাণরক্ষার সুধা।।
ডাইনা — নারীর মধ্যেতে পঞ্চরস আছে, বাৎসল্য রসেতে সন্তানগণ বাঁচে,
দাস্য রস পায় সর্ব গুরুজন : আরো শান্তরসের বশে থাকে আত্মীয় স্বজন:
দাসীগণের দাস্যরস, মধুর রসে স্বামী বশ,
কেবল কামের রসকে ভাবে সরস, অসতী মালুয়া আরো মালজাদা।
ফুকার — নারীর আসিলে যৌবনের জোয়ার স্তন থাকে চূড়ার আকৃতি :
বিধির সৃষ্টির এই রীতি : পুরুষের গোপ আর দাড়ি,
নারীগণ পয়োধারী, নইলে কেমন করে চিন্তে পারি, কে পুরুষ কেবা প্রকৃতি।।
ফুকার — নারীর স্তনকে দেখে চূড়ার মতো মাতৃভাব যাহাদের নিকট :
ও যে অমৃতেরই ঘট : বালক কয় দুগ্ধ খাবে, প্রেমিক কয় সুধা পাবে,
কেবল কামজ্বালায় কামুকে ভাবে, ঠিক যেন বাপের চিতার মঠ।।
ফুকার — আছে চরিত্রজাতির রমণীর স্তন সকলকে চাল কুমড়া বলিস :
মোটের করলিনা উদ্ভিশ : চামড়া ঢিল বয়সে বুড়া, কিসে স্তন থাকবে ঝাড়া,
ও তো চালকুমড়া নয় কপালপোড়া, তোর বাবার শোবার কোল বলিশ।।
ফুকার — নারীর স্তন যেন শীতল জল ঢালে যত পুরুষের শরীরে :
ও সব কামুকের শরীরে: মেতে উঠলে অনঙ্গ, পুরুষ চায় নারীর সঙ্গ,
যেমন শীতল করতে গিয়ে অঙ্গ, আগুনে পতঙ্গ মরে।।
ফুকার — তুমি ফুটি বাঙ্গী আর শশা বল, কামুকে মনে ভাবে তাই :
ওসব নিঙ্কামেতে নাই : কামে হারায়ে দিশা, বাপকে কয় ঠাকুর পিসা,
তখন কেউ ভাবে ফুট বাঙ্গী শশা, কেউ ভাবে বৈতরণীর গাই।।

ল্যাংটা খ্যাপার কবি—১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান — একজন ল্যাংটা খ্যাপা একদিবসে, কলী মন্দিরে প্রবেশে, বিরসে দেয় না দণ্ডবৎ।
পাড়ন — তখন মাতৃযোনি ভেবে তার এক ভাব জাগলো,
খ্যাপা দেখতে লাগলো আসা যাওয়ার পথ।।
ফুকার — হায় হায় এমন সময় পুরোহিত কয় খ্যাপাগো খ্যাপার হল কি, কর কি
দেখা দেখি : হায় হায়, কেউ এলে মায়ের দর্শনে, নয়ন দেয় বদন পানে, মায়ের
উরুস্থয়ের মধ্যখানে, কোন জানে দিয়েছে আঁখি।।
মিল — তখন রাগে জ্বলে খ্যাপা বলে ঘুরায়ে আঁখি, এ যে অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখি,
এর মধ্যে উদয় হয় কি ব্রহ্মময়ী।

- মুখ — গড়েছো মায়ের মূর্তি, করলে মাটি দিয়ে মাটির কীর্তি, যোনিপীঠখান কই।
- ডাইনা — শিব যে পদতলে আছে পড়া, তার কেন লিঙ্গ অঙ্গ হয় নাই গড়া, এ মূর্তির ধ্যান কোন অজ্ঞান দিল, কভু বিপরীত রতিকালে কি বাঘছাল পরা ছিল; আর বন্ধজীবের ক্ষুদ্র জ্ঞান, শুদ্ধ হয় নাই কালীর ধ্যান, নৈলে যোনি লিঙ্গ গড়াও নাই ক্যান, তোমরা কি কামাতুর না স্বভাবজয়ী।
- খাদ — আর নষ্ট দেখি পৃষ্ঠদেশ তুট কিসে হই।।
- ফুকার — সাধক সাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠানে করিয়ে পঞ্চমধু পান, বশে আনে পঞ্চবাণ : যে ভাব ভবারাধ্য, জীব শিব যার ভাবে বাধ্য, তোমরা কোন জ্ঞানে করলে আবদ্ধ, অসাধ্য পদ্মফুল বাগান।।
- মিল — দেখ যাহার পূজায় লাগে না অঙ্গহীন উপহার, কেন অঙ্গহীন করেছ তাহার, ঠাকুর হে ষোল আনা কর সই।
- অন্তরা — যোনি আর লিঙ্গ মূল, সূক্ষ্ম স্থূল, দুটি ফুল কুটিল প্রেম সরোবর। উহার অনুকূলে সুখের আধার গো, প্রতিকূল পার হলে সে নরবর।।
জানি ঐ দুই জনে দিয়ে থাকে সবারে কবর,
থোয় না বামন কি শবর: মরি হায়রে,
ঐ দুই জয় করিলে ক্ষয় করে না গো, নরেরা মরলোকে হয় অমর।।
- পরচিতান — যদি দেখতে লজ্জা মাতৃযোনি, মাকে করে উলঙ্গিনী, কও শুনি গড়ালে কেন।
- পাড়ন — তোমরা কি পেয়েছ যোনি লিঙ্গের মাহাত্ম্য, আমায় কও সত্য তত্ত্বের কি জ্ঞান।
- ফুকার — আমি জনম ভরে পাই না খুঁজে ঐটুকুর মধ্যে কত রস, সরস হতেও সরস: হয়, সাধকের বাধলে দরকার, বোঝা যায় বেশী দরকার, কিসের ডাক্তার মোক্তার কবির সরকার, ওর কাছে কেউ পাবে না যশ।
- মিল — যদি জীবন্ত যায় শিবত্ব পায় কোন মানুষে, তবে উহার উপর যশ পাবে সে, আমি তার চরণধূলি মাথায় লই। (ভাদ্র ১৩৩৯)

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — তখন লেংটা ক্ষাপার বাক্য শুনে, দুঃখেতে বলে পুরোহিত।
- পাড়ন — যিনি আত্মসন্তুষ্ট পর্যন্ত অন্ত কে করে, দেখে অন্তরে, ভাবলে বিপরীত।।
- ফুকার — নাই তার মাথায় ঘোমটা, দেখে লেংটা, লজ্জা তোর হল অতিশয়, নাই তার লজ্জা মানের ভয় : কালকান্তা কালবারিণী, নরকাস্তকারিণী, ওয়ে নিত্য সৃষ্টি প্রসবিনী, বসন সে পরবে কোন সময়।।
- মিল — যারা মাটিকে অখাটি জ্ঞানে ভাবে পুতুল,
তাদের মূলের জায়গায় হয়েছে ভুল, অখণ্ড মণ্ডলাকার জানে না।
- মুখ — অটল ভক্ত হয় যে জন, দেখে মাটির মধ্যে খাঁটি তেমন, তুচ্ছ করে না।।
- ডাইনা — বললে, যোনিপীঠখান গড়াও নাই কেন, কেমনে শুদ্ধ হবে এই কালীর ধ্যান, জানি না স্বভাব তোর কেমন : কেন সর্ব অঙ্গে দৃষ্টি নাই তোর যোনির দিকে মন : যোনিগত মন যাহার, কাম কামনা উপহার, মায়ের পূর্ণমূর্তি দেখতে তাহার, এই মত শত জন্মে ঘটেনা।
- খাদ — অসংযমী লোকের হয় উল্টা ধারণা।।
- ফুকার — বললে, যে ফুল হয় শিবের আরাধ্য, তার কেন বদ্ধতা ঘটে,
জ্ঞান সে সাধুর নিকটে : কাম হয়ে রক্তগত, অন্তর তোর রাত্রির মত, হয় নাই নিষ্কাম প্রেমসূর্য উদিত, পদ্ম কি আন্ধারে ফোটে।।

ফুকার — বললে, ডাক্তার মোস্তার কবির সরকার ওর কাছে যশ পাবে না কি,
ও তোর বুঝবার রয় বাকী : যে ডাঙে বিধির সৃষ্টি, বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠী,
হল যার রস খেয়ে শরীর পুষ্টি, তার কাছে যশের আছে কি?

কব্ব মুনির (ছুৎমার্গের) কবি—১নং নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — একদিন নিত্যময় শ্রীবৃন্দাবনে, রাজা নন্দের ভবনে,
আসিলেন কব্ব তপোধন।

পাড়ন — মুনি ক'রে ব্রত একাদশী উপবাসী রয়,
এলেন নন্দালয়, পারণার কারণ।।

ফুকার — তখন নন্দরাণী সহতনে, পাদ্যার্থ আসন এনে, আদরে মুনিরে বসায়,
অমনি করতে রক্তন মুনির নন্দন, আনন্দে রক্তনশালে যায়।
হায় হায় মরি হায়— মুনি রাঁধিয়ে ওদন, যখন করে নিবেদন,
অমনি নন্দ নন্দন মধুসূদন, মুনির সেই রান্না অন্ন খায়।।

মিল — তাইতে কব্ব মুনির অন্ন মরে গোয়ালার ছুঁতে,
মুনি ভোজন করেন না কিছুতে, তাই দেখে উপানন্দ ডেকে শুধায়।

মুখ — বল হে মুনি ঠাকুর, জীবের ছুঁতস্পর্শ না হলে দূর, ব্রহ্মত্ব কি পায়।।

ডাইনা — দেখি চাউল জল অগ্নি মিলনে, রক্তনে অন্ন হয় তা সবে জানে,
চাউল নাকি লক্ষ্মী স্বরূপিনী :
আবার জল নারায়ণ অগ্নি ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণের এই বাণী।
ও সে ব্রহ্ম লক্ষ্মী নারায়ণ, এ তিনের তো নাই মরণ,
তবে ভিন্ন জাতির ছোঁয়ার কারণ, কেন সে অন্নব্রহ্মের জাতি যায়।

খাদ — অশুচিও শুচি হয়, মহতের কৃপায়।।

ফুকার — শুনি ব্রাহ্মণে গায়ত্রী পড়ে, পবিত্র স্বভাব ধরে, সবারে করবে পরিব্রাণ,
যত অশুচিরে শুচি করে, আদরে বক্ষে দিবে স্থান। হায় হায় মরি হায়,
ঘোর পাপী হলে পরে, গঙ্গায় পাপ ফালন করে,
যদি গঙ্গা পালায় পাপীর ডরে, সে গঙ্গা পাতকুয়ার সমান।।

মিল — শুনি ব্রহ্মতেজে ব্রহ্মাণ্ডিতে এ বিশ্ব পোড়ে,
যদি ছুৎমার্গ পোড়াতে নারে, সে আগুন আলোয়ার আগুনের প্রায়।।

অন্তরা — ঠাকুর ব্রহ্মকুলে জন্ম নিয়ে জান না বেদের ভারতী।
জানি সর্বভূতেষু চাখ্যানং, হায় গো ততোনবি চিকিৎসতি।।
সমস্ত মানবের মাঝে, ঈশ্বরের সত্তা বিরাজে,
যে জনে সে তত্ত্ব বোঝে, সেই মহামতি।

যদি সর্বব্রহ্মমিদং জগৎ, তবে কেন কর জাতি জাতি।।

পরচিতান— দেখি বর্তমান ব্রাহ্মণের কীর্তি, ত্রিবিধ ফুৎকার বৃষ্টি,
জীবিকা অর্জনের পসার।

পাড়ন — শিষ্যের কর্ণে ফুৎকার গুরুগিরি, শব্দে ফুঁ যাজক,
চুলায় ফুঁ পাচক, ত্রিধা বৃষ্টি সার।।

ফুকার — আছে তোমাদের এক কমনিষ্ঠ, দেব-দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, করিতে তোমরা মূর্ত্তমান;
তোমরা নিজে হয়ে জন্ম অন্ধ, দেবতারে করো চক্ষুদান।
হায় হায় মরি হায়, মরা জল মরা ভাতে, পার না জীবন দিতে,
কেবল চাল কলা ঠকায়ে নিতে, মিথ্যা এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভান।।

ঐ — জবাব নারায়ণচন্দ্র বাল্য

- চিতান — তখন উপানদের বাক্য শুনে, রাগে কণ্ঠ মুনি কয়।
 পাড়ন — জানি গুণকর্মে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, পূর্ণ সদাচার,
 তাহিতে অধিকার চার বেদের উপর।।
- ফুকর — বললে, ভিন্ন জাতির ছোঁয়ার কারণ কেন যায় অন্ন ব্রহ্মের প্রাণ,
 যারা ব্রাহ্মণের সন্তান : সান্ত্বিক গুণসম্পন্ন, চার বেদের অগ্রগণ্য,
 খেলে তামসপ্রধান জাতির অন্ন, থাকে না সন্তুগুণের মান।।
- মিল — তুমি বিদ্যাশূন্য বুদ্ধিশূন্য জাতিতে গোয়াল,
 থাক গোহালে চিরকাল, তোমায় আর বেশী কথা বলব কি।
- মুখ — বলব কি উপানন্দ, বেদের মূল না জেনে করে দ্বন্দ্ব, দেও মাথা ঝাঁকি।।
- ডাইনা — জানি চাউল জল অগ্নির মিলনে, অন্ন হয় তা সবাই জানে,
 এই অন্ন ব্রহ্মস্বরূপিনী : তুমি কয়দিন হতে হলে বাছা এত ব্রহ্মজ্ঞানী।
 চন্দনে আর বিষ্ঠাতে, ব্রহ্ম আছে সব তাতে,
 তবে ভাত ব্রহ্ম পারবে না খেতে, দুই এক দিন বিষ্ঠা ব্রহ্ম খাও দেখি।
- খাদ — এসব নয় তো জল মিশানো দুধের চালাকি।।
- ফুকর — বললে, অশুচিরে শুচি করে ব্রাহ্মণে বন্ধে দিবে স্থান ;
 এ যে পাত্রে ব্যবধান : ঘট গড়ায় কুস্তকারে, একটা রয় পূজার ঘরে,
 থাকে আর একটা পায়খানার ঘারে, দুই ঘট কি হবে এক সমান।।
- ফুকর — যদি গঙ্গা পালায় পানীর ডরে, সে নাকি পাতকুয়ার সমান,
 তবু ক্ষেত্র ব্যবধান : গঙ্গা রয় সব সলিলে, একথা সবাই বলে,
 তবু খানা ডোবা কুয়ার জলে, কোন দিন হয় না গঙ্গাগ্নান।।
- ফুকর — বললে, সমস্ত মানুষের মাঝে, ঈশ্বরের সত্তা বর্তমান,
 তবু গুণে ব্যবধান : কেহ বা গরু ছোলে, কেহ বা দাড়ি ছাড়ে,
 যে জন পূজা করে পৈতা গলে, তিনজন কি হবে এক সমান।
- ফুকর — বললে, চাল কলা ঠকায়ে নিতে, করে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভাব,
 তোমার ভাল নয় স্বভাব : ব্রাহ্মণে মত্ত পড়ে, কুশ বানায় কুশা ছিড়ে,
 যারা লক্ষ্মী জন্মায় যজ্ঞ করে, তাদের কি চাল কলার অভাব।।

ঐ — জবাবের প্রতি জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — অদ্য কণ্ঠ মুনির জবাব শুনে সভাতে শান্তি পেলেম বেশ।
- পাড়ন — কেবল হজুগে বাহবা নিলে হয় না কবিত্ব—
 আগে মূল তত্ত্ব করতে হয় নির্দেশ।
- ফুকর — বললে, গরু ছোলে পৈতা গলে, দুই জাত কি পাবে তুল্যমান,
 তুমি নিতান্ত অজ্ঞান : রুইদাস গরু ছোলে, কৃষ্ণ তার চামের তলে,
 তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ মিলে, হয় কি সে চামারের সমান।।
- ফুকর — বললে, তামসপ্রধান জাতির অগ্নে, ব্রাহ্মণের জাত থাকে কোথা,
 তোমার নাই পবিত্রতা : পরশে পরশ করে, লোহারে সোনা করে,
 যদি পরশকেই জং-এ ধরে, সেটা কি পরশ না পুতা।।
- মিল — ঠাকুর এ সংসারে মানুষ জাতি, কেহ ঘৃণ্য নয়,
 যদি গুণ কর্মে উন্নত হয়, জঘন্য জাতও হয় বর্ণশ্রেষ্ঠ।
- মুখ — বলব কি কণ্ঠমুনি, তুমি মুনি না মালটানা মূণী, কও শুনি স্পষ্ট।।

- ডাইনা — আমার বিষ্ঠা ব্রহ্ম খেতে বল, তোমার উজ্জিষ্ট হতে বিষ্ঠাও ভাল,
তার কারণ তুমি অনাচারী :
ঠাকুর তোমার চেয়ে শুদ্ধাচারী, ওহক আর শবরী।
যারা মানুষকে ভাবে ঘৃণ্য, জাত্যাভিমান আচ্ছন্ন,
এমন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের অন্ন, শুকরের বিষ্ঠা হতেও নিকৃষ্ট।
- খাদ — আর এক কথা শুনে আজ, মনে হয় কষ্ট।।
- ফুকর — বললে, কুশা ছেঁড়ে কুশী গড়ে, বাস্মীকির তপোবল দেখাও ;
তুমি তেমন যদি হও : গোয়ালার ছোঁয়া ভাতে, পার না জীবন দিতে,
বুঝি তুল্য দিয়ে চাঁদের সাথে, জোনাকী পাছটা নাচাও।।
- ফুকর — নাকি লক্ষ্মীকে জন্মাতে পারে, দেখালে ব্রাহ্মণের বড়ই,
তাতে তোমার কি রে ভাই : তাঁরা সব শুদ্ধাচারী, তার সনে তোমার আড়ি,
যেমন মামায় করে চৌকিদারী, আমি কি ফৌজদারী ডরাই।।
- ফুকর — বললে, তামসপ্রধান জাতির অঙ্গে, ব্রাহ্মণের হয় মানের হানি,
তুমি এত সম্মানী : গোয়ালার তো জাত ভাল না, ভিখ মাগো কেন বল না,
ওদের চাউলে ত দোষ হল না, ভাত হলোই জাতের ফুটানি।।
- ফুকর — নাকি অস্পৃশ্য হয় গোয়াল জাতি, তাই নাকি হয়ে অসন্তোষ;
তাদের জাতির প্রতি রোষ : গোয়ালে ছুঁইয়া দিলে, জাত মরে ভাতের কালে,
ওদের দই ক্ষীর তো ভালই চলে, এটুকুই চেমনা বামনের দোষ।।

কল্পমুনির কবি—২নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তোমার পরিচয় পেলেম সংক্ষিপ্ত, নীচতার মসিলিপ্ত,
তোমাদের অঙ্গে মহাপাপ।
- পাড়া — যেন কতজন্মের বর্ষবরতায় রয়েছে ঘিরে,
ভারত সাগরে ধুইলে হয় না সাফ।।
- ফুকর — ছিল শম দম তপ শৌচ, ক্ষান্তিরাজ্যমেবচ, ইত্যাদি ব্রাহ্মণের আচার :
এখন ভুলে সে সব ব্রহ্মতত্ত্ব শিখেছ চৌর্য্য বৃত্তি সার :
হায় ২ মরি হায়, নাই তিলক যজ্ঞসূত্র, কুশাসন সুপবিত্র,
তোমরা লোভের মূর্তি ত্রোদধের চিত্র, কামনদীর কুর্খ অবতার।।
- মিল — কেহ গুরুরূপে ঘরে ঘরে শিষ্যের ভবনে, নিজের শ্রীচরণ তরণী দানে,
মানবের ভব সমুদ্র করেন পার।
- মুখ — দেখে গোপ্পদের বারি, গৌসাই নিজে খোঁজেন পারের তরী,
জানেন না সাঁতার।
- ডাইনা — দিয়ে ফাটা শ্রীচরণের ধূলি, কেহ বা বৈকুণ্ঠের দরজাখুলি,
শিষ্যকে পাঠায় মুক্তি পথে, :
গৌসাই নিজে ভোগেন পিতৃশূল আর যকৃতে আমবাতে, :
যিনি সারতে নারেন নিজের রোগ, শিষ্যের ঘৃণায় কর্মভোগ,
এ সবপেট পূজার সুবর্ণ সুযোগ, অন্ধ হয় সিদ্ধপারের কর্ণধার।
- খাদ — বোবা হলে তত্ত্বধার মন্ত্র পড়া ভার।।
- ফুকর — এখন নামে যারা হয় পুরোহিত, যজ্ঞমানের পুরা অহিত, তারাই খোঁজে সর্বদাই :
করতে দেব দরবারে জবানবন্দী যজ্ঞমানের জবান শুদ্ধি নাই :
হায় ২ মরি হায়, নিকর্য্যক আবাড়ের কোকিল, পুরোহিত হয়ে উকিল,
করেন মুক্তি মামলার আর্জি দাখিল, মন মত কোর্ট ফি দেওয়া চাই।।

- মিল — ছিল যা ব্রাহ্মণের ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান তেজস্বিতা :
এখন ভোগ তৃষ্ণা স্বার্থপরতা, মূর্থতা তাদের অঙ্গের অলংকার।।
- অন্তরা — কারো মরা বাবার শ্রাদ্ধের দিনে, ব্রাহ্মণের চৌদ্দগুণ দাবী।
লাগবে জুতা লাঠি ছাতি পাটি, আরও রূপার বাস সোনার চাবি।।
না করিলে বৈতরণী, পার হতে সে বৈতরণী,
নাইকো মাঝি নাই তরণী, কিসে পার হবি।
গরুর লেজ ধরে লাগবে পার হওয়া, দেওয়া লাগবে দুটো দোহা গাভী।।
- পরচিতান— কেহ অশ্রোষা আর মথার দৃষ্টি, ঘুচাতে ধরেন লিষ্টি,
করো যাগ যজ্ঞের আয়োজন।
- পাড়ন — এই সব ব্রহ্ম অশ্রু অশ্রু বস্ত্রের সমস্যার দিনে, করে ব্রাহ্মণে সুখে কাল যাপন।।
- ফুকার — কেহ ভগবানের দালাল হয়ে বিনা মূলধনে গিয়ে, খুলেছেন যাজনিক পসারঃ
আবার কেউ বা ঘটক কেউবা পাঠক, প্রভুপাদ গৌসাই অবতার :
হায় ২ মরি হায়, তিলক মাখায়ে রঙ্গে, ট্রেড মার্কা দিয়ে অঙ্গে,
ব্রজের পরকীয়া প্রেমপ্রসঙ্গে, শিক্ষা দেন স্বকাম ব্যাভিচার।।

জল-কুস্তুর কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — গৌসাই নরোত্তমের ভক্তিকাব্য, শুনিবেন সভায় সভা,
যত সব নব্য মনীষী।
- পাড়ন — মুচীর অশুচি পরশে একদিন জলকুস্ত মরে,
অমনি জলের উপরে, ঘুণায় রাগ করে, বলে কলসী।।
- ফুকার — তখন কলসী হয়ে অসদৃষ্ট, জলকে কয় তুই কি দুষ্ট পাপিষ্ঠ কম জাত,
নইলে আমার মতো কাহারও এত, উন্নত বরাত। হায়—
আমি এই কলসী বেশে, পূজা পাই দেশে দেশে,
তোরে আশ্রয় দিয়ে ভালবেসে, তোর দোষে আমার গেল জাত।।
- মিল — তখন কলসীর বাক্য করে লক্ষ্য, দুঃখে বলে জল,
ও তোর মূর্খের মতো বাক্য সকল, তোর সনে তর্ক করে স্বার্থ কি।
- মুখ — কলসী তুই কিসে বেশী, ভাবে তুই দোষী না আমি দোষী,
ভেবে দেখ দেখি।।
- ডাইনা — তোরা কলসী গ্লাস হুঁকা পণ্ডিতে, আমাকে আবদ্ধ করে গণ্ডিতে,
সমাজে করলি কলুষিত : নইলে নদীর জলে দধির জলে আমার মান্য কতঃ
আমি গাঙে ছিলাম গঙ্গাজল, সঙ্গদোষে হই নাকাল,
নইলে অজ্ঞানান্ধ হিন্দুসকল, সচল জল অচল করতে পারত কি।
- খাদ — জীবন স্বরূপ জীবনের জীবন মরে কি।।
- ফুকার — যখন সাগর বক্ষে অসীম ছিলাম, সসীম জীব প্রণাম সেলাম, কত করতৈ পায় :
গঙ্গে সদ্য পাতকসংহন্ত্রী, এই বলে মন্ত্রগীতি গায়। হায়—
ভাঙ তোর ভণ্ডামিতে, জলের হয় দণ্ড পেতে,
আমায় মুক্তি দে তোর গণ্ডী হতে, উঠিগে পণ্ডিতের মাথায়।।
- মিল — যখন উষ্ণ হয়ে গ্রীষ্ম এসে এ বিশ্ব পোড়ায়,
সবার পোড়ার জ্বালা জলে জুড়ায়, হোক না সে পুণ্যাত্মা কি পাতকী।।
- অন্তরা — মাটি তোর খাঁটি জন্ম হ'ল এই জলের মলে।
তাইতে তোয়ং উৎপাদ্যতে মহী, চিরদিন রইস এই জলের তলে।।

অধুর বলে পূর্ণ কুন্তু মানা পাও বটে, অধু শূন্য হলে কুন্তু দস্ত যায় ছুটে,
দেখলে অযাত্রা ঘটেঃ মরি হয় রে—

ও তুই জলটানা মালটানা মুটে,—তোর কি আর বড়াই খাটে ভুতলে।।

পরচিতান— ভবে জল মরে না ভাও মরে, না বুঝে অবিচারে,
আমার দোষ ধরে নাস্তিকে।

পাড়ন — আমি মর অমর ভূচর খেচর সবাকে বাঁচাই,
করে আমার গুণ যাচাই, নিজে শিব গোসাই রাখেন মস্তকে।।

ফুকার — দেখি কলসী তুই ভ্রান্ত সান্ত, জলের গতি অনন্ত, অন্ত পাওয়া ভার :
আমার জাতি অন্ত করতে নারে, ডোম হাড়ি চামার। হয়—
চল অচল বক্ষে ধরি, পাপীর পাপ ফালন করি,
এখন সান্তের দায় অনন্ত মরি, ভ্রান্তের এই সিদ্ধান্ত বিচার।।

ঐ — জবাব নারায়ণচন্দ্র বালা

চিতান — জলের বাক্য করে লক্ষ্য, কুন্তু কয় জলের বিদ্যমান।

পাড়ন — ও তোর বিশ্বের মত কথাগুলি নয় না শরীরে—
মানীর বিচারে, আমার বেশী মান।।

ফুকার — যখন পাত্রছাড়া রও না বারি, জল ছাড়া পাত্রের আদর কই,
আগে জলের কথাই কইঃ অথও থাক বড়, সংস্পর্শ দোষে মর,
যখন পাত্র ছাড়া রইতে নার, তার বেশী মান্য পাবা কই।।

মিল — তবে পাত্রদোষে গেল জাতি কেমনে বলিস,
যখন পাত্র ভিন্ন রইতে নারিস, দিয়েছিস স্বাধীনতা বিসর্জন।

মুখ — হয়ে পরের পরাধীন, বলিস কোন আক্ষেপে আমি কুলীন,
বে-আক্ষেপের মতন।।

ডাইনা — আমি বলতে পারি দস্ত করে, আমারে গড়ায়েছে কুন্তুকারে,
তখন ত ছিলাম আমি ভাল :
বারি তুই আমার ভিতরে এসে, আমার জাতি গেল।
মেথর বেটার ছোঁয়া জল, কোন গুণে তুই হবি চল,
ও তোর সঙ্গদোষে এই প্রতিফল, আমিও তোরাই মতো পরাধীন।

খাদ — তোর কথাতে যেন মোর মন করে ঘিন ঘিন।।

ফুকার — আমি জন্ম নিলেম মাটি হতে, আগে রই কুন্তুকার বাসে,
কোন জাতির পরশে : হয় না মোর মানের হানি, যত্নে লয় সবে কিনি,
বারি তোরে যখন মধ্যে আনি, মারা যাই সংসর্গ দোষে।।

ফুকার — বললে, মুক্তি দে তোর গণ্ডি হতে, গণ্ডির পর কেন এত রোষ,
যখন পাতকুয়াতে রোস্ : পোড়া ইট কুয়ায় ঘেরা, তাতে জল যাস্নে মারা,
বেটা আমিও তো পোড়া চাঁড়া, বল দেখি আমার কিসের দোষ।।

ফুকার — বললে, জল দিয়ে পাড়িয়ে মোরে, পোড়িয়ে গড়ে কুন্তুকারে,
তাতে দুঃখ নাই আমার : অধৈর্য হই না দুঃখে, তাহিতো তার উপলক্ষে,
থাকি সুন্দরী রমণীর কক্ষে, আমার ন্যায় সুখের কপাল কার।।

ফুকার — নাকি অধুশূন্য কুন্তু হলে অযাত্রায় ঘটে দুর্গতি,
তুই তো অজ্ঞানী অতি : মিছে কইস যাত্রা যাত্রা, জানিস না যাত্রার মাত্রা,
যেদিন শেষের দিনের ক্রেশের যাত্রা, আমি হই সে যাত্রার সান্নিধ্য।।

- ফুকার — বললে, আমি থাকি শিবের শিরে, পেয়েছি সঙ্গ গুণে মান ;
সব জল হয় না এক সমান ;
মূত্রের জল আর নয়ন জল, সেও জল এও তো জল,
করে নয়নজলে সাধন সফল, মূত্রের জল ছুইলে করে হান।।
- সৃষ্টি রহস্যের কবি নকুলেশ্বর সরকার**
- চিতান — আমি কাব্য ছন্দে নারদ মুনি, তুমি দেব পদ্মযোনি, আজ
একটু করব রসালাপ।
- পাড়ন — আমি সৃষ্টি কার্যে হই নাই ব্রতী তোমার আদেশে,
আমায় সেই দোষে দিলে অভিশাপ।।
- ফুকার — তুমি সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি, জীব সৃষ্টির রহস্য বলো :
শুনতে বাসনা হল : হায়, সৃষ্টির এক বৈষম্যতা, দেখতে পাই যথাতথ্য,
কারো গৌর বর্ণ পিতা মাতা, তার সন্তান কেন হয় কালো।।
- মিল — দেখি দক্ষিণ চরণ আগে বাড়ায় পুরুষ জাতি,
কেন নারী জাতির বামাগতি, বাম চরণ আগে চলে কোন দোষে।
- মুখ — স্বগুণে প্রজাপতি, তোমার সৃষ্টি কার্যের রীতিনীতি কও আমার পাশে।।
- ডাইনা — তুমি গড়ায়ে পুরুষ প্রকৃতি, পার্থক্য করে দিয়েছ আকৃতি,
স্ত্রী পুরুষ দেখলেই যায় চেনা : বলো মৃত্যুর পরে কেন
তাদের বৈষম্য ঘোচেনা : স্ত্রী পুরুষের মরণ হয়,
শবদেহ গঙ্গায় ভাসায়, কেন পুরুষ জাতি বৃত হয়ে রয়;
নারীর শব চিত হয়ে কেন ভাসে।।
- খাদ — শব দেহে এসব খেলা কেমনে আসে।।
- ফুকার — দিলে রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা জীব সৃষ্টি করিবার জন্য :
দেহে বস্তু অভিন্ন : হায়, এক চিহ্নে দেহ ধরি, জন্মেছে পুরুষ নারী,
কেন পুরুষের মুখে গোপদাড়ি, নারীর মুখ গোপদাড়ি শূন্য।।
- মিল — দিলে ফলের মধ্যে বীজের জন্ম বীজের মধ্যে ফল,
দুই'এর কোনটা নকল কোনটা আসল,
কও শুনি কে আগে আর কে শেষে।।
- অন্তরা — কও শুনি বিশ্বব্রষ্টা, তোমার এই সৃষ্টির কৌতুক।
তোমার অপূর্ব এই সৃষ্টিতত্ত্ব গো, জীব জগৎ দেখে আজ শিখে রাখুক।
কোন পুত্রহীন পিতার অন্তরে রয় অনন্ত দুখ,
নাকি অযাত্রা হয় দেখলে পরে: পুত্রহীনের মুখ :
শুনে দুঃখে ফাটে বুক: মরি হায় রে—
কারো বোবা ছেলে বাপ ডাকে না গো, ছেলেটার মুখ দিয়েও বানালে মুক।
- পরচিতান — শুনি জন্ম মৃত্যু আর বিবাহ, সবি বিধির নিকর্ষাহ,
এই কথা কয় জ্ঞানী সকল।
- পাড়ন — যত খণ্ড কানা অন্ধ বধির দেখি সৃষ্টিতে,
তোমার লিস্টিতে কোন পাপের এই ফল।।
- ফুকার — শুনি রজে বীজে জীবের জন্ম, এ তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব কয় :
কেন যমজ সন্তান হয় : হায় মরি হায় —
এক বীজে কিসের জনো, কেউ পুত্র কেউবা কনো,
বলো পিতা মাতার পাপ না পুণ্যে, নপুংসক সন্তান জন্ম লয়।।

ঐ — জবাব নকুলেশ্বর সরকার (স্বকৃত জবাব)

- চিতান — তখন নারদ ঋষির বাক্য শুনে, দুঃখেতে বলে পদ্মাসন।
- পাউন — আগে ত্যাগের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ভোগের ধর্মে যাও,
যদি জানতে চাও, সৃষ্টি প্রকরণ।।
- ফুকার — বললে, গৌরবর্ণ পিতা মাতা, তার কোলে কালো ছেলে রয়;
এ সব ক্ষণ লগনের দায়ঃ যৌন মিলনের কারণ,
না শুনে শাস্ত্রের বারণ, করলে কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ ধারণ,
তার গর্ভে কালো সন্তান হয়।।
- ফুকার — জানি যোল কলা চন্দ্রের আভা রমণীর বদনে শোভে :
তাইতে কবিতা সবেঃ চন্দ্রবদনা নারী, গিয়েছেন ব্যাখ্যা করি,
তাইতে নারীর মুখে হয় না দাড়ি, শুধু সেই চন্দ্রের প্রভাবে।।
- ফুকার — এই যে ধারণ ক্রোশ চলন চালন, এসব হয় ব্যানবায়ুর কৃপায়ঃ
নারীর বামপদে ব্যান রয় : নারী সেই বায়ুর ফলে,
বাম চরণ আগে ফেলে, যত পুরুষের দক্ষিণ পা চলে, ব্যান বায়ু থাকে দক্ষিণ পায়।
- মিল — আমি বিশ্বপিতার আদেশ পেলেম বিশ্ব গড়িতে,
ও সেই বিশ্বপ্রস্টার ভুল ধরিতে, আজ তুমি এসেছ কোন সাহসে।
- মুখ — শুনে যাও নারদ মুনি, আমার সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কাহিনী, কই তোমার পাশে।
- ডাইনা — বললে শবদেব ফেলিলে জলে, পুরুষ কেন উপুড় হয়ে ভেসে চলে,
আমার এই সৃষ্টি তত্ত্ব লেখেঃ তাদের দীঘল উরু বিশাল বক্ষে
উপুড় করে রাখেঃ নারীর দিঘল কেশ ভিজে নীরে,
নিম্নে আকর্ষণ করে, আরো সুভার নিতম্বভারে,
রমণী চিত হয়ে জলে ভাসে।
- বাদ — আর এক কথা শুনে আজ মরি বিরসে।।
- ফুকার — কোন বোবা ছেলে বাপ ডাকে না তার একটা দৃষ্টান্ত দেখাই,
বাঁশীর শব্দ শুনে পাইঃ মুখে এক পাতলা রীটে,
যুঁদিলে শব্দ ওঠেঃ বোবার বদনে না বাস ফোটে, তার মোটে আলা জিহ্বা নাই।
- ফুকার — জন্মে অন্ধ কানা বধির খোঁড়া, তাতে মোর সৃষ্টির ত্রুটি নাই :
জীব হয় কর্ম ফলে দায়ী : যে যেমন কর্ম করে,
কর্মের ফল বিচার ক'রে, আমি কর্মানুযায়ী স্বরূপ গড়ে,
ভোগ দিয়ে কর্ম ফল খণ্ডাই।।
- ফুকার — আমি ছাঁচে ঢেলে পুতুল গড়ি প্রারব্ধ ছাঁচে আঁকা রয়, :
আমি গড়ি যে সময় : যার ছাঁচে যেমন আঁকা, তেমনি রূপ
যাবে দেখা, যত অন্ধ খঞ্জ কালো বাঁকা, ও সকল ছাঁচের দোষে হয়।।
- ফুকার — কেন যমজ সন্তান জন্ম ধরে, ডাক্তারী বিজ্ঞানে যা কয় :
যৌন প্রক্রিয়ার সময় : পুরুষের শুক্র রসে, শুক্রকীট অনেক ভাসে,
যদি দুইটি ঢোকে ডিম্বকোষে, তবে তার যমজ সন্তান হয়।।
- ফুকার — কেন এক বীজে হয় পুত্র কন্যা, নপুংসক কেন জন্ম লয় :
ওটা রজে বীজের দায় : মাতুরজ বেশী হলে, কন্যা হয় ডুমওলে,
পিতৃ শুক্রাধিক্যে জন্মে ছেলে, সমানে নপুংসক জন্মায়।
- মিল — তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞান হবেনা, ত্যাগ মার্গে থেকে,
যেমন রসনাহীন অরসিকে, কোন দিন মজে না সুধারসে।।

ধর্ম প্রহসন কবি

নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান — গিয়ে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনে,
দুঃখে কয় যুধিষ্ঠির রাজ্যায়।
- পাড়ন — মোদের উপদেষ্টা অনুমত্তা তোমায় করেছে,
অদ্য পড়েছি বিষম সমস্যায়।।
- ফুকার — আগে সত্য ধর্ম পরম ধর্ম, এই ধর্ম আমাকে শিখাও :
সদা সত্য পথে সত্য মতে থাকিতে হিতোপদেশ দাও : হায়
যুদ্ধ আজ দ্রোণের সনে, কি বাছা করে মনে,
তুমি বললে এসে আমার কানে, আজ একটু মিথ্যা কথা কও।।
- মিল — আগে তোমার বাক্যে সত্য ধর্মে বিকাইয়ে মাথা,
এখন বলি যদি মিথ্যা কথা, কও আমার কোন নরকে হবে বাস।
- মুখ — ওহে সত্য সনাতন, তোমার সত্য মিথ্যা কোন আচরণ, করিব বিশ্বাস।।
- ডাইনা — হ'লে সত্যবাদী জিতেদ্রিয়, সংসারে সে নাকি হয় তোমার প্রিয়,
সত্যের পূজারী তুমি হরি :
কেন সত্য গোপন করে গেলে জরাসন্ধের বাড়ী :
আবার কোন সত্য রক্ষার তরে, গিয়ে সেই দৈত্যপুরে,
ছদ্ম শঙ্খাসুরের মূর্তি ধরে, করিলে তুলসীর সতীত্ব নাশ।
- বাদ — বুঝতে নারি শ্যাম তোমার সত্যের ইতিহাস।।
- ফুকার — তোমার মিথ্যা সত্য ধর্মতত্ত্ব আমাকে বুঝাও রসময় :
যদি অসত্যে হয় নিরয়গামী, প্রকৃত সত্যে ধর্ম হয় : হায়
মিথ্যাকে করে কেন্দ্র, স্বর্গের রাজা হয় ইন্দ্র,
ব'লে সত্য কথা হরিশচন্দ্র, কেন সে মধ্য পথে রয়।।
- মিল — ভবে সত্য মিথ্যা ধর্মাদর্শের তুমিই তো মূল :
তুমি মনরূপতে জন্মায়ে ভুল, কেন দাও জীবের গলায় কস্ম ফাঁস।।
- অন্তরা — শুনি যা বায়াম তাই তিগ্নাম, লোকে গল্প কয়।
নাকি বাহামটা খুনের পাপী, আর এক খুনে পাপের ক্ষয়।।
হায়গো, কসাই গরু কাটবার কালে, ছুটে সে পালিয়ে গেলে,
কোন এক সাধুর জপলে নেয় যদি আশ্রয়।
কসাই এসে সুধাইলে, সাধু যদি সত্য ভুলে,
কসাইর কাছে মিথ্যা বলে, ধর্ম না অধর্ম হয়।।
- পরচিত্তান — শুনি সত্য ধর্মে সদুন্নতি ধর্মস্য সূক্ষ্ম গতি, বুঝি না ধর্মের আচরণ।
- পাড়ন — বলো কেন ধর্ম ধর্মের উপস্থিতি বিসে ধর্ম ক্ষয়, ধর্ম করে কয়, বলো নারক।।
- ফুকার — শুনি স্বর্গ মর্ত্য দান করিয়ে, বলিরাজ যায় রসাতলে,
একজন ভিখারী যায় স্বর্গপুরে, এক মুক্তি ছাত্ত দানের ফলে :
ভজিয়ে উপপতি, কুস্তীর হয় স্বর্গে গতি,
পেয়ে বিমুপতি সীতা সতী, কোন পাপে গেল পাতালে।।

যযাতির কবি

নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান — যেদিন শুক্রচার্যের অভিশাপে, আত্মকৃত মহাপাপে,
যযাতির হল জরা রোগ।

- পাড়ন — তখন পুত্রগণে ডেকে এনে জরা নিতে কয়,
কেউ না স্বীকার হয়, নিতে রোগের ভোগ।।
- ফুকার — তখন পিত্রাদেশে পুরু এসে, আনন্দে হেসে হেসে,
যযাতির জরা হরে লয়, : নিজের যৌবন বিনিময় : হয়
পুত্রের রূপ যৌবন পেয়ে, শশ্মিষ্ঠার ঘরে গিয়ে,
যখন কেলি করে তারে লয়ে, তাই দেখে দেবযানী কয়।।
- মিল — তুমি রাজার পুত্র সুপবিত্র ওহে পুরু,
তোমার মাতা হল পূজ্য গুরু, তার সঙ্গে এ তোমার কি ব্যভিচার।
- মুখ — যৌবনে হয়ে মত্ত, করো ভুলে গিয়ে মাতৃতত্ত্ব, পশুত্বের আচার।।
- ডাইনা — তোমার পিতা হয়ে জরাগ্রস্ত, অন্দরে হয়ে আছেন ঘোর অসুস্থ,
তুমি আজ সে সমস্ত ভুলি : এলে সম্বোধনে মায়ের সনে করতে কোলাকুলি :
আর তোমার মাতা শশ্মিষ্ঠা, ত্যজিয়ে পতিনিষ্ঠা,
করে পুত্রের সনে কাম প্রচেষ্টা, এটাকি মাতা পুত্রের ব্যবহার।
- খাদ — কুল মান করলে ধ্বংস বংশের কুলঙ্গার।।
- ফুকার — জানি মাতৃরঞ্জে পিতৃবীজে, এসে এই মহীমাঝে রাজপুত্র তুমি জন্ম পাও :
এটা কোন ধর্ম দেখাও : হয়
মাতৃত্বের তত্ত্ব ত্যজি, কামের পশুত্ব মজি,
মায়ের গর্ভ মাতুল দিতে বুঝি, গুদাম ঘর উদাম করতে চাও।।
- অন্তরা — ও তুই কোন জ্ঞানে মায়ের সনে, করতেছিস রসকেলি।
হবে আর্যকুলে কার্যের নিন্দাগো, এ রাজ্যে ঢুকলো বুঝি ঘোর কলি।।
ও যার স্তন্যমিষ্টে দেহ পুষ্ট করেছিস ভবে,
এখন দুধ খাওয়ার সুদ দিতে এলি অজের স্বভাবে :
এ জ্ঞান কার কাছে পেলি : মরি হয় ২ রে
আগে গুরু জ্ঞানে মাকে পূজি গো, আজ বুঝি দক্ষিণা দিতে এলি।।
- পরচিতান — শুনি গিয়ে সেই গৌতমের ঘরে, দেবরাজ ইন্দ্র করে, অহল্যার সতীত্ব ভঙ্গ।
- পাড়ন — হল গুরুদারা হরণ করা ঘোর মহাপাপে, গৌতমের শাপে, ইন্দ্রের ভগাস।।
- ফুকার — আবীর গুরুপত্নী হরণ ক'রে, যক্ষারোগেতে পড়ে,
চন্দ্রের হয় কলঙ্ক প্রকাশ : ও তার জ্যোতি হল হ্রাস : হয়
আজ করে মাতৃগমন, তোমার শিয়রে শমন,
করে চৌরাশি নরকে ভ্রমণ, হবে সেই বিষ্ঠাকুণ্ডে বাস।।

কলির কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — নিয়ে নব্যভাবের উদ্দীপনা, সভা সভায় একথানা,
কাব্যরস করাই আশ্বাসন।
- পাড়ন — যেদিন ধর্মরূপী বৃক্ষের মুখে শুনলেন সমাচার,
কলির অত্যাচার, ধর্ম নিপীড়ন।
- ফুকার — তখন রাগ করে পরীক্ষিত রাজন, করিয়ে যুদ্ধ সাজন,
কলিকে ধ্বংস করতে যায় : অমনি নারদ ঋষি সুধায় আসি,
মহারাজ চলেছ কোথায় : হয় ২ মরি হয়, রাজা কয় কলি এসে, ধর্ম রাজ্যে প্রবেশে,
তাইতে চলেছি আজ যোদ্ধাবেশে, কলিকে বিনাশের আশায়।।
- মিল — অমনি তাই শুনিয়া নারদ বলে রাজার গোচরে,
তুমি ধ্বংস না করে কলিরে, জোর করে উদ্দেশে কর প্রণাম।

- মুখ — জ্ঞাননা কলির তত্ত্ব, নিয়ে সর্ব যুগের সার পদার্থ, কলির এত দাম।
 ডাইনা — শুনি সত্য ত্রেতা আর দ্বাপরে, ধান যজ্ঞ পরিচর্যায় পায়না যারে,
 করিয়ে অসাধ্য সাধন : এবার অসাধনে কলির জীবে পাবে পরম ধন,
 কলিযুগ করতে ধন্য, যুগাবতার চৈতন্য,
 হয়ে মানুষরূপে অবতীর্ণ, বিলাবেন তারক ব্রহ্ম হরিনাম।
- খাদ — সংকীর্ণনে পাবে জীব ধর্ম অর্থ কাম।।
 ফুকার — দেখি অন্যান্য যুগ অবতারে, ভগবান এলে ধারে, তার সনে জীবে করে রণ,
 তাইতে দুই দমন করতে হরি, করেছে ধরেন সুদর্শন :
 হায় ২ মরি হায়, কলির জীব সন্নিকটে, সাক্ষাৎ পাবে না বটে,
 পূজে স্বভক্তিতে ঘটে পটে, পাবে তার স্বরূপ দরশন।।
- মিল — যদি ভক্তিরাজা ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানরাজ্যেও যাই,
 দেখব জ্ঞান বিজ্ঞানের কত বড়াই, চলিবে কলির বুকে নিরন্তর।।
- অন্তরা — যত জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হবে কলিতে।
 পারবে ইথার গুণে টেলীফোনে, কথা বলিতে।।
 হায়গো, রুশ জাপানী আমেরিকান চন্দ্রলোক করতে অভিযান,
 তৈরী করে রকেট বিমান পারবে চলিতে।
 ব্রহ্মার সৃষ্টি ধ্বংস করবে এ্যাটোম বোমার গুলিতে।।
 হায়গো, আতসি কাঁচ সৃষ্টি করে, সূর্য্যদেবকে এনে ধরে,
 বাধ্য করে লবে তারে, আগুন জ্বালিতে।
 এসব জ্ঞান ছিল কি পূর্ব যুগের ঋষির কুলিতে।।
- পরচিতান — তুমি কলিকে না ধ্বংস করি, ঘৃষখোর আর ব্যভিচারী,
 এই সকল পাপীয়ে মারো।
- পাড়ন — যত ব্রাক-মার্কেট চোরাকারবারী, শস্যের মজুদদার,
 করিয়ে সংহার, দেশ রক্ষা করো।।
- ফুকার — একা সত্যযুগে শুক্ৰ মুনি, জানে মৃত সঞ্জীবনী,
 মৃতকে দিতে পারে প্রাণ :
 এসব মন্ত্রযুগের চেয়ে হবে, কলিতে যন্ত্রযুগ প্রধান : হায় ২ মরি হায়
 একের হৃদপিণ্ড নিবে, অপরের বক্ষে দিবে,
 সদ্য মৃতকে বাঁচায়ে লবে, মেডিকেল সার্জারী বিজ্ঞান।।

কালকেতুর কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — অদ্য নব্যরসে কাব্য ভাবে, শুনিবেন সভা সবে, সামাজিক কাব্য প্রবন্ধ।
 পাড়ন — ভ্রান্ত মানুষ করে মনের দোষে সমাজ শাসনে,
 দেবতার সনে, সামাজিক দ্বন্দ্ব।
- ফুকার — তুমি কলিঙ্গ রাজার পুরোহিত, আমি হই কালকেতু নিষাদ :
 অদ্য দেবাদেশে নিতে এলেম মাতৃ আশীর্বাদ : হায়
 দৈবাদেশ হল স্বর্গে, কলিঙ্গ রাজার ভাগ্যে
 এলেন দুর্গতিহারিণী দুর্গে, ঘুচাতে সন্তানের বিষাদ।।
- মিল — আমি ফুল বিশ্বদল নিয়ে মায়ের মণ্ডপে ঢুকি,
 তুমি কেন করে রক্ত আঁখি, আমাকে শক্ত কথা কও ঠাকুর।
- মুখ — শ্যাল কুকুর বিড়াল হতে, বলো মানুষ কিসে এ জগতে, ঘৃণ্য এতদূর।।

- ডাইনা — দেখি মা এসেছেন সিংহ পৃষ্ঠে, মাতৃপদ মিলিল পশুর অদৃষ্টে,
কোন দোষে মানুষ অপরাধী :
নইলে মণ্ডবে ঢুকিতে কেন তোমরা প্রতিবাদী :
যদি জগন্মাতার গোচরে, পুত্র গেলে জাত মরে,
তবে কোন পুণ্যেতে মণ্ডপ ঘরে স্থান পেল জঘন্য মহিষাসুর।
- খাদ — মা বুঝি আজ শুনবে না ছেলের কান্নার সুর।।
- ফুকার — জানি চণ্ডালোপি মুনি শ্রেষ্ঠ থাকিলে প্রাণে ভক্তি বল :
আমার ভক্তি থাকতে পাইনা কেন মাতৃদ্বের দখল :
পশু যার কুপার পাত্র, কৃপা পায় দিবা রাত্র,
হল কোন দোষে আজ অপবিত্র, নিষাদের গঙ্গা বিশ্বদল।।
- মিল — যদি কীট পতঙ্গ পশু পাখী মায়ের সৃজিত,
তবে নিষাদ কিসে ঘৃণ্য এতো, এটাকি সৃষ্টির না স্রষ্টার কসুর।।
- অন্তরা — ঘুচায়ে জাতির ডান, মতিমান, খুলিয়ে দেখ দুটি জ্ঞান আঁখি।
যিনি জগন্মাতৃ জগদ্ধাত্রী, তার আবার পবিত্রাপবিত্র কি ?
হয়ে প্রসন্নময়ী সুপ্রসন্ন সবার অন্ন খায়,
হাড়ি মুচি চণ্ডালেও যদি ভোগ লাগায়, মাতা তার বাড়ীও যায় : মরি হায়রে
ও সেই মুচীর অন্ন খেয়ে কি মায় গো—মুখ ধুয়ে বামুনবাড়ী যায় নাকি ?
যা দেবী সর্কভূতেষু চণ্ডীতে পড়ে, বজ্রের কলে মাকে জাতির গণ্ডিতে ভগ্নে
ত্রেমর পণ্ডিত তে বড় মরি হায়রে
তোমার মা চণ্ডী সূন্দর না জড়, আগে তার স্বরূপ তত্ত্ব কও দেখি।।
- পরচিতান — যিনি বিশ্ব প্রসবিনী মাতা, এবিশ্বের রচয়িতা, তার কোথা আছে জাতিভেদ।
- পাড়ন — যদি দেবতা রয় মানুষের ন্যায় সমাজ শাসনে,
দেবতার সনে, জীবের কি প্রভেদ।।
- ফুকার — দেখি মা আমার সিংহবাহিনী, কার্তিকের বাহন হয় শিখি :
আবার লক্ষ্মীমায়ের বাহন হল সেই পেঁচা পাখী : হায় মরি হায়
বৃষেতে শিবের গতি, মুষিকে গণপতি,
এই সব সিংহ বলদ ইন্দুর হাতি, তোমাদের জাতিভাই নাকি।।

ঐ — জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

- চিতান — শুনে কালকেতু ব্যাধের বহুতা, হিতকথায় বুঝায় পুরোহিত।
- পাড়ন — হল জাতি বিভাগ গুণে আর কর্মে, সবার স্বীয় ধর্মে থাকাই উচিত।।
- ফুকার — দেখি কেহ ব্রাহ্মণ কেহ চণ্ডাল, মূলে সব একজনের সন্তান :
গুণে কর্মে ব্যবধান : এক জাতে গরু ছালে, আর একজাত দাড়ি ফেলে,
কেহ পূজা করে পৈতা গলে, এ কয়জন হয়না একসমান।।
- মিল — দেখি পশুর চেয়ে অনেক মানুষ গুণে নিকৃষ্ট,
ওতার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট, তোরে ত চিনে নিলাম আলাপে।
- মুখ — শুনেছি শাস্ত্রে ভাষে, তোরা ঢুকতে পারবি কলির শেষে, পূজার মণ্ডপে।।
- ডাইনা — বললি কোন পুণ্যে মহিষাসুরে, ঠাকুরগো স্থান দিয়েছ মণ্ডপ ঘরে,
ওষে পায় মায়ের পদে স্থান :
তাইতে দে দত্ত ঘোষ বসুর চেয়ে, পশুর আলাদা সম্মান :
দশভুজার করুণায়, পশুরাও জুতা পায়, তোরা অস্পৃশ্য যে আছিস ধরায়
না জানি কোন পাপে আর কার শাপে।

- খাদ — শুনে তোর দাবীর কথা মাথায় খুন চাপে।।
- ফুকর — বললি, চণ্ডালোপি মুনি শ্রেষ্ঠ যদি হয় ভক্তি পরায়ণ :
যদি ভক্ত হয় ব্রাহ্মণ : কয় কোটি চণ্ডাল হলে, তার পান্নায় ওজন চলে,
আছে বশিষ্ঠ সেই ব্রহ্মার ছেলে, কোন চণ্ডাল হবি তার মতন।।
- ফুকর — বললি, প্রাণে ভক্তিবল থাকিতে পাইনা কেন মার কোলে দখল :
তোর ঐ কথা নকল : যার প্রাণে ভক্তি থাকে, গল্প করে না মুখে,
গিয়ে যযাতি রাজ্য স্বর্গলোকে, ঐ দোষে গেল পুণ্যফল।।
- ফুকর — বললি ইদুর বিড়াল সিংহ হাতি, তারা কি তোমার জাতি ভাই :
আমার তাতে দুর্নাম নাই : উহারা সত্য সত্য, পেয়েছে ব্রাহ্মণত্ব,
দেবীর কপায় কত অসুর সৈত্য, পেয়েছে নিতাদ্যমে ঠাই।।
- ফুকর — বললি, মুচিবাড়ি খেয়ে কি মা, মুখ ধুয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি যায় :
মুচি এই মাকে কি পায় : মা বিশ্বপ্রসবিনী, অনন্ত রূপধারিণী,
হয়ে মুচিবাড়ি মুচিয়ানী, অণুটি মুচি জন জন্মায়।।
- মিল — তোরা গুণে কর্মে করিস যদি সমান অধিকার,
তবে সকলে দিবে পুরস্কার, ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কার বাপে।।

রাইরাজার কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — ব্রজে নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, রাই যেদিন রাজা সাজে,
শ্রীকৃষ্ণ কোটালি খাটে।
- পাড়া — তখন রঙ্গেতে সঙ্গিনী যত নিকুঞ্জে উদয়,
দিয়ে রাজার জয় বসায় রাজপাটে।।
- ফুকর — তখন শ্রীবৃন্দে এটবী হয়ে, স্বহস্তের এক মামলা লয়ে,
লভিতে সূক্ষ্ম সুবিচার :
অমনি রাই রাজার দরবারে গিয়ে কতরে জানায় এজাহার : হয় ২ মরি হয়
শ্যামচাঁদের উকিল আমি, সুবিচার করো তুমি,
নিয়ো তার এক কেন্দ্রা খাসের জমি, গণ্ডগোল বেধেছে এবার।।
- মিল — আমার এই মামলার আসামী হল মামা আয়ান খোষ,
ওসে ভাগনের প্রতি করিয়ে রোষ, তার জমি জবর দখল করে খায়।
- মুখ — মহারাজা মহামতি, করো সুবিচার অধীনার প্রতি, মিনতি ঐ পায়।।
- ডাইনা — জমির পরিমান সাড়ে তিন হস্ত, জরিপে যত দৈর্ঘ্য ততো প্রস্থ,
তাই নিয়ে মস্ত বাড়াবাড়ি : তাইতে ভাগনে মশায়,
গায়ের গৌসায়, যায়না মামার বাড়ী :
জমি আয়ান করে বর্গাচাষ, ফসল দিবে মাসে মাস :
এখন বর্গা জমি করিয়ে খাস, সে কেন দখল স্বহস্ত নিতে চায়।
- খাদ — দোহাই ধর্ম অবতার বুঝে দিও রায়।।
- ফুকর — জানি বর্গাদারে হয়ে বাধ্য, দিবে ফসলের অর্ধ, এই রীতি ছিল এতকাল :
করে বর্গাদারে গাফিলতি জমিতে মোটে দেয়না হাল : হয় ২ মরি হয়
যার কাজে তারে খাটে, অপরের বিপদ ঘটে,
বেটা চাষ দিতে পারে না মোটে, শুনি তার লাঙ্গলে নাই ফাল।।
- মিল — জমি ঝোড় জাঙ্গলে গেল ঘিরে দেখেনা চাষা।
হবে দুদিন পরে বাঘের বাসা, সেই দুঃখে হজুরে আর্জি জানায়।।

- অন্তরা — জমি পতিত হয়ে আছে পড়ে, বর্গাদারের ভরসায়।
জমি হয়ে আছে অনুর্বরা, পতিত দশায়, লক্ষ্য করে না চাষায়,
বলো কেবা হাল বসায়।।
বেটা হাল জানে না বীজ বুনে না জানে না কৌশল,
আবার মাসে মাসে জোয়ার এসে ঢোকে নোনা জল :
তাইতে জন্মেনা ফসল : মরি হায়রে —
এখন যার জমি সে পেলে খাসে, হাল বসাবে মাসে মাসে গো —
দ্বিগুণ ফসল হবে অনায়াসে আছি ভরসায়,
তোমার বিচারের আশায়ঃ চাষের সময় বয়ে যায়।।
- পরচিতান — জমির দুই পাশের আইল ছিল উঁচা, আয়ান তাই করে নিচা,
ক্ষতি করেছে যথেষ্ট।
- পাড়ন — ও যার গোহালে নাই হালের গরু বীজধানের অভাব,
করে তার কি লাভ, পরের ক্ষেত নষ্ট।।
- ফুকার — জমির ফসলের ভাগ চাইতে গেলে, কুটিলা রাগে জ্বলে,
কত না করে অপমান :
একে জমি নষ্ট মনোকষ্ট তার উপর রুষ্ট বাক্যবাণ : হায় ২ মরি হায়
খেসারত দাবী করি, করে দাও ডিগ্রী জারি,
যেন নীলাম করে নিতে পারি, কুটিলার খাসের জমির ধান।।
- মিল — এটা জমিদারী উচ্ছেদ বিলের আওতার বাহিরে,
মাত্র সাড়ে তিন হাত জমির পরে, আবার যেন কংগ্রেসী আইন না চালায়।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — তোমার রাইরাজার এক মজার কবি, শুনিতে লাগে চমৎকার।
- পাড়ন — তোমার আর্জিতে নাই ফরিয়াদির হাতের সই,
নিতে পারি কই অন্যায় এজাহার।
- ফুকার — বললে, আয়ান ঘোষের খাসের জমি, এখন তার চাষের মধ্যে নাই :
দখল করেছে কানাই : না বুঝে করো ঠাট্টা, মেয়াদি মালতন বাট্টা,
নাকি মিরানী কবুলত পাট্টা, দলিল আর সাক্ষী সাবুদ চাই।।
- মিল — এমন হাত আন্দালী মামলা করা চলে না মোটে : তুমি এসেছ দেওয়ানী কোর্টে:
আইন বুঝে কথা বলো খবরদার।
- মুখ — মিথ্যা এই মামলা দেওয়া, আয়ান কক্ষোতে দাবী দাওয়া, খোরপোষের দরকার।
- ডাইনা — এই যে মদনগঞ্জের ওঁচেকোঁচে, শুনেছ আয়ানের এক জমি আছে
জংলা জন্মেছে গোছে গোছ : আছে তিন দিকে তার আলি বান্ধা
মধ্যস্থানে খোঁচ : জেনে লও আইনের তত্ত্ব, বিচার যদি হয় সত্য,
এই যে নিকর্ষনীয় মাতুল বিস্ত : এক মাত্র ভাগনেরীতো অধিকার।
- ফুকার — আয়ান চাষ জানে না বীজ বুনে না, একমাত্র মাস নিড়ানি সার :
মামলা চলে কি প্রকার : যে জমি ভাগনের চাষে,
তিন যুগ পর্য্যন্ত খাসে, কেবল সাত জন্মের পর আয়ান ঘোষে,
হল মেয়াদী ইজারাদার।।
- ফুকার — বললে, আয়ানের নাই হালের গরু, লাঙ্গলে ফাল নাই তার নাকি :
নতুন আইন পড়ে দেখি : পতিত জমির উপর, মালিকের নাই অধিকার,
এখন লাঙ্গলও যার জমিও তার, আয়ানের স্বত্ব আছে কি।।

- ফুকার — আয়ান চাষ জানে না বীজ বুনে না, তোমার এই অর্জিতে প্রমাণ, :
কেন দাবী কারো ধান : ভাগনায় বীজ বুনায় নিজে,
জমির দোষ আছে কি যে, মোটে অঙ্কুরই ধরে না বীজে,
এক মাসে তিন দিন ডাকে বান।।
- ফুকার — জমি অনুর্বরা জংলা ভরা জন্মেছে সরু সরু ঘাস,
মিছে আয়ানে কণ্ড খাস : তিন দিনের বানের ডাকে, আয়ান বাথানে থাকে,
জমি খাস দখলে চাষ করে কে, মোটে তা করে না তালাস।।
- ফুকার — বললে, আয়ান করে জবর দখল, শ্যাম চাঁদের খাসের যে জমি,
ভাল উকিল হও তুমি : ফাল বিনে হাল ধরে না,
বস্তাতে মাল ভরে না, যে জন বীজ বোনে না চাষ করে না,
সে আবার কিসের আসামী।
- ফুকার — আমি প্রেমরাজ্যে রাজত্ব পেয়ে রাজা হয়েছি ব্রজপুর,
আমার বিচার সুমধুর : শ্যাম ভাগনে আয়ান মামা :
এজমালী জমিজমা, এটা জাল করা এক মোকদ্দমা,
তোমার এই অর্জি না-মঞ্জুর।।

বিধবা বিয়ের কবি—১নং নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — একজন কুলীন ভট্টাচার্য্যের মেয়ে, বাল্যবিধবা হয়ে,
দুঃখেতে আছে পিত্রালয়।
- পাড়ন — হায় ২ কে রোষিবে কালের গতি, অতি দুর্নিবার,
দুদিন পরে তার, মাতৃবিয়োগ হয়।।
- ফুকার — হয়ে বৃদ্ধ পিতা গৃহশূন্য, কিসের পাপ কিসের পুণ্য,
দিনরাত্র মনঃক্ষুব্ধ থাকে :
পুনঃ গৃহিণী গ্রহণের জন্য, বলেন এক ঘটকেরে ডেকে : হায় ২ মরি হায়
আমার এই বুড়াকালে, গিন্নীকে নিল কালে,
তুমি রাত পোহালে কাইল সকালে, দাও একটি যুবা পাত্রী দেখে।।
- মিল — শুনে বৃদ্ধ পিতার বিয়ের কথা বিধবা মেয়ে,
অমনি বলে বাবার কাছে গিয়ে, তুমিতো বিয়ের বায়না ধরেছ।
- মুখ — তোমার এই বুড়াকালে, আবার জামাই সাজে সাজবে বলে, বৈষ্ণ পকেছ।।
- ডাইনা — আমার মা মরেছেন বৃদ্ধকালে, তারে তো কাল মত নিয়েছে কালে,
তোমার বয়স আশি কি পঁচাশি :
হল ভগ্ন দেহ জীর্ণ জরা, তবু চাও ঘোড়শী :
আর আমি যে হয়ে রীড়ী, রয়েছি তোমার বাড়ী,
আমার মন পরতে চায় শব্দ শাড়ী, বাবাণো তার উপায় কি করেছে?
- খাদ — জাঁকজমকে সেজে আজ পাক্ষী চড়েছ।।
- ফুকার — আমার ভরস্তু যৌবনের কালে, প্রাণপতি গেল ফেলে, অনপে অঙ্গ জড় জড়ঃ
বাবা নরকের যন্ত্রণা হতে বিধবার এ যন্ত্রণা বড় : হায় ২ মরি হায়
আমাকে বিয়ে দিতে, পারো কি কোন মতে,
তোমার নূতন বিয়ের সাথে সাথে, আমারও বিয়ের জোগাড় করো।।
- মিল — আমার শব্দ গেল সিঁদুর গেল, গেল অলঙ্কার,
দেখে মনে দুঃখ হয় না তোমার, তুমি কি পাষাণে প্রাণ গড়েছ।।

- অন্তরা — বিধবা অবলায়, যে জ্বালায়, বাবাগো জ্বালায় সদা রাত্রদিন।
ভবে জীবদেহে রিপূর অধিকার, সে তো আর বাছে না নবীন প্রবীন।।
তুমি আর্ধ্যগুরু ভট্টাচার্য্য সমাজের নেতা :
তোমার পাঁতির জাতি মারে কার এমন মাথা : মরি হায়রে
করো বিধবা বিবাহের প্রথা, সমাজে শিক্ষা পাউক সব অর্ধাচীন।।
- পরচিতান— বাবা যখন তোমার হবে বিয়ে, এয়োগন কাছে গিয়ে,
আনন্দে করবে স্ত্রী-আচার।।
- পাড়ন — এমন শুভ কার্য্যে রাঁড়ী গেলে সবে কয় দূর দূর,
বাবা এতদূর দুর্ভাগ্য আমার।।
- ফুকার — ও আমার নুতন মাকে বরণ করে, অপরে নিবে ঘরে,
আমি কি সহ্য করতে পারি, :
এমন উৎসবে নীরবে বসে ফেলিতে হবে নেত্রবারি; হায় ২ মরি হায়
সেই দুঃখ মনে জাগে, শেল সম বুকে লাগে;
তোমার নুতন বিয়ে হবার আগে, আমাকে পরাও শঙ্খ শাড়ী।।
- বিধবার বিয়ে কবি—২নং নকুলেশ্বর সরকার**
- চিতান — আমি বুঝলেম তোমার কথার মতে, বিধবার বিয়ে দিতে,
সমাজে আছে নিষিদ্ধ।
- পাড়ন — যেমন কলুর বলদ পাকে ঘোরে অন্ধ হিন্দু তাই,
ভালো মন্দ নাই বিচারের সাধ্য।।
- ফুকার — ভবে নারী পুরুষ আছে যত, বিধাতার অভিপ্রেত, একথা বেদ পুরানে শুনিঃ
মাত্র আকৃতি পার্থক্য করে দিয়েছেন আপনি পদ্মযোনি : হায় ২ মরি হায়,
পুরুষে স্বাধীন ভাবে, মত্ত আত্ম গৌরবে,
বলো কোন বস্তুর অভাবে ভবে, রমণী চির পরাধিনী।।
- মিল — চলে ইচ্ছা মত দেখাচারে সব পুরুষ জাতি :
থাকবে কুলে বদ্ধ কুলবর্তী, এ রীতি করেছেন কোন বিধাতায়।
- মুখ — স্ত্রী পুরুষ সমান যখন, তখন কেন এই নারী নির্যাতন, সমাজের দ্বারায়।।
- ডাইনা — যদি পুরুষে হয় গৃহ শূন্য, করে লয় বিয়ে করে গৃহ পূর্ণ,
সমাজ তায় হয় না প্রতিবাদী :
কেবল রমণী বিধবা হলে নিরামিষের বিধি :
আর কিছু লাভের প্রত্যাশে, বিধবার প্রতি মাসে, যখন যৌবন গঙ্গায় জোয়ার আসে,
সমাজ অগস্ত্যবেশে চূবে যায়।
- বাদ — ন্যায্যহীন নির্যাতনে নারী নিরুপায়।।
- ফুকার — করে পুরুষে বহু বিবাহ, বিরোধী হয়না কেহ, স্ত্রী পুরুষ ভবে স্বতন্ত্র না :
কেন বিধবার বিয়ে নিষিদ্ধ সমাজের যুক্তিহীন মন্তব্য, : হায় ২ মরি হায়,
কন্যা তাপিতা তাপে, বোঝে না মা কি বাপে,
নারী কোন জন্মের কোন মহাপাপে, ভোগে এই নরকের যন্ত্রণা।।
- অন্তরা — জ্বাতে জীর্ণ বল, কাম প্রবল, এসকল দেখে বড় লজ্জা পাই।
থাকবে যুবা কন্যা উর্দ্ধরেতা গো, উঠবে তার বৃদ্ধ পিতার কামের বাই।।
ভবে অবলা বিধবা বালার সুখের মুখে ছাই,

- পুরুষ মরণ পথের যাত্রী হলেও আশ্রয় পাত্রী চাই : মরি হায়রে
এসব ভূতের বিচার যে দেশে নাই গো, বাবাগো ইচ্ছা হয় সেই দেশে যাই।।
- পরচিতান — বাবা বুড়াকালে করে বিয়া, বিষবৃক্ষের বীজ রোপিয়া,
সুখ ভোগে তার তলে রবে।
- পাড়ন — হবে কাশিরোগে বাসী বিয়ার আগে প্রাণ বিয়োগ,
শেষে দেবের ভোগ, ভূত প্রেতে থাকে।।
- ফুকার — তোমার আজ বাদে কহিল গঙ্গাপ্রাপ্তি, তবু কামনার তৃপ্তি,
এখনো হল না এই ভবে :
আমি যৌবনে বিধবা বালা এ জ্বালা বলা কে বুঝিবে : হায় ২ মরি হায়
দিয়ে মোর বিয়ের পাতি, রাখো সমাজের জাতি,
হবে সত্য ধর্মের সন্মানতি, নতুবা ভুণ হত্যা হবে।।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — একদিন বৈকুণ্ঠে শান্তিনিবাসে, বসে মনের হরষে,
গোবিন্দের প্রণয়িনীদ্বয়।
- পাড়ন — তখন বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মীকে দেখে, অন্তরের দুঃখে, সরস্বতী কয়।।
- ফুকার — বড় রাগ করিয়ে সরস্বতী, সতিনী লক্ষ্মীর প্রতি, দুচারটি রুক্ষ বাক্য কয় :
তোরে কোন গুণে পছন্দ করে, গোবিন্দ বক্ষে তুলে লয় :
হায় ২ মরি হায়, যত সব গুণী জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞান বিজ্ঞানী,
আমি সকল গুণীর শিরোমণি, সবে কয় বাধাদিনীর জয়।
- মিল — তখন সরস্বতীর বাক্য শুনে, লক্ষ্মী কয় তারে :
আগে জয় পরাজয় বলে কারে : না বুকে করিস না বিদ্যার গুমান।
- মুখ — আমি না থাকলে ঘরে, সবে লক্ষ্মীছাড়া বলে তারে, করে অপমান।।
- জাইনা — তোরে লোকে বলে বিদ্যাদাত্রী, আমি হই সুখৈশ্বর্য্য ধনের কত্রী,
তোর চেয়ে আমি প্রিয়জন :
যত জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধন করতে অর্থের প্রয়োজন :
যত টাটা বিড়লা ধনীর দল, তারা আমার করতল,
দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র হতো অচল, না পেলে পুঞ্জিপতির কৃপার দান।
- খাদ — রামাও হয় রামবাবু সমাজের প্রধান।
- ফুকার — কেহ পাশ করিয়ে এম. এ. বি. এ. চাকুরী করতে গিয়ে,
মাসান্তে মাহিনা যা পায় :
যত গয়লা মুদী কয়লায়ালার ধার দেনা শোধ দিতে ফুরায় : হায় ২ মরিহায়
সংসার চালাইতে নারে, তোর যুক্তি অনুসারে,
শেষে ঘুঘের টাকায় পকেট ভরে, অভাবে ঠেকা কাজ চালায়।।
- মিল — যত দীক্ষা শিক্ষা ধর্ম কর্ম তীর্থ পর্যটন,
আমার অর্থ বিনে হয় না সাধন, বিচারে তোর চেয়ে আমি প্রধান।।
- অন্তরা — আমি বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনী, জগতে এই রটনা।
ও তুই প্রথরা মুখরা বলে গো, তোর ভাগ্যে পতির প্রীতি ঘটে না।।
তোর ছেলেরা বিদ্বান হয়ে সাজে পরের দাস,
মোর ছেলেরা ঘরে বসে কবে জমি চাষ, জোগায় দেশের মুখের গ্রাস : মরি হায়রে

যদি জ্ঞানবিজ্ঞানী রয় উপবাস গো, তবে তার জ্ঞানের মুকুল ফোটেনা।।
পাঁচ শালা পরিকল্পনা জানীরা করে, কিন্তু ধনীর কৃপা না হলে কি
রূপ দিতে পারে, সকল যায় ছারে খারে : মরি হায়রে
যেমন বারুদ না থাকিলে পরে গো, বিজ্ঞানীর অ্যাটোম বোমা ছোটো না।।
পরচিতান— কত শিক্ষিতেরা ঘাট পথে, ভিক্ষাধার নিয়ে হাতে, লক্ষ্মী মার কাছে ভিক্ষা চায়।
পাড়ন — তাহতে সরকারী কৃষি সমিতি করে সংগঠন, তাদের এখন ক্ষেতখোলায় পাঠায়।।
ফুকার — ও তোর শিক্ষিত সুপুত্র যারা, বেকার হয়ে তারা, অম্মের দায় করে হাহতাপঃ
শেষে তোরে ছেড়ে তারা করে দায় ঠেকে লক্ষ্মীরে তলাস : হায় ২ মরিহায়
এখন তাহারা আসি, ডেকে কয় লক্ষ্মী মাসী,
তোমার চাষী ছেলের দলে মিশি, আমিও করব জমি চাষ।।

ঐ— জবাব (স্বয়ং কবিরাজ নকুলেশ্বর কৃত)

- চিতান — শুনে লক্ষ্মীর মুখে রক্ষ বাক্য, দুঃখেতে কয় সরস্বতী।
পাড়ন — সবে লেখাপড়া ছেড়ে বুঝি নামলে ক্ষেতখোলায়,
হবে তোর কৃপায় দেশের উন্নতি।।
ফুকার — হবে তোর কৃপায় দেশের উন্নতি, এই বুঝি করলি ভাবনা :
আমার মান্য রবেনা : কি হবে জমি খাসে, কি হবে চাষীর চাষে,
এমন অনৈক্য অরাজক দেশে, ফিরে আর শান্তি হবে না।।
ফুকার — জানি তোর কৃপা হয় যার উপরে, তার ঘরে আমিও আছি :
কৃপার বহর দেখেছি : তোর কৃপা হলে ভারী, মুর্খে পায় জমিদারী,
শেষে নায়েব গোমস্তার পাকে পড়ি, হাতে লয় নারকেলের আঁচি।।
ফুকার — নাকি মুর্থ রামা রামবাবু হয়, লক্ষ্মী তোর কৃপার কত ঢক :
পণ্ডিত সমাজে পায় ঠক : মুর্খেরা বাবু বলে, গর্তের ব্যাং মাচায় তোলে,
কোন শিক্ষিত সমাজে গেলে, বাবু হয় হংস মধ্যে বক।।
ফুকার — ও তুই বিদ্যারে সামান্য জ্ঞানে অমান্য করলি আমাকে :
যদি বিদ্যা না থাকে : যত সব ভারতবাসী, সব যদি সাজে চাষী,
তবে আদালত এজলাসে বসি, ন্যায় অন্যায় বিচার করবে কে?
ফুকার — যখন ব্রিটিশের রাজত্ব গেল সকলে স্বাধীন হয়ে রই :
ও তুই কিসে হবি জরী : তুই ছিলি ধনীর বাড়ী, নূতন আইন হল জারি,
গেল মধ্যব্রত জমিদারী, এখন তুই পূজা খাবি কই।।
ফুকার — ও তোর ধনী জমিদারের প্রতি যদি হয় সরস্বতী বাম :
তবে থাকে না তার দাম : বিদ্বান হয় সবার মান্য, সবে কয় ধন্য ধন্য,
নইলে বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য, কেন যান কৃষ্ণ বলরাম।।
মিল — ও তুই কথায় কথায় আমার উপর কি জন্য চটো,
ওলো কিসের বড় কিসের ছোট, দুজন তো থাকি একই পতির পাশ।
মুখ — এতদিন ছিল গোপন, আমি তোরে ভাবি আপন আপন, হয় না তোর বিশ্বাস।।
ডাইনা — বললি টাটা বাটা করতলে, তারাও হিসাব রাখে বিদ্যার বলে,
কর্মীদের থাকলে কর্মের জোর : তারা বিদ্যার জোরে কেনে তোরে
কৃপা চায়না তোর : তুই যদিলা সুখ দিতি, ত্রেতায় তুই সীতা সতী,
তবে রামচন্দ্রকে পেয়ে পতি, তোর ভাগ্যে কেন হলো বনবাস।
ফুকার — যত বিদ্বানেরা বিজ্ঞান পড়ে, জ্ঞান পেয়ে অজ্ঞান করে দূর :
ভবে মান্য পায় প্রচুর : তোর কৃপায় পায় রাজত্ব, কয় দিন রয় আধিপত্য,

আমার কৃপাতে পায় অমরত্ব, বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্র ঠাকুর।।

মদের কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — যেদিন জগা মাধা উদ্ধারিতে, নিয়ে সব ভক্ত সাথে,
নিতাইচাঁদ হরিনাম বিলায়।
- পাড়ন — মাধা মদের নেশায় কাঁধা মারে নিতাইয়ের শিরে,
কৃষিবের ধারে ধরা ভেসে যায়।।
- ফুকার — তখন হরিদাস কয় ওরে মাধা, কাঁধা আজ মারলি যার মাথায় :
ও যে অক্লেশ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় : হায়
যাঁর পদে মোক্ষ ফলে, মার খেয়ে হরি বলে,
ও তুই মদের বোতল দূরে ফেলে, ধর গিয়ে নিতাইচাঁদের পায়।।
- মিল — তখন হরিদাসের বাক্য শুনে দুঃখে কয় মাধা :
তোমরা ডেক টানা বৈরাগীর গাধা, : ছেড়ে দাও ও সকল বাহ্য ভড়ং।
- মুখ — মুখে কও কালী কালী, ও সব কেঁট বিটু বনমালী,
পত্রাবলীর সঙ।।
- ডাইনা — আমরা মদের নেশায় মাতাল থাকি, চোখ মুদে সপ্ত স্বর্গের স্বরূপ দেখি,
তার মাঝে মাতা শুভঙ্করী :
তোমরা কোন নিশাতে কোন আশাতে বেলো হরি হরি :
তোমার গৌরাসের কৃপা পেতে, হবে নিরমিষ খেতে,
আমার মদের কৃপা হাতে হাতে, দুইপাত্র খাওয়া মাত্র চিৎপটাং।
- খাদ — কি অভাবে নিয়েছ দীন দরবেশের ঢং।।
- ফুকার — হয়ে কাছাখোলা হরিবোলা, খোল মাদল বাজাও তিন বেলা :
মিলাও সঙ্ক্যার পরে, আখড়া ঘরে মাতাজীর মেলা : হায়
মিশিয়ে গবরা দলে, ফল কি ও লাভড়া খেলে,
ও সব আঁচলা কোলা দূরে ফেলে, হও সবে ভবানীর চেলা।।
- মিল — ও সেই সুরলোকের সুরা এসে হল শূড়ির জল :
তোমরা খেয়ে দেখ দুই এক বোতল : জিনিষের সঙ্গ ওণে ধরবে রং।।
- অন্তরা — আমি কোন জন্মের কোন কর্ম ফলে, মদের মাতাল হয়েছিলাম।
তাইতে মদের ওণে অসাধনে, আমি অধরচাঁদকে ধরে নিলাম।।
মাতাল হয়ে লঙ্কাপতি, পূজা করেন হৈমাবতী,
শক্তি হয়ে মূর্তিমতী, পুরালেন ভক্তের মনস্কাম।
শেষে হরণ করে সীতা সতী, ও সে পেল রাম নয়নাভিরাম।।
শক্তিমন্ত্র শুড় লয়ে, আসক্তি মশলা দিয়ে, গুরুবাক্য রাখর নিয়ে,
এই মদে মিশায়ে খেলাম।
ও সেই নেশার ঘোরে কাঁধা মেরে, আমি নিতাইচাঁদের দয়া পেলাম।।
- পরচিতান — আমার এই মদের মহিমা যত, এক মুখে বলব কত,
এর মত অমৃত আর নাই।
- পাড়ন — ছিল মদের মাতাল বলভদ্র শ্রীবৃন্দাবনে,
এই মদের ওণে হয়েছেন নিতাই।
- ফুকার — আমরা পঞ্চমকার সাধন করি, নিত্য খাই পাঁঠা আর মেড়া,
যত লাভড়া খাওয়া পোটকা সাধুর গুটকো চেহারা : হায়

কাজ কি বৈরাগীর সাজে, মাতাল হও মাকে ভজে,
আমার মুক্তকেশী কন্যা সেজে, বাঁধেন রামপ্রসাদের বেড়া।।

মিল — কবি নকুল বলে এ মদ খেলে স্বধর্ম যায় না,
কিন্তু নেশায় যেন তোমায় খায় না, যত খাও মদ গীজা আর সিদ্ধি ভাং।।

বিড়ালের কবি নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — এক জন্য নব্য অফিসারের ঘরে, সভ্যা গৃহিণীর ফ্রোড়ে,
পোষা এক মার্জারের বাচ্চা।

পাড়ন — বাবুর বাজে খরচ বৃদ্ধি হল, গৃহিণীর দোষে, যত্নে বিড়ালী পোষে,
নিত্য প্রত্যাষে দুগ্ধ এক কাচ্চা।।

ফুকার — তবু বিড়াল বেটা কি অসভ্য, বাবুর সব গব্যাদ্রব্য করে আত্মসাৎ :
বাবু ঘরে এসে চুরির দোষে বিড়ালকে করে বেত্রাঘাত :
দেখে সেই বাবুর কীর্তি, বিড়ালের বাক্য শ্রুতি,
হয়ে ক্ষুদ্র বিড়াল রূদ্র মূর্তি, বাবুকে বলে অকস্মাৎ।।

মিল — যদি দধি চুরির জন্য আমার এই দণ্ডের প্রথা,
যারা এই চোরের আদর্শ দাতা, আগে আজ তার মাথায় জুতা লাগাও।

মুখ — পাশ করে সারভেন্টারী, করো পশুর প্রতি দশ আইন জারি,
এই সুশিক্ষা পাও।।

ডাইনা — আমি খেতে গেলে আইটা কাঁটা, নিত্য দাও চড় চাপড় আর মুণ্ডর পেটা,
না খেয়ে থাকি উপবাসী :
তাইতে পেটের জ্বালায় চুরি করে আমি হলেম দোষী :
যত বাবুর দল প্রভুভক্ত, মাইনে পায় উপযুক্ত,
তবু চুষে খায় মনিবের রক্ত, এই সকল ঘুষ ঘোরের কি দণ্ড দাও।।

খাদ — তোমরা আগে এই চোরের খাতায় নাম লিখাও।।

ফুকার — আমি নিত্য তোমার ঘরে থাকি, যা দেখি তাইতো শিখি, আদর্শ করা :
তোমরা এজলাসে অফিসে ছুটাও চুরির ফোয়ারা :
মান না আবদার ওজর, নিত্য খাও ঘুষ আর নজর,
একটু গুণের মধ্যে পাশকরা চোর, সহজে পড়ে না ধরা।।

মিল — তোমরা ঘুষ খেতে পাশ করে হলে, কেরানী পেশকার :
করো অসংখ্য চুরি আবিষ্কার :
কোন লাজে আমার চুরির দোষ দেখাও।।

অন্তরা — দার্শনিক আইনের মতে তুমি আমি এক প্রকার।
আমি মৌও বলে পাও ধরে থাকি, বাবুর দল তোয়ামুদে উমেদার।।
আমি লজ্জাশূন্য মোর জঘন্য অসভ্য বিড়াল,
গুঁতা খেয়ে মুখ মুছিয়ে হই গৃহস্থের মাল :
আমার কি জোরের কপাল : মরি হায় ২ রে,
তোমরা চকুক খেয়ে বাবু সকল গো, তবু কও গুড় নাইট গুড় মর্নিং স্যার।।
আমি আঁধার রাতে ফাঁদ পেতে খাই মুষিকের রক্ত,
তোমরা খাও গরীবের মজ্জা ধনীর ধন শক্ত : হায় ২
কি প্রভুভক্ত : মরি হায় হায় রে,
যদি সদরে পড়ে সনাক্ত গো, কর্তার পায় ধর্ণা দিয়ে কান্না সার।।

- পরচিতান— যত কৃপণ ধনী সুদখোরের দল, দরিদ্রেরে চুরির কৌশল,
সংক্ষেপে তারাই শিখায়।
- পাড়ন — যদি ধনীরা দেয় অঙ্গসত্র দরিদ্র ভাগ্যার,
পেটের দায় কি আর চুরি করতে যায়।।
- ফুকার — হলে চুরি মামলায় অপরাধী, যে করে দণ্ড বিধি, তিনি অকর্পাটীন :
লোকের অভাবে হয় স্বভাব নষ্ট, ক্ষুধায় ঘটে বুদ্ধিহীন :
উদরের জ্বালা কেমন, না বুঝে দণ্ড এমন,
হাকিম হকুম জারির আগে যেমন, না খেয়ে থাকেন দু'চার দিন।।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — আমি 'লোক সেবকের' প্রতিনিধি, কংগ্রেসের নূতন বিধি
শুনিতে করেছি মনন।
- পাড়ন — তুমি খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন কবির কল্পনায়,
সত্য কও আমার, তত্ত্ব বিবরণ।।
- ফুকার — ছিল অতি প্রাচীন ভারতবর্ষ আর্য্য সব রাজর্ষির শাসন,
তোমরা সেই ভারতে পেতেছ আজ কংগ্রেসী আসন :
কোন যুগের কোন আদর্শে, কোন ঋষির পরামর্শে,
এমন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, করতে চাও জন্ম নিয়ন্ত্রণ।।
- মিল — মোদের এই ভারতের দৈর্ঘ্য গ্রন্থ আগে যা ছিল :
এখন কয় বর্গমাইল কম পড়িল : জরিপে তাহার কি প্রমাণ আছে।
- মুখ — স্থান অভাব খাদ্যের অভাব, এটা প্রকৃত অভাব না স্বভাব,
কও আমার কাছে।।
- ডাইনা — শুনি প্রাচীন ইতিহাসের কথা, এক একজন বহুপুত্রের ছিলেন পিতা,
তার সাক্ষী আপনি লঙ্কাপতি :
ও তার এক লক্ষ পুত্র ছিল, সোয়া লক্ষ নাতি :
আবার শুনে পাই সগর রাজার, পুত্র ছিল ষাইট হাজার,
ছিল দ্বারকাতে চাঁদের বাজার, ছায়ায় কোটি যাদব জন্মেছে।
- খাদ — আবার ধৃতরাষ্ট্র শতাধিক পুত্র পেয়েছে।।
- ফুকার — শুনি বাল্যখিল্য মহামুনি তপস্যা করেন নিরন্তর :
দেখে উলঙ্গ উকশীর অঙ্গ অনঙ্গে কাতর : হয় —
করে অপাঙ্গ দৃষ্টি, হল তার বীর্ঘ্য বৃষ্টি,
তাইতে বালুবনে হল সৃষ্টি, সৃষ্টি সহস্র বংশধর।।
- অন্তরা — শুনি, পুত্র বিনে শেষের দিনে, কেউ পারে না স্বর্গে যেতে।
তাইতে পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভায়া, যত আর্য্য ঋষির ধায়া মতে।।
শুনি পূর্ব পুরুষ ত্রাণের তরে, জরৎকার সমাদরে,
মনসারে বিয়ে করে, আন্তিকের জন্ম দিতে।
আবার পুত্রার্থে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, নাকি করেছিলেন দশরথে।।
তোমরা বিজ্ঞানী হয়েছ বড়, গর্ভ আধার নষ্ট করো,
জন্ম বন্ধ করতে পারো, পঞ্চ বার্ষিক কল্পনাতে।
তোমরা পারো কি বিজ্ঞানের জোরে, কোন বহ্মানারীর পুত্র দিতে।।
- পরচিতান— করে গর্ভাধারে অপারেশন, করতে চাও জন্ম শাসন,
এ ভীষণ নারী নির্যাতন।

- পাড়ন — বরং খসায় পুরুষের অণ্ড শিখতি সাজাও,
যদি করতে চাও জন্ম নিয়ন্ত্রণ।।
- ফুকার — শুনি পুন্ডাম নরক ত্রাণ করিতে এক মাত্র পুত্রই প্রধান :
করো সেই পুত্র জন্মানোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বিধান : হয়
পুত্রহীন পিতা মৈলে, পুন্ডাম নরকে গেলে,
তোমরা মন্ত্রীরা কয়জনে মিলে, বাপ বলে করো পিণ্ডদান।।
- মিল — এসব জন্ম নিরোধ কৰ্ম যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ,
তবে নেহেরু, প্রফুল্ল, বিধান, তারা কি টেলিগ্রামে জন্মেছে।।
- ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার (স্বয়ং কৃত)**
- চিতান — তুমি 'লোক সেবকের' প্রতিনিধি, জানতে চাও জন্ম নিয়ন্ত্রণ।
- পাড়ন — আমরা দেশকাল পাত্র অনুসারে করি ব্যবস্থা, দেশের অবস্থা, করো দরশন।
- ফুকার — হ'ল ভারতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অবাক হয়েছে তাই দেখে :
এসব করি দায় ঠেকে : লোক সংখ্যা যত ছিল, ত্রিওণের বেশী হলো,
তুমি আরও যে জন্মাতে বলো, সে ওলার খাবার দিবে কে।।
- ফুকার — মোদের এই ভারতের দৈর্ঘ্য প্রস্থ রয়েছে আগেরই সমান :
ছুটলো জন্ম-গঙ্গায় বাণ : মা যষ্ঠীর দৃষ্টির জোরে, ক্রমাস্রয় গোষ্ঠী বাড়ে
তাদের পুষ্টি খাদ্য থাকুক দূরে, পাবে না মাথা গোঁজার স্থান।।
- ফুকার — বললে পুন্ডাম নরক ত্রাণ করিতে পুত্রজন্মানো সম্ভবত :
তাতে লাগেনা এত : এক পুত্রে পিণ্ড দিলে, তাতেই মুক্তি মিলে,
তবে কেন জন্মাও পালে পালে, শ্যাল কুকুর শূকরের মত।।
- মিল — জানি বহু পুত্রের পিতা হলে দুঃখ যায় না,
যেমন ভাগের বাবায় পিণ্ড পায় না, একথা শাস্ত্রে লিখে গিয়েছে।
- মুখ — সন্তান যার অনেক জনা, ও সে পায় না আদর নিমন্ত্রণা, আত্মীয়ের কাছে।
- ডাইনা — এই যে পরিবার পরিকল্পনা, আমরা তো জন্মাতে করিনা মানা,
সন্তানের সংখ্যা অল্প করো :
যেন শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তাদের মানুষ গড়তে পারো :
যদি দীন দরিদ্রের সংসারে, ক্রমাস্রয় বংশ বাড়ে,
শেষে ভিক্ষাবুলি কান্দে চড়ে, এ বংশ বাড়ায় কি লাভ আছে।
- খাদ — লক্ষ তারা লাগে না এক চাঁদের কাছে।।
- ফুকার — বললে, দ্বারকায় ছায়ায় কোটি যাদবের বংশ হয় প্রবল :
হলো অকালে উসল : যোর পাপী যদুবংশ, ছিল না ধর্মের অংশ,
তাদের অকালে করিল ধ্বংস, দুর্কাসা জন্মায়ে মুশল।
- ফুকার — ছিল সগরের বাইট হাজার পুত্র, তাহাদের প্রবল প্রতাপে :
ভয়ে মেদিনী কাঁপে : ঘোড়া চোর ধরতে গেল, সাধুর অপমান কৈল,
তারা এক নিঃশ্বাসে ভস্ম হল, মহর্ষি কপিলের শাপে।।
- ফুকার — ছিল ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র তাদের চরিত্রের ইতিহাস :
আছে ভারতে প্রকাশ : কুরুকুল অত্যাচারী, বসুধা ভারে ভারী,
ধরার ভার হরণ করিতে হরি, করিলেন কুরুকুল বিনাশ।।
- ফুকার — বললে মনসারে বিয়ে করে জরৎকার মহামতি :
জন্মায় একটি সন্ততি : আন্তিকে জন্ম ধরে, সর্পকুল রক্ষা করে,

- তোমরা গণ্ডা গণ্ডা যণ্ডা গড়ে, করতেছ সমাজের ক্ষতি।।
- ফুকার — করে দশরথ পুত্রোষ্ঠি যজ্ঞ তুলনা দিলে অকারণ :
তোমরা পারো কি তেমন : রাক্ষস রাবণের বংশ, সমূলে করতে ধ্বংস,
ও তার যজ্ঞ অংশে অবতংশ, হয়েছেন আপনি নারায়ণ।।
- ফুকার — নাকি মন্ত্রীরা কয়জনে মিলে, বাপ ভেকে পিণ্ড দিতে কও :
মোসের নাগাল কোথায় পাও : অপরে পিণ্ড দিলে, তায় যদি মুক্তি মিলে,
তবে তোমার পিণ্ড মরণকালে, শ্মশুরের ছেলের হাতে দাও।

সোনা-লোহার কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — একদিন বি. সরকারের কারখানাতে, লোহা আর সোনার সাথে,
হল এক দ্বন্দ্বের আয়োজন।
- পাড়ন — তাদের দুইয়ের মাঝে বিশ্বের কাজে, শ্রেষ্ঠত্ব কাহার,
যত গুণ কর্ম্ম যাহার, করিতে তাহার সত্য নিরূপণ।।
- ফুকার — একজন স্বর্ণকারে বালা গড়ে, সুতীক্ষ্ণ লৌহ ছেনিতে :
লাগে খোদাই করিতে : হায়, সোনা কয় লোহার প্রতি, হয়ে তুই শুল্ল ভাতি,
এমন দুসাহসীক কার্যে ব্রতী, হয়েছিস কাহার ইঙ্গিতে।।
- মিল — শুনে লৌহ বলে স্বর্ণ তোর মিছে অহঙ্কার,
ও তুই রমণীর অঙ্গের অলঙ্কার, তাইতে আর অভিমান ধরেনা গায়।
- মুখ — শুনে যা লোহার মর্ম্ম, যদি আমি তোরে না দেই জন্ম,
কেবা তোরে চায়।।
- ডাইনা — ও তুই পড়ে ছিলি মাটির তলে, যখন সব বৈজ্ঞানিকে তোরে তোলে,
আমি হই খস্তা আর কোদালী, :
আমার কাটার চোটে, মাটির পেটে তুই আবিষ্কার হলি :
শেষে রাসায়নিক যন্ত্র হই, তোরে শোধন করে লই,
নইলে রূপের জৌলস ছিল বা কৈ, ভুগর্ভে সমামিহ অবস্থায়।
- খাদ — জন্মাদাতা জানে আজ প্রণাম দে মোর পায়।।
- ফুকার — যত স্বর্ণশিল্প মস্ত মস্ত, এই লোহার অস্ত্র সবার মূল :
ফুটাই মরা গাছে ফুল : হায়, লোহার হাঁপরে ছানি,
লোহার হাতুড়ি ছেনী, গড়ায় যে লোহায় তোর তনুখানি,
করিস না মূল বাবারে ভুল।।
- ফুকার — যখন লৌহ অস্ত্রে অলংকরা, রমণীর স্বর্ণ অলঙ্কার :
নইলে সোনার কি বাহার : হায়, ছিলি তুই মাটির ঢেলা,
খেয়ে এই লোহার ঠেলা, হলি তার বাজু অনন্ত বালা,
বিচারে বেশী মান্য কার।।
- মিল — দেখি সুবর্ণ তোর বেশী মান্য নারী সমাজে,
ও তুই লাগিস না বিজ্ঞানের কাজে,
তার সাক্ষী, টাটা বিড়লা রৌরকেল্লায়।।
- অন্তরা — দেখি স্বর্ণ তোর মান্য করে কুরুপা সব রমণী।
তারা বাহ্য রূপে ঢাকে বিশ্বরূপের নিছনী, হয়ে স্বর্ণাভরণী,
সাজে কপট মোহিনী।।
শুনি বিশ্বপ্রস্টা বিশ্বরূপের কলিকা তুলি,

- সৌন্দর্য্য ভূষণে সাজায় নারী পুতলী : মরি হায়রে
সেই সৌন্দর্য্য নাই যার অঙ্গে, প্রণয় করে সোনার সঙ্গে গো,
যত বীরাসনা সাজে রঙ্গে লৌহ সঙ্গিনী :
তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণী যথা চিতোরের রাণী।।
- পরচিতান— দেখি বর্তমান সভ্য সমাজে, নিত্য নৈমিত্তিক কাজে,
অচ্ছেদ্য প্রভুত্ব আমার।
- পাড়ন — যত দাও কাটারী খস্তা কাপ্তে, সূঁচ বঁটা ছুরি,
ঘরের বীম বর্গা কড়ি : ইঞ্জিন আর গাড়ী, এই লোহার তৈয়ার।।
- ফুকার — আমি বন্দুক কামান শূন্যে বিমান, হাইড্রোজেন অগ্নিজেন বোমা :
চেয়ে দেখ সোনা মামা :
কোন কাজে তোরে লাগে, আমি রই সবার আগে,
এখন বিজ্ঞানের এই যন্ত্র যুগে, সব কিছু লোহার মহিমা।।
- ফুকার — আমি টাটা বিড়লা চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুরের কারখানা ভরা :
তুইতো সিদ্ধকের মরা : ডি. ভি. সির কন্ঠী সেজে,
বুক ফুলে দাঁড়াই নিজে, দেখনা হাওড়া সাড়া বালী ব্রীজে,
কতু কি সোনায় হল করা।।
- মিল — তোরে সিদ্ধক হয়ে রক্ষা করি, চোর ডাকাতের ভয়,
আবার বন্দুক হই পাহারার সময়, নবুল কয় ধরগে সোনা লোহার পায়।।

ঐ — জবাব হরিচরণ সরকার

- চিতান — সভার সভাদিগের আদেশে গায়, সোনা আর লোহার কবিগান।।
- পাড়ন — বুকি ছিটকা কলে আটকাবে আমায়, এখন শুনে যাও টাটকা জবাবখান।।
- ফুকার — আমি নামে সোনা কামে সোনা, বাসনা সোনার হবি বাপ,
বড় দেখলি প্রতাপ : লোহাতে কোদাল গড়া, মধ্যে অলঙ্কার ভরা,
দেখি ভোরের বেলা মেথরেরা, পায়খানার বিষ্ঠা করে ছাপ।।
- ফুকার — লোহার সাহায্যে অলঙ্কার গড়ায়, দেখালি লোহার বড় গুণ,
লোহা আমার কথা শুন : সোনাকে পাবার তরে, কতলোক সাধন করে,
আমায় পাবার জন্য ডাকাত চোরে, তোর দ্বারা মানুষ করে খুন।।
- ছুট — থাকলে শত বৎসর মাটির তলে তবু খাটি রই : ও তোর মাটিতে
গৌরব খাটে কই : কই না তো ভেবে দেখ আপন মনে।
- মুখ — শোন সোনা তোরে বলি, ও তুই মিছে করিস গালাগালি, ভুলে অজ্ঞানে।।
- ডাইনা — ও তুই দাও কাচি আর বঁটা ছুরি, এরাপে থাকিয়ে গৃহস্থের বাড়ী,
সকলের করিস উপকার : আবার কায়দা পেলে অস্ত্ররূপে প্রাণ করিস সংহার:
হিন্দু বাড়ী বঁটা দাও, দায় ঠেকিলে দায় সারাও,
যখন মুসলমানের বাড়ীতে যাও, তোর দ্বারা গরু কাটে যবনে।
- খাদ — সোনা হতে লোহার মান কয়জনে মানে।।
- ফুকার — ও তুই লোহা হয়ে সোনার সনে কেমনে তুলনা করিস, :
নাই তোর জ্ঞান বস্তুর উদ্দেশ : সোনা সকলের সেরা, দেবদেবীর মাথার চূড়,
লোহা তুই সদা খাস লাধি গুরা, পায়ের জুতার তলিতে থাকিস।।
- ফুকার — লোহা তুই কি সোনার জন্মদাতা, বৃথা কেন করিস চালাকি :
মনে ভেবে দেখ দেখি : কুমারে মূর্তি গড়ে, সকলে ভক্তি করে,

- বোকা তাই বলে সে কুমারে, মূর্তিতে বাপ ডাকে নাকি।।
- ফুকার — গড়ায় বন্দুক কামান ইঞ্জিন বিমান, সেজন্য জগৎ হবি জয়ী :
কথা কিসে বিশ্বাস হই : লোহাতে বন্দুক গড়ে, কি করিস থাকলে ঘরে,
যদি মাইরের কাঁটায় টান না মারে, তবে তোর গুলি ছোট্টে কই।।
- ফুকার — লোহা করিস কত কারুকার্য, তার বাজু অনন্ত বালায় :
শুনে বাঁচি না জ্বালায় : তোর মান্য ভূমণ্ডলে, জানে নাপিতের ছেলে,
আরো ক্ষুর গড়ায়ে ঝাড়জঙ্গলে, অনেকে * * *।।
- ফুকার — বললে হাওড়া ব্রীজে বালীব্রীজে, সোনার ঠাই নাই কোন জায়গায় :
তাতে কি সোনার মান্য যায় : জানিস না সোনার রঙ্গ, করিস নাই সোনার সঙ্গ,
আছে নবদ্বীপে সোনার গৌরঙ্গ, সকলে ভক্তি করে পায়।।
- ফুকার — যত লোহা সীসা তামা কাঁসা, সব চেয়ে সোনার বেশী মান :
সাধু ভক্তের কাছে জান : ঘুচায়ে দুর্বাসনা, যে করে উপাসনা,
যদি প্রাপ্ত হয় সে কেলোসোনা, সে সোনায়ে মোক্ষ করে দান।।

ইঞ্জিনিয়ার—বৈরাগীর কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — দেশে এসেছে নব জাগরণ, দেশের যত জনগন
মুছিয়ে ফেল ঘুম ঘোর।
- পাড়ন — মোদের থাকবেনা আর দুঃখ দৈন্য অগ্নের হাহাকার,
দিয়েছেন সরকার, চাষের প্রতি জোর।।
- ফুকার — মোদের ভারতের এক ইঞ্জিনিয়ার, বয়স তার খাটি ইয়ার,
নুতন তার চাকরীর স্থানে আসাঃ এক জন বৈষ্ণব আসে বাবুর পাশে
করিয়ে ভিক্ষা লাভের আশা : হয় ২ মরি হয়
দেখে সে বৈরাগীরে, বাবু কয় ধীরে ধীরে,
তোমার ভিক্ষা করা ব্যবসাটিরে, করেছ নেশা না পেশা।।
- মিল — তোমার সবল সুস্থ নিটোল স্বাস্থ্য মস্ত পালোয়ান,
করো কর্ম্মী সেজে কর্ম্মের সন্ধান, শুধু কি ভেক নিলে গোবিন্দ পায়।
- মুখ — শ্রীকৃষ্ণ ধরায় এসে, সেজে আদর্শ মানুষের বেশে, কর্ম্মযোগ শিখায়।।
- ডাইনা — শুনি ধরার ভার করিতে হরণ, সাজিয়ে নররূপে নরনারায়ণ,
জীবেরে শিখায় কর্ম্মের গীতা : তোমরা ধর্ম্ম করো কর্ম্ম করো
গোবিন্দ ফলদাতা : দিয়ে তার উপরে কর্ম্ম ভার, কাজ করে যাও অনিবার,
এই যে ভেক নিয়ে বৈরাগী বেকার, এটা তার কর্ম্ম পথের অন্তরায়।
- খাদ — কর্ম্মযোগী হলে তার বাধ্য শ্যামরায়।
- ফুকার — শুনি মনুষ্য আকৃতি ধরি, দ্বারকানাথ শ্রীহরি, অর্জুনকে দিয়েছিলেন শিক্ষা,
তুমি হিংসা ছাড় শত্রু মারো, লও কর্ম্ম সম্যাসেতে দীক্ষা, হয় ২ মরি হয়
সেই কৃষ্ণের ভক্ত সেজে, গুরুর আদর্শ তাজে,
তোমরা মন না দিয়ে দেশের কাজে, কোন লাজে করিতেছ ভিক্ষা।।
- মিল — জানি গোলোক তাজে ব্রজে এসে কৃষ্ণ বলরাম,
করে কৃষি গোরক্ষা অবিরাম, জগতে চাষীর প্রাধান্য দেখায়।।
- অন্তরা — শুনি কর্ম্ম নৈব হি সংদিক্খি, বলেন ভগবান।
তোমরা কর্ম্ম তাজে কুড়ে সেজে, ধরেছ বৈষ্ণবের ভান।।
হায় গো, জনক থেকে কনকপুরে, কাম কামনা ফেলে দূরে,

- লোক সংগ্রহে কৰ্ম করে, করেন আত্মদান।
 সে কৰ্মে হয়ে বিরাগী, ভেক নিয়ে হয়ে বৈরাগী, ২
 কি করেছে দেশের লাগি, কি হবে দেশের কল্যাণ।।
 হয়গো, কৰ্মের গুণে যজ্ঞের পুষ্টি, যজ্ঞের গুণে জন্মে বৃষ্টি,
 বৃষ্টির গুণে অন্নের সৃষ্টি, অন্নে বাঁচায় প্রাণ।
 সেই অন্ন উৎপাদন করতে, আগে হবে পল্লী গড়তে, ২
 চাষীর সনে লাঙ্গল ধরতে, কেন ভাবো অপমান।।
- পরচিতান— আগে ভিখারী দেখিলে দ্বারে, সবাই ভিক্ষা দিত তারে,
 আগের দিন বাঘে খেয়েছে।
- পাড়ন — এখন সবার কাঁধে ভিক্ষার খুলি, রেশল থলি সার,
 ভিক্ষা চাইতে আর, যাবে কার কাছে।।
- ফুকার — তোমরা ভিখু মাগো বৈরাগী সেজে, খেতে চাও বিনা কাজে,
 পশারটা জমায়েছ বেশ : গিয়ে যার তার কাছে ভিখা মাগো
 নাই মোটে ঘৃণা লজ্জার লেশ : হায় ২ মরি হায়
 বিদেশী পর্যটকে, এই দৃশ্য দেখে দেখে,
 তারা দেশে গিয়ে সংবাদ লেখে, ভারত এক ভিক্ষামাগা দেশ।।

ঐ—জবাব (স্বয়ং কবিরাজ নকুলেশ্বর কৃত)

- চিতান — শুনে ইঞ্জিনিয়ার বাবুর কথা বৈরাগী কয় মনোদুখে।
- পাড়ন — যারা বৈরাগীরে ভিক্ষা দিতে চায় না এক মুষ্টি,
 সাতগোষ্ঠীর কুষ্টি সুধায় কেন মুখে।।
- ফুকার — বললে ভিক্ষাটা নেশা না পেশা কথাটা বলো নাই মিছে :
 এটা পেশাই হয়েছে : জানি না লেখা পড়া, সাধ্য নাই চাকরী করা,
 কাজেই দশ দুয়ারে ভিক্ষা ছাড়া, আমাদের উপায় কি আছে।।
- ফুকার — যারা ব্র্যাকমার্কেটে চুরি করে দেশ জুড়ে খাদ্যভাব ঘটায় :
 সে দিক কেউ না ঘিরে চায় : দেশ জুড়ে মেয়ের মেলা, বহির বাড়ি হয় তেতলা,
 কেবল বৈরাগীর ভিখ দেবার বেলা, বাপ দাদার তালুক লাটে যায়।।
- মিল — কারো শালাশালী এলে বাড়ী আদর তার ভারী,
 দেখলে মালাতিলক কৌপিনধারী, বাবুরা তার উপর হয় অসন্তোষ।
- মুখ — হয়েছে লক্ষপতি, তবু লক্ষ্য নাই দরিত্রের প্রতি, মিছে করো রোষ।।
- ডাইনা — বললে ধরার ভার করিতে হরণ, আসিয়ে নররূপে নরনারায়ণ, জীবেরে
 বলেছেন এই কথা, : তোমরা ধর্ম করো কৰ্ম করো গোবিন্দ ফলদাতা :
 তোমার গীতার মর্ম জেনে সার, গোবিন্দের পর দিয়ে ভার,
 করো দেশ জুড়ে আজা চোরাকারবার, তা হতে ভিক্ষাতে কি বেশী দোষ।
- খাদ — সরকারের মাথায় কাঁঠাল, তোমরা খসাও কোষ।।
- ফুকার — আমরা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করি মুখে কই হরে কৃষ্ণ নাম :
 ভেবে গৃহীর পরিণাম : ভিক্ষা পেলে এক মুষ্টি, অহিতে হয় আত্মতুষ্টি,
 যত ভরামারা চোরের গোষ্ঠী, কয় বেটা করে কৃষ্ণ নাম।।
- ফুকার — বললে, সবল সুস্থ নিটোল স্বাস্থ্য, ভিক্ষা করতেছ কি কারণ :
 যত দেশের জনগণ : কাজ পায়না মজুর কুলী, অন্ন নাই মুখে খুলি,
 দেখি সবার কাঁধে ভিক্ষার খুলি, তার মাঝে আমিও একজন।।

- ফুকার — আমি ভিক্ষা ছাড়ব চাকরী করব, এ তোমার ভিখ না দেওয়ার ভান :
কত বেকারী বিদ্বান : বড়রে খেলে বাঘে, ছোট আর কিসে লাগে,
তোমরা পারো যদি করো আগে, শিক্ষিতের কর্ম সংস্থান।।
- ফুকার — দেশের শিক্ষিত বেকার যারা তাদেরই পেটে অন্ন নাই :
আমরা নিরক্ষর সবাই : সাধ্য নাই চাকরী করব, না খেয়ে প্রাণে মরব,
শেষে চুরি করব পকেট মারব, তার চেয়ে ভিক্ষা করে খাই।।
- ফুকার — তুমি মোটা মাইনার চাকরী করো, অন্তরে অপার আনন্দ :
ভিক্ষুক হয় না পছন্দ, : লাখ টাকার কষ্ট্রাক করে, কাজ সেরে পাঁচ হাজারে,
রাখো বাকী টাকা পকেট ভরে, তার চেয়ে ভিক্ষা কি মন্দ।।
- ফুকার — বললে, ভেক নিয়ে বৈরাগী হলে, গোবিন্দ দেয় না দরশন :
সে তো কাঙ্গালেরি ধন : তার সাক্ষী পাগলা ভোলা, কাঁধে লয় ভিক্ষার ঝোলা,
আবার গৌরাস বৈরাগীর চেলা, ভেক ধারী রূপ আর সনাতন।।

পাকিস্থানী দ্রৌপদীর কবি নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — আমি পাকিস্থানী যাজ্ঞসেনী, সভ্য সভায় একখানি,
আধুনিক কাব্যরস গুনাই
- পাড়ন — আমার প্রতিপক্ষ উপলক্ষ, মূল লক্ষ্য সরকার,
কাতরে আমার, নিবেদন জানাই।।
- ফুকার — অদ্য কুরুসভা বেনাপোলে, গো-ভোজী কুরু দলে,
আজ আমার খুলতে চায় বসন :
তোমরা সভায় বসা পঞ্চ পাণ্ডব কংগ্রেসী বিদুর ভীষ্ম দ্রোণ :
হায় ২ মরি হায়, লজ্জাতে বদন ঢাকি, কাতরে কত ডাকি,
তোমরা চোখ পাকায় দেখবে নাকি, ভারতে নারী নির্যাতন।।
- মিল — যখন প্রশ্ন শুনে সভাস্থানে কারো নাই বাণী,
তখন রাগ করে কয় যাজ্ঞসেনী, পি. সি. সেন যুধিষ্ঠিরের বিদ্যমান।
- মুখ — ধর্মরাজ কও আমারে, অদ্য কোন ধর্ম রাখিবার তরে, নারীর অপমান।।
- ডাইনা — যেদিন ফল বলে মা ভুল করেছে,
পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে খেতে বলেছে, সেই হইতে তোমরা পঞ্চধামী :
তোমার আয়ুব খানের পাশার পনে, দোষী কিসে আমি:
সত্যধর্ম নাই যার ঠিক, তার বিচারে শত মিক,
হয়ে তিন আনা চার গণ্ডার মালিক, কেমনে ষোল আনা করলে দান।
- খাদ — দায়ভাগের ভাগ হিসাবে করে দাও বিধান।।
- ফুকার — জানি তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে, বৎসর হয় সবে জানে,
তোমরা মোর পতি পঞ্চ ভাই :
আমি এক এক পতির সেবার দখল, বৎসরে ৭৩ দিন পাই : হায় ২
দান করে কুলবালা, আজ করলে পাশা খেলা,
এটা যে ভাইয়ের কন্ট্রোলের পালা, তার কাছে আদেশ নেওয়া চাই।।
- ফুকার — শুনি তোমাদের এই হিন্দু রাষ্ট্র, তার উপর বীরশ্রেষ্ঠ, সভাতে ক্ষত্রিয় সকল:
কেন আয়ুব খানের পাশার পণে, হারালে শৌর্য বীর্য বল, : হায় ২ মরি হায়
থাকিলে শৌর্য বীর্য, রোধ করে অনায়াস কার্য,
তোমরা নির্যাতনে করো সহ্য, হীনবীর্য নপুংসকের দল।।

- মিল — যদি শক্তিমানে শক্তির করে অপব্যবহার,
তবে স্বাধীনতা থাকে না তার, কুলাঙ্গার বংশের কাটে নাসা কান।
- অন্তরা — যদি ধর্মরাজ্যের আখ্যা নারী আমি হই এক জন।
তবে পতি বর্তমানে কেন সতীর নির্যাতন।।
হায়গো, উদ্ধারিতে সীতা সতী, রাবণ বধেন রঘুপতি,
বিপন্ন রমণীর প্রতি নিদয় কি কারণ।
তোমরা যদি পারো ধ্বংস করো যবন দুর্যোধন।।
- পরচিতান— শুনি ভাং গাঁজা মদ খেলে পরে, নেশাখোর বলে তারে,
চোখ বুঁজে নেশায় থাকে ভোর।
- পাড়ন — হয়ে পাশার নেশায় দিশেহারা বউকে ধর পণ,
কে আছে এমন নিলাজ নেশাখোর।।
- ফুকার — যখন রাগ করিয়ে বুকোদরে উঠিয়ে গদা করে, সজোরে ছন্দার দিয়েছে :
তুমি করলে বারণ করো স্মরণ, আমাদের গোবিন্দ আছে :
হায় ২ মরি হায় নিজের বউ সেখে ধরে, নিজে না রক্ষা করে,
যারা ভার সঁপে দেয় অন্যের পরে, তাদের কি মা ভয়ী বাঁচে।।
- মিল — এই সব হিন্দু নারীর বন্ধু যখন হিন্দু রাষ্ট্রে নাই,
অধম নকুল কয় আয় ছুটে পালাই, হই গিয়ে কলমা পড়ে মুসলমান।।

টাকার কবির জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে টাকার মুখে পাকা কথা, দুখে কয় বৈরাগী গোসাঁই।
- পাড়ন — ঘটে সংসারে যত অনর্থ অর্থ তার মূলে, তাহিতে সব ফেলে, কৃষ্ণ গুণ গাই।
- ফুকার — কেহ টাকা নিয়ে গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দেয় গদাধরের পায় :
কেহ ভাগবত পড়ায় : কেহ বা অন্নদানে, মান্য পায় সর্ব স্থানে,
কেহ টাকা দেয় গুঁড়ির দোকানে, মদ কিনে বেশ্যাবাড়ী যায়।।
- ফুকার — জানি টাকায় তুষ্ট দেবী দেবা, টাকায় হয় রোগ ব্যাধির আরাম :
টাকায় ভ্রমে তীর্থধাম : সব কর্ম টাকায় চলে, একথা লোকে বলে,
কিন্তু ভবসিদ্ধি পারের কালে, শেষ সম্বল হরেকৃষ্ণ নাম।।
- ফুকার — আমি ভেক বৈরাগী ভিক্ষা মাগি, নাই আমার টাকার দিকে মন :
করি শ্রীকৃষ্ণ ভজন : ঠাকুর মোর ভক্তির কেনা, চায় না সে রূপা সোনা,
আমার চার আঙ্গুল এই কৌপনি তেনা, নাই আমার অর্থের প্রয়োজন।।
- ফুকার — এই যে টাকায় ধর্ম টাকায় কর্ম, দেখালি টাকার কতগুণ :
টাকায় ঘরে দেয় আগুন :
সঙ্কিত টাকার লাগি, সংসার হয় ভাগাভাগী,
করে ভাইয়ে ভাইয়ে রাগারাগি, ভাই হয়ে ভাইকে করে খুন।।
- মিল — যারা অর্থ লোভী স্বার্থের বন্ধু তারা চায় টাকা,
আমি এলেম একা যাব একা, ঠেকা কি করে টাকা উপার্জন।
- মুখ — করিস না বাড়াবাড়ি, টাকা থাক গিয়া ঘুষখোরের বাড়ী, আর যারা কৃপণ।
- ডাইনা — জানি রূপ সনাতন দু'ভাই ছিল, তারা তো ধনসম্মতি ত্যাগ করিল,
কয়দিনের জায়গা জমিদারী, ছেড়ে বায়ান্ন লাখ টাকার বিত্ত, সাজিলেন ভিখারী :
যদি না থাকে ভক্তি কড়ি, পাবে না পারের তরী,
তুচ্ছ টাকার মুখে ঝাঁটা মারি, আজ আমি যাত্রা করলেম বৃন্দাবন।।

কালাপাহাড়ের কবি—১নং মথুরানাথ বালা

- চিতান — আমি সার্বভৌম ব্রাহ্মণের ছেলে আমাকে জানে সর্বজন।
 পাড়ন — ঠাকুর রাজারাম গয়ালী পাহাড়ী, আমি
 তারির বাড়ীর ফুলতোলা ব্রাহ্মণ।।
- ফুকার — আর দিক-স্রমণে এলেম আমি বাড়ী ছেড়েছি বার মাস : করি বৃক্ষতলা বাস :
 যে দেখি তোমার কর্ম, বুঝি না কথার মর্ম,
 তুমি সাধন কর কোন ২ ধর্ম, ঠিক যেন ব্রহ্ম হরিদাস।।
- মিল — আজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তোমায় দেখে বাক্যহারা,
 আমি ব্রাহ্মণের বেশ এমন ধারা, আর করি নহি নিরীক্ষণ।
- মুখ — মনেতে লক্ষ্য করি, আমি চিন্তে নারি, বল তুমি কোন দেশী ব্রাহ্মণ।।
- ডাইনা — গোছা পৈতা দেখি গলে, মনে জ্ঞান করি ব্রাহ্মণের ছেলে,
 ভক্তিতে ভক্তি করলেম পদে :
 তোমার বিচিত্র চরিত্র দেখে মরি মনের খেদে :
 সত্য করে কও তুমি, শাক্ত কিংবা গোপ্বামী,
 সদায় মুসলমানের সঙ্গে তুমি পাওকুটি খাও কি কারণ।
- খাদ — ভেবে চিন্তে কিছু আজ পাইনে নিদর্শন।।
- ফুকার — জাতের ভয় করনা বুঝি, তোমার একি হেরি কারসাজি :
 যে মুখে কৃষ্ণ রাধা বলতে সদা সর্বদা,
 এখন সেই নামেতে হয়ে আধা, সেজেছ খাসা ফরাজী।।
- মিল — আর প্রণাম করতে এলেম আমি ডাইনা হাত তোল,
 যেমন হাজীর বাড়ী কাজী থাকে, ঠিকঠাকেতে সেই লক্ষণ।।
- অন্তরা — কিবা সুখ আহারে ২ পাওকুটি বিষ্টুট কুটি বুটের ডাইল।
 আর ঘৃতপাকের মধ্যে দিলে পেঁজের সম্ভার ২—
 আমি বুঝলেম না তোর জাইতের পাইল।।
- পরচিতান — দেখি বেদ বিধি ব্রাহ্মণের মুখে, চার যুগে এই নিয়ম আছে।
- পাড়ন — তোমার জন্মদাতা পিতা কোন ঠাকুর তার নাম,
 শুনিলে পর সব জ্বালা ঘোচে।।
- ফুকার — আর সম্মুখে এক বিবি দেখি মরি যাই রূপের কি বাহার :
 ধনী কে বটে তোমার : চুল পাকা দাড়ি চাঁচা, সম্মুখে দুলীর কোচা,
 আবার পিছের দিকে আলগা কাছা, ঠিক যেন পাও মোছা খোল কার।।

বিভীষণের কবি নারায়ণচন্দ্র বালা

- চিতান — যেদিন বধ করিয়ে লক্ষ্মেশ্বরে, জানকী সঙ্গে করে,
 এলো রাম অযোধ্যা ভুবন।
- পাড়ন — খবর পেয়ে মধুদৈত্য মনের শঙ্কাতে, গিয়ে লঙ্কাতে দিল দরশন।।
- ফুকার — দেখে কনকপুরীর নাই সে শোভা, রাজপুরী অর্ধদক্ষ প্রায় :
 গেল রাবণের সভায় : হয়, নূতন ভাব দরশনে, সন্দেহ জাগল প্রাণে,
 দেখে বিভীষণ রাজ সিংহাসনে, রাজরাণী মন্দোদরী বায়।।
- মিল — এসব ভাব দেখিয়ে দৈত্যপতি বিস্মিত অতি,
 অমনি বলে বিভীষণের প্রতি, মহারাজ চিন্তে কি পার আমায়।
- মুখ — বলব কি লঙ্কাপতি, আমি তোমারই হই ভয়ীপতি, বাড়ি মথুরায়।।

- ডাইনা — তোমার দাদা ছিল দশগিরি, ছিল তার অসংখ্য সুন্দরী নারী,
একদিনে বাড়ি হল খালি : কেন রাড়ী নিয়ে বাড়ির মধ্যে এত ঢলাঢলি :
বাড়ি ভরা রাড়ীর পাল, তোমার ত এই বুড়া কাল,
তুমি কোন সাহসে ধরিয়ে হাল, শেষকালে মাঝি হলে খেওয়া নায়।
- খাদ — এসব কাজে সমাজে মুখ দেখান দায়।।
- ফুকার — ওনি বামভাগে প্রেমসীর আসন, ভাষ্যকে তাই বলে বামা,
এ তো নয়কো সরমা : হায়, দেখে মরি সরমে, সন্দেহ হয় মরমে,
বসল কোন বিচারে তোমার বামে, বিধবা ইন্দ্রজিতের মা।।
- মিল — রাণী মন্দোদরীর দক্ষিণ হস্তে কেন নাই শীখা,
কেন মুখখানি তার বিষাদ মাখা, মহারাজ যথার্থ বল আমায়।।
- অন্তরা — করলে কি বিভীষণ, কি ভীষণ কাণ্ড আজ, করলে বড় চমৎকার।
কেন ভ্রাতৃবধু বাঁয় বসালে গো—শেষকালে নাম হাসালে বড় দাদার।।
যদি ইন্দ্রজিতে বর্তমানে থাকিত এখন,
তোমায় খুঁজ ফেলে বাবা বলে করলে সন্ধান—তুমি করতে কি স্বীকর।।
এখন তরণীর হয়েছে জেঠা গো—সদুপায় কি করিলে সরমার।।
- পরচিতান— আগে বৌদিদি বলিতে যারে, আজ তারে অবিচারে,
করলে কেন শয্যাসঙ্গিনী।
- পাড়ন — এখন পরের তরীর মাঝি হয়ে বসলে পাছা নায়,
রাজা কে চালায় তোমার তরণী।।
- ফুকার — তোমার বড় দাদা বড় সম্পর্কে হইত আমার,
তুমি ছোট মোর ভাষ্যার : হায়, আজ যখন বড় হলে, বড় বৌ ভাগে পেলে,
এখন তোমায় আমায় দেখা হলে, কে পারে করবে নমস্কার।।

প্রহাদের কবি নারায়ণচন্দ্র বাল্য

- চিতান — প্রহাদ মন্ত হরি সংকীর্ণনে, তাই শুনে ক্রুদ্ধ দৈত্যেশ্বর।
- পাড়ন — শেষে অবাধ্য সেই পুত্রবধে করে অঙ্গীকার,
করে অত্যাচার প্রহাদের উপর।।
- ফুকার — একা শ্রীহরি ভক্তের প্রহরী আর সবই শিশুর বিপক্ষে,
হরি অন্তরীকে থেকে তাকে করতেছে রক্ষে : হায় ২ মরি হায়
মতি যার কৃষ্ণ পদে, বিপদ তার পদে পদে,
এমন আত্মদে ভক্ত প্রহাদে, ভক্তের আজ মহা পরীক্ষে।।
- মিল — তারে মারতে নারে কোন মতে আওনে জ্বলে,
দেখে দৈত্যপতির মন্ত্রী বলে, মহারাজ পরামর্শ শুনে যাও।
- মুক — শোন রাজা মহাশয়, তোমার ছেলেকে কেশ্যার বাসায়, মদ খাওয়া শিখাও।।
- ডাইনা — ওরে পাঁঠার মাংস দেও যথেষ্ট, যাতে ওর কৃষ্ণভক্তি হবে নষ্ট,
কয়েকটা কাছিম খাওয়াও বেঁধে : গণ্ডা আষ্টক আণ্ডা দেও ওর
হাতে গলে বেঁধে : পড়ে থাকবে বাজারে, হবে বড় মজারে,
যদি পিরীতির পেয়ীতে ধরে, তবে ওর ছয় মাসে লাগাবে বাও।
- খাদ — দণ্ডচারি চণ্ডীপাঠ ছেলে রে শিখাও।।
- ফুকার — উহার ছিঁড়ে ফেলাও গলার মালা, পোড়ায় দেও নামাবলী :
শেষে মুছে ফেল হরিনামের তিলক ছাপাগুলি : হায় ২ মরি হায়,

- মদ মাংস গেলে পেটে, যাবে ওর ভক্তি ছুটে,
কিছু জটা ভাঙের পাতা বেটে, খেতে দাও দুধের সাথে গুলি।।
- মিল — আন ব্রাণ্ডি হইসকি আফিম কোকেন গাঁজা আর চরস,
শিশুর নীরস চিত্ত করতে সারস, দুই একটা আদিরসের গান শুনাও।।
- অন্তরা — বলব কি মহারাজ করে লাজ, তোমার এই ছেলে বড় মূর্তিমান।
কাঁদে 'ক' দেখিলে কৃষ্ণ বলে গো—ইস্কুলে শিখেছে এক 'ক' বানান।।
আছে ব্যঞ্জন বর্ণ চৌত্রিশটি তিনটি চিনে তার,
নিয়ে আদি বর্ণের আদি বর্ণ, যোগ করে 'ঋ'কার, মরি হায়রে—
শেষে মূর্ধণ্য 'য' আর মূর্ধণ্য 'ণ' গো—
যোগ করে উচ্চৈশ্বরে করে গান।।
- পরচিতান — শিশু জ্যামিতি করেছে ইতি, পড়ে সব ভক্তের ইতিহাস।
- পাড়ন — উজার ভূগোলে কুৎপত্তি মাত্র গয়া পর্যন্ত মানে অজ্ঞাত পুরুর আর প্রভাস ।।
- ফুকার — শিশুর গণিত শাস্ত্রে যোগ্যতা খুব, শিখেছে মাত্র যোগ বিয়োগঃ
করল বিবেক আর বৈরাগ্য যোগে বাসনা বিয়োগ : হায় ২ মরি হায়
বিজ্ঞানে নাই আকর্ষণ, দর্শন তার স্বরূপ দর্শন,
করলে ব্যাকরণের অনুসরণ, 'হা' ধাতু দেখলে বাড়ে রোগ।।
- মিল — আবার মাঝে মাঝে পড়ে থাকে তুলসীর তলে,
তোমার ছেলের ব্যারাম সারতে হলে, মহারাজ খেমটা দলে বায়না দাও।।

পাণ্ডুর পিণ্ডের কবি বিজয়কৃষ্ণ সরকার

- চিতান — যে দিন পঞ্চপাণ্ডব গয়াধামে, পিণ্ড দিতে পাণ্ডুর নামে,
পাণ্ডুর নিকটে দণ্ডায়মান।
- পাড়ন — যখন পিণ্ড করে পাণ্ডুর ধারে বসল ধনঞ্জয়,
শিবনাথ পাণ্ডা কয়, তাহার বিদ্যমান।।
- ফুকার — ডেকে শিবনাথ বলে কথা ধর, কুশাগ্র করে কর, চিন্তা কর পরিণামে,
তোমার পিতৃপুরুষ উদ্ধার করতে, এলে এই গয়াধামে : হায়—
সগোত্র সেই রাখিবা, কার পুত্র আমায় কবা,
দেখি বিচারে তোমার দুই বাবা, পিণ্ড দিবা তোমার কোন বাবার নামে।।
- মিল — তোমার ইন্দ্র আর সেই পাণ্ডু পিতা উভয় স্বর্গস্থ,
আমি ইহার কি করব মধ্যস্থ, দায়ভাগে দায় ঠেকলাম খোলা কেটে।
- মুখ — ভেবে না পেলাম দিশে, দিব কার পিণ্ড আজ কার উদ্দেশে,
শেষে তোমার কোন বাবা চটে।।
- ডাইনা — এই মাতুরজঃ আর পিতৃবীজে, বিধাতা এই বিধান করেছে নিজে,
এই বিধির নাই অবিচার : অর্জুন তোমার উপর নাই পাণ্ডুর স্বত্বের অধিকারঃ
আর যৎ বীর্য তৎ পরাক্রম, হবে না তার ব্যতিক্রম,
তুমি কেমনে করিবে অতিক্রম, ঘটেছে ইন্দ্রিয় বিক্রম যে ঘটে।
- খাদ — ক্ষেত্রজ পুত্র পাণ্ডুর সকলে রটে।।
- ফুকার — করতে পুণ্য কর্ম নরক হতে ত্রাণ, তাই লোকে চাহে সন্তান,
তোমার কেন ব্যবধান তার দেখিঃ যদি ইন্দ্র করে পিণ্ড গ্রহণ,
পাণ্ডুর উপায় কিঃ হায়—এই ভবে সবার জানা, দুই পিতা সম্ভবে না,
অর্জুন তোমার দেখি উশ্টা সানা, কও ইহার পাশ্টা জবাব কি?

- মিল — মোদের ধর্মনেতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশিষ্ট সবই, তারা জন্মদাতা পিতার ছবি, চিত্রিত করেছে চিত্রপটে।।
- অন্তরা — আমারে কও অর্জুন বংশের গুণ, পূর্ব প্রাচীন ইতিহাসের কথা।
তোমার তিন পুরুষের পিও দিতে গো, আনো গোত্র গুণের কুণ্ডিকা।।
তোমার বিধবা সেই পিতামহীর জন্মিল নন্দন, বড় অদ্ভুত বারতা—
তোমার পিতামহের মৃত্যুর পরে গো—কেবা তোমার পিতার জন্মদাতা।।
- পরচিতান— পেয়ে কুণ্ডি মাদ্রী দুটি জায়া, পাণ্ডু সাজল ঢাকের বাঁয়া,
রাখে নাই পিতৃদেবের ধারা।
- পাড়ন — এই যে যমরাজ আর পবন অর্ক অশ্বিনীকুমার,
সম্পর্কে তোমার কি হয় তাহারা।।
- ফুকার — শুনি কর্ণ তোমার আর এক ভ্রাতা, দেখো হিসাবের খাতা,
তারে কয় দিবাকরের সূতঃ তারে কেউ বলে না পাণ্ডুর পুত্র :
এ সূত অতি অদ্ভুতঃ হয়—কও শুনি ইন্দ্রের বেটা, এই পিও পাবে কেটা,
বুঝি পাণ্ডু রাজার ঘটবে লেঠা, যদি হয় সে শেওড়াগাছের ডুত।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তুমি গয়ার গুণ্ডা শিবনাথ পাণ্ডা, আমাকে করলে ধনঞ্জয়।
- পাড়ন — গিয়ে অর্জুন করে গয়াপুরে পাণ্ডুর পিওদান, অযুক্তি প্রমাণ বলা উচিত নয়।
- ফুকার — জানি পাণ্ডবের জন্ম বৃত্তান্ত, ব্যাস মুনি লিখেছেন আগে,
সবার অন্তরে জাগে : বৃত্তাসুর করে ধ্বংস ইন্দ্র হয় পঞ্চ অংশ,
তাইতে পাণ্ডু বংশে অবতংশ, এক ইন্দ্র হলেন পাঁচ ভাগে।।
- ফুকার — বললি কার নামেতে পিও দিবি—পাণ্ডা তোর ভগামী প্রমাণ,
আমরা পাণ্ডবের সন্তান : পাণ্ডুর পবিত্র ক্ষেত্র, আমরা সেই ক্ষেত্রপুত্র,
আমরা সকলে বৈরাগ্য গোত্র, এই নামে করবি পিওদান।।
- মিল — জানি যত্রক্ষেত্র তত্র পুত্র শাস্ত্রসম্মত, আমরা পাণ্ডু রাজার ক্ষেত্র পুত্র,
হয়েছি পঞ্চ পাণ্ডব ধরাধাম।
- মুখ — পিতা মোর মহাতেজা, তারে ক্ষত্রিকুলে করে পূজা, পাণ্ডু রাজা নাম।।
- ডাইনা — বললে যদ্ বীর্য্য তদ্ পরাক্রম, সংসারে পুত্রে পায় পিতার বিক্রম,
একথা সত্য যদি হয়, : কেন ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণের পুত্র, দ্রোণ ক্ষত্রী হয় :
শুনি জামদগ্নির চরিত্র, সে ব্রাহ্মণ সুপবিত্র,
কেন তার বীর্য্যোতে হয়ে পুত্র, পেয়েছেন ক্ষত্রবীর্য্য ভৃগুরাম।।
- খাদ — ক্ষত্রী বিশ্বামিত্র পায় ব্রাহ্মণের প্রণাম।।
- ফুকার — নাকি মাতুরজ আর পিতৃবীজে পুত্র হয় বললে বারতা : কিসে মানি একথাঃ
ভরদ্বাজ মুনির ঘরে, মাটির দ্রোণীর ভিতরে,
এই যে দ্রোণ আর দ্রোণী জন্ম ধরে, বল না তার রজঃ ছিল কোথা।।
- ফুকার — তবে রজঃ বীজ ছাড়াও পুত্র জন্মে খুলে দেখ ভারতের পাতা :
যুবনাথের বারতা : যজ্ঞের জল ছিল ঘটে, খেল পিপাসার চোটে,
তাইতে যুবনাথ রাজার পেটে, রজবীজ বৈ জন্মে মাঙ্কাতা।।
- ফুকার — কেবা আমার বাবার জন্মদাতা, বোকা তুই করিস নাই শ্রবণ,
পিতামহের হয় মরণ : দায় ঠেকে মাতৃবাক্যে, পিতামহীর সমক্ষে,
গিয়ে চিত্রাঙ্গদের বংশ রক্ষে, করেছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ।।

- ফুকার — বললে আমার সনে কি সম্পর্ক সূর্য যম ইন্দ্র পবনে :
বোকা ভেবে দেয় মনে :
তুই একটি অকাট মুখ, যম পবন ইন্দ্র অর্ক,
আছে তোর আমার সমান সম্পর্ক, স্বর্গীয় দেবতার সনে।।
- ফুকার — নাকি আমার বাবা ভূত সাজিয়ে থাকিবেন, শেওড়া গাছের পর :
তাতে তোরই বেশী ডর : গয়ালীর মত্ত ভুলে, আত্মা অমুক্ত হলে,
ঐ যশোমার্কী পাণ্ডা পেলে, ঘাড় ভেসে রক্ত খাবে তার।।
- ফুকার — আমার জন্মদাতা কোন দেবতা, তুই বুঝি জানতে চেয়েছিস :
বোকা বুঝে খোঁটা দিস : কার বীর্যে জন্মে ছেলে, মা জানেন এই ভূতলে,
বুঝি তোরে জন্ম দেওয়ার কালে, তোর বাপকে দেখে নিয়েছিস।।

পরশুরামের মাতৃহত্যা কবি বিজয়কৃষ্ণ সরকার

- চিতান — করতে পিতৃবাক্যে মাতৃহত্যা, পরশুরাম ঠেকে অগত্যা,
এ বার্তায় দিল সম্মতি।
- পাড়ন — ভাবে ক্রান্ত মনের শান্তিবারি সকল পিপাসার,
হায়রে বিধাতার যুগল দম্পতি।।
- ফুকার — তখন নিষ্ঠুরের ন্যায় কুঠার নিয়ে, পরশুরাম চলে ধোয়ে,
পালন করিতে পিত্রাদেশ, তার মায়ের কাছে গিয়ে পাছে জানায় সবিশেষ :
হায়, বলে মা করি প্রণাম, পিতার আদেশে এলাম,
তখন সব কিছু বলে পরশুরাম, করল মাতৃহত্যা শেষ।।
- মিল — একজন বৃদ্ধা নারী পথে যেতে, শুধায় বারতা,
শুনে পরশুরামের সকল কথা, বুড়ি তো রাগে প্রায় বাঘের মাসী।
- মুখ — বুড়ী কয় বড় লেঠা, তোমরা নাম করলে খুব দুই বাপ বেটা,
দেখে পায় হাসি।।
- ডাইনা — জানি পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ, তাহিতে তার পায়ে এনে ভক্তি অর্ঘ্য,
পবিত্র মনে প্রাণে সেবি : কিন্তু স্বর্গাদপি গরিয়সী এই জননী দেবী :
আর পিতামাতা সব কাজে, সমান দেখে সমাজে,
কিন্তু পিতার চেয়ে মাতার মাঝে, চিরকাল দুইটা গুণ আছে বেশী।
- খাদ — আর অনার্যকৃত কার্য আর্য বিদ্বেরী।।
- ফুকার — শুনি মায়ের চারি, বাপের চারি, আট শক্তির সেহ তৈয়ারী,
এ প্রমাণ মানে বিশ্বধাম : কেন পিতার প্রতি নিষ্ঠা অতি, মায়ের প্রতি বাম :
পুত্রের কর্তব্য কর্ম, বুঝবে উভয়ের মর্ম,
যাহা পশুরও পক্ষে অধর্ম, তাই কেন করলে পরশুরাম।।
- মিল — তোমার কর্ম দেখে মনোদুঃখে মরমে মরি,
তুমি ধরার ভাব লইবে হরি, কেমনে মানিবে বিশ্ববাসী।।
- অন্তরা — তোমার এই দৌরাণ্যে এই মর্মে, কেহ আর মাতৃদ্বেষ মান রাখবে না।
হয়ে ছন্দহারা দ্বন্দ্বপ্রিয় গো, সমাজ আর ভাল মন্দ দেখবে না।।
তুমি যুগাবতার মহাপুরুষ মাতৃঘাতকী,
পড়বে মহারোগে মহাভোগে মহাপাতকী,
লোকে বলবে কত কি :
তোমার এই পাপের কণ্ড প্রায়শ্চিত্ত কি গো,

তা নইলে বাৎসল্য প্রেম থাকবে না।।

আর মাকে মেরে পড়লে ফেরে যমের পায়ে গোদ,

তুমি মূনির বাটা এখনো জন্মে নাই শাক্তবোধ, ভারি তত্ত্ববিশারদ।

তুমি কর্ম করলে ধর্মের বিরোধ গো, এই পাপে হাতের কুড়ুল খসবে না।।

পরচিতান— মেরে মায়ের মাথায় কুঠার আঘাত, কু আদর্শ দেখাও হঠাৎ,
আমরা তবে কেমন করে মেনে লই।

পাড়ন — তুমি শোন নাই কি কথার কথায় সব লোকে বলে,
নাকি মা মরলে বাবা হয় তালই।।

ফুকার — তার হাতে প্রমাণ পাবা, মরিলে কোন বাবা, যদি তার কচি সন্তান রয় :
মায়ে সহজে বাঁচাতে পারে ছেলের নাহি ভয় :
হায়—মা মরলে ছেলেটারে, বাবা বাঁচাতে নারে,
শেষে মাসীর তালাস করে, আরো কত কটু কথা কয়।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান — তখন বুড়ির বাক্য করে লক্ষ্য দুঃখেতে বলে ভুওরাম।

পাড়ন — ও তোর তিনকাল গেছে এক কাল আছে, মরবি দুদিন পর,
তবু হয়না তোর দুশ্চিন্তার আরাম।।

ফুকার — শুনি পিতরি প্রীতিমাপদ্রে, এই কথা বলে সাধুজন :
তাইতে দৃঢ় করে মন : রাখিতে পিতার কথা, কেটেছি মায়ের মাথা,
আমি পাপপুণ্য কি জানিনা তা, করেছি কর্তব্য পালন।।

মিল — জানি পিতৃনামে ধরাধামে পুত্রের পরিচয়, যদি মাতৃ নামে পরিচয় হয়,
তবে তো বলে গণিকার তনয়।

মুখ — তুইতো সব জানিস বুড়ি, ও তোর বয়স হয়েছে তিনচার কুড়ি,
কাইলের ছুঁড়ি নয়।।

ডাইনা — মাতা স্বর্গদপি গরিয়সী, তার মধ্যে পিতার চেয়ে দুই গুণ
বেশী একথা সর্বশাস্ত্রে কয় : আবার পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ সেও তুচ্ছ নয় :
আর রক্ষা করতে তীর্থের মান, হস্তে নিয়ে কুঠার খান,
আমি ব্রহ্মপুত্রে করিতে স্নান, আনন্দে যাত্রা করলেম হিমালয়।।

ফুকার — জানি পিতামাতা তুল্য গুরু এই হল জাগতিক নিয়ম :
তবু গুণে ব্যতিক্রম : মাতুরাজ পিতৃবীজে পুত্র হয় মহীমাবে,
কিন্তু শৌর্য্যে বীর্য্যে গুণে তেজে, পুত্রে পায় পিতৃ পরাক্রম।।

ফুকার — নাকি আমি হই অবতার পুরুষ শুনেছ অনেকের কাছে, তোরও বিশ্বাস হয়েছে
ধরার ভার করতে হরণ, নররূপ করি ধারণ,
করি ভাঙ্গন গড়ন হরণ পূরণ, আমার কি পাপের ভয় আছে।।

ফুকার — আবার ঠাট্টা করে বললি আমায় মা মরলে বাবা হয় তাই :
কথা কিসে স্বীকার হই : দ্রোণকে সবে বলে, ভরদ্বাজ মূনির ছেলে,
সে তো মানুষ হল বাবার কোলে, বলনা তার মাতা ছিল কৈ।।

ফুকার — আবার ঠাট্টা করে বললি আমায় মা মরলে বাবা হয় তাই,
এই কথা কিসে স্বীকার হই : মা আগে মরে গেলে, মা মিলে বাবার বলে,
কিন্তু বাবা মরে মা থাকিলে, ফিরে আর বাবা মিলে কৈ।।

ফুকার — আবার মা মরিলে বাবা নাকি করে লয় মাসীরে তালাস :

তাতে কিসের উপহাস : মা মরার সঙ্গে সঙ্গে, মাসী আসিলে সঙ্গে,
পাবো মায়ের গন্ধ মাসীর সঙ্গে, মাতৃশোক কিঞ্চিৎ হবে নাশ।।

কুটিলা বড়াইর কবি বিজয়কৃষ্ণ সরকার

- চিতান — একদিন কাল কুটিলা কালার ভয়ে, কালসন্ধার পর রাহিকে লয়ে,
শুয়ে আছে সন্দেহ মনে।
- পাড়ন — তখন বাথান হতে আয়ান ঘোষ যায় মাতালের বেশে,
সেই ঘরে এসে, ঢুকলো গোপনে।।
- ফুকার — আয়ান ঘরে গিয়ে বুঝল ওজন, এক শয্যায় শোওয়া দুজন,
লজ্জায় তার বদন হল দ্রবন : ভাবে সোনার ভায়ে শুভ লগ্নে, আজ বুঝি ঘরে অধিষ্ঠনঃ
হায়, বিছানার পিছন থেকে, এই দৃশ্য চক্ষে দেখে,
এমন ভাগের কাজে রাগে ঠেকে, কুটিলার ঠ্যাং ধরে দেয় টান।।
- মিল — ধরল কৃষ্ণ ভেবে কুটিলা তার দাদাকে ঠেসে, ও সেই গোলমালে বড়াই করা এসে,
কুটিলা করিস কি ঘরের কোণে।।
- মুখ — একে তো আঁধার রাত, কেন শয়ন ঘরে হাতাহাতি, করিস ভাই বোনে।।
- ডাইনা — তোরে লোকে বলে কিসের লাগি, এই ব্রজে একমাত্র তুই ভাই সোহাগী,
আজ কেন রাগারাগি হায়ঃ বুঝি পান হতে চুণ খসে গেছে খুন চড়েছে গায়ঃ
আর ঘরের কোণে আঁধারে, সেরে রেখে রাধারে, এমন কৌশলে ধরে দাদারে,
গাধার ন্যায় সাজালি বৃন্দাবনে।।
- বাদ — তোদের স্বপনের গোপন ছবি দেখল সব জনে।।
- ফুকার — যেদিন ছেদা কুস্ত্রে জল আনাতে, পাঠাল যমুনাতে, বৈদ্যরাজ ভাবিয়া মনেঃ
বুঝি তোর মত আর সাধ্বীসতী কেহ নাই এ বৃন্দাবনে :
হায়, শেষে বিপরীত হল, দেশে কলঙ্ক রল,
কুস্ত্রের তল দিয়ে জল সেরে গেল, বুঝি তোমার দাদার কারণে।।
- মিল — ও তোর দাদার সাথে আঁধার রাতে, করলি আজ যে কাম, বলে ঘাটে পথে
তোদের দুর্গাম, এই বুঝি ছিল তোর মনে মনে।।
- অন্তরা — এত কাল কালারে লয়ে জ্বালা দিলি রাধারে। সরলা রহি রাজবালা তোর
দাদার চেয়ে সাদারে।। বাদ ঘটালি রাধার সাথে, ও তোর দাদার ঘরে আঁধার
রাতেঃ মিছামিছি খাটবেনা জোর, ভেঙ্গেছে সবার ঘুমঘোর, মালকোঠায়
আজ ধরেছি চোর, তোরে আর তোর দাদারে।। তুই রয়েছিস রাস্তা জুড়ে,
রাধা কাঁদে আন্তাকুঁড়েঃ রাহি কানুর মিলন বাতাসে, তোর যে আগুন জ্বলে
ফাগুন মাসে, আজ যে চাঁদ উঠিল তোর নীলাকাশে, অমাবস্যার আঁধারে।
- পরচিতান — ও তুই রাধাকে দুই পদে দলে, দাদাকে নিয়ে তোর দলে,
আন্দোলন চালাতেছিস খুব।
- পাড়ন — যেমন সাধু চোর নয় দ্রব্যে ঘটায় কপালের গুণে,
তোরা ভাইবোনে সমান দুই বেকুব।।
- ফুকার — ও তোর বাল্যকালে পতি মলে, ভাই বাড়ী এলি চলে, তুই তো বুঝিস না
নিজের দর : যত কুলের বধু ভুলে চায়না করিতে ননদিনীর ঘর :
তোর দুর্গাম সবাই রটে, গুনতে পাই গোষ্ঠে মাঠে,
গিয়ে কালিন্দীর যমুনার ঘাটে, কলসী নিয়ে জলে ডুবে মর।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিত্তান — শুনে ছেঁচড়া দলের খিঁচড়া কবি, আনন্দ পেলেন শ্রোতাগণ।
 পাড়ন — লাগবে এই কবির পুরস্কার দিতে সংগ্রহ করা, নুতন একজোড়া চরণাভরণ।।
 ফুকার — একদিন রাধার সনে শয়ন ঘরে, কুটিলা সুখে নিদ্রা যানঃ
 ঘরে ঢুকিয়ে আয়ানঃ আন্ধারে সঙ্গোপনে, রাধারে ভেবে মনে,
 নাকি কুটিলার ঠ্যাং ধরে টানে, শুনলেন তো ছেঁচড়া কবির গান।।
 ফুকার — জানি বৌ থাকিলে একলা ঘরে, ননদী তার সনে ঘুমানঃ
 উচিত ভাই এসে জাগানঃ আগে না দিয়ে সাড়া, সেই ঘরে ঢোকে যারা,
 বুঝি এই কবির জ্ঞাতি ভাই তারা, ওটা সেই যশোরে আয়ান।।
 মিল — ও তুই বড়াই হয়ে বড়াইর কথা কোন লাঞ্জে বলিস,
 মুড়া ঝাটা মেরে ভেসে সেই বিষ, তবে মোর অন্তরের জ্বালা মিটে।
 মুখ — তুই তো করে ঘটকালী, আমার দাদার কুলে দিলি কালি, ঘাটে আর মাঠে।।
 ডাইনা — আমায় লোকে বলে ভাই সোহাগী, করি আজ ভাই ভগ্নীতে রাগারাগি,
 একথা বলিস কোন আক্কেলেঃ আমার দাদার মতন মাটির মানুষ জগতে কি মেলেঃ
 আর তুই তো বুড়ী অভাগী, তিন যুগের পুরান খাগী,
 করিস রাধারে কলঙ্কের ভাগী, কয়েকটা চেমনা মাগীর দল জুটে।।
 খাদ — সাথে কি বধুর নামে কলঙ্ক রটে।।
 ফুকার — বললে ফুটা ঘটে জল আনিতে, জল দিয়ে সরে গেল জলঃ
 ও সব বৈদ্যবেটার ছলঃ ফুটা ঘট দিয়ে তোরে,
 পাঠাইলে জলের তরে, তোরও তল দিয়া জল যেত সরে,
 দেখতি তোর বৈদ্য বোনাইর কল।।
 ফুকার — আমার ফুটা ঘটে জল চুয়াল, তায় যদি হয়েছে অন্যায়ঃ
 তবে চল না যমুনায়ঃ ফুটা ঘট কাঁখে নিলে, তল দিয়া জল চুয়ালে,
 দেখি কে এসে তোর তলে তলে, কৌশলে ছিপি এঁটে দেয়।।
 ফুকার — যখন ফুটা ঘটে জল আনিতে, যমুনায় গেল শ্রীমতীঃ
 কিসের সতী অসতীঃ মাটিতে কলসী রাখে, কন্দর্মে ছিদ্র ঢাকে,
 তাইতে ফুটা ঘটে বারি থাকে, দৈবানাং বিচিত্র গতি।।
 ফুকার — নাকি মালে বর্গায় চোর ধরেছিস, ভাই ভগ্নী হয়েছে একসাথঃ
 তাতে মোদের যাম নাই জাতঃ বুঝি তোর দাদা এলে,
 ভয় করে কাছে গেলে, শেষে ছলে বলে গোলেমালে,
 কোন মালে দিয়ে বসে হাত।।

বেয়াই'র বিয়ের কবি বিজয়কৃষ্ণ সরকার

- চিত্তান — একজন গরীব মানুষ কেশব ভূঁইয়ে, সন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে,
 দীনতায় হীনতায় পূর্ণ মন।
 পাড়ন — অনেক চিন্তার পরে, বুড়া বরে কন্যা দিতে চায়,
 ও তার অভাবের দায়, নয়শ' টাকা পণ।।
 ফুকার — ও সেই খবর পেয়ে বর জুটল এক, কজ্জলবর্ণের লজ্জাহীন বজ্জাত,
 ও তার ছেলে মেয়ে আছে ঘরে বৌ মরেছে হঠাৎ।
 বয়স তার যটি উর্ধ্ব, হার মেনে সংসার যুদ্ধে,
 ভোগে আমবাত রোগে মধ্যে মধ্যে, পড়ে গেছে নিচের পাটির দাঁত।।
 মিল — ও সে মেয়ের বয়স চৌদ্দ বৎসর শুনতে পেয়ে ভাই—
 এসে নিমাই বালা বরের বেয়াই, বরকে দেয় মিঠাকড়া সাধুনা।

- মুখ — তোমাকে করি মানা, এমন সরিকনাশা জরিমানা, দিতে যেও না।।
- ডাইনা — তুমি টাকা দিলে হাজার খানেক, বন্ধু-বান্ধব নিন্দা করে অনেক,
টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায়;
হলে দোয়াজবরে কন্যা কিছু মানাত তোমায়।
আর ভাবে থাকলে সমতা, প্রাণে জাগে মমতা,
বেয়াই তোমার নহি কোন ক্ষমতা, না বুকে ভাব ছাড়া ফাল দিওনা।
- খাদ — আমি তোমার আত্মীয় পর ভাবিও না।।
- ফুকার — বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্ব বনং ব্রজেৎ, ধর্মশাস্ত্রের মর্ম তোমায় কই;
হয়ে যোগযুক্ত বিষয় মুক্ত স্বভাব কালজয়ী।
দিনের দিন দিন ফুরাল, কাল পেয়ে কাল খনাল,
তোমার চুল পাকিল, দাঁত পড়িল, বেয়াই তোমার “—” পাকিল কই।।
- মিল — মোহের উন্মাদনায় সেজেছ ভাই উন্মাদ বারণ,
তোমায় বাবে বাবে করি বারণ, মরণ পথে চরণ আর বাড়াইও না।।
- অন্তরা — তোমার এই সুখের জ্বালা সুখের মালা, স্বাদ করে গলেতে পরিও না।
তুমি মগ্নহারা যন্ত্রছাড়া গো, ভুল করে এই মরণ মরিও না।।
তুমি পাকা চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা করলে ভাই,
তোমার টাক বন্ধ করবার কোন বন্দোবস্ত নহি, ভারতে ঔষধ মেলে না।
তুমি বাহিরে যত সাজ পর গো, যন্ত্রের কাজ চোখ ঘুম্মিতে সারে না।।
আর নারী চক্র বিষম চক্র বোঝা খুব মুশকিল,
তোমায় বাহিরে যেটুকু ভালবাসবে দিয়ে গৌজামিল, তুমি তাও কি বুঝলে না।
ব্রজের আয়ান ঘোষের যেমন দশা গো, পরে কায় ঘরের সব মাখন ছানা।।
- পরচিতান — যারা জ্ঞানী মানুষ মহীতলে, দেশকালপাত্রভেদে চলে,
বেদে বলে পণ্ডিত তারে।
- পাড়ন — যত বোকা লোকে টাকার জোরে সাজে বুদ্ধিমান, তুমি তার প্রমাণ দিলে এবারে।।
- ফুকার — কেন বার্থক্যে ঘোড়শী এনে, বঁড়শী গলে বাঁধতে চাও;
তোমার বড় ছেলের বিয়ের বয়স, তারে বিয়ে দাও।
সংসারের বিষম বিষে, এ জ্বালা জুড়াবে কিসে,
নিয়ে সং গুরু সং পরামিশে, দেশের মানুষ দেশে চলে যাও।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — অমনি বেয়াইর বাক্য করে লক্ষ্য, দুঃখে তার বেয়াই কয় তখন।
- পাড়ন — আমি শীতে গ্রীষ্মে বুড়াকালে যত কষ্ট পাই,
জান না বেয়াই, জ্বালাটা কেমন।।
- ফুকার — আমার পুত্রকন্যা থাকতে কেন বিয়া করি বুড়াকালে;
আমার শিক্ষিত ছেলে: করিতে বাবার তত্ত্ব, রাখল এক বুড়া ভৃত্য,
আমার ভোগের বস্ত্র রোগের পথ্য, এসব কি একটিং-এ চলে।।
- মিল — এই যে বুদ্ধসা তরুণী ভীষণ, আমিও জানি
তবু টাকা দিয়ে কিনে আনি, এ আমার গিন্ধী নয় সেবাদাসী।
- মুখ — যতদিন থাকব বেঁচে, আমার যত্ন করবে থাকবে কাছে, খোকনের মাসী।।
- ডাইনা — আমি বেতালে ফাল দিলাম না কি, তাল বেতাল তুমি বেয়াই জান বা কি,
বেয়াইনে যৎকিঞ্চিৎ জানে:
আমায় তালের খোঁজে মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে আনে।
যখন বেয়াইনে হেলেদুলে, বেহাগ রাগে তাল তোলে,
ও তার তবলা বাঁয়ার ঢাকনা খুলে, আনন্দে আমি বাজাই দশকুশী।।

- খাদ — পাকা হাতের টোকায় মোর বেয়াইন বেশ খুসী ।।
- ফুকার — আমায় দোয়াজবরে মেয়ে আনতে বুদ্ধিটা দিয়েছ ভারী,
আগে বিয়েটা সারিঃ নূতন বৌ ঘরে এলে, বেয়াইনকে কয়ে বলে,
এসো তুমি আমি দুই জন মিলে, আমাদের বৌ বদল করি ।।
- ফুকার — আমি যে অভাবে বিয়ে করি—তোমারও সেই অভাব পড়ুক,
দয়াল গোবিন্দ করুকঃ কি অভাব হলে পরে, বুড়োরা বিয়ে করে,
তুমি বৃদ্ধিতে পারবে হাড়ে হাড়ে, কাল আমার বেয়াইনে মরুক ।।
- ফুকার — আমার পাকা চুলে টাক ধরেছে—টাকে কি বিবাহ ঠেকায়,
বিয়ে করে মোর টাকায়ঃ টাকার এমন সম্বন্ধ, বাছে না ভালমন্দ,
একটু পেলে পরে টাকার গন্ধ, অন্ধেও চক্ষু মেলে চায় ।।
- ফুকার — যারা অভাবের দায় কন্যা বেচে—এ রকম আছে দুই চারজন,
নাই তার জামাই কেনার পণঃ কষ্ট পায় ভাত কাপড়ে, কেউ না সাহায্য করে,
কাছেই কন্যা দিয়ে বুড়া বরে, দূর করে দারিদ্র্য পীড়ন ।।
- ফুকার — আমার সব পেকেছে “—” পাকে নাই, কেমনে তোমার হয় দেখা,
আমার “—” আছে ঢাকাঃ কহিল আমার বেয়ানেরে, পাঠাইও আমার ঘরে,
তিনি দেখে যাবেন পরখ করে, “—” আমার কাঁচা না পাকা ।।
- ফুকার — আমার তিনকাল গেছে এককাল আছে—আমার আসন্ন সময়,
হঠাৎ গিল্মী বিয়োগ হয়ঃ ধনে জনে গৃহপূর্ণ, লোকে কয় গৃহশূন্য,
আমার যথাগৃহ তথ্যারণ্য, এক ভিন্ন সবই শূন্য রয়,

পান-সুপারীর কবি নিশিকান্ত সরকার

- চিতান — দেখে সুপারীর মন তিনশ' টাকা, এ যুগের এক শ্রীরাধিকা,
বলে তার প্রাণবদনের ঠাই ।
- পাড়ন — বিনে পানসুপারী নারীর পরাণ বাঁচে কি মতে,
প্রায় তো খিল ধরলো দাঁতে, পড়িয়ে তোমার হাতে, জীবনে সুখ নাই ।।
- ফুকার — যত সুরসিকা পাড়া ভরে, পান খেয়ে উজ্জ্বল করে অধরের হাসি;
তাইতে পানিতোয়ার রস হতেও পান বড় ভালবাসি ।
মিশেছি নারী দলে, রই কেন কথার তলে,
আমি পান না খেলে মন্দ বলে, নিতাই'র মা নিমাই-এর মাসী ।।
- মিল — এসব কথা শুনে স্বামীর মনে জাগল ব্রজরস,
তখন প্রিয়ার অঙ্গ করে পরশ, ডেকে কয় শুন গো বিধুমুখী ।
- মুখ — রয়েছে নেশার বাধ্য, পানের গুণ জান কি আদ্য মধ্য,
কোন রসে কিসে হও সুখী ।।
- ডাইনা — পানের শিরা বুদ্ধি বিনাশিনী, সুপারী কামরসের করে আমদানি,
পর্ণাপ্রে পাপোৎপত্তি হয়ঃ আবার চুন খেলে বলবীর্ষের হানি, ভেবজতন্ত্রে কয় ।
জীর্ণ পান আয়ু হরে, ধন নষ্ট হয় শিকড়ে,
পঞ্চপ্রাণোত্যক্ত তিস্ত করে, মন হয় না কৃষ্ণপ্রেম অভিমুখী ।
- খোঁচ — জ্ঞান বিনা নেশার অধীন ধনী দীনদুখী ।।
- ফুকার — দেখ পান খেয়ে কেউ গান ধরিলে, রসনায় রস উথলে, পড়ে লোকের গায়,
তাইতে কথায় বলে পান খেলে পর, পণ্ডিতের জিহ্বা আড়ায় ।
পান না খায় যে মেয়েটি, মুখে রয় মুক্তা ফুটি,
যত পান বিলাসীর দাঁতের পাটি, পুরাতন গাবের আঁটির প্রায় ।।
- মিল — এই যে দাঁত নড়া দাঁত পড়া সবই পান গুয়ার দোষে,
ধরে অল্পকালে দস্তরসে, সাথে কি প্রাণপ্রিয়া তোমায় বকি ।।

- অন্তরা — পান ওয়া গাঁজা মদ কি বিপদ, অনেকের স্বাস্থ্যসম্পদ হয় মাটি।
পানে ক্ষুধা মন্দ খোরাক বন্ধ গো—দাঁত রসায় যৌবনে লাগে ভাটি।।
দেখ পান না থাকলে তেজপত্র খায়, কিংবা তার ভাটা,
আবার সুপারীর অভাবে আনে মান্দারের কাঁটা, কিংবা খেজুরের আঁটি।
কারো দাঁত পড়ে অভ্যাস ছাড়ে না গো—সার করে হেঁচনা পুতার খটখটি।।
- পরচিতান — অশেষ দোষের আকর পান সুপারী, ছেড়ে দাও সব বঙ্গনারী,
এ বায়ে স্বদেশকে জাগাই।
- পাড়ন — মোদের অনাবশ্যকক দ্রব্যের মূল্যে, ভাবনা কি বেশী,
যদি না চাও প্রেমসী, মনের দাম ছয়শ' আশি হলে ক্ষতি নাই।।
- ফুকার — আমি সার করেছি 'ইকনমি', সবে হোক এ পথগামী, বলি সব্বারে,
দেখ পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নইলে খরচ বাড়ে।
সাধু সজ্জনের উক্তি, বৈরাগ্যে ঘটে মুক্তি;
ভবে মিতব্যয়ী হয় যে ব্যক্তি, দারিদ্র্যে ধরে না তারে।।

এ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন রসিক স্বামীর বাক্য শুনে, রসিকার মনে বাড়ে রোষ।
- পাড়ন — আমার পান সুপারীর বাজে খরচ কমাতে বুদ্ধি,
কৌশলে আজি, পানের দেখাও দোষ।।
- ফুকার — আমি চিনতেম না এই পান সুপারী, তুমিই তো আমাকে চিনাও,
যে দিন বিয়ে করতে যাও।
উদ্ভঙ্কন কালে দেখি, বেদ ব্রাহ্মণ সাক্ষী রাখি,
দিয়ে পান সুপারী হরিতকী, আঁচলে গ্রহি বেঁধে দাও।।
- ফুকার — আমি চাই না কিমাম জর্দা দোস্তা,—খাই একটু পান আর সুপারী,
তাতে তোমার মুখভারিঃ পান খাওয়া যে শিখেছে, না খেলে প্রাণ কি বাঁচে
একদিন পান না পেয়ে মান করেছে, হাসির মা নিশির শাওড়ী।।
- মিল — দিয়ে বরণডালায় পান সুপারী করে বৌ বরণ,
ভবে যত সব মঙ্গলাচরণ, পান ছাড়া পরিপূর্ণ হয় নাকি।
- মুখ — করঙ্গ পূর্ণ করি, দিলে তার উপরে পান সুপারী, গোবিন্দ সুখী।।
- ডাইনা — নাকি পানের নেশায় বাধ্য হলাম, লক্ষ্মীমা'র পাঁচালীতে শুনতে পেলাম,
মান করে মুখে দিলে পানঃ
নিজে লক্ষ্মী বলেন সেই নারী হয় আমারই সমান।
তুমি বাসি বদন না ধুয়ে, চা খাও বিছানায় শুয়ে,
এমন ভাগাড়চোষা নেশার চেয়ে, মুখশুদ্ধি পানের নেশা মন্দ কি।
- খাদ — দেবের ভোগে যা লাগে তার আর নিন্দা কি।।
- ফুকার — নাকি পান খেলে দাঁত কালো করে—সে ডরে পান যারা না খায়,
গেলে পতির বিছানায়ঃ বাঘমুখা গন্ধ ছাড়ে, পতি শোয় উন্টা ফিরে,
শেষে পতির মন ভূলাবার তরে, দায় ঠেকে লিপস্টিক মাখায়।।
- ফুকার — তুমি আমায় বল পানবিলাসী, খোঁজ করে দেখ ব্রজপুর;
পানের মান্য কত দূরঃ হলে গোবিন্দের খাওয়া, পরায়ে চন্দন চূষা,
শেষে মুখ শুদ্ধিতে লাগে দেওয়া, সুগন্ধি তাম্বুল আর কর্পূর।।
- ফুকার — আমার এই পানের মহিমা যত, চৈতন্য ভাগবতে রটেঃ
শ্রীবাসা আঙ্গিনায় ঘটেঃ গৌরঙ্গ পান চিবালা,
উচ্ছিস্ট প্রসাদ দিল, কবি কৃষ্ণদাস তায় জন্ম নিল, বিধবা মালিনীর পেটে।।
- ফুকার — যখন পানে চুনে ঐক্য করে, তার সঙ্গে মিশাই খয়ের গুলি,

সে স্বাদ কেমনে ভুলিঃ খয়েরে দাঁত শক্ত করে, চুনে কীট ক্রিমি মারে,
পানের রসে অগ্নিমান্দ্য সারে, ঠোট করে রাঙ্গা বুলবুলি।।

ফুকার — বললে, সুপারীর অভাবে কেহ, বেঁজুরের আঁটি খেতেছে;
কৃপণ স্বামী যার আছেঃ খরচ কমাবার তরে, সুপারী বন্ধ ক'রে,
কিনে বেঁজুর আঁটি সস্তা দরে, তোমার ন্যায় অর্থপিশাচে।।

নাথুরাম—নৌশের আলির কবি পুলিনবিহারী সরকার (ফরিদপুর)

চিতান — আমি যশোর জিলার নৌশের আলি, গান্ধী ভক্ত চিরকালই,
ভারতের মুক্তি কামনায়।

পাড়ন — আমি অসহযোগ আন্দোলনে বন্দী অনেক বার,
বন্দী মহাত্মার মহামহিমায়।।

ফুকার — তুমি মহারাষ্ট্রের খুব শক্ত মহাবীর নাথুরাম,
আবার গান্ধী শিল্প আশ্রমে থেকে বলতে সীতারাম।
আজ প্রমাণ পাই প্রত্যক্ষে, পেয়ে ইংলণ্ডে শিঞ্জে,
কেন গুলি মেরে গান্ধীর বক্ষে, ভারতের ঘটালে দুর্নামি।

মিল — তুমি কোন্ অপরাধ পেয়ে করলে মহাত্মার বিনাশ,
উঠল বিশ্ব জুড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, পায় সবে মরণ সম যন্ত্রণা।

মুখ — নাথুরাম বল বল, কোন দোষে মহাত্মা পেল একরূপ লাঞ্ছনা।।

ডাইনা — হিন্দু মুসলমানের মিলন লাগি, মহাত্মা মহাযোগী,
একুশ দিন অনাহারে ছিলঃ তুমি কোন দোষে মহাত্মারে দেশের শত্রু বল।
আর নোয়াখালী পাঞ্জাবে, বৃদ্ধ ঋষি যান যবে,
কত শত্রু এসে মিত্র ভাবে, করে মহাত্মার অর্চনা।

খাদ — আর অন্ধে কভু মাণিকের যতন জানে না।।

ফুকার — গান্ধী ডাঙি অভিযানকালে, বিদেশী সঙ্গী সর্বজন,
তারা বোমা কামান উপেক্ষিয়ে, করিল ভীষণ আন্দোলন।
অহিংসা মন্ত্র ধরে, দেশ নিল স্বাধীন করে,
একরূপ হিংসা নিন্দা বর্জন করে, দেশ স্বাধীন করেছে কয়জন।।

অন্তরা — ভারতের সুসন্তান অবসান, সেই জন্য কাঁদে রে ভারতমাতা।
মোদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে গো, জ্বলতেছে মহাত্মার চিতা।।
যত পুরুষ নারী, হিন্দু মুসলিম, জৈন শিখ খৃষ্টান,
তারা অনুতাপে তনু ত্যাগে করে অনশন; মরি হয় রে—
তোমার সান্ত্বনার কি মন্ত্র আছে গো—নাথুরাম দাও দেখি সেই বক্তৃতা।।

পরচিতান — শুনে মহাত্মার মরণের কথা, মরমে পেয়ে ব্যথা,
দুঃখেতে করে হাহাকার।

পাড়ন — বলো তোমার মতো কয় কুড়ি নাথুরাম হলে,
ওজন দিলে, সমান হয় মহাত্মার।।

ফুকার — দিয়ে আত্মসুখে জলাঞ্জলি পথেঘাটে কাটায়েছে কাল,
রেখে সুখময় জীবনকে দুঃখে, চেয়েছে দেশের সুমঙ্গল।
রিভলভার করে ধরে, গুলি চালাও বঙ্কোপরে,
এইরূপ মহাত্মারে প্রাণে মেরে, দেশের কি করলে সুমঙ্গল।।

পাপ-পুণ্যের কবি হরষিত ভট্টাচার্য (ফরিদপুর)

চিতান — শুনে চূড়ামণি যোগের কথা, সোনাগাছির বনলতা,
আনন্দে গঙ্গাগানে যায়।

- পাড়ন — দেখে লক্ষ লক্ষ নরনারী গঙ্গায় নেমেছে, ভাবের তৃষ্ণান উঠেছে,
সবে গাহিছে গঙ্গা মাসী কী জয় ॥
- ফুকার — বেশ্যা দাঁড়িয়ে গঙ্গাতীরে, ভাসিয়ে আঁখিনীরে, বলে জোড় হাতে;
আমি জন্মাবধি পাপের বোঝা বয়েছি মাথে।
পাপ আমার অঙ্গে ছিলি, তোর জ্বালায় কতই জ্বলি,
দিয়ে এক ডুবে আজ জলাঞ্জলি, উঠিব পুণ্যময় রথে ॥
- মিল — তখন পাপ হয়ে মূর্তিমন্ত বস্তাক্ত আঁখি,
বলে মোর সাথে করে চালাকি, আমাকে ফাঁকি দিয়ে যেতে চাস।
- মুখ — আমার নহি আদি অন্ত, আমি আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার দাস ॥
- ডাইনা — স্বর্গের ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র, আর যত ভক্ত মুনি জ্ঞানেন্দ্র,
সবে মোর সেবে শ্রীপাদপদ্ম :
যত স্বাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গ কোন্ জীব পুণ্য শুদ্ধ।
আর আমার সেবা করিলে, সে থাকে রাজার হালে,
আমায় গঙ্গাজলে ফেলে গেলে, তোর ভাগ্যে ছেঁড়া কাঁথা বার মাস।
- খাদ — মোর জ্বালায় মরবি জ্বলে করবি হা হতাশ ॥
- ফুকার — আমি রাবণ রাজার সঙ্গী ছিলাম, ত্রিলোকে প্রণাম সেলাম, করত তাঁহারে,
থাকত বায়ু বরুণ, কুবের অরুণ, যম তার দুয়ারে।
পেয়ে মোর কৃপা দৃষ্টি, বাড়ল তার আর্ঘ্য কৃষ্টি,
শেষে পড়ে রামের পুণ্য দৃষ্টি, সব গেল কালের গহ্বরে ॥
- মিল — আমায় ভালবেসে সুখে ছিল হিরণ্যকশিপু,
হয়ে প্রহ্লাদের পুণ্য তার রিপু, তার সেই সুখের বপু করল গ্রাস ॥
- অন্তরা — আমার এই শুভ মূর্তি সুখ ভর্তি, এ বিশ্বে আমি মাত্র সুমহান।
আমার ভৃত্যবর্গে সুখের স্বর্গে গো, আনন্দে করে আমার গুণগান ॥
দেখ অন্ধ জ্ঞানে আমায় মন্দ বলে ইতরে,—
আমার ডরে জন্ম ধরে এই ধরাপরে, যুগে যুগে ভগবান।
করে জন্মাবধি সুখের সেবা গো, শেষকালে কংসরাজ পেল নির্বাণ ॥
আর ব্রহ্মপুত্র গয়া গঙ্গা কাশী নবদ্বীপ,
জ্বলে পানীর আঁধার দূর করতে সহস্র প্রদীপ, আমায় করতে অপমান।
তবু সর্বতীর্থ পাপে পূর্ণ গো, ধন্য রে ধন্য মোর অক্ষুণ্ণ মান ॥
- পরচিতান — যদি আমায় ভেমন ভালবাসিস, পাবি মোর শুভ আশিষ,
নিরামিশ লাগবে না যাওয়া।
- পাড়ন — কড়ু বন্ধুর সঙ্গে মনোরঙ্গে সিনেমায় যাবি, কত ট্যান্ডি হাঁকবি,
গাঁয়ে লাগবি বসন্তের হাওয়া ॥
- ফুকার — দেখ শত শত নরনারী, আমার ভজনা করি, লভে পরমশ্যাম;
শূন্য সস্তা পুণ্যের বস্তা কেবল জীবাশ্মার ব্যারাম।
কলিতে জগা মাধাই, আমাকে ভজল দু'ভাই,
তাদের সুখের স্বর্গের মধ্যে নিতাই, শিখাল হরেকৃষ্ণ নাম ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে পাপের কথা, পেয়ে বাথা, বনলতা পাপেরে বলে।
- পাড়ন — আমি ভুল করিয়ে কুল ছাড়িয়ে এলেম তোর মন্ত্রণায়;
আজ সে যন্ত্রণায়, মোর অঙ্গ জ্বলে ॥

- ফুকার — আগে যৌবন মদে হয়ে মত্ত, ছিল না ধর্মধর্ম জ্ঞান;
পাপ তুই ছিলি বলবানঃ যৌবনে লাগল ভাটি, গেল মদ তবলার চাটি,
এখন গঙ্গাতে স্নান করে উঠি, আর কি পাপ তোরে দিব স্থান।।
- মিল — তোর যে পাপীর বাড়ি আদর ভারী, সে শুধু স্বার্থেরি আশে;
হলে স্বার্থ সাধন অবশেষে, কেউ কি পাপের পানে ফিরে চায়।
- মুখ — পাপে তাপিত অঙ্গ, পায় যদি সাধু সঙ্গ, পাপ থাকে না গায়।।
- ডাইনা — যত ধনী মানী বাড়িচারী, ভক্তিবিশীন অনাচারী,
সকলে তোরে ভালবাসে :
ভবে কেউ করে না পাপের আশা, গেলে নিত্যের দেশে।
আর তুলসী সেবা গঙ্গামান, কৃষ্ণপূজা ইষ্টদ্যান,
যথায় কালাকালী রাম নামের গান, পাপ রে তোর আধিপত্য নাই তথায়।
- খাদ — আলো ফেলে অন্ধকারে কেউ কি যেতে চায়।।
- ফুকার — বললে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, পাপী রাবণের ছিল দাস;
পাপে বংশ হল নাশ : রামের বাণ খেয়ে বুকে, রামরূপ চক্ষে দেখে,
শেষে লাগি মেরে পাপের মুখে, সুখে বৈকুণ্ঠে করে বাস।।
- ফুকার — বললি, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, পাপী রাবণের ছিল দাস;
কথা করি না বিশ্বাস : চণ্ডী যার দ্বারের দ্বারী, দেবতা আজ্ঞাকারী,
যদি পাপ থাকত রাবণের বাড়ি, যম কি তার কাটত ঘোড়া ঘাস।।
- ফুকার — বললি, জগা মাধাই ছিল দু'ভাই, তুই না কি ছিলি সেই দেশে;
গউর নদীয়ায় এসে : যত পাপ করেছিল, নাম দিয়ে দূর করিল,
তাদের লোহার দেহ সোনা হল, প্রেমদাতা নিতাইর পরশে।।
- ফুকার — এই যে দিবা রাত্র জোয়ার ভাঁটা, পাপ পুণ্যে গড়া এ সংসার;
তাতে পাপ নয় প্রশংসারঃ পাপে অনর্থ ঘটে, কয়েক দিন মজা লোটে,
যখন জ্ঞানের বাতি জ্বলে উঠে, থাকে না পাপের অন্ধকার।।
- ফুকার — আমি কামরূপা কামিনী হয়ে, জন্ম নিয়েছি ধরাধাম;
কত করলেম পাপের কামঃ পাতক হয়েছে ভারি, পান করলেম গঙ্গা বারি,
এখন ভবসিদ্ধি দিতে পাড়ি, জপ করিব দীনবন্ধুর নাম।।

পাপ-পুণ্যের কবি—২নং হরষিত ভট্টাচার্য

- চিতান — করলে মনানন্দে, পাপের নিন্দে, পুণ্যের মাহাত্ম্য গন্ধে,
আনন্দে মেতেছে তোর প্রাণ।
- পাড়ন — ভবে কোন বস্তু অকলুষিত পাপের বাতাসে, এ পাপ পুণ্যেতে মিশে,
দেখ পুণ্যবেশে পাপের অধিষ্ঠান।।
- ফুকার — ও তুই পাড়াগায়ে জন্ম নিলি, যখন মোর দয়া পেলি, এলি কলকাতায় :
শেষে আমায় করে বন্ধের নিধি স্থান পেলি গঙ্গায়;
যদি যাস আমায় ছেড়ে, তোর ভাগ্যে ভান্সা কুঁড়ে,
যাবে সকল অর্থ পুণ্যে উড়ে, ঠেকবি তুই ভাত কাপড়ের দায়।।
- মিল — আমি তাইতে বলি আমায় নিয়ে গৃহে ফিরে চল,
নইলে চোখের জল তোর হবে সম্বল, তুই আর স্থান পাবিনা চৌতালয়।
- মুখ — যখন তোর সঙ্গী ছিলাম, কত রাজাধিরাজ হয়ে গেলাম,
প্রণাম কি সেলাম ঠুকত পায়।।

- ডাইনা — নিত্য সেতার এপ্রাজ বীণের সুরে, করত মুখরিত সঁঝ দুপুরে,
তার সঙ্গে তবলার চাটিতে;
যত বাবু ডুইয়ার দল, তোর জন্যে হতো পাগল,
তুই আর পাবি না মদের বোতল, পুণ্যের ফল নিবে তোরে গাছতলায় ॥
- মিল — দেখ আমার স্পর্শে বাগদী মুচী শুচি সকলে,
আবার মদ খেয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, একত্রে ধূলায় গড়াগড়ি যায় ॥
- ফুকর — যে রাখে আমায় ধরি, সদা তার আমি করি, মুখখানা টুকটুক,
নিত্য নবনব সোহাগ স্পর্শে, বুক করতো ধুকধুক;
সন্ধ্যার পর ছাদের পরে, 'ডিম্মার' থাকত 'নিয়ারে',
বল তো কোন রমণী বিয়ার পরে, পেয়েছে এত স্বর্গ সুখ ॥
- অন্তরা — শুনে শূন্য তোর পুণ্য ফল, দুঃখের কল,
আর কি তুই যাবি ইডেন গার্ডেনে।
খাবি কাঁচকলা আর আতপ তণ্ডুল গো,
রইবি একাদশীর বাসী ড্রেনে ॥
ও তুই রান্না মাটির ফোঁটা ল'বি, মাখবি না আর সেন্ট,
কেবল পুণ্য মহোৎসবে যাবি, কাদবে রেস্টুরেন্ট : চপ আর কাটলেট যেখানে।
শুনবি রামযাত্রা আর কেটযাত্রা গো, 'স্টার' কিংবা 'মিনাভায়' আর যাবি নে।
- ফুকর — ভবে যারা আমার দাস আর দাসী, তাদেরই মুখে হাসি, থাকে বারোমাস,
জীবে আমায় ত্যজে না বুঝে লয়, গলায় পুণ্যের ফাঁস।
আমি সব সুখের কেন্দ্র, তার সার সাক্ষী ইন্দ্র চন্দ্র,
দেখ পুণ্যের জ্বালায় হরিশচন্দ্র, করল শ্মশানঘাটে বাস ॥

শুক-শারীরকবি উপেন্দ্রনাথ সরকার (ঢাকা)

- চিতান — হল ঘোর অন্ধকার অধিনিশি, নিদ্রিত সব গোকুলবাসী,
মানে মগ্না রাইরূপসী নিকুঞ্জ বনে।
- পাড়ন — হয়ে সৃষ্টিকর্তা কুতাজলি, মান-পূজায় দিতে অঞ্জলি,
প্রভাতে নীলপদ্ম তুলি দিল চরণে ॥
- ফুকর — শিরে পুষ্পদল মণ্ডিত চূড়া জিনি চন্দ্রিমা,
আছে অচল নেত্র অলস গায়ে সোনার প্রতিমা, হায় হায় গো—
যে পুষ্প চয়নে সদা, বিমুখী রাই মানে বন্ধ,
পদে পেয়ে সেই নীলপদ্ম, না দিচ্ছে ক্ষমা ॥
- মিল — শাখী শাখে শোভে দম্পতি বিরহ সন্তাপে,
দারুণ দ্বন্দ্ব মনস্তাপে ডেকে বলে শুক।
- মুখ — ওগো শারী দে গো সাড়া, কোন পাষাণে গড়া নারীর বুক ॥
- ডাইনা — বাসন্তী বকুল বেলী, গন্ধরাজ মালতী যুই,
শেফালী চন্দন চাঁপা পরশে রাই হাসত কই।
কেবল বলত ইসারায়, আমার নীল শাড়ীর নীলকমল চায়,
রোহিণী শ্রীকান্ত যেমন নীলাকাশে হাসে,
নীলপদ্ম বক্ষেতে তেমন রাধারূপে ভাসে,
শারী এই কি তোর সেই বিনোদিনী লো, যে জন কৃষ্ণপ্রেমের পাগলিনী—
যার কৃপাবিন্দু লাভে হয়ে অভিলাষী, বিষয় বৈভব ত্যজে ভৈরব শ্মশানবাসী,
দেখি সেই ধন রাধার পায়ে লুটায় লো, যারে ব্রহ্মা পায় না ব্রহ্মজ্ঞানে—
ভক্তগণে যে নীলপদ্ম স্থান দিতে চায় হৃদিপদ্মে,
সেই নীলপদ্ম রাধার পদে, রাধার অধোদিকে মুখ।

- খাদ — পিপাসায় তটিনী তটে রাই কেন বিমুখ ॥
- ফুকার — শারী আজ হতে চিনিলাম নারী প্রেমহীনা তোরা,
নইলে শিবের বৃকে এলোকেশী কেন দেয় পাড়া।
স্বর্গবাস যার হয় অযোগ্য, দেবগণ যার জন্য ব্যগ্র,
সেই নীলপদ্ম পূজার অর্ঘ্য, রাই পদে পড়া ॥
- অন্তরা — শারী আজ হতে চিনিলাম নারী, কোমল নয় এ বড়ই কঠিন—
তাই পুরুষে পাসরে নিশিদিন ॥
দেখি রাধার মূর্তিখানা, ভেবেছিঁনু কাঁচা সোনা,
ভক্তি অর্থে বললাম শারী কিনঃ ওগো শারী লো—
বিরহ তাপ মান-হাঁপরে, যেই দিল কামারেঃ এখন বুঝা গেল গিস্টি করা টিন ॥
- পরচিতান— শারী দেখ না চেয়ে দু'টি চোখে, উষা আশার ছবি আঁকে,
পুবাকাশে থেকে থেকে, খেলে রাঙ্গা ঢেউ।
- পাড়ন — হবে এর পরে যে অরুণ উদয়, দেখে সবে মান অভিনয়,
নারীকুল যে প্রেমে নির্দয়, মজবে না আর কেউ।
- ফুকার — আগে জেনেছিলাম রমণীর প্রেম যেমন সুধার ধার;
যদি ভাগ্য বলে লভে পুরুষ, মৃত্যু জয় হয় তার।
তা নয় তা নয় বুঝলাম সকল, রমণীর প্রেম নাগের গরল,
মজে যদি পুরুষ সকল, পুড়ে হয় ছারখার ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে শুকের মুখে দুখের কথা, অমনি ডেকে কয় শারী।
- পাড়ন — আছে সংসারে যত পুরুষ, সবই কি ভাল মানুষ,
কেন বলো পাষাণী নারী ॥
- ফুকার — অদ্য রাইকে দিয়ে আসার আশা, চন্দ্রার কুঞ্জে নিয়ে বাসা,
নিশি কাটায় বাঁকাশ্যাম, তাতেই রাধারানী হয়ে বাম।
মান করেছে মন বিবাদের, মান ভাঙ্গিতে কালাচাঁদে,
এখন দায় ঠেকে পায় ধরে কাঁদে, লম্পটের এই পরিণাম ॥
- মিল — সতী নারী আপন পতি রাখে শাসনে—
সে সাহস নাই যাহার প্রাণে, সতী নয় সে সংসারে।
- মুখ — লম্পট পুরুষ শাসন করে, তাহিতে কি পাষাণী কও তারে।
- ডাইনা — ব্রজ বধূর মধুর প্রেমে সাধু শ্যামরায় :
একাদশীর অগোচরে ডুব দিয়ে জল খায়।
পাষাণী নয় রাই রূপসী, বাহিরে রাগ ভিতর খুশী,
আর যেন শ্যাম কালোশশী, না যায় সে চন্দ্রার ঘরে।
- খাদ — আশাভঙ্গ অপরাধী দোষী বিচারে ॥
- ফুকার — বললে, ও শারী তুই দেগো সাড়া, কোন পাষণে নারী গড়া,
অস্তরেতে গরলময় : তোদের পুরুষ কিসে সরল হয় :
দময়ন্তী ত্যজে নলরাজে, শ্রীবৎস চিত্তাকে ত্যজে,
রাম যে সীতা দিল বনমাঝে, এরা বুদ্ধি পাষণ নয় ॥
- ফুকার — বললে, দেবগণ যার জন্য ব্যগ্র, সে হল রাই পদে অর্ঘ্য,
নারীর নাইকো দোষের ওর : কেন এত অল্প বুদ্ধি তোর :
রাধা নাম মস্তকে রেখে, কৃষ্ণ নাম যে পায়ে লেখে,
যদি সে পায় অর্ঘ্য হয়েও থাকে, সেও তো তার ভাগ্যের জোর ॥

- ফুকার — বললে, প্রেম-বিরহে মান-হাপরে, পোড়ায় রাধা সোনারে,
ভাবলি না কি গিল্টি টিন : শুক রে রাধাকৃষ্ণ নয় রে ভিন।
আশাভঙ্গ মনের দাগায়, মনের গিল্টি ঝালা লাগায়,
দেখবি পোড়ালে মিলন সোহাগায়, খাঁটি সোনা চিরদিন ॥
- ফুকার — বললে, বুকেছি বুকেছি সকল, রমণীর প্রেম সাপের গরল,
যারা প্রেম-সাপুড়ে হয় : তারা করে না সে বিশ্বের ভয়।
অসংযমী পুরুষ যারা, কালের বিষে মরে তারা,
যারা জানে নিষ্কাম বিশ্বের ঝাড়া, বিষ করে অমৃতময় ॥
- ফুকার — বললে, ব্রহ্মা পায় না ব্রহ্মজ্ঞানে, সে পড়ে রাধার চরণে,
প্রেমরাজ্যের এই ব্যবহার : ওদের চরম মস্তক একাকার :
ব্রহ্মারও আরাধ্য হরি, তাঁর আরাধ্যা রহি কিশোরী,
জীবের ভবসমুদ্র পারের তরী, সাধন সিদ্ধির মূল্যধার ॥
- ফুকার — বললে, শিবের বুকে দিয়ে পাড়া, কেন দাঁড়ায় ভবদারা,
নারী কি পাষাণীর প্রায় : পুরুষ নারীর পেটে জন্ম পায় :
তত্ত্ব জেনে শূলপাণি, মাথায় রাখেন সুরধুনী,
আবার বক্ষে রেখে দাক্ষায়ণী, নারীজাতির মান বাড়ায় ॥

সিনেমার কবি শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (ফরিদপুর)

- চিতান — দেখি কল্পলোকের গল্প নিয়ে, কবি যায় কবি গেয়ে,
ভক্তিতে শুনে সন্তোষ ॥
- পাড়ন — কত সত্যমিথ্যা কাটাকাটি হয় দিনে রাতে
জ্ঞানী সেই পথে সত্যের পায় দর্শন ॥
- ফুকার — একজন নবা বাবু ট্যাক্সি হতে, নামিল প্রায় সন্ধ্যাকালে,
অমনি একটি পয়সা দাও গো বাবু,—এসে এক ভিখারিণী বলে :
জল তাহার চোখের কোণে, চাইল না তাহার পানে,
বাবু তিন টাকার এক টিকেট কিনে, ঢুকতে যায় সিনেমা হলে ॥
- মিল — একজন ফকির ছিল রাস্তার পরে, এই দৃশ্য দেখে—
ও সেই বাবুর প্রতি বলে ডেকে—ঠাকুর হে আমি জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
- মুখ — ওগো ব্রাহ্মণের ছেলে, কেন মন্দির ফেলে সন্ধ্যাকালে, ঢুকবে সিনেমায় ॥
- ডাইনা — তোমারা ত্যাগ করে ব্রহ্মগায়ত্রী, এই নির্জীব ছবিতে ভোর কর রাত্রি,
ভুলেছ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান : কেন পয়সা খরচ করে শিখবে, প্রেম পিরীতির গান ॥
তোমারা করে কুপরামর্শ, কি করেছ আদর্শ,
কিসে মানবাত্মার হয় উৎকর্ষ, সে কি নয় রূপালী পর্দায় ॥
- খাদ — তোমরা জড় চিন্তায় বড় হও, জড় বৃক্ষের প্রায় ॥
- ফুকার — শুনি স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়, এই যদি মনীষীদের মত,
যত মানব হল মহামানব, ধরিয়ে সেই পথ, হায় হায় হায় মরি হায়—
আমাকে বল দেখি, মানবের স্বধর্ম কি,
তোমরা কোন আদর্শ বুকে রাখি, রচনা করলে ভবিষ্যৎ ॥
- মিল — তোমরা চলচ্চিত্রে কি বিচিত্র পেয়েছ শিক্ষা,
সবে কোন্ মস্ত্রে নিয়েছ দীক্ষা—কি ভিক্ষা মাগো তাহার দরজায় ॥
- অন্তরা — সিনেমার লাইনে আইনে, এই দেশের কি হয়েছে উন্নতি ॥
তোমরা অনুরক্ত যত ভক্ত গো—সর্বাধিক সংখ্যায় যুবক যুবতী ॥
করে হিন্দী বাংলা ইংলিশ ছবির নগ্নরূপ দর্শন,
সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে করে চিত্ত আকর্ষণ, যত বোধের প্রোজেকশন, মরি হায় রে—

কেহ কোলের ছেলে ফেলে আসে গো, বাৎসল্যের, একি চরম দুর্গতি ॥

শুনি পবিত্র প্রয়াগের তীর্থ ত্রিবেণী সঙ্গম—

স্পর্শে উদ্ধার করে কীট পতঙ্গ স্থাবর আর জঙ্গম,

নেমে নাম পেলে সঙ্গম, মরি হায় রে—

শুনি বোল রাধা বোল সঙ্গমের বোল গো—

এই নাম আর মান করে হোক সদগতি ॥

পরচিহ্ন— আগে এই দেশে কত সুখ ছিল, তিন টাকা দর চালের কিলো,
কেনা থাক শুনলে করে ভয়।

পাড়ন — যত গরীব মরে অনাহারে, ক্ষুধার পীড়নে, ধনীর নয়নে চলচ্চিত্রের জয় ॥

ফুকার — তোমার সম্মুখে ঐ ভিখারিণী, শুদ্ধ মুখ রক্ষ মাধার কেশ,
তোমার অন্তরের মেহ দয়া মমতা, কে করল নিঃশেষ; হায় হায় মরি হায়—
দরিদ্রে দয়া ধর্ম, বুঝলে না তাহার মর্ম,
তোমরা তদ্বিপরীত করে কর্ম, উজ্জমে দিলে সোনার দেশ ॥

মিল — দেখি বৈজয়ন্তী নাগিসাদি সুচ্ছিত্রা উত্তম,—
এই সব আদর্শ করে সর্বোত্তম, দিনরাত্রি মত্ত রও তার সাধনায় ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিহ্ন — তখন ফকির বেটার ফিকির শুনে দুঃখেতে ঠাকুর বলতেছে।

পাড়ন — তোরা ভিখারী আর ভিখারিণী দুইটি মাণিকজোড়,
চিটিং ব্যবসা তোর, ভালই চলতেছে ॥

ফুকার — আছে তোর মত ভিখারী যারা, গায় খেটে করে না রুজি,
মাত্র ভিক্ষাই পুঁজি; পড়ে থাকিস ফুটপাতে, ভান্সা ইট দিয়ে মাথে,
কেহ একটি পয়সা দিলে হাতে, অমনি কইস ধন্য বাবাজী ॥

ফুকার — দেখি বর্তমান প্রগতির যুগে সিনেমা দোষের কিছু নয়,
ওটা সুশিক্ষার বিষয়; সাগরে রত্নভরা, হাঙ্গরে পায় না সাড়া,
আছে প্রকৃত জহরী যারা শুদ্ধিতে মৃত্যু বেছে লয় ॥

ফুকার — কোন ভক্তিমূলক ছবির কথা, লোক মুখে যখন হয় প্রকাশ,
আমার জন্মে অভিনায়; ব্রাহ্মণের কর্ম সেরে, সন্ধ্যা গায়ত্রী পড়ে,
এসে ঢুকেছি সিনেমা ঘরে, দেখিতে ভক্ত হরিদাস ॥

ফুকার — বললে, লেংটা ছবি দেখে নাকি সিনেমায় ঢুকে যাই আমি,
তাতে কিসে হই বদনামী; লভিতে মহৎ কৃপা, দেখতে যাই উর্ধ্বতপা,
ও সেই লেংটা সাধু বামাক্ষেপা, আরো সেই ব্রৈলঙ্গস্বামী ॥

ফুকার — আমি ভিখারীকে দেইনা ভিক্ষা, যত ভিখারী এই ধরায়,
ওদের গলদ রয় গোড়ায়; মানুষ ঠাকবার তরে, পঙ্গু হয় ভঙ্গী করে,
কেউ ভিক্ষা যদি না দেয় তারে, রাগ করে লম্বা ঠ্যাং বাড়ায় ॥

ফুকার — কেহ ছল করে ভিখারী সেজে, করতেছে ভিক্ষা করার ভান,
বাড়ি দোতলা দালান; চুন মেখে সেজে কুষ্ঠী, নকল রোগ করে সৃষ্টি,
এই সব ব্যবসাদার ভিখারীর গোষ্ঠী, করতে হয় জেলখানায় চালান ॥

ফুকার — বললি, মানবের স্বধর্ম কিবা, তুমি আজ কর তাই প্রকাশ,
শোনো ধর্মের ইতিহাস; ত্যাগ দয়া দান আর ধর্ম, মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম,
কিন্তু অপাত্রে দান ঘোর অধর্ম, তাতে হয় নরককুণ্ডে বাস ॥

ফুকার — কেউ কোলের ছেলে ঘরে ফেলে, যদিও যায় সিনেমায়,
মায়া ভোলে কি তার মায়; সিনেমায় মন কি বাঞ্চে, মন কয় ছেলে কান্দে,
ছুটে ঘরে এসে মনানন্দে, শতবার মুখে চুমা খায় ॥

- ফুকার — বললি, ছেলে ফেলে সিনমায় যায়, বাৎসল্য মেহের কি বালাই,
ঘরে ঘরে দেখতে পাই : সন্তান রাখিয়ে ঘরে, গিন্নীরা চাকরী করে,
ছেলে রক্ষা করে ঝি চাকরে, তাদের কি বাৎসল্য প্রেম নাই।।
- মিল — দেখি গণ্যমান্য ব্যক্তি যত আছে জগতে,
তারা নীর ফেলে ক্ষীর বেছে নিতে, সাধ করে ঢোকে গিয়ে সিনেমায়।
- মুখ — বল কি ফকির বেটা, তোর চরিত্র যে বড়ই ঠেটা, ভাবে বুঝা যায়।।
- ডাইনা — কেন ভিখারীকে দেই না ভিক্ষা, আমি বেশ দেখে শুনে পেলেম শিক্ষা,
যত ভিখারী দলে দলে : ওদের অন্তরেতে অসুর বুদ্ধি, গলায় মালা দোলে।
ভিক্ষা করার ছল করি, ঘুরে যায় বাড়ি বাড়ি,
শেষে রাতে এসে করে চুরি, বেটারা গাছের খায় তলার কুড়ায়।।

পণ প্রথার (বর-পাত্রীর দ্বন্দ্ব) কবি শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

- চিতান — দেখে সমাজকে দুর্দশাগ্রস্ত, কবির পরাণ হল ব্যস্ত,
আনতে চায় সমাজের কল্যাণ।
- পাড়ন — হল বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানে গুণে জগৎ উন্নত, খানিক বিদ্রিত বিবাহের বিধান।।
- ফুকার — একজন কুলীন গ্রামের গরীব পিতা, কন্যা করতে সুশিক্ষিতা,
প্রায়ই সব খোয়ালে বিস্তঃ শেষে প্রাণপণে সারতে চায় মেয়ের বিবাহের কৃত্যঃ
কিনিতে আংটি ঘড়ি, সাইকেল আর ছাতি ছড়ি,
বুড়ো বন্ধক দিল ভিটেবাড়ী, করতে তার শেষ প্রায়শ্চিত্ত।।
- মিল — আনল বিয়ের রাতে বরসজ্জ সব করে একস্তরঃ যখন বর বসতে
যায় পিড়ির উপর, মেয়ে কয় মুচকে হেসে বরের পায়।।
- মুখ — শুন বর কই তোমারে, তুমি বিয়ে কর বরসজ্জারে, বাদ দিয়ে আমায়।।
- ডাইনা — তোমার দাম্পত্য জীবনের সাথী, হবে ঐ আংটি ঘড়ি কলম ছাতি,
আর যত বিয়ের উপহারঃ তোমার বাসর ঘরে গান শুনাবে সাধের ট্রানজিস্টারঃ
আর বিয়ে করলে যে সাথে, তাই নিয়ে যাও আত্মদে,
আমার সুশিক্ষার সভ্যতায় বাধে, বরমাল্য পরাতে তোমার গলায়।
- বাদ — কত বাবা হল ভিখারী মেয়ের বিয়ের দায়।।
- পুকার — শুনি বিবাহ বিধির নির্বন্ধ, পুষ্প তার মৃদু গন্ধ, এর অট্টা নিজেই ইন্দ্রঃ
তবে অত্যাচার উৎপীড়ন কেন মেয়ের বাবার পরঃ হায় হায় হায়
হায়রে মোর বিয়ের রাত্র, কহিতে দহে গাত্র,
দেখি শিক্ষিত সব পাত্র মাত্র, দাম হাঁকে ঘোড়া গরুর দর।।
- অন্তরা — কও শুনি বিয়ের বর, সভার পর কেন দাও নারীর প্রাণে এ সস্তাপ।
করে মেয়ের বাপ পথের ভিখারী গো, কোন লাজে সুখে থাকে ছেলের বাপ।।
দেখি নারী পুরুষ বিধির সৃষ্টি, দুইজনই সমান :
তবে কেন গুণেতেঃ নারীহতে পুরুষগণের মানঃ একি বিধাতার নির্মাণ, মরি হায়রে
নারীর কোমল প্রাণে এই অপমান গো, সেইবেনা করবে তারা অভিশাপ।।
তোমরা যুবকেরা যৌতুক তুলে, দেশে কর নাম—কেন শিক্ষা পেয়ে
সাজবে এমন শাওড়ীর গোলামঃ তোমার পৌরষে সেলাম—
করে দাম্পত্য প্রণয়ে প্রণাম গো—ঘুচাও সব গরীব বাবার মহাপাপ।।
- পরচিতান — যারা নীচ বংশের অপদার্থ, তারাই খুঁজে স্বার্থ,
শ্বশুরের টাকায় করে লোভ।
- পাড়ন — তারা বিবাহের মন্ত্রকে ভাবে ম্যাজিকের মন্ত্র,
বিকল প্রেমযন্ত্র, জীবন ভরা ক্ষোভ।।
- ফুকার — শুনি বিবাহের মন্ত্রের তাৎপর্য, এ প্রথা ঋষি প্রণোদিত আর্থ,

করতে হয় হৃদয় বিনিময়ঃ কভু যন্ত্রের সাথে হতে নারে দাম্পত্য প্রণয়ঃ
হায় ও মরি হায়, তোমার যে ভালোবাসা, তা দেখি ভাসাভাসা,
নিয়ে মনের আশা পিতল কাঁসা, কেন করবে বিয়ের অভিনয়।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — কোন পণ নেওয়া জামাইর গোচরে, কন্যায় যা প্রসন্ন করে,
তাই শুনে ডেকে বলে বর।
- পাড়ন — ও তোর বাবাই তো পণ দিয়ে এই জামাই এনেছে,
কেন দিয়েছে তারে জিজ্ঞেস কর।।
- ফুকার — ও তোর বাবা যখন পণ দিতে চায়, তোর মনে যদি হয় বিদ্বেষঃ
তারে দিতি উপদেশঃ বাবা মোর কথা শোন, পণ দিতে যাবা কেন,
বরং ঐ টাকায় দুই বলদ কেন, চাষ আবাদ করতে পারবা বেশ।।
- ফুকার — আমি পণ না নিয়ে করলে বিয়ে, তাতে তোর লাভটা কি হতোঃ
টাকা তোরে কি দিতঃ পিতার ধন রত্ন যত, সবই তো পুত্রে পেত,
তোরে এক কাপড়ে বিদায় দিত, ঠিক যেমন ঝি বান্দির মত।।
- ফুকার — আমার পণের কথা জেনে শুনে, আগে তুই স্বীকার করেছিসঃ
বিয়ার চেলি পরেছিসঃ ধরে বান্ধবের গলা, ঘুরেছিস ছাদনাতলা,
এখন পিড়ির উপর বসবার বেলা, বেদেনীর পেখনা জুড়েছিস।।
- ফুকার — আমি যে কারণে পণ নিয়েছি, শোন আমার মনের কথা কইঃ
আমি স্বার্থপর তো নইঃ পিতৃধন থাকলে ঘরে, পাবিনা বিয়ের পরে,
তাইতে তোর অংশটা কৌশল করে, বরপণে আদায় করে লই।।
- মিল — জানি বিয়ের পরে কন্যা হয়ে যায় অবাস্তিত,
বাবার তালুক মূলুক থাকুক যত, কন্যা তার এক কপর্দ পাবেনা।
- সুখ — মাইনা পাই পাঁচশ টাকা, কিন্তু মাস কাবারে পকেট ফাঁকা, ত'বিল জমেনা।।
- ডাইনা — তাইতে তোর বাবারে ক'ষে কষে, নিয়েছি আদায় করে হাজার দশে,
তাতে তো তোরই উপকারঃ ও তোর ছেলে হবে মেয়ে হবে খরচের দরকারঃ
আর যদি মা স্বর্গীর বরে, ব্রহ্মশঃ গুপ্তী বাড়ে,
তার পুষ্টি করবি কেমন করে, আমার এই মুষ্টিভিক্ষায় চলবে না।
- খাদ — নিজের ভালো বোঝে না, যারা দিনকানা।
- ফুকার — আমি রেডিও নিয়েছি বলে, তুই কেন ভাবলি বিপরীতঃ
তাতে তোরই হবে হিতঃ আমি গেলে অফিসে, তুই সময় কাটাবি কিসেঃ
গুনবি ট্রানজিস্টারে বসে বসে, লারে লাগা পিরীতির সঙ্গীত।।
- ফুকার — বললি পুরুষ কিসে শ্রেষ্ঠ হল, পুরুষ হয় পৌরষে ভারীঃ
চির অধীনা নারীঃ পুরুষ পৌরষের জোরে, বউ মরলে বিয়ে করে,
কিন্তু স্বামী মরে গেলে পরে, বউ ওলা কেন হয় রাঁড়ি।।
- ফুকার — আবার রাস্তা ঘাটে চলতে গেলে, রমণীর নিরাপত্তা চাইঃ
পুরুষের নাই কোন বালাইঃ বৃক্ষহীন লতা যথা, হয়ে রয় ভূপতিতা,
তেমনি আশ্রিতা বনিতা লতা, পতি বৈ সতীর গতি নাই।।
- ফুকার — যারা সাক্ষী সতী পতিব্রতা, চিরদিন প্রাতঃকালে কয়ঃ
পতি দীর্ঘ আয়ু হয়ঃ করে সাবিত্রী ব্রত, সিন্দুরে হয় শোভিত,
বলে সাবিত্রীর সিন্দুরের মত, এই সিন্দুর অক্ষয় হয়ে রয়।।
- ফুকার — বললি, মন বিনিময় হয় পরিণয়, যদি হয় কিশোর কিশোরীঃ
তোর তো বয়স দেড়কুড়িঃ যৌবন তো বয়েই গেছে, গালে মাস্তে ধরেছে,
ও তুই খোঁজ করে দেখ বেগের গাছে, কুলেছে ঝিন্দা তরকারী।।

- ফুকার — আমার ভালোবাসা পিতল কাঁসা, তাই নাকি নিয়েছি যৌতুকঃ
তোর তো বুদ্ধি নাই এই টুকঃ এ যৌতুক না নিলে পর, কি দিয়ে সাজাবি ঘর,
হল স্টীলের বাসন ঘাইট টাকা দর, দেখবি না পিতল কাঁসার মুখ ॥
- ফুকার — বললি, মোড়া গরুর দরে নাকি ছেলেরা বিকায় অবিরামঃ
করলি শিক্ষিতের দুর্নামঃ তোর দাদার বিয়ের কালে, শিক্ষিত ছেলে বলে,
দেখবি তোর বাবাও নিবে তুলে, দুই একটা হাতি কেনার দাম ॥
- ফুকার — বেচে মেয়ের বাবা ভিটা বাটা তাই যদি দুঃখ তোর এতোঃ
উঠকো বর ছিল কতোঃ
এ বিয়ায় মত না দিয়ে, লেকে বা পার্কে গিয়ে,
একটা খোদাই বাঁড়কে ধরে নিয়ে, 'লাভ ম্যারিজ' করলেই হতো ॥

ব্রহ্মের কবি শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

- চিতান — সভার সভ্য শ্রোতার প্রাণের টানে, মত্ত হল কবিগানে,
বাংলার দুই বিখ্যাত কবি ॥
- পাড়ন — তারা উপস্থিতের বক্তৃতাতে দুইজনে সমান,
আঁকে যার যে জ্ঞান, সে তেমন ছবি ॥
- ফুকার — একজন পরব্রহ্মের আরাধনায় দিন কাটায় দর্শনের লাগিঃ
সদা করে সদজ্ঞান আরাধনা জ্ঞান অনুরাগী ॥
আর একজন মূর্তির ধ্যানে, কাল কাটায় প্রেম সন্ধানে,
করে হরেকৃষ্ণ কীর্তন গানে, সে একদম নিরেট বৈরাগী ॥
- মিল — করে ব্রহ্মজ্ঞানী মধ্যে মধ্যে বৈরাগীর নিন্দে,
একদিন বৈরাগী কয় মনানন্দে, ব্রহ্মবিদ্বৎ কহ ব্রহ্মের সমাচার ॥
- মুখ — হে জ্ঞানী কহ মোরে, তুমি চক্ষু বুঁজে অন্ধকারে, ধ্যান করিছ কার ॥
- ডাইনা — তোমার যে ব্রহ্ম অনন্ত আকার, স্বরূপে সাকার না তিনি নিরাকারঃ
কিসে পাও তাহার পরিচয় ॥
যেমন কাজির গরু কেতাব ভরা, গোহালে তার নয়ঃ
যারে কথায় বলতে পারনা, হয়না তার ধ্যান ধারণা,
যারে কওয়া যায়না ছোঁয়া যায় না, তা দিয়ে জীবনের কি উপকার ॥
- খাদ — জীব ব্রহ্মের পার্থক্য কি বল আমার ধার ॥
- ফুকার — কভু বলতে গেলে ব্রহ্মের কথা, কেবল কও অসীম আর অসীমঃ
বল এই দেখ মোর শরীর কেমন করিছে কিম কিমঃ
বাক্ দ্বারা যায়না কওয়া, জ্ঞান দ্বারা যায়না ছোঁয়া,
যেমন আগুন নাই আকাশে ধোঁয়া, ঠিক যেন টাট্টু ঘোড়ার ডিম ॥
- মিল — যদি অমৃতের বরপুত্র সবে জীব জগতের সব,
তবে অমৃতই তাহার বৈভব, অমৃতে সকলের আহার বিহার ॥
- অন্তরা — অমৃতের পুত্রগণ, দিয়ে মন, ভজে সচ্ছিদানন্দ বিগ্রহ ॥
ভক্তি বিশ্বাস ছাড়া যায় না ধরা গো, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা তার শুভগ্রহ ॥
দেখি বেদ বেদান্ত স্মৃতি শ্রুতি উপনিষদগণঃ
তারে সবে কয় সে অপ্রাকৃত রূপে বিলক্ষণঃ
তার অপ্রাকৃত মন নয়ন, মরি হায়রে—
তাইতে শ্রুতিতে সে গুণ রয়েছে গো—সৃষ্টিতে তাই ভাসে অহরহ ॥

- ব্রহ্মা নির্বিশেষ ও নিরুপাধি নির্ণেয় সে নয়ঃ
তবে সসীম জীবে কেমনে হবে অসীম ব্রহ্মে লয়ঃ
যেন ভূতের বোঝা বয়, মরি হায়রে—
তোমরা এই ব্রহ্মের মর্ম সমুদয় গো, না বুঝে বোঝা বহ দুঃসহ ॥
- পরচিহ্ন— তুমি জ্ঞানী বলে গর্ব করে, গেলে এজীবন ভরে,
কও শুনি পেয়েছ কি ফল।
- পাড়ন — করলে মরুভূমির মৃগীর মত জীবনটা মাটি,
পেয়েছ খাঁটি, আঁটি আর বাকল ॥
- ফুকার — জীবের অন্তরে আনন্দ ক্ষুধা মিটাতে পারেনা ইন্দু ;
মাত্র প্রেম ভক্তিতে লাভ করিবে সে সুধা সিদ্ধুঃ
হায় হায়, মূর্ত সচ্চিদানন্দ, জীবে তার প্রেম সম্বন্ধ,
দেখ তার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ, বিচারে নহে এক বিন্দু ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — ও তুই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব হয়ে করতে চাও কল্পনার যুদ্ধ।
- পাড়ন — আমি বিশ্বরূপের দৃশ্য দেখে হয়েছি বিভোর, ক্ষুদ্র বুদ্ধি তোর গণ্ডিতে বদ্ধ ॥
- ফুকার — তোমরা মূর্তি পূজে সিদ্ধি পাবে, এ তোমার ভ্রান্ত ধারণাঃ
মনে বিশ্বাস জাগে নাঃ পুতুলে পূজা দিলে, যদি তায় মুক্তি মিলে,
তবে স্বপ্নে কেহ চিনি খেলে, মুখে কেন মিঠা লাগেনা ॥
- ফুকার — কেহ স্বপ্নে দেখে রাজা হয়ে বসিয়ে আছে রাজপাটেঃ
যখন তন্দ্রা যায় ছুটেঃ সারা রাত ঘুমের ঝোঁকে, স্বপ্নে যে ছবি আঁকে,
ও সে ঘুম ভাঙ্গিলে চেয়ে দেখে, শুইয়ে আছে ছেঁড়া চটে ॥
- মিল — আমার নিরাকারের চেয়ে যদি সাকার হয় বড়ঃ
তবে নিত্য যারে পূজা করোঃ তার স্বরূপ দেখেছ কি নয়নে।
- মুখ — কল্পনায় মূর্তি গড়, উহার কোনটা সূক্ষ্ম কোনটা জড় বুঝবে কেমনে ॥
- ডাইনা — বললে প্রেম সিদ্ধুর এক বিন্দুর মত, তোমার এ ব্রহ্ম বস্তু হবে না তো,
একথা করি না স্বীকারঃ জীবের হাটা চলা কথা বলা সব ব্রহ্মের বিকারঃ
আমার ব্রহ্ম স্বরূপের বলে, জীবরূপে জগৎ চলে,
দেহের ব্রহ্ম বস্তু ছেড়ে গেলে, সব পুতুল শবরূপে যায় শ্মশানে ॥
- ফুকার — বললে নিরাকারের ধ্যান চলে না, তাই নাকি প্রতিমা গড়ঃ
তোমরা জড়ের ধ্যান করোঃ
সবরূপে সবার মাঝে, ব্রহ্মের স্বরূপ বিরাজে,
তোমরা অসীম ভাজে সসীম ভাজে, সাগরকে পাতকুয়ায় ভরো ॥
- ফুকার — আমার ব্রহ্ম নাকি ঘোড়ার ডিমা, কি কথা বললিরে অজ্ঞানঃ
তোর ঐ পুতুলের কি মানঃ মানুষে পুতুল গড়ে, জীবন প্রতিষ্ঠা করে,
ও সেই মানুষকে না প্রণাম করে, মাটির পায় কেন হও টান টান ॥
- ফুকার — আছে সর্ব ভূতে ব্রহ্ম সত্তা, ভাগবতের বাক্য না ধরঃ মাটির ভগবান গড়ঃ
তোমাদের কালা কালী, রং মাটি খড় বিচালী,
দিয়ে মাটির কাছে পূজার ডালি, নিজেদের পেট পূজা সারো।
- মিল — জানি সর্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ বেদান্তের বিধি,
কেন মৃৎ শীলা ধাতু দ্রব্যাদি, পূজা দাও নশ্বরকে ঈশ্বর জানে ॥

গণতন্ত্রের কবি শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

- চিতান — আমি জিকাবাড়ীর জাকির হোসেন, তুমি বাবু প্রফুল্ল সেন,
নাম ধরলেম কবির কল্পনায়।
- পাড়ন — আমি চির রিক্ত অশিক্ষিত গণ গ্রামে বাস, মিটল অভিলাষ এলেম কলকাতায়।।
- ফুকার — তুমি কংগ্রেস কর্মী দেশের মস্তি দেশ সেবার নিয়েছ ব্রতঃ
তোমার গুণ গরিমার নাইকো সীমা শুনি নিয়তঃ
করিলে দেশের সেবা, তুষ্ট হয় দেবী দেবা,
মানুষ তোমার মত শ্রেষ্ঠ কেবা, সং শিক্ষায় এত উন্নত।।
- মিল — তাহিতে তোমার সদন মনের বেদন জানাতে এলাম,
বুঝি না বুঝে বিপাকে পলাম, সরলে বুঝাও মোরে মূর্তিমান।
- মুখ — দেশসেবা করবে যারা, হলে কোন কোন গুণে গুণী তারা,
হয় দেশের কল্যাণ।।
- প্যাচ — যারে গণতন্ত্র রাষ্ট্র বলে, সর্বদা ব্যাখ্যা করেন জ্ঞানীদলে,
এই গণতন্ত্রের অর্থ কিঃ কেন গণতন্ত্রের মূলে কেবল যড়যন্ত্র দেখিঃ
দেখি কেউ বসে খায় চৌতালার, কেউবা কাঁদে গাছতলায়,
কেহ অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায়, বিষ খেয়ে অকালে হারালো প্রাণ।।
- খাদ — কার ইচ্ছাতে ধরাতে এত ব্যবধান।।
- ফুকার — গীতায় নরানাক্ষ নরাধিপ এই নাকি ভগবদ বাণীঃ
আমরা রাজাসন ধর্মাসিন বলে গ্রাম্য লোকে মানি,
সং রাজার রাজা হলে, রামের রাজত্ব বলে,
যদি ভোটের পরে রাজত্ব চলে, কিসে হয় বেশি সম্মানী।।
- মিল — দেখি ভোটের চোটে মানুষ ওঠে এক লাফে খাটে,
তারে ঘাটে ঘাটে কিনা খাটে, সেই চিন্তা করে কি সব জ্ঞানবাণ।।
- অন্তরা — যার হাতে ক্ষমতা, মমতা যদি তার দেশের প্রতি না থাকে।
কেবল, ভোটের বলে শক্তি হলে গো, সুযোগ পায় মারতে আরো মরাকে।।
তারা বেআইনকে আইন করে আইনের ভানে,
যেন কসাইখানার পশুদের সব খাদ্য প্রদানে কেবল, বধিতে প্রাণে—মরি হায়রে,
যত অযোগ্যরা বিজয় হলে গো—সুযোগ্য ব্যক্তি পড়ে বিপাকে।।
ভোটের চোটে খেটে খুটে পেলে মস্তীত্ব,
দেখায় জগৎ সভায় আপন প্রভায় ভূত প্রেতের নৃত্যঃ দেখে জ্বলে যায় চিন্তা
খুলে হাজার হাজার কালোবাজার গো, কপালে কলঙ্কের কালি মাখে।।
- পরচিতান— করে মিঠে ভাষায় বক্তৃতা দান, তোমরা হলে জাতির পরাণ,
কৃষক আর সব মজুর কুলী।
- পাড়ন — তাদের পেটে ভাত নাই ক্ষুধার চোটে খাবার যদি চায়,
দেখি অমনি খায় বন্দুকের গুলি।।
- ফুকার — হলে রাষ্ট্র নায়ক কষ্টদায়ক নিরীহ প্রজাদের পীড়ন,
যদি অসংগত ইচ্ছামত করে অনুব্রূণঃ মণ্ড রয় আশ্ব সুখে, দুখ দেয় প্রজার কুলে,
এই সব নরপশু কোন নরকে, মরার পরে করিবে গমন।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তুমি জিকাবাড়ীর ঠিকা প্রজা নাম নাকি হয় জাকির হোসেন।
- পাড়ন — আমি খান্দ মস্ত্রী প্রফুল্ল সেন জানে সর্বজন, কে তোমার মতন অখ্যাতি ঘোষণে।।
- ফুকার — আমি যদিও হই কংগ্রেস কর্মী, দেশসেবা সবার অধিকারঃ

- তুমি জানো সমাচারঃ দেশ রক্ষা করবার তরে, দেশসেবক ঘরে ঘরে,
সেই সব চোরারা যে চুরি করে, বলতে চাও সেই দোষও আমার ॥
- ফুকার — তোমরা আমার উপর দোষ না দিয়ে, সকলে এক যোগে থাকোঃ
মনে অহিংসা রাখোঃ যে চোরে চুরি করে, ঘুষ খেয়ে মানুষ মারে,
আগে আঙন লাগাও তাদের ঘরে, শুধু কেন আমায় তেল মাখো ॥
- ফুকার — সবে আমাকে তাড়ায়ে দিয়ে এই গদী করতে চায় খালিঃ
আরও কত দেয় গালিঃ গুণ্ডারা জেলায় জেলায়, ঘরপোড়ে ট্রাম বাস জ্বালায়,
এখন বান্ধব নাই কেউ দিবার বেলায়, খাউক গিয়া ঘরপোড়া ছালি ॥
- ফুকার — বললে মজুর কুলি খেয়ে ওলি অকালে দিতেছে জীবনঃ
ট্রাম বাস পোড়ায় কি কারণঃ এই ক্ষতি পূরণ করা, হবে পাবলিকের দ্বারা,
এই সব দেশের ক্ষতি করে যারা, তাদের মারাই প্রয়োজন ॥
- ফুকার — কেহ পাঁচতলায় কেহ গাছতলায় এত কেন ব্যবধান থাকেঃ
কথা বোঝে না লোকেঃ সব হলে দেশের ভক্ত, দুঃখ দুর্দশা দেখতো,
যদি সকল লোক পাঁচতলায় থাকতো, নীচতলায় গরু রাখতো কে ॥
- ফুকার — নিয়ে গাছতলার লোক পাঁচতলাতে, সব যদি সমান করে লইঃ
তাতে আমি দোষী হইঃ খেয়ে সাহেবী খানা, সব করতো বাবুয়ানা,
দেশের কুলী মজুর গাট্টী টানা, এ সকল মজুর মিলতো কই ॥
- ফুকার — বললে নরানাক্ষ নরাধিপ, রাজাসন জানি ধর্মাসনঃ
ধর্মের কন্মই শাসনঃ দেশসেবক বলব যারে, মিশে কালোবাজারে,
শেবে না খেয়ে আসনের ধারে, ভান করে করে অনশন ॥
- ফুকার — বললে যার হাতে দিলেম ক্ষমতা, মমতা নাই তার অন্তরেঃ
কসাইর মত কাজ করেঃ সামান্য স্বার্থের আশায়, দেশের লোক দেশকে কশায়,
লোকে না বুঝে কম মন্ত্রী মশায়, আমাদের কসাইয়ে মারে ॥
- মিল — গিয়ে চোর ধরিতে চোরের সাথে কেন মিশে যাও,
মুখে জোর না করে চোর ধরে দাও, কেহ তো মানতে চাও না সে প্রস্তাব ॥
- মুখ — ভালো কি করি মন্দ, আগে না বুঝিয়ে করে দ্বন্দ্ব, কি হয়েছে লাভ ॥
- ডাইনা — কারে গণতন্ত্র রাষ্ট্র বলে, এদেশে ধনী গরীব লোক সকলে,
ভোট দিয়ে মন্ত্রী তৈরী করেঃ তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এই ভোটের ভিতরেঃ
যারা সে ভোট করে অমান্য, আমায় বলে জঘন্য,
সেই সব স্বার্থলোভী ধূর্তের জন্য, সব দেশে দেখা দিল অশ্রাব্য ॥
- ফুকার — দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা মতে জনগণ চিহ্ন রেখে সৎ, ব্যক্ত করবে অভিমতঃ
গুণ্ডারা আত্মস্বার্থে, রাষ্ট্রে চায় জুলুম করতে,
কাজেই রাষ্ট্রদ্রোহী দমনার্থে, নিতে হয় গোলাগুলির পথ ॥

কবির (কল্পনা সুন্দরীর) কবি শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

- চিতান — একজন ভাবুক কবি ভাবের ঘরে, ভাবাবেগে দর্শন করে,
গগনে গর্জে কালো মেঘ ॥
- পাড়ন — কবি দেখতে দেখতে অন্ধকারে, ঢাকল ধরাতল,
উঠল অবিকল তেমনি ঝড়ের বেগ ॥
- ফুকার — কবির ভাঙ্গা কুঁড়ে ঝড়ে উড়ে, এল এক রূপসী কন্যাঃ
যেন মোহিনীর মনমোহন করে রূপে লাষণ্যঃ
অধরে মধুর হাসি, চাহনি সর্বগ্রাসী,
যেন মদন রাজার আপন মাসি, আসিল ভাবুকের জন্যে ॥

- মিল — কবি গভীর ধ্যানে মগ্ন হল রমণীর রূপে, গিয়ে কানের কাছে চুপে চুপে,
নারী কয় শুন কবি রসরাজ।
- মুখ — কল্পনায় চাহ যারে, কেন সশরীরে দেখে তারে, মাথায় পড়ল বাজ।।
- ডাইনা — কত নদী গিরি বন উপবন, তুমি ত যাহার লাগি করতে ভ্রমণ,
কতনা দেশে দেশান্তরে: কত একা একা কাদলে বসে নদীর বালুচরে:
থাকলে অরূপে এই রূপ রতন, হত তোমার মন মতন,
কেন স্বরূপের করলে না যতন, কও কবি এই কি প্রেমিক কবির কাজ।।
- খাদ — তোমরা কল্পনাবিলাসী সব এই কবি সমাজ।।
- ফুকার — তোমরা বাস্তবের না আদর করে অবাস্তব ধ্যানে কাল কাটাও:
কেবল বসন্তের কোকিলের মত, প্রেমের গান শুনাও:
গগনে সূর্য্য ওঠে, পদ্মিনী জলে ফোটে,
এসে ভ্রমর বন্ধু মধু লুটে, তোমরা কি সত্য কিছু পাও?
- মিল — এই যে ধীর সমীর আর মলয় শিশির, নীল নভমণ্ডল:
কবি এসব তোমার কল্পনার স্থল: মিটায় কি জঠরের সব কঠোর কাজ।।
- অন্তরা — অর্ধফালি চাঁদের গায় হায়রে হায়, সেথায় কি আছে তোমার নায়িকা।।
তোমার যার আশাতে এ দুর্দশা গো, উদরে দরদের বহি শিখা।।
তুমি জীবন ভরে পড়লে কত টিপ্তনী ঢাকা,
কেবল চোখ মেলে দেখলে না আপন ললাটের লিখা:
কাজ কি এ বিদ্যা শিখা: মরি হায়রে—
তোমায় রুক্ষ কেশে মলিন বেশে গো, দেখিয়ে হাসে বালক বালিকা।।
- পরচিতান — তুমি যা পেয়েছ জনম ভরে, তারে না আদর করে, রচনা করলে ভবিষ্যৎ।
- পাড়ন — তুমি ভেবে দেখ তোমার মত কে আছে দুখী,
একবার ভাবলে কি, পরিণামের পথ।।
- ফুকার — কভু মেঘের ফাঁকে দেখ তাকে, যখন রও ভাবে সমাকুল:
ও সেই কুঁচবরণী কন্যারে তার মেঘের বরণ চুল:
সে যত দূরে যোরে, তত চাও পরাণ ভরে,
একদিন বসলে এসে কোলের পরে, নয়নে দেখ সরষের ফুল।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — শুনে কল্পনাসুন্দরীর কথা, আনন্দে ডেকে কয় কবি।
- পাড়ন — আমার কল্পনাকে রূপ দিতে আজ এতদিন পরে,
এলে রূপ ধরে, কল্পনার ছবি।।
- ফুকার — বললে বাস্তব ছেড়ে অবাস্তবে ধ্যানে কি করো অনুভব:
দেখি প্রাকৃতিক বৈভব: চন্দ্র তারকা রবি, জড় অজর যত সবি,
ভাবি বিধাতার কাল্পনিক ছবি, চিনি না বাস্তব অবাস্তব।।
- ফুকার — আমি স্বরূপের করি না যতন, তাই ভেবে আছ বিরসে:
স্বরূপ চিনেছ কিসে: যারে কও স্বরূপ স্বরূপ, আমি ওরূপে বিরূপ,
যত দৃশ্যমান এই বিশ্বের ও রূপ, সব যাবে অরূপে মিশে।।
- ফুকার — বললে ভ্রমর লুটে ফুলের মধু, তার মাঝে সার কি পাওয়া যায়:
আমি দেখি কল্পনায়: জীব দেহ কুসুমকলি, মধু খায় আত্মা অলি,
যখন কাল বশে ফুল পড়ে ঢলি, অলি কি ফুলের পানে চায়।।
- মিল — আমার জীবনের কাব্য কল্পনা সফল হয়েছে,
যখন স্বরূপ ধরে আমার কাছে, সুন্দরী ধরা দিয়েছ এসে।

- মুখ — বলব কি ও রূপসী, তেমায়ে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, কল্পনার বশে ॥
 ডাইনা — আমি গিরি নদী বন উপবন, তার মাঝে খুঁজে বেড়াই কোন মহাজন,
 আমার মন নিয়ে ভাবো যদিঃ তবে কল্পনার নয়নে দেখবে বিশ্বরূপের নিধিঃ
 যীর স্বরূপের এক কলায়, বিশ্বরূপের ঢেউ খেলায়,
 আমি যাব সেই অরূপের মেলায়, আমার এই কল্পনার ভেলায় ভেসে ॥
- খাদ — তুমি আমায় নিয়ে যাও কল্পনার দেশে ॥
- ফুকার — বললে জঠরের যে কঠোর ক্ষুধা, কল্পনায় পেট তো ভরে নাঃ
 তোমার ভ্রান্ত ধারণাঃ জীবগণের খাদ্য যত, সব যদি বাস্তব হতো,
 তবে একবার খেলে জন্মের মত, জীবের আর ক্ষুধা লাগতো না ॥
- ফুকার — যত চাউল চিনি গম মণ্ডা মিঠাই, কল্পিত বৈ কোন জিনিষটাঃ
 সবি কল্পনার চেষ্ঠাঃ যা কিছু দাও উদরে, ঘন্টা দুই চারের পরে—
 উহার বাস্তবতা গিয়ে দূরে, নাম ধরে কল্পিত বিষ্ঠা ॥
- ফুকার — বললে আশফালি চাঁদের ভিতরে আছে কি তোমার প্রেমের চিন্ঃ
 চাঁদও হাস বুদ্ধির অধীনঃ চতুর্দশী পর্যন্ত, চাঁদের খুব বাড় বাড়ন্ত,
 কিন্তু পৌর্ণমাসী হলে অস্ত, ক্রমে হয় ক্ষয়ের কোলে লীন ॥

ভাগ্য ও কর্মের কবি **শ্রী অমূল্যরতন সরকার (ঢাকা)**

- চিত্তান — একজন কবির কাছে দ্বন্দ্ব নিয়ে, ভাগ্য আর কর্ম গিয়ে,
 কে বড় সূক্ষ্ম বিচার চায় ॥
- পাড়ন — অমনি ভাগ্য বলে আমার বলে, কর হে শ্রবণ—
 যত উচ্চাসন জগৎজনে পায় ॥
- ফুকার — শুনে ভাগ্যদেবের আশ্বগর্ব, গর্ব করিতে খর্ব, কবি কয় কর্ম পক্ষ ধরে—
 যত বুদ্ধিনাশা বিস্তৃশূন্য, তারাই ত তোর প্রশংসা করে ॥
 ভাগ্য তোর ভরসাতে, কয়জন খায় দুখে ভাতে,
 কেবল কাল গত হয় কল্পনাতে, মজুরের কাজ করে ছজুরে ॥
- মিল — যত বেদাচারী পুরাণ পাঠক কর্মের পূজারী—
 তারা ভাগ্যকে উপেক্ষা করি, কর্ম করে সব সময় ॥
- মুখ — রাখিতে পুরুষাকার, কৃষ্ণ অর্জুনকে কয় বারংবার, চমৎকার বিযয় ॥
- ডাইনা — কত ক্রমোন্নতি দেখ চাইয়া, যত বৈদ্যুতিক উৎপন্ন ক্রিয়া,
 রকেটে চন্দ্রে অভিযানঃ আবার বেতার যন্ত্র টেলিভিসন উদ্ভিদের পরাণ ॥
 নিতা নব সন্ধানে, নব যাত্রীদলগণে,
 কত নতুন আলোক বইয়ে আনে, ঝলকে বিশ্বকে করে বিশ্বয় ॥
- খাদ — ভাগ্য রে তুই অযোগ্য বিজ্ঞ লোকে কয় ॥
- ফুকার — ছিল ভাগ্য ধরে সিরাজউদৌল্লা, দুখ ভাতে চিনি কলা,
 গেল তার সুখের বালাপোষঃ যদি কর্মী হয়ে কর্ম করত, পরাজয়ে হত না আশ্রয়শাস ॥
 রোমানের সৈন্যদলে, স্কটল্যান্ডকে নেয় দখলে,
 শুধু ভাগ্য ধরে বসে থাকলে, রাজ্য কি পেত রবার্ট ব্রুস ॥
- অন্তরা — বিধির বিধান নীতিশাস্ত্র কর্ম করতে জন্ম ধরায় ॥
 যারা অলসত্যাগী কর্মযোগী, দেশের গৌরব তারাই বাড়ায় ॥
 চাষীর কর্ম লাঙ্গল চষে, জীবন সঞ্চার ফলের রসে,
 চাষ না করে থাকলে বসে, ফসল কিসে পায় ॥
 করে ছাদশীতে একাদশী, পাকের হাঁড়ি রৌদ্রে শুকায় ॥
- পরচিত্তান — হয়ে অধ্যাত্ম কর্মে উন্নত, মানবে পায় দেবত্ব,
 সুভাষ বোস, গান্ধী সি. আর. দাশ ॥

- পাড়ন — রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর জগদীশচন্দ্র,
কবি রবীন্দ্র, বিশ্বে জয় প্রকাশ।।
- ফুকার — ছিল শুক শাক্য পরাশরে, বেদব্যাস মুনিবরে, ভাগ্য তুই মন দিয়ে তাই শোন,
তাদের জন্মকথা শুনেলে মাথা ঘুরে যায়, রুদ্ধ হয় শ্রবণ।
কর্মের জয় যাবে কোথা, ব্যাস হলেন বেদের কর্তা,
পেল দেবাম্বিক বিশিষ্টতা, বশিষ্ঠ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।।

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তুমি নব্যদেশের সভ্য কবি, আজগুবি কবিত্ব তোমার।
- পাড়ন — হয়ে কর্মের পক্ষ রুদ্ধ বাক্য ভাগ্যকে শোনাও,
এখন শুনে যাও, ভাগ্যের কত দর।।
- ফুকার — অদ্য অদৃষ্ট আর কর্ম নিয়ে তুমি খুব পড়লে ফাঁপরে,
দুইজন থাকে এক ঘরেঃ কর্ম হয় পুরুষ জাতি, অদৃষ্ট হয় প্রকৃতি,
দুইয়ের না হলে অভিন্ন প্রীতি, কর্মে কি ফল প্রসব করে।।
- ফুকার — জানি ক্ষেত্র হল পুরুষাকার, অদৃষ্ট হল মেঘের জল,
দুইয়ের মিলনে হয় ফলঃ চাষীরা জমি চাষে, বীজ বোনে ফলের আশে,
যদি কাল মত মেঘ না বরষে, পুড়ে যায় সোনালী ফসল।।
- মিল — তুমি অন্ধের মত দ্বন্দ্ব কর অদৃষ্টের সাথে,
তাইতে ভাত জোটে না ছেঁড়া পাতে, দিন রাতে কুঁড়ে ঘরে কর বাস।
- মুখ — বলব কি ওহে কবি, বসে নির্জনে কল্পনার ছবি, আঁক বার মাস।।
- ডাইনা — দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানী যত ইতি, তাদের যে কর্মগুণে ক্রমোন্নতি,
আমিও যাই তা স্বীকার করেঃ কিন্তু কর্মের জোরে ভাগ্যালিপি খণ্ডাতে না পারে।
তারা যানবাহন তৈরী করে, দেশ বিদেশ সফর করে,
কেহ ভাগ্য দোষে পুড়ে মরে, দেখ না অদৃষ্টের কি পরিহাস।
- খাদ — ভাগ্যবস্ত্ত জানতে পায় ভাগ্যের ইতিহাস।।
- ফুকার — কেহ কাঠ কাটিতে বনে গিয়ে, গুপ্তধন করে লয় উদ্ধার,
পায় সে ভাগ্যের পুরস্কারঃ কেহ বা ব্র্যাকমার্কেটে, লাখে লাখ টাকা লোটে,
কিন্তু অল্পপিত্ত রোগের চোটে, তার ভাগ্যে জোটে না আহাৰ।।
- ফুকার — আবার মাছ ধরতে পোলো হাতে, কত লোক খালে বিলে যায়,
কেহ রুই কাতলাও পায়ঃ ভাগ্যে না থাকলে পরে, মাছ পাওয়া থাকুক দূরে,
কেহ কাদতে কাদতে ঘরে ফেরে, শিং মাছের কাঁটা ফুটে পায়।।
- ফুকার — বললে, রবি হল কবি শ্রেষ্ঠ নাকি কর্মের সাধনে,
সেও অদৃষ্ট মানেঃ কত সব শ্রেষ্ঠ কবি, আধারে রইল স'বি,
কিন্তু নোবেল প্রাইজ যে পেল রবি, সেও তার অদৃষ্ট গুণে।।
- ফুকার — বললে, সুভাষ বোস আর চিত্তরঞ্জন, কর্মেরই পূজারী সবাই,
দেখ ভাগ্যের কি বালাইঃ যে কর্মের জন্য তারা, ভোগ করে বুটিশ কারা।
কিন্তু স্বাধীন দেশে বসত করা, তাঁদের ভাগ্যে নাই।।
- ফুকার — খেয়ে দুধকলা সিরাজউদৌল্লা, নাকি অদৃষ্ট গুনেছে,
সে কি আগে জেনেছেঃ বিশ্বাস করে স্বজনে, ঠকে ইংরাজের রণে,
কয়টা ঘর সন্ধানী বিভীষণে, খাল কেটে কুমীর এনেছে।।
- ফুকার — বললে, দেশকর্মী মহাত্মা গান্ধী, দাসত্ব শৃঙ্খল খুলিতে,
জীবন কাটায় জেলেতেঃ দেশ স্বাধীন হল যবে, আনন্দ করে সবে,
গান্ধী র ভাগ্যে ছিল মরতে হবে, নাথুরাম ধূর্তের গুলিতে।।

- ফুকার — বললে, ভাগ্য নিয়ে বসে থাকলে, রবার্ট কি পেত সিংহাসন,
রাজ্য যেতে কত ক্ষণঃ রাম বসবে সিংহাসনে, ত্রুটি নাই আয়োজনে,
সে যে রাত প্রভাতে যাবে বনে, কে জানে ভাগ্যের বিড়ম্বন।।
- ফুকার — বললে, কর্মের গুণেতে বশিষ্ঠ, হয়েছেন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ,
তবু অদৃষ্টের শাসনঃ ভাগ্য ছিল না ভাল, কস্মাৎপাদ রাক্ষস হল,
ও সেই রাক্ষসে ধরিয়া খেল, বশিষ্ঠের শতেক নন্দন।।
- ফুকার — ছিল কংগ্রেস কর্মী যারা যারা, বিশ বৎসর দেখায় কর্মের জয়,
এবার কর্ম কোথা রয়ঃ কামরাজের দাম কমেছে, অতুলা'র মূল্য গেছে,
আবার প্রফুল্ল যে ফেল পড়েছে, এসব কি ভাগ্যলিপি নয়।।

যোগের কবি শ্রী অনাদিজ্ঞান সরকার (খুলনা)

- চিত্তান — কবির কাব্য কমল উঠলে ফুটে, জ্ঞানী ভ্রমর আসে ছুটে, আনন্দে মধু করে পান।
পাড়ন — আমার দ্বন্দ্ব মানস সরোবরে নাইতো তেমন ফুল, তবু প্রাণাকুল, গহিতে কবিগান।।
- ফুকার — ভোলা যোগ তত্ত্ব কয় দেবীর কাছে, দেবী ঘুমায় আছে, শুক পাখী
সায় দিচ্ছে ধীরেঃ ভোলা দেখে দেবী ঘুমায় ভাবে কে এই যোগ শ্রবণ করেঃ
হায়, ত্রিশূল দেয় পাঠাইয়ে, আস তারে বিনাশিয়ে,
ত্রিশূল ব্যাস পত্নীর নিকটে গিয়ে, বিমুখে আসিল ফিরে।।
- মিল — তখন নন্দী বলে ফন্দি করে বন্দিয়ে চরণ,
তুমি বল হে পাগলা পঞ্চানন, বিপরীত গতি কেন দেখা যায়।
- মুখ — যে যোগে মরা বাঁচে, কেন সেই যোগ শুনিয়ে পাছে, গিরিজা ঘুমায়।।
- প্যাচ — ছিল শুক পাখির ডিম বাসার পরে, তোমার এই যোগ মাহাত্ম্য শ্রবণ করে,
বের হল ডিম্ব ফেটে ছানাঃ সে এমন তত্ত্ব পেল তারে বধ করতে পারলেনাঃ
এত তেজ রয় যে যোগে, থেকে সেই যোগের যোগে,
কেন পার্বতী প'ল দুর্বোঙ্গে, তমঃগুণ প্রভাবে কেন নিদ্রা যায়।
- খোঁচ — নিদ্রা আলস্য প্রমাদ তমঃগুণে পায়।।
- ফুকার — যিনি আদ্যাশক্তি জগন্মাতা, সত্ত্ব গুণেতে স্নাতা, তার কেন হয় তমঃ ব্যারামঃ
কেন দেবীর চেয়ে এই যোগ শুনে, পাখী পায় বেশী আরামঃ
হায়, যে ছিল বনের পাখী, সে এই যোগ নিল শিখি,
এখন দেবীর চেয়ে বল দেখি, পাখীর কি হয় না বেশী দাম।।
- মিল — কেন অন্যেরে চাহনা দিতে তোমার এই যোগবল,
হল দেবীকে শুনায়ে কি ফল, হে ভোলা খুলে আজ বল আমায়।।
- অন্তরা — বল কোন যোগে করিতে পারে গর্ভেতে প্রবেশ।
বল কোন যোগ সাধনে, কেটে মায়া বীধনে, পাবে নিত্যের দেশ।।
তুমি জ্ঞানের গুরু যোগের গুরু জ্ঞান-গনেশের বাপ,
বল পাখী হয়ে তোমায় কেন দিল মনস্তাপ, (মরি হায় রে)
ও তার অপরাধ না করিয়ে মাপ গো, শূলকে করিলে আদেশঃ
তোমার মনে হিংসা ছেবঃ তাই তার পেলেনা উদ্দেশ।।
- পরচিত্তান — শুনি নরদেহে রয় সপ্ত পদ্ম, ফুটায়ে ওঠায়ে সদ্য, বিশুদ্ধ পরমাত্মা পায়।
- পাড়ন — বল পাখীর দেহে কয়টি পদ্ম, কোন পদ্মে কার ঠাঁই,
সত্য গুণেতে চাই বুঝাবে আমায়।।
- ফুকার — জানি জানে ব্রহ্ম যোগে আত্মা, এ কথা নয় কো মিথ্যা,
তুমি তো যোগী হও প্রধানঃ বল জীবাত্মা আর পরমাত্মা কিবা ব্যবধানঃ
হায়, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, পেয়ে অষ্ট যোগাদ্ধ,
বল কে কোন যোগের করে সঙ্গ, লভিবে মুক্তির সন্ধান।।

বৈষ্ণব—বিজ্ঞানী কবি **অমূল্যরতন সরকার**

- চিতান — একজন বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণকান্ত, দেখে বিজ্ঞানের বাড়ন্ত, অত্যন্ত ক্ষুধামানে কয়।
- পাড়ন — যত বিজ্ঞানের অজ্ঞতায় পড়ল খোর অন্ধকারে, নিল বিশ্বটারে ধ্বংসের দরজায় ॥
- ফুকার — মোদের বেদবেদান্ত উপনিষদ, সর্বসার গীতা ভাগবত, রামায়ণ চণ্ডী মহাভারত :
বিশ্বের সকল অভাব দূর করিতে এর মধ্যে আছে সকল পথ :
এসব আর্থযুগের কৃষ্টি, তাতে নাই কারো দৃষ্টি, কেবল ধ্বংস করতে মধুর সৃষ্টি,
বিজ্ঞানকে করছে বলবৎ ॥
- জিল — এসব শোনামাত্র বিজ্ঞানের ছাত্র বীরেশ্বর বলছে, সাধু তোমার বিজ্ঞান বুঝতে
ভুল হয়েছে, বিজ্ঞান হয় বিশেষ জ্ঞানের সমন্বয়।
- মুখ — দেখ বিজ্ঞানের কারিগরি, আমরা বৃষ্টিছাড়া ফসল করি, নলকূপের দ্বারায়।
- ডাইনা — দেখ কলকারখানা ট্রেনে-বাসে বিজ্ঞান কত যে কার্য করছে, গরমে পাখার বাতাস
দেয় : ঘরে ঘরে ছলছে আলো বিজ্ঞানের দ্বারায় : পকেটে রকেট বেঁধে,
ভুলোকবাসী যায় চাঁদে, দেখ বিজ্ঞানের আনন্দ ফাঁদে, টেপ্টিটিভে মানুষ জন্মায় ॥
- খাদ — তোমরা ঝোলামালা রেখ বস বিজ্ঞান সাধনায় ॥
- ফুকার — শুনি বিশ্বের খবর বসে ঘরে, রেডিও বিনা তারে, দূরদর্শন টেলিভীসনযন্ত্রে :
এসব বৈজ্ঞানিকদের সাধনার ফল, বস্তুবাদীতন্ত্রে : ভেদাভেদ শোষণনীতি, নাই
শুধু জীবে প্রীতি, অনাদিকালের এ দুর্গতি, গেল না তোমাদের হরিণাম মন্ত্রে ॥
- ঝুমুর — কত সহজপথে জনজীবন চলতেছে বিজ্ঞানের বলে। তোমরা ভুল করে
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, কেবল জড়িয়েছ কথার জালে ॥ মানবজাতির কর্মই ধর্ম, এই হল
সার বেদের মর্ম, বাঁচা বাড়ার মূলে কর্ম, ধর্ম হয় সেই কর্মফলে ॥
এখন বিজ্ঞান সেই কর্মের হাতিয়ার, খেয়েপরে বাঁচতে হলে ॥
- পরচিতান — দিয়ে ডীপ টিউবয়েল সেলো টিউবয়েল, উঠায়ে পাতালের জল,
বারো মাস ফসল পায় চাষী।
- পাড়ন — এখন খাদ্যে মোদের ভারতবর্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিজ্ঞানের জন্য জাগে দেশবাসী ॥
- ফুকার — তোমরা সাধুভক্ত অগণিত, ভারতে দেখি কত, মঠ মিশন পাই হাজার হাজার :
বল যুগ-যুগান্তর ধরে তোমরা দেশের কি করছ উপকার : বিজ্ঞানের সাধনাতে,
সবই পাই হাতে হাতে, খেয়েপরে বেঁচে থাকতে, যা কিছু নিত্য হয় দরকার ॥
- জিল — নিজে দেখে পরকে দেখায় বিজ্ঞানের এই কাজ, সাজল নতুন সাজে মানবসমাজ,
বর্তমান বিজ্ঞানের আলোড়নে ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

- চিতান — তখন নব্য কবির কাব্য শুনে, দুঃখেতে কয় বৃদ্ধ চাষী।
- পাড়ন — তোমার বিজ্ঞান বিজ্ঞান শুনে আমার বিজ্ঞান হল মন,
আমার বয়স এখন, হল পঁচাশি।
- ফুকান — আমরা চাষ করিয়ে নিজের হাতে, জমিতে যে ফসল ফলাই, কোন ছিল না বালাহ :
সুখ ছিল খেয়ে পরে, কষ্ট নাই ভাত কাপড়ে, এখন ফসল বাড়ে কপাল পোড়ে,
অনেকের পেটে অন্ন নাই ॥
- ফুকার — তুমি দেখালে বিজ্ঞানের মান্য, হয় না বিজ্ঞানের সমতুল্য, বিজ্ঞান শূন্যে ফুটায়
ফুল : খাদ্যে যে ভেজাল ভরে, না খেয়ে মানুষ মরে, এসব শিখেছে বিজ্ঞানের
জোরে, বিজ্ঞান সব জাল ভেজালের মূল্য ॥
- ফুকান — বললে কলের জলে ফসল ফলে তাই বুদ্ধি বিজ্ঞান হল জয়ী, ওদের ক্ষমতাই
ঐ : বৃষ্টিতে বানের জলে, ফসল যায় জলের তলে, তোমার বিজ্ঞানী কৃজ্ঞানের
বলে, ঠেকাইয়ে রাখতে পারলো কৈ ?

- মিল — এখন কলের লালস জমিচষে চাষীরা বেকার, উঠলো দেশজুড়ে আর্থ হাহাকার, হয়েছে একশ টাকা টাউলের মন।
- মুখ — গরীবে ডালভাত খেত, এখন ডাইলের মন হয় চার পাঁচ শত, গরীবের মরণ।
- ডাইনা — এখন বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষের ফলে, জমিতে ফসল বাড়ে সারের বলে, যারা এই সার আবিষ্কার করে; তারা সু-কৌশলে বঁড়শি ফেলে, টোপ দিয়ে মাছ ধরে; আগে সারের চাহিদা বাড়ায়, ক্রমেক্রমে দাম চড়ায়, সারের খরচ বাড়ে যে ফল দাঁড়ায়, দেখা যায় বিনা সারে হয় তেমন।।
- ফুকা — বললে যানবাহন মেশিনে চলে, বিজ্ঞানের শক্তি খুব পাকা; ওরা ঠেকালে হয় বোকা; যখনে বরফ পড়ে, রাস্তাঘাট বন্ধ করে, তখন বিজ্ঞানী অজ্ঞানে হারে, ঘোরে না মোটরের চাকা।।
- ফুকার — বললে, বিজ্ঞান বলে ছয় মাসের পথ, বিমানে কয়েক ঘণ্টায় যাহ; তাতে বিপদ আছে ভাহ; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বলে, যখনে বিমান চলে, হঠাৎ বয়লারে আগুন লাগিলে, সব শুদ্ধ পুড়ে করে ছাই।
- ফুকার — বললে, সার্জারী বিজ্ঞানের বলে, পেট ফেঁড়ে শিলায় মেশিনে, ওরা ঐ সবই জানে; জন্ম বন্ধ করিতে, পারে বিজ্ঞানের মতে, কোন বন্ধ্যা নারীর সন্তান দিতে, পারে কি টেলীভিশানে?
- ফুকার — বললে, তাপযন্ত্রেতে ডিম ফুটায় ও কেবল ফুটানীর ধারা, বাচ্চা হয় জ্যাণ্ডে মড়া; আগের সব মুরগী যত, তাপ দিয়ে ডিম ফুটাত, তারা মজ্জাগত শক্তি পেত, লাগত না ইনজেক্সন করা।।
- ফুকার — বললে, বিজ্ঞান বলে পাখা চলে, যায় বড় আরামে থাকা, ওসব আরাম নয় পাকা; কারেন্ট হইলে বন্ধ, ঘুচে যায় সব আনন্দ, তখন জ্ঞান বিজ্ঞানী হয়ে অন্ধ, খোঁজ করে—তাল পাতার পাখা।।
- ফুকার — কত দেশ নষ্ট হয় ভূমিকম্পে, নষ্ট হয় লক্ষ লক্ষ প্রাণ, বিজ্ঞান হয়ে রয় অজ্ঞান; সাইকোলন হলে পরে; প্রলয় হয় ঘূর্ণিঝড়ে, বিজ্ঞান যদি এতই পারে, এগুলো বন্ধ হয় না কেন?
- ফুকার — বললে বিজ্ঞান যদি এগিয়ে যায়, দেশ হবে অমৃতের মেলা, যত বিজ্ঞানের চেলা; বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র পড়ে, অ্যাটোম বোম তৈরী করে, রাখে মারণাস্ত্র গোলা ভ'রে, এটাও কি অমৃতের খেলা।।

সপ্তদশ অধ্যায়

টপ্পা

['কবি' বা লহর কবি ও তার জবাব গাওয়ার পর গানের উদ্যোক্তা কিংবা আসরের শ্রোতাদের নির্দেশ মতো প্রথম দলের 'সরকার' (অর্থাৎ কবিয়াল) কোন বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে এবং বিপক্ষ 'সরকার'কে বিপরীত ভূমিকায় রেখে টপ্পা (প্রশ্ন) করেন। অনুরূপভাবে, আরোপিত ভূমিকাধারী প্রতিপক্ষ 'সরকার'ও টপ্পার জবাব দেন। কবিগানে টপ্পা ও তার জবাবকে চাপান উত্তোর বলা যায়। এই টপ্পা-কে কোন কোন অঞ্চলে 'বেড়' গানও বলা হয়।]

১.

বিভীষণ—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ— আমি বিভীষণ নাম ধরি হরি সভাতে জানাই।

আমি বাস করি কনকলঙ্কা, কারুকে করিনা শঙ্কা,

মধুর রাম নামে মেরে ডঙ্কা, সুখে কাল কাটাই।।

হরি অর্জুনকে পাঠায়ে দিয়ে রাজসূয় যজ্ঞের করলে নিমন্ত্রণ

পত্র পেয়ে শ্রীহরি করেছি যজ্ঞে আগমন।

আর যে দ্বারে সে দ্বারে যাই, বসিতে না আসন পাই,

কিজনো বল কৃষ্ণধন।

আবার যুধিষ্ঠির পায় প্রণাম দিতে, বারংবার আমায় বল কি কারণ?

উত্তরঃ—তুমি ত্রেতা যুগের মিতা আমার রাজা বিভীষণ।

যখন কইরেছিলেম মিত্রতা, দুই জনার ছিল একতা,

মিতা এতদিনে সে কথা হলে বিশ্বরণ।

আছে রাজসূয় যজ্ঞে রাজার প্রণাম, সেই নিয়ম ভঙ্গ করতে চাও না কি?

এস মিতা দুই মিতায় এই প্রিয় ভক্তের মান রাখি।

যখন তুমি আমার হও মিতা, মিতায় মিতায় সমতা,

এ কথা জানতে নাই বাকীঃ—

মিতা আমি যারে প্রণাম করি, কও শুনি তোমার দিতে বাধা কি?

প্রশ্নঃ—বললে আমি যারে প্রণাম করি—তোমার বাধা কি?

হউক না ধর্মে কর্মে মতি স্থির, তাতে কি নত করব শির,

উচিত বিচার করলে যুধিষ্ঠির, প্রণাম পায় না কি?

তুমি বড়র, বড় তস্য বড়, আবার হও ছোটর ছোট গুনতে পাইঃ

যুধিষ্ঠির কে তুমি শ্যাম প্রণাম করলে ক্ষতি নাই।

যুধিষ্ঠির ক্ষত্রীর ছেলে, মোর জন্ম ব্রহ্মকুলে,

তারে কেন প্রণাম দিতে যাই?

আরো বয়সে তার বাবার বড়, বিচারে আমি তাহার প্রণাম পাই।।

প্রশ্নঃ—যদি বয়সে হলে বড়, তাহারে প্রণাম কর, এই তোমার মনের অভিপ্রায়ঃ

আছে চার যুগের এক ভূষণি কাক—

তবে কি প্রণাম দিব কাউয়ার পায়?

২.

রাম—ভারত সমুদ্র

প্রশ্নঃ— তুমি দশরথের পুত্র শ্রীরাম বাস্তবিক ভদ্র।

আছি ভারত-লঙ্কার মাঝখানে, আমাকে সকলে জানে,

সুধাই রাম তোমার বিদ্যমানে, ভারত সমুদ্র।।

আমার কন্যা লক্ষ্মী জগৎসাক্ষী, তুমি তো লক্ষ্মীকান্ত নও মিছেঃ

কণ্ঠ দশরথের ছেলে, এ বিচার শিখলে কার কাছে?
তোমার সীতা হরিল রাবণ, আমায় বাঁধলে কি কারণ,
দোষী নই আগে কি পাছেঃ
দিও না রে ফাঁকি কমলাখি, তোমার কি জন্মের কিছু দোষ আছে?
তুমি জন্মেছ সূর্য বংশে, বল বীর্য কোন অংশে,
কোন কথায় কসুর কই আছে?

বুঝি সঙ্গদোষে এই কয়মাসে, শেষে কি বানর বুদ্ধি হয়েছে?

উত্তরঃ—আমার জন্মের দোষ নাই, আমার পিতা দশরথ রাজা।

প্রশ্নঃ—বললে, জন্মের দোষ নাই পিতা তোমার দশরথ রাজা।

অভাব স্ত্রী পুরুষের সংসর্গ, নাস্তি দোষ বিন্দু বিসর্গ,
ছিল একমাত্র উপসর্গ, যজ্ঞ তরতাজা ॥

মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ করলে রঙ্গ, তরঙ্গ উঠল রসের অযোধ্যায়ঃ

মুনি কাম করে নাই ঠিক, বাস্তবিক কেমন দেখা যায়।

যখন পুত্র হয় চক্রে খেলে, সাতশ' রাণীকে দিলে,

সন্তানে ঘর ভরিত প্রায়ঃ

তাতে তিনটি রাণী ভাগ্যবানী, বাকী সব ফেল কোম্পানী কোন কথায়?

ঘৃত দুগ্ধ আতপ তণ্ডুল, রাজবাড়ী নাই অপ্রতুল,

মুনিও সদা আসে যায়ঃ

তবে বাকী পড়া রাণী যারা, তারা কেন চক্রে পায়না লাড়ু খায়?

৩.

লক্ষ্মণ—অহিরাবণ

প্রশ্নঃ—আমি কবির ভাবে কল্পনাতে রামের ভাই লক্ষ্মণ।

মহীরাবণের মায়া বলে, রাবণের বংশ নাশ হলে,

আমি রামের সনে পাতালে এসেছি এখন ॥

দেখে হনুমানের রুদ্রমূর্তি, ভদ্রতা কইরেছে ভদ্রকালীঃ

মানুষ বলি না নিয়ে, মায় নিল রাক্ষসকে বলি।

করে হনুমান পদাঘাত, তোর মায়ের হয় গর্ভপাত,

অকস্মাৎ বের হইয়ে এলিঃ

কেন যুদ্ধং দেহি দেহি বলে, হনুর কাছে দাঁড়াইলি?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—আমি পিতৃশত্রু নাশে যথাসাধ্য যুদ্ধ করব।

প্রশ্নঃ—বললি, পিতৃশত্রু যথাসাধ্য নাশ করবি অদ্য।

মাত্র পেট হতে হলি বাহির, আচ্ছা বেশ বীরের বেটা বীর,

অ তোর রক্তমাখা হাত পা শির, শরীর অশুদ্ধ ॥

তুই তো কাঁচা রাঁড়ির কাঁচা ছেলে, বাছারে বান বাতাস লাগাইস নে গায়ঃ

দিন দুপুরে ফাঁক পেলে তোরে ত ধরবে টাকুরায়।

বাছা হয় নাই রে তোর নাড়ীচ্ছেদ, দশমহিস্যা নরকের ক্রন্দ,

অগ্নিচ্ছেদ লয় নাই রে তোর মায়ঃ

ও তোর গায় করে অশৌচের গন্ধ, সকালে মান করে গা ধুয়ে আয় ॥

৪.

বিশ্বামিত্র—শ্রীরাম

প্রশ্নঃ—আমি কবির ভাবে বিশ্বামিত্র, তুমি শ্রীরামধন।

পূর্ণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞ, ফিরেছে দরিত্রের ভাগ্য,

তুমি হয়েছে যজ্ঞের যোগ্য, জানে জগৎজন।
করলে তপোবনে সীতা উদ্ধার, শুনে সে লবকুশের রামায়ণ গানঃ
পরীক্ষায় দায় জানকী লজ্জাতে হল শ্রিয়মান।
হঠাৎ সীতাকে নিয়ে কোলে, বসুধা যায় পাতালে,
কুশী লব কান্দে দুই সন্তানঃ

তুমি কারে মারতে পৃথিবীতে ধইরেছ জানু পেতে ধনুর্বাণ?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—আমি পাতালে প্রবিষ্ট সীতাকে উদ্ধারার্থে ধনুর্বাণ ধরেছি।

প্রশ্নঃ—বললে পৃথিবীকে মারবে বলে ধরলে ধনুর্বাণ।

তোমার কার্যের বড় কসুরি, পৃথিবী তোমার শাশুড়ী,
মাত্র বয়সে হয়েছে বুড়ি, জামাই তো জোয়ান।।

শ্রীরাম পৃথিবীকে মার যদি, তবে কি উপায় নাই আর যুদ্ধ বই?
রঘুপতি কই কই, আজ তোমার মনের কথা কইঃ
সীতাকে আনতে হলে, কুশি লব যাক পাতালে,
আনন্দে খেয়ে চিড়া দইঃ

না হয় হনুমানকে পাঠিয়ে দিয়ে—এ বুড়ির ভূমিকম্প লড়ে রই।

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—বসুমতী সীতাকে গ্রাস করাতেই তার প্রতি আমার রাগ হয়েছে।

প্রশ্নঃ—বললে, বসুধায় সীতাকে নিল তোমার হইল রোষ।

কথা শুনে প্রাণে হাসি পায়, বুঝাকে আর কেবা বুঝায়,
হায় হায় মায়ের বাড়ি মেয়ে যায় তাতে কিবা দোষ।।
তোমার বাণের টানে কেনা জানে, কম্পিত স্বর্ণ মর্ত্য পাতালপুরঃ
শাশুড়ীর পর কি কারণ ক্রোধ কইরেছ এতদূর?
করবে জামাই হয়ে এমন কাম, জগতে হবে বদনাম,
লোকে বলিবে অচতুরঃ

যদি পৃথিবী তোমার শাশুড়ী, কও শুনি কেবা তোমার হয় স্বশুর?

৫. মধুমঙ্গল—কুটীলা

প্রশ্নঃ—আমি মধুমঙ্গল নামটি ধরি, গোকুল নিবাসী।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের হয়েছে জ্বর, সকলে শোকেতে কাতর,
দেখি আজ কেন কুটীলে তুই অন্তরে খুশী?
একটি বৈদ্য দেখে দূরবস্থা, ঔষধের সদ ব্যবস্থা করেছেঃ
সহস্র ছিদ্র কুণ্ডে জল আনলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁচে।
ব্রজে তোর মত আর সতী নাই, নিত্য করিস এই বড়াই,
গোকুলে সবে জেনেছেঃ

তবে ছিদ্রকুণ্ডে আনতে বারি, কি জন্যে তল দিয়ে জল সরেছে?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—ছিদ্র কুণ্ডে জল থাকে তা কে স্বীকার করবে? ওটা বৈদ্য বেটার ছল।

প্রশ্নঃ—বললে, ছিদ্র কুণ্ডে বারি থাকে, তাই মানে কেটা?

কুণ্ডে থাকে কি না থাকে জল, কণেকপর দেখবি প্রতিফল,
তোর ত নিজের নাই সতীত্বের বল, বৌকে দিস খোঁটা।

ও তোর আপন দোষে আপনে মরলি, এখন আর কারে হবি অসন্তোষঃ

ভাতারে নেয়না তোরে এই একটা মনেতে অফশোস।

ভাবে তোর মত আর সতী কই, যেমন পচা কাঁচা দই,

খাওয়ায় তোর দাদা আয়ান ঘোষ।।

৫.

গাঙ্গারী—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ— আমি গাঙ্গারী নাম ধরি হরি সভাতে জানাই।

আমি শতপুত্রের ছিলেম মা, সুখের আর ছিলনা সীমা,

ভবে এখন আমায় ডাকবে মা, এমন লক্ষ্য নাই।।

পুত্রশোকের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, এ আগুন পারিনা আর নিভাইতে,

বল দেখি রে কৃষ্ণধন, বিবরণ আমার সাফাতে।

যখন কুরু পাণ্ডবেতে রণ, সঞ্জয় বলেছে তখন,

তুই ছিলি অর্জুনের রথেঃ

আমার শতপুত্র প্রাণে ম'ল, বল দেখি কোন পাপে কার চক্রেতে?

উত্তরঃ—তুমি অন্ধের নারী নাম গাঙ্গারী সুবল কুমারী।

হলে পুত্রশোকে অধীরা, ধরাতে হলে অধরা,

বহে চক্রেতে দুঃখের ধারা, অজ্ঞ বারি।।

কেন শত পুত্র যুদ্ধে মৈল, তোমার বাসনা হৈল শুনিতেঃ

ধৈর্য ধর গাঙ্গারী, কেন না পুত্র শোকেতে।

এই যে যথা ধর্ম তথা জয়, নাস্তি ধর্ম পরাজয়, বলেছি নিজের মুখেতেঃ

তোমার শত পুত্র যুদ্ধে মৈল, তোমার ভাই কাল শকুনির চক্রেতে।।

প্রশ্নঃ— মরে শকুনির চক্রেতে পুত্র এ কি শুনিলাম।

সৃষ্টি করে এই সংসারচক্র, তাতে দিলে মায়াচক্র,

জানি তোমার চক্রে সব চক্র, বক্র করে শ্যাম।।

হল শকুনির চক্রেতে সকল শুনে আর বাঁচিনা দুখেঃ

অবোধিনী বৈলে কি প্রবোধ আজ দিলি আমাকে।

এই যে যথা ধর্ম তথা জয়, নাস্তি ধর্ম পরাজয়, বলেছি নিজেরই মুখেঃ

এই যে ধর্মধর্ম দুটি কর্ম, জীবেরে করায় কে, আর করে কে?

উত্তরঃ—বললে জীবের দেহে ধর্মধর্ম কর্ম করায় কে?

জীবের অন্তরের ভাব বুঝতে পাই, পাপপুণ্য আমি সব করাই,

শেষে আলাগে আলাগে রঙ্গ চাই, অন্তরে থেকে।।

জীবে আমি আমি আমি করি, আমাতে ঠিক রাখেনা একতাঃ—

জীবে ভাবে এই ভবে সকলি নিজের ক্ষমতা।

এই যে সুমতি কুমতি দুই, সকল জীবের দেহে খুই, এই কথা নম্রকো অন্যথাঃ

কর্ম মনে করায় জীবে করে, একমাত্র আমি কর্মের ফলদাতা।।

৬.

সৌতি মুনি—ব্যাসদেব

প্রশ্নঃ— আমি সূতের পত্র সৌতি মুনি শিষ্য হই তোমার।

আমার দেখা নাই অনেক দিনে, এসেছি নৈমিস কাননে,

অদ্য ব্যাসদেব তোমার চরণে করি নমস্কার।।

আছে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা আর মন্দোদরী এই পাঁচজনঃ

মহাভারত নাম কেন, করলে কেন কন্যা সম্বোধন?

আর পুণ্য দ্রোণ পৃথিবীর, নল রাজা আর যুধিষ্ঠির, বৈদেহী আরো জনার্দনঃ

একা যুধিষ্ঠিরে সশরীরে, কোন্ পুণ্য স্বর্গে করে আরোহন?

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মে কর্মে মতি স্থির, সুস্থির কইরেছ বিলক্ষণঃ

তবে স্বর্গে এসে কি কারণে করেছে নরককুণ্ড দরশন?

৭.

উত্তরা—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ— হলেম বিরাট রাজার কন্যা আমি উত্তরা হয় নাম।

কৃষ্ণ এই নিবেদন শ্রীপদে, আজ বড় পড়লেম বিপদে,

বল আমার কি অপরাধে, পতি হারালাম।।

আমার ছিল পতি অভিমন্যু, গিয়েছে করতে চক্রবৃহৎ রণঃ

সপ্তরথী একত্রে পতিকে করেছে নিধন।

ও যার পিতা হল ধনঞ্জয়, মাতুল কৃষ্ণ দয়াময়, বর্তমান থাকতে এ দু'জনঃ

ডাকলো মাতুল বইলে মৃত্যুকালে, কি দোষে দাও নাই তারে দরশন?

৮.

সুরথ—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ— রাজা হংসধ্বজের পুত্র আমি নাম ধরি সুরথ।

আমার ভাই ছিল সুধম্মা বীর, ধন্য বীর মান্য পৃথিবীর,

হল তোমায় দেখে যদুবীর, পূর্ণ মনোরথ।।

তুমি ভক্তবৎসল দয়াল হরি, চিরদিন পুরাও ভক্তের মনোসাধঃ

কে ঘটায় কুরুক্ষেত্রে কুরু আর পাণ্ডবের বিবাদ?

তোমার শ্রীকৃষ্ণ নামের ওণে, মরে না জল আগুনে, বিষপানে বাঁচিল প্রহ্লাদঃ

গেল কাটা বাণে মুণ্ডকাটা, কি ছিল ভাই সুধম্মার অপরাধ?

উত্তরঃ—রাজা হংসধ্বজের পুত্র তুমি সুরথ সুমতি।

বাঁধলে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের হয়, ভাবলে না পাছে কিবা হয়,

জানি যার রথে আপনি হয়, কৃষ্ণ সারথী।।

কেন কাটা বাণে মুণ্ড কাটে, এই কথা শুনতে তোমার আকিঞ্চনঃ

সুধম্মার বাজা ছিল এই রণে যেন হয় মরণ।

করে এই প্রতিজ্ঞা পার্থ বীর, তিন বাণে কাটিবে শির,

সুধম্মা বাণ করবে ছেদন

হল উভয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা, নিদেখি আমি রইলেম নারায়ণ।।

প্রশ্নঃ—তুমি জুং পেলো দাও ঘাঁড়ে পাড়া, দায় ঠেকলে যারে তারে বাপ ডাকঃ

ভক্তের দুঃখ শ্রীহরি—কেমনে নয়নে দেখ?

ভবে যেজন করে তোমার আশ, তারে কর সর্বনাশ,

শেষে তার দাস হয়ে থাকঃ

মেরে সুধম্মারে কাটা বাণে, আজ বুঝি বোনাই ভক্তের মান রাখ?

৯.

মদনমঞ্জরী—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ— আমি নীলধ্বজের পুত্রবধূ মদনমঞ্জরী।

আমার শাণ্ডী হল জনা, তোমার শ্যাম রয়েছে জনা,

আগে সেও কিন্তু জানে না, দয়া নাই হরি।।

বইলে 'বিপদে মধুসূদন' প্রাণপতি করত তোমার নাম স্মরণ,

বিপদে করনা পার, কে বলে বিপদভঞ্জন।

তুমি দিয়েছিলে বিজয় বাণ, ওহে প্রভু ভগবান, বাণ থাকতে যাবে না জীবনঃ

কেবা ছল করে তার বাণ হরিল, কার চক্রে প্রাণপতির হল মরণ?

১০.

দেবর্ষি—বৈশ্যায়ন ব্যাস

প্রশ্নঃ— আমি কল্পনাতে দেব ঋষি, তুমি বৈশ্যায়ন।

কেন ভারতে পঞ্চকন্যো, লিখিলে প্রাতঃস্মরণে,

পুণ্যশ্লোক কোন্ পুণ্যে হল চারিজন ?

না কি কৃষ্ণভগবান স্বয়ং, ভাগবতে করেছ সিদ্ধান্ত সারঃ

কুরুক্ষেত্র সমরে, কেন তার কপট ব্যবহার ?

আর কমতীত ভগবান, ভাগবতে পাই এ প্রমাণ, তুমিও করেছ স্বীকারঃ

তবে জরা ব্যাধের শরাঘাতে, কি জন্য জীবনান্ত হল তার ?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—পঞ্চকন্যা কৃপাসিদ্ধা, তাদের স্মরণে পুণ্য হয়।

প্রশ্নঃ—না কি পঞ্চকন্যা কৃপাসিদ্ধা, শুনে হয় প্রমাদ।

যারা বাছা বাছা অসতী, কৃপা হয় তাদের প্রতি,

সতী সাবিত্রী মালাবতী, কেন পড়ল বাদ ?

যারা মিথ্যা স্বার্থের বশবর্তী, তাদের পুণ্যশ্লোক উপাধি দাওঃ

হরিশচন্দ্র রঘুরাজ, পাপী না পুণ্যবান তাই কও ?

বেদে ব্রহ্মাকে লিখে অসীম, পরে ক'রে মাছ কাছিম,

জীবেরে কোন্ ধর্ম শিখাও ?

তুমি অসীমকে সসীম বানায়ে, কোন্ পাপে তিনটি দোষের ক্ষমা চাও ?

জরার শরে যে মরে, তারে কোন্ জ্ঞানে স্বয়ং কৃষ্ণ কও ?

১১.

শ্রীনিবাস—দুর্বাসা

প্রশ্নঃ—হলো কর্তাদিগের অনুমতি, নূতন টপ্পা গাই।

আমি নামটি ধরি শ্রীনিবাস, প্রভাসকূলেতে করি বাস,

সদা মনে ভাবি পীতবাস, অন্য আশা নাই।।

এবার বহুদিনে তোমার সনে, ঠাকুর হে দেখা শোনা হয় আমারঃ

সত্য সত্য আমাকে বল দুর্বাসা মুনিবরঃ—

তুমি এসেছ কোথা হতে, প্রভাস নদীর কূলেতে, সঙ্গেতে শিষ্য বাইট হাজারঃ

বল এক যোগেতে কি জন্মেতে, পেটে হাত সকলে ছাড় উদগার ?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—আমরা যুধিষ্ঠিরের অতিথি হয়ে ভোজ খেতে এসে এই বিপত্তি।

প্রশ্নঃ—তুমি অতিথি হইতে গেলে যুধিষ্ঠির রাজার।

তাতে কারণ না থাকলে পরে, এসো এই প্রভাসের তীরে,

তোমরা সকলে কিসের তরে, করতেছ উদগার ?

আমি অনুভবে বুঝলেম এখন, কৃত্রিমেতে মহারোগঃ

শোন দুর্বাসা মুনি এ রোগে হবে বড় ভোগ।

তোমার যতজন সঙ্গে এলো, সবার হল পেটফুলো,

এখন ত জীবন যাওয়ার যোগঃ

তোমরা এ রোগেতে মুক্তি পাবে, খাও যদি ভীমের হাতে মুষ্টিযোগ।।

যদি না ঘুচে পেটের জ্বলা, খাও কিছু তেঁতুল গোলা,

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ঘণায় মরি থুঃ

একটি বমি বন্ধের ঔষধ আছে, খাও গিয়ে কলমীর আগা বিলাইর ও !

১২.

সাবিত্রী—যমরাজ

প্রশ্নঃ—আমি অশ্বপতি রাজার কন্যা সাবিত্রী হয় নাম।

আমার অন্য চিন্তা নাই মনে, মন বান্ধা পতির চরণে,

পতির সনে কাননে নির্জনে এলাম।।

পতির মাথা ব্যথা কয়না কথা, আমার কোলেতে করেছে শয়নঃ

সাক্ষাৎ এসে অকস্মাৎ কে তুমি দিলে দরশন?
নিয়ে চর্মডুরি বাম হাতে, এলে আমার সাক্ষাতে, সঙ্গেতে রমণী একজনঃ
আমার পতির শয্যা ছেড়ে দিতে, বারংবার বলতে আছ কি কারণ?

১৩.

নারদ—শিব

প্রশ্নঃ— আমি কল্পনাতে নাম ধরিলাম নারদ তপোধন।

বীণায় ধইরে হরিনামের সুর, উদয় হয়েছি কৈলাসপুর,

তুমি মামা আমার শিবঠাকুর, জানে জগৎজন।।

একটি তত্ত্ব কথা শুনব বইলে, আজ আমার মনে হল আকিঞ্চনঃ

মস্তকে সুরধুনী কোন যোগে কইরেছ ধারণ?

জানি শক্তি করে শক্তি দান, আত্মা রূপে ভগবান, জ্ঞান দান কর পঞ্চাননঃ

তোমরা তিনজন থাকতে জীবের দেহে, জীব কেন নরকে করে গমন?

১৪.

যুধিষ্ঠির—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ— এই যে পার্থিব নাম ছিল আমার রাজা যুধিষ্ঠির।

লাগল শোকের আগুন গায়েতে, অশ্রুজল বহে নোহেতে,

মইল কুরুক্ষেত্রেতে, সুহৃদ বন্ধু বীর।।

আসতে স্বর্গপথে যাজ্ঞসেনী আর চার ভাইয়ের হল মরণঃ

সত্য তত্ত্ব আমাকে বল হে বিপদ বারণঃ—

ছিলেম পৃথিবীতে যতদিন, সুখে দুখে গতদিন,

শেষে এই স্বর্গ আরোহনঃ

আসতে স্বর্গপথে কোন্ পাপেতে, হল মোর নরককুণ্ড দরশন?

উত্তরঃ—কবির কল্পনাতে হলে অদ্য রাজা যুধিষ্ঠির।

কবির কল্পনা করতে রক্ষে, থেকে আজ তোমার বিপক্ষে,

এসে রত্নসভার সমক্ষে, হলেম যদুবীর।।

বললে, সশরীরে স্বর্গে এসে, দাদাগো নরক দেখলে কি কারণ?

শুন দাদা তোমাকে বলি আজ সত্য বিবরণ।

বললেম, অশ্বখামা মরেছে, বল গে দ্রোণের কাছে,

সেই বাক্য করেছ লঙ্ঘন।

বললে, অশ্বখামা হত গজঃ, সেই পাপে নরক করলে দরশন।।

প্রশ্নঃ—সত্য ঠাকুর, কিজনা মিথ্যা শিখাও আমাকে?

এই যে অশ্বখামা হত গজ, সরল প্রাণে খুব সহজ, বলেছি গুরুর সম্মুখেঃ

আমার গজ শব্দ ঢাকবে বলে, কণ্ঠ গুনি শব্দ ধ্বনি করল কে?

উত্তরঃ—বললে গজ শব্দ ঢাকতে শব্দের ধ্বনি করল কে?

আমি শব্দের শব্দ করেছি, শব্দে লোক ত্ত্ব রেখেছি,

দাদা তোমার কাছে বলতেছি, ভয় কি আশ্রিকে?

আমার সত্য সত্য, মিথ্যা সত্য, যথার্থ আমার প্রতি বিশ্বাস যারঃ

বিশ্বাসঘাতক পাতকে নরক দর্শন হল তোমার।

দাদা তোমায় এনে নরকে, নরকের সব নর কে, পাতকে কইরেছি নিস্তার।

তোমার কিসের স্বর্গ, কিসের নরক, দাদা গো ত্রিলোকপালক সাক্ষাৎ যার।।

১৫.

ভীষ্ম—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ— আমি কল্পনাতে দেবব্রত, তুমি নারায়ণ।

আমি রয়েছি শরশয্যায়, তোমাকে দেখিবার আশায়,
তাইতে আমার আসন্ন সময় দিলে দরশন।
তোমার বলাই দাদা তীর্থে গেল, তোমাকে করে দিয়েছে বারণঃ
কুরু পাণ্ডবের রণে অস্ত্র তুই করবি না ধারণ।
করে দাদার বাক্যের অপমান; রক্ষা করতে সখার প্রাণ,
প্রতিজ্ঞা হলে বিশ্বরণঃ

একটা ভান্সা রথের চাকা নিয়ে, আমাকে মারতে এলে কি কারণ?
উত্তরঃ (ভাবার্থে)—আমি ভান্সা রথচক্র ধরেছি; কোন অস্ত্র ধরি নাই।

সূতরাং দাদার বাক্য লঙ্ঘন করি নাই।
প্রশ্নঃ—বললে, রথের চাকা অস্ত্র নহে কি মধুর আলাপ।
যদি মুণ্ডর মেরে খুন করে, খুনী কি বলে না তারে,
সে কি আদালতের বিচারে খুনে পাবে মাপ?
বললি সারথীর কাজ রথ চালানো, করিতে রথের গতি নিয়ন্ত্রণঃ
রথী হলে বিপন্ন, রথ নিয়ে করবে পলায়নঃ
যে সারথী রথ ছেড়ে, লাফ দিয়ে ভূমে পড়ে,
বিপক্ষের সঙ্গে করে রণঃ

তারে সারথী তো বলা যায় না, এটা হয় শালা-বোনাইর আচরণ।।
শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নঃ—তুমি শর শয্যায় থেকে এ যন্ত্রণা ভোগ করতেছ কেন?
ভীষ্মের উত্তরঃ—তুমি করে বল যন্ত্রণা, এ যন্ত্র আমার যন্ত্র না,
যার যন্ত্র তার যন্ত্রণা, আমার তাতে কি?

১৬. **নারদ—শ্রীকৃষ্ণ**

প্রশ্নঃ—আমি টম্বার ভাবে নারদ মুনি ব্রহ্মারই নন্দন।
আমি করি হরি সাধনা, মনে নাই অন্য বাসনা,
যা করেন কেলোসোনা, বাঁকা কৃষ্ণধন।।
আমি গুনবো বলে যোগের কথা,—
তাইতে কৈলাসে হলেম উদয়ঃ
বল বল সম্প্রতি, তত্ত্বজ্ঞানী মৃত্যুঞ্জয়ঃ
আর সত্ত্ব গুণে সৃষ্টি হয়, রজ গুণে বিষ্ণু রয়, তম গুণেতে কর লয়ঃ
যদি লয় কর জীব শূলপাণি, তবে যমপুরে কোন্ অংশ রয়?
আর শক্তি করে ভক্তি দান, তুমি কর জ্ঞান দান, জীবদেহে চিদানন্দ ময়ঃ
তবে জীব কেনে যায় নরকেতে, আমার তাইতে সন্দ অতিশয়।

১৭. **ভদ্রসেন—জন্মেঞ্জয়**

প্রশ্নঃ—আমি ভদ্রসেন নাম ধরি, হলেম গন্ধর্বের তনয়।
হল সত্য ত্রেতা দ্বাপর শেষ, কলিকাল করেছে প্রবেশ,
আমি ঘুরে দেখলেম বহুদেশ, ভাবের বিপর্যয়।।
এই যে ভরত বংশে ভারতবর্ষে, তোমার ন্যায় কীর্তিবস্তুর কে আছে?
জন্মেঞ্জয় মহারাজা, যথার্থ কণ্ড আমার কাছেঃ
তোমার কর্মচারী যত জন, দেশবিদেশে কি কারণ,
অনুক্ষণ ভ্রমণ করতেছে।
আবার দুহু চিনি যত মধু, কি জন্য কুশের মূলে ঢালতেছে?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—আমি ব্রাহ্মণের বিনাশ করতে এই পন্থা নিয়েছি।

প্রশ্নঃ—বললে, ব্রাহ্মণের বিনাশ করতে চাও নৃপমণি।

পেলে দুক্ক চিনি যত ঘোল, পিপড়াতে খাবে কুশের মূল,

ভাবলে কুশ গেলে ব্রাহ্মণের মূল তেজের হয় হানি।

তোমার পিতায় করল অসৎ কর্ম, ব্রাহ্মণের গলায় দিয়ে মরা সাপঃ

যেমন কর্ম তেমন ফল, ভাগ্যে তার ঘটল ব্রহ্মশাপ।

তুমি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যাও, আয়ু থাকতে মরতে চাও,

কইর না এমন মহাপাপঃ

নিজের গলাতে কলসী বেধে, কি জন্যে দিতে চাও সাগরে ঝাঁপ?

১৮.

গর্গ ঋষি—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ— আমি স্বর্গবাসী গর্গ ঋষি দিলাম পরিচয়।

আমি গিয়াছিলাম হস্তিনায়, তারপরে এলেম মথুরায়,

দৈবযোগে দ্বারকায় হয়েছি উদয়।।

আমায় মর্ম কথা প্রকাশ করে তুমি বল বীকা কৃষ্ণধনঃ

দ্বাপরেতে তিন খানে থানা তোমার কি কারণ?

যুগতত্ত্বে দেখিলাম, আছে তারক ব্রহ্ম নাম,

চারযুগে করলে নিরূপণঃ

কেন সত্য যুগের নামের মধ্যে, তোমার সেই কৃষ্ণ শব্দ রয় গোপন?

জানি তোমার ঐ নামের জোরে, বিপদাদি যায় দূরে,

শাস্ত হয় তোমারই নন্দনঃ

কেন তোমার পুত্র কুষ্ঠ রোগী, আমায় বল সত্য বিবরণ?

১৯.

ব্রহ্মানন্দ—নিমাই

প্রশ্নঃ— আমি ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী নিবাস কাটোয়ার।

অদ্য প্রাতঃস্নান করব বলে, এসেছি জাহ্নবীর কূলে,

এসে অশ্বখ বৃক্ষের মূলে, দেখি চমৎকার।।

তোমার অমলনেত্র কোমল গাত্র, গলেতে যজ্ঞসূত্র শোভা পায়ঃ

কাঁচা বয়স বাছারে, ঠিক কাঁচা সোনার বরণ কায়।

দেখি আজানুলবিত ভুজ, কি সৌন্দর্য মুখানুভুজ,

মুনির মন দেখলে মোহ যায়ঃ

আবার সন্ন্যাস দেও, সন্ন্যাস দেও বলে—কি জন্য পড়েছে ভারতীর পায়?

উত্তরঃ—তুমি ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রেমের মহাজন।

আমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, তাই গলে রয় যজ্ঞসূত্র,

মানুষ জন্মের সারমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভজন।।

তাতে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে মনপ্রাণ আমার হল উদাসীঃ

সেই উদ্দেশে আমি আজ দেশ ছেড়ে বিদেশে আসি।

যত পুত্র কন্যা পরিবার, খাইবার আর পরিবার,

কেহ নাই সেই দেশের দেশী।

এসব অসার সংসার ত্যাগ করে, ভারতীর কুপায় হব সন্ন্যাসী।।

প্রশ্নঃ—বললে নবদ্বীপে বসন্ত কর নাম ধর নিমাই।

বাছা সন্ন্যাস ধর্মের আশ্বাসে, দেশ ছেড়ে এলি বিদেশে,

বাজা এমন কাঁচা বয়সে, সম্যাসের কাজ নাই।।

করলে ঘরে বইসে কৃষ্ণ ভজন, সেই ভজন মধু হতে সুমধুরঃ

নিমাই চাঁদরে আঁধার করিস না নৈসে শান্তিপূর।

কইরে হালছে বেহাল দীনহীন, পরাইবে ডোর কৌপীন,

ভারতী এতই কি নিষ্ঠুর!

এমন কঠিন নাপিত কেবা হবে, নিমাই তোর চাঁচর কেশে ধরবে ক্ষুর?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—কেশব ভারতী আমাকে ডোর কৌপীন দিবে এবং মধু নাপিত আমার চাঁচর কে মুড়াবে।।

প্রশ্নঃ—তোরে ভারতী ডোর কৌপীন দিবে আর বুঝি কেশ মুড়াবে মধু নাইঃ

বলব কিরে নিমাইচাঁদ সংসার ত্যাগ করলে মধু নাই।

সদা তুলসী সেবা গঙ্গা স্নান, ঘরে বইসে কৃষ্ণাধ্যান,

একমনে করণে রে নিমাই।

তবে ঘরে বসে অনায়াসে, পাবি সে যুগলকিশোর কানু রাই।।

২০.

পিপ্লিয়া হরিদাস—নিতাই

প্রশ্নঃ—আমি পিপ্লিয়া হরিদাস আজ নগরে বেড়াই।

এলো জীব তরাতে গৌরাঙ্গ, নিয়ে হরি নাম প্রসঙ্গ,

তুমি তার অন্তরঙ্গ, প্রেমদাতা নিতাই।

হঠাৎ ভেক ভাঙিয়ে বিয়ে করে, কি জন্য কও তুমি সংসারী হও?

জন্মায়ে ছ'টি পুত্র কেমনে পূর্ণ কুন্ত রও?

শুনি হরি নাম শুনলে পরে, কৃতান্ত পালায় ডরে, তুমি সেই হরি নাম বিলাওঃ

তোমার সেই হরি নাম থাকতে মুখে—কি জন্য মাধার কাঁধার বাড়ি খাও?

উত্তরঃ—তুমি কল্পনায় ভক্ত হরিদাস, আমি হই নিতাই।

আমি শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে, নামপ্রচার করিবার আশে,

এসে জগা আর মাধার পাশে, কাঁধার বাড়ি খাই।

কেন নাম থাকিতে মাথা ফাটে—আমি কি মার ঠেকাতে এ নাম গাইঃ

মার খেয়েও নাম দিয়ে বৈষ্ণবের ত্যাগ ধর্ম দেখাই।

আমি গৌরাঙ্গের আদেশ নিয়ে, ভেক ভেসে করে বিয়ে,

গার্হস্থ্য ধর্মের পথ শিখাইঃ

আমায় লোকে বলে পূর্ণকুন্ত, পূর্ণ না শূন্য আমার জানা নাই।।

প্রশ্নঃ (ভাবার্থে)—তুমি প্রত্যাঘাত না কর, আঘাত তো ঠেকাতে পারতে।

আঘাত ঠেকালে না কেন?

উত্তরঃ—বললে মার ঠেকাতে চাও বা না চাও—আঘাত কেন খাও।

জানি পরমপিতার নাম করে, যিশু যে ক্রুশেতে মরে,

নামে কি রক্ষা করে, আগে আমায় কও।

যত স্বর্ণককারে স্বর্ণ পুড়ে, হাতুড়ির আঘাত করে অনিবারঃ

আঘাত যদি না খেত, সোনা কি হতো অলঙ্কার?

দেখি বাইশ বাজারে বেত খেয়ে, তবু হরি নাম গেয়ে,

হরিদাস নাম করে প্রচারঃ

যারা মারের ডরে এ নাম ছাড়ে, তারা তো বৈষ্ণব কুলের কুলাঙ্গার।

২১.

মুকুন্দ—কৃষ্ণদাস

প্রশ্নঃ— আমি তত্ত্বাধেষী মুকুন্দদাস ক্ষেত্রধামে বাস।

মধুর রাধাকৃষ্ণের প্রেম পিরীত, তুমি তার করে বিপরীত,
লিখলে চৈতন্য চরিত, কবি কৃষ্ণদাস ॥

ব্রজের কৃষ্ণ না কি গৌর হল, রাধার মধুর প্রেমে দিয়ে বতঃ
গৌর কৃষ্ণ দুইজনের কিজন্য ঐক্য হয় না মত?
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, সঙ্গে নিয়ে যুবতী, শিখালেন ব্রজের ভজন পথঃ
কেন ভার্য্য ত্যজে শ্রীগৌরাদ—শিক্ষা দেয় নারীসঙ্গ বিষবৎ?

উত্তরঃ—বললে, গৌর কৃষ্ণ এক হলে কেন্ মতের ব্যবধান?

ব্রজগোপীর প্রেম কামগন্ধহীন, সে সাধন বড়ই কঠিন,
অসংযমী কোন দিন পাবে না সন্ধান।

সাধে চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি ব্রজের সেই বিদগ্ধ প্রেম শুদ্ধাচারঃ
গ্নান করে প্রেম সলিলে, ডুব দিলে জল না ভেজে যার।

যত কলির জীব ইন্দ্রিয়ের বশ, নিত্য শুদ্ধ ব্রজরস,
সাধনের নাই কো অধিকারঃ

তাই ভার্য্য ত্যজে ত্যাগী সেজে

গৌরাদ জীবকে শিখায় ত্যাগ স্বীকার ॥

২২.

কাশী—গোপাল ভট্ট

প্রশ্নঃ— আমি মধুরায় বসতি করি নাম ধরি কাশী।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী, তার তুমি শিষ্য স্মৃতি,
গোপাল ভট্ট গোস্বামী খ্যাতি, বৃন্দাবন বাসী ॥

তুমি ভক্তি মনে বৃন্দাবনে, পূজতেছ মদনগোপাল রাধেশ্যামঃ
যমুনায় কইরেছ গ্নান, নমুনায় অবাক হইলামঃ
বল একাদশীর মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণ নাম তত্ত্ব,

আরও প্রসাদের গুণগ্রামঃ

তোমার চরণে এক কাটা মুণ্ড, বলে কেন উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—নাম প্রসাদ আর একাদশী সমতুল্য।

প্রশ্নঃ—বললে, নাম প্রসাদ আর একাদশী সবই এক সমান।

করলে একাদশীর উপবাস, থাকে না প্রসাদে বিশ্বাস,
রাধাকৃষ্ণ নামে পাপ বিনাশ, তারও অপমান।

একাদশী দিনে ভক্তগণে, করিয়ে ঠাকুর পূজা সমাপনঃ
তোমার কথায় বুঝা যায়, কইরবে না প্রসাদ ভক্ষণ।

তুমি রাখতে একাদশীর মান, প্রসাদ খেলে অকল্যান,
এক সমান তোমারই বচনঃ

হরিনাম বিনে গতিরপাথা, এই কথা জীবকে বল কি কারণ?

২৩.

গোবিন্দ—শ্রীচৈতন্য

প্রশ্নঃ—ভট্ট রঘুনাথের পুত্র আমি গোবিন্দ হয় নাম।

প্রভু সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণ, উড়িয়ায় এসেছ এখন,
আমি লোকমুখে কইরে শ্রবণ দর্শনে এলাম ॥

তুমি পঞ্চ তত্ত্ব সঙ্গে নিয়ে নদীয়ায় এসেছ কমলীখিঃ

সত্য করে কও আমায় এই পঞ্চতত্ত্বের অর্থ কি?
 নিয়ে রাখার ভাবকান্টি বিলাস, নদীয়ায় হলে প্রকাশ,
 নামে তরাবে পাতকীঃ
 কেন 'ব্রজ' বইলে কান্না কর—কও তোমার ব্রজধামে আছে কি?

২৪. প্রেমানন্দ—জগাই মাধাই

প্রশ্নঃ—আমি কল্পনাতে প্রেমানন্দ নিত্যানন্দের দাস।
 দয়াল নিতাই গৌরাস্বের সঙ্গে, হরিনাম কীর্তন প্রসঙ্গে,
 ভেসে প্রেমের তরঙ্গে, বেড়াই বার মাস।।
 অদ্য অবাক হয়ে দাঁড়ায়েছি কীর্তনে আশ্চর্য কাণ্ড দেখে:
 কে হে দু'ভাই সভার ঠাই পরিচয় দেও আমাকে।
 দেখি মদের বোতল বাম হাতে, বাংলা মদের নিশাতে,
 যা ইচ্ছা বলতেছ মুখেঃ
 কেন কাঁধা দিয়ে বাড়ি মারলে, প্রেমদাতা নিতাই চাঁদের মন্তকে?
 উত্তরঃ—এল নিতা চৈতার বৈরাগীর দল নৈদানগরে।
 মোরা জগা মাধা দুটি ভাই, মদ খাই আর কালী নামটি গাই,
 এই দুই বিনে আর কিছু নাই, অসার সংসারে।।
 অদ্য মদের কোঁকে মনের সুখে, দুটি ভাই আনন্দে দিবয়ছি ঘুমঃ
 কে রে তোলা দল বেঁধে, করতে এলি জোর জুলুম?
 তোরা বাজাইয়ে খোল করতাল, কেবল মারিস উভা ফাল,
 তাই মোদের ভেসে গেল ঘুমঃ
 কেন কান জ্বলাইল, প্রাণ জ্বলাইল, লাগায়ে মরাপোড়া নামের ধুম?
 প্রশ্নঃ—বললি, মরাপোড়া এই হরিনাম মদের নিশায়।
 মধুর হরিনামে কান জ্বলে, শুনে আজ আমার প্রাণ জ্বলে,
 সকালে স্নান করে গঙ্গা জলে, ধরগা নিতাইর পায়।
 মধুর এই হরিনাম মরাপোড়া, কি কথা বললি মাধা দুরাশয়ঃ
 কালী প্রীতে শাক্তেরা কিজন্য হরি হরি কয়?
 যখন শাক্ত শৈব মারা যায়, পোড়ে কি জলে ভাসায়,
 তখনও হরিনামটি লয়ঃ
 তোর বাপ শিব সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী, বল শুনি পাঁচমুখে কার নামটি লয়?
 উত্তরঃ—বললে, কালী প্রীতে শাক্তে কেন হরিনামটি লয়?
 বলি কালী প্রীতে বল হরি, দেহের ছয় রিপূর বল হরি,
 এই হরি তোর সেই হরি, কোন্ পাগলে কয়।।
 আমার মা বটে রাজরাজেশ্বরী, তোর হরি পারঘাটে দেয় শুদারাঃ
 মায়ের কাছে পাটনীর দাম, দু'কড়া কিবা এক কড়া।
 আমার কালী মায়ের নাম নিলে, পার করে পাটনীর ছেলে,
 লয় না রে শুদারার ভাড়াঃ
 যাব মায়ের ছেলে মায়ের কোলে, বদনে বলে জয় তারা তারা।।
 প্রশ্নঃ—বললে, কালীনামের সারি গেয়ে পারি দিবে আজ।
 ভব সমুদ্রের তুফান ভারী, তরঙ্গে টিকেনা তরী,
 তাই আনলেন গৌরহরি হরিনাম জাহাজ।।

উহার সারেং হল নিত্যানন্দ, অদ্বৈত মান্টারে টিকেট কাটেঃ
ঝড় তুফানে জাহাজের প্রতিবন্ধক নাই মোটে ॥

উহার রামানন্দ চাপে কল, গদাধরে মাপে জল,

• প্রেমানল কামের ধুম ছুটেঃ

তাতে এক টিকেটে যেতে পারবি, ব্রজের সেই কেলি-কদম্বের ঘাটে ।

২৫. **রামচন্দ্র খান—হরিদাস গোস্বামী**

প্রশ্নঃ— আমি কল্পনাতে রামচন্দ্র খান তুমি হরিদাস ।

তুমি হয়ে যবনের ছেলে, জাতীয় স্বধর্ম ফেলে,

কেন 'হরি বল হরি বল' বলে বল বারো মাস ?

জানি জপের সংখ্যায় পায় না যারে, অজপায় জপ হতেছে অনিবারঃ

নিয়ে এক জপের মালা, তিন বেলা জপ করতেছ কার ?

শুনি একবার হরি নাম নিলে, তাতেই মুক্তি মিলে,

সংসারে জন্ম হয় না তারঃ

তুমি সেই নামে অবিশ্বাস করে, কি জন্য নাম কর তিন লক্ষ বার ?

উত্তরঃ— বললে একবার নামে মুক্তি মিলে, স্বীকার করি তাই ।

আছে নামে যে নামী শক্তি, একবারে জীবকে দেয় মুক্তি,

কিন্তু নামের সনে প্রেমভক্তি, ঐক্য থাকা চাই ॥

যেমন কবিরাজী ঔষধ খেলে, নিদানে লিখে দিয়েছে বিধানঃ

অনুপান দিয়ে খেলে, ঔষধে শক্তি করে দান ।

জীবের ঘুচাতে ভবব্যাধি, হরি নাম মহৌষধি,

করিতে রোগের পরিত্রাণঃ

হরি নাম ঔষধে দিতে হবে, প্রেম-চিনি ভক্তি-মধু অনুপান ॥

প্রশ্নঃ— বললে ভক্তি ছাড়া নাম করিলে সারে না ব্যাধি ।

যদি ভক্তি ছাড়া নিলে নাম, সে নামে হয় না পরিণাম,

তবে কোথায় থাকে নামের দাম, ভক্তিই আদি ॥

যদি নামের মধ্যে থাকে শক্তি, জীবেরে মুক্তি দিবে ভক্তি বইঃ

অভক্তিতে মদ খেলে কিজনা আমরা মাতাল হই ॥

শুনি ভক্তি শূন্য জীবনে, হারাম বলে যবনে,

হয়ে যায় শমন যুদ্ধে জয়ীঃ

পাপী অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল, বল তার ভক্তির শক্তি ছিল কই ?

২৬. **হরিশর্মা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী**

প্রশ্নঃ— আমি নামটি ধরি হরিশর্মা—ব্রাহ্মণের সন্তান

রত্ন প্রসূতা ভারতভূমি, তার একটি সার রত্ন তুমি,

ধন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহামান্যমান ॥

তুমি অদ্বৈত বংশে জন্ম ধইরে, করেছ বংশের ধর্ম অমান্য—

গোসাঁই প্রভু ষথার্থ বল আজ হয়ে প্রসন্নঃ

তোমরা প্রভুর বংশ কলিতে, প্রভুর মত চলিতে, বৈলেছে কৃষ্ণচৈতন্যঃ

তুমি কেশব সেনের দলে মিশে, কলকাতায় ব্রাহ্ম হলে কিজন্য ?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)— ব্রাহ্ম ধর্ম আমার মনে ধরেছে, তাই আমি তার অনুরাগী ।

প্রশ্নঃ— বললে, যে ধর্ম যার মনে লাগে সে ধর্ম উত্তম ।

তোমার মন করে পরিবর্তন, স্বধর্ম কর আবর্তন,

সদা তুলসী সেবা সংযীতন, ভাগবতের নিয়ম ।।

মলিন কলির জীবকে উদ্ধারিতে, কলিতে এনেছে নামের তরীঃ

পরিণামে হরিনাম এই তরীর হবে কাণ্ডারী ।

হলেন নিত্যানন্দ অনন্ত, অদ্বৈত উমাকান্ত, গৌর ত গোলোকের হরিঃ

তোমায় সে সব ধর্ম ত্যাগ করায়, কি দিল বারদির ব্রহ্মচারী ?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—লোকনাথ ব্রহ্মচারী আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছেন ।

প্রশ্নঃ—বললে লোকনাথ ব্রহ্মচারী তোমায় দিল ব্রহ্মজ্ঞান ।

তোমার পূর্বপুরুষ শিব ঠাকুর, অদ্বৈত নাম ধরে শান্তিপুর,

ক'রে সাকার ভজন কি মধুর, দেখ বর্তমান ।।

কর নির্জনে নিরাকার চিন্তা, আলোকে তাজে দেও আন্ধারে হাতঃ

এই নিরাকার লিখিতে লাগে ত, কালী কলম পাত ।

তোমার পূর্বপুরুষের কীর্তি, মদনমোহন শ্রীমূর্তি,

শান্তিপুর রেখেছে সাক্ষাৎঃ

দেখ ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করে, অদ্যাপি অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ।।

২৭.

কাল্পনিক টিয়াপাখী—হরিদাস

প্রশ্নঃ—আমি কবির ভাবে কল্পনাতে টিয়াপাখী হই ।

আমি বহুদিন বনে ছিলাম, গৃহস্থের আশ্রমে এলাম,

আমায় গৃহী পড়ায় কৃষ্ণ নাম, সঙ্গে সঙ্গে লই ।।

আমি নই কো স্বাধীন, হই পরাধীন, বিধাতা আর ত সুদিন দিল নাঃ

হরি ভক্ত হরিদাস আমাকে সত্য বল নাঃ

আমার পায়েতে দিয়ে বন্ধন, গৃহী তো করে পালন,

কৃষ্ণ নাম শুনতে বাসনাঃ

আমি রাধাকৃষ্ণ বুলি বলি, কিজন্যে পায়ের বন্ধন ঘোচে না ?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—ভবনদী পার হতে হলে হরে কৃষ্ণ নাম বল ।

প্রশ্নঃ—বললে, তরবি যদি ভবনদী হরে কৃষ্ণ বল ।

তোমার ভবনদী যাউক দূরে, কষ্ট পাই কৃষ্ণ নাম করে,

এখন কোন্ পথে কও আমারে, ঘোচেনা শৃঙ্খল ?

তুমি কাজের কথায় দিলে ফাঁকি, কিজন্যে পাখীর সনে ছলনাঃ

আমার কষ্ট কি কারণ, নামের ফল কেন ফলে না ?

যদি না ঘোচে মোর কর্মফল, হরিনাম বলা বিফল,

ফলাফল তুমি বল নাঃ

আমার পায়ের বন্ধন না ঘুচিলে, জগতে কৃষ্ণ নাম কেউ লবে না ।।

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—তোমার নাম নিলেও আমার পায়ের শৃঙ্খল মোচন হয় না কেন ?

প্রশ্নঃ—এই যে বলতে মধুর শুনতে মধুর, মধুর কৃষ্ণনাম ।

নামে পরকালে গতি পায়, একালে শিক্তি বাছা পায়,

আমি নাম নিব আর কি আশায়, নামে নাই কো কাম ।।

যাব অস্তিমেষ্টে পুষ্পরঞ্জে, আজ আমার সেহরথের উপায় কি ?

ঘোচেনা পায়ের বন্ধন, বল আর কি সুখে থাকি ?

লোকে রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালায়, যখন তখন আন্ধার যায়,

বস্তুর গুণ প্রত্যক্ষ দেখিঃ

আমার পায়ের বন্ধন যায় না কেন, ঠাকুর হে ইহার উত্তর দিলা কি?

উত্তরঃ ভাবার্থে—ভক্তি ও প্রেমে নিবিষ্ট হয়ে তুই নামগান কর।

প্রশ্নঃ—বললে ভক্তি প্রেমে নামটি নিতে, এই কথায় করতে নারি মনোযোগ।

বললে কি হে হরিদাস, নাই বিশ্বাস বুধা অনুযোগ।।

যখন বালককে ঔষধ খাওয়ায়, কত কষ্টে হী করায়,

অনুপান করিয়ে সংযোগঃ

ঔষধ ভক্তি করে খায় না বইলে, তাতে কি বালকের সারে না রোগ?

২৮.

অদ্বৈত—তারশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রশ্নঃ— আমি অদ্বৈত নাম ধরি বাড়ি শ্রীহট্টের লাউর।

রাজা দীব্য সিংহ কৃষ্ণদাস, তার সঙ্গে রঙ্গে বারো মাস,

আমি শান্তি সুখে করি বাস, শান্তির শান্তিপুর।।

তুমি তারশঙ্কর ভট্টাচার্য, বেদ পাঠে ঠিক যেন সেই বেদব্যাসঃ

তুমি আমি এক পাড়ায় এক সমাজেতে করি বাস।।

একটি সাধু রয় গঙ্গার কূলে, কেহ কয় কাজির ছেলে,

কেহ কয় ব্রহ্ম হরিদাসঃ

আমি তার সঙ্গে সংকীর্তন করি, কি দোষে আমার কর সমাজ নাশ?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—তুই ব্রাহ্মণ হয়ে মুসলমান সংসর্গ করেছিস,

তাই তোর সমাজ বন্ধ করেছি।

প্রশ্নঃ—বললে, ব্রাহ্মণ হইয়ে মুসলমানের করলেম সংশ্রব।

তাতে আমার হয় সমাজ বন্ধ, এ যুক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধ,

তুমি সুবিচার করে অদ্য, রাখ হে গৌরব।।

জানি ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ এই কথা সাম বেদে রয়েছে সইঃ

ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না, ব্রহ্মজ্ঞান জানা ব্রাহ্মণ বই।

যিনি দিবানিশি অবিরাম, জপ করে তিন লক্ষ নাম,

সবল প্রাণ যড়রিণু জয়ীঃ

। এখন ধর্মশাস্ত্রের মর্ম মত, ধর্মত তার মত আর ব্রাহ্মণ কই?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—ব্রাহ্মণ বীর্যে জন্ম ছাড়া কি কেউ ব্রাহ্মণ হয়?

প্রশ্নঃ—বললে, ব্রাহ্মণ বীর্যে জন্ম ভিন্ন ব্রাহ্মণ হয় না কি?

আছে ব্রহ্মাণ্ডে যত বীর্য, সব বীর্য হয় ব্রাহ্মণ বীর্য,

ভবে ব্রহ্ম বই ভট্টাচার্য জন্ম আছে কি?

ছিল ক্ষত্রপুত্র বিশ্বামিত্র, তার হল কর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ নামঃ

শূদ্র জাতি সুতপা ব্রাহ্মণ হতেও গুণধাম।।

জানি যষ্টী সহস্র ঋষি, সুতের ঠাই দিবা নিশি,

সাধ কইরে গুনত কৃষ্ণনামঃ

তারে শূদ্র জ্ঞানে শূদ্র বধে, হল কেন্ ব্রহ্মাবধী বলরাম?

২৯.

ভগিনী নিবেদিতা—বিবেকানন্দ

প্রশ্নঃ— আমি সিস্টার নিবেদিতা তুমি বিবেকানন্দ।

তোমার সর্বজনীন বক্তৃতায়, মোহিত করেছে সবায়,

দেখাও সর্ব ধর্ম সমন্বয়, কথা নয় মন্দ।।

আছে বেদের মধ্যে জন্মান্তর বাদ, প্রতিবাদ করে কেন কোরাণে?
কিসে হবে সমন্বয় বল তোমার সত্য সদ্জ্ঞানে।
আছে অহিংসা পরম ধর্ম, চারি বেদের সার মর্ম,
কোরবানি দেয় মুসলমানে:

কেন ইসলামে সঙ্গীত বিরোধী, বৈদিকের উপাসনা সামগানে?

উত্তর:—তুমি সিস্টার নিবেগিতা আমি বিবেকানন্দ।
তুমি শুন গো নিবেদিতা, আমার ভাব যদি বুঝিতা,
তবে জিজ্ঞাসা কি করি তা, হয়ে জ্ঞানান্ধ?

আছে বেদের মধ্যে জন্মান্তরবাদ, প্রতিবাদ করে কেন কোরাণে?
সর্ব ধর্ম সমন্বয় বুঝতে পারে না অজ্ঞানে।
আছে অহিংসা পরম ধর্ম, চারি বেদের সার মর্ম,
কোরবানি দেয় মুসলমানে:

যদি অজর অমর আত্মা, তবে হিংসা বড় কেমনে?

প্রশ্ন: (ভাবার্থে)—তুমি গুরুত্ব পূজ্য, তোমার গুরুর প্রকৃত গুণভাগী।

উত্তর:—আমি গুরুত্ব পূজ্যতম বললি ভগিনী।
আমি পেলেম না গুরুর অংশ, তমঃ গুণ হল না ধ্বংস,
কৃপা করেছেন পরমহংস, এইমাত্র জানি।।
তুমি হিন্দু আর মুসলমান বল, সকলে এক জায়গাতে জন্ম লইঃ
হোক না কেন রাজ্য ভাগ, তবু ত এক জায়গাতেই রই।
তাদের কোরবানিতে হয় না পাপ, খোদাতালা করল মাপ,
আত্মা হয় চির মৃত্যুঞ্জয়ীঃ
হিন্দুর বলিদানে পাপ না হলে, গো-হত্যায় মুসলমানের পাতক কই?

৩০. **তোতাপুরী—রামকৃষ্ণ**

প্রশ্ন:—আমি কল্পনাতে তোতাপুরী, তুমি রামকৃষ্ণ।
একটা মাটির প্রতিমা গড়ে, মা বলে কেন কও তারে,
সেই তত্ত্ব জানিবার তরে, হলেম সতৃষ্ণ।।
তোমার বাবার বুকে চরণ দিয়ে, তোমার ঐ ল্যাংটা মা দাঁড়িয়ে রয়ঃ
সন্তানের মুণ্ড কেটে, মুণ্ডমালা পরেছে গলায়।
ভবে অসংখ্য সাধক হেরি, আল্লা যিশু গড় হরি,
বিভিন্ন ভাবের সাধনায়ঃ

তবে সত্য বলো কিসে হলো, তোমার সে সর্বধর্ম সমন্বয়।।

উত্তর:—তোতাপুরীর কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়।
এই যে বিশ্বের এই পরিপাটি, আজ বাদে কাল সবই মাটি,
মাটির মাঝে এই মা-টি খাঁটি মাত্র রয়।।
অদ্য শিবানীরে বক্ষে নিয়ে শবরূপে শিব সাথে শিবের চরণঃ
পাশগুণের মুণ্ড কেটে মা করেন নু মুণ্ড ধারণ।।
আর, এক ঈশ্বরের চিত্রপট, আল্লা হরি যিশু গড়,
নামান্তর সাধকের কারণঃ
যেমন জল পানি আর অণু ওয়াটার—এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ।।

৩১.

উত্তর : (নিগমানন্দ পক্ষে)

বললে গৃহ ছেড়ে মালা করে, কিজন্য তুলসী বনে বসে রই।
 গৃহকর্ম না করে আমি কি হঠাৎ সাধু হই?
 আগে ব্রহ্মচর্য গার্ব্হ, শেষ করিয়ে সমস্ত, আজ আমি বানপ্রস্থ লই।
 জীবের শেষ জীবনে কৃষ্ণ বিনে, অস্তিমে পারের বন্ধু আছে কই?
 হয়ে ভগবান দ্বিধাকৃতি, হলেন পুরুষ প্রকৃতি
 তা নইলে সৃষ্টি হত কই?
 ভবে পুরুষ হয় সর্বশক্তিমান—
 নারী হয় আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী।।

৩২.

জগাই—শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রশ্নঃ— আমি নগর কোটাল জগা আমার হস্তেতে অসি।
 তুমি ছিলে ব্রজেন্দ্র নন্দন, গৌর রূপ করেছ ধারণ,
 মজায়েছ বৃন্দাবন, বাজায়ে বাঁশী।।
 তোমার বাঁশী আর এই অসির মধ্যে
 কও দেখি কি পার্থক্য গুনতে চাইঃ
 বাঁশী না অসি বড়—বল হে শ্রীশচীর নিমাই।
 আমরা করেছে ধরে অসি, দুষ্ট জনে বিনাশি, শিষ্টেরে আসনে বসাইঃ
 কেবল পরনারী করতে চুরি—তোমার এই বাঁশের বাঁশীর জুড়ি নাই।

উত্তরঃ—তোর ঐ অসি আর বাঁশীর তত্ত্ব শোনরে জগা শোন।
 তোর ঐ সর্বনাশা অসিতে, পারে এই বিশ্ব নাশিতে,
 মধুর প্রেম সাগরে ভাসিতে, বাঁশীর প্রয়োজন।।
 জানি মুক্তকেশী ধরে অসি, অসংখ্য দৈত্যদানব করে ক্ষয়ঃ
 ছুটায় রক্তের প্রবণ, কি ভীষণ বিভীষিকাময়।
 গুনলে মধুমাখা বাঁশীর গান, দ্রব হয় কঠিন পাষণ,
 ভক্তের প্রাণ আকুল করে লয়ঃ
 যত সাধকের হয় সাধনসিদ্ধি, প্রেম যমুনায় উজান বয়।
 অসিতে হিংসা জাগে, বাঁশীতে জাগে প্রেম প্রণয়।।

প্রশ্নঃ—নাকি অসি হতে বাঁশী শ্রেষ্ঠ শ্যাম কালশশী।
 যেদিন আয়ান ভয়ে বনমালী, সাজিলে কৃষ্ণকালী
 সেদিন কেন বাঁশী ফেলে, ধরিলে অসি?
 যেদিন মাধা মেরে কাঁধার বাড়ি, নিতাইকে করেছিল নির্যাতনঃ
 বাঁশী না ধরে কেন, ধরিলে চক্র সুদর্শন?
 যেদিন কুরুবংশ করতে নাশ, পাণ্ডবের হও ক্রীতদাস,
 না করে বাঁশরী বাদন।

সেদিন পাণ্ডবেরে কৌশল করে, শিখালে অসি ধরা কি কারণ?
 উত্তরঃ—বললে, আদ্যা শক্তি অসি ধরে নাশিল অসুর।
 অসুর শক্তি নাশিতে, পারে ঐ শক্তির অসিতে,
 নিষ্কাম প্রেম সাগরে ভাসিতে, লাগে বংশীর সুর।।
 আমি সুদর্শন ধরেছি বলে, নিতাইয়ের সু দর্শন পেল মাধাইঃ
 ফৌস করে ভয় দেখালেম, রোষ করে মারতে অসি নাই।

যেমন মা দেখায়ে ভূতের ভয়, ছেলেদের ঔষধ খাওয়ায়,
ঘুচাতে তার রোগের বালাই।

তেমনি ভয় দেখায়ে নাম শুনায়ে,—

মাধার আজ ভবরোগের ভয় ঘুচাই।।

৩৩.

নারদ—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ—আমি ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি ব্যক্ত এ ধরায়

কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে, ছিল সে অর্জুনের রথে,

কেন নীল ব্যাধের শরাঘাতে পড়লে নিমতলায়।।

তুমি বিশ্ব পিতা ভয়ত্রাতা, তুমি হও ধর্ম আর অধর্মের বাপঃ

ধর্মের কেন এত মান, অধর্মে ভোগে অনুতাপ?

যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়, কুরু ক্ষয় পাণ্ডবের জয়,

ছিল কি পক্ষপাতী পাপ?

নইলে যদুবংশ ধ্বংস হতে, গান্ধারী কেন দিল অভিশাপ?

উত্তরঃ—শুনে নারদ বাক্য পেয়ে দুঃখ কমলাক্ষ কয়।

আমি বেদনায় হলেম ক্লান্ত, আঘাত করেছে দুরন্ত,

শুনবে জরা ব্যাধের বৃন্তান্ত, প্রাণান্ত সময়।।

আমি বিশ্ব পিতা ভয়ত্রাতা, ধর্ম আর অধর্মের বাপঃ

পাপ রেখে পাছে পাছে, দেখালেম পুণ্যের কি প্রতাপ।

যখন ধ্বংস হল কুরুকুল, কোন কাজ করি নাই ভুল,

কেমনে হবে আমার পাপঃ

আমার যদুবংশ ধ্বংস হবে, গান্ধারীর আগেই ছিল, সে দুর্বাসার অভিশাপ।।

৩৪.

তপন মিশ্র—প্রবোধানন্দ সরস্বতী

প্রশ্নঃ—আমি কাশীবাসী তপন মিশ্র নাই ভক্তি বিশ্বাস।

তোমার সরস্বতী উপাধি, সঙ্গে নাই শিষ্যের অবধি,

তোমরা সন্ন্যাসী মায়াবাদী, নাম ভাবে প্রকাশ।

হল সত্য ত্রেতা দ্বাপর গত, এসেছে ঘোর কলি পাপাচ্ছন্নঃ

কাশীধামে এসেছে নাম দিতে কৃষ্ণ চৈতন্য।

ভেবে পাপী জীবের পরিণাম, বিলাইয়ে হরিনাম,

কলির জীব করতেছে ধন্যঃ

তুমি সেই নামের বিঘ্নেবে থেকে, গৌরকে নিন্দা কর কি জনা?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—চৈতন্য যোগ না করে নাম কীর্তন করে বলেই তাকে নিন্দা করি।

প্রশ্নঃ—বললে বেদ পুরাণে যোগ করে না কৃষ্ণ চৈতন্য।

যোগীর যোগ অধ্যয়ন যোগ সাধন, করিয়ে সব পরিবর্তন,

এই যে গৌর করে সংকীর্তন, সেই বিদ্যা ধন্য।

যোগীর যোগ সংগ্রহ বেদ সমস্যা, সব হাতে ভক্তিশাস্ত্র সুদূর্লভঃ

হরি হলেন কর্ণধার, জীব যত তরবে ভবাবধি।

আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পেল নামের মাধুর্য, ত্রাণ পেল কাঞ্চিরী কেশব।

তুমি কাক হইয়ে খাও নিমের গোটা, করলে না মধুর মিঠাইর অনুভব।।

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—যোগ সাধনে যে মিঠা আছে নামগানে তা নাই।

উত্তরঃ—বললে, যোগে যত মিঠা আছে নামে তত নাই।

এই যে জেনে হরিনামের গুণ, শিব ধরে কপালে আগুন,
সদা করে নামের গুণাগুণ, শাসানেতে ঠাই।।
দেখ যোগের পরে বিয়োগ আছে, তারপরে পুরণে হয় পূর্ণ কামঃ
কলিতে হয়েছে ভাগ, অনুরাগ ভাবরস হরিনাম।
দেখে অরসিকের অঙ্গপাত, গৌর নিতাই সীতানাথ,
ভক্ত সব সুখী অবিরাম।
দেখ বাল্যশিক্ষা বালক পড়ে, যোগ করতে পায়ে পড়ে মাথার ঘাম।।

৩৫.

সন্দীপন—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ—আমি সন্দীপন নাম ধরি রই অবস্থানগর।

আমার বিদ্যা বৈ আর নহি বৈভব, টোলেতে আছে ছাত্রসব,
প্রধান ছাত্র তুই কেশব, সব গুণের আধার।।
ও তোর চন্দ্রবদন দর্শন করে, দূরন্ত সন্তানের শোক ভুলে রই;
শ্রীকৃষ্ণরে আমি তোর, বিদ্যাশিক্ষার গুরু হই।
করলি চৌষটি দিন টোলে বাস, চৌষটি বিদ্যা অভ্যাস,
বিদ্যাতে হলি জগৎজয়ী।

আমার মরা পুত্র বাঁচাইলি—

বল দেখি, এ বিদ্যা তুই তুই শিখলি কই?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—তোমার নিজ ভাগ্য ফলেই মরা পুত্রের প্রাণ ফিরে পেয়েছ।

প্রশ্নঃ—বললে, তোমার ভাগ্যে পেলে ছেলে, গুরু মহাশয়,
আমার পুত্র ম'ল বহুদিন, সৌভাগ্য হল না এদিন,
তুই এলি আর ফিরল দিন, আশ্চর্যের বিষয়।।
যদি আমার গুণে পুত্র পেলেম,—

তবে তুই দক্ষিণা দিলি কি?

শ্রীকৃষ্ণ রে করিস না আমার সঙ্গে চালাকি।

আর শিখলি বিদ্যা দিনকানা, দিলি কি তার দক্ষিণা,
সে বিদ্যায় কার্য হবে কি।

আমার মরা পুত্রের প্রাণ দান করে—তুই দক্ষিণা দিলি কি?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—তোমার নিজ গুণেই মরা পুত্রের প্রাণ বাঁচিয়েছ,
আমার কোন কৃতিত্ব নেই।

প্রশ্নঃ—তুনি বললে আমার গুণে মরা পুত্র বাঁচালে।

যে দিন বিষবারি করিয়ে পান, গোকুলে রাখালের যায় প্রাণ,
মরা দেহে পেল প্রাণ, কার কৃপাবলে?

আবার বৃন্দাবনে কার গুণেতে, কৃষ্ণ রে খেয়েছিলে দাবাগুন;
শ্রীকৃষ্ণ রে, তোর মধ্যে আছে কোন্ দৈবগুণ?
ধরে বাম করেছে গোবর্ধন, রক্ষা করলি বৃন্দাবন,
ইন্দ্রের মুখেতে কালিচূন।

আবার অস্ত্র ছাড়া শুধু হাতে—মথুরায় রজকেরে করলি খুন।।

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—তুমি ত্রিজগতের গুরু, আমারও গুরু।

প্রশ্নঃ—বললে, ত্রিজগতের পালক আমি ব্রহ্মাণ্ডের গৌসাই।

ও তুই হোস বাহ্যকমতরু, তুই তো এই জগতের গুরু,

আমারে কেন কইস গুরু, ত্রিভঙ্গ কানাই।।
ও তুই নিজে যদি জগদগুরু, কৃষ্ণ রে তোর বা গুরুর কার্য কি?
শ্রীকৃষ্ণ রে করিস না, আমার সঙ্গে চালাকি।
ও তুই আপনি যদি নারায়ণ, ভাগ্যে পেলেম দরশন,
ধনপুত্রে কার্য আছে কি।
তবে দান কর ঐ অভয় চরণ, আমি বন্ধের ধন বন্ধে রাখি।।

৩৬. রূপ গোস্বামী—সনাতন

প্রশ্নঃ—তুমি রূপ গোস্বামী আমি তোমার দাদা সনাতন।
একটি কথা শুনে ব্যথা পাই, তাইতে এসেছি তোমার ঠাই,
তোমার কাছে শুনতে চাই—সত্য বিবরণ।।
মোদের ভাই-এর বেটা জীব গোস্বামী—
সে তোমার মস্ত শিষ্য হয় একজন;
জ্ঞানে গুণে পাণ্ডিত্যে, কে আছে শ্রীজীবের মতন
ও তার গুরু চিন্তা গুরু জ্ঞান, গুরু অনুগত প্রাণ,
গুরুর ধ্যান করে সর্বক্ষণ;
তুমি তার উপরে ক্রোধ করে—কি জন্য দেখতে চাও না তার বদন?
উত্তরঃ—কেন জীব গোস্বামীর মুখ দেখি না কই তোমার কাছে।
আছে বৈষ্ণব ধর্মে যে বিধান, জীব তাহা করে দিল ম্মান,
জাতি বিদ্যার অভিমান—এখনো আছে।।
আমায় তর্ক যুদ্ধে জয় করিতে—
আসিল নামে পণ্ডিত দিগ্বিজয়ঃ
তর্ক না করে মাত্র, জয়পত্র লিখে দিলেম তায়।
জীব গোস্বামী তাই শুনে, পণ্ডিতকে ডেকে এনে,
তর্কে তায় করলো পরাজয়।
ও সেই মানী লোকের মান মেরেছে—
দান্তিকের মুখ দেখা কর্তব্য নয়।।

প্রশ্নঃ—বললে, জীব গোস্বামী মানী লোকের মান্য মেরেছে।
যে জন তোমার করে মান হানি, সে আবার কি রকম মানী,
জীব তারে ডেকে আনি, জন্দ করেছে।।
তুনি তর্ক ছেড়ে নির্বিচারে—জয়পত্র লিখে দিয়েছ যাঁর;
রূপ গোস্বামী মানে হার—এ প্রচার কোন জ্ঞানে করে?
মোদের গুরু গৌরঙ্গ ঠাকুর, দর্পীর দর্প করতে চুর,
কাশ্মীরীর শ্রোকে ভুল ধরেঃ
জীব তো সেই আদর্শে কাজ করেছে—
কি বুঝে গুরুদণ্ড দাও তারে?

উত্তরঃ—বললে, কাশ্মীরী পরাস্ত করে গৌরঙ্গ রতন।
ও সে শ্রীগৌরঙ্গ যে সময়, কাশ্মীরী করে পরাজয়,
নিমাই তখন বৈষ্ণব নয়—পণ্ডিত হয় একজন।।
কিন্তু জীব গোস্বামী বৈষ্ণব হয়ে—
দেখাল পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়িঃ

বৈষ্ণবের এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করিতে নারি।
করে নিজকে তৃণ সমজ্ঞান, অমানীরে দিয়ে মান,
আমি যার মান রক্ষা করি।
কেন তর্কের দ্বারায় তারে হারায়—
করতে চায় খোদের উপর খোদকারী?
গুরুর দেওয়া জয়পত্রে অপর্যায় করেছ ভারী।।

৩৭. **ভক্তদাস—সর্বেশ্বর তর্কভারতী**

প্রশ্নঃ—ঠাকুর চণ্ডিদাসের শিষ্য, আমি নামটি ভক্তদাস।
তুমি নাম্বরের সমাজপতি, সর্বেশ্বর তর্কভারতী,
রাধাকৃষ্ণ মুরতি, পূজ বারমাস।।
হেথায় বাণুলী দেবীর মন্দিরে—
চণ্ডিদাস পেয়েছিলেন পূজার ভারঃ
রজকিনী রামিনী, সেই পূজার ষোড়শ উপাচার।
পেয়ে নিত্যাদেবীর প্রত্যাদেশ, ব্রজরসের ভাবাবেশ,
চণ্ডিদাস করতেছেন প্রচার।
তুমি জাত বিচারে হয়ে অন্ধ—

আজ কেন সমাজ বন্ধ করলে তার?
উত্তরঃ—আমি চণ্ডিদাসের সমাজ বন্ধ করি কি কারণ?
ও সে হয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রাহ্মণের বেদাচার ফেলে,
অসতের সঙ্গে মিলে হয়েছে পতন।।
ও সে রামিনী ধোপানীর সনে—
করেছে অবৈধ প্রেম সম্বন্ধ,
তার এই অবৈধ কাজে সমাজে সবে কয় মন্দ।।
ছেড়ে মস্ততন্ত্র গায়ত্রী, নিয়ে সেই আশ্রয়পাত্রী,
দিন রাত্রি করে আনন্দ।
অদ্য নষ্ট করতে সেই ব্যভিচার
আমি তার করেছি সমাজ বন্ধ।।

প্রশ্নঃ—বললে, ধোপানীর অবৈধ প্রেমে মজে চণ্ডিদাস।
ঠাকুর চণ্ডিদাস যে প্রেম করে, ডুবেছে প্রেমের আকরে,
বেদ বিধির পরপারে—সে প্রেমের নিবাস।।
ওনি পরকীয়া প্রেমের তরে—শ্রীকৃষ্ণ মনে করে অতীষ্ট;
রাইকে বনে আসিতে, বাঁশীতে করে আকৃষ্ট।
যদি হরণ করে পরদার, কৃষ্ণের না হয় ব্যভিচার,
সে তোমার সাধনার ইষ্ট;
তবে চণ্ডিদাস আর রজকিনী, কও ওনি—কোন বিচারে নিকৃষ্ট?

৩৮. **নারদ—বশিষ্ঠ**

প্রশ্নঃ—আমি নামাঙ্ঘেবী নারদ ঋষি আমি ত্রিভুবন।
তুমি গুণে কর্মে বিশিষ্ট, নাম তোমার মুনি বশিষ্ঠ,
লিখেছ যোগবশিষ্ট—শ্রেষ্ঠ রামায়ণ।।
নাকি স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং—

তাদের নাই বেদবেদান্তে অমিকারঃ
এই বলে লোকসমাজে কি বুঝে করিলে প্রচার।
নাকি এক বিষ্ণু চতুরাংশে, এসেছেন সূর্য বংশে—
রাম কিসে পূর্ণ অবতার।
আবার শম্বুক শূদ্রের মাথা কেটে—

রাম তোমার কোন ধর্ম করলেন প্রচার?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—শূদ্রে যোগতপস্যা করলে ধর্মের হয় হানি।

প্রশ্নঃ—বললে, শূদ্রে করলে যোগ তপস্যা ধর্মের হয় হানি।
জানি গুণ কর্মে জ্ঞানি নির্ণয়, একথা গীতা শাস্ত্রে কয়,
তবে শূদ্র কিসে ক্ষুদ্র হয়—আগে কও শুনি।।
জানি শূদ্র সিদ্ধ হত্যা করে—

দশরথ ঠেকল ব্রহ্ম হত্যার দায়;

বৈশ্য সূতকে করে নাশ—বলরাম তীর্থে পাপ ঘুচায়।

যদি একটাকা চার ভাগ করে, ভাগে এক সিকি পড়ে,
চার সিকি এক মূল্যে বিকায়।

কেন ভরত লক্ষ্মণ বাদ পড়িল—

একা কেন রামের নামে পাতক যায়?

৩৯.

অর্জুন—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ—আমি কল্যানে অর্জুন, তুমি সখা শ্যামরায়।
তুমি আমার এই রথের গতি, সুপথে নিবে শ্রীপতি,
তাই ভাবিয়ে সারথি—করেছি তোমায়।।
অদ্য কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে—

সসৈন্যে সেজে এল দুর্যোধন।

দুই পক্ষের সৈন্য দেখে,

আজ আমার কৈদে উঠল মন।

আমার গুরু ভীষ্ম দ্রোণ, আত্মবদ্ধ ভ্রাতৃগণ—

এই যুদ্ধে করল আগমন।

তুচ্ছ রাজ্যের তরে কেন মোরে—

এই যুদ্ধে প্রেরণা দাও নারায়ণ?

উত্তরঃ—বললে, তুচ্ছ রাজ্যের জন্য কেন যুদ্ধ করতে কও?

জানি পাণ্ডু রাজার এই রাজ্য, ভোগ দখল তোমাদের কার্য,

ধাকিতে শৌর্য বীর্য—যুদ্ধকে ভয় পাও?

জানি জননী আর আর জন্মভূমি—

তার চেয়ে স্বর্গ বেশী বড় নাঃ

পিতৃরাজ্য সুমহান, তুচ্ছ জ্ঞান করতে পার না।

তোমার পিতৃরাজ্য করে ছল,

যারা করে ভোগ দখল—আত্মীয় মনে করো না।

তোমার জন্মভূমি উদ্ধারার্থে—

নিতেছি যুদ্ধ করতে প্রেরণা।।

৪০.

হনুমান—শ্রীরাম

প্রশ্নঃ—আমি কবির ভাবে বীর হনুমান পবন নন্দন।

আমি রামের ভক্ত রামের দাস, সর্বদা রাম নামে বিশ্বাস,
সদা মনের সুখে করি বাস—রামকদলী বন।।

তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখিতে—এসেছি অন্তরে হয়ে সুখী;
তত্ত্ব খুলে আমাকে বল, আজ রাম কমলীষি।

গুনি দিনে শিবা রাত্রে কাক, গাভীর কোলে বৎসের ডাক,
রাজ্যে কেন অমঙ্গল দেখি?

কেন বাম ভাগেতে সোনার সীতা—

কোথায় মা লক্ষ্মী সীতা জানকী?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—আমি প্রজার মনোরঞ্জনার্থে সীতাকে বনবাস দিয়েছি।

প্রশ্নঃ—তোমার ঘরে মাতা সাত শত, নিরামিশ অবিরত,
খেয়ে হয়েছে মৃতবৎ।

যদি সোনার সীতায় যজ্ঞ চলে—

বানাও রাম সোনার একটা দশরথ।।

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—শাস্ত্রে কুশপুস্তকের ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্নঃ—আমরা গুনি নাই আর এ সংসারে,
কে করে শব থাকিতে কুশপুস্তল।

৪১.

সদানন্দ—সোনার গৌরঙ্গবাড়ির পূজারী

প্রশ্নঃ—আমি সদানন্দ পরিব্রাজক, ভ্রমি দেশ বিদেশ।

এলেম সোনার গৌরঙ্গ বাড়ি, তুমি মন্দিরের পূজারী,
তোমাকে প্রণয় করি, বলো সবিশেষ।।

গুনি গৌর সেজে দীনভিখারী—

জয় করেন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ।

ত্যাগ মস্ত্রে নিয়ে দীক্ষা, শিক্ষা দেন ত্যাগের প্রসঙ্গ।।

তিনি দেখতেন না বিষয়ীর মুখ,

ত্যাগ করিয়ে বিষয় সুখ, নিয়েছেন দণ্ড করঙ্গ।

ঠাঁর সেই ত্যাগের মূর্তির পরিবর্তে—

তোমরা কেন বানাও সোনার গৌরঙ্গ?

উত্তরঃ—গৌর দেখত না বিষয়ীর বদন—এ ধারণা ভুল।

কেবল সোনা রূপা বিষয় নয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়,

সেই বিষয়ই বিষয়—সর্বনাশের মূল।।

দয়াল গৌরঙ্গ যে পরতত্ত্ব—

সে জানে আমরা করি না সাধন,

শচী মা'র বাৎসল্য ভাব, সেই স্বভাব করেছি গ্রহণ।

বলতো শচীমাতা অনিবার, সোনার গৌরঙ্গ আমার,

এই জানে করিত যতন।

আমরা সোনার গৌরঙ্গ বানায়ে—

করেছি শচী মা'র অনুকরণ।।

প্রশ্নঃ—বললে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় বিষের সমতুল।

এই যে দর্শন স্পর্শন শ্রবণে, কীর্তনে রসাত্মদানে,

এ পক্ষ বিষয় বিনে—সব সাধনা তুল।।
 পূজ বাৎসল্যে সোনার গৌরাস—
 যেভাবে চাইত তারে শচীমায়,
 শচীর সে সেবার সনে—তোমাদের তুলনা কোথায়?
 শচী মা পায়ের ধূলি, স্বহস্তে নিজে তুলি,
 দিত যে গৌরাদের মাথায়।
 তোমরা বাৎসল্যের পূজারী হলে—
 কোন জ্ঞানে পুষ্পাঞ্জলি দাও তার পায়?

৪২. দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী—ভক্তিবিনোদ সরস্বতী

প্রশ্নঃ—আমি দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী কাব্যগীতিকায়।
 তুমি ভক্তিবিনোদ সরস্বতী, গৌড়ীয় মঠে বসতি,
 গৌরচরিত প্রভৃতি, বলে দাও আমায়।।
 তোমায় গৌর যদি নন্দের নন্দন—
 কলিতে শচীর গর্ভে জন্ম পায়;
 কৃষ্ণ ছিলেন রাধার দাস—গৌর কেন প্রিয়াকে কাদায়?
 করতে সমাজের কল্যাণ, যুগে যুগে ভগবান,
 অবতার হয়ে আসে যায়।
 তোমার শ্রীগৌরাস অবতারে—
 জীবেরে কি কি বস্তু দিয়ে যায়?
 উত্তরঃ—তুমি দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী সুবিজ্ঞ পণ্ডিত।
 থাকলে অহমিকার পরশন, পায় না সে লীলা দরশন,
 সরলপ্রাণা হয় যে জন, বুঝে সে চরিত।।
 বললে গৌর কেন বৌকে ফেলে—
 কও শুনি হরি বলে যায় চলে?
 ত্যাগ না থাকলে ভোগের জয়—হয় না তাই ভাগবতে বলে।
 সর্ব ধর্মের সার মর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম,
 গৌর তার আদর্শ নিলে;
 জীবের ভবের ক্ষুধা নাশ করিতে, দিয়েছে নাম সহিতে প্রেম ফলে।।

৪৩. জগদানন্দ—শ্রীচৈতন্য

প্রশ্নঃ—আমি জ্ঞানানন্দ জগদানন্দ আছি উড়িষ্যায়।
 তুমি সার্বভৌমের অতিথি, অঙ্গে তপ্ত স্বর্ণের জ্যোতি,
 কি নাম কোথায় বসতি—কিবা সম্প্রদায়।।
 তুমি আশ্বারাম শ্রোকের ভিতরে—
 দেখালে একাদশটি তত্ত্বের মূলঃ
 কি সে একাদশ তত্ত্ব—শুনিতো চিত্ত হয় ব্যাকুল।।
 শুনি ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের ঘরে, তালপাতায় কি শ্লোক পড়ে,
 কার ভাবে কেঁদে হও আকুল।
 আবার সার্বভৌম পরাস্ত কর—
 বেদান্তের কোন সিদ্ধান্তে ধরে তুল।।

উত্তরঃ—আমি সার্বভৌম পণ্ডিতের ঘরে অতিথি নিমাই।
 পণ্ডিত আশ্বারাম এক শ্লোক পড়ে, যখনে শুনায় আমারে,

আমি একাদশটি পদ ধরে—ভাবার্থ শুনাই।।
 আত্মা রাম মুনি নিগ্রহা উরু এম, মিথুত—
 হেতু ভক্তি গুণ হরি;
 কুব্ধী পরশ্বৈপদ—এই একাদশ অর্থ করি।
 দেখলেম রূপের লেখা তালপাতায়,
 কৃষ্ণ বিরহ বাথায়, যে আক্ষেপ করেন কিশোরী।
 ব্রহ্মের নাই আকার নিরাকার বলে—
 এই অর্থে সার্বভৌমের ভুল ধরি।।
 নির্ণয় নাপ্তি নিরাকার—বেদান্তে সিদ্ধান্ত হেরি।।

প্রশ্নঃ—বললে, নামটি তোমার গৌরহরি শ্রীশচীর নন্দন।
 তবে এত অল্প বয়সে, মন কেন দিলে সন্ধ্যাসে,
 বল ভোগ ছেড়ে ত্যাগীর বেশে, সাজলে কি কারণ?
 তোমার আত্মারামের কি কি অর্থ,
 সার্বভৌম ভক্তিতে করে শ্রবণঃ
 ত্যাগ করিয়ে ব্রহ্মবাদ, ভক্তিবাদ করিলেন গ্রহণ।
 আর রূপের ঘরে তালপাতা, বললে কি ছাতামাথা,
 মূল কথা রয়েছে গোপন।
 বেদের কোন সিদ্ধান্তের ভুল দেখায়ে—
 ভুলালে বৈদান্তিক পণ্ডিতের মন?

৪৪. **পদ্মাবতী—জয়দেব বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ**

প্রশ্নঃ—আমি কল্পনাতে পদ্মাবতী, কেন্দুবিষে ধাম।
 তুমি ভক্ত জয়দেব গোস্বামী, আমারই হৃদয়ের স্বামী,
 তোমার সেবাতে আমি—নিযুক্ত হলাম।।
 প্রভু আজ তোমার ভোজনের কালে—
 মন্দিরে মাধব মূর্তির দিকে চাইঃ
 তোমার সাথে লাড়ে মুখ এ কৌতুক—
 আর তো দেখি নাই।
 দিয়ে আমার দুই নয়নের জল, ধোয়াই তোমার চরণ তল,
 প্রতিদিন কেশ দিয়ে মুছাই।
 তোমার চরণতলে আঁকাবাঁকা—
 আজ এসব কিসের রেখা দেখতে পাই।

উত্তরঃ—তুমি পদ্মাবতী সতী আমি কৃষ্ণগুণাধার।
 অদা ধরে তোমার পতির সাজ, তোমার মন্দিরে এলেম আজ,
 সাধিতে এক মহৎ কাজ, উদ্দেশ্য আমার।।
 জয়দেব গীতগোবিন্দ লিখতে গিয়ে—
 তার মনের ভাব হল অন্য রকমঃ
 রাধা আমার আরাধা না বুঝে ঘটায় ব্যতিক্রম।।
 রাধার পাও কৃষ্ণের শিরে, জয়দেব লিখিতে নারে,
 এলো তার সেবা সেবক ভ্রম।
 আমি কলম ধরে পুরাইলাম, দেহি পদপদ্মবন্দুদারম্।।

প্রশ্নঃ—নাকি মহৎ কাজ করিতে এলে বললে আমাকে।

কেন রাধারানী করে মান, কেন পায় ধরো কালাচান,
ভালো লোকে কাটা কান, চুল দিয়ে ঢাকে।।

কোন মহৎ কাজে মহীমাঝে—

কেউ কভু কপট সাজে করে না;

তুলসীর গুঁড়ায় হও পূতা—সেকথা মনে পড়ে না।

হরণ করা পরদার, চিরদিনের স্বভাব যার,

সে তাহা ভুলতে পারে না।

যদি কুস্তারে দেয় যজ্ঞের চকু—

তবু সে বিষ্ঠা পেলে ছাড়ে না।।

৪৫. অধর—গৌরঙ্গ

প্রশ্নঃ—অদ্য আমি অধর তুমি আমার গৌরঙ্গ ঠাকুর।

তুমি কোন গুরুর উপদেশে, ক্ষুর দিয়ে সেই চাঁচর কেশে,

সেজে এসেছ কাঙ্গাল বেশে, শ্রীধাম শান্তিপুর।

কেন সংসারেতে মন বসে না—

ত্যাগ করে এলে নিজের ঘরবাড়ি;

হিয়ার ধন বিষ্ণুপ্রিয়া—কেন তার বুকে দাও ছুরি?

ভবে কে আছে এমন কঠিন, কোমল অঙ্গে ডোর কৌপীন,

দিয়ে আজ সাজায় ভিগারী।

তুমি কার যুক্তিতে এই কলিতে, সাজিলে দণ্ড কমতুলধারী?

উত্তরঃ—শুনলেম শ্রীঅধরের অধরে অদ্য বাক্য সুমধুর।

আমি পেয়ে গুরুর উপদেশ, মুড়ালেম মাথার চাঁচর কেশ,

সেজে এলেম কাঙ্গাল বেশ—শান্তির শান্তিপুর।।

আমি ত্যজলেম নারী, ত্যজলেম বাড়ি,

হব সদাচারী ব্রজবাসী;

শুন শ্রীধর মনে কয় অধরচাঁদ ভালবাসি।।

আমি গিয়েছিলেম কাটোয়ায়, ধরিলেম ভারতীর পায়,

মন হল দেশের বিদ্রোহী।

তাইতে ডোর কৌপীন পরায়ে মোরে,

ভারতী সাজায়েছে সম্যাসী।।

৪৬. মীরাবাই—রূপ গোস্বামী

প্রশ্নঃ—আমি নগণ্য জঘন্য মীরা সকলে জানে।

রত্নপ্রসূতা ভারতভূমি, তার একটি সার রত্ন তুমি,

ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনে।।

তুমি ব্রজবাসী, তাইতে আসি, করিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমভিক্ষা;

রাধা কি আর কৃষ্ণ কি—

কণ্ড শূনি স্বরূপের ব্যাখ্যা।

আর গুরু কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে, পার্থক্য কি এই ভবে,

কি স্বার্থে জীবে লয় দীক্ষা,

কেন আমায় দেখে মুখ ফিরায়ে—

করে এই দাসীর প্রণাম উপেক্ষা?

উত্তরঃ—তুমি রাণা কৃষ্ণের মহারাণী নামটি মীরাবাই।

লোকে আমায় কয় ভক্ত শ্রীরূপ, জানি না স্বরূপ যে কিরূপ,
তহিতে রাই-শ্যামের যুগল আরোপ—করে কাল কটাই।।
জানি শ্যাম স্বরূপ সচ্চিদানন্দ—

মহাভাবস্বরূপিণী হল রাই;
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে, পাঁচ ভাবে—এক স্বরূপ ধোয়াই।।
দেহে থাকলে পুরুষ অভিমান, বৃন্দাবনে হয় না স্থান,
তাই আমি নারী হতে চাই।
কিন্তু মনকে নারী করতে নারি—

সেই দুঃখে নারী দেখে মুখ ফিরাই।।
প্রশ্নঃ—বললে, কৃষ্ণ বৈষ্ণব অভেদত্ব, ভিন্ন স্বরূপ নয়।
যেদিন যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে, শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে দ্বারে,
কেন বৈষ্ণব ভোজনের তরে—বৈষ্ণব আনতে কয়?
শুনি ডোর কৌপীন প্রকৃতির ভূষণ—
যখন গুরুর কাছে মস্ত লওঃ
গোপীর স্বভাব করতে লাভ, ভেক নিয়ে জাত বৈরাগী হও।
যদি সেজে বৈষ্ণব আকৃতি, মন না হয়ে প্রকৃতি,
এখনো পুরুষ মানুষ রওঃ
ওসব লেংটা পুংটা খুলে ফেল—

শুধু কেন গাধায় চিনির বোঝা বওঃ?
উত্তরঃ—বললে, কৃষ্ণ থাকতে বৈষ্ণব আনতে কৃষ্ণ কেন কয়?
ছিল যুধিষ্ঠিরের জাত বিচার, ঘুচাতে জাতিত্বেরে বিকার,
রুইদাসকে এনে তার—অভিমান ঘুচায়।।
বললে, ডোর কৌপীন প্রকৃতির ভূষণ—
একথা কেমন করে স্বীকার পাই;
মাকালের ফল বাহির লাল, ভিতরে তাহার কাল ছাই।
কীর্তনীয়া হরিদাস, কৌপী পরতো বারমাস,
মন নারী করতে পারে নাই।
নইলে নারীর হাতে ভিক্ষা নিতে—

তারে কি ত্যাগ করতেন গৌর গৌসাই?
প্রশ্নঃ—বললে, যুধিষ্ঠিরের জাত ঘুচাতে বৈষ্ণব আনতে হয়।
এই যে জাতাজাতির সংস্কার, সবই তো কৃষ্ণের আবিষ্কার,
বর্ণাশ্রমে পরিষ্কার—তাহার প্রমাণ রয়।।
গৌর হরিদাস ত্যজেছে বলে—
দিও না ডোর কৌপীনের অপবাদ;
মেয়ের হাতে ভিক্ষার দায়—
গৌরাসে তারে দেয় নাই বাদ।
যারা গৌরাস সেবার তরে, ভিক্ষা দিল তার করে,
অপূর্ণ রেখে তাদের সাধ;
বেটা সেই ভিক্ষার চাউল বদল করে—
করেছে সেবাবাদের অপরাধ।।

৪৭.

বালি—শ্রীরাম

প্রশ্নঃ—আমি কবির ভাবে বালি রাজা, কিঙ্কিঙ্কায় নিবাস।

যত মানব দানব সমুদয়, সকলে আমায় করে ভয়,
আমি করেছিলাম দিগ্বিজয়—এখন সর্বনাশ।।
আমার দস্তে লক্ষ্যে ভূমিকম্প, ধরাকে করি সরা জ্ঞান,
সূগ্রীবের সঙ্গে এসে, কি দোষে বধলে আমার প্রাণ?
তোমার তনু দেখি মনোহর, করে ধরা ধনুঃশর,
জটা আর বাকল পরিধান।

থেকে বৃক্ষের আড়ে কিসের তরে—

আমারে মারলে তুমি চোরা বাণ?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—আমি দশরথের পুত্র রাম,
মিতা সূগ্রীবের সাহায্যার্থে তোমায় বাণ মেরেছি।

প্রশ্নঃ—রাজা দশরথের পুত্র তুমি নাম ধর শ্রীরাম।।

তোমার পিতৃ সত্য পালনে, এসেছ গহন কাননে,
সত্য করলে সূগ্রীবের সনে, তাইতে আমায় বাম।।
তুই যে সূর্য বংশে জন্ম নিলি,
এই কথা বিশ্বাস করি কিরূপে:
বধলে আমায় সত্যের দায়, এই কথা শুনে প্রাণ কাঁপে।।
আর তাজ্য করে গৃহবাস, সত্যের কারণ বনবাস,
বেশ কীর্তি রাখলে রামরূপে।
এই যে বিনা দোষে বানর মারতে—

এই সত্য করাল তোর কোন্ বাপে?

৪৮.

বৈশম্পায়ন—দ্বৈপায়ন ব্যাস

প্রশ্নঃ—আমি তোমার শিষ্য বৈশম্পায়ন, তুমি দ্বৈপায়ন।

তুমি নির্ণয় করে বেদের ব্যাস, উপাধি পেলে বেদব্যাস,
সদভ্যাস কি বদভ্যাস—জ্ঞানেন নারায়ণ।।
নাকি কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং—ভাগবতে তুমি করেছ লিখন;
স্বয়ং হলে কেন তার—জরার শর খেয়ে হয় মরণ?
আর হরিতে অধর্মের ভার, ভগবান দশ অবতার,
করিতে ধর্মসংস্থাপন।
তবে সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম—সে যুগে পাঁচ অবতার কি কারণ?
মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ আর বটু বামন?

উত্তরঃ—বললে, স্বয়ং হলে জরার শরে কেন হয় পতন?

করতে ইন্দ্রে মুক্ত রঘুবর, বালিকে মারি চোরা শর,
অঙ্গদেবে রামের বর—এই শরের কারণ।।
জানি সত্য যুগে নাই অধর্ম—

তবু চাই ধর্মচর্চার প্রচলন;

হয়ে পঞ্চ অবতার, করেন তার সত্যানুশীলন।
যথা মীনরূপে সত্যব্রতে, কূর্ম মন্দর বহিতে,
বরাহে ধরিত্রী ধারণ।

করেন নৃসিংহে কৈশিপু তারণ—সুতলে বলির দ্বারী হন বামন।।

প্রশ্নঃ—বললে, রামের বরে জরার শরে ভগবান পড়ে।
যিনি নিত্য শুদ্ধ সর্বেশ্বর, অপ্রাকৃত যার কলেবর,
প্রাকৃত এই জরার শর—বিধল কি করে?
বললে সত্যে পঞ্চ অবতারে, ভগবান ধর্মানুশীলন করেঃ
কোন ধর্মের অনুশীলন, করিলেন তুলসীর ঘরে?

৪৯.

শুক্রাচার্য—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ—আমি দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য, তুমি ভগবান।
তুমি যক্ষ রক্ষ কিম্বরে, দেবদানব গন্ধর্ব নরে,
নাকি তোমার সাধনা করে—প্রাপ্ত হয় নির্বাণ।।
অদ্য সমুদ্র মন্থন করিল—
দেবাসুর হয়ে সমান অংশীদার;
সুধা বন্টন করিতে—তোমার পর দেয় মধ্যাহ্নভার।
তুমি ধরিয়ে মোহিনীর ডান, দেবে করাও সুধা পান,
দৈত্যেরে মারো আঁখি ঠার।
তোমার দেবতা এত প্রিয় কিসে—
কোন দোষে দৈত্যের প্রতি অবিচার?

উত্তরঃ—দৈত্যে কেন পায় না সুধা শোন তপোধন।
ওরা চায় না এ তুচ্ছ সুধা, অন্তরে লালসার ক্ষুধা,
সুধা ভুলে চায় সদা—আমারই বদন।।
আমার দেবের চেয়ে দৈত্য ভাল—
তবে তার দোষ রয়েছে একস্থানে;
সাধন করে নিয়ে বর—বর্বর সাজায় ভগবানে।।
আমি আগে করে দেই মানা, স্বর্গের আশা করো না,
ভূস্বর্গ গড়াও সাধনে।
আমার বাক্য নষ্ট, দিয়ে কষ্ট—বসতে চায় স্বর্গের শ্রেষ্ঠ আসনে।।

প্রশ্নঃ—বললে, কামে অন্ধ দৈত্যবৃন্দ তাহিতে করো ছল।
তবে কোন প্রেমেতে শশাঙ্ক, অস্মেতে ধরেন মৃগাঙ্ক,
ইন্দ্রের অঙ্গে ভগাস—কাম না প্রেমের ফল?
ক'রে কৈশিপুর বনিতা হরণ, দেবরাজ ইন্দ্র করে পাপাচার,
তারে ধ্বংস না করে, কেন হও নৃসিংহাবতার?
আবার বলি রাজার কোন পাপে,
সাজিয়ে বামনরূপে, তারে দাও পাতালে আগার।
আবার বজ্ররূপে চূপে চূপে,
কোন পাপে ব্রহ্মাসুরে করো সংহার?

৫০.

চণ্ডীদাস—বিশালাক্ষী

প্রশ্নঃ—তুমি বিশালাক্ষী মহামায়া, আমি চণ্ডীদাস।
করতে তোমার পূজা সমাধান, করিতে গেলাম গঙ্গাস্নান,
একটি ফুল ভেসে এসে উজান—লাগল আমার পাশ।।
দিয়ে বুকের রক্ত শ্বেত জবাকে—
লাল করে দিয়েছিলেম চরণে;
পাষণ কন্যা ঈশানী—কথা কইস না আমার সনে।

আমার মনে হল অভিপ্রায়, এই ফুল দিব তোমার পায়,
নিবেদন করিস কি কারণে?

কেন মস্তকেতে দিতে বলিস—এ জবার জন্ম হল কোন খানে?

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—এই পদ্যের জন্ম হয়েছে প্রেম-সরোবরে।

প্রশ্নঃ—বললে, এই পদ্যের হয়েছে জন্ম প্রেম-সরোবরে।

যদি ফুলের নামটি হয় রাধা, চরণে দিতে কি বাধা,

জানি উভয় শক্তি নয় বিধা—এই চরাচরে।।

ধরে তিন বর্ণ এই রাধাপদ্য—জন্মিল নিত্যময় সে ব্রজধাম;

কোন রং-এ ঠাকুর কৃষ্ণ, কোন রং-এ ঠাকুর বলরাম?

যদি আমার পূজায় তুষ্ট রও, তুমি যদি আমার হও,

ওনে তাই তুষ্ট হইলাম।

কেন রজকিনীর কাছে যেতে বলতেছ—

বলে পুরাও মনস্কাম।।

প্রশ্নঃ—বললে, রাধাপদ্যের মধু লোভে ঘুরছে অলিকূল।

আমি জানি না তো এতকাল, একটি পদ্যের তিনটি রয় মুণ্ডাল,

আছে তিনটি শ্বেত পীত লাল—সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল।

কোন রসিক সূজন না থাকিলে—

কি জন্য উজানে ঐ ফুল আসে;

নিত্যধামের সত্যফুল, এল কেন প্রবর্তের দেশে?

ঐ যে রামী নামে রজকিনী, তার সনে বিকিকিনি,

করতে চাও কিবা উদ্দেশে।

আমার কিসে হবে সাধ্য সাধন—যদি তার ভাবের সঙ্গে না মিশে।।

৫১.

নারদ—নারায়ণ

প্রশ্নঃ—আমি নামাধেয়ী নারদ স্বয়ি, তুমি নারায়ণ।

ভবে ভক্ত আর অভক্ত রয়, এই দুইয়ের কেবা শ্রেষ্ঠ হয়,

ভক্তাধীন শ্যাম রসময়—বলে কি কারণ?

ছিল বীর সুধম্মা তোমার ভক্ত—

অর্জুনের কাটা বাণে মারা যায়;

অভক্ত সেই শিশুপাল, সাযুজ্য মুক্তি দিলে তায়।

তোমায় দিয়ে বোড়শ উপাচার, পূজা করিয়ে তোমার,

অকালে প্রবীর প্রাণ হারায়।

আবার বিষমাখা স্তন মুখে দিয়ে—

পুতনা মাতৃগতি কেন পায়?

উত্তরঃ—বললে, শিশুপাল সাযুজ্য পেল—কোন ওণে কানাই?

সে যে শত্রুভাবে চিরদিন, স্বরণ মননে ছিল লীন,

তহিতে আমি ভক্তাধীন—অঙ্গেতে মিশাই।।

ভক্ত সুধম্মা যুদ্ধে মরিল—

কেবল তার আশ্রয় কর্তৃহের দ্বারায়?

জীবন ভিক্ষা না চেয়ে—বাণ কাটার প্রার্থনা জানায়।

আমার দেওয়া চক্রবাণ, প্রবীর বীরে করে দান,

ভুলিয়ে কুহকীর মায়ায়।

আবার পুতনা পেল মাতৃগতি—

শুধু তার পূর্ব জন্মের কামনায় ॥

প্রশ্নঃ—বললে, বাণ কাটার প্রতিজ্ঞার জন্যে সুধম্বায় মার।
করে কাটা বাণে শক্তি দান, বধিয়ে বীর সুধম্বার প্রাণ,
রক্ষা করতে বোনহির মান—শালার কাজ কর ॥
বললে, শত্রুভাবে গালি দিয়ে, শিশুপাল প্রাপ্ত হল মোক্ষদাম;
গালমন্দে সে মুক্তি পায়—তাহলে ভক্তির কিবা দাম?
তোমায় তুলসী সতী দেয় গুঁতা, এক গুঁতায় বানায় পুতা,
সাজিলে শিলা শালগ্রাম।
যখন গুঁতান কেটে গুঁতায় তুষ্ট,
আজ হতে নাম হোক তোমার গুঁতারাম ॥
পূর্বে ধরাদেবী কেটে স্তন, তোমায় করায়ে ভোজন,
ব্রজে পায় যশোমতী নাম।
গেল সেই মা তোমার প্রভাস যজ্ঞে—
দ্বারীরা তোলে কেন পিঠের চাম?
মা'র চেয়ে হল বেশী, রাক্ষসী পুতনা বেটির দাম ॥

৫২.

জটায়ু—রাবণ

প্রশ্নঃ—আমি কবির ভাবে কল্পনাতে জটায়ু পাখি।
আমার বৃদ্ধ বয়স দুর্দিনে, পঞ্চত্ব নিকটে জেনে,
এসে পঞ্চবটী কাননে—নির্জনে থাকি ॥
তোমার ব্যাঘ্রচর্মে কটি আঁটা—
মস্তকে জটা গায় ভস্মরাশি;
পুণ্য সাজে কে তুমি পাপের কাজেতে প্রয়াসী?
একটি অবলার ধরে চূলে, বসালে রথে তুলে,
ভয় পেয়ে কাঁদছে রূপসী।
তোমার কি সম্পর্ক বল শুনি—
ঐ ধনি কার কন্যা কার মহিষী?
উত্তরঃ (ভাবার্থে)—আমি রাবণ রাজা, রামের সীতাকে হরণ করে নিছি।
প্রশ্নঃ—বললে, রামের সীতা হরণ কর নাম ধর রাবণ।
তুমি বীরের বেটা মহাবীর, ধনা বীর মান্য পৃথিবীর,
কেন খাল কেটে আনলে কুমির—মরণের কারণ ॥
হল রাম লক্ষ্মণ কি অপরাধী—
কেন দিস শুধু শুধু মনস্তাপ;
অবলারে কর বল, তোর কি রে হয় না মহাপাপ।
এই যে পূর্ণ লক্ষ্মী জানকী, জানকীর গুণ জান কি,
জান কি শ্রীরামের প্রতাপ?
কেন গলাতে কলসী বেঁধে, সাধ করে দিতে চাও সাগরে ঝাঁপ?
উত্তরঃ (ভাবার্থে)—বোন শূর্ণনখার নাক কেটেছে, তাই রামের সীতা হরণ করেছি।
প্রশ্নঃ—বললে, শূর্ণনখার নাক কেটেছে তাইতে করিস জাঁক।
করতে শ্রীরামকে পতি বরণ, কাম জ্বালায় হল অচেতন,
ছিল সম্মুখে ঠাকুর লক্ষ্মণ—কেটে দিল নাক ॥

ও তুই লক্ষাপুরের অধিকারী—

কি জানো এলি অখ্যাতির কাজে?

ওরে রাবণ তোর বচন, কাঁটার মতন অঙ্গে বাজে।

যদি হতি তুই বীরের সন্তান, করে নিয়ে ধনুর্বাণ,

আসতি সংগ্রামের সাজে।

করলি রাজা হয়ে নারী চুরি—সমাজে মুখ দেখাবি কোন্ লাজে?

৫৩.

যুধিষ্ঠির—ধৃতরাষ্ট্র

প্রশ্নঃ—আমি পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠির হই, কবির কল্পনায়।

আমি সুসময় কি দুঃসময়, সব সময় ভাবি বিশ্বময়,

আমি বলি এখন যে আশায়—এলেম হস্তিনায়।।

তুমি সম্পর্কেতে জ্যেঠা আমার—

একথা জানতে কারো বাকী নাইঃ

কার কাছে কই জ্যেঠা গো—যে কণ্টে ছিলেন পঞ্চ ভাই।

হল পাশাতে সর্বদ্য নাশ, দ্বাদশ বৎসর বনবাস,

এক বৎসর অজ্ঞাতে কাটাই।

এখন দেশের মানুষ দেশে এলেম—

জ্যেঠা গো আমার বিত্ত আমি চাই।।

উত্তরঃ (ভাবার্থে)—দুর্যোধন রাজ্যের মালিক, আমি দেবার কে?

প্রশ্নঃ—নাকি দুর্যোধন হয় রাজ্যের মালিক, আমাকে জানাও।

জ্যেঠা মুখে জানাও সরল ভাব, অন্তরে আছে কপট ভাব,

কেবল কপটেতে রাজ্যলাভ—করতে বুঝি চাও?

বললে, তোরা জানিস তারা জানে—

বাছারে আমি কিছু জানি না;

নিবার সময় নিয়াছ, দিবার সময় আর পার না।

তোমার বংশের শনি শকুনি, বর্তমান থাকতে তিনি,

সৎপথে যেতে দিবে না।

জ্যেঠা শালা ছাড়, পোলা মার—নইলে আর বংশের মঙ্গল দেখি না।।

৫৪.

জীবন ঠাকুর—সনাতন

প্রশ্নঃ—আমি মানকরের সেই জীবন ঠাকুর তুমি সনাতন।

বাবা বিশ্বনাথের আদেশে, দারিদ্র্য ঘোচাবার আশে,

এসেছি তোমার পাশে—ভিক্ষা চাইতে ধন।।

ছিল মাটির নিচে পরশমণি—

আমাকে দেখাইলে সন্ধানঃ

দেখে তোমার ব্যবহার, আজ আমার সন্দেহ মনে।

যদি স্পর্শমণির পরশ পায়, লোহা সোনা হয়ে যায়,

বিতৃষ্ণ কেন সে ধনে?

তুমি কোন ধনে হয়েছে ধনী—যার কাছে স্পর্শমণি হার মানে?

উত্তরঃ—আমি কোন ধনে হয়েছি ধনী, সুধালে আমায়।

আমার ধনী হতে চায় না মন, হয়েছি শুদ্ধ নিক্কিঞ্চন,

অপার্থিব প্রেমরতন—লাভের প্রত্যাশায়।।

আমি দিনভিখারী ভিক্ষা করি—দিয়েছি অর্থ স্বার্থ বিসর্জনঃ

কৃপা করে গৌরঙ্গ—দেয় যদি ব্রজের প্রেমধন।

করে যবন রাজার দাসত্ব, পেয়েছি বহু অর্থ,

তাতে মোর তৃপ্ত হয় না মন।

তাইতে অনর্থের মূল অর্থ ফেলে—এসেছি পেতে পরমার্থ ধন ॥

প্রশ্নঃ—বললে, অনর্থের মূল অর্থ চাই না—পরমার্থ চাই।

তুমি যারে কও অর্থ অর্থ, অর্থেই পায় পরমার্থ,

ধর্ম কর্ম সব ব্যর্থ—অর্থ যাহার নাই ॥

শুনি মরুত রাজা যজ্ঞ করে,—

সে অর্থ ব্রাহ্মণেরে করে দানঃ

সেই অর্থে যুধিষ্ঠির রাজ—অশ্বমেধ করেন সমাধান।

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চারটি বর্গের শুনি নাম,

তার মধ্যে অর্থই প্রধান।

তোমার বিগ্রহ যে মদনমোহন,

তিনিও তো ধনীর কাছে অর্থ চান ॥

৫৫.

দ্রোণ—সাত্যকি

উত্তরঃ—কেন একলব্যের আঙ্গুল কাটি সাত্যকি তুই শোন।

বেটা দেখাতে জাতির গুমান, আমাকে করতে অপমান,

শিক্ষা করে ধনুর্বাণ—গড়ে মাটির দ্রোণ ॥

হয় না মাটির কাছে খাঁটি শিক্ষা—

করেছে বাণ চালানো আয়ত্তঃ

আঙ্গুল কেটে না নিলে, বুকত না গুরুর মাহাত্ম্য।

এখন বাম হাতে ধরিয়ে বাণ, সব কিছু করবে সন্ধান,

সে লক্ষ্য হবে অব্যর্থ ॥

দিলেম ধনুর্বেদের মস্ত্রে দীক্ষা—এই শিক্ষা হল তার গুরুদত্ত ॥

৫৬.

চাষী—বৈষ্ণব

উত্তরঃ—অদ্য তুমি চাষী আমি বসি নামের কীর্তনে।

তোমরা চাষ করে যে ফসল পাও,

তা দিয়ে দেহের খোরাক দাও,

আত্মার খোরাক কোথায় পাও—নামযজ্ঞ বিনে?

জানি শ্যামস্বরূপ সচ্চিদানন্দ—

মহাভাব স্বরূপিণী হল রাই;

যে স্বরূপে ডুব দিয়ে কৃষ্ণ হন গৌরঙ্গ গোসাঁই।

স্বারকায় চিকনকাল্য, করেন ঐশ্বর্যের খেলা,

কলিতে ঐশ্বর্য ভাব নাই।

তাইতে মাধুর্য প্রেম শিক্ষা দিতে—

ত্যাগ ধর্ম নিয়েছেন শচীর নিমাই ॥

উত্তরঃ—বললে, লাঙ্গল ধরে চাষ কর না গৌরঙ্গ ঠাকুর।

আমি লাঙ্গল ধরলেম সঙ্কর্ষণ, এ দেহ করিতে কর্ষণ,

করে হরিনামের বীজ বপন—ধরাব অঙ্কুর ॥

শেষে অনুরাগ নিড়ানী দিয়ে—

নিড়াব নাংলা জমির জংলা ঘাস;

পাপী পাপভীয়ারা তারা করকেত জানে না চায়।
পেতে একনিষ্ঠা দমের ফল, গোড়ায় দিব ভক্তি জল,
শ্রদ্ধা গোবরের দিব ফাস।
তবে মধুর প্রেমের ফল ফলিবে—আনন্দে বসে খাব বারমাস।।

৫৭. **রামমোহন বনাম তাঁর মাতা**

প্রশ্নঃ—আমি কল্পনায় রাজা রামমোহন, তুমি আমার মা।
আমি আসিয়ে রাধানগর, শ্মশানে বাঁধিয়াছি ঘর,
তোমায় পেয়ে বার বৎসর পর—সুখের নাই সীমা।।
তুমি রাজরাজেশ্বর মূর্তি গড়ে—
চোখ বুঁজে ধ্যান কর দিবারাত্র,
দরিদ্র নারায়ণে দেখ না, মেলিয়া নেত্র।
দেখে হিন্দু ধর্মে গোড়ামী,
বৈষ্ণব না হয়ে আমি, পড়েছি বেদান্তের সূত্র।।
তুমি কি দোষ ধরে, কোন বিচারে—আমাকে করিলে ত্যাজ্যপুত্র?
উত্তরঃ (ভাবার্থে)—তুমি সনাতন হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজায় বিরোধী,
তাই তোমাকে ত্যাগ করেছি।

প্রশ্নঃ—আমি মূর্তিবাদে অবিশ্বাসী, এই নাকি মোর দোষ।
আমি মানি না যে মূর্তিবাদ, এটা কি আমার অপরাধ,
যদি ব্রহ্মানন্দের পেতে স্বাদ, করতে না এ রোষ।।
তোমরা ফুটি করে মূর্তি গড়ে—
তার কাছে নৈবেদ্য দাও ভারে ভার;
ভিখারী এলে দ্বারে, তার ঘাড়ে পাদুকা প্রহার।
আছেন সর্বভূতে নারায়ণ, আদিবাসী হরিজন,
কর কেন ছুঁমার্গের বিচার।
দেহে না থাকিলে ব্রহ্মানন্দ—ঘুচবে না বন্ধ মনের অন্ধকার।।

৫৮. **রাধাবিনোদ—বঙ্কিমচন্দ্র**

উত্তরঃ—আমি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট।
তুমি রাধাবিনোদ গোস্বামী, পরলোকে ছিলাম আমি,
আকর্ষণ করে তুমি, বাধালে বিভ্রাট।।
আমি গীতার শ্লোকে ভুল ধরেছি—
যেখানে লেখা ধর্ম সংস্থাপনঃ
কি এমন করেছি দোষ, কেন রোষ কর অকারণ।
ধর্ম হল সনাতন, ধ্বংস যা হয় না কখন,
তার আবার কি করে স্থাপন;
তাহিতে অকপটে স্থাপন কেটে—
আমি লিখেছি ধর্ম সংরক্ষণ।।
প্রশ্নঃ—বললে, ধর্ম কড় স্থাপন হয় না, আছে চিরদিন।
জানি ধর্ম চির বিদ্যমান, ধর্ম দীপ হয় না কো নির্বাণ,
থাকে অধর্ম প্রানিতে প্রান—ধর্ম জ্যোতি ইন।।
থাকলে আলোর কাছে ময়লা মাটি—
হয় না সে আলোর জ্যোতি বিকিরণ;

আলো থাকতে অন্ধকার, হাহাকার করে জীবগণ।
যখন অধর্মের হয় অভ্যুত্থান, ধর্মের জ্যোতি করে স্নান,
ভগবান আসিয়ে তখনঃ
করেন অধর্মের নাশ, ধর্মের প্রকাশ—তারেই বলে ধর্ম সংস্থাপন ॥

৫৯. **মুকুন্দ—রামানন্দ**

প্রশ্নঃ—তুমি কল্পনায় মুকুন্দ আমি হই রামানন্দ।
ভেবে বিষয় বিদ্যা অনিত্য, পড়েছি বৈষ্ণব সাহিত্য,
হরিনাম প্রেমে হয়ে মত্ত, ভজি গোবিন্দ ॥
তুমি নিজে একজন কালীভক্ত—
তোমাতে আমাতে নাই ব্যবধান;
তুমি যার কর ভজন, সেও একজন বৈষ্ণবীর প্রধান।
তুমি গানে কও স্বদেশ স্বদেশ, বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্যেব,
তারাও তো এই দেশের সন্তান।
জীবের অপবিত্র দেহক্ষেত্র—বৈষ্ণবে চষে করে ফুলবাগান ॥

৬০. **আবুল কালাম—জহরলাল**

প্রশ্নঃ—কবির কল্পনাতে হই আবুল কালাম তুমি জহরলাল
করলে ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট, তুমি তার হলে প্রেসিডেন্ট,
বিনে লীগ-কংগ্রেসে এগ্রিমেন্ট—দেশের একি হাল!
করলে সোনার বাংলার অঙ্গচ্ছেদ, জিয়া আর তুমি করে জেদ,
তাতে ভারতবাসীর মনে খেদ, রইল চিরকাল ॥
এদেশ উদ্ধারেতে ব্রতী ছিল—যত পূর্ববঙ্গের সভ্যগণ,
আজ পেয়ে নিজে রাজ্যভার, তাদের আর করলে না স্মরণঃ
হল স্বাধীনতায় অরাজক, অন্নবস্ত্র চিন্তা রোগ,
পালায় সব প্রাণ রক্ষার কারণঃ
একবার পূর্ববঙ্গে এসে দেখ—
তোমার এই স্বাধীনতার সুখ কেমন ॥

৬১. **দারুক — শ্রীহরি**

প্রশ্নঃ—হলেম কল্পনাতে আমি দারুক, তুমি শ্রীহরি।
ব্রজের মধুরলীলা করে শেষ, দ্বারকায় করেছ প্রবেশ,
তোমার লীলা সবিশেষ বুঝতে নারি ॥
তোমায় কেউ বলত 'লাউরা' গোপাল—
কেউ বলত পূর্ব ব্রজ ভগবানঃ
শ্রীকৃষ্ণ হে যথার্থ তত্ত্ব বলে জুড়াও প্রাণ।
বল কোন্ পুষ্পোত্তে গোকুলোত্তে —
আয়ানকে লক্ষ্মী ভার্য্য করলে দান?
উত্তরঃ—করে তপস্যা শত বৎসর, নিক্ষেপিয়ে ভক্তি-শর,
যখনে প্রাণ ধরে দেয় টানঃ
তাইতে নিজের ভার্য্য দিলেম তারে—
জগতে বাড়াতে ভক্তের মান ॥

প্রশ্নঃ—বললে, ভক্তিগুণে বৃন্দাবনে আয়ান পেল রাই।

আছে অন্নদান আর বস্ত্রদান,
স্বর্ণদান ভূমিদান গোদান,
রাজ্য ছাড়া ভার্যাদান, আরতো শুনি নাই।
বড় দান করেছে দাতার বেটা—

এমন দান সাজেনা আর তোমা বই :
শ্রীকৃষ্ণ হে এই দানের গুণে হলে জগজ্জয়ী।
তুমি বাড়াতে ভক্তের মান,
নিজের ভার্য্য করে দান,

আয়ানকে রাখলে নিশানসই—
তারে বাস্ত্র দিলে তালা দিলে—
কও দেখি খোলার চাবি দিলে কই ?
উত্তরঃ—বললে, বাস্ত্র দিলেম তালা দিলেম, চাবি দিলেম কই ?
দেই নাই আয়নকে বাস্ত্রের চাবি,
সে চাবি তুই নাকি চাবি,
চিৎশক্তির চিন্ময় চাবি, জীবে পাবে কই ?
এই যে ভাবের তালায় উল্টা কল,
অটলে জানে কৌশল,

টলের হয় মাথা ঘুরানি :
দিবে কামের মোড়া কপাল পোড়া,
সেই জন্য দেই না তারে ছোড়ানি ॥

৬২. **রুক্মিণী — শ্রীকৃষ্ণ**

প্রশ্নঃ—আমি রুক্মিণী দুঃখিনী তোমার চরণ প্রয়াসী।
তুমি প্রাণবন্ধু কংসারি, দ্বারকায় পাতলে সংসারী,
যোল শত অষ্ট নারী, তোমারই দাসী ॥
তোমায় সযতনে বৃন্দাবনে, ফুল সাজে সাজাইত গোপীগণে,
তেমনি সাজে সাজাইতে আমার মনের আকিঞ্চন :
দিলেম চূড়াতে কৃষ্ণচূড়া, গলেতে গুঞ্জছড়া
তুমি তাই করলে গ্রহণ :

দিতে রাধা পদ্ম শ্রীপাদপদ্মে—
আমাকে নিবেদন কর কি কারণ ?

উত্তরঃ—আমার প্রেমের গুরু রাধিকে, সর্বগুণ সাধিকে
আত্মিকে ভাবি পদদ্বয় :
নিতে রাধাপদ্ম শ্রীপাদপদ্মে, প্রেমগুরু রাধার কথা মনে হয় ॥

প্রশ্নঃ—কিসে রাধা তোমার প্রেমের গুরু—
একথা হবে তোমার প্রত্যাখ্যান :

নিধুবনে রয়েছে কৃষ্ণকালী তার প্রমাণ।
পিরীত করে সৃজনে সৃজন, দুজনে সমান ওজন
কারো ভাব নহে অসমান :

নইলে সেবা সেবক পূজ্য পূজক—
প্রেমরাজ্যে চরণ মস্তক এক সমান ॥

উত্তরঃ—ব্রজে মধুর লীলা রসের খেলা—
রয়েছে গোলোকে এই লীলার মূল :

লোকে বলে সংসারে নাম নামীতে সমতুল।
আমার গুরুনামে যে পদ, পাদপদ্মে নিব অদ্য,
আমার কি এতই মতি ভুল?
দিলে নির্বিবাদে তোমার পদে, নিতে কি পার কৃষ্ণচূড়া ফুল?

৬৩.

রাবণ — মহাদেব

উত্তরঃ—বলে তুমি আমার কাছে, রাবণ মহারাজ।

হরধনু তুলিতে, পাল্লেনা কোন মতে,
মিথিলাতে পেয়ে এলে লাজ।।
এসব কাজে যেতে হলে, জানতে হয় তার পূর্বাপর;
ধনু তুলতে গেলে কেন — না জেনে খবর?
জনকের জানকী, তারে জান কি,
তুমি নিতান্ত বর্বর।
সেই সে ধনু তুলতে পারে,
যে হয় সীতার যোগ্য বর।।

৬৪.

বিভীষণ — রাবণ

উত্তরঃ—

চিতান — তুমি বলে না কি রামের সীতা আনলাম কার কথায়?
পারান — বিভীষণ, তুমি জান না কারণ
যখন ভগ্নী এসে জানাল আমায়।।
মিল — তার কাটা নাকে বসন দেখে, দুঃখেতে প্রাণ বাঁচে কি?
মহড়া — আমি সেই রাগেতে হরণ করে, আনলাম রামের জানকী।।
অন্তরা — সুপ্ননখার নাসা কান, কেটে কপ্পে অপমান,
রামের ভাই লক্ষ্মণ ধনুকী :
মিল — তুমি ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ মার, বাজারের ভাও জান কি?

৬৫.

যোগেন্দ্র মণ্ডল — জহরলাল

প্রশ্নঃ—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তুমি প্রতাপে প্রবল।

আমি পাকিস্তানের মন্ত্রী হই, তোমার ন্যায় ধর্মীর মূল্য নই,
চাষীর ঘরে জন্ম লই, যোগেন্দ্র মণ্ডল।।
তোমরা বর্ণ হিন্দু মোদের প্রতি, চিরদিন করিয়াছ অত্যাচার :
রেখেছে পায়ের তলায়, দাও নাই মানুষের অধিকার।
মোদের শোষণ করে তোমরা শেঠ,
আমাদিগের খালি পেট,
ছিন্ন বাস পাতার কুঁড়ে সার।
কেন মোদের ভাতে নুন জোটেনা—

তোমাদের দুধ ঘিতে পূর্ণ ভাতার।।

উত্তরঃ—তোমার কল্পনায় জহরলাল আমি করে লই স্বীকার।

তুমি মন্ত্রী যোগেন্দ্র মণ্ডল, কুবুদ্ধি করেছে সম্বল,
পেয়ে মুসলমানের বল, হলে মিনিস্টার।।
কেন দোষ দিয়ে বর্ণ হিন্দুকে—

চাকতে চাও নিজের অক্ষমতা :
শিক্ষা দীক্ষা না হলে, হয় না মানুষের পূর্ণতা।
এই যে মনুষ্যত্ব মহত্ব, আপনার করায়ত্ত,
অনো কি দিতে পারে তা :
যার যার নিজের ডিমে 'তা' না দিলে—
অপরে দেয় না কি সেই ডিমে 'তা' ॥

৬৬. লালবাহাদুর — আয়ুব খান

প্রশ্নঃ—আমি কখনোতে লাল বাহাদুর, তুমি আয়ুব খান।
তুমি পরের তালে লাকায়ে, ভারতে যুদ্ধ চাপায়ে,
কেন সুপ্ত সিংহ স্ক্যাপায়ে, কাটলে নিজের কান ॥
শেষে রাষ্ট্রসঙ্কো ধর্না দিয়ে —
পেয়েছে যুদ্ধ বন্ধের প্রেরণা;
তবু সীমানা লঙ্ঘন, কি কারণ বন্ধ কর না।
কয়টা গুলোর সঙ্গে করে জোট,
কাশ্মীরে চাও গণভোট,
নিজের ঘর আগে সার না।
নিজের দেশ না করে গণতন্ত্র — গণভোট দাবী করতে পার না ॥

৬৭. নরেন দত্ত — রামকৃষ্ণ

প্রশ্নঃ—আমি নরেন দত্ত, তুমি হলে রামকৃষ্ণ গোসাঁই।
তুমি বিয়ে করলে জাঁক করে, কোন সোখে কেন রাগ করে,
তারে এলে ত্যাগ করে, বলো শুনি তাই ॥
তুনি বিশ্বপ্রসবিনী কালী, এ বিশ্ব জন্মেছে তার উদরে :
নিজের ছেলে কেটে কি, তোমার মা মুণ্ডমাল পরে?
তুমি কি ধন করে আকিঞ্চন, তাজে কামিনী কাঞ্চন,
রয়েছ দক্ষিণেশ্বরে?
কেন সবার কাছে দাও উপদেশ — সংসারে অর্থ অনর্থ করে ॥
উত্তরঃ—আমি রাগ করি ঘরের নারী করি নাই বর্জন।
যেমন তানু রয় লক্ষ্যস্থরে, পত্নিনী রয় সরোবরে,
তারা দূরে থেকে প্রেম করে — আমিও তেমন ॥
বললে পুত্র যদি হয় পাবণ —
মা কি তার মুণ্ড, খণ্ড খণ্ড করে লয়?
অসুর তামস অন্ধকার — সে তো মার পুত্র কভু নয় ॥
'কালী' তামস অহং বিনাশী, সত্যবরূপ প্রকাশি,
সেবেরে, দিয়েছেন অভয়।
যত ভোগীর কাছে অর্থ শ্রেষ্ঠ, ত্যাগীরা চতুর্বার্ষ্যে পায় ॥

৬৮. যুদ্ধ — শান্তি

প্রশ্নঃ—অদ্য আমি যুদ্ধ তুমি শান্তি কবির কখনায়।
তুমি থাক শান্তিনগরে, অনাবিল শান্তির আগারে,
আমি থাকি সৈন্য শিবিরে — রক্ত লাগসায় ॥

যদি শান্তিপ্রিয় পাছের পদে —

অকস্মাৎ অশান্তির কাঁটা বসে :

করতে তারে শান্তিদান — কি বিধান কও আমার পাশে ॥

তুনি শৃঙ্গার বীর হাস্য করণ,

দশ প্রকার রসের দরুণ, ভগবান জগতে আসে :

ইহার কোন রসেরে শ্রেষ্ঠ মানি —

কও তুনি শান্তির জন্ম কোন রসে ॥

উত্তরঃ—অদ্য শান্তি আমি যুদ্ধ তুমি, আমার প্রিয়জন।

মানুষ শান্তিতে চায় করতে বাস,

যারা সেই শান্তি করে নাশ,

সেই সব দুষ্টেরে করতে বিনাশ, যুদ্ধের প্রয়োজন ॥

যেমন পায়ের কাঁটা তুলতে হলে —

চলে না অন্য এক কাঁটা ভিন্ন :

ওনেছি নিদানে কয়, বিধে হয় বিবক্রিয়া শূন্য।

যত সাধুরা চায় শান্তি রস, বীর রসে যোদ্ধা বশ,

হাস্যরস সমাজের জন্য :

কিন্তু দুষ্ট দমন করতে হলে —

সেখানে রৌদ্ররসের প্রাধান্য ॥

৬৯.

চিদানন্দ — অষ্টৈত আচার্য

প্রশ্নঃ—আমি চিদানন্দ পরিব্রাজক কাব্য ভূমিকায়।

তুমি হলে অষ্টৈত আচার্য, ন্যায় অন্যায় তোমার বিচার্য,

হরিনাম প্রেমের কি মাধুর্য, খুলে কও আমায় ॥

ব্রজে রাজা নন্দ ভোগে অঙ্ক,

গোবিন্দ পালিত হয় তার ঘরে :

সেই কৃষ্ণ গউর হয়ে,—

কেন সে ত্যাগ ধর্ম ধরে?

ত্যাগে গৃহ ধর্ম পরিজন, করলে হরি নামকীর্তন

কি লাভ হয় বলো আমারে :

গৌর কর্ম ত্যাগে জড় সেজে,

কি জন্য ভেক নিয়ে ভিক্ষা করে?

উত্তরঃ—তুমি ভ্রমে অঙ্ক চিদানন্দ এলে নবদ্বীপ।

দেখে কলির জীব অচৈতন্য, চৈতন্য করিবার জন্য,

নিচে এসেছেন শ্রীচৈতন্য, হরিনাম-প্রদীপ ॥

বললে নামের গুণে জনগণের লভ্যাংশ হল কেমন :

শ্রব প্রহ্লাদ অজামিল আছে সেই নামের নিদর্শন।

লাভালাভ গোবিন্দ পায়,

দিয়ে চায় ভক্ত প্রেম ধন ॥

ছিল ভাগ্যবান রাজা নন্দ, নামপ্রেমে হয়ে অঙ্ক,

পুত্র পায় চিদানন্দ ধন :

শ্যামকে জড় দেখে মুট যারা—

ভক্তেরা দেখে সত্য সনাতন ।।

৭০.

গঙ্গাদাস — নিমাই

প্রশ্নঃ—আমি নদীয়ায় বসতি করি, নামটি গঙ্গাদাস ।

করলি আমার টোলে অধ্যয়ন,

ন্যায় দর্শন শ্রুতি ব্যাকরণ,

কেন সকল ভেবে অকারণ, নিয়েছিল সন্ন্যাস ?

ও তুই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে—

সাত দিবস রইলি এসে শান্তিপুর :

মলিন কলির জীবেরে দিয়েছিস, হরি নামপ্রসাদ মধুর ।

কেন ভেক ভাঙিয়ে নিতাইরে, পাঠাইয়ে সংসারে,

বিবাহ করালি গউর :

কর না সেই মত সংসারে গিয়ে —

শচী মা বিফুরপ্রিয়ার দুঃখ দূর !

উত্তরঃ—অদ্য তুমি হও গুরু গঙ্গাদাস, আমি হই নিমাই ।

করতে পিণ্ডদান পিতার নামে, যে দিনে যাই গয়াধামে,

আমার শুভ সৌভাগ্যক্রমে, দীক্ষা মন্ত্র পাই ।।

গুরু ঈশ্বর পুরী মন্ত্র দিয়ে —

আমাকে বৈষ্ণব জানতে বলেছে :

তাইতে এই সন্ন্যাস মন্ত্র নিয়েছি ভারতীর কাছে ।

এখন নিতাইর মতো ভেক ছেড়ে, আমি গেলে সংসারে,

সন্ন্যাসের ধর্ম কি বাঁচে :

কলির অচেতনা জীবের জন্য, চৈতন্য মন্ত্র দিতে কে আছে ?

আমি গেলে সংসারে, সন্ন্যাসের ধর্ম কি বাঁচে ।।

৭১.

শ্রীদাম — গৌরাঙ্গ

প্রশ্নঃ—আমি শ্রীদাম সখা, তুই আমার সেই বঁকা ত্রিভঙ্গ ।

শুনি হয়ে রাধার প্রেমঞ্চল, কলিতে সেজে দীনহীন,

অঙ্গে নিয়ে তোর কৌপীন, হলি গৌরাঙ্গ ।।

ও তোর অন্তরঙ্গ সখা যারা —

তুই বিনে শবের মতো কাল কাটায় :

সেবার দাসী সখীগণ, তোর কারণ কেঁদে বুক ভাসায় ।

তোর সেই সখা আর সখীর দেনা,

সে দেনা তো দিলি না, পালায়ে এলি নদীয়ায় :

কেবল রাধার দেনায় পরলি তেনা —

বল না তোর মায়ের দেনার কি উপায় ?

উত্তরঃ—সখা প্রেমতে রাখালের দেনা ছিলেম শ্যামরায় ।

ছিল ব্রজে যে দ্বাদশ রাখাল,

দেনা শোধ করলেম নন্দলাল,

নাম ধরে দ্বাদশ গোপাল, এলো নদীয়ায় ।।

ছিল চতুঃষষ্টি ব্রজাঙ্গনা, হয়েছে চতুঃষষ্টি মোহন্ত :

দাস্যভাবে সেবা পায় —দেনায় দিয়েছে ক্ষান্ত ।

দেনা বাৎসল্যেতে জননীর,

পান করে তার স্তনের নীর,

সে দেনা করেছি অস্ত ।

আমার নিহেতু রাই-প্রেমের দেনা

শোধ করতে পারি নাই আজ পর্যন্ত ॥

পুনঃ প্রশ্নঃ—রাধার দেনার চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ শোধ করতে হবে :

সালটি দেনা গিল্টি করে ক'দিন থাকবি ?

উত্তরঃ—বলো সালটি দেনা গিল্টি করে কয়দিন র'বি ভাই ।

মধুর প্রেমদেনা নয়রে অন্ন, শ্রীরাধার জীবন সঙ্কল্প,

শেষ হলে কোটি কল্প, এই দেনা শোধ নাই ।

রাধা চক্রবৃদ্ধি সুদ ধরেছে,

চিরদিন বাধা রাখবার মানসে :

শ্রীদাম সখা এই রূপের রস, পাবি কি ঐ বেশে ।

আমার কাল রূপটি নয় পাকা,

ভক্তের দায় পড়ে ঠেকা,

নানা রূপ হই নানা দেশে ।

আমার লোহার দেহ সোনা হল —

রাধারূপ পরশমণির পরশে ॥

সপ্তদশ অধ্যায় (ক)

টপ্পা-ধূয়া-ছড়া-পাঁচালী

[বাঁধা গান ও তার জবাব সমাপনান্তে তাৎক্ষণিক বা উপস্থিত কবিগানের শুরু। টপ্পা-ধূয়া-ছড়া-পাঁচালীর মাধ্যমে উত্থাপিত প্রশ্ন ও তদনুরূপভাবে প্রদত্ত জবাবের মারফত একপালা কবিগানের খানিক নমুনা।]

টপ্পা (প্রশ্ন):—আমি অগ্রদ্বীপের গোবিন্দ ঘোষ, চিনে সব লোকে।
তুমি সেবার ঠাকুর গোপীনাথ, চরণে করি প্রণিপাত,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, আমার মস্তকে।।
তুমি গৌর রূপে বাক্য দিলে—
আমার বাড়ী থাকবে গোপীনাথ রূপেঃ
তোমার কথায় বিবাহ করিয়ে রই অগ্রদ্বীপে।
যখন সেবায় দিলেম মনোযোগ, হঠাৎ হল স্ত্রী-বিয়োগ,
সেবার কাজ চলে কিরূপে?
আমার বাৎসল্যের ধন পুত্র ছিল—
বলো সেই পুত্র ম'ল কোন পাপে?

ডাক ধূয়া:— পরম ধন পায় কি সহজ সাধনেঃ
দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না—
ব্রজগোপীর ভাব বিনে।।

মুখ পাঁচালী:—বন্দ দেব গণপতি মুখিক বাহন গতি
(বন্দনা) পাদপদ্মে রবির কিরণ।
জগৎ-জাননী সূত আসরে হও আবির্ভূত
সিদ্ধিদাতা তুমি গজানন।।
বন্দ দেবী সরস্বতী তুমি মা বাক্য মুরতি
সর্ববাক্য তোমাতে স্মরণ।
মুখ জনে কর দয়া দাও মাগো পদছায়া
করিবারে কবিতা রচন।।
ব্যাস বাস্মীকি আদি কবি তোমার চরণ সেবি
মহাকাব্য করেছেন রচনা।
নাহি মোর বিদ্যাবুদ্ধি কিসে হবে কাষসিদ্ধি
নিজওণে কর মা করুণা।।
পরে বন্দি গুরুর চরণ যে চরণ করিলে স্মরণ
সর্বসিদ্ধি সর্বলভ্য হয়।
অশান্ত আমার চিত্ত এসো গুরু কুঞ্জ দত্ত
সন্তানেরে দাও এসে অভয়।।

বন্দনাতে করি ক্ষান্ত টপ্পার ভাবের যে বৃত্তান্ত
আদি অন্ত করি নিবেদন।
গোবিন্দ ঘোষ নামটি ধরি অগ্রদ্বীপে বসত করি
করি তোমার ভজন পূজন।।

তুমি ঠাকুর গোপীনাথ পদে করি প্রণিপাত
জানাই মোর অন্তরের কথা ।
তোমার বাক্যে বিয়ে করি বৈষ্ণব ধর্ম পরিহরি
সংসারী সাজিয়ে আছি হেথা ॥
শ্রীগৌরান্ন অবতারে তুমি আমার সঙ্গে করে
নগরেতে করিতে ভ্রমণ ।
একদিন ভোজনের পরে মুখশুদ্ধি দিতে মোরে
অনুমতি করিলে যখন ॥
নগরে ভিক্ষাতে যাই একটি হরিতকী পাই
অর্ধেক কেটে তোমায় করলেম দান ।
অর্ধেক রাখি সঞ্চয় করে আগামী দিবসের তরে
রাগ করিলে তুমি ভগবান ॥
বললে ডেকে আমার কাছে সঙ্কয়ের বাসনা আছে
বৈষ্ণবের তো এই ধর্ম নয় ।
সঙ্কয়ের বাসনা থাকে গৃহী ব'লে বলে তাকে
ঘরে ফিরে যাও এ সময় ॥
গোপীনাথ রূপ ধরে থাকব আমি তোমার ঘরে
কর আমার অর্চনবন্দন ।
সংসারে হয়ে সংসারী তোমার বাক্যে বিয়ে করি
জন্মিল এক সুযোগ্য নন্দন ॥
সেবায় দিলাম মনোযোগ হল আমার শ্রীব্রিয়োগ
ভার্য্যাশোকে কাঁদে আমার প্রাণ ।
হরিবোলা পুত্র ছিল কোন পাপে আজ সেও ম'ল
সত্য করে বল ভগবান ॥
দান করে ধন হরণ করা এটা তোমার কেমন ধারা
মনোচোরা বল শুনি তাই ।
এই পর্যন্ত করে ক্ষান্ত আরও কিছু গোপীকান্ত
ধুমার সুরে তোমারে জানাই ॥

ধূয়াঃ— ভাঙন নদীর কূলে রে মন, ঘর বাঁধিলি কি সাহসে—
ভোগ বাসনার তুফান উঠি ভিটির মাটি প'ল বসে ॥

আত্মতত্ত্ব— দুই খুঁটির পর ঘর ছিল খাড়া,
দুই সারি তার ক্রয়া মাঠাম একখানি আড়া;
বিষয়-বিষের বাঁশের বেড়া, ছিল ঘরের চারি পাশে ।
পাপের ঘুণে বেয়ে করল সারা
কোন সাহসে আছি বসে ॥

চর্ম-ছনের ছাউনী আঁটি,—
বেতের বাঁধন দিয়েছিলি সাড়ে তিন কোটি;

পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

কাম-ইন্দুরে দিল কাটি, বাঁধন এঁটে রাখবি কিসে।
 গেল বাঁধন খুলে প'ল খুলে,
 নদীর কূলে ডাঙন আসে।।
 ইশান কোণে উঠল ভীষণ ঝড়,
 কখন জানি উড়ে যায় তোর জরাজীর্ণ ঘর;
 বান ডেকে আসিল জোয়ার
 সকল কোথায় গেল ভেসে।
 অধম নকুল বলে এঘর ফেলে
 দেশের মানুষ চল দেশে।।

মূল বক্তব্যঃ—
 (প্রশ্ন)

মন-শিক্ষায় নাহি প্রয়োজন,
 গোপীনাথের শ্রীপাদপদ্মে করি নিবেদন;
 আমি করতে তোমার বাক্য পালন
 মজে ছিলাম বিষয়-রসে।
 তুমি ভাৰ্যাপুত্র নিলে হরে
 সঙ্কয়ের সাধ মিটবে কিসে?
 আশা দিয়ে করে সংসারী,
 দাসের প্রতি নিদয় কেন হলে কংসারি;
 ভাৰ্যাপুত্র দিয়ে হরি, হরে নিলে কি মানসে?
 কেবা পুত্র বিনে শেষের দিনে
 পুণ্যাম নরক তরায় এসে?
 দান করে ধন করিলে হরণ,
 দণ্ড-অপহারী তারে বলে সর্বজন;
 তোমার মতন নিষ্ঠুর এমন
 কে দেখেছে কোন্ বা দেশে।
 তোমার ভক্ত-বৎসল দয়াল নামে
 আজ হতে কলঙ্ক ঘোষে।।
 আজ তোমাকে চিনেছি নিষ্ঠুর,
 আমার বংশ ধ্বংস কর নির্বংশা ঠাকুর;
 কারো বাড়িও বংশ প্রচুর—
 সদায় রাখ মহোন্মাদে।

বুদ্ধি আমার ঘরে এসেছিলে—
 শ্রদ্ধের চিড়া খাবার আশে।। ঘর বাঁধিলি কোন্ সাহসে....

পয়ার পাচালীঃ—
 (প্রশ্ন)

সত্য করে তত্ত্বকথা বল গোপীনাথ।
 কি কারণে আমার শিরে করলে বজ্রাঘাত।।
 হরিতকী সঙ্কয়ের দোষ খণ্ডাইবার তরে।
 ছল করে সংসারীর সাজে সাজায়ে আমারে।।
 ভাৰ্যাপুত্র দিয়ে আমায় বেঁধে মায়াজালে।
 আবার কেন সর্বশাস্ত করিলে অকালে।।

কেমন করে আমার মুক্তি হবে দয়াময়।
ভোগের তৃপ্তি না হলে কি আশ্বাস মুক্তি হয়।।
হয়তো আমার পুত্র বাঁচাও নইলে কথা রাখ।
ছেলের মত আজ আমারে বাবা বলে ডাক।।
আমার কাছে শপথ কর ওহে ভগবান।
আমি মলে বাবা বলে করবে পিণ্ডদান।।
নিরামিশ হবিষ্য খেও গলায় লইও দড়ি।
অন্তকালে কাল কবলে যেন নাহি পড়ি।।
এই পর্যন্ত বলে আমি ভাব সাঙ্গ করি।
মনানন্দে ভক্তবৃন্দে বলুন হরি হরি।।

।। বিপক্ষ কবিরাজের জবাব ।।

টপ্পা (উক্তর):—

তুমি মোহে অন্ধ হও গোবিন্দ, ভাবে বুঝতে পাই।
তোমার মরেছে ভার্যাপুত্র, অঝোরে ঝরিছে নেত্র,
ভক্ত রাজ্যের চরিত্র, তোমার জানা নাই।।
তোমায় দিয়েছিলেম ভার্যাপুত্র—
পরীক্ষা করবো বলে তোমার মন।
ভোগ ভাল না ত্যাগ ভাল—
কোন পথে তোমার আকর্ষণ?
তুমি পেয়ে ভার্য্য নন্দনে, মোহ মায়ায় বন্ধনে,
আমাকে হলে বিশ্বরণ।
তাইতো ভার্য্য পুত্র নিলেম হরে—
দেখে লই, আমার প্রতি টান কেমন।।

ডাক ধূয়া:— অচিন্ত্য এ হরির খেলা, কে বুঝে এই এই মহীতলে—
আপন গড়া খেলনা লয়ে, আপন খেলায় আপনি ভোলে।।

মুখ পাঁচালী:—নমঃ নমঃ মহামায়া নমামি মা হরজায়া
(বন্ধনা) নমামি মা অসুরনাগিনী।

ষড় অসুর মূর্তিমন্ত করতেছে মোর জীবনান্ত
রক্ষা কর শিব সীমন্তিনী।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ দশ ইন্দ্রিয় দম্বসহ
সদা আমায় করে জ্বালাতন।
কৃপা-খাণ্ডা করে ধরি কেটে বণ্ড বণ্ড করি
কর মাগো বৈরী নির্যাতন।।
করে ধরি তীক্ষ্ণ অসি গুপ্ত নিগুপ্ত বিনাশি
রক্ষা করেছিলে দেবগণ।
ষড় রিপূর অত্যাচারে কেঁদে মরি হাহাকারে
রক্ষা কর সন্তানের জীবন।।

মূল প্রশ্নঃ—

মায়ের বন্ধনা ছেড়ে কবি কাব্যের সূত্র ধরে
 এ আসরে করি নিবেদন।
 আজ তুমি গোবিন্দ ঘোষ হয়েছ খুব অসন্তোষ
 ভার্য্য পুত্রের মরণের কারণ।।
 মর রাজ্যে জন্ম ধরে সকলেই প্রাণে মরে
 অমর কেহ তো কভু নয়।
 কেহ মরে দু'দিন পরে কেহ বা শত বৎসরে
 যার যখন পরমাযু ক্ষয়।।
 তোমার মন পরীক্ষার তরে ভার্য্য পুত্র দেই তোমারে
 মুক্ত হয়ে তাহাদের মায়ায়।
 আমার পুত্র আমার নারী আমার ঘর আমার বাড়ী
 এই বলে কাদ সর্বদায়।।
 আমার পূজা করে বদ্ধ তাদের নিয়ে আনন্দ
 করতে ছিলে সদা সর্বক্ষণ।
 তাইতো ভার্য্য পুত্র হরে মুক্ত করে দিই তোমারে
 কর আমার সাধন ভজন।।
 আমি তোমার পুত্র হব তুমি ম'লে পিণ্ড দিব
 পুণ্যাম নরকে করব ত্রাণ।
 চিরদিন তোমার ঘরে তোমার আদ্যশ্রদ্ধ করে
 করব চিড়া-দধি পিণ্ডদান।।
 দধি চিড়ার মহোৎসবে অগ্রদ্বীপ পবিত্র হবে
 সবে তোমায় করবে প্রণিপাত।
 পৃথিবী ভরিবে যশে রাষ্ট্র হবে দেশে দেশে
 গোবিন্দ ঘোষের গোপীনাথ।।
 তবে কেন কান্না কর ভোগ-বাসনা সকল ছাড়
 কর আমার অর্চন বন্দন।
 অচিরে বৈকুণ্ঠে যাবে নিত্য সেবানন্দ পাবে
 কৃপা করবেন লক্ষ্মী নারায়ণ।।
 মুক্ত হয়ে অষ্টপাশে মজে নিত্য প্রেমরসে
 কর সদা নাম সংকীর্তন।
 এই পর্যন্ত করে শেষ ধূয়া ধরে সবিশেষ
 আরও কিছু করতেছি বর্ণন।।

ধূয়াঃ—

কোন্ সাহসে ঘর বাঁধিলি মন—দুকুল ভাঙা নদীর চরে—
 দেখি নিশিদিন তরঙ্গ এসে, কুলের মাটি ভেঙ্গে পড়ে।।

আত্মতত্ত্বঃ—

চক্ষে দেখে মায়া বালুর চর—
 ভুলের বাশে কেন এসে বাঁধিলি সুখের ঘর;

দিবানিশি অন্তরে ডর, কখন এ ঘর ভেসে পড়ে।
ও মন ভাঙন নদীর এমনি ধারা—

এ কুল ভাসে ওই কুল গড়ে।।

একে জীবন-নদী খরতর—

তার উপরে মোহের বান ডেকে হল তয়স্বর;
না জেনে তুই ঘরের খবর, বসে আছিস্ তার ভিতরে।
ও তুই লাভে মূলে সব হারাবি—

নদী যদি ভাঙন ধরে।।

ঘরখানা তো করেছিলি বেশ—

তরঙ্গের আতঙ্কে প্রাণে, নাইকো সুখের লেশ;
যা আছে তোর সব হবে শেষ, দেখতে পাবি দু'দিন পরে।
ও তোর ঘরের চালা যাবে উড়ে—

কাল বৈশাখীর প্রলয় ঝড়ে।।

মূল বক্তব্যঃ— শোন বলি ওহে গোবিন্দ—

(উত্তর)

চোখ থাকিতে মায়া'র ভূলে হয়েছ অন্ধ;
সংসারের অসার আনন্দ, বন্ধ করেছে তোমারে।
দিলেম বাধন কেটে অকপটে—

ভার্যা পুত্র হরণ করে।।

করোনা না আর মায়াতে রোদন—

হরি বলে মুছে ফেল অন্তরের বেদন;
দেখে ভার্যা পুত্রের বদন, যে শান্তি ছিল অন্তরে।
এখন তাই দিয়ে গোবিন্দ ভজ—

মজ প্রেম শান্তির আকরে।।

তুমি আমার করিলে সেবা—

আমি তোমার পুত্র হব ডাকিব বাবা;
এমন ছেলের বাবা হবা, কৃতান্ত যারে ভয় করে।
তোমার এই ছেলের হবেনা মরণ—

জন্ম কিবা জন্মান্তরে।।

দু'কুল ভাঙা নদীর চরে—

পয়ার পাচালীঃ—

(উত্তর)

বেশী কথা বলে আর নাহি প্রয়োজন।
মায়া-কাঁদা কেঁদো না আর করি নিবারণ।।
আমার আমার বল কারে আমার কেহ নয়।
পথিকে পথিকে যেমন পথের পরিচয়।।
অসত্যকে সত্য ভেবে কাঁদে জীব সবে।
অনিত্য এই দেহটা কি কারো সঙ্গে যাবে।।
এই দেহই ত্যজে যখন আত্মা যাবে চলে।
কেউ তোমারে ছোঁবেনা আর মড়া বলে।।
পুত্র বলে নয়ন জলের ধারা বহে বুকে।

তুমি ম'লে সেই পুত্রই আগুন দিবে মুখে ॥
 প্রাণ-প্রয়সী বলে যারে এত সোহাগ করা ।
 চিতায় যেতে পথে পথে দিবে গোময় ছড়া ॥
 এখন আমার সেবা কর দুঃখ পরিহরি ।
 অন্তকালে আমি তোমায় দিব চরণ-তরী ॥
 কৃষ্ণ প্রীতে যদি তুমি কর আশ্রয়দান ।
 সংসার সাগরে তোমায় করব পরিত্রাণ ॥
 এই পর্যন্ত আমি আমার ভাব সাঙ্গ করি ।
 বদন ভরে সবে মিলে বলুন হরি হরি ॥

সপ্তদশ অধ্যায় (খ)

ধূয়া

[টঙ্কা (প্রশ্ন) করে বা টঙ্কার জবাব দিয়ে কবিরাজগণ একখানা ধূয়া দেন (ডাক-ধূয়া), এবং আসর বন্ধনা করে ত্রিপদী ছন্দে ছড়া-পাঁচালীতে বক্তব্য বলতে থাকেন। কবিরাজ বক্তব্য পরিবেশনে যে ভাবালঙ্ঘন করবেন তার কিছুটা ইঙ্গিত ধূয়াতে পাওয়া যায়। ছড়া-পাঁচালীতে বক্তব্য শেষ করে আর একখানা ধূয়া দিয়ে ঐ ধূয়ার সুরে কবিরাজ কীর্তন-পাঁচালী শুরু করেন। সংগ্রহ থেকে নিদর্শন স্বরূপ কিছু ধূয়া নিচে দেওয়া গেল।]

১। মন-ভ্রমরা বলি তোরে শোন,—

এমন সুরসের বন ত্যাজ্য করে, যাস না রে কুরসের বন ॥

২। কোন্ বনে বাজায় গো বঁশী—প্রাণ নিল কাড়িয়া গো—

বারণ কর গো তারে যাইয়া ॥

৩। আমি ধুমিয়ে ছিলাম ঘরে—

সিদ্ধু পারের তরীখানি নিয়ে গেল চোরে ॥

৪। দিলের গৌসাই বিনে কে জানে—

ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে ॥

৫। প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে আবার এসেছি ॥

৬। তোরা আমারে দুখ না সজ্জনী—

আমার জাত মেরে রেখেছে ঘরে, গৌরঙ্গ গুণমণি ॥

৭। অবোধ মন রে আমার, মহিট্যা দেহের গুমান কইর না ॥

৮। আমার মন ত মানে না যাদু রে—আজ তোমার কথা শুনে ॥

৯। তোমরা প্রেম কর রে সুজন রসিক চাইয়া,—

বয়সের কালে করলেম প্রেম, বাড়ইর মহিয়া পাইয়া ॥

১০। হরি বলে ডাকলে পরে, রাখেন হরি রাঙ্গা পায় ॥

১১। অবোধ মন আমার, নিতাইর বাজারে হরি বল ॥

১২। মরি হয় রে হয় এই ছিল কপালে,—

এমন সাধের পাখা নষ্ট করল, ভাঙ খাওয়া মাতালে ॥

১৩। কলি ধন্য চৈতন্য হল মানুষ অবতার ॥

- ১৪। প্রেমের বাতাস লেগেছে যার গায়—
ও তার ঘরে থাকা দায়।।
- ১৫। ওমা দুর্গা গো দুর্গাতিনাশিনী—পতিতে করুণা কর গণেশজননী।।
- ১৬। মরি হায়রে হায় কপালে আগুন—বানরে কামড়াইয়া গেল পালানের বাগুন।।
- ১৭। আর কত কান্দিব আমি, পারঘাটায় দাঁড়াইয়া দীনবন্ধুরে—
আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া।।
- ১৮। বাজা বেণু সাজা ধেনু, আয় রে কানু, বনে যাই।।
- ১৯। মনের বনে হরিণটিরে মারলি একটি বাণে রে নিতুর বেইসে—
আমায় ঘর ছাড়া করিলি শর-সন্ধানে।।
- ২০। মন তুই বুঝলি না রে বুঝলি না রে, পরশমণি সাধুর বাজারে।।
- ২১। হরে কৃষ্ণ হরিনাম, বল রে আমার মন, বদন ভরিয়া রে—
অসাধনে দিন যায় বইয়া।।
- ২২। কানার হতে কুড়াল দিও না—গাছের জাধুরা থাকবে না।।
- ২৩। মরি হায় রে হায় মনোদুঃখেতে মরি—
ভেদা মাছে নষ্ট করল বেগুনের তরকারী।।
- ২৪। হারে ঐ শোন বাজে গো বাঁশী—যমুনা পুলিনে।।
- ২৫। পরম ধন পায় কি সহজ সাধনে,—
দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না, ব্রজগোপীর ভাব বিনে।।
- ২৬। এই দেশে আর রইতে চায় কি মন—
যে দেশে নাই একতা, নাই কৃষ্ণকথা, সে দেশ অরণ্যের মতন।।
- ২৭। দিন গেলে বসে বসে কান্দিবি—
ভবে আসা-যাওয়া কি যাতনা, যাওয়ার কালে জানবি।।
- ২৮। প্রেমের ভরা রসের গোরা, গোরা বড় রসিক সুজন।।
- ২৯। গৌসাইরে নি দেখছ গাছতলায়—ও গৌসাই লেজ লাড়ে আর খেজুর খায়।।
- ৩০। প্রেম করস তো খালি লইয়া আয় লো সুন্দরী।।
- ৩১। আগে না বুঝে পিরীত করে যে জনা—
ও তার চক্ষের জলে বালিশ ভেজে, ওইলে ঘুম আসে না।।
- ৩২। প্রেমিকেরা বুঝে ওনে প্রেম করিস—
পিরীত করবার কালে রসগোম্মা, ভাঙবার কালে গোল মরিচ।।
- ৩৩। পাখী আমায় ছেড়ে গেলি উড়ে, অনন্ত আকাশের গায়—
পাখী ফিরে আয়—ফিরে আয়রে।।
- ৩৪। পোড়া পিরীতে আমারে ছাড়ে না—শ্রীদাম ভাই, পোড়া....
- ৩৫। আর কি তোর সনে মোর দেখা হবে, সাগর কিনারায়—২
- ৩৬। ভবপারের বন্ধু তুমি, পরাণ তোমার নাম জানি না।।
- ৩৭। মন তুই বইসে রইলি কার আশায়,
আমার ভাঙ্গা বাড়ি ভাঙ্গিল ঘোলায়।।

- ৩৮। আমি তোর পিরীতের কেনা সব দিয়াছি তোরে—
সোণাবন্ধুরে—মনে লয় যা কর মোরে ॥
- ৩৯। আমার সোনা বন্ধুরে—অকালে ডুবাইস না সাধের তরী ॥
- ৪০। আগে না জেনে অকূলে ঝাঁপ দিও না ॥
- ৪১। সখী ধর গো আমায়—বন্ধুর বিচ্ছেদে বুঝি আমার প্রাণ যায় ॥
- ৪২। মরি হয় রে হয় এই ছিল কপালে—
হাজার টাকার বাগান খেল পাঁচসিকার ছাগলে ॥
- ৪৩। কাল কোকিল তুই ডাকিস না তমালের ডালে ॥
- ৪৪। একবার হরিবল, দিন ত গেল—অবোধ মন আমার ॥
- ৪৫। জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বইলে—ডাক ভোলা মন বাহু তুলে ॥
- ৪৬। হরি বল ২ বল ২ বলরে বদনে—
আর হবে না মানব জনম, হোঁবে না শমনে ॥
- ৪৭। ও তোর আসল কোঠায় তালা লাগাইয়া রে পাগল মন—
দোতলাতে রইয়েছ ঘুমাইয়া ॥
- ৪৮। মনুয়া মাঝিরে—কেমনে যাবি ভাঙ্গা তরী বাইয়া ॥
- ৪৯। মানুষ চিনলি না তারে,
নবরঙ্গ দেহের মাঝে বিরাজ করে কে রে ॥
- ৫০। আমি প্রেমভিখারী প্রেমের হরি, ভক্তের পুরাই বাসনা ॥
- ৫১। ছাড় অসার সংসার বাসনা—
মন তোর এই সুখে চিরদিন যাবে না ॥
- ৫২। হরি বইলে ডাক রসনা রে—হরি বইলে ডাক রসনা ॥
- ৫৩। আমার গৌরপ্রমে যে মজেছে—সে কি ঘরে রইতে পারে ॥
- ৫৪। নির্বাণ আগুন জ্বালাইয়া দিওনা রে—
আজ আমার মন ভাল না ॥
- ৫৫। ওগো বুঝি না বুঝি না আমি কিসে তুমি বেজার খুশী ॥
- ৫৬। সে যে আমার মন নিয়াছে, নাই বুঝি তার মনে ॥
- ৫৮। হারে ও পিয়ালবনের পাখি—
দরদী মোর কোন বনে, তোমার সনে দেখা আছে নাকি ॥
- ৫৯। মন ভ্রমরা চল দেশে যাই—
বিদেশে রইয়েছ বসে, দেশের দেশী নাই ॥
- ৬০। তমাল ডালে বইসে কোকিলায়, রাধাকৃষ্ণ গান গায় ॥
- ৬১। তারে ধরবি কেমনে—মনের হরিণ হারিয়ে গেছে মন্থা বনে ॥
- ৬২। বন্ধুয়ারে বিকাইলেম ঐ রাঙ্গা পায়—
কি করিবে বাপ আর মায় ॥
- ৬৪। সাধাসাধন করবি যদি—বাধ্য করগে আপন মনে ॥
- ৬৫। মনারে তোর সোনার তরী লোনায় দিচ্ছে খাইয়ারে—
কাল কাটালি ভাঙ্গা তরী বাইয়া ॥

- ৬৬। ঠাকুর আমার তুল্য দিল মন্দ না—যেন চামচোরার ছাও চন্দনা।
- ৬৭। বিধাতার কলমে কি কালি ছিল না—
এমন কর্মপোড়া জন্ম নিল, লেখল বই আর দেখল না।
- ৬৮। আমার হৃদয় বীণে তারে বিনে জানে না রে আর—
কে দিল মোর বীণার তারে এমন স্বাক্ষর।
- ৬৯। আমি জানি রে তোর বিবরণ—ঘোষের পো মামী চোরা কৃষ্ণধন।
- ৭০। আরে ও সূজন নাইয়া—কাল কাটালি ভাস্মা তরী বাইয়া।
- ৭১। কদমতলে জলের ঘাটে আয় গো তোরা দেখে আয়—
ওন্ ওন্ স্বরে কে বাঁশী বাজায়।
- ৭২। আমার পরাণ যারে চায়—
দিনের শেষে পথে বইসে কান্দি তার আশায়।
- ৭৩। আমার সোনার চাঁদ পাখি—
আমারে ভুলায়ে বন্ধুরে তুমি ঘুমাইছ না কি।
- ৭৪। হরি বইলে মনপ্রাণ কান্দে না—
পাখি না জানি কোন অপরাধে রাধাকৃষ্ণ বলে না।
- ৭৫। আরে ও সাগরপারের নেয়ে—
সাঁজের বেলা নিয়ে নাও, জোয়ার দিয়ে কোথায় যাও বেয়ে।
- ৭৬। এলাম বাথার গীতি গাইতে—মেঘলা দিনের পাগলা হাওয়াতে।
- ৭৭। আয় আমরা বাঙ্কাবাঙ্কি করে লই—আল্গা পিরীত করিস না লো সই।
- ৭৮। যে জন প্রেমে মইজেছে, তার কুলের গৌরব নাই—
আমার মনে বলে প্রাণ সঁপে দেই তার পায়।
- ৭৯। আমগাছে সুপারী ফলে ভাইরে, নারিকেল গাছে তাল—
দৈয়াল পাখির নাচনা দেখে, ব্যাঙে মারে ফাল গো।
- ৮০। দিন গেল মনুয়ারে—দিন গেল সময় গেল বইয়া—
দেখ না চেয়ে শমন আছে, শিয়রে দাঁড়াইয়া রে।
- ৮১। আমার মন বৈরাগ্য হল না—রঙ্গ রসে দিন ফুরাল, মনের আশা মিটল না।
- ৮২। শ্যাম পিরীতের পাগলা নাও, শুকনা দিয়া বাইয়া যাও—
কাদা খোঁচা মান না।
- ৮৩। পাগলা মন রে আমার—বিরজার কূলে থেকে না জান সীতার।
- ৮৪। কাক মারিতে কামান দাগা—এ কার্য ভাল না।
- ৮৫। যে বিড়ালে ইন্দুর মারে—মোচ্ দেখে যায় চিনা।
- ৮৬। আমি কার কাছে কই মনের বেদনা—
আমার হৃদয় জ্বলে দ্বিগুন জলে, জলে গেলে তা নিভে না।
- ৮৭। মরি হায়রে হায়, কচুবনে ডাউয়া ব্যাঙে হারমনি বাজায়।
- ৮৮। ওগো ললিতে, কাল বলে গেছে কৃষ্ণ না এল ফিরে।
- ৮৯। রাইকিশোরীর প্রেমের দেনা—তেনা পরায় শোধ হবে না।

- ৯০। মন আমার চঞ্চলারে—সদায় ভরে রাখি—
না ভজিলে রাধাকৃষ্ণ জঙ্গলিয়া পাখিরে।
- ৯১। মুখে হরি বোল বলে, তালে তালে তালে, নেচে নেচে আয়রে ভাই।
- ৯২। মধুর প্রেম তরঙ্গ উঠিল রে—শান্তিপুর নৈদানগরে।
- ৯৩। কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক হলে নয়নে যায় চিনা।
- ৯৪। নিমাইচাঁদ চাঁদরে—তোর মায় কাঁদে তোরে না দেখিয়া।
- ৯৫। যে কারণে সে কারণ—জান না ওহে তপোধন।
- ৯৬। রসিক জানে রসের মর্ম অন্যে জানে না।
- ৯৭। ভাবতে পারি না পরের ভাবনা রে—পোড়া মন কেন বুঝে না।
- ৯৮। জলে যাবি কি না লো সই—কানাইর কদম্বতলা দিয়া।
- ৯৯। পিরীত ভাঙলে বিচ্ছেদের আশুন নিতে না—
আমায় মন যারে কয় ভালবাসি, সে ত ভালবাসে না।
- ১০০। অঝোরে ঝরিছে আঁখি যাহার লাগিয়া রে—
এত জ্বালা কেমনে রব সইয়া।।
- ১০১। দুর্যোধন বল বিবরণ —
বিরাট রাজার গরু চুরি করলি কি কারণ।।
- ১০২। সখী আর আমায় —
শ্যাম দুলালী বলিস না কথায় কথায়।।
- ১০৩। হারে দয়াল গুরুজী —
জগৎকে তরাইলা গুরু, আমার উপায় কি।।
- ১০৪। এসেছি বাড়ি ছাড়ি, আর ত বাড়ি যাব না —
মায়ার ফাঁদে পড়ব না।।
- ১০৫। আপনে মানুষ, না হলে মানুষ, মানুষ চিনা বড় দায়।।
- ১০৬। জাগ কুলকুণ্ডলিনী, কালঘুমে ঘুমাবি কত।।
- ১০৭। আমি শুনেছি কার মোহনবাঁশরী, নিকুম রাতে কান পাতিয়া।।
- ১০৮। তোমারে করেছি মম জীবনের দ্রবতারা।।
- ১০৯। দেশের মানুষ ছিল যারা, দেশ ছাড়িয়া চইলে যায়—
মোদের কি হবে উপায়।।
- ১১০। হায় রে ভেসে গেছে আনন্দের বাজার—
আর ত বাজার মিলবে না।।

অষ্টাদশ অধ্যায় রঙ ফুকার বা মাল ফুকার

[রঙ ফুকার বা মাল ফুকার বিপক্ষ কবিরাজ বা তার দলের গায়ক গায়িকাদের লক্ষ্য করে ঠাট্টা বিদ্রূপ, কিংবা গানের উদ্যোক্তাদের ঠাট্টা বিচ্যুতি, শ্রোতাদের আচার-আচরণের প্রতি কটাক্ষ করে গাওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার জবাবও আদায় করা হয়।]

রঙ ফুকার—১। দেখি নকুল সরকার সুকৌশলে,
কয়টা নটী আনলো দলে, যাদুমন্ত্র শিখায়ে,
ওরা নাচে মাজা বাঁকায়ে।
সবাই বলে নকুল নকুল, কেউ ধরে না নকুলের ভুল,
সকল শ্রোতার মন করে লয় আকুল, নটীর নাচনা দেখায়ে।।
জবাবঃ— মিছে গাঁজা খেয়ে নেশার ঘোরে, ঠাট্টা করে গেলি মোরে,
নটী নিয়ে কবি গায় : আছে নটীর মান্য এ ধরায়।
ব্রজরসের পরিপাটি, কৃষ্ণ নট আর রাধা নটী,
ও তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী কপালকুটি—
প্রণাম দেয় সেই নটীর পায়।।

রঙ ফুকার—২। দেখি ঐ দলের রাজা যামিনী,
নূতন দল করেছেন তিনি, পুরান লাগে না ভাল :
তাইতে নূতন 'সরকার' জোটালো।
দলে দুইটা ছুকরী আছে, ঘাগরা পরে সভায় নাচে,
ধাকে ছোকরা 'সরকার' পাছে পাছে—সভাটা করলো আলো।।
জবাবঃ— বললে, যামিনী বেশ দল করেছে,
ছোকরা সরকার ছুকরীর পাশে, সভা আলো করেছে।
এলোকেশীর এলো চূলে, শরৎবাবু গেছেন ভূলে,
তাইতে হোঁড়া সাজতে বুড়াকালে, কচি সালুসা ধরেছে।।

রঙ ফুকার—৩। দিলি শালা বলে গালাগালি—
তাই শুনে মনে ব্যথা পাই : দুঃখ বলব কি বোনাই।
লোকে কয় বোন থাকিলে, শালা হয় বিয়ে দিলে,
কিন্তু শালাকে যে শালা বলে— তার মতো ছোট লোক আর নাই।।

রঙ ফুকার—৪। খাওয়াইল আ-বাইছ্যা খই,
(জলখাবারের নিন্দা) জনে আড়াই তোলা দই,
কাণ্ডটা হল কি অদ্ভুত;
দিয়ে দই টেপা টেপা পাতে পাতে—
পলাইল কালীচরণ শীলের পুত।
চুকা চুকা রাবণ্ড যত—
ঠিক যেমন পিত্তজ্বরের মূত।।

রঙ ফুকার—৫। সন্ধ্যারানী ইন্দুর মেয়ে, নতুন না' এর পুরান নেয়ে,
(গায়িকার প্রতি ইঙ্গিত) বুড়া রমেশ নাইয়া হয়ে, চিপা দাঁড়ায় লগি স্ক্যা।
জবাবঃ— বললে, চিপা দাঁড়ায় আমি নাকি মরছি লগি বাই।
তুমি নড়বড় নৌকার বুড়া নাইয়া, হালে পানি না পাইয়া,
মরছ তুমি দাঁড় বাইয়া, লগি মারার হিম্মৎ নাই।।

- রঙ ফুকার—৬। আছে কবিগানে রঙের ফুকার, কারো কারো মনের বিকার,
স্বীকার পাই সভার কাছে; তারা ফুকারের শিকার আছে।
নাইনটিন্ থাটি নাইন ইয়ারে, নাৎসী নেতা হের হিটলারে,
দারুণ কাল যুদ্ধ ঘটাবার পরে,—বদ রঙের দর বেড়েছে।।
- রঙ ফুকার—৭। রঙের ফুকার করবার তরে, কেহ কেহ সভার ধারে,
হুকুম করে করতে রঙ : পড়লেম পত্রিকাতে রঙ বেরঙ।
আমি কি রঙ করতে জানি, কেমন করে রঙে জিনি,
আমার বিপক্ষেতে সরকার যিনি, খুনি রঙের দুনি রঙ।।
- রঙ ফুকার—৮। আবার রঙের ফুকার করবার জন্য, কেহ হইয়া অগ্রগণ্য,
করতে কয় ফুকারে ফাইট;
কিন্তু আমার নাই সে রঙের আইট।
অসৎ রঙ করি যদ্যপি, অপযশ হয় সর্বব্যাপী,
আমি ক্ষুদ্র কেরোসিনের কুপি, বিপক্ষ হয় হাজাক লাইট।।
- রঙ ফুকার—৯। বাবু কাল চুল হয়েছে সাদা, গুংটি হল কাঁচা আদা,
আমি গাধা চিরকাল, : নাইকো আমার ভিতর রঙের মাল।
যা করেন সেই কমলাক্ষ, ফুকারেতে করি লক্ষ্য,
যিনি জন অদ্যকার সরকার বিপক্ষ, তিনি হলেন রঙ দুলাল।।
- রঙ ফুকার—১০। করতে রঙের ফুকার কর্তৃপক্ষে, আজ দেখি সভার সমক্ষে,
আদেশ দিলেন রমেশে :—
আমি রঙ করব কি উদ্দেশে।
দাঁড়ায়ে সভার ভিতর, অসৎ রঙে চিত্ত কাতর,
বাবু, কালওগে কেরোসিন আতর,
ইক্ষু রস খায় বায়সে।।
- রঙ ফুকার—১১। (জেলে সম্প্রদায়ভূক্ত কবির দলকে মাছের উপমা দিয়ে পরিহাস) :—
আজওবি এক কাব্যকথা, মন দিয়ে শুন সে সকল।
মরি হায়রে, আষাঢ়ে নূতন ঢলে,
শিং, মাগুর, কৈ, কাতলে, বেঁধেছে এক দল।।
ধন্যা, পুঁটা, খাদে দুটা, গজার আর ঘাগটে গায় মূলতানে :
চান্দা, ঢেলা, ইচা, ঘুঙ্গিয়া, মলা বৈলা,
আর চিতল চিতানে।
বোওয়াল, লাড়ী বাইম লেভী পাব্যা,
এই কয়টা মৈল ডাব্যা, ধরবে কোন স্থানে :
দলের নটুয়া কড়ি কটুয়া, মড়ার চটুয়া কাছিম মাঝখানে।।
- রঙ ফুকার—১২। (কবিরালের গাঢ়ি থেকে নয় পরস্যা চুরি উপলক্ষ্যে) :—
পুরাকান্দা গান করিয়া আইলাম সুওন্দিয়া।
মোদের মনে ছিল বাসনা, এখানে কবিগান কর্বী দু'জনা,
বিধির কিবা ঘটনা, দিল বেগুন দিয়া।।
আমরা এবার গেলে কোনকালে, ফিরে হবে না আসা—
দুঃখেতে বুক ফেটে যায়—সুওন্দিয়া হৈল কি চোরের বাসা?
(আছেন) ব্রাহ্মণ শূদ্র মজুমদার, তবে কেন অবিচার,

আজব তামাসা :

আমার নিদ্রাকালে গাঢ়ি খুলে, চোরে নিল নয় পয়সা ॥

রঙ ফুকার—১৩। (কবিরূপের জুতা চুরির ঘটনা উল্লেখ করে) :—

কালে কালে কলির ধর্ম হতেছে প্রবল।

রানু মালীর সঙ্গেতে, কবি সঙ্গীত গাইতে,

এথা এসে পেয়েছি তার ফল ॥

অকস্মাতে এ রাজ্যেতে মঠের মাথায় পড়ল কুড় :

এখন আর সাবেক ধরণ, নাই সে রামেশ্বরপুর।

ভদ্রলোক কয়েকজন, বুদ্ধে সাধো বিলক্ষণ,

যাঁদের করি জোড় :

সেই ভদ্রদের জাত মেরেছে, কয়েক শালা জুতা চোর ॥

রঙ ফুকার—১৪। (নির্দিষ্ট কবিরূপের পরিবর্তে অন্য কবিরূপ এলে) :—

বাবুগো, হাউস করে করলেন বায়না,

মন্দ বললে মানী লোকের মান থাকেনা,

বায়না নিল প্রসন্ন নলী :

নলী বেটার পরিবর্তে, রক্ষিত এলো কীর্তন করতে,

যেমন জজ সাহেবের একটিনিতে, চাপরাশী নেয় দরখাস্ত ॥

জবাবঃ—

বাবুগো, বিপক্ষেতে ফুকার করে,

ইংলণ্ডে আর রসুলপুরে, মধ্যে চিতশী :

ইংরাজের মেম নিল চোরে,—

জেলে দিল দিল গাজীরে,

কপালে খাপড়াইয়া মরে, উদ্ধব চন্দ্র চাপরাশী ॥

(চিতশী—পূর্ব বঙ্গে চাঁদপুর ও লাকসাম রেলপথের

মাঝে একটি স্টেশন)

রঙ ফুকার—১৫। (বায়না নিয়ে প্রথম শ্রেণীর কবিরূপের পরিবর্তে তৃতীয়

শ্রেণীর কবিরূপ এলে) :—

বলি বায়না নিল হরকুমার শীল,

সে এলো না হলো মুন্সিল,

দেখি দেবেশ্বর শীল, তার জায়গায় :

সে তো কোন মতে কাম চালায়।

যে শীল যেখানে খাটে,

কোন শীল দালানে ওঠে,

কোন শীলে মরিচ বাটে,

কোন শীল হয় পানসেরা ॥

রঙ ফুকার—১৬। (বিপক্ষ দলের দলকর্ত্রীকে ঠেস দিয়ে) :—

বাবু, ঐ দলের রাজা যামিনী, ঠিক যেন রূপের জামদানী,

বয়সে হয়েছে বুড়া :

তবু হাউস কমে নাই রস পুরা।

চুলী থাকে পায়রার টঙ্গে,

অশ্বিনী রয় খাট পালঙ্কে,

যত ক্যাতরা লাগে বেড়া ভাগে,

উমেশ বাজায় ডুধুরা ॥

রঙ ফুকর—১৭। (প্রথম পক্ষের কবিতা দ্বিতীয় কবিতালকে শালী
সম্বোধনে বললেন)—

“শালী মুখ সামালিয়া কথা বলিস,
নতুবা ধরিয়া মারিব।”

দ্বিতীয় পক্ষের জবাব :—

শালী বলে দিচ্ছি গালি,—
তাই শুনে প্রাণে ব্যথা পাই;
দুঃখ বলব কার ঠাই।
শুনেছি লোকে বলে, দরবারে ঠাই না পেলে,
এসে ঘরের মাউগের ধরে চলে,
তুই নাকি তাই করবি বোনাই।।

রঙ ফুকর—১৮। (বেঁটে খাটো কোটরগত চক্ষু বিপক্ষ কবিতাল কে
পেঁচার সঙ্গে তুলনা করলে তার জবাব) :—

বললে, আমায় জয়চাঁন বাচা,
বাইশ আবুল খোরইল্যা পেঁচা,
স্বীকার মেনে যাই।
আমি পেঁচা হয়ে গাছে উঠে,
উড়ে পড়ব বদলকোটে,
ঠোটে ঠোটে ঠোট মিলায়ে—
করবো খ ও-কারে রল।।

রঙ ফুকর—১৯। (থানার দারোগা গান শুনে আসরে এলে বিপক্ষ কবিতালকে
সতর্ক থাকার উপদেশ দান) :—

শুনরে শুন কানাই হতভাগা;
কি জন্মে হয়না পালিশ, কু-কথা কেন বলিস,
একটু সমঝে আসরেতে চলিস,
বসেছেন থানার দারোগা।।

জবাব:—

আর থানার এই দারোগা বাবু
আসরেতে হয়েছেন উদয়।
একস্থানে রান্না করি, যথার্থ বলতে পারি,
এ দলে কাইল করেছে লাকড়ি চুরি,—
তাতেই দারোগার আছে ভয়।।

রঙ ফুকর—২০। বাবু গো, শ্রীপঙ্কমীর নিয়ম মতে, বসন্ত গায় আসরেতে,
তার ব্যতিক্রম কি কারণ?

যাত্রা করে এসে হরি, বসন্ত গান করলে চুরি,
ব্রজের ননী চুরি মাখন চুরি, এই চুরিও সেই মতন।।

জবাব:—

বললে, যাত্রা করে এসে হরি, বসন্ত গান করলে চুরি,
চুরির বলিহারি যাই :
হরির জন্ম চুরির জন্য, চুরিবিদ্যায় হরি ধন্য,
কিন্তু জগবন্ধুর হাত পা শূন্য, চুরি করতে কায়দা নাই।।

- (জগবন্ধু দত্ত ও হরিচরণ আচার্য এই দুই কবিয়াল পরস্পরের নামকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে এই উচ্চস্তরের রঙ ফুকারটি তৈরী করেন)
- রঙ ফুকার—২১। চণ্ডী ঠাকুর বার্ষিক পেল, আর পেল কুমার রঘুনাথ;
তাদের একই বিক্রমপুর বাড়ি, মাইল দশেক তফাৎ।
এক বরণ একাকৃতি, এক বয়স এক প্রকৃতি,
কেবল হামানদিস্তার গুঁতাগুঁতি —
এই দুইটার একটারও নাই দাঁত ॥
- জবাবঃ—
মোদের হামানদিস্তার গুঁতাগুঁতি—
এই কথা তুমি গেয়ে যাও।
আমার ত বৃদ্ধাবস্থা, তোমার কি থাকবে আস্তা,
তোমার নৌকায় আছে হামানদিস্তা —
তথা গিয়া পান ছেঁচিয়া যাও ॥
- রঙ ফুকার—২২। (বিপক্ষ দলের কৃষ্ণবর্ণা গায়িকাকে লক্ষ্য করে) :—
বাবু, সুভাষিনী নামে ছেমড়ী, ঐ দলে যেন তিলের দামড়ী,
রূপে আসর কালো করেছে।
- জবাবঃ—
বললে সুভাষিনী নামে ছেমড়ী, কালো যেমন তিলের দামড়ী,
শুনে লাগে চমৎকার : করলে আচ্ছা রঙ ফুকার।
ও তোর বাপ ঠাকুর্দা মারা গেলে,
তিল আদ্যশ্রদ্ধ কালে,
এই তিলের দামড়ীর লেজটি ধরলে,
হতে পারে বৈতরণী পার ॥
- রঙ ফুকার—২৩। (বিপক্ষ দলের ঘোর কৃষ্ণবর্ণা অথচ সুকণ্ঠী গায়িকাকে লক্ষ্য করে) :—
বাবু, আমি নইগো নিন্দা কারী,
ঐ দলে আলকাতরা সুন্দরী,
তারে দেখে তাড়াতাড়ি, লুকায় শশধর ॥
- জবাবঃ—
বাবু, ফুকারে সবার সম্মুখে, আলকাতরা সুন্দরীর রূপে,
পালায় না কি শশধর :
বেটা, ধর ধর আমার কথা ধর :
লোকে বলে কথার কথা, মিথ্যা কি হবে এ কথা,
আছে রমণীর গুণ পতিব্রতা,
কোকিলের রূপ কণ্ঠধর।
- রঙ ফুকার—২৪। (সারবস্তাহীন বিরোধী পক্ষের জবাবের প্রতিক্রিয়ায়) :—
তোমার অ-ভাবের জবাবে আমার শাস্তি হয় না মন।
আমি জিজ্ঞাসি এসে যাহা, বিপরীত জবাব দেও তাহা,
নব্য সভাগণ যত সবাই দুঃখী মন ॥
যেমন দশরথের মৃত্যু শুনে—লঙ্কাতে বিধবা সেই নিকষা।
মহাপণ্ডিতের মতো বলেছ পুরল না আশা।
যেমন যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধন, কুন্তকর্ণ বিভীষণ,

চারজনে খেলতেছে পাশা :

এদিগে পাণ্ডুরাজার মৃত্যু শুনে—হয়েছে কীচকের গুরুদশা ॥

রঙ পুস্কর—২৫। (তালজ্ঞানহীন বিপক্ষ দলের গানের প্রতি কটাক্ষ) :—

ধুধু দিয়ে ছাতু ভিজালে জলে পড়ে কম।

দেখলাম এল জন পাঁচ ছয় জুটে,

চোখ বুঁজে সুর টানে এঁটে,

গান করে মরে ফুটে, তালের ঘরে ব্যোম (শূন্য) ॥

যদি হবি কবি, ধরণে কবি,—

বাছারে যদি কবির সঙ্গ পাস্ :

কবির ওঁছা, আগে তোর যুক্তি গোছা, শেষে গাস্।

যেমন গাবগাছে কলার মোচা, কমলার গাছে করমচা,

সেই ভাবের সাক্ষা বোল লাগাস :

একটা তালের ডোঙ্গায় রেখে পাছা—

বাছা তুই পদ্মাপারে যেতে চাস ॥

রঙ ফুস্কর—২৬। “আকাশেতে শিবা ডাকে হ্যা হ্যা রবে”—কবে কোথায় ঘটেছিল?

জবাব :—

(ক) সদা হ্যা হ্যা বলে মুখে, আকাশেতে শিবা ডাকে,

বাঁচাইতে লক্ষ্মণের প্রাণ : নিয়ে গন্ধমাদন হনুমান :

বায়ুপুত্র বায়ুভরে, আকাশ পথে যাত্রা করে,

তখন হ্যা রবে উচ্চৈঃস্বরে, শিবাতে করেছে গান ॥

(খ) যেদিন হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহন, শূন্য পথে হল স্থাপন,

নারদ মুনির চক্রেতে : কথা লিখা আছে শাস্ত্রেতে :

শৃগাল কুকুর সঙ্গে রেখে, হরিশ্চন্দ্র শূন্যে থাকে,

তখন আকাশেতে শিবায় ডাকে, হ্যা হ্যা রবেতে ॥

(গ) যেদিন ইন্দ্রের কোপানলে, বজ্র বারি বরিষণে,

ভাসে গোকুল বৃন্দাবন : রক্ষা করতে ব্রজবাসীগণ :

ধারণ করেন নন্দনন্দন, বাম করে গিরি গোবর্ধন,

ডাকে হ্যা হ্যা রবে তখন, গিরি পরে শিবাগণ ॥

পরিশিষ্ট (ক)

[পূর্ববঙ্গের কবিরাজদের জেলাওয়ারী নাম-ধাম]

ঢাকা

রামকুমার সরকার	ভাওয়াল	ধারিকা সরকার	কালিয়াচাপড়া
ভৈরব মজুমদার	জয়পাড়া	মনোরঞ্জন ঠাকুর (চক্রবর্তী)	দয়াগঞ্জ
হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী	ডৌকাদি	মধুসূদন সাহা	রহিমাবাজ
ভগবান আচার্য	পলাশ	মোহনবাঁশী কর্মকার	রাজখাড়া
বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী	পারুলিয়া	হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী	জিনারদি
রহিচরণ সূত্রধর	কালিয়াকুড়	রেবতী ঠাকুর	কামারকান্দা
চণ্ডী ঠাকুর (আচার্য/গণক)	মাওয়া	সর্বানন্দ আচার্য	সাধারচর
হরিচরণ আচার্য	নরসিংদি	হরিমোহন আচার্য	—
কানাই মালী	কুকুটিয়া	রসিক আচার্য	—
অম্বিকা পাটনী	বেণুপুর	কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	তন্তর
জ্ঞানেন্দ্র পাটনী	ঐ	মহেশ ঠাকুর	—
জয় হরি (জয় কৃষ্ণ) গোপ গোলকান্দাইল		মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	—
গঙ্গাচরণ আচার্য	রাজদি	ক্ষিতিমোহন কর্মকার	হাসারা
পঞ্চানন আচার্য	আলগী	কানাই সরকার	ঐ
রামকানাই আচার্য	ঐ	পাঁচকড়ি সরকার	—
নীলমণি চক্রবর্তী	ভুলতা	মহেশ মালী	—
রামকানাই সরকার	বিক্রমপুর	অবিনাশ সরকার	যাত্রাবাড়ী
দেবেন্দ্রকুমার সরকার (দাস)	হাসারা	বৃন্দাবন ঠাকুর	লক্ষ্মীবিলাস
মদন সরকার (শীল)	রাজখাড়া	কুমুদরঞ্জন সরকার	কুসুমহাটি
পূর্ণচরণ সূত্রধর	কালিয়াকুড়	উপেন্দ্র সরকার (কপালী)	—
(বড়) হরি সরকার	—	মাখন সরকার (বসাক)	বোয়ালিয়া
(ছোট) হরি সরকার	—		
নিশি সূত্রধর	কালিয়াকুড়	ধীরেন সরকার	ঐ
প্রহ্লাদ সরকার	নরসিংদি	রূপ বৈরাগী	রূপগঞ্জ
রাজমোহন সরকার	—	কামালী সরকার	নান্দীপাড়া
রাজেন্দ্র ভূঁইমালী	বিক্রমপুর	বিহারী সরকার	—
হরেন্দ্র সরকার	মাণিকগঞ্জ	মুকুন্দ চক্রবর্তী	কালিয়াকুড়
লোকনাথ সরকার	"	গোপাল শীল	রাজখাড়া
ভাসানী সরকার	"	বলাইদাস বৈরাগী	চরসিদ্ধু
সহদেব সরকার	"	কালীমোহন সরকার	পারুলিয়া
কাশীনাথ সরকার	"	তারিণীচরণ সরকার	মাসাব
দেবেন্দ্র দাস	জারিয়া	শ্রীঅমূল্যরতন সরকার	গাংড়ুবি

ময়মনসিংহ

লোকনাথ চক্রবর্তী	কাশীপুর	সর্বেশ্বর আচার্য	—
লোচন কর্মকার	আমতলা, নেত্রকোনা	হরিহর আচার্য	বিরুনীয়া
হারাইল বিশ্বাস	চহিরগাতিয়া	কালীচরণ দে	আইথর,
চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ	তারাচাপুর	শক্তিরাম কপালী	কাশীপুর
দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ	ঐ	শঙ্কু জেলে	—
কানাই নাথ	দগদগা	পরান কর্মকার	—
বল্লাই নাথ	ঐ	রামদয়াল নাথ	—
হরেকৃষ্ণ নাথ	ঘাটাইল	হরচন্দ্র চক্রবর্তী (আচার্য?)	বাহাদিয়া?
ছাড়া নাথ	সত্রশির	গোবিন্দ আচার্য	রামেশ্বরপুর
রামনাথ ভূঁইমালী	আউটপাড়া	কৃষ্ণমোহন মালী	—
রামগতি শীল	গাঙ্গাইল	কৃষ্ণমোহন দে	—
রামকানাই ভূঁইমালী	—	কালীকুমার ধর	বেতাটি
রামজয়	—	ঈশান দত্ত	গোবিন্দপুর
রামসুন্দর আচার্য	—	কিষ্কর শীল	রামেশ্বরপুর
রামকানাই নাথ	—	শক্তিরাম	—
মগল সাহা	—	মহেশ	—
সাধু মিয়া (সাধুচরণ সরকার)	—	নিতাই	—
মধু মিয়া	—	উপেন্দ্র	—
লাল মামুদ	—	কালাচাঁদ	—
বিজয়নারায়ণ আচার্য	নেত্রকোণা	কৈলাস শীল	—
তারাচাঁদ (অন্ধ কবি)	—	বৃন্দাবন	—
গৌরী ঠাকুর	—	কালীমোহন	—
অর্জুন ধুবী	—	দীননাথ দাস	—
দ্বারকা ঠাকুর	—	ভারত	—
জগৎ আচার্য	—	দয়া ধুবী	—
মহেশচন্দ্র সেন	কুষ্টিয়া	কানকড়ি পণ্ডিত	আস্মা

ফরিদপুর

বেচারাম সরকার	—	গঙ্গাচরণ সরকার	বাটিকামারী
ঈশ্বর বালা	গোহালা	মহিম শীল	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
তারিনীচরণ চট্টোপাধ্যায়	—	মহেন্দ্র শীল	ঐ
আনন্দ সরকার	দুর্গাপুর	দেবেন্দ্র শীল	ঐ
হরিবর সরকার	ঐ	মাধব সরকার (মুসলমান)	ঐ
মনোহর সরকার	ঐ	যাদব সরকার (ওহ)	—
মথুরানাথ বালা	গোহালা	বিন্দু বৈরাগী	কোটালীপাড়া
নারায়ণচন্দ্র বালা (দে সরকার)	ঐ	—	—
মদন বালা	ঐ	রজনী সরকার (বড়)	পাঁচ আইল

কোদাই বালা	ঐ	রজনী সরকার (ছোট)	নিজড়া
পরীক্ষিৎ বালা	ঐ	অধরচাঁদ সরকার	উজানচর
গোবিন্দ বালা	ঐ	বসন্ত সরকার	পীরের পাড়
জলধর ঠাকুর	বান্দাবাড়ী	শশী সরকার	ঘাগোর
হীরালাল	রাজবাড়ী	অধিকা সরকার	ভাঙ্গা
মতিলাল	ঐ	নিবারণ সরকার	গোপালগঞ্জ
ইসমাইল করিগর	গোয়ালন্দ	চন্দ্র সরকার	ঐ
জইনন্দি সরকার	গঙ্গানগর	রাজেন্দ্র সরকার	কোটালীপাড়া
বিষ্ণুবর সরকার	জিকাবাড়ী	চণ্ডী জোলা	—
যষ্ঠীবর সরকার	গোলাবাড়ী	নিবারণ মান্নি	—
কামিনী সরকার	কুড়ালতলা	(পাগলা) যাদব	—
বরদাকান্ত সরকার	বোয়ালমারী	কালীপদ সরকার	—
অধিকা সরকার	বাটিকামারী	আদিত্য সরকার	—
রাসবিহারী সরকার	জানদী	নিত্য গোপাল	—
বিনয় সরকার	সাতপাড়	নিশিকান্ত সরকার	ভৈরবনগর
শ্রীতমাল সরকার	—	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার	কান্দী
হরষিৎ ভট্টাচার্য	ডালিনা	শ্রীনিবাস সরকার	ঐ
শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	ডালিনা	শ্রী অসীম সরকার	সাতপাড়
শ্রীকালচাঁদ সরকার	—	—	—

বরিশাল

গোবিন্দ মালী	বাড়তি	গোপাল সরকার	মেমানিয়া
ভারত শীল	নবগ্রাম (গরঙ্গা)	উপেন্দ্র দাস	বাওনচিতনা
কুঞ্জবিহারী দত্ত	রঘুনাথপুর	শ্রীনাথ দাস	কামারচিড়া
শরৎ বৈরাগী	ঝালকাটি	নিশি অগ্রদানী	গাড়ুলিয়া
উমেশ শীল	নবগ্রাম (গরঙ্গা)	—	—
চন্দ্রকান্ত দাস	উঃ সাহাবাজপুর	যষ্ঠীচরণ করাণী	গাভা
প্রসন্ন নলি (সরকার)	গোবিন্দপুর	লালু নন্দী	সুন্দরকাটি
রামরূপ আচার্য	উঃ সাহাবাজপুর	অশ্বিনী সরকার	বল্লভপুর
হরি কপালী	ঐ	নিবারণ সরকার	—
রামসুন্দর আচার্য	ঐ	রাখাল ঠাকুর (আচার্য)	—
পরান আচার্য	ঐ	প্রকাশ শীল	—
খগেন্দ্র দাস	গোলকপুরা	অনন্ত সরকার	তারাবুনিয়া
কামিনী ঠাকুর	মুন্সীরহাট	সিদ্ধিশ্বর সরকার	—
রাধাকান্ত সরকার	ঝালকাটি	কুসুম কুমারী	ঝালকাটি
মনোমোহন সরকার	বাতুয়া	হরিচরণ নাথ	হিজলতলা
মঙ্গল সরকার	চর কালে খাঁ	নকুলেশ্বর সরকার	ঝালকাটি

ত্রিপুরা

জয়চন্দ্র মজুমদার	পাইকপাড়া	রামচন্দ্র মাষ্টার	কুড়পাই
জগবন্ধু দত্ত	ঐ	অনঙ্গ সরকার	ঐ
গৌর সরকার (গোলক)	খলিলপুর	অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ	আন্দিকুট
মহেন্দ্র সরকার (ধুপী)	ঐ	কানাই নাথ	—
গোবিন্দ সরকার (ধুপী)	ঐ	কৃষ্ণধন সরকার	—
হরকুমার শীল	হোসেনপুর	ভগবান সেন	—
বৈষ্ণবচরণ দাস	সাঁইতলা	জগৎ ঘোষ	পিওর
দুর্গাচরণ সরকার	ভাসখলা	শশী দে	ঐ
চৈতন্য শীল	সক্দি		
শচীন্দ্র শীল	ঐ	শঙ্কর আচার্য	দারোগা
কালীকুমার দত্ত	চালতাতলী	দীননাথ ঘোষ	বাজাপ্তি
হেমকুমার দত্ত	ঐ	নিকুঞ্জ বণিক	—
উদয় ঠাকুর	ধানুকা	জগদীশ দে	ছাপাড়া
নগরবাসী শীল	খাগারতা	হরিমোহন আচার্য	বাজাপতি
রজনী শীল	ঐ	যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার	ফরকাবাজ
গুরুচরণ সরকার	দোললাই	রাইহরণ সরকার	ভাসখলা
		রক্ষাকর চক্রবর্তী	—
রজনী দে	খোলামুড়া	শ্রীকালশশী চক্রবর্তী	বাবুরহাট
ভগবান দে	পিওর		

নোয়াখালী

ধর্মনারায়ণ রক্ষিত	দেবপাড়া	নগেন্দ্র নট্ট	আলমপুর
গুরুচরণ রক্ষিত	ঘাটলা	সুবল ভট্ট	সুলতানপুর
কালীকুমার দে (মাষ্টার)	বৈচৈর	আনন্দচন্দ্র দাস	চরবন্দু
কাশীনাথ নট্ট	মহেশদিয়া	যোগেন্দ্র দাস	ঐ
তারিনীচরণ নট্ট	কল্যাণপুর	গোপাল নট্ট	বিশুপু
ভগবতী ডুইয়া	রামদি	জ্যোতিষ গণ	ধর্মপুর
তারক পণ্ডিত	ওগলি	মহেন্দ্র মজুমদার	সোমপাড়া
রমেশচন্দ্র আচার্য	শিবপুর	অন্নদাচরণ নট্ট	নরোত্তমপুর
অক্ষয় আচার্য	পাইনালা	বঙ্গচন্দ্র নট্ট	বিশুপু
চন্দ্রকান্ত আচার্য	—	যোগেন্দ্রচন্দ্র নট্ট	ইন্দ্রপুর
অম্বিকা লোধ	করটখিল	নন্দকুমার দাস	চরবন্দু
বিপিন সরকার	করপাড়া	শ্রীরাম দাস	ন্যায়মণ্ডি (সন্দীপ)
বসন্ত লোধ	ঢলটা	প্রাণকৃষ্ণ দাস	হুদ্রাখালী (ঐ)
সারদা সরকার	দত্তপাড়া	অন্নদা সরকার	—
সুরথ সরকার	ঐ	নরহরি সরকার	—

খুলনা

মহিমচরণ সরকার	কাটাদুরা	রসিকলাল বৈরাগী	মালগাজী
মথুর দেবসরকার	লালচন্দ্রপুর	বিপিন সরকার	খণ্ডগ্রাম
বিধুভূষণ দেবসরকার	"	অক্ষয়কুমার সরকার	বলাবুনিয়া
নদেরচাঁদ সরকার	বৈঝাকি	প্রিয়নাথ সরকার	চালনা
নদেরচাঁদ সরকার	বোড়াশির	রাজেন্দ্র সরকার	বসুরাবাদ
রসিক ঠাকুর	ভৌয়াতলা	গৌরচন্দ্র সরকার	কাইনমারী
পুলিন সরকার	"	আদ্যনাথ ঠাকুর	পাঁচপাড়া
হরিবর সরকার (ছোট)	বুড়ীরডাঙ্গা	রাইচরণ সরকার	ডোবা
দ্বিজবর সরকার	"	বেণীমাধব সরকার	আজোপাড়া
শরৎ সরকার	—	দুর্গাচরণ সরকার	জয়ডিহি
হরমোহন সরকার	—	কালীচরণ সরকার	মান্দারতলী
রামদয়াল ধুপী	—	জলধর পাটারী	রামজীবনপুর
নেপাল ধুপী	—	রাজেন্দ্রনাথ সরকার	চুনখোলা
মাখন সরকার	—	শ্রী অনাদিজ্ঞান সরকার	চুনখোলা
পরেশ সরকার	—	শ্রী স্বরপেন্দু সরকার	—
শ্রীমনোরঞ্জন সরকার	—	শ্রীনারায়ণ বালা	—

ঘশোহর

তারক কাড়াল	জয়পুর	অবিনাশ পাটনী	—
রাসমোহন দাস	—	অধর মালো	—
সূর্যকুমার চক্রবর্তী	দেবীপুর	বিনোদ সরকার (বড়)	—
কালীচরণ দাস	আউড়িয়া	বিনোদ সরকার (ছোট)	—
অক্ষয়দাস বৈরাগী	—	পুলিন সরকার	কোদ্রা
রাইচরণ মালো	হাড়িয়াঘোপ	যোগেন্দ্র শীল	যোগনিয়া
রসময় মালো	—	কিরণ শীল	"
পঞ্চানন দত্ত	—	রাজেন্দ্রনাথ সরকার	—
ছারিক জেলে	—	বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী	ডুমদি
বৃন্দাবন মালো	খৈলসা	রসিকলাল সরকার	—
		শ্রীমতী সন্ধ্যারানী সরকার	—

শ্রীহট্ট

যামিনী দত্ত	—	হরি পাটনী	—
ঈশান দত্ত (পাঠক)	হবিগঞ্জ	বিপিন পাল	—

চট্টগ্রাম

রমেশচন্দ্র শীল	গোমদত্তী	চিত্তাহরণ	—
মোহন বাশী	—	ফণী বড়ুয়া	পাঁচখাইন

পরিশিষ্ট (খ)

স্বীকৃতি : সংগ্রহ সূত্র

[মুদ্রিত পত্রপত্রিকা ও পুস্তকাদি]

১. বান্ধব — পৌষ, ১২৮২	(‘কবিগান’ প্রবন্ধ—লেখকের নাম নেই)
২. নব্যভারত — পৌষ, ১২৯০	(‘নারায়ণ চন্দ্র দেব’—গগনচন্দ্র হোম)
৩. আদর্শ কবি (১২৯৫)	মহেশচন্দ্র সেন
৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	দীনেশচন্দ্র সেন
৫. বঙ্গসাহিত্য পরিচয়	দীনেশচন্দ্র সেন
৬. কবির ঝঙ্কার	হরিচরণ আচার্য
৭. বঙ্গের কবির লড়াই	হরিচরণ আচার্য
৮. যশোহর-খুলনার ইতিহাস	সতীশচন্দ্র মিত্র
৯. আনন্দবাজার পত্রিকা — ৩১ আষাঢ় ১৪ শ্রাবণ, ১৩৪৬	(কবিগান: পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ)
১০. দেশ — ৫ ও ১২ আশ্বিন, ১৩৪৭	বিক্রমপুরের কবিগান: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১১. সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি	অনাথবন্ধু বেদজ
১২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
১৩. সন্দ্বীপের ইতিহাস	রাজকুমার চক্রবর্তী ও অনঙ্গমোহন দাস
১৪. নোয়াখালীর ইতিকথা	নলিনীরঞ্জন মিত্র
১৫. সংসদ (সাহিত্যপত্র)	সং: অধ্যাপক কালীপদ সেন
১৬. কবিগান (সাহিত্য পত্র)	সং: ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ
১৭. কুশানু (সাহিত্য পত্র)	সং: দীনেশচন্দ্র সিংহ
১৮. কবিয়াল : কবিগান	দীনেশচন্দ্র সিংহ
১৯. পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবিসঙ্গীত	দীনেশচন্দ্র সিংহ
২০. পূর্ববঙ্গের কবিগান	দীনেশচন্দ্র সিংহ (কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)
২১. নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ	দীনেশচন্দ্র সিংহ
২২. নবুলেশ্বর গীতিমালা	দীনেশচন্দ্র সিংহ
২৩. ময়মনসিংহ শহর থেকে প্রকাশিত ‘সৌরভ’ পত্রিকায়	(সম্পাদক : কেশরনাথ মজুমদার এবং পরে নরেন্দ্রনাথ মজুমদার) প্রকাশিত

নিম্নোক্ত প্রবন্ধ সমূহ :

১৩২১	বৈশাখ	— মালীর যোগান (কবিগান প্রসঙ্গে)	চন্দ্রকুমার দে
১৩২১	জ্যৈষ্ঠ	— ময়মনসিংহের দাও রায়	চন্দ্রকুমার দে
১৩২১	অগ্রহায়ন	— রামগতির টপ্পা	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২১	মাঘ	— রামু সরকার	বিজয়নারায়ণ আচার্য

১৩২১	চৈত্র	—	কবিগান সংগ্রহ	উপেন্দ্রকিশোর সোম
১৩২২	শ্রাবণ	—	অন্ধ কবিওয়ালা তারাচাঁদ	মনোরঞ্জন চৌধুরী
১৩২৩	—	—	তিনটি টপ্পা	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৩	বৈশাখ	—	ভক্তকবি লাল মামুদ	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৩	—	—	ময়মনসিংহের কবিগান	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৬	আশ্বিন	—	কবি লোচন কর্মকার	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৬	পৌষ	—	প্রাচীন কবিগান	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৬	চৈত্র	—	ময়মনসিংহের কবিকাহিনী (কবি হারাইল বিশ্বাস)	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৭	মাঘ	—	ময়মনসিংহের কবিকাহিনী (কবি কালীচরণ)	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৮	মাঘ	—	ময়মনসিংহের কবিকাহিনী (কবি লোকনাথ চক্রবর্তী)	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৯	কার্তিক	—	ময়মনসিংহের কবিকাহিনী (কবি গোবিন্দ ঠাকুর ও কিঙ্কর শীল)	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩২৯	চৈত্র	—	কবির লড়াই	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩০	বৈশাখ	—	রামগতির টপ্পা	মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিভূষণ
১৩৩২	আশ্বিন	—	আগমনী	বিজয়নারায়ণ আচার্য
১৩৩৩	আশ্বিন	—	প্রবন্ধ	পূর্ণচন্দ্র আচার্য
১৩৩৩	মাঘ	—	কবিগান	রাজেন্দ্রকিশোর সেন
১৩৩৪	শ্রাবণ	—	রামগতির টপ্পা	দেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ
১৩৩৪	ভাদ্র	—	রামগতির টপ্পা	চন্দ্রকুমার দে
১৩৩৪	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	—	রামগতির টপ্পা	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৪	পৌষ	—	* বিজয়নারায়ণ আচার্য	যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১৩৩৪	মাঘ	—	কবিগান	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৪	ফাল্গুন	—	কবিগান (২)	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৪	চৈত্র	—	কবিগান (৩)	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৫	জ্যৈষ্ঠ	—	কবিগান (৪)	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৫	আষাঢ়	—	ময়মনসিংহের কবিগান	শ্রীশচন্দ্র উকিল
১৩৩৫	শ্রাবণ	—	কবিগান (৫)	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৫	ভাদ্র	—	কবিগান (৬)	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৫	আশ্বিন	—	কবিগান	শ্রীশচন্দ্র উকিল

১৩৩৫	কার্তিক	—	কবিগান (৭)	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৫	অগ্রহায়ন	—	কবিগান (৮)	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৫	পৌষ	—	কবিগান	মহেশচন্দ্র কবিভূষণ
১৩৩৭	চৈত্র	—	সমালোচনা ('কবির স্বাক্ষর' গ্রন্থ)	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

[ব্যক্তিগত যোগাযোগ সূত্রে প্রাপ্ত]

১. কবিয়াল* নকুলেশ্বর সরকার :	ঝালকাটি, বরিশাল (পরে চাকদহ, নদীয়া)
২. কবিয়াল* হরিচরণ সরকার :	হিজলতলা, বরিশাল (পরে চাকদহ, নদীয়া)
৩. কবিয়াল* নারায়ণচন্দ্র বালা (দে সরকার) :	গোহালা, ফরিদপুর (পরে বড়িয়া, কলিকাতা)
৪. কবিয়াল* রমেশচন্দ্র আচার্য :	শিবপুর, নোয়াখালী
৫. কবিয়াল* রাজেন্দ্রনাথ সরকার :	চুনখোলা, খুলনা
৬. কবিয়াল* নিশিকান্ত সরকার :	ভৈরবনগর, ফরিদপুর (পরে শান্তিনগর, উঃ ২৪ পরগণা)
৭. কবিয়াল* বিজয়কৃষ্ণ সরকার :	ডুমদি, যশোহর, (পরে কেউটিয়া, উঃ ২৪ পরগণা)
৮. কবিয়াল শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য :	ডালিনা, ফরিদপুর (অধুনা বিদ্যাসাগর কলোনী, যাদবপুর কলিকাতা)
৯. কবিয়াল শ্রীঅমূল্যরতন সরকার :	গাংড়ুবি, ঢাকা, (অধুনা বেধুয়াডহরী, নদীয়া)
১০. কবিয়াল* কালীচরণ দাস :	আউড়িয়া, যশোহর (পরে বাটানগর, দঃ ২৪ পরগণা)
১১. কবিয়াল শ্রীকালোশশী চক্রবর্তী :	বাবুরহাট, ত্রিপুরা (অধুনা মেটিয়াক্রজ কলিকাতা)
১২. কবিয়াল তারিণীচরণ সরকার :	মাসাব, ঢাকা
১৩. কবিয়াল শ্রীঅনাদিজ্ঞান সরকার :	চুনখোলা, খুলনা, (অধুনা ঠাকুরনগর, উঃ ২৪ পরগণা)

বি. প্র : (ক) কবিয়াল নকুলেশ্বর জীবিতাবস্থায় তাঁর গান ও জবাবের খাতাপত্র সব আমাকে দিয়ে যান।

(খ) কবিয়াল হরিচরণ সরকারের গান ও জবাবের খাতাগুলি তাঁর মধ্যমপুত্র বিনোদ সরকার ও তার সুযোগ্য সহধর্মিণী আমার হাতে তুলে দেন। এসব খাতাপত্রে কবির নিজস্ব রচনা ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রাচীন কবির রচিত গান ও জবাব পাওয়া যায়।

(গ) কবিয়াল নারায়ণচন্দ্র বালা (দে সরকার) তাঁর নিজস্ব গান এবং জবাব ছাড়াও তাঁর পূর্বকার দুই পুত্র কবিয়ালদের গান ও জবাবের পাণ্ডুলিপি সব আমার হাতে দিয়ে যান। গত শতাব্দীর বেশ কয়েকজন প্রাচীন ওস্তাদ কবিয়ালার পাণ্ডুলিপিগুলিও (চতুর্দশ অধ্যায়ে মুদ্রিত) তাঁর কাছ থেকেই পাই।

- (ঘ) কবিয়াল রমেশচন্দ্র আচার্য আমার মাতুলালয়ে (সিন্দুরকহিত, নোয়াখালী) এসে তাঁর জবাব গানগুলি মুখে মুখে তৈরী করে দিয়েছিলেন।
- (ঙ) কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের গান ও জবাবগুলি তাঁর ভ্রাতৃপুত্র কবিয়াল শ্রীঅনাদিভ্রান সরকার ও শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকারের (আংরেইল, উঃ ২৪ পরগণা) কাছে থেকে পাই।
- (চ) শ্রীহরেন্দ্রকুমার নন্দী (বাবুপুর, নোয়াখালী, অধুনা ডিগবয়, আসাম নিবাসী) গান সংগ্রহে প্রভূত সাহায্য করেন।
- (ছ) নোয়াখালী জেলার জিরতলী গ্রামবাসী (পরে গানোপুর, নদীয়া)* নগেন্দ্রকুমার দাস তাদের দলের গানের খাতা থেকে বহু কবিয়ালের গান লিখে নিতে দিয়েছিলেন।
- (জ) নোয়াখালী জেলার বানদত্ত গ্রামবাসী (পরে তিনসুকিয়া, আসাম) বিশিষ্ট কবির সোহার প্রিয়নাথ চক্রবর্তী বেশ কিছু কবিগান লিখে পাঠান।
- (ঝ) নোয়াখালী জেলার রূপাচরা গ্রামের (পরে দিগনগর, নদীয়া) বিশিষ্ট গায়ক *মনোহর বৈষ্ণব তাদের দলের গানের খাতা থেকে গান লিখে নিতে সাহায্য করেন।
- (ঞ) কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকারের ভাগবত শিষ্য শ্রীরঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের (খুলনা, বর্তমানে ব্যারাকপুর বাসী) কাছে রক্ষিত কবির টম্বা জবাবের খাতাটি পেয়েছি।

এ ছাড়াও ভারত ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে আরো বহু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগে এবং বছরের পর বছর বিভিন্ন স্থানে কবির দলের সঙ্গে গানের আসরে উপস্থিত থেকেও বহুগান জবাব সংগ্রহ করেছি।

ডঃ দীনেশচন্দ্র লিখিত ও সম্পাদিত পূর্ববঙ্গের কবিগান ও কবিতা
বিষয়ক গ্রন্থরাজি সম্পর্কে সুধীসমাজের অভিমত :

কবিতা কবিগান

“নতুন জিনিসের সন্ধান পেয়ে মন সচেতন ও কৌতুহলী হয়ে উঠল। প্রচুর সংগ্রহ দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। গ্রামীণ কবিগানের কোন তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা বা যত্নকৃত সংগ্রহ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের বহু কবিওয়ালা ও কবিগানের পরিচয় এই আলোচনা গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। বলতে গেলে এটি কবিগানের বিশ্বকোষ বিশেষ। পূর্ববঙ্গে কবিগানের যে বিপুল প্রচলন ছিল, যারা ধারা বঙ্গবিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তার বিচিত্র ইতিহাসটি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সিংহের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে (‘কবিতা : কবিগান’) সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।.....

এ অঞ্চলের অসংখ্য কবিওয়ালার (‘সরকার’) জীবনী ও নানা তথ্য সংগ্রহ করে শ্রীযুক্ত সিংহ বাংলা সাহিত্যের একটি বড়ো অভাব দূর করলেন।”

—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

“শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহের সনিষ্ঠ প্রযত্নে লেখা বিরাট বই (পৃষ্ঠা ৫১০) হাতে নিয়ে আমার অনুসিদ্ধান্তের সমর্থন মিললো। এই বইয়ের উপজীব্য হলো, দেশ বিভাগ পর্যন্ত সজীব ও জনপ্রিয় পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কবিগান ও তার কবিতাদেশের কথা। কলিকাতা থেকে অবলুপ্ত হলেও কবিসমাজ ও রসগ্রাহী শ্রোতার কেমন প্রবলভাবে ছিলেন এই বইয়ে তারই বর্ণনামূলক বিবরণ ও তথ্যনিষ্ঠ সমাজ-ইতিহাস মেলে। বহু গানের অবিকল উদ্ধৃতির ফলে বইটি নির্ভরযোগ্য সংকলন গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।”

সুধীর চক্রবর্তী — দেশ

“পূর্ব বাংলার কবিতাদেশের আর কবিগানের কাহিনী ও তথ্য নিয়ে বই তৈরী করে কেউ যদি হঠাৎ হাজির হন তবে চমকে যেতেই হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি ঐ রকমেরই এক আশ্চর্য আগন্তুক। গ্রন্থখানি গবেষণার পক্ষে নিঃসন্দেহে এক দামী মিউজিয়াম সদৃশ।”

হিরণ মিত্র — যুগান্তর

“পূর্ব বাংলার প্রায়-লুপ্ত কবিগানের পরিচয়। লেখকের গবেষকের দৃষ্টি আছে। তাঁর ভাষা সাবলীল। ফলে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সত্ত্বেও বইটি পড়তে ভাল লাগে। বইটি প্রকৃতই কবিগানের এক মহাভারত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা দেশের একটি অমূল্য সম্পদ লেখক অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

—সত্যযুগ

নকুলেশ্বর গীতিমাল্য

“জীবনের তাপে উষ্ণ, ব্যথায় সিক্ত এসব গান আন্তরিক ও দ্বিধাহীন। অনমনীয় জীবনী শক্তি, অমোঘ স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ব-প্রতিভা ও প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ নকুলেশ্বরের জীবনের মতো তাঁর গানগুলিও জীবনস্পন্দী ও রক্তিম।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা

“এ-কালের কবিগানের অসাধারণ ব্যক্তিপুরুষ নকুলেশ্বর সরকারের রচনাসংগ্রহ বঙ্গ সংস্কৃতির হেমভাণ্ডারে একটি রত্নকৌটা বিশেষ।”

—দৈনিক বসুমতী

“উল্লেখযোগ্য গীতি সম্বয়ন : ঐতিহ্যসচেতন ও লোকাযত। নিছক কবিরাজ তিনি নন, তাঁকে বলা যেতে পারে চারণ কবি। সমকালীন স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কিত গীতিরও তিনি রচয়িতা। বাংলার মাটি জল আর মানুষের সঙ্গে নকুলেশ্বরের আত্মিক সম্পর্কহেতু গীতিগুলিতে উপভোগ্য আন্তরিকতার স্বাদ পাওয়া যায়।”

—গণশক্তি

“প্রখ্যাত কবিরাজ নকুলেশ্বর সরকারের গানগুলি সঙ্কলিত করে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সিংহ একটা বড়ো কাজ করলেন। শ্রীসিংহ তাঁর ‘কবিরাজ : কবিগান’ রচনা করে জনগণের অকৃত্রিম শিল্পীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পরিচয় সাধন করে দিয়েছেন। ‘নকুলেশ্বর গীতিমাল্য’ রচনা করে তিনি আর এক ধাপ এতলেন।

এই সঙ্কলনে এমন অনেক গান আছে যে গুলিকে ভালো গীতি কবিতা বা লিরিক বলে সাব্যস্ত করা যায়। বিশেষ করে “যেন দীপ হয়ে জন্ম ধরি”, “ধূসর বরণ সন্ধ্যা তপন আঁধার হয়ে আসে,” বা “চৈতি রাতের ঝড়ো হাওয়া লাগল এসে গায়”। কবিগানের ভাষার স্থূলতা চোখে পড়ে না। নকুলেশ্বর কবিরাজ শুধু নন, কবিও বটেন।

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ববঙ্গের কবিরায়াল কবিসঙ্গীত

“পূর্ববঙ্গের কবিগান ও কবিরায়াল সম্প্রদায় সম্বন্ধে অযুত তথ্যের খনি এ এক বিশাল গ্রন্থ। এতে শুধু যে বহু সংখ্যক বিশিষ্ট কবিরায়ালের জীবন বৃত্তান্তই কেবল সঙ্কলিত হয়েছে তা-ই নয়, তাঁদের রচিত কবিগানের বিচিত্র নমুনা এবং বিবিধ প্রকারের গানের শ্রেণী একত্র সম্মিলিত হয়ে এই গ্রন্থশালা বিচিত্র শাখা-প্রশাখা সমন্বিত এক মহামহীকহের আকার ধারণ করেছে। এই গ্রন্থখানার তুলনা নেই।”

নারায়ণ চৌধুরী — দৈনিক বসুমতী

“ময়মনসিংহ গীতিকা তথা পূর্ববঙ্গ গীতিকা, গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতির পাশে এই গ্রন্থ এখন সগৌরবে বিরাজ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্তের পরে এ একটা কাজের কাজ হল। অবহেলা ও বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে এ এক উজ্জ্বল উদ্ধার।”

বারিদবরণ ঘোষ — দেশ

“পূর্ববঙ্গের কবিরায়াল কবিসঙ্গীত নিয়ে অসামান্য গবেষণা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কর্মের সঙ্গে যুক্ত ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর চারশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠার সুমার্জিত পরিচ্ছন্ন গ্রন্থে ঐতিহ্যবাহী কবিগানের যে সংগ্রহ ও সমীক্ষা প্রস্তুত করেছেন তা এক কথায় বিস্ময় কর।.....

বাংলা বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে ডঃ সিংহের ‘পূর্ববঙ্গের কবিরায়াল কবিসঙ্গীত’ গতানুগতিকতার একটা ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।”

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় — গণশক্তি

পূর্ববঙ্গের কবিগান

"The history and documentary records of Kabi-songs and Kabiwallas, (known as 'Sarkar'), collected by Dr. Dinesh Chandra Sinha, will be deemed as the source book of the subject. Inquisitive readers, wishing to get glimpse of the genesis and historical development of Kabi-song in East Bengal, will find everything they want to know so far this branch is concerned. I hope this valuable work will be accepted as a commendable production from the mature pen of a life-long researcher. But for his sincere effort, this branch would have died a premature death."

prof. Asit Kumar Bandhyopadhyaya

"There have been books, some of which are thesis for the University degree, on this paiticulen branch of Benqali literature, but the present one is a pioneering work in the sense that so far there has been no such study of Kavigan of East Bengal Such a thorough study of Kavi-songs of East Bengal have never been made before. The author has worked on it for a number of years. He has shown the rich variety of subjects, their interesting form, and thus had made his account an important source-book."

ডঃ ভবতোষ দত্ত — রবীন্দ্র অধ্যাপক, বিশ্বভারতী

"আপনার 'কবিয়াল : কবিগান' 'পূর্ববঙ্গের কবিগান' 'পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত' ও 'নকুলেশ্বর গীতিমালা' — গ্রন্থ চারটির জন্য কবিগানের সমজ্ঞদার, কবিগানের সমধর্মী রসিক শ্রোতা এবং বাঙালী সংকৃতিশীল সাহিত্য প্রেমিকগণ আপনার নিকট চিরকণ্ঠে আবদ্ধ থাকবেন সন্দেহ নেই। আপনি বঙ্গ সংস্কৃতির একটি প্রদোষ অন্ধকার কোণ ষোলকলায় পূর্ণ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত করেছেন। প্রায় পৌনে দু'শ বৎসরের প্রাচীন পূর্ববঙ্গের কবিগান এই প্রথম সারস্বত সমাদর লাভ করল। কবি-সঙ্গীতের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য নিরূপণ করে আপনি পূর্ববাংলার কবিয়ালদের মনীষা যথার্থ আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মনীষার সঙ্গে আপনার প্রতিভাও চিরভাস্বর হয়ে রইল।"

ডঃ মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী — নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

‘আপনার দীর্ঘ দিনের গবেষণা লব্ধ ফসল ‘কবিতাল : কবিগান’ গ্রন্থটি একাধিকবার পাঠ করেছি। ঊনবিংশ শতকের কবিগানের স্বর্ণযুগের বৈচিত্র্যময় রূপ ও বাংলার গৌরব কবি ও দার্শনিক এবং কবিগানের সহজিয়া কবিগণাকর হরিচরণ আচার্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে গ্রাম বাংলার জনমানসকে সংহতির চেতনায় সজ্জবদ্ধ করে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছিলেন। আপনার অক্লান্ত পরিশ্রম লব্ধ অমূল্য গ্রন্থটি কবিতাল জগৎকে নিঃসন্দেহে চির সজ্জিবনী করে রাখবে।”

শ্রীজগদীশচন্দ্র আচার্য
কবি হরিচরণ গবেষণাগার
আগরতলা, ত্রিপুরা

‘আপনার সাধনা ও সচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের লুপ্তপ্রায় কবিগান যে ভাবে সুসমামোদিত হল, তা অনেকটা মৃতপ্রায় গাছের নবজীবন প্রাপ্তির মতই। আপনার সাধনা ও বলিষ্ঠ লেখনী আগামী প্রজন্মের কাছে এক উপহার স্বরূপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার সাধনালব্ধকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহিত্য জগতে কবিগানকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, সেজন্য ত্রিপুরা থেকে স্মৃতি-সংসদ আনন্দিত ও গর্বিত।”

ডাঃ অনিল কুমার চন্দ্র
সভাপতি,
নিখিল ত্রিপুরা কবি হরিচরণ স্মৃতি সংসদ
আগরতলা

